সচিত্র

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে

সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবত

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল

সংস্কৃতের পদ্যানুবাদ

৺উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্পাদক-

৺তারাচাঁদ সম্পাদিত

তৃতীয় মুদ্রণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

মূল্য ১৫৲ পনের টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ দাস
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর—শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত
তারা আর্ট প্রেস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

ভূমিকা।

—০:*:০—

কাল-প্রবাহের তাড়নে বিশ্ব-মানব যখন অবশ-শিথিলাঙ্গে ভাসমান, জ্ঞানের জ্যোতিঃ যখন অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন ; ভাবের স্রোত যখন মন্দীভূত—অবরুদ্ধ, তখন অভাবের তীব্রজ্বালা জগৎকে যে দগ্ধ করিবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ ; সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ-জাল যখন পরিম্লান তখনই অন্ধকারের সমাগম সূচিত হয় এ তো চিরন্তন কথা। যাহা চিরন্তন নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না, কালের দুর্ব্বার গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি বিশ্বে কাহারও নাই, কাল অতি দুর্নিবার—

বহুনীন্দ্র-সহস্রানি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

কাল সহকারেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ভাবের ঘরে যখন অভাবের আনাগোনা আরম্ভ হয়, উপসর্গ যে তখন ঘটে এ অতি মোটা কথা ; এবং এই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই আজ কৃষ্ণাবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মর্ম্মগাঁথার পূর্ব্বে আবার ভূমিকার স্থান হইতে বসিয়াছে।

যাঁহাদের অপাঙ্গবীক্ষণে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, সেই ভগবানের নামানুকীর্ত্তনই যাহার প্রধান উপজীব্য তাদৃশ গ্রন্থের ভূমিকা!—এ যে কত বড় বিড়ম্বনা, এ যে কত বড় ভাবের ঘরে অভাবের আগুন তাহা সুধী-মাত্রেরই বিবেচ্য!

যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, যিনি নিত্য সনাতন, যিনি অবাঙ্মানসগোচর, যাঁহার লীলায় এই বিশ্ব বিতত; কিংবা যাঁহার লীলাবিলাসই এই বিশ্ব, সেই লীলাময়ের লীলানুবর্ণন যে সর্ব্ব ভয়াপহ, এই বিশ্বাসই প্রকাশকের মুখরতার কারণ।

ভক্তকবি একদিন প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥" পরমানন্দ মাধবের কৃপায় তাই এ সম্বন্ধে দু-চারিটি কথা বলিতে বসিয়াছি।

ভগবানের লীলা দ্বিবিধ,—প্রকট ও অপ্রকট, প্রকটাবস্থায় যে লীলা তাহার ফল অসুরাদি নিধন দ্বারা ধরাভার হরণ, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই লীলা ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের দৃশ্য, আর যখন এতাদৃশ লীলা জীবের নেত্র গোচরী, অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক-শিক্ষার্থ যে লীলা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অজ্ঞ জীবের নিকট স্পষ্টিভূত। এই লীলা-প্রচার, এই লোক-শিক্ষার অনুষ্ঠান, প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর কাল চলিয়াছিল তাহার পর অপ্রকট।

অপ্রকটাবস্থায় মোহান্ধ জীবের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপনীত হইতেছে দেখিয়া ভারতের জ্ঞান-ভাস্কর, লোকের হিতই যাহাদের ব্রত—তাদৃশ সর্ব্বকাম-ত্যাগী শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে সূত এই হরিকথামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। আবার তাহারই কিছুকাল পরে বিশ্ব যখন মায়ামুগ্ধ পশ্বাচার হইয়া উঠিল, তখন বেদ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সূতপ্রোক্ত সেই নামামৃত পুনরায় কীর্ত্তন করেন; তাই এই ভাগবতের সৃষ্টি। অবশ্য লোক-শিক্ষার্থ তিনি অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারণা।

স্বামিকৃত টীকার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বুঝা যায় যে—বেদবিভাগ ও নানা পুরাণেতিহাস প্রভৃতি রচনা করিয়া লোকের মোহান্ধকার যখন দূরীভূত হইল না এমন কি ভগবান বেদব্যাস যখন নিজেই তৎসমুদয়ে তাদৃশ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন বিশেষ চিন্তার পর এই ভাগবত মোহান্ধ মানবের অববোধের জন্য প্রণয়ন করিলেন।

পুরাণান্তরেও দেখা যায়—বেদোক্ত ধর্ম্ম যখন লোকের অবোধ্য হইয়া উঠিল, বেদ সিদ্ধান্ত যখন দুঃসিদ্ধান্তে দুরধিগম্য হইয়া লোককে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল, তখন দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তার ফলে ব্যাপক যিনি, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যিনি, তাঁহাকে আবার প্রকট হইতে হইল; এই প্রকটতার নিদর্শন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজ।" এইবার ইহার কার্য্য হইল বেদ বিভাগ, ব্রহ্মসূত্র রচনা, নানাবিধ পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া তরলমতি মানবের ধর্ম্মভাব সম্পাদন; কিন্তু এ সব কার্য্যেও চিত্তশুদ্ধি হইল না। ভগবান ব্যাস যখন ইহাতেও পরিতুষ্ট হইলেন না তখন চিন্তায় বিষণ্ণ হইলেন। এই চিন্তাবিমলিন ভাবকে দূরীভূত করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং মহর্ষি বেদব্যাসও ভাগবত নামক এই পরম রমণীয় শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

এই ভাগবত-রত্নে নাই এমন কথা বড় অল্পই দেখা যায়। দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজ-নীতি বল, রাজনীতি বল, ইহাতে সকলই আছে; কিন্তু প্রধানরূপ ইহাতে পাইবে কি?—ভগবল্লীলা প্রচারের মধুময় পদাবলী, ভগবচ্চিন্তার পরাকাষ্ঠা! জ্ঞানে বিজ্ঞানে সার্ব্বজনিত সমুন্নতি প্রায়শঃ ঘটিয়া উঠে না। জ্ঞানপথে ভগবৎস্বারূপ্য লাভ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠে, বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করিবার জন্যই কৃষ্ণাবতার ব্যাস ভক্তিসূত্রের বিস্তার করিয়াছেন অধিক পরিমাণে।

বেদের ভাষা ও ভাব অতীব দুরবগাহ বলিয়া লোক যখন বেদবিদ্যায় হতাশ হইয়া আপাতরম্য ভোগ-সুখে নিমগ্ন তখন নদীর স্রোতের মত ভারতের জ্ঞানধারা যেন কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট মহাসাগরের বক্ষে লুকাইতে চেষ্টা করিল। এ সব দেখিয়া ভারতের তদানীন্তন হিতৈষীগণ অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফললাভ তাহাতে কিছু হইল না দেখিয়া যখন সকলে বিমর্ষ, তখনকার সৃষ্টি

এই শ্রীমদ্ভাগবত। বেদের বিধি নিষেধের ধার আর প্রায় কারো ধারিতে হইল না, সকলেই ভক্তিসূত্র লইয়া ব্যস্ত। ভক্তিস্রোত যখন ভারতকে প্লাবিত করিয়া তুলিল, সেই সময় হইতেই যেন ভারত বুঝিতে পারিল জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গ অধিকতর সুখাবহ। তখন হইতেই যেন নাম মহিমার আধিক্যে ভারতের ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ব্যাসদেবের স্বহস্তরোপিত ভাগবত পাদপের শুকমুখভ্রষ্ট অমৃতায়মান ফল সকল যেন ভবক্ষুধা বিদুরিত করিয়া দিল।

আজ আবার একদিন আসিয়াছে—যাহা হইতে শোচনীয় দশা আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। যাহাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা জগৎকে স্তব্ধীভূত করিয়া দিত, আজ তাহারা অজ্ঞান, অসভ্য, ধর্ম্মহীন প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত হইয়াও লজ্জা বোধ করিতেছে না, আজ তাহারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় বীভৎসতার নগ্নমূর্ত্তিকে পরম রূপবতী বলিয়া মানিয়া লইতেছে; সুতরাং মূল ভাগবত সংস্কৃতাত্মক বলিয়া বাঙ্গলায় যাহাতে উহার বহুল পরিমাণে প্রচার হয় তাহাতেই মঙ্গল—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া—স্বর্গগত উপেন্দ্রনাথ মিত্রের পয়ারাদি ছন্দে নিবদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের পুনর্মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহা মূল ভাগবতের অবিকল অনুবাদ না হইলেও ছায়ানুবাদ ইহা সত্য। ভাগবতের বর্ণিত ঘটনার পরিহার প্রায়ই করা হয় নাই। ইহার পাঠে ও শ্রবণে অনেকের উপকার হইবার আশা করা যায়।

ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সৎকথার পুনঃ পুনঃ আলোচনায় সদ্ভাবের পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনায় লোকের মানসিক বৃত্তির পরিণতি অন্যরকম হইয়া থাকে। অনভ্যাস বশতঃ "রাম" শব্দের পরিবর্ত্তে 'মরা' 'মরা' বলিতে বলিতেও "রাম রাম" এই স্বরূপ অমর কবি পাইয়াছিলেন, এই সব ভাবিয়াই বহু অর্থব্যয়ে এই পুস্তক প্রচার করিলাম। ভক্ত যাঁহারা, সদভিলাষ যাঁহাদের, তাঁহারা যদি ইহার পাঠে বা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন, তবেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল বলিয়া মনে করিব। ইতি—

বাসন্তী পূর্ণিমা
১৩৩৬

বিনয়াবনত—
৺তারাচাঁদ দাস

উৎসর্গ

স্বর্গীয় প্রয়াগচন্দ্র দাস

পিতৃদেব উদ্দেশে।

পিতঃ!

আপনি ধর্ম্মপিপাসু পরম-বৈষ্ণব, আপনার উপযুক্ত পূজার সম্ভার এতদিন কিছু খুঁজিয়া পাই নাই, আজ উপযুক্ত সম্ভার পাইয়াছি বলিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি আপনারি উদ্দেশে আপনার করকমলে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

অধম সন্তান

তারাচাঁদ।

সূচীপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম স্কন্ধ।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

তৃতীয় স্কন্ধ।

চতুর্থ স্কন্ধ।

পঞ্চম স্কন্ধ।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

বিষয়	পৃষ্ঠা

সপ্তম স্কন্ধ।

অষ্টম স্কন্ধ।

নবম স্কন্ধ।

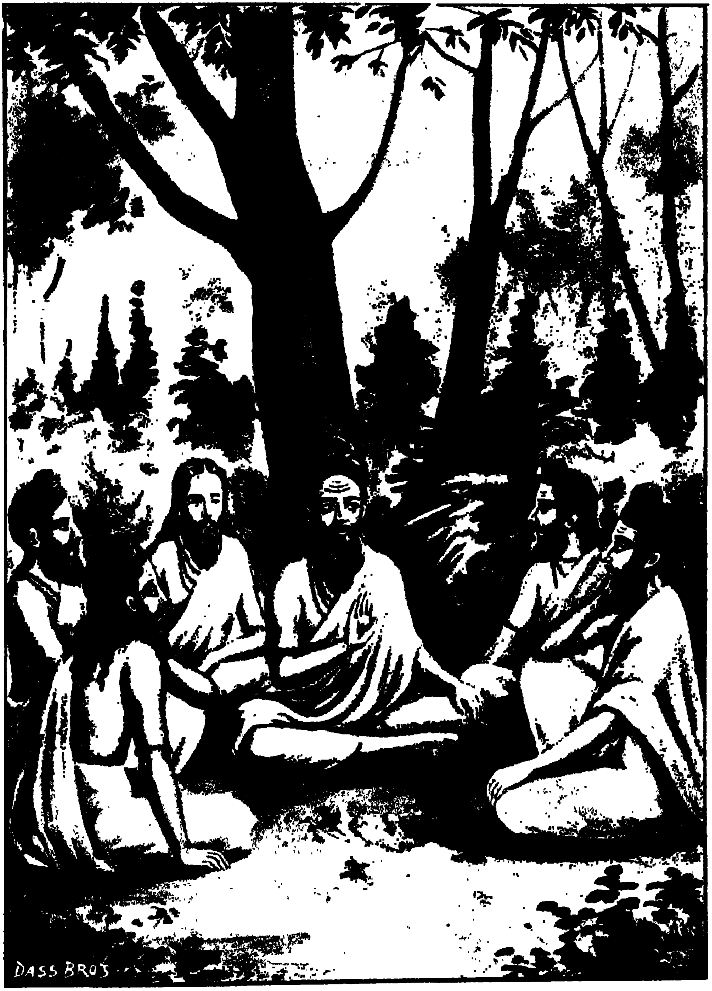
বিষয়	পৃষ্ঠা

দশম স্কন্ধ।

একাদশ স্কন্ধ।

দ্বাদশ স্কন্ধ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।



শৌনকাদি মুনি তথা আনন্দিত মনে।

শোনেন শাস্ত্রের কথা সূতের বদনে॥ [১—পৃষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি ভাগবত বিষয়ক প্রশ্ন।

হরিক্ষেত্র মাঝে খ্যাত নৈমিষ কাননে।
হরি লভিবারে যত মহামুনিগণে ॥
সহস্র বৎসর যজ্ঞ করেন হরষে।
বুঝিতে যজ্ঞের মায়া প্রকৃতির বশে ॥
শৌনকাদি মুনি তথা আনন্দিত মনে।
শুনেন শাস্ত্রের কথা সূতের বদনে ॥
বেদাদি ভারত কথা অমৃতের সার।
প্রকাশিতে স্তব ঋষি বুদ্ধির আগার ॥
একদা প্রভাত হ'লো তিমির শর্ব্বরী।
জাগিল যতেক ঋষি নিদ্রা পরিহরি ॥
সাধিয়া যজ্ঞের কর্ম্ম যত ঋষিজন।
জিজ্ঞাসে সূতেরে তবে করি অভ্যর্থন ॥
হে সূত তোমার মুখে শাস্ত্র আলাপন।
শুনিয়া সার্থক হ'লো মোদের জীবন ॥
স্বগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম কহে সর্ব্বজন।
ব্যাসাদি প্রবল বুদ্ধি করে আলোচন ॥
সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাসের ভারতী।
শুনিয়াছ তুমি সূত করি স্থিরমতি ॥
বিষম প্রমাদ বশে আমরা সকলে।
না জানি নির্গুণ ব্রহ্ম ব্রহ্মমায়া বলে ॥
কহ আয়ুষ্মান্ ক্রমে ভাগবত সার।
যাহাতে হইবে মুক্ত এ ঘোর সংসার ॥
কলিযুগে অল্পবুদ্ধি যতেক মানব।
অল্পায়ু অলস হবে পাপে রত সব ॥
কেমনে সংসার হ'তে হইবে উদ্ধার।
কহ সূত সে সংবাদ সর্ব্ব সারাৎসার ॥
আগম নিগম বেদ তন্ত্র ইতিহাস।
সকলি আছয়ে সূত ব্রহ্মার আভাস ॥
অল্পায়ু মানব যবে কলিতে জন্মিবে।
জলধি সমান শাস্ত্র কেমনে বুঝিবে ॥
কৃপা করি ওহে সূত কহ সেই বাণী।
সর্ব্বশাস্ত্র সার কথা যাহে তরে প্রাণী ॥
ভক্তের পালন কর্ত্তা সেই ভগবান।
দেবকীর গর্ভে জন্মি কেন দেহবান ॥

কাহার মঙ্গল হেতু ত্যজি দেবদেহ।
উদিলেন এ সংসারে ছাড়ি স্বর্গগেহ॥
কর সেই ইতিহাস হে সূত! বর্ণন।
যা শুনি জীবের হবে মঙ্গল সাধন॥
শুনিয়াছি নারায়ণ ভুবন ভিতরে।
অবতাররূপে আসি সর্ব্বদুঃখ হরে॥
কঠিন মানব যদি কভু কায়মনে।
ডাকে 'নারায়ণ' বলি জিনে পাপগণে॥
ভবের বন্ধন তায় ছিন্ন হ'য়ে যায়।
সেইক্ষণে সেই নর মুক্তিপদ পায়॥
আছয়ে যতেক ভয় সংসার বন্ধনে।
সকলেই কম্পান্বিতা শুনি নারায়ণে॥
নারায়ণে যেই ঋষি সঁপিয়াছে প্রাণ।
যথায় উদয় তাঁর পবিত্র সে স্থান॥
যথা গঙ্গাবারি বিনা শুদ্ধি নাহি হয়।
হরিনাম বিনা তথা দেহ শুদ্ধ নয়॥
দারুণ কর্ম্মের ভয়ে যদি কোনজন।
ইচ্ছা করে ত্যজিবারে কর্ম্মের ভুবন॥
হরিনাম বিনা আর নাহি অন্যগতি।
হরিযশঃ না গাহিলে নহে শুদ্ধ মতি॥
দেখহ প্রমাণ তার নারদাদি মুনি।
হরিগানে পুণ্যবান পুরাণেতে শুনি॥
হরিনাম শুনিবারে আমরা সকলে।
হইয়াছি অভিলাষী কহ পুণ্যবলে॥
লীলাক্রমে এ ভুবনে সেই নারায়ণ।
যেইরূপে অবতার করহ কীর্ত্তন॥
তৃপ্ত নাহি মোরা প্রভু নামমাত্র শুনি।
কহ তাঁর ইতিহাস ওহে মহামুনি॥
অজ্ঞান আঁধার যাহে হয় দূরীভূত।
জ্ঞানময় ব্রহ্মবুদ্ধি যাহে মূলীভূত॥
সেই কথা সাধুজন করেন শ্রবণ।
কহ কহ ওহে সূত সেই বিবরণ॥
বসুদেবে পিতা বলি কেমনে কেশব।
প্রকাশিলা নিজ লীলা ব্যাপিয়া এ ভব॥
কলিরে আসিতে হেরি সংসার ভিতরে।
হইয়াছি অভিলাষী হরি জানিবারে॥
বিষ্ণু লাগি এই ক্ষেত্র এই যজ্ঞস্থল।
সমাগত এই যজ্ঞে মুনীন্দ্র সকল॥
শুনিতে হরির কথা সকলের মন।
কহ সূত ব্রহ্মময় হরি বিবরণ॥
ভকত বৎসল হরি সেই নারায়ণ।
শুনাইতে সেই কথা তব আগমন॥
ধর্ম্মের আধার কৃষ্ণ ত্যজিয়া সংসার।
বৈকুণ্ঠেতে তিরোভাব হ'লেন আবার॥
কহ সূত ধর্ম্ম এবে থাকিয়া ভুবন।
কাহারে আশ্রয় ভাবি করিল স্মরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি॥

ইতি ঋষি প্রশ্ন সমাপ্ত।

অথ সূত কর্ত্তৃক হরিগুণ বর্ণন।

নমি মুনিজন পদে কহে সূত ঋষি।
ভাগবত সার কথা শুনে দশ দিশি॥
হরি কথা যেই শুনে হ'য়ে একমন।
ছিন্ন হয় তার জেনো এ ভব বন্ধন॥
হরিগুণ গাহি শুক ব্যাসের তনয়।
ত্যজিয়া সংসার যবে প্রস্থান করয়॥
পাছে পাছে ব্যাসদেব পুত্র পুত্র বলি।
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে পুছে কোথা যাও বলি॥
না মানি পিতার বাক্য শুকদেব স্বামী।
বলে হরি আরাধনে চলিলাম আমি॥
একমাত্র পুত্র ছিল হইল বিরাগী।
বিরহে কাতর ব্যাস পুত্রবর লাগি॥
বলে বাছা কি শিখিলি কি জানিবি আর।
হরিনাম গৃহে কর এস আরবার॥
বিষম বিপদ হেরি শুক মহাঋষি।
জনকে উত্তর করে বৃক্ষরূপে মিশি॥

জনকেরে বুঝাবারে হরিনাম গুণ।
প্রকাশিলা যাহা শুক সবে এবে শুন॥
বলিতে হরির গুণ সবাকার আগে।
নমিলাম ব্যাসদেবে মম শিরোভাগে॥
নমিলাম নারায়ণ মঙ্গল কারণ।
নমিলাম বীণাপাণি বাণীর সাধন॥
অতি মনোহর কথা হরিগুণ গান।
শুনিলে যাতনা হ'তে জুড়ায় এ প্রাণ॥
ভাল প্রশ্ন করিয়াছ মুনীন্দ্র সকল।
কহিতেছি হরিগুণ যথা মম বল॥
কি আছে উত্তম আর হরি পরিহরি।
সংসারে আত্মার মাত্র সেই এক তরি॥
যত কর যোগ যাগ মোক্ষের কারণ।
সকলি প্রবোধ মাত্র তুষ্ট মাত্র মন॥
স্বার্থশূন্য হরিভক্তি সকলের সার।
পুরুষ পরম ধর্ম্ম সংসার মাঝার॥
বাসুদেব ভক্তি যেই করে একমনে।
অজ্ঞান নাশক তার বৈরাগ্য ভুবনে॥
ধর্ম্ম বলি অনুষ্ঠান করিলে করম।
হরিনাম শূন্য হ'লে না থাকে ধরম॥
ধর্ম্মের লাগিয়া যত কর আয়োজন।
হরিনাম শূন্য হ'লে নাহি প্রয়োজন॥
অর্থ যশে মুক্তি লাগি করিলে করম।
উদ্দেশ্য না সিদ্ধ হবে ভাবহ চরম॥
কাম ক্রোধ লোভ পূর্ণ কি কাজ তাহাতে।
মুনিগণ বলে পুণ্য নাহি হেন পথে॥
নহেত ইন্দ্রিয় সুখ বিষয়ের ফল।
যতদিন জীয়ে নর পায় সে সকল॥
স্বর্গ লাগি যাগযজ্ঞ ধর্ম্মের কারণ।
না হয় উচিত লভি মানব জীবন॥
তত্ত্ববলে জ্ঞানলাভ করে যেইজন।
সেজন স্বরগ লভে কহে মুনিগণ॥
ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলে ভুবনে যে নর।
মিথ্যা আরাধনা তার অজ্ঞান ভিতর॥

পরমাত্মা জ্ঞানতত্ত্ব বেদের প্রমাণে।
বৃথাই করম তার যেবা নাহি জানে॥
নানা শব্দে সেইজ্ঞান ভুবনে বিদিত।
ব্রহ্ম পরমাত্মা কভু ভগবানে স্থিত॥
ভগবান বুঝিবারে বেদান্ত শ্রবণ।
ভক্তিযোগ এ সংসারে করে মুনিগণ॥
বৈরাগ্য মিশ্রিত তাহে ভক্তি উপার্জ্জন।
হ'লে ব্রহ্ম নিজদেহে হেরে সেইজন॥
শুন মুনিগণ তবে নিগূঢ় কারণ।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান মাত্র আশ্রম বন্ধন॥
আশ্রম উচিত ধর্ম্ম কৈলে অনুষ্ঠান।
সঁপিলে হরির পদে আপনার প্রাণ॥
হইবেন হরি তুষ্ট করম সফল।
ঘুচিবে সংসার ভয় মানব সকল॥
ধর্ম্মের সহিত যদি হরির কারণ।
কর তাঁর লীলা ধ্যান অথবা কীর্ত্তন॥
গুরুজন মুখে কিম্বা করহ শ্রবণ।
কিম্বা কায়মনে কর সে ধন পূজন॥
তবে সে হইবে তব জনম সফল।
মানব জনম লভি পাবে মহাফল॥
ধ্যানরূপ-অসি বলে যত জ্ঞানীজন।
ভবেতে থাকিয়া করে কর্ম্মের ছেদন॥
সেই বিভু হরিকথা করিতে শ্রবণ।
হৃদয় না খুলি দেহ কোন মূঢ়জন॥
তীর্থে নিবেদন করি যতেক মানব।
আহরে পুণ্যের কীর্ত্তি ভবের বৈভব॥
তীর্থ নিষেবন করি যতেক ধীমান।
তাহাতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা করে সর্ব্বজন॥
শ্রদ্ধাবলে হরিকথা করিলে শ্রবণ।
অভিলাষে পূর্ণ হবে মানবের মন॥
অভিলাষ অভিরুচি শাস্ত্রের বিধান।
অভিরুচি বশে মজে স্বভাব প্রমাণ॥
পবিত্রতা ভাবে সাধু করিলে শ্রবণ।
হরি তার সখারূপে আবির্ভূত হন॥

যতেক কামনা তার অন্তরের ব্যথা।
পুরান আপনি হরি সর্ব্বদা সর্ব্বথা ॥
এমত ক্রমেতে সেবি হরির চরণে।
উপজে হৃদয়ে ভক্তি মানব জীবনে ॥
হরিতে সঁপিলে ভক্তি মানব মানসে।
রজঃ তমঃ শূন্য হয় সত্ত্বেতে হরষে ॥
রজস্তমঃ কাম লোভ রিপু আদি যত।
নাশ হ'য়ে সত্ত্বগুণ জাগে অবিরত ॥
সত্ত্বগুণে ভগবান নিবিষ্ট অন্তর।
হইলে মানব হয় সংসারে কাতর ॥
সংসারে বিরত হ'লে তত্ত্বের সঞ্চার।
তত্ত্বহেতু জ্ঞান জন্মে সকলের সার ॥
জ্ঞানলাভে ব্রহ্মলাভ হেরয়ে মানব।
অহংবুদ্ধি নাশে সেই সে যে এই ভব ॥
অহংবুদ্ধি নাশে নাশ সকল সংশয়।
সংশয় বিনাশে লোকে কর্ম্মের বিলয় ॥
এমন হরির গুণ শুন মুনিজন।
এই হেতু জ্ঞানী করে হরি আরাধন ॥
হরি আরাধনে আত্মা প্রসন্ন সতত।
জ্ঞান লাগি হরি যজ্ঞ কর অবিরত ॥
পুনশ্চ শুনহ কিছু হরির সন্ধান।
পুণ্যের আধার তিনি নিত্য জ্ঞানবান ॥
তিনি গুণময় হরি বেদাদিতে কয়।
তিনগুণ হরি হয় বিরিঞ্চি কহয় ॥
তিনের আকার হেরি হয় মূলধন।
হরিনামে মনুষ্যের মঙ্গল সাধন ॥
যদি বল এক হ'তে তিনের জনম।
তবে কেন হরি সাধি ভুলিব করম ॥
তাহার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র হয় মানব জীবন ॥
কাষ্ঠের ঘর্ষণে যথা ধূমের সঞ্চয়।
ধূমের বিলয়ে হয় অগ্নির আকার ॥
প্রথমে আছিল কাষ্ঠ জড় পৃথ্বীময়।
তাহাতে জন্মিল ধূম চল শক্তিময় ॥
ধূমেতে জন্মিয়া অগ্নি বেদের কারণ।
সাধিতে বেদের কার্য্য করে আরাধন ॥
তেমতি তমের ভরে রজের জনম।
রজ হ'তে সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের মরম ॥
এমতে বুঝহ হরি সকল প্রধান।
এই হেতু হরি সেবে সর্ব্ব জ্ঞানবান ॥
পুরাকালে হরি হেতু সত্ত্বের আশ্রয়।
করিতেন মুনিগণে বেদাদিতে কয় ॥
বর্ত্তমানে যদি কর হরি আরাধন।
অগ্রেতে ভজহ সত্ত্ব মঙ্গল কারণ ॥
মোক্ষ লাগি নারায়ণে ভজে যত জ্ঞানী।
না কভু তাহারা ভুলে জনক জননী ॥
যাহার হৃদয় পূর্ণ রজস্তমো গুণে।
পিতা পুত্র অর্থ ভূত পূজে সেইজনে ॥
বেদ যজ্ঞ যাগ দান তপস্যা ধরম।
একমাত্র বাসুদেব সবার চরম ॥
বাসুদেব ভিন্ন ভবে নাহি অন্যগতি।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যতেক সুমতি ॥
হরির ক্ষমতা শুন যত মুনিগণ।
তাঁহার মায়ায় বিশ্ব হইল সৃজন ॥
আকাশাদি মহাভূত তাঁহার মায়ায়।
সৃজিত হইয়া থাকে তাঁহার আত্মায় ॥
সকলের আত্মা হরি বিশ্বের মাঝারে।
সকলি তাঁহাতে মগ্ন কে বুঝে তাঁহারে ॥
বিশ্বস্রষ্টা বলি তাঁর নাহি অভিমান।
বিশ্বই চিত্তের রূপে হেরে জ্ঞানবান ॥
কাষ্ঠভেদে যথা অগ্নি থাকয়ে নিহিত।
তেমতি সকল ভূতে সে হরি ভূষিত ॥
বিশ্ব-আত্মা সেই হরি পরম ঈশ্বর।
ভূতরূপে প্রকাশিত ব্যাপি চরাচর ॥
যদি বল সর্ব্বভূতে থাকে কি প্রকারে।
করেন বিষয় ভোগ এ ধরা সংসারে ॥
ইন্দ্রিয় ও আত্মাগণ চারিভূত ভাবে।
ইচ্ছা ক্রমে দুঃখভোগে আপন প্রভাবে ॥

হেরিতে আপন লীলা সত্ত্বগুণময়।
সৃজেন মানুষ, পক্ষী, পশু, জীবচয়॥
আত্মারূপে সকলেতে প্রবেশিয়া হরি।
পালিছেন তিনলোক সংসারের তরি॥
ভগবান গুণ এই করিনু কীর্ত্তন।
বুঝহ জ্ঞানের বশে যত মুনিগণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি॥

ইতি হরিগুণ বর্ণন সমাপ্ত।

———

পরমেশ্বরের আকার ও অবতার কথন।

সূত কহে শুন শুন যত মুনিগণ।
অবতার কথা কহি শুন দিয়া মন॥
ইচ্ছা করি ভগবান সৃজিতে ভুবন।
আপনি পুরুষ রূপ করেন ধারণ॥
অহঙ্কার পঞ্চভূত একাদশেন্দ্রিয়।
সবে মিলি রূপ সৃজে ভুবনের প্রিয়॥
পদ্মনামে কল্প ছিল ভুবনে প্রচার।
যোগনিদ্রাবশে ছিল পুরুষ আকার॥
যোগবলে পুরুষের নাভির মাঝারে।
জন্মিলেন কমলিনী প্রফুল্ল আকারে॥
পুরুষের সহযোগে পদ্মের গরভে।
আপনি সে বিশ্বপতি ব্রহ্মা জন্ম লভে॥
তথাপি সে পুরুষের নাহিক বিকার।
সত্ত্বগুণময় তিনি সত্ত্বের আধার॥
পুরুষ করিল যবে অঙ্গের সংস্থান।
তবেতো জগত হ'ল সর্ব্ব বিদ্যমান॥
হেরিতে তাঁহার রূপ কেহ নাহি পায়।
যোগীরা যোগের বলে জ্ঞানে হেরে তাঁয়॥
অপূর্ব্ব তাঁহার বেশ যোগিগণ কয়।
অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত দেহ বিশ্বময়॥
পুরুষাবতার সেই সকলের মূল।
নাহি তাহে সূক্ষ্ম তাঁর সকলই স্থূল॥

আর যত অবতার ইহাতে অদ্ভুত।
লীলা শেষে সবে হবে উহাতে সংযুত॥
না হয় উহার ধ্বংস বেদাদিতে কয়।
অবতার রূপে অংশে জীবাদি জন্ময়॥
সেই বিশ্বনাথ শেষে ভুবন কারণ।
প্রথমেতে অবতার হয়েন ব্রাহ্মণ॥ ১
কৌমার সৃষ্টির বলে ব্রহ্মচর্য্য করি।
দেখায়েছিলেন লোকে স্বরগের তরি॥
দ্বিতীয়ে শূকর রূপ সর্ব্বলোকে কয়। ২
বারি হতে পৃথিবীকে তোলেন নিশ্চয়॥
তৃতীয় নারদ নামে হ'য়ে অবতার। ৩
ভুবনে বৈষ্ণব তন্ত্র করেন প্রচার॥
বৈষ্ণব তন্ত্রের গুণে যতেক মানব।
কর্ম্মভোগে মুক্ত হ'য়ে ত্যজে এই ভব॥
নারায়ণ নাম ধরি চারি অবতারে।
কর্ম্ম ভার্য্যাগর্ভে জন্ম সংযমী আকারে॥ ৪
পঞ্চমেতে সিদ্ধেশ্বর কপিলের নামে।
সাংখ্যতত্ত্ব প্রচারেন এই ভবধামে॥ ৫
দত্তাত্রেয় নাম লন ষষ্ঠ অবতারে।
অত্রির প্রার্থনা-বলে পুত্রের আকারে॥ ৬
সপ্তমে আকুতি গর্ভে যজ্ঞ নামধারী।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ অধিকারী॥ ৭
অষ্টমে অগ্নিধ্র পুত্র ঋষভ আকার।
পরমহংস পথ জিনি করেন প্রচার॥ ৮
নবমেতে নারায়ণ ধরি পৃথু নাম।
তুষিবারে ঋষিগণে দোহে ধরাধাম॥ ৯
প্লাবনে ডুবিল মহী মহামন্বন্তরে।
দশমে জন্মেন হরি মৎস্য নাম ধরে॥ ১০
রক্ষিবারে বৈবস্বতে মহী তরণীতে।
ধরিলেন মৎস্যরূপ ভাসিয়া বারিতে॥
দেবাসুর যবে করে সমুদ্র মন্থন।
ধরিতে মন্দার গিরি কূর্ম্মরূপী হন॥ ১১
একাদশে এইরূপ সর্ব্বজন কয়।
পৃষ্ঠেতে মন্দার ধরি জলেতে ভাসয়॥

ধন্বন্তরী রূপ হয় দ্বাদশ তাঁহার।
অমৃত লইয়া হন ভুবনে প্রচার ॥ ১২
ত্রয়োদশে মোহিবারে দেবতা-নিচয়।
অমৃতে মোহিনীবেশ ধারণ করয় ॥ ১৩
চতুর্দ্দশে নরসিংহ রূপেতে প্রকাশ।
পুরাণ তাহাতে প্রভু প্রহ্লাদের আশ ॥
বিষ্ণুহিংসা কাশিপুরে করিয়া হনন।
রাখেন আপন যশঃ প্রচারি ভুবন ॥ ১৪
পঞ্চদশে ছলিবারে বলি মহারাজে।
উরেন বামনরূপে এই ধরা মাঝে ॥
লাঘবিতে দান গর্ব্ব গিয়া যজ্ঞস্থলে।
তিনপদে ত্রিভুবন হরেন কৌশলে ॥ ১৫
ষোড়শে পরশুরাম ভুবনে বিদিত।
একবিংশবার ক্ষত্রে করেন ছেদিত ॥ ১৬
সপ্তদশে ব্যাসরূপে হন অবতার।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিয়া করেন বিস্তার ॥ ১৭
যে জন পবিত্রভাবে হ’য়ে একমন।
সন্ধ্যা প্রাতে অবতার করেন কীর্ত্তন ॥
দূরে যায় ভবদুঃখ চিরসুখ তার।
খোলা থাকে স্বর্গপথ কারণ তাহার ॥
মায়ার কল্পনা বলে জগত ঈশ্বর।
ধরেন পূর্ব্বেতে রূপ কহিনু বিস্তর ॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিনি নাহি তাঁর দেহ।
সর্ব্বত্র বিরাজ তাঁর নাহি কোন গেহ ॥
কি সাধ্য তাঁহারে জীবে হেরয়ে নয়নে।
মায়ামাত্র তাঁর রূপ প্রকাশ ভুবনে ॥
হেরিলে উপরে মেঘ-পরমাণু যত।
পবন হেরিনু বলি করে নরে মত ॥
তেমতি মানব সবে অজ্ঞানের বশে।
ঈশ্বর হেরিনু বলি থাকয়ে হরষে ॥
যদ্যপি তাপসবৃন্দ হেন বুঝ মনে।
নিরাকার বিভু তবে বলেন কেমনে ॥
করিব মীমাংসা তার করিয়া যতন।
অবস্থিত হ’য়ে সবে করহ শ্রবণ ॥
স্থূল অবতার রূপ সংসারে প্রকাশ।
সূক্ষ্ম রূপ আছে তাঁর সদা অপ্রকাশ ॥
হস্তপদ চক্ষু কর্ণ নাহি কিছু তাঁর।
দর্শন শ্রবণ শূন্য এমন আকার ॥
অস্তিত্ব তাঁহার বেদে করয়ে প্রমাণ।
সৃষ্টি কথা বিনা জীবে কেবা দেয় প্রাণ ॥
অজ্ঞান হইলে দূর যবে জ্ঞানবলে।
স্থূল সূক্ষ্ম একমাত্র বুঝহ সকলে ॥
তখন পরম তত্ত্ব উদিয়া অন্তরে।
ভাবে সর্ব্ব ব্রহ্মময় সংসার ভিতরে ॥
যত দিন আত্মা রহে মায়াতে ভূষিত।
ততদিন জ্ঞান নাহি হয় নিবেশিত ॥
করমের বলে জ্ঞান হইলে বিদিত।
উপাধি নাহিক ব্রহ্মে হয় যে বিদিত ॥
কর্ম্ম জন্ম নাহি তাঁর ব্রহ্ম সনাতন।
কল্পনাই তাঁর রূপ কহে জ্ঞানীজন ॥
অষ্টাদশে রামচন্দ্র দশরথ সুত।
সাগরে বাঁধেন সেতু অতীব অদ্ভুত ॥ ১৮
সাধিতে দেবের কার্য্য দশাননে নাশি।
হইলেন গুণময় ভুবনে প্রকাশি ॥
হ’লেন কেশব নামে যদুকুল মাঝে।
নাশিতে সংসার ভার ভুবনে বিরাজে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে করিতে উদ্ধার।
ধরিলেন নারায়ণ ঊনিশ আকার ॥ ১৯
বর্ত্তমানে হইয়াছে কলির সঞ্চার।
গয়াতীর্থে বুদ্ধনামে হবেন প্রচার ॥ ২০
অবশেষে সবে কলি হইবে অন্তর।
কল্কি নামে আসিবেন ভুবন ভিতর ॥ ২১
বিষ্ণুযশা নামধারী ব্রাহ্মণ ঔরসে।
জন্মিবেন এ সংসারে হরি মায়াবশে ॥
অতএব শুন সবে হয়ে একমন।
একমাত্র বিভু হ’তে সকল জনম ॥
অনন্ত প্রবাহ উঠি এক সরোবরে।
দিগন্তে বহয় যথা পৃথিবী ভিতরে ॥

তেমতি পুরুষ হ'তে সর্ব্ব অবতার।
জনমি প্রকাশি লীলা বিলয় আবার॥
সত্ত্বগুণময় বিধি সকলের সার।
তাহাতে বিশ্বের সৃষ্টি সংসারে প্রচার॥
প্রজাপতি, ঋষি, মনু, দেবতা, মানব।
সকলি হরির অংশে হয়েন উদ্ভব॥
তন্মধ্যে কেহবা অংশে কেহ কালবশে।
ভুবনে প্রকাশ হন নিজ কর্ম্মবশে॥
তাহার মাঝারে তবে শুন মুনিগণ।
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের রূপে অবতীর্ণ হন॥
যদি বল অবতার হন কি কারণ।
যদি হরি মহাশক্তি করেন ধারণ॥
তাহার বিশেষ কথা শাস্ত্রে এই কয়।
নাশিবারে দৈত্য-ভয় অবতার হয়॥
ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ জনমি ভুবনে।
আরম্ভিলে উপদ্রব হরি সে কারণে॥
অবতার রূপে গিয়া ভুবন মাঝার।
অনায়াসে দৈত্যগণে করেন সংহার॥
জীবের সহিত বিভু জনম লভিয়া।
করেন বিশ্বের কর্ম্ম স্বীয় প্রাণ দিয়া॥
তথাপি যে তিনি জীব কে পারে বলিতে।
রূপধারী মাত্র তিনি জীবের বিদিতে॥
বিভুর কৃপায় বিশ্ব সৃজন পালন।
লীলা শেষে সৃষ্ট বস্তু হয় বিনাশন॥
তাঁহার ইচ্ছায় সর্ব্ব জানিহ সকলে।
কিন্তু তিনি লিপ্ত নন কোনও কৌশলে॥
তিনিই জীবরূপে ভূতের অন্তরে।
প্রবেশি করেন কার্য্য ইন্দ্রিয়ের ভরে॥
ব্যাসের প্রবোধে শুক এ হেন কহিলে।
ভাসেন যতেক ঋষি সন্দেহ সলিলে॥
ইন্দ্রিয় মাঝারে যদি তাহার আবাস।
সৃষ্ট কার্য্য ফল ভোগ কেনই প্রকাশ॥
নাহিক উত্তর তার জ্ঞানীর অন্তরে।
কুবুদ্ধি মানবে তাঁর মূর্ত্তি সংখ্যা করে॥
কি কারণে সেই লীলা কেন অবতার।
কে বুঝাবে হেন কূট অর্থের প্রকার॥
বিভুর নিকটে লভি দেহ প্রাণ মন।
অজ্ঞ নট মন সবে করে আবরণ॥
নটের কল্পনা বলে অতীত ঘটনা।
জীবন্ত দেখাও যথা করিয়া রটনা॥
তেমনি কল্পনা-বলে অবিজ্ঞ মানব।
গাহে ঈশ্বরের রূপ কারণ বৈভব॥
যেজন হৃদয়ে সাধে সেই চক্রপাণি।
ভক্ত মাত্র সম্বোধন কহে তায় জ্ঞানী॥
ভক্তিতে তত্ত্বের কথা ক'হেছি পূরবে।
ভক্ত বিনা তাঁর ভাব না বুঝে এ ভবে॥
ধন্য ধন্য ঋষিগণ ধরার মাঝারে।
বাসুদেবে ভক্তি সবে করিছ প্রকারে॥
নারায়ণে ভক্তি সদা করে যেইজন।
জনম যন্ত্রণা তার হয় যে খণ্ডন॥
যেই ভাগবত কথা জিজ্ঞাসিলে সবে।
শুক লাগি ব্যাস তাহা প্রকাশিলা ভবে॥
যাবতীয় ইতিহাস পুরাণ রতন।
সকলের সার ইথে আছে বিবরণ॥
নিখিলের দেবতুল্য স্বস্ত্যয়ন সার।
মঙ্গল কারণে গ্রন্থ ভুবনে প্রচার॥
হরির চরিতে ইথে বিস্তারে বর্ণিত।
শুনিলে মোহিত হয় মানবের চিত॥
পাণ্ডুবংশধর রাজা নাম পরীক্ষিত।
ঋষিশাপে ত্যক্ত প্রাণ হইয়া নিশ্চিত॥
করিলেন তিনি আসি গঙ্গায় নিবাস।
শুকমুখে এই গ্রন্থ তথা সুপ্রকাশ॥
তারিতে তাঁহারে শুক ব্রহ্মশাপ হ'তে।
কহিলেন সার কথা ভাগবত মতে॥
ধর্ম্ম জ্ঞান কৃষ্ণ সহ ত্যজিলে জীবন।
আঁধারে পতিত হ'ল মানবের মন॥
ঘুচাতে আঁধার সেই ভাগবত রবি।
ব্যাসের মানসে বসি প্রকাশিল ছবি॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ শুক যবে করিয়া যতন।
পরীক্ষিতের পাপরাশি করিতে খণ্ডন ॥
প্রকাশেন ভাগবত হরি কথা সার।
সমস্ত শুনিনু আমি শ্রবণে আমার ॥
কহিব সে ভাগবত শুন দিয়া মন।
শুক মুখে যথা আমি করেছি শ্রবণ ॥
উপেন্দ্র হৃদয়ে করি হরিপদ সার।
রচিলেক ভাগবত অমৃত আধার ॥
যে শুনিবে যে পড়িবে এই হরিকথা।
ঘুচিবে সংসার দুঃখ তাহার সর্ব্বথা ॥

ইতি পরমেশ্বরের আকার ও গুণবর্ণন সমাপ্ত।

ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন।

হরিগুণ বর্ণনার হলে সমাপন।
জিজ্ঞাসে শৌনিক তবে সূতেরে তখন ॥
ধন্য ধন্য তুমি সূত ঋষির সমাজে।
সর্ব্বশাস্ত্র সার তব মানসে বিরাজে ॥
ওহে বাগ্মী শ্রেষ্ঠ সূত! জিজ্ঞাসি তোমায়।
কহ ভাগবত কথা তুষিতে সবায় ॥
যেমতি কহিল শুক পরীক্ষিত স্থানে।
যেমতে বুঝিলা তুমি আপনার জ্ঞানে ॥
কোনযুগে কোন স্থানে ভাগবত সার।
কেন রচি দ্বৈপায়ন করেন প্রচার ॥
কোনজন ব্যাসে হেন বুদ্ধি আরোপণ।
করিলেন ভুবনের মঙ্গল কারণ ॥
আর প্রশ্ন আছে মম শুন মহামুনি।
শুকদেব মহাযোগী সর্ব্বত্রই শুনি ॥
ব্রহ্মদর্শী নাম তার নাহি ভেদ জ্ঞান।
ঈশ্বর বিহনে তাঁর নাহি রহে প্রাণ ॥
মায়ার মোহনে তিনি আবরিত নন্।
মূঢ় জ্ঞানহীন তারে করয়ে রটন ॥
উত্তম উপমা তার ভুবনে প্রকাশ।
রহিয়াছে বলি তার কিঞ্চিৎ আভাষ ॥

আশ্রম ত্যজিয়া শুক চলিল কাননে।
একদা সরসী এক হেরেন নয়নে।
কমল কহ্লার শোভে ভাসে রাজহংস।
হেরে তার শোভা হয় বৈরাগ্যের ধ্বংস ॥
সারস সারসি নাচে দলে দলে মিলি।
উলঙ্গে অমর নারী করে জলকেলি ॥
হেরিয়া এ হেন শোভা সে মুনি নয়নে।
নাহি মোহিলেন তিনি চলিলেন বনে ॥
মহাযোগী হেরি তাঁরে অমর-সুন্দরী।
উলঙ্গে রহিল জলে লজ্জা পরিহরি ॥
পরে যবে ব্যাসদেব পুত্রের কারণে।
আসিলেন সেই স্থানে শুক অন্বেষণে ॥
আশ্রমী ব্যাসেরে হেরি যতেক সুন্দরী।
লজ্জায় পরিল বস্ত্র করি ত্বরাত্বরি ॥
এ হেন ঘটনা ঋষি হেরিয়া নয়নে।
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে সুরনারীগণে ॥
কহ সুলোচনা সবে শুনিতে বাসনা।
কি কারণে শুকে লজ্জা কর না বল না ॥
আমি বৃদ্ধ ঋষি হই শুকের জনক।
বিশেষ সুন্দর সেই বয়সে যুবক ॥
উলঙ্গ হইয়া শুক করিল গমন।
তারে হেরি নাহি অঙ্গে দিলা আবরণ ॥
অতি বৃদ্ধ ঋষি আমি শাস্ত্রে সদা মন।
আমারে দেখিয়া লজ্জা কর কি কারণ ॥
শুনিয়া রমণী সবে ব্যাসের ভারতি।
কহে মৃদু মৃদু হাসি করিয়া আরতি ॥
আশ্রমী আপনি মুনি শুক তাহা নয়।
সে কারণে শুকে হেরি লজ্জা নাহি হয় ॥
আশ্রমীর নারী নরে আছে ভেদ জ্ঞান।
অনাশ্রমী সে শুকের সকলি সমান ॥
পিতাপেক্ষা জ্ঞান সূত! শুকের ঈশ্বরে।
উন্মত্ত জড়ের মত সদা বাস করে ॥
সে হেন মহর্ষি শুক বল কি কারণ।
কুরুজাঙ্গ হস্তিনায় উপস্থিত হন ॥

নাস্তিক কখন যাঁর নগরে গমন।
কেমনে জানিল তারে জনপদগণ ॥
কেমনে বা সেই ঋষি পরীক্ষিত পাশে।
আপনার মনোভাব তাঁহারে প্রকাশে ॥
কি প্রসঙ্গ তথা বল হ'লো উপস্থিত।
ভাগবত কথা যাহে হ'লো প্রচারিত ॥
শুনিয়াছি লোকমুখে হে ঋষিভূষণ।
গৃহপতি করে শুক আরোপি চরণ ॥
গৃহস্থের গৃহে নাহি রন বহুক্ষণ।
যে সময় মাঝে এক গাভীর দোহন ॥
ভাগবত কথা শুনি বারিধির সম।
কেমনে কহিল তাহা সে ঋষি-সত্তম ॥
ধন্য সেই পরীক্ষিত অভিমন্যু সুত।
কহ তাঁর জন্মকথা অতীব অদ্ভুত ॥
পাণ্ডুবংশে অলঙ্কার সেই নরপতি।
রাজ্য-ত্যজি গঙ্গাতীরে কেন বা বসতি ॥
কি কারণে ভোগ ত্যজি রাজা অনশনে।
ছাড়িয়া সংসার আশা ত্যজেন জীবনে ॥
শত্রুগণ অবনত শাসনের গুণে।
কেন ত্যজিলেন রাজ্য কহ মহামুনে ॥
অতুলন রাজ্য ধন তরুণ যৌবন।
ত্যজিলেন অবহেলে বল কি কারণ ॥
না শুনি এ হেন বাণী কখন ভুবনে।
কোন রাজা প্রাণ ত্যজে ছাড়ি রাজ্যধনে ॥
ভগবান সদা সেবে যাহার জীবন।
সে জন সতত রহে মঙ্গল কারণ ॥
নাহি হেন প্রথা কভু ত্যজিয়া ভুবন।
পরের মঙ্গল-তরে করয়ে সাধন ॥
তবে কেন পরীক্ষিত ভজিয়া ঈশ্বরে।
জীয়ন্তে মঙ্গল ত্যজি ছাড়ে কলেবরে ॥
কহ সূত কহ এবে পুরুষের কথা।
শুনিতে আসক্তি সবে হ'তেছে সর্ব্বথা ॥
বেদ ভিন্ন সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি সূত।
কহ ভাগবত কথা অতি সে অদ্ভুত ॥

শুনিয়া শৌনক-মুখে এ হেন আরতি।
কহিতে লাগিল সূত ব্যাসের ভারতী ॥
শুন শুন অবহিতে মহামুনিগণ।
কেমনে হইল কহি ব্যাসের জনম ॥
দুই যুগ গত হ'লে দ্বাপর প্রকাশে।
তাহে জন্মিলেন ব্যাস ধরা হিত আশে ॥
আছিল বসুর কন্যা সত্যবতী নাম।
মোহন মূরতি তাঁর শোভে ধরাধাম ॥
তারে বিভা কৈল আসি পরাশর ঋষি।
নাচিল আনন্দে সবে পূরি দশদিশি ॥
উভয়ের সহযোগে জন্মিলেন সুত।
নাম তার ব্যাস হ'লো চরিত অদ্ভুত ॥
হরি অংশ শোভিল সে ব্যাসের শরীরে।
জ্ঞান আসি গ্রাসে তাঁর অজ্ঞান তিমিরে
বুদ্ধিবলে তিনকাল হ'য়ে ঋষি জ্ঞাত।
যুগ-ধর্ম্ম মিশাইলে হন পরিজ্ঞাত ॥
যুগধর্ম্ম বিনাশেতে ভৌতিক শরীর।
কর্ম্মদোষে হ্রাস হয় করিলেন স্থির ॥
দেহ হ্রাস বুদ্ধি হ্রাস শাস্ত্রের বিধান।
মানবে ভুলিল সবে ঈশ্বরের জ্ঞান ॥
অধীর সতত হবে অল্পায়ু হইয়া।
প্রাণহীনে ভাগ্যহীন করম করিয়া ॥
একদা যাইলে নিশা দেখা দিল ঊষা।
আসিলেন সরস্বতী তীরে ঋষিভূষা ॥
স্পর্শিয়া তটিনী বারি বসিয়া আসনে।
বর্ণের মঙ্গল হেতু চিন্তিলেন মনে ॥
চিন্তিয়া আপন মনে ব্যাস ভগবান।
ভাঙ্গিলেন বেদ কথা শাস্ত্রের প্রধান ॥
এক বেদ চারিভাগে করম কারণ।
ঋত্বিক চতুষ্ট করি করেন রচন ॥
চারিবেদ অনুসারে করিলে কারণ।
শুদ্ধ হয় মনুষ্য জন্ম জ্ঞান উৎপাদন ॥
চারিভাগে বেদে ঋষি করিয়া উদ্ধার।
পুরাণ পঞ্চম বেদ করেন প্রচার ॥

পৈল ঋষি শিখ ঋক জৈমিনি সে সাম।
বৈশম্পায়ন শিখে যজুঃ ধরাধাম॥
সমস্ত অথর্ব্ব বেদ করি অধ্যয়ন।
পুরাণ শিখিল পিতা লোমহরষণ॥
ভুবনে প্রচারে তায় পূর্ব্ব ঋষিগণ।
শিখান আপন শিষ্যে হ'য়ে একমন॥
শিষ্যেরা শিক্ষার বলে নানাশাখা করি।
সহজ করিল বেদ সংসারের তরি॥
হীন বুদ্ধিগণে করি শাখা অধ্যয়ন।
বাড়ায় আপন বুদ্ধি করিয়া যতন॥
বর্ণের অধম শূদ্র আর নারীগণ।
বুদ্ধিশূন্য হেতু বেদ না বুঝে কখন॥
সে সবে কেমনে হবে ভবে পরিত্রাণ।
ভারত রচিলা ঋষি করিয়া সন্ধান॥
এত শাস্ত্র রচি ঋষি কাতর অন্তর।
নাহি তৃপ্তি মনে পান সংসার ভিতর॥
সরস্বতী তীরে বসি চিন্তিত অন্তরে।
ভাবেন আপন মনে সংসারের তরে॥
ভাবিয়া কহেন ঋষি আপনার মন।
ব্রতধারী হইলাম বেদের কারণ॥
পূজিনু অগ্নিরে ইষ্টে ভাবিয়া জীবন।
ভারতে করিনু যত বেদার্থ কীর্ত্তন॥
অধম বরণ নারী আর শূদ্রজন।
ভারত শুনিলে পাবে ধর্ম্ম আস্বাদন॥
তথাপি জীবাত্মা কেন নহে পূর্ণ আশ।
পুনশ্চ রচিতে শাস্ত্র করে অভিলাষ॥
বুদ্ধিযোগে করিলাম অন্তরেতে ধ্যান।
ঈশ্বর সংযত আত্মা হইয়াছে জ্ঞান॥
ঈশ্বরে হইয়া মগ্ন আমার অন্তর।
অভিন্ন রহিছে ভাবি হ'তেছে কাতর॥
তেজোময় জ্ঞান মম হৃদয়ে প্রকাশ।
অসতের ন্যায় কেন তাহার আভাষ॥
সম্বোধি সকল ঋষি কহে তবে সূত।
নারদ গমন কথা অতীব অদ্ভুত॥
অনন্তর মহাঋষি নারদ তখন।
জিজ্ঞাসে ব্যাসেরে করি আসন গ্রহণ॥
আছ তো হে ঋষি ব্যাস! সর্ব্বথা কুশল।
শরীরাভিমানী আত্মা অথবা চঞ্চল॥
মনোময় আত্মা তব আছে তো মঙ্গলে।
বলহ কুশল কথা নিজ বুদ্ধিবলে॥
ধর্ম্মাদি বিবিধ কথা সকলি বুঝেছ।
সকলের অনুষ্ঠান তুমিত শিখেছ॥
বোধ হয় করিয়াছ সর্ব্ব সম্পাদন।
নচেৎ করিলে কিসে ভারত রচন॥
অখিল ধর্ম্মের কথা ভারতে ভূষিত।
পাঠমাত্রে মুগ্ধ হয় জ্ঞানীজন চিত॥
ব্রহ্মের মীমাংসা তুমি নিজ বুদ্ধিবলে।
করিয়াছ ধরাধামে অতি কুতূহলে॥
জানিয়াছ মহাব্রহ্ম আপন কৌশলে।
বিতরিলে সেই জ্ঞান মীমাংসার ছলে॥
পরমহংসের লাগি ভারত ভিতর।
না রচিনু হেন ধর্ম্ম পরিতোষকর॥
ধার্ম্মিকের যাহে তোষ না হয় পঠনে।
সে শাস্ত্র বৃথাই মোর কি কাজ রচনে॥
নারায়ণ যাহে নাই বৃথা সে রচন।
পরমহংসেরা তাহে পরিতুষ্ট নন্॥
এ হেন ভাবেতে মগ্ন ব্যাস তপোধন।
সরস্বতী তীরে বসি উৎকণ্ঠিত মন॥
হঠাৎ নারদ তথা করি আগমন।
বিস্মিত ব্যাসেরে হেরি করে সম্ভাষণ॥
নারদে দেখিয়া ব্যাস সন্তুষ্ট অন্তর।
যথোচিত পূজা তাঁরে করেন বিস্তর॥

ইতি ভাগবতোৎপত্তি প্রশ্ন সমাপ্ত।

অথ নারদ কর্ত্তৃক ব্যাসের ভাগবতোপদেশ।

কেন কেন তপোধন তুমি বিষাদিত।
শোকে কেন আবরিছে তব শুদ্ধচিত॥

শুনিয়া এতেক তবে নারদ ভারতি।
উত্তরেন ব্যাসদেব করি স্থির মতি ॥
যতেক কহিল ঋষি সত্য সে সকল।
কোন মতে মম আত্মা নহে সুশীতল ॥
আছিল যতেক সাধ্য ক'রেছি সাধন।
কেন অসন্তুষ্ট মন না বুঝি কারণ ॥
ব্রহ্মার শরীর হ'তে আপনি উদ্ভব।
জ্ঞানবলে অন্তর্য্যামী জ্ঞাত আছ সব ॥
নাহিক বুদ্ধির সীমা আপন অন্তরে।
কেন মুগ্ধ মম মন কহ দয়া ক'রে ॥
যতেক গোপন কথা পৃথিবী মাঝারে।
কোনটি অজ্ঞাত দেব নাহি আপনারে ॥
যাঁহার কৃপায় হয় এ বিশ্বপালন।
আপনি করেন সদা তাঁহে আরাধন ॥
যোগবলে বায়ুগামী আপনি এ ভবে।
অন্তরে বায়ুর সম প্রকাশিত সবে ॥
কি বুদ্ধি ধরায় আছে আপন অজ্ঞাত।
অন্তর্য্যামী নাম তব এ ভুবনে খ্যাত ॥
জানিতে নিতান্ত আশা অন্তরে আমার।
কহ ঋষি দয়া করি জীবনের সার ॥
যোগে জানিয়াছি ঈশ বেদ অধ্যয়নে।
তথাপি অন্তর তুষ্ট নহে কি কারণে ॥
কহ ঋষি দয়া করি আপনি প্রভাবে।
কিবা আয়োজনে মোর দুঃখ দূরে যাবে।
শুনিয়া ব্যাসের কথা নারদ সুমতি।
কহিছেন একে একে প্রকাশিয়া মতি ॥
রচিল বিস্তর গ্রন্থ ভুবন মাঝার।
কোনটির কর নাই ভগবান সার ॥
বিধির নির্ম্মল যশঃ করেন কীর্ত্তন।
সেই হেতু এত তব সচঞ্চল মন ॥
যেই জ্ঞানে বাসুদেব তুষ্ট নাহি হন।
অপকৃষ্ট জ্ঞান তারে কহে জ্ঞানিগণ ॥
ভারতে ধর্ম্মের কথা অধর্ম্ম বিস্তর।
করিয়াছ প্রদর্শন খুলিয়া অন্তর ॥
তাহে বাসুদেব কীর্ত্তি করনি প্রকাশ।
সে হেতু অতৃপ্ত তব মানসের আশ ॥
কি ফল মধুর পদ করিয়া রচন।
যাহে হরি যশঃ গীত না হয় কীর্ত্তন ॥
মনোরম পদ মাত্র কামীর কারণ।
নাহি মুগ্ধ হয় কভু তাহে জ্ঞানিজন ॥
রাজহংস যথা চরে মানস সরসে।
তেমনি পরমহংস মত্ত সত্ত্ব রসে ॥
নির্ম্মল ব্রহ্মের যশঃ তাঁদের অন্তরে।
উদিলে যতনে তাঁরা আনন্দে বিহরে ॥
যে গ্রন্থের প্রতি পদে হরির কীর্ত্তন।
সেই গ্রন্থ পাঠে হয় পাপ বিনাশন ॥
সাধুজন সেই গ্রন্থ পঠন সময়ে।
সতত উচ্চারে হরি আপন হৃদয়ে ॥
আর কি বলিব ব্যাস শুন দিয়া মন।
অভেদাত্মা ব্রহ্মজ্ঞান হয় অশোভন ॥
হরিনাম যাহে কভু না হয় শোভন।
বৃথা সেই ব্রহ্মজ্ঞান বৃথাই সাধন ॥
কাম্য বা অকাম্য কর্ম্ম আশা করি ফল।
ঈশ্বরে না সমর্পিলে সকলি বিফল ॥
সেই হেতু ব্যাস শুন আমার বচন।
সেই ব্রহ্মে একমনে করহ স্মরণ ॥
অতুল তোমার বুদ্ধি বিখ্যাত সংসারে।
নির্ম্মল হরির যশে ভূষাও ধরারে ॥
সত্ত্বেও তোমার নিষ্ঠা আছে বিলক্ষণ।
ব্রত অনুষ্ঠানে রত সদা তব মন ॥
ঘুচাতে নরের এই সংসার বন্ধন।
বিরচ কেশব কথা করিয়া স্মরণ ॥
নাহিক উপায় আর মনেরে তুষিতে।
বর্ণনীয় রূপ নাম ঘুচাও মহীতে ॥
বারিধি মাঝারে যথা পবনের বলে।
সতত ঘুরিয়া তরী নানা পথে চলে ॥
ঈশ্বরের রূপ সাধি তথা তব মন।
হইয়াছে সচঞ্চল নৌকার মতন ॥

কাম্যকর্ম্ম উপদেশ রচিলা ভারতে।
অন্যায় হইল তাহা জ্ঞানীজন মতে॥
ভারতের শ্রেষ্ঠ বলি মানবে কামীতে।
তত্ত্বজ্ঞানী নিবারণ না মানিবে চিতে॥
কামনীয় কর্ম্ম মধ্যে সকলি নিন্দিত।
তাহা বলি হরিগুণ বর্ণন বিহিত॥
নিপুণ মানব কর্ম্মে পাইলে নিস্তার।
বুঝিতে পারয়ে হরি অভেদ আকার॥
সকলের সমবুদ্ধি সংসারে না হয়।
কেমনে ভজিয়া হরি নাশিবে সংশয়॥
সে কারণে বলি তোমা শুন তপোধন।
ভাগবত লীলা সবে করাও দর্শন॥
যদ্যপি মানবে ত্যজি আপন ধরম।
হরিপদ সেবিবারে নেহারে চরম॥
অথবা কারণ-বশে সাধিতে অক্ষম।
নাহি তার অমঙ্গল ধর্ম্ম মাত্র ভ্রম॥
হরি নাহি ভজি কোথা ভুবনে মানব।
সাধিয়া স্বধর্ম্ম পায় স্বরগ বৈভব॥
হরি বিনা এ সংসারে সকলি অসার।
ধর্ম্ম বিধর্ম্ম তাহে নাহি ব্যবহার॥
ব্রহ্ম বা স্থাবর লোক করিয়া ভ্রমণ।
যে ধন নাহিক পায় পাইয়া জীবন॥
বিবেকী সে অনায়াসে করতলে পায়।
যে জন হরির গাঁথা দিবারাত্রি গায়॥
পূর্ব্বজন্ম ফলে নরে বিষম বৈভব।
কালবশে দুঃখ সম পায় সেই সব॥
কি কাজ করিয়া চেষ্টা সে ধন কারণ।
অলভ্য হরির লাগি কর আরাধন॥
নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মি মুকুন্দে ভজিলে।
তরিয়া সংসার ভাসে স্বরগ সলিলে॥
বুঝিলে হরির মর্ম্ম সেই দীনজন।
আপন করম ফল হয় বিস্মরণ॥
কিছুতে নাহিক দুঃখ সমান দর্শন।
সদা সুখে ভাসে তার দেহ প্রাণ মন॥
ঈশ্বর হইতে বিশ্ব নহে তো অন্তর।
আপনি ঈশ্বর ভিন্ন সংসার ভিতর॥
ঈশ্বর করেন নিজে বিশ্বের সৃজন।
তিনিই করেন শেষে সৃষ্টি বিনাশন॥
এ সকল কথা ঋষি তুমি জান সব।
তথাপি সামান্য ভাবে বুঝালেন ভব॥
আপনি ভাবহ ব্যাস জনম কারণ।
হরি অংশে জন্ম তব মঙ্গল সাধন॥
যে হরির কীর্ত্তি তুমি কর সুপ্রকাশ।
তাহাতে জীবনে তব পূর্ণ হবে আশ॥
যাগ-যজ্ঞ-দান-তপ বেদ অধ্যয়ন।
হরিগুণে সব হেরে বিবেকী নয়ন॥
অদ্য আর কি কহিব শুন তপোধন।
আমার জনম কথা করিব কীর্ত্তন॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে এক দাসী রেখেছিল।
তাহার গর্ভেতে পূর্ব্বে জনম হইল॥
মাতা মম দাসী ছিল আমি দাসী সুত।
কেমনে লভিনু জ্ঞান শুন হে অদ্ভুত॥
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত লাগি যত তপোধন।
হইলেন একত্রিত হেরি বরিষণ॥
ব্রতের সুবিধা লাগি জননী আমারে।
নিয়োজিত করিলেন মুনি সেবিবারে॥
সহজে বালক কিন্তু কিছু বুদ্ধিবলে।
চঞ্চলতা লোভ ক্রীড়া ত্যজিনু সকলে॥
এক মনে তাঁহাদের আজ্ঞা পালিতাম।
নাহিক অধিক কথা সদা সেবিতাম॥
হেরিয়া স্বভাব মোর জ্ঞানী ঋষিগণ।
ভালবাসি করিলেন দয়ার ভাজন॥
এইরূপে কিছুদিন হইলে বিগত।
অতঃপর শুন ব্যাস কহিব যেমত॥
একদা উচ্ছিষ্ট অন্ন রাখি মুনিগণ।
কহিলেন আমারে সে করিতে ভোজন॥
তাঁহাদের আজ্ঞামতে করিনু ভোজন।
আছিল যতেক পাপ হলো নিবারণ॥

পাপ নিবারণে হ'লো মোর চিত্তশুদ্ধি।
অভিরুচি মতে হ'লো ধর্ম্মপথে বুদ্ধি॥
ঋষিগণ হরিকথা করিতেন গান।
শুনিয়া হতেম মুগ্ধ জুড়াতাম প্রাণ॥
শ্রবণে হইল হৃদে শ্রদ্ধা আবির্ভাব।
শ্রদ্ধাবশে বুঝিলাম নারায়ণে ভাব॥
নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল আমার।
বুঝিলাম ব্রহ্মময় জগত সংসার॥
স্বয়ংই প্রপঞ্চাতীত করি ব্রহ্মময়।
নারায়ণ সর্ব্বগত শুন মহাশয়॥
বরষা শরতে সেই মহামুনিগণ।
করিতেন হরি-যশঃ গীত আরম্ভন॥
গীতে মোর হৃদিমাঝে ভকতি জন্মিল।
রজঃ তমোগুণ তাহে বিনষ্ট হইল॥
এমতে লভিনু জ্ঞান দেবমুনি স্থানে।
ক্রমেতে হেমন্ত আসি প্রবেশে ভুবনে॥
হেমন্ত আইল হেরি যত তপোধন।
দূরদেশে তপ লাগি করিল গমন॥
যাইবার কালে মোর প্রতি কৃপাবশে।
দিলেন দুর্জ্জয় জ্ঞান পূর্ণ ভক্তিরসে॥
সেই জ্ঞান ঋষিগণে স্বয়ং ভগবান।
কহিয়াছিলেন সবে শুন গুণবান॥
বুঝিয়াছি বাসুদেব সেই জ্ঞানবলে।
অনন্ত অজেয় মালা প্রকৃতি কৌশলে॥
ভগবান বুঝিবারে পারে যেই জন।
ভগবান হয় জীব শাস্ত্রের কথন॥
আধ্যাত্মিক ভৌতিক আর দৈবিক তপন।
ঈশ্বরে সঁপিলে কর্ম্ম নাহি প্রয়োজন॥
রোগের জনম যাহা করিলে সেবন।
তাহা সেবি কোথা হয় রোগের মরণ॥
ভেষজে না সেবি কোথা রোগে পরিত্রাণ।
ভেষজ রোগের নাশ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সংসার প্রাপ্তির লাগি যত কর্ম্ম যাগ।
ঈশ্বরে সঁপিহ যদি তার ফলভাগ॥
হইবেক এ সংসারে তবে মুক্তি লাভ।
একমনে যদি ভাব সেই পদ্মনাভ॥
যদি বল কোন কর্ম্মে সঁপিব ঈশ্বরে।
নিরাকার সে ঈশ্বর সঁপি বা কি করে॥
জ্ঞান আর ভক্তি মাত্র ঈশ্বর কারণ।
আছে মাত্র দুই কর্ম্ম জুড়িয়া ভুবন॥
যেই কর্ম্ম সাধুজনে করে আচরণ।
সবে বাসুদেবে করে কর্ম্মেতে স্মরণ॥
যদি বল কেমনেতে করিব পূজন।
কিবা মন্ত্র কিবা নাম ধরে সেইজন॥
আছয়ে তাঁহার মন্ত্র শাস্ত্রে নিরূপণ।
শুন মহামুনি ব্যাস হ'য়ে একমন॥
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপী বাসুদেব তুমি।
সঙ্কর্ষণরূপে আছ ব্যাপী কর্ম্মভূমি॥
মনে মনে নমি রূপ করিয়া কল্পনা।
উদ্ধার আমারে আছি মায়ায় মগনা॥
এই মাত্র মূর্ত্তি ভাবি যে করে সাধন।
যথার্থই সেই জ্ঞানী শুন তপোধন॥
এই উপদেশ ব্যাস করিয়া পালন।
পেয়েছি হরির মূর্ত্তি জ্ঞানে দরশন॥
হরিও সন্তুষ্ট হ'য়ে মম জ্ঞানবলে।
ভক্তি-প্রীতরূপ ধন দিলেন কৌশলে॥
হরিভক্তি-প্রীত সম কি ধন জগতে।
পরিত্রাণ করিবেক এ সংসার হ'তে॥
শুন ব্যাস কর মন হরিনামে স্থির।
হেরিবে হরিরে তুমি অন্তর বাহির॥
পরমেশ মহাযশঃ করহ কীর্ত্তন।
বুঝিবে সংসার মায়া তুষ্ট হবে মন॥
পণ্ডিতে হরিরে ইচ্ছা করেন জানিতে।
গাও হরিনাম ব্যাস অবহিত চিতে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরির কারণ।
গাও সবে হরিনাম হয়ে একমন॥

ইতি নারদ কর্তৃক ব্যাসের ভাগবতোপদেশ সমাপ্ত।

ব্যাসের প্রতি নারদের স্বীয় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা কথন।

সূত বলে শুন শুন শৌনক ব্রাহ্মণ।
নারদের জন্ম জ্ঞান বিচিত্র কথন ॥
নারদের কথা শুনি ব্যাস তপোধন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে স্থির হ'য়ে মন ॥
যবে মুনিগণ ঋষি গেলা দূরদেশে।
বাল্যকালে কোন কর্ম্ম কর তুমি শেষে।
শৈশব হইলে গত আসিলে যৌবন।
বল ঋষি কোনমতে কর আচরণ ॥
আয়ু ফুরাইলে ঋষি কেমন করিয়া।
ত্যজিলে আপন দেহ হরিরে স্মরিয়া ॥
দেহনাশ সকলের কালের ধরম।
কেমনে জানিলে পূর্ব্ব জন্মের করম ॥
মহাপরাক্রান্ত কাল দেহের সহিত।
স্মৃতিরে হরিয়া লয় শাস্ত্রের বিহিত ॥
কোন ক্ষমতায় ঋষি হেরিয়া তোমারে।
পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি তব রাখিল সংসারে ॥
কহ কহ হে নারদ জিজ্ঞাসি তোমায়।
সেই কথা শুনিবারে মম মন চায় ॥
নারদ উত্তরে শুনি ব্যাসের বচন।
শুন শুন ব্যাস তবে আমার কথন ॥
ক্রমেতে আসিয়া হরি হৃদয়ে আমার।
আবির্ভূত হইলেন ব্রহ্মের আকার ॥
হেরিয়া হরির প্রেম লোমাঞ্চ হইনু।
আনন্দ-সাগরে আমি তখনি ভাসিনু ॥
তখন হইল দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার।
ভাবিনু ঈশ্বর ভিন্ন নহে দেহ আর ॥
তখন হইল হরি ত্বরা তিরোহিত।
হারাইলে হরিরূপ সচঞ্চল চিত ॥
হরিরে না হেরি ভেবে অন্তরে বিকল।
দাঁড়াইয়া তরুমূলে হেরিনু সকল ॥
আর নাহি পাইলাম সেই নারায়ণ।
পীড়িতে না হেরে যথা পাইয়া নয়ন ॥
হেরিয়া চঞ্চল মোর ব্যাকুলিত মন।
আকাশ বাণীতে তবে কহে নারায়ণ ॥
শুনহ অনাথ! তুমি স্থির কর কর মতি।
এ জন্মে চঞ্চল তুমি হইয়াছ অতি ॥
অসিদ্ধ যোগীর কাম নহে নিবারিত।
সেই হেতু কামি তুমি জগতে বিদিত ॥
অসিদ্ধ যোগীতে মোরে নাহি পায় দেখা।
দেখহ শাস্ত্রের মাঝে আছে এই লেখা ॥
মম প্রতি অনুরাগ তোমার অন্তরে।
হেরিয়া দিলাম দেখা ভাসি প্রেমনীরে ॥
সাধু সেবা করি তুমি লভিয়াছ জ্ঞান।
সেই হেতু আমা প্রতি মগ্ন তব প্রাণ ॥
এ জন্ম ত্যজহ তুমি মম আশা করি।
পর জন্মে নিজ হ'তে পাবে তুমি হরি ॥
আমাতে সঁপিলে দেহ নাহি হয় নাশ।
বহু জন্মে স্মৃতি তার না হয় বিনাশ ॥
এমতি প্রবোধি গেলা ভূতময় চিত্র।
শুনিয়া সে বাণী হ'লো হৃদয় পবিত্র ॥
নমিলাম নারায়ণে করি যোড়পাণি।
হইনু সন্তোষ চিত শুনিয়া সে বাণী ॥
শুন ব্যাস আমি তবে ত্যজিয়া সরম।
যথা তথা গাইলাম হরির মরম ॥
যথায় হইল ইচ্ছা তথায় যাইয়া।
থাকিতাম হরিনামে সতত মজিয়া ॥
হেমন্তের আগমনে যবে ঋষিগণ।
দূরদেশে সবে মিলি করিল গমন ॥
একাকী রহিনু আমি জননীর পাশ।
স্নেহবশে করেন মা সদা শুভ আশ ॥
জননী ছিলেন দাসী সেবিতেন পর।
তখন বয়স মম পঞ্চম বৎসর ॥
তিনি ভিন্ন গতি নাই হেরিয়া আমারে।
স্নেহবশে রাখিতেন নয়নের ধারে ॥
সর্ব্বদাই অভিলাষ আমার মঙ্গল।
দাসী বলি নারিতেন করিতে সফল ॥

কাষ্ঠের পুতুল যথা সকলে অক্ষম।
পরসেবী জনে সেথা না শোভে করম ॥
বয়স পঞ্চম মোর নাহি দিক্ জ্ঞান।
হরিগুণে সেইক্ষণে মজিয়াছে প্রাণ ॥
শৈশবে আমার হ'লো জ্ঞানের উদয়।
ত্যজিলাম মায়ামোহ সংসার সংশয় ॥
জননীর স্নেহ ত্যজি সদা অভিলাম।
জননী থাকিতে মোর না পূরিল আশ ॥
এইরূপে কিছুকাল হইল বিগত।
শৈশব বিগত মোর যৌবন আগত ॥
একদা জননী মোর নিশা আগমনে।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে যান গো-দহনে ॥
আছিল গোয়ালে গাভী আশ্রম বাহির।
পথিমাঝে কালসর্প দংশিল শরীর ॥
বিষের জ্বালায় মাতা ত্যজিলেন প্রাণ।
দেহ ত্যজি করিলেন স্বরগে পয়াণ ॥
কিছু তাহে দুঃখ মোর না উদিল মনে।
জননী নিধন মম হিতের কারণে ॥
ত্যজিয়া জননী স্নেহ হরির কারণ।
স্বাধীন জীবনে রব করি আরাধন ॥
শুন শুন ব্যাস তবে অপর বারতা।
দুঃখিনী জননী যবে হইলেন গতা ॥
যে ভবনে করিতেন মাতা দাসীপণা।
ত্যজিলাম সেইক্ষণে বুঝিয়া আপনা ॥
কোথা যাব কি করিব না ভাবিয়া মনে।
উত্তরে করিনু যাত্রা তাঁহার কারণে ॥
পথিমাঝে কত শোভা দেখিল নয়ন।
সহস্র আকারে শোভে রজত কাঞ্চন ॥
কত গ্রাম কত গোষ্ঠ প্রধান নগরী।
কৃষক নিবাস কত যাই পরিহরি ॥
কোথাও দেখিনু গিরি মনোহর শোভা।
গগনে বেড়িয়া শির অতি মনোলোভা ॥
তাহাতে দুলিছে শাখা পাখিগণে ল'য়ে।
করে পাখী মধুরব একমন হয়ে ॥
নির্ম্মল সরসী কত কমলে ভূষিত।
জলদেবী করে খেলা হ'য়ে হরষিত ॥
বিহঙ্গ ভাসিছে জলে ঝঙ্কারে ভ্রমর।
মুনিজন মনোলোভা অতি মনোহর ॥
এই দৃশ্য পরিহরি অদূরে কানন।
হেরিলাম নয়নেতে দৃশ্য সুশোভন ॥
কাননের চারিদিকে বেণু বংশীস্বর।
মাঝারে তরুর রাজি ফলে শোভাকর ॥
তাহাতে সতত খেলে সর্প ও শার্দ্দূল।
বহয় সতত তথা পবন মৃদুল ॥
মনোহর শোভা হেরি নির্ভয় অন্তরে।
প্রবেশিনু আমি ব্যাস তাহার ভিতরে ॥
বহিছে তাহার মাঝে মৃদু স্রোতস্বতী।
হেরিয়া জুড়ালো প্রাণ স্থির হ'লো মতি ॥
শ্রান্ত হ'য়েছিনু আমি করি পর্য্যটন।
ক্ষুধা পিপাসায় ছিল কাতর জীবন ॥
স্নান করিলাম তাহে শান্তির কারণ।
অশ্বত্থের মূলে আমি বসিনু তখন ॥
হেরি প্রকৃতির শোভা মানস রঞ্জন।
তিরপিত হ'লো আহা! আমার জীবন ॥
তখন ভাবিনু মনে ঋষি উপদেশ।
আত্মারূপ বিভু হৃদে করেন আবেশ ॥
হেরিনু কানন মাঝে নাহিক মানব।
সতত বহিছে বায়ু সকল নীরব ॥
নির্জ্জন নীরব স্থান পাইয়া কাননে।
তখনি বিভুর পদ ভাবিলাম মনে ॥
ভগবান-ভক্তিরস করিয়া স্মরণ।
অশ্রুতে পূরিল মোর উভয় নয়ন ॥
সতত সন্তোষ চিত সদা স্পৃহা হীন।
ভাবিতাম কবে মোর হবে শেষ দিন ॥
এহেন জনম আমি কবে বা ত্যজিব।
কবে পর জন্ম লভি হরিরে হেরিব ॥
এইরূপে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে।
আসিল গ্রাসিতে মৃত্যু আমারে ত্বরিতে ॥

গ্রাসিল আমার দেহ পঞ্চভূতময়।
হেরিলাম হরি তবে মহাব্রহ্মময়॥
যখন কল্পান্তে হরি বিশ্বের সংহার।
ধরিলেন সেই হরি ব্রহ্মার আকার॥
সংহারিয়া সেই বিশ্ব সাগর মাঝার।
যবে হরি করিলেন শয়ন আবার॥
তাঁহার দেহেতে আমি নিশ্বাসের বলে।
প্রবেশ করিনু ব্যাস অতীব কৌশলে॥
হইলে হাজার যুগ অতীত এ ভবে।
নিদ্রা পরিহরি হরি উঠিলেন তবে॥
নূতন বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস।
করিলেন হরি যবে অন্তরেতে আশ॥
সৃজিলেন মরিচাদি যত মুনিগণ।
তাহার মধ্যেতে আমি হইনু সৃজন॥
হরির কৃপায় জন্ম হেরিয়া ভুবনে।
ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিনু সার ভাবি মনে॥
বিষ্ণুর মায়ায় আমি হয়ে কামাচারী।
জীবের অন্তরে বিশ্বে প্রবেশিতে পারি॥
স্বররূপ ব্রহ্মে পূরি হরিনাম গান।
বীণায় সতত আছি পূরিয়া সন্ধান॥
শুনিয়া আমার গীত হরি মনে মনে।
আবির্ভূত হন ভাবি বসিয়া নির্জ্জনে॥
বিষয়ের মোহে জীব হইয়া পীড়িত।
একমাত্র শান্তিলভে শুনি হরিগীত॥
যেজন সতত কামে আর লোভে রত।
সে জন না পায় হরি সাধি অবিরত॥
মুকুন্দের সেবা যেবা সতত করয়।
প্রসন্ন জীবন তার দেহ মাঝে হয়॥
করিলে জিজ্ঞাসা ব্যাস আমার নিকট।
কহিলাম হরিকথা করিয়া সঙ্কট॥
তুষিতে তোমায় ওহে ব্যাস তপোধন।
কহিলাম শ্রীহরির জন্ম বিবরণ॥
এতেক কহিয়া সূত সব কহিলেন।
নারদ ব্যাসেরে তুষি যথা চলিলেন॥
নমি সবে নারদেরে মহাতপোধনে।
বীণায় হরিরে গাহি মোহে ত্রিভুবনে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
ব্যাসের ভারতী ইথে উদ্ধার সংসার॥

ইতি ব্যাসের প্রতি নারদের স্বীয় ব্রহ্মজ্ঞান
শিক্ষা কথন সমাপ্ত।

ব্যাস কর্ত্তৃক ভাগবত রচনা ও উপদেশ।

শৌনক জিজ্ঞাসে সূতে করিয়া আদর।
কি কাজ করিল ব্যাস কহ অতঃপর॥
সূত বলে শুন শুন শৌনক-নন্দন।
কি কাজ করিল ব্যাস করিব বর্ণন॥
শুনিয়া নারদ-মুখে মহা উপদেশ॥
কামাদি রিপুরে ব্যাস করিলেন শেষ॥
একদা প্রভাত হ'লে তিমিরা রজনী।
সরস্বতী তীরে যান ব্যাস শিরোমণি॥
নির্ম্মল তটিনী-তীরে শম্যাপ্রাস নাম।
আছিল আশ্রম তার খ্যাত ধরাধাম॥
বদরী বৃক্ষেতে পূর্ণ অতি শোভাকর।
প্রকৃতি সতত শোভে প্রফুল্ল অন্তর॥
মনোহর ফলফুল মধুর আঘ্রাণ।
সুশীতল বায়ুবহে জুড়াইতে প্রাণ॥
কোকিল পঞ্চমে ডাকে পাখীর কাকলী।
মুনিজন মনমোহে হেরিয়া সকলি॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ নাহি নিরজন।
ভবের ভক্তির স্থান তপের কারণ॥
প্রবেশিয়া সেই স্থানে ব্যাস মুনিবর।
করিলেন হরিপদে অভয় অন্তর॥
ভক্তিযোগ হেতু মন হইল নির্ম্মল।
ঈশ্বরে হেরেন তিনি করি জ্ঞানবল॥
ঈশ্বরের মায়া ক্রমে করি দরশন।
সঁপিলেন ব্যাস তাহে নিজ প্রাণমন॥

মায়ার কৌশলে হয় অপূর্ব্ব রচন।
কেহ তাহে জ্ঞান লভে কেহ বিসর্জ্জন ॥
মায়ায় মোহিত জীব গুণাত্মক ভাবে।
গুণাতীত কেহ ভাবে মায়ার প্রভাবে ॥
কেহ বলে আমি কর্ত্তা করিব করম।
কেহ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ভাবয়ে চরম ॥
শ্রীকৃষ্ণে করিলে ভক্তি মায়ার প্রভাব।
দূরে যায় মোহ লোভ বুঝে ভব-ভাব ॥
হেন মায়া বুঝি তবে ব্যাস শিরোমণি।
রচিলেন ভাগবত অমৃতের খনি ॥
যেই শুনে ভাগবত অমৃত রচন।
ভক্তিযোগে সেই হেরে হরির চরণ ॥
হরিতে জন্মিলে ভক্তি কি হয় সংসারে।
মায়া মোহ নাশ হয় অজ্ঞান বিকারে ॥
অতঃপর মুনিগণ করহ শ্রবণ।
ভাগবত নিজে ব্যাস করিয়া শোধন ॥
প্রথমে শুকেরে পাঠ করান তাহায়।
সে হেতু শৈশবে শুক ত্যজিল মায়ায় ॥
শৌনক শুনিয়া তবে সূতের বচন।
জিজ্ঞাসেন ওহে সূত! বলিলা কেমন ॥
ঈশ্বরে উন্মত্ত শুক ত্যজিয়া কামনা।
আনন্দে ভাসেন সদা ত্যজিয়া বাসনা ॥
কেমনে এ ভাগবত শুক তপোধন।
করিলেন স্থির মনে পূর্ণ অধ্যয়ন ॥
শুনিয়া কহেন প্রশ্ন সূত মুনিবর।
উত্তরেন মনোমত ভাবিয়া বিস্তর ॥
ঈশ্বরে সঁপিলে মন যত মুনিগণ।
নাহি কোন গুণকথা করেন শ্রবণ ॥
সতত মোহিত তারা সেই হরিগুণে।
কি বাধা আছয়ে বল সেই নাম শুনে ॥
সেই গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ব্যাসের নন্দন।
পড়িলেন ভাগবত অসংখ্য রচন ॥
অতএব একমনে শুন ঋষিগণ।
পরীক্ষিতের জন্ম মৃত্যু কহি বিবরণ ॥
পাণ্ডবদিগের মহা-প্রস্থান কারণ।
কৃষ্ণকথা সহযোগে করিব বর্ণন ॥
পরীক্ষিত ইতিহাস কহিবার আগে।
কহিব হরির কথা সর্ব্ব শিরোভাগে ॥
শুনহ সকল ঋষি করি একমন।
হরি সম ধন কোথা মিলয়ে ভুবন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
হরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার ॥

ইতি ব্যাস কর্ত্তৃক ভাগবত রচনা ও
উপদেশ সমাপ্ত।

অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান।

সূত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুন দিয়া মন ॥
কুরুক্ষেত্র রণ যবে হ'লো অবসান।
কুরু-পাণ্ডু কত বীর ত্যজিল পরাণ ॥
সমরের অবসানে ভীম মহাবীর।
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধনে করেন বাহির ॥
উভয় বীরেতে তবে ঘটিল সমর।
অতি মনোহর কথা শ্রুতিমধুকর ॥
রাখিতে পাণ্ডব-মান কৃষ্ণ তাহে গুরু।
ভীমসেন গদাঘাতে ভাঙ্গিলেন উরু ॥
হীনপদ দুর্য্যোধন রণভূমি মাঝে।
রহিলেন তথা পড়ি মহাবীর সাজে ॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন প্রিয়।
তথা আসি কহিলেন বচন অমিয় ॥
শুন শুন মহারাজ করি অবধান।
কি প্রিয় সাধিব বল থাকিতে এ প্রাণ।
সুষুপ্ত পাণ্ডব শির আনিয়া কি দিব।
ব্রহ্মতেজ বলে আমি তাদেরে নাশিব ॥
শুনি গুরুপুত্র কথা রাজা দুর্য্যোধন।
কহিল পাণ্ডব শির করিতে ছেদন।
শুনিয়া রাজার কথা অশ্বত্থামা বীর।
চলিলেন নিশিযোগে পাণ্ডব শিবির ॥

গভীরা তিমিরা নিশি অতি ভয়ঙ্করী।
শঙ্কর আছেন সদা তাহার প্রহরী॥
তুষিয়া শিবেরে স্তবে সেই মূঢ়মতি।
শিবিরে প্রবেশে তবে পূরাইতে মতি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আছিল শয়নে।
অতি সুকুমার দেহ শৈশব জীবনে॥
নিদ্রিত হেরিয়া সবে বীর কুলাঙ্গার।
ভীমাদি ভাবিয়া করে অসির প্রহার॥
অসিবলে করিলেক শিরের ছেদন।
আনিয়া দিলেক তাহা যথা দুর্য্যোধন॥
পুত্রের নিধন দেখি পাঞ্চালী অধীর।
হাহাকার করে সদা চক্ষে বহে নীর॥
এতেক বারতা শুনি অর্জ্জুন সুমতি।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে কহেন ভারতী॥
গুরুপুত্র করিয়াছে পুত্রের নিধন।
আনিব তাহার শির করিয়া ছেদন॥
মুণ্ডের উপরে বসি ক'রো তুমি স্নান।
ভুলে যাবে পুত্রশোক জুড়াইবে প্রাণ॥
এ মতে কহিয়া পার্থ মধুর বচন।
বর্ম্ম'পরি করিলেন ধনুক গ্রহণ॥
রণসাজে সাজি তবে পার্থ মহাবীর।
রথ আরোহণ করি চলিলেন ধীর॥
দ্রোণপুত্রে বিনাশন করি অভিলাষ।
চলিলেন মহাবেগে তাহার সকাশ॥
অর্জ্জুনে নেহারি তবে দ্রৌণী দুষ্টমতি।
ভয়াকুল প্রাণ মম কম্প অবিরতি॥
যথা মহাদেব ভয়ে পলায় তপন।
তেমতি করিল দ্রৌণী দ্রুত পলায়ন॥
ধাইলেন প্রাণপণে প্রাণ রক্ষা হেতু।
রাহু যারে গ্রাস করে কি করিবে কেতু॥
নাহিক রক্ষক দ্রৌণী হেরিয়া নয়নে।
আক্রান্ত হেরিয়া অশ্বে সুদূর গমনে॥
কেমনে রাখিব প্রাণ করিয়া চিন্তন।
ব্রহ্মাকে আশ্রয়রূপে করেন গ্রহণ॥
ব্রহ্মাকে আরাধি শস্ত্র ত্যজেন হরষে।
ভেদিতে অর্জ্জুন হৃদি ব্রহ্মাস্ত্রের বশে॥
ব্রহ্মাস্ত্রেরে ত্যজিবারে আছিলেন জ্ঞাত।
সংহারের মন্ত্র তিনি নন্ অবগত॥
সংহার অজ্ঞাত হ'লে ত্যাগ বিধি নয়।
হেন কথা বীরমাঝে ধনুর্ব্বেদে কয়॥
অশ্বত্থামা এড়িলেন অস্ত্র প্রাণভয়ে।
অসহ্য তাহার তেজ অতি জ্যোতির্ম্ময়ে॥
অস্ত্র তেজে দশদিক ছাইল গগন।
কাঁপিলেক দশদিক সহ ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মাস্ত্রে নাহিক রক্ষা হেরি পার্থবীর।
সারথি কৃষ্ণেরে তবে কহিলেন ধীর॥
সম্বোধিয়া কৃষ্ণে তবে কহেন অর্জ্জুন।
রাখিলে পাণ্ডব প্রাণ তুমি পুনঃ পুনঃ॥
ভক্তের করহ কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন।
এই হেতু বলে তোমা সবে নারায়ণ॥
কি ছার সামান্য অগ্নি হেরি পুরোভাগে।
সংসার সংশয় নাশ সকলের আগে॥
নাশিলে সংশয় অগ্নি সংসার মাঝারে।
সুখে ভাসি প্রজাগণ যায় স্বর্গদ্বারে॥
এমন ভীষণ কার্য্য করহ সাধন।
কি ছার ব্রহ্মাস্ত্র মোর লইবে জীবন॥
তুমি জগদীশরূপে ভুবনে প্রকাশ।
পরম পুরুষ তুমি সকল সকাশ॥
বিকার রহিত তুমি বিশ্বের কারণ।
তোমা হ'তে সৃষ্টিনাশ তোমাতে পালন॥
জ্ঞানবলে তুমি কর মায়ারে নিরাশ।
নররূপে এ জগতে করিতেছ বাস॥
আপন প্রভাবমতে কহে পরমেশ।
মায়া হ'তে মানবেরে তার অবশেষ॥
হরিবারে ধরাভার কৃষ্ণরূপ তব।
কে বুঝিবে হেন ভাব তব হে মাধব॥
সাধুতে সাধন বলে পায় পরিত্রাণ।
পক্ষপাতী হ'য়ে তুমি রক্ষ ভক্ত প্রাণ॥

যে জন তোমারে ভজে অথবা বান্ধব।
তাহাদের পরিত্রাণ করহ কেশব ॥
কহ দেব! জিজ্ঞাসিহে এক্ষণে তোমায়।
কোথা হ'তে এই অগ্নি আসিছে হেথায় ॥
ভয়ঙ্কর তেজরাশি ছাইয়া গগন।
প্রলয়ের মেঘ সম করিছে গর্জ্জন ॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি কহিল মাধব।
এড়িল ব্রহ্মাস্ত্র দ্রৌণী হ'য়ে পরাভব ॥
না জানি সংহার এর দ্রৌণী এড়ে বাণ।
ব্রহ্মাস্ত্র ভীষণ অস্ত্র নাহি পরিত্রাণ ॥
ধরামাঝে হেন অস্ত্র পাণ্ডব-নন্দন।
নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে যেবা করে নিবারণ ॥
অতএব পার্থ তুমি শুন উপদেশ।
ব্রহ্মাস্ত্র ত্যজহ এরে করিবারে শেষ ॥
সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
হেন উপদেশ পার্থ করিয়া শ্রবণ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে পার্থ করি আচমন।
কেশবের পদ হৃদে করি আরাধন ॥
উভয় ব্রহ্মাস্ত্র পথে ছাইল গগন।
প্রলয়ের অগ্নি সম ভীষণ দর্শন ॥
ভয়ানক তেজ তার অতি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রাবৃটের মেঘ সম ভীষণ গর্জ্জয় ॥
যেমতে আকাশে উদে প্রলয় তপন।
প্রকাশে কিরণ নিজ গ্রাসিতে ভুবন ॥
ক্রমেতে প্রকাশে আসি উভয়ের জ্বালা।
যেন রে গগনে শোভে তপনের মালা ॥
হেরিয়া ভীষণ শিখা ত্রিভুবনবাসী।
ভাবিল প্রলয় বুঝি প্রকাশিল আসি ॥
ধরাকে কম্পিতা হেরি শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে বলেন অগ্নি করিতে হরণ ॥
অগ্নি নির্ব্বাপিত করি পাণ্ডব-নন্দন।
অশ্বত্থামা পরাভবি করেন বন্ধন ॥
বাঁধিয়া দ্রৌণীরে তবে পার্থ মহাবীর।
কেশবের সহ যান আপন শিবির ॥

দ্রৌণীরে না বধি পার্থ করিল বন্ধন।
কোপান্বিত হইলেন শ্রীমধুসূদন ॥
বলিলেন কোপভরে শুনহ পাণ্ডব।
নাশহ দ্রৌণীরে তুমি করি পরাভব ॥
রাখিতে ইহার প্রাণ উচিত না হয়।
বধিল কুমারগণে অযথা সময় ॥
কে শিখাল হেন নীতি দ্রোণের কুমারে।
কে নাশে নিদ্রিত জনে এ হেন সংসারে ॥
ধার্ম্মিকের নীতি শুন পাণ্ডব-নন্দন।
অবধ্য অমাত্য আর উন্মত্ত যে জন ॥
অসাবধানী আর নাহি যাহার উদ্‌যোগ।
রথহীন শত্রু আর যুক্ত মহারোগ ॥
এ সবার দেহ নহে বধের কারণ।
কোন ধর্ম্মে দ্রৌণী হরে কুমার জীবন ॥
যে জন সতত খল নাহি লজ্জা ভয়।
অন্যের পরাণ দিয়া আপনা রাখয় ॥
সে হেন মানবে দণ্ড করাই বিহিত।
দণ্ডই তাহার পক্ষে যথাযথ হিত ॥
এ ভুবনে যেই করে পাপ আচরণ।
দণ্ড বিনা নাহি হয় পাপ নিবারণ ॥
আর শুন বলি তোমা মধ্যম পাণ্ডব।
কি বলিলা দ্রৌপদীরে ভুলিলা সে সব ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তথা আনিবে মস্তক।
কি দিয়া তুষিবা কৃষ্ণা দ্রৌণীর রক্ষক ॥
রাখিতে প্রতিজ্ঞা তব বধহ ব্রাহ্মণে।
নাহি ইথে কিছু পাপ জীবন হরণে ॥
যেই জন সুখে করে পুত্রের নিধন।
কেন বা হর না পার্থ তাহার জীবন ॥
পঞ্চ শিশু বধি এই বীর কুলাঙ্গার।
নাহিক সাধিল মন্দ শুদ্ধ মোসবার ॥
অমঙ্গলে ডুবাইল প্রভু দুর্য্যোধন।
পঞ্চ শিশু মাত্র ছিল বংশের রক্ষণ ॥
অতএব যেই সাধে প্রভু অমঙ্গল।
বধ মাত্র তার ভাগ্যে শাস্ত্র ফলাফল ॥

হেনমতে ধর্ম্মযুক্তি দেখায়ে কেশব।
শুনিয়া পার্থের মতি হ'লেন নীরব॥
এড়ায়ে এতেক যুক্তি পার্থ মহাবীর।
দ্রৌণীরে গেলেন লয়ে আপন শিবির॥
পুত্রশোকে শোকাকুল দ্রৌপদী তথায়।
হা পুত্র! হা পুত্র! বলি শায়িত ধরায়॥
বলে পুত্র কোথা গেলি ছাড়িয়া জননী।
আয় বাপ! কোলে আয় নয়নের মণি॥
কেমনে কাঁদায়ে মায় ত্যজিলে এ ভব।
না হেরি তোদের মুখ কেমনেতে রব॥
হেনকালে পার্থ তথা দ্রৌণীরে লইয়া।
প্রবেশেন যথা কৃষ্ণা ভূমি লোটাইয়া॥
অশ্বত্থামা সেইক্ষণে পশুর সমান।
আছিল আবদ্ধ তথা আকুলিত প্রাণ॥
হেরিয়া দ্রৌণীরে তবে দ্রুপদকুমারী।
হৃদয়ে কাতর হন ঝরে আঁখি বারি॥
গুরুপুত্রে বদ্ধ হেরি দ্রৌপদী লজ্জায়।
রহিলেন ভূমি চাহি বিনম্র মাথায়॥
নারীর স্বভাবমতে দ্রৌণীরে প্রণাম।
করি কৃষ্ণা শতধারে কাঁদে অবিরাম॥
অশ্বত্থামা অপমান হেরিয়া নয়নে।
কামিনী কোমল প্রাণ কাঁদিলেন মনে॥
বলিলেন পার্থে তবে দ্রৌপদী সুন্দরী।
মুছিয়া নয়ন বারি শোক পরিহরি॥
ত্যজহ ব্রাহ্মণে নাথ নাহি প্রয়োজন।
গুরুপুত্র বধিবারে পাপ আচরণ॥
যাঁহার পিতার মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত।
হইলেন কুরুক্ষেত্রে সদা সর্ব্বজিত॥
সেই দ্রোণ পুত্ররূপে আছে বিরাজিত।
আছয়ে তাঁহার পত্নী এখনো জীবিত॥
দ্রোণ পত্নী কৃপী পুত্র প্রসবিল বীর।
দ্রোণের চিতায় তেঁই না ত্যজে শরীর॥
গুরুকুল অপকার না হয় উচিত।
কি ব'লে বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত॥

পুত্রশোকে যথা আমি কাঁদি অবিরত।
দ্রৌণীরে বধিলে কৃপী কাঁদিবে সেমত॥
নাহি চাহি কাঁদাবারে আর কোন নারী।
কাঁদিতে সৃজিল বিধি দ্রুপদ ঝিয়ারী॥
যদ্যপি ক্ষত্রিয় কেহ নিজ ক্রোধবলে।
ব্রাহ্মণের অপমান করে কুতূহলে॥
নাহিক নিস্তার তার এ হেন সংসারে।
সংসারে দহে সে শোকে শাস্ত্রের বিচারে॥
অতএব দ্রৌণী বধ নাহি প্রয়োজন।
যাক্ দ্রৌণী খুলি দাও অঙ্গের বন্ধন॥
সূতে কহে সম্বোধিয়া শৌনকাদি মুনি।
আশ্চর্য্য পাণ্ডব সবে কৃষ্ণা কথা শুনি॥
আছিল কৃষ্ণের সঙ্গে যতেক যাদব।
দ্রৌপদীর কথা শুনি হইল নীরব॥
সকলেই দ্রৌপদীর করিলেন যশ।
কেবল রোষেন ভীম হ'য়ে ক্রোধবশ॥
সক্রোধে কহেন ভীম হ'য়ে ক্রোধবান।
দ্রৌণীর নিধন করা উচিত বিধান॥
যে কর্ম্ম করিল দ্রৌণী প্রভুরে তুষিতে।
অধর্ম্মের ভয় কিছু না ভাবিল চিতে॥
নারিল তুষিতে প্রভু কার্য্যে আপনার।
করিল নির্ব্বংশ সবে বধিয়া কুমার॥
এতেক কহিয়া তবে ভীম গদাপাণি।
লইতে তোলেন গদা দ্রৌণীর পরাণী॥
হেন কর্ম্ম হেরি কৃষ্ণা বুঝায়ে বিস্তর।
নিরস্ত করেন ভীমে বলেন আকর॥
হইয়া পাণ্ডবে প্রীতি তবে নারায়ণ।
ধরিলেন নিজরূপ শ্রীমধুসূদন॥
চারি হস্ত শোভে স্কন্ধে শ্যামল শরীর।
বনমালা গলে দোলে হইয়া অধীর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হস্তের শোভন।
অধিক শোভিত তাহে পদ্মের আসন॥
কাঞ্চন মুকুট শিরে শোভে ত্রিনয়ন।
চমকে বিজলী যেন হেরি নবঘন॥

বাল-শশধর সম ললাট ভঙ্গিমা।
রামধনু সম ভুরু অধর রক্তিমা॥
কিবা সবিমল উরু পঙ্কজ চরণ।
অতি অপরূপ মূর্ত্তি ধরা বিমোহন॥
প্রকাশি রহেন রূপে শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে কহেন তবে করি সম্বোধন॥
যা কহিলে সত্য পার্থ অবধ্য ব্রাহ্মণ।
কিন্তু আততায়ী বধ্য শাস্ত্রের লিখন॥
এ হেন বিধান আমি শাস্ত্রের মাঝারে।
করিয়াছি শত শত বিদিত সংসারে॥
এক্ষণে দ্রৌপদী ভীম আমার বচন।
বুঝিয়া করহ কার্য্য করিতে রক্ষণ॥
সূত কহে শুন শুন ঋষির সমাজ।
অতঃপর পার্থ বীর করেন কি কাজ॥
অর্জ্জুন ভাবেন মনে আপন বিচারে।
রক্ষণ নিধন একে না হইতে পারে॥
কেশবের অভিপ্রায় বুঝি ধনঞ্জয়।
দ্রৌণীর মাথার মণি সহাস্যে কাটয়॥
ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদে জীবন হরণ।
একই বিধান হয় শাস্ত্রের লিখন॥
শিশুরে বধিয়া দ্রৌণী আছিল কাতর।
শিখাচ্ছেদে দুঃখে ভাসে তাহার অন্তর॥
প্রভাশূন্য হয় দ্রৌণী হ'য়ে মণিহীন।
দুঃখেতে হইল তার বদন মলিন॥
শিখা লয়ে অতঃপর ধনঞ্জয় তার।
শিবির হইতে তাঁরে করেন বাহির॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ে পাণ্ডব-নন্দন।
করিলেন আপনার প্রতিজ্ঞা পালন॥
মুণ্ডন বসন-হীন ধনের হরণ।
অবধ্য ব্রাহ্মণে দণ্ড শাস্ত্রের লিখন॥
দণ্ডিবারে দ্রোণপুত্রে ধনঞ্জয় বীর।
মুণ্ডিলেন অসি দ্বারা গুরুপুত্র শির॥
এতেক পাইয়া জ্ঞান যতেক পাণ্ডব।
ভাসেন শোকের জলে সহিতে মাধব॥
পঞ্চ কুমারের দেহ করিয়া দাহন।
বলহীন পাণ্ডবেরা করিল ক্রন্দন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাগবত সার কথা সংসারের তরি॥

ইতি অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমনের উদ্যোগ ও কুন্তী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তব।

সম্বোধিয়া সূত কহে ঋষির সমাজ।
অতঃপর সে কেশব করেন কি কাজ॥
পুত্রগণ লাগি বারি করিবারে দান।
হয়েন পাণ্ডব সবে ব্যাকুলিত প্রাণ॥
সময় আসিল হেরি পাণ্ডুর নন্দন।
মহিলার সহ সবে করেন গমন॥
গঙ্গানীরে আসি সবে শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
গঙ্গায় করেন স্নান শাস্ত্রের বিহিত॥
পুত্রের উদ্দেশে সবে দিয়া জলাঞ্জলি।
কাঁদিলেন সবে মিলি পুত্র পুত্র বলি॥
কৃষ্ণের প্রবোধে করি অশ্রু সম্বরণ।
জাহ্নবী সলিলে পুনঃ হয়েন মগন॥
আছিল আসনে বসি ধৃতরাষ্ট্র বীর।
বিদুর গান্ধারী সহ ডুবি আঁখি নীর॥
সম্বোধি সকলে কৃষ্ণ দিলেন প্রবোধ।
অনিত্য সংসার মায়া যাহে হয় বোধ॥
জন্মিলে জীবের মৃত্যু বিধির লিখন।
নাহি হেন কেহ করে তাহে নিবারণ॥
অতএব গত লাগি না কর ক্রন্দন।
শোক পরিহর সবে মুছহ নয়ন॥
অনন্তর মহানন্দে দেবকী-নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয়-কার্য্য করেন সাধন॥
দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শে ক্ষীণ পরমায়ু।
হারালেন অনায়াসে দুর্য্যোধন আয়ু॥
কৌরবের হৃত রাজ্য করিয়া উদ্ধার।
ধর্ম্মরাজ করতলে দিলেন সে ভার॥

যুধিষ্ঠিরে সিংহাসনে করি আরোহণ।
করালেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ভূষণ॥
সাধিয়া পাণ্ডব প্রিয় লীলা সমাপন।
ইচ্ছিলেন দ্বারকায় করিতে গমন॥
সাত্যকি উদ্ধব সহ আপনি কেশব।
যাইবেন দ্বারকায় ত্যজিয়া পাণ্ডব॥
এ হেন প্রস্তাব যবে হইল প্রকাশ।
ব্যাস আদি ঋষি আসে তাঁহার সকাশ॥
সকলে আসিয়া কৃষ্ণে করেন পূজন।
কৃষ্ণ ও করেন পূজা সবে বিলক্ষণ॥
পূজন গ্রহণ সব হলে সমাপন।
হেরিলেন সবে কৃষ্ণ মেলিয়ে নয়ন॥
উত্তরা আসিছে দ্রুত হইয়া বিহ্বল।
বলিছে সতত কৃষ্ণ দুর্ব্বলের বল॥
দেব দেব তুমি কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ।
অগ্নিময় শর আশে লইবারে প্রাণ॥
কি জানি বা কোথা হ'তে আসে এই শর।
এ বিপদে হে কেশব! পরিত্রাণ কর॥
তুমি বিনা কারে স্মরি পাইব জীবন।
সকলেই এ সংসারে হইবে নিধন॥
যাহার মরণ আছে সংসারের মাঝে।
নাহি প্রয়োজন তার আশ্রয় এ কাজে॥
অলজ্ঘ্যমৃত্যুর লাগি নহিত কাতর।
গর্ভেতে আছয়ে জীব পাণ্ডুবংশধর॥
দেখ নাথ! আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই।
গর্ভেতে বালক যেন কভু না হারাই॥
এতেক শুনিয়া তবে ভকত বৎসল।
যোগবলে বুঝিলেন আপনি সকল॥
ক্রূরমতি অশ্বত্থামা বংশনাশ আশে।
ত্যজিয়াছে ব্রহ্ম অস্ত্র গর্ভের বিনাশে॥
আকাশে প্রকাশে অগ্নি সহ মহাজ্বালা।
প্রলয় কারণে উদে তপনের মালা॥
হেরিয়া নয়ন শিখা পাণ্ডুরনন্দন।
নিজ নিজ অস্ত্র সবে করে বরিষণ॥

নাহি হেন অস্ত্র আজি ভুবন মাঝারে।
সংহারিবে নিজ তেজে কখন তাহারে॥
হেরিয়া কেশব তবে বুঝি নিজ মনে।
ত্যজিলেন সুদর্শন সংহার কারণে॥
সংহারিয়া সেই অস্ত্র যদুর নন্দন।
করিলেন সে বিপদে পাণ্ডবে রক্ষণ॥
রাখিতে উত্তরা গর্ভে আপন কৌশলে।
আবরণ রূপে নিজে প্রবেশেন ছলে॥
আপনি বসেন ব্রহ্মা ব্রহ্ম আগে।
নাহি কিছু এ সংসারে রহে পুরোভাগে॥
বিষ্ণুতেজ ব্রহ্মতেজ একই কারণ।
সে জন্য হইল দোঁহে একত্র মিলন॥
এতেক শুনিয়া তবে যত ঋষিগণ।
সূতেরে আদরে সবে আনন্দিত মন॥
অতি অপরূপ কথা এই বিবরণ।
সকলি আশ্চর্য্য তাঁর যে করে সৃজন॥
মায়ায় করেন যিনি পালন হরণ।
ইহাপেক্ষা অদ্ভুত কি ধরয়ে ভুবন॥
বন্দিয়া মুনীন্দ্রগণে রক্ষিয়া পাণ্ডব।
দ্বারকা গমনে ইচ্ছা করেন কেশব॥
এ বারতা শুনি তবে কুন্তী মহারাণী।
আইলেন বলিবারে হৃদয়ের বাণী॥
অগ্রেতে বিনয় করি করিয়া প্রণাম।
বলেন বিনয়ে সতী করি কৃষ্ণ নাম॥
বয়সে কনিষ্ঠ বট যদু অলঙ্কার।
বুদ্ধিবলে তুমি শ্রেষ্ঠ জগত মাঝার॥
সেই হেতু প্রণমিনু চরণে তোমার।
সামান্য মানব নহ সংসারে প্রচার॥
কে জানে তোমায় তুমি সর্ব্ব অগোচর।
অনন্ত মহিমা তব আদি নরবর॥
প্রকৃতি তোমার দাসী তোমার আদেশে।
ধরেছে বিবিধ রূপ নব নব বেশে॥
কেমনে প্রভাব তব করিব প্রকাশ।
ভূতের অন্তরে তুমি আছহ বিকাশ॥

আছয়ে যতেক ভূত জুড়িয়া ভুবন।
অন্তরে বাহিরে সর্ব্বে করহ ভ্রমণ॥
তথাপি নয়নে কেহ দেখিতে না পায়।
ভীষণ কুহক তব বুঝা নাহি যায়॥
কেমনে দেখিবে তোমা জীবের নয়ন।
মায়ায় করিয়া আছে তাহে আচ্ছাদন॥
অদৃশ্য যদিও তুমি যতনের ধন।
নাহি জানি ভজিবারে তোমার চরণ॥
অতএব প্রণমিনু চরণে তোমার।
দয়া কর মোর প্রতি করুণা আধার॥
ইন্দ্রিয় প্রভাবে জ্ঞান থাকিলে গোপন।
নাহি পাওয়া যায় তাহে তোমার চরণ॥
দৃষ্টিদোষে যথা নট নাহি যায় জানা।
ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহে তথা ভব মানা॥
দেহ লাভে অভিমান জীবের উপজে।
অভিমানে নাহি চিনে তব পদরজে॥
কি বলিব অন্য কথা তব দরশন।
বিবেকী নাহিক পায় স্থির করি মন॥
সহজে স্ত্রী জাতি আমি কেমনে কেশব।
জানিব তোমায় আমি জগত মাধব॥
শুন কৃষ্ণ বাসুদেব দেবকীনন্দন।
নন্দসুত হে গোবিন্দ পঙ্কজনয়ন॥
কায়মনে তব পদে করি নমস্কার।
যে চরণ বলে সবে যায় ভব পার॥
কি বলিব হৃষিকেশ! তোমার বারতা।
পাণ্ডবে দেখালে তুমি ভীষণ মমতা॥
জননীরে উদ্ধারিলে বধি সেই কংস।
আমারে বাঁচালে কৃষ্ণ বধি কুরুবংশ॥
জননী অপেক্ষা মান্য আছে মোর প্রতি।
তুমিহে জীবন মোর ওহে যদুপতি॥
কেমনে করুণা তব করিব বর্ণন।
রক্ষিলে পাণ্ডবে তুমি করি মহাপণ॥
বিষ পান জতুগৃহ, হিড়িম্ব নিধন।
সকলি করিলে তুমি কুরুক্ষেত্রে রণ॥
সকল বিপদ তুমি ঘুচালে কেশব।
কেমনে বুঝিব তব মায়ার বৈভব॥
দ্রৌণীর অস্ত্রাগ্নি হ'তে করিয়া রক্ষণ।
রাখিলে পাণ্ডুর বংশ যতনের ধন॥
সকল বিপদে তুমি হইয়া সহায়।
করিলে পাণ্ডবে দেব ক্ষিতীশ ধরায়॥
বিপদ হইলে তুমি দেখা দাও হরি।
বিপদ কামনা তাই সদা মনে করি॥
বিপদ হইলে যদি তব দেখা পাই।
হউক বিপদ মোর কামনা সদাই॥
কি ছার সামান্য বিঘ্ন ভবের মাঝার।
তব দেখা পেলে পাব সংসারে নিস্তার॥
সম্পদে ভক্তির নাশ সদা অমঙ্গল।
ভুলিব তোমার পদ থাকিলে সকল॥
ঐশ্বর্য্য কৌলিন্য, শাস্ত্র, সৌভাগ্যের মদে।
সতত ভাসয়ে নরে সুখময় হ্রদে॥
সুখেতে থাকিলে নর সতত মগন।
নাহি করে তব নাম কভু উচ্চারণ॥
যবে সেই নর ভাগ্যে বিপদ ঘটয়।
হরি হরি বলি তবে চীৎকার করয়॥
নির্দ্ধনের ধন তুমি ওহে ভগবান।
বুঝিবারে নাহি পারে ধনী তব মান॥
তুমি ভবনিধি তরী সংসারে বিদিত।
প্রণমি চরণে তব স্থির করি চিত॥
গুণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কামে নাহি অভিলাষ।
আপনি সন্তুষ্ট যদি পূরে নিজ আশ॥
নাহি ব্যাধি নাহি তৃষ্ণা তোমার শরীরে।
সম্ভোগ করিছ সুখ-শান্তি নদতীরে॥
দেবকী নন্দন বলি নাহি তোমা জ্ঞান।
ভাবি তোমা নিরন্তর আদি ভগবান॥
তুমি সকলের প্রভু সর্ব্বত্র বিরাজ।
তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্বরাজ॥
কেহ কেহ বলে তোমা তুমি পক্ষপাতী।
অর্জ্জুন সারথি হয়ে রহ রণে মাতি॥

ভ্রমে পড়ি হেন লোকে করে অনুমান।
তুমি উপলক্ষ মাত্র ধার্ম্মিকের জ্ঞান॥
তুমি হে বিশ্বের প্রভু কেবা তব অরি।
বিপদে ডাকিলে তোমা দাও পদতরি॥
কি কারণে নররূপ ভুবনে প্রকাশ।
কাহারো অন্তরে নাই সে ভাব বিকাশ॥
নাহি কেহ প্রিয় তব ভুবন ভিতরে।
নাহিক অপ্রিয় কিছু তোমার অন্তরে॥
সকল সমান দেখ তুমি হে মাধব।
দুই ভাব নাহি হয় তোমাতে সম্ভব॥
নাহি তব জন্ম কর্ম্ম ভুবনে প্রচার।
তথাপি ধরহ পশু ফণীর আকার॥
তব নররূপ কৃষ্ণ কেমনে বর্ণিব।
কি আছে তোমার দেহে কেমনে জানিব॥
দেখিলে তোমার রূপ ভক্ত পায় ভয়।
ভক্তের বারিতে হয় সংসার সংশয়॥
কি আশ্চর্য্য! তুমি ধৈর্য্য করেছ বন্ধন।
গোপিনী যশোদা তোমা করেছে ধারণ॥
যবে দধিভাণ্ড তুমি স্বহস্তে ভাঙ্গিলে।
ভয়েতে তখন হরি তুমিতো কাঁপিলে॥
যশোদা বাঁধিলে তোমা কেঁদেছিলে কত।
অঞ্জন ধুইয়া অশ্রু পড়ে অবিরত॥
সেই কথা ভাবি কৃষ্ণ! ভ্রান্ত হই মনে।
কিছু না করিতে পারি স্থির এ জীবনে॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই ত্রিভুবন।
না বুঝি তোমার শক্তি তুমি কি কারণ॥
কেহ বলে সবাকারে করি আবাহন।
মলয়ের খ্যাতি লাগি জন্ময়ে চন্দন॥
তেমতি যদুর বংশে জন্মিয়া কেশব।
যুধিষ্ঠির খ্যাতি আনি ছাইলা এ ভব॥
অন্য কেহ বলে ডাকি আপনার ভাই।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই শুনিবারে পাই॥
সুতপ ও পৃশ্নিরূপে পূরব জনমে।
আরাধিলা বাসুদেব দেবকী চরণে॥
লভিতে তোমায় কৃষ্ণ সন্তানের সম।
সেই হেতু যদুবংশে তোমার জনম॥
পৃথিবী মঙ্গল হেতু দৈত্যের বিনাশ।
সেই কার্য্যে কৃষ্ণরূপে কর অভিলাষ॥
অন্যে বলে ভারাক্রান্ত তরণী সমান।
লোক-ভরে মগ্ন যায় ধরা ভাসমান॥
ধরার হরিতে ভার ব্রহ্মা ভাবি মনে।
অনুরোধ করে তোমা জনম কারণে॥
সেই হেতু তুমি কৃষ্ণ জন্মিয়া ভুবনে।
ঘুচাও ধরার ভার নাশি পাপিগণে॥
অন্য কেহ বলে তোমা জনম কারণ।
শুনহ কেশব কহি সেই বিবরণ॥
আসিয়া সংসারে জীব অবিদ্যার বশে।
ভুলিয়া তোমায় মজে সবে কামরসে॥
মজিয়া কামেতে পায় অশেষ যন্ত্রণা।
তারহ তাদের দুঃখ আসিয়া আপনা॥
অবতরি এ ভুবনে তুমিহে কেশব।
সংসার যাতনা হ'তে তারহ মানব॥
শুনিলে তোমার কথা নাম উচ্চারণে।
মুক্তিপায় ভব-বাসী চরিত্র শ্রবণে॥
আত্মীয় বলিয়া বুঝি ভাবহ কেশব।
তেঁই বুঝি হিত সাধি ত্যজহ পাণ্ডব॥
এহেন রকম তব উচিত না হয়।
অনুগত জনে কেবা কোথায় ত্যজয়॥
আত্মীয় তোমার মোরা অনুজীবি তব।
কেমনে ত্যজিবে সবে তুমি হে মাধব॥
আরও বলি শুন শুন যদুর নন্দন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে রুষ্ট যত রাজগণ॥
তোমার প্রভাবে সবে আছে পরাজিত।
পাণ্ডবে ত্যজিলে তারা না হইবে ভীত॥
তব পাদপদ্ম বিনা পাণ্ডব আশ্রয়।
বলহ কেশব! তুমি কোথায় আছয়॥
বটে কৃষ্ণ মম পুত্র আর যদুকুল।
বীর বলি পৃথিবীরে করিছে আকুল॥

তুমিই তাদের বল শক্তি হে মাধব।
তোমা বিনা শক্তিহীন হইবেক সব ॥
না থাকিলে তুমি কৃষ্ণ সবার সাহস।
দূরে যায় ক্ষীণ হয় সতেজ মানস ॥
জলহীন হেরি যত পাণ্ডবের অরি।
অবজ্ঞা করিলে সবে কে রাখিবে হরি ॥
ইন্দ্রিয় জীবন যথা না হ'লে সঞ্চার।
সজীব বলিয়া তারে না করে স্বীকার ॥
সেইমত তুমি বিনা পাণ্ডবের গতি।
কি বলি বুঝাব তোমা ওহে যদুপতি ॥
তব ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশে ওহে গদাধর।
পবিত্র হইল দেশ বহু পুণ্যতর ॥
তোমার চরণ-পাতে দেশ-সুশোভন।
শ্রীভ্রষ্ট হইবে দেশ করিলে গমন ॥
রহিয়াছ বলি কৃষ্ণ তুমি এ সংসারে।
সতেজ ঔষধি বৃক্ষে ফল, ফুল ধরে ॥
তোমার মহিমা বলে ওহে জানার্দ্দন।
শোভিছে শোভায় গিরি নদী উপবন ॥
চিরতরে তোমা কৃষ্ণ নাহি করি আশ।
না হেরি যাদব তোমা হইবে নৈরাশ ॥
যদি যাও তুমি কৃষ্ণ এবে যদুপুরে।
ভাসিবে পাণ্ডব যত নয়নের নীরে ॥
যদুপুরে না যাওয়াতে যতেক যাদব।
কাঁদিতেছে মুখে বলি কেশব কেশব ॥
উভয় সঙ্কট মম মানসে উদয়।
বল কৃষ্ণ ! এবে মোর উপায় কি হয় ॥
পাণ্ডবে যাদবে মোর মমতা সমান।
কেমনে নাশিব মায়া কর সে বিধান ॥
যাদবে পাণ্ডবে মায়া হ'লে দূরীভূত।
একান্তে তোমাতে মন হয় লগ্নীভূত ॥
তোমার চরণে চিত হইলে সংযুত।
অভিরুচি তব পদে হবে মূলীভূত ॥
সাগরের সহ যথা গঙ্গার মিলন।
তেমতি তোমায় যেন রত হয় মন ॥
অর্জ্জুন সারথি তুমি তুমি শ্রিয়োধাম।
তুমি হে জগৎগুরু চরণে প্রণাম ॥
যদুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি তুমি হে যাদব।
যে ক্ষত্রিয় দোষ করে নাশ সেই সব ॥
বিনাশনে নাহি ক্ষয় তোমার প্রভাব।
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি মহাভাব ॥
কামধেনু লব্ধ ধনু তোমাতে বিরাজে।
কি করিবে এ পার্থিব ধন, মান রাজে ॥
ব্রাহ্মণ দেবতাগণে দুঃখ নিবারিতে।
অবতার রূপে হয় ধরায় আসিতে ॥
কোন রত্ন তুমি হও কিবা তব নাম।
কেমনে বুঝিব বল চরণে প্রণাম ॥
সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কি করেন হরি তবে শুনিয়া স্তবন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার ॥

ত্রিপদী।

এত বলি কুন্তী সতী, কৃষ্ণেরে করিয়া নতি,
করযোড়ে রহিলেন চাহিয়া বদন।
শুনিয়া কুন্তীর স্তব, হরষিত সে মাধব,
কহিলেন মৃদু হাসি দেব জনার্দ্দন ॥
হেরি সে মধুর হাসি, মোহিত সংসারবাসী,
কুন্তীও হ'লেন তাহে অতি বিমোহিত।
বলে কৃষ্ণ মায়াবলে, ভুলাইলে কোন ছলে,
সংসারে মগনা হ'ল পুনঃ মোর চিত ॥
তুষিবারে কুন্তী সতী, হরি হরষিত অতি,
দিলেন তাঁহাকে হাসি অভিমত বর।
লভি মনোমত বর, কুন্তী হ'য়ে চিন্তান্তর,
প্রবেশেন অন্তঃপুরে অতি শোভাকর ॥
যাইবারে যদুপুরী, হরি যান অন্তঃপুরী,
তুষিতে সবায় তথা মধু-সম্ভাষণে।
অন্তঃপুরে করি গতি, সম্ভাষণে কুন্তী সতী,
উত্তরা প্রভৃতি যত পুরনারী জনে ॥

ইন্দ্রপ্রস্থ পরিহরি, যদুপুরে যান হরি,
সম্ভাষিতে যান তাঁরে রাজা যুধিষ্ঠির।
বলে শুন হে কেশব, না যাও ত্যজি পাণ্ডব,
তুমি গেলে হব মোরা অতীব অধীর॥
ছিল যত মুনিগণ, সূত করি সম্ভাষণ,
কহেন শুনহ সবে কৃষ্ণ বিবরণ।
কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে, ভীষ্ম শুয়ে শরাসনে,
মানসে হেরিয়া মরে কেশব চরণ॥
পূরাতে ভীষ্মের আশ, যান হরি মহোল্লাস,
শরশয্যাপরি যথা ভীষ্মের শয়ন।
ধর্ম্মরাজ তাঁর সঙ্গে, চলিলেন মহারঙ্গে,
পূজিবারে সেইক্ষণে ভীষ্মের চরণ॥
কুরুক্ষেত্র মহারণে, বধিয়া আত্মীয়গণে,
ধর্ম্মসুত হইলেন অস্থির মানস।
জুড়াতে তাঁহার প্রাণ, বাসুদেব তথা যান,
কেশব নারেন তাঁহে করিবারে বশ॥
সেই হেতু চিন্তা মনে, যান ভীষ্ম দরশনে,
ভীষ্মের প্রবোধে তুষ্ট ধর্ম্মের নন্দন।
নচেৎ আত্মীয় নাশে, ধর্ম্ম ত্যজি নিজবাসে,
মোহবশে শোক মাঝে হইয়া মগন॥
সদা ধর্ম্ম ভয় মনে, বলি আমি কি কারণে,
করিলাম হায় হায় আত্মীয় নিধন।
আত্মীয় ব্রাহ্মণ কত, নাশিলাম অবিরত,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অকারণ॥
সামান্য রাজ্যের আশে,প্রজা বধি অনায়াসে,
বধিলাম ভাই বন্ধু কত গুরুজন।
লোভ করি রাজ্য ধন, পাপ করি অকারণ,
সহস্র নরক ভোগে নহে নিবারণ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, এই পাপ নাশ তরে,
আমায় করিতে হবে হিংসার আশ্রয়।
এক হিংসা নিবারিতে,পুনঃ হিংসা করা চিতে,
আমার জীবনে কভু উচিত না হয়॥
পঙ্কের মালিন্য হায়, পঙ্ক কি ধুইলে যায়,
ভ্রমবশে মগ্ন হ'য়ে করি হেন কাজ।
সুধায় জন্মিলে দোষ, সুরায় কি যায় দোষ,
করে সবে উপহাস সংসারের মাঝ॥
ধর্ম্মরাজ তুষিবারে, যান ভীষ্মে দেখিবারে,
আপনি মাধব সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির।
হরিপদে সঁপে চিত, উপেন্দ্র রচিল গীত,
হয় তার পাপ নাশ শুনে যদি ধীর॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন উদ্‌যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর স্তব সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ ও ভীষ্মের প্রাণত্যাগ।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিগণ।
কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ করহ শ্রবণ॥
অনন্তর যুধিষ্ঠির উপদেশ আশে।
চলিলেন শীঘ্রগতি ভীষ্মের সকাশে॥
রণভূমি কুরুক্ষেত্রে শর-শয্যোপরি।
আছিলেন পিতামহ শয়ন তাহে করি॥
ভীমাদি সোদর আর ব্যাসাদি ব্রাহ্মণ।
সহ ধর্ম্মরাজ তথা উপস্থিত হন॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ ল'য়ে স্বর্ণ রথে।
ভীষ্ম দেখিবারে গতি করিলেন পথে॥
সকলে একত্র হ'য়ে ভীষ্মের চৌপাশে।
বেড়িলেন ভক্তিভাবে হেরিবার আশে॥
শ্রীকৃষ্ণ সহিত যত পাণ্ডুর নন্দন।
করিলেন সবে ভীষ্ম চরণ বন্দন॥
স্বর্গচ্যুত দেব সম তেজোময় ছবি।
পতিত ছিলেন ভীষ্ম বীরকুল রবি॥
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি কত তাঁহারে হেরিতে।
আসিয়াছিলেন তথা আনন্দিত চিতে॥
আসিল যতেক ঋষি ধৌম্য আদি সবে।
গৌতম কশ্যপ এল যত ছিল ভবে॥
দেশ কাল ভালরূপে ভীষ্ম জানিতেন।
সেই হেতু মুনিগণে পূজা করিলেন॥

অন্তর সতত ছিল কৃষ্ণ ভক্তিযুত।
সম্মুখে হেরিয়া কৃষ্ণ পরম হর্ষিত ॥
শরশায়ী পিতামহে হেরিয়া পাণ্ডব।
ভক্তিভরে নিম্নমুখে বসিলেন সব ॥
পাণ্ডবে দেখিয়া তবে গঙ্গার নন্দন।
মোহবশে করিলেন আপনি ক্রন্দন ॥
অন্তর কাঁদিয়া তাঁর বক্ষে বহে নীর।
প্রেমভরে গদ গদ কাতর শরীর ॥
মুছিয়া নয়নজল ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
বলেন মধুর কথা অতীব কাতরে ॥
কি বলিব ধর্ম্মরাজ শুন দিয়া মন।
আছহ তোমরা সবে ল'য়ে নারায়ণ ॥
ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহার আশ্রয়।
লইয়া জীবন কেন কষ্টকর হয় ॥
তব পিতা পাণ্ডু যবে ত্যজিল শরীর।
পুত্রবধূ কুন্তী কাঁদে হইয়া অস্থির ॥
তোমাদের লাগি কুন্তী সহিল যাতনা।
কেন তারে দুঃখ দাও ? সংসার ত্যজনা ॥
কালে দিল সবে কষ্ট কালের বিচারে।
এই বলি কেন সবে ত্যজিবে সংসারে ॥
মেঘ যথা বায়ু বিনা না রহিতে পারে।
কাল বিনা কার সাধ্য রাখে এ সংসারে ॥
স্বয়ং করেন কাল সংসার পালন।
সময়ে করেন তিনি সকলি হরণ ॥
ভীষণ ক্ষমতা তার কে বর্ণিতে পারে।
বিধির বিধিও লয় হয় তাঁর করে ॥
তুমি রাজা ধর্ম্ম পুত্র বলী বৃকোদর।
অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ হন মহাবলধর ॥
একা বীর পৃথিবীতে সকলের জয়ী।
সে জনে ভুলায় কাল মহামায়াময়ী ॥
বাসুদেব মায়া কিছু কেহ নাহি জানে।
জানিবার পাত্র মাত্র আপনার জ্ঞানে ॥
পণ্ডিতে কভু না পারে কৃষ্ণেরে বুঝিতে।
বুঝিলাম বলি তাহে কে পারে বলিতে ॥

অতএব ধর্ম্মপুত্র দৈব মনে করি।
পালহ আপন প্রজা ভাব মনে হরি ॥
ভাগ্যে যাহা ছিল তব মান্য রাজ্যধন।
সকলি পেয়েছ তুমি সংসার শোভন ॥
যে জন করয়ে হেলা ভাগ্যের সুফলে।
ঔদ্ধত্য প্রকাশ তার করা হয় বলে ॥
কর রাজা আনন্দেতে রাজ্যের শাসন।
করহ মনের সুখে প্রজার পালন ॥
এই যে হেরিছ কৃষ্ণ আদি নারায়ণ।
মায়াবলে পরিচিত যদুর নন্দন ॥
দুর্জ্জয় প্রভাব এঁর কয়জন মানে।
নারদ, কপিল, শিব কিছুমাত্র জানে ॥
যাঁহারে ভাবিছ ধর্ম্ম ভ্রাতা প্রিয়কারী।
উপকারী যাঁরে ভাব সদা হিতকারী।
রণে দূত, মন্ত্রে মন্ত্রী, সারথি যে জন।
সামান্য সে নহে দেব প্রভু নারায়ণ ॥
অতএব শুন বৎস ধর্ম্মের নন্দন।
কৃষ্ণ যা বলেন কার্য্য করিও তেমন ॥
সারথি বলিয়া কর নাহি অন্য জ্ঞান।
সর্ব্বময় তিনি হন ভক্ত ভগবান ॥
নাই তাঁর রাগ দ্বেষ আর অহঙ্কার।
পক্ষপাত নাহি তাঁর সমান আকার ॥
ভাল মন্দ তাঁর কাছে নাহি বিবেচনা।
সকলি সমান তাঁর হয় যে গণনা ॥
ভক্ত প্রতি মায়া তাঁর কর দরশন।
অতি অপরূপ কথা ভক্তের জীবন ॥
মৃত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়া আমার।
আবির্ভূত জনার্দ্দন মানব আকার ॥
যোগিগণ যাঁর নাম করিয়া কীর্ত্তন।
দেহ প্রাণ ধর্ম্ম ত্যজি মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥
সে কৃষ্ণের চরণেতে এই মম আশ।
মোর মৃত্যুবধি যেন হয় হেথা বাস ॥
অন্তেতে ইচ্ছায় ভাবে কমললোচন।
সাক্ষাতে তাঁহারে আমি করি দরশন ॥

সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
ভীষ্মের বারতা শুনি ধর্ম্মের নন্দন॥
জিজ্ঞাসেন পিতামহে ধর্ম্মের মরম।
মানবের প্রতি নিত্য কোন বা ধরম॥
কেনবা বর্ণের ভেদে ধর্ম্ম রূপ ভেদ।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম করহ প্রভেদ॥
দানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম করহ বিশেষ।
কোন ধর্ম্মে হরি তুষ্ট কহ সবিশেষ॥
বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্ম্মের প্রকার।
আছয়ে ভারত মাঝে বিশেষ বিস্তার॥
হেনমতে কহি নানা গঙ্গার নন্দন।
কহিলেন ধর্ম্ম কথা সবার সদন॥
ইচ্ছামৃত্যু মহাযোগী ভীষ্ম মহাবীর।
উত্তর অয়নে মৃত্যু করিলেন স্থির॥
সেই হেতু শরোপরি করিয়া শয়ন।
সহিয়া যাতনা বহু রাখেন জীবন॥
বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্ম্মের কথন।
আইল সময় সেই উত্তর অয়ন॥
রসনা সংযত তবে করি ভীষ্ম বীর।
চতুর্ভুজে নিজ মন করিলেন স্থির॥
সকল কামনা হ'তে আকর্ষিয়া মন।
ধ্যানযোগে করিলেন নেত্র উন্মীলন॥
সাধক বিশুদ্ধ যেই দুই আঁখি মেলি।
প্রাকৃতিক দৃশ্য যত সবে অবহেলি॥
কৃষ্ণপদে মন দিয়া যতেক বন্ধন।
এ জনম মত তাঁর হ'লো নিবারণ॥
মৃত্যুরে সম্মুখে হেরি ভীষ্ম মহাবীর।
স্তববশে ভগবানে তুষিলেন ধীর॥
সকল সমক্ষে ভীষ্ম গদ গদ স্বরে।
কহিলেন মনোভাব প্রকাশি অন্তরে॥
নানা ধর্ম্মবলে চিত্ত সংযমী অভ্যাস।
আছিল অন্তরে মোর যেমত প্রকাশ॥
অর্পিলাম সেইধন আমি ভগবানে।
নিষ্কাম হইয়া হৃদে ত্যজিবারে প্রাণে॥

মহত্ত্ব বিভুরে ছাড়ি নাহি অন্যস্থান।
সঁপিলাম সেই গুণ ত্যজিবারে প্রাণ॥
ভগবান-আনন্দেতে সদাই মগন।
আনন্দই তাঁর রূপ বেড়িয়া ভুবন॥
তথাপি করিলে কেলি প্রকৃতি আশ্রয়।
করিয়া ভুবন মাঝে আগমন হয়॥
প্রকৃতি হইতে এই সংসার সৃজন।
অন্তে হও সেই পদে রত মম মন॥
আহা আহা কি দেখিনু তোমার নয়নে।
তমাল সমান নীল বিভুর চরণে॥
পীতবাস কিবা শোভা করেছে ধারণ।
হেরিয়া যাঁহার রূপ মুগ্ধ ত্রিভুবন॥
মুখেতে কুঞ্চিত কেশ হইয়া পতিত।
আহা মরি কিবা শোভা তাহে বিকশিত॥
বিভুময় এইরূপে নাহি মম আশ।
মতি রহে কৃষ্ণপদে এই অভিলাষ॥
বিশ্বাস বিহনে বিভু নাহি পাওয়া যায়।
যে নরে বিশ্বাস রয় কেশবের পায়॥
মরি কি কেশবরূপ রণভূমি মাঝে।
নিবিড় কুন্তল মণি মস্তকে বিরাজে॥
তুরগের পদরজে তাহা বিভূষিত।
ধর্ম্মবারি তাহে পুনঃ হয় চূর্ণীকৃত॥
মরি কি ভীষণ রূপ সাজিয়াছ হরি।
ভক্ত লাগি ধূলা মাখ সুধা পরিহরি॥
মরি কি মোহন শোভা করেন ধারণ।
মম বাণে নিজ দেহ করি বিদারণ॥
আমি তব নররূপে ত্যজিলাম শর।
তুমি হাস্যময় মুখে করিছ সমর॥
অপার মহিমা তব শ্রীমধুসূদন।
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন॥
এই ইচ্ছা মম হৃদে ও চরণ হেরি।
সতত আমার মতি তব নাম স্মরি॥
অর্জ্জুনের প্রতি তব করুণা অপার।
হরি যবে নিলে তুমি সারথির ভার॥

যখন কহিল পার্থ সম্বোধি কেশব।
রাখ রথ ক্ষেত্র-মাঝে হেরি সৈন্য সব ॥
রাখিলেন উভয়ের মাঝে রথ হরি।
বিপক্ষের লন বল কটাক্ষেতে হরি ॥
প্রকৃতির গতি এই প্রকাশ সংসারে।
ভক্ত বিনা ভগবানে কে জানিতে পারে
অতএব মম মন অন্তিম সময়ে।
হরি পদে রত হও ঘুরোনা সংসারে ॥
বন্ধু বধ ভয়ে যবে কাঁপে ধনঞ্জয়।
জ্ঞানবলে হরি তার নাশেন সংশয় ॥
অতএব মহাজ্ঞানী হরির চরণ।
সতত নিরত হও করিতে সাধন ॥
ঈশ্বর হইয়া কৃষ্ণ বিশ্ব সংহারিতে।
না ধরেন কোন অস্ত্র সমর ভূমিতে ॥
হরি অস্ত্র লভিবারে করিয়া বাসনা।
এড়িলাম নানা অস্ত্র করিয়া কামনা ॥
বুঝিয়া আমার মন ভকতবৎসল।
পূরাতে বাসনা চক্র ধরেন কেবল ॥
কেমন মোহন রূপ আঁখির ভূষণ।
অজ্ঞান, উন্মত্ত, ভ্রষ্ট অঙ্গের বসন ॥
কত শত শর অঙ্গে করিনু বর্ষণ।
হইল রুধিরে অঙ্গ তখন প্লাবন ॥
অর্জ্জুন করিল তারে কত নিবারণ।
তথাপি বাসনা মোর করেন পূরণ ॥
আত্ম পর জ্ঞান আর নাহি দ্বেষাদ্বেষ।
সে হেন হরিতে মন মগ্ন হও শেষ ॥
অর্জ্জুনের ভক্তিভাবে বিভু ভগবান।
সমরে সারথি হন এই মম জ্ঞান ॥
অতএব রত হও হরিপদে মতি।
হরি বিনা কে নাশিবে সংসার দুর্গতি ॥
কি কৌশল ভগবান শিখেছ কেশব।
অর্জ্জুন সারথি হয়ে তুষিলে হে সব ॥
রথ আগে তুমি সবে নিরত সমরে।
তোমা দেখি মুক্তি পায় যেই যত মরে ॥
প্রেমের বিচিত্র ভাব করিবারে জ্ঞান।
নয়ন ভঙ্গীতে মগ্ন কর গোপী প্রাণ ॥
যে উপায়ে যেই জন করয়ে সাধন।
সকলেই তাহে পায় তোমার চরণ ॥
যবে রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
আপনি কেশব তথা সেবে মুনি ধীর ॥
কি সৌভাগ্য মম নাহি বর্ণিবারে পারি।
সম্মুখে মানবরূপ প্রকাশ মুরারী ॥
করিলে কৃতার্থ মোরে তুমি হে কেশব।
নাহি তব জন্ম মৃত্যু প্রকাশিতে ভব ॥
আপনি নির্ম্মল করি করহ প্রবেশ।
অনন্ত মহিমা তব তুমি হৃষিকেশ ॥
দৃষ্টিভেদে সূর্য্য তুমি, অধিষ্ঠানে রূপ।
কে বুঝিবে মহিমা তব তুমি বিশ্বভূপ ॥
সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
কেমনে হইল পরে ভীষ্মের মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে হেরি ভীষ্ম মহাবীর।
বাক্য মন দৃষ্টি ক্রমে করিলেন স্থির ॥
এমতে করিয়া তিনি ঈশ্বরেতে জ্ঞান।
ত্যজিলেন মায়া ত্যজি আপনার প্রাণ ॥
সকলে জানয়ে প্রাণ বাহিরেতে যায়।
জ্ঞানযোগে ভীষ্ম প্রাণ অন্তরে মিলায় ॥
উপাধি বিহীন ব্রহ্মে ভীষ্মের মিলন।
প্রদোষী পক্ষীর সম হ'ল সর্ব্ব মন ॥
দেবতা মানবে হেরি ভীষ্মের বিলয়।
দুন্দুভী প্রভৃতি বাদ্য সুখে প্রকাশয় ॥
সাধুগণে সাধুবাদ করে উচ্চারণ।
বারিবাহ করে তথা পুষ্প বরিষণ ॥
অতঃপর করি ধর্ম্ম ভীষ্মের সৎকার।
প্রকাশেন নিজ শোক বিবিধ প্রকার ॥
শ্রীকৃষ্ণে হৃদয়ে পুরী যত মুনিগণ।
করিলেন নিজ নিজ আশ্রমে গমন ॥
কৃষ্ণ সহ যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে।
ফিরিলেন গান্ধারীর সান্ত্বনার তরে ॥

নমে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র পদে।
ধৃতরাষ্ট্র দেন তাহে সিংহাসন পদে॥
সিংহাসনে বসিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে মজিল ধরা নমে যত বীর॥
উপেন্দ্র রচিল গাঁথা হরিকথা সার।
শুনহ সংসারবাসী মায়ার আধার॥

ইতি যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ ও ভীষ্মের দেহ ত্যাগ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।

ব্রহ্মাদি শৌনক কহে শুন শুন সূত।
কহিলে হরির কথা অতি যে অদ্ভুত॥
কহ কহ এবে ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্য করেন কহ সেই ধর্ম্মরায়॥
ধন লাগি রণ করি আত্মায় বিনাশি।
ভ্রাতাগণ সহ রাজা কিবা অভিলাষী॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক নন্দন।
কি কার্য্য করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
সকলের আগে কিছু কহি কৃষ্ণ কথা।
অপরে বলিব ধর্ম্ম করিলেন যথা॥
পরীক্ষিতে রক্ষা করি আপনি কেশব।
ধর্ম্মরাজে দেন রাজ্য অতুল বৈভব॥
এতেক সাধিয়া কর্ম্ম শ্রীমধুসূদন।
আপনি করেন প্রীত আপনার মন॥
ঈশ্বর অধীন হয় নিখিল জগত।
স্বাধীন কার্য্যেতে দেহ নাহি হয় রত॥
শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের মুখে শুনি সেই বাণী।
সুস্থির হইল তবে ধর্ম্মের পরাণী॥
আপনি কর্ত্তার ভার ত্যজি ধর্ম্মরাজ।
হেরিয়া আত্মীয় দুঃখ করেন বিরাজ॥
কিছুদিন তবে ধর্ম্ম ভ্রাতার সহিত।
কেশব আশ্রয়ে রাজ্য করেন শাসিত॥
যবে রাজা হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আপনি করেন মেঘ সদা বরিষণ॥
পৃথিবী করেন যত অভিষ্ট প্রসব।
প্রয়োজন মত দুগ্ধ দিল গাভী সব॥
সমুদ্র ও নদ নদী ভিজাইল মহী।
পর্ব্বত লতায় শোভে আবরিত রহি॥
শিখরে যতেক বৃক্ষ হইল বর্দ্ধিত।
ঋতুতে ঔষধি সব হ'ল উৎপাদিত॥
দৈবিকে ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক তাপ।
দূর করি প্রজাগণ হন শূন্যতাপ॥
এতেক মঙ্গল হেরি প্রভু নারায়ণ।
শোকমুগ্ধ অন্ধরাজে করেন সান্ত্বন॥
সুভদ্রার অনুরোধে কিছুদিন তরে।
হস্তিনায় রবে কৃষ্ণ আনন্দিত ভরে॥
অতঃপর সর্ব্ব শুভ করিয়া সাধন।
ইচ্ছিলেন দ্বারকায় করিতে গমন॥
লইয়া ধর্ম্মের আজ্ঞা করি আলিঙ্গন।
করিলেন রথোপরি কৃষ্ণ আরোহণ॥
রথেতে উঠিল কৃষ্ণ যত পুরজন।
কেহ করে আলিঙ্গন কেহবা পূজন।
ধৃতরাষ্ট্র কৃপ ভীম সুভদ্রা নকুল।
দ্রৌপদী উত্তরা কুন্তী কাঁদিয়া আকুল॥
যুযুৎসু সে সত্যবতী নর নারীগণ।
বিরহ সহিতে নারি হয় অচেতন॥
সাধুগণ মুখে মাত্র শুনি হরিগান।
পণ্ডিত না ত্যজি সাধু শাস্ত্র অনুমান॥
জায়া পুত্র পরিজন সকলি ত্যজিবে।
সাধুরে যাইতে জ্ঞানী কভু নাহি দিবে॥
হরি নাম শুনি সাধু এতেক করয়।
পাণ্ডবে হরিরে দেখি কেমনে ত্যজয়॥
সেই হেতু রথে হরি হেরিয়া পাণ্ডব।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলেন সব॥
সকলে হেরিল হরি যায় যদুপুরী।
বিরহে কাঁদিল সবে নয়নেতে বারি॥

যেখানে দাঁড়ায়েছিল যে ভাবে যে জন।
হরিরে যাইতে দেখি রহিল তেমন ॥
পূজা উপহার দেখি সকলে নড়িল।
নচেৎ হরিরে ত্যজি কেহ না যাইল ॥
যখন ত্যজেন হরি পাণ্ডু অন্তঃপুর।
চড়েন আপন রথে যেতে নিজ পুর ॥
হরির বিরহে যত কুলের কামিনী।
অবিরত সদা কাঁদে হ'য়ে অনাথিনী ॥
অন্তরে কাঁদিল সবে কেহ না বুঝিল।
অমঙ্গল ভয় পথে হইবে ভাবিল ॥
মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, গোমুখ, ধুধুরী।
অনেক দুন্দুভি ঘণ্টা বাজে ভুরি ভুরি ॥
উঠিয়া প্রাসাদ শিরে যত কুলনারী।
কৃষ্ণশিরে পুষ্পবৃষ্টি করে সারি সারি ॥
প্রেম লজ্জা প্রফুল্লতা সবার নয়নে।
নাচিতে লাগিল সবে বিচিত্র ভূষণে ॥
হরি শিরোপরি ছত্র ধরে ধনঞ্জয়।
রত্নদণ্ডে মুক্তাজাল তাহাতে শোভয় ॥
উদ্ধব সাত্যকি তবে ধরিয়া চামর।
ব্যজন করেন মরি অতি শোভাকর ॥
সবে করে কৃষ্ণশিরে পুষ্প বরিষণ।
পুষ্পেতে শোভিয়া কৃষ্ণ হয়েন মোহন ॥
ব্রাহ্মণ করিল সবে তাঁহে আশীর্ব্বাদ।
করিল সকলে স্তুতি অতি ভীমনাদ ॥
যদিও নির্গুণ তিনি আদি নারায়ণ।
এক্ষণে মানবরূপ করেন ধারণ ॥
এই হেতু আশীর্ব্বাদ করিল ব্রাহ্মণ।
নহে ব্যর্থ আশীর্ব্বাদ ধরা প্রয়োজন ॥
গাহেন কেশব-গুণ যত কুরুনারী।
নিষদ তথায় যেন রহিল বিহারী ॥
উপনিষদের ভাবে যত নারীজন।
গাহিল কৃষ্ণের গুণ বিচিত্র কথন ॥
একজন বলে আরে শুন শুন সই।
হের সখি আদি নাথ চলি যায় ওই ॥

যে কথা শুনিলে সবে গুরুর বদনে।
হের সেই পরমাত্মা আপন নয়নে ॥
ত্রিগুণ বিভাগ পূর্ব্বে জনমি যে জন।
অবিদ্যা উপাধি জীব করেন হরণ ॥
জীবেরে করিতে লয় আপনি প্রলয়ে।
পঞ্চভূতে নাশি যেই আপনি রহয়ে ॥
সেই জন ওই যায় হের বিনোদিনী।
হইনু অনাথ মোরা এবে কাঙ্গালিনী ॥
আর সখী বলে শুন জীবনের সই।
তুমি কি জানলো ধনী কেবা হয় ওই ॥
শুনেছ যে জন ইচ্ছা করিল সৃজন।
সৃজয় যতেক জীব ভূতের শোভন ॥
আপনি পুরুষরূপে প্রকৃতি সহিত।
সৃজিয়া করেন জীবে মায়ার মোহিত ॥
সেই জন ওই সখী ওই দূরে যায়।
উহার বিরহ সহ্য করা বড় দায় ॥
আর সখী বলে শুন আমার বচন।
চিনেছ কি রথে যেই করিছে গমন ॥
উনিই করেন সেই বেদের সৃজন।
উহার ধ্যানেতে রত সদা মুনিগণ ॥
জিতেন্দ্রিয় হয় যোগী স্থান রোধ করি।
তপস্যায় জ্ঞান লভে লভিবারে হরি ॥
যোগবলে মুনিগণ উহার চরণ।
হেরয়ে অন্তর মধ্যে তাঁরা সর্ব্বক্ষণ ॥
কি ভাগ্য আমার করি সে পদ দর্শন।
যে পদ হেরিয়া যোগী যোগে দেয় মন ॥
অতএব এস সখী সবে মিলি যাই।
ও চরণ কভু দূরে যেতে দিব নাই ॥
অথবা চলহ সবে উহার সহিত।
সাধিব উহার পদ হ'য়ে এক চিত ॥
আর সখী বলে ওলো! শুন প্রাণ সই।
যেজন যাইছে রথে বল দেখি কই ॥
বেদেতে যাঁহারে বলে নির্গুণ ঈশ্বর।
হের সখী সেই ওই যায় নরবর ॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় সদা করে যেইজন।
সেই জন ওই কৃষ্ণ করিছে গমন ॥
তমোগুণবলে জীব হারাইলে জ্ঞান।
আপনি জনমি হরি দেন জ্ঞানদান ॥
ধন্য সেই যদুবংশ যাহে নারায়ণ।
জন্মিয়া করেন লীলা ব্যাপিয়া ভুবন ॥
ধন্য সেই বৃন্দাবন বহু পুণ্য তার।
ধরিল বক্ষেতে সেই কৃষ্ণপদ ভার ॥
কি কহিব দ্বারকার পবিত্রের সীমা।
হরিপদ লাভ সেই পাইল গরিমা ॥
পৃথিবী হইল ধন্য ধরি দ্বারকায়।
স্বর্গ এবে ধরা কাছে আসি লজ্জা পায় ॥
দ্বারকার প্রজাগণ সদা নারায়ণে।
ভ্রমণে গমনে তাঁরে হেরয়ে নয়নে ॥
যে জন হেরিল কৃষ্ণ কি ভাবনা তার।
দূরে যায় ভব-দুঃখ সংসার অসার ॥
আর জন বলে শুন সখী মোর বাণী।
শুনিয়া জুড়াবে তব আকুল পরাণী ॥
গোপিনীগণের সখী সার্থক জীবন।
পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করিল সাধন ॥
আপনি ধরেন হরি তাহাদের কর।
অমৃত করেন পান ধরিয়া অধর ॥
তাহারা ধরিল হরি আপনার করে।
অমৃত পিয়ায় সব হরির অধরে ॥
ধন্য নারী সে রুক্মিণী যাহে নারায়ণ।
বধি শিশুপালে হরি করেন গ্রহণ ॥
ধন্য নারী জাম্বুবতী নগ্নজিতী আর।
যাঁহে বিভা করে কৃষ্ণ করিয়া বিচার ॥
ধন্য সেই সত্যভামা সহস্রেক নারী।
ভৌম বধ করি বিভা করেন মুরারী ॥
অপবিত্র নারী জন্মে সার্থক জনম।
বিভা করি রাখে হরি নয়নে আপন ॥
বিশেষতঃ তুষিবারে সকলের মন।
সুর পারিজাত হরি করেন হরণ ॥

এতেক শুনিয়া বাণী কামিনীগণের।
হরি চাহে মুখ প্রতি প্রত্যেক জনার ॥
ইঙ্গিতে করেন হরি সবে পরিতোষ।
যা ছিল ত্যজিল সবে হৃদয়ের রোষ ॥
পথে অমঙ্গল হেতু চতুরঙ্গ বীর।
দিলেন তাঁহার পাশ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কৃষ্ণের পশ্চাতে তবে যতেক কৌরব।
নয়নে ভাসিয়া নীরে ধীরে যায় সব ॥
মাধব বুঝায় সবে করিয়া সান্ত্বন।
বিদায় দিলেন সবে করিয়া যতন ॥
ল'য়ে প্রিয় সহচর তবে নারায়ণ।
যদুপুরী লাগি রথে করেন গমন ॥
কত জনপদ বন এড়ায় নগর।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল সহর ॥
যথায় যায়েন হরি সবে ত্বরা করি।
আইসে হেরিতে তাঁরে উপহার ধরি ॥
সারাদিন রথে হরি করিয়া গমন।
সন্ধ্যায় করেন স্নান আহার গ্রহণ ॥
এইরূপে কত দেশ ছাড়ি নারায়ণ।
অচিরে দ্বারকাপুরে করেন গমন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
সবে মিলে বল হরি মুখে আপনার ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ।

সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
প্রবেশেন যদুপুরে সেই নারায়ণ ॥
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ বদনে ভরিয়া।
বাজান কেশব তাহে বায়ুতে পূরিয়া ॥
জগতের ভয় মৃত্যু তাহাতে শঙ্কিত।
জগতে প্রকাশে ধ্বনি আনন্দিত চিত ॥
প্রবেশিল প্রজা কর্ণে সেই শঙ্খরব।
বিষাদ হইল দূর আনন্দিত সব ॥

শঙ্খেতে আরোপি মুখ মনোহর শোভা।
ধরিলেন সেই কৃষ্ণ মুনি মনোলোভা ॥
কেশবের অধরোষ্ঠ রক্তিমা রঞ্জিত।
যেন কলহংস চঞ্চু হয় প্রকাশিত ॥
শ্বেত-শঙ্খ শ্বেতপদ্ম আছে প্রস্ফুটিত।
পদ্মগর্ভে কলহংস চঞ্চু আরোপিত ॥
পদ্ম মকরন্দে মজি হংস কলরব।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ তাহে বাজান কেশব ॥
শুনিলে শঙ্খের ধ্বনি মৃত্যু ভয় পায়।
প্রজাগণ ত্যজি হায় আনন্দেতে যায় ॥
বিষাদ করিয়া দূর যত প্রজাগণ।
হরি হেরিবারে ধায় আনন্দিত মন ॥
অবতার বাসুদেব আপনি প্রকাশ।
আপন স্বরূপে পূর্ণ আপনার আশ ॥
নাহি প্রয়োজন তাঁর অপর কিঞ্চিৎ।
জগতের সৃষ্টি তাঁহে নহিত বঞ্চিত ॥
নির্ব্বুদ্ধি জনেতে তথা তপন কারণ।
দীপ দান করি হয় আনন্দিত মন ॥
তেমতি আসিয়া যত পুরবাসী যত।
উপহার দেয় সবে নিজ মনোমত ॥
বালকে জনক সহ কথা কহে যথা।
দ্বারকা নিবাসী আসি কৃষ্ণে কহে তথা ॥
দূরদেশ হ'তে প্রভু পিতা আগমনে।
পুত্র কহে নানা কথা আপনার মনে ॥
তেমত দ্বারকাবাসী যত পুরজন।
আরম্ভিলা নানা কথা শুনে জনার্দ্দন ॥
চরণ সরোজে নাথ করি নমস্কার।
তুমি বিনা এ সংসারে সকলি অসার ॥
সামান্য মানব মোরা কত বুদ্ধি ধরি।
সনক সুরেন্দ্র ভাবে ঐ পদতরি ॥
যে জন মঙ্গল চায় এ সংসার মাঝে।
সজ্ঞানে হেরিলে তাহা ওপদে বিরাজে ॥
ব্রহ্মাদির প্রভু কাল জগতে বিদিত।
কিন্তু পাদপদ্মে আছে সকলে মণ্ডিত ॥
নাহিক প্রভাব তার তোমার চরণে।
তুমি হে জগত স্রষ্টা বিখ্যাত ভুবনে ॥
আমাদের বন্ধু পিতা আর গুরুজন।
পরম দেবতা তুমি হে বিশ্ব-ভাজন ॥
পালিব তোমার আজ্ঞা করিয়াছি পণ।
উপায় উদ্ধার কর সবে নারায়ণ ॥
তুমিই মোদের রাজা জগত সংসারে।
আমরাই প্রজা তব দেখ আপনারে ॥
তোমার সৌভাগ্যযুক্ত প্রেমিক বদন।
নাহি পায় দেখিবারে কভু দেবগণ ॥
সদা হেরিতেছি মোরা পূরিয়া নয়ন।
দয়া করি কর নাথ কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥
কি সৌভাগ্য আছে আর জগতে প্রকাশ।
যাহা হেরি সদা পূরে ভক্তজন আশ ॥
কমললোচন তুমি ভক্তের নয়ন।
হস্তিনায় নররায় করহ গমন ॥
যাবে যাও তুমি হরি ভক্তজন বাস।
ক্ষণে কোটী মোরা ভাবি বিষাদিত আশ ॥
না যদি তপন উদে কি কাজ গগনে।
অন্ধকার আলো হয় আপন গমনে ॥
তুমি সূর্য্য যবে তুমি যাও দূরদেশে।
নয়ন মুদিত করি প্রভাহীন বেশে ॥
হাস্যমুখে বীর প্রতি একবার চাও।
অন্তর সন্তাপ তার দূর করি দাও ॥
অতএব সে বদন কেমনে কেশব।
না হেরি জীবন রহি থাকি এই ভব ॥
শুনিয়া এ হেন বাণী নন্দের নন্দন।
প্রবেশেন দ্বারকায় হরষিত মন ॥
মনোহর পুরী সেই দ্বারকানগরী।
নানাবিধ বৃক্ষ শোভে ফল ফুল ধরি ॥
ঋতুসহ ঋতুপতি সদা বর্ত্তমান।
অপূর্ব্ব ভূষণে শোভে লতার বিতান ॥
মনোহর উপবন স্বচ্ছ সরোবর।
শোভিতেছে মনোরম চৌদিকে বিস্তর ॥

আছিল যতেক শোভা দ্বিগুণ করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের মান্য লাগি দিল সাজাইয়া ॥
তোরণে শোভিত কত পুর গৃহদ্বার।
গরুড় চিহ্নিত ধ্বজ উড়ে অনিবার ॥
সূর্য্যের কিরণ তাহে না করে প্রবেশ।
অতি স্নিগ্ধময়ী পুরী ধরে স্নিগ্ধ বেশ ॥
রাজপথ পথ আর অঙ্গন বিপণি।
সম্মার্জ্জিত হ'য়ে শোভে যেন কত মণি ॥
গন্ধজলে ভূমি সব ভূষিল সৌরভে।
ফল পুষ্প দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি বৈভবে ॥
প্রতি গৃহদ্বারে মিলি যত প্রজাগণ।
দধি ফল ধূপ দীপ করিল শোভন ॥
শ্রীকৃষ্ণ আইল শুনি যতেক যাদব।
হরষিত হ'লো সবে হেরিয়ে মাধব ॥
বসুদেব উগ্রসেন আর বলরাম।
হরষে যাদব ভাসে শুনি কৃষ্ণ নাম ॥
কেহ বা শয়ন ত্যজে কেহ বা আসন।
ছাড়িয়া আহার রথে করে আরোহণ ॥
প্রেম হেতু সবে ধায় হরির সদনে।
অভ্যর্থনা করিবারে নন্দের নন্দনে ॥
আগাইয়া লয় হাতী সকল ব্রাহ্মণ।
শঙ্খ তুরী মন্ত্রপাঠে শুভ আচরণ ॥
হরি হেরিবার আশে যত বার নারী।
আরোহি আপন যানে চলে সারি সারি ॥
মনোহর মূর্ত্তিময় ভূষিত বদন।
তাহে বায়ু কম্প কেশ শোভিছে কেমন ॥
কুঞ্চিত কুন্তল কত শোভে কর্ণমূলে।
যেন রে মাধবী শোভে আপনার ফুলে ॥
অভিনব করে নট নর্ত্তকে নাচিল।
পৌরাণিক কত কথা গাহকে গাহিল ॥
মাধবে শুনায় বংশী বন্দী গায় যশঃ।
সকলে সন্তুষ্ট চিত্ত হরি পরবশ ॥
অদূরে হেরিয়া কৃষ্ণ পুরবাসিজনে।
সম্মান করেন সবে সাধু সম্ভাষণে ॥
গুরুজনে অবনতি করে নমস্কার।
কারে আলিঙ্গন আর স্পর্শেন কাহার ॥
কারে মৃদুহাসি কহে কটাক্ষ ক্ষেপণে।
আশ্বাস সকলে কৃষ্ণ করিলেন মনে ॥
গুরুজন হ'তে যত আছিল চণ্ডাল।
সম্মান রাখেন তিনি ঘুচায়ে জঞ্জাল ॥
গুরুজন আর যত সপত্নী ব্রাহ্মণ।
কেশব আশীষ করে আনন্দিত মন ॥
অগ্রেতে লইয়া বন্দ কেশব তখন।
প্রবেশেন দ্বারকায় নগর আপন ॥
দ্বারকার রাজমার্গে প্রবেশিল হরি।
হর্ম্ম্যশিরে নারী হেরে করি ত্বরাতরি ॥
এতেক কহিয়া কহে সূত তপোধন।
শুনহ হরির ভাব যত ঋষিজন ॥
দ্বারকায় যারা রহে সদা হেরি হরি।
আজ কেন এত আশা হেরিবারে হরি ॥
যতই হেরয়ে সবে নাহি পূরে আশ।
হৃদয়ে তাঁহার লক্ষ্মী সদা করে বাস ॥
নয়নমোহন তাঁর সুন্দর বদন।
করযুগে লোকপাল করয়ে রক্ষণ ॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিত কমল চরণ।
একবার হেরি কেবা শান্ত করে মন ॥
পীতবাস পরিধান মেঘময় রূপ।
মাল্যদান গলে শোভে অতীব অনুপ ॥
মস্তকেতে শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হয়।
চামরী চামর ধরে মরকতময় ॥
প্রাসাদ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ।
কৃষ্ণশোভে তাহে যেন নবীন তপন ॥
অথবা কিরণে মাখি নব নবঘন।
উভয় চন্দ্রের মাঝে হ'য়েছে শোভন ॥
পুষ্পময় সে তারকা ভূষিয়া গগন।
প্রাচীরের বাতায়নে হয় বরিষণ ॥
চন্দনে ভূষিত বক্ষ গাত্র অনুপম।
বিজলী চমকে হ'য়ে ইন্দ্রের বয়ান ॥

প্রথমে প্রবেশি কৃষ্ণ জনক আলয়ে।
নমেন জনক পদে যোড়কর হয়ে॥
জননী বন্দেন পরে সপ্তদশ মাতা।
মায়ার বন্ধন কার্য্য করেন বিধাতা॥
বহুদিন পরে পুত্রে হেরিয়া জননী।
ফণী সমসুখী সবে পেয়ে হারা মণি॥
আনন্দের অশ্রু তবে বহে দরদরে।
স্নেহেতে স্তনের দুগ্ধ ধীরে ধীরে ঝরে॥
ত্যজিয়া জনক গৃহ আপন ভবন।
করিলেন শ্রীমাধব হরষে গমন॥
ষোড়শ হাজার গৃহ সম সংখ্যা রাণী।
সেবিত কেশব পদ ধরিয়া পরাণী॥
কেশব না হেরি সবে বিরহে কাতর।
ত্যজি হাস্য বেশ ভূষা বিষাদ অন্তর॥
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা বেশ করিয়া ধারণ।
আছিল মহিষী সবে ব্রতে নিমগন॥
হেরি স্বামী সমাগত আনন্দিত মনে।
সকলে উত্থিত হয় ত্যজিয়া আসনে॥
লজ্জায় করিয়া সবে বিনত বদন।
স্বামী প্রতি করে সবে কটাক্ষ ক্ষেপণ॥
আসিয়াছে স্বামী শুনি যত মহারাণী।
মনে মনে মিলিলেন যোগ করি প্রাণী
অদূরে হেরিয়া সবে আপন নয়নে।
দৃষ্টিতে লভেন স্বামী হরষিত মনে॥
সম্মুখে আসিলে হরি সবে আলিঙ্গন।
করিয়া করিল পরে তাঁহার পূজন॥
সকলেই ধীর ভাব আছিল অন্তরে।
চঞ্চল হইয়া এবে নয়নেতে ঝরে॥
প্রেমবশে বারিধারা হইল বাহিত।
সেই হেতু মহিষীরা হয়েন লজ্জিত॥
রমণী বলিয়া সবে একান্তে তাঁহারে।
হেরিতে চরণ যুগ নয়ন আধারে॥
সতত হেরিয়া পদ না মিটিল আশ।
সেই হেতু অনুরাগে হেরে শ্রীনিবাস॥
ভুবন বিভব লক্ষ্মী যাঁহার চরণ।
চঞ্চল স্বভাব ত্যজি করিছে শোভন॥
কোন না রমণী করে সে চরণ আশ।
হইয়া মানবী আদি করে অভিলাষ॥
ঈশ্বরের লীলা এই হরণ পূরণ।
অবতাররূপে তাহা করেন সাধন॥
যদি নাশ নাহি হয় হইয়া সৃজন।
কেমনে ধরার সর্ব্ব হইবে ধারণ॥
পৃথিবী পূরিল যবে অক্ষৌহিণী ভরে।
ব্যাপিল যতেক রাজা গৌরবের তরে॥
হরিবারে ধরা-ভার হ'য়ে অবতার।
প্রবর্ত্ত করেন সবে রণেতে বিস্তার॥
রণেতে উঠিয়া অগ্নি দহিল সকল।
ঘুচিল ধরার ভার কথা সুমঙ্গল॥
সাধিয়া সকল কার্য্য কেশব তখন।
মহিলা-লীলায় তবে হন নিমগন॥
কিবা সে মোহন হাসি প্রগাঢ় প্রণয়।
হেরি তাহা মহাদেব পিণাক ত্যজয়॥
কিন্তু মুগ্ধ করি সবে আপনি কেশব।
অবশ হইয়া রহে যাইয়া সে ভব॥
কে সঙ্গী তাঁহার বল এই ত্রিভুবনে।
অজ্ঞান তাঁহার কার্য্যে লিপ্ত ভাবে মনে॥
যতেক মহিষী তথা না বুঝি অন্তরে।
স্নেহরূপে পতি পূজে বুদ্ধি অনুসারে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনহ সংসারবাসী অমৃত আধার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ সমাপ্ত।

অথ পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ।

শৌনক বলেন সূত শুনহ বচন।
কহ কহ হরিকথা অমৃত বর্ষণ॥
ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধানে যবে দ্রোণী মহাবীর।
উত্তরার গর্ভে প্রাণ নষ্ট করে ধীর॥

হেরিয়া বিপদ সেই যাদব-নন্দন।
উত্তরার গর্ভ তিনি করেন রক্ষণ॥
সেই গর্ভে পরীক্ষিত কেমনে জন্মিল।
জন্মিয়া ভুবনে সেই কি কার্য্য করিল॥
কেমনে বা হ'লো বল তাঁহার নিধন।
কি গতি বা পরলোকে তিনি প্রাপ্ত হন॥
শুনিবারে সেই কথা বড় অভিলাষ।
অনুগ্রহ করি সূত করহ প্রকাশ॥
শুনিলাম শুকদেব পরীক্ষিত প্রতি।
জ্ঞান উপদেশ দেন হ'য়ে স্থির মতি॥
সেই হেতু তাঁর কথা শুনিতে বাসনা।
কহ কহ মুনিবর পূরাও কামনা॥
সূত কহে শুন শুন ভৃগুর নন্দন।
অতঃপর হরিকথা মানস মোহন॥
আরোহিয়া যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে।
হৃদয় তাঁহার জাগে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে॥
কৃষ্ণ প্রতি মন রাখি ধর্ম্ম মহাবীর।
শাসন করেন রাজা পিতা সম ধীর॥
সন্তুষ্ট হইল প্রজা তাঁহার শাসনে।
সকলে গাহিল গুণ আনন্দিত মনে॥
ঐশ্বর্য্য যজ্ঞের বলে পূরিল ভুবন।
গাহিল তাঁহার কথা স্বর্গে দেবগণ॥
এতেক ঐশ্বর্য্য পেয়ে ধর্ম্ম মহাবীর।
নাহি মজিলেন তাহে সদা ধর্ম্মে স্থির॥
একদিকে রাজা করে রাজ্যের শাসন।
অন্য দিকে হরিপদে সদা তাঁর মন॥
ক্ষুধিত কাতর হয়ে অন্নের কারণ।
মাল্য বা চন্দন তাঁর নাহি প্রয়োজন॥
তেমতি ধর্ম্মের নীরে যে জন মগন।
তাঁহার কি ভাল লাগে বসন ভূষণ॥
সূত বলে অবধান কর মুনিগণ।
পরীক্ষিত জন্ম কথা করহ শ্রবণ॥
দ্রোণীর ব্রহ্মাস্ত্র বলে গর্ভে পরীক্ষিত।
দাহন যাতনা দহে না হয় সম্বিত॥
যাতনায় যোগবলে স্থির করি মন।
হেরিলেন এক মূর্ত্তি রূপে বিমোহন॥
কিবা সে মোহনরূপ নয়নরঞ্জন।
তড়িত মণ্ডিত যেন শোভে নবঘন॥
স্বর্ণের কিরীট শোভে শ্যাম শিরোপরি।
নীলবর্ণ পীতবাস শোভে মরি মরি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সতত লম্বিত।
কাঞ্চন কুণ্ডল কর্ণে সদাই কম্পিত॥
দ্রোণীর কারণে ক্রোধ হ'য়ে প্রকাশিত।
নীল সরোবর আঁখি রক্তিমা রঞ্জিত॥
উল্কাদণ্ড সম হস্তে গদা বিশোভিত।
যেন শত সূর্য্য তথা হ'লো প্রকাশিত॥
কুয়াশায় দিবাকর কিরণেরে বলে।
তেমতি বিনাশ করে আপন কৌশলে॥
গদায় ব্রহ্মাস্ত্র তথা করি নিবারণ।
সম্বরেণ সেই মূর্ত্তি নিজে নারায়ণ॥
গর্ভ মাঝে পরীক্ষিতের জ্ঞানের উদয়।
নারায়ণে হেরিলেন গর্ভে সে সময়॥
অতঃপর শুভগ্রহ আকাশ ভুবন।
শুভলগ্নে জন্মিলেন পাণ্ডব নন্দন॥
দ্বিতীয় পাণ্ডুর সম তাঁহার প্রভাব।
সূর্য্য সম রশ্মি যেন সে দেহের ভাব॥
জন্মিলেন পৌত্র শুনি ধর্ম্ম মহারাজ।
কৃপ আদি আনিলেন ব্রাহ্মণ-সমাজ॥
নানামতে জাতকর্ম্ম করি সম্পাদন।
গরু, ভূমি, গ্রাম, হস্তী, দ্বিজে সমর্পণ॥
সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অকাতরে দান।
যোগ্যজনে দিয়া ধর্ম্ম রাখিলেন মান॥
হইল সকল বিপ্র অতি পরিতোষ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হইয়া সন্তোষ॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ সকল ব্রাহ্মণে।
বালকের ভাগ্যফল কি দেখিলা মনে॥
বুঝিয়া রাজার বাণী উত্তরে ব্রাহ্মণ।
শুন বালকের ভাগ্য হে ধর্ম্ম রাজন॥

পাণ্ডুবংশ অলঙ্কার এই শিশু হয়।
আছিল দ্রৌণীর কোপে মৃত্যুই নিশ্চয় ॥
সর্ব্বশক্তিমান হরি দয়া ক'রে তবে।
রাখিলা ইহারে তাই প্রকাশিতে ভবে ॥
তাঁহার প্রসাদে শিশু পাইলে রাজন।
বিষ্ণুদত্ত নাম রাখি তাহার কারণ ॥
ভবিষ্যতে হবে শিশু সর্ব্ব গুণবান।
পাণ্ডুবংশ অলঙ্কার রবে বংশমান ॥
এতেক জিজ্ঞাসি ধর্ম্ম বলেন সকলে।
পূর্ব্ব বংশ যশ কি হে রবে শিশুবলে ॥
যা করিলা পিতৃগণ ভুবন ভিতর।
শিশু কি হইবে সেই গুণের আকর ॥
এতেক বচন শুনি সকল ব্রাহ্মণ।
শিশুর লক্ষণ বহু করিল শ্রবণ ॥
ইক্ষাকু সমান শিশু বংশ অলঙ্কার।
দ্বিজাতির হিত কর সত্যের আকর ॥
দাশরথি সম প্রজা করিবে পালন।
শিবির সমান দাতা দুঃখীর রক্ষণ ॥
ভরতের সম কীর্ত্তি হবে প্রকাশিত।
পার্থের সমান বীর্য্য বিক্রমে বিদিত ॥
অগ্নি সম হবে শিশু দুর্দ্ধর্ষ সকলে।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর সম হবে ভাগ্যফলে ॥
সিংহসম পরাক্রমী হইবে তনয়।
হিমালয়সম স্থখী হইবে নিশ্চয় ॥
পৃথিবী সমান ক্ষমা ধরিবে বালক।
মাতা পিতা সম ধীর সজ্জন পালক ॥
ব্রহ্মা সম হবে শিশু পক্ষপাত হীন।
আশুতোষ সম তুষ্ট অবধ্য প্রবীণ ॥
নারায়ণ সম হবে জীবের আশ্রয়।
কৃষ্ণ সম গুণবান শুন মহাশয় ॥
রতিদেব সম হবে উদারতাময়।
ধার্ম্মিক যযাতি সম হবেন নিশ্চয় ॥
ধরা-সম ধৈর্য্যশীল হইবে সন্তান।
প্রহ্লাদের সম ভক্ত জগতে প্রমাণ ॥
বহুতর অশ্বমেধ করিবে নিশ্চয়।
গুরুজন উপাসনে সদা মতি রয় ॥
শিশুগুণে রাজ ঋষি হবে উৎপাদন।
ইহাপেক্ষা বহুগুণ ধরিবে রাজন ॥
ধর্ম্মের আচার ভ্রষ্ট যেজন হইবে।
কলিরে শাসিতে শিশু তারে দণ্ড দিবে ॥
বিষয় বাসনা যবে ত্যজিবে সন্তান।
ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে ত্যজিবেক প্রাণ ॥
প্রাণ ত্যজি হরিপদে করিবে গমন।
মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে হবে আগমন ॥
তারিতে তাঁহারে তথা ব্যাসের তনয়।
আসিবেন শুকদেব ঋষি সে সময় ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি শিশু জ্ঞানবলে।
আত্মতত্ত্ব জানিবেন শুকের কৌশলে ॥
আত্মতত্ত্ব জানি শিশু হইবেন স্থির।
গঙ্গাতীরে সুখে প্রাণ ত্যজিবেক ধীর ॥
পরলোকে ভয় নাই শিশুর মরণে।
আত্মতত্ত্ব বলে উহা জানিবেন মনে ॥
এতেক কহিয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
আশীর্ব্বাদ করি নৃপে করিল গমন ॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক নন্দন।
কেন তাঁহে পরীক্ষিত করে সম্বোধন ॥
গর্ভবাসে বালকের হয় জ্ঞানযোগ।
তথায় বিভিন্ন চিত্ত হইল বিয়োগ ॥
পুরুষ রূপেতে তথা হেরে নারায়ণ।
জগত পুরুষরূপী শাস্ত্রের বচন ॥
যখন জন্মিল সুত সংসার ভিতর।
জগত হেরিয়া ভাবে আপন অন্তর ॥
এই বুঝি সেই মূর্ত্তি যা হেরি নয়নে।
জগতের জীবযুক্ত যেই নারায়ণে ॥
ভাবিয়া পুরুষ রূপ সেই নারায়ণ।
শৈশবে পরীক্ষা লাগি মজে তার মন ॥
সেই হেতু পরীক্ষিত নাম তার হৈল।
হরিপদে মতি তার সদাই রহিল ॥

চন্দ্রমা সমান শিশু হইল বর্দ্ধন।
অতি রূপবান সেই মানসমোহন॥
বাল্যকালে হরিনাম বুঝিয়া মানসে।
জ্ঞানবলে তুষ্ট সবে করেন হরিষে॥
পৌত্র লভি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
সুখেতে মজিয়া প্রজা করেন পালন॥
স্বল্পকর প্রজা স্থানে করিয়া গ্রহণ।
অতি সুখে ধর্ম্মরাজ কাটান জীবন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি করি অভিলাষ।
সবাকারে সেই কথা করেন প্রকাশ॥
ধর্ম্মরাজ তবে কৃষ্ণ করি নিমন্ত্রণ।
অশ্বমেধ লাগি তাঁরে করে আনয়ন॥
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ধর্ম্মে দেন উপদেশ।
পাঠাইতে ভ্রাতাগণে উত্তর প্রদেশ॥
প্রচুর সুবর্ণ তথা আছে বিক্ষেপিত।
মরুযজ্ঞ পাত্র তাহা জগতে বিদিত॥
সেই ধন সবে মিলি করি আনয়ন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ তুমি করহ সাধন॥
হেন উপদেশ মতে তবে ধর্ম্মপতি।
পাঠান উত্তরে সব সোদর সুমতি॥
কৃষ্ণ উপদেশ মতে আনি বহুধন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ ধর্ম্ম করেন সাধন॥
ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞ করি সমাপন।
শ্রীকৃষ্ণ করেন ইচ্ছা দ্বারকা গমন॥
যুধিষ্ঠিরে জানাইয়া শ্রীমধুসূদন।
পার্থসহ দ্বারকায় করেন গমন॥

ইতি পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ সমাপ্ত।

অথ ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ।

অতঃপর সূত বলে শুন তপোধন।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অরণ্য গমন॥
একদা বিদুর সেই সুবিজ্ঞ সুমতি।
তীর্থ দরশনে যান হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
কোন তীর্থে পেয়ে দেখা সুমন্ত ঋষির।
গোবিন্দের কথা তথা বুঝিলেন ধীর॥
সুমন্ত বিদুরে তবে উপদেশচ্ছলে।
হরি কিবা জানাইল জ্ঞানের কৌশলে॥
হৃদয়ে বিদুর বুঝি হরি কি রতন।
ফিরিলেন হস্তিনায় আনন্দিত মন॥
হেথা কুরুকুল সহ ধৃতরাষ্ট্র বীর।
না হেরি তাহারে সবে ছিলেন অস্থির॥
বিদুরের বুদ্ধিবলে পাণ্ডব কৌরব।
পাইত মঙ্গল কত মুগ্ধ ছিল সব॥
যবে তাহে বিজ্ঞবর করেন গমন।
পাণ্ডব কৌরব ছিল মূর্চ্ছায় গমন॥
শুনি সবে বিদুরের গৃহে আগমন।
মৃতদেহে যেন সবে পাইল চেতন॥
চেতন পাইয়া সবে উঠি ত্বরা করি।
বিদুরেরে দেখিবারে ধায় ত্বরাত্বরি॥
আসিয়া সমীপে তাঁর পাণ্ডব কৌরবে।
আলিঙ্গন নমস্কার করিলেন সবে॥
আনন্দেতে সবে করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
কেহবা চাহিয়া রহে আনন্দ বদন॥
এমতে হইল শেষ প্রিয়ালাপ যত।
ত্বরাত্বরি গৃহে ল'য়ে যত্ন করে কত॥
অতঃপর বসি তবে বিদুর সুমতি।
হেরেন নয়নে সেই অন্ধের দুর্গতি॥
বিশ্রান্ত তাঁহারে হেরি ধর্ম্মের নন্দন।
পূজান্তে কহেন তিনি বিনীত বচন॥
কি বলিব ওহে তাত আপন সদন।
নির্ধন পাণ্ডব বলি আছে কি স্মরণ॥
স্মৃতিপথে দেখ পিতা ভাবিয়া আপনে।
পক্ষীশিশু সম রক্ষা কর পাণ্ডুগণে॥
বিপদ হেরিয়া যথা পক্ষ বিস্তারিয়া।
পক্ষিণী হৃদয়ে রাখে শাবকে ধরিয়া॥
তেমতি রক্ষিলে সবে ভাবহ সুমতি।
তব পদে আমাদের আছে সদা মতি॥

জননী মরিতে সবে করিয়া প্রয়াস।
বিষ দিল কুরুবর করি মহা আশ॥
বল তাত সে বিপদে কেবা উদ্ধারিল।
জননী জীবন তাঁহে কেবা দান দিল॥
যবে দুষ্ট কুরুগণ জতুগৃহ করি।
পোড়ায়েং প্রেরিতে ইচ্ছা শমন নগরী॥
কেবা রক্ষা করে তাত সে হেন বিপদে।
পাণ্ডবে রাখিলে পূর্ব্বে তুমি পদে পদে॥
তুমি না করিলে দয়া যেতো পাণ্ডু নাম।
পাণ্ডুবংশ শূন্য হতো এই ধরাধাম॥
অস্থির ছিলেন ধর্ম্ম কেশব কারণ।
ইচ্ছা তাঁর জিজ্ঞাসেন সেই বিবরণ॥
সেইকালে কালবশে হয়েছিল ধ্বংস।
কেশবের পদাশ্রয়ী সেই যদুবংশ॥
এ হেন সংবাদ রাজা নাহি জানে মনে।
পুছেন বিদুরে তবে সন্দেহ ভঞ্জনে॥
বল পিতা বল বল আমার সকাশ।
কোন তীর্থে কোন ফল করহ প্রকাশ॥
তীর্থ আশে পৃথিবীর সকল প্রদেশ।
করিয়াছ তুমি তাত সকলে প্রবেশ॥
অজ্ঞাত সকল দেশ নাহিক আত্মীয়।
কোথা রহিতেন জ্ঞানী কিবা আহারীয়॥
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত বিরাজে।
তীর্থ ফললাভ করা নাহি তাহে সাজে॥
কৃষ্ণভক্ত তীর্থ সব শাস্ত্রের বচন।
তীর্থের পবিত্র লাগি তাহার গমন॥
এক্ষণে বলহ দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
বোধ হয় গিয়াছিলে তুমি দ্বারকায়॥
যদুবংশ লাগি প্রাণ সতত আকুল।
সততই ভাবি তাই হৃদয় ব্যাকুল॥
নিভাও হৃদয় জ্বালা তুমি দয়া করি।
বন্ধুগণ সহ আছে কেমন শ্রীহরি॥
এত প্রশ্ন শুনি তবে বিদুর সুমতি।
একে একে কহে ধর্ম্ম করিয়া মিনতি॥

যদুবংশ ধ্বংস শুনি শোক উথলিবে।
সুখ ত্যজি কুরু লাগি সন্তাপ করিবে॥
সেই হেতু সেই কথা ধর্ম্মের নন্দনে।
না কহা উচিত এবে বুঝিলেন মনে॥
এমতে পাণ্ডব মাঝে বিদুর সুমতি।
কিছুকাল আনন্দেতে করেন বসতি॥
সেইকালে ধৃতরাষ্ট্রে দেন উপদেশ।
নানা ধর্ম্মকথা আর কালের অশেষ॥
সবে তাহে শূদ্র বলি জানিত তখন।
শাপ-বশে ধরাধামে আপনি গমন॥
অনিমাণ্ডব্যেয় নামে এক তপোধন।
শাপ দিলা যমে তাই বিদুর গঠন॥
শত বৎসরের তরে ভোগ সেই শাপ।
শাপান্তে বিদুর যাবে কাটাইয়া পাপ॥
রাজ্য পেয়ে পৌত্র লভি রাজা যুধিষ্ঠির।
বংশ রক্ষা হ'লো বলি করিলেন স্থির॥
মমতা স্নেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়া।
রাজকার্য্য করে রাজা সন্তাপ ভুলিয়া॥
হেন অবসরে কাল আসিল ভুবনে।
বিদুর বুঝেন তাহা আপনার মনে॥
বুঝিয়া কালের কর্ম্ম বিদুর সুগতি।
ধৃতরাষ্ট্র কাছে যান করি দ্রুতগতি॥
অন্ধের সমীপে তবে হইয়া প্রকাশ।
বলে রাজা শুন শুন আমার আভাষ॥
আর কি দেখেন রাজা সম্মুখে শমন।
যথা তথা তার গতি নাহিক বারণ॥
সে জনের মহাবল সদা জিত রণে।
অতএব কর মন যাইতে কাননে॥
কাননে যাইয়া কর জ্ঞান আহরণ।
যদি হরি নিজ দেহে করিবে দর্শন॥
যদি ভাব মনে রাজা নাশিবারে কাল।
ভ্রমাত্মক সেই কথা হৃদয় জঞ্জাল॥
যে জনে গ্রাসয়ে কাল কি করিবে ধনে।
আপনি চলিবে ত্যজি সন্তান রতনে॥

পুত্র কন্যা সম ধন কি আছে সংসারে।
কালেতে গ্রাসিলে হয় সব ত্যজিবারে॥
আরো বলি শুন রাজা হ'য়ে এক মন।
কি সুখে এখনো দেহে আছিল জীবন॥
পুত্র কন্যা কেহ নাই ল'য়েছে শমন।
যৌবনের আশা নাই ক'রেছে গমন॥
জরাবশে দেহ তব জীর্ণ হইয়াছে।
সারা জন্ম অন্ধ তুমি শ্রবণ গিয়াছে॥
নাহি তব রাজ্য আর পর গৃহে বাস।
এমন সংসারে তব বল কিসে আশ॥
জ্ঞানবলে তুমি রাজা বুঝ নিজ মনে।
বুদ্ধির নাহিক তেজ গেছে বয়ঃ সনে॥
দন্ত ভগ্ন হইয়াছে অগ্নি মন্দগতি।
শ্লেষ্মায় শরীর পূর্ণ তবু ধনে মতি॥
কি বলিব ভাই তোমা আমি অতি দীন।
আপনি বুঝহ মনে বয়সে প্রবীণ॥
আশ্চর্য্য মানব আশা সংসারে প্রকাশ।
যত আয় তত ব্যয় বাড়য়ে প্রয়াস॥
কি বলিব তোমা রাজা ভাব নিজ মনে।
যে ভীম বধিল তব পুত্র দুর্য্যোধনে॥
সে ভীম প্রদত্ত অন্ন খাইতেছ বসি।
কুকুরের সম খাও তোমায় সাবাসি॥
কুকুরে হেরিলে পিণ্ড পতিত ধরায়।
বাহির করিয়া জিহ্বা মহানন্দে খায়॥
যে রাজ্য আছিল তব তাহা কোথা রৈল।
তথাপি সংসার মায়া নাহি তব গেল॥
যে পাণ্ডবে তুমি রাজা করিয়া মন্ত্রণ।
চেষ্টিলে অগ্নিতে বিষে বধিতে জীবন॥
যাহাদের পত্নী ল'য়ে করি অপমান।
ছিলে মহারাজ তুমি অতি বলবান॥
কোথায় প্রভাব সেই হ'লো দূরীভূত।
কোথা গেল পাপমতি তব শত সুত॥
পাণ্ডব হইল রাজা কাহার অধীনে।
রাখিলে জীবন রাজা এত অপমানে॥

তাহাদের অন্নে তুমি হ'য়ে পরিতোষ।
কেমনে আছহ রাজা হইয়া সন্তোষ॥
বল রাজা সে জীবনে কিবা প্রয়োজন।
হীনতা স্বীকার কেন করহ এখন॥
হীনতা স্বীকার করি বল কোনজন।
কালেরে হারায় দেহ করিতে রক্ষণ॥
জীর্ণবস্ত্র সম আত্মা ত্যজি এই দেহ।
যাইবে অন্যত্র যথা রহে নব গেহ॥
যতদিন থাকে রাজা শরীরেতে বল।
ততদিন ধর্ম্ম কর্ম্মে পাও যশঃফল॥
অশক্ত শরীর যবে হইবে রাজন।
আশা অভিমান শূন্য হবে প্রয়োজন॥
যে শরীরে হেন কাজ করে হে রাজন।
সেইজন হরি আজ্ঞা করেন পালন॥
ধীর বলি তাহে উচ্চে ডাকে চরাচর।
অতএব কর ইহা হৃদয় গোচর॥
যেজন লভিয়া জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার।
হরিপদে সঁপি দেয় এ জীবন ছার॥
নরোত্তম বলি তারে সংসারেতে কয়।
মুক্তি তার নয়নের উপরেতে রয়॥
নরোত্তম কাল দেব হইয়াছে গত।
ধীরের বয়স দেব হ'য়েছে আগত॥
অতএব উঠ রাজা ত্যজহ আসন।
হরি আরাধিতে কর কাননে গমন॥
পুণ্যগিরি হিমালয় উত্তরে আছয়।
যত ঋষি সেই স্থানে হরি আরাধয়॥
চল রাজা সেই স্থানে মিলে সবে যাই।
নাহি কাজ এ সংসারে উঠ উঠ ভাই॥
এত শুনি প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ তবে।
আছিল যতেক আশা ত্যজিলেন সবে॥
মায়া স্নেহ যত ছিল সব ভুলিলেন।
আপন অনুজবলে জ্ঞান লভিলেন॥
জ্ঞানবলে মোক্ষ স্বর্গ হেরিয়া নয়নে।
উঠিলেন অন্ধরাজ ত্যজিয়া আসনে॥

ক্রমেতে হয়েন তিনি গৃহের বাহির।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন সে বিদুর ধীর॥
সঙ্গেতে চলেন তবে সুবল তনয়া।
শিব সঙ্গে যথা যান আপনি অভয়া॥
সমরে মাতিয়া কেহ ত্যজে নিজ প্রাণ।
সে মৃত্যুরে সুখে কেহ করে অনুমান॥
হিমালয়ে আরোহণ গান্ধারী-রমণ।
তাঁরে হেরি যতি সবে আনন্দে মগন॥
ভাবিল তাহারা সবে হেরি অন্ধরাজ।
নির্ভয়ে এ তপোবনে করিব বিরাজ॥
সন্ন্যাসী পূজিত স্থানে হেরি স্বামীধনে।
আপনি চলেন সাধ্বী আনন্দিত মনে॥
অন্ধরাজ সহ রাণী গান্ধারী কাননে।
যাইলেন ভোগ ছাড়ি ত্যজিতে জীবনে॥
বিদুর অগ্রেতে যান পথ দেখাইয়া।
ক্রমে হিমালয়োপরি উঠেন আসিয়া॥
এদিকে প্রভাত মাত্র সে ধর্ম্ম রাজন।
প্রাতঃসন্ধ্যা ক্রিয়া আদি করি সমাপন॥
তিল ভূমি দান করি নমিয়া ব্রাহ্মণে।
যান তিনি সেই প্রাতে গুরু দরশনে॥
প্রবেশি অন্ধের গৃহে ধর্ম্মের নন্দন।
নাহি হেরিলেন তাহে মেলিয়া নয়ন॥
নাহি তথা সে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র বীর।
সুমতি বিদুর নাহি সর্ব্বশাস্ত্র ধীর॥
আশ্চর্য্য মানিয়া মনে মেলিয়া নয়ন।
দেখেন সঞ্জয় বসি বিমর্ষ বদন॥
সঞ্জয়ে নেহারি ধর্ম্ম পুছেন বিনয়ে।
ধৃতরাষ্ট্র কোথা কহ ঘুচায়ে সংশয়ে॥
দুই চক্ষু অন্ধ তাঁর কোথায় সেজন।
না হেরি তাঁহায় হই শোকেতে মগন॥
পুত্রশোকে শোকাকুলা গান্ধারী জননী।
কোথা তিনি বল মোরে হে সঞ্জয় তুমি॥
বিপদের সখা কোথা বিদুর সুমতি।
না হেরি তাহারে মোর সচঞ্চল মতি॥
না হেরি সকলে মোর এ সন্দেহ হয়।
আমারে সংশয় করি জীবন ত্যজয়॥
মন্দমতি আমি তাই করিয়া সংশয়।
গান্ধারীর সহ রাজা গঙ্গায় ঝাঁপয়॥
কি দুঃখ উদয় মোর কহিব কেমনে।
যবে পিতা মরিলেন কে রাখে জীবনে॥
শৈশবে বয়স যবে নাহি কোন জ্ঞান।
যে কৌশলে রাখিলেন আমাদের প্রাণ॥
পিতৃব্য বিদুর কোথা গেলেন ত্যজিয়া।
পাণ্ডবে কাঁদায়ে তাঁর কি সুখ যাইয়া॥
হে সঞ্জয়! বল বল কোথায় সকলে।
ভাসিছে জীবন মোর সংশয়ের জলে॥
এতেক বলিয়া ধর্ম্ম করেন ক্রন্দন।
ঝর ঝর নীর বহে ভূষিয়া নয়ন॥
সূত বলে এবে শুন ওহে মুনিবর।
কি কর্ম্ম সঞ্জয় করে শুন অতঃপর॥
ধৃতরাষ্ট্রাদির শোকে সে গালব মুনি।
বিমর্ষে কাঁদিতেছিল প্রমাদ সে গণি॥
ঝর ঝর সদা বহে নয়নের জল।
বিরহে আকুল হৃদি শুনহ সকল॥
এ সময়ে হেরি ধর্ম্ম শোকের সঞ্চার।
পূর্ব্বাপেক্ষা বারি বহে অবিরত ধার॥
ধর্ম্মেরে করিয়া স্নেহ তবে জ্ঞানবান।
বলিতে অন্ধের কথা মুছিল নয়ন॥
মুছিয়া নয়ন নিজ হস্তেতে তখন।
হেরে ধর্ম্ম কাঁদে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত সম॥
ধর্ম্মেরে কাঁদিতে হেরি সঞ্জয় তখন।
নিজহাতে মুছিলেন তাঁহার নয়ন॥
মুছায় ধর্ম্মের আঁখি গদ গদ ভাষে।
অন্ধের ভাগ্যের কথা ভ্রমেতে প্রকাশে॥
সঞ্জয় বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোথা গেল অন্ধরাজ গান্ধারী জননী॥
না জানি সংবাদ কিছু কোথা অন্ধরাজ।
না হেরি কাহার গৃহে প্রবেশিলা আজ॥

সে কারণে কাঁদি আমি বিষাদে মজিয়া।
আর তাঁর দেখা পাব কোথায় যাইয়া॥
এত শুনি ধর্ম্ম কান্দে সহিত সঞ্জয়।
শোক-জলে নদী যেন বর্ষায় বহয়॥
হেনকালে মহাঋষি নারদ তখন।
তুম্বুরু ঋষির সহ উপস্থিত হন॥
মহর্ষি হেরিয়া তবে ধর্ম্ম নরবর।
নম্রতায় প্রণমেন কাতর অন্তর॥
অভিবাদ করি রাজা করেন অর্চ্চন।
অর্চ্চিয়া উভয় ঋষি কহেন বচন॥
ভগবন্ তব কাছে কি বলিব আর।
নাহি অগোচর তব এইত সংসার॥
ভূত ভবিষ্যৎ আর এই বর্ত্তমান।
সকলি তোমার জ্ঞাত কি না তুমি জান॥
ভবনিধি কর্ণধার তুমি মহাঋষি।
তব যশঃ-গীত দেবে গাহে দশদিশি॥
সকলি তোমার জ্ঞাত কি না জান বল।
প্রণমি চরণে তব আমরা সকল॥
এক কথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমায়।
অন্ধরাজ রাণী সহ গেলেন কোথায়॥
কোথায় গেলেন সেই বিদুর সুমতি।
কহ সেই সমাচার ওহে মহামতি॥
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি।
না হেরি সকলে চক্ষে বাহিরায় বারি॥
এত শুনি মুনি তবে ধর্ম্মের বচন।
অগ্রেতে করেন তবে মধু সম্ভাষণ॥
নাহি কর শোকরাজা তুমি জ্ঞানবান।
হেরহ বিশ্বের কার্য্য মেলিয়া নয়ন॥
এই যে জগত রাজা হেরিছ নয়নে।
ঈশ্বরের বশীভূত আবদ্ধ কারণে॥
অদৃষ্ট তাহারে কয় বেদবিদ্গণ।
বুঝ ভাবি একমনে হে ধর্ম্মরাজন॥
মাংসরূপী-পিণ্ড জীব ঈশ্বর আজ্ঞায়।
বাহিরিয়া দেহরূপ ধরে এ ধরায়॥
ঈশ্বর মায়ার-বলে করেন সৃজন।
সময়ে বিয়োগ করি করেন গ্রহণ॥
ক্রীড়ক খেলানা যথা গড়ে নিজ মনে।
আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে ভাবিয়া আপনে॥
মানব সৃষ্টির বস্তু ঈশ্বরের হয়।
আপন ইচ্ছায় গঠি করেন বিলয়॥
হে ধর্ম্ম! যদ্যপি ভাব নিত্য লোকগণে।
অথবা অনিত্য ভাব বুঝিয়া আপনে॥
অনিত্য বা নিত্য যদি ভাব নিজ মনে।
তবু শোক ভাল নয় দেহের কারণে॥
দেহ সহ কি সম্বন্ধ বল এ সংসারে।
মায়ায় বাঁধিয়া ফেলে আপনি সবারে॥
সে মরিল তুমি রহ কি যোগ শরীরে।
মমতায় কাঁদে মাত্র এই ভাব ধীরে॥
জ্ঞানীর মমতা করা উচিত না হয়।
অদৃষ্ট নিয়মে মৃত্যু সকলে নিশ্চয়॥
তুমি যে ভাবিছ মনে অন্ধ সে কাননে।
না দেখি তোমায় হবে কাতর জীবনে॥
হেন ব্যাকুলতা মনে না কর রাজন।
পঞ্চভূতময় দেহ কহে জ্ঞানীজন॥
কাল ধর্ম্ম গুণ তিন দেহের গঠন।
এতেক বিলয়ে হয় দেহের হরণ॥
অজাগর সম কাল তোমায় বেড়িয়া।
তুমি নাহি জান রাজা মায়ায় মজিয়া॥
যদি কেহ রহে রাজা-সর্পেতে গিলিত।
সে কি পারে করিবারে অপরের হিত॥
অতএব পর লাগি কি জন্য রোদন।
সুস্থ হও ধর্ম্ম অশ্রু কর সম্বরণ॥
শুন শুন মম কথা হে ধর্ম্ম নরেশ।
যা কহিব অতঃপর সেই উপদেশ॥
ঈশ্বর যখন হন সবে বর্ত্তমান।
আত্মা পর মিথ্যা যথা কর অনুমান॥
হস্ত হীন জীব খায় সহস্ত জীবন।
পদ হীন জীব খায় চতুষ্পদগণ॥

ক্ষুদ্রেই জ্যেষ্ঠের পুষ্টি শাস্ত্রের বিধান।
ঈশ্বরের হেনমত কর অনুমান ॥
সকলেই নিত্য সদা করিছেন বাস।
আত্ম পর ভাব তাঁর সকলি নৈরাশ ॥
যদি তিনি রহিলেন সকলের স্থান।
সকলেই সেইরূপ রহে বিদ্যমান ॥
কেবা ভোগ্য কেবা ভোজ্য করহ বিচার।
তবেত বুঝিবে ধর্ম্ম লীলার আকার ॥
সেই ভগবান এবে ভুভার হরিতে।
এসেছেন পৃথিবীতে অসুর নাশিতে ॥
আপনার কার্য্য তিনি করি সমাধান।
করিলেন অল্পকালে স্বভূতে প্রয়াণ ॥
সে অবধি তোমা সবে থাকহ ভুবনে।
ত্যজহ ভুবন সবে কৃষ্ণের গমনে ॥
অতএব ধর্ম্ম শুন স্থির করি মতি।
কোথা অন্ধ কোথা রাণী বিদুর সুমতি ॥
বিদুর সহিত অন্ধ ভার্য্যারে লইয়া।
হিমালয় দক্ষিণেতে গেছেন চলিয়া ॥
যথায় আছয়ে বহু ঋষি তপোধন।
তথা গিয়াছেন তাঁরা ত্যজিতে জীবন ॥
সপ্ত ঋষি আরাধনে হইয়া সান্ত্বন।
সপ্তস্রোতে গঙ্গাদেবী তথা আগমন ॥
সপ্তস্রোতী সে কারণে গঙ্গায় সকলে।
সপ্ত পুণ্য তীর্থরূপে অন্তরেতে বলে ॥
সেই স্থানে অন্ধরাজ ভ্রাতা পত্নীসহ।
কেশবের আরাধনা করে অহরহ ॥
পুত্র ভার্য্যা বিত্ত আশা ত্যজিয়া সকলে।
কৃষ্ণ আরাধনে রত পাইয়া বিরলে ॥
ত্রিকাল করেন হোম তিন কাল স্নান।
অনাহার ব্রতে ব্রতী ত্যজিতে পরাণ ॥
শান্তি আরাধনে দেন তার হৃদাসন।
হরিপদে সঁপেছেন একান্ত জীবন ॥
ইন্দ্রিয়ে ক্রমেতে ত্যজি হয়ে জিতশ্বাস।
ব্রহ্মভাতি জিতাসন করেছেন আশ ॥
এই যোগে রত হ'য়ে অন্ধ মহারাজ।
রজঃ সত্ত্ব তমো হরি ভাবে হৃদিমাঝ ॥
হরিরে চিন্তিয়া হ'লো চিত্তের শোধন।
ঘটাকাশে মহাকাশে ভাবে মনে মন ॥
ঘটেতে পূরিলে বায়ু ঘটাকাশ বলে।
ভাঙ্গিলে সে ঘট বলে আকাশ সকলে ॥
উপাধি বিভিন্ন মাত্র একমাত্র ধন।
অজ্ঞানের বশে ভাবে বিভিন্ন রতন ॥
সে ভাব তাঁহার এবে হ'য়েছে বিলয়।
বিজ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুক্ত সেইক্ষণে হয় ॥
জ্ঞানময় আত্মা ত্যজি আপনার মনে।
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে হীন হয়েন আপনে ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হ'তে লবে নিজ জ্ঞান।
পরব্রহ্মে মিলায়েন আপন পরাণ ॥
গুরু লঘু ভাবে যাতে হয় উৎপাদন।
ত্যজিলেন মায়ামুক্ত সেই হেন মন ॥
মানস ত্যজিয়া হ'য়ে স্থাণুর মতন।
উপযোগী হ'য়ে রণ ত্যজিবে জীবন ॥
মহাযোগী অন্ধরাজ হয়েন এখন।
যেন হয় সুখে তাঁর হরিতে মিলন ॥
সমাধির নাশ দোষ যেন নাহি হয়।
পঞ্চভূতে দেহ তত্ত্ব সংমিলিত রয় ॥
হে রাজন্! আজ হ'তে পঞ্চম দিবসে।
ত্যজিবেন দেহ অন্ধ হরির পরশে ॥
মিলাইতে পঞ্চভূতে অন্ধের শরীর।
অগ্নিতে ফেলিবে যবে মিলে সব ধীর ॥
গান্ধারী পতির সহ পশিয়া অনলে।
ত্যজিবে আপন দেহ দেখিবে সকলে ॥
হেরিয়া সে হেন কার্য্য বিদুর প্রবীণ।
সহর্ষে অন্যত্র যাবে ভাবি সমীচীন ॥
এতেক কহিয়া তবে সেই তপোধন।
অন্যত্র তুম্বুরু সহ করেন গমন ॥
হেন উপদেশ লভি ধর্ম্ম নৃপমণি।
শোক মোহ ত্যজিলেন হৃদয়েতে গণি ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ত্যজিয়া অনিত্য আশা বল সবে হরি ॥

ইতি ধৃতরাষ্ট্রের সংসার-ত্যাগ সমাপ্ত।

ভীম ও যুধিষ্ঠির সংবাদ এবং অর্জ্জুনের দ্বারকা হইতে আগমন।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন।
কি করেন অতঃপর সে ধর্ম্ম রাজন ॥
বহুদিন হৈল পার্থ গিয়া দ্বারকায়।
না ফিরেন তথা হ'তে ভাবে ধর্ম্মরায় ॥
কেমনে আছেন কৃষ্ণ কিবা অভিলাষ।
লইতে সংবাদ তাঁর হৃদে রহে আশ ॥
দিন পক্ষ মাস করি সাতমাস গত।
এখন অর্জ্জুন নাহি হইল আগত ॥
সংবাদ জানিতে মনে সতত ব্যাকুল।
ভয়েতে হৃদয় মোর হইল আকুল ॥
সদা অলক্ষণ আসি ঘেরিল ভুবন।
বিপরীত কালে মৃত্যু হন প্রকাশন ॥
শীতের উদয় গ্রীষ্ম গ্রীষ্মে বর্ষা হয়।
না জানি বিপদ কিবা অন্তরে ঘটয় ॥
ক্রোধ লোভ মোহ শিখা ভুবনে প্রকাশ।
বিভিন্ন জীবিকা লোকে করিতেছে আশ ॥
ব্রাহ্মণ হ'তেছে রত চণ্ডালী গমনে।
চণ্ডালে করিছে ইচ্ছা ব্রাহ্মণী হরণে ॥
বিভিন্ন আচার সব বন্ধুতা বিহীন।
পিতা মাতা ভ্রাতা সবে কলহেতে লীন ॥
মৃত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়া নয়নে।
নাহি ত্যজে লোভ মোহ তারা এ জীবনে ॥
এ সকল হেরি মোর সংশয় উদয়।
সতত আকুল চিত্ত কেন মম হয় ॥
এত ভাবি নৃপমণি ভীমেরে সম্ভাষি।
কহিলেন মৃদুভাষে মানস প্রকাশি ॥
শুন ভাই ভীমসেন আমার বচন।
কেন যে কাতর আজি আমার জীবন ॥
বহুদিন হৈল পার্থ গেল দ্বারকায়।
নাহিক ফিরিল এবে দেখ বীররায় ॥
কেমনে যাদব সব শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
দ্বারকায় আছে সব হ'য়ে আনন্দিত ॥
না পারি বুঝিতে কিছু আপনার মনে।
উপযুক্ত কাল হের প্রকাশ ভুবনে ॥
নারদ বলিল যাহা কাল বিবেচনা।
হের সেই কাল এই করি আলোচনা ॥
বোধ হয় কালবশে সে মধুসূদন।
সম্বরি আপন লীলা ত্যজিলা ভুবন ॥
বিপদ ভাবিয়া হৃদি হ'তেছে আকুল।
বল ভাই ভীম আমি কিসে পাই কূল ॥
যে কৃষ্ণ হইতে মোর রাজ্য প্রজা ধন।
কুরুক্ষেত্রে জয় হয় যাঁহার কারণ ॥
যাঁহার কৃপায় করি অশ্বমেধ যাগ।
ত্যজিলা কি অধীনেরে সেই মহাভাগ ॥
সতত অশুভ মম হ'তেছে উদয়।
কেশবের শুভকর্ম্ম কোনমতে নয় ॥
হেরহ প্রাণের ভাই মেলিয়া নয়ন।
প্রকৃতি ধরিল রূপ কতই ভীষণ ॥
এই যে হেরিছ ভয় আপনার মনে।
ইহাতেই বুদ্ধিভ্রংশ কহে গুণীজনে ॥
বাম উরু বাম আঁখি বামবাহু ভাই।
হের থর থর মোর কাঁপিছে সদাই ॥
হৃদয় কাঁপিছে মম ভয়েতে আকুল।
বুঝি কোন অমঙ্গলে ভাসে যদুকুল ॥
এই যে হেরিছ ভাই বহু অমঙ্গল।
আমার বিপদ লাগি ঘটিছে সকল ॥
ঐ দেখ ফেরু ডাকে চাহিয়া তপনে।
অগ্নিশিখা বাহিরায় তাহার বদনে ॥
কুক্কুর ডাকিছে শুন হেরিয়া আমারে।
কোন্ অমঙ্গল ঘটে নারি বুঝিবারে ॥

আমার বামেতে হের গর্দ্দভ ছুটিছে।
পিছে পিছে বৎসগণে গাভীতে ডাকিছে॥
হের ভাই ওই হের মেলিয়া নয়ন।
আমারে হেরিয়া অশ্ব করিছে ক্রন্দন॥
এই যে কপোতমুখ হেরিতেছ দূরে।
মৃত্যু দূত ভাবি কেন হৃদি মম ঝুরে॥
উলুক ডাকিছে ঘন কাক ডাকে বসি।
অকালে রাহুতে যেন গ্রাসিলেক শশী॥
উলুক কাকের শব্দ শুনিয়া শ্রবণে।
হৃদয় কাঁপিছে মম উদে ভয় মনে॥
ধূসর হেরহ দিক সদা প্রভাহীন।
কেন এবে হ'লো বল এমন মলিন॥
সতত কাঁপিছে ধরা থর থর করি।
তা সহ পর্ব্বত কাঁপে অম্বুনাদ ধরি॥
আরো ভয়ানক ঘটা হেরহ আকাশে।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বিদ্যুৎ প্রকাশে॥
ধূলায় মলিন বায়ু বহিছে এখন।
নারদ কথিত কাল হ'লো আগমন॥
সতত আঁধার যেন হেরিছে নয়ন।
আলোক নাহিক তেজ ক্ষণ প্রজ্জ্বলন॥
বৃষ্টি না করিয়ে মেঘ বর্ষিছে রুধির।
ভয়ানক কাল সেই আইল হে ধীর॥
সূর্য্য তেজহীন দেখি তত প্রভা নাই।
গ্রহগণ যুদ্ধ করে অনর্থ সদাই॥
স্বর্গে ও ধরায় যত ছিল পঞ্চভূত।
বিষম জ্বালায় জ্বলে একি অদ্‌ভুত॥
নদীনদে নাহি জল দেহ শুষ্ক প্রায়।
সারথী পঙ্কিল হের মীন মৃত প্রায়॥
সকল প্রাণীর মন হয়েছে ক্ষুধিত।
দিগন্তে হঠাৎ অগ্নি হয় প্রজ্জ্বলিত॥
এই যে দেখিছ ভাই ভয়ানক কাল।
বিশ্বের ঘটনে ইহা বিষম জঞ্জাল॥
সন্তান নাহিক করে মাতৃ-স্তন পান।
মাতা স্নেহ ছাড়ি ফেলে আপনি সন্তান॥
অশ্রুমুখে গাভী কাঁদে হইয়া কাতর।
গোষ্ঠেতে বিচরে বৃষ দুঃখিত অন্তর॥
প্রতিমা রূপেতে যত আছিল দেবতা।
কম্পিত সতত সবে ক্রন্দনেতে রতা॥
সম্মুখে হেরহ ভাই যত জনপদ।
শ্রীভ্রষ্ট হইল সবে হেরিয়া বিপদ॥
বোধ হয় আমাদের হেরিয়া নয়নে।
জানায় যতেক দুঃখ নিজ নিজ মনে॥
হেরি অমঙ্গল যেন বোধ হয় মনে।
কেশব যাইল স্বর্গে ত্যজিয়া ভুবনে॥
তাঁহার মহিমা নাহি হেরিয়া ভুবন।
শ্রীহীন হইয়া সব হইল এমন॥
হেন ভাবি ধর্ম্মরাজ কাঁদিলেন মনে।
ভীমসেন হইলেন কাতর জীবনে॥
হেনকালে কপিধ্বজে বীর ধনঞ্জয়।
দ্বারকা হইতে আসি ধর্ম্মেরে বন্দয়॥
অনবত মুখে পার্থ দাঁড়ায় তখন।
অস্থির সকল অঙ্গ ঝরে দুনয়ন॥
কাঁদিয়া পড়েন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
দুই আঁখি বহি বারি ভাষায় বদনে॥
অর্জ্জুনে হেরিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ত্বরায় তুলিয়া মুখে করেন চুম্বন॥
চুম্বিয়া আশীষ করি গদগদ স্বরে।
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম তবে পার্থ বীরবরে॥
অর্জ্জুনে বিষণ্ণ হেরি ধর্ম্মের নন্দন।
নারদের কথা স্মরি আকুলিত হন॥
ধর্ম্মেরে বিষণ্ণ হেরি আর চারি ভাই।
আকুল হৃদয়ে তথা কান্দেন সবাই॥
গদ গদ স্বরে তবে ধর্ম্মের নন্দন।
অর্জ্জুনে করেন প্রশ্ন মধুর বচন॥
বল ভাই দ্বারকার যতেক যাদব।
শরীর মানসে সুখে ভাল আছে সব॥
মধু ভোজ অর্হ আর যত বৃষ্ণি বীর।
দশার্হ অন্ধক আদি ভাল আছে ধীর॥

মাতামহ মাতুলাদি আর বাসুদেব।
কুশলে আছেতো সব যদুপুরী দেব॥
ভালত আছেন তাঁরা সপ্তম ভগিনী।
দেবকী প্রমুখ যত আছেন রঙ্গিনী॥
পুত্রগণ সহ আর যদু রাণীগণ।
ভালতো আছেন যত মাতুলানীগণ॥
অপুত্র সে উগ্রসেন আছেন কুশলে।
মনের সুখেতে আছে ল'য়ে নিজ দলে॥
পিতৃব্য অক্রুর আর জয়ন্ত গায়ন।
শত্রুজিৎ আদি রন আনন্দে মগন॥
বৃষ্ণিবংশ চূড়ামণি অনিরুদ্ধ বীর।
প্রদ্যুম্ন ত সুখে আছে বল বল ধীর॥
বলরাম বল মোর আছেন কেমন।
সুষেণ ঋষভ শাম্ব আনন্দেতে রন॥
শ্রুতদেব ও উদ্ধব কৃষ্ণ অনুচর।
সুনন্দ ও নন্দ আদি মহাবলধর॥
হে অর্জ্জুন বল বল জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেমন আছেন বল সেই যদুরায়॥
জ্ঞাতিগণ সহ কৃষ্ণ আপন নগরে।
সুখেতো আছেন তিনি প্রফুল্ল অন্তরে॥
মঙ্গল করিতে লোকে করিতে পালন।
যদুকুলে সে কেশব লয়েন জনম॥
বোধ হয় যদুপুরে রহিয়া কেশব।
প্রফুল্ল করেন সদা পুরবাসী সব॥
স্বরগে দেবের সম কেশবে বেষ্টিয়া।
দ্বারকা-বাসীরা রহে আনন্দে মজিয়া॥
যাঁহার চরণ লাগি সত্যভামা রাণী।
সঁপিলা কেশব পদে আপন পরাণি॥
নন্দন করিয়া জয় পারিজাত আনি।
কেশব চরণ পূজে প্রকাশিয়া বাণী॥
ধন্য সে দ্বারকাপুরী যথায় মুরারী।
যথায় বিরাজে বিষ্ণু নররূপধারী॥
বল বল বল ভাই স্থির করি মন।
শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া আছেন কেমন॥

এতেক কহিয়া চাহি পার্থের বদনে।
সবিস্ময়ে কহে ধর্ম্ম বুঝি নিজ মনে॥
কেন ভাই হেরি তোমা বিরস বদন।
কেন হাসি খুসি নাই তোমার এখন॥
দেহে কি তোমার কোন অসুখ আছিল।
কেহ তব মনে কিছু বেদনা কি দিল॥
অথবা করিল কেহ তব অপমান।
সেই হেতু এতকাল ছিলে অন্যস্থান॥
কেহ কি ব'লেছে তোমা কঠোর বচন।
অথবা কি কর নাই প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
কাহাকে কি দিব বলি দিতে পার নাই।
সেই হেতু অধোমুখে রহিয়াছ ভাই॥
ব্রাহ্মণ বালক রোগী কামিনী প্রবীণ।
আশ্রয় দিয়া কি ত্যজ সবে সমীচীন॥
আশ্রয় দিয়া হে তুমি তাড়ায়ে সবায়।
মানসে বিরস এত উচিত না হয়॥
অগম্যা নারীতে কিম্বা ক'রেছ গমন।
অপবিত্র কামিনী কি ক'রেছ রমণ॥
অথবা অসম সহ করিয়া বিবাদ।
পরাজয় হ'তে তব ঘটিল প্রমাদ॥
বল ভাই বল বল বিষাদ কারণ।
বিষণ্ণ হেরিয়া মম আকুলিত মন॥
অথবা অগ্রেতে তুমি ক'রেছ ভোজন।
আগে নাহি তুষিয়াছ বালক ব্রাহ্মণ॥
অথবা অযোগ্য কর্ম্ম ক'রেছ বিস্তর।
সেই হেতু বিষাদিত তোমার অন্তর॥
অথবা আত্মীয় কোন অশুভ ঘটিল।
তাহাই তোমার প্রাণে এত দুঃখ দিল॥
বল ভাই কোন পীড়া ঘটিল তোমার।
বিষণ্ণ হেরিয়া বক্ষ ফাটিছে আমার॥

ইতি ভীম যুধিষ্ঠির সংবাদ ও অর্জ্জুনের দ্বারকা হইতে আগমন সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণ সংবাদ প্রদান।

সূত বলে শুন শুন মুনির কুমার।
যা কহেন পার্থ বীর শোক পারাবার॥
ধর্ম্মেরে শঙ্কিত দেখি বীর ধনঞ্জয়।
অবনত মুখে রহে অস্থির হৃদয়॥
কৃষ্ণের বিরহে তার হৃদয় কাতর।
মলিন বদন প্রভা কাঁপে থরে থর॥
নয়নের বারি ঝরে কম্পিত অধর।
ঘনশ্বাস বাহিরায় দৃষ্টি শূন্যতর॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর মানসে উদিল।
প্রেমেতে হৃদয় তার তখনি পূরিল॥
নয়ন দেখিল শূন্য জিহ্বা লালাহীন।
হৃদয় কমল তাঁর হইল মলিন॥
না সরিল কোন বাণী পার্থের বদনে।
মৌন হ'য়ে পার্থ রহে ভূমি নিরীক্ষণে॥
অনেক শোকের পর বীর শিরোমণি।
মুছেন নয়ন-নীর স্বহস্তে তখনি॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তার মানসে উদিল।
হৃদয় কাতর হ'য়ে নয়ন ঝুরিল॥
শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব ভাবি পার্থ বীর।
পরে হতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ধীর॥
হায় কৃষ্ণ শব্দ মাত্র হৃদয়ে হইল।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া তাঁর বক্ষ বিদারিল॥
কম্পেতে রোধিল ওষ্ঠ কম্পান্বিত বাণী।
নয়নে হেরিল শূন্য আকুলিত প্রাণী॥
অগ্রজে নমিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
কাতরে শ্রীকৃষ্ণ কথা ক্রমেতে কহয়॥
বলে ধর্ম্ম নৃপমণি কি বলিব আর।
শ্রীকৃষ্ণ গেছেন চলি হরিয়া ভূভার॥
হরিতে বঞ্চিত মোরা হইনু সকলে।
নাহি মোর হৃদে বল সদা হৃদি জ্বলে॥
কি বলিব ভাই তোমা হৃদয়ের কথা।
হরি বিনা ইচ্ছা নাই বাঁচিতে সর্ব্বথা॥
কোথা গেল কৃষ্ণ মোর হৃদয়-বান্ধব।
তোমারে না হেরি মোরা কাঁদিতেছি সব॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করিছে চীৎকার।
দ্বারকা নগরবাসী সর্ব্বলোক আর॥
আমি তাঁর মহা সখা ত্যজিল আমারে।
এ হেন নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কে বলিতে পারে॥
কৃষ্ণ বিনা দেহ মোর হ'ল বল হীন।
সলিল বিহনে জীয়ে কতক্ষণ মীন॥
যে বল হেরিয়া তুষ্ট হয় দেবগণ।
শ্রীকৃষ্ণ করিল মোর সে বল হরণ॥
হরির বিরহে আমি হ'য়েছি কাতর।
কি বলিব ধর্ম্মরাজ কান্দিছে অন্তর॥
কোথা গেল মোরে ত্যজি নিষ্ঠুর কেশব।
সতত কান্দিব হেরি তাহার বৈভব॥
অন্তরের সখা কৃষ্ণ আছিল রাজন।
মনে করে দেখ রাজা পূর্ব্বের কথন॥
যাঁহার বলেতে পাই দ্রুপদ-নন্দিনী।
সরোবর মাঝে যেন প্রফুল্ল নলিনী॥
যাঁহার প্রভাবে মৎস্য বিঁধি হে রাজন।
যাঁহার প্রভাবে জয়ী যত রাজগণ॥
সে কৃষ্ণ কোথায় গেল বলহ আমার।
এ হেন কৌশল শিক্ষা কেবা দিবে আর॥
হায় কৃষ্ণ! কান্দে পার্থ তোমার কারণে।
এস প্রভু দেখা দাও তব সখাগণে॥
কোথা যাব কোথা গেলে পাই সেই হরি।
বল ধর্ম্ম বল ভাই বল ত্বরা করি॥
যাঁহার প্রভাবে বল পাইয়া রাজন।
ইন্দ্রে পরাজয় করি খাণ্ডব দাহন॥
অগ্নির মুখেতে দিয়া খাণ্ডব কানন।
সে ময়দানবে আমি করিনু রক্ষণ॥
অতুলন শিল্পিময় রাজসূয় কালে।
রচিল অপূর্ব্ব সভা শিল্পিময় জালে॥
নানা দেশ হ'তে রাজা করি আগমন।
নমে উপহার দিয়া তোমার চরণ॥

যাঁহার প্রভাবে দেব হইল তেমন।
আজি সে ত্যজিল মোরে সে মধুসূদন ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি নাহিক উত্তরে।
স্মরিয়া কৃষ্ণের কার্য্য অন্তর বিদরে ॥
যাঁহার মায়ায় ভীম হইয়া প্রবল।
অযুত রাবণ সম লভিলেক বল ॥
জরাসন্ধ মহাবীর বীরের প্রধান।
ভীম চেষ্টা করি তাঁর লইলেন প্রাণ ॥
কার শক্তিবলে ভীম লভিলেন জয়।
না পারি বুঝিতে ভাব ওহে মায়াময় ॥
এ হেন কেশব গেল কোথায় রাজন।
কৃষ্ণ বিনা নাহি দেহে রহে ত জীবন ॥
কি বলিব ধর্ম্মরাজ কেশবের বাণী।
বলিতে এ দেহ কাঁপে অস্থির পরাণী ॥
রাজসূয়ে যেই কৃষ্ণা বাঁধিলা কবরী।
কৌরবে যখন তাহা ধরে ক্রোধ করি ॥
অপমান হ'য়ে কৃষ্ণা ডাকে ঘনে ঘন।
লজ্জা নিবারণ কর শ্রীমধুসূদন ॥
কে আসিল বল রাজা কে রাখিল তায়।
কেবা সে কৃষ্ণার নীর স্বহস্তে মুছায় ॥
কেই বা এলায়ে দেন দ্রৌপদীর কেশ।
কেই বা ধরায় তার ব্রতচারী বেশ ॥
কোথায় সে কৃষ্ণ মোরে গেল পরিহরি।
জুড়াও অন্তর মোর দেখা দিয়ে হরি ॥
সেই দিন মহারাজ করহ স্মরণ।
আসিল দুর্ব্বাসা যবে মহাতপোধন ॥
অযুত শিষ্যের সহ ঋষি শিরোমণি।
লইতে আসেন শাপি মোদের জীবনী ॥
কে রাখিল মান রাজা সে মহাসময়ে।
কেমনে থাকিব সেই কৃষ্ণে হারা হয়ে ॥
হে কেশব ! এস ভাই দাও দরশন।
তোমারে না হেরে মোর কাতর জীবন ॥
যাঁহার কৃপায় জয় করি আশুতোষ।
রণে তুষ্ট হ'য়ে শিব ত্যজে নিজ রোষ ॥
প্রসাদেতে পাশুপত মোরে করি দান।
সেইজন রাখিলেন পাণ্ডবের মান ॥
আশুতোষ সহ যত লোকপালগণ।
রণ তুষ্টে অস্ত্র দেন আপন আপন ॥
সে হরি কোথায় মোর করিল গমন।
তাহারে না হেরি মোর কাতর জীবন ॥
স্বশরীরে ইন্দ্রপুরে করিনু গমন।
কার সাধ্য হেন কার্য্য করে হে রাজন ॥
কাহার কৃপায় আমি সেই কার্য্য করি।
একমাত্র সখা মোর মায়াময় হরি ॥
স্বর্গোপরি আরোহিয়া তুষি দেবরাজ।
পাইনু গাণ্ডীব যবে ওহে ধর্ম্মরাজ ॥
কার মায়াবলে করি দেবাজ্ঞা পালন।
কত শত অসুরের লইনু জীবন ॥
কোথায় শ্রীকৃষ্ণ মোরে গেলা পরিহরি।
একবার দেখা দাও হে জগত হরি ॥
গোগৃহের কথা রাজা করহ স্মরণ।
লক্ষ রাজা পরাভব করি একারণ ॥
রণে পরাভব করি পাইয়া গোধন।
বিরাটে সন্তুষ্ট করি আসিয়া তখন ॥
কাহার কাটিয়া শির মুকুট রতন।
মাণিক্যাদি লই কার অঙ্গের ভূষণ ॥
কাহার কৃপায় হেন করিনু করম।
সে কৃষ্ণ ত্যজিল মোরে বুঝিয়া চরম ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি দেখা নাই পাই।
কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব ব'লে দাও ভাই ॥
স্মরণ করহ রাজা কুরুক্ষেত্র রণ।
যবে ভীষ্ম কর্ণ করে বাণ বরিষণ ॥
উহাদের সম বীর কে আছে ভুবনে।
বল রাজা মোর প্রাণ রাখে কোন জনে ॥
সে কৃষ্ণ কোথায় গেল কোথা গেলে পাই।
কেনবা ত্যজিল মোরে বল বল ভাই ॥
সমরের শ্রমে যবে ক্লান্ত অশ্বগণ।
যবে লালায়িত হয় জলের কারণ ॥

একা ভূমে নামি রাজা করি জল দান।
কৃষ্ণ ভয়ে কেহ নাহি লয় মম প্রাণ ॥
কোথায় কেশব সেই অর্জ্জুন-জীবন।
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি এ ভুবন ॥
কি বলিব হৃদি কথা শুনহ রাজন।
ভুবন যাহার পদ করেন ভজন ॥
দেব ঋষি মুক্তি লাগি যাহারে ভাবয়।
সে জন সারথ্য কার্য্য আমার করয় ॥
সে কৃষ্ণের মায়া আমি বুঝিব কেমনে।
কেমনে সুস্থির হব শ্রীকৃষ্ণ বিহনে ॥
কে আর ডাকিবে করি সুমিষ্ট সম্ভাষ।
কেবা পূরাইবে মোর হৃদয়ের আশ ॥
কে ডাকিবে পার্থ! সখে! ও কুরু-নন্দন
কে আর অর্জ্জুন বলি ডাকিবে সঘন ॥
কে আর হাসিয়া মোরে করে পরিতোষ।
কেবা তুষ্ট সদা রহে ত্যজি নিজ রোষ ॥
কেবা সে মধুর কথা শুনাবে আমায়।
কেশব বিরহ আর সহ্য নাহি যায় ॥
একত্রে থাকিত হরি একত্রে শয়ন।
একত্রে ভ্রমণ আর প্রিয় আলাপন ॥
একত্রে হেরিয়া তাঁর নাহি রাখি মান।
পরিহাস করিতাম যা চাহিত প্রাণ ॥
সন্তুষ্ট তাহাতে ছিল জগতের হরি।
কোথা সে কেশব গেল মোরে পরিহরি ॥
পিতা যথা পুত্র দোষ না করে গ্রহণ।
সখা যথা সখা দোষ না করে গণন ॥
সেইমত নিজগুণে সেই নারায়ণ।
দোষ দেখি হাসিতেন তুলিয়া বদন ॥
হৃদয়ের সখা হরি আমার জীবন।
তাঁহার বিরহে মোর সকাতর মন ॥
আমায় বিমর্ষ হেরি যা বল রাজন।
প্রিয় বস্তু হারাইয়া হইনু এমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় মোর তাঁহে পরিহরি।
শূন্য হৃদে এই দেহ কেমনেতে ধরি ॥

কেশব হইলে গত ল'য়ে পরিজন।
হস্তিনায় পুনঃ আমি আসিনু যখন ॥
পথেতে লুটিতে আসে দুষ্ট গোপগণ।
নাহি রহে হেন বল করিতে রক্ষণ ॥
কি আশ্চর্য্য হের হের হে ধর্ম্ম রাজন্।
শ্রীহরি বিহনে আমি হইনু কেমন ॥
সেই ধনু সেই অস্ত্র সেই রথরাজি।
সেই রথী আমি রাজা রহিয়াছি আজি ॥
পূর্ব্বেতে যাহায় হেরি নমে রাজগণ।
হরি বিনা কেহ মোরে না করে গণন ॥
ক্ষণমাত্র হেন দৈব হইল সৃজন।
হরির বিহনে নারি রাখিতে জীবন ॥
নাহি মোর সেই তেজ নাহি অভিলাষ।
ভস্মীভূত হইয়াছে হৃদয়ের আশ ॥
যতেক আছিল মন্ত্র আমার স্মরণ।
ক্ষণমধ্যে হইলাম সব বিস্মরণ ॥
যতেক করিব চেষ্টা হইবে বিফল।
ঊষরে রোপিলে বীজ কবে ফলে ফল ॥
মায়ায় মণ্ডিত আমি হ'য়েছি রাজন।
সতত অস্থির হ'ল সচঞ্চল মন ॥
হরি বিনে এই দশা হইল আমার।
এবে হরি পূর্ণ কর হৃদয় আগার ॥
কি দিব উত্তর দেব আপন সকাশ।
হরি বিনা ফুরায়েছে হৃদয়ের আশ ॥
দ্বারকা সংবাদ কহি শুনহ রাজন।
কে কেমন আছে তথা যত বন্ধুজন ॥
ঘটনায় বিপ্রশাপ আসি যদুকুলে।
বিষ সম প্রবেশিল সেই পুণ্যস্থলে ॥
বারুণী মদিরা পান করিয়া সকলে।
বজ্রমুষ্টি পরস্পরে করে নিজবলে ॥
বজ্রমুষ্টি বলে একে একে ত্যজে কায়া।
যদুকুল শূন্য হ'লো ত্যজি ভব মায়া ॥
পাঁচজন মাত্র আর আছে সেই কুলে।
নাহি জানি তারা সবে জীয়ে কোন বলে ॥

প্রকৃতি নিয়ম মতে সেই হৃষীকেশ।
বলেতে দুর্ব্বল হয় দেব উপদেশ ॥
জলেতে জলৌকা যথা করয়ে নিবাস।
ক্ষুদ্রে ভক্ষি বলী জীয়ে শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
প্রবল ভূতেতে লয়ে দুর্ব্বল যতেক।
হরণ পূরণ জ্ঞান ভাবিয়া এতেক ॥
এই লীলা সেই বিভু সততই করে।
হরেন বিরোধ সৃজি আয়ু পরস্পরে ॥
যদুকুলে যদুকুল করিল সংহার।
এমতে শ্রীকৃষ্ণ তবে হরেন ভূভার ॥
কি বলিব ভাই তোমা আমি মূঢ়মতি।
গোবিন্দের কথা স্মরি সকাতর অতি ॥
যখন পড়িছে মনে তাঁহার চরণ।
ব্যাকুল হ'তেছে হৃদি ঝরিছে নয়ন ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ মূর্চ্ছিত ভূতলে।
ভীম সহদেব পড়ে ভূমি মোহবলে ॥
কেশব কেশব করি কান্দিল সকলে।
হৃদয় ভাসিল সব নয়নের জলে ॥
বলে কৃষ্ণ কোথা গেলে ত্যজিয়া পাণ্ডব।
অনাথ করিয়া সবে পলালে কেশব ॥
একবার হরি তুমি দাও দরশন।
হেরিয়া জুড়াক হৃদি তোমার চরণ ॥
ওহে কৃষ্ণ দীনবন্ধু শ্রীমধুসূদন।
পাণ্ডব বিপদে কেবা করিবে রক্ষণ ॥
খেদ সারি ধর্ম্মরাজ জ্ঞান লভিলেন।
অর্জ্জুন পার্থিব মায়া জ্ঞানে ত্যজিলেন ॥
একান্তে অর্জ্জুন স্মরি সেই নারায়ণ।
স্মরিলেন সেই গীতা সমর যখন ॥
মায়াবলে ভ্রমে পড়ি সকল পাণ্ডব।
নারী সম রোদনেতে রত ছিল সব ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হ'য়ে সংসারে বিরাগ।
রাগ দ্বেষ ত্যজিলেন যত অনুরাগ ॥
রিপুগণ সহ ত্যজি পার্থিব কারণ।
উপাসনা আরম্ভেন ভাবিয়া চরণ ॥
উপাসনা বলে জ্ঞান লভিলেন ধীর।
ব্রহ্মজ্ঞান বিভূষণে ভূষিল শরীর ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বলে হত হইল অজ্ঞান।
নির্গুণ হইল ভাব নব অনুমান ॥
নির্গুণ ভাবিয়া মনে অনিত্য সংসার।
ত্যজিলেন সর্ব্ব দৃশ্য লিঙ্গ দেহ ভার ॥
যদুকুল সহ শুনি ভূভার হরণ।
শ্রীকৃষ্ণ কেমনে ত্যজে আপন জীবন ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেহ সহ স্বর্গ-গতি করিলেন স্থির ॥
পৃথাদেবী শুনি তবে যাদব সংহার।
শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়া মন ত্যজিল সংসার ॥
কেশবে ত্যজিয়া আত্মা ত্যজি মায়া ভার।
ত্যজিলেন এই দেহ মায়ার আধার ॥
হরিরূপী কৃষ্ণ লভি পঞ্চেতে শরীর।
পঞ্চতেই হয় বিশ্ব কহে যত ধীর ॥
আপনি শরীর রূপী করিয়া সংহার।
আপন শরীর যান লাঘবি ভূভার ॥
কণ্টক দ্বারায় যত কণ্টক উদ্ধার।
উভয়ের গুণ এক বিভিন্ন আকার ॥
নট যথা নিজরূপ করিয়া গোপন।
সভামাঝে সাজি মোহে সবার নয়ন ॥
ত্যজিয়া আপন সাজ যথা ধরে বেশ।
তেমনি জীবের লীলা জ্ঞানীর আদেশ ॥
ত্যজিলেন কৃষ্ণ যবে এই ধরাধাম।
ফুরাইল তাঁর সহ ধরমের নাম ॥
সর্ব্বত্রই অমঙ্গল হইল প্রচার।
লোভ মিথ্যা কুটিলতা হল ধর্ম্ম সার ॥
এতেক হেরিয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি।
ত্যজিতে আপন দেহ করিলেন মতি ॥
স্বশরীরে স্বর্গপুরে যাইবার তরে।
প্রস্তুত হয়েন তিনি নিজ জ্ঞানভরে ॥
মৃত্যুর উচিত বেশ করি পরিধান।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥

অনন্তর পরীক্ষিতে দিতে সিংহাসন।
করিলেন আনন্দেতে সেই আয়োজন ॥
সপ্ততীর্থ জল ল'য়ে অভিষেক করি।
বসালেন সিংহাসনে তাঁর করে ধরি ॥
পুরোহিত স্বস্তি ক্রিয়া করিল সুমনে।
আসমুদ্র ক্ষিতিপতি করেন সেক্ষণে ॥
পরীক্ষিত অভিষেকে যত দেবগণ।
প্রফুল্ল হইয়া পুষ্প করে বরিষণ ॥
যদুবংশধর বজ্র আছিল জীবিত।
তাঁর প্রতি ধর্ম্মরাজ করিলেন হিত ॥
মথুরা তাঁহার করে করি সমর্পণ।
কৃষ্ণের বিরহে মন সচঞ্চল মন ॥
সংসারে বিরত হ'য়ে ছাড়িলেন আশ।
মায়াময় সংসারের যত অভিলাষ ॥
ত্যজিলেন বেশ ভূষা আজি ধর্ম্মরাজ।
অলঙ্কার হীন হ'য়ে করেন বিরাজ ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজি অভিলাষ।
ব্রতধারী হইলেন সমাধির আশ ॥
বাক্যকে আহুতি দেন আপন মানসে।
মৌন হ'য়ে রহিলেন সমাধির বশে ॥
আহুতি দিলেন মন আপনার প্রাণে।
শুভাশুভ ত্যজিলেন বুঝি নিজ জ্ঞানে।
আহুতি দিলেন প্রাণ আপন বায়ুতে।
নাহি কাজ মনে বুঝি পার্থিব আয়ুতে ॥
আপনে উৎসর্গ করি ক্রিয়ার সহিত।
আপন শরীরে দেন মৃত্যুরে নিশ্চিত ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজিয়া শরীর।
পঞ্চভূতে মিলাইতে করিলেন স্থির ॥
পঞ্চভূতে মিলাইতে পঞ্চত্ব শরীর।
বায়ুতেজ করি তত্ত্ব ত্যজিলেন ধীর ॥
দুই ভূত দেহে রহে হেরি নরপতি।
ক্ষিতিরে ত্যজিতে তিনি করিলেন মতি
শূন্যমাত্র অবশেষ রহিল তাহাতে।
তাহাকেও মিলালেন ব্রহ্মের আত্মাতে।
এমতে হইয়া মুক্তি আপনি রাজন।
স্বশরীরে ব্রহ্মস্বর্গে করেন গমন ॥ (২)
ধর্ম্মরাজ হিমালয়ে করিয়া প্রয়াণ।
ত্যজিলেন পূর্ব্বমতে আপনার প্রাণ ॥
ধর্ম্মের মরণ হেরি যত ভ্রাতৃগণ।
একে একে রাজ্য ত্যজি প্রবেশে কানন।
এথায় স্মরিয়া হরি পদাম্বুজ তরি।
মায়ামোহ ত্যজিলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরি ॥
নারায়ণ নামে হ'য়ে সকলে মগন।
ত্যজেন জীবন সবে আপন আপন ॥
জীবন মিলিল গিয়া সেই ব্রহ্মপদ।
যথায় সতত রবে ব্রহ্মার সম্পদ ॥
আসিয়া প্রভাস তীর্থে বিদুর প্রবীণ।
শুনিলেন পাণ্ডবের ফুরাইল দিন ॥
পাণ্ডব ত্যজিল ধরা করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণে দিয়া দেহ প্রাণ ত্যজেন জীবন ॥
দ্রৌপদী শুনিয়া সব ভর্ত্তার মরণ।
কৃষ্ণপদে মতি দিয়া ত্যজেন জীবন ॥
এমতে পাণ্ডবগণ স্বর্গে আরোহণ।
করিয়া রাখিল খ্যাতি বেড়িয়া ভুবন ॥
স্বর্গারোহণের কথা শুনে যেইজন।
সংসার যাতনা তার যায় সেইক্ষণ ॥
পবিত্র অন্তর তার পবিত্র জীবন।
পাপ নাশ হয় তার শুদ্ধ হয় মন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
করহ সংসারবাসী একথা প্রচার ॥

ইতি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণ
সংবাদ প্রদান সমাপ্ত।

পৃথিবী ও ধর্ম্ম সংবাদ।

সূত বলে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
পরীক্ষিত রাজ কথা শুদ্ধ বিবরণ ॥
অভিষেক যবে হন রাজ্যেতে রাজন।
জ্ঞানী উপদেশ যত করেন গ্রহণ ॥

রাজধর্ম্ম পরীক্ষিত লইয়া আদেশ।
পৃথিবী পালেন সেই পাণ্ডব নরেশ ॥
ব্রাহ্মণের উপদেশ লভিল যে জ্ঞান।
তাহে প্রজা সন্তোষেণ দিয়া নিজ প্রাণ ॥
উত্তরের কন্যা তাঁর ইরাবতী নাম।
অতীব সুন্দরী সেই জ্ঞাত ধরাধাম ॥
বয়সে ষোড়শী তিনি সুন্দর বরণ।
শশী কাঁদে নখোপরি হেরিয়া বসন ॥
নীলাম্বু সরসী সম আঁখির মাঝার।
কৃষ্ণ বিন্দু সম তথা তারা গোলাকার ॥
যেন রে শ্বেতাব্জ মাঝে মধুমত্ত অলি।
ভ্রমিছে অস্থির চিত্তে ভুলিয়া কাকলি ॥
নবীন নীরদ হেরি কেশের বরণ।
ক্রোধেতে বিজলীরূপে মেলয়ে নয়ন ॥
কিবা সে ললাট মরি সপ্তমী চন্দ্রমা।
কলঙ্কী সে না হইলে হইত উপমা ॥
কিবা সে সুচারু ভুরু কাম ফুলবাণ।
কটাক্ষ নিপাতে হরে প্রেমিক পরাণ ॥
আঁখির পল্লব যেন ভ্রমরের পাতি।
একমনে মধু খায় আনন্দেতে মাতি ॥
কিবা কম্বু কণ্ঠরেখা অতি সুগঠিত।
সে দুঃখে সাগরে শঙ্খ হয় লুকাইত ॥
কিবা সে মৃণাল বপু কাম মনোলোভা।
প্রেমিকের হৃদয়ের মনোরম শোভা ॥
তুঙ্গতম গিরিসম দুটি পয়োধর।
সেই দুঃখে বিন্ধ্যশায়ী ধরার উপর ॥
কিবা ক্ষীণ কটী মরি ডমরু সমান।
প্রেমিক মহেশ তাহে ক'রে দেন স্থান ॥
নিতম্ব যুগলভার সহিব কেমনে।
অর্দ্ধ ধরা রহে তাই সাগর মগনে ॥
রামরম্ভা হ'তে তার জঘন উপমা।
কঠিনতা শীতলাতে তাই অনুপমা ॥
চরণ কমল মরি কিবা শোভা ধরে।
গজেন্দ্র গমন অতি তার থরে থরে ॥

অতি গুণবতী সেই কামিনী প্রধান।
পতিরতা হন তিনি সীতার সমান ॥
এ হেন যুবতী লভি পরীক্ষিত বীর।
অন্তরে আনন্দে স্রোতে ভাসিলেন ধীর ॥
নিয়মিত রাজকার্য্য করি সমাপন।
মহিষী সহিত মিষ্ট সদা আলাপন ॥
উভয়ের প্রেমে হ'য়ে উভয়ে মগন।
ইরাবতী গর্ভে পুত্র করেন ধারণ ॥
একে একে চারিপুত্র তাহার জন্মিল।
জ্যেষ্ঠের জনমেজয় নাম সবে দিল ॥
অতি গুণবান পুত্র পিতার সমান।
বাল্যকালে লভিলেন পিতা সম মান ॥
পুত্র লভি পরীক্ষিত আনন্দিত মন।
ইরাবতী সহ হন হরষে মগন ॥
গঙ্গাতীরে গিয়া রাজা কৃপে গুরু করি।
করেন অনেক যজ্ঞ কৃষ্ণপদ স্মরি ॥
তিনবার অশ্বমেধ করেন রাজন।
তাহাতে তাঁহার তেজ প্রকাশে ভুবন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করি অভিলাষ।
যান রাজা নানা স্থানে দিগ্বিজয় আশ ॥
নানা স্থানে গিয়া রাজা দিগ্বিজয় করি।
একস্থানে উপস্থিত প্রভাত শর্ব্বরী ॥
উপস্থিত হ'য়ে রাজা হেরেন নয়নে।
কলিরূপী এক শূদ্র রত বিচরণে ॥
সেই শূদ্র অহঙ্কারে হইয়া প্রবল।
বৃষমুখে মারিলেক দিয়া পদতল ॥
এ হেন অকর্ম্ম হেরি অভিমন্যু সুত।
মানিলেন মানসেতে অতীব অদ্ভুত ॥
শাস্তি দিতে সে শূদ্রেরে করি অভিলাষ।
যথোচিত দণ্ড দেন পূরি নিজ আশ ॥
শৌনক আশ্চর্য্য মানি সূতে জিজ্ঞাসেন।
কেমনে ঘটিল বল অদ্ভুত এ হেন ॥
একেতো জাতিতে শূদ্র অতি মন্দমতি।
আঘাত করিল গাভী নাহি করি নতি ॥

এ হেন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হেরিয়া তাহারে।
দণ্ডমাত্র দেন রাজা কেমন বিচারে ॥
একে তো জাতিতে শূদ্র তাতে কলিরূপ।
জীবন না নাশে তার কি কারণে ভূপ ॥
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য যদি ইহাতে থাকয়।
বল সেই কথা তুমি সূত মহাশয় ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবি যত সাধুজন।
অন্য কথা নাহি কর্ণে করয়ে শ্রবণ ॥
বৃথা বাক্য আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
কৃষ্ণকথা সম বাক্য না ধরে ভুবন ॥
আর কি বলিব সূত শুন দিয়া মন।
ক্ষুদ্রায়ু হইলে তারা ভাবয়ে মরণ ॥
মোক্ষ ইচ্ছা করিবারে সদা করে আশ।
কৃষ্ণকথা বিনা নাহি পূরে অভিলাষ ॥
মৃত্যুরূপী সেই জন সংসার ভিতরে।
বিনা সেই পরিত্রাণ বল কেবা করে ॥
এই যে হেরিছ যজ্ঞ দীর্ঘ শত নাম।
সহস্র বরষ খ্যাত এই ধরাধাম ॥
একমাত্র সেই হরি ইহাতে আহুত।
সে বিনা যজ্ঞের কর্ত্তা নাহি হয় সূত ॥
মনে ভাবি দেখা দিব বুঝিয়া আপন।
কালরূপে ঘুরিতেছে ভুবনে শমন ॥
যে অবধি সেই কাল নাহি ধরে কেশ।
তদবধি মানবের নাহি মৃত্যুলেশ ॥
যখন আসিবে সেই করিবারে গ্রাস।
তখনি ঘুচিবে ভাই সংসারের ত্রাস ॥
শমনের আজ্ঞা নারে করিবারে রোধ।
হরিনাম বিনা তার নাহিক প্রবোধ ॥
সে কারণে এই যজ্ঞ করিয়াছি মুনি।
কহ কহ হরিকথা মোরা সবে শুনি ॥
ভুবনে সাধিতে হিত এই যজ্ঞ হয়।
হরি লীলামৃত তাহে সদা বরিষয় ॥
হরি ধ্যান হরিজ্ঞান হরিকথা সার।
ঋষিগণ শুনি ত্যজে জীবনের ভার ॥
এই যজ্ঞে যত ঋষি স্বীয় যোগবলে।
হরিরে ডাকিবে উচ্চে অতি কুতূহলে ॥
হেন স্থানে কর দেব হরিগুণ গান।
শুনিয়া জুড়াক সব সন্তাপিত প্রাণ ॥
আর কি বলিব সূত হেরহ নয়নে।
হরিভক্তি বিনা আয়ু কমে ক্ষণে ক্ষণে ॥
আয়ু ক্ষীণে শক্তি ক্ষীণ তাহে বুদ্ধি ক্ষীণ।
বৃথা কর্ম্মে আয়ুক্ষয় হয় দিন দিন ॥
নিশায় অধিক নিদ্রা দিনে বৃথা কাজ।
হেনমতে যত হের মানব সমাজ ॥
অতএব কর সূত হরিকথা গান।
শুনিয়া জুড়াক যত মুনিগণ প্রাণ ॥
এত শুনি সূত মুনি কহিলেন বাণী।
ধন্য ধন্য তুমি মুনি হরিগত প্রাণী ॥
ঋষিকুলে জন্ম তব যোগ অতুলন।
শৌনক তোমার নাম তুমি হে সুজন ॥
তব প্রশ্নে হরিকথা করিব হে গান।
তাহা শুনি জগতের হবে পরিত্রাণ ॥
অতএব শুন মুনি হয়ে সাবধান।
পরীক্ষিত রাজা সহ হরিকথা গান ॥
অশ্বমেধ লাগি রাজা দিগ্বিজয় আশে।
ত্যজি রাজ্য যান তিনি কুরুজাঙ্গ পাশে ॥
অতি অপরূপ রূপ হস্তে শরাসন।
কাঞ্চন সমান শোভা তরুণ যৌবন ॥
স্বর্ণবর্ণে অঙ্গাবৃত ঝলসে কিরণ।
প্রভাত তপন যেন শোভিছে গগন ॥
মুকুতার পাতি তাহে অতুলন শোভা।
মুকুটে হীরক সাজে মুনি মনোলোভা ॥
কুরুজাঙ্গ মাঝে বীর করেন শ্রবণ।
কাল আসি তার রাজ্য করে আক্রমণ ॥
এ হেন অপ্রিয় কথা শুনিতে শ্রবণে।
ক্রোধে কম্পান্বিত তনু ঝলসে নয়নে ॥
তূণীর হইতে শর করিয়া গ্রহণ।
শরাসনে সুখে রাজা করেন যোজন ॥

ক্রোধে বিস্ফারিত আঁখি সতত চঞ্চল।
আকুঞ্চিত ভুরুযুগ নেহারি সকল ॥
ঘন ঘন শ্বাস বহে কেশ উড়ে ঘন।
ক্রোধেতে কাঁপয়ে হৃদে মেঘের গর্জ্জন ॥
ভীমনাদে ভীমধনু করিয়া টঙ্কার।
শ্যাম অশ্ব যুড়ে রথে পাণ্ডব কুমার ॥
মৃগেন্দ্রের ধ্বজে অতি সুশোভিত রথ।
চাপিয়া চলেন তাহা নাহি হেরি পথ ॥
সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা কে করে গণন।
গজরাজি সারি সারি ভীম দরশন ॥
পদক্ষেপে ধূলি উড়ে ছাইছে আকাশ।
টলমল করে ধরা পেয়ে মনে ত্রাস ॥
অশ্ব হস্তী শব্দ যেন মেঘ গরজন।
শর শব্দে যেন হয় বৃষ্টি বরিষণ ॥
ধনুক টঙ্কার যেন প্রবাহে পবন।
অস্ত্রের ঝলসা যেন দামিনী খেলন ॥
যেনরে প্রলয় পুণ্য ভুবনে প্রকাশ।
হেনমতে পরীক্ষিত দিগ্বিজয়ে আশ ॥
ভদ্রাশ্ব অসিত আর কেতুমাল নাম।
উত্তর কুরুতে যারা খ্যাত ধরাধাম ॥
কিংপুরুষের রাজ্য করিলেন জয়।
সবে পরাভবে তাঁর বশীভূত হয় ॥
একবার যেই রাজা করে আসি রণ।
ফিরে নাহি যায় সেই আপন ভবন ॥
যেইজন সন্ধি করে পদে প্রণমিল।
শমন তাহারে নাহি লইতে পারিল ॥
অসংখ্য সম্রাট আসি করে মহারণ।
পরীক্ষিত সেনামুখে ত্যজিল জীবন ॥
এমত করিয়া জয় সমস্ত ভুবন।
যজ্ঞ লাগি নানা বস্তু করেন গ্রহণ ॥
জিনিয়া রাজেন্দ্রগণে আনিলা সম্মুখে।
আপন বংশের কীর্ত্তি রাখিলেন সুখে ॥
কোন রাজা প্রিয় হেতু গায় তার যশ।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য গায় হ'য়ে মায়াবশ ॥
কেহ তাঁরে তুষিবারে করে গুণগান।
যেমতে বাঁচিল তার ব্রহ্মঅস্ত্রে প্রাণ ॥
কেহ বলে মহাবংশে জন্মেছ রাজন।
পাণ্ডবে বাসেন ভাল সেই নারায়ণ ॥
সে কথা কেমনে দেব করিব বর্ণন।
কুরুক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ সারথি যে জন ॥
অর্জ্জুন প্রভাব দেব কেমনে কহিব।
অতি পরাক্রম সেই নাহিক ভুলিব ॥
পাণ্ডবের লাগি কৃষ্ণ ত্যজি দ্বারকায়।
সমরে সারথি হন কিবা শোভা তায় ॥
মহাবংশে জন্ম তব মুনি নৃপমণি।
তোমার হইতে প্রজা শ্লাঘা মনে গণি ॥
কেশবের অংশে জন্ম তুমি নররায়।
সেবিতে তোমার পদ বল কেবা পায় ॥
তুমি হে পবিত্ররূপে জিনিবে সবায়।
তোমার হইবে দাস সকলে ধরায় ॥
আপনি ভক্তের সাধ পূরালে হে রণে।
অতি পরিশ্রমে রাজা শর বরিষণে ॥
কিছুকাল তিষ্ঠ রাজা দাসের নগরে।
সেবিব চরণযুগ অনুরাগভরে ॥
হেন তোষামোদ করি উত্তর কুমার।
সন্তুষ্ট হয়েন মনে স্তবনে তাহার ॥
যত ছিল বস্তু ধন মণিময় হার।
সকলি দিলেন বীর ভদ্র ব্যবহার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে গুণ গাহিবারে।
পাণ্ডুবংশে কৃষ্ণ স্নেহ কহেন তাঁহারে ॥
কি বলিব পরীক্ষিত নৃপ শিরোমণি।
শ্রীকৃষ্ণ তোমার বশে যদু চূড়ামণি ॥
পাণ্ডবের সম নাহি কেশবের ভক্ত।
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ হয় শাস্ত্র উক্ত ॥
কি কার্য্য না করেছেন পাণ্ডব কারণ।
পারিষদ হ'য়ে কভু ধর্ম্ম পাশে রন ॥
কখন সারথি হ'য়ে করেন সমর।
কখন করেন সেবা সেই যদুবর ॥

বন্ধুত্ব করেন কভু হন কভু দূত।
কভু বা প্রহরী হন ওহে পাণ্ডুসুত॥
যেখানে পাণ্ডব যায় তিনি সেইখানে।
ছায়া মত ধায় যেন কায়া সন্নিধানে॥
কখন করেন স্তুতি নন্দী সম হ'য়ে।
কখন বা প্রণমেন অল্প দূরে র'য়ে॥
কি কহিব কেশবের আশুতোষ মতি।
ধন্য ধন্য পাণ্ডুবংশে তুমি নরপতি॥
এ হেন শুনিয়া বাণী ক্ষত্রিয় রমণী।
বিষ্ণুপদে ভক্তি রাখ সন্তোষিয়া প্রাণী॥
সূত বলে শুন শুন ওহে মুনিবর।
কি কর্ম্ম করেন রাজা শুন অতঃপর॥
এইরূপে কিছুদিন বংশের কীর্ত্তন।
হরিকথা সহ রাজা করেন শ্রবণ॥
যেইমতে পিতামহ আর পিতা বীর।
কেশবে ছিলেন প্রিয় জ্ঞানেতে সুধীর॥
বলে অতুলন সবে যশে পূর্ণ তব।
যেমতে আছিলা মগ্ন মায়ায় কেশব॥
শুনিতে এ হেন বাণী যায় কিছুদিন।
একদিন ঘটিল কি শুনহ প্রবীণ॥
একদিন হেরে রাজা আপন নয়নে।
অদূরে কাঁদিছে গাভী নিয়ত পীড়নে॥
বৎস হীন মাতা সম কাঁদে ধরা পরে।
তার পার্শ্বে এক বৃষ বিষাদে বিচরে॥
বৃষরূপী ধর্ম্ম সেই গাভীরূপী ধরা।
বিষণ্ণ বদনে দোঁহে অশ্রু আঁখিভরা॥
এহেন ভাবেতে দোঁহে করে বিচরণ।
ধর্ম্ম কহে ধরা পানে ফিরায়ে নয়ন॥
কি বলিব তোমা ভদ্রে আমি হে তখন।
অন্তর রোগেতে তোমা করিছে দহন॥
উপরে নিরুম্মা বটে হেরিতেছে সবে।
অন্তরের গ্লানি লাগি ম্লান তুমি ভবে॥
বল বল সুবদনী না কর গোপন।
কেন ম্লান হেরি তব প্রফুল্ল বদন॥
কেন বা নয়নে নাহি কটাক্ষের লেখা।
কেন বা ললাটে নাহি নব শশী রেখা॥
কেন বা নিস্তেজ তুমি হ'য়েছ ধরণী।
কি প্রমাদ মনে ভাব দিবস রজনী॥
ভাবনায় প্রভাহীন কহে বিজ্ঞজন।
যেইমত হেরি তোমা মলিন বদন॥
বোধ হয় বন্ধু লাগি ভাবিছ জননী।
মায়াবশে বশীভূত যে সকল প্রাণী॥
অথবা আমাকে হেরি তিন পদ হীন।
সেই শোকে তব দেখি বদন মলিন॥
ভবিষ্যত কথা দেবী না পারি বুঝিতে।
ক্রমে ক্রমে পদ মম লাগিল কমিতে॥
চারি পদ ছিল মম আছে এক পদ।
ঘটিল আমার ভাগ্যে বিষম বিপদ॥
না জানি কি আছে আর আমার কপালে
ক্রমে কি শরীর যাবে অধর্ম্মের বলে॥
ক্রমে ক্রমে এ শরীর করিয়া ভক্ষণ।
অধর্ম্ম আপন বলে ঘেরিবে ভুবন॥
বোধ হয় তাই মাতঃ! ভাবিতেছ মনে।
নচেৎ র'য়েছ কেন বিষণ্ণ বদনে॥
অথবা ইহার পরে যতেক মানব।
ত্যজিবে অধর্ম্মবলে যাগযজ্ঞ সব॥
যজ্ঞ ত্যজি হবে সবে অসুর অজ্ঞান।
অধর্ম্মবশেতে তব না রাখিল মান॥
সেই হেতু তুমি মাতা বিষাদ অন্তরে।
গাভীরূপে বিচরিছ ভুবন ভিতরে॥
যজ্ঞ কর্ম্ম নাশ হ'লে না হবে বর্ষণ।
তপনে দহিবে ধরা বিতরি কিরণ॥
জলাশয় শুষ্ক হবে শস্য না হইবে।
অধার্ম্মিক পুত্র যত ক্ষুধায়ে মরিবে॥
তাই কি ভাবিছ মাতঃ আপনার মনে।
ভ্রমিতেছ এ ধরায় বিষণ্ণ বদনে॥
অধর্ম্মের বল দেবী ভুবনে প্রচার।
নাহি আর পূর্ব্বমত প্রজা ব্যবহার॥

যতেক রমণী হেন নাহি মানে স্বামী।
সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে বলে সর্ব্ব কর্ত্তা আমি ॥
নারীগণে স্বামীগণ না করে রক্ষণ।
ইচ্ছামতে নারী রহে সুখেতে মগন ॥
আর দেবী শুন বলি আপনার মনে।
শৈশবে না মানে সুত স্বীয় গুরুজনে ॥
গুরুজন শিশুগণে না করে পালন।
কুশিক্ষায় নীতিহীন হয় শিশুগণ ॥
আর বলি শুন দেবী অদ্ভুত বারতা।
সরস্বতী নাহি হন শুভকর্ম্মে রতা ॥
অসৎ কর্ম্মেতে তাঁর রত এবে মন।
দুষ্কর্ম্মে নিরত হয় যত প্রজাগণ ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য ত্যজি অধর্ম্মেতে রত।
ধনগর্ব্বে আচণ্ডাল অবাধ্য সতত ॥
সে কারণে তুমি মহী হ'তেছ মলিন।
বুঝিয়াছি কিছু কিছু ভাবি সমীচীন ॥
আছিল ক্ষত্রিয় যত কলির প্রভাবে।
ইতঃস্তত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে নানা ভাবে ॥
করিছে উৎপাত তুচ্ছ সুখের কারণ।
সে কারণে কষ্ট পায় জনপদজন ॥
বিলাসি হ'য়েছে সবে হেররহে নয়নে।
আহার নিবাস পান সুন্দর ভবনে ॥
মৈথুনে নিরত সব কামে বশীভূত।
লোভেতে আক্রান্ত দেহ মোহে জড়ীভূত
সে কারণে তুমি ধরা হ'লে কি মিলন।
বল দেবী! বল বল তাই প্রভাহীন ॥
অথবা কি হরি লাগি হ'য়েছ এমন।
তাঁর পদ নাহি হেরি উচাটিত মন ॥
ভূভার হরিতে হরি হ'য়ে অবতার।
করেন যতেক লীলা অদ্ভুত প্রকার ॥
অন্তরে আপন লীলা করি সমাপন।
ক'রেছেন সে কেশব স্বধামে গমন ॥
পদ্ম মকরন্দযুক্ত সে হরি চরণ।
না হেরে হ'লে কি পৃথ্বী তুমি হে এমন ॥

বল বসুন্ধরে বল বিষাদ কারণ।
এহেন দুঃখেতে তুমি কেন হে মগন ॥
বলবান কাল আসি তব ভাগ্যধন।
ছলে কলে সব দুষ্ট করিল হরণ ॥
তাই কি গো ঝরে তব আঁখি হতে বারি।
বল বল হে ধরণী বুঝিতে না পারি ॥
ধর্ম্মের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহেন ধরণীদেবী সম্বরি ক্রন্দন ॥
হে ধর্ম্ম তোমার কাছে কিবা অগোচর।
যা ঘটিল মোর ভাগ্যে জানে ও অন্তর ॥
তথাপি শুধালে তুমি করি নিবেদন।
যে কারণে বিষাদিত হয় মোর মন ॥
চারিপদ ছিল তব সকলেই জানে।
তিনপদ নিল কাল নিষ্ঠুর পরাণে ॥
সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি শরণ্য সন্তোষ।
ত্যাগ শম দম তপ আর হীন রোষ ॥
বৈরাগ্য তিতিক্ষা জ্ঞান শাস্ত্র আলোচন।
বিভূত বিরতা তেজ স্বতন্ত্র পালন ॥
বল স্মৃতি কান্তি ধৈর্য্য মৃদুতা কৌশল।
গাম্ভীর্য্য আস্তিক্য স্থৈর্য্য জ্ঞান-কর্ম্মফল ॥
অহঙ্কার হীন পূজা এই চারি পদ।
আছিল তোমার দেব থাকিতে সম্পদ ॥
এ ছাড়া অধিক গুণ ছিল আপনার।
নিত্যরূপে বিরাজিত মাহাত্ম্য যাহার ॥
এক্ষণে কোথায় তব তিন পদ বল।
কলির প্রভাবে নাশ হইল সকল ॥
গিয়াছে সকল ধর্ম্ম সহ শ্রীনিবাস।
অধর্ম্মে নিরত প্রজা ভুবনেতে বাস ॥
সে কারণে মম হৃদি হ'তেছে আকুল।
বল দেব বল বল কিসে পাই কূল ॥
আপনার বীর্য্য গেল আমি প্রভা হীন।
দেবতা দুর্ব্বল হ'য়ে আকাশে বিলীন ॥
পিতৃগণ ঋষিগণ আর সাধুগণ।
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আশ্রমী সুজন ॥

সকলের প্রজানাশ অধর্ম্মের তরে।
সেই হেতু এত ভাবি গোপনে অন্তরে ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যত যাঁহার কারণ।
সতত নিরত তপে কাটায় জীবন ॥
লক্ষ্মী যাঁর পদ আশে ত্যজি পদ্মবন।
চঞ্চলতা পরিত্যজি অচঞ্চল হন ॥
সেই ভগবান লাগি ভাবিত অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রহি সংসার ভিতরে ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন কমল শোভন।
যে কৃষ্ণ আমায় পদ করিল ক্ষেপণ ॥
সেই পদ লাগি আমি ভাবি প্রভাহীন।
তাই ধর্ম্ম হেরিতেছ আমায় মলিন ॥
নারিনু চিনিতে ধর্ম্ম সে চরণ ভাব।
অতুল ঐশ্বর্য্যরূপে মনে আবির্ভাব ॥
ঐশ্বর্য্যের মদে গর্ব্ব মনে উপজিল।
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ আমি মনেতে হইল ॥
সেই অহঙ্কারে দেব মজিলাম আমি।
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন তিনি আপনি ভূস্বামী ॥
সহজে রমণীজাতি কৃষ্ণ হেন ধন।
নারিনু রাখিতে তাই করিল গমন ॥
কি বলিব তাঁর কথা ওহে ধর্ম্মরায়।
স্মরিলে আমার বক্ষঃ দ্বিধা হ'য়ে যায় ॥
গোলোকবিহারী হরি মম দেহ ভার।
লাঘবিতে অক্ষৌহিণী করেন সংহার ॥
কুরুক্ষেত্র নামে রণ বিখ্যাত ভুবনে।
বল ছলে কৃষ্ণ হরে মানব জীবনে ॥
এক পদ তোমা হেরি সেই নারায়ণ।
চারিপদে দ্বারিকায় করেন স্থাপন ॥
তব লাগি মম লাগি দয়াময় হরি।
যদুকুলে জন্ম লন নরদেহ ধরি ॥
কিবা সে মোহন বেশ তরুণ যৌবন।
কিবা সে মঞ্জুল হাস্য মোহিত ভুবন ॥
কিবা সে সুমিষ্ট ভাষ শোভা বনফুলে।
কিবা সে মোহন ঠাম কদম্বের মূলে ॥
কিবা সে বাঁশীর রব যমুনার তটে।
সতত রাধার নাম ভুরি ভুরি রটে ॥
যাহার পদের ধূলি মহা অলঙ্কার।
যাহার প্রভাবে দেহ পবিত্র আমার ॥
সে জনে কেমনে ধর্ম্ম ভুলিব হে আমি
কেমনে বিরহ সব ত্যজিয়া সে স্বামী ॥
কে হেন রমণী আছে এ তিন ভুবনে।
যে না মুক্ত হয় হেরি মাধব চরণে ॥
সেই হেতু অশ্রুধারে ভাসে দু'নয়ন।
হেরিছ মলিন তাহে হে ধর্ম্মরাজন ॥
বৃষ গাভী কথা হেন করিয়া শ্রবণ।
সরস্বতী তীরে যান উত্তরা-নন্দন ॥
উপেন্দ্র রচিত গীত হরিকথা সার।
শরীরে হইবে পুণ্য যাবে পাপ-ভার ॥

ইতি পৃথিবী ও ধর্ম্ম-সংবাদ সমাপ্ত।

রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলির পীড়ন।

সূত বলে শুন শুন যত মুনিবর।
কি করেন পরীক্ষিত রাজা অতঃপর ॥
ধর্ম্ম ও ধরণী কথা শুনিয়া শ্রবণে।
নৃপরূপী শূদ্র তবে হেরিয়া নয়নে ॥
মনে বিচারিয়া রাজা বুঝিবারে মায়া।
কেবা হেন মহাজন বৃষরূপী কায়া ॥
কেবা হেন গাভীরূপে করে বিচরণ।
কেবা এই নৃপরূপী করিছে তাড়ন ॥
এ হেন বিচারি রাজা আপনার মনে।
হেরেন নিকটে আসি আপন নয়নে ॥
রাজবংশে শূদ্র তথা দণ্ড হস্তে করি।
শ্বেত পদ্ম সম বৃষ কাঁপে থরহরি ॥
তিন পদ নাহি তার এক পদ আছে।
তাহাতে যাইতে ত্বরা কাঁদে শূদ্র কাছে
ইচ্ছামত শূদ্র তারে করিছে তাড়ন।
দুঃখেতে বৃষের সেই ঝরে দু'নয়ন ॥

গাভী কাঁদে মনে মনে শূদ্র পদাঘাতে।
কদলী যেন রে কাঁপে বৈশাখের বাতে॥
দীনা হীনা কৃশা গাভী তৃণ আশে ধায়।
পদাঘাতে শূদ্র সদা তাড়য়ে তাহায়॥
সেই ভাব হেরি রাজা আপন নয়নে।
রথ হ'তে পথে রাজা নামেন সঘনে॥
নামিল ভূমিতে নৃপ শরাসনধারী।
আকাশ হইতে যেন নামে তারকারী॥
বামে ধনুদায় তূণ শর পূর্ণ তায়।
নীলকণ্ঠ শোভে যেন সর্পের ভূষায়॥
এ হেন ঘটনা হেরি আপন নয়নে।
ক্রোধে শ্বাস বাহিরায় পবন নিঃস্বনে॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যেন জবাফুল।
কুঞ্চিত উভয় ভুরু পরাণ আকুল॥
তীব্র দৃষ্টি করি রাজা ধায় শূদ্র পানে।
শরাসনে শর যোজি দামিনী বিমানে॥
মেঘনাদ সম নাদে আহ্বানি রাজন।
বলে তাকে কে হে তুমি ফিরাও নয়ন॥
মম জিত এই ধারা আমি মহারাজ।
কি কারণে পরিয়াছ তুমি রাজসাজ॥
নট সম সাজ মাত্র হয় মম বোধ।
হেরি তব আভরণ উপজয়ে ক্রোধ॥
রাজবেশ পরিয়াছ না জান বিচার।
প্রাণী হিংসা করিতেছ একি অনাচার॥
আচারে শূদ্রের হেন তোমার করম।
নাহিক সন্দেহ ইথে ভাবহ চরম॥
শূদ্রেরে কহিয়া হেন তবে নৃপমণি।
বৃষেরে সম্ভাষি তবে কহেন আপনি॥
বৃষরূপে তুমি কেবা হও মহাজন।
পরিচয় দেহ মোরে মেলিয়ে নয়ন॥
শ্বেতপদ্ম সম মরি সুন্দর বরণ।
নবনীত সম তব কোমল গঠন॥
কেন বা কাঁদিছ তব ঝরে আঁখি নীর।
বুঝি কোন দেবরূপী হবে তুমি স্থির॥
কোথা তব তিন পদ হইল বিগত।
এক পদে বিচরণ এই বা কিমত॥
কেন কাঁদ ওহে বৃষ কহ মনকথা।
কৌরব, ক্রন্দনে তব পায় মনোব্যথা॥
শূদ্রের তাড়নে তুমি হ'য়েছ শঙ্কিত।
এবে তব সেই শঙ্কা হবে নিবারিত॥
ভয় নাই খেদ নাই মুছ আঁখি নীর।
শূদ্রের পীড়ন আমি নিবারিব স্থির॥
বৃষেরে প্রবোধি রাজা গাভী পানে চায়।
অকালে বরিষা বেগ যেন বেগে ধায়॥
গাভীরে সম্বোধি রাজা কহিল বচন।
বল মাতঃ কেন তুমি করিছ রোদন॥
আমি পাণ্ডুবংশধর শাসি ধরাধাম।
পীড়ন করেছে কেবা শুনি বল নাম॥
না কাঁদ না কাঁদ সতী মুছহ নয়ন।
শাসিব সে দুষ্টে যেবা করিছে পীড়ন॥
থাকিত রাজ্যেতে রাজা অসাধুর ছলে।
প্রজা যদি কাঁদে মাতঃ তাদের কৌশলে॥
রাজা যদি সেই দুষ্টে না করে দমন।
কীর্ত্তি, আয়ু, স্বর্গ তার হয় বিনাশন॥
দুঃখিতের দুঃখ নাশ রাজার ধরম।
যে রাজা নাহিক বুঝে তাহার মরম॥
নাহিক প্রতিষ্ঠা তার এহেন ভুবনে।
রৌরব নরকে তার নিবাস তখনে॥
সেই হেতু এই শূদ্রে করিব বিনাশ।
অবিচারে যেইজন জীবে করে নাশ॥
হেন কথা বলি রাজা বৃষ পানে চায়।
বলে বল সৌরভেয় কে কাটিল পায়॥
চতুষ্পদ জাতি তুমি নাহি চারি পদ।
তিন পদ কে কাটিয়া করিল বিপদ॥
কৃষ্ণপ্রাণ নৃপগণ রাজ্যের মাঝারে।
তব সম দুঃখী আর না দেখি কাহারে॥
চারি পদ লভি তুমি কর বিচরণ।
কোথা গেল বল তোমা সে তিন চরণ॥

এক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে পদ।
বল দেব কেবা তাহা করিয়াছে রদ ॥
হে বৃষ! দেখাও তুমি অপরাধি জনে।
পার্থ সম কীর্ত্তি রাখি দণ্ডিয়া সে জনে ॥
থাকিতে পাণ্ডব রাজা এ তিন ভুবনে।
নাহি কার' কোন কষ্ট জেন' নিজ মনে ॥
কে দিল সে সুখে বাদ বল সৌরভেয়।
অঙ্গ নাশ করে তোমা করি ধর্ম্ম হেয় ॥
দেখাও সে জনে তুমি যে কাটিল পায়।
সাধিব তোমার হিত বধিব তাহায় ॥
অপরাধ নাহি হয় বধি হেন প্রাণী।
রাজার উচিত ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র জানি ॥
অপরাধ শূন্য জনে যেবা করে নাশ।
এ ধরার মাঝে তারে নাহিক বিশ্বাস ॥
সে জনে বধিলে হবে সাধুর সম্মান।
সুখেতে রহিবে তবে যত সাধুগণ ॥
অপরাধ শূন্য জীবে যেবা করে নাশ।
দেব যদি হয় তবু উচিত বিনাশ ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বিচার।
বল দেব! কোন জন করে এ আচার ॥
স্বধর্ম্মে থাকিতে রাজা এহেন নিয়ম।
জীবের পালন হয় রাজার ধরম ॥
শাস্ত্রমতে রাজ্য যেবা করয়ে পালন।
ক্ষত্রিয় উচিত রাজা কহে সর্ব্বজন ॥
অতএব বল বৃষ জিজ্ঞাসি তোমায়।
কোন জন কাটিয়াছে তব তিন পায় ॥
উচিত শাসিব তায় যা আসে বিচারে।
নির্দ্দোষীরে হিংসে যেবা রাজ্যের মাঝারে ॥
ধর্ম্মরূপী বৃষ তবে শুনি হেন বাণী।
পরীক্ষিতে বলে তাব শাস্ত্র অনুমানি ॥
উচিত কহিলে তুমি পাণ্ডু কুলপতি।
কি কব বংশের কীর্ত্তি দূত যদুপতি ॥
সেই কৃষ্ণ ভগবান তোমাদের দাস।
এহেন কুলের কীর্ত্তি কে করে প্রকাশ ॥
উপযুক্ত রাজা তুমি উপযুক্ত বাণী।
তব বাক্য শুনি মোর জুড়ালো পরাণী ॥
সুমেরুর চূড়া রাজা উর্দ্ধপানে ধায়।
যতেক নদীর বেগ সাগরে মিশায় ॥
বংশের পুণ্যের বলে পূজিত ভুবন।
সে হেন বংশেতে তুমি ল'ভেছ জনম ॥
কি বলিব তব গুণ ওহে নৃপমণি।
উচিত তোমার কথা হৃদয়েতে গণি ॥
পুরুষ রতন তুমি শুনহ বচন।
কেমনে বলিব কেবা করিছে তাড়ন ॥
কেই বা কাটিল পদ বলিব কেমনে।
কোন বস্তু স্থির বল এ তিন ভুবনে ॥
যাহা কিছু শুনি মোরা মুনি নিদর্শনে।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা বুঝিব কেমনে ॥
মুনি ভিন্ন মত ভিন্ন আছে হে প্রমাণ।
কেমনে বুঝাব তোমা তুমি জ্ঞানবান ॥
সামান্য বাক্যের ছলে বলিব বচন।
শুন শুন তুমি রাজা স্থির কর মন ॥
যেই জন সৃষ্টিকর্ত্তা না দেখি তাঁহায়।
সৃষ্ট বস্তু সত্য মিথ্যা জানা নাহি যায় ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা জানিবারে যত মুনিগণ।
প্রমাণ দেখায় করি বুদ্ধির তাড়ন ॥
কেহ বলে দুই ভাব জগতে আছয়।
এক রূপে জগদীশ আর জীব হয় ॥
ঈশ্বর করেন সৃষ্টি মায়ার প্রভাবে।
জীব তাহে পালিতেছে আপনার ভাবে ॥
অন্য কেহ বলে আত্মা জগত কারণ।
ঈশ্বরের অংশমাত্র জানে সর্ব্বজন ॥
আরাধনা উপাসনা কিছু নাহি তাঁর।
দেহরূপে দেহ মাঝে তাঁহার বিহার ॥
সকল কথায় তাঁর হয় আবির্ভাব।
নানারূপে জগতের প্রকাশেন ভাব ॥
দৈবজ্ঞেরা-বলে দৈব জগত কারণ।
মায়ারূপে দৈব সৃজে এ তিন ভুবন ॥

দৈবই যথার্থ ভাব অনুভব হয়।
না হ'লে জন্মের কথা কোথায় নির্ণয় ॥
মীমাংসকে কর্ম্মকেই প্রভু বলে জানে।
কর্ম্ম ভিন্ন কর্ত্তা নাই মানসে বাখানে ॥
কর্ম্ম ভিন্ন কর্ত্তা কিসে হইবে প্রকাশ।
কর্ত্তা মাত্র অনুমান বুদ্ধির বিকাশ ॥
যা হেরি নয়নে তাই কর্ম্ম বলি মানি।
কর্ত্তারে দেখিতে নারি মনে অনুমানি ॥
প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা নাস্তিকের জ্ঞানে।
কালে জন্ম কালে মৃত্যু সকলেই জানে ॥
পঞ্চতত্ত্বে এই কাল স্বভাবের কায়া।
জ্ঞানবলে জন্মে জীব অনির্ণীত মায়া ॥
নানা জনে নানা কহে কোনটি নিশ্চয়।
কেমনে করিবে স্থির বল মহাশয় ॥
শাস্ত্রের প্রমাণে লোকে ধর্ম্ম ত্যাগ করে।
তিন পদ গেল মোর এই অবসরে ॥
কর্ম্মেরে কর্ত্তাই মাত্র খুজিয়া সে পায়।
কর্ম্মে কভু কর্ত্তা সম নাহিক জানায় ॥
ধর্ম্মমাত্র মায়া তার অদৃশ্য সেজন।
কুম্ভ কি জানে হে নৃপ কর্ত্তা কোনজন ॥
পঞ্চতত্ত্ব বস্তু কুম্ভ এই মাত্র জানে।
কে গঠিল তারে বল জানে কি প্রমাণে ॥
অবশ্য আছয়ে কর্ত্তা কর অনুমান।
আধারের সম তিনি নন অন্য স্থান ॥
আমার বচন মতে বুঝহ রাজন।
কেন আমি আর সেই কর্ত্তা বা কেমন ॥
অতঃপর সূত বলে শুন মুনিগণ।
কি করেন অতঃপর পাণ্ডব রাজন ॥
এ হেন ধর্ম্মের কথা করিয়া শ্রবণ।
ভাবিতে লাগিল কত স্থির করি মন ॥
কোনজন এই বৃষ ভাল যুক্তি কয়।
তিন পদ গেল তবু এক পদে রয় ॥
কতক্ষণ ভাবি মনে করিলেন স্থির।
বৃষ নন এই জন ধর্ম্ম মহাবীর ॥
বৃষরূপে পৃথিবীতে করি বিচরণ।
অলঙ্কার রূপে দৃশ্য দেখিল নয়ন ॥
এতেক বিচারি মনে সে মহারাজন।
কহিলেন ধর্ম্মরূপী বৃষেরে বচন ॥
ওহে ধর্ম্ম কহ মোরে তুমি ধর্ম্মরূপ।
শুনিবারে বৃষরূপ ধরেছ অনুপ ॥
শ্বেতবর্ণ তুমি নহ সত্ত্বগুণী হও।
হিংসা দ্বেষ নাহি তব তৃণে তুষ্ট রও ॥
চারিপদ আছে বলে তুমি চতুষ্পদ।
দয়া সত্য শৌচ আর তব চারি পদ ॥
যে কথা কহিলে তুমি ধর্ম্ম বিচারিয়া।
ধর্ম্ম ভিন্ন নহে কেহ বুঝে হেন হিয়া ॥
তব বাক্য-বলে এই জ্ঞান লভিলাম।
ঘাতক বলিলে হয় উপাধির নাম ॥
যে করে হনন আর দেখায় যে তারে।
উভয়ে নরকে যায় শাস্ত্রের বিচারে ॥
অজ্ঞান নরক মাত্র জ্ঞান স্বর্গ গুণে।
আমি তুমি ত্যজি জ্ঞান লভে স্বীয়মনে ॥
সেই হেতু কে হানিল কারে দিব সাজা।
নির্ব্বুদ্ধির সম আমি হ'য়েছিনু রাজা ॥
সর্ব্বভূতে সম জ্ঞান ছিল না আমার।
হে ধর্ম্ম! শিখালে তাহা করিয়া বিচার ॥
সংশয়ে পতিত আমি কেমনে চিনিব।
মম অগোচর মায়া কেমনে বুঝিব ॥
পূর্ণ জ্ঞান তুমি ধর্ম্ম আমি অভাজন।
সহসা জানিব কিসে তুমি কোন জন ॥
বুঝিয়াছি তিন পদ কেবা বিনাশিল।
সত্যযুগে অজ্ঞানেতে তাহারে গ্রাসিল ॥
সত্যযুগে শৌচ দয়া সত্য নাম জানি।
তপস্যা ধরিয়া চারি পদেরে বাখানি ॥
বৃষরূপে তুমি ছিলে সত্ত্বগুণময়।
পূর্ব্বরূপে চারিপদ তোমাতে শোভয় ॥
ক্রমেতে অজ্ঞান-বলে তিনযুগ ক্রমে।
গেল তব তিন পদ জগতের ভ্রমে ॥

সম্মুখে আগত কাল হেরি ধর্ম্মরায়।
এই দুষ্ট গরাসিবে তব এই পায়॥
ভবিতব্যে যাহা আছে কে নিবারে বল।
তাহা ভাবি কেন ধর্ম্ম হ'তেছ চঞ্চল॥
ত্যজ শোক ধর্ম্মদেব মুছহ নয়ন।
কেন তুমি কাঁদিতেছ বলহ এখন॥
এ হেন আরতি করি ধর্ম্মে সে রাজন।
কহিলেন গাভী চাহি সুমিষ্ট বচন॥
নহ তুমি গাভীরূপী জেনেছি নিশ্চয়।
বসুন্ধরা তব নাম মনেতে উদয়॥
কেন তুমি কাঁদ মাতঃ মুছ অশ্রুধার।
সর্ব্বংসহা নামে হবে কলঙ্ক প্রচার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান আসিবে ভুবনে।
লাঘবিতে ভার তব স্থির করি মনে॥
করিলেন কুরুক্ষেত্র যে মহাসমর।
তাহাতে ঘুচিল তব অসুরের ভর॥
পায়েতে তাঁহার ছিল ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ।
সরসীর তীরে যথা প্রফুল্লিত কুশ॥
সে পদ পাইবে তুমি রাখিতে হৃদয়ে।
না পেয়ে এমন ভাব আকুলিত হ'য়ে॥
কিবা সে মধুর ঠাম মন্দ মন্দ গতি।
শ্যামল বরণ যাঁর প্রেমময় মতি॥
সে কৃষ্ণের পাদ তুমি না পেয়ে হৃদয়ে।
কাঁদিতেছ হাহাকারে আকুলিত হ'য়ে॥
নাহি তব সেই কান্তি করিছ রোদন।
কি ভাব উদয় মনে করে প্রকাশন॥
কলি হবে যবে মাতঃ! শুন তব পতি।
হইবে তোমার নানা তাহাতে দুর্গতি॥
তাই ভাবি কাঁদিতেছ ওমা বসুন্ধরা।
মুছ মুছ অশ্রুভার হৃদি দুঃখভরা॥
কালের বিধান দেবী ফলিবে সময়ে।
কে করিবে রোধ তায় সম্মুখীন হ'য়ে॥
বসন্তে ফুটিল ফুল বরষায় নাশ।
ঋতুমতে হেন ভাব জগতে প্রকাশ॥
তাই বলি শুন মাতঃ! সময়ের খেলা।
অবশ্য মিলিবে যথা সমুদ্রের ভেলা॥
দূর কর হৃদয়ের যত দুঃখ আছে।
হরিপদ আরাধহ মানসের কাছে॥
কি করিবে কালে তোমা দুর্দ্দান্ত সে কলি।
হও মাতঃ! তুমি সেই হরিপদ অলি॥
মনোহর পাদপদ্ম রক্ত সরসিজ।
যেবা ভজে হৃদয়েতে সেই মন্ত্র বীজ॥
কালাকাল নাহি তার মানসে বিচার।
তমঃ রজঃ ত্যজি সেই সত্ত্বের আধার॥
হেন বুঝি মনে দেবি! না কর রোদন।
ভবিতব্যে যাহা আছে ঘটিবে ঘটন॥
শূদ্রেতে হইয়া রাজা হবে তব পতি।
দুঃখেতে মজিবে তুমি কতদিন সতী॥
হেনমতে প্রবোধিয়া রাজা পরীক্ষিত।
কলি বধিবারে অসি করে নিষ্কাষিত॥
অতীব শাণিত খড়্গ তেজে দীনমণি।
ঝলমল করে যেন মেঘে সৌদামিনী॥
ভীষণ কুটিল মূর্ত্তি ধরিলা নরেশ।
ঘন ঘন শ্বাস বহে কাঁপে চারি দেশ॥
অষ্টদ্বীপ কাঁপে ভয়ে মহা গজ সহ।
প্রলয় প্রকাশ যেন হয় অহরহ॥
প্রলয় পবন বহে কাঁপে গিরি বন।
সমুদ্র তরঙ্গ বহে হ'য়ে অগণন॥
থরথরে ধরা কাঁপে অনন্তের শিরে।
রামরম্ভা যথা কাঁপে বৈশাখী সমীরে॥
প্রলয় উদিত হেরি এ তিন ভুবন।
রাজা পরীক্ষিত ক্রোধে কাঁপিল সঘন॥
নৃপতির হেন ভাব হেরিতে নয়নে।
শূদ্র কাঁপে থরে থরে কাতর জীবনে॥
নাহি তেজ নাহি সেই পূর্ব্ব সম ভাব।
পাণ্ডবের তেজে দগ্ধ হইল প্রভাব॥
ত্যজিয়া অজ্ঞানভাব জ্ঞানীর বচনে।
গর্ব্ব ত্যজি শূদ্র তবে পড়িল চরণে॥

হাহাকার করি শূদ্র লোটায় ভূতলে।
বলে নৃপ রাখ প্রাণ ত্যজি ক্রোধানলে॥
অজ্ঞানে মোহিত আমি পরি রাজবেশ।
এই দেখ ধরিলাম এবে দীন বেশ॥
ত্যজিলাম রাজবেশ হইলাম দাস।
রাখ প্রাণ রাজা করি কৃপার প্রকাশ॥
লইনু স্মরণ তব ও পদকমলে।
রাখহ মারহ তুমি আপন কৌশলে॥
কলিরে পতিত দেখি রাজা পরীক্ষিত।
ভাবিলেন মনে মনে যাহা কিছু হিত॥
মনে মনে করিলেন শাস্ত্রের বিচার।
শরণ্যে হনন নহে ভদ্র ব্যবহার॥
চিরকাল মম রাজ্যে আশ্রয় প্রদান।
শরণ্যজনের বিধি রাখিবারে প্রাণ॥
শুভ কীর্ত্তি আহরণ পূজা গুরুজন।
দয়ার সহিত করা দীনের পালন॥
রথেতে বিমুখ যবে কেহ কদাচন।
হেন জন রাখিবারে রাজার মনন॥
এহেন বিচার করি রাজা মনে মনে।
আশ্রয় শূদ্রেরে কন মধু সম্ভাষণে॥
শুন শুন শূদ্র তুমি আমার বচন।
না কর রোদন তুমি মুছহ বদন॥
উঠ উঠ পদ হ'তে ত্যজিয়া ভূতল।
আশ্রিত জনেরে বধ অধর্ম্মের ফল॥
অর্জ্জুনের যশঃ মোরা করিতে রক্ষণ।
করিয়াছি পূর্ব্বরূপ ব্রতের ধারণ॥
শরণ্যে বধিব নাহি থাকিতে জীবন।
সেই হেতু নাহি তোমা করিব হনন॥
অভয় পাইয়া মনে করহ শ্রবণ।
পালিবে বলিব যাহা উত্তম বচন॥
অধর্ম্মের বন্ধু তুমি অধর্ম্মের সার।
মম রাজ্যে প্রবেশিল অধর্ম্ম আচার॥
লোভ চৌর্য্য ধর্ম্ম ত্যাগ কাপট্য কলহ।
দুর্জ্জনতা পদে পদে হবে অহরহ॥

সেই হেতু তোমা বলি শুন কলি বীর।
অন্যত্র যাইতে তুমি কর মনে স্থির॥
যেখানে যাজ্ঞিক নাই নাহি যজ্ঞকার।
সতত অজ্ঞান কথা ভীষণ আকার॥
নাহি ধর্ম্ম নাহি সত্য যথায় দেখিবে।
তথায় আপন বল তুমি প্রকাশিবে॥
যজ্ঞবলে ধর্ম্মজ্ঞান যথা মূর্ত্তিমান।
ত্যজ পুণ্য ভূমি কলি ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থান॥
যজ্ঞের মাঝারে যথা আসি ভগবান।
যজ্ঞেশ্বর নাম ধরি করে অবস্থান॥
যাঁর মায়াবলে হয় জগত সৃজন।
যিনি আত্মা বায়ুরূপে সতত শোভন॥
যাঁর অভিলাষে হয় মঙ্গল সাধন।
যথায় শোভন করে সেজন চরণ॥
সে স্থান করিবে ত্যাগ আমার আজ্ঞায়।
তৃণরাশি অগ্নিমাঝে কবে ত্রাণ পায়॥
প্রবল ঝটিকা বেগে উড়ে তুলারাশি।
প্রেমের ক্রন্দন যথা কোথা শোভে হাসি॥
তোমার মঙ্গল কলি করিনু বিধান।
যাও ত্যজি ব্রহ্মাবর্ত্ত পূজনীয় স্থান॥
হেন কথা শুনি তবে কলি মহাবীর।
পূজিল রাজার পদ করি মন স্থির॥
রাজার মূরতি হেরি ভীষণ আকার।
থরথরে কাঁপে কলি ভয়ে অনিবার॥
যম সম দণ্ডপাণি খড়্গ ধরি ভূপ।
তেজেতে সহস্র সূর্য্য বিক্রমে অনুপ॥
কল্পিত অন্তরে কলি মৃদু মৃদু হাসে।
রাজার সমক্ষে তব মানস প্রকাশে॥
সার্ব্বভৌম তুমি রাজা তোমার আজ্ঞায়।
ক্ষণমাত্রে ত্রিভুবন লয় হ'য়ে যায়॥
বল দেব বল বল কোথা করি বাস।
যথায় জীবনে আমি না হব বিনাশ॥
অর্জ্জুনের পৌত্র তুমি উপযুক্ত বীর।
শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন বুদ্ধিমান ধীর॥

তব দীপ্তি রাজা মম রহিবে মানসে।
নাহিক ভুলিব আমি করমের বশে॥
তোমার শাসনে আমি করিবারে বাস।
করিয়াছি এ হৃদয়ে হেন অভিলাষ॥
ভকতবৎসল তুমি এই দয়া কর।
বাসস্থান দেহ মোরে ওহে গুণাকর॥
সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
অতঃপর কি করেন সুভদ্রা শোভন॥
এত শুনি পরীক্ষিত করিল আরতি।
বাসস্থান দেখাইতে করিলেন মতি॥
মনেতে বিচারি তবে করে সম্ভাষণ।
বলেন কলিরে তবে মধুর বচন॥
পাণ্ডুবের বংশধর নাম পরীক্ষিত।
অবশ্য সাধিবে কলি তোমাকার হিত॥
যেখানে সতত দ্যূত আর মদ্যপান।
বারনারী যথা সদা লোকে হিংসে প্রাণ॥
এ চারি অধর্ম্ম যথা রহে বিদ্যমান।
সেই স্থানে রহ কলি গঠি বাসস্থান॥
স্থানের বারতা শুনি কলি মহাবীর।
আশ্চর্য্য মানিয়া মনে হইলেন স্থির॥
মনে মনে করি কলি বাস অনুমান।
চারিটি অধর্ম্ম নাহি এক স্থানে পান॥
সেই হেতু পুনরায় সম্ভাষি রাজায়।
বলে কলি গদ গদ ধরি তাঁর পায়॥
যে চারি স্থানের নাম করিলে রাজন।
কোথায় পাইব তার একত্র মিলন॥
আমি একা কলি এই সংসারের মাঝে।
চতুর্দ্দিকে চারি গৃহ নাহি মম সাজে॥
শুন শুন কুরুবর ক্ষত্র অধিপতি।
একত্রে চারিটি স্থান দেখাও সুমতি॥
একত্রে চারিটি পেলে সুখে করি বাস।
কর হেন অনুমতি পূরাইতে আশ॥
হেন কথা বলে কলি করযোড় করি।
চাহিলেন পুনঃ স্থান পদতল ধরি॥
স্বর্ণে স্থান দিয়া পরে কহেন বচন।
মিথ্যা কাম হিংসা গর্ব্ব ইহাতে মিলন॥
চারি বস্তু দিয়াছিনু এবে দিনু আর।
বৈরভাব আছে ইথে পঞ্চম আকার॥
পঞ্চ স্থান ল'য়ে তুমি বাস কর কলি।
এই পঞ্চে আধিপত্য তোমার সকলি॥
চারি ছিল পাঁচ লভি কলি মহাবীর।
আনন্দে হয়েন তিনি অতীব অধীর॥
রাজার আজ্ঞায় এই পাঁচে করি বাস।
পূরিলেন কলি তবে নিজ অভিলাষ॥
এত বলি সূত কহে করি সম্ভাষণ।
সাধুর অর্থেতে নাহি ঘটয়ে সেবন॥
অর্থেতে অধর্ম্ম আছে মহাকাল রূপে।
নির্দ্দেশ করেন তাহা পরীক্ষিত ভূপে॥
সে অবধি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানীর কারণ।
অজ্ঞানতারূপী অর্থে নাহি প্রয়োজন॥
কলিতে হইলে ধর্ম্ম তিন পদ হীন।
চারিপদে পূর্ণ রাজ্য করেন প্রবীণ॥
কলি গেল অজ্ঞানেতে অধর্ম্ম তথায়।
পূর্ণরূপে ধর্ম্ম আসি ভুবনে মিলায়॥
অধর্ম্ম হইল নাশ হেরিয়া ধরণী।
প্রফুল্ল হয়েন যেন ফণী লভি মণি॥
এহেন করিয়া কার্য্য রাজা পরীক্ষিত।
শাসেন ধরণী হ'য়ে ধর্ম্মে রত চিত॥
অদ্যাবধি সেই রাজা হস্তিনানগরে।
অধর্ম্ম নাশিয়া ধর্ম্ম প্রচারিত করে॥
সেই হেতু ধর্ম্ম নাম লভি মুনিগণ।
হরি লাগি এই যজ্ঞ করে আরম্ভন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা বল সংসার আধার॥

ইতি রাজা পরীক্ষিত কর্তৃক কলির
পীড়ন সমাপ্ত।

অথ পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ প্রাপ্তি।

সূত বলে শুন শুন মুনিন্দ্র সকল।
হরিকথা শুনি সদা বাড়ে কুতূহল॥
সেই হরি মায়ারূপী রাজা পরীক্ষিত।
তাহাতেই মগ্ন রন হয়ে শুদ্ধচিত॥
কৃষ্ণের করুণাবলে মায়ের জঠরে।
অশ্বত্থামা অস্ত্রে নাশি সেই প্রাণ ধরে॥
হেন বংশধর কথা নাহিক তুলনা।
ভক্তেতে করুক তাঁর সতত সাধনা॥
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন যে জন সঁপিয়া।
ব্রহ্মশাপে তক্ষকেরে ভয় না করিয়া॥
অনায়াসে যেই জন প্রাণ করে দান।
কেবা হরিপদে ভক্ত তাহার সমান॥
শুকদেব শিষ্য তিনি হরি জানিবারে।
গঙ্গাতীরে জান তিনি ত্যজিয়া সংসারে॥
তথায় জানিয়া হরি শুকদেব মুখে।
ত্যজিলেন কলেবর মানসের সুখে॥
হরিনাম শ্লোক যার সদা পাঠে রতি।
হরিনাম শুনিবারে সদা যার মতি॥
যেবা হরিকথা রূপ সুধা করে পান।
আজীবন হরিপদে যেবা করে দান॥
হরিই আত্মার গুরু যে জন জানিয়া।
আপনার প্রাণ দেন হরিতে সঁপিয়া॥
জলেতে বুদ্বুদ উঠে বায়ুর প্রভাবে।
জলেতে বিলয় করে বায়ুর অভাবে॥
এই জ্ঞান লাভ করি মরিল যে জন।
পরীক্ষিত সম আর কেবা মহাজন॥
হেন কথা বলি তবে সূত মুনিবর।
নিস্তব্ধ হইয়া রন সুস্থির অন্তর॥
এত শুনি ঋষিগণ আনন্দে মগন।
কহেন সূতেরে সবে আশীষ বচন॥
ধন্য ধন্য তুমি সূত মুনি বংশধর।
অপার মহিমা তুমি গুণের আকর॥
অনন্ত বরষ তব থাকুক জীবন।
কাল যেন তব প্রাণ না করে গ্রহণ॥
যে কথা কহিলে তুমি নাহিক উপমা।
অতি মনোহর কথা হয় নিরুপমা॥
ধন্য তব স্মৃতি সূত কি বলিব আর।
তুমি যা করিলে হেন কে করে প্রচার॥
সাগর সমান হয় কৃষ্ণের মহিমা।
জগতে কে হেন আছে দেয় তার সীমা॥
ধন্য সেই ব্যাসপুত্র শুক তপোধন।
যে জন পাইল মাত্র কৃষ্ণের চরণ॥
ধন্য সেই পরীক্ষিত পাণ্ডুবংশধর।
এ ভুবনে সেইজন নরোত্তম নর॥
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনি প্রফুল্ল অন্তরে।
ব্রহ্মজ্ঞান লভি প্রাণ দিল অকাতরে॥
ধন্য ধন্য তুমি সূত কি বলিব আর।
মোদের সমাজে তুমি অমৃত আহার॥
কৃষ্ণকথা জ্ঞান করে হৃদয় ভূষণ।
নাহি কিছু অলঙ্কারে আর প্রয়োজন॥
যে জন জানিল হৃদে ব্রহ্মময় রূপ।
সেই জন হয় তবে সংসারের ভূপ॥
সেই হেন কৃষ্ণকথা তোমার অন্তরে।
বিরাজিত তব সূত দেহের ভিতরে॥
তোমা হেন পুণ্যবান কে আছে জগতে।
যেবা হেরে তোমা সেই রত পুণ্যব্রতে॥
জন্মিলে মরণ হয় বলিয়া ধরারে।
মর্ত্ত্যভূমি বলি যত শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
জীবের অমৃত মাত্র হরিকথা সার।
সে অমৃত তব মুখে হ'তেছে প্রচার॥
ভবের তারণ মাত্র একা সেই হরি।
সংসার সাগরে তিনি একমাত্র তরি॥
সে জনার যশঃ যেই করয়ে কীর্ত্তন।
সংসার কাণ্ডারী বলি তাহারে গণন॥
সেই হেতু তুমি সূত পুণ্যের কাণ্ডারী।
তোমার যে কত গুণ বর্ণিবারে নারি॥

অগ্নিতে শরীর দহি যজ্ঞের কারণ।
যজ্ঞের ধূমেতে হয় মলিন বরণ ॥
উপবাসে শুষ্ক কায়া মন্ত্রের কীর্ত্তন।
এত করি সে গোবিন্দে না পাই দর্শন ॥
কর্ম্মরূপী যজ্ঞ করি ভক্তির কারণ।
একমাত্র সে গোবিন্দে রাখিবারে মন ॥
যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ হৃদয়ে বিরাজে।
যজ্ঞের বিশ্বাস দূর হয় মনমাঝে ॥
কর্ম্ম আর উপাসনা জ্ঞানের কারণ।
জ্ঞানেতেই শ্রীগোবিন্দ সতত শোভন ॥
শ্রীকৃষ্ণে জানিল যেবা কিবা যজ্ঞ তার।
নাহি কর্ম্ম উপলক্ষ হৃদয়ে বিচার ॥
এহেন কৃষ্ণেরে তুমি বুঝিয়াছ সূত।
কৃষ্ণকথা প্রকাশিছ পরম অদ্ভুত ॥
তব সম পুণ্যবান কে আছে জগতে।
ক্ষুদ্রমতি মোরা সবে জানিব কিমতে ॥
কি আর বলিব সূত জ্ঞানের বারতা।
বিষ্ণুপদে যেইজন সদা হয় রতা ॥
তাহার আলাপে হয় সার্থক জীবন।
তুচ্ছ তার কাছে হয় স্বর্গের বর্ণন ॥
কি ছার স্বর্গের কথা প্রলোভন সার।
কৃষ্ণেতে প্রলোভ নাই মুক্তির প্রচার ॥
হেন কৃষ্ণ যেইজন সদা ভজে মনে।
তাহার স্থানেতে স্বর্গ পরাভব গণে ॥
নাহি চাহি বৈজয়ন্ত নন্দন-কানন।
যদি পাই সেবিবারে কৃষ্ণভক্ত জন ॥
তব সম কৃষ্ণভক্ত কোথা পাব সূত।
কি কব তোমার গুণ অতীব অদ্ভুত ॥
যেইজন কৃষ্ণপদ লভিল অন্তরে।
নাহি আশা গুরুজন আশীর্ব্বাদ তরে ॥
কি বলিব সূত তোমা করি আশীর্ব্বাদ।
কৃষ্ণপদ তব হৃদে নাশুক বিষাদ ॥
হরিরূপী ব্রহ্ম লাগি শিব মহাযোগী।
ব্রহ্মাণ্ড ধারণে শিরে নাহি ভীত যোগী ॥
আর কার কথা সূত বলিব তোমারে।
নির্গুণের গুণ কোথা জগতে প্রচারে ॥
সে হেন ব্রহ্মের কথা কেবা না শুনিবে।
তাঁহার মহিমা শুনি কেবা না বুঝিবে ॥
শুনিলে তাঁহার কথা ভক্তি-পরায়ণ।
দূরে যায় তার যত মায়ার বন্ধন ॥
বন্ধন টুটিলে মুক্তি বিধির লিখন।
হেন জানি তিরপিত নহে কোন জন ॥
সে হেন কৃষ্ণের কথা তোমার অন্তরে।
অবিরত হরি হের দেহের ভিতরে ॥
তব সম গুণবান কোথা সূত আর।
তুষিতে তোমারে শক্তি কি সাধ্য সবার ॥
কর্ম্মবলে কৃষ্ণ লাগি এই যজ্ঞস্থল।
তুমি কৃষ্ণ ভক্ত বলে জানহ সকল ॥
তব আগমনে পুণ্য হ'লো এই স্থান।
তব বাক্যে সবাকার জুড়াইল প্রাণ ॥
আর কি বলিব সূত করিয়া মিনতি।
কৃষ্ণের চরিত্র সবে শুনিবারে মতি ॥
বল সেই কথা সূত বিস্তারি এখন।
যজ্ঞেতে হউক তার ভক্তির সাধন ॥
ধন্য সেই পরীক্ষিত মহাভাগবত।
যাহার কারণে কৃষ্ণে জানিল জগত ॥
কর সূত সে রাজার জীবন বর্ণন।
কেমনে সে রাজা কৃষ্ণে হয়েন মগন ॥
কেমনে লভেন তিনি কৃষ্ণপদ জ্ঞান।
জ্ঞানসহ মুক্তি লভি ত্যজেন পরাণ ॥
পরীক্ষিত প্রসঙ্গেতে কৃষ্ণের চরিত।
কহ সূত হেন কথা জগতের হিত ॥
এ হেন আরতি শুনি সূত তপোধন।
বিনয়ে কহেন সবে মধুর বচন ॥
বয়সে কনিষ্ঠ আমি বর্ণে অতি হীন।
শাস্ত্রেতে নিপুণ সবে বয়সে প্রবীণ ॥
জনম সফল মোর সবার আশীষে।
অমৃত হৃদয়ে মোর কি করিবে বিষে ॥

নীচকুলে জন্ম বলি মানস আমার।
সতত দুঃখিত ছিল সমাজ আচার॥
আজ লভি ঋষিগণ মিষ্ট সম্ভাষণ।
দূর হ'লো সেই দুঃখ প্রফুল্লিত মন॥
অনন্তের নাম ল'য়ে সার্থক জীবন।
কিবা সে মাহাত্ম্য তার করিব বর্ণন॥
কি ক্ষমতা সে জনার লই মুখে নাম।
অনন্ত বলিয়া যারে ভাবে ধরাধাম॥
তাঁহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
সকল জীবেতে তিনি রন নিরাকারে॥
জ্ঞানমাত্র পথ এক তাহার কারণ।
জ্ঞানীতে হেরিয়া তাঁরে হয় যে মগন॥
তাই বলি যত পারি সে নাম কীর্ত্তন।
করিব হে যতদিন থাকিবে জীবন॥
অন্তর আঁধারে মায়া প্রকাশে প্রভাব।
অনন্ত শব্দই তার একমাত্র ভাব॥
এ ভিন্ন মহিমা তাঁর না পারি বর্ণিতে।
নাহি আর মায়াভাব উপজয়ে চিতে॥
হরির মহিমা কথা কেমনে বর্ণিব।
মানব জনম যাহে সার্থক করিব॥
আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী যাহার কারণ।
সতত উন্মত্ত ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
কমল কানন যাঁর মনোরম স্থান।
সেই লক্ষ্মী পদমূলে প্রাণ করে দান॥
অনুপমা জ্যোতি যাঁর জিনিয়া চন্দ্রমা।
কোটি চন্দ্র সূর্য্য শোভে অতি মনোরমা॥
রজত কমল জিনি পদতল শোভা।
পশ্চিম তপনকর সান্ধ্য মনোলোভা॥
রামরম্ভা জিনি উরু কিম্বা করিকর।
নিতম্বে মেদিনী কাঁপে কভু থরে থর॥
ক্ষীণকটী হেরি সিংহ বিহরে কানন।
ডমরু শঙ্কর করে সশঙ্কিত মন॥
নাভিসুধা সরোবরে মধ্যে লোমরাজি।
যেন সে পদ্মের পরে মধুলোভা সাজি॥
বিশাল উরস যেন নবীন যৌবনী।
সুমেরু সমান কুচ সতত শোভিনী॥
কম্বু আসি কণ্ঠে বৈসে করিয়া সোহাগ।
স্থির সাগরেতে যেন তরঙ্গের রাগ॥
তাম্বুলের অগ্রভাগ চিবুকের শোভা।
অতীব কোমল পদ্ম কাম মনোলোভা॥
অধর সহিত যুক্ত ওষ্ঠ মহানিধি।
বিমুখে রক্তিমবর্ণে শোভে দিননিধি॥
ওষ্ঠাধর ব্রহ্মরেণু বংশীরব করে।
গৃধিনী সমাম কর্ণ শোভিতেছে থরে॥
আঁখি নীল সরোবর মধ্যে পদ্মরেখা।
তারকা ভ্রমর সম তাহে যায় দেখা॥
নৃপতির সম পত্র শোভা চারিধারে।
শোভে দুই কৃষ্ণ ভুরু কামে মোহিবারে॥
সপ্তমীর শশী জিনি ললাট ভঙ্গিমা।
সতত নাশিছে যেন চন্দ্রের গরিমা॥
নবীন নীরদ সম কৃষ্ণকেশদাম।
বেণী হেরি কাল ফণী কাঁদে অবিরাম॥
কষিত কাঞ্চন কিম্বা বিদ্যুত কিরণ।
একত্রে মিলিল যেন উজল বরণ॥
কমল আসন তাঁর কমল বসন।
কমলেই সদা বাস কমল ভূষণ॥
যত কিছু ধন আছে ত্রিভুবন মাঝে।
সমস্তই তাঁর পদে একে একে সাজে॥
সেই হেন মহালক্ষ্মী হরির চরণ।
চঞ্চলতা ত্যজি সদা করিছে সেবন॥
কৃষ্ণের মহিমা হেন কে পারে বর্ণিতে।
ধন্য আজি ধন্য জন্ম হেন ভাবি চিতে॥
আর কি কহিব ঋষি তাঁহার মহিমা।
বর্ণিতে হৃদয় কাঁপে তাঁহার গরিমা॥
ব্রহ্মা তাঁরে পূজিবারে করিয়া মনন।
নাভি হ'তে গঙ্গা পদে করেন সিঞ্চন॥
অর্ঘ্যরূপে গঙ্গা আসি হরির চরণে।
ত্রিলোক তারিতে সদা ভ্রমে ত্রিভুবনে॥

স্বর্গেতে অলকানন্দা মর্ত্ত্যে গঙ্গা নাম।
ভোগবতী নামে খ্যাত নরকের ধাম ॥
হরি পদে গঙ্গাবারি হইয়া মিশ্রিত।
মুক্তি দান করে সবে ধর্ম্মের উচিত ॥
এমন মুকুন্দ নাম বল আর কার।
ভগবৎ নাম বল দিব কারে আর ॥
হরির মহিমা হেন করিয়া বর্ণন।
ধন্য হ'লো আজি ঋষি আমার জনম ॥
আত্মা ব্রহ্ম বুঝি ধীর যাঁহার কৃপায়।
সর্ব্বত্র ঈশ্বর হেরে যাঁর করুণায় ॥
হরিরে ভাবনা জীব ভাবিয়া মানসে।
মায়া ব্রহ্ম জীব এক ভাবে এক রসে ॥
হেন রসে মজি জীব ত্যজি মোহ মায়া।
একেবারে দেয় যেন যথা হরি ছায়া ॥
হরিপদ হেরি অংশ লয়ে নিজ নাম।
জগত সমান হেরে লয়ে নিজ ধাম ॥
পরম উপাধি তার হংস রয় পরে।
জগত ঈশ্বর ছায়া যবে দৃষ্টি করে ॥
আত্মা ব্রহ্ম যেই জন করয়ে গণন।
পরমহংসের খ্যাতি হরির চরণ ॥
এ হেন মহিমা যাঁর তাঁরে কিসে পাই।
বর্ণিতে সূক্ষ্মেতে তাঁরে হেন শক্তি নাই ॥
হেন মায়া যাঁর সেই হরি কোনজন।
কেমনে করিব আমি তাঁহার বর্ণন ॥
জিজ্ঞাসিলে সব ঋষি এই দীন জনে।
কহিব হরির-লীলা যাহা আছে মনে ॥
কহিব সবার কাছে যতই শকতি।
হরিপদে রহে মোর বড়ই ভকতি।
হরিরে বুঝিতে কেবা পারে এ জীবনে।
পক্ষী যথা শূন্যে যায় স্বীয় প্রাণপণে ॥
যার যত বল আছে জ্ঞানময় পথে।
পণ্ডিতে ততই পায় বিষ্ণুপদ রথে ॥
তেমতি ক্ষমতা যত আছয় আমার।
করিব হরির গুণ সংসারে প্রচার ॥

যা কহিল মুনিগণ করহ শ্রবণ।
কি করেন পরীক্ষিত পাণ্ডবলোচন ॥
একাকী করিয়া রাজা মৃগয়ায় মন।
প্রবেশিতে ইচ্ছিলেন নিবিড় কানন ॥
মৃগয়ার বেশ রাজা করেন বিহিত।
স্বর্ণ বর্ম্ম অঙ্গে দেন বুঝিয়া উচিত ॥
কনক কিরীট শিরে হীরা তায় শোভা।
বদনপরেতে শোভে রতি মনোলোভা ॥
কেশাবলি অগ্রভাগ চারিদিকে রয়।
নিশায় চন্দ্রমা সহ নক্ষত্র শোভয় ॥
অতি বীর্য্যবান রূপ বয়সে মধ্যম।
শিকারে পণ্ডিত রাজা রূপে অনুপম ॥
কালাগ্নি সমান শর তূণীরেতে শোভে।
হস্তেতে ধরেন ধনু মৃগ প্রাণ লোভে ॥
দ্রুতগামী অশ্বে রাজা করি আরোহণ।
চলেন অগ্রেতে ল'য়ে পিছে সেনাগণ ॥
রাখিয়া দূরেতে সেনা প্রবেশি কাননে।
ইতস্ততঃ বিচরেণ মৃগ অন্বেষণে ॥
ক্রমে দিবা অবসান অস্ত দিনমণি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হন নৃপমণি ॥
পরিশ্রান্ত হ'য়ে রাজা বিচারি কাননে।
অদূরেতে সরোবর হেরেন নয়নে ॥
জলাশয় হেরি রাজা যায় তার কাছে।
হেরেন আশ্রম এক রহে তার পাছে ॥
আশ্রম হেরিয়া রাজা সরোবর তীরে।
ক্লান্তিরে নাশিতে ভাসে আনন্দের নীরে ॥
আশ্রম উদ্দেশে রাজা করিয়া গমন।
প্রবেশেন তার মাঝে আনন্দিত মন ॥
আশ্রমে প্রবেশি রাজা হেরেন নয়নে।
এক ঋষি রহিয়াছে ধ্যান নিমগনে ॥
নিমীলিত আঁখি তার নাহি শ্বাসগতি।
মৌনভাবে রন তিনি হরিপদে মতি ॥
শান্তিময় রূপ তার বয়সে প্রবীণ।
শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণ কেশ হইয়াছে লীন ॥

ইন্দ্রিয়ের গতি নাহি অটল অচল।
বাহ্য ত্যজি মন তাঁর অন্তর নির্ম্মল ॥
সুষুপ্তি স্বপন কিম্বা আর জাগরণ।
সমস্তই একব্রহ্মে হ'য়েছে মিলন ॥
মৃগ-চর্ম্ম আভরণ তাহাই আসন।
অতীব গম্ভীর মূর্ত্তি দৃশ্য সুশোভন ॥
এ হেন মুনিরে হেরি আপন নয়নে।
জল আশা রাজা করে আপনার মনে ॥
বন্দিয়া মুনিরে রাজা চাহিলেন জল।
মৌনেতে রহেন মুনি নির্ব্বাক কেবল ॥
কেহ নাহি জল দিল না কহিল বাণী।
এমতে রাজার হৈল আকুল পরাণী ॥
কেহ না করিল আর অতিথি সৎকার।
কেহ না আসন দিল ল'য়ে জলভার ॥
কেহ নাহি অর্ঘ্য দিল বলিয়া রাজন।
কেহ না কহিল তাঁরে মধুর বচন ॥
এতেক বিচারি রাজা আপনার মনে।
ভাবিলেন অপমান আপন জীবনে ॥
একেত ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় আকুল।
তাহাতে বিশ্রাম নাই বধি মৃগকুল ॥
হস্তেতে ধনুক শোভে স্কন্ধে তূণী শর।
যেন কার্ত্তিকেয় শোভে অতি মনোহর ॥
আশ্রমে বিশ্রাম লাগি আসিয়া রাজন।
নাহি পান স্থান পান অথবা ভোজন ॥
জড়বৎ ঋষিরে হেরি সম্মুখে নৃপতি।
ঋষির উপরে হন অতি ক্রুদ্ধমতি ॥
একে পৃথিবীর পতি পাণ্ডবের বংশ।
যাহাতে সতত রহে শ্রীকৃষ্ণের অংশ ॥
মায়ায় ভুলিয়া রাজা রিপু-পরবশে।
আত্মজ্ঞান ভুলিলেন সংশয় সরসে ॥
ক্রোধপরবশে রাজা কাতর হইয়া।
আশ্রম বাহিরে আসি দেখেন চাহিয়া ॥
এক সর্প পড়ি আছে গিয়াছে জীবন।
দেহমাত্র সর্পাকার করিয়া দর্শন ॥
আশ্রমীর এই ভাব উপেক্ষি রাজন।
ধনুর কটিতে সর্প করি উত্তোলন ॥
ল'য়ে যান ক্রোধভরে যথা রহে ঋষি।
ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে নিজেরে সাবাসি ॥
যথার্থ সে যোগী কিনা জানিবার তরে।
মৃত সর্প দেন তাঁর স্কন্ধের উপরে ॥
স্কন্ধেতে শোভিল সেই মৃতকায় শেষ।
তথাপি ঋষির যোগ না হইল শেষ ॥
সর্প স্কন্ধে দিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
যথার্থ সংযমী ঋষি আপন জীবনে ॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি একাগ্র করিয়া।
ব্রহ্ম তেজ দেখে আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া ॥
সে কারণে আঁখি মুদি তাঁর ভাবে রহে।
ঈশ্বর বুঝিয়া ঋষি এত ক্লেশ সহে ॥
সর্প অঙ্গে দিয়া রাজা হেরেন নয়নে।
পূর্ব্বের সমান ঋষি রহেন আসনে ॥
নাহি ফিরে চায় রাজা মেলিয়া নয়ন।
নাহিক কাঁপিল অঙ্গ স্পর্শন কারণ ॥
নাহিক বহিল শ্বাস নিশ্বাসের দ্বারে।
নাহিক কহিল কথা কোনও প্রকারে ॥
এহেন প্রভাব হেরি ঋষির রাজন।
ক্ষুব্ধমনে নিজ রাজ্য করেন গমন ॥
এদিকে ঘটিল মহা অনর্থ ঘটন।
যেমনে পাইল শাপ পাণ্ডব রাজন ॥
ঋষির কুমার এক আসিয়া তথায়।
হেরিল শমীক স্কন্ধে সর্প শোভা পায় ॥
এ কার্য্য হেরিয়া সেই ঋষির কুমার।
চলি যায় যথা রহে শমীক কুমার ॥
ক্রীড়াচ্ছলে তথা গিয়া উপহাস করে।
বলেন কুমারে তবে উপহাস করে ॥
তপ তব বৃথা শৃঙ্গি ! দেখাও প্রভাব।
বোঝা গেছে গুণপণা তব তপ-ভাব ॥
কি বলিব তব কথা শুনি হাসি পায়।
মৃত সর্প দুলে তব পিতার গলায় ॥

দিলেন নৃপতি সর্প তব পিতৃ গলে।
বৃথাই বড়াই তুমি কর কোন ছলে ॥
এহেন ভারতি শুনি শৃঙ্গি মহাঋষি।
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে নেহারেন দিশি
কি কারণে পিতৃস্কন্ধে সর্প দিল রাজা।
জিজ্ঞাসেন কুমারেরে তাই মহাতেজা ॥
জিজ্ঞাসিত হ'য়ে তবে ঋষির কুমার।
পরীক্ষিত ব্যবহার করেন প্রচার ॥
ক্ষত্রিয়ের দর্প তবে স্বকর্ণেতে শুনি।
ক্রোধেতে অধীর হন শৃঙ্গী মহামুনি ॥
হেরহ প্রভাব মোর বয়স্য সকলে।
ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করি তপোবলে ॥
মহামুনি মম পিতা নাহি জানি তাঁরে।
সর্প তাঁর স্কন্ধে দেয় কোন অবিচারে ॥
হউক রাজ্যের পতি কি ভয় আমার।
ঋষিজন প্রতি তাঁর একি ব্যবহার ॥
যথা হানিলেন তিনি মম পিতা মান।
সপ্তাহে তক্ষক তাঁর হরিবেক প্রাণ ॥
ঋষিজন প্রতি যেই অত্যাচার করে।
সপ্তম প্রকৃতি সহ তাহাতে সে মরে ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
সকলে বলহ এবে ব্রহ্মময় হরি ॥

ইতি পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের শাপ প্রাপ্তি শ্রবণে শমীকের বিলাপ।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
কি করিল অতঃপর শৃঙ্গী তপোবল ॥
এহেন বৃত্তান্ত শৃঙ্গী শুনিয়া শ্রবণে।
ধাইয়া আইল যথা পিতা যোগাসনে ॥
যথার্থ দেখিল গলে দোলে মৃত অহী।
কাতরে দহিল হৃদি সেই স্থানে রহি ॥
জনকের অপমান না পারি সহিতে।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেক ক্রন্দন করিতে ॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ মম পিতা বলে বার বার।
আজি তাঁর অপমান একি ব্যবহার ॥
হায় বিধি এত তপে একি হ'ল শেষ।
পিতার হানিল মান গলে মৃত শেষ ॥
কোথা যাব কি করিব সবে দিবে জ্বালা।
বলিবে পিতার গলে দোলে সর্পমালা ॥
পিতার দূষণ কথা শুনিবারে নারি।
আশ্রমে থাকিতে মোর ক্লেশ হৈল ভারি ॥
কোথা নাহি উচ্চভাষে ভাষিতে পারিব।
তপোবলে কার সনে আর না যুঝিব ॥
যত ছিল মান মম সব হ'ল নাশ।
হে বিধি ঘটালে কেন হেন সর্ব্বনাশ ॥
কপালে হানিয়া কর শৃঙ্গী কান্দে বসি।
মানস সতত তাঁর ঘেরিল তামসী ॥
নয়নের বারি ঝরে ভেসে যায় বুক।
সদা হাহাকার রব কাতর ভাবুক ॥
হেথায় শমীক মুনি ধ্যান শেষ করি।
হইলেন প্রকৃতিস্থ হৃষিকেশ স্মরি ॥
ধ্যান ভঙ্গে মহাঋষি হেরেন সম্মুখে।
কাঁদিছে কুমার তাঁর সকাতর দুঃখে ॥
কুমারে কাতর হেরি জিজ্ঞাসেন মুনি।
কি কারণে কাঁদ পুত্র বিবরণ শুনি ॥
বলিতে বলিতে ঋষি স্কন্ধে দিয়া কর।
দেখেন তথায় রহে মৃত অজাগর ॥
সর্পেরে ফেলিয়া দূরে পুছেন কুমারে।
কেন কাঁদ পুত্র বল আকুল অন্তরে ॥
পিতার আরতি শুনি বলিল কুমার।
যথা শাপিলেন তিনি পাণ্ডু অলঙ্কার ॥
হেন কথা শুনি ঋষি ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে।
পুত্রে তিরস্কার কত করেন আপনে ॥
কোন ধর্ম্ম বলে পুত্র শাপিলে রাজন।
সাধু রাজা কোন কালে দণ্ডের ভাজন ॥
নাহি জান নীতি তুমি নাহি ব্যবহার।
বৃথাই নাশিলে তুমি তপঃ আপনার ॥

হরি অংশে জন্ম তাঁর আদর্শ মহান।
একমাত্র কুরুকুলে তিনিই জীবন॥
সংশয়ে আরূঢ় হয়ে দিল মৃত সাপ।
তাহাতে না হয় তার কোনরূপ পাপ॥
তপের অযোগ্য তুমি নাহি কোন জ্ঞান।
মহাপাপ করিয়াছ করি অভিমান॥
না মারিল মোরে রাজা না ভাঙ্গিল ধ্যান।
গলে মোর সর্প দিয়া করিল প্রয়াণ॥
নির্দ্দোষ সেজন হয় গুরুদণ্ড হেন।
না হয় উচিত কভু করিবারে জেন'॥
বহু কষ্টে তপ মাত্র শিখিলে কুমার।
নাহি কিছু শিখিলে হে তার ব্যবহার॥
মহাজ্ঞানী মহারাজ নহে সাধারণ।
শাপিলে তাঁহারে পুত্র বল কি কারণ॥
রাজা না রহিলে রাজ্যে দস্যু ও তস্কর।
গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হবে অতঃপর॥
আশ্রমী মোদের তবে কেবা দিবে দান।
কেমনে জীবন ধরি তপে দিব প্রাণ॥
সামান্য রাজন নহে পরীক্ষিত বীর।
পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে ধরা শাসে ধীর॥
বিষ্ণুর কৃপায় হ'য়ে সর্ব্বশক্তিময়।
পরীক্ষিত পালে ধরা যেমন তনয়॥
অরক্ষিত হবে রাজ্য বিনা পরীক্ষিত।
কেন পুত্র করিয়াছ এহেন অহিত॥
দস্যুতে পূরিবে ধরা হরিবারে ধন।
অধর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্ম করিবে হরণ॥
মহামারী হবে ক্রমে ঔষধি বিহনে।
তাপেতে দহিবে উল্কা উদিবে গগনে॥
পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সংহারিবে সব।
হিংসাই হইবে ভবে প্রধান বিভব॥
কেহ বা হরিবে পশু কেহ অর্থ নারী।
কেহ বা হারায়ে সব হইবে ভিখারী॥
শাস্ত্র সব লোপ হবে দস্যু হবে রাজা।
শূদ্রেতে ব্রাহ্মণী হবে মূর্খে দিবে সাজা॥
আর্য্য ধর্ম্ম লোপ হবে কামে হবে রতি।
অর্থ লাগি ধর্ম্ম নাশে হবে মন্দগতি॥
কুক্কুর বানর সব হইবেক নর।
জাতি নাশে হবে ক্রমে বর্ণের সঙ্কর॥
যে রাজা বিহনে হয় এতেক ঘটনা।
কেন তারে শাপ দিলে কুমার বল না॥
সংসার অসার জানি ত্যজিবারে মায়া।
রাজ্য ত্যজি জ্ঞান লাগি ত্যজিবেন কায়া॥
রাজা বিনা অরাজক হবে রাজ্য সব।
ধর্ম্ম পথ লুপ্ত হবে অধর্ম্ম বিভব॥
নাহি কিছু দোষ তাঁর বুঝ নিজ মনে।
অতিথি হইয়া রাজা আসেন আপনে॥
তৃষ্ণায় আকুল রাজা বিশ্রাম কারণ।
আমার আশ্রমে তাঁর হয় আগমন॥
ঋষির উচিত কার্য্য আতিথ্য সৎকার।
আমারে সংযমী হেরি হন চমৎকার॥
সুরম্য আশ্রম বটে অতি সুগঠন।
আশ্রমে রহেন কিন্তু জড় একজন॥
জড়যোগে ঋষিগণ নাহি ভাঙ্গে ধ্যান।
অথচ আশ্রমে আছে নিয়ম বিধান॥
নাহি আর অন্য প্রাণী ইহার মাঝারে।
তবে মোরে ভণ্ড তিনি ভাবেন বিচারে॥
ত্বগিন্দ্রিয় গুণ তিনি বুঝিবারে মনে।
ঘৃণার্হ সর্পেরে গলে দিলেন আপনে॥
অতি জ্ঞানবান রাজা করিল প্রধান।
বৃথা তারে পুত্র তুমি শাপ দিলা দান॥
উচিত মোদের ছিল আতিথ্য সৎকার।
তাহা বিনা শাপ দিলে একি ব্যবহার॥
বিনা দোষে অন্য জনে দণ্ডে যেইজন।
তাহার সমান পাপী না আছে ভুবন॥
সেই হেতু মহাপাপ হইল তোমার।
এ পাপে মোচন কিসে করহ বিচার॥
হেন কার্য্য কভু পুত্র আর ক'রো নাই।
ঋষির ক্রোধেতে শান্তি সর্ব্বদাই চাই॥

হরিরে ভজিয়া তপে সিদ্ধ হয় যেই।
শত্রুরূপ রিপু কেন আর ধরে সেই ॥
হরিভক্ত প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে।
তিরস্কার অপমান কিম্বা আঘাতিলে ॥
হরিভক্ত প্রতি কেন অকারণ ক্রোধ।
বিনা দোষে কেন তার লহ প্রতিশোধ ॥
হেন কার্য্য তব পুত্র না হ'ল উচিত।
ভুবনে অযশ তব রহিল ঘোষিত ॥
এতেক বিলাপি ঋষি পুত্রে দিয়া জ্ঞান।
ভাবেন রাজার ভাব মুদিয়া নয়ন ॥
হেন শাপে রাজা কভু ক্রোধী নাহি হন।
অপকারী জন দোষ না করি গ্রহণ ॥
যেজন শাসেন ধরা এ ভুবন মাঝে।
কাম ক্রোধ রিপুকার্য্য নাহি তাঁরে সাজে
সুখ নাহি দুঃখ নাহি তাঁহার অন্তরে।
সতত আনন্দময় পৃথিবী ভিতরে ॥
লাভেতে না হয় হৃষ্ট কভু সাধুজন।
অলাভে না হন রুষ্ট ভাবিয়া আপন ॥
হেন সাধু পরীক্ষিত আপন অন্তরে।
দুঃখে সুখে সম ভাব পৃথিবী ভিতরে ॥
হেন রাজা জ্ঞান লভি ত্যজিবে জীবন।
সংসারের যত সুখ হবে বিনাশন ॥
পাণ্ডুবংশধর রাজা অতি গুণবান।
মুক্তি লাগি সচিন্তিত হইবে পরাণ ॥
এতেক বিলাপি ঋষি ভাবেন অন্তরে।
পরীক্ষিত দেহ নাশ কল্যাণের তরে ॥
ভাগবত মহা-গীত হরিকথা সার।
হরি হরি বল সবে সর্ব্ব সারাৎসার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
সকলে বলহ এবে ব্রহ্মময় হরি ॥

ইতি শমীক বিলাপ সমাপ্ত।

শৃঙ্গী প্রদত্ত শাপ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের
বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
কি করেন অতঃপর রাজা মহাবল ॥
আশ্রম হইতে রাজা করিয়া প্রয়াণ।
ফিরেন আপন রাজ্যে হ'য়ে সন্দিহান ॥
অতীব ধার্ম্মিক রাজা সদা ধর্ম্মে মতি।
অন্যায় করিয়ে মনে ব্যথা পান অতি ॥
গুপ্ততেজা শমীকেরে না পারি চিনিতে।
সর্পেতে হরেণ মান ভাবি বিপরীতে ॥
অনার্য্য করিলা কার্য্য হ'য়ে আর্য্য সুত।
ঘটিল তাঁহার দ্বারা অতীব অদ্ভুত ॥
মম হস্তে অপমান হ'য়ে মহাযোগী।
ধ্যান ভঙ্গে শাপিবেন গলে দেখি ভোগী ॥
এ হেন সংশয়ে রাজা সচঞ্চল মতি।
হেন কার্য্যে মৃত্যু মাত্র হন অবগতি ॥
হউক মরণ মোর নাহি তাহে দুঃখ।
চাহি না অনিত্য এই সংসারের সুখ ॥
যেন আর জন্মে মম হেন কার্য্যে মতি।
নাহি দেন সেই হরি অখিলের পতি ॥
মহাযোগী অপমান করিলাম আমি।
হইয়া পাণ্ডব পুত্র ভুবনের স্বামী ॥
হেন অপযশ মোর গাহিবে সকলে।
তদপেক্ষা মৃত্যু মোর শ্রেয় কর্ম্মফলে ॥
বিলম্বে নাহিক কার্য্য ত্যজিবারে দেহ।
ইচ্ছা মোর এইক্ষণে ত্যজি রাজ্য গেহ ॥
ব্রহ্মতেজ অপমান করিয়াছি আমি।
লউন জীবন ধন সেই ঋষি স্বামী ॥
মম সম হতভাগ্য আর কেবা আছে।
হরিরে ভুলিনু আমি হরি পেয়ে কাছে ॥
দেহ মাত্র জীবনের ভোগের আগার।
ইন্দ্রিয় অন্তর বাহ্য সকল তাহার ॥

দেহ সহ হোক সেই সকল বিনাশ।
গুরু বা ব্রাহ্মণ পীড়া নাহি রহে আশ ॥
মহাপাপ করিলাম কিসে পাব মুক্তি।
কেই বা আমারে দিবে সেই হেন যুক্তি ॥
হেন চিন্তা মনে মনে ভাবেন রাজন।
অন্তর ব্যাকুল তাঁর সংশয়িত মন ॥
পুত্রের শাপের কথা সত্য করিবারে।
শমীক পাঠান শিষ্য রাজার আগারে ॥
শিষ্যেরে বলেন তিনি বিনয়ে সকল।
অগ্রেতে পূজিবে রাজা সকল মঙ্গল ॥
পরেতে আশীষ দিবে আমার নামেতে।
দিবে ধর্ম্ম উপদেশ বাখানি মনেতে ॥
পরেতে কহিবে কথা শাপের কারণ।
প্রাক্তনের ফল রাজা ভুঞ্জহ আপন ॥
শমীকের শিষ্য আসি রাজার আগারে।
আশীষ রাজারে করে শিক্ষিত আচারে ॥
কুশলের পরে কহি শাপের কারণ।
সভা ত্যজি মুনিবর করিল গমন ॥
শাপের কারণ শুনি ভাবিয়ে অন্তরে।
আনন্দিত রাজা হন হরিষের ভরে ॥
মুক্তির কারণ রাজা ছিলেন ব্যাকুল।
ঋষি শাপে মুক্তি লভি পাইলেন কূল ॥
তক্ষক দংশনে মৃত্যু করিয়া নিশ্চয়।
রাজ্যভোগ ত্যজিলেন পাণ্ডব তনয় ॥
সংশয় মাঝারে জ্ঞান উদিল তাঁহার।
শাপ নয় তাঁর পক্ষে ইহা শুভ বর ॥
অতি বুদ্ধিমান রাজা বয়সে নবীন।
দেহের ভোগের নাশ করিলেন হীন ॥
পুত্রেরে সঁপিয়া রাজ্য ভাবিয়া মনীষা।
পরিলেন অন্তরেতে বৈরাগ্যের ভূষা ॥
ইহলোক পরলোক ভাবিয়া কল্পনা।
রাজ্যেতে নাহিক সুখ করেন জল্পনা ॥
জ্ঞান পদ্মাসনে বসি ইন্দ্রিয় বিনাশি।
দেখিলেন সংসারেতে স্বর্গ রাশি রাশি ॥
সেইক্ষণে আত্মজ্ঞান লভিলেন মনে।
তাঁহার সমান জ্ঞানী কে আর ভুবনে ॥
স্বর্গের বিভব তার করতল গত।
হরিতেই অনুক্ষণ থাকে যেই রত ॥
ইহলোক পরলোক করয়ে বাসনা।
বাসনাতে জন্ম মৃত্যু বেদের রচনা ॥
জন্ম মৃত্যু কষ্ট আর নাহি সহিবারে।
পূর্ণ ভক্তি মনে মনে ভাবেন বিচারে ॥
হরিপদ সেবা মাত্র সকলের সার।
কোথায় সে পদ রহে সতত বিচার ॥
আত্মাই হরির পদ পরমাত্মা হরি।
সেইজন জ্ঞানী বুঝে পায় মুক্তি তরি ॥
জনম মরণ আর ভবে নাহি হয়।
হরির মায়ায় রূপ পঞ্চভূতে রয় ॥
সেইজ্ঞান লভিবারে রাজা পরীক্ষিত।
ত্যজিলেন রাজ্য ধন ভাবিয়া অহিত ॥
কাঁদিলেন পুত্র তাঁর প্রেয়সী রমণী।
কাঁদিল বদন ধরি স্নেহের জননী ॥
কাঁদিলেক প্রজাকুল প্রভুর কারণ।
কাঁদিল সকলে গুণ করিয়া স্মরণ ॥
মায়াময় এ সংসার ভাবি নিজ মনে।
ত্যজিলেন সব বস্তু বিবেক সেবনে ॥
হরির সাধনা লাগি পুণ্য গঙ্গাতীরে।
যান সেই মহারাজ অতি ধীরে ধীরে ॥
অনশনে রন তথা হরি-ব্রত ধরি।
যাহাতে পাবেন ভব-সাগরেতে তরি ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি ॥

ইতি শৃঙ্গী-প্রদত্ত শাপ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের বৈরাগ্য-ব্রত ধারণ ও মহর্ষিগণের সমাগম।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা হ'য়ে অবিচল ॥
গঙ্গার বারির গুণ কেমনে বর্ণিব।
অন্তরের গূঢ়ভাব কেমনে বলিব ॥
যে জন সতত সেবে বিষ্ণুর চরণ।
তুলসী মিশ্রিত রজে সদা সুশোভন ॥
ভক্তিভরে সে চরণ হেরে অহোরাতি।
হরিপদে গঙ্গা খেলে আনন্দেতে মাতি ॥
এমন গঙ্গার ভাব যেজন বুঝিয়া।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে যোজনে থাকিয়া ॥
মুক্তি তার করতলে কৃপায় গঙ্গার।
অন্তর বাহির শুদ্ধ সতত তাহার ॥
অপার মহিমা তার কহিব কেমনে।
ইহলোকে পরলোকে মুক্ত সেইজনে ॥
স্বর্গেতে অলকানন্দা মর্ত্ত্যে গঙ্গা নামে।
ভোগবতী নাম খ্যাত পাতালের ধামে ॥
বিষ্ণুর চরণ সেবি এ হেন প্রভাবে।
তিনলোক পরিত্রাণ করে এক ভাবে ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় জানি জন্মি মর্ত্ত্যভূমে।
মুক্তি জ্যোতি বিনা কেবা চাহে পাপধূমে ॥
গঙ্গাই মুক্তির পথ কর্ম্মজ্ঞানে হয়।
মর্ত্ত্যভূমে হরিনাম গঙ্গা বিনা নয় ॥
বিষ্ণুপদ নাম তার ত্রিলোকে প্রচার।
তার তীরে বসে যেই পায় মুক্তিভার ॥
সেই হেতু পরীক্ষিত পাণ্ডুবংশধর।
কর্ম্মজ্ঞান শেষে যান গঙ্গায় সত্বর ॥
মুনি-ব্রত ধরি রাজা অবধূত বেশ।
ধরিলেন নাহি রাখি হৃদে মায়ালেশ ॥
যে কেশে শোভিত সদা চাঁচর চামর।
মুণ্ডিত করেন তাহা দিয়া নিজকর ॥
যে কর্ণে শোভিত ছিল হীরক কুণ্ডল।
তথায় শোভিত আজি চন্দন কেবল ॥
যে শিরে শোভিত ছিল হীরক মুকুট।
দূরে তাহা ত্যজিলেন ভাবি কালকূট ॥
কণ্ঠেতে শোভিত ছিল মণিময় হার।
তুলসীর মালা শোভে বিহনে তাহার ॥
যে করে শোভিত ছিল হীরক-বলয়।
রুদ্রাক্ষের মালা তথা বিচিত্র শোভয় ॥
যে অঙ্গে সতত ছিল সুবর্ণের সাজ।
চীরমাত্র তথা শোভা পাইলেক আজ ॥
রাজসিংহাসন যাঁর আছিল আসন।
রত্নাপেক্ষা শিলা ভাল বাসিল সেজন ॥
নয়ন কটাক্ষে যার যুবতী মোহিত।
সে তারকা ঊর্দ্ধগতি ধ্যানে নিয়োজিত ॥
শম, দম, ভেদ, দণ্ড আছিল বিচার।
হরিনাম বিনা মুখে নাহি কিছু আর ॥
দেবরাজ সভা সম সভা মনোহর।
তাহা ত্যজি গঙ্গাতীরে অতি শোভাকর ॥
ছত্রদণ্ড কত শত চামর ব্যজন।
ত্যজিয়া সে সব মাত্র হরি পদে মন ॥
মেঘ তাঁর চন্দ্রাতপ তারকা হীরক।
সূর্য্য সূর্য্যকান্ত জ্যোতি শোভে ঝকমক্ ॥
বিজলি পবন বহে সৌরভ মাখিয়া।
পক্ষী গায় মধুস্বর বিটপে বসিয়া ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে নর্ত্তকের সম।
কল কল গঙ্গাজল বাদ্য নিরুপম ॥
এ হেন বৈরাগ্য রাজা লভিয়া অন্তরে।
বিষ্ণুনদী তীরে আসি হরিধ্যান করে ॥
হরিনাম সদা মুখে হরি আভরণ।
হরি নামামৃত পান হরিপদে মন ॥
যোগাসনে বসি রাজা নয়ন মুদিয়া।
অন্তর বুঝেন সদা জ্ঞানেতে চাহিয়া ॥
বৃষ্টি রৌদ্রে ভয় নাহি, দেখে নাহি মায়া।
দিবা নিশি ভেদ নাহি মিথ্যা ভাবি কায়া ॥

এ হেন সংবাদ ক্রমে যাইল চৌদিকে।
মুনি ঋষিগণ ক্রমে শুনে দিকে দিকে ॥
অদ্ভুত বৈরাগ্য কথা করিয়া শ্রবণ।
ধাইয়া আইল তথা দেখিতে রাজন ॥
ধন্য পাণ্ডুবংশ রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
রাজ্য ত্যজি বংশধর হরি ভাবে মনে ॥
এই কথা ভাবি মনে যত মহাঋষি।
আসিলেন একে একে হ'তে দশদিশি ॥
কি কব প্রভাব সব মহাপুণ্যময়।
যাঁদের দর্শনে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥
সেই সব মহাজন সহ শিষ্যগণ।
আসিলেন একে একে যথায় রাজন ॥
বশিষ্ঠ চ্যবন অত্রি ভৃগু শরদ্বান।
অঙ্গিরা অরিষ্টনেমী, রাম গুণবান ॥
পরাশর বিশ্বামিত্র উতঙ্ক উদ্দল।
ইধ্মবাহ মেধাতিথি ঔর্ব্ব তপোবল ॥
মৈত্রেয় গৌতম আর ভরদ্বাজ ব্যাস।
নারদ অগস্ত্য আর কত তপোন্যাস ॥
দেবর্ষি রাজর্ষি আর কত ঋষিজন।
মহর্ষি অরুণ আদি কত অগণন ॥
রাজারে হেরিতে আর কল্যাণ ইচ্ছায়।
আসিল যতেক ঋষি কহা নাহি যায় ॥
কৃতার্থ ভাবিয়া মনে পাণ্ডু নরপতি।
ঋষিগণ পদ হেরি করেন প্রণতি ॥
সবাকার স্থান রাজা করিয়া নির্দ্দেশ।
সকলে প্রণাম করি সুধান সন্দেশ ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে পরে সুবুদ্ধি রাজন।
কহেন বিনয়ে সবে আপন প্রাক্তন ॥
সবারে সম্বোধি রাজা কহেন বচন।
ধন্য পন্য পাণ্ডুবংশে আমার জনম ॥
কত কত রাজা আছে এ ভুবন মাঝে।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি আজি নৃপসাজে ॥
রাজার কল্যাণ লাগি কয় জন ঋষি।
আসেন তাঁহার কাছে হ'তে দশ দিশি ॥

কি ভাগ্য আমার আজি না পাই ভাবিয়া।
সেবিনু সকল ঋষি বৈরাগ্যে আসিয়া ॥
বৃথাই সে রাজপদ মাত্র অভিমান।
কুকর্ম্মের পাত্র মাত্র মায়া বাসস্থান ॥
কি সাধ্য তাহারা করে ব্রাহ্মণ সেবন।
কি সাধ্য নৃপেতে সেবে মহর্ষি চরণ ॥
সেই রাজ্য অভিমানে মাতিয়া তখনি।
পাইলাম বিপ্র শাপ প্রকাশ্য আপনি ॥
সেই অভিমানে আশা হৃদয়ে উদিয়া।
সংসারে আনিত মোরে শাপেতে ডুবিয়া ॥
শুন শুন মম কথা ঋষির সমাজ।
বিপ্রশাপ মম হিত করিল যে আজ ॥
হরিপদ বুঝাবারে আপনি ঈশ্বর।
বিপ্রশাপ রূপে তিনি লন কলেবর ॥
সংসারে থাকিলে সদা ভয়ের কারণ।
মায়া না ছুটিলে ত্যজে কে কবে জীবন ॥
বৈরাগ্যে কিসের ভয় মায়া নাহি যার।
ছায়া মাত্র ভোগ স্থান সকলি অসার ॥
সে হরির মায়া কিছু বোঝা নাহি যায়।
শাপরূপে জ্ঞান তিনি দিলেন আমায় ॥
শাপান্বিত বটে আমি কিন্তু ভাগ্যবান।
তোমা সবাকারে সেবি প্রফুল্লিত প্রাণ ॥
আমি মহা পাপময় জেনো ঋষিগণ।
সেই হেতু ঈশ্বরেতে সঁপিয়াছি মন ॥
সবার শরণ আমি এবে লইলাম।
ইচ্ছামাত্র পাই যেন সেই মুক্তিধাম ॥
লইনু মানসে আমি গঙ্গার শরণ।
মুক্তি যাঁর অঙ্গে ভাসে হরির চরণ ॥
হউক তক্ষক কিম্বা দ্বিজবর মায়া।
দংশন করুক মোরে নাশিবারে কায়া ॥
যতদিন সেই ভাগ্য না হয় আমার।
রহিলাম এই ভাবে করি হরি সার ॥
সবাকার পদে ঋষি করি নমস্কার।
শুনাও সকলে মোরে হরি কথা সার ॥

অনন্ত যাঁহার নাম অপার মহিমা।
বর্ণনায় কিছুমাত্র নাহি যাঁর সীমা ॥
এই আশীর্ব্বাদ মোরে কর ঋষিজন।
পাপ নাশে হয় যেন হরিপদে মন ॥
হরির করুণা যেন দেখিবারে পাই।
হরি বিনা এ পাপেতে নিস্তার যে নাই ॥
আর আশীর্ব্বাদ মোরে কর ঋষিজন।
হরির কথায় যেন রত হয় মন ॥
আর আশীর্ব্বাদ মোরে কর ঋষিজন।
যে যোনিতে মোর পরে হইবে জনম ॥
হরির চরণ যেবা সেবে অনুক্ষণ।
তাঁর সহ যেন হয় মিত্রতা বন্ধন ॥
হেন তাপ মনে করি সেই পাণ্ডুবীর।
বিষয় বাসনা ত্যজি হইলেন ধীর ॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার নিজে নৃপমণি।
বৈরাগ্য করেন হৃদে সর্ব্ব সম গণি ॥
গঙ্গার দক্ষিণ কূল খ্যাত মুক্তি স্থান।
বসি তথা হরি পদে সঁপিলেন প্রাণ ॥
তুচ্ছ হ'ল সিংহাসন দর্ভাসন সার।
হরি মাত্র বাণী আর গঙ্গাজলাহার ॥
অনশন ব্রত তাঁর মুক্তির কারণ।
ঋষিজন হরিগুণ করান শ্রবণ ॥
হেন পুণ্য ক্রিয়া হেরি যত দেবগণ।
করিলেন থরে থরে পুষ্প বরিষণ ॥
দুন্দুভি বাজিল সদা মঙ্গল কারণ।
সাধু সাধু কথা সদা কহে ঋষিজন ॥
রাজার ভকতি হেরি মহর্ষি সকল।
কহেন তাঁহারা সবে ভাগ্য ফলাফল ॥
রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ তুমি কৃষ্ণ পরায়ণ।
এ হেন বৈরাগ্য তব উচিত সেবন ॥
তব ভাগবত আত্মা ত্যজিয়া শরীর।
যে অবধি পরলোকে নাহি যাবে ধীর ॥
সে অবধি মোরা সবে না যাব ভবন।
দেখিব সকল তব হ'য়েছে মনন ॥

এ হেন সম্ভাষা করি যত ঋষিজন।
বসিয়া তথায় কহে হরির কথন ॥
হরিনাম হরিধ্বনি হরি মাত্র সার।
হরি ভিন্ন অন্য নাহি তথায় আচার ॥
মূর্ত্তিমান বেদ যেন তথায় আসিল।
মুনিগণ মুখে আসি হরি প্রকাশিল ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
মজ মন হরিপদে ত্যজিয়া সংসার ॥
যে শুনিবে যে পড়িবে এই হরি কথা।
ঘুচিবে সংসার-দুঃখ তাহার সর্ব্বথা ॥

ইতি মহর্ষি সমাগম সমাপ্ত।

পরীক্ষিত কর্ত্তৃক ঋষিগণের প্রতি প্রশ্ন ও শুকদেবের সমাগম।

সূত বলে ঋষিগণ শুন দিয়া মন।
অতঃপর কি করেন পাণ্ডব রাজন ॥
শুনিয়া আরতি রাজা ঋষিগণ মুখে।
বিষ্ণু কথা শুনি মগ্ন অপার্থিব সুখে ॥
বিষ্ণু কথা শুনিবারে বাড়ে অভিলাষ।
প্রণমিয়া সবে রাজা করেন প্রকাশ ॥
কি কব কৃপার কথা মহা ঋষিজন।
দেশান্তর হ'তে সব করি আগমন ॥
সন্তোষ করিতে মোরে সবাকার আশ।
পূরাও সকলে মিলে মম অভিলাষ ॥
কি আনন্দ আজি মোর হৃদয়ে উদয়।
যেন সত্যলোক আসি সম্মুখে শোভয় ॥
সত্যলোক সহ চারি বেদ মূর্ত্তিমান।
তত্ত্বজ্ঞানী সবে আমি মম সন্নিধান ॥
কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্ত্য হউক যে লোক।
হিতার্থে সবার গতি নাশিবারে শোক ॥
পরহিতে মতি ধর্ম্ম তোমা সবাকার।
করহ আমার হিত করিয়া প্রকার ॥

সেই কথা মনে ভাবি জিজ্ঞাসি সবায়।
উপযুক্ত যুক্তি দিয়া তারহ আমায় ॥
একমাত্র এই প্রশ্ন আমার অন্তরে।
কোন কার্য্যে বিশুদ্ধতা সংসার ভিতরে ॥
একমত করি সবে মনেতে বিচারি।
বলহ আমায় যাহে তরি ভববারি ॥
সংসার তেয়াগি যবে মুমুর্ষু হইব।
তখনি বা কোন কার্য্য করিতে পারিব ॥
সংসার মুক্তির পথ দেখাও সকলে।
রাজ্যধন সব মিথ্যা এ মহীমণ্ডলে ॥
অনিত্য বস্তুতে মোর নাহি প্রয়োজন।
দয়া করি বল কিসে পাই নিত্যধন ॥
এই কথা প্রকাশিলে এ তিন ভুবনে।
ধর্ম্মার্থ বুঝিবে সবে এ পাপ জীবনে ॥
অতএব দয়া করি যত ঋষিজন।
হেন কথা বল সবে করি স্থির মন ॥
এ হেন আরতি শুনি মহর্ষি সকল।
লাগিল কহিতে স্থির জ্ঞানের কৌশল ॥
বিচার করিয়া স্থির একে একে কহে।
যাহার মতিতে যাহা সর্ব্বোত্তম রহে ॥
কেহ বলে যজ্ঞ কর তুমি মহারাজ।
যজ্ঞের সমান শ্রেষ্ঠ নাহি অন্য কাজ ॥
যজ্ঞেতে হরিরে কর আহুতি প্রদান।
তাহাতেই মহারাজ পাবে পরিত্রাণ ॥
দেশে দেশে এই খ্যাতি সকলে ঘোষিবে।
সুকৃতি আপনি আসি তোমারে স্পর্শিবে ॥
আর জন বলে শুন পাণ্ডুবংশ-কেতু।
যোগের বাসনা কর মোক্ষলাভ হেতু ॥
যোগবলে হরি কেবা জানিয়া অন্তরে।
আনন্দে রহিবে এই সংসার ভিতরে ॥
যোগের সাধনে তুমি পাবে যোগী নাম।
কুম্ভক রেচক আর প্রাণায়াম ধাম ॥
কত বা সাধনা তাহে কেমনে কহিব।
হরি জানিবারে পথ দেখাইয়া দিব ॥
আর জন বলে তপ করহ রাজন।
ব্রহ্ম পদ্ম ঊর্দ্ধ করি স্থির কর মন ॥
ঊর্দ্ধপদে নিম্ন শিরে অগ্নির দাহনে।
শীতে রহ জলমধ্যে, গ্রীষ্মেতে কিরণে ॥
বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজি খাবে পত্র ফুল।
ওঁঙ্কার জপিবে মনে আনন্দে অতুল ॥
তাহাতে পাইবে হরি অন্তরে দর্শন।
হরিমূর্ত্তি হেরে হবে সার্থক জীবন ॥
হরি-পদ আশা করি ত্যজিলে জীবন।
আর না হইবে তব এ ভব দর্শন ॥
কেহ বলে কর দান বলির সমান।
সাত্ত্বিক পুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥
অন্ন হীনে অন্ন দাও বস্ত্রহীনে বাস।
দুঃখীর নাশহ দুঃখ পূরি অভিলাষ ॥
বিদ্যাহীনে বিদ্যা দাও গৃহ হীনে স্থান।
পাত্রের বিচার করি তুমি কর দান ॥
দানেতে আপনি হরি তুষ্ট অতিশয়।
অচিরে পরম পদে দিবেন আশ্রয় ॥
তাই বলি দান কর পাণ্ডব রাজন।
তার ফলে পাবে তুমি বিষ্ণুর চরণ ॥
এমতে বাদানুবাদ হইতে লাগিল।
বাহির মহলে গোল হঠাৎ উঠিল ॥
সভয়ে আসন ছাড়ি সকলে দাঁড়ায়।
উপবীত করে করি হরিগুণ গায় ॥
রাজা বলে একি একি হ'ল কি প্রমাদ।
কেন বা সকলে করে এতেক বিবাদ ॥
ক্রমে মহাযোগী শুক প্রবেশে সভায়।
বালকেতে পরিবৃত কেহ হাসে গায় ॥
কেহবা তাঁহার পাছে দেয় করতালি।
কেহবা না চিনে তারে দেয় নানা গালি ॥
দ্বন্দ্বাতীত নির্ব্বিকার ব্যাসের কুমার।
মৃদুমন্দ হাস্য আর উজ্জ্বল আকার ॥
ঊর্দ্ধে তুলি দুই বাহু স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
দৃষ্টিমাত্রে শান্তি পায় আকুলিত প্রাণী ॥

বয়স ষোড়শ মাত্র সুন্দর আনন।
অতীব উজ্জ্বল মূর্ত্তি সুন্দর বরণ ॥
দীর্ঘ বাহু দীর্ঘ পদ বিশাল উরস।
গাত্র সুকোমল আর নয়ন সরস ॥
কম্বুর সমান কণ্ঠ কপোল মাংসল।
আবর্ত্ত সদৃশ নাভি কেশ ঝলমল ॥
উলঙ্গ নাহিক বাস কান্তি মনোহর।
সর্ব্ব তত্ত্ব চিহ্নযুক্ত শুদ্ধ কলেবর ॥
সভার মাঝারে আসি তুলিলেন বাহু।
মুনিজন মুখচন্দ্র যেন গ্রাসে রাহু ॥
সকলে দাঁড়ায়ে তাঁরে আদর করিল।
রাজা পরীক্ষিত তাহে আত্ম সমর্পিল ॥
পাগল ভাবিয়া পাছে আছিল বালক।
অজ্ঞান পুরুষ আর নারী নাবালক ॥
এ হেন সম্মান তাঁর সভায় নেহারি।
প্রস্থান করিল ভয় মনেতে বিচারি ॥
বসিতে আসন দিয়া পূজেন রাজন।
বসিলেন শুকদেব আনন্দিত মন ॥
কিবা শোভা সে সবার কেমনে কহিব।
ত্রিভুবনে অনুপম উপমা কি দিব ॥
অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিবারে নারে।
নরলোক মাঝে কেবা বর্ণিবারে পারে ॥
এই মাত্র বলি তবে শুনহ সুজন।
দেব রক্ষ নাগ যক্ষ সর্ব্ব অতুলন ॥
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি আর রাজার প্রধান।
তাঁরা হন গ্রহ তারা ঋকের সমান ॥
শুক তাহে চন্দ্রসম বিতরে কিরণ।
এ হেন শোভায় মুগ্ধ পরীক্ষিত মন ॥
বহু স্তুতি করি রাজা করি স্থির মন।
শুকেরে কহেন তিনি মধুর বচন ॥
কি কব মহিমা তব আমি মূঢ়মতি।
যার গৃহে তব পদ তার পুণ্য অতি ॥
কি ভাগ্য লভিনু আমি বর্ণিবারে নারি।
ক্ষত্র হ'য়ে তব পদ সেবিবারে পারি ॥
আপন ইচ্ছায় দেব করি আগমন।
সার্থক করিলে মোর এ পাপ জীবন ॥
অসুরের পাপনাশ বিষ্ণু সন্নিধান।
তোমা দেখি তথা পূত হ'ল মোর প্রাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত দয়া এ বংশ উপর।
রহিয়াছি তাই মোরা সুখী নিরন্তর ॥
ভাগিনেয় পুত্র বলি মনে আছে তাঁর।
আমারে তরিতে তাঁর এই ব্যবহার ॥
অতীব পাপাত্মা আমি তারিতে আমায়।
কৃষ্ণরূপে হে ব্রহ্মন্! স্বাগত হেথায় ॥
কি কব তোমার গুণ সামান্য মানব।
অতীব অদ্ভুত হেরি তোমার বৈভব ॥
আছে কিছু অভিলাষ জিজ্ঞাসি তোমায়।
কৃপায় করহ দেব পবিত্র আমায় ॥
বল দেব কোন কার্য্যে যোগী সিদ্ধ পায়।
হরিরে হেরিবে যোগী করি কি উপায় ॥
কোন কার্য্যে সেই সিদ্ধি হইবে উদয়।
কোন বা নিয়মে সেই কার্য্য মহাশয় ॥
শ্রোতব্য অথবা জপ্য স্মরণ ভজন।
কোন বা উপায়ে কার্য্য সাধিবেক মন ॥
অনুগ্রহ করি দেব করহ প্রকাশ।
কলুষ-সাগর-বারি হউক বিনাশ ॥
জানি আমি তব স্থিতি যথা জনপদে।
গো-দোহনকাল মাত্র পায় তব পদে ॥
অন্তিম উদয় মোর বড় আশা মনে।
শুনিব সে হেন যোগ এ হেন জীবনে ॥
রাজার আরতি শুনি ফুল্ল শুক ঋষি।
আরম্ভেন কহিবারে বেড়ি দশদিশি ॥
স্থাবর জঙ্গম যত হ'লো সবে স্থির।
পবন বহিল মৃদু স্থির নিধি নীর ॥
সূর্য্যের কিরণ হ'লো বসন্ত সমান।
পশু পক্ষী নর নারী করে স্থির প্রাণ ॥
শুক মুখামৃত রস গলিতে লাগিল।
ভাবুক করিয়া পান উন্মত্ত হইল ॥

সূর্য্যবংশ জাত যেই বিশ্বামিত্র কুল।
প্রকাশিতে এ ভারতে কায়স্থ সঙ্কুল॥
বল্লালের মান্যমতে বঙ্গের কুলীন।
বঁড়িষা সমাজে খ্যাত কালীদাস দীন॥
তাঁহার বংশীয় বাস কুমার নগর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা অতি শোভাকর॥

চণ্ডীচরণ নাম তার চণ্ডীর সেবনে।
পিতামহ পিতা তিনি জ্ঞাত সর্ব্বজনে॥
কালিদাস পুত্র নাম উমেশ তাঁহার।
তাঁহার ঔরসে দাস দেখিল সংসার॥
প্রথম স্কন্ধের কথা উপেন্দ্র রচিল।
হরিপদে দাও মন ত্যজিয়া পঙ্কিল॥

প্রথমস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ

রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
অবধান কর পরে প্রশ্ন ফলাফল॥
যে প্রশ্ন করিলা রাজা শুকের সদনে।
উত্তর করেন শুক আনন্দিত মনে॥
শুক বলে শুন এবে পাণ্ডু অলঙ্কার।
যে প্রশ্ন করিলা তুমি অতি চমৎকার॥
উহাতে সাধিত হবে ত্রিলোকের হিত।
আত্মজ্ঞান সবে লভি হবে পুলকিত॥
ভুবনে অনেক শাস্ত্র রয়েছে প্রচার।
শ্রবণ মনন আর নিষিদ্ধ আচার॥
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তব প্রশ্ন ভাব।
আছিল ভুবনে উহা প্রচার-অভাব॥
সাগর সমান শাস্ত্র করিলে মন্থন।
তবেতো জানিবে আত্মা করি স্থির মন॥
সংসারী হইয়া কেবা করিবে সে কাজ।
ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা নৃপতি হে আজ॥
যে জন নাহিক করে ভাবনা আত্মার।
মোক্ষার্থে শ্রোতব্য শাস্ত্র তাহার প্রচার॥
শুনিয়া পাইবে মোক্ষ ভাবিয়া সে জন।
আনন্দেতে হ'য়ে রহি সংসারে মগন॥
অতি গোপনীয় কথা ভাবহ অন্তরে।
জনমি আত্মারে যেবা নাহি দৃষ্টি করে॥
দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া যে জন।
নাহি পারে ছেদিবারে মায়ার বন্ধন॥
বৃথাই আয়ুর নাশ করিয়া সে জন।
নিদ্রাসুখে রতিরঙ্গে কাটায় জীবন॥
মায়ার প্রভাব কিবা নাহিক বুঝিয়া।
কুটুম্ব পোষণে দিবা কাটায় মাতিয়া॥
অর্থের কারণ করি পরের সেবন।
বিফলে কাটায় সেই আপন জীবন॥
আশ্চর্য্য তাদের জ্ঞান আমি মনে মানি।
সংসার অনিত্য মাত্র মানসেতে জানি॥
অপত্য কলত্ররূপ সেবাতে মাতিয়া।
সকল অনিত্য ইহা না হেরে বুঝিয়া॥
মায়ায় আসক্ত হ'য়ে কাটায় জীবন।
নাহি ভাবে মনে কভু হইবে মরণ॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন।
পিতার মরণে স্বীয় মৃত্যু বিস্মরণ॥

বৃথাই সংসার-মায়া বুঝহ হৃদয়ে।
আশা যত পূর্ণ হয় ততই বাড়য়ে॥
সংসারের সেবা যেবা করে হ'য়ে জ্ঞানী।
সংলিপ্ত না হয় তাহে শ্রেষ্ঠ বলি মানি॥
অতএব হে ভারত করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রিয়ে করহ বশ মায়ার বন্ধন॥
যদি তব অভিলাষ সে অভয় পদ।
সদা শুন হরিনাম নাশিতে বিপদ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন কর মজ হরিনামে।
একান্তে করিলে যাবে সে বৈকুণ্ঠধামে॥
যেবা শুনে হরিনাম সফল জীবন।
যেবা সে কীর্ত্তন শুনে লভিয়া জনম॥
যেবা সেই নাম শুনে হ'য়ে একমন।
সেই জন ক্রমে লভে পরমার্থ ধন॥
কিসে হরিপদে মন মজিবে সংসারে।
করিব বিহিত তার বিবিধ বিচারে॥
অগ্রেতে পড়িবে সাংখ্য আত্মার বিচার।
পরে পাতঞ্জল যোগ কর ব্যবহার॥
এ হেন নিয়মে হরি যে করে সেবন।
সে জন হৃদয়ে করে বৈকুণ্ঠ-দর্শন॥
এ হেন উপায়ে যেবা করয়ে সাধন।
মুক্তি তার করতলে হেরয়ে নয়ন॥
অতএব কর রাজা পূর্ব্বের সাধন।
পরেতে স্বধর্ম্মে রত কর নিজ মন॥
জন্মের উত্তম গতি বিজ্ঞান পাইবে।
বিজ্ঞানেতে নারায়ণ হৃদয়ে জানিবে॥
নূতন এ কথা নয় অতীব প্রাচীন।
হেন পথ সেবনীয় ঋষি সমীচীন॥
আত্মজ্ঞান বিনা ভ্রম কভু নাহি যায়।
এই পাপ এই পুণ্য সদাই ভাবয়॥
জ্ঞানপথে পাপ আর পুণ্যের কল্পনা।
সকলি বৃথাই জেনো মনের জল্পনা॥
সত্ত্ব রজঃ তমো মাত্র মায়ার আধার।
সে কারণে আত্মজ্ঞান সাধ অনিবার॥
মায়াকে করিতে দূর চাহ আত্মজ্ঞান।
তাহে সত্য নারায়ণ শাস্ত্রের বিধান॥
শুন শুন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু নরপতি।
যে শাস্ত্র কহিব তোমা হও অবগতি॥
পুরাণের শ্রেষ্ঠ ইহা ভাগবত নাম।
বেদ তুল্য মাননীয় খ্যাত ধরাধাম॥
দ্বাপরে প্রথমে পিতা করেন রচন।
তাঁহার নিকটে আমি করি অধ্যয়ন॥
নাহি পড়ি ভাগবত শিক্ষার কারণে।
মায়ায় বিনাশি আমি চরম সাধনে॥
অতীব সুন্দর শ্লোক মনোহর ভাব।
আত্মজ্ঞানে পূর্ণ ইহা পূর্ণিত প্রভাব॥
সেই হেতু ইহা পাঠ ক'রেছি রাজন।
কহিব হে সেই শাস্ত্র তোমার সদন॥
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তুমি এ হেন সংসারে।
তোমা বিনা সেই শাস্ত্র শুনাইব কারে॥
হেনমতে ভাগবত করাব শ্রবণ।
অবিলম্বে সে মুকুন্দে যাবে তব মন॥
সংসারে বলিব রাজা ভাগবত সার।
মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে ইহা সর্ব্বসার॥
শব্দে শব্দে হরিনাম ইহার অন্তরে।
আত্মজ্ঞান ফল তার খ্যাত চরাচরে॥
নীতির বিধান এই শুনহ রাজন।
নাহি কাজ করি বহু শাস্ত্র আলোচন॥
বৃথাই যাইবে দিন লইয়া জীবন।
সাগর সমান শাস্ত্র গর্ভে তার ধন॥
মুহূর্ত্তেকে জ্ঞানলাভ হয় যেইমতে।
ব্যবহার সেই শাস্ত্র কর জ্ঞানমতে॥
সেই উপদেশ এই ভাগবত সার।
রচিলেন পিতা ব্যাস তারিতে সংসার॥
সার উপদেশ মম নাহি কিছু আর।
সাধুজন উপদেশ কর ব্যবহার॥
খট্টাঙ্গ নামেতে এক ছিল নরপতি।
আত্মজ্ঞান লভি দেন হরিপদে মতি॥

বৃথা শাস্ত্রে আয়ুনাশ না করি সে জন।
সাধু উপদেশে তিনি দেন নিজ মন॥
তাহাতে হইলে জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার।
হরিলোক প্রাপ্ত হন সর্ব্বত্র প্রচার॥
হে কৌরব, কর তুমি এবে অবধান।
সপ্তাহ মাত্রেক তব আছে দেহে প্রাণ॥
সামান্য সময় মাত্র গণিতে হইলে।
জীবন মুহূর্ত্ত মাত্র মনে বিচারিলে॥
অতএব কর রাজা এমন উপায়।
পরলোক অনায়াসে পাইবে হেলায়॥
যেরূপ নিয়ম আমি করিনু বর্ণন।
কর রাজা সেইমত অগ্রে আচরণ॥
ভাগবত উপদেশ করিব বর্ণন।
এক মনে তুমি রাজা করহ শ্রবণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভবের তরণী মাত্র সর্ব্বত্র প্রচার॥

ইতি শুকোক্তি সমাপ্ত।

শুকদেব কর্ত্তৃক জীবের পরলোক সাধনোপদেশ।

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিগণ।
যেমতে বলেন শুক মোক্ষের সাধন॥
পরীক্ষিত প্রশ্নমতে শুক গুণবান।
কহেন জীবের যাহে পরম কল্যাণ॥
যতদিন অন্তকাল নহে সমাগত।
ততদিন মায়াভোগ জীবের নিয়ত॥
মায়ার সরস চিত্র অমৃতের ফল।
কল্পনার শোভা জীব দেখিবে সকল॥
যখন হইবে তার তিনকাল গত।
অন্তকাল উপস্থিত জানি সর্ব্বমত॥
অন্তকাল হেরি জীব হইবে নির্ভয়।
ত্যজিবেক এ দেহের নানা স্পৃহাচয়॥
দেহের যতেক স্পৃহা ত্যজিয়া সেজন।
ত্যজিবে সংসার পুত্র মায়ার বন্ধন॥
কঠিন বন্ধন তাহা খোলা মহা দায়।
কৌশলে কৌতুকে তাহা খোলা নাহি যায়॥
অস্ত্র ভিন্ন সে বন্ধন কেইবা ছেদিবে।
অসঙ্গম অস্ত্রে তাহা কাটিতে হইবে॥
পৃথক হইয়া রবে ত্যজি আত্মজন।
নাহিক করিবে ভ্রমে তাদের স্মরণ॥
তবেতো কাটিবে মায়া হইতে সংসার।
এই বিধি বেদ শাস্ত্রে রয়েছে প্রচার॥
মায়া নাশ করি জীব ত্যজিবেক বাস।
চলি যাবে যেই তীর্থে হবে অভিলাষ॥
পবিত্র তীর্থের জলে করিবেক স্নান।
থাকিবে সুখেতে হেরি সুপবিত্র স্থান॥
যোগশাস্ত্র উপদেশ যোগে দিবে মন।
বাঁধিবে বিধানে পদ্ম প্রভৃতি আসন॥
যে আসনে চিত্ত তার হইবেক স্থির।
তাহাতে বসিবে জীব হ'য়ে ধর্ম্মধীর॥
আসনে বসিয়া জীব করিবেক ধ্যান।
অ, উ, ম, মিলায়ে মন্ত্র ব্রহ্মাক্ষর জ্ঞান॥
সন্ধিমতে তিন বর্ণে হইবে ওঁকার।
এই মন্ত্রে সুশোভিবে হৃদয় আগার॥
ওঁকার বুঝিয়া মনে প্রাণায়াম করি।
রাখিবে স্মরণে তাহা সংসারের তরি॥
প্রাণায়ামে চিত্ত স্থির তিনলোক জানে।
সেই চিত্রে ব্রহ্মবীজ ভাবিবেক ধ্যানে॥
এমত সাধন করি জীবে অতঃপরে।
বুদ্ধিরে সারথিরূপে ভাবিবে অন্তরে॥
ইন্দ্রিয় হইবে অশ্ব জ্ঞানীর নিকট।
হবে দেহ-রথে মন সারথি প্রকট॥
ইন্দ্রিয়ের সদা গতি বিষয়ের পথে।
জ্ঞান হয় মহারথী দেহরূপ রথে॥
রথীর নির্দ্দেশে মন স্থির করি লক্ষ্যে।
চালাবে ইন্দ্রিয়-অশ্ব বিষয় বিপক্ষে॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জান সবে মন।
রিপুবশে সদা আর বিষয় বাসন॥

বুদ্ধিবলে সেই মনে করিয়া শোধন।
জ্ঞানপথে নিয়োজিবে শান্তির কারণ ॥
প্রথমে কল্পনা-বলে ভাবিবে সাকার।
ভাবিবে আধ্যাত্ম ভাবে তাঁহার আকার ॥
স্বগুণ ত্যজিয়া ক্রমে নির্গুণেতে ধ্যান।
তাহাই পরমপদ করিবে প্রদান ॥
এই ধ্যানে হবে ক্রমে চিত্ত উপশান্ত।
উপাসনা হ'তে জীব তবে হবে ক্ষান্ত ॥
এতেক সাধনা করি নাহি যেন আর।
পুনরায় জীব ভাবে রজঃ তমঃ দ্বার ॥
অতীব চঞ্চল চিত্ত মানস মাঝারে।
মাখাবে তাহাতে বুঝি নির্ম্মাল্য আধারে ॥
যদি কেহ হয় কভু চাঞ্চল্য বর্জ্জিত।
পূর্ব্বের সাধন সেই লভিবে নিশ্চিত ॥
চিত্তের ধারণ হয় প্রধান সাধন।
চিত্তবলে রজঃ তমঃ উদে সর্ব্বক্ষণ ॥
অতএব সেই চিত্ত যতনে ধরিবে।
হেনমতে রজঃ তমঃ আপনি যাইবে ॥
এমতে হইলে সিদ্ধ ভক্তিযোগ শেষ।
যোগীজন ব্রহ্মজ্ঞান পাইবে বিশেষ ॥
তখন পাইবে সেই সর্ব্ব সুখাস্বাদ।
তাহার নিকটে স্থান না পায় বিষাদ ॥
হেন উপদেশ শুনি রাজা পরীক্ষিত।
অন্তরে হয়েন তিনি অতি আনন্দিত ॥
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহ মহামুনি।
চিত্তের ধারণা কিসে কহ দেব শুনি ॥
কেমনে করিবে সবে চিত্তের ধারণ।
কোন বা নিয়মে তাহা হইবে সাধন ॥
চিত্তের মালিন্য যাতে হইবেক দূর।
দাও ঋষি উপদেশ এমত প্রচুর ॥
অশুদ্ধ সে চিত্ত শুদ্ধ হরি জানিবারে।
বিশুদ্ধ সে চিত্ত শুদ্ধ হরি সেবিবারে ॥
চিত্ত মহাবস্তু এই দেহের মাঝারে।
যাহে তাহে শুদ্ধ হয় বলহ বিচারে ॥

রাজার সম্ভাষ শুনি শুক জ্ঞানবান।
কহিলেন ক্রমে তাহা পরম কল্যাণ ॥
শুক বলে শুন শুন রাজা পরীক্ষিত।
চিত্তের সাধনা শুন হ'য়ে অবহিত ॥
প্রথমে করিবে সিদ্ধ যোগের আসন।
পরেতে পাইবে সিদ্ধি শ্বাসের কারণ ॥
এরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিবেক নর।
চিত্তের ধারণা শিক্ষা হবে অতঃপর ॥
এমত চিত্তের স্থির ভাবিয়া অন্তরে।
হরি স্থূলরূপ দিবে তাহার ভিতরে ॥
স্থূলরূপ ল'য়ে রাজা করিবে ভাবনা।
তবেতো চিত্তের স্থির হইবে সাধনা ॥
বিষ্ণুর বিরাট দেহ স্থূলের প্রমাণ।
সেই চিত্ত এই বিশ্ব যা হেরে নয়ন ॥
অতীত অদ্ভুত আর এই বর্ত্তমান।
তিনকাল সে দেহের জ্যোতি বিদ্যমান ॥
বিশ্ব অণ্ডকোষ ইথে সপ্ত আবরণ।
তাহারে মাঝারে বসে আদি নারায়ণ ॥
ওঁকার তাঁহার নাম সেই চিত্তে জ্ঞেয়।
বেদাদি মহান্ শাস্ত্রে সেইজন ধ্যেয় ॥
আর শুন হে রাজন সে আত্মার স্থান।
বেদেতে হ'য়েছে তাহা যেভাবে বিধান ॥
নারায়ণ পদমূল বিদিত পাতাল।
পদের পশ্চাৎ অগ্রভাগ রসাতল ॥
গুল্ফদ্বয় মহাতল জ্ঞানীর বর্ণনে।
জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল শাস্ত্র নিদর্শনে ॥
সুতল উভয় জানু শোভে নারায়ণে।
বিতল অতল ঊরু কহে জ্ঞানীজনে ॥
জঘনেরে মহীতল কহে জ্ঞানীজন।
নাভি তার নভঃস্থল শাস্ত্রের বচন ॥
বক্ষঃ হয় স্বর্গলোক এ তিন ভুবনে।
মহর্লোক গ্রীবা হয় জান সে বদনে ॥
তপলোক সে ললাট সত্যলোক শির।
এই বিশ্ব সে শরীর ভাব চিত্তে ধীর ॥

বাহুর সমষ্টি তার যত দেবগণ।
দিক্ দশ কর্ণদ্বয় শাস্ত্রের বচন ॥
অশ্বিনীকুমার নাসা শব্দই শ্রবণ।
গন্ধ গুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অগ্নিই বদন ॥
ভূলোক তারকাদ্বয় তপন নয়ন।
রাত্রি দিবা আঁখি-পদ্ম বলে জ্ঞানীজন ॥
ব্রহ্মপদ ভুরুযুগ তালু হয় জল।
রসই রসনেন্দ্রিয় জানয়ে সকল ॥
বেদ হয় ব্রহ্মরন্ধ্র যম দন্ত পাঁতি।
মায়া তাঁর হাস্যরূপ যাহে সবে মতি ॥
কটাক্ষ তাঁহার এই সৃষ্টির প্রকাশ।
ব্রীড়া তাঁর ওষ্ঠনাম জ্ঞানীর বিশ্বাস ॥
সম্মুখ শরীর ধর্ম্ম লোভই অধর।
অধর্ম্মই পৃষ্ঠভাগ, জ্ঞাত জ্ঞানী নর ॥
উপস্থ সে প্রজাপতি, মিত্র অণ্ডকোষ।
সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, বুঝ ত্যজি রোষ ॥
গিরি হয় অস্থি পাঁতি, নাড়ীই তটিনী।
তাঁহার তনুর রোম যত বিটপিনী ॥
সংসার প্রবাহ খেলা, নিশ্বাস পবন।
মেঘ তাঁর কেশ পাশ, সন্ধ্যাই বসন ॥
ব্রহ্মাই তাঁহার আত্মা, চন্দ্রমাই মন।
মহাতত্ত্ব বুঝি তাঁর জ্ঞাত জ্ঞানীজন ॥
মহারুদ্র সর্ব্বাত্মার হয় অভিমান।
উষ্ট্র, অশ্ব, গজ, নখ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
পশু মৃগ আর যত নিতম্বে শোভিছে।
পক্ষ্যাদি শিল্পের চিত্র বিশ্বে প্রকাশিছে ॥
মনুই তাঁহার বুদ্ধি মানুষ নিবাস।
অসুরেরা বল তাঁর জ্ঞানীর বিশ্বাস ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আর যত বিদ্যাধর।
সরস্বতী হয় তাঁর ষড়জাদি স্বর ॥
ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু ব্রাহ্মণ বদন।
বৈশ্য তাঁর ঊরুযুগ, শূদ্রই চরণ ॥
এই বিশ্বময় হরি করিনু বর্ণন।
সে হরিই ধ্যান যজ্ঞ, বেদের বচন ॥
ঈশ্বরই সেই হরি তাঁর এইরূপ।
কীর্ত্তন করিনু আমি তব কাছে ভূপ ॥
যেই জীব পরলোক করিবে সাধন।
অগ্রেতে করিবে ইহা চিত্তেতে ধারণ ॥
পূর্ব্বোক্ত হরির রূপ পরেতে বুঝিবে।
মোক্ষ তার করতলে তবে সে হেরিবে ॥
হরি ভিন্ন নাহি কিছু আর এ জগতে।
হরিরে ভজিলে মুক্তি পাইবে সুমতে ॥
সংসার অবস্থা কিছু শুনহ রাজন।
তবেতো বুঝিবে তুমি যোগীর জীবন ॥
সংসারী যোগীতে ভিন্ন হইল দর্শন।
তবেতো করিবে তুমি মোক্ষের সাধন ॥
মায়া মাত্র এ সংসার জীব তাহে বাঁধা।
তমঃ রজঃ আঁখি তাঁর দৃষ্টিসত্ত্বে আঁধা ॥
হরির সর্ব্বাঙ্গ রূপে প্রকাশ্য জগত।
এ হেন ভাবনা যোগী ভাবে অবিরত ॥
উচ্চ নীচ নাহি জ্ঞান, নাহি ঘৃণা দ্বেষ।
সকলে সমান জ্ঞান নাহি দুঃখলেশ ॥
বিষয় বাসনা ত্যজি ঈশ্বর সাধন।
তাহাতেই যোগী পায় মোক্ষরূপ ধন ॥
সংসারী বিকারী চিত্ত মায়ায় মণ্ডিত।
তমো রজোগুণে তার বিচলিত চিত ॥
আমার তোমার ভাব, সদা দুঃখ সুখ।
অজ্ঞলোকে ভাবে যারা ঈশ্বরে বিমুখ ॥
সংসার ঈশ্বর লীলা না হবে বিনাশ।
তিন কাল ভোগ কর যত অভিলাষ ॥
তাহাতে জন্মিয়া জীব রত নানা ভোগে।
অন্তেতে ত্যজহ সব ধরি জড়যোগে ॥
শেষে আত্মজ্ঞান লভি জান সেই হরি।
যাহার প্রভাবে পাবে সেই মুক্তি তরি ॥
অন্তিমে মুক্তিতে যার না হয় বাসনা।
নরদেহ লাভ তার মাত্র বিড়ম্বনা ॥
পরলোক সাধনের করিনু বর্ণন।
পরেতে কহিব তার প্রমাণ কারণ ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত-ছন্দে ভাগবত।
পুণ্যার্থে করহ পাঠ উহা অবিরত॥

ইতি পরলোক সাধনোপদেশ সমাপ্ত।

যোগ সাধন উপদেশ।

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিগণ।
যোগের সাধনা কথা শুকের বচন॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
যোগ কথা শুন এবে হ'য়ে অবহিত॥
যোগই মহৎ বস্তু হরি জানিবার।
যোগবলে পরে হয় মুক্তি অধিকার॥
যোগের ধারণা বলে ব্রহ্মা দেববর।
হরিরে হেরেন সুখে প্রফুল্ল অন্তর॥
যোগেতে করিয়া তুষ্ট ব্রহ্মময় হরি।
নির্ব্বাণ কৌশল পান লভি ভব-তরি॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টি বিনাশন।
হরি জ্ঞানে ব্রহ্মা তাঁর করিল গঠন॥
প্রলয় আগেতে যথা আছিল সংসার।
তেমতি সৃজেন ব্রহ্মা যোগের বিচার॥
কল্পনা সদৃশ স্বর্গ প্রলয় কেবল।
নাহি তাঁর ভাব বুঝি করে কোলাহল॥
কোথায় নরক স্বর্গ শব্দমাত্র বাণী।
না বুঝি তাহার অর্থ কাঁপে যত প্রাণী॥
বর্ণনায় যেই ফল সেই ফল আশে।
করয়ে কামনা প্রাণী কায়মন আশে॥
এমন বুদ্ধির বেগ মর্ত্ত্যে সুপ্রবল।
প্রলোভন শব্দ স্বর্গ জ্ঞানীর কৌশল॥
যতেক করিবে কর্ম্ম স্বর্গ লভিবারে।
স্বর্গ মিথ্যা হেতু কর্ম্ম বৃথাই বিচারে॥
হরি নাহি আশা করি স্বর্গ যেবা আশে।
তাহার কামনা ব্যর্থ মিথ্যা অভিলাষে॥
শব্দময় ব্রহ্মদেব লোকের কল্পনা।
শব্দের না জানি অর্থ কি কাজ জল্পনা॥
অর্থ যদি নাহি কেহ হয় অবগতি।
কি কাজ সে শব্দ শুনি সুতরল মতি॥
কামীজনে শব্দ ব্রহ্ম করিয়া অভ্যাস।
ভাবয়ে ঈশ্বর বাক্য মনের আভাস॥
শব্দব্রহ্ম মতে কামী করিয়া কামনা।
কর্ম্মমার্গে রত করে আপন বাসনা॥
শয়নে স্বপনে ভয়ে যথা ভ্রমে লোক।
স্বপনে নেহারে সেই সমস্ত গোলোক॥
সত্যই কি তাঁর আঁখি হেরিল জগত।
জাগ্রতে বিলীন তার হৃদয়ে সতত॥
স্বপ্নেতে জগত যথা বৃথাই দর্শন।
শব্দেতে বাসনা লিপ্ত বৃথাই তেমন॥
কেবল তাহাতে হয় মায়ার আবেশ।
সহস্র জীবনে আশা নাহি হয় শেষ॥
আশাতে উদয় ভোগ সংসার অসার।
নাশি আশা ভোগ কর করিয়া বিচার॥
ভোগ বিনা এই দেহ রহিবে কেমনে।
দেহের বিশুদ্ধি লাগি যাতনাই মনে॥
সে ভোগ সামান্য ভাবে করিবে পণ্ডিত।
যাহাতে না লোভ হয় তাহে উপজিত॥
তাহাও অনিত্য ভাবি ত্যজিবে সংসার।
দেহ রক্ষা প্রয়োজন কেবল আহার॥
প্রচুর আহার আছে প্রাপ্ত অনায়াসে।
বনে বা কাননে ভাব জ্ঞানের আভাসে॥
অনিত্য ভোগের লাগি কেন পরিশ্রম।
অনিত্য সংসার লাগি কেন বা নিয়ম॥
কেহ নহে তব আর তুমি কার নয়।
মায়ার বন্ধন মাত্র জ্ঞানীজনে কয়॥
সংসারে আসিয়া নাহি মজিল মায়ায়।
ত্যজিবে সামান্য ভোগ করিয়া তাহায়॥
পক্ষীর সমান শিশু করিবে পালন।
অনাসক্ত ভাবে কর মুক্তির সাধন॥
যাহা তব প্রয়োজন দিয়াছেন হরি।
সেই হরি না জানিয়া বৃথা ভ্রমে মরি॥

থাকিতে প্রকৃতি শয্যা এ ধরা আসন।
কৃত্রিম বস্তুতে কেন করিবে শয়ন॥
বাহু তব শিরোধান ভাব নিজ মনে।
শিরোধান লও অন্য কাহার বচনে॥
থাকিতে অঞ্জলি নিজ অন্য পাত্র আশ।
কেন কর ভ্রমে মজি হেন অভিলাষ॥
দিকই থাকিতে বস্ত্র ঢাকিতে শরীর।
কার্পাসে কি প্রয়োজন ভাবহ সুধীর॥
যদি লজ্জা থাকে তব পরহ কৌপিন।
কত চির পথে পাবে ভাবহ প্রবীণ॥
গ্রামে বনে কত বৃক্ষ কত তাহে ফল।
কত বা সরসী নদী কত তাহে জল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ তব হবে অনায়াসে।
কেন ভ্রম পথে চল ত্যজি হরি আশে॥
কোটি কোটি গিরি গুহা রহে বিদ্যমান।
যত চাও কর তাহে নিজ বাসস্থান॥
যদি কেহ দৈবক্রমে না পায় সকল।
আপনি আত্মার নাশে নিরত কেবল॥
কাহার তেজেতে ক্ষুধা কার তেজে তৃষা।
কার তেজে ভাব দিবা, কার তেজে নিশা॥
কার তেজে এই দেহ হয় সংগঠন।
কার তেজে এই দেহ হয় সংবর্দ্ধন॥
কাহারে করিয়া গুরু এই দেহ সার।
ভোগিছ কর্ম্মের ফল দেখিয়া সংসার॥
শ্রীহরিরে ত্যজি আত্মা জ্ঞানীর বচন।
আত্মা সত্ত্বে দেহ নাশ ভ্রমের কথন॥
একদিন নাহি পাও পরদিন খাও।
নাহিক ভাবিয়া দুঃখ হরিপদ পাও॥
নাহিক অভাব বিশ্বে জানিয়া পণ্ডিত।
ধনীর সেবায় তবু রহে নিয়োজিত॥
কি জ্ঞান তাঁহার হেন করেন সাধন।
তাঁহারা জানেন এর বিশেষ কারণ॥
চিদাসনে সকলের আত্মা বিদ্যমান।
তিনিই অনন্ত আর হরিরূপ জ্ঞান॥
তিনিই অনন্তরূপ করেন ধারণ।
তাঁহার সেবায় রত কর নিজ মন॥
আত্মজ্ঞানে মায়াময় সংসার নাশিবে।
তবে সত্ত্বগুণময় হরিরে হেরিবে॥
আত্মজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে হরিবে বাসনা।
ছুটিবে কর্ম্মের ফল সমস্ত কামনা॥
শব্দের প্রবৃত্তিমতে কর্ম্ম অভিলাষে।
হরিলাভ আশে জীব বৈতরণী ভাসে॥
বৈতরণী মহানদী তাহাই সংসার।
কেহ নাহি মায়া দেহে পায় তার পার॥
নয়নে নেহারি জীব পশুর মতন।
পুনশ্চ করিবে পূর্ব্ব সম আচরণ॥
হরির ধারণা যোগ, থাকিতে অন্তর।
বৃথা চিন্তা তাহে দিয়া হ'তেছ কাতর॥
বৃথা চিন্তা ত্যাগ কর পূর্ব্ব উপদেশে।
করহ হরির গান আমার আদেশে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাবহ সংসারবাসী যদি চাও পার॥

ইতি যোগ সাধন উপদেশ সমাপ্ত।

যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ।

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
যোগীর ধ্যানের কথা শুকের বচন॥
যথা প্রশ্ন করিলেন রাজা পরীক্ষিত।
শুক তাহা উত্তরেন প্রফুল্লিত চিত॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু অলঙ্কারে।
ধ্যানের উপায় শুন হৃদয়ে বিচারে॥
বিবিধ যোগের শাস্ত্র ভুবনে প্রচার।
সকলের ধ্যান পন্থা বিবিধ প্রকার॥
কোন শাস্ত্রকার কহে হৃদয় মাঝার।
এক স্থান আছে নাম অবকাশাধার॥
তথায় রাখিবে চিত্ত ধ্যানের কারণ।
তাহাতে সাকার হরি করহ চিন্তন॥

গঠনে পুরুষ তিনি ভুজ চারি তাঁর।
জগতের সমভাগে শ্যাম বর্ণাকার॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
অতি অনুপম ভাব হৃদয়েতে ধরে॥
তাঁহারে করিলে ধ্যান চিত্তের শোধন।
ক্রমে নিরাকারে বশ হবে যোগিগণ॥
কেহ কহে হৃদিমাঝে আছয়ে আকাশ।
তাহাতে রাখিবে চিত্ত ধ্যানের প্রকাশ॥
সে হৃদি আকাশে হরি করি আবির্ভাব।
সুলগ্ন করিবে তাহে নিজ মনোভাব॥
সতত সুহাস্য খেলে প্রসন্ন বদন।
নলিনী সদৃশ তাঁর উভয় নয়ন॥
কদম্ব কেশর বর্ণ দুকুল বসন।
হীরকে খচিত অঙ্গে বিবিধ ভূষণ॥
মস্তকে কিরীটি শোভা ঝলকে মাণিক।
কুণ্ডলে দুলিছে মণি শোভে চারিদিক॥
হৃদয় মাঝারে যথা পদ্মের প্রকাশ।
অতি মনোরম রূপ মনোজ্ঞ বিকাশ॥
তদুপরি যেই হরি রাখেন চরণ।
কিবা সে পদের ভঙ্গি ভুবন মোহন॥
লক্ষ্মীচিহ্ন প্রতি অঙ্গে হরির প্রকাশ।
গ্রীবাতে কৌস্তুভ মণি অপূর্ব্ব বিকাশ॥
গলদেশে বনমালা শোভে নিরন্তর।
পরিমল লোভে তাহে ব্যস্ত মধুকর॥
নাহি ম্লান হয় তাহা সদা সমভাব।
আশ্চর্য্য হরির মায়া অনন্ত প্রভাব॥
মেখলা নিতম্বে শোভে নূপুর চরণে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে মোহিয়া ভুবনে॥
হস্তেতে কঙ্কণ শোভে অতি মনোহর।
হীরকাদি নানারত্নে শোভিত সুন্দর॥
আকুঞ্চিত সে কুন্তল শোভে শিরোপরে।
সতত সুহাস্য মুখ আনন্দের ভরে॥
উদরে সংসার-লীলা সদা ক্রীড়াবান।
কটাক্ষে ভক্তির ভাবে মোহে ভক্ত প্রাণ॥
হৃদয় আকাশে হরি এরূপ রাখিয়া।
স্থির চিত্তে ধরিবেক সুধীর হইয়া॥
বুদ্ধিরে করিয়া স্থির সুবুদ্ধি সাধক।
এক এক অঙ্গোপরি হইবে ধারক॥
এক এক অঙ্গ চিন্তা করিয়া কৌশলে।
প্রত্যক্ষ করিবে অঙ্গী স্বীয় বুদ্ধিবলে॥
প্রত্যক্ষ হইলে ক্রমে করিয়া ত্যজন।
করিবে অপর অঙ্গ বুদ্ধিতে ভজন॥
এরূপ ক্রমেতে বুদ্ধি তাঁহাতে নিশ্চল।
হইলে তবে সে ধ্যান হইবে সফল॥
এমত কৌশলে যোগী করিবেক ধ্যান।
তবে দেখা পাইবেক হৃদয়ের জ্ঞান॥
ভক্তিযোগ সর্ব্ব অগ্রে পরে অন্য যোগ।
ভক্তি বিনা কোন যোগ না হয় সম্ভোগ॥
পূর্ব্বরূপ ভাবি আগে ভক্তি কর স্থির।
দেহযোগে পরে সাধ সাধক সুধীর॥
যতদিন স্থূলরূপ নাহিক বুঝিবে।
ততদিন পূর্ব্বযোগ সাধকে করিবে॥
সর্ব্বাঙ্গ সে রূপ হৃদে রহিলে স্মরণ।
সকলে করিবে অন্য যোগ আচরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির সাধন।
স্বর্গ যদি চাও ভক্তি কর আরাধন॥

ইতি যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ সমাপ্ত।

দেহযোগের উপদেশ।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
বুঝহ শুকের বাক্য দেহযোগ বল॥
ভক্তিযোগ সমাপিয়া শুক তপোধন।
পরীক্ষিতে দেহযোগ করান শ্রবণ॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে।
শুন রাজা দেহযোগ একান্ত অন্তরে॥
যখন যোগীর ইচ্ছা দেহ ত্যজিবারে।
ইহলোক পরিত্যাগ চাহে করিবারে॥

তখনই দেহযোগ করি আরম্ভন।
সাধিবে আপন কার্য্য শাস্ত্রের বচন ॥
ত্যজিবে নগর গ্রাম যত জনপদ।
যাইবে যথায় নাহি সম্পদ বিপদ ॥
সে আসনে মন স্থির করিয়া বসিবে।
যাহাতে বসিলে কষ্ট তার না হইবে ॥
নাহি তার দেশ কাল পাত্র বিবেচন।
নাহি তার সংসারেতে কিছুই মনন ॥
জিতপ্রাণ তার নাম হবে সেইক্ষণ।
অন্তরে করিবে ক্রমে ইন্দ্রিয় দমন ॥
বুদ্ধিতে সংযত ক্রমে করিবেক মন।
মনেরে আত্মার মাঝে করাবে মিলন ॥
সহস্র কমলে বাস ব্রহ্মাত্মা শরীরে।
আত্মারে ক্রমেতে তথা মিলাইবে ধীরে ॥
আত্মারে রোধিয়া ব্রহ্মে শান্তি লভিবেক।
সংসার বিরাগে হৃদি শূন্য করিবেক ॥
না করিবে কোন চিন্তা উত্তম অধম।
না ভাবিবে শুভাশুভ ধরম করম ॥
যদি বল ধর্ম্ম বিনা কোথা শুভগতি।
ধর্ম্মই দেবতা যেবা সর্ব্ব অবগতি ॥
দেবগণ যাঁর অঙ্গ এমন যে জন।
তাহার সহিত হ'লে আত্মার মিলন ॥
কি কাজ ধরমে আর দেবী দেবগণ।
কি কাজ করিয়া শুভ অশুভ চিন্তন ॥
নাহি তাতে সত্ত্ব, রজ, তমঃ অহঙ্কার।
নাহি মহত্তত্ত্ব তথা বিভিন্ন আকার ॥
জগতের স্রষ্টা তিনি সবার ঈশ্বর।
সদাই ভাবিবে দিয়া আপন অন্তর ॥
আত্মা ভিন্ন অতিরিক্ত নহে এ শরীর।
সেই আত্মা পরমাত্মে রাখিবেক ধীর ॥
অদ্বৈতের মত ইহা নাহি ইথে ভ্রম।
শুনহ রাজন ইথে সম্মতি হে মম ॥
দ্বৈতবাদী মন-আত্মা দেহ ভিন্ন কয়।
আত্মার শাসন ভিন্ন দেহ মন রয় ॥
বিড়ম্বনা মাত্র হয় তাহাদের মত।
নহে তাহে হে রাজন মম অভিমত ॥
অদ্বৈত দ্বৈতের মত দিয়া বিসর্জ্জন।
আত্মারে হরির পদ কর বিবেচন ॥
বিষয় বাসনা ত্যজি ত্যজ দ্বৈত জ্ঞান।
একমাত্র ব্রহ্ম ভাবে নিয়োজিবে প্রাণ ॥
শুভাশুভ বিনির্ম্মুক্ত সর্ব্ব সুখসার।
ব্রহ্মজ্ঞানবলে হ'তো তাহার আচার ॥
এমন করিয়া জ্ঞান আপন মানসে।
দেহত্যাগ করিবেক আপনার বশে ॥
নাহি তার কোন পীড়া ইচ্ছামৃত্যু সার।
অতীব আশ্চর্য্য কথা মায়ার আকার ॥
প্রথমে করিয়া স্থির আপন আসন।
গুল্‌ফদ্বয়ে গুহ্যস্থান করিয়া পীড়ন ॥
গুহ্যস্থান রোধি পরে শ্বাসের সাধন।
আনিবে প্রাণেরে ঊর্দ্ধে করি সে সাধন ॥
শ্বাসের সাধনমতে ক্রমে সেই প্রাণ।
নিম্ন হ'তে লবে ঊর্দ্ধে স্পর্শ ছয় স্থান ॥
ছয় স্থানে ছয় পদ্ম শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
তাহাতেই দেহ শোভে আত্মার বিকাশ ॥
মূল হৈতে প্রাণ-বায়ু আনিবে নাভিতে।
হৃদয়ে আনিবে তাহা শ্বাসের গতিতে ॥
উরুস্থলে সেই বায়ু আনিবে উদানে।
তালুমূলে পরে সুধী আনিবে সে প্রাণে ॥
সে প্রাণেরে ঊর্দ্ধে আনি ভুরুর মাঝারে।
নিরুদ্ধ করিবে প্রাণে শাস্ত্রের বিচারে ॥
নয়ন, শ্রবণ, মুক্ত লিঙ্গ মলদ্বার।
মুহূর্ত্তেক-রোধ তবে করিবে আবার ॥
সেইক্ষণে সেই প্রাণ মহাতেজ ধরি।
ভেদিবেক ব্রহ্মরন্ধ্র হরিপদ-তরি ॥
মহাতেজ মিলি প্রাণে ত্যজিয়া শরীর।
ইন্দ্রিয়াদি বিসর্জ্জিয়া হইবে বাহির ॥
ইহারে কহয় শাস্ত্রে ব্রহ্মাত্মা মিলন।
ইহাকেই মহামুক্তি কহে জ্ঞানীজন ॥

দেহ হ'লে শব প্রায় আত্মা লবে মন।
স্মৃতি সহ এ ব্রহ্মাণ্ডে করে বিচরণ ॥
ইহারে শুদ্ধাত্মা কয় যোগেতে খেচরী।
সিদ্ধগণ ইষ্টধন জ্ঞান এই হরি ॥
স্মৃতি সহ আত্মা ল'য়ে ত্যজিবারে দেহ।
যেবা অভিলাষ করি ত্যজে মায়া গেহ ॥
হেন আচরণ যেই করিবে সাধন।
মূর্দ্ধাভেদে প্রাণবায়ু করি নির্গমন ॥
শুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মে হবে সম্মিলন।
স্মৃতি তার সঙ্গে রবে ভিন্ন দেহ ধন ॥
মহা দেহযোগ ইহা কহিনু রাজন।
অবহিতে বুঝ ভাব করিয়া শ্রবণ ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত দেহযোগ সার।
হরির কৃপার গুণে তরাতে সংসার ॥

ইতি দেহযোগোপদেশ সমাপ্ত।

যোগিগণের যোগের ফলাফল কথন।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
শুকের বচন শুন যোগ ফলাফল ॥
যে জন জানিল বিদ্যা চৌষট্টি কলায়।
যেইজন তপ কার্য্য শেষ করি যায় ॥
যেইজন ভক্তিযোগ করি সমাপন।
যেইজন করে শেষ সমাধি ধারণ ॥
প্রাণাদি বায়ুকে যেবা করিল শোধন।
যোগেশ্বর নাম তার কহে গুণীজন ॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু নৃপবরে।
এহেন যোগীর গতি বুঝহ বিচারে ॥
এহেন যোগীন্দ্র যেবা যোগের সাধনে।
তার গতি ত্রিলোকেতে কহে
সকল কর্ম্মেতে সাধি যজ্ঞ মহাদান।
কভু না হইবে সেই যোগীর সমান ॥
কর্ম্মীর ক্ষমতা নাহি ত্রিলোক প্রবেশে।
যোগীজন সদা তথা গমন বিশেষে ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত দেহযোগ সার।
হরির কৃপার গুণে তারিতে সংসার ॥
কেমনেতে তিনলোক ভ্রমে যোগীজন।
শুন রাজা পরীক্ষিত করিব বর্ণন ॥
এই দেখ তিন নাড়ী আছে সুপ্রকাশ।
সুষুম্না মধ্যস্থ নাড়ী জ্ঞানের বিকাশ ॥
যেই যোগী প্রাণবায়ু দেয় সুষুম্নায়।
তাহার সাহায্যে সেই আকাশেতে যায় ॥
আকাশ ললাট মাঝে যোগশাস্ত্রে কয়।
আকাশ সাহায্যে যোগী ব্রহ্মপথে রয় ॥
আকাশ সাহায্যে আত্মা ব্রহ্মপথে গিয়া।
সূর্য্যলোকে উঠে যোগী আনন্দে মাতিয়া ॥
বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যলোকে কয়।
তাহাতে যাইয়া যোগী আনন্দিত হয় ॥
শৈশুমার চক্র রহে সূর্য্য-লোকোপরি।
এই চক্র প্রিয়তম ভাবেন শ্রীহরি ॥
তেজের সাহায্যে প্রাণ গিয়া তথাকারে।
আনন্দেতে তিনলোক নয়নে নেহারে ॥
ত্রিলোকের নাভিরূপ সেই চক্র হয়।
তিনলোক সহ তার সংযোজনা রয় ॥
তদুপরি মহর্ল্লোক জ্ঞাত জ্ঞানীজন।
ছয়কোটী দেহ ত্যজি যায় যোগীজন ॥
কিবা শোভা মহর্ল্লোকে কহিব কেমনে।
সতত বিহরে তথা শুচি বুধগণে ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা তাহে করে নমস্কার।
নির্ম্মল শরীর লিঙ্গ দেখা পায় তার ॥
তথা হ'তে সত্যলোকে জ্ঞানীর গমন।
শরীর ত্যজিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের ভেদন ॥
নাহি তথা শোক জ্বালা নাহি দুঃখ সুখ।
নাহিক উদ্বেগ তথা সংসার বিমুখ ॥
একমাত্র দুঃখ তবে মানসে উদয়।
জ্ঞানের উদয় মাত্রে জ্ঞানীজন কয় ॥
জ্ঞানের উদয়ে ভাবে সেই জ্ঞানীজন।
দুশ্চিন্তাই সংসারের দুঃখের কারণ ॥

এত যে করিনু কষ্ট লভিবারে হরি।
হরির স্বরূপ এই আত্মারূপ তরি॥
সেই আত্মা এই দেহে আছিল সতত।
তবে কেন মহাভ্রম হইল এমত॥
আত্মার ক্রীড়ায় জ্ঞান হইয়া মোহিত।
পুনরায় শুদ্ধ প্রাণ দেহে নিয়োজিত॥
আত্মা দিল বায়ু দেহে নাম তার প্রাণ।
বায়ুতে উঠিল অগ্নি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অগ্নিতে জন্মিল জল বিজ্ঞানের বাণী।
জলেতে জন্মিল মাটী গঠে তাহে প্রাণী॥
লিঙ্গ দেহে জ্ঞান আত্মা করিয়া প্রবেশ।
লিঙ্গদ্বার পৃথিবীতে যায় পরিশেষ॥
পৃথিবীতে জল আছে আত্মায় মেলায়।
লিঙ্গ বীজমতে হয় আকার তাহায়॥
জলেতে অনল তাহে ক্রমেতে জন্মায়।
অনলে অনিল জন্মি এ বিশ্ব দেখায়॥
এইরূপে আত্মাক্রমে লভিল শরীর।
কর্ম্মফলে জ্ঞান তার বুঝ হৃদে ধীর॥
আত্মামুক্ত লিঙ্গ দেহে করিয়া ধারণ।
কর্ম্মফলে মায়াজ্ঞান হয় প্রকাশন॥
দেহ মূর্ত্তি ধরি আত্মা পরমাত্মা রূপ।
আপনি দেহের মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ ভূপ॥
ইন্দ্রিয় তাহার দাস নিয়ত সেবনে।
বুঝ রাজা সেই ভাব-আপনার মনে॥
ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণে আত্মার সেবন।
রসনার দ্বারা রস আত্মার সাধন॥
দর্শনের দ্বারা-রূপ ত্বকেতে স্পর্শন।
কর্ণদ্বারা জীবাত্মার সতত শ্রবণ॥
প্রাণ করে সেই ক্রিয়া সদা উপভোগ।
তত্ত্ববিদ্‌গণমতে এই মহাযোগ॥
বায়ুগুণে ত্বক্ হইল সে গুণ স্পর্শন।
অগ্নিগুণে রূপ হল চক্ষেতে দর্শন॥
পৃথ্বীগুণে নাসা হল আঘ্রাণ সেবন।
জলগুণে সে রসনা রসের সাধন॥
শূন্যগুণ শব্দমাত্র জানে জ্ঞানীজন।
সেই গুণে এই দেহে জন্মিল শ্রবণ॥
পঞ্চভূতে পঞ্চেন্দ্রিয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
বুঝ রাজা পরীক্ষিত বিবিধ বিধান॥
ইন্দ্রিয় দ্বিগুণ আর সৃষ্ট অলঙ্কার।
বিলয়ে প্রমাণ করে যোগীর বিচার॥
ইহাতে বিজ্ঞান হয় ক্রমেতে সাধন।
এই জ্ঞানে পূর্ণানন্দ পায় সেই জন॥
ভাগবত গতি এই কহিনু রাজন।
ইহা লভি জীবে কভু না হয় বন্ধন॥
কি সাধ্য মায়ার আছে বাঁধিয়া তাহায়।
যেইজন এই ভাবে জানে সে মায়ায়॥
যেমত করিলে প্রশ্ন পাণ্ডুবংশধর।
যোগমার্গদ্বয় তাহে দিলাম উত্তর॥
বেদ মাঝে এই কথা সর্ব্বত্র বর্ণিত।
ব্রহ্মার কর্ত্তৃক বিষ্ণু ইহা জিজ্ঞাসিত॥
ব্রহ্মারে বুঝাতে বিষ্ণু করেন প্রকাশ।
ইহা ভিন্ন হরি পথ নহে সুপ্রকাশ॥
যেজন সংসারমাঝে মুক্ত একবার।
তার পক্ষে শুভকর নাহি হেন আর॥
ভক্তিভরে বাসুদেবে পায় যেইজন।
অতীব অভ্রান্ত ইহা বেদের বচন॥
আপনি করেন হরি বেদের বিচার।
বেদ ভিন্ন হরি জ্ঞান নাহি কোথা আর॥
কার্য্য বা কারণ বোধ আত্মার প্রমাণ।
আত্মাই শ্রীহরি ইহা কহে বুদ্ধিমান॥
মনুষ্যের হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
অথবা স্মরণ করা অতি প্রয়োজন॥
আত্মাতত্ত্ব জ্ঞানামৃত যেবা করে পান।
সেইজন যেতে পায় হরি সন্নিধান॥
বুঝ রাজা পরীক্ষিত আপনার মনে।
উত্তর করিনু প্রশ্ন বুঝিয়া আপনে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত যোগ ফলাফল।
সার মাত্র হরিপদ সংসারে কেবল॥

সতত চিন্তয়ে যেবা সে হরি চরণ।
অন্তিমকালেতে পায় হরির দর্শন ॥
চিত্ত মন সংযোগেতে ভজ হরি-পদ।
তবেত পাইবে সেই অন্তে মোক্ষপদ ॥

ইতি যোগ ফলাফল সমাপ্ত।

বিষ্ণুভক্তদিগের ফল কীর্ত্তন।

সূত বলে সম্বোধিয়া মুনীন্দ্র সকল।
শুনহ শুকের বাণী বিষ্ণুভক্ত ফল ॥
আত্মতত্ত্ব সমাপিয়া ব্যাসের কুমার।
পরীক্ষিতে কন বিষ্ণুভক্ত ফল সার ॥
শুক বলে শুন শুন পাণ্ডব-নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত ফলাফল পবিত্র কীর্ত্তন ॥
যেই জন বিষ্ণুপদে দেয় প্রাণ মন।
সমভাব তার প্রতি এই ত্রিভুবন ॥
সর্ব্বফলপ্রদ বিষ্ণু এ বিশ্ব সংসারে।
যার যাহা অভিলাষ তাহা দেন তারে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে এই নরকের দ্বার।
বিষ্ণুময় সর্ব্বস্থান সকলই তাঁর ॥
যে জন বারেক করে তাঁহার স্মরণ।
পবিত্র তাঁহার দেহ সার্থক জীবন ॥
বিষ্ণুভক্ত হ'য়ে যদি ব্রহ্মের কারণ।
ব্রহ্মতেজ তরে কেহ করে উপাসন ॥
বিষ্ণুর কৃপায় তার পূর্ণ মনোরথ।
নয়নে হেরিবে সেই জ্ঞানব্রহ্ম পথ ॥
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি, মায়া, বিভাবসু
রুদ্র আদি দেবগণ আর অষ্টবসু ॥
সকলি বিষ্ণুর অংশ শাস্ত্রের প্রমাণ।
বিষ্ণুভক্ত হ'লে সবে কৃপা করে দান ॥
বিষ্ণুভক্ত যদি করে ব্রহ্ম উপাসনা।
ব্রহ্মতেজ পায় সেই মিটায়ে বাসনা ॥
ইন্দ্রিয়ের কাম লাগি ইন্দ্র পূজিবেক।
ইন্দ্রিয় পটুতা প্রাপ্তি তথা হইবেক ॥
প্রজাকাম প্রজাপতি করিলে সেবন।
বিষ্ণুভক্ত জানি করে কৃপা বরিষণ ॥
শ্রীকাম ভজিবে মায়া জগত জননী।
অপূর্ব্ব দুর্গার রূপ ভুবন মোহিনী ॥
তেজ লাগি বিভাবসু করিবে সেবন।
ধন লাগি অষ্টবসু করিবে সেবন ॥
বীর্য্য আশে সেবিবেক মহারুদ্রগণ।
অদিতিরে সেবিবেক অন্নের কারণ ॥
বিশ্বদেবে সেবিবেক রাজ্য করি আশ।
অশ্বিনী সেবিবে করি আয়ু অভিলাষ ॥
ইলাদেবী ভজিবেক পুষ্টির ইচ্ছায়।
দ্যাবারে ভজিবে ভক্ত প্রতিষ্ঠা ইচ্ছায় ॥
সৌন্দর্য্যের লাগি করি গন্ধর্ব্ব সেবন।
ভজিলে উর্ব্বশী হবে স্ত্রীকামী যে জন ॥
পিতামহে ভজিবেক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশে।
যজ্ঞেশ্বরে ভজিবেক মহাযশঃ আশে ॥
কোষকামী প্রচেতাকে বিদ্যাকামে হয়।
দম্পতীর লাগি উমা করিবে নির্ভয় ॥
ধর্ম্ম আশে বিষ্ণু নাম করিবে ভজন।
পুত্র লাগি পূজিবেক নিজ পিতৃগণ ॥
রক্ষার্থে পূজিবে যত পুণ্য জনগণ।
ওজঃলাগি মরুদ্গণে করিবে সেবন ॥
মনুদেবে পূজিবেক করি রাজ্য কাম।
রাক্ষসে পূজিবে করি অভিচার কাম ॥
কামকামী সোমদেবে করিবে পূজন।
পরাৎপরে পূজিবেক অকাম কামন ॥
মোক্ষকাম যেইজন করি অভিলাষ।
পরম পুরুষে পূজা করিবেন আশ ॥
সকল মাঝারে হরি সদা বিরাজিত।
যার যাহা অভিলাষ তাহে দিবে চিত ॥
যেইজন মহাভক্তি দেয় হরিপদে।
পুরুষার্থ লাভ তার হয় পদে পদে ॥
ভাগবত সিদ্ধ কথা শাস্ত্রকুল সার।
নাহিক তিলেক ইথে বুঝিলে অসার ॥

যাহাতে জন্মিলে জ্ঞান রিপুর নির্ব্বাণ।
অনায়াসে হয় লাভ মহা আত্মজ্ঞান॥
এমন যে ভক্তিযোগ কৈবল্যের পথ।
কেহ নাহি অভ্যাসিবে দিয়া মনোরথ॥
মানসে হরির পদে নাহি দিলে মন।
বৃথাই জনম তার মাত্র বিড়ম্বন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
ভব-জন মহাতরি অমৃত আধার॥

ইতি বিষ্ণুভক্তদিগের যশ কীর্ত্তনে সমাপ্ত।

শৌনক ও সূত সংবাদ।

শৌনক বলেন সূতে করিয়া আদর।
কি দিয়া তুষিব তোমা হে পণ্ডিতবর॥
সর্ব্বস্থানে গতি তব সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান।
হরিনাম তব হৃদে সদা বিদ্যমান॥
যে কথা কহিলে শুক অতি অনুপম।
ভ্রান্তের ঘুচয়ে ভ্রম শ্রুতি মনোরম॥
অতীব অপূর্ব্ব কথা শুনি তব মুখে।
যজ্ঞস্থলে মোরা সবে ভাসি মহাসুখে॥
অতঃপর সেই রাজা পাণ্ডুর কুমার।
ব্যাসের কুমারে বল কি পুছেন আর॥
শুনিবারে সেই কথা মোদের বাসনা।
বলি সূত সেই কথা পূরাও কামনা॥
বিশেষ বাসনা মোর শুন গুণধর।
যজ্ঞস্থলে হরিকথা হোক পূর্ব্বাপর॥
হরির মায়ার কথা কি বলিব আর।
ক্রীড়াবশে পায় হরি পাণ্ডু অলঙ্কার॥
শৈশবে হয়েন শুক হরি-পরায়ণ।
সে হরির সম আর আছে কোনজন॥
ভকতবৎসল তিনি উদার চরিত।
যজ্ঞস্থলে হোক্ তাঁর লীলা আলোচিত।
প্রতিদিন ওই দেখ উঠিছে তপন।
করিছেন নিজ তেজে কাল বিভাজন॥
কালবশে সকলের হরেন জীবন।
এই কথা হৃদিমাঝে উদে সর্ব্বক্ষণ॥
যেইজন হরিপদে দেয় নিজ মন।
না হবে পতন তার অযথা জীবন॥
কার না জীবন আছে এ হেন ভুবনে।
পশুপক্ষী কীট আদি পেয়েছে জীবনে॥
জীবন পাইয়া যেবা না করে সাধন।
নরদেহ লভি তার বৃথাই জীবন॥
অজ্ঞান শ্বাসের কার্য্য করে অনুক্ষণ।
পশুতে আহার পান করে সর্ব্বক্ষণ॥
ইন্দ্রিয় সহিত পাই মানব জীবন।
যেবা না হরির নাম করয়ে সাধন॥
বৃথাই জনম তার মাত্র বিড়ম্বন।
কুকুর গর্দ্দভ সম তাহার গণন॥
পাইয়া শ্রবণ শক্তি যেই দেহী জন।
নাহি শুনে হরিকথা ভুলেও কখন॥
পাইয়া রসনা যেবা হরিকথা গান।
নাহি করে যেইজন বৃথাই পরাণ॥
ভেক জিহ্বা সম জিহ্বা কহে জ্ঞানীজন।
অমৃত সমান হরি না করি সাধন॥
পাইয়া উত্তম বস্ত্র কিরীট ভূষণ।
যেবা নাহি হরি পদ করয়ে স্মরণ॥
ভূষণে ভূষিত হ'য়ে যেই মহাজন।
শ্রীহরি চরণ কভু না করে বন্দন॥
শবতুল্য সেই দেহী লভিয়া জীবন।
জ্ঞানীজন ঘৃণা তারে করে সর্ব্বক্ষণ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি নাহি হেরে পাইয়ে নয়ন।
বৃথা আঁখি ধরে সেই অসার জীবন॥
নাহি যায় হরিক্ষেত্রে থাকিতে চরণ।
স্থবিরের তুল্য তাহে জ্ঞানীর বচন॥
যে হরি চরণরেণু না লয় জীবনে।
শব সম তার দেহ শাস্ত্রের বচনে॥
বিষ্ণুপদ তুলসীর যে না লয় ঘ্রাণ।
বৃথাই প্রয়াস শ্বাস ধরি দেহ প্রাণ॥

যে হৃদয় হরিনামে না হয় বিলয়।
প্রস্তরের মত তাহা কঠিনতাময় ॥
হরি নামানন্দ যবে উপজে হৃদয়ে।
পুলকিত হয় দেহ অশ্রু নেত্রদ্বয়ে ॥
মোদের বাসনা মত বলেছ যখন।
ধন্য তুমি হ'লে সূত হরিপদে মন ॥
বল সূত তাহা যাহা পাণ্ডুর কুমার।
জিজ্ঞাসেন শুকদেব ঋষি অলঙ্কার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
শুক যথা আধ্যাত্মিকে করেন প্রচার ॥

ইতি সূত শৌনক সংবাদ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্ন ও শুকদেবের হরিগুণ কীর্ত্তন।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
কি করেন পরীক্ষিত পাণ্ডু মহাবল ॥
শুকদেব মুখে শুনি পূর্ব্বযোগ বাণী।
হরি প্রেমে আকুলিত পরীক্ষিত প্রাণী ॥
শুক মুখে আত্মযোগ হরিকথা জানি।
হরিপদে বিশুদ্ধেতে দিলেন পরাণি ॥
গৃহ, পত্নী, পুত্র, বন্ধু আর রাজ্যধন।
ক্রমেতে ত্যজেন মায়া করিয়া যতন ॥
যেইরূপ হরিকথা শুনিবার আশে।
জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ আমার সকাশে ॥
সেইমত পরীক্ষিত পাণ্ডু অলঙ্কার।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে করিয়া বিচার ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি মুক্তির কারণ।
হরিকথা জিজ্ঞাসেন পাণ্ডব রাজন ॥
প্রণমিয়া শুকদেব কহেন রাজন।
সর্ব্বজ্ঞ সংসার মাঝে তুমি হে ব্রাহ্মণ ॥
যখন শ্রীহরি কথা করহ কীর্ত্তন।
হৃদয় প্রফুল্ল হয় স্থির হয় মন ॥
যত আশা মনে দেব হ'য়েছে উদয়।
শুনিব শ্রীহরি কথা কহ মহাশয় ॥
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা এ বিশ্ব সংসারে।
বেদবিদ্‌গণ যাহা বুঝিতে না পারে ॥
কেমনে মায়ার বলে এ বিশ্ব সংসার।
সৃজন করেন হরি বিভিন্ন আকার ॥
কেমনে বা এই বিশ্ব করেন পালন।
কেমনে বা কালবশে করেন হরণ।
যেই শক্তিবলে হরি ধরি ভিন্নাকার।
লীলা তরে এই বিশ্বে হন অবতার ॥
আত্মারূপে প্রবেশিয়া প্রত্যেক জীবনে।
করিছেন ক্রীড়া হরি এ তিন ভুবনে ॥
পুণ্য ভাবি যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বে করিলাম।
দুরূহ কর্ম্মের গতি নাহি বুঝিলাম ॥
যাঁহার মায়ার ভাব না বুঝে পণ্ডিত।
কেমনে বুঝিব তাহা বুদ্ধির অতীত ॥
আশ্চর্য্য বলিয়া সবে করে অনুমান।
একমাত্র পরমাত্মা বিশ্ব অনুষ্ঠান ॥
একে তিনি বহু আত্মা করিয়া গ্রহণ।
প্রাকৃতিক গুণ যত করেন রক্ষণ ॥
সে হেন অদ্ভুত তত্ত্ব কেমনে বুঝিব।
কেমনে তাঁহার মায়া জানিতে পারিব ॥
পরব্রহ্মে লীন দেব আপনার মন।
আপনি জানেন সব হরির কারণ ॥
বলুন আমারে দেব দয়া প্রকাশিয়া।
সন্দেহ বিচ্ছেদ যাক্ তুষ্ট হোক্ হিয়া ॥
এতেক শুনিয়া প্রশ্ন শুক ঋষিবর।
একে একে মনসুখে করেন উত্তর ॥
শুক বলে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ।
প্রথমে করিব হরি-গুণের কীর্ত্তন ॥
অতীব উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা ভূপ।
উত্তরিব একে একে অতীব অনুপ ॥
অনুপম গুণ তাঁর কেমনে বর্ণিব।
অতীব প্রগাঢ় ভাব কিসে প্রকাশিব ॥

যাঁহার লীলায় সৃষ্টি হ'তেছে প্রচার।
শক্তিবলে তিনি হন সর্ব্ব গুণাধার ॥
দেহীর অন্তরে তিনি অন্তর্য্যামী রূপ।
আত্মা নামে পরিচিত হন সর্ব্বভূপ ॥
দেখিতে তাঁহারে পথ না পায় নয়ন।
প্রণমহ তাঁর পদে হ'য়ে একমন ॥
ধার্ম্মিক হৃদয় দুঃখ যে করে ছেদন।
ধার্ম্মিকে যাঁহার কৃপা হেরে অনুক্ষণ ॥
পরম হংসের ব্রতে ব্রতী যেইজন।
যিনি লন আধ্যাত্মেতে তাহাদের মন ॥
প্রার্থনায় অনুরূপ যেই করে দান।
সেই সত্ত্ব-মূর্ত্তি পদে নমি দিয়া প্রাণ ॥
ভাগবত জনে যিনি করেন পালন।
ভক্তিহীন মনে নাহি রহে কদাচন ॥
এমন যাঁহার গুণ করিলে বিচার।
সেই পরাৎপরে ভূয়ঃ করি নমস্কার ॥
যাঁহার হইতে কিছু নাহিক বৃহৎ।
যাঁহার মায়াতে কৃত এ হেন জগৎ ॥
যাঁহার সমান নাই এ তিন ভুবনে।
যাঁহার ঐশ্বর্য্য ব্রহ্ম নামে মাত্র গণে ॥
ব্রহ্মরূপে যেইজন করেন রমণ।
নমস্কার সেইজনে ধরিয়া চরণ ॥
যাঁহারে কীর্ত্তন আর করিলে স্মরণ ॥
মহাপাপ দূরে যায় করিলে বন্দন ॥
একান্তে শুনিলে নাম করিলে পূজন।
যাঁহার কৃপায় হয় পাপ বিনাশন ॥
হেনজন হরি বিনা কেবা আছে আর।
পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে করি নমস্কার ॥
বিচক্ষণ যাঁর পদ করিয়া সেবন।
ইহ পরলোক সুখে করে উত্তরণ ॥
আত্ম-জ্ঞান তরে ত্যজি ইন্দ্রিয় সেবন।
অন্তরেতে ব্রহ্মগতি করে পরশন ॥
তাঁর সম এ ভুবনে কেবা আছে আর।
সেই পরাৎপরে করি সদা নমস্কার ॥
তপস্বী যাঁহার লাগি তপে নিমগন।
যাঁর লাগি যশস্বীর দান আচরণ ॥
যাঁর লাগি মনস্বীর মন্ত্র সমাচার।
যাঁহাতে যজ্ঞের ফল অর্পণ বিচার ॥
তাহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেবা বল আর।
সে হেন হরিকে করি সদা নমস্কার ॥
কিরাত শবর হুন, পুলিন্দ আভীর।
কঙ্ক বা যবন ভল্ল প্রত্যেক জাতির ॥
এই ভিন্ন ম্লেচ্ছ জাতি যতেক আছয়।
সবার অন্তরে হরি সদা বিচরয় ॥
যাঁহারে স্মরিলে ম্লেচ্ছ হয় পুণ্যবান।
নমস্কার সে জনায় দিয়া মন প্রাণ ॥
অকপট যদি হয় শ্বপচ সঙ্কর।
ভক্তি যদি করে তাঁরে একান্ত অন্তর ॥
ভক্তিবলে তিনি হন অন্তরে প্রকাশ।
ধীরগণ আত্মারূপে করে যাঁর আশ ॥
যিনি বেদময় আর যিনি ধর্ম্মময়।
যিনি সর্ব্বেশ্বর হন আর তপোময় ॥
সর্ব্বত্রেই বিরাজিত যেই ভগবান।
প্রসন্ন হউন মোরে হই ভাগ্যবান ॥
যিনিই লক্ষ্মীর পতি, যিনি যজ্ঞপতি।
প্রজাগণ পতি যিনি, যিনি বুদ্ধিপতি ॥
তিনলোক পতি যিনি অগতির গতি।
ভাগবত বৃষ্ণিবংশে যিনি অধিপতি ॥
সাধুগণ পতি যিনি মহাভগবান।
নমস্কার তাঁরে করি দিয়া মন প্রাণ ॥
যাঁর পদ ধ্যান করে মহাযোগবলে।
নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মা নিরখে কৌশলে ॥
এইরূপে সে মুকুন্দ করে বিচরণ।
হউন আমার প্রতি প্রসন্ন সে জন ॥
প্রলয়ে যখন বিশ্ব হইল সংহার।
পুনরায় পূর্ব্ব সৃষ্টি করিতে বিস্তার ॥
ব্রহ্মার মানসে যিনি হ'য়ে বিরাজিত।
বেদ সরস্বতী রূপে হন প্রকাশিত ॥

সুলক্ষণা বাণী যাঁর কৃপায় বিকাশ।
সেজন প্রসন্ন হন এই মম আশ॥
যিনি দেহরূপ পুরে করিয়া শয়ান।
পায়েন পুরুষ রূপ মহান্ আখ্যান॥
ষোড়শ আত্মাতে যিনি দেহে বিরাজিত।
প্রত্যেকের গুণে যিনি সদা বিভূষিত॥
সর্ব্বজ্ঞ হয়েন যিনি এ বিশ্ব সংসার।
কোটি কোটি তাঁর পদে মম নমস্কার॥
আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা যেমন বর্ণন।
কহিব করিয়া তাঁর কৃপায় স্মরণ॥
বিভূষিত হন হরি প্রত্যেক বচনে।
এই আকিঞ্চন সদা হয় মম মনে॥
জ্ঞানামৃত মুখ মধু যে জনার হয়।
উন্মত্ত যাঁহায় যোগী জ্ঞানী মহাশয়॥
সেই বিশ্বস্রষ্টা সম কেবা বল আর।
সেই বাসুদেবে করি কোটি নমস্কার॥
শুন রাজা পরীক্ষিত হ'য়ে একমন।
উত্তরিব একে একে কহিলে যেমন॥
এহেন আধ্যাত্ম তত্ত্ব নারদ সুজন।
জিজ্ঞাসেন বেদগর্ভে হ'য়ে একমন॥
বেদগর্ভে যা শুনেন হরির সকাশ।
নারদ নিকটে তাহা করেন প্রকাশ॥
কহিব সে হেন কথা তোমার সদন।
লভিবে আধ্যাত্ম জ্ঞান তাহাতে রাজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুকদেব মুখামৃত জ্ঞানের আধার॥

ইতি হরিগুণ কীর্ত্তন সমাপ্ত।

ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন।
শুক মুখামৃত স্রোতে ভাসে ত্রিভুবন॥
বুঝাইতে পরীক্ষিতে পূর্ব্ব প্রশ্নচয়।
নারদ ব্রহ্মার বাণী শুকদেবে কয়॥
আধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা অতি মনোরম।
যেই শুনে তার হয় পবিত্র জনম॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
অপূর্ব্ব কাহিনী এক হ'য়ে অবহিত॥
আধ্যাত্ম বিদ্যার কথা তাহাতে প্রচার।
ব্রহ্মা নারদের বাণী অপূর্ব্ব বিস্তার॥
একদা নারদ গিয়া ব্রহ্মার সদন।
হেরেন কমলযোনি জ্ঞান বিভূষণ॥
ব্রহ্মারে নেহারি ঋষি আনন্দ অন্তরে।
প্রণাম করেন তাঁরে অষ্টাঙ্গে সত্বরে॥
দেবদেব তুমি ব্রহ্মা, হে ভূত-ভাবন।
সকলের স্রষ্টা তুমি জগত-কারণ॥
প্রণমি তোমার পায়ে হ'য়ে একমন।
আছে কিছু অভিলাষ করহ পূরণ॥
তোমার কৃপায় দেব জেনেছি সকল।
আধ্যাত্ম না জানি কিছু কহ অবিকল॥
সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ম যে জ্ঞান।
সেই জ্ঞান কৃপা করি কর মোরে দান॥
যাঁহার কৃপায় বিশ্ব হইল প্রকাশ।
আশ্রম স্বরূপ যিনি সকল সকাশ॥
যে জন হইতে বিশ্ব হইল সৃজন।
যাঁহার বলেতে বিশ্ব হ'তেছে রক্ষণ॥
যাঁহার নিয়মে বিশ্ব প্রলয়ে বিলয়।
কহ দেব সেই তত্ত্ব করিয়া নিশ্চয়॥
অতীত অদ্ভুত আর এই বর্ত্তমান।
সর্ব্বত্রই সমভাবে দেহ তত্ত্বজ্ঞান॥
নিরখে যোগীন্দ্রগণ তোমার কৃপায়।
সর্ব্ব-তত্ত্ব-কর স্থিত-আমলকী প্রায়॥
আপনি বিজ্ঞান রহে ব্যাপ্ত এ ভুবন।
আপনি জানহ দেব সকল কারণ॥
যাঁহার অধীনে তুমি সতত চেতন।
যাঁহার আশ্রয়ে তুমি হ'তেছ রক্ষণ॥
যাঁহার অধীনে তুমি কর অবস্থান।
যাঁহার স্বরূপ লভি করে তব জ্ঞান॥

যে মায়ার বলে তুমি ল'য়ে মহাভূত।
সৃজিতেছ এই বিশ্বে ভিন্ন রূপ ভূত ॥
কহ দেব সেই তত্ত্ব জানিবার আশ।
হ'য়েছে আমার দেব পূরাও সে আশ ॥
ঊর্ণনাভ যথা নিম্নে না হয় বিকৃত।
আপনার পোষণেতে সদা অবহিত ॥
তেমতি তুমিও দেব রহি ভূতগণে।
মায়ার প্রভাবে রত আছহ পালনে ॥
এই ভাবে অনায়াসে পালন সৃজন।
অপ্রয়াসে করিতেছ সকলে রক্ষণ ॥
তবাপেক্ষা মহাকায় না হেরি নয়নে।
তবাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় নাহি ভাবি মনে ॥
তোমার সমান নাহি হেরি কোনজন।
তোমাতেই এই বিশ্ব রহিছে মগন ॥
যে বস্তু নেহারি বিশ্বে ফিরায়ে নয়ন।
শত ভিন্ন রূপ, গুণ কৌশলে রচন ॥
একের সমান গুণ নাহি মিলে আর।
একের সমান গুণ আর দেখা ভার ॥
স্থূল সূক্ষ্ম যাহা ভাবি সতত বিচারে।
সকলি তোমার সহ অদৃশ্য আকারে ॥
তোমা ভিন্ন অন্য স্রষ্টা না হেরি নয়নে।
তোমার সৃজিত বিশ্ব ভাবি মনে মনে ॥
যখন না হ'ল বিশ্ব এমন প্রকাশ।
একমাত্র তুমি হও তখন বিকাশ ॥
সৃষ্টির কারণ তুমি তপ অনুষ্ঠান।
দুর্ল্লভ বিভূতি পাও সহ আত্মজ্ঞান ॥
বিভূতির কার্য্য মাত্র দেখি মোরা সবে।
আকুলিত মনে মনে হইতেছি ভবে ॥
যেমতে বুঝিব আমি সেই আত্মজ্ঞান।
সেইমত জ্ঞান মোরে করহ প্রদান ॥

ইতি ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্তৃক আধ্যাত্মিক বিদ্যা প্রকাশ।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুনহ শুকের বাক্য অমৃত নিঃস্বন ॥
রাজা পরীক্ষিতে কহে শুক তপোধন।
তব প্রশ্নোত্তর শুন একান্তে রাজন ॥
অতীব উত্তম প্রশ্ন অতীব গভীর।
আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাহে কহে যত ধীর ॥
প্রথমে কহেন ব্রহ্মা নারদ সদন।
সেই কথা শুন রাজা হয়ে একমন ॥
নারদের স্তুতি প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে মজিল তবে পিতামহ মন ॥
নারদেরে স্নেহভরে করি সম্ভাষণ।
আরম্ভ করেন তিনি আধ্যাত্ম বচন ॥
কহেন কমলযোনী শুন তপোধন।
শুন বাছা তব প্রশ্ন আধ্যাত্ম-বচন ॥
অপূর্ব্ব প্রশ্নের ভাব কহিলে বাছনি।
অতি মনোহর কথা তত্ত্ব শিরোমণি ॥
যখন হইল মোর জ্ঞানের উদয়।
হেরিলাম এই বিশ্ব ঘোর তমোময় ॥
নাহি জ্ঞান নাহি চেষ্টা অসাড় অজড়।
স্থিরভাবে সবে রহে হইয়া অনড় ॥
অদ্ভুত হেরিয়া বিশ্ব আশ্চর্য্য হইয়া।
সৃষ্টি কর্ত্তা জানিবারে কাঁপে মম হিয়া ॥
যাইনু বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিনু তায়।
কহিলেন মোরে বিভু আধ্যাত্ম বিদ্যায় ॥
বিষ্ণুর সমীপে লভি আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
প্রকাশিনু এই বিশ্ব পূর্ব্বের সমান ॥
সেই প্রশ্ন আজি তুমি করিলে প্রকাশ।
সাধ্যমত পূরাইব তব অভিলাষ ॥
কি বলিব হে নারদ তব জ্ঞানকথা।
যতই স্তুতিলে মোরে সঙ্গত সর্ব্বথা ॥
সকলেই আমি আছি কহিলে বচন।
আমা হ'তে হইয়াছে সকল সৃজন ॥

যথার্থ সে কথা বটে করিতে প্রকাশ।
মোর স্রষ্টা জ্ঞান হ'লে জ্ঞানের বিকাশ॥
এই মাত্র তত্ত্ব তোমা কহিলাম সার।
শুন মোর কথা পরে করিও বিচার॥
আশ্রয় বিহনে সূর্য্য যথা অপ্রকাশ।
আশ্রয় বিহনে অগ্নি না হয় বিকাশ॥
চন্দ্র ঋক্ষ গ্রহ তারা হের অগণন।
পরের সাহায্যে করে আত্ম-প্রকাশন॥
যেই জন স্বরূপেতে করি অবস্থান।
বিশ্বের অন্তরে রহে সদা বিদ্যমান॥
জ্ঞানের সাহায্যে যারে করি সুপ্রকাশ।
নমস্কার করি দয়া হৃদয়ের আশ॥
যাঁর মায়াবলে মোর সৃষ্ট জীবগণ।
জগতের পিতা বলি করে সম্ভাষণ॥
সেই বাসুদেব পদে লাগয়ে অন্তর।
জ্ঞানপদ্মে চিন্তা মাত্র করি নিরন্তর॥
যে অবিদ্যা বাসুদেব করে নিরীক্ষণ।
লজ্জিত হইয়া করে দ্রুত পলায়ন॥
বিমোহিত জীবগণ সে অবিদ্যাবলে।
মায়াজালে বদ্ধ হয় তাঁহার কৌশলে॥
আমি বা আমার শব্দ নাহিক তাঁহার।
বৃথাই জল্পনা মাত্র অজ্ঞান আধার॥
কি কব নারদ তবে শুন দিয়া মন।
তপ, কর্ম্ম, কাল, জীব, সব নিরঞ্জন॥
বাসুদেব ভিন্ন বিশ্বে নাহি কিছু আর।
ভাবহ হৃদয়ে বিজ্ঞ করিয়া বিচার॥
বেদে নারায়ণ বিনা কিছু নাহি আর।
ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁর বিভিন্ন আকার॥
ভূলোক গোলোক আদি সেই নারায়ণ।
সমস্ত যজ্ঞের লক্ষ্য যজ্ঞেশ চরণ॥
তপে নারায়ণ ভিন্ন নাহি কিছু আর।
জ্ঞানপথে নারায়ণ সর্ব্ব সারাৎসার॥
জীবের যতেক গতি সব নারায়ণ।
আমিও হইনু সৃষ্ট লইয়া ঈক্ষণ॥
তাঁহার সৃষ্টিতে বস্তু ছিল সুপ্রকাশ।
নব ভাবে সৃজি তারে করিনু বিকাশ॥
নির্গুণ হইয়া প্রভু স্বীয় মায়াবলে।
সৃজিলেন স্থিতি স্বর্গ নিরোধ কৌশলে॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন করিতে সাধন।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ করেন ধারণ॥
দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়াশ্রয় এই তিন গুণ।
মায়াবলে উৎপাদিত হইয়া নির্গুণ॥
সেই তিন গুণে যুক্ত পুরুষ নির্গুণ।
কর্ত্তা কার্য্য কারণেতে সতত সগুণ॥
গুণের মাঝারে থাকি সেই ভগবান।
নাহি হয় সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
আমিও তদ্রূপ তাঁহে দেখিতে না পাই।
গুণ ত্যজি জ্ঞানচক্ষে নেহারি সদাই॥
হে নারদ শুন শুন কহি তব পাশ।
যেমতে করেন ব্রহ্মা সৃষ্টির বিকাশ॥
একদা মহেশ করি সৃষ্টি অভিলাষ।
ইচ্ছিলেন ভিন্নরূপে নিজের প্রকাশ॥
হেন অভিলাষ করি সেই ভগবান।
মায়াবলে কাল ধর্ম্ম করেন সৃজন॥
স্বভাব প্রকাশ করি সেই মায়াবলে।
মহত্তত্ত্ব উৎপাদন করেন কৌশলে॥
তিন গুণ ছিল অগ্রে মায়ার প্রধান।
কালবশে হ'ল তার বিচার বিধান॥
সভাবে করিল তাহা নিত্য ব্যবহার।
কর্ম্মেতেই মহত্তত্ত্ব হয় অবতার॥
মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব রজঃ তমের মিশ্রণ।
দ্রব্য ক্রিয়া জ্ঞান তাহে থাকে সংযোজন॥
সকলে মিশিয়া এক হইল আকার।
নাম তার বেদ মাঝে হয় অহঙ্কার॥
অহঙ্কার তিন ভাগে হয় বিভাজন।
বৈকারিক তামসিক তৈজস গণন॥
বৈকারিকে মহাজ্ঞান হয় উৎপাদন।
ক্রিয়াবোধ হয় ক্রমে তৈজস জনন॥

তামসিক অহঙ্কারে দ্রব্য উৎপাদন।
এইরূপে জ্ঞান ভাগ বেদের বচন॥
ব্রহ্মা কন শুন শুন দেবঋষিবর।
ভূতের উৎপত্তি কথা অতি মনোহর॥
পূর্ব্বে কহিলাম আমি করেছ শ্রবণ।
তামসিক অহঙ্কার কি ভাবে সৃজন॥
তামসিকে দ্রব্যজ্ঞান হয় উৎপাদন।
তাহার বিকারে হয় শব্দের জনন॥
শব্দ মাত্র গুণযুক্ত করিতে আকাশ।
তামসিক হ'য়ে তাহা হইল প্রকাশ॥
যা দেখিব সেই ভাবে বুঝিব তাহায়।
আকাশের শব্দগুণ তাহে কহা যায়॥
আকাশ হইতে বায়ু হয় উৎপাদন।
স্পর্শ গুণে তাহে বুঝ শাস্ত্রের বচন॥
পূর্ব্ব ভূতে সেই গুণ হয় যে কারণ।
পরভূতে সেই গুণ রহে সংলগন॥
সেই শব্দ হেতু স্পর্শ ধরয়ে পবন।
অনুভবে বুঝিবেক পণ্ডিত যে জন॥
পবন হইতে হয় অগ্নি উৎপাদন।
রূপ গুণ হয় তাঁর জ্ঞানীর বচন॥
শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিন গুণ হয়।
অগ্নিতেই সংযোজিত জ্ঞানীজনে কয়॥
অগ্নি হ'তে জল হয় রস গুণ তার।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, বর্ত্তে তাহে চার॥
জল হ'তে ক্ষিতি জন্মে, দগ্ধ গুণ তার।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস তাহে ব্যবহার॥
এইরূপে পঞ্চভূত এ বিশ্বে প্রমাণ।
বুঝহ নারদ ঋষি শাস্ত্রের বিধান॥
বৈকারিক অহঙ্কারে উপজে মানস।
চন্দ্রমা ও মন তাতে রহে হুয়ে বশ॥
মানস ইন্দ্রিয় রাজা দশ মন্ত্রীজন।
দেবতা কহয়ে তারে যত মহাজন॥
দিক্, বায়ু, অশ্বি, বহ্নি, প্রচেতা সুজন।
ইন্দ্রোপেন্দ্র অর্ক, মিত্র প্রজাপতিগণ॥
জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মন্ত্রী বুদ্ধি মাত্র সার।
তাহার বলেতে ইহা হয় ব্যবহার॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ হয় নাম তার প্রাণ।
তার বলে এই দেহ রহয়ে সমান॥
রাজসিক অহঙ্কারে ইহারা জন্মায়।
যাহার বলেতে দেহ বিকারী আত্মায়॥
দেহতত্ত্ব বলিলাম মহাতপোধন।
ইহাতেই এই দেহ হয় সংগঠন॥
ইহাতেই এই দেহ হ'তেছে পালন।
আধ্যাত্ম ভাবের কথা বিষ্ণুর বচন॥
একত্রে হইলে ভূত ইন্দ্রিয় সকল।
মানসাদি গুণ ভূত যত ফলাফল॥
জীবগণে দেহরূপে হয় সংগঠন।
কভু নাহি দেহ হয় হ'লে অমিলন॥
আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ এই ঈশ্বরের মায়া।
বুঝহ নারদ ঋষি হেনমতে কায়া॥
ব্যষ্টি ও সমষ্টি ইথে হইল সৃজন।
অতি অনুপম কথা বিষ্ণুর বচন॥
এমতে হইল যবে দেহের গঠন।
আত্মারূপে হরি তাহে ধরিল জীবন॥
এইমতে জীবদেহ নির্ম্মাণ বিলয়।
এ সংসারে হে নারদ সততই হয়॥
কেমনেতে যেই হরি এ বিশ্ব সংসারে।
আছেন সর্ব্বত্র ব্যাপী না ধরি আকারে॥
কহিব সে কথা পরে শুন তপোধন।
আশ্চর্য্য এ কথা দেব বেদের বচন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
যে পড়িবে এক মনে পাইবে উদ্ধার॥

ইতি ব্রহ্মা কর্তৃক আধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের বিরাটরূপ নির্ণয়।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুন সবে বিরাটের অপূর্ব্ব বর্ণন॥
নারদে কহেন ব্রহ্মা মধুর বচনে।
শুন বৎস, নারায়ণ স্থিতি ত্রিভুবনে॥
প্রলয়ে ডুবিল বিশ্ব হইলে বিলয়।
পরামাত্মা সৃষ্টি ইচ্ছা মানসেই হয়॥
অগণ্য সহস্রবর্ষ কালবশে যায়।
সৃষ্টি বিনা এ ভুবন শোভা নাহি পায়॥
বিচার আপন মনে সেই নারায়ণ।
কালধর্ম্ম স্বভাবের করেন গ্রহণ॥
অচেতন এ ব্রহ্মাণ্ড জলেতে নেহারি।
করিলেন সচেতন মুকুন্দ মুরারী॥
আপনি প্রবেশি তাহে সেই নারায়ণ।
অন্তর্ভেদ করি নিজে হন প্রকাশন॥
দেখিতে দেখিতে তিনি ধরিলেন রূপ।
সহস্র চরণ সেই জগতের ভূপ॥
সহস্রেক বাহু আর সহস্র নয়ন।
সহস্র মস্তক আর সহস্র বদন॥
তাঁহার অঙ্গেতে শোভে চতুর্দ্দশ লোক।
ভূঃ ভব স্বঃ আদি করি যতেক গোলোক
চতুর্দ্দশ বিভাগেতে দেহ বিভাজন।
ঊর্দ্ধ সপ্তে অধঃ সপ্তে এ চৌদ্দভুবন॥
ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় সে কর।
বৈশ্যজাতি বিরাটের উরু শোভাকর॥
পাদদ্বয়ে শূদ্রজাতি হয় উৎপাদন।
অপূর্ব্ব তাহার রূপ করিতে বর্ণন॥
পদ মাঝে রহে ভূমি ভূব নাভিদেশে।
হৃদয়ে স্বর্লোক শোভে মণি যথা শেষে॥
উরঃস্থলে মহল্লোক ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক।
ঊর্দ্ধাঙ্গে তাঁহার শোভে পুণ্যময় লোক॥
কটীতে অতল শোভে, উরুতে বিতল।
জানুতে সুতল শোভে জঙ্ঘে তলাতল॥
এইরূপে শোভে তাহে এ চৌদ্দভুবন।
অন্তরে বুঝহ তুমি মহাতপোধন॥
বাগিন্দ্রিয় সহ বহ্নি তাঁহার আনন।
গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে তপাদি শোভন॥
হব্য, কব্য, অমৃতান্ন ষট্‌বিধ রস।
ইহাই রসনা তাঁর রসের সরস॥
প্রাণাদি অন্তর বায়ু বহিস্থ পবন।
ইহাই কল্পনা মতে নাসিকা শোভন॥
অশ্বিনী, ঔষধি, আর যত গন্ধচয়।
বিরাটের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সর্ব্ব লোকে কয়॥
তাঁহার নয়ন হ'তে তেজের উদয়।
তাঁহার শ্রবণ হ'তে দিকের নির্ণয়॥
শব্দযুক্ত কর্ণ তাঁর নির্ণয় আকাশ।
জগত সৌন্দর্য্য তাঁর শরীরে বিকাশ॥
ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শগুণে যজ্ঞ উৎপাদন।
ব্যোমাদি হইতে জন্ম বৃক্ষলতাগণ॥
কেশেতে জন্মিল মেঘ শ্মশ্রুতে বিদ্যুৎ।
পদনখ হ'তে যত শিলাদি সম্ভূত॥
হস্তনখ হ'তে যত ধাতু উৎপাদন।
বাহুতে জন্ময়ে যত লোকপালগণ॥
ভয় ত্যজি লব্ধবস্তু রক্ষার কারণ।
সকল কামনাধার নেহারি চরণ॥
জল, মেঘ, শুক্র, আর যত বারিচয়।
তাঁহারই শিশ্ন হ'তে সকলে জন্মায়॥
যোনি ভোগ সুখ যাহা জগতে প্রকাশ।
শিশ্নান্ত উপস্থ হ'তে তাহার বিকাশ॥
যম ও বরুণ আর পুরীষ কারণ।
হইতে তাঁহার পায়ু সবার জনন॥
হিংসা মৃত্যু ও নরক আর মন্দস্থান।
পায়ুর আধার হ'তে সবার আধান॥
পৃষ্ঠভাগ হ'তে জন্মে অধর্ম্ম অজ্ঞান।
নাড়ীগণ নদনদী উৎপত্তির স্থান॥
অস্থি হইতেই তাঁর গিরি উৎপাদন।
সমুদ্রাদি ভূতচয় জঠর গণন॥

যোদের শরীর জম্মে তাঁহার হৃদয়ে।
বুঝহ নারদ তুমি স্থির মন হ'য়ে॥
আমার তোমার আর ভূতের ধরম।
সনৎকুমার আর বিজ্ঞান কারণ॥
পঞ্চতত্ত্ব মহাজ্ঞান যত কিছু হয়।
হইতে তাঁহার আত্মা সকলি জন্ময়॥
তুমি আমি আর সেই দেব মহাদেব।
সপ্তর্ষি অসুর আর শত শত দেব॥
নর, নাগ, খগ, মৃগ, সরীসৃপগণ।
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ আর ভূতগণ॥
রাক্ষস উরগ পশু, পিতৃবিদ্যাধর।
সিদ্ধ বা চারণ আর যত দ্রুমবর॥
জলে স্থলে কি আকাশে যত জীব রয়।
গ্রহ, ঋক্ষ, কেতু তারা যতেক শোভয়॥
আর যত জীবগ্রহ থাকে এ ভুবনে।
সকলি স্বরূপ তাঁর বুঝ নিজ মনে॥
এ জগতে যাহা কিছু হেরিছ নয়নে।
নাহি কিছু শোভা পায় ছাড়ি সেইজনে॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব অসীম মহান।
সর্কলি ব্যাপিয়া তিনি হন বিদ্যমান॥
সর্ব্ব অতিক্রমি তবু বিতস্তি প্রমাণ।
অজ্ঞেয় অবোধ তিনি জ্ঞানী অনুমান॥
আপন মণ্ডলে থাকি যেমন তপন।
মণ্ডল বাহিরে বিশ্বে বিতরে কিরণ॥
সেইরূপ বিশ্ব আত্মা বিশ্বের কারণ।
বিরাটরূপেতে তিনি হন প্রকাশন॥
বিশ্বের অন্তরে আর বাহিরে সমান।
আপন প্রভাবে তিনি সদা বিদ্যমান॥
দেহী কর্ম্মফলে পায় মরণ ধরম।
ইহাও তাঁহার ধর্ম্ম ভাবিলে চরণ॥
অভয়ের সার তিনি আর অমরণ।
দিয়াছেন এই বিশ্বে জীবের কারণ॥
পক্ষপাত নাহি তাহে আত্মভাবে গতি।
অপার মহিমা তাঁর অবিনাশ মতি॥
এইভাবে যোগী ঋষি বেদাধ্যায়ী জন।
চারি অংশে সেই দেহে করে বিভাজন॥
ভূ, ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটি ভুবন।
সে দেহের তিন অংশে বিখ্যাত কারণ॥
এক অংশ মাত্র ভূমি যাতে জম্মে জীব।
বুঝিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ অতীব॥
মহ আদি তিনলোক হয় শিরোদেশ।
জনলোক তাঁর মূর্দ্ধা কহিনু বিশেষ॥
অমৃত, অভয়, ক্ষেমঃ মহা-তপ জনে।
সদা মনোহররূপে রহে বিষ্ণু সনে॥
ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ আর যতিগণ।
ত্রিলোক বাহিরে পান সুখের ভবন॥
তিন পদ পরিত্যাগ একপাদ রয়।
সেই পদ গৃহস্থের বাসযোগ্য হয়॥
গৃহস্থ ও আর যত রহিছে আশ্রম।
দুই ভাগে করে সবে বিভিন্ন ধরম॥
কর্ম্মাশ্রয় গৃহস্থের আর জ্ঞানাশ্রয়।
দুই পথ এই বিশ্বে প্রকাশিত রয়॥
দক্ষিণ উত্তরমার্গ উভয়ের নাম।
কর্ম্মেতে দক্ষিণ আর অন্যে জ্ঞানধাম॥
নারায়ণ উভয়েতে সমভাবে রন।
ভোগের বিভিন্ন মাত্র বেদের বচন॥
অপবর্গ কোন পথে সহজে সাধন।
কোথাও সহজে হয় জ্ঞান উৎপাদন॥
জ্ঞানমার্গে দিব্যরূপ জ্ঞানীর বচন।
কর্ম্মমার্গে অবিদ্যাতে বুঝহ সৃজন॥
হেনমতে বিরাটের করিনু আখ্যান।
বুঝহ নারদ তুমি এবে আত্মজ্ঞান॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরি মাত্র সংসারের একই আধার॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের বিরাটরূপ
নির্ণয় সমাপ্ত।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উৎপত্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্য কথন।

সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন।
শুক সুখামৃত বাণী সুধা প্রস্রবণ॥
শুক কহে পরীক্ষিতে আনন্দিত মনে।
আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা সার এ ভুবনে॥
এতেক কহিয়া তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহেন নারদে কিছু আনন্দিত মতি॥
শুনিলে নারদ এবে বিশ্ব উৎপাদন।
কি ভাবে বিলয় আর কি ভাবে পালন।
এখন শুনহ তাহে ভক্তি উৎপাদন।
করিব তোমায় তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণন॥
নারদ কহেন তবে স্থির করি মন।
শ্রবণে আশ্চর্য্য অতি আধ্যাত্ম কথন॥
পুলকিত চিতে তবে কহেন ব্রহ্মন্।
যাঁহা হ'তে এ ব্রহ্মাণ্ড হয় উৎপাদন॥
তিনিই তাঁহার মাঝে হইয়া বিকাশ।
করেন আপন রূপ বিরাট প্রকাশ॥
ঈশ্বর তাঁহার নাম শুন তপোধন।
অতীব আশ্চর্য্য কথা বিষ্ণুর বচন॥
আপন মণ্ডলে থাকি যেমন তপন।
মণ্ডল বাহিরে সুখে বিতরে কিরণ॥
এ ব্রহ্মাণ্ডে সেইরূপ বাহিরে অন্তরে।
সেই জগদীশ সুখে অবস্থান করে॥
সমস্তই তিনি বই নাহি কিছু আর।
এক ঈশ গণনাতে বিভিন্ন আকার॥
ঈশ্বরের নাভি হ'তে জনম আমার।
জনমি দেখিনু যবে এ বিশ্ব সংসার॥
নয়ন উন্মীলি আমি হেরিনু নয়নে।
যাহাতে জন্মিনু সেই পুরুষ রতনে॥
আমি ভিন্ন ঈশ্বরের হেরিনু বৈভব।
যজ্ঞীয় সম্ভার তাহে করি অনুভব॥
পুরুষ শরীর হৈতে সবার সৃজন।
বুঝিনু ক্রমেতে হেরি সবার গঠন॥
বিশ্ব তাঁর দেহ মাত্র বুঝিয়া সুজন।
করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ॥
যজ্ঞের কারণ ছিল যাহা প্রয়োজন।
করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ॥
শত শত পশু আর কুশ বনস্পতি।
মনোহর যজ্ঞভূমি আর ঋতুমতি॥
প্রয়োজন যত পাত্র ঔষধি সকল।
মধু স্নেহ যত কিছু আর রস জল॥
লৌহ স্বর্ণ আদি ধাতু ক্ষিতি আর জল।
সাম, ঋক, যজু আর কর্ম্মাদি সকল॥
চাতুর্হোত্র কর্ম্ম আর যত দেবগণ।
দক্ষিণা ও ব্রত মন্ত্র যে উপকরণ॥
কল্প গ্রন্থ ও সঙ্কল্প যত অনুষ্ঠান।
পাইলাম প্রয়োজনে প্রায়শ্চিত্ত দান॥
বুদ্ধিবলে আহরণ করিয়া সকল।
ব্যবহার করিলাম যজ্ঞেতে কেবল॥
তাঁহারি লইয়া বস্তু দিলাম তাঁহারে।
এইমতে আরাধিনু বিবিধ প্রকারে॥
আমারে হেরিয়া হেন যত প্রজাপতি।
মম সম ঈশ্বরার্থে যজ্ঞে দেন মতি॥
আছিল যতেক ঋষি আর মনুগণ।
পিতৃলোক দেবলোক যত দৈত্যগণ॥
আছিল যতেক তবে মানস সৃজন।
মম সম যজ্ঞে ঈশে করে আরাধন॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব অপূর্ব্ব রচন।
নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে প্রকাশন॥
অগুণ ছিলেন পূর্ব্বে সেই ভগবান।
বহুগুণ হইলেন ল'য়ে মায়া ভান॥
যাঁহার কৃপায় বিশ্ব করিনু সৃজন।
মহাদেব তাঁর বলে করেন হরণ॥
স্বীয় শক্তি ল'য়ে ঈশ করেন পালন।
বিষ্ণু নামধারী হ'য়ে প্রকাশিত হন॥

যেমন করিলে প্রশ্ন তুমি তপোধন।
উত্তর করিনু তাঁর আধ্যাত্ম লক্ষণ॥
এই মাত্র তুমি মনে জানিবে হে সার।
ঈশ্বরের রূপ মাত্র সকল সংসার॥
কার্য্য বা কারণে বস্তু হইল সৃজন।
ঈশ হ'তে ভিন্ন নহে জ্ঞানীর বচন॥
দেখিয়া তাঁহার কার্য্য হে ঋষি নারদ।
দেখিব তাঁহারে বলি হ'য়েছিল মদ॥
উৎকণ্ঠিত হেরি মোরে সেই ভগবান।
হৃদয় মাঝারে আসি হন অধিষ্ঠান॥
সে অবধি হৃদয়েতে সদা তাঁর বাস।
মহত্ত্বে প্রকাশ তাঁর বাহে অপ্রকাশ॥
তাঁর ধ্যানে বাক্য মন অসত্যে না ধায়।
কদাচ ইন্দ্রিয়গণ কুপথে না যায়॥
আমি বিশ্ব আর যত মম অনুচর।
সদা সত্য পূজা করে ভাবিয়া অন্তর॥
সেই হেতু মন্দ পথে নাহি মম গতি।
যা কহিব সত্য হবে জেনো হে সুমতি॥
ভ্রমেও ভেবো না মিথ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
মোর হৃদে মিথ্যা কভু নাহি পায় স্থান॥
সকলি ভাবিবে সত্য আমার বচন।
বেদময় আমি হই তপোময় প্রাণ॥
প্রজাপতিগণ মোরে করয়ে পূজন।
মিথ্যা নাহি কভু মম হৃদয় ভূষণ॥
শুনহ নারদ বলি নিগূঢ় বচন।
অতঃপর করি আমি যোগাবলম্বন॥
নারিনু বুঝিতে তাঁরে কিবা তাঁর রূপ।
কেমনে হ'লেন বৎস তিনি সর্ব্ব ভূপ॥
যতই মহান্ আমি ইহলোক মাঝে।
সমস্তই ব্যর্থ জেনো নটগণ সাজে॥
অধিক বলিব কিবা নারদ বাছনি।
আমি কি বুঝিতে তাহা নারিনু আপনি॥
অন্যেরে কেমনে আসি করিব বিশ্বাস।
হেরিতে স্বরূপ তাঁর কার নাহি আশ॥
যেজন ত্যজিয়া এই মায়ার সংসার।
একমাত্র হরিপদ করে হৃদে সার॥
যে পদ বলেতে সবে লভে মুক্তিধন।
যে পদ এ জগতের মঙ্গল কারণ॥
জগতের সেব্য যাঁর এ হেন চরণ।
নমস্কার তাঁয় করি দিয়া প্রাণ মন॥
দেহের মাঝারে নিত্য বিরাজে আকাশ
দেহী যথা তাহা নাহি জানয়ে প্রকাশ॥
নিজের মায়ায় তথা বিশ্বরূপ ধরি।
আমি তুমি ভিন্ন রূপ হয়েন শ্রীহরি॥
মায়াবলে আপনিই ভুলেন সকল।
কেমনে জানিব তাঁরে মোরা সবে বল॥
বামদেব আর তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীজন।
আমিও তাহার মধ্যে হই একজন॥
মোরা যদি কিছুমাত্র না জানিনু তাঁর।
অপর দেবতা বল কি জানিবে আর॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে আমরা সকলে।
তাঁর মায়া সৃষ্ট বিশ্ব কহি বুদ্ধিবলে॥
কার সাধ্য এই বিশ্ব বিনা সেইজন।
তিলেক ইহার কিছু করয়ে সৃজন॥
যাঁহার মায়ায় কার্য্য করিনু কীর্ত্তন।
ভাবিয়ে না পায় যাঁরে মহাজ্ঞানীজন॥
সে বিশ্বস্রষ্টারে ভূয়ঃ করি নমস্কার।
সেইজন বিনা শ্রেষ্ঠ নাহি কেহ আর॥
কি আশ্চর্য্য তাঁর লীলা করিব বর্ণন।
আপনি আপনা দিয়া সৃজেন আপন॥
আপনিই থাকি সৃষ্টে করেন পালন।
আপনাতে সেই সৃষ্টি করেন হরণ॥
সবা তিনি এই ভাবে করেন রমণ।
আদি পুরুষের লীলা অপূর্ব্ব কথন॥
তাহা ভিন্ন এ জগতে নাহি কিছু আর।
বিশুদ্ধ বলিয়া তাঁরে জানয়ে সংসার॥
জ্ঞান সত্যে সদা পূর্ণ যিনি নিত্যময়।
আদি অন্ত বিবর্জ্জিত নির্গুণ যে হয়॥

এক মাত্র যিনি হন নহে দ্বৈতময়।
জীবাত্মার সুখরূপে সদা সেই রয়॥
এ হেতু কল্পনা করে যত মুনিগণ।
যোগবলে যবে করে ইন্দ্রিয় দমন॥
তাহাদের তবে হয় প্রশান্ত মানস।
কুতর্কে যখন তারা নাহি হন বশ॥
যখন কুতর্কে মগ্ন ঋষিজন হন।
তখন পূর্ব্বের ভাব না হয় স্মরণ॥
তাই বলি হে নারদ শুন দিয়া মন।
অপূর্ব্ব বিধির লীলা আধ্যাত্ম কথন॥
পুরুষ রূপেতে বিষ্ণু অগ্রে অবতার।
নাম মাত্র জানে সবে নাহিক আকার॥
যে প্রভাবে স্বভাবের করেন পালন।
পুরুষ তাহারে বলি বেদেতে গণন॥
পরে কাল, মম দ্রব্য, স্বভাব, বিকার।
ইন্দ্রিয় বিরাট আর গুণের আকর॥
স্থাবর জঙ্গম ভ্রমে সদা সত্য জ্ঞান।
পুরুষ হইতে সবে হ'য়েছে উত্থান॥
পরবর্ত্তী অবতার এ সকলে কয়।
বেদের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
আমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষ প্রজাপতি।
তুমি আদি ঋষিবর্গ যতেক সুমতি॥
স্বর্লোক, খলোক, আর নৃলোক সকল।
তপলোক আর যত আছে চলাচল॥
গন্ধর্ব্ব, চারণ আর বিদ্যাধরগণ।
যক্ষ রক্ষ সর্প আর যত নাগগণ॥
প্রেতগণ-পতি আর দৈত্যেন্দ্র দানব।
সিদ্ধগণপতি আর গুহ্যকাদি সব॥
মৃগ পক্ষী ভূত প্রেত সকলের পতি।
সকলেই তাঁর সৃষ্ট সন্তান সন্ততি॥
ইহলোকে যত আছে ঐশ্বর্য্য অপার।
ভাগবত তেজোযুক্ত যত গুণী আর॥
তেজঃ ও সহায়যুক্ত বল ক্ষমাশালী।
শ্রীং হ্রীং বুদ্ধি বর্ণ জীব হে সকলি॥
তাঁহারি বিভূতি মাত্র তাঁহারি স্বরূপ।
সেইজন একমাত্র জগতের ভূপ॥
এমতে জানিলে তাঁরে জনমে ভকতি।
চরাচর জীবগণ তাঁহার বিভূতি॥
এক্ষণে কহিব তাঁর লীলা অবতার।
শাস্ত্রেতে বর্ণিত যথা বিবিধ প্রকার॥
অবতার গুণ যত করিলে শ্রবণ।
কর্ণের দূরিত নাশ হয় সেইক্ষণ॥
এমন সুন্দর কথা কহিব তোমায়।
শুনহ নারদ তুমি বসিয়া হেথায়॥
ভাগবত গুণামৃত কর তুমি পান।
পরিশুদ্ধ হবে দেহ জুড়াইবে প্রাণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
সংসারের তরিমাত্র যেতে ভবপার॥

ইতি ভক্তির উৎপত্তি সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অবতারগণ বর্ণন।

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিজন।
শুক মুখ বিনিস্থত ব্যাসের বচন॥
পরীক্ষিতে কহে শুক আনন্দিত মনে।
অবতার কথা রাজা বুঝ হে আপনে॥
নারদেরে সন্তোষিতে কমল-আসন।
অবতার কথা তিনি করেন বর্ণন॥
কহিলেন নারদেরে ব্রহ্মা শিরোমণি।
হরি অবতার কথা শুনরে বাছনি॥
পরমাত্মা বলি যাঁর দিনু পরিচয়।
মায়াবশে সেইজন অবতার হয়॥
বহু অবতার তিনি হন এ ভুবনে।
তার মধ্যে কতিপয় শাস্ত্রের বচনে॥
করিব সে হেন কথা এক্ষণে বর্ণন।
একমনে শুন তবে নারদ সুজন॥
প্রলয়ে যখন বিশ্ব গত রসাতল।
সকলি সমুদ্রময় নাহি মাত্র স্থল॥

উদ্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার।
ধরেন অনন্তদেব বরাহ আকার॥
ভীষণ উভয় দংষ্ট্রা রক্তিম নয়ন।
অগ্নিময় তেজ তাঁর ভীষণ দর্শন॥
এহেন রূপেতে দৈত্য করি বিনাশন।
উদ্ধার করেন ধরা অপূর্ব্ব দর্শন॥
আকুতির গর্ভে পরে রুচির ঔরসে।
জনমেন নারায়ণ জ্ঞান পরবশে॥
সুযজ্ঞ তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন।
দক্ষিণা তাঁহার নারী জ্ঞাত জ্ঞানীজন॥
সুষমা প্রভৃতি জন্মে তাহে দেবগণ।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা শাস্ত্রেতে বর্ণন॥
দেবগণে অসুরেরা করিলে পীড়ন।
ইন্দ্ররূপে তিনি দৈত্য করেন নিধন॥
স্বায়ম্ভুব মনু তেঁই কহে তাঁরে হরি।
দ্বিতীয়েতে অবতার সেই ভবতরি॥
তৃতীয়ে কপিল নামে হন অবতার।
অতীব আশ্চর্য্য তাঁর জ্ঞান ব্যবহার॥
শৈশবে ত্যজিয়া মায়া লভিয়া বিজ্ঞান।
জননীরে ব্রহ্মজ্ঞান করিলেন দান॥
জননীর সহ তাহে ভগ্নী নয়জন।
মুক্তিপথে গিয়া করে মুকুন্দ দর্শন॥
অতীব উত্তম তাঁর সেই উপদেশ।
ইহ পাপ নাশে হয় বৈকুণ্ঠে প্রবেশ॥
অত্রি নামে মহাঋষি মহাতপোধন।
বিষ্ণুরে সন্তানরূপে করে আরাধন॥
ভক্তজন অভিলাষ পূরাবার তরে।
সন্তুষ্ট হইয়া হরি ভাবিয়া অন্তরে॥
হইব তোমার পুত্র কহেন তাহায়।
ইহা বলি নিজ আত্মা তার স্থানে যায়॥
অত্রিকুলে জন্মি হরি দত্তাত্রেয় নাম।
যদু ও হৈহয়গণে লন নিজ ধাম॥
আত্মজ্ঞান উপদেশ করি মুক্তি দান।
সবাকার সুপবিত্র করিলেন প্রাণ॥

চারি অবতার এই হরির প্রকাশ।
জ্ঞানীগুন শুনিবারে করে অভিলাষ॥
বুঝহ নারদ এবে আমার বচন।
এমত তাঁহার হয় গুণের কীর্ত্তন॥
সৃষ্টি অভিলাষ করি তপস্যা কারণ।
মোর প্রতি তুষ্ট হন শ্রীমধুসূদন॥
সন্তুষ্ট হইয়া হরি পূরাইতে আশ।
চারিজন পুত্ররূপে হয়েন প্রকাশ॥
সনক সনন্দ আর সনতকুমার।
সনাতন আর নাম জ্ঞান-অবতার॥
চারি পুত্ররূপে হরি হ'য়ে অবির্ভাব।
দেন মোরে উপদেশ জগতের ভাব॥
প্রলয় পূরবে যথা আছিল ভুবন।
একে একে সেই সবে করেন বর্ণন॥
বর্ণনে কখন তাহা না হয় প্রকাশ।
মুনিজন মনে হরি পূরাবেন আশ॥
বীজ-রূপে এ জগতে সকলি আছিল।
কেমনে হইবে সৃষ্টি জ্ঞান নাহি ছিল॥
সেই জ্ঞান চারি রূপে করেন বিকাশ।
এ মত হরির মায়া জগতে প্রকাশ॥
পঞ্চ অবতার ইহা জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কুমারাবতার নাম শাস্ত্রের বচন॥
দক্ষ-কন্যা মূর্ত্তি গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে।
জন্মিলেন তাহে হরি জ্ঞানপরবশে॥
যুগল রূপেতে তথা হন অবতার।
নর নারায়ণ নাম অদ্ভুত আকার॥
উগ্র তপস্যার বলে রিপু করি বশ।
অজ্ঞানে শিখান সবে কিসে রিপু বশ॥
অনঙ্গের সেনা যত অপ্সরার গণ।
না পারে ভাঙ্গিতে যোগ হ'য়ে সংযোজন॥
উভ অপরূপ রূপ নেহারি নয়নে।
কামবাণে তারা বিদ্ধ হইল আপনে॥
স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হ'তে উর্ব্বশী প্রভৃতি।
জনমি মজাতে উভে বিমোহিত মতি॥

অতীব সুতীব্র উভে জ্ঞান করে দান।
জ্ঞানবলে সকলের হয় সুস্থ প্রাণ॥
আশ্চর্য্য গুণের কথা শুন তপোধন।
কামেরে করয়ে জ্ঞানী ক্রোধেতে দহন॥
নাহি হেন আচরেন নর নারায়ণ।
ক্রোধ দ্বারা ক্রোধে তাঁরা করেন দহন॥
ক্রোধ নাহি উভ হৃদে শক্তিহীন কাম।
ক্রমে সব রিপুগণ লভিল বিরাম॥
রিপু বশ মহাযোগ করিয়া প্রকাশ।
বৈকুণ্ঠে করেন গতি শাস্ত্রের আভাষ॥
ধ্রুব নামে সেই হরি হ'য়ে অবতার।
তপোভাব প্রকাশেন অদ্ভুত আকার॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব তার নাম।
বিমাতার বাক্যবাণে ত্যজে রাজ্যধাম॥
বনে গিয়া শিশু করে তপ ঘোরতর।
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব দামোদর॥
সন্তুষ্ট হইয়া তার তুষিবারে প্রাণ।
ধ্রুবলোক বালকেরে করেন প্রদান॥
অতি পুণ্য ধ্রুবলোক অতি মনোহর।
সপ্তর্ষি ও ভৃগুমুখে প্রশংসা বিস্তর॥
অষ্টমে বিখ্যাত হরি পৃথু অবতারে।
উদ্ধারিতে বেণরাজে পুত্রের আকারে॥
একদা অজ্ঞানে পৃথ্বী হ'লে আচ্ছাদিত।
এই ধরাধাম হয় যথেচ্ছা শাসিত॥
সদা মন্দপথে রত সেই মহারাজা।
দ্বিজগণ অভিশাপে পায় মহা সাজা॥
গর্ব্ব অহঙ্কারে আর রিপু পরবশে।
ঐশ্বর্য্য পৌরুষচ্যুত নরকে নিবসে॥
এরূপ দুর্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন।
হরিপদে সবে মিলে করয়ে প্রার্থন॥
যাহাতে বেণের হয় সহজে সুমতি।
না হয় বেণের যাহে নরকেতে গতি॥
শুনি এ প্রার্থনা বেণে তরাইতে হরি।
হন অবতার তার পুত্ররূপ ধরি॥
পৃথু তাঁর নাম হ'ল অপূর্ব্ব আকার।
বেণেরে তারিল করি নরকে উদ্ধার॥
বেণে উদ্ধারিয়া তবে পৃথু নৃপমণি।
ওষধি ও রত্ন তরে দোহেন ধরণী॥
অদ্ভুত কীর্ত্তন তাহা অদ্ভুত বর্ণন।
বুঝহ নারদ এবে আমার বচন॥
নবমে হয়েন হরি ঋষভাবতার।
অগ্নিসুত নাভির ঔরসে জন্ম তার॥
সুদেবীর গর্ভ হৈতে হন অবতার।
পরমহংসের পদ করেন বিচার॥
সকলে সমান জ্ঞান ব্রহ্ম আত্মারাম।
আনন্দেতে বিচরিত আনন্দাভিরাম॥
জড়ের সমান তাঁরে ভাবিত স্বজন।
সদাই সমাধি যোগে রত তাঁর মন॥
সদা শান্তিময় তিনি সর্ব্ব সঙ্গনাশ।
ব্রহ্মময় এ জগত করেন প্রকাশ॥
মহাহংস পদ তাঁরে কহে জ্ঞানীজন।
বুঝহ নারদ বাপু স্থির করি মন॥
দশমে ধরেন হরি হয়গ্রীব নাম।
অতি অপরূপ রূপ ত্রিলোকেতে ধাম॥
যবে যজ্ঞ করিলাম আমি আরম্ভন।
যজ্ঞের পূরণ লাগি হয়েন এমন॥
যজ্ঞভূমি হ'তে তিনি হ'য়ে আবির্ভাব।
যজ্ঞের পুরুষরূপে ধরিলেন ভাব॥
সুবর্ণ বরণ তাঁর অশ্ব মত শির।
শ্বাসেতে নিকলে বেদ, ছন্দাদি শরীর॥
একাদশে হন হরি মৎস্য অবতার।
প্রলয়ে ভাসেন জলে লয়ে নৌকাভার॥
নিখিলে যতেক জীব তাহাতে আশ্রয়।
আমার প্রণীত চারি বেদ তাহে রয়॥
ভীষণ জলের স্রোত প্রলয় গর্জ্জন।
একার্ণব তাহে মনু করেন গগন॥
সে ভীম জলধি পরে সেই ভগবান।
জীব বেদ লয়ে তিনি হন ভাসমান॥

অপূর্ব্ব হরির কীর্ত্তি করিতে প্রকাশ।
প্রলয়ান্তে লোক বেদ তাহে সুপ্রকাশ
দ্বাদশে হয়েন হরি কূর্ম্ম অবতার।
পৃষ্ঠেতে মন্দর ধরি কূর্ম্মের আকার॥
অমৃতের লাগি মাতি সুরাসুরগণ।
মন্দরে আনিয়া করে সমুদ্র মন্থন॥
অটল অচল সেই মন্দর পর্ব্বত।
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ গিরি অতীব মহৎ॥
রজ্জুপাশে নাগপতি তাহাতে বন্ধন।
আকর্ষণ করে যত সুরাসুরগণ॥
মন্থনের ভারে হ'য়ে মেদিনী কাতর।
বিষ্ণুর সমীপে যান করি যোড়কর॥
মেদিনীর কষ্ট শুনি ত্রিলোকের পতি।
ঘুচাতে মেদিনী দুঃখ যান শীঘ্রগতি॥
সমুদ্রের নিম্নে গিয়া মন্দরের তলে।
কূর্ম্মরূপে বিরাজেন আপন কৌশলে॥
অমৃত লাগিয়া যত ঘুরিল মন্দর।
পৃষ্ঠের উপরে রহে নহেন কাতর॥
মেদিনীর দুঃখ হরি করিয়া বিনাশ।
অচল ধরিয়া পৃষ্ঠে রহেন প্রকাশ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা করিহে বর্ণন।
শুনহ নারদ তুমি স্থির করি মন॥
সুরাসুর মহাবলে করিল মন্থন।
কম্পান্বিত জলপতি হয়েন তখন॥
অস্থির জলধি জল অতি উতরোল।
অমৃত ক্রমেতে তথা প্রকাশিত হ'ল॥
কূর্ম্মরূপী ভগবান রহেন অন্তরে।
অপূর্ব্ব ভাবের কথা বুঝ বুদ্ধিভরে॥
ত্রয়োদশে হন হরি নরসিংহ রূপ।
হিরণ্যকশিপু বধে দৈত্যগণভূপ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত রাজা দেবগণ অরি।
তপোবলে অহঙ্কারে নাহি মানে হরি॥
ভ্রূকুটি কুটিল মুখ অহঙ্কারী অতি।
অন্তকের সম দেহ বেদহীন মতি॥
নরসিংহ হন হরি প্রহ্লাদে তুষিতে।
ভীষণ আকার হেরি সবে কাঁপে চিতে॥
ভীষণ গর্জ্জনে গদা করিয়া প্রহার।
বক্ষঃ চিরি কশিপুরে করেন সংহার॥
সরোবর মাঝে যবে হস্তীযূথপতি।
পদ্মহস্ত নাম তাঁর হরি পদে মতি॥
আক্রান্ত হয়েন তিনি কুম্ভীর গরাসে।
অতীব ভীষণ রূপ কাঁপে সবে ত্রাসে॥
বিপদে পড়িয়া হস্তী ডাকে নারায়ণ।
শুনিয়া হস্তীর দুঃখ বিপদ ভঞ্জন॥
ত্বরা করি যান তথা যথা সরোবর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ল'য়ে গদাধর॥
গরুড় আসন আর বনমালা গলে।
কুম্ভীরে বধেন তিনি স্বীয় চক্রবলে॥
উদ্ধারিয়া হস্তী হরি বৈকুণ্ঠেতে যান।
কুম্ভীর পাইল মুক্তি হইয়া ছেদন॥
পঞ্চদশে হন হরি রূপেতে বামন।
বুঝিবারে দান শক্তি বলির কেমন॥
অদিতির পুত্র বিষ্ণু সর্ব্বকনীয়ান।
গুণেতে হলেন তিনি সর্ব্ব মহীয়ান॥
অন্তরে ধার্ম্মিক বলি বাহ্যে ভিন্ন আর।
ধার্ম্মিকের অনুচিত এহেন আচার॥
ঐশ্বর্য্য মদেতে মত্ত হইয়া রাজন।
অকাতরে দানযজ্ঞ করেন সাধন॥
প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত নহেন কখন।
সদা একমনে করে অতিথি সেবন॥
গর্ব্ব হেতু দুই ভাব অন্তরে তাঁহার।
হরিতে জগৎ নহে হরি ভিন্নাকার॥
অদ্বৈত ভাবেতে যজ্ঞ করেন সাধন।
অকাতরে দান আর অতিথি সেবন॥
কর্ম্মেতে বিশুদ্ধ তিনি নাহি আত্মজ্ঞান।
হরিপদে সদা তাঁর মতি বিদ্যমান॥
ঘুচাতে তাঁহার ভ্রম দেখাতে স্বরূপ।
ধরেন বামন রূপ অতীব অনুপ॥

অতীব ক্ষুদ্রাঙ্গ বিষ্ণু অদিতি সন্তান।
বলিরে ছলিতে যান যথা যজ্ঞস্থান॥
তিন পদ ভূমি মাগি দেন তাঁহে জ্ঞান।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন আবরি দেখান॥
আশ্চর্য্য হইয়া বলি হেরেন বামন।
প্রভাবল হেরি রাজা ধরেন চরণ॥
ষোড়শে হয়েন হরি হংস অবতার।
মনে ভাবি দেখ ঋষি করিয়া বিচার॥
যখন তোমার মনে ভক্তির উদয়।
হরিনাম মাত্র মুখে উচ্চারিত হয়॥
তোমার সমক্ষে হরি হংস রূপ ধরি।
প্রকাশেন ভক্তিযোগে পুণ্যলোক তরি॥
আর ভাগবত শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।
মনে ভাবি দেখ ঋষি করিয়া বিধান॥
যেই ভক্তিযোগ শুনি যত সাধুজন।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে করয়ে গমন॥
হংসরূপে ভাগবত ভক্তিযোগ সার।
তব কাছে সেই হরি করেন প্রচার॥
এ হেন হরির মায়া কে বলিতে পারে।
বুঝহ নারদ তুমি জ্ঞানের বিচারে॥
প্রত্যেক প্রলয়ে বিশ্ব হইলে বিলয়।
মনুরূপে সেই হরি আত্ম প্রকাশয়॥
একমনু সৃষ্টিনাশে কহে মন্বন্তর।
মন্বন্তর রূপে হরি যুগ যুগান্তর॥
মন্বন্তর রূপে হরি হইয়া বিকাশ।
পূর্ব্বের সমান বিশ্ব করেন প্রকাশ॥
তাঁহার প্রভাব হয় অতি চমৎকার।
তেজে দশদিক কাঁপে হইয়া অসার॥
ভূলোক হইতে সত্য করি জ্ঞানে জয়।
দুষ্ট রাজগণে সুখে দমন করয়॥
পুনরায় ধর্ম্মবৃত্তি করিয়া প্রচার।
আপন আনন্দে হরি করেন বিহার॥
অষ্টাদশে হরি হন ধন্বন্তরি বেশ।
নাম গুণে তারিবারে ভুবনের ক্লেশ॥
সংসার পীড়ায় যবে হইয়া কাতর।
মহাপীড়া বলে জীব কাঁদে নিরন্তর॥
তবে অবতরী হরি ধন্বন্তরি রূপে।
উদ্ধার করেন সবে মহাপীড়া কূপে॥
নাম মাত্র মহৌষধি করিয়া প্রদান।
সুস্থির করেন তিনি কাতরের প্রাণ॥
যজ্ঞেতে অমৃত যবে দৈত্য করে দান।
আকণ্ঠ পূরিয়া তিনি করিলেন পান॥
জীবাদির আয়ু জ্ঞান করিয়া বিধান।
সুখেতে করেন তিনি বৈকুণ্ঠে পয়ান॥
ক্ষত্রিয়গণের যবে হ'ল বুদ্ধি নাশ।
পরশুরামেতে হরি ঊনিশে প্রকাশ॥
বুদ্ধি ভ্রমে ক্ষত্রগণ দুর্দ্দান্ত হইল।
বেদমার্গ ছাড়ি যবে ব্রাহ্মণে হিংসিল॥
ধর্ম্মদ্রোহী ব্রহ্মদ্রোহী হইল যখন।
সদাই কুকর্ম্মে মতি অধর্ম্মেতে মন॥
সংসার কণ্টক সম হইল বিকাশ।
হরি তবে ভাবিলেন করিবারে নাশ॥
পরশুরামেতে হরি হ'য়ে অবতার।
ধরেন পরশু করে অতি তীক্ষ্ণধার॥
অবনী কণ্টকরূপ যত ক্ষত্রগণ।
একে একে সকলেরে করেন নিধন॥
একাধিক বিংশবার করিয়া ছেদন।
নাশিলেন একেবারে ক্ষত্র পাপিগণ॥
বিংশতিতে হন হরি রাম অবতার।
নবজলধর রূপ বিষ্ণুর আকার॥
মায়া বিনা নাহি হয় বিষ্ণুর বিকাশ।
সেই হেতু মায়ারূপা সীতার প্রকাশ॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাম লইয়া জনম।
বীর্য্যবলে রক্ষিলেন ক্ষত্রিয় ধরম॥
দশরথ পিতা তাঁর তাঁহার আজ্ঞায়।
অরণ্যে যায়েন ল'য়ে পত্নী ও ভ্রাতায়॥
রাবণ কর্ত্তৃক সীতা তথায় হরণ।
লঙ্কায় লইল সীতা দুষ্ট দশানন॥

মায়া ভিন্ন হরি বল কোথা শোভা পায়
সীতা উদ্ধারিতে রাম ভাবেন উপায় ॥
সমুদ্রে বাঁধিয়া সেতু বধিয়া রাবণ।
সীতা উদ্ধারিল বিশ্ব মঙ্গল কারণ ॥
অতীব অপূর্ব্ব লীলা বর্ণন না যায়।
যেই শুনে সেই হয় আশ্চর্য্য মায়ায় ॥
যখন করেন রাম যুদ্ধ আয়োজন।
অস্থির সমুদ্র কাঁপে ভয়ের কারণ ॥
মহাদেব ভয়ে যথা সভীত ত্রিপুর।
সমুদ্র তেমতি ভীত থাকি নিজপুর ॥
প্রলয় রোষাগ্নি সম রামের নয়ন।
হেরি জল জন্তু যত বিষাদিত মন ॥
আপনার ত্রাণ হেতু পাতি বক্ষস্থল।
জলনিধি ধরে সেতু করিয়া কৌশল ॥
এমতে লঙ্কায় গিয়া রাম গুণমণি।
রাক্ষস সহিত যুদ্ধ করেন আপনি ॥
শত ইন্দ্র পরাজয়ে বলী সে রাবণ।
শত ঐরাবত দন্ত তৃণ সম জ্ঞান ॥
ভেবেছিল দুরাচার তার সম আর।
নাহি কোন বীর বুঝি পৃথিবী মাঝার ॥
এড়েন ব্রহ্মাস্ত্র রাম অতীব প্রচণ্ড।
রাবণের বক্ষঃ ভেদি করে খণ্ড খণ্ড ॥
ত্যজিয়া পরাণ করে স্বর্গেতে গমন।
রামের মায়ায় বধ হয় দশানন ॥
এমন রামের কীর্ত্তি শুন দেবঋষি।
প্রচার করহ তুমি ইহা দশদিশি ॥
একবিংশে হন হরি কৃষ্ণ অবতার।
দ্বাবিংশে হয়েন তিনি বলভদ্রাকার ॥
অসুরাংশ ভূত যত সুবীর্য্য রাজন।
অনিয়মে এই ধরা করিল শাসন ॥
ধর্ম্মলোপ হয় যবে অধর্ম্ম প্রবল।
নাশিতে সে সব কৃষ্ণ জন্মেন কেবল ॥
স্থাপিবারে ধর্ম্ম হরি বিস্তারিয়া মায়া।
অমানুষ কার্য্য করি নাশেন সবায় ॥

শৈশবে পুতনা যমলার্জ্জুন নিধন।
অবতার হেতু হেন করেন সাধন ॥
ব্রজেতে বিহারী হরি দেখালেন মায়া।
অপরূপ অবতার ধরি নব কায়া ॥
কালীয় যমুনাজলে বিষ করে দান।
মরিল ব্রজের শিশু করি করি জলপান ॥
কালীয় দমনে জল নির্ব্বিষ করিয়া।
ব্রজশিশুগণে কৃষ্ণ দেন বাঁচাইয়া ॥
দাবানলে নিশাযোগে ব্রজের দহন।
ব্রজবাসী নিদ্রাঘোরে সবে অচেতন ॥
ব্রজের বিনাশ হেরি দয়াময় হরি।
নির্ব্বাপেন দাবানল মহা কৃপা করি ॥
অপূর্ব্ব রূপেতে ব্রজে করেন বিরাজ।
বলরাম সহ হরি করি হেন কাজ ॥
শিশুরূপে হরি লভি যশোদা জননী।
লীলাবশে মাতি কভু হরেন নবনী ॥
মায়ারূপে যেই হরি লয়েন নবনী।
হেরি রুষ্ট হ'য়ে তাঁর ভ্রমান্ধ জননী ॥
জব্দ করিবারে তাঁরে রজ্জু ল'য়ে যায়।
শিশুরূপী হরি বাঁধে মহাবলে হায় ॥
কোমরে বান্ধেন হরি অতি সযতনে।
কোনমতে না কুলায় মায়ার বন্ধনে ॥
গোপী যত যুড়ে দড়ি তত অকুলান।
আশ্চর্য্য হইল গোপী না বুঝি সন্ধান ॥
দেখাবারে জননীরে আপন প্রভাব।
স্থির করি মনে হরি ধরি নব ভাব ॥
জৃম্ভন করিয়া খুলি আপন বন্ধন।
দেখায় মায়েরে হরি এ চৌদ্দভুবন ॥
আশ্চর্য্য হইয়া গোপী শিশু কোলে ল'য়ে।
চুম্বেন তাহার গালে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে ॥
যখন মায়ের পুত্র হরি গোপগণ।
পর্ব্বত গুহায় সবে করিল গোপন ॥
উদ্ধার করেন হরি সকলে কৃপায়।
মহাকায় দৈত্যগণে বধিল হেলায় ॥

যখন ব্রজের গোপ হইবে নিধন।
হরি কৃপা বলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
যজ্ঞভঙ্গে রুষ্ট ইন্দ্র ব্রজ নাশিবারে।
সপ্ত দিন বারি বর্ষে মুষলের ধারে ॥
জলেতে ডুবিল ব্রজ মরে গোপগণ।
ধেনুগণ প্রাণভয়ে দেয় সন্তরণ ॥
মহাভয় উপস্থিত ব্রজের মাঝারে।
যজ্ঞনাশে ব্রজনাশ করে বজ্রধরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া মনে করিতে রক্ষণ।
অনন্ত হস্তেতে লন গিরি গোবর্দ্ধন ॥
তদুপরি যত গোপ গোপী ধেনুগণে।
আশ্চর্য্য রহিল যেন নক্ষত্র গগনে ॥
ইন্দ্র হ'য়ে পরাজিত বিষ্ণু মায়াবলে।
ব্রজেতে যজ্ঞের ভাব নাশিলেন ছলে ॥
রাসের বাসনা করি সেই নারায়ণ।
যমুনার কূলে বাঁশী করেন বাদন ॥
বাঁশীর ধ্বনিতে সব মুগ্ধ গোপিগণ।
কৃষ্ণ দরশন আশে করিল গমন ॥
যমুনার কূলে গোপী হেরি কালাচাঁদে।
বাঁধিল মনের রাজে নিজ কাম ফাঁদে ॥
পূরাতে কামনা সবে করিলেন রাস।
শরতের পূর্ণচন্দ্রে নিকুঞ্জেতে বাস ॥
যতেক গোপিনী রত কৃষ্ণের সেবনে।
হেনকালে শঙ্খচূড় আসি সেই বনে ॥
কামোন্মত্ত হ'য়ে দৈত্য ধরে গোপীগণ।
শাস্তি হেতু তারে কৃষ্ণ করেন নিধন ॥
আর যত দুষ্ট বীর রুক্ম শিশুপাল।
বধেন সকলে কৃষ্ণ বুঝি কালাকাল ॥
মহাকুরুক্ষেত্র রণ হ'লে সঙ্ঘটন।
মৎস্য কুরু সঞ্জয়াদি মরণ সাধন ॥
পাণ্ডব রূপেতে হরি করিয়া রমণ।
করিলেন পাপীগণে সবীর্য্যে নিধন ॥
বধিয়া সকলে করি দুষ্টের দমন।
বৈকুণ্ঠে সবারে হরি করেন প্রেরণ ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণন না যায়।
আধ্যাত্মে বুঝহ ঋষি কৃষ্ণের মায়ায় ॥
কালে কালে যবে জীব অল্পায়ু হইবে।
আগম নিগম ধর্ম্ম কিছু না বুঝিবে ॥
বুঝিবারে বেদ ধর্ম্ম মায়াময় হরি।
করিবেন সুবিভাগ বেদ ধর্ম্ম চারি ॥
সত্যবতী গর্ভে তিনি লইয়া জনম।
ব্যাস নামে আসিবেন তারিতে ভুবন ॥
ত্রয়োবিংশ অবতার ব্যাস নাম তার।
আগম, নিগম, বেদ হবে ভিন্নাকার ॥
বেদ ধর্ম্মধারীগণ হইলে বিনাশ।
যবে ধর্ম্মহীনজন হইবে প্রকাশ ॥
দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া নাশ করি শুদ্ধমতি।
উপধর্ম্ম বুঝাবেন ধর্ম্মে দিতে রীতি ॥
চতুর্ব্বিংশ অবতার বুদ্ধ তাঁর নাম।
পাষণ্ড বেশেতে হরি লবেন বিরাম ॥
কলিযুগে হরিনাম হইলে বিনাশ।
পাষণ্ড সমান দ্বিজ হইলে প্রকাশ ॥
স্বাহা সুধা বষট্‌কার আদি বাণী যত।
উচ্চরিত না হইয়া হইবেক হত ॥
সকলেই পাপে রত বাড়ায়ে ভূভার।
হইবেন তবে হরি কল্কি অবতার ॥
ধরিয়া কল্কির রূপ নাশি দুষ্টগণে।
সত্যযুগ পুনঃ আনিবেন এ ভুবনে ॥
পঞ্চবিংশ অবতার মহাকল্কি নাম।
বৈকুণ্ঠ পৃথিবী তবে হবে এক ধাম ॥
বুঝহ নারদ দিয়া আপনার মন।
হেনমতে বিশ্বে ব্যাপ্ত সেই নারায়ণ ॥
পঞ্চবিংশ অবতার করিনু প্রকাশ।
অষ্টদিকে প্রকাশিত হইল উল্লাস ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরি মাত্র এক তরি তরিতে সংসার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অবতারগণ বর্ণন সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভাগবত মাহাত্ম্য কথন।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন।
কি কহেন পরে ব্রহ্মা অপূর্ব্ব বর্ণন ॥
নারদে সম্বোধি ব্রহ্মা কহেন তখন।
অবতার লীলা বৎস করিলে শ্রবণ ॥
যে শাস্ত্র কহিনু তোমা ভাগবত নাম।
শুনিলে পবিত্র হয় মহালোক ধাম ॥
সে শাস্ত্র মাহাত্ম্য এবে করিব বর্ণন।
অবহিত হ'য়ে তবে করহ শ্রবণ ॥
হেন কথা বলি শুক তুলিয়া বদন।
পরীক্ষিতে কহিলেন সুমিষ্ট বচন ॥
ব্রহ্মার বচন যাহা করিনু বর্ণন।
অবহিত হ'য়ে রাজা করহ শ্রবণ ॥
ভাগবত শাস্ত্র ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র সার।
ইহাতে ব্রহ্মের কথা করিলে বিচার ॥
নারদে মাহাত্ম্য তাঁর করিতে বর্ণন।
ইচ্ছিলেন মনে মনে ব্রহ্মা ভগবান ॥
সেই কথা শুন রাজা অবহিত চিতে।
অমূল্য সে হরিকথা বুঝিলে বিহিতে ॥

ত্রিপদী।

শুন দেব ঋষি, জ্ঞানযোগ নিশি,
ভাগবত কথা সার।
ব্রহ্ম নিরূপণ, বিষ্ণুর বচন,
অন্তরে রহয়ে যাঁর ॥
মাহাত্ম্য বর্ণন, করিব এখন,
করি অবতার শেষ।
বুদ্ধি জ্ঞানবলে, কহিও সকলে,
যথায় পাইবে দেশ ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায়, তাহার মায়ায়,
মজিয়া বিষম তপে।
কারণ, হইয়া তখন,
বুঝিনু সে জনে জপে ॥
নব প্রজাপতি, সৃষ্টি অধিপতি,
সবে হবে তপোধন।
আমার সহিত, সৃজনে বিহিত,
নিযুক্ত সবার মন ॥
মোসবার বলে, মায়ার কৌশলে,
রচিত হেন ভবন।
সকলি কৃপায়, ব্রহ্মার মায়ায়,
রহে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
বিষ্ণু ধর্ম্ম মনু, আর দেব অনু,
যতেক অমরগণ।
করিতে পালন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
পাইয়া ব্রহ্মার মন ॥
অধর্ম্ম সঙ্কর, সর্প বিষধর,
নিরত সংহার কাজে।
ব্রহ্মের কৃপায়, মোহিত সবায়,
হইয়া সবে বিরাজে ॥
তাহা হ'তে গণি, যত দেবমুনি,
এই বিশ্বে যাহা রয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত, রুদ্রসর্প মত,
সকলি ব্রহ্মেতে লয় ॥
তাঁহার অঙ্গেতে, বুঝিলে মনেতে
সকলি শোভিত রয়।
সে জন ব্যতীত, নহেত কিঞ্চিত,
এই বিশ্বে প্রকাশয় ॥
আপন প্রভায়, শোভিত সভায়,
সতত রহে যে জন।
এই ত্রিভুবন, যা হেরি নয়ন,
ব্যাপিয়া তাঁর চরণ ॥
তপঃ সত্যলোক, পুণ্যের গোলোক,
সকলি তাঁহাতে রয়।
কার হেন মন, সে ব্রহ্ম গণন,
করিতে সক্ষম হয় ॥
যত ধূলিচূর্ণ, হেরিছে নয়ন,
যদিও গণিতে পারে।

ব্রহ্মের মায়ায়, নাহি গণা যায়,
অভাব মন বিচারে ॥
বুঝ পুণ্যবান, লাগাইয়া জ্ঞান,
সেই ব্রহ্ম নিরূপণ।
অপূর্ব্ব সে কথা, কহিলে সর্ব্বথা,
নহে স্পষ্টেতে লক্ষণ ॥
যত মুনিগণ, জানিতে ব্রাহ্মণ,
জন্মিল তোমার আগে।
সৃজন কারণ, আমিও সৃজন,
না জানিনু কোন আগে ॥
অন্তর উদয়, অন্তরে বিলয়,
বিদ্যুৎ চমকে যথা।
তিনিই অনন্ত, তাঁহার যে অন্ত,
মোদের জানা অযথা ॥
অসীম বুঝিতে, সে জনে জানিতে,
কভু না কেহই পারে।
জ্ঞানের দর্পণে, হৃদয় আসনে,
দেখা যায় সে আকারে ॥
গুণের কথন, না যায় বর্ণন,
কহিতে বাক্যের ভাবে।
সহস্র আনন, পাইয়া সে জন,
নারে প্রকাশিত ভবে ॥
অনন্ত হইয়া, অন্ত না পাইয়া,
মায়ায় মোহিত সদা।
আর কার কথা, কহিব সর্ব্বথা,
বুঝিবে সে জনে কদা ॥
অনন্ত সে জন, কৃপা বরিষণ,
করেন জীবের পরে।
যে জন তাঁহার, করে সদাচার,
সেই পায় কৃপাবরে ॥
যাঁহার কৃপায়, ভয় নাহি পায়,
বিস্তৃত সবার মনে।
যে জন জাগয়, সেই তাঁরে পায়,
ভাবিয়া অমূল্য ধনে ॥
কৃপায় গ্রহণ, করয়ে যে জন,
বুঝায়ে সে তাঁর মায়া।
ত্যজি মায়া ছায়া, মিথ্যা ভাব কায়া,
আত্মীয় স্বজন জায়া ॥
মমতা ত্যজন, করিবে তখন,
ধরিবে ব্রহ্ম-চরণ।
দূরে যায় তাপ, দূরে যায় পাপ,
অতি কলুষিত মন ॥

পয়ার।

এ ভবে সে জন মায়া জানে যত জন।
কয়েক জনের নাম করিব বর্ণন ॥
শুনহ নারদ বাপু করি স্থির মন।
তাঁদের নিয়মে পায় ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥
তোমরা যতেক ঋষি আর আশুতোষ।
দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ আর মনু মহীতোষ ॥
শতরূপা মনুপত্নী তাঁহার সন্তান।
বর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, বংশের বিধান ॥
আর আমি তিন লোক করিয়া সৃজন।
ব্রহ্মযোগমায়া জানি শুন তপোধন ॥
ইক্ষাকু ও মুচকুন্দ, পৃথু রঘুবীর।
বিদেহ ও গাধি, গয় অম্বরীষ ধীর ॥
সগর, নহুষ আর মান্ধাতা সুজন।
অলর্ক ও রন্তিদেব সে বলি রাজন ॥
অজ ও দিলীপ আর সৌভরি রাজন।
উতঙ্গ শিবি আর পিপলাদগণ ॥
দেবল উদ্ধব আর দেব পরাশর।
ভূরিষেণ বিভীষণ শুক যোগীবর।
হনুমান পার্থ আর বিদুর সুজন।
শ্রুতদেব অষ্টিসেন আদি মহাজন ॥
এ সকলে মহামায়া জানিয়া অন্তরে।
ব্রহ্মেতে সঁপিয়া আত্মা পায় মুক্তিবরে ॥

হেন ভাগবত মায়া সংসার মাঝারে।
যে বুঝে পবিত্র হয় মুক্তি পারাবারে॥
সেই মায়া বাক্য আমি করিনু বর্ণন।
শুনহ নারদ বাছা দিয়া নিজ মন॥
নারী শূদ্র হন আর যতেক শবর।
পাপযোনি প্রাপ্ত যত তির্য্যক প্রবর॥
যেইজন ভাগবতে দেয় মন প্রাণ।
সেই পায় বুঝিবারে ব্রহ্মের নিদান॥
এই ভাগবত শিক্ষা যেই জন করে।
ব্রহ্ম জানি মুক্তিলাভ পায় সেই নরে॥
অজ্ঞানের জ্ঞানপথ ভাগবত সার।
করিনু নারদে তোমা যতনে প্রচার॥
সদা তিনি সুখময় সদা শান্তিময়।
বুদ্ধির আগার তিনি নাহি তাঁহে ভয়॥
সদা শুদ্ধময় তিনি সদা সত্যপর।
আত্মতত্ত্ব রূপ মাত্র হন সর্ব্বোপর॥
শব্দ কথা ক্রিয়াযুক্ত না হয় কখন।
মায়া যথা লজ্জাভরে করে পলায়ন॥
সেইজনে ব্রহ্মরূপ করিয়া কল্পন।
শান্তির আগার কহে যত বুধগণ॥
হৃদয়ে জানিল তাঁহে যত্নশীল জন।
না করিবে কর্ম্মজ্ঞান মোক্ষের সাধন॥
বারি আসে যে দরিদ্র ল'য়ে অস্ত্র বলে।
ভুবনে খোদয়ে কূপ করিয়া কৌশলে॥
বারি লভি তথা সেই ত্যজে অস্ত্রবলে।
ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্ম ত্যাগ সে হেন কৌশলে
মঙ্গলের দাতা যিনি ব্যাপিয়া ভুবন।
বুঝিলে সে জনে কর্ম্ম কিসের কারণ॥
দেহের প্রলব্ধ কর্ম্ম মায়ার কারণ।
আত্মা বিনা দেহ নাশ জানিলে যেজন॥
আত্মার বিনাশ তাই ব্রহ্মের স্বরূপ।
দেহ ত্যজি মন দিবে আত্মার অনুপ॥
তাহাতে পাইবে জীবে মহা আত্মজ্ঞান।
তাহাতেই মহামুক্তি ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ॥
ভাগবত ভাব কিছু করিব বর্ণন।
সংক্ষেপে তোমার কাছে মহাতপোধন॥
যা দেখিছ এ জগতে হরির স্বরূপ।
হরি বিনা ত্রিভুবনে নাহি অন্যরূপ॥
ব্রহ্মার বিভূতি মাত্র কর সংযোজন।
ভাগবত নামে শাস্ত্র হ'ল প্রণয়ন॥
অন্তরে উদিয়া ব্রহ্ম দেন উপদেশ।
সংক্ষেপেতে এই কথা করিলাম শেষ॥
মহাবুদ্ধিমান তুমি বলিনু তোমায়।
যে প্রশ্ন করহ তুমি পূর্ব্বেতে আমায়॥
এই হেন সার কথা ভাগবত সার।
সংসারে যাইয়া ঋষি করহ প্রচার॥
বিস্তার করিয়া সবে করিও বর্ণন।
হরি প্রতি যাহে ভক্তি দেব নরগণ॥
মহাফল ইথে আছে শুন তপোধন।
ঈশ্বর আজ্ঞায় যেবা মায়ার বর্ণন॥
করয়ে সর্ব্বত্র সদা ব্যাপী ত্রিভুবন।
মায়ায় মোহিত কভু নহে সেই জন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে পবিত্র হবে এ তিন সংসার॥

ইতি ভাগবত মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

শুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন।

সূত কহে শৌনিকেরে শুন দিয়া মন।
এত শুনি কি করেন পাণ্ডব-নন্দন॥
নারদে বিদায় দিয়া জ্ঞানের সংহতি।
বসিলেন পদ্মাসনে ব্রহ্মা মহামতি॥
এরূপে কহিয়া শুক আধ্যাত্ম বচন।
উত্তরেন যথা প্রশ্ন করেন রাজন॥
উত্তর করিয়া ক্রমে শুক সমাপন।
নিস্তব্ধ হইয়া রন আপন আসন॥
আধ্যাত্ম কীর্ত্তন শুনি রাজা পরীক্ষিত।
ক্ষণেক আশ্চর্য্য হন হ'য়ে অবহিত॥

পুনশ্চ বন্দিয়া শুকে কহেন রাজন।
ধন্য ধন্য তব জ্ঞান ওহে তপোধন॥
আলোক প্রকাশে যথা অন্ধকার নাশ।
তেমতি হৃদয়ে হয় জ্ঞানের প্রকাশ॥
ব্রহ্মার নিকটে জ্ঞান লভিয়া নারদ।
পূর্ণ করিলেন নিজ জ্ঞানময় হ্রদ॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা ল'য়ে সেই তপোধন।
হরিগুণ কথা তবে করেন বর্ণন॥
যাঁহারে যে রূপে সেই মহা তপোধন।
হরি তত্ত্ব কহিলেন নির্গুণ বর্ণন॥
কোন বা সে সব শ্রোতা কোন তত্ত্বজ্ঞান।
কর তত্ত্ববিদ্ তাহা আমারে প্রদান॥
কৃষ্ণকথা হেনভাবে কর ঋষি দান।
যাহাতে পবিত্র মোর হয় মনপ্রাণ॥
যাহাতে সুখেতে আমি ত্যজি কলেবর।
সেই পদ-প্রান্তে যাই প্রফুল্ল অন্তর॥
ভাগবত কথা যেবা করয়ে শ্রবণ।
ভক্তিভাবে যেবা তাহে দেয় নিজ মন॥
বিশ্বাস তাঁহার হৃদে করয়ে প্রবেশ।
তাহাতেই ভগবান হয়েন আবেশ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া হরি হৃদয়ে যাইয়া।
বিশ্বাসী পাপীর পাপ দেন ভাসাইয়া॥
শরতের বারি যথা সরসী উপরে।
পতিত হইয়া মলিনতা দূর করে॥
মায়ায় মণ্ডিত হৃদে হরি আগমনে।
পাপ নাশ তথা হয় পুণ্যের মিলনে॥
যথায় প্রবাসী আসি নিজ বাসস্থান।
নাহি আশ পুনঃ করে প্রবাস প্রয়াণ॥
বাসস্থান প্রিয় তার সর্ব্বাপেক্ষা হয়।
অন্তর লাগায়ে তাহে সুখেতে রহয়॥
তেমতি হরিরে লভি আপন অন্তরে।
সে চরণ কভু নাহি ছাড়ে কোন নরে॥
সর্ব্বক্লেশ ঘুচে তার হরি সন্দর্শনে।
কেমনে ছাড়িবে বল সে হেন চরণে॥

কর দেব হেন কথা কৃপায় বর্ণন।
সার্থক হউক মোর নশ্বর জীবন॥
আর এক প্রশ্ন দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
উচিত কহিয়া ভ্রম নাশিবে আমায়॥
এই যে আত্মার দেহ এই কলেবর।
ভূতের সংযোগে সৃষ্টি অন্তর উপর॥
অলৌকিক এই কার্য্যে লাগে মম মনে।
আর কি কারণ আছে কহ মূঢ়জনে॥
অথবা স্বভাবে জন্ম স্বভাবে মরণ।
কহ দেব কৃপা করি সেই বিবরণ॥
আত্মজ্ঞানে পূর্ণ তুমি জ্ঞাত সর্ব্ববাণী।
প্রকাশিয়া সুস্থ কর মম মূঢ়প্রাণী॥
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
করিয়া ভ্রান্তির নাশ করিবা আমায়॥
ঈশ্বরের গর্ভ হ'তে লৌকিক কমল।
প্রাদুর্ভূত হয় পূর্ব্বে এ বিশ্বে কেবল॥
তাহাতে জন্মিল বিশ্ব বিশ্ববীজ জীব।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা বিস্ময় অতীব॥
অবয়ব মতে জীবে জীবের প্রকাশ।
ঈশ্বর সেইরূপে করে অবয়বে বাস॥
সর্ব্ব জীবময় তিনি মহাবিশ্ব রূপ।
সর্ব্ব অবয়ব তাঁহে অতীব অনুপ॥
এইরূপে যদি হয় ঈশ্বর সৃজন।
জীব আখ্যা কেহ তাঁরে না দিবে কখন॥
জীবে পরমেশে তবে ভেদ কিবা হয়।
সেই কথা কহ দেব হ'য়ে কৃপাময়॥
যাঁর নাভি পদ্মে জন্মি ভূতাত্মা ব্রহ্মন্।
ভূত ল'য়ে এই বিশ্ব করেন সৃজন॥
সেই ব্রহ্মা সে উপায়ে তাঁহারে নেহারি।
আধ্যাত্মেতে প্রকাশেন মুকুন্দ মুরারি॥
কহ দেব সেই কথা সর্ব্ব সারাৎসার।
শুনিলে পাইবে মুক্তি সকল সংসার॥
কেমনে সে মায়াময় সবার হৃদয়ে।
মায়ায় রাখিয়া দৃষ্ট রহেন উদয়ে॥

সেই মায়াবলে কিসে বিশ্বের সৃজন।
কিসে বা বিলয় তাহা কিসে বা পালন ॥
সেই কথা কহ দেব মহা আত্মজ্ঞান।
কৃপা করি কর দেব আমারে প্রদান ॥
ইতিপূর্ব্বে তব মুখে করিনু শ্রবণ।
ঈশ্বর অঙ্গেতে রহে এই ত্রিভুবন ॥
দিকপাল যত আছে ল'য়ে দিক্‌গণ।
সকলি তাঁহার অঙ্গে সতত শোভন ॥
কেমনে সে কথা হয় বিশেষ প্রমাণ।
কহ দেব কৃপা করি হেন জ্ঞানদান ॥
কল্প বা কল্পান্ত কিসে হয় অনুমান।
অভূত অতীত আর কাল বর্ত্তমান ॥
স্থূল দেহ কতদিন আয়ু পায় দান।
পিতৃ বা দেবাদি আয়ু কিসে পরিমাণ ॥
কেমন কালের গতি সূক্ষ্ম বা বৃহৎ।
কহ দেব মোর প্রতি হ'য়ে কৃপাবৎ ॥
কর্ম্মগতি কোনরূপ কত তার কাল।
কোন পরিমাণে গুণ সংসারে বাহাল ॥
পাপ পুণ্য কোন বস্তু কিসে উপজয়।
বুঝিব কেমন তাহা অন্তরে উদয় ॥
ত্রিভুবন, ব্যোম, গ্রহ আর তারাগণ।
সরিত, সমুদ্র, দ্বীপ কিসে উৎপাদন ॥
কোথা কোন জীবগণ করে সুখে বাস।
ঈশ্বর নির্দ্দেশে কিবা নামের প্রকাশ ॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ডকোষ এর পরিমাণ।
অন্তর ইহার কিবা বাহ্য কিসে জ্ঞান ॥
জন্মিল ভুবনে দেব যত মহাশয়।
করহ প্রকাশ দেব সর্ব্ব কীর্ত্তিচয় ॥
বর্ণ ও আশ্রম কিবা ধর্ম্মের প্রচার।
কাহাতে উচিত কিম্বা কোন বা প্রকার ॥
কোন ভাবে হরি হন ভূমে অবতার।
প্রত্যেক মাহাত্ম্য কহ করিয়া বিচার ॥
কাহারে কহয় যুগ যুগের গণন।
কোন যুগে কোন কর্ম্ম করহ বর্ণন ॥
মানব বিশেষ কর্ম্ম আর সাধারণ।
তাহার বৃত্তান্ত দেব করহ বর্ণন ॥
বাণিজ্যে কর্ত্তব্য কিবা রাজর্ষি আচার।
বিপদে পতিত জীবে ধর্ম্ম কি প্রকার ॥
এই যে প্রকৃতি হেরি মনোহর ছায়া।
কহ দেব তার তত্ত্ব ত্যজি মহামায়া ॥
প্রকৃতির হেতু কিবা কোন বা লক্ষণ।
কোন বা নিয়মে ঈশে হয় আরাধন ॥
আধ্যাত্মিক মহাযোগ তাহার কারণ।
কহ দেব কৃপা করি সেই বিবরণ ॥
কিবা লাভে যোগিগণ যোগে দেয় মন।
যোগের মাঝারে বল কি আছে রতন ॥
কেমনে যোগীর হয় আত্মা তিরোভাব।
কহ দেব কৃপা করি তাহার প্রভাব ॥
বেদ উপবেদ শাস্ত্র আর ইতিহাস।
পুরাণ কাহারে কয় কিসে বা প্রকাশ ॥
অনন্তর সে প্রলয় ভূত সকলের।
ভূত স্থিতি কারে কয় বুঝিবারে ফের ॥
মহাপ্রলয় যেরূপ ইষ্ট পূর্ণকাম।
কিরূপে ত্রিলোক সৃষ্টি কহ গুণধাম ॥
বিলয় হইয়া জীব কি ভাবে উপজে।
বদ্ধ মোক্ষ কিসে জীব মায়াবশে মজে ॥
স্বরূপ জীবের কিবা কিসে অবস্থান।
পাষণ্ড না হয় কিসে করহ প্রমাণ ॥
ঈশ্বর স্বতন্ত্র ইহা জ্ঞানীর বচন।
কিরূপে আত্মার রূপে মায়াতে মগন ॥
প্রলয় ত্যজিয়া মায়া সেই গুণমণি।
কিসে সর্ব্ব সাক্ষীরূপে শোভেন আপনি ॥
মহাবিশ্ব তত্ত্ব ইহা ইথে মায়া ভ্রম।
ইথে মহাব্যথা মোর পাইল মরম ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ বেদ বিষ্ণু সহচর।
এ বিপদে কৃপা করি ত্বরাও সত্বর ॥
যে প্রশ্ন করিনু দেব তোমার সকাশ।
জানিবারে সদা মোর অন্তরে প্রকাশ ॥

উত্তর করহ দেব করি কৃপাদান।
সুস্থির হউক মোর ক্ষণিকের প্রাণ ॥
আত্মভূ ব্রহ্মন্ যথা জানেন সকল।
তাঁর সম মহাজন জ্ঞাত সে কৌশল ॥
সেই হেতু তব কাছে করিনু প্রকাশ।
মিটাও মনের ব্যথা মহাব্রহ্ম আশ ॥
কি বলিব হে ব্রহ্মন্! হরিকথা শুনি।
অনশনে দ্বিজশাপে নাহি ক্লেশ গণি ॥
সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিজন।
পরীক্ষিত প্রশ্নে শুক আনন্দিত মন ॥
আনন্দে কহেন শুক মহাজ্ঞান বাণী।
শুনিলে সুস্থির হয় পাপীগণ প্রাণী ॥
কল্পের আদিতে ব্রহ্ম আদি ভগবান।
ব্রহ্মারে দিলেন যথা ব্রহ্মজ্ঞান দান ॥
সেই ভাগবত কথা শুক তপোধন।
পরীক্ষিত সম্মুখেতে কয়েন বর্ণন ॥
যথা পরীক্ষিত প্রশ্ন জ্ঞানের ভারতী।
শুকদেব উত্তরেন তাঁহারে তেমতি ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পদ্যছন্দে তারিত সংসার ॥

ইতি পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

ব্রহ্মা ও ঈশ্বর সংবাদ।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুকদেব কথামৃত অমৃত নিঃস্বন ॥
যথা জিজ্ঞাসেন তাঁরে রাজা পরীক্ষিত।
উত্তরেন তথা শুক হ'য়ে অবহিত ॥
কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজায়।
শুন রাজা প্রশ্নোত্তর আধ্যাত্ম বিদ্যায় ॥
ঈশ্বর স্বরূপ কিছু কহিব রাজন।
মহা ব্রহ্মজ্ঞান তাহা শুন দিয়া মন ॥
প্রকৃতি হইতে পর হন সেইজন।
অনুভবে হয় মাত্র তাঁর দরশন ॥
এই বিশ্ব তাঁর মায়া জগতে প্রকাশ।
মায়ায় পতিত জনে না হয় বিকাশ ॥
নিদ্রিত যেমন হেরে নিদ্রায় স্বপন।
মায়াময় তথা হেরে সেই নিরঞ্জন ॥
মায়া না ত্যজিলে নাহি হয় অনুভব।
অনুভবে হেরে জ্ঞানী সেই আত্মভব ॥
নিজ মায়া প্রকাশিয়া সেই জগদীশ।
বহুরূপে প্রকাশিত ব্যাপি সর্ব্বদিশ ॥
গুণেতে আসক্ত হ'য়ে সেই ভগবান।
আত্মারূপে আমি তুমি হেন অভিমান ॥
অতএব নৃপ শুন আমার বচন।
যদি চাও করিবারে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
"আমি তুমি" অহঙ্কার কর পরিহার।
মায়ারে করহ জ্ঞানে 'মহা' ব্যবহার ॥
হেনরূপে কর রাজা আগে অবস্থান।
তবে পাবে ব্রহ্মপথ যাহে আত্মজ্ঞান ॥
কি কব তোমার কথা শুন নরপতি।
হেনমতে পান ব্রহ্ম ব্রহ্মা মহামতি ॥
পূর্ব্বেতে করেন তপ অতীব দারুণ।
তেঁই বিষ্ণু তাঁর প্রতি হইয়া করুণ ॥
আত্মজ্ঞান তত্ত্বকথা করেন প্রদান।
তাহাতেই বিধি পান সৃষ্টির বিধান ॥
সে পদ ভজনা বিনা নাহি কিছু হয়।
হরিপদ ভজ রাজা সদা শান্তিময় ॥
কেমনে লভেন ব্রহ্মা মহা আত্মজ্ঞান।
শুন রাজা বলি তোমা অদ্ভুত আখ্যান ॥
জগতের আদি গুরু সেই লোকপতি।
বিমোহিত হন চাহি এই সৃষ্টিপতি ॥
পদ্মোপরি বসি ব্রহ্মা করি আলোচন।
সৃষ্টি করিবারে তাঁর হল দৃঢ়পণ ॥
এমতে ভাবেন ব্রহ্মা করি স্থির মন।
কেমনে পাবেন তিনি সৃষ্টির কারণ ॥
এই ভাবে পদ্মাসনে বসি পদ্মাসন।
ভাবেন একান্ত মনে সৃষ্টির কারণ ॥

সম্মুখেতে সরোবর মনোহর নীর।
মৃদু মৃদু বহে তথা মৃদুল সমীর ॥
সলিলে সরোজ শোভে কিবা শোভা তায়
নীল লাল শ্বেত পীত রচিত মায়ায় ॥
কত জলচর তথা করিছে বিহার।
ভগবান-মায়া যেন তথায় প্রচার ॥
হেন স্থানে পদ্মাসন করি স্থির মন।
আছেন হৃদয়ে চাহি নিমীলি নয়ন ॥
হেনকালে স্পর্শ বর্ণ বিখ্যাত ব্যঞ্জনে।
ষোড়শ একুশ তথা নাদিল সঘনে ॥
বারিতে হইলে হেন অদ্ভুত নিনাদ।
আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্মা ঘুচায়ে প্রমাদ ॥
আশ্চর্য্য নিনাদ ইহা ভক্তজন ধন।
বারি মাঝে থাকি যেবা করে উচ্চারণ ॥
চারিদিকে চান বিভু দেখিতে না পান।
বারিমাঝে 'তপঃ' শব্দ হইল উত্থান ॥
শ্রীবিষ্ণুর কথা ভাবি ব্রহ্মা ভগবান।
তপস্যা করিতে তিনি করেন প্রস্থান ॥
সে অবধি সহস্র বর্ষ করিয়া তপন।
জিতাত্মা ইন্দ্রিয় যিনি হন জিতমন ॥
আত্মজ্ঞান লভি সেই দেবলোকপতি।
পায়েন সৃজন জ্ঞান সুবিশুদ্ধ মতি ॥
তপঃ পরায়ণ হেরি তাঁহে ভগবান।
যথা জরা মৃত্যু নাই সে স্থান দেখান ॥
যথায় আনন্দ সদা করিছে বিরাজ।
শুভদৃষ্টে পদে পদে ধরে নানা সাজ ॥
হেন পরলোক হরি দেখান ব্রহ্মায়।
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে আপন কৃপায় ॥
কি আশ্চর্য্য পরলোক শুন নরপতি।
করিব বর্ণনা কিছু যথা মম মতি ॥
তমো নাহি রজঃ নাহি নাহি সত্ত্বগুণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব সদা তথা বিরাজে নির্গুণ ॥
কাল তথা নাহি পারে করিতে গমন।
হাস্যমুখে সবে তথা করে বিচরণ ॥
মায়ামোহ নাহি তথা নাহি রাগ দ্বেষ।
নাহিক দুঃখের কথা কিম্বা কোন ক্লেশ ॥
বিরাজে মুরারী তথা ধরি নিজরূপ।
পার্শ্বেতে দেবর্ষি আদি অতীব অনুপ ॥
পরলোকে কোন ভাবে রহেন শ্রীহরি।
শুনহ সে কথা রাজা ভবনদী-তরি ॥
নবীন শ্যামলকান্তি শ্বেত জ্যোতি তায়।
সরসিজ সম আঁখি তাহে শোভা পায় ॥
পরিধানে পীতাম্বর চারি হস্ত ধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্ত শোভাকর ॥
বিচিত্র মণির তাহে শোভে অলঙ্কার।
বৈদূর্য্য কিরীট শিরে অতি চমৎকার ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে গলে বনমালা।
মেঘদাম শোভে যেন বিদ্যুতের মালা ॥
নবীন অরুণ সম অঙ্গের কিরণ।
শোভে তথা পরলোক তত্ত্বকারীগণ ॥
কি কব চরণ শোভা শুন নৃপমণি।
মহালক্ষ্মী সদা তাহা সেবেন আপনি ॥
কি কব লক্ষ্মীর রূপ যেন পদ্মবন।
মুখ-পদ্ম, হস্ত পদ্ম পদ্মের গঠন ॥
প্রকৃত কমল জানি পদে কর বাস।
ভ্রমরে মধুর আশে না হয় নৈরাশ ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে হয় হরিলীলা গান।
তাহা ভাবি মহালক্ষ্মী দেন তাহে স্থান ॥
হেনরূপ পরলোক শোভে নিরন্তর।
যে জন তথায় যায় ধন্য সেই নর ॥
এইরূপ হেরি ব্রহ্মা আনন্দে মগন।
হেন শোভা পরলোকে সদাই শোভন ॥
সুনন্দ নন্দ আদি যত ভক্তগণ।
সর্ব্বদা হরিরে করি রয়েছে বেষ্টন ॥
ভক্তগণ-পতি হ'য়ে সেই নারায়ণ।
অর্থ,—যজ্ঞ জগতের হইয়া কারণ ॥
বসিয়া রহেন তথা শোভি পরকাল।
যজ্ঞাদি সকল যেন পদ্মের মৃণাল ॥

কর্ম্ম,—জ্ঞানময় বিশ্ব বেড়িয়া মাধব।
শোভা করি তথা রহে দেব ওঁ বাসব ॥
চারি বাহু তুলি কৃষ্ণ ভক্তের কারণ।
আশীর্ব্বাদ মুহুর্মুহু করেন বর্ষণ ॥
যে জন নেহারে সেই মধুর লোচন।
সেই হেরে মহানন্দ তাহে বিশোভন ॥
প্রসন্ন আনন আর সরোজ নয়ন।
কিরীট শোভিছে শিরে কুন্তল মোহন ॥
চারি বাহু সদা মত্ত ল'য়ে প্রেমভার।
পরিধানে পীতাম্বর লক্ষ্মী বক্ষাধার ॥
মনোহর সিংহাসন হীরকে খচিত।
তাহাতে রহেন হরি হ'য়ে অবস্থিত ॥
জ্ঞান-চক্ষে যেইজন দেখয়ে তাঁহারে।
শুন রাজা কোনরূপে সেজন নেহারে ॥
চারি, পঞ্চাত্মক আর ষোল শক্তিগণ।
রহিছেন সেই হরি করিয়া বেষ্টন ॥
নিত্য মহৈশ্বর্য্য তাঁর শোভে চারিভিতে।
নিজধামে সেই হরি রন একচিতে ॥
তপেতে করিয়া ব্রহ্মা এরূপ দর্শন।
আনন্দিত হ'য়ে রূপ হেরে অনুক্ষণ ॥
জ্ঞানমার্গে সেইরূপ হেরি লোকপতি।
শ্রীহরির পাদপদ্মে করেন প্রণতি ॥
ভক্তিতে হইয়া প্রীত সেই ভগবান।
সৃষ্টি কার্য্য উপযুক্ত করিলেন জ্ঞান ॥
অতঃপর প্রীতিভরে ধরি বিধিকর।
ঈষৎ হাসিয়া তাঁর মোহেন অন্তর ॥
হরির হাসিতে মুগ্ধ প্রভু লোকপতি।
ভক্তিতে বাঁধেন বিধি গোলোকের পতি ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত পরলোক সার।
শুনহ সংসারবাসী শ্রীহরি বিচার ॥

ব্রহ্মা ও ঈশ্বর সংবাদ সমাপ্ত।

যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণের সহিত কথোপকথন।

সূত বলে শৌনকেরে মুনির নন্দন।
যোগবলে পরলোকে হেরে নারায়ণ ॥
হেন কথা বলি শুক পরীক্ষিত পাশ।
মিটান রাজার যত হরিপদে আশ ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডু নরপতি।
কর্ম্মযোগে পরলোক বুঝ শুদ্ধমতি ॥
যোগবলে ব্রহ্মা তথা হেরি নারায়ণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধরিয়া চরণ ॥
ভকতিতে বাঁধা হরি জগত মাঝারে।
সন্তুষ্ট হ'লেন হরি ব্রহ্মা ব্যবহারে ॥
দুই হস্ত ধরি তাঁর প্রভু নারায়ণ।
চারিহাতে আশীর্ব্বাদ করেন তখন ॥
আশীর্ব্বাদ করি হরি কহেন বচন।
ধন্য ধন্য তুমি বিধি সুভক্ত সুজন ॥
তব ভক্তিমতে আমি হ'লেম প্রসন্ন।
সন্তুষ্ট হ'লেম এবে না হও বিষণ্ণ ॥
জীবের মঙ্গল তরে করিতে সৃজন।
ইচ্ছা তব হইয়াছে হে চতুরানন ॥
যত তুষ্ট নহি আমি যোগীর সাধনে।
ততোধিক তুষ্ট আমি তোমার তপনে ॥
বরদাতা আমি ব্রহ্ম দিব তোমা বর।
পরিপূর্ণ হোক তব সাধন অন্তর ॥
যা ইচ্ছা করেছ তুমি হউক পূরণ।
করহ মনের সুখে বিশ্বের সৃজন ॥
যেবা যত যোগী ভোগী করয়ে সাধন।
সকলের শ্রেষ্ঠ আশা মোরে দরশন ॥
যে আশা পূরাতে লোকে করে প্রাণপণ।
পূরেছে সে আশা মোর পেয়েছ দর্শন ॥
যোগনেত্রে যেইজন হেরয়ে আমায়।
আর সে পার্থিব ভোগ কিছুই না চায় ॥
কি আর বাসনা তব বল পদ্মাসন।
যত আশা তব হৃদে হইবে পূরণ ॥

পরলোকে নাম এর যাহে করি বাস।
নির্ম্মিত আমার মায়া করিতে প্রকাশ ॥
আসিবারে এই লোকে তপোমাত্র পথ।
না আছে উপায় অন্য নাহি অন্য পথ ॥
নির্জ্জন সরসী তীরে ক'রেছ তপন।
সেই হেতু পরলোক পেলে দরশন ॥
জলেতে সে 'তপ' বাক্য হ'ল উচ্চারিত
আমার আদেশ তাহা জানিবে বিহিত ॥
একমনে মোর ধ্যানে ছিল বিমোহিত।
ছুটাবারে সেই মোহ করিনু বিহিত ॥
যে জন আমায় ভাবে আপন অন্তরে।
কত শত পথ ধ্যানে দরশন করে ॥
সাক্ষাৎ হৃদয় মোর যোগীর তপন।
সেই তপোবলে হয় এ বিশ্ব সৃজন ॥
সেই তপোবলে হয় ইহার বিনাশ।
সুপণ্ডিত সেই যেই তপে রাখে আশ ॥
তপস্যাই মম শক্তি জানিবে ব্রহ্মন্।
ভক্তজনে যেন করে তপ আচরণ ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা করি যোড়পাণি।
শ্রীহরি সমীপে কহে গদগদ বাণী ॥
সকল জীবের কর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
সকল হৃদয়ে তুমি করহে রমণ ॥
সকলের মনোবৃত্তি তোমায় বিদিত।
মনোবাঞ্ছা পূর নাথ! হে ভুবন-হিত ॥
হৃদয়ে যে ভাব দেব হ'য়েছে উদয়।
পূর্ণ কর সেই আশা ওহে দয়াময় ॥
এই আশা বড় মনে হেরি তব রূপ।
জ্ঞানযোগে জগদীশ দেখাও স্বরূপ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম দুই মূর্ত্তি কিন্তু নাহি রূপ।
এ কেমন লীলা হেরি ত্রিভুবন ভূপ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম রূপ তব সাধনের সার।
কার বা ক্ষমতা তাহা করিতে বিচার ॥
ভক্তিতে যদ্যপি হরি হ'য়েছ বন্ধন।
দাও হেন শক্তি যাহে পাই দরশন ॥

আর এক আশা হৃদে আছে নারায়ণ।
নিজ মায়াবলে তুমি বহুধা দর্শন ॥
বহুধা হইয়া তুমি রচিলে ভুবন।
সেই হেতু ভিন্ন রূপে বিশ্ব দরশন ॥
বহুধা করিয়া রচি এ বিশ্ব সংসার।
বসেছ তাহার মাঝে মায়ার আকার ॥
বিশ্ব রচি বিশ্ব মাঝে র'য়েছ বন্ধন।
বুঝাও আমারে হরি এ ক্রীড়া কেমন ॥
ঊর্ণনাভ যথা নিজ জাল বিনাইয়া।
আপনি আবদ্ধ তার মাঝে প্রবেশিয়া ॥
আপনি গড়িছ জাল আপনি ভাঙ্গিছ।
আপনি তাহার মাঝে আবদ্ধ রয়েছ ॥
এইরূপে হে মাধব! এ বিশ্ব মাঝারে।
আবদ্ধ রয়েছে কেন এ হেন আকারে ॥
কেমনে সে লীলা তব বুঝাও আমায়।
তুমি হরি দয়াময় অপার কৃপায় ॥
তোমার নিকটে লভি সৃজনের জ্ঞান।
ভুবনের হিত লাগি হবে অনুষ্ঠান ॥
না করিব অভিমান শিখিয়া কৌশল।
দাও হরি কৃপা করি সৃষ্টি বুদ্ধিবল ॥
বন্ধুর সহিত যথা বন্ধু আচরণ।
আমারে করিলে হরি বন্ধুত্বে বন্ধন ॥
সেই হেতু এ ভুবনে হ'ল মম মান।
কৃপা করি সৃষ্টি বুদ্ধি কর মোরে দান ॥
সৃজিব ভুবন তব করিতে সেবন।
তব সেবা বিশ্বহিত এই আকিঞ্চন ॥
ব্রহ্মার প্রয়াস শুনি সেই চিন্তামণি।
পূরাতে তাহার আশা কহেন আপনি ॥
যে কথা বলিব বৎস শাস্ত্র অনুভব।
হেরিতে নারিবে কেহ মিলি তিন ভব ॥
জীবের জ্ঞানের সীমা যতদূর হয়।
আঁখি দৃষ্টি কিম্বা আয়ু ততদূর নয় ॥
গোপনীয় জ্ঞানশাস্ত্র কহিব তোমায়।
বুঝিবে সকল তুমি তপের প্রভায় ॥

কোনরূপে সত্ত্বা আমি কোন মূর্ত্তিমান।
কিবা গুণ কর্ম্ম মম বুঝহ সন্ধান॥
মহাতত্ত্ব জ্ঞান ইহা তপস্যার সার।
মূর্খ-পক্ষে সুদুর্জ্ঞেয় নাস্তিক বিচার॥
এই যে হেরিছ সৃষ্টি নাহি কিছু রয়।
একমাত্র মম সত্ত্বা পুরুষেতে হয়॥
তখনই স্থূল সূক্ষ্ম আমি মূর্ত্তিমান।
যেরূপ করেন মাত্র প্রকৃতি প্রমাণ॥
মম হ'তে ভিন্ন সৃষ্টি হেরিছ নয়নে।
আমাতেই লয় হের জ্ঞান দরশনে॥
যা দেখিছ সব আমি আমা ভিন্ন নয়।
সকলি আমাতে রবে হইলে প্রলয়॥
ভ্রমে চন্দ্রে হেরে দুই যেমন নয়ন।
তেমতি আমাতে ভ্রম জীবের ব্রহ্মন্॥
মণ্ডলে থাকয়ে রাহু লোকে মিথ্যাজ্ঞান।
তেমতি আত্মাতে ভ্রম জীবগণ জান॥
আমাতে জীবেতে ভেদ বুদ্ধি-বিড়ম্বনে।
বুঝিলেই ভ্রম দূর হয় জীবগণে॥
প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ভূত সর্ব্বস্থানে রয়।
সেইমত মম গতি সর্ব্ব জীবে হয়॥
কার্য্য ও কারণ ছাড়ি যা হয় নূতন।
আত্মা বলি সেই বস্তু করিবে গণন॥
এই মত ভাবনায় শুদ্ধ রহে জ্ঞান।
অহঙ্কার নাশ হয় নাশে অভিমান॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হলেন শ্রীহরি।
উপেন্দ্র গাইল গীত সেই পদ স্মরি॥

ইতি যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণের সহিত
কথোপকথন সমাপ্ত।

শুকদেব কর্তৃক ভাগবত বিচার।

এতেক বলিয়া তবে সূত মুনিবর।
শৌনক কহেন তবে প্রকাশি অন্তর॥
অধ্যাত্ম শুনিলে ঋষি ব্রহ্মার বচন।
ভাগবত বিধি শুন শুকের কথন॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা করি সমাপন।
ভাগবত বিধি শুক করেন বর্ণন॥
শুন রাজা সাবধানে হ'য়ে একচিত।
কহিতেছি যাহে হয় জগতের হিত॥
ব্রহ্মারে বুঝায়ে হরি হন অন্তর্দ্ধান।
হরিরে না হেরি ব্রহ্মা হারালেন জ্ঞান॥
কোথা সে শ্যামলমূর্ত্তি কমল লোচন।
পীতবাস চতুর্ভুজ গরুড় বাহন॥
বনমালা কোথা গেল কিরীটভূষণ।
কোথা বা কৌস্তুভমণি শ্রীনিবাস ধন॥
হরি হৈল অন্তর্দ্ধান তবে প্রজাপতি।
হরির বিরহে হন বিমোহিত মতি॥
হৃদয়ে প্রণমি ব্রহ্মা হরির চরণে।
শিক্ষামতে এই সৃষ্টি সৃজেন যতনে॥
প্রজার করিতে হিত সেই প্রজাপতি।
সৃজেন নিয়ম যম যোগাঙ্গ সুমতি॥
হেনকালে আসি তথা নারদ সুমতি।
দশাধি গুণেতে তবে তুমি প্রজাপতি॥
কহ বিষ্ণুমায়া মোরে করিয়া ব্যাখ্যান।
নারদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা ভগবান॥
সংক্ষেপে বিষ্ণুর মায়া নারদে শিখান।
আপনার প্রশ্ন তাহে হইবে পুরাণ॥
নারদ জিজ্ঞাসে যাহা প্রজাপতি পাশ।
সেইমত জানিবার তব রাজা আশ॥
শুন সেই ভাগবত করিব বর্ণন।
পূর্ণ হবে অভিলাষ লভি হরিধন॥
দশটি লক্ষণ হয় ভাগবত সার।
শ্রীহরি ব্রহ্মারে যাহা করেন প্রচার॥
অতীব সংক্ষিপ্ত তাহা বুদ্ধি অগোচর।
ব্রহ্মা তাহা বিরচেন যোগের অন্তর॥
নারদ তুষিলে সেই পিতা প্রজাপতি।
তাঁহে ভাগবত দেন ব্রহ্মা মহামতি॥
বিধাতা কহেন তাঁহে করিতে প্রচার।
সেই হেতু ত্রিভুবনে ঋষির বিহার॥

একদা ছিলেন পিতা সরস্বতী তীরে।
হরিপদে রাখি চিত্ত মগ্ন প্রেম নীরে ॥
নারদ হেরিয়া তারে আসি তাঁর পাশ।
করিলেন ভাগবত মধুর প্রকাশ ॥
নারদের মুখে শুনি ব্যাস তপোধন।
এই ভাগবত রাজা করেন রচন ॥
মহাজ্ঞান ভাব ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সার।
হরিলীলা পূর্ণ ইহা বিজ্ঞান আধার ॥
যে প্রশ্ন করিলে রাজা করিতে উত্তর।
পাইবে উপমা তার ইহাতে বিস্তর ॥
বিরাট পুরুষে কিসে বিশ্বের সৃজন।
এই প্রশ্ন করিয়াছ তুমি হে রাজন ॥
ইহাতেই সে প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।
ভাগবত শুনি রাজা আনন্দে ভাসিবে ॥
আর যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি নৃপবর।
একে একে ক্রমে দিব তাহার উত্তর ॥
ভাগবত মাঝে আছে দশটি লক্ষণ।
সর্ব্বাগ্রে তাহাই রাজা করিব বর্ণন ॥
সর্ব্বাগ্রে রহয় (সর্গ)—(বিসর্গ) তৎপরে।
তৃতীয়েতে (স্থান) হয়—(পোষান) অন্তরে।
(ঊতি আর মন্বন্তর) (জগদীশ বাণী)।
(নিরোধ) ও (মহামুক্তি) যাহে সুস্থ প্রাণী।
দশমে (আশ্রয়) হয় অতি মনোহর।
দশ অঙ্গে বিরচেন ব্যাস মুনিবর ॥
দশম 'আশ্রয়'—লাগি উন্মত্ত জগৎ।
সর্গাদিরে সেই হেতু জ্ঞানী অভিমত ॥
যেখানে হরির স্তুতি তথায় আশ্রয়।
বর্ণিলেন মম পিতা হ'য়ে সদাশয় ॥
যেখানে স্বভাব—তাঁর সর্গাদি তথায়।
বুঝ—পাণ্ডুপুত্র যাহা বলিব কথায় ॥
তিন গুণময় ব্রহ্ম বেদের বচন।
গুণের বৈষম্য—হেতু বিভিন্ন দর্শন ॥
গুণের বৈষম্যে ব্রহ্ম হইলে বন্ধন।
বিরাট রূপেতে তাঁরে করয়ে বর্ণন ॥
সেইরূপে জগতের সৃজন বিধান।
ক্রমেতে করিব রাজা তাহার আখ্যান ॥
সেইরূপে মহাভূত হয় পঞ্চ নাম।
তন্মাত্র মিলায় তাহে কারণের ধাম ॥
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি তাহে ক্রমেতে প্রকাশ।
এইরূপে এই বিশ্ব জগতে বিকাশ ॥
বিরাট রূপেতে হয় এই সর্গ নাম।
সকলের সর্গ যাহা বিসর্গ সে ধাম ॥
বৈকুণ্ঠ পাইলে হয় স্থিতির বিধান।
তাঁর অনুগ্রহে কর পোষনের জ্ঞান ॥
কর্ম্মের বাসনা যত তারে ঊতি কয়।
মন্বন্তর যুগধর্ম্ম প্রজা হিত হয় ॥
শ্রীহরির লীলা যাহে হইবে বর্ণন।
তাহাই বলিব আমি ওহে তপোধন ॥
ঈশ কথা বলি তারে কয় জ্ঞানীজন।
শুন রাজা পরীক্ষিত স্থির কর মন ॥
জীবাত্মা লইয়া হরি করিলে শয়ন।
জীবগণ যবে হেরে প্রকৃত শমন ॥
তাহাকেই জ্ঞানীজনে কহেন প্রলয়।
বুঝ রাজা পরীক্ষিত তুমি জ্ঞানময় ॥
যে যে রূপে জীব নামে জগতে প্রকাশ।
স্বরূপে থাকিলে করি সেরূপ বিনাশ ॥
তাহারেই মুক্তি কয় ব্রহ্মার বচন।
জ্ঞানীজন হৃদয়ের আরাধ্য রতন ॥
যাঁহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি ঘটিছে প্রলয়।
তাঁরি রূপ এ জগতে সবার আশ্রয় ॥
পরব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহার আখ্যান।
বুঝিলে কি নৃপ তুমি বিধির বিধান ॥
যেরূপ বর্ণিব আমি আধ্যাত্মিক হয়।
আধিদৈবিকের রূপ জীবদেহে রয় ॥
এ মতে উভয় রূপে বিভিন্ন বুঝিলে।
আধিভৌতিকের রূপ মনেতে জানিলে ॥
একের অভাব জ্ঞানে তিনের বিনাশ।
মহাভ্রম জ্ঞান তাহে এ বিশ্বে প্রকাশ ॥

তিন রূপ একে যেবা করে আলোচন।
সেই জন পরমব্রহ্ম পায় দরশন ॥
আপন আশ্রয়ে হরি লয়েন আশ্রয়।
আশ্রিত সে প্রজাপতি শ্রীহরির হয় ॥
এই যে শ্রীহরি-কথা করিনু বর্ণন।
কেমনে হইল শুন জগতে সৃজন ॥
অণ্ডরূপী এই বিশ্ব মহাশূন্যময়।
অণ্ডভেদ করি ব্রহ্মা দেখেন আল'য় ॥
প্রথমে করেন তিনি জলের প্রকাশ।
পুরুষ (তেজ) রূপে তাহে করেন নিবাস ॥
পুরুষের নাম নর তাহে জন্মে বারি।
তাহাতেই জল হয় নর নামধারী ॥
মায়াতে অয়ন করি সেই সে ব্রহ্মন্।
অয়ন করেন তাহে দেব নারায়ণ ॥
দ্রব্য-কর্ম্ম-কাল আর স্বভাব জীবন।
যাঁহার দয়ায় শোভে এ তিন ভুবন ॥
উপেক্ষা করিলে সবে যেই মহাজন।
মিথ্যাভূত এ সংসারে হইলে মরণ ॥
একমাত্র যোগ-শয্যাশায়ী জনার্দ্দন।
যোগ শয্যা ত্যজি হরি মেলিল নয়ন ॥
বহুরূপ মম হোক করি অভিলাষ।
হিরণ্ময়-বীর্য্য তাঁহে ত্রিধায় প্রকাশ ॥
অধিভূত অধিদৈব অধ্যাত্ম্য সে রূপ।
আত্মারূপে আত্মারাম এ বিশ্বের ভূপ ॥
এইরূপে নিজ-বীর্য্য করেন বিভাগ।
শুন রাজা পরীক্ষিত হ'ল তিন ভাগ ॥
যোগশয্যা ত্যজি হরি হ'য়ে আত্মারাম।
জীবরূপে এক অংশে করেন বিরাম ॥
পৌরুষ বীর্য্যই তাহা ব্রহ্মার বচন।
তিন রূপে সেই হরি করে বিচরণ ॥
জীবদেহ ধরি হরি হইলে প্রকাশ।
জীব-দেহে অগ্রে লক্ষ্য হইবে আকাশ ॥
আকাশ হইতে তিন সূক্ষ্মাংশ সৃজন।
ওজঃ সহঃ বল এই তিন উৎপাদন ॥
তিনের মিলনে হয় প্রাণের প্রকাশ।
তেজরূপে হরি জীবে এ ভাব বিকাশ ॥
রাজার অধীন যথা হয় দাসগণ।
প্রাণের অধীন তথা ইন্দ্রিয় স্বগণ ॥
প্রাণের হইলে চেষ্টা জীবদেহ মাঝে।
তবেতো ইন্দ্রিয়গণ চলে নানা সাজে ॥
কখন যদ্যপি হয় প্রাণ তেজোহীন।
ইন্দ্রিয়ও তার সহ হয় অতি ক্ষীণ ॥
চঞ্চল হইলে প্রাণ ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়।
মহাতেজ হ'তে প্রাণ দেহকে জীয়ায় ॥
প্রাণ প্রভুরূপ হয় দেহেতে গণন।
পানাহার করে সেই হইলে মনন ॥
তবে দেহে মুখ নামে অঙ্গ সুপ্রকাশ।
মুখের ভিতরে তবে তালুর বিকাশ ॥
তদ্দণ্ডেতে ছয় রস হয় উৎপাদন।
জিহ্বার মাঝারে তাঁর হয় আগমন ॥
পুরুষের যবে হয় বাণী অভিলাষ।
মুখ হ'তে অগ্নি বাক্য তবে সুপ্রকাশ ॥
জলশয্যা কালে রুদ্ধ ইন্দ্রিয় আছিল।
তাই জলে অভিলাষ তাহার জন্মিল ॥
প্রাণবায়ু যবে হয় দেহেতে চঞ্চল।
উভয় নাসিকা তবে প্রকাশে কেবল ॥
সুগন্ধ গ্রহণ যবে হয় অভিলাষ।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় বায়ুদেব তবে সুপ্রকাশ ॥
দেহ হেরিবারে যবে ইচ্ছিবে জীবন।
আঁখিরূপে খ্যাতি তবে হবে প্রকাশন ॥
আঁখিতে গোলোকরূপে মিহির তপন।
এইমত দৃষ্টিযুক্ত-আঁখি উৎপাদন ॥
বেদ বাক্য শুনি জ্ঞান করিতে উদয়।
শ্রবণের অভিলাষ কর্ণ বিকাশয় ॥
তাহাতে নির্ণয় দিক শব্দের শ্রবণ।
শ্রোত্রেন্দ্রিয় কহে রাজা শুন দিয়া মন ॥
মৃদু, গুরু লঘু, উষ্ণ শীত অনুভব।
করিবারে জীবনের ত্বকের উদ্ভব ॥

তাহাতে জন্মায়ে রোম শরীরের দ্বার ।
ত্বকের সর্ব্বত্র বায়ু করিছে প্রচার ॥
ত্বকে স্পর্শগুণ পায় আপনি পবন ।
অবহিত হ'য়ে শুন পাণ্ডুর নন্দন ॥
জীবের হইলে ইচ্ছা কর্ম্ম করিবারে ।
হস্ত হয় অভিব্যক্ত দেহের মাঝারে ॥
হস্তের সমান বল ইন্দ্রিয়েতে নাই ।
আপনি বসিয়া ইন্দ্র অধিষ্ঠান তাই ॥
ইন্দ্ররূপে দুইহস্ত দেহের মাঝারে ।
আদান প্রদান যজ্ঞ করিছে প্রকারে ॥
আদান প্রদান যজ্ঞ করিতে গমন ।
দেহ মূলে অভিব্যক্ত যুগল চরণ ॥
সর্ব্বত্র গমন যোগ্য ইন্দ্রিয় প্রমাণ ।
বিষ্ণু তাহে অধিষ্ঠাতা দেবতা বিধান ॥
চরণে বসিলে বিষ্ণু ইন্দ্রিয় সকল ।
একে একে নিজ নিজ কর্ম্মেতে সবল ॥
বিষ্ণুর যজ্ঞের ফল কারণে গমন ।
কর্ম্মরূপী যজ্ঞ বস্তু তাহে আহরণ ॥
অপত্য কারণ শিশ্ন দেহেতে প্রকাশ ।
স্ত্রীসম্ভোগ মহানন্দ তাহে সুবিকাশ ॥
তাহাতে ইন্দ্রিয় মধ্যে উপস্থ গণন ।
প্রজাপতি তথা বসি করেন সৃজন ॥
ভুক্তের অসার অংশ হইতে বাহির ।
গুহ্যদেশ নিম্নভাগে ধরয়ে শরীর ॥
তাহাকে ইন্দ্রিয় মধ্যে শাস্ত্রেতে গণন ।
মিত্র তথা দেবরূপ যজ্ঞ সুশোভন ॥
দেহ ত্যজি দেহান্তরে যাইতে জীবন ।
নাভির প্রকাশ দেহে শাস্ত্রের বচন ॥
মৃত্যুই দেবতা তার সতত শোভিত ।
নাভিতে সমান বায়ু মরণ নিশ্চিত ॥
অপান নামেতে বায়ু গুহ্যেতে শোভন ।
তাহার ব্যাঘাতে হয় জীবের মরণ ॥
পানীয় আহার তরে প্রকাশ উদর ।
অন্ত্রনাড়ী অভিব্যক্ত রসের আকার ॥
নাড়ীতে সমুদ্র বসে অন্ত্রে নদীগণ ।
তুষ্টি পুষ্টি লাগি অন্ন পান প্রয়োজন ॥
জীবন করিতে নিজ মায়ায় চিন্তন ।
হৃদয়ে নামেতে দেহে স্থান উৎপাদন ॥
হৃদয় মানস নামে ইন্দ্রিয় জনন ।
চন্দ্রদেব তদুপরি অধিষ্ঠাতা হন ॥
কামনাই কার্য্য তাঁর এহেন সংসারে ।
বুঝ রাজা পরীক্ষিত বুদ্ধির বিচারে ॥
ত্বক, চর্ম্ম মাংস আর মজ্জা ও রুধির ।
অস্থি মেদ সপ্ত ধাতু জীবের শরীর ॥
এই সপ্ত ভূমি জল আর তেজোময় ।
শ্রীহরির মায়া মাত্র প্রকৃতি নিশ্চয় ॥
সর্ব্বদেহে তিন রূপে শোভিত জীবন ।
শূন্য জল বায়ুময় বেদের বচন ॥
ইন্দ্রিয় বলিয়া পরে করিনু আখ্যান ।
গুণাত্মক সবে তারা বুঝ বুদ্ধিমান ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিদ্যমান ।
কর্ম্ম ত্বক্ আঁখি জিহ্বা নাসার কারণ ॥
ওই পঞ্চ গুণ ধরে পঞ্চ মহাভূত ।
মহাভূতময় সব শুনিতে অদ্ভুত ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যে মন সুখ দুঃখ রূপ ।
বুদ্ধি তাহে শোভিছেন বিজ্ঞানের ভূপ ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার ।
বুঝিল ভক্তের মুক্তি সংসার প্রচার ॥

ইতি শুকদেব কত্তৃক ভাগবত বিচার সমাপ্ত ।

শুক কত্তৃক শ্রীহরির স্বরূপ ও সৃষ্ট্যাদি কীর্ত্তন ।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন ।
কহিলাম জীব সৃষ্টি শুকের বচন ॥
আর যাহা কহে শুক পাণ্ডুবংশধরে ।
শুনহ শৌনক ঋষি সুস্থির অন্তরে ॥

শুক কহে পরীক্ষিতে করি সম্বোধন।
শ্রীহরির স্থূলরূপ করিনু কীর্ত্তন॥
দেহ মাত্রে স্থূলরূপী শ্রীমধুসূদন।
সেই স্থূল রূপে রহে অষ্ট আবরণ॥
পঞ্চভূত মহাতত্ত্ব আর অহঙ্কার।
প্রকৃতি লইয়া অষ্ট দেহের বিচার॥
স্থূলরূপে দেহভাব হরি বিদ্যমান।
স্থূলতম রূপ আছে বেদের প্রমাণ॥
পূর্ব্বেতে কহিনু যাহা অষ্ট আবরণ।
সূক্ষ্মরূপ হয় রাজা তাহার কারণ॥
নাহি তার বর্ণাকার নাহি স্থিতি লয়।
বাক্য মন অগোচর সদা নিত্যময়॥
এই যে উভয় রূপ করিনু বর্ণন।
মায়াসৃষ্টি বলি করে পণ্ডিতে গণন॥
অনুভব মাত্রে হরি এইরূপ হন।
বুদ্ধিতে বুঝিলে ঘুচে সংসার বন্ধন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে ভগবান।
নিষ্ক্রিয় হইয়া হন সর্ব্ব ক্রিয়াবান॥
ক্রিয়াগুণে নাম মাত্র যাচক বিধান।
বীজরূপে নানারূপ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সৃষ্টিতেই সর্ব্ব ক্রিয়া বলিয়া সৃজন।
জ্ঞানেতেই সেই হরি হেন বিবেচন॥
হরিরে এহেন ভাবি লভি আত্মজ্ঞান।
ভব চিন্তা দূর কর বেদের প্রমাণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভক্তজনে বল মুখে শ্রীহরি শ্রীহরি॥

ইতি সৃষ্ট্যাদি কীর্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীহরির বিভূতি ও কল্পাদি কীর্ত্তন।

সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
শ্রীহরি বিভূতি কথা অতি নিরমল॥
পরীক্ষিত প্রশ্ন কথা তাহার উত্তর।
কহিলেন শুকদেব সুস্থির অন্তর॥
শুক কহে শুন রাজা পাণ্ডুবংশধর।
আপন প্রশ্নের কিছু শুনহ উত্তর॥
যতেক দেবতা, মনু, আর প্রজাপতি।
সকলি বিভূতি তাঁর শুন নরপতি॥
যত ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।
অপ্সর, গুহ্যক আর বিদ্যাধরগণ॥
কিন্নর অপ্সর আর নাগ ফণিকুল।
রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, বেতাল সংকুল॥
কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ আর যত যাতুধান।
পক্ষী, মৃগ, গ্রহ, পশু, বৃক্ষেতে প্রমাণ॥
জীব, কীট, যত কিছু করিনু কীর্ত্তন।
জলে, স্থলে আছে যত আর জীবগণ॥
স্থাবর জঙ্গমরূপী জীব আর যত।
জরায়ু অণ্ডজ আর উদ্ভিজ সম্মত॥
এ সকলে সেই হরি করিয়া সৃজন।
শোভিলেন এ জগৎ বিভূতি মোহন॥
আর কি বলিব রাজা শুন দিয়া মন।
উত্তম মধ্যম আর অধম গণন॥
সকলি তাঁহার কৃত শুন নৃপমণি।
কর্ম্ম ফলাফল মাত্র উচ্চ নীচ গণি॥
উত্তম করিলে কার্য্য সত্ত্বগুণময়।
দেবতা বলিয়া সবে তাঁহাদেরে কয়॥
মধ্যম কর্ম্মের ফলে রজোগুণ পায়।
জ্ঞানীজনে ডাকে তাহে মানব আখ্যায়॥
অধম কর্ম্মের ফলে তমোগুণী হয়।
নরক তাহারে কয় তির্য্যগে জন্মায়॥
আর এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ রাজন।
কর্ম্মফল সেইরূপে করিনু বর্ণন॥
উত্তমে মধ্যম আর অধম আছয়।
মধ্যমে উত্তম আর অধম শোভয়॥
অধমে উত্তম আর মধ্যম গণন।
এইমত ফলাফল কর্ম্মের কীর্ত্তন॥

জগত বিধান কর্ত্তা সেই নারায়ণ।
করিছেন সুর, নর, তির্য্যগ সৃজন॥
এ বিশ্ব প্রস্তুত করি শোভিবার তরে।
স্থাবর জঙ্গম রূপ তাহাতে বিতরে॥
আয়ু মাত্র চিহ্নরাশি করিয়া পালন।
কাল প্রাপ্তে জগতের করেন হরণ॥
বায়ু যথা মেঘমালা করয়ে বিচ্ছেদ।
হরি তথা জগতের করেন বিভেদ॥
কর্ত্তারূপে প্রমাণিত হন নারায়ণ।
জ্ঞানীতে সে ভাবে, তাঁরে না ভাবে কখন
সকলের কর্ত্তা তিনি প্রকৃতি প্রমাণ।
সকলি হ'তেছে এই নিয়মে সৃজন॥
বুঝাতে সহজে তাঁরে ওহে নৃপমণি।
নারায়ণে কর্ত্তারূপে প্রথমেতে গণি॥
বস্তুতই কর্ত্তা তিনি নিয়ম কারণ।
নিয়মে বিলয় সৃষ্টি আর সে পালন॥
কর্ত্তা হয়ে অকর্ত্তাই শ্রীমধুসূদন।
পূর্ব্বভাবে বুঝিলেই হবে বিমোচন॥
মায়াতে হেরিলে হরি হয় পূর্ব্বরূপ।
মায়াকে নাশিতে রাজা সেরূপ অনুপ॥
শ্রীহরি বিভূতি রাজা করিনু কীর্ত্তন।
কল্পাদির কথা রাজ শুন দিয়া মন॥
দুই কল্প সংসারেতে আছয়ে প্রকাশ।
ব্রহ্ম কল্প অবান্তর কল্পের বিকাশ॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার আর ভূতগণ।
যে কল্পে হইল সৃষ্টি সবার কারণ॥
তাহাকেই মহাকল্প, ব্রহ্ম কল্প কয়।
অতি অপরূপ ভাব প্রকাশিতে হয়॥
উহার বিকারে হৈল স্থাবর সৃজন।
অবান্তর কল্প তারে কহে জ্ঞানীজন॥
ক্রমেতে বলিব রাজা কাল পরিণাম।
মহাকল্প অবান্তর প্রভৃতি বিধান॥
পদ্ম-কল্পে প্রথমেতে করি আরম্ভন।
তাহা শুনি হবে সুস্থ নৃপতির মন॥

এত কহি সূত তবে ভাগবত বাণী।
নীরব হয়েন তিনি শান্তিবারে প্রাণী॥
সূতেরে নীরব হেরি শৌনিক তখন।
কহেন বিনয়ে সূতে মধুর বচন॥
যে কথা কহিলে সূত অতি মনোহর।
শুনিয়া সবার মন সুস্থির অন্তর॥
এক কথা জিজ্ঞাসি হে সূত মহাশয়।
উত্তরিবে সেই কথা হ'য়ে কৃপাময়॥
পূর্ব্বেতে বলিলে তুমি বিদুর সুজন।
বন্ধু ত্যজি নানাতীর্থ করি পর্য্যটন॥
পুনশ্চ আসিয়া তিনি অন্ধের সদন।
বলিলেন ধৃতরাষ্ট্রে জ্ঞানের কথন॥
তীর্থেতে ভ্রমিতে সেই বিদুর সুজন।
মৈত্রেয়ের পান দেখা করিলে কীর্ত্তন॥
অধ্যাত্মের বাক্যালাপ তাঁহার সহিত।
কোন স্থানে হয় সূত বহুশাস্ত্রবিত॥
মৈত্রেয় বা তাঁরে দেন কিবা উপদেশ।
বর্ণন করহ সূত তাহা সবিশেষ॥
বন্ধুত্যাগ সে বিদুর করেন কিমতে।
কিবা অনুষ্ঠানে রত কোন মহাব্রতে॥
পুনশ্চ সংসারে তিনি করি আগমন।
কি ভাবেতে করিলেন কালের যাপন॥
একে একে সেই কথা কহ মহামতি।
সবার হউক তাহে হরিপদে মতি॥
এত শুনি সূত তবে কহেন বচন।
সম্বোধিয়া শৌনকেরে মহর্ষি সুজন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে ঋষি সে সব কথন।
শুকদেব সেই প্রশ্ন করেন রাজন॥
একে একে প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন।
সেই কথা শুন ঋষি সে সব কথন॥
হরির বিভূতি মাত্র সকলে কীর্ত্তন।
যজ্ঞস্থলে শুন বাক্য মহর্ষি সুজন॥
বিশ্বামিত্র কুলে জাত কায়স্থ সন্তান।
পিতৃকুল খ্যাতি মিত্র স্মৃতির বিধান॥

তাহাতে জন্মিল দাস, উমেশ নন্দন।
কালীদাস তাঁর পিতা স্বর্গীয় সুজন॥
তাঁহার পিতার নাম চণ্ডীর চরণ।
ভাগবত সেই পুণ্যে করিনু কীর্ত্তন॥

দ্বিতীয়-স্কন্ধের কথা হ'ল পরিশেষ।
অধ্যাত্ম দর্শন কথা শুক উপদেশ॥
হরি-মাত্র-সার-বস্তু ভুবন মাঝার।
সার কর এই নাম সকল সংসার॥

ইতি কল্পাদি কীর্ত্তন সমাপ্ত।

দ্বিতীয়স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বিদুরের কৌরব গৃহ ত্যাগ।

সূত কহে সম্বোধিয়া শৌনক সুজনে।
যে প্রশ্ন করিলা মুনি শুন একমনে ॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডু নরবরে।
বিদুরের গৃহত্যাগ কহি অতঃপরে ॥
দৌতকার্য্য কালে কুরুগৃহ পরিহরি।
পাণ্ডবের গৃহে যবে প্রবেশেন হরি ॥
সেই দিন মহামতি বিদুর সুধীর।
কৌরবের গৃহ ত্যাগ করিলেন স্থির ॥
যথায় না রহে কৃষ্ণ অধর্ম্ম প্রবল।
হেন স্থানে জ্ঞানীজন সতত চঞ্চল ॥
ত্যজি গৃহ ধন সুখ বিদুর সুমতি।
পাণ্ডবের দুঃখে দুঃখী হইলেন অতি ॥
একে একে ত্যজি গ্রাম নগর প্রান্তর।
ক্রমে বনে প্রবেশেন হ'য়ে সকাতর ॥
নানা স্থান ভ্রমি গিয়া মৈত্রেয়ের পাশ।
তব প্রশ্ন সম প্রশ্ন করেন জিজ্ঞাস ॥
শুক-মুখে হেন কথা শুনিয়া রাজন।
আনন্দ সাগরে তবে হন নিমগন ॥
করযোড় করি তবে কন মুনি প্রতি।
কি বলিব তোমা ঋষি নারায়ণ গতি ॥
বল সেই কথা প্রভু করুণা করিয়া।
যাহে জুড়াইবে চিত আমার শুনিয়া ॥
কোন স্থানে কোনকালে বিদুর সুজন।
ঋষিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়ের পান দরশন ॥
কি কথা হইল উভে কহ সেই বাণী।
শুনিয়া জুড়াক মোর ব্যাকুলিত প্রাণী ॥
উভয়েই মহাজ্ঞানী কি প্রশ্ন হইল।
কিবা সত্য তার মাঝে প্রকাশ পাইল ॥
বিদুর মৈত্রেয় কথা পরম পাবন।
পুণ্য বাণী বলি সবে করেন পূজন ॥
রাজার আরতি শুনি শুক তপোধন।
প্রকাশেন সেই সত্য অধ্যাত্ম গোপন ॥
শুক কন শুন শুন পাণ্ডু মহাবীর।
বিদুরের গৃহত্যাগ হইয়া সুস্থির ॥
তব বংশ পূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন।
ইহাতে পাইবে জ্ঞান অধ্যাত্ম কথন ॥
অধর্ম্মে মজিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বীর।
অধর্ম্মে প্রশ্রয় দিয়া হইলা সুস্থির ॥

দুষ্ট পুত্রগণ ইষ্ট করিতে সাধন।
ইচ্ছিলেন যবে মনে ল'য়ে দুর্য্যোধন॥
পিতৃহীন পাণ্ডবেরে করিতে দহন।
জতুগৃহে প্রেরিলেন করি নির্ব্বাসন॥
যখন দ্রৌপদী কেশ ধরি দুঃশাসন।
সভামধ্যে কামিনীর হরিল বসন॥
দ্রৌপদী নয়ন জলে ভাসে বক্ষঃস্থল।
কুঙ্কুম ধুইয়া তাহে ভিজে ভূমিতল॥
এতেক দুর্দ্দশা দেখি কুরু মহাবীর।
না করি নিষেধ তাহে রহিলেন স্থির॥
অধর্ম্ম পাশায় যবে হারি ধর্ম্মপতি।
দ্বাদশ বরষ বনে করিয়া বসতি॥
পুনশ্চ মাগেন যবে ধৃতরাষ্ট্র পাশ।
পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার মতে দিতে রাজ্য বাস॥
অহঙ্কারে মাতি তবে অন্ধ নরবর।
না দিবেন পিতৃরাজ্য পাণ্ডব গোচর॥
যখন বাধিল রণ কুরুক্ষেত্র নাম।
দূতবেশে কৃষ্ণ গিয়া সেই কুরু-ধাম॥
পাণ্ডব কৌরব যাহে হয় সুমিলন।
হেন বাণী যদুপতি করি প্রকাশন॥
নানামতে ধৃতরাষ্ট্রে বুঝান বিস্তর।
যাহাতে না হয় রণ অতি ভয়ঙ্কর॥
কৃষ্ণের সে বাণী শুনি কুরু নরবর।
উপহাস করিলেন অধর্ম্ম অন্তর॥
হেনকালে মহামতি বিদুর সুজন।
ত্যজিয়া কৌরব গৃহ করেন গমন॥
আর যেবা ভাব ছিল ত্যজিবারে বাস।
শুন রাজা পরীক্ষিত প্রকাশিয়া আশ॥
যবে কুরুক্ষেত্রে রণ হবে সংঘটন।
বিদুরে ডাকিয়া অন্ধ করেন মন্ত্রণ॥
পাণ্ডুর অহিত আশা ধৃতরাষ্ট্র বীর।
পাণ্ডব মঙ্গল আশা বিদুর সুধীর॥
অন্ধের মন্ত্রণা শুনি কহেন বচন।
শুন কুরুরাজ এবে মম সুমন্ত্রণ॥
বয়সেতে হও জ্যেষ্ঠ তুমি কুরুপতি।
কি বলিব তোমা দেব আমি মূঢ়মতি॥
এই মাত্র হিত ভাবে কহিব বচন।
পিতৃধন পাণ্ডবেরে কর প্রত্যর্পণ॥
তুমি বিজ্ঞবান বট বুঝ মহাবীর।
কিবা দোষ করিল সে পাণ্ডব সুধীর॥
দুই ভাই তুমি রাজা কুরু পাণ্ডু নাম।
আমার অগ্রজ তুমি চরণে প্রণাম॥
দুই ভাগে এই রাজ্য করহ ভাজন।
পাণ্ডব লউক আধ—আধ দুর্য্যোধন॥
বংশের মঙ্গল হোক্ কিবা কাজ রণে।
অধর্ম্মের জয়ে জ্ঞানী জয় নাহি গণে॥
কত দোষ করিয়াছ তুমি মহাবীর।
পাণ্ডব মহিমা সব এখন সুস্থির॥
বৃকোদর সর্প সম করিছে গর্জ্জন।
পূর্ব্বাপর যত দোষ করিয়া স্মরণ॥
সামান্য সে বীর নয় তুমি কর ভয়।
রুষিলে সে জন রাজা ভীষণ সংশয়॥
ভাবিয়া দেখুন রাজা শ্রীকৃষ্ণ সতত।
রাখিতে ধর্ম্মের মান আছেন নিয়ত॥
ব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ কহে জ্ঞানীজন।
সদা যার সহবাস বাঞ্ছে দেবগণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী সেই যদুবংশ মণি।
এখন নগরে তব রহেন আপনি॥
পাণ্ডবের প্রতি রাজা ঈশ্বর সহায়।
দাও তার পিতৃরাজ্য ডাকিয়া তাঁহায়॥
কুলের মঙ্গল হোক্ ধর্ম্মের রক্ষণ।
বুঝ রাজা মম বাক্য স্থির করি মন॥
যাহারে সন্তান ভাবি করিছ আদর।
অধর্ম্ম-প্রতিমা সেই পাপের আকর॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী সেই জ্ঞাত সর্ব্বজন।
না হয় প্রয়োগ তাহে অপত্য বচন॥
জন্মিলে সুপুত্র পায় নরকে উদ্ধার।
কৃষ্ণ-দ্বেষী পুত্রে বৃদ্ধি পায় পাপভব॥

কুলের মঙ্গল যদি চাও হে রাজন।
হেন অমঙ্গল পুত্র করহ বর্জ্জন ॥
হেন কথা শুনি অন্ধ করে অনুতাপ।
কথঞ্চিত বিদুরের টুটে মনস্তাপ ॥
হেথা লোক মুখে শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
অন্ধরাজ, বিদুরের অপূর্ব্ব কথন ॥
ক্রোধেতে অধীর আর কম্পিত অধর।
কর্ণ দুঃশাসনে ডাকি কহেন বিস্তর ॥
শকুনির সহ মিলি সেই দুষ্টমতি।
তিরস্কার করি কহে বিদুরের প্রতি ॥
কে আনিল দাসী পুত্রে পিতার সদন।
অন্তর কুটিল এর নীচ-জন্ম জন ॥
যাহার অন্নেতে দুষ্ট আজন্ম পালন।
তার অমঙ্গল কার্য্য করিছে সাধন ॥
নির্ব্বাসিত কর এরে না বধি জীবন।
হেন জনে দেখিবারে না চাহে নয়ন ॥
হেন কথা শুনি ক্ষত্তা মর্ম্মে ব্যথা পান।
মনোদুঃখ মনে রাখি অন্ধ প্রতি চান ॥
অধর্ম্ম প্রবল হেরি সেই মহাজন।
প্রাসাদের পুরদ্বারে রাখি শরাসন ॥
নির্গত হয়েন ত্যজি হস্তিনা নগর।
যথা চাহে দুনয়ন চলেন সত্বর ॥
সঞ্চিত যতেক পুণ্য কুরুবংশে ছিল।
সে সকল বিদুরের দেহে প্রবেশিল ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
তৃতীয়স্কন্ধের কথা করিয়া বিচার ॥

ইতি বিদুরের গৃহত্যাগ সমাপ্ত।

বিদুর ও উদ্ধব সংবাদ।

সূত কহে শুন শুন মহামুনিগণ।
বিদুর উদ্ধব কথা অতি অতুলন ॥
শুকদেব কহে ডাকি পাণ্ডু নরবরে।
উদ্ধব সংবাদ কথা শুন অতঃপরে ॥

গৃহ ত্যজ গিয়া সেই বিদুর সুজন।
অরণ্য, নগর, তীর্থে করেন ভ্রমণ ॥
যত তীর্থ আছে সেই শ্রীহরি সেবন।
একে একে সর্ব্বত্রই করেন গমন ॥
যান তিনি যথা রহে সুরম্যনগর।
হরি মায়াবলে যাহা অতি শোভাকর ॥
কোথা উপবন মাঝে করেন গমন।
কোথা মহা মহা গিরি করেন দর্শন ॥
কোথাও নির্ম্মলতোয়া তটিনীর জল।
কোথাও সরসী তীরে ভূষিত কমল ॥
হরির পরম মূর্ত্তি যথায় বিহরে।
বিদুর তথায় যান চিত্ত শুদ্ধিতরে ॥
সপ্ত-দ্বীপ এই ধরা করিয়া ভ্রমণ।
বিদুর করেন শেষে ব্রতাবলম্বন ॥
সুলঘু আহার আর তীর্থ-জলে স্নান।
বল্কল বসন আর ভূমিতে শয়ান ॥
সাংসারিক যত সুখ ক্রমে ভুলিলেন।
আত্মীয় স্বজন চিন্তা সব ত্যজিলেন ॥
ভারত ভ্রমিতে ক্রমে বিদুর সুজন।
প্রভাস তীর্থেতে আসি উপস্থিত হন ॥
একচক্রা একচ্ছত্রা রাজা যুধিষ্ঠির।
করিছেন রাজ্য তবে পাণ্ডব সুধীর ॥
মহাগর্ব্বে কুরু-কুল হ'য়েছে সংহার।
দাবানলে যথা সব হয় ছারখার ॥
আপন আত্মীয় বধ করিয়া শ্রবণ।
অনুতাপ করিলেন করিয়া স্মরণ ॥
প্রভাস তেয়াগি যান সরস্বতী তীর।
পুণ্য হেতু সদা শুভ্র রহে যার নীর ॥
তটেতে উশনা, অত্রি, মনু গো অনিল।
অসিত, সুদাস গুহ, অগ্নি অনাবিল ॥
সুপবিত্র পৃথু বায়ু শ্রাদ্ধ দেব আর।
সরস্বতী একাদশ তীর্থ ব্যবহার ॥
আছিল যতেক তথা মহাঋষিগণ।
হরিগৃহ যত জন করিলা স্থাপন ॥

একে একে সেই সবে করি দরশন।
হরিচক্র হেরি শান্ত করেন নয়ন॥
যথায় হেরেন হরি মূর্ত্তি বিরাজিত।
পূজেন বিদুর তাহা করি স্থির চিত॥
সরস্বতী তীর এড়ি যান যমুনায়।
শ্রীকৃষ্ণের মহাতীর্থ এই বসুধায়॥
শ্রীহরির মহাভক্ত উদ্ধব সেক্ষণ।
নানাতীর্থ ত্যজি তথা উপস্থিত হন॥
বৃহস্পতি শিষ্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব।
বিদুরে হেরিয়া সুখী সুধীর উদ্ধব॥
উভয়ে হেরিয়া উভে প্রেমে আনন্দিত।
আলিঙ্গন করি ক্ষত্তা হন পুলকিত॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাল্য যাদব কৌরবে।
উভয় কুলের কথা সুধান উদ্ধবে॥
উদ্ধবের কর ধরি কহেন বিদুর।
কর ভাগ্যবান মোর মনোদুঃখ দূর॥
কেমন আছেন দুই পুরাণ পুরুষ।
ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে হইয়া পুরুষ॥
রাম কৃষ্ণ নাম ধরি আসিয়া ভুবন।
করিলেন পৃথিবীর মঙ্গল সাধন॥
ধন্য সেই বাসুদেব অপার বিভব।
কুশল সংবাদ তাঁর বলহ উদ্ধব॥
পূর্ব্ব জন্মে নাম কাম প্রদ্যুম্ন সুজন।
রুক্মিণী করেন তারে স্বগর্ভে ধারণ॥
অতি মহাবীর সেই ভুবন মাঝারে।
কি ভাবে আছেন তিনি কেমন প্রকারে॥
ভোজ বৃষ্ণি, সাত্যকের উগ্রসেন পতি।
অচলা ভকতি যাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
যদুপতি ভয়ে যিনি ত্যজি সিংহাসন।
করিয়াছিলেন পূর্ব্বে বনে পলায়ন॥
শ্রীকৃষ্ণ অভয় লভি আসেন নগর।
কেমন আছেন বল সেই গুণধর॥
কি কব শাম্বের কথা শ্রীকৃষ্ণ সন্তান।
রথিশ্রেষ্ঠ যেইজন সকল প্রধান॥
যে ব্রতে অম্বিকা পান কার্ত্তিকেয় বীর।
সেই ব্রতে জাম্ববতী পান হেন ধীর॥
বলহ উদ্ধব তাঁর বলহ কুশল।
হউক সুস্থির মম চিত্ত সুবিমল॥
অর্জ্জুনের শিষ্য সেই সাত্যকি সুজন।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যোগ শিখেন যে জন॥
মহাযোগী শ্রেষ্ঠ সেই মহানদুবীর।
বলহ কুশল তাঁর বলহ সুধীর॥
আসি যমুনার কূলে হয় মম মনে।
ঋষিজন পূজ্য সেই অক্রুর চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ রেণু হেরিয়া নয়নে।
যে জন ভূমেতে রহে প্রেমমগ্ন মনে॥
অতীব নিষ্পাপী সেই অক্রুর সুজন।
বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন॥
যজ্ঞভাব অর্থ গর্ভে করিয়া ধারণ।
বেদ যথা পূত করে এ তিন ভুবন॥
অদিতি যেমন ধরে গর্ভে দেবগণ।
তেমতি মানবী বিষ্ণু করেন ধারণ॥
ভোজকন্যা দেবকী সে জ্ঞাত সর্ব্বজন।
বিষ্ণুর জননী তিনি আছেন কেমন॥
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে যেইজন।
অনিরুদ্ধ দেন সুখ ফল বিতরণ॥
চারিভাগে এ অন্তর রহে বিরাজিত।
চতুর্থ ই অনিরুদ্ধ বেদেতে বিদিত॥
শব্দের উৎপত্তি তিনি শ্রীহরি বচন।
বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন॥
চারুদেষ্ণ আদি যত পুণ্যাত্মা যাদব।
শ্রীকৃষ্ণকে আত্মারূপে ভাবিতেন সব॥
কেমন সুখেতে তাঁরা যাপিলেন কাল।
বলিয়া উদ্ধব নাশ মনের জঞ্জাল॥
আর এক কথা জ্ঞানী জিজ্ঞাসি তোমায়।
পাণ্ডব কুশল বার্ত্তা বলহ আমায়॥
নেহারি সাম্রাজ্যলক্ষ্মী রাজা দুর্য্যোধন।
হইয়াছিলেন পূর্ব্বে সন্তাপিত মন॥

সেই হেতু কপট দ্যূত ক্রীড়ার প্রকাশ।
তাহাতেই পাণ্ডবের হয় বনবাস ॥
শ্রীহরি অর্জ্জুন বলে সেই যুধিষ্ঠির।
পুনশ্চ লভেন রাজ্য ধর্ম্মবলে বীর ॥
এখন পালিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্মের নন্দন ॥
ধর্ম্মের মর্য্যাদা তিনি করেন রক্ষণ ॥
কি কব ভীমের কথা যেন কাল ফণি।
রণে গদা চক্রে দক্ষ বীর চূড়ামণি ॥
কৌরবের অপরাধে সন্তাপিত চিত।
নাশিয়া কৌরবে তার করেন বিহিত ॥
বোধ হয় সুস্থ মন হইয়াছে তাঁর।
যাঁর ক্রোধে কুরু-কুল হইল সংহার ॥
গাণ্ডীব-ধন্বার কথা কি কব উদ্ধব।
রথী শ্রেষ্ঠ সেই বীর পাণ্ডু-কুলোদ্ভব ॥
যার অস্ত্রবলে তুষ্ট সেই পশুপতি।
কিরাত রূপেতে যুঝে ভয়ানক অতি ॥
শ্রীকৃষ্ণই সখা যাঁর বিপদ সময়।
বলহ মঙ্গল তাঁর কি প্রকার হয় ॥
নকুল আর সহদেব বীর অতুলন।
অশ্বিনী-কুমার সম যমজ নন্দন ॥
যদিও মাদ্রীর পুত্র উভয় কুমার।
কুন্তীপুত্র ভ্রাতৃস্নেহে নাহি ভাবে আর ॥
বিমাতার পুত্র বলি না করে মনন।
বলহ উদ্ধব তাঁরা আছেন কেমন ॥
ইন্দ্র হ'তে যথা সুধা গরুড় হরিল।
মাদ্রীসুত কুরুরাজ্য তথা কাড়ি নিল ॥
কি কব কুন্তীর কথা সতীশ্রেষ্ঠ হন।
পুত্রলাগি পতি দেবে হন বিস্মরণ ॥
পতির বিরহ যবে অন্তরে উদয়।
পুত্রমুখ চাহি তিনি বুঝান হৃদয় ॥
কি কর উদ্ধব তোমা হৃদয় বিদরে।
অন্ধরাজ লাগি মোর যে দুঃখ অন্তরে ॥
পাণ্ডু প্রতি করি হিংসা পুত্রের কারণ।
নগর হইতে মোরে করে নির্ব্বাসন ॥
পাণ্ডবের হস্তে তাঁর বংশের বিনাশ।
শত পুত্র শোকে তাঁর বহিছে নিশ্বাস ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন মম গুরুর সমান।
তাঁর কাছে নাহি মোর মান অভিমান ॥
তথাপি স্মরিয়া তার শোকের কারণ।
কুরুরাজ দুঃখে মোর দহিছে জীবন ॥
হেরি অবিচার তাঁর ত্যজিনু সংসার।
হরিক্ষেত্রে হরি লাগি করিনু বিহার ॥
কি কব হরির মায়া অনন্ত অপার।
মহিমায় মুগ্ধ হ'য়ে ভ্রমি এ সংসার ॥
মানব রূপেতে হরি লীলা করিলেন।
ক্রমেতে সংহারি সবে বৈকুণ্ঠে গেলেন ॥
মহা মহা রাজা মরে অভিমান ভরে।
কেহ বিদ্যা, কেহ ধন, কৌলিন্য আচারে ॥
অসংখ্য লইয়া সেনা কুরুক্ষেত্রে যান।
ইচ্ছা, দুঃখী পাণ্ডবের লন ধন মান ॥
বিপদ কাণ্ডারী হরি সহায় জানিয়া।
মাতিল অগণ্য রাজা ধরমে ভুলিয়া ॥
ছিল বলি সেই হরি পাণ্ডব সহায়।
একাদশ অক্ষৌহিণী রণে মারা যায় ॥
কোথা গেল কুরুকুল কোথা রাজগণ।
ধার্ম্মিক পাণ্ডব মাত্র হইল রক্ষণ ॥
নাহিক হরির জন্ম কর্ম্মশূন্য হন।
দুরাত্মা বিনাশে তাঁর শরীর গ্রহণ ॥
বিপদের সেই হরি যদুবংশ ধন।
কর সখে তাঁর কীর্ত্তি সুখেতে বর্ণন ॥
এত বলি হন তবে বিদুর সুস্থির।
একে একে উত্তরেন উদ্ধব সুধীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
সংসারের পুণ্যতরি শ্রীহরি আধার ॥

ইতি উদ্ধব ও বিদুর সংবাদ সমাপ্ত।

উদ্ধব সংবাদ।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুধীর।
শুনিলে উদ্ধব কথা মন হবে স্থির ॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডুবংশধরে।
উদ্ধব উত্তর শুন রাজা অতঃপরে ॥
বিদুরের কথা শুনি উদ্ধব তখন।
করেন আপন মনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁর হইল উদয়।
নিস্তব্ধে রহেন তিনি হইয়া বিস্ময় ॥
উদ্ধবের কৃষ্ণভক্তি কে বর্ণিতে পারে।
বাল্যাবধি তাঁর জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারে ॥
উদ্ধব হইল যবে পঞ্চম বরষ।
ক্রীড়াবশে কৃষ্ণে পূজি পাইত হরষ ॥
মাটিতে গঠিয়া কৃষ্ণ দিত বনফুল।
ক্ষুধায় আহার বিনা আনন্দে আকুল ॥
জননী ডাকিত যবে করিতে ভোজন।
কৃষ্ণপূজা বিনা নাহি খাইত কখন ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুধা রসে নিমগ্ন অন্তর।
সেই হেতু প্রথমেতে না দেন উত্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা হৃদে চক্ষে বহে নীর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলি হ'লেন অধীর ॥
এই ভাব হেরি তবে বিদুর সুজন।
কৃতার্থ উদ্ধব ভাব হরির চরণ ॥
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার পার্থিব চেতন।
নয়নের নীর মুছে খোলেন নয়ন ॥
বিদুরের প্রতি চাহি কহিলেন বাণী।
কৃষ্ণ মোর ত্যজিয়াছে মানবীয় প্রাণী ॥
গোকুলের দিনমণি গেছে অস্তাচলে।
এসেছে তামসী কাল গোকুলেতে ব'লে ॥
আর বা কুশল সব কি বলিব আর।
যদুকুল একেবারে হ'য়েছে সংহার ॥
মন্দভাগ্য যদুকুলে কৃষ্ণে না জানিল।
একত্র থাকিয়া তাঁরে চিনিতে নারিল ॥
সরোবরে চন্দ্রমার বিম্বের পতন।
মীনে কি নেহারে কভু মেলিয়ে নয়ন ॥
যদুকুল মহার্ণবে কৃষ্ণ শশধর।
যাদব তাহাতে মীন না দিল অন্তর ॥
ভাবিত তাঁহারা মাত্র যদুকুল মণি।
না ভাবিত সেই কৃষ্ণ জগতের মণি ॥
শিশুপাল আদি কত করিতে হিংসন।
দ্বেষবশে নিন্দা বাক্য করি উচ্চারণ ॥
বহুত তপস্যা বলে মহামুনিগণ।
পাইত মানসে দেখা শ্রীহরি চরণ ॥
কিন্তু অভিমন্যু জন্ম শ্রীমধুসূদন।
তপস্যা বিহীন জনে দিলেন দর্শন ॥
আপনি বুঝিয়া কেহ নিজ বুদ্ধিবলে।
লভিল মুক্তির পথ ছেদি কর্ম্মফলে ॥
দেখাইয়া নিজ মূর্ত্তি জগত লোচন।
করেন ভূলোক ত্যজি গোলোকে গমন ॥
কি ভাবে গঠন তাঁর করিব বর্ণন।
নিজ যোগ মায়াবলে নিজের সৃজন ॥
কি দিব ভূষণ তাহে সবার ভূষণ।
সৌভগ্যের শ্রেষ্ঠপদ পরমার্থ ধন ॥
নিজের বিস্ময় লাগি মানব শরীর।
ধরিয়াছিলেন মাত্র বোধ হয় ধীর ॥
যুধিষ্ঠির রাজসূয় হ'লে সম্পাদন।
আনন্দ মূর্ত্তিতে হরি করেন গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হেরি যত সভাজন।
বিধাতৃ নৈপুণ্য খ্যাতি করয়ে কীর্ত্তন ॥
সৃষ্টির কৌশল যত জানে বিধিবর।
একমাত্র কৃষ্ণ দেহে দেখায় বিস্তর ॥
অভিমান ভরে ব্রজবালা প্রত্যাখ্যান।
করিলে শ্রীহরি যবে করেন প্রস্থান ॥
স্মরি সে মোহিনীমূর্ত্তি বিমুগ্ধ অন্তরে।
কেহ মনে কেহ বনে হেরেন ঈশ্বরে ॥
অশান্ত ও শান্তমূর্ত্তি সেই ভগবান।
সংসারে যতেক আছে তাহাতে বিধান ॥

শান্তির বিনাশ হেতু অশান্তি যখন।
ভীষণ প্রবলভাবে করয়ে পীড়ন ॥
অজ হ'য়ে হরি ভবে হন জায়মান।
মহাভূত অগ্নি যথা কাষ্ঠেতে প্রমাণ ॥
যেমন আছয় বিধি হইতে সৃজন।
মহত্তত্ত্ব কার্য্যযোগে শরীর গ্রহণ ॥
দেবকী ও বসুদেব বন্ধনে কাতর।
কংস-কারাগারে যবে রোদনে তৎপর ॥
সেইকালে কৃষ্ণ হন গর্ভেতে উদয়।
মানব শিশুর রূপে প্রকাশিত হয় ॥
অজ হ'য়ে জন্ম লন একি চমৎকার।
কংস-ভয়ে ব্রজে বাস বিস্ময় আকার ॥
কালযবনের ভয়ে ত্যজিয়া নগর।
ইতস্ততঃ পলায়ন সবিস্ময়কর ॥
শুনিলে এ সব কথা অন্যে ভাবে আন।
আমাদের বুদ্ধিনাশ ভ্রমের প্রমাণ ॥
সবার জনক হ'য়ে সেই কৃষ্ণ রাম।
বসুদেব দেবকীরে করেন প্রণাম ॥
কখন পুত্রের ন্যায় বলেন বচন।
ক্ষমা কর কংস ভয়ে ভুলেছি সেবন ॥
সামান্য মানব সম তাঁহার করম।
হেরিয়া প্রেমেতে মগ্ন জ্ঞানীর মরম ॥
কৃষ্ণের প্রভাব কথা হইলে স্মরণ।
কোন্ ব্যক্তি নাহি সেবে তাঁহার চরণ ॥
কটাক্ষ মাত্রেতে যাঁর আপনি শমন।
সভয়ে কাঁপিতে থাকে যখন তখন ॥
যে সিদ্ধি কামনা করি যোগী য়োগে রত।
কিরূপে সাধিলে তাঁরে পায় অবিরত ॥
কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল রাজসূয় করি।
যজ্ঞ-মাঝে দরশন পাইলেন হরি ॥
এমন কৃপালু যিনি নাহি অন্যপর।
কেবা নাহি প্রণমিবে বলি বিশ্বেশ্বর ॥
আরো মনে করে দেখ তুমি হে কৌরব।
কুরুক্ষেত্রে রণ কথা যা ঘটিল সব ॥

যবে অর্জ্জুনের বাণে নরবীরগণ।
হারায়ে সমর-ক্ষেত্রে আপন জীবন ॥
অন্তিমে হেরিয়ে রথে শ্রীহরি চরণ।
পাইল বৈকুণ্ঠধাম তাঁহার সদন ॥
তিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ সর্ব্বগুণপতি।
ত্রিলোকের অধিপতি যেই যদুপতি ॥
লোকপালগণ সবে চরণে তাঁহার।
সমর্পিয়া চরিতার্থ পূজা উপহার ॥
কি কব হরির লীলা কৃষ্ণ অবতারে।
উগ্রসেন ভৃত্য তিনি হয়েন প্রকারে ॥
পুতনা যাইল তাঁরে করিবারে নাশ।
দয়াগুণে কৃষ্ণ দিল বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥
ধাত্রীর সমান ভাবি সেই রাক্ষসীরে।
প্রাণসহ করিলেন পান স্তন ক্ষীরে ॥
অতীব দয়ালু তিনি ইহাতে প্রমাণ।
যে ভাবে ভজহ তাঁরে পাবে তথা ত্রাণ ॥
গরুড় আসনে কৃষ্ণে হেরি দৈত্যগণ।
মহাভাগ্যবান তারা পায় মুক্তিধন ॥
হেন ধন সেই হরি বিদুর কি কব।
ত্যজিয়া আমারে চলি গেলেন কেশব ॥
একদা ভারেতে ভীতা পৃথিবী রমণী।
ব্রহ্মপুরে যান খুলি কবরী বন্ধনী ॥
জানাতে আপন দুঃখ অসহন ভার।
যাহে মহাব্রহ্ম করে তাহাতে নিস্তার ॥
পৃথিবী কারণ ব্রহ্মা স্মরেন শ্রীহরি।
তারিবারে ধরাভার নররূপ ধরি ॥
বাসুদেব ও দেবকী কংস কারাগারে।
যাতনায় হরি বলি ডাকিল তাঁহারে ॥
ব্রহ্মারে করিতে তুষ্ট সেই নারায়ণ।
দেবকী-গর্ভেতে জন্ম করেন গ্রহণ ॥
কংস ভয়ে পিতা তাঁর বসুদেব ধীর।
পুত্র-মুখ হেরি হন অতীব অস্থির ॥
গোপনে লইয়া তাঁরে যান ব্রজধাম।
তথায় মিলেন হরি রূপে বলরাম ॥

ায়ে আপন তেজ শ্রীমধুসূদন।
াদশ বর্ষ ব্রজে করেন যাপন॥
ার কূলে কেলি কিবা শোভা হয়।
া গোপালগণ গাভী বৎস তায়॥
বনে গিয়া কেলি রাখাল সহিত।
্ হয়েন রাজা বালক চরিত॥
্ কাঁদেন কভু মুখ ভার হাসি।
-জনে মোহিতেন মধুর সম্ভাষি॥
রীতিক্রমে তিনি গোধন চরান।
হিবারে ব্রজ-জনে বেণুর বাদন॥
ংবাদ লভি যবে কংস মহাবীর।
ায় রাক্ষসে প্রাণ লইতে হরির॥
ার পুতুল সম সেই কালে হরি।
ড়াবশে রাক্ষসের লন প্রাণ হরি॥
লীয় নামেতে নাগ থাকি যমুনায়।
াক্ত করিয়া জল দিল সমুদায়॥
জল পান করি যত গোপগণ।
ষে জর্জ্জরিত হ'য়ে ত্যজিল জীবন॥
ই ভাব হেরি তবে শ্রীমধুসূদন।
বহেলে করিলেন কালীয় দমন॥
ষ-শূন্য জল করি দেন যমুনার।
জ-জনে তাহা দেখি লাগে চমৎকার
দ্রযজ্ঞ নিষেধিয়া নন্দের কুমার।
বরাজ গর্ব্ব খর্ব্ব অদ্ভুত প্রকার॥
াযজ্ঞ নামেতে যজ্ঞ করেন হরষে।
ন্দ্রের আহুতি নাহি কৃষ্ণ আজ্ঞাবশে
াহাতে রুষিয়া ইন্দ্র করেন বর্ষণ।
ারির স্রোতেতে ব্রজ প্রায় নিমগন।
জবাসী প্রাণী সহ সেই নারায়ণ।
ত্র সম গোবর্দ্ধন করেন ধারণ॥
াহাতে নারিল ইন্দ্র খর্ব্ব হ'ল মান।
ার্ব্বীর গর্ব্বের নাশ হরির বিধান॥
ারদ নিশায় যবে উদয় শশীর।
হরিয়া করয়ে হরি বাদন বংশীর॥
বংশীরবে মুগ্ধ করি ব্রজের রমণী।
করিতেন কত লীলা নট চূড়ামণি॥
শুনহ বিদুর আর শ্রীকৃষ্ণ কথন।
কংসের নিধন বার্ত্তা অতি অতুলন॥
বিদায় লইয়া রামকৃষ্ণ দুইজন।
নাশিতে করেন গতি কংসের ভবন॥
কৃষ্ণের হস্তেতে কংস হইয়া নিধন।
পাইলেন মহামুক্তি পরম রতন॥
কারাগার হ'তে পিতা মাতার উদ্ধার।
করিলেন রামকৃষ্ণ অতি চমৎকার॥
মথুরার লীলা কথা অতীব অদ্ভুত।
কি বর্ণিব সেই ভাব শ্রীকৃষ্ণ সম্ভূত॥
পরে কৃষ্ণ করিলেন বিদ্যার অভ্যাস।
সান্দিপনী সহবাসে শাস্ত্রের আভাষ॥
ষড়ঙ্গ সহিত বেদ পড়ি দুই ভাই।
মৃতপুত্র দক্ষিণা দিলেন মুনি ঠাঁই॥
লক্ষ্মীর সমান ছিল ভীষ্মক নন্দিনী।
রূপে গুণে অতুলনা নামেতে রুক্মিণী॥
শ্রীকৃষ্ণে বরিতে ইচ্ছা নিতান্ত তাঁহার।
করিলেন কৃষ্ণ বিভা গন্ধর্ব্ব আচার॥
বিবাহে ঘটিল তথা ভীষণ সমর।
সবে পরাজয় করে সেই যদুবর॥
অবিদ্ধ নাসিক সপ্ত বৃষভে দমন।
করি লগ্নজিতী পাণি করেন গ্রহণ॥
অতীব মানিনী প্রিয়া সত্যভামা রাণী।
স্বাধীন হইয়া হরি হন স্ত্রৈণ প্রাণী॥
প্রিয়ার তোষণে রুষি সহ শচীপতি।
পারিজাত লাগি রণ ভয়ানক অতি॥
ধরিত্রীর পুত্র হন নরক অসুর।
শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণ করেন সংহার॥
পৃথিবী করিল তাঁর বিবিধ স্তবন।
তার পুত্র ভগদত্তে দেন রাজ্যধন॥
নরকের পুরে ছিল যত রাজকন্যা।
শ্রীকৃষ্ণে হেরিয়া সবে পাসরে আপনা॥

মনোভাব পূরি হরি করি পরিণয়।
প্রত্যেকেরে দশ পুত্র দেন যদুরায়॥
মাগধ যাদব শাল্ব আদি দৈত্যগণ।
অবরোধ করে সেই দ্বারকাভবন॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ করি সবে পরাজয়।
নির্ব্বিঘ্ন করেন পুরী কৃষ্ণ মহাশয়॥
শম্বর, দ্বিবিদ,—বাণ অপর অসুর।
বধিলেন বলরাম যদুকুল সুর॥
কুরুক্ষেত্রে যবে রণ হ'ল সংঘটন।
কৌরব পাণ্ডব তথা একত্রিত হন॥
অর্জ্জুন সারথি হ'য়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন একে একে কুরু বিনাশন॥
শকুনি ও কর্ণ আর দুষ্ট দুঃশাসন।
কুজন মন্ত্রণাবলে হত দুর্য্যোধন॥
ভাঙ্গেন তাহার ঊরু ভীম বীরমণি।
গরুড় যেমতি গিলে ধরি কালফণী॥
পরমায়ু ধন সহ আত্মীয় স্বজন।
ত্যজিলেন প্রাণ সেই রাজা দুর্য্যোধন॥
ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ নাহি হইয়া সন্তোষ।
পৃথিবীর ভার লাগি মনে অসন্তোষ॥
কুরুক্ষেত্র অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-পাত।
এখানে যাদবগণ করিয়া উৎপাত॥
যদুকুলে বিসম্বাদ হ'লো আরম্ভন।
তাহাতে সকলে নষ্ট হইল তখন॥
অবশেষে যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করি।
ভাসান মানব হৃদে আনন্দের তরি॥
গর্ভেতে করিতে দগ্ধ উত্তরানন্দন।
অশ্বত্থামা ব্রহ্ম-অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥
শ্রীকৃষ্ণ করেন রক্ষা পাণ্ডুবংশধর।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন তুমি বিজ্ঞবর॥
কৃষ্ণের সাহায্যে তবে ধর্ম্মের নন্দন।
তিনবার অশ্বমেধ করেন পূরণ॥
অবশেষে ভ্রাতা-সহ পৃথিবী পালন।
করেন পাণ্ডব সবে কৃষ্ণে দিয়া মন॥
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসি দ্বারকানগরে।
অনাসক্ত সুখভোগ করেন সাদরে॥
কিছুতেই আসক্ত না হ'য়ে কদাচন।
করিলেন নিজ চিত্তে বিবেক ধারণ॥
অবশেষে করিবারে যাদব সংহার।
বারুণী মদিরা-বলে অজ্ঞান প্রচার॥
নিজ মায়া ভাবি কৃষ্ণ হ'য়ে মুগ্ধ মন।
সরস্বতী জল তিনি করেন স্পর্শন॥
সরস্বতী জল মাখি বৃক্ষমূলে বসি।
দেখেন গগনে কত গ্রহ তারা শশী॥
যখন হইল সর্ব্ব যাদব সংহার।
আমারে কহেন কৃষ্ণ এই কথা সার॥
যাওরে উদ্ধব তুমি বদরী মাঝার।
মনে রেখো মম নামে পাইবে নিস্তার॥
আমারে কহিয়া কৃষ্ণ এ হেন বচন।
অন্যত্রে চলিয়া যান শ্রীমধুসূদন॥
পাইলাম দেখা তার করি অন্বেষণ।
শ্যামরূপ চতুর্ভুজ অরুণলোচন॥
পীতবাস পুনঃ আসি সরস্বতী তীর।
পরিহরি এ সংসার রন তথা ধীর॥
তুলিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া বামদেশে।
অশ্বত্থের মূলে রন বসি বিষ্ণুবেশে॥
কি কব সে কথা সব করিয়া বর্ণন।
এখনো আমার হৃদে রয়েছে অঙ্কন॥
ব্যাসের বান্ধব মুনি মৈত্রেয় সুধীর।
আসিলেন ভ্রমি তীর্থ সরস্বতী তীর॥
তথায় শ্রীকৃষ্ণ ঋষি করি দরশন।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন॥
আমি ও মৈত্রেয় উভে রহিনু তথায়।
মম মুখ চাহি কৃষ্ণ কহেন কথায়॥
বুঝেছি উদ্ধব আমি হেরিয়া তোমায়।
কষ্টসাধ্য সেই মুক্তি পাইবে হেলায়॥
পূর্ব্ব জন্মে বহুরূপে যজ্ঞ করি ধীর।
সিদ্ধি লাগি যে কামনা ক'রেছিলে স্থির॥

ফলিল সে ফল আজ তুমি ভক্তবর।
চরম জনম এই পুণ্যের সাগর॥
আর না হইবে জন্ম বৈকুণ্ঠ ভুবন।
পাবে তথা গিয়া তুমি মোর দরশন॥
পদ্ম কল্প পদ্মাসন হেরিয়া বিধিরে।
যে জ্ঞান কহিনু আমি জ্ঞাত যত ধীরে॥
তাহাতেই সর্ব্বতত্ত্ব হবে অবগত।
বুঝহ উদ্ধব তার নাম ভাগবত॥
শুনিয়া এ সব বাণী হইনু বিস্ময়।
অতি অপরূপ কথা মনে বোধ হয়॥
আনন্দে পূরিল অঙ্গ চ'ক্ষে বহে নীর।
রোমোদ্গম হ'য়ে কাঁপে আমার শরীর॥
তখন কহিনু আমি শ্রীকৃষ্ণে বচন।
তুমি ঈশ, তুমি নাথ, তুমিই শরণ॥
যে তব চরণপদ্ম করয়ে ভজনা।
কি দুর্ল্লভ তাহাদের জগত কামনা॥
নাহিক বাসনা মোর অনিত্য বিষয়।
এই ইচ্ছা যেন ভক্তি ও চরণে রয়॥
নিরীহ হইয়া কার্য্য কর তুমি হরি।
অজ হ'য়ে জন্ম লও সেই ভেবে মরি॥
কালাত্মা হইয়া কর অরিজনে ভয়।
আত্মরতি হ'য়ে কেন নারী পরিণয়॥
এ সকল বুঝিবারে মানি পরিহার।
পণ্ডিতে বিস্ময় মানে বুঝিতে আচার॥
সদাত্মা কালাদি দ্বারা না হয় খণ্ডিত।
তাহে নাথ তব শক্তি সংশয় রহিত॥
বুঝিয়া এ সব কার্য্য হ'ল মুগ্ধ মন।
কেমনে সে ভাব দেব হব বিস্মরণ॥
যে জ্ঞান ব্রহ্মারে করিয়াছ উপদেশ।
কৃপা করি দাও মোরে সে জ্ঞানের লেশ
উপযুক্ত হই যদি লভিতে সে জ্ঞান।
নাশিতে সংসার দুঃখ কর মোরে দান॥
এ হেন কামনা শুনি সেই ভগবান।
স্বকীয় পরমা স্থিতি আমারে বুঝান॥
ভগবানে গুরু করি লভি আত্মজ্ঞান।
বিদায় হইয়া তবে করিনু প্রস্থান॥
নানা তীর্থ ভ্রমি শেষে এসেছি হেথায়।
হেথায় আসিয়া সখা হেরিনু তোমায়॥
যেমন আনন্দে ছিনু কৃষ্ণ দরশনে।
তেমতি আমার দুঃখ তাঁহার বিহনে॥
বদরী আশ্রমে এবে করিব গমন।
তথায় তপস্যা করে নরনারায়ণ॥
শুকদেব এত বলি কহেন রাজন।
অবহিতে এ সংবাদ করহ শ্রবণ॥
বিদুর শুনিল যবে কৌরব সংহার।
বহিল তখনি উভ নয়নের ধার॥
কহেন উদ্ধবে তবে বিদুর বচন।
কহ কিবা জ্ঞান কৃষ্ণ করেন জ্ঞাপন॥
কহেন বিদুরে তবে হরষে উদ্ধব।
সেই জ্ঞান দিবে তোমা মুনি মিত্রোদ্ভব॥
অদূরে মৈত্রেয় ঋষি করিছেন বাস।
যাও হে বিদুর তথা পূরাইতে আশ॥
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে করেন আদেশ।
বলিতে তোমারে সেই নিজ উপদেশ॥
অতএব কর তুমি তথায় গমন।
যাইব বদরী করি রজনী যাপন॥
যমুনার কূলে লভি উদ্ধব সংবাদ।
বিদুর অন্তরে পূর্ণ করেন বিষাদ॥
অস্তমিত হ'লে শশী প্রভাতে দু'জন।
অভিপ্রেত স্থানে উভে করেন গমন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত উদ্ধব সংবাদ।
মিটাতে যতেক এই সংসার বিবাদ॥

ইতি উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত।

মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের প্রশ্ন।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন।
উদ্ধব-সংবাদ হল এবে সমাপন ॥
বিদুর সম্বাদ এবে করহ শ্রবণ।
মৈত্রেয় উপরে প্রশ্ন শুকের বচন ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল শুক তপোধন।
করেন জিজ্ঞাসা তাঁরে পাণ্ডব রাজন ॥
উদ্ধব-সম্বাদ ঋষি অতি মনোহর।
কিন্তু এক কথা মম বিস্ময় গোচর ॥
যত ছিল অতিরথ ধরা অধিপতি।
যাইলেন একে একে যথা যাঁর গতি ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি ভোজে ঘটিল মরণ।
হরির হইল ক্রমে লীলা সম্বরণ ॥
সামান্য তপস্বী মাত্র উদ্ধব প্রবীণ।
কেন নাহি হন তিনি মৃত্যুর অধীন ॥
আর এক কথা ঋষি করিব জ্ঞাপন।
ব্রহ্মশাপে যদুকুল হয় বিনাশন ॥
তাহাতে কেমনে রক্ষা পাইল উদ্ধব।
অতি অপরূপ কথা বিস্ময় সম্ভব ॥
হাসি কহে শুনি শুক রাজার বচন।
ব্রহ্মশাপ ছল মাত্র জানহ রাজন ॥
লইয়া সমৃদ্ধ বংশ ত্যজিতে শরীর।
হেন ছল করিলেন সেই হরি স্থির ॥
দেহ পরিত্যাগ হরি করেন যখন।
মনে মনে বিবেচনা করেন তখন ॥
এখনো অনেকে মোর না পাইল জ্ঞান।
কেবা হেন জন আছে করিবে সে দান ॥
তাহা মনে করি হরি স্থির করি মন।
উদ্ধবে সক্ষম ভাবি রাখেন জীবন ॥
উদ্ধবের তত্ত্বজ্ঞান আছে বিলক্ষণ।
সতত করেন তিনি আত্মারে দমন ॥
উদ্ধব থাকিয়া এই সংসার মাঝার।
করুক আমার জ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচার ॥
সেই হেতু রহে মাত্র উদ্ধব জীবন।
মহামুক্তি বাক্য ইহা ব্যাসের বচন ॥
উদ্ধব হরির পাশে ল'য়ে উপদেশ।
তপস্যার্থে যাইলেন বদরি প্রদেশ ॥
যোগবলে তথা করি হরিরে অর্চ্চন।
সিদ্ধবলে বিষ্ণুপাশে করেন গমন ॥
কি কব কৃষ্ণের কথা পাণ্ডুবংশধর।
ক্রীড়াবশে নানা জন্ম লভেন ঈশ্বর ॥
সাধিয়া জগত হিত করেন প্রস্থান।
ইহাই বিষ্ণুর লীলা বেদের প্রমাণ ॥
উদ্ধবের মুখে শুনি মৈত্রেয় নিবাস।
প্রভাতে বিদুর করে গমনের আশ ॥
ত্যজিয়া কালিন্দীকূল দুঃখিত কৌরব।
ভাগীরথী তীরে যান স্মরিয়া কেশব ॥
ভাগীরথী তীরে গিয়া কুরুর নন্দন।
হেরেন মৈত্রেয় ঋষি মেলিয়ে নয়ন ॥
অগাধ বিজ্ঞান স্রোত মহামূর্ত্তিধর।
করুণ দর্শন আর সুশীল অন্তর ॥
শিরে শোভে জটাদাম ধূলায় ধূসর।
সাক্ষাৎ প্রসন্ন মূর্ত্তি যেন দিগম্বর ॥
বিদুর সম্মুখে তবে করিয়া গমন।
প্রণমি করেন নিজ প্রশ্ন আরম্ভন ॥
সুখ লাগি লোকে করে কর্ম্ম আরম্ভন।
শেষে হয় দুঃখস্রোতে ক্রমে নিমগন ॥
শান্তির না পায় দেখা দুঃখ মাত্র সার।
বল ঋষি কিসে সুখ দেখা যায় আর ॥
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বেষণ।
অধর্ম্মে মজিয়া সদা করে সেই জন ॥
সতত দুঃখেতে সেই হয় নিমগন।
নাহি তার কোনকালে সুখের স্বপন ॥
তারিতে সে জন দেব জ্ঞানীর প্রকাশ।
জনার্দ্দন ভক্ত নাম ভুবনে বিকাশ ॥

তুমি সে মঙ্গলপথে কর বিচরণ।
কর কৃপাবলে দেব প্রশ্নের পূরণ ॥
আর নানা প্রশ্ন ঋষি করিব তোমায়।
যাহাতে নাশিতে পারি দুঃশীলা মায়ায় ॥
কোন ভাবে সেই কৃষ্ণ করি আরাধন।
আত্মারূপে সেই জনে পাই দরশন ॥
বেদের প্রমাণে ইহা করহ নির্দ্দেশ।
পুনরায় বলি তার করিয়া বিশেষ ॥
যে জন ত্রিগুণা মায়া করেন দমন।
স্বাধীন তাঁহার কেন শরীর গ্রহণ ॥
নাহি তাঁর কোন আশা কহে জ্ঞানীজন।
তবে কেন এই বিশ্ব করেন সৃজন ॥
কেন বা জীবিকা দিয়া করেন পালন।
কেমনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে করেন শয়ন ॥
আপন হৃদয়ে বিশ্ব করিয়া স্থাপন।
যোগ নিদ্রা বলে মুনি উভয় নয়ন ॥
একমাত্র যোগেশ্বর বেদের বচন।
বিশ্বে আসি নানা হন শাস্ত্র নিদর্শন ॥
ক্রীড়ারূপে জন্ম লয়ে আসিয়া ভুবনে।
সবার মঙ্গল দেব সাধেন কেমনে ॥
শুনিলে যাঁদের কীর্ত্তি সার্থক জীবন।
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তাঁহাদের নিত্য নিরঞ্জন ॥
শুনিতে চরিত তাঁর বাড়ে প্রেম ক্ষুধা।
নাহি মিটে আশা যেন পিয়ে মহা সুধা ॥
কত কত লোকপাল নেহারি নয়নে।
কত লোক উপত্যকা রহে সুশোভনে ॥
সর্ব্বত্র প্রসন্ন মনে প্রাণীর নিবাস।
কেমনে করেন হেন সৃষ্টি শ্রীনিবাস ॥
সৃষ্টি করি নানা বস্তু বিভিন্ন স্বভাব।
রূপ নাম কর্ম্ম ভাব না দেখি অভাব ॥
করহ বিপ্রর্ষি মোরে সে কথা বর্ণন।
শুনিয়া জুড়াক মোর তাপিত জীবন ॥
কেমন বর্ণের ভাব উত্তম অধম।
কর্ম্মানুসারেতে হয় হে ঋষি সত্তম ॥

যে সকল ব্যাসমুখে ক'রেছি শ্রবণ।
নাহি তাহা শুনিবারে আর প্রয়োজন ॥
ব্যাসমুখে কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রবণ।
এখনও পরিতৃপ্ত না হলো জীবন ॥
যত শুনি তত বাড়ে অন্তরের আশ।
কহ দেব যাহে উক্ত সেই শ্রীনিবাস ॥
মাধুরী নামের কিবা করিব বর্ণন।
দেহ-রতি নাশ হয় করিলে শ্রবণ ॥
হরিগুণ বর্ণিবারে রচিত ভারত।
ভারতের হরিপদে ক্ষীণ বুদ্ধি রত ॥
আপনার সখা সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
রচিলেন হেন সুধা করি বিবেচন ॥
অনুরাগ বাড়ে হরি চরিত্র শ্রবণে।
দূরে যায় সংসারের যত আশা মনে ॥
না পারে বুঝিতে হায় ভারত যে জন।
বুঝিয়াও হরিপদে নাহি দেয় মন ॥
তাহাদের সম দুঃখী নাহিক ভুবনে।
সর্ব্বদাই দুঃখ শোক তাদের জীবনে ॥
নিতান্ত কাতর আমি তাদের কারণ।
তাহাদের বৃথা জন্ম দেহের ধারণ ॥
নিরর্থক কাল হেরে তাদের জীবন।
পরমায়ু বৃথা, বৃথা শরীর ধারণ ॥
হরিকথা সম সার নাহি কিছু আর।
কহ দেব হেন কথা অতি চমৎকার ॥
তুমি কৌরবের মাত্র অন্তরে বান্ধব।
ভ্রমর যেমন হরে পুষ্পের আসব ॥
তেমতি সংগ্রহ করি হরিকথা সার।
করহ কীর্ত্তন মোরে করিতে উদ্ধার ॥
কেমনে সৃজিয়া বিশ্ব করেন পালন।
সংহার করেন শেষে কিসে নারায়ণ ॥
আপন শক্তির বলে লইয়া জনম।
কোন কার্য্য করিলেন করহ বর্ণন ॥
এত বলি সে বিদুর হইলেন স্থির।
হরিপ্রেমে বহে তাঁর নয়নেতে নীর ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
বুঝিলে পবিত্রভাবে নষ্ট ভব-ভার॥

ইতি বিদুর কর্ত্তৃক মৈত্রেয়ের প্রতি প্রশ্ন সমাপ্ত।

মৈত্রেয় সংবাদ।

সূত কহে শুন শুন মহর্ষি সুজন।
মৈত্রেয় মুনির কথা অধ্যাত্ম কথন॥
এতেক কহিয়া শুক কহেন রাজায়।
শুন রাজা এ সংবাদ মিটাতে আশায়॥
মৈত্রেয়ের এ উত্তর অতি মনোহর।
হরি বিরাজিত রন বাক্যের ভিতর॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় সুজন।
সন্তুষ্ট হয়েন হৃদে পুলকিত মন॥
আনন্দে বসায়ে তাঁরে আপনার পাশ।
করেন উত্তর করি করুণা প্রকাশ॥
যে প্রশ্ন করিলে সাধু আমার উপর।
অতি জ্ঞান-তত্ত্ব ইহা অতি মনোহর॥
হরিপদে মন তব তুমি সাধুজন।
সেই হেতু হরি প্রশ্ন কর আরম্ভন॥
ধন্য হে বিদুর তুমি ব্যাসের নন্দন।
সেই পুণ্যে হরিপদে রত তব মন॥
কৃতান্ত আছিলা তুমি পূরব জনমে।
মাণ্ডব্যের অভিশাপে এবে ধরা ভূমে॥
বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে দাসী জানি মনে।
জন্ম দেন তোমা ব্যাস ধর্ম্মের চিন্তনে॥
ধর্ম্মরূপী তুমি যম নররূপ ধরি।
বিদুর লইলে নাম সদা সেবি হরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত তুমি একজন।
একে একে প্রশ্নোত্তর করহ শ্রবণ॥
যখন ত্যজেন হরি এই ভূমিতল।
তোমা উপদেশ দিতে কহেন সকল॥
তাঁহার আদেশ মতে করিব উত্তর।
কেমনে রহেন বিশ্ব মায়ার ভিতর॥
ইহাই তাঁহার লীলা জ্ঞানীজন জ্ঞান।
সার তত্ত্ব চিন্তা এই কর অনুমান॥
দ্রব্য, গুণ, কার্য্য যদি হয় অনুমান।
ততক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষ না হয় প্রমাণ॥
অতি মহাজ্ঞান বাক্য শ্রীকৃষ্ণ বচন।
একমনে হে বিদুর করহ শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোরে তোমার কারণে।
প্রচারিতে এই কথা নিখিল ভুবনে॥
মহাপুণ্যবান্ তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ।
সেই হেতু ভগবান দেন এই জ্ঞান॥
একে একে তব প্রশ্ন করিব উত্তর।
শুনহ বিদুর হ'য়ে সুস্থির অন্তর॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে রন একা ভগবান।
তাঁহার রচনা এই সংসার বিধান॥
এক্ষণে কহিব আমি জীবের বিচার।
শুন তাহা একমনে হয় কি প্রকার॥
সংসার স্বরূপ যদি এক ভগবান।
জীবের স্বরূপ তিনি তাহাতে প্রমাণ॥
ভগবান হ'তে যদি সবার উদ্ভব।
বিশ্ব সৃষ্টি পূর্ব্বে তবে তাহাতে সম্ভব॥
সকলের প্রভু তুমি বেদের প্রমাণ।
তিনি ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাহি হয় জ্ঞান॥
নাহি দ্রষ্টা নাহি দৃশ্য হরিরূপময়।
আপনি আপন রূপ কে কোথা ভাবয়॥
এই যে হেরিছ সৃষ্টি এ বিশ্ব ভুবন।
অব্যক্ত ভাবেতে রয় নামেতে কারণ॥
কারণ নহিলে নহে কার্য্যের প্রকাশ।
সেই হেতু দৃশ্যবস্তু না হয় বিকাশ॥
আকারে গঠিত নাহি হইলে কারণ।
কে দেখিবে কে দেখাবে নাহি বিবেচন॥
আপনি হইয়া স্রষ্টা তবে ভগবান।
আপনি কারণ রূপে না দেখিতে পান॥
একমাত্র তিনি ভবে ছিলেন প্রকাশ।
একমাত্র নট নাম হয় অবভাস॥

দ্রষ্টা দৃশ্য সবে যবে আছিল কারণে।
আত্মা বিদ্যমান তবে কোন প্রয়োজনে।
ঈশ্বরের দৃষ্টি তেজ নাম সে আত্মার।
দেখিবার কিছু নাহি দৃষ্টি কি প্রকার॥
আত্মা সৃষ্টি বিনা তবে চিৎ বিদ্যমান।
সেই শক্তিবলে সৃষ্টি বেদের বিধান॥
চিৎ বিনা অচৈতন্য সকল কারণ।
অচেতন সচেতন করে উৎপাদন॥
শুনহ বিদুর তবে দিয়া নিজ মন।
যেমন হইল বিশ্ব ক্রমেতে সৃজন॥
পূর্ব্বেতে করিনু যাহা চিন্নামে বর্ণন।
তাহাতে উদ্ভবে ক্রমে কার্য্য ও কারণ॥
কার্য্য ও কারণে হ'লে চিতের প্রকাশ।
মায়া নাম ধরে সেই ব্রহ্মের আভাস॥
মায়া নাম সেই শক্তি করিলে ধারণ।
তাহাতেই এই বিশ্ব হয় উৎপাদন॥
আর এক শক্তি আছে সেই ভগবানে।
কাল নাম হয় তার বেদের প্রমাণে॥
কাল দ্বারা মায়া শক্তি করিয়া ক্ষুভিত।
চিন্ময় পুরুষ তাহে হয় অবস্থিত॥
কাল মায়া মাঝে হরি কিবা চমৎকার।
অব্যক্ত প্রকৃতি তাহে হয় আবিষ্কার॥
প্রকৃতিতে মহত্তত্ত্ব হয় উৎপাদন।
অতীব আশ্চর্য্য তাহা হরির গঠন॥
প্রকৃতিতে স্থিত বিশ্ব করিয়া ধারণ।
নানারূপে ব্যক্ত তাহে হন নারায়ণ॥
মায়ার প্রেরক হ'য়ে সেই ভগবান।
আনন্দ লভেন নিজ হেরিয়া বিজ্ঞান॥
নিজ চিৎশক্তি সবে করিয়া বিধান।
আপনি রহেন হ'য়ে পুরুষ প্রধান॥
সে চিতেরে পরমাত্মা কহে জ্ঞানীজন।
ঈশ্বরের ছায়া মাত্র জ্ঞানীর বচন॥
ছায়াতে যেমন রহে বস্তুর আকার।
চিৎমাঝে ঐশীশক্তি তেমন প্রকার॥
ঈশ্বরের চৈতন্যকে অংশ নাম কয়।
যাহাতে বিম্বিত অংশ গুণময় হয়॥
চৈতন্য ও বিম্বাধার একত্র মিলনে।
আত্মার কারণ হয় বেদের বচনে॥
আত্মার কারণ-রূপী সেই যে চৈতন্য।
আত্মা নামে মহাশক্তি বিশ্বমাঝে গণ্য॥
যাহার আশ্রয়ে আত্মা হয় সুলক্ষণ।
তাহারেই বিশ্বাধার কহে জ্ঞানীজন॥
আত্মার শক্তিতে থাকি সেই বিশ্বাধার।
সৃষ্টি ক্রিয়াযুক্ত হয় করিলে বিচার॥
যাহার বলেতে তার কার্য্যে হয় রতি।
তাহাকেই কাল কহে জগতের গতি॥
অংশ গুণ আর কাল যথা বিবেচন।
পরমাত্মা তিনাধীন মায়ার কারণ॥
এরূপে সৃষ্টির ক্রিয়া হ'ল আরম্ভন।
শুনহ হরির লীলা বিদুর সুজন॥
সেই আত্মা ল'য়ে ক্রমে অংশ গুণ কাল।
রূপান্তরে মহত্তত্ত্ব নামেতে বিশাল॥
মহত্তত্ত্ব হ'তে হয় বিশ্বের বিকাশ।
শুন জ্ঞানী এবে কহি তাহার প্রকাশ॥
মহত্তত্ত্বে অহং তত্ত্ব হয় উৎপাদন।
কার্য্য ও কারণ কর্ত্তা যে করে ধারণ॥
অহঙ্কারে ক্রমে হয় ত্রিবিধ ভাজন।
বিকার তৈজস আর তামস বচন॥
বিকার হইতে জন্মে নাম তার মন।
বিকারের আর কার্য্য করিব বর্ণন॥
যাহা হ'তে শব্দ অর্থ হয় বিবেচন।
বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেহের জনম।
বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ॥
ক্রমেতে কহিব আমি তাহার প্রমাণ।
তৈজসের ভাব শুনি কর প্রণিধান॥
জ্ঞান-কর্ম্মময় যত ইন্দ্রিয় গণন।
তৈজসীয় অহংতত্ত্বে সবার জনম॥

জীবাত্মারে বুঝাবারে শব্দাদি কারণ।
পঞ্চমহাভূত ক্রিয়া এ দেহ যেমন॥
তাহায় বুঝিতে যেই শক্তি প্রয়োজন।
তামসিক মহত্তত্ত্ব তাহার বচন॥
পূর্ব্বেতে না ছিল দ্রষ্টা কিম্বা দৃষ্টিস্থল।
দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত ক্রমে অবিকল॥
প্রকৃতি মাঝারে কার চৈতন্য প্রেরণ।
সেই বলে এতদুর হইল গঠন॥
মায়াবলে শব্দ যবে আত্মায় শ্রবণ।
দ্রষ্টারূপে আত্মা শূন্য করেন দর্শন॥
আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র উদ্ভব।
স্পর্শ-দ্বারা ক্রমে হয় বায়ুর সম্ভব॥
আকাশ হইতে শব্দ বায়ুর মাঝারে।
বেষ্টিত হইয়া রন বেষ্টনী আকারে॥
শব্দস্পর্শ গুণ ল'য়ে আপনি পবন।
তন্মাত্র নামেতে রূপ করেন সৃজন॥
রূপ করি আপনার রূপের অন্তর।
সৃজিলেন মহাভূত তেজ নাম ধর॥
তেজ ও চৈতন্য বলে করেন সৃজন।
তন্মাত্র নামেতে রস জলের কারণ॥
রসেতে করিল সৃষ্টি মহাভূত জল।
জল হ'তে গন্ধময় প্রকাশিত স্থল॥
সকলেই শ্রীহরির চৈতন্য প্রকাশ।
দৃশ্যরূপে প্রকাশিত শ্রীহরি সকাশ॥
প্রতি ভূত পূর্ব্ব ভূত ল'য়ে ক্রিয়াগুণ।
উৎপাদন নব ভূত চৈতন্যে নিপুণ॥
এমন হরির লীলা এ বিশ্ব গঠন।
কেমনে প্রকাশ্যে রূপ করিব বর্ণন॥
কাল, মায়া চৈতন্যেতে ঐ পঞ্চভূত।
দেবতা হয়েন হ'য়ে বিষ্ণু সমুদ্ভূত॥
এক্ষণে বিদুর শুন স্থির করি মন।
যে ভাবে হইল এই বিশ্বের গঠন॥
অহংতত্ত্ব যেই ভাবে হৈল উৎপাদন।
পূর্ব্বেতে করিনু আমি তাহার বর্ণন॥
ভূতের প্রমাণ হেতু যথা অহঙ্কার।
বিরাজেন এই বিশ্বে করিনু বিচার॥
প্রকৃতি বংশেতে জন্মি ভূত দেবগণ।
কি করেন অতঃপর শুন বিবরণ॥
ভূতগণ জন্ম লভি হ'য়ে ক্রিয়াবান।
না পারে করিতে কোন কার্য্যের সাধন॥
আকাশেতে শব্দ রহে পবনে স্পর্শন।
রূপেতে রহেন তেজ সলিলে রসন॥
সকলের ক্রিয়া-শক্তি একত্র মিলনে।
প্রকাশিবে এই বিশ্ব বেদের বচনে॥
ঈশ্বরাংশে জন্ম লভি ভূত দেবগণ।
ভাবিলে ক্রিয়ার্থ হয় শক্তি প্রয়োজন॥
চৈতন্য হইতে হৈল চৈতন্য নির্ম্মাণ।
পঞ্চ-ভূত নামে দেব পঞ্চ ক্রিয়াবান॥
পঞ্চভূতে যেই বস্তু হইবে প্রস্তুত।
তাহাতেই স্বচৈতন্য জীব সমুদ্ভূত॥
পঞ্চ ভূতে মিলি তবে শক্তির কারণ।
করে নিজ নিজ মনে শক্তি আরাধন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
ভাগবত-গীত কথা পুণ্যের আধার॥

ইতি মৈত্রেয় সংবাদ সমাপ্ত।

সৃষ্ট দেবতাগণের ঈশ্বর স্তুতি।

সূত কহে বিচারিয়া শৌনক সুজন।
বুঝ ঋষি ভাগবত শুকের বচন॥
শুকদেব কহিলেন পাণ্ডু মহারাজ।
অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা ভূতেতে বিরাজ॥
মহাতত্ত্ব ভূত আদি যত দেবগণ।
ঈশ্বর চৈতন্যে ক্রমে হইয়া সৃজন॥
কি কর্ম্ম করেন রাজা শুন অতঃপরে।
ক্রিয়াহীন হ'য়ে স্তুতি করেন ঈশ্বরে॥
হে দেব অখিলপতি মহা নারায়ণ।
শোকে তাপে তুমি জীর্ণ নহ কদাচন॥

শরণাগতের তাপ হরে যেই পদ।
নমি সেই পাদপদ্মে ফুল্ল কোকনদ ॥
সে পদ মহিমা আমি বর্ণিব কেমনে।
যতিগণ সেবে যাহা পরম যতনে ॥
সেই পাদপদ্ম গন্ধে দুঃখ করি দূর।
যতিগণ প্রবেশেন কৈবল্যের পুর ॥
তুমি হে বিধাতঃ আর তুমি হে মহেশ।
জীবের ত্রিতাপ নাশ দিয়া দয়া লেশ ॥
সংসার পীড়ায় জীব হ'য়ে হতজ্ঞান।
তোমার স্বরূপানন্দ না করে সন্ধান ॥
যাহাতে লভয়ে জীব তোমার প্রকাশ।
ভগবন্ সেই মাত্র আমাদের আশ ॥
যে পদ প্রসাদে গঙ্গা হয় উৎপাদন।
তিনলোক একা ক্রমে করেন পালন ॥
পদের মহিমা যার বর্ণিবার নয়।
মুখের মাহাত্ম্য তাঁর কে করে নির্ণয় ॥
তব মুখ নীড় বেদ তাহে বিহঙ্গম।
ঋষি হৃদে বিস্তারয় সুখ অনুপম ॥
যাঁহারে করয়ে তাঁরা যোগে অন্বেষণ।
তুমি সেইজন প্রভু লইনু শরণ ॥
বিষয়ে আসক্ত নর কঠিন হৃদয়।
অধিকারী নহে তব চরণ আশ্রয় ॥
যদি তার হৃদে কভু জন্মে শ্রদ্ধাভক্তি।
বৈরাগ্য জনমে তাহে, তাহে লভে মুক্তি
এমন তোমার পদ ধীর জনে কয়।
নিলাম সে পাদপদ্মে আমরা আশ্রয় ॥
হে ঈশ্বর! তুমি বিশ্ব করিলে সৃজন।
তুমি তাহে পালি পুনঃ করিবে হরণ ॥
এ সকল কার্য্য লাগি তব অবতার।
ধ্যানেতে অভয় প্রাপ্তি জগতে প্রচার ॥
যে পদ করিয়া ধ্যান মানস মোহন।
তোমার নিকটে করে অভয় গ্রহণ ॥
আমরাও সবে মিলি একত্রে এখন।
সে অভয় পদে দেব লইনু স্মরণ ॥

ইন্দ্রিয় চালিত দেহ অতি রূপবান।
বিনশ্বর হইলেও যাহা বর্ত্তমান ॥
যে মোহে জীবেতে ভাবে আমার তোমার।
তাহার মাঝারে তুমি আত্মার আকার ॥
মায়াবশে জীবে তোমা নাহি করি মন।
নানা তীর্থে আছ বলি করয়ে গমন ॥
এমন মায়ার মাঝে তুমি অবতার।
তব পাদপদ্মে দেখ প্রমাণ সবার ॥
বহুজন করে স্তব তুমি স্তুত জন।
কেমনে পাইবে তব সকলে চরণ ॥
ইন্দ্রিয় বলেতে হ'য়ে চালিত অন্তর।
দূরে অভিনয় করে মোহ মনোহর ॥
তব প্রেম প্রেমিক সে বুঝিতে না পারে।
কেমনে স্বরূপ তব বুঝিব প্রকারে ॥
একমাত্র ভক্তি হয় সহজ কারণ।
তাহাতে সহজে মিলে তোমার চরণ ॥
তব কথামৃত করি ভক্তিযোগ পান।
বাসনা বিনাশে ভক্ত লভে মহাজ্ঞান ॥
বৈরাগ্য সাহায্যে করে বৈকুণ্ঠে গমন।
যোগীজন সেইমত না পারে কখন ॥
আত্মভূত সমাধিতে রহি যোগীজন।
প্রকৃতি বিচারে করে তোমা অন্বেষণ ॥
তবে ত' সাযুজ্য লাভ হইবে তাহার।
প্রেমভক্তি তাহাপেক্ষা সহজ আকার ॥
তোমার স্বরূপ লাভ করিলে সেবায়।
ভক্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন্য সে ধরায় ॥
প্রেম-ডোরে তোমা বাঁধা লঘু অতিশয়।
তাহাতেই মহাসিদ্ধি হয় প্রেমময় ॥
এমন রতন তুমি, তুমি দয়াময়।
লইলাম মোরা সবে চরণে আশ্রয় ॥
ত্রিলোক সৃজিয়া দেব সৃজি তিন গুণ।
সৃজিলে মোদের তাহে গঠনে নিপুণ ॥
কিন্তু মোরা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব।
মিলিতে নারিনু মোরা হ'য়ে এক ভাব ॥

বিচ্ছেদে সকলে রহি না হয় মিলন।
নাহিক মিলিলে সবে না হবে সৃজন ॥
যাহা লাগি আমাদের হইল জনম।
সে কার্য্য নারিনু এবে করিতে সাধন ॥
ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিতে অজ সৃজিলে সবায়।
কার্য্য উপযোগী সবে করহ কৃপায় ॥
যেমত সৃজিব কালে সম্ভোগ সম্ভার।
তব পদতলে দিব এই ইচ্ছা সার ॥
কোথায় যাইব মোরা অন্যরূপ হব।
সৃজি দাও সেই স্থান অন্যের বৈভব ॥
সৃজিলে বিভিন্ন জীব ইন্দ্রিয় সহিত।
স্থান দাও কোথা তারা হবে অবস্থিত ॥
আর কি বলিব তোমা পুরুষ প্রধান।
সবার কারণ রূপে তুমি বিদ্যমান ॥
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা তুমি নিরঞ্জন।
অজ হ'য়ে কর তুমি সগুণ ধারণ ॥
এই যে হ'তেছে রেত জন্মের কারণ।
পরিণামী মহত্তত্ত্ব ইহাই বর্ণন ॥
নিজ অজ শক্তিবলে রেতের আধান।
তাহাতেই জীব জন্ম তত্ত্বের প্রমাণ ॥
সেইরূপ মহত্তত্ত্ব আর মোরা সব।
সৃজিত হইনু সবে লইয়া বৈভব ॥
কি কর্ম্ম করিতে হবে দাও সেই জ্ঞান।
সম্পাদন করি তাহা শক্তির প্রমাণ ॥
দাও দেব জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়াশক্তি আর।
তাহাতেই বিরচিত সজীব সংসার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত তত্ত্বগণ স্তুতি।
শুনিলে বাড়য়ে যত বৈকুণ্ঠ বিভূতি ॥

ইতি দেবগণের স্তুতি সমাপ্ত।

মৈত্রেয় কর্ত্তৃক পুনরায় সৃষ্টির ব্যাখ্যা।

সূত কহে শৌনকেরে করিয়া আহ্বান।
শুনিলে কি তত্ত্ব স্তুতি তুমি জ্ঞানবান ॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডু নরবরে।
মৈত্রেয়ের ব্যাখ্যা রাজা শুন অতঃপরে ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
বুঝিলে কি তুমি বৎস দেবের স্তবনে ॥
জগতের বীজরূপী হয় সে আধার।
বেদমাঝে দেব আখ্যা বিখ্যাত তাঁহার ॥
ঈশ্বর শক্তিতে জন্মি পূর্ব্বে দেবগণ।
করিল ঈশ্বরে পূর্ব্বে প্রকারে স্তবন ॥
পূরাইতে মনোরথ বিভু করি আশ।
করিলেন ভিন্ন ভাবে প্রভাব প্রকাশ ॥
কাল নামে মহাশক্তি প্রকৃতি প্রধান।
সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত তারা ঈশ্বর প্রমাণ ॥
ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপী পূর্ব্ব দেবগণে।
প্রবেশেন কাল সহ সবার মিলনে ॥
অন্তর্য্যামী রূপে তাহা রহেন শ্রীহরি।
সেই তেজে তত্ত্ব মিলে ভেদ পরিহরি ॥
তত্ত্বের মিলনে আর কালশক্তি বশে।
লাগিল অদৃষ্ট যত জীবকর্ম্মবশে ॥
ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপী সেই দেবগণ।
ক্রিয়া শক্তিমান রহে লভি নারায়ণ ॥
কালবশে দেবগণে করিয়া বর্দ্ধন।
সাজায়ে বিরাট দেহ অপূর্ব্ব দর্শন ॥
তত্ত্বের মিলন ক্রমে ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।
তাহাতেই চরাচর ব্রহ্ম-বাস স্থান ॥
নিজ জ্ঞানবলে বুঝ হে বিদুর ধীর।
হরিলীলা এইমত বেদাদিতে স্থির ॥
অগণ্য সহস্র-বর্ষ সেই নারায়ণ।
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের করেন সৃজন ॥
আমার স্বরূপে ল'য়ে পুনশ্চ গঠন।
অতীব আশ্চর্য্য কথা আশ্চর্য্য কীর্ত্তন ॥

অতঃপর অনুভব কহিবে অপরে।
শুনহে বিদুর ধীর সুস্থির অন্তরে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
হরি মাত্র সার বস্তু সংসার মাঝার॥

ইতি মৈত্রেয় কর্তৃক পুনঃ সৃষ্টির ব্যাখ্যা সমাপ্ত

বিরাট পুরুষের ক্রিয়া বর্ণন।

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
শুক মুখামৃত-বৃষ্টি কর আস্বাদন॥
পাণ্ডবে কহেন শুক সহাস্যবদনে।
মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন স্থির মনে॥
যে জন নির্ম্মিল বিশ্ব পূর্ব্বের কারণে।
বিরাট রূপেতে তিনি রহেন ভুবনে॥
কিরূপেতে এই দেহে রহেন সে জন।
শুনহে বিদুর তোমা করিব বর্ণন॥
মহাশক্তি জ্ঞানশক্তি তাঁর এক হয়।
চৈতন্য নামেতে হৃদে তাঁহার আশ্রয়॥
আর এক শক্তি আছে ক্রিয়া নাম তার।
দশভাগে বিভাগিত দেহের মাঝার॥
সমান, উদান, ব্যান প্রাণ ও অপান।
এই পঞ্চ প্রাণ কহে ক্রিয়া-শক্তিমান॥
নাগ কূর্ম্ম নামে পঞ্চ আর আছে প্রাণ।
এইরূপে ক্রিয়াশক্তি দশেতে বিধান॥
আর এক শক্তি তাঁর ভোগ তারে কয়।
অধিভূত, অধিদৈব অধ্যাত্ম নিচয়॥
এইরূপে সর্ব্বদেহে বিরাট রতন।
বিভিন্ন শক্তিতে একা করেন যাপন॥
ইহারেই আত্মা কয় নিয়ন্তা কথন।
হরির স্বরূপ রূপে হয়েন মগন॥
শ্রীহরি চৈতন্য ল'য়ে যাহার কানন।
ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণে করেন সৃজন॥
সর্ব্বাগ্রে চৈতন্য ইতি আদ্য অবতার।
ইনিই সৃজেন এই ত্রিলোক সংসার॥
ত্রিধায় আত্মায় যবে করেন ভাজন।
করেন অধ্যাত্ম আদি ভোগ সংসাধন॥
অধ্যাত্মেতে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্ভোগ।
অধিদৈবে তাঁহাদের দেবতা সংযোগ॥
অধিভূত ইন্দ্রিয়ের গোলোক মিলন।
ব্রহ্ম হ'তে মায়া ইথে তাঁর সম্ভোগণ॥
আত্মার দশমভাগে হয় দশ প্রাণ।
একতা হইলে আত্মা চৈতন্য নির্ম্মাণ॥
বিদুর শুনিলে এবে বিরাট স্থাপন।
ঈশ্বর সম্বন্ধ দেহে হইলে আসন॥
এবে শুন কেমনেতে দেহের প্রকাশ।
কেমনে পুরাণ বিভু দেবগণ আশ॥
মহত্তত্ত্বে আদি দেব হ'য়ে উদ্ভাবন।
পূর্ব্বরূপে সে ঈশ্বরে করিলা স্তবন॥
তাঁদের প্রার্থনা বিভু করিয়া স্মরণ।
ইচ্ছিলেন তাঁহাদের সাকারে গণন॥
মহত্তত্ত্ব বলে যাহা হ'ল প্রকটন।
ব্রহ্মের শরীর তাহা বেদের বচন॥
আপনি স্বরূপ দেহে সেই চিন্তামণি।
অন্তর্য্যামীরূপে তাহে গেলেন আপনি॥
প্রবেশিয়া আয়তন করিতে বর্দ্ধন।
করিলেন সেই ক্রিয়া ত্যজে আলোচন॥
ইহাতেই ব্রহ্ম তপঃ কহে জ্ঞানীজন।
ইহাতেই শরীরের এমন বর্দ্ধন॥
তাঁর তেজঃ লভি যত মহত্তত্ত্ব সুর।
বিচিত্র নিয়মে অঙ্গ বাড়ায় প্রচুর॥
কোন ভাবে কোন অঙ্গ হইল প্রকাশ।
বলিব বিদুর তব পূরাইতে আশ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা কহিতে বচন।
সেই তেজঃ প্রকাশিল আপনি বদন॥
বাগিন্দ্রিয়ে দেব অগ্নি বসিল তথায়।
ল'য়ে নিজ তেজ অংশ প্রকাশে কথায়॥
সেই বলে জীব কহে মনোমত বাণী।
বাক্শক্তি এইরূপে লভে যত প্রাণী॥

ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা রস আস্বাদন।
আপনি তাহাতে তালু হন প্রকাশন॥
বরুণ তাহার দেব উদয় তথায়।
ইন্দ্রিয় যে জিহ্বানাম রসেতে মাথায়॥
জিহ্বায় এমতে হয় রস আস্বাদন।
জীবের ইহাতে হয় সুমিষ্ট বচন॥
যখন ইচ্ছেন বিষ্ণু হইতে আঘ্রাণ।
উভয় নাসিকা তবে পায় সুবিধান॥
অশ্বিনীকুমার তাহে দেব নির্ব্বাচন।
তাঁর বলে জীব করে আঘ্রাণ গ্রহণ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে দর্শন।
তখনি প্রকাশ হয় উভয় নয়ন॥
তাহাতে দেবতা তুষ্ট অংশের সহিত।
প্রত্যক্ষ ক্ষমতা জীবে ইহাতে বিহিত॥
যখন স্পর্শনে ইচ্ছা করে ভগবান।
তখনি অঙ্গেতে হয় চর্ম্মের বিধান॥
তাহাতে আপনি দেব রহেন পবন।
ইহাতেই জীব পারে করিতে স্পর্শন॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে শ্রবণ।
কর্ণদ্বয় আবির্ভূত হইল তখন॥
লোকপাল দিক দেব তাহে অধিষ্ঠান।
ইহাতেই শুনে জীব শাস্ত্রের বিধান॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা অঙ্গ কণ্ডুয়ন।
চর্ম্মোপরি ত্বগিন্দ্রিয় হয় প্রকাশন॥
ঔষধি দেবতা যত তাহে অধিষ্ঠান।
রোম নামে তাঁর ক্রিয়া অঙ্গেতে প্রমাণ॥
এই রোমে হয় ত্বকে কণ্ডুয়ন জ্ঞান।
আর ইহা হতে জন্মে স্পর্শ অনুমান॥
রমণে করিলে ইচ্ছা সেই ভগবান।
উপস্থ প্রকাশ হয় দেহেতে প্রমাণ॥
প্রজাপতি তাহে দেব করয়ে নিবাস।
ইন্দ্রিয় ও রেতপাতী নামেতে প্রকাশ॥
সম্ভোগের সুখ জীবে ইহাতেই পায়।
অতীব আনন্দ কথা মণ্ডিত মায়ায়॥

পুরীষ ত্যজিতে ইচ্ছা করিলে সে জন।
অপান প্রদেশে তাহে হয় প্রকাশন॥
ইন্দ্রিয় নামেতে বায়ু মিত্র দেববর।
বাহিরে পুরীষ জীবে হইতে অন্তর॥
যবে ইচ্ছা সে বিভুর করি আহরণ।
হস্তদ্বয় আবির্ভূত অমনি তখন॥
সুরপতি ইন্দ্র তাহে হন দেবরাজ।
বৃত্তিকারী হস্তেন্দ্রিয় তাহাতে বিরাজ॥
ইহাতে জীবের হয় জীবিকা উপায়।
সেই হেতু শ্রেষ্ঠেন্দ্রিয় ইহাকে জানায়॥
গমন করিলে ইচ্ছা শ্রীমধুসূদন।
পদদ্বয় আবির্ভূত হইল তখন॥
লোকপাল বিষ্ণু তাহে দেব হইলেন।
গমন ইন্দ্রিয় তাহে সুখে প্রবেশেন॥
ইহাতেই নানা স্থানে জীবের ভ্রমণ।
ইহারে আসন বাঁধি ব্রহ্মা দরশন॥
মনন করিলে ইচ্ছা সেই ভগবান।
অন্তরে হৃদয় নামে স্থানের প্রমাণ॥
লোকপাল চন্দ্র তায় করে অধিষ্ঠান।
মানস ইন্দ্রিয় অংশ করেন বিধান॥
কল্প বিকল্প ক্রিয়া জীবের ইহাতে।
ভাল মন্দ বিবেচনা করয়ে যাহাতে॥
যবে বিভু করিলেন ইচ্ছা অভিমান।
অহঙ্কার আবির্ভূত মানসে প্রমাণ॥
রুদ্র তাহে দেব হন অহং অংশ তার।
প্রবেশিল রুদ্রসহ মানস মাঝার॥
কর্ত্তব্য কার্য্যের জীবে ইথে অনুষ্ঠান।
নহে কিছু মিথ্যা ইহা বেদের প্রমাণ॥
নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা করিল ঈশ্বর।
বুদ্ধি তাহে আবির্ভূত মানস উপর॥
লোকপাল ব্রহ্মা তাহে হয়েন বিরাজ।
বুদ্ধিন্দ্রিয় তাঁর অংশ ধরে সেই সাজ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জীব সেই বলে করে।
জ্ঞানের প্রধান দ্বার মনের ভিতরে॥

এমতে হইলে এই দেহের গঠন।
ঈশ্বর করেন তিনলোকের সৃজন ॥
মস্তকে দ্যুলোক রয় পদেতে ভূলোক।
নাভিতেই প্রকাশিত অন্তরীক্ষে লোক।
তিনলোক সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে রয়।
সুখ দুঃখ মোহ তাহে অনুভূত হয় ॥
তিনলোক সুরাসুর করয়ে নিবাস।
সুরাসুর ইন্দ্রিয় ও রিপুতে প্রকাশ ॥
ঈশ্বর সত্ত্বায় রহে দেবতা সকলে।
এ কারণে স্বর্গলোকে নিবসয় বলে ॥
তামসের মহাসৃষ্টি পশুর জনম।
মনুষ্যের ব্যবহার্য্য বস্তুর সৃজন ॥
ভূলোকে করয়ে বাস যত পশুগণ।
তাহাদের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি নহে কদাচন ॥
ভূত ও পিশাচ যত রুদ্র অনুচর।
অন্তরীক্ষ লোক বাস করে নিরন্তর ॥
বিভুর হইল এবে ক্রিয়া সমাপন।
প্রজাবর্গ ক্রমে তবে হইল সৃজন ॥
মুখেতে ব্রাহ্মণ অগ্রে লইল জনম।
বর্ণের প্রথম গুরু সে হেতু গণন ॥
ক্ষত্রিয় বিভুর হয় হস্তে উৎপাদন।
ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী হয় সেইজন ॥
বাহুবলে নানা রাজ্য করিতে রক্ষণ।
করিলেন বিভু আজ্ঞা বেদের বচন ॥
ব্রাহ্মণে রাখিল ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ে রক্ষণ।
ঊরুতে করেন তিনি বৈশ্য উপাদন ॥
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিবে সে জন।
যাহাতে পালিত হয় অপর বরণ ॥
ভগবান পদে শূদ্র পরে জন্ম লয়।
সকলের সেবা কর্ম্ম তাহার নিশ্চয় ॥
শুশ্রূষা লাগিয়া হরি তাহার উপর।
পূর্ব্বে সৃষ্টে আছিলেন সন্তোষ অন্তর ॥
বিভু হতে সকলের হইল উৎপত্তি।
রক্ষণ করেন তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম মূর্ত্তি ॥

কেহ কিছু কম নহে শ্রীহরি সকাশ।
সকলেই পূজে তাঁরে পূরাইতে আশ ॥
বিদুর দুঃখের কথা কি বলিব আর।
যোগমায়া মুগ্ধ সবে না করে বিচার ॥
শুনিলে অজ্ঞের শ্রদ্ধা কভু নাহি হয়।
কালকর্ম্ম শক্তিমান হরি তেজময় ॥
শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি কোথা পাবে বল।
নিরূপণ হবে কিসে চিত্ত যে চঞ্চল ॥
তথাপি যেমন মতি বিশ্বাসের ভরে।
বলিনু যেমন কৃষ্ণ শিখান অন্তরে ॥
অপবিত্র দেহী আমি তদ্রূপ বচন।
করিনু পবিত্র করি শ্রীহরি ভজন ॥
ইহাতে আমার লাভ আছে মহাশয়।
জ্ঞানদানে জ্ঞানবৃদ্ধি গুণীগণে কয় ॥
বিশেষতঃ ভক্তিভরে যদি কোন জন।
করেন হরির গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
তাহাতে সে পায় পুণ্য অনন্ত অক্ষয়।
অবহেলে কৃষ্ণলোক পায় নিঃসংশয় ॥
বিশ্বাসে যে শুনে সেই শ্রীহরি কথন।
বিষ্ণুলোকে তার অন্তে নিশ্চয় গমন ॥
কি বলিব হে বিদুর অনন্ত মহিমা।
চারিবেদে যাঁর নাহি পায় কোন সীমা ॥
যোগেতে বিপক্ক বুদ্ধি আপনি সে বিধি।
বুঝিতে নারেন মায়া আর সেই নিধি ॥
শ্রীহরি রচিত মায়া আশ্চর্য্য আকার।
ঈশ্বরে বুঝিলে বৎস তাহে বুঝা ভার ॥
মায়া করে নিজবলে শ্রীহরি মোহন।
তাঁর রূপে তিনি মুগ্ধ অদ্ভুত কথন ॥
আপনার গড়া চিতে আপনি মোহিত।
অপরের কিবা সাধ্য বুঝিতে নিশ্চিত ॥
হউন দুর্জ্জেয় হরি প্রেম কর তায়।
উদ্দেশে প্রণাম কৈনু সেই রাঙ্গা পায় ॥
আর দেখ হে বিদুর বুঝিয়া আপন।
এ দেহে ক্ষমতা কত ধরে সেই মন ॥

যার বলে বাক্যচয় অর্থেতে প্রচার।
তাহারি ক্ষমতা কত সর্ব্ব সারাৎসার॥
বাক্য মন যাঁরে মম নারিল ধরিতে।
অগোচর সেই বস্তু আমার বুদ্ধিতে॥
এস সবে সেইজনে করি নমস্কার।
যোগে ও বিশ্বাসে তাঁর পাইব আকার।
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
অন্তরে ভাবহ হরি ভব মায়া পার॥

ইতি বিরাটপুরুষের বর্ণন সমাপ্ত।

বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

সূত বলে শৌনকেরে শুন মহামতি।
শুক মুখামৃত বাক্য বিদুর আরতি॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডব-নন্দনে।
বুঝ রাজা পরীক্ষিত আপনার মনে॥
এমতে মৈত্রেয় ঋষি করিলে উত্তর।
দৃষ্টান্ত বিদুর হন সুস্থির অন্তর॥
পুনরায় হৃদয়েতে উঠিল উচ্ছ্বাস।
সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সকাশ॥
মহর্ষি মৈত্রেয় তুমি মহা জ্ঞানবান।
কৃষ্ণ শিষ্য তুমি দেব জ্ঞানের নিদান॥
পূর্ব্বে যে তত্ত্বের কথা কহিলে আমায়।
সমস্তে বিশ্বাস মোর নাহি রাখা যায়॥
হ'য়েছে বিশ্বাস মোর কতক উপরে।
বুঝাইয়া দেহ মোরে করুণ অন্তরে॥
নির্গুণ বেদাদি মতে সেই ভগবান।
চিন্মাত্র স্বরূপ তাঁর বিশেষ প্রমাণ॥
আমাদের সম তাঁর নাহিক বিকার।
গুণ ক্রিয়া সম্ভাষণা কেমনে তাঁহার॥
যদি ঋষি কহ তাঁর লীলার সম্ভব।
নির্গুণ বিকার হীনে লীলা অসম্ভব॥
বালকের শুদ্ধ জ্ঞান লীলা কেন করে।
দুইটি উদ্দেশ্য ক্রমে সাধিবার তরে॥
খেলায় পূরায় শিশু নিজ অভিলাষ।
দ্বিতীয়ে মনের বৃত্তি বিস্তারে বিকাশ॥
ঈশ্বর ত শিশু নন নাহি অভিলাষ।
আত্ম তৃপ্ত পূর্ণ তিনি স্বরূপে প্রকাশ॥
অসঙ্গ লিপ্সতা তাহে সম্ভব না হয়।
সঙ্গহীন সেইজন একা একে রয়॥
নিজগুণে ভগবান সৃজিলেন মায়া।
যাহাতে সৃজিত হয় এই বিশ্ব কায়া॥
সেই মায়াবলে সৃষ্টি রক্ষা আর লয়।
পরিতৃপ্ত মন ইথে নহে মহাশয়॥
জীবের স্বরূপ মাত্র সেই ভগবান।
দেশ কাল অবস্থায় না হয় প্রমাণ॥
অবিলুপ্ত বোধ শক্তি হয় সেই জন।
অবিদ্যার সহ তাঁর কিরূপে মিলন॥
আপনিই জ্ঞাতমায়া জ্ঞানীর বচন।
কোন বর্ণে বিভিন্নেতে তাঁহার মিলন॥
অদ্বিতীয় যিনি হন এক ভগবান।
চিৎরূপে জীব দেহে তাঁর অবস্থান॥
জীবের আনন্দ ভ্রংশ হয় কেন তবে।
কর্ম্মী জন্য স্নেহ তার কিরূপে সম্ভবে॥
মুগ্ধ হ'য়ে আছি বিভো তোমার বচনে।
বুঝাইয়া দাও মোরে প্রণমি চরণে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
বিদুরের প্রশ্ন কথা অতি চমৎকার॥

ইতি বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

মৈত্রেয়ের দ্বিতীয়বার উত্তর।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
বিদুরের প্রশ্ন কথা করিলে শ্রবণ॥
শুক মুখামৃত সার ভাগবত কথা।
উত্তর শুনহ তাঁর পবিত্র সর্ব্বথা॥
শুকদেব কহে সেই পাণ্ডব রাজনে।
মৈত্রেয় উত্তর শুন অবহিত মনে॥

বিদুর মৈত্রেয়ে পরে জিজ্ঞাসিলে হেন।
বিস্মিত সে মহামুনি শ্রবণে হয়েন॥
আশ্চর্য্য প্রশ্নের ভাব বিদুরে প্রকাশ।
অবশ্য উত্তর এর দিবার প্রয়াস॥
কিছু পরে করি ঋষি বিস্ময় বর্দ্ধন।
উত্তরার্থে কহিলেন পরের বচন॥
হে পাণ্ডব জিজ্ঞাসিলে সর্ব্বতত্ত্ব সার।
এই কথা মনে মনে করিয়া বিচার॥
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি সদামুক্ত রন।
হীনতা তাঁহার কিসে কিসে বা বর্দ্ধন॥
শুন বৎস একমনে তাহার উত্তর।
আত্মযুক্তি বলে তব বুঝাব বিস্তর॥
অবিদ্যা সম্বন্ধে হয় দুঃখ ও বন্ধন।
বিচার করিলে তার হবে নির্দ্ধারণ॥
স্বপ্রকাশ সেই ঈশ মায়া ও প্রকাশ।
মায়া স্বীয়বলে করে তাঁহে অপ্রকাশ॥
প্রকাশ বিরোধী তাঁর সেই মায়া হয়।
ব্রহ্মার সম্বন্ধ কিসে মায়াতে নিশ্চয়॥
কহিব সে কথা পরে তর্ক ত্যাগ করি।
তর্কে নানা দোষ আসে যুক্তি বলে হরি॥
ব্রহ্মা শক্তি নামে মায়া বেদেতে প্রকাশ।
তাহাতেই স্বরূপ তাঁর জ্ঞানীর আভাষ॥
আশ্চর্য্য মায়ার ভাব কে বলিতে পারে।
না মরিয়া মৃত্যু ভাব পুরুষে নেহারে॥
স্বপনে যেমন নিজে কাটে নিজ শির।
মায়াবলে সত্য মিথ্যা মিথ্যা সত্য স্থির॥
জলেতে চন্দ্রের বিম্ব হইলে পতিত।
জলকম্পে বিম্ব মাত্র হয় স্বকম্পিত॥
আকাশের চন্দ্র বৎস আছে সদা স্থির।
কিন্তু তার বিম্ব দেখ সতত অস্থির॥
আত্মা ও তদ্রূপ হয় ঈশ্বরের ছায়া।
দেহে বিশ্বরূপ পড়ে নাম তার মায়া॥
অনিত্যই মায়া ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্ধারণ।
সর্ব্বদাই দুঃখে সুখে রয়েছে বন্ধন॥
তাহার পড়িয়া আত্মা তদ্রূপ দেখায়।
মায়াতেই দুঃখ বন্ধ নাহিক আত্মায়॥
অতএব মায়া ত্যজি দেখিলে ঈশ্বর।
জ্ঞানী পায় আত্মজ্ঞান ভাবিলে অন্তর॥
নিবৃত্তি ধর্ম্মেতে যেই হয় সুনিরত।
ভগবানে ভক্তিযোগে হয় যেই রত॥
বাসুদেব করে তার উপর করুণা।
অনাত্ম্য ভাবনা তায় যায় ক্রমে হানা॥
অনাত্ম্যে মায়াতে করি তাহা হ'তে দূর।
ভক্তেতে সাক্ষাৎ করে সে বৈকুণ্ঠ পুর॥
ইন্দ্রিয় ত্যজিলে ক্রমে বাসনা করম।
তবে ক্লেদ দূর হয় তার সহ ভ্রম॥
ভ্রম দূরে দেখ যায় আত্মা তেজবান।
কেমন রহেন তিনি হরিতে শয়ান॥
মুরারীর হেন গুণ যে করে শ্রবণ।
বিশেষ রূপেতে ক্লেশ হয় নিবারণ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন যদি নাহি করে নর।
হরিপদে অনুরাগ করে নিরন্তর॥
কত ফল তার লাভ বলা নাহি যায়।
নাহি হেন বস্তু বিশ্বে যাহা নাহি তায়॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
শুনিলে সংসারবাসী হইবে উদ্ধার॥

ইতি মৈত্রেয়ের দ্বিতীয়বার উত্তর সমাপ্ত।

বিদুরের মৈত্রেয় স্তুতি ও তৃতীয় প্রশ্ন।

সূত কহে শুন ঋষি শৌনিক সুজন।
কি বলেন সেই শুক অপূর্ব্ব কথন॥
পাণ্ডব রাজনে শুক করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন রাজা স্থির করি মন॥
বিদুর করিয়া যোড় আপনার কর।
কহ বিভো! তব চিত শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর॥
তব বাণী অসি বলে ছেদিনু সংশয়।
বুঝিলাম বন্ধ মোক্ষ এবে কারে কয়॥

সে হেতু কাতর অতি আমার অন্তর।
বদ্ধ ত্যজি কিসে হব মোক্ষ পথচর॥
বুঝিলাম এই ভাবে করহ শ্রবণ।
বলিলেও স্থির হৃদি শান্তি পায় মন॥
অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান স্বপ্নে যথা হয়।
আপনার শির যথা আপনি কাটয়॥
এই খেলা স্বপনের জাগ্রতের নয়।
জাগ্রতে স্বপ্নের দৃশ্য কিছু নাহি রয়॥
অজ্ঞানের কার্য্য তাহা স্বপ্নে সুপ্রকাশ।
হরিতে বন্ধন দুঃখ তেমনি আভাস॥
জীবেরে ভুলাতে হরি রচিলেন মায়া।
সেই পাপীয়সী করে গোপন সে ছায়া॥
অঘটন ঘটাইতে অত্যন্ত প্রখর।
তাহাতেই বদ্ধ দৈন্য হয় হরিপর॥
এই বিশ্ব মূল সেই নামেতে অজ্ঞান।
অজ্ঞান মণ্ডিত মূল মায়া রূপবান॥
যে জন এমন মায়া বুঝয়ে আপনে।
সেই জন স্বপ্ন সম এই বিশ্বে গণে॥
যেই উপদেশ দেব করিলে প্রদান।
অতীব উজ্জ্বল উহা ইথে হয় জ্ঞান॥
ইহাতেই দূর হ'ল আমার সংশয়।
সংশয়ে পড়িয়া পূর্ব্বে কত কষ্ট হয়॥
অল্পজ্ঞ হইলে হয় উদয় সংশয়।
তাহাতেই মহা কষ্ট দেয় মহাশয়॥
একেবারে অজ্ঞ যেই সুখী সেই জন।
আর সেই সুখী যার ঈশ্বর মিলন॥
আর যেই কহে মূর্খ না জানে ঈশ্বর।
সংশয়ই করে দগ্ধ তাহার অন্তর॥
অনাত্ম প্রপঞ্চ এই নেহারি নয়নে।
সত্য বস্তু বলি বোধ হয় মনে মনে॥
কিন্তু সেবি হে মৈত্রেয় তোমার চরণ।
অনিত্য যে এই বিশ্ব করিনু ধারণ॥
মনে হয় এ জগত প্রপঞ্চ অজ্ঞান।
দূরে হ'লে অল্পে তাহা করি অনুমান॥

আপনার উপদেশ মন মধুকর।
হরি পাদপদ্মে গিয়া বসিবে সত্বর॥
সংসারের মায়া বুঝি হ'ল মোর দূর।
প্রেম মধুপানে বুঝি পাই হরিপুর॥
অতি শুভাদৃষ্ট মোর বুঝিলাম মনে।
অতি অল্প স্তবে তুষ্ট করিনু আপনে॥
সামান্য কথায় তব হয় আত্মজ্ঞান।
এ হেন পুরুষ কভু না করে সন্ধান॥
বিষ্ণুলোক পথ রূপ তুমি মহাজন।
ভবাদৃশ জন সদা সেবে নরগণ॥
এমন স্থানেতে যদি হয় কারো বাস।
হরিকথা শুনি তার মোহ হয় নাশ॥
মোহ নাশে প্রেমে হয় আত্ম সন্দর্শন।
এমন সুখের স্থান না মিলে কখন॥
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
বুঝিয়া উত্তর দিবে ত্বরিতে আমায়॥
কহিলেন পূর্ব্বে মোরে যে ভাবে কথন।
তাহাতে করিনু আমি এই বিবেচন॥
মহদাদি তত্ত্ব আগে করিয়া সৃজন।
তাহাতে ইন্দ্রিয় বিভু করেন মিলন॥
অনন্তর সেই বিভু মহত্তত্ত্ব ল'য়ে।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন তাঁর মাঝারেতে র'য়ে॥
বিরাট শরীর সেই ব্রহ্মাণ্ডে কহয়।
ব্রহ্ম সে বিরাট মাঝে প্রবেশ করয়॥
বিরাট দেহেতে গিয়া ব্রহ্ম মহাজন।
বৈরাজ—পুরুষ নামে সুবিখ্যাত হন॥
বেদেতে তাহার কথা অনেক আছয়।
অনন্ত তাঁহার হস্ত পদ উরুদ্বয়॥
সর্ব্বাঙ্গে রয়েছে লিপ্ত এ চৌদ্দ ভুবন।
ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দেব তাহাতে গণন॥
দশ প্রাণ তিন ভোগ তাঁহাতে আছয়।
কহিলেন এই সব পূর্ব্বে মহাশয়॥
এক্ষণে বিভূতি তাঁর করহ বর্ণন।
কোন কোন ভাবে তাঁরে করিব চিন্তন॥

তাহাতে জন্মিল যথা যত প্রজাগণ।
কেবা তারা যাহে ব্যাপ্ত সকল ভুবন॥
কেমন সৃজিত সর্গ অনুসর্গ আর।
মনু আর মন্বন্তরা করহ বিস্তার॥
আর তাঁর বংশ আর বংশোদ্ভব জন।
সবার চরিত ঋষি করহ বর্ণন॥
ভূমির অধেতে উর্দ্ধে আছে যত স্থান।
বল দেব তাহা কিছু সহ পরিমাণ॥
দেবতা মনুষ্য আর পশু বিহঙ্গম।
জন্মের কারণ বলি ঘুচাও মরম॥
জরায়ুজ গর্ভাণ্ডজ স্বেদজ সকল।
উদ্ভিজ্জের কথা দেব বল মোরে বল॥
কি ভাবে এ সবে দেব করিলে সৃজন।
প্রকাশ করিয়া বল আমারে সুজন॥
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
হরি যদি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়॥
অবশ্য আশ্রয় শেষে করেন সৃজন।
কোথায় কেমন তাহা করহ কীর্ত্তন॥
রূপ শীল স্বভাবেতে বর্ণ বিভাজন।
আশ্রম ধর্ম্মের কথা করহ বর্ণন॥
ঋষিগণ জন্ম কর্ম্ম বেদ কথা সার।
করহ বর্ণন বিভো! যজ্ঞের বিস্তার॥
ভগবান যেই জ্ঞান করান বর্ণন।
তার সহ সাংখ্যযোগ করহ কীর্ত্তন॥
আরো প্রশ্ন আছে মোর জিজ্ঞাসি তোমায়।
পাষণ্ড প্রবৃত্তি বল বৈষম্য মায়ায়॥
কোথায় সঙ্কর জাতি কোথা তার স্থান।
জীবগণের কিবা গতি করহ বর্ণন॥
কোন জীবে কোন গুণ কিবা কর্ম্মে গতি।
কিসে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় রতি॥
কৃষি বাণিজ্যাদি নীতি দণ্ড আদি সার।
যে যে কার্য্যে যে যে বিধি শাস্ত্রের বিচার॥
শ্রুতির বিধান দেব করহ প্রকাশ।
শ্রাদ্ধ বিধি পিতৃসর্গ কর সুপ্রকাশ॥
কাল চক্রে যথা গ্রহ নক্ষত্র সংস্থান।
তপস্যা ও ইষ্টাদি যাগ ফলের বিধান॥
বানপ্রস্থ ধর্ম্মের কি আছয়ে কথন।
বিপদ কালে পুরুষের কিবা অনুষ্ঠান॥
কহ দেব হেন কথা করিব শ্রবণ।
জগত হিতার্থে কর কৃপা বরিষণ॥
কোন পথে গেলে তুষ্ট সেই জনার্দ্দন।
জীবের মুক্তির তরে করহ বর্ণন॥
দুইটি ধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার।
বল দেব সুস্থ হোক পরাণ আমার॥
যে গুরু দুঃখীর প্রতি হন কৃপাবান।
অনুগত শিষ্য পুত্রে দেন জ্ঞান দান॥
আমি অনুগত তব তুমি মহাজন।
করহ প্রশ্নের ভাব উত্তরে বর্ণন॥
আর কথা আছে মোর শুন মহাশয়।
কত রূপে হয় বল তত্ত্বের প্রলয়॥
প্রলয়ে শুইলে সেই কর্ত্তা ভগবান।
তাঁর সহ কয় জন করেন শয়ান॥
জীব ও পুরুষ তত্ত্ব করহ প্রকাশ।
ঈশ্বর স্বরূপ কহি পূরাও প্রয়াস॥
উপনিষদের মতে জ্ঞান কিবা হয়।
গুরু শিষ্যে প্রয়োজন কিবা মহাশয়॥
জ্ঞানীগণ বলে হেন সে জ্ঞান সাধন।
তত্ত্ব উপদেশ মোরে কর প্রকাশন॥
নিষ্পাপী আপনি দেব করুণা-সাগর।
ইথে তব পুণ্য লাভ আমার উপর॥
জ্ঞান যদি না হইল ভক্তি কিসে হয়।
ভক্তি না হইলে কোথা বৈরাগ্য নিশ্চয়॥
আপনা আপনি কভু না হইতে পারে।
কভু কেহ পারে নাই এ তিন সংসারে॥
আমি মহা মোহে অন্ধ থাকি অন্ধকারে।
নয়ন থাকিতে দৃশ্য না পাই প্রকারে॥
তুমি সূর্য্যরূপে দেখা দাও ঋষিবর।
দূর হোক অন্ধকার শুনিয়া উত্তর॥

অবতার কর্ম্ম যাহা করেন শ্রীহরি।
সেই তত্ত্ব জানিবারে অভিলাষ করি॥
সেই হেতু এই প্রশ্ন করিনু আপনে।
উত্তর করুন দেব স্বরূপ বর্ণনে॥
অঙ্গ সহ চারি বেদ পাঠ যজ্ঞ দান।
যথাবিধি তপস্যা ও ব্রত অনুষ্ঠান॥
এ সকল একাংশের তুল্য নাহি হয়।
তত্ত্ব উপদেশ জীবে দেয় যে অভয়॥
তত্ত্ব উপদেশে মহা জীবের অভয়।
গুরু না সহায় হ'লে বৃথা সমুদয়॥
এতেক বলিয়া তবে বিদুর সুমতি।
স্থির হ'য়ে বসিলেন করিয়া প্রণতি॥
এ হেন পুরাণ বাক্য বিদুর সুজন।
মৈত্রেয় উপর প্রশ্ন করেন বর্ষণ॥
পৌরাণিক কথা বলি ফল তাহে হয়।
হরিকথা পদে পদে তাহাতে রহয়॥
অতএব মহারাজ শুন পরীক্ষিত।
মৈত্রেয়ের সে উত্তর হ'য়ে অবহিত॥
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় সুজন।
হইল আনন্দ হৃদে প্রফুল্ল বদন॥
প্রফুল্ল বদনে চাহি বিদুরের পানে।
মৈত্রেয় উত্তর দেন শাস্ত্রের বিধানে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিবে ভবে মোহ অন্ধকার॥

ইতি বিদুরের তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

মৈত্রেয়ের তৃতীয়বার উত্তর।

সূত কহে হে শৌনক আর ঋষিগণ।
শুক মুখামৃত বাক্য করহ শ্রবণ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
ধন্য তুমি হে বিদুর হরি আরাধনে॥
পুরুবংশে ধর্ম্ম রূপে জনম গ্রহণ।
সেই হেতু মান্য করে তোমা সাধুজন॥
তোমাতেই বিরাজিত হেরি নারায়ণ।
তাই তব হৃদে জাগে প্রেম অনুক্ষণ॥
যে প্রশ্ন করিলে তুমি সর্ব্বদা নূতন।
অজিতের কীর্ত্তি পুষ্প হতেছে বর্ষণ॥
সামান্য বিষয় মুখে করিয়া প্রয়াস।
মহাদুঃখে নারায়ণ করে হা হুতাশ॥
করিবারে তাহাদের দুঃখ নিবারণ।
ঋষিগণে ভগবান (বিষ্ণু) বলেন যেমন॥
ভাগবত যে পুরাণ মহা উপদেশ।
বলিব তাহাই তোমা করিয়া বিশেষ॥
অতএব স্থির মনে করহ শ্রবণ।
ভাগবত-কথা আমি করিব কীর্ত্তন॥
একদা পূর্ব্বেতে দেব মহা সঙ্কর্ষণ।
প্রদীপ্ত জ্ঞানেতে মাখা তাঁহার কিরণ॥
উপবিষ্ট হন যবে পাতালের তলে।
কিবা সেই মহাপুরী রয় মায়াবলে॥
সনৎকুমার আদি যত ঋষিজন।
তাঁহার নিকটে সবে করিয়া গমন॥
এই ভাগবত কথা জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
বাসুদেব তত্ত্ব যাহে পাতায় পাতায়॥
পাতালে যাইয়া সেই মহাঋষিগণ।
আপন আশ্রয়ে স্থিত হেরে নারায়ণ॥
তাঁহারেই বাসুদেব যোগীজনে কয়।
অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি তাঁর মানস মোহয়॥
পদ্মের সমান আঁখি ছিল নিমীলন।
মুনিগণ আগমনে হ'ল উন্মীলন॥
গঙ্গা মধ্য দিয়া তাঁরা সত্য লোক হ'তে।
শুনিতে ভাগবত কথা যান পাতালেতে॥
শ্রীপতি কামুকী যত নাগরাজ সুতা।
প্রেমভরে পাদপদ্ম পূজে ভক্তিযুতা॥
কাহার এলায়ে বেণী দুলিছে কবরী।
অঙ্গের কুঙ্কুম কার মুছে গেছে মরি॥

কাহার মুছিয়া গেছে নয়ন অঞ্জন।
কেহ বা ভুলিয়া গেছে তিলোক রঞ্জন ॥
কেহ বা উলঙ্গ কেহ হাসে নাচে গায়।
ভক্তি পুষ্পে কেহ মগ্ন চরণ পূজায় ॥
চরণ সরোজ শোভা নেহারি নয়নে।
মুগ্ধচিত্ত মুনিগণ হয়েন আপনে ॥
হাতে সব জটাভার করিয়া ধারণ।
গঙ্গাজলে সিক্ত ছিল স্নানের কারণ ॥
হরি পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া জটায়।
করযোড়ে বিভু প্রতি সবে মিলে চায় ॥
নয়নে শ্রীহরি হেরি গুণগান করি।
অনুরাগে ভ্রম বাক্য ফেলিল উচ্চারি ॥
শিরেতে মুকুট তাঁর মণিতে মণ্ডিত।
করেন অনন্ত তাহে ফণা সংযোজিত ॥
এমন শোভিত হরি হেরি মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিল ভাগবত বিধান কেমন ॥
এতেক আরতি শুনি দেব সঙ্কর্ষণ।
কহিলেন তাঁহাদের অপূর্ব্ব বচন ॥
নিবৃত্তি ধর্ম্মেতে যথা সকলে নিয়ত।
সেই মত শাস্ত্র হরি কন ভাগবত ॥
যেই ভাগবত শুনি সনৎকুমার।
স্বীয় শিষ্য সাংখ্যায়নে দিলেন আবার ॥
পরমহংসের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি।
মহাযজ্ঞ পরায়ণ গুরু মুখে শুনি ॥
সেই ভাগবত ঋষি করিয়া আখ্যান।
স্বীয় শিষ্য পরাশরে করিলেন দান ॥
বৃহস্পতি আজ্ঞামতে সেই পরাশর।
পুলস্ত্য নিকটে লভি বক্তৃতার বর ॥
উপদেশ দেন মোরে সে মহাপুরাণ।
সেই বস্তু আজি তোমা করিব আখ্যান
অনুব্রত বট তুমি শ্রদ্ধালু অতীব।
এই ভাগবত বলে উদ্ধারয় জীব ॥
এই ভাগবত হয় সর্ব্ব শাস্ত্র সার।
শুনিলে সংসারচ্ছেদ হইবে তোমার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
বুঝিলেই তরে সবে অসার সংসার ॥

ইতি মৈত্রেয়ের উত্তর সমাপ্ত।

মৈত্রেয়ের তৃতীয় উত্তরে জগতপ্রকাশ বর্ণন।

একমনে শুন বৎস বিদুর সুজন।
হরিকথা ভাগবত করিব বর্ণন ॥
একার্ণবে মগ্ন ছিল আগে ত্রিসংসার।
সর্ব্বভূত মহত্তত্ত্ব জলে একাকার ॥
চিৎশক্তি ল'য়ে সেই প্রভু নারায়ণ।
পাতিয়া অনন্ত শয্যা করেন শয়ন ॥
কিবা অপরূপ রূপ করেন ধারণ।
কল্পনাও নারে তাহা করিতে চিন্তন ॥
প্রফুল্ল কমল যথা ভাসে সরোবরে।
নিদ্রা নিমীলিত আঁখি বদন উপরে ॥
হাসি হাসি মুখখানি আনন্দেতে মাখা।
শারদ আকাশে যেন প্রকাশিত রাকা ॥
নাহি চেষ্টা নাহি ক্রিয়া স্থিরেতে বিরাজ।
মায়ার বিলাস নাহি অদ্বিতীয় সাজ ॥
এমন ভাবেতে হরি করিল শয়ন।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস করেন ধারণ ॥
মহাভূত সূক্ষ্ম হ'য়ে জীবাত্মাতে লীন।
লিঙ্গ দেহ ল'য়ে তার স্ব অঙ্গে শোভন ॥
এমন করিয়া শেষে ল'য়ে শক্তি কাল।
জগতে যাহার বল অতীব বিশাল ॥
কহিলেন তাহে হরি করিতে প্রবেশ।
আজ্ঞামতে তাঁর অঙ্গে প্রবেশিল শেষ ॥
অগ্নি ধূম রহে যথা কাষ্ঠের ভিতরে।
সব শক্তি ল'য়ে হরি রন জলোপরে ॥
চতুর্যুগ সহস্র বৎসর পরিমাণ।
জ্ঞান শক্তি সর্ব্ব হরি যোগনিদ্রা যান ॥
যোগ নিদ্রা কালে স্বীয় দেহে নারায়ণ।
নীলবর্ণ সর্ব্বলোক করেন দর্শন ॥

যোগনিদ্রা ভাঙ্গি হরি হ'য়ে জাগরিত।
ইচ্ছেন পুনশ্চ যাহে জগত সৃজিত ॥
তাহাতে বিলীন আত্মা লাগি জাগরণ।
কালাখ্য শক্তিরে অগ্রে করেন পীড়ন ॥
অনন্তর কাল শক্তি হয় জাগরিত।
করেন সকলে তাঁরে দৃষ্টি প্রণোদিত ॥
অনন্তর সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র নিশ্চয়।
শ্রীহরি ইচ্ছায় কর্ম্মে জীব সৃষ্টি হয় ॥
কালবশে হরি যবে করেন ঈক্ষণ।
সকলে তাহাতে পায় চৈতন্য জীবন ॥
সকলে প্রবুদ্ধ হেরি সেই নারায়ণ।
রজোগুণী কালে নাভি করেন ভেদন ॥
কাল দ্বারা জীবগণে কর্ম্ম বোধ হয়।
এমন যে কাল ল'য়ে হরি মহাশয় ॥
আপনার গর্ভ হ'তে করেন প্রকাশ।
এক মহা পদ্ম কোষ অতীব সুবাস ॥
জলরাশি আলো করি প্রদীপ্ত কিরণে।
সেই কোষে হরি রন আপনার মনে ॥
এই হেতু আত্ম যোনি হরি সবে কয়।
আপনা সম্ভূত বলে শুন মহাশয় ॥
সেই পদ্মে শোভা করে এই তিন লোক।
আপনি তাহার মাঝে লইয়া গোলোক ॥
হরি রূপ ত্যজি হরি হইলে বাহির।
বেদময় বিধাতা সে করে তবে স্থির ॥

ইতি মৈত্রেয় উত্তর সমাপ্ত।

ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ধারণ ও শ্রীহরি সন্দর্শন।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন ঋষি এক মনে শুকের বচন ॥
সম্বোধিয়া কহে শুক পাণ্ডুবংশধরে।
মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে ॥
বিদুরে বুঝাতে তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন বিধাতার জন্মের কথন ॥
এক্ষণে কহেন তিনি যে নব সংবাদ।
শুন রাজা একমনে মিটাতে বিষাদ ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
বিধাতার জন্ম ক্রিয়া শুন এক মনে ॥
কমলে আপনি জন্মি সেই নারায়ণ।
ধরিলেন নিজ নাম ব্রহ্মা পদ্মাসন ॥
পদ্মেতে বসিয়া বিধি হেরেন নয়নে।
জলে পদ্ম-কোষ রহে কেমন বিধানে ॥
সম্মুখে না দেখি কিছু দেখেন অপরে।
উভয় নয়ন তার নানা স্থানে ফিরে ॥
শূন্য স্থলে গ্রীবাদেশ করি সঞ্চালন।
প্রতিদিকে একবার ফিরান নয়ন ॥
চারিদিকে হেরিলেন বসি পদ্মাসন।
লভিলেন আপনার চারিটি আনন ॥
মরি কি মোহন শোভা হইল তাহার।
রক্তিম কোরক যেন জলে শোভা পায় ॥
চারি মুখে অষ্টভুরু আটটি নয়ন।
অর্দ্ধ শশাঙ্কের সম কপাল ভূষণ ॥
শিরে জটা শোভে যেন গাঙ্গিনীর নীর।
স্রোত-বেগে বহি যায় পর্ব্বত প্রাচীর ॥
অপরূপ রূপ সেই ধরি নারায়ণ।
চারি মুখে চারিদিকে করেন দর্শন ॥
প্রলয়ের বায়ু বেগে কম্পিত সাগর।
ভীষণ তরঙ্গ তাহে উঠে তর তর ॥
অতি ঘোর অন্ধকার বিহনে মিহির।
প্রলয় পয়োধি শব্দে সতত অস্থির ॥
প্রবল মেদিনী গ্রাসি তরঙ্গ নিচয়।
সুমেরুর চূড়া যেন ভ্রমণ করয় ॥
এ ভীষণ জলোপ'রি কমল আসন।
তদুপরি এক ব্রহ্মা রহেন শোভন ॥
না ভাঙ্গে পদ্মের নাল তরঙ্গ তাড়নে।
না কাঁপে কিঞ্চিৎ পদ্ম প্রচণ্ড পবনে ॥
ভুবনের কোষ পদ্ম জলোপরি রয়।
চারি মুখে তাহে ব্রহ্মা একাই শোভয় ॥

এ ভীষণ কাল আর এ ভীষণ স্থানে।
নাহিক বুঝেন তিনি কিছু অনুমানে ॥
সমুদ্রে ভাসিছে পদ্ম অতি অসম্ভব।
কোথা হ'তে হ'ল এই পদ্মের সম্ভব ॥
এ সব দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে।
কোথা আমি মোর সৃষ্টি হ'ল কি কারণে
কোথা হ'তে এই পদ্ম হয় অধিষ্ঠান।
কেমনে পাইনু আমি ইহোপরি স্থান ॥
বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে পদ্মাসন।
কেবা নিজে কিবা পদ্ম করেন চিন্তন ॥
সমুদ্রে ফুটিল পদ্ম অতি অপরূপ।
জলেতে শিকড় রহে অতীব অনুপ ॥
অবশ্যই আছে কোন অধিষ্ঠান স্থান।
নচেৎ কিরূপে জন্ম লভিল বিধান ॥
সৎ বস্তু না থাকিলে স্থির কিসে রয়।
আশ্চর্য্য বিষয় ইহা ভাবিতে নিশ্চয় ॥
নিম্নেতে পদ্মের হেরি সেই পদ্মাসন।
জলজের নাল এক করেন দর্শন ॥
অতি সুদর্শন নাল কণ্টকে আবৃত।
মাঝারে তাহার এক স্বল্প ছিদ্র স্থিত ॥
কোথা হ'তে সেই নাল হইল উদ্ভব।
দেখিতে করিয়া ইচ্ছা সেই পদ্মভব ॥
ছিদ্র মধ্যে করিলেন প্রবেশ তখন।
করিবারে অধিষ্ঠান স্থান অন্বেষণ ॥
আপনিই নারায়ণ ব্রহ্মরূপে রন।
নারেন এ জ্ঞান ব্রহ্মা করিতে ধারণ ॥
আপনা বিস্মৃতি ব্রহ্মা সেই মায়াবলে।
কোন জীব নাহি ভুলে সে মায়ার ছলে ॥
পদ্মনালে প্রবেশিয়া সেই পদ্মাসন।
খুঁজিবারে রহিলেন আপন কারণ ॥
এ দিকে আপনি কাল স্বীয় কর্ম্মবশে।
শতবর্ষ পরমায়ু ব্রহ্মার নিঃশেষে ॥
হে বিদুর আশ্চর্য্য সে কালের ক্ষমতা।
বিধাতার সৃষ্ট হ'য়ে বিনাশে বিধাতা ॥
যত জীব আয়ু সেই করয়ে হরণ।
মহাকাল নাম তার ভবের বচন ॥
শুনিলে যাঁহার নাম জীবে পায় ভয়।
সে জন ব্রহ্মার আয়ু করে দিল ক্ষয় ॥
এক বৎসর গত হ'ল লাগি অন্বেষণ।
তথাপি না পান ব্রহ্মা হেরিতে কারণ ॥
পদ্মনাল হ'তে তবে হ'য়ে নিঃসরণ।
প্রকাশ হয়েন তিনি আপন আসন ॥
পুনশ্চ আসনে আসি বিধাতা আপনি।
পদ্মাসনে বসি যোগ করে নৃপমণি ॥
অন্তর্ম্মুখী বৃত্তিবলে হ'ল শ্বাস জয়।
চিত্তের সংযমে করি সমাধি আশ্রয় ॥
এক বর্ষ দুই বর্ষ ক্রমে শত গত।
করিলেন মহাযোগ হ'য়ে অবহিত ॥
শত বৎসরের পরে বোধের প্রকাশ।
মহা জ্ঞানবীজ লভি পূর্ণ হৈল আশ ॥
অন্বেষণে পূর্ব্বে যাঁর না পান সন্ধান।
এবে বোধোদয়ে চিত্তে দেখিবারে পান ॥
কিবা সে রূপের কথা করিব প্রকাশ।
পদ্মের সদৃশ বর্ণ তাঁহাতে আভাস ॥
গৌর-রূপ গৌর-তেজ তাহে বিস্ফুরণ।
একত্রে ফুটিল যেন মহাপদ্ম বন ॥
অথবা রাখিলে একে সহস্র কমল।
সে বর্ণের কিছুমাত্র উপমার স্থল ॥
হেন অপরূপ সেই পুরুষ মহান।
নাগরাজ দেহপ'রি আছেন শয়ান ॥
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা ধরে ফণিরাজ।
আদিম পুরুষ যাহে করেন বিরাজ ॥
বিশাল সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া।
ছত্রাকারে শিরোপরি আছেন ধরিয়া ॥
দশ শত মণি শোভে সহস্র ফণায়।
কিরীটের মণি প্রভা উজলিছে তায় ॥
উভ মণি তেজ মিশি রূপের প্রভায়।
করিল প্রলয় কাল মহা আলোময় ॥

নির্ম্মল প্রভাতে যেন উদিত তপন।
অথবা শরতে পূর্ণ শশীর শোভন॥
কিবা সে মোহন রূপ বর্ণনে না যায়।
মরকতে বেড়া গিরি যেন শোভা পায়॥
কোথা মরকত জ্যোতিঃ লাগিবে তথায়।
অপমানে মণি গিয়া খনিতে লুকায়॥
মরকত গিরি সম বিরাজে শ্রীহরি।
নীবিতটে পীতাম্বর অতুল মাধুরী॥
কোথা লাগে গিরিশৃঙ্গে সান্ধ্য মেঘ শোভা
তদপেক্ষা পীতাম্বর অতি মনোলোভা॥
শৈলের যদ্যপি হয় সুবর্ণ শিখর।
অগণ্য সে গণনায় অতি শোভাকর॥
হরির মুকুট কাছে নহে সে তুলিত।
কিরীটের শোভা তারে করে পরাজিত॥
একে মরকত গিরি তাহে রত্ন শোভা।
সোনার সরিৎ ঝরে অতি মনোলোভা॥
কত সে ঔষধি শোভে তরুলতা ফুল।
বনমালা কণ্ঠে দোলে আনন্দে আকুল॥
এ শোভার কাছে সেই মানে পরাভব।
এ রূপের সর্ব্বথা তুলনা অসম্ভব॥
যদি বেনু পর্ব্বতের হয় কর শ্রেণী।
বৃক্ষ হয় পদচয় নদী তাঁর বেণী॥
তথাপি হরির হস্ত না হয় তুলন।
অপরূপ পদ তাঁর মুক্তিতে শোভন॥
কিবা পরিমাণ দিব হরির শরীর।
তিন লোকে তাহা ব্যাপ্ত বুঝ যত বীর॥
অঙ্গেতে শোভিত রহে নানা আভরণ।
অপূর্ব্ব অংশুক বস্ত্র তাহাতে শোভন॥
আপনি আপনে হরি আছেন শোভিত।
বাহ্যশোভা তার অঙ্গে রহে বিশোভিত॥
কত বা কিরীট ভার কুণ্ডল বলয়।
কত শত নীলমণি পদ্মরাগ রয়॥
কি কব নখের শোভা না যায় কথন।
চন্দ্রসম নখদাম চিন্ময় কিরণ॥
সে কিরণে মাখা তাঁর বিচিত্র আঙ্গুল।
আঙ্গুলের শোভা ল'য়ে চরণ আকুল॥
হেন শোভাযুক্ত তাঁর চরণ কমল।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু দেন মুক্তিফল॥
শ্রুতিমতে যেইজন পূজা করে তাঁর।
তিনি পান এই হরি চরণ প্রসার॥
কি কব বদন কথা কিবা শোভা তায়।
সর্ব্ব-দুঃখ-হর হাসি সদা দেখা যায়॥
রক্ত উৎপলের ন্যায় রাঙ্গা বিম্বাধর।
প্রদীপ্ত কুণ্ডল দোলে কর্ণের উপর॥
কোথা লাগে খগচঞ্চু সে নাসা সকাশ।
ভুরু হেরি কামধেনু লাজে অপ্রকাশ॥
হেরিলে সে মুখ হয় সর্ব্ব দুঃখ নাশ।
মুক্তি তার করতলে হয় সুপ্রকাশ॥
যে জন ভক্তিতে পূজে তাঁহার চরণ।
সেই পায় চরণের স্বরূপ দর্শন॥
চরণ সেবিলে মুক্তি লভি সেইজন।
হরির সমীপে গিয়া উপস্থিত হন॥
হরি তাঁরে ভক্ত বলি করি আলিঙ্গন।
অভিমত ফল দেন শ্রীমধুসূদন॥
হে বিদুর শুন শুন স্থির করি মন।
পুনরায় হৃদে তাঁরে কর দরশন॥
কদম্ব ও কেশর যথা সুনীত বরণ।
ততোধিক পীতবর্ণ হরির বসন॥
মেখলা নিতম্বে তাঁর শোভার আধার।
শ্রীবৎসের চিহ্ন অঙ্গে বনমালা হার॥
কত কত শোভে তাহে রত্ন অলঙ্কার।
রক্ত নীল পীতমণি বিবিধ প্রকার॥
ভক্তের ধারণাযোগ্য রূপ হয় তাঁর।
যেবা যেই ভাবে হেরে পায় দেখা তাঁর॥
মরকত বৃক্ষ যদি হয় শাখাবান।
কেয়ুরের সম যদি ফুলের প্রমাণ॥
সে কভু না হয় শোভা শ্রীহরির করে।
তাহার অধিক শোভা কেয়ুর নিকরে॥

চন্দনের মূল যথা নাহি দেখা যায়।
তদ্রূপ হরির মূল কেহ নাহি পায়॥
অব্যক্ত মূলের নাম প্রকৃতি কহয়।
যেবা যেইভাবে ভাবে তাহাতে মিলায়॥
চন্দনের স্কন্ধে যথা রহে নানা ফণী।
কার অজাগর নাম কার শিরে মণি॥
হরির মস্তকোপরি অনন্তের ফণা।
মণির আলোতে যেন প্রকাশে জোছনা
যদি চাও পৃথিবীতে হরির সমান।
উপমায় একমাত্র চন্দন প্রমাণ॥
কেহ বা পর্ব্বত সম বাখানে তাঁহারে।
প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর বিবিধ প্রকারে॥
পর্ব্বতে নিবসে যত জীব চরাচর।
হরির দেহেতে তথা জীবের আকর॥
অহীন্দ্র-বান্ধব হন পর্ব্বত আপনি।
কত কত অজাগর নানামতে গণি॥
সেইরূপ ভগবান দেব নারায়ণ।
নাগরাজ তাঁর কাছে বন্ধুরূপে রন॥
মৈনাকাদি গিরি যথা সাগরে মগন।
প্রলয়ের বারি মাঝে শ্রীহরি তেমন॥
মেরুর মস্তকে যথা সুবর্ণের শির।
হরির মস্তকে তথা কিরীট প্রবীর॥
পর্ব্বতের অঙ্গে রত্ন কত শোভা পায়।
হরির বক্ষেতে তথা কৌস্তুভ শোভয়॥
ভাবি দেখ হে বিদুর তুমি মতিমান।
পর্ব্বতের সহ হরি কি রূপে সমান॥
কণ্ঠ বিলম্বিত কীর্ত্তিময় বনমালা।
বেদরূপ অলিসহ প্রকাশয়ে আলা॥
কি কব মহিমা তাঁর না হয় বর্ণন।
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু নারে নিরূপণ॥
সূর্য্য বায়ু অগ্নি আদি ত্রিলোক ভিতর।
প্রকাশে ক্ষমতা কত অতি সুবিস্তর॥
তাঁহারাই ভগবান রক্ষণে রক্ষিত।
কেমনে প্রভুরে করে তাঁহারা নির্ণীত॥
হাতে শোভে সুদর্শন অতীব দুর্দ্ধর্ষ।
বর্ণিতে না পারি হরি যেন সে বিমর্ষ॥
অনন্ত প্রভাবী হরি তাহার মহিমা।
বর্ণিবারে বিদুর কি পারে তার সীমা॥
অনন্তর যোগবলে হেরি নারায়ণ।
আপনি কৃতার্থ হন সে চতুরানন॥
তখন মেলিয়ে ব্রহ্মা আপন নয়ন।
চাহিলেন চতুর্দ্দিক করিতে দর্শন॥
একমাত্র সেই নাথ আর মহাবায়ু।
মহাকাল দেখিলেন আর নিজ আয়ু॥
নারায়ণ সহ পঞ্চ হইল গণন।
এই পঞ্চ ব্রহ্মা নেত্রে হয় নিরীক্ষণ॥
এত বলি কহিলেন মৈত্রেয় সুধীর।
শুন হে বিদুর বাছা করি মন স্থির॥
রজোগুণে ব্রহ্মা জন্মি ইচ্ছিলেন সৃষ্টি।
পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন কার নাহি অন্য দৃষ্টি॥
পঞ্চই অদৃষ্ট বীজ সকল প্রকার।
তাহা ভাবি করিলেন স্তব ব্যবহার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
বিদুর মৈত্রেয় কথা কলুষ নিস্তার॥

ইতি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ধারণ ও শ্রীহরির দর্শন সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্তব।

সূত কহে শৌনিকেরে করি সম্বোধন।
মৈত্রেয় সংবাদ ঋষি করহ শ্রবণ॥
শুকদেব পাণ্ডুরাজে কহিলেন বাণী।
শুন রাজা ব্রহ্মাস্তুতি অপূর্ব্ব বাখানি॥
পঞ্চ বস্তু প্রলয়েতে হরি পদ্মাসন।
জীবের অদৃষ্ট তাঁরা করেন গণন॥
সে কারণে আরম্ভেন আপনি স্তবন।
করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির করি মন॥
কি কব মহিমা তব তুমি নারায়ণ।
এতদিনে জানিলাম করি উপাসন॥

যদি কিছু জানিবার থাকে রত্নধন।
একমাত্র জ্ঞাত বস্তু তুমি নারায়ণ ॥
সংসারে পড়িয়া দেহী না ভাবে তোমায়।
কেমনে ভাবিবে তাহা আবৃত মায়ায় ॥
একমাত্র সত্য তুমি জগত মাঝার।
সত্যতেই অর্দ্ধ অঙ্গ সত্যের আধার ॥
তোমা ছাড়া যাহা কিছু দেখা যায় হরি।
অনিত্য প্রপঞ্চ যাহা জ্ঞানে মনে করি ॥
কি কহিব তব লীলা তুমি মায়াতীত।
মায়াবলে মিথ্যা বস্তু সত্যেতে প্রতীত ॥
কালাখ্য শক্তিরে ল'য়ে নিজে নারায়ণ।
মায়ার মাঝারে গিয়া হও প্রবেশন ॥
মায়াবলে বহুরূপী জীবেতে প্রমাণ।
কেবা আছে লীলাবান তোমার সমান ॥
প্রতি জীবে তুমি রহ কিন্তু এক রূপ।
মায়াবশে ঘটে ঘটে হেরি ভিন্নরূপ ॥
তব দয়া বলে হয় চিত্তের শোধন।
শুদ্ধ চিত্তে অজ্ঞানের হয় নিবারণ ॥
অজ্ঞান বিনাশে জীব করি উপাসন।
চিত্তে তোমা হেরে পূর্ব্বরূপে নারায়ণ ॥
অনন্তের দেহে তুমি করহ শয়ন।
অনন্তের শির হয় ছত্রের শোভন ॥
প্রলয়ের বারিধারা শোভে চারি ধারে।
হেন রূপ ধ্যানযোগে মিলয়ে তোমারে ॥
সে রূপের নাভিপদ্মে জনমিল দাস।
করিতে নিতান্ত ইচ্ছা জগত প্রকাশ ॥
পরম পুরুষ তুমি তুমি আত্মবান।
অনাবৃত তুমি হও প্রকাশ সমান ॥
আনন্দ আকর তুমি অবিকল্প রূপ।
বুঝিলেই দেখা যায় তোমার স্বরূপ ॥
পূর্ব্বে তব রূপ কথা করিনু প্রকাশ।
সেইরূপ অনাবৃত আমার সকাশ ॥
সেই রূপে আরাধিয়া তোমা নারায়ণ।
একাকার এই বিশ্ব করিনু দর্শন ॥
বিশ্বস্রষ্টা তুমি হরি বিশ্বের অতীত।
ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ তোমারি গঠিত ॥
এ বিশ্ব হইতে ভিন্ন বুঝালে আপনে।
আমরাই সৃষ্ট দেহে নির্ম্মিত কারণে ॥
ভুবন মঙ্গলময় করি নমস্কার।
অজ্ঞানীরা নাহি বুঝে স্বরূপ তোমার ॥
যাহারা ধ্যানের বলে পূজয়ে চরণ।
তারা তোমা মন প্রাণ করে সমর্পণ ॥
নাস্তিকেরা নাহি বুঝি করে নিন্দাবাদ।
যোগীগণ করে তোমা কত গুণ নাদ ॥
যোগীর হৃদয়ে দেখা দাও আত্মারাম।
কি বলিব তব গুণ চরণে প্রণাম ॥
ছয়টি ঐশ্বর্য্য তব মঙ্গল আকার।
তাই ভাবি ও চরণে করি নমস্কার ॥
কি কব মহিমা তব হে মঙ্গলময়।
ভাবিলে আশ্চর্য্য ভাব হৃদয়ে উদয় ॥
যেজন স্মরণ লয় তোমার চরণে।
সদা ভক্তি তোমা সেই করে কায়মনে ॥
তাহার হৃদয়ে তুমি সদা কর বাস।
যা চায় সেজন তার মিটাও প্রয়াস ॥
তব চরণের মাঝে প্রফুল্ল কমল।
তাহার মাঝারে রয় মুক্তি পরিমল ॥
শ্রুতি বায়ু সাহায্যে সে সদা করে ঘ্রাণ।
সে হয় বান্ধব তব ভক্তের প্রধান ॥
তাহার হৃদয়ে তুমি সদা কর বাস।
যা চায় যে জন তার মিটাও প্রয়াস ॥
কি কব মহিমা তব ওহে জনার্দ্দন।
সর্ব্ব তাপ হরে তব শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
এই যে সুন্দর দেহ আত্মার বান্ধব।
মায়া মোহে মাখা যথা রহিয়াছে সব ॥
দেহ লাগি অহঙ্কার আমার তোমার।
আত্মীয়ের লাগি মায়া অতি চমৎকার ॥
তাহাতেই দুঃখ শোক আর লোভ কাম।
তাতে ভবে যাতায়াত হয় অবিরাম ॥

অনিত্য সকলি ভাবে জীবেতে তখন।
যখন দেখিতে পায় তোমার চরণ ॥
এত যে যত্নের দেহ আত্মীয় স্বজন।
দূরে যায় সেই ভাব হেরিলে চরণ ॥
কি কব মহিমা দেব বর্ণনে না যায়।
অতি সুখকর তাহা ত্যজিলে মায়ায় ॥
যত দুষ্টমতি নর সৃজিয়া মায়ায়।
রিপু বশীভূত হ'য়ে কাম্যসুখ চায় ॥
রিপুবশে সারা জন্ম করে মন্দ কাজ।
লোভে মোহে সদা মুগ্ধ দুঃখেতে বিরাজ ॥
যাহাতে না হবে মুক্ত যে কাজে নিরত।
পাপে মজি এ সংসারে ভ্রমে অবিরত ॥
সে যদি করয়ে তব গুণের কীর্ত্তন।
মালিন্য ত্যজিয়া তার শুদ্ধ হয় মন ॥
যত দুঃখ ল'য়ে ছিল কর্ম্মে সেইজন।
সব ভুলে যায় হেরি তোমার চরণ ॥
ক্রমে রিপু জয়ে হয় ইন্দ্রিয় দমন।
মহাযোগ মহামুক্তি পায় মোক্ষ ধন ॥
অতি শীঘ্র হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন।
একমাত্র তব পদ করিয়া সেবন ॥
তুমি বিভু কৃপাময় কর মোরে দয়া।
দাও সেই জ্ঞান যাহে নষ্ট হয় মায়া ॥
জনমি মানব লভি মায়ার আশ্রয়।
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মনেরে করয় ॥
তাহাতেই মহাদুঃখ সবে করে ভোগ।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বায় পিত্ত শ্লেষ্মার সম্ভোগ ॥
কখন পাইবে শীত, কভু উষ্ণ ভাব।
কখন বায়ুর ঝঞ্ঝা গ্রীষ্ম আবির্ভাব ॥
দুঃসহ কামাগ্নি কভু দহে তার মন।
কভু বা প্রচণ্ড ক্রোধে নাশয়ে জীবন ॥
এক নয় বার বার এ ভাবে পীড়ন।
সর্ব্বদা মায়ার বশ হয় প্রজাগণ ॥
হেন ভাবে নিপীড়িত হেরি লোকগণ।
বড় দুঃখ মম মনে হয় সর্ব্বক্ষণ ॥

এই যে সংসার দেব ক'রেছ রচন।
মায়াবশে জীবে পায় দুঃখ অনুক্ষণ ॥
ক্রিয়াবশে ফল পায় কর্ম্মাধীন জ্ঞান।
কোথা পাবে জুড়াইতে নিজ নিজ প্রাণ ॥
মায়ার যতেক ক্রিয়া সর্ব্ব দুঃখময়।
কর্ম্ম হেতু মানবের সহিবারে হয় ॥
যাবৎ তাহারা নাহি ত্যজে মায়ামোহ।
তাবৎ বুঝিবে নাহি সংসার প্ররোহ ॥
মায়ার সম্বন্ধ হের অতীব কঠিন।
ত্যজিতে পারিলে তারে হয় সমীচীন ॥
তবেতো পাইবে তোমা হেরিতে নয়নে।
তবেতো মায়ার খেলা বুঝিবেক মনে ॥
তবেতো হইবে তার সব দুঃখ দূর।
তবেতো পাইবে সুখ সে জন প্রচুর ॥
অনিত্য এ দেহ ভার মায়ার কৌশল।
তবেতো বুঝিবে জীব পেয়ে জ্ঞানবল ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন দেহ মায়ার গঠন।
বৃথা তার জন্ম স্নেহ মায়া বিরচন ॥
আত্মারাম হয় আত্মা সেবা করি তার।
পাইবে হরির দেখা মুক্তি চমৎকার ॥
এমত মোহন জ্ঞান ত্যজিলে যে মায়া।
তবেতো ভাবিবে সেই অনিত্য এ কায়া ॥
ত্যজিয়া করম মায়া ইন্দ্রিয় নিচয়।
তবেতো করিবে দুঃখ দূর সমুদয় ॥
কোথা পাবে সেই জ্ঞান মায়াতে আবৃত।
সেই হেতু জীবে সদা দুঃখে নিমজ্জিত ॥
মূঢ় জনে কি জানিবে তোমার মহিমা।
মায়াতে সে বশীভূত আপন গরিমা ॥
নাহি করে তোমা ভক্তি মুক্তি নাহি পায়।
সর্ব্বদা বাসনা মতে সংসারে জন্মায় ॥
প্রতি জন্মে কত দুঃখে করে সেই ভোগ।
সেইজন মায়াবশে লভে কর্ম্মে যোগ ॥
কি কব মহিমা তব তুমি জনার্দ্দন।
কে পারে বর্ণিতে তব কমল চরণ ॥

যদি করে কোন ঋষি ইন্দ্রিয়েরে বশ।
রিপুগণে নাশ করি পায় সে হরষ॥
তথাপি তাহার যদি ভক্তি নাহি রয়।
কখনই ভবে তার মুক্তি নাহি হয়॥
লভে সেইজন ভবে পুনশ্চ জনম।
ভক্তিহীন জনে মুক্তি নহে কদাচন॥
এত যে করিল তপঃ দমিতে ইন্দ্রিয়।
সকল বিফল তার সকলি অপ্রিয়॥
পুনর্ব্বার এ সংসারে জন্মি সেইজন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সদা হয় নিমগন॥
দিবাভাগ কর্ম্মে রত ক্লান্তেতে তখন।
রাত্রিযোগে দুঃখ ভোগে করিয়ে শয়ন॥
শয়নেতে সুখ তার না হয় উদয়।
স্বপনে অস্থির বুদ্ধি তার সদা হয়॥
ক্ষণে নিদ্রা যায় সেই ক্ষণে জাগি রয়।
কখন স্বপ্নের বলে ভীত মন হয়॥
আহারে বিহারে সুখ নাহি কদাচন।
ভক্তিহীন জীবে দুঃখ পায় সর্ব্বক্ষণ॥
অদৃষ্টের বশে রয় কাম্য কর্ম্মে রত।
দৈবেতে করয়ে নাশ কর্ম্মফল যত॥
কভু হাসি কান্না করি পায় অল্প সুখ।
কভু স্নেহ কভু শোক কভু মহাদুঃখ॥
কি কব মহিমা তব তুমি নারায়ণ।
যে জন হৃদয়ে ভক্তি করয়ে স্থাপন॥
তাহারি হৃদয়ে দেব কর অবস্থান।
পরিশুদ্ধ ভক্তি নরে মুক্তি কর দান॥
যে জন না পড়ে শাস্ত্র যাহে ভক্তি হয়।
স্বাভাবিক ভক্তিবলে সদা মুগ্ধ রয়॥
আপনার জ্ঞানমতে করে তব ধ্যান।
আপনার বুদ্ধিমতে করে তোমা জ্ঞান॥
দীনবন্ধু তুমি তারে কর কৃপা দান।
কর তুমি তার প্রতি করুণা বিধান॥
মূর্খ আমি নাহি জানি শাস্ত্রের বচন।
নানা মতে তব মূর্ত্তি করি বিরচন॥
আপনার বুদ্ধিবলে করি তোমা ধ্যান।
যে মূর্ত্তিতে তোমা পূজি পাই তব জ্ঞান॥
যে মূর্ত্তিতে পূজা করি পাই তব নাম।
তাহাতেই আবির্ভূত হও জগদ্ধাম॥
ভক্তের পূরাতে জ্বালা কত দয়া কর।
কেমনে বলিব তাহা করিয়া বিস্তার॥
সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি তব ভগবান।
সকলেরে কর দয়া সমান সমান॥
সকলের বন্ধু তুমি বিপদেতে রও।
সকলের প্রাণ তুমি অন্তর্য্যামী হও॥
এক হ'য়ে প্রতি জীবে কর তুমি বাস।
সকলে করয়ে তোমা দেখিবারে আশ॥
কিন্তু দেব ভক্ত প্রতি কর বহু দয়া।
নিষ্কাম যেজন হয় ত্যজে মোহমায়া॥
দেবতা যদ্যপি তব করে আরাধন।
নানা উপচারে যজ্ঞ করি আয়োজন॥
তারে ফল তুমি দাও কামনা যেমন।
সকাম দেবতা তব না হয় আপন॥
শাস্ত্রমতে যত যজ্ঞ আর যত জ্ঞান।
যত কাম্য কার্য্য আছে জ্ঞানের বিধান॥
তব আরাধনা মাত্র সকলের সার।
সকলের মাঝে তাহা কর সুবিস্তার॥
তুমি ভিন্ন ধর্ম্মে নাহি কিছু লাভ হয়।
তোমায় অর্পিলে ধর্ম্ম মুক্তি লাভ হয়॥
তোমার সমান দেব কেবা কোথা রয়।
তোমা না করিলে ভক্তি জন্ম মিথ্যা হয়॥
অতএব নমি দেব তোমার চরণে।
দাও আত্মজ্ঞান দেব পূজি তব মনে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
পাঠ কর যদি চাও মুক্তির আধার॥

ইতি ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীহরির স্তব সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি লীলা বিষয়ে ঈশ্বরের স্তব।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
অতঃপর শুক-বাণী শুন ঋষিগণ॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডুবংশধরে।
বিদুর মৈত্রেয় কথা শুন রাজা পরে॥
কহেন মৈত্রেয় তবে বিদুরে ফুকারি।
ব্রহ্মা স্তব শুন বৎস মনেতে বিচারি॥
জীবদেহ ল'য়ে যথা ব্রহ্ম সনাতন।
প্রকৃতি বুঝায়ে তাঁর করেন স্তবন॥
কহি শুন সেই কথা স্থির করি মন।
ইহাতে জ্ঞানের স্রোত রহে অনুক্ষণ॥
বিচারিয়া কহিলেন কমল আসন।
ধন্য ধন্য তুমি দেব শ্রীমধুসূদন॥
কি কব মহিমা তব বর্ণিব কেমনে।
তথাপি বড়ই আশা আলোচিতে মনে॥
আপন চৈতন্যে রহ হে চৈতন্যময়।
চৈতন্য নহিলে তব সাক্ষাৎ না হয়॥
মায়াবলে ভেদ দৃষ্টি যোজিত মানব।
তোমা হ'তে আত্মা ভিন্ন করে অনুভব॥
তাহাতেই এত রতি এত মায়া সাজ।
সদাই পাপেতে রত অধর্ম্ম সমাজ॥
যদ্যপি চৈতন্য পায় সেইরূপ নরে।
ভেদ দৃষ্টি দূরে যায় চৈতন্যের জোরে॥
তোমাতেই সেইজন রহে বিশোভন।
মায়া ত্যজি চৈতন্যের করয়ে বোধন॥
তখন সেজন হেরে জ্ঞানের নয়নে।
আপনিই বুঝে সেই সুনিত্য রতনে॥
আপনিই বিদ্যারূপী বিদ্যার আধার।
আপনা হইতে বিশ্ব সৃজন সংহার॥
সৃজন পালন লয় তুমি লীলাময়।
সকলেই লইয়াছে তোমার আশ্রয়॥
তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব তুমিই ঈশ্বর।
নমিলাম ও চরণে সমর্পি অন্তর॥
দেহ ত্যজি যবে জীব করিবে গমন।
তখন তোমাতে যদি সঁপে প্রাণ মন॥
যত তব লীলা প্রভু অবতার রূপ।
যত কর্ম্ম তব লীলা করিব অনুপ॥
অবতার সম্বন্ধীয় নামের স্মরণ।
করিলে জীবের হয় পাপ বিমোচন॥
পাপের বিনাশে হয় পুণ্যের সাধন।
তাহাতেই লাভ হয় ব্রহ্মপদ ধন॥
জন্ম মৃত্যু হীন তুমি ওহে ভগবান।
দিলাম তোমার পদে সঁপি আমি প্রাণ॥
কি কব মহিমা দেব জ্ঞান বুদ্ধি বলে।
যথা দেখে এ নয়ন তুমি সর্ব্বস্থলে॥
একমাত্র হও তুমি আত্মময় জন।
আত্মারূপে এ জগতে রহ সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাতেই আর দুই হইল গণন।
সৃজন সংহার ক্রিয়া করিতে সাধন॥
পালনে আপনি রত বিষ্ণু নাম ধর।
সৃজন কারণ মোরে দিলে মোরে বর॥
সে অবধি প্রজাপতি নাম মোর হয়।
আপনার এক অংশে আমি মহাশয়॥
হরণের লাগি নাম লইয়াছ হর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় নিজে তবু দিগম্বর॥
এইরূপে তিন মূর্ত্তি হইলে প্রকাশ।
ত্রিধা ভিন্ন কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানীর সকাশ॥
প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় ল'য়ে তব মায়া।
কালরূপে মহারুদ্র সংহারেন মায়া॥
এই তিন হ'তে ক্রমে বহুধা গণন।
ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রশাখা অগণন॥
তুমি হও বৃক্ষরূপ এ হেন ভুবনে।
সৃষ্টিক্রিয়া তব শাখা নমি ও চরণে॥
কি কব মহিমা তব ওহে ভগবান।
অতীব আশ্চর্য্য লীলা জ্ঞানের প্রমাণ॥
কালনামে মহাশক্তি আছয়ে তোমায়।
সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ করিছে মায়ায়॥

কেহ নাহি আঁটে তায় অতি বলবান।
সর্ব্বদাই আয়ু ক্ষয়ে আছে বিদ্যমান॥
পাপে মগ্ন জীবে সেই রহে অনুক্ষণ।
এদিকে কালেতে করে আয়ুর হরণ॥
না হইবে তার মুক্তি মায়ার প্রভাবে।
দুঃখযোনি তার লাগি রয় নানা ভাবে।
একমাত্র শুভগতি তোমার পূজন।
তব নাম সুখে করি হৃদয়ে কীর্ত্তন॥
ত্যজিয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম যে সেবে তোমায়
হরুক কালেতে আয়ু শুভগতি পায়॥
কালেতেই জন্মকাল অন্তিম উপায়।
সেই কাল-রূপী তুমি প্রণাম তোমায়॥
কি কব মহিমা দেব করিয়া বর্ণন।
যে ফল পাইনু তব করিয়া পূজন॥
দেখিতে স্বরূপ তব ওহে ভগবান।
সহিলাম কত কষ্ট লইয়া এ প্রাণ।
কহিতে চমক লাগে তপস্যার কাল।
যেই তপোবলে পাই তোমারে দয়াল॥
দশ কোটি গণি হয় অর্ব্বুদ প্রমাণ।
দ্বিপঞ্চ অর্ব্বুদে একবৃন্দ পরিমাণ॥
দ্বিপঞ্চ বৃন্দেতে হয় এক খর্ব্ব গণি।
দশ খর্ব্বে হয় এক নিখর্ব্ব বাখানি॥
দ্বিপঞ্চ নিখর্ব্বে হয় এক শঙ্খ গণ।
দশ শঙ্খে এক পদ্ম হয় সুগণন॥
দ্বিপঞ্চ পদ্মেতে এক সাগর প্রমাণ।
দ্বিপঞ্চ সাগরে এক অঙ্কের বাখান॥
দশ অঙ্কে এক মধ্য গণিত বচন।
দ্বিপঞ্চ মধ্যেতে এক পরার্দ্ধ গণন॥
একে একে ক্রমে দুই পরার্দ্ধ গণিলে।
যতেক বৎসর হয় গণিতে বুঝিলে॥
তত দিন করি তপ তোমার কারণ।
এক স্থানে বসি দেব করয়ে আসন॥
কর্ম্মের অধ্যক্ষ তুমি জগত কারণ।
কত কষ্টে হেরে তোমা জ্ঞানের নয়ন॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি দেব সর্ব্ব সারাৎসার।
তোমার চরণে কোটি প্রণাম আমার॥
কি কব মহিমা দেব বর্ণিব কেমনে।
বিরত বিষয় সুখে তুমি মনে মনে॥
দেহী নও আত্মা রূপে কর বিচরণ।
সামান্য জীবের সম নও হে কখন॥
নহ কারো বশীভূত আসক্ত কাহায়।
আপনিই সদা রত আপন মায়ায়॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু দেব কেবল ভুবনে।
ধর নানা রূপ তুমি স্বীয় মনে মনে॥
কখন মানব রূপে কভু বা তির্য্যক।
কভু হও জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মায়ার ধারক॥
কখন শূকর হও কখন বা মীন।
কখন শ্রীকৃষ্ণ রাম অতি সমীচীন॥
কে বুঝিবে তব লীলা নও দেহধারী।
দেহ ধরি কর লীলা প্রমাণ আমারি॥
কি কব মহিমা দেব করিয়া প্রকাশ।
অতীব আশ্চর্য্য গুণ জগতে প্রকাশ॥
প্রলয়ে মায়ার শক্তি বিদ্যাবিদ্যা নাম।
সকলেই তব গর্ভে লয়েন বিশ্রাম॥
সে অবিদ্যা বলে দেব জীবে দয়াময়।
অজ্ঞানে আবৃত থাকি হয় ভেদময়॥
সে অবিদ্যা তব গর্ভে করিলে প্রবেশ।
নাহি হও তুমি তার শক্তিতে আবেশ॥
অবিদ্যা না পারে তোমা মোহিতে কখন।
আশ্চর্য্য তোমার শক্তি হে শ্রীমধুসূদন॥
অবিদ্যা প্রকৃতি ধরে পঞ্চ মহামতি।
একেতে অবিদ্যা নিজে দুয়ে ক্রোধ রতি॥
তিনেতে সম্মিতা গুণ মোহ যারে কয়।
চতুর্থে বর্ণিত দ্বেষ হিংসা যাহে হয়॥
পঞ্চমে অভিনিবেশ অতীব প্রধান।
এই পঞ্চ প্রকৃতিতে অবিদ্যা প্রমাণ॥
প্রলয়েতে এই পঞ্চ তোমাতে মগন।
কিন্তু নারে তোমা মুগ্ধ করিতে কখন॥

প্রলয় পয়োধি মগ্ন হেরিয়া ধরায়।
সর্ব্ব জীবশক্তি ল'য়ে ভাস তুমি তায় ॥
নাগ শয্যাপরে কভু সুখেতে শয়ন।
যেন বিশ্রামের তরে নিদ্রায় মগন ॥
সেইকালে তব নাভি-পদ্মের উপর।
প্রকাশ আমায় দেব হে মঙ্গলকর ॥
ত্রিভুবন স্রষ্টারূপে নির্ম্মাণ আমার।
তখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল উদরে তোমার ॥
তুমি বিশ্বপতি দেব সর্ব্বমূলাধার।
সর্ব্বপূজ্য তুমি হও করি নমস্কার ॥
হেরিতেছি সেইরূপ এক্ষণে নয়নে।
মায়া নিদ্রা ভাঙ্গ তুমি প্রফুল্ল আননে ॥
পদ্মচক্ষু পদ্মগাত্র পদ্মের আকার।
করযোড়ে তব পদে করি নমস্কার ॥
তুমি দেব অদ্বিতীয় তুমি অন্তর্য্যামী।
সবার সুহৃদ তুমি তুমি সর্ব্বস্বামী ॥
প্রণত জনেতে তুমি আশ্রয় মহান্।
সত্ত্বগুণে তুমি সুখী কর সর্ব্ব প্রাণ ॥
পূর্ব্বে পূর্ব্ব প্রলয়েতে করেছ যেমন।
সৃজেছ আমারে প্রভু সৃষ্টির কারণ ॥
সেইরূপ এবারেতে করি তব স্তব।
দাও মোরে পূর্ব্বমত সৃজন বৈভব ॥
দাও মোরে সৃষ্টি জ্ঞান ওহে ভগবান।
যথা বলে করিলাম তব অনুমান ॥
ও চরণে এই ভিক্ষা ওহে ভগবান।
মায়াতে যেন না মজি পেয়ে সৃষ্টিজ্ঞান ॥
ভক্তজনে তুমি দেব কর বরদান।
ভক্তিযোগে তোমা প্রাণ করিনু প্রদান ॥
কত কার্য্য কর তুমি হ'য়ে অবতার।
কিছুতে আসক্ত নও সদা নির্ব্বিকার ॥
রতিশক্তি বলে লীলা কর অনুষ্ঠান।
মায়াতে আসিয়া তাই হও মায়াবান ॥
তোমারি বিজ্ঞানবলে ল'য়ে মায়াবল।
করিনু সৃজন পূর্ব্বে ভুবন সকল ॥

এই ভিক্ষা তব পদে শ্রীমধুসূদন।
চিত্ত যেন নাহি ভুলে তোমার চরণ ॥
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে যেন সে বিষয়ে।
মজিয়া না করি পাপ মায়ার আশ্রয়ে ॥
এই বর কর প্রভু এ অধীনে দান।
সঁপিলাম ও চরণে কায় মন প্রাণ ॥
কিরূপে হেরিনু তোমা ওহে বিশ্বপতি।
একার্ণবে শুয়ে আছ অবিশ্রান্ত মতি ॥
নাগ-শয্যা তব লাগি রহে বিশোভন।
যে অনন্ত শক্তিপরে তোমার শয়ন ॥
এমন রূপের মাঝে নাভির কমল।
উদ্ভূত হ'য়েছি তাহে হ'য়ে স্বল্পবল ॥
এইরূপে তুমি দেব গোলোক-ঈশ্বর।
বেদবাক্যে তব স্তব করিনু বিস্তর ॥
যা কহিনু তব কৃপা সর্ব্ব সারাৎসার।
বিলোপ না হয় যেন এ ভিক্ষা আমার ॥
এই বাক্য বুঝি নরে পাবে তব জ্ঞান।
পাপ তাপ দূরে যাবে হবে পুণ্যবান ॥
যত ছিল জ্ঞান মম করিনু স্তবন।
গাত্রোত্থান ভগবান করহ এখন ॥
ত্যজহ অনন্ত-শয্যা মিলহ নয়ন।
হাসি-মাখা মুখখানি করিব দর্শন ॥
কত স্নেহ তব হৃদে দেখি একবার।
করুণা সাগর তুমি ভুবন আধার ॥
যে স্বরেতে মাখা মধু ভুলাতে ভুবন।
কর দেব সেই স্বরে মোরে সম্ভাষণ ॥
শুনিয়া মধুর বাণী জুড়াক হৃদয়।
দূরে যাক্ যত কিছু কালগত ভয় ॥
তপস্যা ও বিদ্যাবলে বৈরাগ্য আশ্রয়ে।
স্তবিলেন পিতামহ পিতা মহাশয়ে ॥
যা কহেন পিতা তাঁর শ্রীমধুসূদন।
শুনিয়ে করেন প্রেমে মৌনাবলম্বন ॥
প্রজাপতি মুখে শুনি হেন আরাধন।
জাগিলেন বিশ্বপতি প্রভু নারায়ণ ॥

মৌন হেরি পিতামহ বুঝিলেন মনে।
ভীত হয়েছেন ব্রহ্মা প্রলয় দর্শনে ॥
সৃষ্টির বিজ্ঞান লাগি বিষাদিত মতি।
তুষিতে পুত্রেরে বিভু করেন আরতি ॥
হাসিমুখে গম্ভীরেতে কহেন বচন।
শান্তি-পূর্ণ করিলেন বিষাদিত মন ॥
সাদরে ডাকিয়া ব্রহ্মে প্রভু নারায়ণ।
কহিলেন একে একে বিজ্ঞান বচন ॥
উপেন্দ্র রচিত গীত ভাগবত সার ॥
বেদার্থ সঙ্গত ভাব পুণ্যের আধার ॥

ইতি সৃষ্টি বিষয়ক স্তব সমাপ্ত।

ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
ভগবান উপদেশ করহ শ্রবণ ॥
যেই ভাবে শুকদেব পাণ্ডুবংশধরে।
কহেন জ্ঞানের কথা গল্পের ভিতরে ॥
কতক্ষণে শুকদেব কহেন রাজনে।
ব্রহ্ম উপদেশ রাজা শুন এক মনে ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন আনন্দিত মতি।
ভগবান উপদেশ বিধাতার প্রতি ॥
ব্রহ্মার স্তবন শুনি সেই হৃষীকেশ।
আনন্দিত অন্তরেতে কহেন বিশেষ ॥
হ'লেম সন্তুষ্ট স্তবে কমল আসন।
শুন এবে যাহা বলি স্থির করি মন ॥
কি ভয় তোমার বৎস স্তব্ধ কি কারণ।
পিতার সমীপে পুত্র বিষণ্ণ বদন ॥
ভয় দূর কর বৎস শান্তি লও মনে।
মম পাশে আসি ভয় কিসের কারণে ॥
দূর কর মনোভয় সহাস্য বদনে।
হাস দেখি, দেখ দেখি প্রফুল্ল নয়নে ॥
যে আশ করেছ মনে পূর্ণ হবে আশ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মিটাতে প্রয়াস ॥
সৃজনের কর চেষ্টা হইবে সফল।
রাখিয়াছি সাধনাতে তার ফলাফল ॥
পুনর্ব্বার কর তপ আপন মানসে।
মম তত্ত্ব লাভ তবে হইবে হরষে ॥
তপে সিদ্ধ হ'লে বহু পাবে তত্ত্বজ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'লে পাবে সৃষ্টিজ্ঞান ॥
এই যে যতেক লোক আছয়ে কল্পিত।
মোহাবৃত সর্ব্বত্রই জানিও বিহিত ॥
সকলি আপন দেহে দেহ ছাড়া নয়।
দেহ ছাড়া কোন বস্তু জগতে না রয় ॥
আত্মজ্ঞান যবে তুমি করিবে ধারণ।
তখনি পাইবে এই তত্ত্বের লক্ষণ ॥
আপনার অঙ্গে পাবে দেখিতে ভুবন।
হৃদয় আধারে বৎস সর্ব্ব সুশোভন ॥
ভক্তিযোগে এক মনে কর দরশন।
ভুবন ব্যাপিয়া আছে আমাতে ভুবন ॥
আমা ছাড়া কোন স্থানে কোন প্রাণী নাই।
সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মা দেখিবে গোঁসাই ॥
হেন শক্তি যবে ব্রহ্মা হইবে তোমার।
দেখিবে ভুবন যত ভিতরে তোমার ॥
একটি উপায় শুন কমল আসন।
যাহাতে জগত ভ্রম হবে নিবারণ ॥
শুষ্ক কাষ্ঠে যথা অগ্নি রহে সুপ্রকাশ।
সর্ব্বভূতে সেইরূপ আমার প্রকাশ ॥
এই ভাবে যেইজন ভাবিবে আমায়।
অজ্ঞান সম্ভূত মোহ তাহে দূরে যায় ॥
বাসনা ইন্দ্রিয়গুণে ভূতের সংযোগ।
তাহাতেই ত্বং শব্দ হয় উপভোগ ॥
তাহারে জীবাত্মা কন শুনরে বাছনি।
তৎনামে তায় শ্রেষ্ঠ আত্মা নাম গণি ॥
কর্ত্তা মন ত্বং লয়ে তত্ত্বেরে মিলায়।
অভেদ আমার সহ জ্ঞানেতে বুঝায় ॥
সেইজন মম জ্ঞান পায় পদ্মাসন।
সদা মুক্ত হয় ব্রহ্মা সেই সাধুজন ॥

হে ব্রহ্মা বুঝহ মনে আপন বিচারে।
হেন প্রজা সৃষ্টি তুমি কর কি প্রকারে॥
ভীষণ ব্যাপার ইহা নাহি তবু ভয়।
মম অনুগ্রহ তব সুসাধ্য নিশ্চয়॥
সে কারণে এই কার্য্যে নহে সকাতর।
সৃষ্টির কারণে ব্যাপ্ত থাক নিরন্তর॥
সকলের আগে তুমি হ'লে ঋষিজন।
রজোগুণে নহে তব বিচলিত মন॥
যে বাসনা তব মনে হয়েছে উদয়।
প্রজার সৃজন লাগি কাতর হৃদয়॥
সেই হেতু পাপ পথে নহে তব গতি।
নিরুদ্ধ রহিবে তব মন মোর প্রতি॥
যে ভাবেতে তুমি ব্রহ্মা হও অধিষ্ঠান।
ভেদ বুদ্ধি তব হৃদে না পাইবে স্থান॥
ইন্দ্রিয় ভূতাদি সহ আমার সংযোগ।
নাই ইহা জানিয়াছ সাধি জ্ঞানযোগ॥
রজোগুণে বদ্ধ যারা জেনো সুনিশ্চয়।
তাহাদের আত্মজ্ঞান নাহি উপজয়॥
হেন ভাবে তুমি স্থির বুঝিলাম মনে।
এক্ষণে আমারে বুঝ জ্ঞান প্রণিধানে॥
পূর্ব্বে তুমি একার্ণবে হইলে উদ্ভব।
চতুর্দ্দিকে শূন্যময় কর অনুভব॥
পরে পদ্মনালে হেরি ছিদ্রের আকার।
হেরিতে আমারে যাও তাহার মাঝার॥
সেই পদ্মমূলে গিয়া লভি অধিষ্ঠান।
হইল তোমার মনে সংশয়ের স্থান॥
কোথা হ'তে এই পদ্ম এ হেন সংশয়।
অকস্মাৎ তব মনে হইল উদয়॥
দূরিবারে সে সংশয় কমল আসন।
হেনরূপে আমি তোমা দিনু দরশন॥
যেরূপ করিলে স্তব হে চতুরানন।
তাহাই স্বরূপ মোর জ্ঞান নিরূপণ॥
যে ভাবে করিলে স্তব জ্ঞানের প্রভাবে।
যে ভাবে রাখিলে মন তপের প্রভাবে॥
মম অনুগ্রহ সব জেনো তুমি মনে।
হৃদয়ে তোমার আমি দিনু দরশনে॥
হে বিধাতা কহি তোমা আর সে বচন।
নির্গুণ প্রথমে মোরে করি নির্ব্বাচন॥
ভুবনের সৃষ্টি লাগি ভাবিলে সগুণ।
ইহাতেই বুঝিলাম তুমি যে নিপুণ॥
ধন্য তব জ্ঞান আমি হইনু সন্তোষ।
মঙ্গল হউক তব হও পরিতোষ॥
এই ভাবে অনুক্ষণ যেই মহাজন।
তব কৃত স্তোত্রে মোর করে আরাধন॥
উপাসনা সিদ্ধি তাঁর হইবে নিশ্চয়।
আমার প্রসাদে তিনি হবেন নির্ভয়॥
হেন স্তবে যেই ফল চাহিবে যে জন।
সর্ব্ব বর দিব তারে যাহা তার মন॥
তব যজ্ঞ ব্রত আর সমাধি নিচয়।
মানব নিষ্কাম সিদ্ধি যাহে লাভ হয়॥
প্রিয়কর সমুদয় জেনো হে ব্রহ্মন।
বেদে বা বিধানে গায় তত্ত্ববিদ্‌গণ॥
যত আত্মাময় জীব জগতে প্রকাশ।
সকলেরি আত্মা আমি বুঝাও আভাস॥
সকলেরি যত প্রিয় আছে যত্নধন।
সকলেরি প্রিয় আমি করিবে মনন॥
সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম মোরে করিও ব্রহ্মন্।
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ তব হবে সেইক্ষণ॥
সর্ব্ব বেদময় তুমি আত্মযোনি হও।
সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ তব মনে বুঝে লও॥
প্রলয়ের পূর্ব্বে যথা ছিল এ সংসার।
সেইরূপ প্রজাগণ কর্ম্মের বিচার॥
বিধান করহ সব করহ সৃজন।
মম আজ্ঞামতে দেব কমল আসন॥
এত বলি অন্তর্হিত হন ভগবান।
যোগ মগ্ন হ'য়ে ব্রহ্মা মুদেন নয়ন॥
এতক্ষণে মৈত্রেয়ের সমাপ্ত বচন।
বিদুর আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রবণ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
ভগবান অনুভব বচন ব্রহ্মার॥

ইতি ভগবানের উপদেশ সমাপ্ত।

মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ।

সূত কহে শৌনকেরে করিয়া বিনয়।
মৈত্রেয় মীমাংসা শুন মুনি মহাশয়॥
শুনি উপদেশ তাঁর ব্রহ্ম নিরূপণ।
যে ভাবে করেন ব্রহ্মা তাঁহার চিন্তন॥
বিদুর কহেন তবে মৈত্রেয়ের প্রতি।
শুন ঋষিবর এবে যাহা হয় মতি॥
শুনিয়াছি পুরাকালে গুরুজন মুখে।
স্মৃতিপথে আছে তাহা বিদ্যাবিধি সুখে॥
ব্রহ্মারে সৃজন আজ্ঞা দিয়া ভগবান।
অন্তর্হিত হইলেন সাধিতে কল্যাণ॥
লভিয়া সৃজন শক্তি বিধি গুণমণি।
সৃজেন বিবিধ প্রাণী নানামতে গণি॥
অবশেষে সৃজিলেন মানবীর দল।
কিবা শোভা জগতের না জানি কৌশল॥
এ সকল কথা দেব শুনেছি শ্রবণে।
কোন প্রজা বহুবিধ নাহি জানি মনে॥
দয়া করি হে মৈত্রেয় বলহ আমায়।
শুনিলে সংশয় মোর ছিন্ন হয়ে যায়॥
এত শুনি সে মৈত্রেয় হরষিত মন।
উত্তর করেন শুন প্রশ্নের বচন॥
এক এক প্রশ্ন ভাব ভাবিয়া হৃদয়ে।
কহেন মৈত্রেয় ক্রমে আনন্দিত হ'য়ে॥
শুনহে বিদুর বৎস কহিব তোমায়।
অতি অপরূপ কথা সৃষ্টি হয় যায়॥
অন্তর্দ্ধান কালে সেই বিভু ভগবান।
ব্রহ্মা পাইলেন আজ্ঞা বিষ্ণু সন্নিধান॥
মহাবিষ্ণু পরমাত্মা পরম রতন।
জীবাত্মা তাহাতে দেব কমল আসন॥
পরমাত্মায় মিলাইয়া আপন জীবন।
শতবর্ষ তপে মগ্ন কমল আসন॥
দেবমানে শত বর্ষ মানবের নয়।
এত দিন তপ ব্রহ্মা করেন নিশ্চয়॥
ভীষণ প্রলয় বায়ু ঘোর ঘূর্ণ্যমান।
প্রলয় তরঙ্গ তাহে সুমেরু সমান॥
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বিরূপ আকার।
মৃত্যুকালে দেখে জীব হেরে অন্ধকার॥
এমন প্রলয়ার্ণবে ভাসিছে কমল।
তাহাতে বসিয়া বিধি তপেন কেবল॥
তপের শেষেতে যবে মেলেন নয়ন।
হেরেন আকাশ ব্যাপি আপন আসন॥
এমন অদ্ভুত হেরি চতুর আনন।
ভাবিলেন এই মাত্র স্থান নিরূপণ॥
একে তপস্যায় বলি অতীব বিজ্ঞানী।
বিদ্যাশক্তি মহাপ্রভু তাঁহাতে আপনি॥
প্রলয়ের বায়ু হ'তে পদ্মের রক্ষণে।
চেষ্টা করিলেন আগে স্থির করি মনে॥
মনে মনে অনুমানি সেই প্রজাপতি।
বিজ্ঞানের বলে দৃঢ় করি নিজ মতি॥
উদধির সহ পান করেন পবন।
উদধি বিলয়ে বায়ু কাঁপে অনুক্ষণ॥
উদধি শুকায়ে গেল বায়ু হ'ল স্থির।
একমাত্র পদ্মোপরি রহে বিধি ধীর॥
পদ্মেরে হেরিয়া ব্রহ্মা ভাবেন আপনে।
পদ্ম নয় ইহা রয় বিলীন ভুবনে॥
বিলীন ভুবন তিন এই পদ্মে হয়।
ইহা হ'তে উহাদের সৃজন নিশ্চয়॥
এত ভাবি বিধি তবে করি মন স্থির।
মধ্যনালে ঢুকালেন আপন শরীর॥
নিজ দেহ মধ্যনালে করায়ে প্রবেশ।
তিন খণ্ডে বিভাজিত করি অবশেষ॥
তিন খণ্ডে ত্রিভুবন গঠিলেন ধাতা।
ত্রিভুবন চতুর্দ্দশ রাখেন নির্ম্মিতা॥

এমন বৃহৎ পদ্ম না দেখি কখন।
এক পদ্মে তিনলোক দ্বিসপ্ত ভুবন॥
প্রত্যেক ভুবনে রয় অসংখ্যক লোক।
অনন্ত গণিতে তাহা রহে পদ্মলোক॥
এত শুনি কহিলেন মৈত্রেয় সুস্থির।
শুনিলে বিদুর এবে লোক সৃষ্টি ধীর॥
কি লাগি অগ্রেতে লোক সৃজিত হইল।
না জান কারণ তার এই স্থির হ'ল॥
তিন লোক নাম মাত্র হয় ভোগ স্থান।
এই স্থানে জনমিয়া লভিবেক ত্রাণ॥
কার্য্য-কর্ম্ম ক্ষেত্ররূপী এই ত্রিভুবন।
নিষ্কাম কর্ম্মের ফল শ্রীমধুসূদন॥
কার্য্য-কর্ম্ম ভাল মন্দ যত ফল হবে।
নিয়মেতে ত্রিভুবন জীবে স্থান পাবে॥
সকাম কর্ম্মের ফল শ্রীমধুসূদন।
দেন জীবে স্বর্গভোগ যেমন সাধন॥
এত শুনি বিদুরের হয় হৃষ্টমন।
সন্তুষ্ট হয়েন শুনি সৃষ্টি বিবরণ॥
আর এক কথা জিজ্ঞাসেন লোকহিত।
মৈত্রেয় শুনেন তাহা হ'য়ে অবহিত॥
বিদুর কহেন নমি মৈত্রেয় চরণে।
আর এক প্রশ্ন বিভু আছে মম মনে॥
পূর্ব্বেতে যে ভাবে প্রভু কহিলে আখ্যান।
কালাখ্য শক্তিরে তাহা দিলেন বিধান॥
অনন্ত স্বরূপ হরি রন বিদ্যমান।
কাল একরূপ তাঁর জ্ঞানের প্রমাণ॥
কিরূপে সে কাল হয় কিবা কার্য্য তার।
কেমনে বুঝিব তাহা কিবা চমৎকার॥
এ প্রশ্ন শুনিয়া হৃষ্ট মৈত্রেয় সুজন।
উত্তর করেন তিনি হরষিত মন॥
কারণাদি যবে ধরে মহত্তত্ত্ব নাম।
ভূতাদির সমবায়ে এই পরিণাম॥
যে শক্তি উহারে ল'য়ে রচেন ভুবন।
তাঁহারই নাম কাল জানহ সুজন॥

মহিমা বিশেষরূপ কালের বাছনি।
নহি তার পরিণাম বুঝ গুণমণি॥
অমর পুরুষ সেই রম্য ক্রিয়াবান।
শ্রীহরির একরূপ ইহার বিধান॥
লইয়া আপন আত্মা সেই ভগবান।
কালের অধীন তারে করেন প্রদান॥
অপরূপ লীলা ইহা কালের কারণ।
সে অবধি আত্মা হন কালেতে শাসন॥
বৈষম্য মায়াতে বিশ্ব হইল সংহার।
রহিল অব্যক্ত ভাবে বিশ্বের আকার॥
তন্মাত্র তাহার নাম কারণেতে লয়।
নিরুপাধিরূপ তাহা দৃষ্ট নাহি হয়॥
কালেই অব্যক্ত ভাব করয়ে প্রকাশ।
আবার তাহাতে লয় জ্ঞানের আভাস॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব র'য়েছে যেমন।
পূর্ব্বেও অব্যক্ত ভাবে আছিল তেমন॥
ভবিষ্যতে এই ভাবে থাকি এ ভুবন।
অব্যক্ত ও অভিব্যক্ত বিভিন্ন দর্শন॥
দুই ভাবে এই সৃষ্টি হ'তেছে সৃজন।
প্রকৃতি বিকৃতি ভাব জেনো বিচক্ষণ॥
প্রকৃতি বিকৃতি ভেদে নববিধ হয়।
প্রকৃতির ভেদ হয় ছগুণ নিশ্চয়॥
বিকৃতির সৃষ্টি ভেদ হয় তিন গুণ।
এই নববিধ সৃষ্টি মন দিয়া শুন॥
আর তিনগুণ রহে সৃষ্টির মাঝার।
প্রলয় প্রথম হয় পরে কালাধার॥
তৃতীয়েতে হয় সৃষ্টি গুণের অধীন।
অনুরূপ বুঝ বৎস বিদুর প্রবীণ॥
প্রকৃত সে হয় সৃষ্টি কহিনু পূরবে।
একে একে ভেদ তার কহি অনুভবে॥
যে ক্ষমতারূপে হয় এই অনুভব।
আত্মা হ'তে হরি ভিন্ন বৈষম্য বিভব॥
গুণের অধীন তাহা ভুবনে প্রকাশ।
সেই বস্তু প্রথমেতে সৃষ্টির আবাস॥

যাহা হ'তে অনুক্ষণ জ্ঞান দেখা যায় ।
যাহার প্রভাবে হয় ক্রিয়ার উদয় ॥
অহংতত্ত্ব কহে তারে জানে জ্ঞানীজন ।
তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বিদুর সুজন ॥
আকাশাদি পঞ্চভূত তন্মাত্র তাহার ।
শব্দ স্পর্শ নামে খ্যাত ভুবন মাঝার ॥
ইহারাই ভূতগণে করয়ে প্রকাশ ।
তৃতীয় সৃষ্টির এই দিলাম আভাস ॥
জ্ঞান পঞ্চভাগ রূপে হয়েন প্রকাশ ।
ইন্দ্রিয় যাহার তেজে হয় সুপ্রকাশ ॥
হেন সূক্ষ্মতম সৃষ্টি করিলে বিচার ।
চতুর্থ সৃষ্টির তত্ত্ব হয় সুপ্রচার ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যত দেবগণ ।
আর যাহে সৃষ্ট হন সর্ব্ব কর্ত্তা মন ॥
বিচার করিলে মনে ভাবি সারাৎসার ।
পঞ্চম সৃজন ইহা বুদ্ধির বিচার ॥
যত রূপ অবতার ভুবনে আছয় ।
যত ভাবে অবিদ্যা এ জগতেতে রয় ॥
সকলি অষ্টম সৃষ্টি জেনো হে সুজন ।
এইত প্রাকৃত সৃষ্টি করিনু বর্ণন ॥
প্রাকৃত সৃষ্টির কথা বিদুর সুমতি ।
শুনিলে তো একে একে হয়ে হৃষ্টমতি ॥
বৈকৃত সৃষ্টির কিছু কর অবধান ।
মহত্তত্ত্ব বিকারেতে যাহার বিধান ॥
ইহাই বৈকৃত সৃষ্টি এই বিধি লীলা ।
অধোক্ষজে রাখি মন রচিলেন খেলা ॥
স্থাবর নামেতে বস্তু প্রকাশ ভুবনে ।
ছয় ভাগে বিরাজিত জ্ঞাত সর্ব্বজনে ॥
বনস্পতি এক হয় ঔষধি দ্বিতীয় ।
চতুর্থেতে ত্বকসার লতাতে তৃতীয় ॥
বীরুধ পঞ্চম হয় দ্রুম রূপে ছয় ।
ইহাই স্থাবর সৃষ্টি জানহ নিশ্চয় ॥
ঊর্দ্ধ-স্রোতঃ নাম লয় যতেক স্থাবর ।
তাহার ঊর্দ্ধেতে ল'য়ে রাখে কলেবর ॥

মনুষ্যের সম নহে চৈতন্য প্রকাশ ।
অন্তরে চৈতন্য রহে বুঝহ আভাস ॥
অন্তরেতে স্পর্শশক্তি রহে বিদ্যমান ।
বাহ্যে কভু ইহাদের নাহি কোন জ্ঞান ॥
নাহি কোন পরিমাণ রহে একরূপ ।
সেই হেতু স্থাবরেতে হয় নানা রূপ ॥
তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লভি জীবগণ ।
তির্য্যক্ লইয়া নাম অষ্টমে গণন ॥
অষ্টমে তির্য্যক্ শক্তি আটাশ প্রকার ।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিভিন্ন আকার ॥
সততই আহারেতে উন্মত্ত সকলে ।
আহারে হইলে তুষ্ট রহে সুকৌশলে ॥
একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় এদের প্রবল ।
তাহার সাহায্যে খাদ্য লয় অবিকল ॥
নাহি হেন কোন বুদ্ধি করিতে উদ্দেশ ।
নাহিক কাহার প্রতি কোনও সন্দেশ ॥
ঐ শ্রেণী গরু হয় আর ছাগ মেষ ।
মহিষ ও অজা আর মৃগাদি বিশেষ ॥
কেহ খর কেহ অশ্ব কেহ অশ্বতর ।
কেহ বা শরভ আর কেহ বা চামর ॥
উহাদের মধ্যে কার' রহে এক ক্ষুর ।
কত নামে কত প্রাণী কহিতে প্রচুর ॥
কোন পঞ্চ নখ ক্রমে মধ্যেতে গণন ।
বিদুর তোমারে বলি করহ শ্রবণ ॥
কুক্কুর শৃগাল বৃক ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার ।
শশক শজারু সিংহ বানর আকার ॥
হস্তী কূর্ম্ম গাধা আর যতেক মকর ।
কঙ্ক গৃধ্র বক শ্যেন কুক্কুট প্রখর ॥
ময়ূর সারস হংস যত চক্রবাক ।
উলূকাদি যত পাখী আর যত কাক ॥
এইতো তির্য্যক্‌সৃষ্টি করিনু প্রকাশ ।
অষ্টম গণনে সৃষ্টি বুঝিও আভাস ॥
ইচ্ছামত যেই প্রাণী করয়ে আহার ।
মনুষ্য তাহার নাম নবম প্রকার ॥

নবম বিকারে সৃষ্টি হইল মানব।
অতীব আশ্চর্য্য কথা শাস্ত্রেতে উদ্ভব॥
একবিধ সৃষ্টি যদি হইল মানব।
গুণ ভেদে দুই ভাগে রজঃ তমোদ্ভব॥
যেমন জন্মায়ে ল'য়ে রজোগুণাধিক।
তাহাতে ভূতাংশ মিলি থাকে সমধিক॥
নিয়তই কর্ম্মপর হয় সেই জন।
ক্ষণমাত্র কর্ম্মহীন নহেতো কখন॥
যে জন জন্মায় ল'য়ে তমো গুণাধিক।
তাহাতে ভূতাংশ মিলি থাকে সমধিক॥
দুঃখ সুখ জ্ঞান তার সর্ব্বদাই হয়।
অসুর নামেতে খ্যাত সে জন নিশ্চয়॥
এই তিন মাত্র হয় সৃষ্টির বিকার।
বৈকৃতেই দেব সর্গ জানিলে প্রকার॥
প্রকৃতি সৃষ্টিতে আছে বসু দেবগণ।
তাহাদেরও স্বর্গ বলি করিবে গণন॥
ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা সেই দেবগণ।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠশালী তাদের গণন॥
সেই হেতু প্রাকৃতেতে তাহারা রহয়।
বৈকৃতে অপর দেব সর্গ আদি হয়॥
আর যে সৃষ্টি এক রহে বিদ্যমান।
সনকাদি মহাসৃষ্টি বলে জ্ঞানবান॥
প্রাকৃত বৈকৃত মিশ্র হয় এই সব।
সেই হেতু উভদৃষ্টি তাহাতে উদ্ভব॥
সনৎকুমার আদি ভাই চারিজন।
পরিচিত হন ভূমে ব্রহ্মার নন্দন॥
নরত্ব দেবত্ব উভ ইহাদের রয়।
দুই ধর্ম্মযুক্ত এঁরা শাস্ত্রে প্রকাশয়॥
অষ্টবিধ দেব সৃষ্টি বিকারে প্রকাশ।
শুনহ বিদুর তার কিঞ্চিৎ আভাস॥
বিবুর অসুর পিতৃ গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
ইহারাই চারি বেদ গণনে প্রখর॥
পঞ্চমে রাক্ষস যক্ষ গণনার সার।
বুঝহ আপনে বাছা করিয়া বিচার॥
ষষ্ঠে ভূত প্রেত আর পিশাচ চারণ।
সিদ্ধ আর বিদ্যাধর সপ্তম গণন॥
অশ্বমুখ কিম্পুরুষ অষ্টম বিধান।
এই আটজনে দেব কর অনুমান॥
আর দুই দেব সৃষ্টি পূর্ব্বে প্রকাশিনু।
সনৎকুমার নাম যাহারে কহিনু॥
ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা পূর্ব্বে পরিচয়।
একত্রেতে দশবিধ দেবের নিশ্চয়॥
কহিনু সৃষ্টির কথা করিয়া মীমাংসা।
শুনি ইহা মনে করি মিটিবেক আশা॥
অতঃপর কহি বাছা বংশ মন্বন্তর।
একচিত্তে শুন বৎস লাগায়ে অন্তর॥
এইরূপে সেই হরি প্রলয় শেষেতে।
গুণমাঝে গিয়া সৃষ্ট রন প্রকাশিতে॥
আপনে আপন দিয়া রচেন ভুবন।
অপরূপ হরিলীলা করহ শ্রবণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
অপরূপ লীলা কথা পবিত্র আধার॥

ইতি মৈত্রের মীমাংসা সমাপ্ত।

কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ।

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
কাল পরিমাণ কথা করি বিবরণ॥
অতীব আশ্চর্য্য কথা কাল পরিমাণ।
যেমতে কহেন শুক নৃপ বিদ্যমান॥
শুক পরীক্ষিতে কহে শুন মতিমান।
কালের বিভাগ কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
যেমতে মৈত্রেয় কয় বিদুর সকাশ।
কহিব সে কাল কথা তোমার সকাশ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
শুন বৎস কাল নাম অবহিত মনে॥
অতি অপরূপ কথা কাল পরিমাণ।
যাহাতে হ'তেছে সৃষ্টি প্রলয় বিধান॥

একে একে সেই কাল করিব গোচর
শুন বৎস এক মনে যেমত উত্তর ॥
এতেক মৈত্রেয় বলি করি সম্ভাষণ।
একে একে কহিলেন কাল বিভাজন ॥
করহ বিদুর মম বাক্য অবধান।
অবস্থা হইতে কাল বিশেষ বিজ্ঞান ॥
এই যে হেরিছ সৃষ্টি কর এরে ভোগ।
যত বুদ্ধি তুমি ধর যত অনুরাগ ॥
করিতে করিতে ভাগ হেন সূক্ষ্ম হয়।
যাহার বিভাগ আর হইবার নয় ॥
চরম পদার্থ তাহা জানিবে কারণ।
নাহি তার চিত্তবোধ নাহিক বেষ্টন ॥
অভিজাত বস্তু তাহা সবার কারণ।
না পায় দেখিতে তাহা মানব নয়ন ॥
কাহার সহিত তার নাহিক মিশ্রণ।
নাহি তাহে কোন কার্য্য হয় প্রকাশন ॥
সকলের রহে বৎস ! অবস্থা অন্তর।
সকলের কার্য্য রহে মায়ায় নির্ভর ॥
বস্তু মাত্র এ বিজ্ঞানে হয় সমাহিত।
তাহাই অনিত্য বস্তু বিজ্ঞানে বিদিত ॥
তাহাতে না হয় কোন অবস্থা আভাস।
তাহাতে না হয় কোন কার্য্যের প্রকাশ ॥
সৃজন প্রলয়ে যাহা সমান রহয়।
সদা নিত্য রহে তাহা নিত্যের সহায় ॥
তাহারেই নিত্য বস্তু জ্ঞানীজনে কয়।
পরমাণু নাম তাঁর জ্ঞানে বিচারয় ॥
পরমাণু সমষ্টিতে জগত সৃজয়।
কারণ রূপেতে তাহা সর্ব্বত্র আছয় ॥
যোগ না করিলে বুঝে হেন সাধ্য কার।
কত জীবে কত দেহ তাহার প্রচার ॥
যবে পরমাণু হয় কার্য্যেতে প্রকাশ।
কার সাধ্য সে ঐক্যের বুঝিবে আভাস ॥
সেই সৎবস্তু রহে বিজ্ঞান নিদান।
যাহার বিকার নাই সদা বিদ্যমান ॥

চরম অবস্থা তার পরমাণু নাম।
হেন অবস্থায় তাহা অদৃশ্য অনাম ॥
যবে পরমাণু হয় বহুতে মিলিত।
অবস্থা অন্তর তার হয় সুবিদিত ॥
স্বকার্য্য অবস্থা তার পরম মহান্।
সৎবস্তু এই ভাবে ভেদ বিদ্যমান ॥
পরমাণু হ'তে হয় পরম মহান্।
নাহি তায় কোন ভাব ঈশ্বর বিধান ॥
এ প্রপঞ্চ হ'তে হয় পরম মহান্।
সূক্ষ্মভাবে তাহাকেই পরমাণু জান ॥
এই কথা এই স্থানে শুন সাধুবর।
ইহাকে বুঝিলে হবে কালের গোচর ॥
বস্তুর অবস্থা হ'তে কালের বিচার।
সূক্ষ্মকাল পরমাণু নাম হয় তার ॥
স্থূলভেদে যথা নাম পরম মহান্।
কালের তাহাই নাম বুঝ জ্ঞানবান ॥
পূর্ব্বোক্ত উভয় বস্তু অব্যক্ত আছয়।
উহাতে থাকিয়া কাল অব্যক্ত বুঝায় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম কালভেদ নামের কারণ।
কহিলাম তব পক্ষে ওহে সাধুজন ॥
আর এক তত্ত্বকথা শুনহ বিদুর।
ইহাতে সংশয় তব হইবেক দূর ॥
শুনেছ অনেক শাস্ত্রে শ্রীহরি দর্শন।
অব্যক্ত ভাবেতে যথা রহেন সে জন ॥
কেমন অব্যক্ত ভাব করিব প্রকাশ।
শুনিয়া মিটাও তব হৃদয়ের আশ ॥
অব্যক্তই পরমাণু শাস্ত্রে সুপ্রকাশ।
তাহাতেই সেই বিভু হয়েন প্রকাশ ॥
অব্যক্ত প্রকাশ হ'লে ব্যক্তেতে গণন।
সে হেতু অব্যক্তে স্থিতি কহে জ্ঞানীজন।
অব্যক্ত যখন ব্যক্ত সংসার মাঝারে।
তার সহ সেই বিভু প্রকাশ্য সংসারে ॥
এইরূপ লীলা তাঁর মহালীলাময়।
অতীব আশ্চর্য্য কথা বিচারেতে হয় ॥

পরমাণু তাঁর নাম পরম মহান্।
পাইলেন আগে কাল অবস্থা বিধান ॥
পরমাণু যবে দুই একত্র মিলয়।
এক অণু এই নামে প্রকাশিত হয় ॥
ত্রসরেণু হয় তিন অণুর মিলনে।
দেখা যায় ঐ বস্তু মানব নয়নে ॥
অতিশয় লঘু ইহা উড়য়ে পবনে।
দেখা যায় ছিদ্র মধ্যে সূর্য্যের কিরণে ॥
এই ত্রসরেণু বোধ যেই কালে করে।
তিন গুণ হ'লে ত্রুটি নাম তাহা ধরে ॥
শতেক ত্রুটিতে কাল বেধ নাম পায়।
তিন বেধে এক লব কাল গণা যায় ॥
তিন লবে গণা হয় একই নিমেষ।
নিমেষ ত্রয়েতে ক্ষণ বিচারি বিশেষ ॥
পঞ্চক্ষণে এক কাষ্ঠা কালের বিচার।
পনের কাষ্ঠায় এক লঘু ব্যবহার ॥
পঞ্চদশ লঘু ক্রমে একত্রেতে গণি।
একই নাড়িকা হবে বুঝরে বাছনি ॥
যখন নাড়িকা দ্বয় হইবে মিলন।
মুহূর্ত্ত তাহার নাম জ্যোতিষ বচন ॥
সপ্ত নাড়িকার যবে হইবে মিলন।
মানুষের প্রহরেক কহে জ্ঞানীজন ॥
অপর হিসাব এক শুনহ বিদুর।
নাড়িকা সংশয় তাহে হইবেক দূর ॥
লয়ে ছয় পল তাম্র গঠিলে আকার।
যে পাত্র হইবে শুন তাহার বিচার ॥
চারি মাষা স্বর্ণে গঠি শলাকা সুন্দর।
প্রবেশিতে পারে হেন ছিদ্র পাত্রে কর ॥
শলাকা দীর্ঘেতে হবে অঙ্গুল চতুর।
তাহার সূক্ষ্ম ব্যাস ছিদ্র মধ্যে পূর ॥
ছ'পলে গঠিয়া পাত্র হেন ছিদ্র কর।
এক প্রস্থ জল ধরে তাহার ভিতর ॥
নিম্নেতে করিয়া ছিদ্র বসায়ে বারিতে।
দেখিবে বসিয়া বারি তাহাতে পূরিতে ॥
পাত্রটি পূরাতে কাল হবে যতক্ষণ।
নাড়িকা তাহারে বলে বিদুর সুজন ॥
নাড়িকার আর নাম দণ্ড বলি শুনি।
তাহাও আপন মনে বুঝিও বাছনি ॥
যাহারে প্রহর কয় যাম তারে কয়।
অষ্ট প্রহরেতে দিবা রাত্রি সুনিশ্চয় ॥
চারি প্রহরেতে দিবা চারিতে রজনী।
মর্ত্ত্যবাসী নরপক্ষে কাল হেন গণি ॥
দিবারাত্রি মিলি হয় এক অহোরাত্র।
দিবস বা দিন তাহে কহয় অন্যত্র ॥
পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষের বিচার।
দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ আছয়ে বিস্তার ॥
দুই পক্ষে এক মাস কালের গণনে।
পিতৃপক্ষে একদিন কহে সুধীজনে ॥
দুই মাসে এক ঋতু মানবের হয়।
জ্যোতিষের কথা ইহা সিদ্ধ সুনিশ্চয় ॥
ছয় মাসে হয় বৎস একটি অয়ন।
দক্ষিণ উত্তর দ্বয়ে তাহার গণন ॥
অয়ন দুয়েতে হয় ছয় ছয় মাস।
গণিয়া মানব পায় যোগে বারমাস ॥
দেবপক্ষে দিবারাত্র দুইটি অয়নে।
উত্তর দিবস রাত্রি দক্ষিণ অয়নে ॥
এই বারমাস নর বৎসর গণয়।
উহাতেই পরমায়ু ক্রমে স্থির হয় ॥
যে ভাবে কহিনু আমি বৎসর বর্ণন।
শতেক বৎসর তার মানব জীবন ॥
এমতে কহিনু বৎস কালের সন্ধান।
বুঝহ আপন মনে ইহার প্রমাণ।
আছে এক চক্র বৎস কালচক্র নাম।
তাহারে জ্যোতিষে কয় মহাঘোর ধাম ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়।
অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র আর ধ্রুবতারাচয় ॥
সকলেই কালচক্রে করিছে ভ্রমণ।
সকল উপরে হন কাল সুশোভন ॥

পরমাণু হ'তে ক্রমে স্থূল স্থূলতর।
কালচক্রে যত গ্রহ করিনু বিস্তার॥
ইহারে জগত বলি জ্ঞানীর গণন।
বৎসরে বৎসরে কাল করেন ভ্রমণ॥
ইহাতেই জানা যায় বৎসর বিশেষ।
তাহাতেই কাল জ্ঞান হয় সবিশেষ॥
পাঁচ ভাগে এ জগতে বিভক্ত বৎসর।
একে একে হে বিদুর অবধান কর॥
বৎসর একের নাম আর সম্বৎসর।
অপরের নাম হয় সে পরিবৎসর॥
ইদা অণু নামে হয় দুইটি বৎসর।
এইরূপে পঞ্চভেদ কহি সবিস্তার॥
এই যে হেরিছ সূর্য্য আপন নয়নে।
তেজোরূপী মহাভূত জ্ঞানীর গণনে॥
সবার প্রকাশ কর্ত্তা আপনি তপন।
সবার মনের ভ্রম করেন হরণ॥
শ্রমদূর করি তিনি সাক্ষীরূপী হ'য়ে।
জীবের মঙ্গল দেন অন্তরীক্ষে র'য়ে॥
তেজোবলে পরমায়ু করি তিনি হ্রাস।
জীবের বিষয়াসক্তি করেন নিরাশ॥
বিষয় আসক্তি নামে শক্তি অনুভব।
অপরূপ গুণ তাঁর মহা তেজোভব॥
নিবৃত্তি পক্ষের কর্ত্তা কহিনু তপন।
সকাম পুরুষ পক্ষে বুঝিও সুজন॥
যত যজ্ঞ যত কর্ম্ম করে জীবগণ।
গুণময় স্বর্গ দেন তাহারে তপন॥
তিনিই স্বর্গের ফল করেন বিস্তার।
তিনিই সংসারিগণে করেন নিস্তার॥
তাঁহা হ'তে মহাশক্তি কালে নাশ পায়।
কালই তাঁহার বলে জীবেরে খাটায়॥
আপন তেজেতে সেই কালাত্মা তপন।
কার্য্য বীজ অঙ্কুরিত করে জীবগণ॥
নানামনে নানা বস্তু কার্য্যান্বিত করি।
অন্তরীক্ষে রহিছেন আপনি বিহারি॥

তাঁহা হ'তে কালভেদে গণিত বৎসর।
সেই পরাৎপর দেবে নমস্কার কর॥
সকলে তাঁহার পূজা কর বিধিমতে।
হেন উপদেশ গ্রাহ্য করহ সুমতে॥
মৈত্রেয় বচন হেন শুনি ক্ষত্রমণি।
কহেন বিদুর জ্ঞানী বিচারী আপনি॥
ধন্য ধন্য হে মৈত্রেয় জ্ঞানের আধার।
কালের মীমাংসা কিছু বুঝিলাম সার॥
মহাভাগ্যবান বলি হেন গুরু পাই।
উত্তম উত্তম লভি হৃদয় জুড়াই॥
যেরূপ কহিলে দেব পূর্ব্বেতে বর্ণন।
তাহাতে বুঝিনু মাত্র এরূপ বচন॥
পিতৃলোক পরমায়ু দেব ও মানব।
যাহার যেমন আয়ু কালেতে সম্ভব॥
এক প্রশ্ন এই স্থানে হইল উদয়।
উত্তর করিয়া গুরো পূরাও সংশয়॥
পিতৃদেব সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়।
ভূর্ভুব স্বঃ লোকেতে সবে নিবসয়॥
এ তিন লোকের পরলোক মহঃজন।
তথায় করেন বাস যত শ্রেষ্ঠজন॥
এই কথা সর্ব্বদাই শাস্ত্র মাত্রে শুনি।
সম্যক বুঝিতে নারি কহ মহামুনি॥
কেমনে সে সব লোকে জ্ঞানীর গমন।
কহ মম সমীপেতে তাহার প্রমাণ॥
অনন্ত জ্ঞানের ধাম তুমি ভগবান।
যোগযুক্ত অন্তশ্চক্ষু তোমাতে বিধান॥
যোগবলে অন্তরেতে সকলি দেখিছ।
কালাত্মক ভগবানে তুমিই বুঝিছ॥
কর প্রভু আমার এ প্রশ্নের উত্তর।
ভগবান কাল যাহে হয়েন গোচর॥
বিদুরের কথা শুনি সে মৈত্রেয় মুনি।
হরষিত অন্তরেতে কহেন আপনি॥
তুষিয়া বিদুরে তবে সুমিষ্ট বচনে।
উত্তর করেন তবে প্রসন্ন আননে॥

শুনহ বিদুর বৎস হ'য়ে অবহিত।
যেমনেতে মন্বন্তর হয় সমাহিত ॥
তাহাতে জানিতে পারে পূর্ব্বের কথন।
কেমনে করেন স্থিতি জ্ঞানী মহাজন ॥
চারিযুগে এ সংসারে আছয়ে বিস্তার।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি নাম তার ॥
নর মাঝে সুগণিত যুগ চতুষ্টয়।
ইথে কাল পরিমাণ জ্ঞানীতে বুঝয় ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির গণন।
এই চারিযুগ হয় ভুবনে শোভন ॥
মানবের পক্ষে বিধি এই মত ধর।
অতঃপর দেব সংখ্যা শুন প্রাজ্ঞ বর ॥
মানবের চারিযুগ দ্বাদশ গণনে।
সহস্র গুণিত করি বুঝ মনে মনে ॥
যত গুণ হয় কাল গুনন বিধান।
দেব মানে এক যুগ তাহে কর জ্ঞান ॥
প্রত্যেক যুগের বিধি দুই দুই রহে।
মানব দেবের গণা ভিন্ন ভিন্ন কহে ॥
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ দেবমানে হয়।
মানুষের যত কাল আছে সুনিশ্চয় ॥
হাজার গণিতে চারি যত কাল হয়।
সত্য যুগ পরিমাণ মানবে নিশ্চয় ॥
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নামে দুই বিধি রয়।
তিনযুগে আদ্যে অন্তে প্রকাশিত হয় ॥
শতেরে গণিলে চারি হয় চারি শত।
কৃতের একৈক সন্ধ্যা জ্যোতিষের মত ॥
চারি দিয়া শতেরে গুণিলে চারি শত।
কৃতেরে সন্ধ্যাংশ হয় জ্যোতিষ সম্মত ॥
ত্রেতায় সহস্র তিন বৎসর গণন।
ত্রিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥
দ্বিসহস্র বৎসরেতে দ্বাপর গণন।
দ্বিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥
সহস্রেক পরিমাণ কলিযুগে হয়।
শতেক সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা সুনিশ্চয় ॥
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ মধ্যে যত কাল রয়।
জ্ঞানিগণে সেই কালে মহাযুগ কয় ॥
ঐ কাল মধ্যে যত ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থির।
ক'রেছেন স্মৃতিমত যতেক সুধীর ॥
একযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সুপ্রকাশ।
মানবে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
যুগ ভেদে এক পাদ ধর্ম্ম ক্ষয় পায়।
ইহাতেই ধর্ম্ম ন্যূন হয় পায় পায় ॥
বিদুর এতেক কথা করিলে শ্রবণ।
ইহাতে মানব দেব কাল বিজ্ঞাপন ॥
ব্রহ্মলোক কাল অংশ আছয়ে প্রকাশ।
শুন ক্ষত্রমণি তার দিতেছি আভাস ॥
তিন লোকে হেন বিধি রহে বিদ্যমান।
মনেতে বিচারি বুঝ বিদুর ধীমান ॥
ত্রিলোক বাহিরে বৎস আছে এক লোক।
জ্ঞানিগণ কহে তারে মহা মহর্ল্লোক ॥
তদূর্দ্ধে ক্রমেতে দেখা যায় ব্রহ্মলোক।
এইরূপে পূর্ণ হয় যতেক গোলোক ॥
মহঃজন তপঃ সত্য আর ব্রহ্মলোক।
কালের বিচারে হেন হয় এক ভোগ ॥
ভুবনের চারিযুগে যত কাল হয়।
তাহারেই এক যুগ দেবলোকে কয় ॥
তেমন সহস্র যুগে এক ব্রহ্ম দিন।
এইরূপে রজনীমান বুঝহ প্রবীণ ॥
এইরূপে প্রাজাপত্য কালের বিধান।
যথা দিবা তথা রাত্রি কর অনুমান ॥
যখন ব্রহ্মার দিন সৃজন তখন।
যখন রজনী তাঁর সৃষ্টির নিধন ॥
নিশায় আপনি ব্রহ্মা করেন শয়ন।
নিদ্রা ভঙ্গে সৃষ্টি কার্য্যে দেন তিনি মন ॥
যখন তাঁহার নিশা হয় অবসান।
তখনি আরম্ভ সৃষ্টি ব্রহ্মার বিধান ॥
ক্রমেতে যতই হয় দিবার প্রকাশ।
ততই সৃষ্টির ক্রিয়া হয় সুপ্রকাশ ॥

দিবাভাগে প্রজাপতি করেন পালন।
চতুর্দ্দশসংখ্য মনু ভুবনে রাজন॥
ভুবনে যতেক কালে এক যুগ হয়।
চারিযুগে এক যুগ মনুর নিশ্চয়॥
তথা একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর।
এক মনু রাজা রন পৃথিবী ভিতর॥
এইরূপে এক গিয়া পুনঃ আর হয়।
তাঁহার কালের সংখ্যা পূর্ব্বমত রয়॥
তাঁহার নিধনে পুনঃ নবমনু হয়।
তাঁহার রাজ্যের কাল পূর্ব্বের নিময়॥
এই ভাবে চতুর্দ্দশ মনু অধিপতি।
ভুবনে হয়েন রাজা ব্রহ্মার সন্ততি॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তাহাই ব্রহ্মার দিন শুন মহাশয়॥
আর এক কথা বলি শুনহ বিদুর।
প্রতি মন্বন্তরে জন্মে কত ঋষি সুর॥
কত বা সুরেশ আর গন্ধর্ব্ব গণন।
কত প্রজা কত রাজা না যায় কথন॥
মন্বন্তর সহ সব আপনি বিলীন।
এইতো শাস্ত্রের কথা শুনহ প্রবীণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
মন্বন্তর কাল ব্যাখ্যা অমৃত আধার॥

ইতি কাল ও মন্বন্তর কথা সমাপ্ত।

ব্রহ্মার সৃষ্টির সংক্ষেপ বিবরণ।

সূত কন শৌনকেরে শুন মুনিবর।
পুণ্য ভাগবত কথা কহিব বিস্তর॥
আহ্বানি কহেন শুক পাণ্ডুবংশধরে।
শুন রাজা পরীক্ষিত যাহা কহি পরে॥
এত বলি বিদুরে মৈত্রেয় ঋষিবর।
ব্রহ্মসৃষ্টি কথা কিছু করেন গোচর॥
শুন সেই কথা রাজা অতি চমৎকার।
শ্রীহরির গুণ কথা অতি পুণ্যাধার॥
মৈত্রেয় আহ্বানি তবে বিদুর সুধীরে।
কহিলেন মিষ্টভাষে আনন্দের ভরে॥
শুনহ বিদুর বৎস ব্রহ্মসৃষ্টি কথা।
শুনিলে ঘুচিবে তব সংসারের ব্যথা॥
যেমতে কহিনু ব্রহ্ম দিবস রজনী।
ঐ কালে যেই সৃষ্টি হয়রে বাছনি॥
সকলেই ব্রহ্মসৃষ্টি জ্ঞানীজনে কয়।
জগতে প্রজার সৃষ্টি এই কালে হয়॥
কি তির্য্যক্ কি মনুষ্য দেব পিতৃগণ।
সেই কালে কর্ম্মমতে হয়েন সৃজন॥
পূর্ব্ব কর্ম্মে যার যত হয় কর্ম্মফল।
সেইমত ইহলোকে জন্মায় সকল॥
বেদের বিধান ইহা ব্রহ্মার বচন।
কভু নহে মিথ্যা কর সন্দেহ ভঞ্জন॥
ঐ যে ব্রহ্মার সৃষ্টি কহিনু তোমায়।
ইহাতেই ভগবান আবির্ভূত হয়॥
সেই সৃষ্টি করিবারে পালন রক্ষণ।
মন্বাদি রূপেতে হরি হন প্রকাশন॥
মায়াময় রূপে হরি ভূমে অবতরি।
পালেন ব্রহ্মার প্রজা দিবা বিভাবরী॥
ইহাকেই অবতার শাস্ত্র মাঝে কয়।
শ্রীহরির সত্ত্বগুণ মন্বাদিতে রয়॥
তাহাতেই তাঁহাদের পুরুষ আকার।
প্রকাশিত হ'য়ে রাখে এ বিশ্ব সংসার॥
এইতো ব্রহ্মার সৃষ্টি করিনু ব্যাখ্যান।
ভগবান তাহে সদা রন বিদ্যমান॥
আপনিই সেই ব্রহ্মা করেন হরণ।
নিশায় নিশ্চেষ্ট হয়ে করিলে শয়ন॥
নিশা অবসান যবে হেরেন সম্মুখে।
তমোময় প্রজাপতি নিদ্রা যান সুখে॥
তমোগুণে স্ব বিক্রম করি প্রত্যাহৃত।
আপনাতে আত্মবল করেন রক্ষিত॥

এ সময় ত্রিলোকের জীব সমুদয়।
কাল বশে তাঁর দেহে প্রবেশ করয় ॥
একে একে সর্ব্ব বিশ্ব করিয়া হরণ।
নিজ দেহে রাখি ব্রহ্মা করেন শয়ন ॥
ক্রমে যত ব্রহ্মনিশা হয় সমাগত।
নিদ্রাঘোরে ব্রহ্মা স্থির শান্ত সুসম্মত ॥
আসিয়া রাক্ষসী নিশা গাঢ় তমোময়।
গ্রাস করে ত্রিলোকের জ্যোতি সমুদয় ॥
ঘোর অট্টহাসে যেন বিশ্ব করি গ্রাস।
প্রলয় আইসে সর্ব্ব জীব পায় ত্রাস ॥
চন্দ্র হয় জ্যোতিহীন নক্ষত্রের সহ।
চির অমাবস্যা নাহি গ্রহ উপগ্রহ ॥
সূর্য্য হয় তেজহীন নিশা আক্রমণে।
ভীষণ মেঘের ডাক সমুদ্র গর্জ্জনে ॥
সব একাকার হয় শূন্য তিনলোক।
একার্ণবে মগ্ন হয় সমুদ্র ত্রিলোক ॥
ভীষণ রাক্ষসী নিশা করি হেন কাজ।
ব্রহ্মারে সুষুপ্ত করি ধরেন সুসাজ ॥
হেরিয়া ভীষণ রূপ ব্রহ্মা গুণমণি।
সৃষ্টি কর্ম্ম বিস্মরণ হয়েন আপনি ॥
হেরিয়া প্রলয় কাল দেব নারায়ণ।
ধরেন আপন রূপ নামে সঙ্কর্ষণ ॥
ভীষণ সে রূপ হয় অগ্নিজালময়।
কোটী কোটী রবি যেন অঙ্গেতে শোভয় ॥
মুখেতে শোভয় যেন অর্ব্বুদ তপন।
ভীষণ কিরণজাল তাহে প্রকাশন ॥
প্রচণ্ড দাবাগ্নি যেন হইয়া প্রকাশ।
অবহেলে করে সর্ব্ব কানন গরাস ॥
লোমে লোমে কত সূর্য্য কত তেজ তার।
চণ্ড তেজে বিশ্ব দগ্ধ এ হেন বিচার ॥
এমন প্রলয় মুর্ত্তি দেব সঙ্কর্ষণ।
মুখাগ্নির দ্বারা বিশ্ব করেন দহন ॥
এইরূপে সেই অগ্নি দহিলে ভুবন।
আর তিনলোক প্রজা স্থাবর জঙ্গম ॥
তেজের প্রখর তাপে মহর্লোকবাসী।
ভৃগু আদি যত ঋষি সদা দুঃখে ভাসি ॥
মহর্লোক ত্যজি জনলোকে সবে যান।
বৈকুণ্ঠের সন্নিহিত পবিত্র সে স্থান ॥
প্রলয়ে সে স্থান কভু না হয় বিনাশ।
শ্রীহরির অনুচর তথায় নিবাস ॥
সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিতে দগ্ধ বিশ্বভার।
ভ্রমেতে সকলি হয় আপনি অসার ॥
পরে সব জলে ব্যাপ্ত হয় দিগ্‌দেশ।
ঘোর অন্ধকারে ব্যাপ্ত নাহি তার শেষ ॥
ক্রমেতে কল্পান্ত যেন করি মহাকোপ।
জলে ডুবাইয়া বিশ্ব করয়ে বিলোপ ॥
প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু্ করয়ে বিহার।
অতি বেগবান তাহা অতীব দুর্ব্বার ॥
বায়ু্ সন্তাড়নে কিম্বা সাগরের জল।
সুমেরু সমান ঢেউ গ্রাসে সর্ব্ব স্থল ॥
তাহাতেই ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হয়।
কারণ তাহার নাম ঋষিগণ কয় ॥
সেই কালে জলধি সলিলে নারায়ণ।
অনন্ত শয্যায় সুখে করেন শয়ন ॥
কিবা সে বিশ্রান্ত মূর্ত্তি বলিব কেমনে।
নিমিলিত নেত্রদ্বয় নিদ্রা সমাগমে ॥
সুন্দর বদনে যেন আঁখি দু'টি পাখা।
দু'টি মধুকর যেন পদ্মোপরি রাখা ॥
অনন্ত সহস্র ফণা তাহাতে শয়ন।
সহস্র মাণিক তাহে হয় সুশোভন ॥
শত শত চন্দ্রসম মণি দীপ্তিমান।
অপূর্ব্ব আলোক মাঝে শ্রীহরি শয়ান ॥
অতি অপরূপ শোভা ভাবহ বিদুর।
হৃদয়ে চিন্তিলে দুঃখ হয় সদা দূর ॥
প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু্ প্রবাহে আকুল।
উত্তাল তরঙ্গ মালা গর্জ্জিছে বিপুল ॥
তাহে ঘোর অন্ধকার প্রলয় সময়।
প্রলয় গর্জ্জন তাহে ক্ষণে ক্ষণে হয় ॥

যেন ক্রোধে সঙ্কর্ষণ করেন চীৎকার।
সেই ভয়ে যেন বিশ্ব হ'তেছে সংহার ॥
শত শত উল্কাপাত বিদ্যুতের জ্বালা।
শত শত বজ্রনাদ হুঙ্কারের মালা ॥
শত শত গ্রহপিণ্ড ঋাক অগণন।
সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিতে হ'তেছে দহন ॥
তাহার শব্দেতে ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণ।
বাসুকী তাহাতে ভীত বিষাদ-আনন ॥
এ হেন সময়ে হরি নিজ মায়া হরি।
বিশ্রামের লাগি যান অন্তর উপরি ॥
অনন্ত স্বদেহ-রূপ শয্যা বিরচিয়া।
শ্রীহরিরে তদুপরে রাখে শোয়াইয়া ॥
কিবা পুণ্যবান সেই নাগ অধিপতি।
আপনার অঙ্গে হরি রাখে দিবা রাতি ॥
সুন্দরী নাগের বধূ রূপে অতুলন।
শোভিত মস্তকে চারু কবরী বন্ধন ॥
কমল বরুণ আর কমল ভূষণ।
হস্তেতে সকলে করি চামর গ্রহণ ॥
রুনু ঝুনু রবে সবে করিছে ব্যজন।
কেহবা শ্রীহরি-পদ সেবে অনুক্ষণ ॥
ধন্য ধন্য নাগবধূ ধন্য সে জীবন।
ধন্য সে নাগের জন্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন ॥
তা না হ'লে হরি পদ সেবিবারে পায়।
ধরিয়া নশ্বর জন্ম বেষ্টিত মায়ায় ॥
হেন ভাবে হরি তবে করিলে শয়ান।
জনলোকে ভৃগু আদি করেন প্রস্থান ॥
সঙ্কর্ষণ তেজে তাঁরা হত বিশ্ব হরি।
ইচ্ছেন সকলে যেতে যথায় শ্রীহরি ॥
অনন্ত শয্যায় যবে শ্রীহরি-শয়ান।
জন লোকে থাকি ভৃগু আদি ঋষিগণ ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে তারা অনন্য অন্তরে।
নাগশয্যাশায়ী নারায়ণে স্তব করে ॥
এই যে কহিনু বৎস প্রলয় বিজ্ঞান।
ইহাতেই ব্রহ্মদিবা নিশি বিদ্যমান ॥
হেন দিবা নিশি মতে শতবর্ষ কাল।
ব্রহ্মার আয়ুর সংখ্যা গণে মহাবল ॥
ঐ আয়ু দুই ভাগে হয় বিভাজন।
পরার্দ্ধ উভয় নাম কহে বিজ্ঞগণ ॥
একই পরার্দ্ধ অন্তে হয় সুপ্রলয়।
প্রথম পরার্দ্ধ তাহে জ্ঞানীজনে কয় ॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধে পুনঃ সৃষ্টি বিরচন।
এইরূপে জগতের ধ্বংস ও গঠন ॥
প্রথম পরার্দ্ধ ধরে ব্রহ্মকল্প নাম।
মহাকল্প এই কাল সর্ব্ব শিরোধাম ॥
ইহাতে প্রকাশ ব্রহ্মা নামে শব্দময়।
জ্ঞানীজন বাক্য ইহা বুঝিও নিশ্চয় ॥
এই কল্প অবশেষে পদ্মকল্প হয়।
পদ্মকল্পে প্রজাপতি রূপে প্রকাশয় ॥
সেইকালে নারায়ণ নাভি সরোবরে।
ত্রিলোক সমান পদ্ম আপনি বিহরে ॥
তাহাতেই প্রকাশিত হন পদ্মাসন।
পদ্মকল্পে তাহে ব্রহ্মা নাম পদ্মাসন ॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মহা-কল্প আরম্ভন।
বরাহ তাহার নাম বেদে প্রকাশন ॥
এই কল্পে সেই হরি হইয়া শূকর।
উদ্ধার করেন মহী অতি সুখকর ॥
এই যে ব্রহ্মার সৃষ্টি অতি সুশোভন।
প্রথম পরার্দ্ধ তারে কহে মহাজন ॥
সেই কালে সৃষ্টি হয় প্রলয়ে বিলয়।
তাঁহারেই দ্বিপরার্দ্ধ জ্ঞানীজনে কয় ॥
এত সংখ্যা কাল নারায়ণের নিমেষ।
বুঝিতে এ হেন মায়া কার সাধ্য শেষ ॥
তাই বলি ঈশ্বরের কে বুঝে মহিমা।
কতকাল কোন ভাবে সে বিশ্বের সীমা ॥
এই বিশ্ব সৃষ্টি আর লয়রূপী কাল।
শুনিলে বারিত হয় মায়ার জঞ্জাল ॥
অণু হ'তে একে একে দ্বিপরার্দ্ধ গণি।
কত বল ধরে কাল নহে অনুমানি ॥

এমন প্রলয় কাল ব্রহ্মাণ্ড গরাসে।
দ্বিপরার্দ্ধ নামে জীবে কাঁপয়ে তরাসে॥
সেইকাল শ্রীহরিরে করিতে ধারণ।
কার সাধ্য বশীভূত করে নারায়ণ॥
কালের মাহাত্ম্য কত বর্ণিব কেমনে।
অতি বলবানে বাঁধে মায়ার বন্ধনে॥
এমন সুন্দর বিশ্ব ব্রহ্মসৃষ্টি হয়।
ইহাদের হরে সেই কাল মহাশয়॥
এক যুক্তি আছে মাত্র হরিকথা সার।
হরিরে না পারে কাল করিতে সংহার॥
যেই জীব হরি ত্যজি করে অভিমান।
আপনার দেহ গৃহ স্বজনের জ্ঞান॥
মায়া তার জ্ঞানচক্ষু করে আবরণ।
কালে তার আয়ুক্রমে করয়ে হরণ॥
হরির যেমত বল কিবা পরিমাণ।
কেমনে বিচার তার হইবে বিধান॥
যোগবলে যাহা সিদ্ধ বেদের বিহিত।
তাহাই বিদুর শুন ইহার নিশ্চিত॥
পঞ্চভূত, মহত্তত্ত্ব আর অহঙ্কার।
ইহাতেই ত্রিভুবনে দেখিতে বিকার॥
যোজন পঞ্চাশ কোটি উদরে বিস্তার।
তাহাতেই অণ্ডকোষ ব্রহ্মাণ্ড আকার॥
পৃথিবী হইতে গণি তত্ত্ব অহঙ্কার।
সাত আবরণে কোষ রহে অণ্ডাকার॥
ইহার বিস্তার হয় পূর্ব্বোক্ত যোজন।
ষোড়শ বিকার ইথে জীবের কারণ॥
আর এক আবরণ অসীম আছয়।
প্রকৃতি তাহার নাম অষ্টম যা হয়॥
প্রকৃতি সহিত ল'য়ে সপ্ত আবরণ।
গণিতে গণিতে হবে যতেক যোজন॥
তাহারে ব্রহ্মাণ্ড কয় বেদাদির মত।
শ্রীহরির লোমকূপে সে বস্তু শোভিত॥
এ হেন ব্রহ্মাণ্ড রহে পরমাণুরূপে।
কোটী কোটী গণনায় সেই বিশ্ব ভূপে॥
কোথায় সে কাল লাগে হরির নিকট।
হরির নিকটে নাহি কিছুই সঙ্কট॥
হেন ভাবে অনুমানি পণ্ডিত সুজন।
হরিরে কহেন সর্ব্ব করণ কারণ॥
সর্ব্ব বৃহত্তম তাই নাম সে ঈশ্বর।
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি নাম ব্রহ্মবর॥
অতএব হে বিদুর ভাব সেইজনে।
কালই মহিমা তাঁর জ্ঞানীর বচনে॥
ব্রহ্মসৃষ্টি সহ কাল ক'রেছি আখ্যান।
বুঝ বাছা মনে মনে ইহার বিধান॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
বিদুর মৈত্রেয় কথা করিয়া বিস্তার॥

ইতি ব্রহ্মসৃষ্টির সংক্ষেপ বিবরণ সমাপ্ত

অথ প্রজাসৃষ্টির বিবরণ।

সূত কহে শুন শুন শৌনিক সুজন।
পুণ্য ভাগবত-কথা করহ শ্রবণ॥
যে শুনিবে একমনে ভাগবত বাণী।
সুস্থির হইবে তার মায়াময় প্রাণী॥
শুক মুখামৃত সার অমৃত উপায়।
শুনিলে এ হেন শাস্ত্র জীবে মোক্ষ পায়॥
এত কহি বিদুরেরে মৈত্রেয় সুজন।
তুষিয়া কহেন পরে প্রজা বিবরণ॥
কেমনে হইল প্রজা বিশ্বে মায়াময়।
সেই কথা শুন এবে ঋষি মহাশয়॥
সেই কথা শুকদেব কহেন সাদরে।
সম্ভাষিয়া পরীক্ষিতে পাণ্ডুবংশধরে॥
শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন।
প্রজা সৃষ্টি কথা সার মৈত্রেয় বচন॥
মৈত্রেয় কহেন ডাকি বিদুর সুধীরে।
শুন বাছা প্রজা সৃষ্টি কহি অতঃপরে॥

কালের মহিমা তোমা করিনু কীর্ত্তন।
কেমনে হইল প্রজা করহ শ্রবণ ॥
প্রজাপতি লীলা-কথা অতি সুমধুর।
শুনিলে বৈরাগ্য বাড়ে পাপ হয় দূর ॥
সৃজেন ইচ্ছায় ব্রহ্মা নিজে ভগবান।
পাঁচটি প্রধান সৃষ্টি বেদের বিধান ॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র মহামোহ আর।
তম মোহ সহ পাঁচ করিয়া বিচার ॥
অবিদ্যা সৃষ্টিই এরে কহে বুধগণ।
মায়ার বন্ধন ইথে সংসার পীড়ন ॥
অতি পাপীয়সী সৃষ্টি এই কয় হয়।
হেরিয়া সৃষ্টিরে ব্রহ্মা দুঃখিত নিশ্চয় ॥
ত্যজি পাপীয়সী সৃষ্টি মায়ার উপর।
ভাবিলেন পদ্মাসন সর্ব্ব পরাৎপর ॥
বসিয়া আপন মনে স্থির করি চিত।
কিসে পুনঃ সৃষ্টি হবে ভাবেন বিহিত ॥
হেন মনে পূতভাবে ভাবি ভগবান।
সৃজেন পবিত্র প্রজা পবিত্র বিধান ॥
চারি পুত্র তাহে পান কমল-আসন।
ঊর্দ্ধরেতা মহামুনি যেন নারায়ণ ॥
সনক সনন্দ আর ঋষি সনাতন।
সনৎকুমার ভাই এই চারি জন ॥
সৃজন করেন সবে ব্রহ্ম সনাতন।
সৃজিয়া সুধান সবে করি সম্বোধন ॥
শুন শুন বাছা সব পবিত্র তনয়।
তোমাদের পিতা হই জানিহ নিশ্চয় ॥
সৃজিলাম তোমা সবে প্রজার কারণ।
তোমরা করহ সবে প্রজার বর্দ্ধন ॥
লহ মনোমত নারী যত ইচ্ছা হয়।
পুত্র লাগি কর যত্ন একাগ্র হৃদয় ॥
তাহ'লে বাড়িবে সৃষ্টি শোভিবে জগত।
অতি মনোরম ক্রিয়া ঈশ্বরের মত ॥
পিতৃমুখে হেন বাণী শুনি পুত্রগণ।
আশ্চর্য্য হইয়া মনে কহেন বচন ॥
কেন হেন আজ্ঞা পিতা করহ বিধান।
আমরা সকলে ঋষি নারায়ণে জ্ঞান ॥
নারায়ণ বিনা কিছু নাহি মনে আর।
কেমনে পালিব আজ্ঞা পিতাগো তোমার ॥
সংসার কাহাকে বলে মায়া বলে কারে।
জগৎ কাহাকে বলে নাহি জানি তারে ॥
একমাত্র হরি জানি জীবনের সার।
তাঁর পদ ত্যজি নারী সেবিব কি ছার ॥
তাই বলি হেন আজ্ঞা না কর জনক।
নারায়ণ বিনা বিশ্বে কে আছে রক্ষক ॥
নারায়ণ ছাড়ি মন কিসে দিব আর।
কাহার লাগিয়া প্রজা করিব বিস্তার ॥
নারিনু পালিতে আজ্ঞা প্রণাম চরণে।
চলিলাম সেবিবারে সেই নারায়ণে ॥
এত বলি চারি পুত্র প্রণমি পিতায়।
নারায়ণ নারায়ণ মুখে বলি ধায় ॥
অসীম সুন্দর চারি প্রফুল্ল নয়ন।
পুণ্যজ্যোতিঃ সর্ব্ব অঙ্গে পরম শোভন ॥
সর্ব্বদা সহাস্য মুখ প্রসন্ন অন্তর।
হরি হরি মুখে বলে চারিটি সোদর ॥
পুত্রগণ মুখে শুনি এ হেন বচন।
কাতর হয়েন ব্রহ্মা করেন সৃজন ॥
সৃজনের লাগি ব্রহ্মা করেন সন্তান।
শ্রীহরি স্মরণকালে তাই এ বিধান ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া জন্ম দেন তবে সূত।
তেঁই ব্রহ্মা পান হেন কুমার অদ্ভুত ॥
জন্ম মাত্রে হরি ভজি হরিকথা সার।
আপনি শ্রীহরি হন চারি অবতার ॥
পুত্রে উদাসীন হেরি চারি পদ্মাসন।
ক্রোধেতে দহেন যেন দাবানলে বন ॥
যত ইচ্ছা ক্রোধে দেব করেন সান্ত্বন।
তথাপি না হয় শান্ত হন ক্রুদ্ধ মন ॥
বুদ্ধির বলেতে ব্রহ্মা ক্রোধ শান্তি তরে।
করিলেন নানা চেষ্টা বিবিধ প্রকারে ॥

কোনমতে সেই ক্রোধ না হ'য়ে সাম্বন।
ভুরু হ'তে পুত্ররূপে হয় প্রকাশন ॥
অতি তেজোময় রূপ জনমে কুমার।
সুনীল বরণ মরি গগন আকার ॥
ক্রমে ক্রমে তেজে হন লোহিত বরণ।
সে নীল লোহিত তেঁই কহে সর্ব্বজন ॥
সকলের পূর্ব্বে জন্মি এ হেন কুমার।
ভব নামে অভিহিত জগত মাঝার ॥
জনমিয়া উন্মীলিত করিয়া নয়ন।
শূন্যময় হেরিলেন এ বিশ্ব ভুবন ॥
কুমার এ দৃশ্য হেরি করেন রোদন।
অতীব ভীষণ রূপ না যায় কথন ॥
কাঁদিয়া কুমার কন পিতা সম্ভাষিয়া।
কহ পিতঃ! কি করিব কোথায় থাকিয়া
কি নাম ধরিব আমি কহ পদ্মাসন।
কোথায় থাকিব আমি কর নিরূপণ ॥
কুমারের ক্রন্দনেতে মনে ব্যথা পাই।
তুষিলেন ব্রহ্মা তাঁরে নিকটেতে যাই ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য কমল আসন।
ক্রোড়ে করি করিলেন মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
না কাঁদ না কাঁদ বাছা কি ভয় তোমার।
দিব তব নাম ধাম জগত মাঝার ॥
সুরশ্রেষ্ঠ তুমি বৎস জন্ম ল'য়ে আগে।
উদ্বিগ্ন বালক সম কাঁদিতেছ রাগে ॥
সেই হেতু রুদ্র নাম হইল তোমার।
মহারুদ্র নামে হ'লে জগতে প্রচার ॥
সেবিবে সকলে তোমা মহাজন জানি।
বর্ণিতে নারিবে গুণ ভবে কোন প্রাণী ॥
স্থির হও তুমি বাছা শুন মোর বাণী।
যেরূপেতে তব স্থান মনে অনুমানি ॥
সুরশ্রেষ্ঠ তুমি হ'লে পাবে শ্রেষ্ঠ স্থান।
শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া তব রাখিব সম্মান ॥
শুন তবে বৎস শ্রেষ্ঠ আমার আশ্রম।
তদুপরি তব রাজ্য অনুমিত মম ॥
ইন্দ্রিয় হৃদয় আর আকাশ পবন।
অগ্নিজল পৃথ্বী আর চন্দ্রমা তপন ॥
এই দশ তপ সহ একাদশ হয়।
হে রুদ্র তোমার রাজ্য করিনু নির্ণয় ॥
তুমি অধিপতি এই একাদশ স্থানে।
দিলাম জগৎমাঝে এ হেন বিধানে ॥
এক্ষণে শুনহ তবে নামের বিচার।
জন্মিয়া ক্রন্দন কর লাগিয়া যাঁহার ॥
মরু মন্যু, মহিনস্ শিব এই চারি।
ভব কাল ঋতুধ্বজ মহান বিচারি ॥
বামদেব ধৃতব্রত উগ্ররেতা আর।
একাদশ নাম তব ধরার মাঝার ॥
একাদশ অংশে তুমি একাদশ স্থানে।
করহ বিরাজ দেব সৃষ্টি বিদ্যমানে ॥
একাদশ নামে শক্তি তোমাদের নারী।
তাদের মিলনে প্রজা সৃজহ বিচারি ॥
যেবা শক্তিচয় তব ভার্য্যা রূপা হবে।
একে একে শুন সব নাম করি এবে ॥
ঘৃতি অসিলোমা সর্পি ইরা ও রুদ্রাণী।
স্বধা দীক্ষা অম্বিকা ধী আর সে ভদ্রাণী ॥
নিযুৎ নামেতে শক্তি মিলে একাদশ।
এমতে থাকহ রুদ্র শক্তি রাজ্যে বশ ॥
একে একে একাদশে করিয়া বরণ।
সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি কর প্রকাশন ॥
সস্ত্রীক হইয়া নাম করিয়া গ্রহণ।
বহুতর প্রজা বৎস করহ সৃজন ॥
এত বলি পদ্মাসন হইলেন স্থির।
ক্রন্দন থামিয়া রুদ্র হয়েন সুস্থির ॥
নাম নারী রাজ্য লভি রুদ্র ভগবান।
পদ্মাসন হ'তে লভি সৃষ্টির বিধান ॥
চলিলেন নিজ স্থানে প্রজা সৃষ্টি তরে।
সত্ত্বাকৃতি ভাবনাতে আপন আকারে ॥
একে একে লয়ে শক্তি একাদশ স্থানে।
সত্ত্বেতে সৃজেন প্রজা সত্ত্বগুণ দানে ॥

রুদ্র হ'তে নাম লভি যত রুদ্রগণ।
ভীষণ তেজেতে বিশ্বে হন প্রকাশন॥
রুদ্র তেজ কারো অঙ্গ অগ্নিসম জ্বলে।
কাহারো নয়নজ্যোতিঃ দহিল সকলে॥
অসংখ্য অসংখ্য রুদ্র সৃষ্টি ভগবান।
রুদ্র প্রজা জগতেতে করেন বিধান॥
প্রত্যেকের তেজে বিশ্ব হয় ভস্মীভূত।
রুদ্র প্রজা হেরি বিশ্ব অতীব অদ্ভুত॥
সকলের তেজে যেন প্রলয় ভুবন।
প্রত্যেকের অঙ্গ যেন নবীন তপন॥
হেন রুদ্র প্রজা হেরি সেই প্রজাপতি।
শশঙ্কিত নেহারেন বিস্ময় মূরতি॥
কি ভীষণ সৃষ্ট হ'ল রুদ্র প্রজাগণ।
ভীষণ অঙ্গের তেজে দহিছে ভুবন॥
এ হেন বিপদ হেরি কমল আসন।
রুদ্রদেবে করিলেন তখনি স্মরণ॥
স্মরণ মাত্রেতে রুদ্র গেলেন ত্বরিত।
যথায় আছেন ব্রহ্মা কমলেতে স্থিত॥
জিজ্ঞাসেন প্রণমিয়া পিতার চরণ।
কি লাগি করেন পিতা মোরে আবাহন॥
রুদ্রেরে সমীপে হেরি তবে প্রজাপতি।
আশীর্ব্বাদ করি পুত্রে কহেন ভারতী॥
তুমি সুরোত্তম বাছা শুনহ বচন।
এ কি তেজবান প্রজা করিলে সৃজন॥
প্রত্যেকের অঙ্গে তব রুদ্রতেজ রয়।
একজন এক এক তপন নিশ্চয়॥
তাহাদের তেজে বিশ্ব হতেছে দাহন।
সে প্রজায় কিসে হবে মঙ্গল সাধন॥
কাহারো চক্ষের জ্যোতি জ্বলিছে সতত।
কাহারো অঙ্গের জ্যোতি জ্বলে অবিরত॥
জ্বলন্ত প্রজায় মোর নাহি প্রয়োজন।
কর বাছা এই প্রজা তুমি সংহরণ॥
হউক মঙ্গল তব আশীর্ব্বাদ করি।
ভাল প্রজা সৃষ্টি কর মনেতে বিচারি॥
যে উপায়ে রুদ্র প্রজা করিলে সৃজন।
সেরূপ তপস্যা কর হ'য়ে এক মন॥
সর্ব্বভূতে সুখাবহ তপ তুমি কর।
তবেতো উত্তম প্রজা পাবে রুদ্রবর॥
পূর্ব্বকালে যথা বিশ্বে ছিল প্রজাজন।
হেন সুখী প্রজা রুদ্র করহ সৃজন॥
তপস্যায় নাহি লাভ হেন বস্তু নাই।
তপস্যায় ভগবান সকলেতে পাই॥
তাই বলি তপস্যায় হইয়া নিরত।
বাসুদেব ভক্তি কর হ'য়ে একচিত॥
তাঁহার কৃপায় তব হবে সৃষ্টিজ্ঞান।
পাইবে উত্তম প্রজা সৃজন বিধান॥
সে বিধান বলে প্রজা করহ সৃজন।
এ বিধান মম পুত্র করিও স্মরণ॥
এত বলি প্রজাপতি হইলেন স্থির।
প্রণমি পিতার পদে যান রুদ্রবীর॥
পিতারে করিয়া রুদ্র সুখে প্রদক্ষিণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া যান ভক্তেতে প্রবীণ॥
পিতৃ অনুমতি মতে সেই রুদ্রবীর।
প্রবেশেন মহাবনে করি মন স্থির॥
তপস্যার লাগি বনে করিয়া আসন।
ভাবেন আপন মনে শ্রীমধুসূদন॥
পুত্রেরে বিদায় দিয়া তপে দিয়া মতি।
অন্য চেষ্টা করিলেন তবে প্রজাপতি॥
এ দিকেতে পিতামহ সৃষ্টির কারণ।
পুনর্ব্বার সৃষ্টি ইচ্ছা করেন মনন॥
মানস করিয়া সৃষ্টি ভাবি নারায়ণ।
করিলেন দশ পুত্র অঙ্গে উদ্ভাবন॥
দশাঙ্গ হইতে দশ জন্মায় সন্তান।
হৃষ্ট হইলেন ধাতা হেরি তেজবান॥
মহাঋষি কয়জনে শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়।
পিতার সম্মুখে যোড়করে সবে রয়॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
ক্রতু ভৃগু ও বশিষ্ঠ দক্ষ যোগাবহ॥

নারদ লয়েন নাম অপর সন্তান।
এইরূপে দশবিধ সন্তান বিধান ॥
প্রজাপতি দশ অঙ্গে দ্বিপঞ্চ কুমার।
কেমনে সৃজেন তাহা করহ বিচার ॥
এ কথা শুনিলে জ্ঞান হয় বিলক্ষণ।
শুনহ বিদুর বৎস আমার বচন ॥
এত বলি পরীক্ষিতে করি সম্বোধন।
শুক কন ব্রহ্মা সৃষ্ট সূত বিবরণ ॥
ব্রহ্মার উরুতে তবে জন্মেন নারদ।
ভগবান পরায়ণ ভক্তি বিশারদ ॥
অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মে দক্ষ প্রজাপতি।
অতি বলবান হন সৃষ্টি তরে মতি ॥
প্রাণ হ'তে জন্ম লন বশিষ্ঠ প্রধান।
ত্বক হ'তে ভৃগু ঋষি অতি জ্ঞানবান ॥
হস্ত হ'তে জন্মিলেন ক্রতু মহামতি।
নাভি হ'তে জন্ম লন পুলহ সন্ততি ॥
কর্ণ ছিদ্র হ'তে জন্মে পুলস্ত্য-নন্দন।
অঙ্গিরা লয়েন জন্ম হইতে বদন ॥
আঁখিদ্বয় হ'তে জন্মে অত্রি তপোধন।
মরীচি উৎপন্ন হন হ'তে ব্রহ্মা মন ॥
হইতে দক্ষিণ স্তন ধর্ম্ম মহামতি।
অধর্ম্মে পূর্ব্ব জন্ম জ্ঞানীর ভারতী ॥
নারায়ণ আসি ধর্ম্মে হন অবস্থিত।
সেই তেজে হয় এই সৃষ্টি প্রকাশিত ॥
অধর্ম্ম মৃত্যু জন্ম করেন গ্রহণ।
তাঁহা হ'তে সৃষ্টি যত কালেতে নিধন ॥
ব্রহ্মার হৃদয় হ'তে জন্মাইলা কাম।
জগৎ-মোহন রূপ বিশ্বমোহী নাম ॥
হইতে যুগল ভুরু জন্মিলেন ক্রোধ।
অতি তেজীয়ান্ পুত্র নাহি অবরোধ ॥
অধরোষ্ঠ হ'তে লোভ মুখ হ'তে বাণী।
মেঢ্রদেশ হ'তে সিন্ধু ভয়াকুল প্রাণী ॥
পায়ুদেশ হ'তে সব জন্মিল রাক্ষস।
বিরূপ দর্শন সব অতীব অবশ ॥
ছায়া হ'তে জন্ম লন কর্দ্দম প্রজাপতি।
তিনিই হ'লেন পরে দেবহূতি পতি ॥
এইরূপে সৃষ্টকর্ত্তা করিয়া সৃজন।
প্রজাসৃষ্টি লাগি বিধি করেন যতন ॥
হেনরূপে হে বিদুর সেই পদ্মাসন।
সৃজেন বিপুল বিশ্ব হ'তে দেহ মন ॥
দেহ ও মানস হতে জন্মায় সন্তান।
তাঁহাদের দেন ব্রহ্মা সৃষ্টির বিধান ॥
তাঁহাদের ক্রিয়ামতে বিশ্ব প্রজাময়।
সর্ব্বকর্ত্তা প্রজাপতি এই সুনিশ্চয় ॥
শুনিলে এতেক বাছা সৃষ্টির বিধান।
প্রজাপতি মতি শুন করি সপ্রমাণ ॥
কামনা মনেতে বিশ্ব করি বিরচন।
সকাম হইয়া ব্রহ্মা করেন রমণ ॥
কামনা মনেতে ব্রহ্মা জন্মান কামিনী।
সরস্বতী নাম তাঁর রূপে সৌদামিনী ॥
অতুল অতীব রূপ এ তিন ভুবনে।
হেন রূপ হেরি ব্রহ্মা মুগ্ধ মনে মনে ॥
সকাম হইলে মন বিধাতা অস্থির।
কন্যা কিন্তু সকামনা হ'য়ে রহে ধীর ॥
অতীব সুন্দরী কন্যা হেরি পদ্মাসন।
হরিবারে তাঁরে ব্রহ্মা করেন মনন ॥
অতীব অধম তাঁর এই অভিলাষ।
হেরিয়া ভুবন ত্রয়ে লাগিল তরাস ॥
হে বিদুর হেন কথা করেছি শ্রবণ।
পরেতে করিব তার যথার্থ বর্ণন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে জীবের হয় মুক্তি পারাবার ॥

ইতি প্রজাসৃষ্টি বিবরণ সমাপ্ত। ৭

ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যার পরিণাম ।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন ।
শুন ভাগবত বাণী মুনির নন্দন ॥
অতি অপরূপ কথা সন্ধ্যার মিলন ।
যাহাতে ব্রহ্মার মোহ হয় নিরাসন ॥
শুক যথা কহিলেন পাণ্ডু নরবরে ।
মৈত্রেয় বিদুর যথা কথা পরে পরে ॥
অতি জ্ঞানগর্ভ বাণী করি বিবেচন ।
শুনহ শৌনক আদি যত মুনিজন ॥
বিদুরে মৈত্রেয় কন হরষিত মতি ।
এক মনে শুন বৎস সন্ধ্যার ভারতী ॥
সন্ধ্যা পরিচয় আমি দিয়াছি অগ্রেতে ।
যেমতে হইল সন্ধ্যা এ হেন জগতে ॥
ব্রহ্মার নন্দিনী সন্ধ্যা রূপের আকর ।
চন্দ্রানন চন্দ্র-অঙ্গ চন্দ্র ওষ্ঠাধর ॥
সকাম হইয়া ব্রহ্মা পড়ি কাম ফাঁদে ।
অধৈর্য্য হইয়া হেরে কন্যা রূপচাঁদে ॥
ব্রহ্মারে কামের বাণ অধৈর্য্য করিল ।
কন্যা পুত্র ভেদাভেদ জ্ঞান হীন হৈল ॥
কামেতে মাতিয়া ব্রহ্মা উন্মত্ত নয়নে ।
ইচ্ছিলেন স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার হরণে ॥
মদনে মাতিয়া ব্রহ্মা কাঁপে থর থর ।
চারিভিতে সপ্ত পুত্র দেখিয়া কাতর ॥
মরীচি অঙ্গিরা আদি সপ্ত পুত্র চয় ।
পিতৃ আচরণ হেরি অত্যাশ্চর্য্য হয় ॥
সকলে দাঁড়ায়ে রয় নাহি সরে বাণী ।
এহেন অধর্ম্ম হেরি সকাতর প্রাণী ॥
বিষণ্ণ বদন সবে অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম ।
সন্ধ্যার মলিন মুখ হেরি পিতৃকর্ম্ম ॥
চিত্রের পুতুল সম সবে খাড়া রয় ।
কেহ বা নীরবে রয় হইয়া সভয় ॥
কাহারো হৃদয়ে ঘৃণা তথা উপজয় ।
কাহার দুঃখেতে মুখ অতি শুষ্ক হয় ॥
নির্ব্বাক হইয়া কেহ পদ নখে চায় ।
লাজে ক্ষোভে অতিশয় অবসন্ন কায় ॥
ব্রহ্মার এ হেন দশা হেরিয়া সকলে ।
ঘৃণায় নীরবে রহে সবে সেই স্থলে ॥
হেথা সন্ধ্যা আহা মরি প্রথম যৌবন ।
প্রফুল্ল সরোজ কান্তি ফুল্ল সে বদন ॥
বাল-চন্দ্র-সূর্য্য আভা অঙ্গেতে নিকলে ।
এক চন্দ্র এক নখে রহে কুতূহলে ॥
শিরেতে কুন্তল শোভে নিতম্ব চুম্বিত ।
সুমেরু শিখর যেন মেঘেতে মণ্ডিত ॥
পিতৃ অভিলাষ বুঝি লাজে জড়সড় ।
অন্তরে অন্তরে ভাবে এ বিপদ বড় ॥
যাহা হেরি লাজে সিংহ বনে প্রবেশিল ।
লাজে সেই কটী তার ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
এক হাতে ঢাকে সন্ধ্যা পীন-পয়োধর ।
অপর হাতেতে ঢাকে ত্রিবলি মাঝার ॥
বিলুপ্ত-বদন কান্তি সুবিষম ত্রাসে ।
শারদ পূর্ণেন্দু হায় যেন রাহু গ্রাসে ॥
থর থরে কাঁপে সন্ধ্যা বাণী নাহি সরে ।
সকাতরে ভ্রাতৃগণে চাহে রক্ষা তরে ॥
সন্ধ্যার নিগ্রহ হেরি ভাই সাতজন ।
লজ্জা ত্যজি পিতৃপদে করে নিবেদন ॥
শুন পিতা কোন কথা কহিব তোমায় ।
হেন মন্দ কর্ম্মে মতি কেন তব হয় ॥
নাহি হেরি নাহি শুনি হেন কর্ম্ম আর ।
আপন দুহিতা প্রতি হেন ব্যবহার ॥
অতীত না হ'ল হেন বর্ত্তমানে নয় ।
ভবিষ্যতে না ঘটিবে এ কার্য্য নিশ্চয় ॥
অধর্ম্মেতে কেন পিতা বল তব মতি ।
দূর কর হেন মতি হে জগৎপতি ॥
হে পিতঃ ! কি বলি তোমা দিব উপদেশ ।
এ তিন ভুবনে শ্রেষ্ঠ তুমিহে সর্ব্বেশ ॥
সর্ব্ব তেজীয়ান তুমি হও সর্ব্বসার ।
শ্রেষ্ঠজন যোগ্য নহে হেন ব্যবহার ॥

মহতে করিলে কার্য্য নীচে তাহা করে।
এ হেন নিয়ম পিতা আছে চরাচরে॥
সেই সে শ্রেষ্ঠ জনে সংকার্য্য বিহিত।
তবে নীচে না করিবে মন্দ কদাচিত॥
ধরামাঝে যিনি ধর্ম্ম করেন রক্ষণ।
তিনিই মুকুন্দ হন তিনি নারায়ণ॥
তিনি আত্ম জ্যোতি বলে আত্মস্থ হইয়া।
প্রকাশ করেন বিশ্ব জ্ঞান বিস্তারিয়া॥
তিনি রক্ষা করিবেন বিশ্বে জানি সার।
মোরা ভক্তিভরে তাঁরে করি নমস্কার॥
মহাশক্তিমান তুমি এ হেন বিকার।
দূর কর চিত্ত হতে ভাবি সারাৎসার॥
পুনশ্চ করহ বেদ বিধির প্রকাশ।
যাহে হিত এ জগতে হয় সুপ্রকাশ॥
এত বলি পুত্রগণ তূষ্ণীম্ভূত হন।
পিতার শ্রীমুখ চাহি বিষণ্ণ বদন॥
পুত্রগণ মুখে শুনি এহেন ভারতী।
আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্মা সচঞ্চল মতি॥
আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্মা পূর্ব্ব ক্রিয়া স্মরি।
অধোমুখে অবস্থান আত্মারে সম্বরি॥
লজ্জাবশে পূর্ব্ব কাম হ'ল তাঁর দূর।
কন্যা প্রতি অনুরাগ নাশিলেন সুর॥
ব্রহ্মারে নিরস্ত হেরি সে সন্ধ্যা রমণী।
ভয়ে চারিভিতে চান খঞ্জন নয়নী॥
ঘৃণায় তাঁহার অঙ্গ হইল মলিন।
লজ্জায় হ'লেন যেন বিশুষ্ক নলিন॥
যেন শরতের চাঁদে ঢাকে জলধর।
অথবা বিশুষ্ক পদ্ম ভাসে সরোবর॥
সে অবধি তাঁর অঙ্গ হ'ল অন্ধকার।
সন্ধ্যা নামে ত্রিলোকেতে খ্যাতি হ'ল তাঁর॥
ত্রিলোকে তাঁহারে কেহ দেখিতে না পায়।
তদবধি সন্ধ্যা সতী আঁধারে মিশায়॥
হেনমতে ত্যজি ব্রহ্মা ভাবি নারায়ণ।
পুনশ্চ সৃষ্টিতে মতি করে নিয়োজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
সন্ধ্যা পরিণাম বাণী পুণ্যের আধার॥

ইতি সন্ধ্যার পরিণাম সমাপ্ত।

অথ বেদাদি প্রকাশ।

সূত কহে শৌনকেরে সুমিষ্ট বচনে।
শুন ভাগবত কথা সবে স্থির মনে॥
যেমত শিখিনু আমি শুকদেব পাশ।
তেমতি কহিব সব ঋষির সকাশ॥
বেদাদি করিতে সৃষ্টি ধাতা করি মন।
নির্জ্জনে একান্ত মনে ভাবে নারায়ণ॥
নারায়ণ ধ্যান করি করেন প্রকাশ।
চারি মুখে চারি বেদ জগত সকাশ॥
প্রলয় পূরবে যথা ছিল প্রজাগণ।
কর্ম্মেতে নিযুক্ত হবে পূর্ব্বের মতন॥
সেই মত ব্যবহার করিতে প্রকাশ।
পুনশ্চ হৃদয়ে ব্রহ্মা করেন আয়াস॥
বেদ মতে বিষ্ণু যেন হ'ল নিরূপণ।
কিরূপে মায়ার কর্ম্ম করে সম্পাদন॥
এই ভাবি ধ্যানে ব্রহ্মা আকুলিত প্রাণী।
প্রকাশিতা হেনকালে মুখে তাঁর বাণী॥
তাহাতেই কর্ম্মশাস্ত্র কহে জ্ঞানীজন।
উপদেব রূপে তাহা হয় সুগনন॥
সেই বাণী হ'তে ধর্ম্ম পান চারিপদ।
তাহাতে সংসারী জনে পাইল সম্পদ॥
তাহাতে আশ্রয় ধর্ম্ম হইল প্রকাশ।
সে নিয়মে চলিতে সবার অভিলাষ॥
এত কথা শুনি তবে বিদুর ধীমান্।
কহেন মৈত্রেয়বরে এ হেন বিধান॥
যে কথা কহিলে গুরু অতি চমৎকার।
যেমতে হইল দেব কর্ম্মের প্রচার॥



এক প্রশ্ন করি দেব আপন নিকট।
বুঝায়ে ঘুচাও মোর সংশয় সঙ্কট ॥
প্রজাপতি ভাবি সেই দেব নারায়ণ।
সৃজিলেন চারিবেদ হইতে আনন ॥
অতীব আশ্চর্য্য কথা করিতে বিচার।
চারি মুখে চারিবেদ হইল প্রচার ॥
বল দেব কোন মুখে কোন বেদ হয়।
কাহার কেমন নাম করিয়া নিশ্চয় ॥
এত কথা শুনি তবে মৈত্র তপোধন।
কহিলেন শুন হে বিদুর মহাজন ॥
উত্তম প্রশ্নই ইহা করিলে আমায়।
কহি বেদ বিবরণ সংক্ষেপে তোমায় ॥
পূর্ব্ব ও উত্তর আর পশ্চিম দক্ষিণ।
চারিটি ব্রহ্মার মুখ বুঝিও প্রবীণ ॥
পূর্ব্ব মুখ হ'তে ঋক্ বেদের সৃজন।
আছে মাত্র তাহে নারায়ণের স্তবন ॥
দক্ষিণ বদন হ'তে যজুর্ব্বেদ হয়।
পশ্চিম মুখেতে সাম বেদ প্রকাশয় ॥
অথর্ব্ববেদ হয় উত্তর মুখেতে।
এইরূপে চারিবেদ হ'ল বদনেতে ॥
একমাত্র বেদ হয় শুন গুণমণি।
অংশভেদে চারি নাম শুনরে বাছনি ॥
ছন্দে বদ্ধ মন্ত্রযুক্ত পদ যত ছিল।
ঋগ্বেদ তাহার নাম প্রাজ্ঞজনে দিল ॥
গীতযুক্ত যত মন্ত্র বেদ মাঝে রয়।
তাহাকেই সামবেদ কহে জ্ঞানীচয় ॥
যজ্ঞাদির যত মন্ত্র যজুর্ব্বেদে হয়।
প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র সেই অথর্ব্ব নিচয় ॥
হেন ভাবে বেদ ব্রহ্মা করিয়া সৃজন।
উপবেদ কয়খানি করে প্রকাশন ॥
পূর্ব্ব মুখে আয়ুর্ব্বেদ করে নিরূপণ।
ভেষজ তাহার যত হয় প্রয়োজন ॥
ধনুর্ব্বেদ প্রকাশিল দক্ষিণ আনন।
সমর কৌশলে তাহে জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
পশ্চিম মুখেতে বেদ গন্ধর্ব্ব বিধান।
স্থাপত্য নামেতে বেদ উত্তরে প্রমাণ ॥
এই কয় উপবেদ নিয়মের সার।
বুঝহ বিদুর তবে করিয়া বিচার ॥
আর এক সন্দর্ভ বৎস করহ শ্রবণ।
কেমনেতে পঞ্চবেদ হইল সৃজন ॥
বেদ উপবেদ সৃজি সেই পদ্মাসন।
ভাবেন কমলযোনি পুরাণ কারণ ॥
একদা ভাবিয়া ব্রহ্মা করি স্থির মন।
একত্র করিয়া নিজ চারিটি আনন ॥
এরূপে সৃজেন ইতিহাস ও পুরাণ।
তেঁই সে পঞ্চম বেদ কহে জ্ঞানবান ॥
পুরাণ প্রচারী ব্রহ্মা যজ্ঞের কারণ।
নিয়ম মন্ত্রের ভাব করে আরম্ভন ॥
ষোড়শী উক্‌থ নামে শ্রেষ্ঠ যাগ হয়।
পূর্ব্ব মুখ হ'তে ব্রহ্মা তাদের সৃজয় ॥
পুরিষী ও অগ্নিষ্টোম আর যাগ দুই।
দক্ষিণ মুখেতে সৃজে একাসনে রই ॥
আপ্তোর্যাম অতিরাত্র আর দুই যাগ।
পশ্চিম আনন হ'তে সৃজে মহাভাগ ॥
বাজপেয় ও গোমেধ দুই যাগ আর।
উত্তর আনন হ'তে সৃজেন তাঁহার ॥
এইরূপে অষ্ট যজ্ঞ চারিমুখ সার।
সৃজনে ব্যাপিল বিশ্ব কানন কর্ম্মের ॥
কর্ম্ম বিদ্যা নিরূপিয়া ব্রহ্মা গুণমণি।
ধর্ম্মের প্রচার ভাব ভাবেন আপনি ॥
প্রলয়েতে চারি পদ ধর্ম্ম হীন হয়।
গতি হীন হ'য়ে ধর্ম্ম কাননেতে রয় ॥
ধর্ম্মবরে গতিযুক্ত করিতে ব্রহ্মান্।
আপন হৃদয়ে হেন করেন মনন ॥
বিদ্যা দান তপ শৌচ এই চারি পদ।
যে যে ধর্ম্মগতিযুক্ত সহিত সম্পদ ॥
সৃজেন সে চারি পদ ব্রহ্মা গুণমণি।
গতিযুক্ত ধর্ম্ম হন তাহাতে আপনি ॥

গতিযুক্ত হয়ে ধর্ম্ম নাহি পান স্থান।
বিস্মিত হইয়া ধর্ম্ম চারিদিকে চান॥
ধর্ম্মের চারিটি গৃহ নামেতে আশ্রম।
চারিপদে একে একে ধর্ম্মের সংক্রম॥
ধর্ম্ম সংক্রম হেরি বুঝি পদ্মাসন।
চারি মুখে চারি আশ্রম করেন সৃজন॥
ধর্ম্ম লয়ে নিজ বৃত্তি হেরি আধিস্থান।
চারি পদে চারি স্থানে ধীরে ধীরে যান॥
চারিটি আশ্রম মাঝে বানপ্রস্থ এক।
সমুদ্রে রত্নের ন্যায় ইহাতে বিবেক॥
নানাবিধ বৈরাগীর নিবাস ইহায়।
বিভিন্ন বৃত্তিতে সবে জীবন কাটায়॥
ঈশ্বর ভাবনা মূল তাদের হৃদয়।
অতীব তপস্বী তারা তপে রত হয়॥
শুনহ বিদুর কিছু ইতিহাস তার।
সংক্ষেপে কহিব তাহা করিয়া বিচার॥
ফল মূল আহারেতে যে বৈরাগী হয়।
বহুকাল এই ভাবে জীবন যাপয়॥
হৃদয়ে ঈশ্বর নাম জপে সর্ব্বক্ষণ।
বৈখানস্ যোগী তারে কহে জ্ঞানীজন॥
আর এক শ্রেণী ঋষি না করে সঞ্চয়।
প্রত্যহ নূতন অন্নে অতি তুষ্ট রয়॥
বিনা যত্নে যাহা পায় করিয়া ভক্ষণ।
সন্তোষেতে জগদীশে করয়ে চিন্তন॥
নাহি চিন্তা বিষয়ের তপস্যা নিরত।
বালখিল্য কহে তারে জ্ঞানীজন যত॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
প্রভাতে যে দিক হেরে সেই দিকে যায়॥
তথা যাহা পায় তাহা করি আহরণ।
সন্তোষে করয়ে তাহে জীবন ধারণ॥
হৃদয়ে সতত জাগে কেবল শ্রীহরি।
ঔড়ম্বর কহে তারে জ্ঞানীতে বিচারি॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
অহিংসা সর্ব্বদা ভাবে সদয় হৃদয়॥
ফল পুষ্পচ্ছেদ নাহি করে কদাচন।
সমান ভাবয়ে সর্ব্ব জীবের জীবন॥
সুপক্ক পতিত ফল করিয়া ভক্ষণ।
জীবন ধরিয়া করে হরির সেবন॥
অতি বুদ্ধিমান হয় এ ঋষি সুজন।
কেন বা এদের নাম কহে জ্ঞানীজন॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
কুটীরে সতত থাকি শ্রীহরি চিন্তয়॥
বিশ্বাসে জীবন রাখে খাদ্য চেষ্টা নাই।
নাহি কোন অভিলাষ নিষ্ঠা সে সদাই॥
অতীব বিশ্বাস সদা ঈশ্বরেতে হয়।
জীবন তাঁহারে সঁপি শরীর রাখয়॥
অনায়াসে লভ্য যাহা করয়ে আহার।
কুটীচক নাম এর জ্ঞানীর বিচার॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
কর্ম্মত্যাগ করি সবে জ্ঞানেতে মজয়॥
শুদ্ধ ফলাহারে করে জ্ঞানের অভ্যাস।
বহ্বাদ ইহার নাম শ্রেণীতে সন্ন্যাস॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম বিলোপিয়া জ্ঞানেতে রহয়॥
পূর্ণানন্দে এ জগতে করয়ে বিহার।
নাহি জ্ঞান ভেদাভেদ নাহিক বিচার॥
ঈশ্বর স্বরূপ হ'য়ে প্রেমে মগ্ন মন।
হংস নাম ইহাদের জ্ঞানীর বচন॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
শুনহ বিদুর বাছা করিয়া নিশ্চয়॥
অতীব উৎকৃষ্ট ঋষি জ্ঞানের আধার।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত অন্তর ইহার॥
বাহ্যজ্ঞান বিরহিত সর্ব্ব কর্ম্ম হীন।
পরতত্ত্বে পরবস্তু হেরে সম্মুখীন॥
বিষ্ণু লীলা বুঝি তেজ সর্ব্ব বাহ্যজ্ঞান।
নিষ্ক্রিয় এদের নাম কহে জ্ঞানবান॥
বানপ্রস্থ আশ্রমের দিলাম আভাস।
শুনিয়া জ্ঞানীর বাড়ে হৃদয়ে উল্লাস॥

আর তিন আশ্রমের কথা যত রয়।
জানহ বিদুর তুমি আপনি নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বোক্ত গণন মতে আশ্রম সে চার।
চারি পদে তাহে ধর্ম্ম করেন বিহার ॥
আর যত ধর্ম্মশাস্ত্র সেই পদ্মাসন।
সৃজেন হইতে নিজ চারিটি আনন ॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি আর।
ন্যায় নামে আর শাস্ত্র করিয়া বিচার ॥
চারিমুখ হ'তে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
অতি অপরূপ কথা বিদুর সুজন ॥
ভূঃ আদি ব্যাহৃতি সহ সৃজিয়া ওঁকার।
প্রণব তাহার নাম দেন জ্ঞানাধার।
মহাব্রহ্ম বীজ ইহা সর্ব্ব মন্ত্রাধার।
হৃদয় হইতে ব্রহ্মা করেন উদ্ধার ॥
শুনহ বিদুর এবে বেদাঙ্গ নির্ণয়।
ছন্দাদিরে যেই ভাবে বেদে প্রকাশয় ॥
লোমেতে উষ্ণিক ছন্দ করিয়া সৃজন।
ত্বকেতে গায়ত্রী সৃজে কমল আসন ॥
মাংসেতে ত্রিষ্টুপ ছন্দ জ্ঞানীর বিধান।
স্নায়ু হ'তে অনুষ্টুপ ছন্দের প্রমাণ ॥
অস্থিতে জগতী ছন্দ সৃজি পদ্মাসন।
মজ্জা হ'তে পংক্তি ছন্দ করয়ে নির্ম্মাণ ॥
বৃহতী সৃজেন ব্রহ্মা হ'তে নিজ প্রাণ।
এইরূপে ছন্দ সৃষ্টি বেদের বিধান ॥
অপরে বিদুর শুন বর্ণের বিধান।
কেমনেতে সেই ব্রহ্মা করেন নির্ম্মাণ ॥
লইয়া জীবন নিজ ব্রহ্ম গুণমণি।
স্পর্শ বর্ণ সৃজিলেন হৃদয়ে বাখানি ॥
লইয়া আপন দেহ করিয়া নিশ্চয়।
স্বরবর্ণ গঠিলেন করিয়া নির্ণয় ॥
লইয়া ইন্দ্রিয় নিজ কমল আসন।
উষ্মবর্ণ সৃজিলেন করি স্থির মন ॥
ল'য়ে নিজ বল ব্রহ্মা মনেতে বিচারি।
সৃজেন অন্তঃস্থ বর্ণ য, র, ল, ব, চারি ॥

সপ্তগ্রামে সপ্তস্বর ষড়জ ইত্যাদি।
সৃজিলেন নিজে ক্রীড়া হতে জগদাদি ॥
আপনি সকলে ব্রহ্মা করিয়া প্রবেশ।
সৃজিলেন সূক্ষ্ম বিশ্ব করিয়া বিশেষ ॥
নাম তাঁর শব্দ ব্রহ্ম রূপেতে প্রণব।
তাঁহারি ক্ষমতা পূর্ণ সর্ব্ব সূক্ষ্মভাব ॥
হেন শব্দ ব্রহ্ম হন সর্ব্ব প্রজাপতি।
তাঁহারি হৃদয় জাগে গোলকের পতি ॥
পরব্রহ্ম নাম তার মুক্তির কাণ্ডারী।
সর্ব্ব পুণ্যাধার তিনি সর্ব্বত্র বিহারী ॥
সেই গোলোকেশ রন সতত প্রকাশ।
তাহাতেই এই বিশ্ব রহে সুপ্রকাশ ॥
ব্রহ্মা হ'তে এই বিশ্ব ব্রহ্মা হ'তে হরি।
সর্ব্বজীবে মুক্তি পায় সেই জন স্মরি ॥
হে বিদুর এই বিশ্ব সেইজন খেলা।
বর্ণিব আভাসে তাহা নাহি করি হেলা ॥
অতঃপর শুন বাছা স্থূলসৃষ্টি বাণী।
শুনিলে সন্তুষ্ট হবে নিখিলের প্রাণী ॥
কহিব সে সব কথা করিয়া বিচার।
হরিকথা এক মনে শুন জ্ঞানাধার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে হইবে নষ্ট মায়ার আধার ॥

ইতি বেদাদি প্রকাশ সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্মার স্থূলসৃষ্টি বিবরণ।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন মুনি স্থূলসৃষ্টি শুকের বচন ॥
অতি পুণ্যময় হয় ভাগবত-বাণী।
শুনিলে কলুষ নাশে স্থির হয় প্রাণী ॥
শুকদেব কহে তবে পাণ্ডুর রাজনে।
স্থূলসৃষ্টি বিবরণ শুন এক মনে ॥

কেমনে সাকারে সৃষ্টি হইল প্রকাশ।
শুন বাছা সেই বাণী মৈত্রেয় আভাস
যেমতে কহেন মৈত্র বিদুর নিকট।
কহিব সে সব কথা অতি অকপট॥
সমাপিয়া পূর্ব্ব কথা মৈত্রেয় সুজন।
বিদুরে করেন তিনি মিষ্ট সম্ভাষণ॥
হে বিদুর এতক্ষণ কহিলাম সার।
সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মসৃষ্টি করিয়া বিচার॥
তাহাতে বুঝিলে হরি কিবা লীলাময়।
এক্ষণেতে শুন বিশ্ব কিসে প্রকাশয়॥
এই যে সজীব বিশ্ব সজীব সংসার।
পূর্ব্বেতে বলেছি আমি কারণ ইহার॥
কেমনে হইল সব দেখিতে সাকার।
বলিব সে তত্ত্ব কথা করিয়া বিচার॥
পূর্ব্বোক্ত সৃজিল সৃষ্টি সৃষ্টি উপাদান।
হেরেন কেমন বিশ্ব হয় শোভামান॥
মেলিয়া নয়ন তবে কমল আসন।
সর্ব্বত্র অপূর্ণ ভাব করেন দর্শন॥
পুত্রগণ হতে সৃষ্টি সুসূক্ষ্ম নেহারি।
দুঃখিত হয়েন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি॥
জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম আদি যতেক বিধান।
প্রজা লাগি একে একে করিয়া নির্ম্মাণ॥
প্রজা নাহি কেবা তাহা করে উপভোগ।
কেহ নাহি তাহা ল'য়ে করয়ে সম্ভোগ॥
অগ্রেতে রহিছে ধর্ম্ম ব্যাপি ত্রিভুবন।
কারণ রহিছে শূন্যে করিতে সৃজন॥
সর্ব্বত্রেই সূক্ষ্মভাবে হ'য়েছে প্রকাশ।
শূন্যময় তেঁই ব্রহ্মা হেরেন আভাস॥
সাকারে সৃজিতে জীব করিয়া মনন।
সাকার ভাবেতে ব্রহ্ম হয়েন সৃজন॥
আপন আপন রূপ কল্পিয়া অন্তরে।
সৃজেন আপন দেহ বিভিন্ন আকারে॥
সাকার হইয়া ব্রহ্ম না হেরি সাকার।
আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে সেই নিরাকার॥
এই কথা মনে মনে করেন চিন্তন।
কেন নাহি সাকারেতে হইল সৃজন॥
এত করি সৃষ্টি লাগি লুব্ধ মম মতি।
পুরুষ আমারে সৃজে গোলোকের পতি॥
কি করিব কি ভাবিব নাহি পাই কূল।
বোধ হয় দৈব বুঝি সৃষ্টি প্রতিকূল॥
বিষণ্ণ মনেতে ব্রহ্মা করেন চিন্তন।
কেমনে সাকার সৃষ্ট করেন গঠন॥
ভাবিতে ভাবিতে শক্তি আবির্ভূত হন।
দৈব বলি ভাবিলেন তাঁরে পদ্মাসন॥
তাঁহার সাহায্যে তবে করিলেন স্থির।
দৈববলে নিজ দেহ হৈল দুই চির॥
দুই খানি দেহ হ'ল বাম ও দক্ষিণ।
তাহারে কহয় কায় যতেক প্রবীণ॥
দ্বিধাভূত দেহ ক্রমে এক যুগ্ম হয়।
পুরুষ প্রথম অংশে অগ্রে প্রকাশয়॥
দ্বিতীয় অংশেতে নারী পরেতে হইল।
অতি অপরূপ ব্রহ্ম সাকারে মিলিল॥
এই যে পুরুষরূপী ব্রহ্মা অংশ হয়।
মনুনামে অভিহিত শাস্ত্রেতে নিশ্চয়॥
ঐ যে নারীর মূর্ত্তি হইল সৃজন।
শতরূপা নামে তার জ্ঞানীর বচন॥
স্বয়ম্ভু বলিয়া মনু স্বায়ম্ভুব নাম।
তাঁহা হ'তে জন্মিল সাকার ভূতগ্রাম॥
তিনি রাজা হইলেন ধরার মাঝার।
শতরূপা সেই হেতু মহিষী তাঁহার॥
উভয় সংযোগে প্রজা হইল বিস্তর।
প্রজাবৃদ্ধি তাহাতেই হৈল বহুতর॥
শুনহ বিদুর বাছা কিঞ্চিৎ আভাস।
মনুর পুত্রের লীলা করিব প্রকাশ॥
শতরূপা জন্ম দেন মনুর ঔরসে।
পাঁচটি সন্ততি আগে অতীব হরষে॥
দুইটি পুরুষরূপী পুত্র নামধর।
তিনটি কামিনীরূপে অতি শোভাকর॥

প্রিয়ব্রত নামে পুত্র সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হয়।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বুঝিও নিশ্চয়॥
তিন কন্যা মাঝে এক নামেতে আকুতি।
প্রসূতি নামেতে এক আর দেবহুতি॥
পূর্ব্বেতে বলেছি আমি বিদুর সুজন।
যেই ভাবে দক্ষাদির হয় প্রকাশন॥
দক্ষ রুচি ও কর্দ্দম তিন প্রজাপতি।
অগ্রেতে হয়েন তাঁরা ব্রহ্মার-সন্ততি॥
মনুরূপে ব্রহ্মা লভি কামিনী ত্রিতয়।
ইচ্ছিলেন বিয়ে দিতে তাদের নিশ্চয়॥
আকুতি ও রুচিরে দেন মনু মহীপতি।
কর্দ্দমেরে সঁপিলেন কন্যা দেবহুতি॥
দক্ষেরে প্রসূতি কন্যা করেন প্রদান।
তাঁদের ঔরসে প্রজা সাকার বিধান॥
এইরূপে স্থূল সৃষ্টি মানব সৃজন।
করিলেন বিশ্বমাঝে কমল আসন॥
তাঁহাদের বংশ ক্রমে হইয়া বিস্তার।
মানব নামেতে পূর্ণ এ বিশ্ব ভাণ্ডার॥
অতি অপরূপ কথা বুঝিও বিদুর।
শুনিলে সংশয় তব হইবেক দূর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
অতি পুণ্যতর কথা জ্ঞানের আধার॥

ইতি স্থূল সৃষ্টি বিবরণ সমাপ্ত।

মনুর উপাসনা বৃত্তান্ত কথন।

সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
ভাগবত কথামৃত শুকের বচন॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু নৃপমণি।
শুন রাজা এক মনে মৈত্রেয় কাহিনী॥
পূর্ব্ব কথা শুনি তবে বিদুর সুজন।
বাসুদেব বলে তাঁর উল্লাসিত মন॥
উল্লাসিত হ'য়ে তবে ক্ষত্তা মহামতি।
মৈত্রেয়ে করেন প্রশ্ন অপূর্ব্ব ভারতী॥
সম্বোধি মুনিরে ক্ষত্তা কহেন বচন।
কহ মুনি করি কৃপা প্রশ্ন বিবরণ॥
হরি লীলাময় কথা অতি সুমধুর।
শুনিতে আপন মুখে আনন্দ প্রচুর॥
কহ প্রভু কৃপা করি জিজ্ঞাসি বচন।
কি করেন অতঃপর মনু মহাজন॥
স্বয়ম্ভু হইতে জন্মি লভি নিজ নারী।
কি করেন আদিনাথ কহত বিচারি॥
আদি রাজা তিনি হন রাজর্ষি প্রধান।
নাহি কেহ তাঁর সম ভূমে বিদ্যমান॥
অদ্ভুত লীলার সম তাঁর আচরণ।
অতি পুণ্যতম কথা করাও শ্রবণ॥
শুনিতে সে কথা মম হইয়াছে আশা।
হরি নামযুক্ত বাণী মিটায় পিপাসা॥
চিরকাল হরিনাম শুনে যেই জন।
অন্তে সেই জন করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
যে জন হরিরে ভাবে হৃদে অনুক্ষণ।
সর্ব্বলোক হিত তরে তাহার জীবন॥
অতএব মনু কথা করহ আখ্যান।
যেমতে মনুর বংশ সবে বিদ্যমান॥
এতেক কহিয়া তবে প্রশ্নের আভাস।
রাজা প্রতি শুকদেব করেন প্রকাশ॥
শুন পাণ্ডুবংশধর হয়ে অবহিত।
মনু-জন্ম কর্ম্ম কথা মৈত্রেয় বিহিত॥
বিদুর বিষ্ণুর নাম জপে নিরন্তর।
বিষ্ণুর চরণে মগ্ন তাঁহার অন্তর॥
তাঁর মুখ-নিঃসৃত এ প্রশ্নাবলী শুনি।
রোমাঞ্চিত হইলেন মৈত্রী মহামুনি॥
একে বিষ্ণুপদে মন সতত তাঁহার।
বিষ্ণু কথাময় প্রশ্ন তাহে পুনর্ব্বার॥
হেন প্রশ্ন শুনি তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন মৃদুভাষে মনু বিবরণ॥

সম্বোধি বিদুরে তবে কহেন ভারতী।
শুন বাছা হরিকথা স্থির করি মতি ॥
জন্ম ল'য়ে মনু হ'তে কমল আসন।
তাহা হৈতে পান ভার্য্যা ইচ্ছায় আপন ॥
ভার্য্যা সহ মনু তবে হয়ে এক মন।
প্রণত উভয়ে হ'য়ে করে উপাসন ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে ভক্তি নম্র কলেবর।
ব্রহ্মার স্তবন করে আদি নরবর ॥
মনু কন ভগবান কি কহিব আর।
সর্ব্বভূত জন্মদাতা তুমি সারাৎসার ॥
ভূতগণ ক্রিয়া যত তোমার ভিতর।
তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র গোচর ॥
আমরা তোমার প্রজা তুমি প্রভু হও।
কেমনে সেবিব তোমা উপদেশ দাও ॥
তুমি স্তবনীয় ধন তুমি নমস্কার।
তুমি ছাড়া কর্ম্ম নাই করিলে বিচার ॥
হেন সাধ্য কার আছে ত্যজি তোমা ধন।
করিতে আপনে কোন কার্য্যে আরম্ভন ॥
নাহি হয় তাতে যশ নাহি অপমান।
তাহাতে সদ্গতি নাই শুভ সংযোজন ॥
অতএব তুমি সার জগত মাঝার।
উভে করি তব পদে সদা নমস্কার ॥
এতেক স্তবন শুনি ব্রহ্মা গুণমণি।
সন্তোষিতে মনুবরে কহিলেন বাণী ॥
তুমি ক্ষিতিশ্বর পুত্র আমার হইলে।
মহিষী সহিত উভে আমারে তোষিলে ॥
অতীব হইনু প্রীত তোমার স্তবনে।
চিরসুখী হও দোঁহে কহি স্থির মনে ॥
যে ভাবে স্তবিলে মোরে হ'য়ে অকপট।
আত্ম সমর্পণ যথা আমার নিকট ॥
তাহাতে সন্তোষ আমি হইলাম অতি।
যাহা অভিলাষ সিদ্ধ হইবেক তথি ॥
এই আশীর্ব্বাদ করি যুগলে তোমায়।
চিরসুখী হও উভে মঙ্গল সহায় ॥

পুনরায় কন ব্রহ্মা হ'য়ে হরষিত।
একে একে মিষ্টভাষে তাদের সহিত ॥
অপ্রমত্ত পুত্র মোর হও মুনিবর।
নাহিক মাৎসর্য্য কিছু অন্তর ভিতর ॥
সেই হেতু এই কথা বলি বার বার।
পাল মম আজ্ঞা সাধু হ'য়ে অবিকার ॥
এইমাত্র আজ্ঞা মম শুনহ সন্তান।
যথাশক্তি রাখিবে যে গুরুজন মান ॥
গুরুরে করিবে পূজা এক মন হ'য়ে।
সুখী হবে সুখে রবে মহানন্দময়ে ॥
যেই জন সৃজে বিশ্ব নামে ভগবান।
তাঁহাতে তোমার সৃষ্টি বুঝ জ্ঞানবান ॥
তাঁহার স্বরূপ তুমি, তুমি ভগবান্।
কর্ত্তব্য তোমার এই করিব বিধান ॥
শতরূপা নামে পত্নী হ'য়েছে তোমার।
তব গুণ যোগে পুত্র হইবে উহার ॥
আপন ঔরস বলি আত্মারূপ ধরি।
অপত্য জন্মাও সাধু মহিষী বিহরি ॥
ধর্ম্মেরে করিয়া সাক্ষী পালহ ভুবন।
মহিষীর সহ কর প্রজা উৎপাদন ॥
করিয়া বিবিধ যজ্ঞ ভগবান তরে।
একান্তে করিবে তুষ্ট সেই যজ্ঞেশ্বরে ॥
আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ।
যদি মোর সেবা ইচ্ছা থাকে সবিশেষ ॥
পালহ আমার আজ্ঞা প্রজা রক্ষা করি।
তাহে মম সেবা অন্য ইচ্ছা নাহি করি ॥
যে জন আমার আজ্ঞা পালে এক মনে।
সেবক সে জন মম জ্ঞানী বিবেচনে ॥
প্রজার পালক হও এই কার্য্য কর।
সন্তুষ্ট তোমার প্রতি হবেন ঈশ্বর ॥
আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ।
শুন অবহিত চিত্তে করিয়া বিশেষ ॥
যে জন না করে তুষ্ট আদি ভগবান।
যজ্ঞ সিদ্ধ জনার্দ্দন সকলের প্রাণ ॥

সকলি তাহার ব্যর্থ মলিন অন্তর।
যে হেতু না জানে তারা আত্মার আদর॥
আত্মা কলুষিত হ'লে অধম নিশ্চয়।
উন্নতি না হয় তার অধোগতি হয়॥
এত উপদেশ দিয়া ব্রহ্ম মহামতি।
নিস্তব্ধ হয়েন তিনি হেরিয়া সন্ততি॥
প্রফুল্ল কমল মুখ সহসা মুদিল।
সুচারু নয়ন মরি আনন্দে ভাসিল॥
কণ্ঠস্বর বিরামেতে বীণা যেন স্থির।
প্রশান্ত মূর্ত্তিতে যেন অচঞ্চল নীর॥
হেন ভাব হেরি তবে মনু সাধুবর।
কহিলেন করযোড়ে কথা সুবিস্তর॥
কি কব তোমায় পিতা পাপের নাশন।
করিব জীবন মতে আজ্ঞার পালন॥
এই ভিক্ষা চাই আমি আপনার পাশ।
কোথায় জন্মাই প্রজা কোথায় নিবাস॥
হেন স্থান সুনির্দ্দেশ করহ ব্রহ্মন্।
করিব বহুল প্রজা তাহে উৎপাদন॥
আছিল মেদিনী সর্ব্ব ভূত বাস স্থান।
এবে ইন্দ্রজালে যেন আছে মুহ্যমান॥
প্রলয় দানব মুখে হ'য়ে কবলিত।
এখনও সংসার তলে আছে অবস্থিত॥
হেন তেজ নাহি মম উদ্ধারিতে তাঁয়।
মেদিনী উদ্ধারে পিতা করহ উপায়॥
পাইলে মেদিনী আমি হ'য়ে অধিপতি।
সৃজিব অসংখ্য প্রজা যথা মম মতি॥
এত কহি মনু রন যোড়হাত করি।
ভাবিতে থাকেন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
মনু সৃষ্টি যার যোগে হইবে প্রচার॥

ইতি মনুর উপাসনা বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

বরাহ অবতার মাহাত্ম্য।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
শুন ভাগবত বার্ত্তা মধুর বচন॥
কহিলেন তবে শুক পাণ্ডু নরবরে।
শুন রাজা উপদেশ একান্ত অন্তরে॥
যেমতে হইল এই মেদিনী প্রকাশ।
হইতে কারণবারি তাহার আভাস॥
বরাহ রূপেতে যথা সেই ভগবান।
উদ্ধারেন মেদিনীরে শুন জ্ঞানবান॥
হেন উপদেশ সেই মৈত্রেয় সুজন।
বিদুরে সম্ভাষি আগে করি আরম্ভন॥
কহেন মৈত্রেয় তবে বিদুরের প্রতি।
বরাহ মাহাত্ম্য বাছা শুন শুদ্ধমতি॥
যেরূপেতে ভগবান বরাহ আকার।
যে কার্য্য করেন তাহে কহিব বিস্তার॥
মনুর মুখেতে শুনি মেদিনী মজ্জন।
হইলেন প্রজাপতি বিস্ময়ে মগন॥
মহার্ণব হেরি তবে তরঙ্গে আকুল।
অসীম অনন্ত বারি কারণ সঙ্কুল॥
কোথায় মেদিনী রয় উদ্ধারি কেমনে।
সমস্ত দিবস ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে॥
ব্রহ্মা ভাবিলেন একা একান্ত অন্তর।
সৃষ্টি হেতু সৃষ্টি তাঁর করেন ঈশ্বর॥
জলের সাহায্য ল'য়ে সেই বিশ্বরূপ।
করেন বিশ্বের সৃষ্টি লয়ে সৎরূপ॥
ঈশ্বরের এই আজ্ঞা এই নিয়োজন।
সৎ হতে বিশ্ব সৃষ্টি বিশ্বের গঠন॥
ভূত বিনা কোন বস্তু প্রকাশ না হয়।
মেদিনী মাঝারে ভূত নিবাস নিশ্চয়॥
সে মেদিনী কারণের মাঝারে মগন।
রসাতলে গত তেঁই প্রলয় কারণ॥
কেমনে করিব হায় তাঁহার উদ্ধার।
কেমনে মনুর বংশ হইবে বিস্তার॥

এত ভাবি প্রজাপতি সংশয় বিচারি।
কহিলেন আপনাতে যুক্তি স্থির করি ॥
যে ঈশ্বর সৃজিলেন তোমারে নিশ্চয়।
মথিয়া চৈতন্য সহ নিজের হৃদয় ॥
ইহার উপায় তিনি দিবেন বিধান।
করিবেন পূর্ণ আশা সর্ব্ব শক্তিমান ॥
শুনহ বিদুর তবে নিষ্পাপ অন্তরে।
চিন্তা অবসানে কিবা ঘটে অতঃপরে ॥
পূর্ব্বে চিন্তা করি তবে ব্রহ্মা গুণমণি।
উপায় মনন করে হৃদয়ে আপনি ॥
আশ্চর্য্য ক্রিয়া এ তবে হইল প্রকাশ।
মরি মরি কি মাধুরী ইহাতে আভাস ॥
একটি বরাহ শিশু অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
নাসাছিদ্রে আবির্ভূত সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
হে ভারত তুমি হও সর্ব্ব সুপণ্ডিত।
অতঃপর কি ঘটিল শুন অবহিত ॥
অতীব কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রকায়।
বরাহ রূপেতে হেরি ব্রহ্মা মহাশয় ॥
আশ্চর্য্য হয়েন মনে তবে প্রজাপতি।
নয়ন মেলিয়া রন বরাহের প্রতি ॥
দেখিতে দেখিতে শিশু অতি বলবান।
বাড়িল সে আয়তন রাবণ সমান ॥
ক্ষণ মধ্যে হেন বৃদ্ধি পরক্ষণে আর।
আকাশ ভেদিয়া ব্যাপ্ত সুদীর্ঘ আকার ॥
এ হেন অদ্ভুত হেরি স্বয়ম্ভুনন্দন।
মরীচি প্রভৃতি যত আর বিপ্রগণ ॥
আশ্চর্য্য বরাহ রূপ নেহারি নয়নে।
কত তর্ক করিলেন নিজ মনে মনে ॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে করি যুক্তি স্থির।
বরাহ রূপেতে ভাব করেন বাহির ॥
শূকর রূপেতে সেই সর্ব্ব শক্তিমান।
আবির্ভূত হইলেন সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
কি আশ্চর্য্য হেন কীর্ত্তি আশ্চর্য্যই হয়।
ভগবান না হইলে সম্ভব তো নয় ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আসি সাগর মাঝার।
প্রকাশিত এই মাত্র পর্ব্বত আকার ॥
অদ্ভুত এ কর্ম্ম মরি অদ্ভুত গঠন।
যজ্ঞেশ্বর না হইলে আর কোনজন ॥
প্রকৃত মূর্ত্তিরে করি গোপন নিশ্চয়।
এইরূপে প্রকাশেন আপন কৃপায় ॥
তাঁহার কৃপার কথা কে করে বর্ণন।
কোন ইচ্ছা তাঁর তাহা জানে কোন জন ॥
ব্রহ্মা ল'য়ে পুত্রগণ বিচারেন মনে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি নেহারি নয়নে ॥
দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি পর্ব্বত প্রমাণ।
ভীষণ গর্জ্জনে তাঁর সবে কম্পমান ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি।
প্রলয় তরঙ্গ উঠে সমুদ্র উপরি ॥
চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল তখন।
যেন রে আনন্দ পুনঃ হবে আগমন ॥
সে গর্জ্জন শ্রবণেতে সুখী সর্ব্বজন।
আনন্দিত মনু আর দ্বিজোত্তমগণ ॥
তপলোক সত্যলোক যত জন রয়।
বরাহ গর্জ্জনে সবে আনন্দিত হয় ॥
মায়াময় মূর্ত্তি তাহা শূকরের রূপ।
সংশয় নাশক নাদ শ্রবণে অনুপ ॥
সংশয় নাশক রব করিয়া শ্রবণ।
সাম, ঋক্, যজু মন্ত্রে করিল পূজন ॥
বরাহে করিলে স্তব বেদের বিধান।
সন্তুষ্ট হয়েন তবে সেই ভগবান্ ॥
বেদ প্রতিপাদ্য সেই বরাহ মূরতি।
বেদ শাস্ত্র শুনি হন হরষিত অতি ॥
দেবগণ স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
সম্ভাষিতে তাহাদের করেন গর্জ্জন ॥
আনন্দে গর্জ্জন করি উৎফুল্ল অন্তর।
যেন গগনেতে শোভে নব জলধর ॥
আনন্দের ভাব সেই দেহেতে প্রকাশ।
যেন শত চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির আভাস ॥

পুচ্ছ ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হ'ল আনন্দের ভরে।
সকল হইল রোম ত্বকের উপরে॥
খুরোপরে মেঘ যেন হইল ঘর্ষণ।
এত দীর্ঘ সে শরীর না হয় বর্ণন॥
স্কন্ধেতে কেশর রাশি লাগিল ঢুলিতে।
শুভ্র দন্তদ্বয় যেন লাগিল জ্বলিতে॥
চন্দ্র সম জ্যোতিঃ তাঁর অঙ্গে প্রকাশিল।
প্রলয়ের অন্ধকার তাহাতে নাশিল॥
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত মূর্ত্তি সেই ভগবান।
গগনে গগনে ব্যাপ্ত বিবিধ কল্যাণ॥
ঘ্রাণশক্তি বলে জানি মেদিনী নিবাস।
উদ্ধারিতে তাঁরে মনে করি অভিলাষ॥
লম্ফ ত্যাগ করি তবে উঠিয়া গগন।
ভীষণ প্রলয় নীরে হন নিমগন॥
ডুবিবার অগ্রে ঊর্দ্ধে করি দৃষ্টিপাত।
দেখিলেন মনু আদি বিহারে সাক্ষাৎ॥
ভীষণ তরঙ্গে পূর্ণ অকূল সাগর।
হেরিয়া বরাহমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর॥
ভয়ে কাঁপি থরে থরে করেন চীৎকার।
বলে কর যজ্ঞেশ্বর আমায় নিস্তার॥
ডুবিল বরাহ অঙ্গ সমুদ্রে রাজন।
তার প'র পড়ে ভারে শত মেরু যেন॥
বুঝি পীড়া লাগি বাহু তরঙ্গ তুলিয়া।
ক্ষমা চাহে জলনিধি ব্যাকুল হইয়া॥
অসীম অপার রাজ্য ছিল জলেশ্বর।
এবে আসে ঈশ্বরের সীমার ভিতর॥
খুরবলে আলোড়িয়া সাগরের জল।
বিদীর্ণ করিয়া হেরে নিম্নে রসাতল॥
রসাতলে মেদিনী যে হেরেন নয়নে।
দুঃখিনী কামিনী যেন বিহীন ভূষণে॥
বসুন্ধরা দেবীকে চিনিয়া নারায়ণ।
বলিলেন পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ॥
মেদিনী তোমার নাম স্নেহের সন্ততি।
সর্ব্ব জীবাধারভূতা তুমি বসুমতী॥
যখন প্রলয় জলে বিশ্বের ইরণ।
করেছিনু তোমা বাছা আমিই গ্রহণ॥
অনন্ত-শয্যায় যবে করেছি শয়ন।
জঠরে যতনে তোমা করিনু গ্রহণ॥
জাগিনু এখন আমি না দেখি তোমায়।
উদ্ধারিতে তেঁই বাছা এসেছি হেথায়॥
এই যে উভয় দন্ত দেখিছ আমার।
বস বাছা যত্ন করি উপরে উহার॥
ল'য়ে শূন্যোপরে যাব প্রকাশ কারণ।
ভূতযোনি তুমি বৎস জীবের শরণ॥
কে করিল নাহি পাই তার দেখা আর।
নিশ্চয় সাধিব আমি নিধন তাহার॥
তোমারে হারায়ে জীব রহিবে কেমনে।
সেই হেতু নাশিব গো সেই দুরাত্মনে॥
এতবলি ভগবান্ লইয়া মেদিনী।
রসাতলে হ'তে শূন্যে আসেন আপনি॥
দন্তেতে শোভিল মহী সর্ব্ব জীবাধার।
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত অঙ্গ বরাহ আকার॥
মরি মরি কি মাধুরী হইল বিকাশ।
আনন্দ লহরী যেন তাহাতে প্রকাশ॥
মেদিনী উদ্ধার হ'ল হৃষ্ট দেবগণ।
ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ বীর রক্তিম নয়ন॥
অতি বলবান দৈত্য দেখিতে ভীষণ।
স্বীয় বলে পূর্ব্বে ধরা করিল হরণ॥
হাতে করি অনায়াসে রসাতল মাঝ।
আনিয়া বিহার করে তাহে দৈত্যরাজ॥
সে ধন হরিল হেরি নিজে নারায়ণ।
হইল প্রলয় দৈত্য ক্রোধপরায়ণ॥
করেতে ভীষণ গদা করিয়া ধারণ।
ইচ্ছিল বরাহ সহ করিবারে রণ॥
না জানি বরাহরূপে আসি কোনজন।
তাহার সাধের মহী করিল হরণ॥
রোষেতে নয়ন জ্বলে প্রদীপ্ত তপন।
কিম্বা শত উল্কা যেন ভাতিল গগন॥

নিশ্বাসের বেগ যেন প্রলয় পবন।
ক্ষণে ক্ষণে বহিতেছে কাঁপয়ে সঘন ॥
শিরোপরে শিরসিজ যেন কাল ঘন।
সুবিশাল দেহ তার সুমেরু সমান ॥
ভীষণ দর্শন সেই দৈত্য মহাবীর।
হরিরে না চিনি ক্রোধে হইয়া অস্থির ॥
ধেয়ে গিয়া বরাহের সহ করে রণ।
বরাহ করিল তাহে ভীষণ গর্জ্জন ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য বল হয় শেষ।
থাকিল হাতের গদা হাতেতে বিশেষ ॥
ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ হেরি দেব নারায়ণ।
দন্তে ধরি মেদিনীরে করি আকর্ষণ ॥
খুরাগ্রে আঘাত দৈত্যে করেন বিস্তর।
পঞ্চত্ব পাইল দৈত্য অতি ক্রোধপর ॥
আঘাতে দৈতের অঙ্গে বহিল শোণিত।
যেন বরিষার স্রোত পর্ব্বতে বহিত ॥
পড়িল রণেতে দৈত্য হ'য়ে অচেতন।
সুমেরুর চূড়া ভাঙ্গে বজ্রের পতন ॥
বধিয়া বিষম দৈত্য আদি নারায়ণ।
বরাহ রূপেতে রক্ত মাখেন তখন ॥
দৈত্যের শোণিতে অঙ্গ করিয়া রঞ্জন।
গৈরিক ভূষিত যথা সিংহ আস্ফালন ॥
দৈত্য বধি হরি তবে লইয়া মেদিনী।
প্রকাশেন যেন মেঘ স্থির সৌদামিনী ॥
তমাল সদৃশ নীলকান্তি নারায়ণ।
ধরেন দন্তেতে ধরা রূপেতে কাঞ্চন ॥
এ হেন রূপেতে হরি পৃথিবী উদ্ধারে।
কীর্ত্তন করেন ব্রহ্মা বরাহাবতারে ॥
বিরিঞ্চ্যাদি যত ঋষি হ'য়ে কুতূহলী।
করেন হরির স্তব হয়ে কৃতাঞ্জলী ॥
বেদযুক্ত অনুসারে করিয়া স্তবন।
বরাহ মূর্ত্তির সবে করে আরাধন ॥
কি বলিয়া ব্রহ্মা আদি করেন স্তবন।
শুনহ বিদুর কহি করিয়া স্মরণ ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত পরলোক সার।
শুনিলে বিনষ্ট হবে মায়ার আঁধার ॥

ইতি বরাহ অবতার মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক বরাহ মূর্ত্তির স্তব।

সূত কহে শৌনকেরে কর অবধান।
শুক মুখে ভাগবত বেদের প্রমাণ ॥
যেমতে কহিলা শুক পাণ্ডু নরবরে।
কহিব তেমতি সবে সন্তোষ অন্তরে ॥
কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজন।
শুন নৃপ এইবার বরাহ স্তবন ॥
বিদুরের কাছে সেই মৈত্র ঋষিবর।
কহেন বরাহ স্তুতি অতি সুবিস্তার ॥
সেই কথা শুন রাজা হ'য়ে একমন।
বুঝিবে সংসার মাত্র মায়ার বন্ধন ॥
ক্ষত্তার উদ্দেশে কয় মৈত্র ঋষিবর।
শুনহ বরাহ স্তব বেদের গোচর ॥
পৃথিবী উদ্ধার হ'লে ব্রহ্মা গুণমণি।
মনুসহ স্তব তাঁরে করেন তখনি ॥
বরাহ রূপেতে করি মেদিনী উদ্ধার।
রাখিলেন পুনঃ তিনি এ বিশ্ব সংসার ॥
অদ্ভুত এ লীলা দেব বরাহ আকার।
ইন্দ্রজাল যেন বোধ হয় সবাকার ॥
বরাহ না হয় উহা বেদের প্রমাণ।
অনন্ত স্বরূপ তাহা জ্ঞানীর বাখান ॥
অজিত তোমার নাম যজ্ঞের ভাবন।
নমস্কার করি তোমা তুমি নারায়ণ ॥
সকলি তোমার দেহ হোক তব জয়।
এ বিশ্ব তোমার রূপ তুমি বিশ্বময় ॥
শূকর রূপেতে অঙ্গ শোভে রোমরাজি।
তাহার গর্ভেতে রহে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজি।
তব লোমকূপে লীন সাগর অপার।
লোম সঞ্চালন মাত্রে ধরার উদ্ধার ॥

সে হেতু শূকররূপী কহয় সংসার।
হরি তোমা কোটি কোটি করি নমস্কার ॥
যে জনের আত্মা হয় পাপে কলুষিত।
সে জন না পায় তব সাক্ষাৎ নিশ্চিত ॥
যজ্ঞাত্মক এই রূপ সুদুর্দ্ধম হয়।
কেবল বিজ্ঞান যোগে হেরে ঋষিচয় ॥
কিবা পরিচয় তার দিব হীন মতি।
বেদরূপে তুমি দেব বরাহ মূরতি ॥
ত্বক্ নয় উহা ছন্দ গায়ত্রী প্রমাণ।
রোম নয় যজ্ঞভূমে জ্ঞানীর বিধান ॥
চক্ষু নয় হরি উহা হোমেতে উদয়।
চারিপদে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম পরিচয় ॥
মুখাগ্রে তোমার স্রুব স্রুব নাসা হয়।
ঈড়াই উদয় কর্ম্ম চমশ নিশ্চয় ॥
প্রাশিত্র তোমার মুখ জ্ঞানীর বিধান।
মুখমধ্যে সোমপাত্র সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
চর্ব্বণে প্রকাশ অগ্নি যজ্ঞের কারণ।
তব অভিব্যক্তি হয় দীক্ষার প্রধান ॥
উপসৎ নামে ইষ্টি গ্রীবা তব হয়।
প্রায়ণীয়া উদয়নীয়া যেন দন্তদ্বয় ॥
প্রবর্গ্য তোমার জিহ্বা বেদেতে প্রমাণ।
সত্য আবসথ্য অগ্নি শিরেতে বিধান ॥
ইষ্টকাচয়ন নামে তব পঞ্চ প্রাণ।
সোমযজ্ঞ রেতঃ তব সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
তিনটি সবন হয় অবস্থা ত্রিতয়।
অগ্নিষ্টোম আদি সপ্ত সপ্ত ধাতু হয় ॥
দ্বাদশাহ নামে যজ্ঞ দেহ সন্ধি তব।
যজ্ঞরূপে তুমি হরি করি অনুভব ॥
ইষ্টিই বন্ধন তব ক্রতুর স্বরূপ।
তুমিই সকল মন্ত্র দেব বিশ্বরূপ ॥
তুমি মন্ত্র তুমি বেদ তুমি দ্রব্যচয়।
তুমি যজ্ঞ মহাকর্ম্ম জ্ঞানেতে নিশ্চয় ॥
যজ্ঞ কর্ম্মে মন্ত্র বলে সত্ত্ববোধ হয়।
সত্ত্ববোধে মহাভক্তি তাহে উপজয় ॥
ভক্তি হ'তে আত্মজয় হয় সুপ্রকাশ।
তাহাতে চিত্তের ধৈর্য্য নামেতে বিশ্বাস ॥
বিশ্বাসের অনুভবে জ্ঞানের উদয়।
সেই জ্ঞানীরূপী তুমি বেদেতে কহয় ॥
তুমি জ্ঞানময় হরি তুমি গুরুভার।
অতীব আশ্চর্য্য লীলা তোমা নমস্কার ॥
কি মাধুরী ভগবান ধ'রেছ এবার।
ভাবিলেই পুলকিত হৃদয় আগার ॥
সপত্র পদ্মিনী দন্তে করিয়া ধারণ।
জল হতে বিনিষ্ক্রান্ত গজেন্দ্র যেমন ॥
তেমনি দন্তাগ্রে ধরা করিয়া ধারণ।
কি রূপ ধ'রেছ মরি বিশ্ব বিমোহন ॥
বেদময় মূর্ত্তি এই বরাহ আকার।
তদুপরে ভূমণ্ডল শোভার আধার ॥
যেন সুমেরুর শৃঙ্গ শুভ্রমেঘ দল।
তেমতি পৃথিবী সহ তুমি শোভাস্থল ॥
জননী রূপিনী ধরা সর্ব্ব জীবে হয়।
পিতা রূপে তুমি দেব হইলে নিশ্চয় ॥
জলের উপরে তবে রাখহ মেদিনী।
সর্ব্বলোক রক্ষা তাহে হইবে আপনি ॥
যাজ্ঞিকেরা যেইরূপে মন্ত্রপূত করি।
অবনীতে অগ্নি ধ্যান করয়ে শ্রীহরি ॥
তথা তব তেজ ইথে হইলে নিহিত।
তাহাই ধারণাশক্তি জ্ঞানীর বিদিত ॥
সেই শক্তি বলে ধরা ধরে ভূতগণে।
ব্যাপৃত রহে সে সদা পোষণ রক্ষণে ॥
তুমি স্বামী এবে ধরা তোমার কামিনী।
সেবিব আমরা উভে দিবস যামিনী ॥
কি বলিব তোমা দেব তুমি নারায়ণ।
তোমা বিনা হেন কার্য্য করে কোনজন ॥
অতীব আশ্চর্য্য লীলা পৃথিবী উদ্ধার।
তোমা বিনা এ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধ্যকার ॥
কি আশ্চর্য্য আছে দেব নিকটে তোমার।
কিবা মায়াবলে গঠ জগত সংসার ॥

জন তপ সত্যলোকে করি মোরা বাস।
বেদময় দেহ হরি পূরালাম আশ॥
বেদময় দেহ তাহে জলবিন্দু ভরে।
পবিত্র হয়েছি সবে আনন্দ অন্তরে॥
কি ভিক্ষা চাহিব দেব তোমার সকাশ।
না পারি বুঝিতে লীলা যা হয় প্রকাশ॥
মূঢ় বুদ্ধি সেই হয় যেই করে আশ।
অপার কর্ম্মার কর্ম্ম করিতে প্রকাশ॥
সর্ব্বব্যাপী তুমি তবু না হেরে তোমায়।
তাই মূঢ় জীবগণ এত দুঃখ পায়॥
যোগমায়া জাতগুণে সকলে মোহিত।
সেই হেতু তুমি নহ সর্ব্ব প্রকাশিত॥
করহ মঙ্গল তবে হে মঙ্গলময়।
দাও হেন শক্তি যাহে তোমা জানা যায়॥
তব শক্তি বুঝি করে তোমা উপাসন।
হেন জ্ঞানশক্তি জীবে করহ অর্পণ॥
এতেক বর্ণিয়া তবে মৈত্রেয় সুধীর।
কহেন বিদুরে তবে হইয়া সুস্থির॥
এতেক স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
জলোপরে মেদিনীরে করেন স্থাপন॥
স্থাপন করিয়া ধরা সর্ব্ব জীবাধার।
অন্তর্হিত হইলেন অন্তরে তাঁহার॥
কেমনে বর্ণিব সেই হরির করুণা।
দিবা নিশি নহে তৃপ্ত আস্বাদি রসনা॥
এই মায়াময় রূপে শ্রীহরি কথন।
অবতার ভাবে যাহা হ'ল প্রকাশন॥
অতি জ্ঞানময় ইহা করিলে শ্রবণ।
সংসার জনিত দুঃখ হয় বিমোচন॥
ভক্তি সহ যেই শুনে করায় শ্রবণ।
নিত্য নিত্য তার হৃদে আসে জনার্দ্দন॥
সর্ব্ব শান্ত সেই ভক্ত সর্ব্বক্ষণে পায়।
বেদ প্রতিপাদ্য বাণী হরির কৃপায়॥
সকলের প্রভু হরি প্রসন্ন হইলে।
ভুবনে দুর্ল্লভ কিবা নিমিষে না মিলে॥
কিবা ছার আশীর্ব্বাদ করুণার কাছে।
সর্ব্বশান্তি বিরাজিত যার মাঝে আছে॥
যেই জন কায়মনে ভজয়ে তাঁহায়।
নিজ-গতি হরি তাঁরে স্বয়ং দেখায়॥
এমন করুণাময় হরি গুণগান।
ভববিষনাশী হরি কথামৃত পান॥
পশু বিনা অন্য কেবা করিবে হেলন।
ভক্ত বিনা হেন সাধ কে করে গ্রহণ॥
এত বলি মৈত্র ঋষি হয়েন সুস্থির।
হরিনাম পানে ক্ষত্তা হ'লেন অস্থির॥
সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
হিরণ্যাক্ষাসুর কথা করহ শ্রবণ॥
যাহা শুক কহিলেন পাণ্ডুবংশধরে।
তেমতি কহিব সবে কথা অতঃপরে॥
মৈত্রেয় বর্ণিত বাণী শুনিয়া বিদুর।
আনন্দে ভাসিয়া শান্তি পায়েন প্রচুর॥
সকল কারণ সেই আত্ম গুণময়।
বরাহ রূপেতে হরি যথা প্রকাশয়॥
সে কীর্ত্তন অবগত হ'য়ে ক্ষত্রবর।
পুনশ্চ করেন প্রশ্ন যুড়ি দুই কর॥
ভক্তজন লীলা শুনি স্থির নাহি হয়।
সে হেতু বিদুর পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসয়॥
কহেন বিদুর তবে কহ মুনিবর।
জিজ্ঞাসিব একবাণী কহ অতঃপর॥
যজ্ঞ মূর্ত্তি ভগবান হ'য়ে প্রকাশন।
হিরণ্যাক্ষ বধিলেন করিনু শ্রবণ॥
দন্ত দ্বারা উদ্ধারিলে সুন্দর ভুবন।
দৈত্য সহ শ্রীহরির কেন হয় রণ॥
কহ ঋষি সেই কথা করুণা করিয়া।
ভক্ত আমি তৃপ্ত হব সে বাণী শুনিয়া॥
কেমনে জন্মিল সেই আদি দৈত্যরাজ।
কেমনে হরিল মহী জীবের সমাজ॥
কেমনে হইল রণ সহ নারায়ণ।
বিস্তারিয়া কহ দেব তাহার কারণ॥

এতেক শুনিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
কহিলেন একে একে কথা অতঃপর ॥
অতি সাধু হও তুমি তুমি মহাবীর।
মৃত্যু নাশি হরিকথা জিজ্ঞাসিলে ধীর ॥
অবতার কথা যেই করয়ে শ্রবণ।
মৃত্যু পাশ হ'তে তার হয় বিমোচন ॥
অতি পুরাকালে হয় এ হেন আখ্যান।
নারদ কহেন ইহা ধ্রুব বিদ্যমান ॥
নামেতে উত্তানপাদ ছিল ধরাপতি।
শিশু ধ্রুব নামে ছিল তাঁহার সন্ততি ॥
হেন কথা শুনি শিশু নারদের পাশ।
হ'য়েছিল তাঁর হৃদে জ্ঞানের প্রকাশ ॥
সেই জ্ঞানবলে শিশু বিষ্ণু দেখা পায়।
সোপানে উঠিয়া পরে বিষ্ণুপুরে যায় ॥
অতি অপরূপ হয় এই ইতিহাস।
শুন বাছা অতঃপর করিব প্রকাশ ॥
যেমন দৈত্যের বংশ হইবে প্রকাশ।
দেবগণ শুনিলেন ব্রহ্মার সকাশ ॥
সেই বিবরণ বাছা করহ শ্রবণ।
তাহে হিরণ্যাক্ষ জন্ম হবে বিবেচন ॥
একদা মিলিয়া যত সুরশ্রেষ্ঠগণ।
শুনিবারে দৈত্যবংশ জন্ম বিবরণ ॥
প্রজাপতি নিকটেতে করিল গমন।
জিজ্ঞাসেন সেই কথা ব্রহ্মার সদন ॥
সে কথায় প্রজাপতি হ'য়ে হরষিত।
কহিলেন দেবগণে দৈত্যবংশ রীত ॥
শুনিনু সে বাণী আমি জ্ঞানীর নিকট।
কহিব সে কথা তোমা এবারে প্রকট ॥
অবহিত হ'য়ে বাছা করহ শ্রবণ।
হরি লীলাময় কথা সুধা বরিষণ ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি।
হরিনামে ভবসিন্ধু মাঝে যাই তরি ॥

ইতি হিরণ্যাক্ষ সংবাদ সমাপ্ত।

অথ কশ্যপ ও দিতি সংবাদ।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
হিরণ্যাক্ষ জন্ম মুনি করহ শ্রবণ ॥
শুক মুখামৃত এই ভক্তি শাস্ত্র সার।
বিজ্ঞান মণ্ডিত ইহা জ্ঞানের আধার ॥
মৈত্রেয় বিদুরে করি তবে সম্বোধন।
কহিতে লাগিল ইহা অমৃত বচন ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন সম্বোধন করি।
শুন বাছা দৈত্যবংশ নাশে যথা হরি ॥
পূর্ব্বে বর্ণিলাম বৎস করহ স্মরণ।
মরীচি দক্ষাদি সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দক্ষ প্রজাপতি হন সৃষ্টির কারণ।
সৃজেন অনেক পুত্র কন্যা অগণন ॥
পুরাণে বিস্তর তার হয় যে বর্ণন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তার বিবরণ ॥
দিতি নামে যেই কন্যা দক্ষের জন্মিল।
কশ্যপ মরীচি-পুত্রে তাহা সমর্পিল ॥
আর আর বহু কন্যা কশ্যপ সুমতি।
বিবাহ করেন সুখে দক্ষের সন্ততি ॥
সকলের সহ ঋষি করেন বিহার।
কামিনীগণের মনে আনন্দ অপার ॥
একদা রমণী দিতি সৌন্দর্য্য আকর।
প্রফুল্ল যৌবন যেন পূর্ণ শশধর ॥
অতি মনোলোভা রূপ মনোহর বেশ।
যৌবনে হইল তাঁর অনন্ত আবেশ ॥
পতি সঙ্গ ইচ্ছা সদা পতি নাহি পায়।
আর আর ভগ্নী প্রেমে পতি মত্ত রয় ॥
একেত অবলা জাতি পূর্ণ লজ্জা ভয়।
ভগ্নীতে হিংসন তাহে উচিত না হয় ॥
সেই ভাবি স্থির হ'য়ে থাকে কিছুদিন।
অনঙ্গ দহনে তনু সদা হয় ক্ষীণ ॥
একদা সুন্দরী দিতি সন্ধ্যার সময়।
তাপিত তপন সবে অস্তমিত হয় ॥

রজনী আগত মাত্র ধরা প্রায় স্থির।
মনে ভয় নাহি তবু হইল বাহির॥
অপরূপ ধরি বামা মনোহর বেশ।
তাম্বুলে রঞ্জিলা মুখ বিনাইয়া কেশ॥
সুন্দর পরিল সাড়ি অঙ্গেতে ভূষণ।
নানা গন্ধ দ্রব্য অঙ্গে করিলা লেপন॥
অতি পরিপাটি হ'য়ে আনন্দে অস্থির।
হেনকালে পঞ্চশর আঘাতে অধীর॥
সাজায়ে সুন্দর বেণী দেখিলা দর্পণে।
রতি ইচ্ছা হৃদয়েতে ইচ্ছিলা সেক্ষণে॥
রতি লাগি পতি প্রতি হ'ল তাঁর মন।
সেইক্ষণে পতিপাশে করিল গমন॥
একে ঋষিপতি তায় সন্ধ্যার সময়।
সন্ধ্যাকৃতে পতি তাঁর ছিলেন নিশ্চয়॥
নাহি কোন বাধা মানি অনঙ্গ পীড়নে।
গৃহ হ'তে যান তিনি পতির সদনে॥
তপস্যার আশ্রমেতে পতি রন তাঁর।
ঈশ্বরে নিমগ্ন চিত্ত আছিল তাঁহার॥
হেনকালে কামে মাতি সে দিতি সুন্দরী।
পতির সম্মুখে যায় অতি ত্বরা করি॥
তপস্যায় পতি রত হেরিয়া নয়নে।
কহিলেন দিতি তাঁরে সুমিষ্ট বচনে॥
একেত ললনা শ্রেষ্ঠ কমনীয়া অতি।
আরম্ভিলা তাহে মিষ্ট মধুর ভারতী॥
কহিলা সুন্দরী তবে যুড়ি দুই কর।
আশ্রমের কাছে থাকি কামে জর জর॥
শুন ওহে গুণমণি আমার বচন।
লজ্জা খেয়ে কহি তোমা সব বিবরণ॥
বিজ্ঞতম তুমি নাথ সর্ব্ব জ্ঞানাধার।
তেঁই দিলা মোরে তোমা জনক আমার॥
কহিতে লজ্জার কথা কহিতে না পারি।
আর যে যাতনা আমি সহিবারে নারি॥
সার্থক আমার জন্ম হৈল মহাশয়।
তেঁই তব সম পতি মম লাভ হয়॥
সর্ব্বগুণী শ্রেষ্ঠ তুমি মহা মুনিবর।
অতুল জগতে যার সৌন্দর্য্য আকর॥
হইয়া তোমার নারী করিব ক্রন্দন।
যে যাতনা দেয় সেই কাম শরাসন॥
কদলীর দল যথা অবহেলে করী।
পদশুণ্ড দিয়া করে ছিন্ন ভিন্ন করি॥
তেমতি মদন মোরে ভাবি হীনবল।
মন প্রাণ ধৈর্য্য নাথ হরিল সকল॥
তোমা বিনা এ বিপদে কে করে উদ্ধার।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু উপরে আমার॥
ভেবে দেখ গুণমণি আপন অন্তরে।
কত দুঃখ সহে দাসী যৌবনের ভরে॥
যতেক সপত্নী সহ কর তুমি বাস।
ইচ্ছায় বিহার কর হাস্য পরিহাস॥
তোমারে করিয়া লাভ সপত্নীর দল।
যৌবন আনন্দে রহে সতত বিহ্বল॥
ভুলেও আমারে নাথ নাহি কর মনে।
যৌবনের ভরে আমি থাকিব কেমনে॥
সবে হ'ল ধন-পুত্র-রত্ন-ভাগ্যময়ী।
থাকিতে স্বামিন্ আমি রহি দুঃখময়ী॥
একে কামশর মোরে করে জর জর।
সপত্নী সমৃদ্ধি শেল তাহার উপর॥
এতই যাতনা আমি সহিতে না পারি।
একেত অবলা জাতি তাহে কুলনারী॥
কি না জান তুমি স্বামী করহ স্মরণ।
যারে ভালবাসে স্বামী শ্রেষ্ঠ সেই জন॥
যশ তার চারিদিকে রয় প্রকাশিত।
সার্থক রমণী জন্ম তাহাতে বিদিত॥
পুত্র ভিন্ন কিসে সুখী রমণী জনম।
তুমি পতি হ'য়ে কেন এত দুঃখ মন॥
পূর্ব্ব কথা কর দেব এক্ষণে স্মরণ।
যবে তুমি মোরে নাথ করহ গ্রহণ॥
দক্ষ প্রজাপতি পিতা করুণ হৃদয়ে।
জিজ্ঞাসিল যত কন্যা একত্রেতে ল'য়ে॥

কহ কহ কন্যাগণ যাহা মনে লয়।
কাহার গৃহিনী হ'তে অভিলাষ হয় ॥
যতেক ভগিনী মোর প্রকাশিল আশ।
প্রকাশিল যার প্রতি যাহার প্রয়াস ॥
মোরা ত্রয়োদশ ভগ্নী বরিনু তোমায়।
গুণমণি ভাবি তোমা সুখের আশায় ॥
সেই হেতু ত্রয়োদশে তোমা হেন বরে।
সঁপিল জনক দক্ষ আনন্দ অন্তরে ॥
ত্রয়োদশে এক রূপে এক মন প্রাণ।
করিলাম একবারে একত্রেতে দান ॥
সমান সবারে তবে ভাবিতে উচিত।
একভাবে রাখা সবে তোমার বিহিত ॥
একভাবে প্রাণনাথ ভালবাস সবে।
সুখেতে বিহার কর আনন্দ বৈভবে ॥
কেন আমি দুঃখিনী এ হই তব দাসী।
নাহি মিষ্ট কথা কও মুখে ভালবাসি ॥
ছি ছি নাথ এই ভাব উচিত না হয়।
কেন দুঃখী হই আমি যৌবন সময় ॥
এ স্থানে আমার আশা করহ শ্রবণ।
পূরাও প্রার্থনা মম কমল লোচন ॥
কামশরে নিপীড়িতা অবলা কামিনী।
ভজিনু তোমায় নাথ হইতে সুখিনী ॥
তুমি মহোত্তম জন বিদিত ভুবনে।
বিফল না হবে আশা এই লয় মনে ॥
বিলম্ব না কর দেব কহ কহ বাণী।
শুনিয়া জুড়াক মম এ অস্থির প্রাণী ॥
এতেক কহিয়া দিতি মধুর সম্ভাষে।
দাঁড়াইয়া রহিলেন প্রত্যুত্তর আশে ॥
এত শুনি নারী মুখে মরীচি সন্ততি।
কহি শুন সেই বাণী কশ্যপ তব প্রতি ॥
অনঙ্গের শরে বিদ্ধ মধুর বচন।
দিতি মুখে শুনি তবে মরীচি-নন্দন ॥
আনন্দে সম্ভাষি তাঁরে কহেন হরষে।
আপনার মনোভাবে মজি প্রেমবশে ॥
শুনগো ললনে তোমা করি নিবেদন।
কেন হেন রোষ বাক্য করহ যোজন ॥
দোষ দাও মোর প্রতি উচিত না হয়।
কি দোষ করিনু তোমা কহত নিশ্চয় ॥
তব পিতা বিভা দিল ত্রয়োদশ কন্যা।
আমারে পাইয়া সবে হইয়াছ ধন্যা ॥
সবার যৌবনে আমি ক'রেছি বিহার।
সবার জন্মিবে পুত্র ঔরসে আমার ॥
আমি কি তোমার নয় ভাব দেখি মনে।
বিমুখ হয়েছ কভু আমার ভবনে ॥
তুমি মম প্রিয় পত্নী স্বামী আমি হই।
অবশ্য কামনা তব পূরাব সদাই ॥
তুমি যার পত্নী হও শ্রেষ্ঠ সেই পতি।
অযত্ন তো অসম্ভব মোর তোমা প্রতি ॥
পত্নী প্রিয় সাধনের পুরুষে উচিত।
তাহে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ বিহিত ॥
হেন শাস্ত্র মাঝে পত্নী শ্রেষ্ঠ জন রয়।
অবহেলে যে পত্নীরে পাষণ্ড নিশ্চয় ॥
আরও অনেক যুক্তি শুন প্রাণেশ্বরী।
গৃহস্থ হইয়া যেই বিভা করে নারী ॥
প্রকৃত গৃহস্থ সেই শাস্ত্রেতে বিচারি।
মায়াজাত সুখে নহে সে জন ভিখারী ॥
গৃহস্থের মহাধর্ম্ম পত্নীরে পালন।
সেই ধর্ম্ম সংসারের পারেতে গমন ॥
নৌকা বিনা নাহি যথা সাগরের পার।
গৃহিনী বিহনে নাই সংসারে নিস্তার ॥
অতীব পণ্ডিতা তুমি কি কব তোমায়।
শরীরের অর্দ্ধভাগে পত্নী গণ্য যায় ॥
বেদমাঝে প্রকাশিত আছে হেন বাণী।
সেই হেতু তোমা সবে শ্রেষ্ঠ ব'লে মানি ॥
আর এক কথা প্রিয় ভাবহ আপনে।
অযত্ন করিব আমি তোমা কি কারণে ॥
দুর্গপতি যথা দুর্গে করিয়া আশ্রয়।
বিবিধ কৌশলে শত্রু করে সুখে জয় ॥

ইন্দ্রিয় সমান শত্রু নাহিক দুর্জ্জয়।
সংসারেতে মানবের ভাবিলে নিশ্চয় ॥
আর সেই তিনাশ্রম শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
তাদের কৌশলে হয় ইন্দ্রিয় বিনাশ ॥
আশ্রয় বিহনে কোথা শত্রু যায় মারা।
আশ্রয় ইন্দ্রিয় নামে এক মাত্র দারা ॥
যাহার আশ্রয়ে করি ইন্দ্রিয়ের জয়।
স্বর্গবাস করে সুখে প্রশান্ত হৃদয় ॥
সে হেন রমণী ঋণ শোধিবারে পারে।
কোটি জন্ম সেবা করি শুধিবারে নারে ॥
ললনার উপকার এক প্রতিশোধ।
পাওয়া যায় মনে ভাবি আপন প্রবোধ ॥
পুত্র উৎপাদন মাত্র সেই উপকার।
তাহাতে ললনা তুষ্ট ধর্ম্ম তুষ্ট আর ॥
করিব সে আশা তব অবশ্য পূরণ।
কিন্তু কার্য্য করিবারে আগে বিবেচন ॥
যে কর্ম্মেতে নিন্দা হয় নিকটে সবার।
বিহিত সে কার্য্য নয় জ্ঞানীর আচার ॥
তাই বলি হে সুন্দরী ভাবহ আপনে।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর নাশিব মদনে ॥
সবে এই সন্ধ্যা মাত্র রহে দেবগণ।
এই জন্য এরে কয় সুঘোর দর্শন ॥
ঘোর দর্শন কালে ভূত প্রেতগণ।
ভীষণ মূর্ত্তিতে করে সদা বিচরণ ॥
এ ঘোর দর্শন কালে আপনি ভূতেশ।
বৃষস্কন্ধে পর্য্যটন করে নানা দেশ ॥
সঙ্গে তাঁর অনুচর পিশাচের দল।
ভীষণ অকৃতি সব সকলে চঞ্চল ॥
সন্ধ্যাকালে ভূতনাথ ভীষণ মূরতি।
শ্মশানের বায়ুসম জটাজুট অতি ॥
দেখিতে অতীব ধূম ধূলায় ধূসর।
সে হেন জটার বর্ণ তাহে দিগম্বর ॥
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি তিনে এবে সন্ধি হয়।
সেই হেতু সন্ধ্যা এই কালেরে কহয় ॥
তিন নেত্র ভূতনাথ জানতো নিশ্চয়।
অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য তার নামান্তর হয় ॥
এই কালে ভূতনাথ হেরে ত্রিনয়নে।
কোন ভাবে কে জগতে র'য়েছে কেমনে ॥
সম্পর্ক দেবর তব ভূতনাথ হয়।
লজ্জা করা তাঁরে প্রিয়ে উচিত নিশ্চয় ॥
সে হেতু কহিনু তোমা বিলম্বের তরে।
ক্ষণকাল তিষ্ঠ সতী নিজ জ্ঞানভরে ॥
অপার মহিমা সেই ভূতনাথে হয়।
জগতে আপন পর যার ভেদ নয় ॥
আদরের নহে কিছু অনাদর নাই।
সকলে সমান দৃষ্টি যাঁহার সদাই ॥
মায়াই কিঙ্করী আর ব্রহ্মাদি কিঙ্কর।
যাঁহার কারণে বিশ্ব যিনিই ঈশ্বর ॥
তাঁর হেন পৈশাচিক কেন আচরণ।
অতর্ক এ কথা প্রিয়ে! না হয় কখন ॥
তাই বলি ক্ষণকাল বিলম্ব সে কর।
মিটাইব কামনা তব আমিই সত্বর ॥
এই কথা শুনি দিতি নাহি ভাবে আন।
অগ্রসরি স্বামী পাশে ত্বরা করি যান ॥
পূর্ব্বকৃত উপদেশ করিয়া হেলন।
অনঙ্গে বিকলা প্রায় উন্মাদিনী যেন ॥
বারনারী সম হ'য়ে লজ্জা বিসর্জ্জিয়া।
ব্রহ্মর্ষির বস্ত্র সতী ধরেন টানিয়া ॥
পত্নী হেন আচরণ করি নিরীক্ষণ।
আশ্চর্য্য হইয়া ঋষি ভাবে মনে মন ॥
ভার্য্যারে করিতে তুষ্ট মনে করি আশ।
একান্ত যায়েন তাঁর মিটাতে প্রয়াস ॥
ঈশ্বরের নামে করি দেব নমস্কার।
সমাপন করিলেন রতির প্রকার ॥
রতি সমাপিয়া ঋষি করিলেন স্নান।
প্রাণায়ামে শুদ্ধচিত্তে করি ব্রহ্ম ধ্যান ॥
মিটায়ে কামের আশা সে দিতি সুন্দরী।
জ্ঞানের উদয়ে লজ্জা রহেন আবরি ॥

লজ্জাবশে অধোমুখ ঋষির সকাশ।
মধু সম্ভাষণে পুনঃ প্রকাশেন আশ॥
দিতি কন শুন নাথ মম নিবেদন।
বিহিত এ কার্য্য সত্য হ'ল সংঘটন॥
ভূতপতি রুদ্রাদির সমীপে তাঁহার।
করিলাম বটে আমি মন্দ ব্যবহার॥
সবার রক্ষক সেই মহেশ শঙ্কর।
এই বর মাগ তাঁর নিকটে সত্বর॥
মম গর্ভ তিনি যেন না করেন নাশ।
থাকিলে এ গর্ভ স্বামী মিটিবে প্রয়াস॥
একে তো অবলা তাঁয় করি নমস্কার।
বিশ্বদেব মহারুদ্র চরণে তাঁহার॥
সকামের ফলদাতা নিষ্কামে মঙ্গল।
সংহার করেন যিনি ল'য়ে নিজ বল॥
সেই ঈশ্বরের পদে করি নমস্কার।
যেন না বিনষ্ট হয় এ গর্ভ আমার॥
ক্রিয়াতে না বধে হেরি সম্মুখে কামিনী।
হেন জাতি মোরা হই সবার অধিনী॥
আশুতোষ তাঁর নাম দয়ার আকর।
প্রসন্ন হউক তিনি আমার উপর॥
সতীর স্তবেতে ঋষি ক্ষুব্ধচিত্ত হন।
একে একে প্রজাপতি কহেন বচন॥
শুন সতী দিতি তোমা কহি সবিশেষ।
গর্ভ রক্ষা হবে তার না কর সন্দেশ॥
চারি দোষ তব গর্ভে হইল উদয়।
ভাবিয়া দেখিনু আমি কহিনু নিশ্চয়॥
তব নহে তুষ্ট মন রতির সময়।
ঘোর বেলাজাত দোষ তাহাতে উদয়॥
মম আজ্ঞা না শুনিলে এই দোষ তিন।
রুদ্রদেবে অবহেলা দোষ চারি ভিন॥
এত দোষে গর্ভ তব হইল উদয়।
দুই পুত্র তব গর্ভে জন্মিবে নিশ্চয়॥
জন্মিয়া তোমার গর্ভে তোমার সন্ততি।
ত্রিলোকেতে দিবে পীড়া হইয়া দুর্ম্মতি॥
নির্দ্দোষীর প্রতিকূল হইবে দুর্জ্জন।
নিপীড়িত হবে যত দেবতা ব্রাহ্মণ॥
সেইকালে ভগবান হ'য়ে অবতার।
বধিবেন সুখে তব দুর্জ্জয় কুমার॥
ইন্দ্র যথা বজ্রে ভাঙ্গে উচ্চ গিরিবর।
তেমতি তোমার পুত্রে বধিবে ঈশ্বর॥
দিতি কন যোড়হাতে কি কহ গোঁসাই।
তব কথা শুনি আমি কত দুঃখ পাই॥
জানিনু দুর্জ্জয় পুত্র হইবে নিশ্চয়।
ভগবান বধিবেন নাহি তাহে ভয়॥
ব্রহ্মকোপে যেন তারা নাহি নষ্ট হয়।
সেই বড় ভয় মোর হৃদয়ে উদয়॥
ব্রাহ্মণের কোপানলে হয় যে দহন।
সর্ব্বভূতে ভয়ঙ্কর হয় সেই জন॥
যে যোনীতে সেই দুষ্ট জন্মে বার বার।
কভু না মঙ্গল তার ঘটে পুনর্ব্বার॥
তাই বলি হেন বিধি কর মোরে দান।
ব্রহ্মকোপানলে যাতে না মরে সন্তান॥
হেন ভিক্ষা করি দিতি করযোড়ে রয়।
কশ্যপ কহেন তারে উচিত যা হয়॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুরের প্রতি।
হরি কৃপা শুন পরে দিতি নারী-প্রতি॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
শুনিলে ঘুচিবে মোহ পাইবে নিস্তার॥

ইতি দিতি ও কশ্যপ সংবাদ সমাপ্ত।

অথ দিতির প্রতি কশ্যপের অভয় প্রদান।

শুক কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
দিতির অভয় কথা অমৃত বর্ণন॥
শুকদেব কহিলেন পাণ্ডু নরবরে।
শুন রাজা মৈত্র ঋষি কি কহেন পরে॥

মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুরের প্রতি।
দিতির অভয় কথা শুন মহামতি॥
প্রিয়ারে দুঃখিত দেখি অনুতাপময়।
শ্রীহরির মান্য দিতি করে অতিশয়॥
স্বামীপদে ভক্তি দেখি দিতির তখন।
ধীরে ধীরে সতী প্রতি কহেন বচন॥
কশ্যপ কহেন শুন প্রেয়সী আমার।
না কাঁদ না কাঁদ প্রিয়ে মুছ অশ্রুধার॥
তুমি সতী পুণ্যবতী ভুবনের মাঝ।
ক্রন্দন না হয় তব উপযুক্ত কাজ॥
অকালে ধরিলে গর্ভ হইয়া কুমতি।
তেঁই তব গর্ভে হবে দুর্জ্জন সন্ততি॥
অলঙ্ঘ্য বিধির ধর্ম্ম লঙ্ঘন না হয়।
অবশ্য জন্মিবে পুত্র দুর্জ্জন নিশ্চয়॥
বিষ্ণু বধিবেন সবে দৌরাত্ম্য নাশিতে।
ইহাও নিশ্চয় কথা কহি তব হিতে॥
যেই জন অপরাধে অনুতাপ করে।
উচিত বিচার বোধ সেই করে পরে॥
পাপীকে দণ্ডিয়া বিধি সুখ দেন পরে।
এই বেদ-বিধি প্রিয়ে কহিনু তোমারে॥
এত যে করিলে তুমি অনুতাপ মনে।
অনুতাপে শুদ্ধ হ'ল কর্ম্ম আচরণে॥
সেই অনুতাপে দগ্ধ হইলে আপনি।
করিয়াছ তুষ্ট দেবে মনে অনুমানি॥
শুদ্ধ মনে হরিপদ ক'রেছ স্মরণ।
গুরুজনে ভজ প্রিয়ে কর অনুক্ষণ॥
এই পুণ্য হেতু তোমা সুফল ফলিবে।
তাহাতেই বংশ তব উদ্ধার হইবে॥
পুত্র মধ্যে এক পুত্রে জন্মিবে কুমার।
সেই পুত্র উদ্ধারিবে সবংশ তোমার॥
অতি ভাগ্যবান পৌত্র হবে সাধুজন।
তারে কৃপা করি দেখা দিবে নারায়ণ॥
তাহার পুণ্যেতে বংশ হইবে উদ্ধার।
সুখ্যাতি তাহার হবে জগতে প্রচার॥
সর্ব্বলোক তার খ্যাতি করিবেক গান।
তার গুণ সর্ব্বলোকে দিবেক প্রমাণ॥
মলিন সুবর্ণ যথা অগ্নি সুমিলনে।
দগ্ধ হ'য়ে মুক্ত হয় উজ্জ্বল বরণে॥
হেন গুণ তব পৌত্র করিবে ধারণ।
শুদ্ধ হবে তাহে লোক করিয়া স্মরণ॥
এতদূর ভক্তি সেই ধরিবে কুমার।
বাঁধিবে ভক্তির বলে যিনি বিশ্বভার॥
প্রসন্ন হবেন তিনি কুমারের প্রতি।
অতি মহাভাগবত হইবে সন্ততি॥
যত গুণ ধরে হৃদে সাধু মহাজন।
তদপেক্ষা বেশী গুণ করিবে ধারণ॥
হৃদয়ে করিবে হরি আনন্দে স্থাপন।
চিত্তের কলুষ নাশি হবে শুদ্ধ মন॥
সুশীল হইবে সেই অনাসক্ত মতি।
অতীব সুন্দর হবে শুন শুন সতী॥
সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন হইবে কুমার।
পর দুঃখে কষ্ট হবে হৃদয়ে তাহার॥
শত্রুহীন হ'য়ে সেই মহারাজ হবে।
সুখ্যাতি পূরিবে ধরা অতুল বৈভবে॥
গ্রীষ্মের উত্তাপ যথা চন্দ্র করে নাশ।
জগতের দুঃখ তথা করিবে বিনাশ॥
শুন সতী হেন পৌত্র জন্মিবে তোমার।
তার পুণ্যে সবংশেতে হইবে উদ্ধার॥
হেন গুণবান পৌত্র মহাভাগ্যবান।
সুন্দর দেখিতে অতি মহাগুণবান॥
কমল সমান আঁখি সুন্দর বয়ান।
ললনা সমান মূর্ত্তি সর্ব্ব পূজ্যমান॥
হেন মূর্ত্তি সেই পৌত্রে হেরিবে নয়নে।
কুমতির পাপ তবে ঘুচিবে সেক্ষণে॥
এতেক কহিল মৈত্র বিদুরের প্রতি।
শুনি হরষিত দিতি কশ্যপ ভারতী॥
নাথের বদনে শুনি পুত্রের নিধন।
বিষ্ণু হস্তে মৃত্যু শুনি আনন্দিত মন॥

স্বামীরে প্রণাম করি চলে অন্তঃপুরে।
অনুতাপ করে দিতি আপন অন্তরে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি লীলা সার।
দিতির অভয় কথা পুণ্যের আধার॥

ইতি দিতির প্রতি কশ্যপের অভয়দান সমাপ্ত।

দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণের শঙ্কা ও ব্রহ্মার স্তব।

সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র নন্দন।
দিতির পুণ্যের কথা শেষ বিবরণ॥
শুক কহিলেন তবে পাণ্ডু বংশধরে।
মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে॥
মৈত্র কন বিদুরেরে করি সম্বোধন।
শুন বাছা দিতি গর্ভ মধুর কথন॥
কশ্যপ-অভয় লভি সেই দিতি সতী।
করিলেন নিজালয়ে হর্ষ শোকে গতি॥
একে যৌবনের ভরে অতীব সুন্দরী।
অনুতাপে বিষাদিত আহা মরি মরি॥
শরতের চাঁদ যেন গ্রাসিল রাহুতে।
আনন্দ করিনী যেন পড়িল মাহুতে॥
প্রভাতে ঘেরিল যেন তমোময় ঘন।
হেনমতে দিতি রন হর্ষ দুঃখ মন॥
স্বামীর অভয় স্মরি সতী একবার।
হর্ষ পুলকিত হন পুণ্যের আধার॥
আবার স্মরিয়া নিজ কুমতির রীতি।
অন্তরে চঞ্চল হন পান কত ভীতি॥
এইরূপে কত দিন হইল বিগত।
গর্ভের সন্তান বাড়ে কালের সম্মত॥
গর্ভের সঞ্চার যেন পূর্ণিমার শশী।
কিবা পদ্মে যেন শোভে সুন্দর সরসী॥
গর্ভের ক্রমেতে পূর্ণ হেরিয়া আপন।
অমঙ্গল চিন্তা দিতি করে অনুক্ষণ॥

যতই বাড়িল গর্ভ তত স্নেহ হয়।
পুত্রের মমতা তত হৃদয়ে উদয়॥
জন্মিলে কুপুত্র হবে সবার পীড়ন।
অবহেলে বিষ্ণু তারে করিব নিধন॥
মা হ'য়ে কেমনে দিতি হেরিবে নয়নে।
বিষ্ণু আসি পুত্রগণে বধিবে যখনে॥
সেই দুঃখে মায়াবশে দিতি মহাসতী।
শতবর্ষ গর্ভ মাঝে ধরেন সন্ততি॥
বাজ ভয়ে পক্ষ মাঝে কুক্কুটী যেমন।
শাবকে গোপন ভাবে করয়ে রক্ষণ॥
সেইমত দিতি গর্ভ প্রসূত না হয়।
প্রাজাপত্য তেজ এক শতবর্ষ রয়॥
সেই গর্ভতেজ ক্রমে এতই বাড়িল।
তেজে সূর্য্য অধিকার ক্রমেতে যাইল॥
সূর্য্য হ'লো তমোময় বিশ্ব অন্ধকার।
দেখি দেবগণ মনে লাগে চমৎকার॥
কি ভীষণ গর্ভ দিতি করিল ধারণ।
যাবৎ শতেক বর্ষ নহে প্রসবন॥
গর্ভতেজে সূর্য্যলোকে হ'ল অন্ধকার।
না জানি পরেতে ক্রমে কি ঘটিবে আর॥
এত ভাবি দেবগণ চিন্তিত অন্তরে।
ব্রহ্মলোকে একে একে আগমন করে॥
ধ্যানে মগ্নচিত্ত রন কমল আসন।
সে কারণে দেবগণ করেন স্তবন॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সবে যোড়হাত করি।
প্রশান্ত নয়নে হৃদে ব্রহ্মদেব স্মরি॥
করিতে লাগিল সবে মধুর স্তবন।
শত চন্দ্র ব্রহ্মলোক দিল দরশন॥
মিল মিল আঁখি তবে কমললোচন।
মো সবার দুঃখ দেব কর দরশন॥
কিবা দৈত্য হৈল এ বিশ্বেতে প্রকাশ।
সূর্য্যলোক অন্ধকার আলো হয় নাশ॥
সেই হেতু অমঙ্গল বুঝিয়া আপন।
এসেছি আমরা সবে আপন সদন॥

মায়াতে আবিষ্ট মোরা না বুঝিতে পারি।
জ্ঞানাধার তুমি দেব জ্ঞানেতে সঞ্চারি ॥
কার সাধ্য তব জ্ঞান করে বিলোপন।
সর্ব্বজ্ঞ তুমি হে দেব ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি জগতের দেব জগত বিধাতা।
লোকনাথ চূড়া তুমি সকলের পিতা ॥
পর ও অপর নামে যত ভূত হয়।
সবার হৃদয় ভাব তোমাতে নিশ্চয় ॥
বিজ্ঞানের জ্ঞান হও বিজ্ঞান শকতি।
সবে করিলায় তব পদাম্বুজে নতি ॥
মায়ার আধারে লভি ব্রহ্মময় কায়া।
ছাড়িয়া দিয়াছ দেব দুষ্কৃতি যে মায়া ॥
ব্রহ্মময় হেতু সেই তোমা নমস্কার।
কহ দেব কেন ব'লো হেন অন্ধকার ॥
রজোগুণময় তুমি প্রপঞ্চ কারণ।
জীবের জনক তুমি তোমাতে ভুবন ॥
তুমি না থাকিলে বিশ্ব হয় অচেতন।
নাহি হয় কোন কার্য্য বিহনে আপন ॥
কার্য্য কারণের কর্ত্তা তুমি মাত্র সার।
এই বিশ্ব হয় মাত্র তোমার আধার ॥
মায়াতীত তৃতীয়েতে কর অবস্থান।
জ্ঞানীজন করে সদা তোমাকেই ধ্যান ॥
যোগী যাগে তোমা দেব লভিয়া অন্তরে।
জিতেন্দ্রিয় জিতশ্বাস হয় যোগভরে ॥
তব বলে যোগীগণ সর্ব্বজয়ী হয়।
স্বাধীন হইয়া বিশ্বে সুখে বিহরয় ॥
কি কব তোমার মায়া না যায় বর্ণন।
বুঝিতে মোহিত হয় যত জ্ঞানীজন ॥
গলে বান্ধিলেই রসি যথা বদ্ধ হয়।
যা শিখাও তাই শিখে যা বল করয় ॥
সেইমত জগতের যত জীবগণ।
পরাধীন হয় দেখি মায়ার বন্ধন ॥
মায়াবাক্যে বদ্ধ হ'য়ে যত জীবচয়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বলে মত্ত সর্ব্বদাই রয় ॥
মনোজ্ঞ রূপেতে তুমি আছহ সবার।
ধন্য ব্রহ্মময় তুমি তোমা নমস্কার ॥
যাহে জগতের হয় মঙ্গল সাধন।
দয়া করি কর দেব তাহারে স্মরণ ॥
ভীষণ যে তমোবলে কর্ম্মলোপ হয়।
সেইমত তমো দিতি গর্ভেতে উদয় ॥
সেই তম বলে সূর্য্য হয় অন্ধকার।
তাহাতেই কর্ম্ম জ্ঞান বিনষ্ট সবার ॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব জ্যোতিঃ দেব করহ প্রদান।
সুস্থ হোক তাহা দেখি আমাদের প্রাণ ॥
অন্তর্য্যামী তুমি দেব জানহ সকল।
স্মরণার্থ কহি কিছু যথা রহে বল ॥
দিতির গর্ভেতে আসি কশ্যপ ঔরস।
হেন অন্ধকার দেব করে সর্ব্বনাশ ॥
তৃণ পুঞ্জে যথা অগ্নি দাবানলময়।
প্রবল হইয়া সেই জগতে দহয় ॥
তেমতি কশ্যপ বীর্য্যে দিতি গর্ভ হয়।
গর্ভতেজ অন্ধকারে ঘেরে সমুদয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ।
করযোড়ে চাহি আছে ব্রহ্মার সদন ॥
এতেক কহিয়া তবে ব্রহ্মা গুণমণি।
কহেন মধুর ভাবে বুঝিয়া আপনি ॥
বুঝিনু বচন তব ওহে দেবগণ।
কি কারণে অন্ধকার হয় উদ্ভাবন ॥
শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণন।
অতি মনোহর কথা করিতে শ্রবণ ॥
মৈত্র কন বিদুরেরে শুন মহামতি।
দিতি গর্ভ বিবরণ ব্রহ্মার ভারতী ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
শুনিলে অজ্ঞান যাবে হবে জ্ঞানাধার ॥

ইতি দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণ কর্তৃক
ব্রহ্মার স্তব সমাপ্ত।

অথ দিতির গর্ভ বৃত্তান্তোপলক্ষে ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুলোক বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী।

তবে কহে সূত, হ'য়ে হর্ষযুত,
শুন শৌনক সুজন।
শুকদেব বাণী, অমৃত বাখানি,
শুন তার বিবরণ॥
পাণ্ডু নৃপবরে, অতি হর্ষভরে,
কহে ব্যাসের নন্দন।
মৈত্রেয় যেমন, বিদুর সদন,
কহে শাস্ত্র বিবরণ॥
বিদুরে সম্বোধি, মৈত্র নিরবধি,
কহিছে মধুর ভাষ।
শুনরে বাছনি, ভাগবত বাণী,
কৈল যেমতে প্রকাশ॥
দেবের আরতি, ব্রহ্মা মহামতি,
বুঝি আপন অন্তরে।
দিতি গর্ভকথা, বিশেষ সর্ব্বথা,
কহিলেন অতঃপরে॥
শুন দেবগণ, কহেন ব্রহ্মন্,
দিতি গর্ভের আখ্যান।
দিতি মতি বশে, কশ্যপ ঔরসে,
হ'লো গর্ভের বিধান॥
পাপমতি বশে, আলোকেরে নাশে,
গর্ভতেজে অন্ধকার।
অতি মনোহর, কহিতে বিস্তর,
উপাখ্যান যে তাহার॥
করি স্থির মন, শুন সর্ব্বজন,
যথা গর্ভের সঞ্চার।
অতি পুণ্যকথা, মনোজ্ঞ সর্ব্বথা,
সুপবিত্র জ্ঞানাধার॥
হ'ত মম মন, অগ্রেতে যখন,
সৃজিনু কুমার চারি।
মায়ার বিধানে, সৃজন কারণে,
মোহিতে তাদের নারী॥
অতি উগ্রঋষি, হ'য়ে কামনাশী,
থাকে চারিটি সোদর।
সনকাদি নাম, জ্ঞাত জগজ্জন,
সদা শ্রীহরি অন্তর॥
সেই কয়জন, করিয়া মিলন,
সদা করে পর্য্যটন।
গগন উপর, ভূধর কন্দর,
বেড়িয়া চৌদ্দ ভুবন॥
একদা সকলে, হরি দৃষ্টিচ্ছলে,
করেন বৈকুণ্ঠে গমন।
অতি মনোহর, বৈকুণ্ঠ নগর,
সর্ব্বলোকের রঞ্জন॥
নাহি দুঃখ জরা, নাহি শোক মরা,
নাহি রিপুর তাড়ন।
নাহি পাপ লেশ, সদা শুদ্ধ বেশ,
সদা আনন্দে শোভন॥
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সবার হৃদয়,
বসয়ে তথা যে জন।
বিষ্ণুর সমান, সবে মূর্ত্তিমান,
চারি হস্ত ত্রিনয়ন॥
নাহিক বাসনা, নাহিক কামনা,
জানে গোবিন্দ রসনা।
আনন্দের গান, নাহি অভিমান,
তার নাহিক তুলনা॥
কোথা ইন্দ্রলোক, কোথা চন্দ্রলোক,
কোথা সূর্য্যলোক হয়।
অনন্ত অমেয়, অসীম অজ্ঞেয়,
সদা শুদ্ধ সত্ত্বময়॥
কিবা শোভা তার, কহিতে অপার,
নিজে নিজের উপমা।
নাহি হেন স্থান, শূন্য অভিমান,
শোভে শান্তি মনোরমা॥

পুরুষ পরম, শোভা নিরূপম,
সদা করেন বসতি।
তিনি ধর্ম্ম সার, জীব জীবাধার,
জীবের পরম গতি ॥
বৈকুণ্ঠে যে বসে, প্রলয়ে না নাশে,
সহায় সে ভগবান।
শুদ্ধ-মূর্ত্তি ধরি, বৈকুণ্ঠের হরি,
সর্ব্বদা বিরাজমান ॥
হেন বিষ্ণুলোক, সর্ব্বলোকালোক,
নিষ্কাম যে সেই পায়।
বর্ণনা তাহার, করিব বিস্তার,
শুনহ সকলে তায় ॥
দিতি গর্ভ কথা, প্রকাশিব হেথা,
শুনিলে বৈকুণ্ঠে বাণী।
বিষ্ণুর কৃপায়, জগত মায়ায়,
শান্তি সবার পরাণী ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুন শুন দেবগণ, বৈকুণ্ঠের বিবরণ,
অতি অপরূপ সে কাহিনী।
চৌদিকে বেড়িয়া যার, সর্ব্ব পুণ্য জ্ঞানাধার,
বহে মৃদু দেবী মন্দাকিনী ॥
ত্রিলোক পবিত্র নাম, পবিত্রিলা জগদ্ধাম,
জন্ম ল'য়ে হরির বচনে।
পদ-ধূলি মাখি গায়, আনন্দে নাচিয়া ধায়,
পবিত্রেতে ত্রিলোকের জনে ॥
এ হেন মহিমা যার, শ্রীহরির কৃপায় পার,
বিবেচিয়া কত দয়াবান।
যথায় বসতি তাঁর, অতুলন শোভা তার,
নাহি পায় করি অনুমান ॥
ছয় ঋতু বর্ত্তমান, বৃক্ষলতা শোভামান,
নিমিষে নূতন শোভা হয়।
নাহি বর্ষা নাহি শীত, সেই স্থান দ্বন্দ্বাতীত,
ক্ষণে ক্ষণে নূতন উদয় ॥
ক্ষণমাত্র বর্ষা হ'ল, গ্রীষ্ম শোভা শুকাইল,
ধরিল বৈকুণ্ঠে নব বেশ।
নীল মেঘ ডাকে ঘন, নাচিল ময়ূরগণ,
প্রেমভরে সারসী আবেশ ॥
আনন্দে মরাল কুল, ফুটিল কহ্লার ফুল,
শ্বেতকণ্ঠা শ্বেতবর্ণময়।
বজ্রের গর্জ্জন ঘন, সৌদামিনী প্রকাশন,
রাজহংস গঙ্গাতে শোভয় ॥
বর্ষার হইল শেষ, সব শোভা পরিশেষ,
শরতের হইল উদয়।
আসি লক্ষ্মী পদতলে, কমল সুনীল জলে,
নব ফলে তরু পূর্ণ হয় ॥
সদা সবে পূর্ণশশী, গগনের তলে বসি,
বৈকুণ্ঠেতে করে আলোময়।
গর্ব্ব তার খর্ব্বমান, বৈকুণ্ঠে আলোক দান,
শ্রীহরি নখর শোভাময় ॥
বৈকুণ্ঠে প্রত্যেক দেহ, আলোময় সর্ব্বগেহ,
প্রত্যেক শরীরে শত চাঁদ।
জোনাকীর শোভা সম, রূপ হেরি নিরূপম,
বৈকুণ্ঠেতে শরতের চাঁদ ॥
শরত হইল গত, হেমন্ত সুসমাগত,
মরি মরি কি মাধুরী ধরে।
নীলাম্বর বস্ত্র যেন, গৌর অঙ্গ বিভূষণ,
পদ্ম যায় জলের ভিতরে ॥
সূর্য্যক্ষীণ প্রভাময়, জ্যোতিঃ কম তাহে নয়,
কৌস্তুভেতে প্রকাশে কিরণ।
উন্মত্ত সে শোভা হেরি, মরি মরি কি মাধুরী,
আনন্দে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বজন ॥
ক্ষণে শীত সমুদয়, তুষারে তুষারময়,
ক্ষণে শ্বেত শোভার সঞ্চার।
যত শোভা পূর্ব্বে ছিল, সবে শীত হ'রে নিল,
হবে বলি নব সংস্কার ॥
সূর্য্য হয় ক্ষীণপ্রায়, চন্দ্র বিলোপিয়া যায়,
সর্ব্বজন ভাসিছে হরষে।

বৈকুণ্ঠের লীলা হেন, কে করিবে বর্ণন,
অনুভবে হেরে প্রেম বশে ॥
শ্রীহরি সেবন আশে,সূর্য্য শীত শোভা নাশে,
হ'ল বসন্তের আগমন।
কমল ফুটিল জলে, পঞ্চমে কোকিল ব'লে,
হরিলীলা গায় সুরগণ ॥
যতেক বৈকুণ্ঠবাসী, হ'য়ে আনন্দে উদাসী,
হরিময় দেখে সর্ব্বক্ষণ।
সরোজ চরণে রাখি, কমল মুরতি আঁখি,
লক্ষ্মী সেবে বিষ্ণুর চরণ ॥
জগতের যত শোভা, নহে কিছু মনোলোভা,
ভক্তজন হৃদয় রঞ্জন।
বিষ্ণুপুরে যাহা শোভে, সাধকের মনলোভে,
বসে তথা নিত্য নিরঞ্জন ॥
বর্ণনা নাহিক তার, লক্ষ্মী যথা শোভাধার,
জ্যোতির্ম্ময়ী কহে ভক্তজন।
চারি হস্ত চক্রময়, ব্যাপ্ত এ ভুবনত্রয়,
লক্ষ্মী সেবে সেই নারায়ণ ॥
বৈকুণ্ঠে সৌন্দর্য্যকথা, বর্ণন না যায় হেথা,
ভক্তি ভিন্ন নহে অন্য গতি।
যে করে কামাদি মন, নাহি তার প্রবেশন,
ধায় সেই নরকের প্রতি ॥
ভক্তিসহ যুক্ত প্রেম, রত্নযোগে যথা হেম,
যেই পায় সেই তথা যায়।
সাধু তার নাম হয়, হরিপ্রেমে পূর্ণময়,
দেবগণ শ্রেষ্ঠ পদ পায় ॥
চারিটি সন্তান মম, যোগে হ'য়ে অনুপম,
যোগেতে আনন্দময় হয়ে।
হেন বৈকুণ্ঠ নগরে, শান্তি সুধীর অন্তরে,
প্রবেশেন হরিনাম ল'য়ে ॥
সদা হরিময় সবে, নীরব শান্তির ভাবে,
বিষ্ণুময় রূপ সবাকার।
শুন তবে দেবগণ, বিষ্ণুলোক বিবরণ,
বর্ণনে অতীব চমৎকার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথা সুললিত,
সনকাদি বৈকুণ্ঠ প্রবেশ।
হরিপদে মতি যার, যমে নাহি ভয় তার,
পরীক্ষিত সাক্ষী তার শেষ ॥

ইতি বৈকুণ্ঠ বর্ণন সমাপ্ত।

অথ সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ও দ্বারীদ্বয় প্রতি অভিশাপ।

সূত কহে শুন শুন, মুনিগণ হরিগুণ,
যে ভাবে কহিল শুকরায়।
যার উপদেশে রতি, পরীক্ষিত মহামতি,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান পরে পায় ॥
কহিলেন পরীক্ষিতে, শুকদেব ধীর চিতে,
শুন রাজা হ'য়ে অবহিত।
মৈত্রেয় বিদুর বাণী, অতি পুণ্যময় জানি,
ব্রহ্মার রসনা সমুত্থিত ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন, শুন সাধুর নন্দন,
ব্রহ্মা মুখে বৈকুণ্ঠের বাণী।
শুনি যাহা দেবগণ, সুখেতে আকুল মন,
সনকাদি প্রকাশে বাখানি ॥
ব্রহ্মা কহে দেবগণে, বৈকুণ্ঠের বিবরণে,
সনকাদি যাহা বিবরিল।
অবহিতে দেবগণ, সুখে করেন শ্রবণ,
ব্রহ্মা আদি যাহা বিরচিল ॥
ভীষণ বিস্তীর্ণ পুর, সদানন্দ সুপ্রচুর,
শান্তি সদা করে দাসীপনা।
গোপুর প্রাচীর পরি, উপমা নাহিক তারি,
দীর্ঘ গ্রন্থ না হয় বর্ণনা ॥
নব রত্ন এক ঠাঁই, জগতে মিলয়ে নাই,
এই কথা কহে সর্ব্বক্ষণে।
যে বৈকুণ্ঠ দেখে নাই, সেইজন বলে তাই,
হেথা রত্ন অঙ্গনে প্রাঙ্গণে ॥

একস্থানে নরমণি, কাঞ্চন খচিত গণি,
নবরাগে প্রকাশে কিরণ।
নবত্যুতি বাহিরায়, নবশোভা দেখা যায়,
নীল পীত লোহিত বরণ ॥
কোথা রামধনু রয়, চন্দ্ররেখা কোথা রয়,
কিবা শোভা মণ্ডলে তপন।
কোথা স্থিরসৌদামিনী,কোথা অনন্তের মণি,
নহে কভু বৈকুণ্ঠে শোভন ॥
হেন শোভাময় পুর, কক্ষ প্রাঙ্গণ গোপুর,
দূর হ'তে রত্নের সুমেরু।
সদা নব জ্যোতির্ম্ময়, দিবানিশি বোধ হয়,
কত শোভে স্বর্ণলতা তরু ॥
গোপুর প্রাচীর কক্ষ, আছে তথা ভিন্ন রক্ষ,
নাহি বাধে কাহার প্রবেশ।
ছয়টি ত্যজিয়া যবে, সপ্তমে প্রবিষ্ট হবে,
তুই দ্বারী তথা ভীমবেশ ॥
অপার্থিব শোভাময়, হয় তারা বিষ্ণুময়,
কিরীটী কুণ্ডলী চারিজন।
বদ্ধ বেণীতে কুণ্ডল, স্বকুটিল ভ্রুযুগল,
পীতাম্বর রক্তিম নয়ন ॥
স্বর্ণের কপাট দ্বারে, দ্বারী রহে তুইধারে,
নাহি দেয় করিতে প্রবেশ।
আগে পরিচয় লয়, পরে যদি মতি হয়,
অনুমতি দেয় যেতে শেষ ॥
সনকাদি ঋষিগণ, পুর করি উত্তরণ,
সবে যান সপ্তমের দ্বারে।
হ'য়ে যোগেতে অভয়, অন্তরে না করি ভয়,
দেখিলেন তুই রক্ষ বরে ॥
হরিনাম মুখে স্মরি, দ্বারীকে সন্তোষ করি,
প্রবেশেন ভাই চারিজন।
না চিনিয়া চারিজনে, অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মনে,
দ্বারী সবে করিল বারণ ॥
দ্বারী আসি পরে কয়, কিবা আশা মহাশয়,
দাও আগে নিজ পরিচয়।
শুনিলে মনের গতি, দিব তায় অনুমতি,
যেতে পাবে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় ॥
দেখালে সুনীত বড়, ঋষি গর্ব্ব হয় দড়,
উভে নাহি কর সম্ভাষণ।
ধৃষ্টতা উচিত নয়, অনুমতি নাহি হয়,
বিষ্ণু দ্বারে নাহি প্রবেশন ॥
দ্বারীর বচন শুনি, সেই চারি গুণমণি,
স্তম্ভিত রহেন সেইক্ষণ।
ভগবান পদে আশ, দ্বারী করে তারে নাশ,
ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন ॥
কহেন দ্বারীর প্রতি, শুন ওরে মূঢ়মতি,
নাহি জান আমা চারিজনে।
বিষ্ণুসেবা পুণ্যফলে, হেন পদ পাও বলে,
ভিন্ন বোধ কেন রাখ মনে ॥
বৈকুণ্ঠ যাত্রীর প্রতি, কেন রাখ ভিন্ন মতি,
কেন সবে নিবার প্রবেশ।
কিবা কর্ম্ম পরিচয়ে, ভিন্ন অনুমতি লয়ে,
কেন ধর বিসদৃশ বেশ ॥
কেহ যায় কেহ ফিরে, বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে,
হেনমতে করে দ্বারীপনা।
ধূর্ত্ততায় বুঝিবারে, রহ এই দ্বার ধারে,
দিবানিশি করহ রক্ষণা ॥
বিশ্বপতি যেথা রয়, ধূর্ত্তগতি সেথা নয়,
ভক্ত বিনা কে পারে আসিতে।
ঈশ্বর প্রশান্ত মন, ভক্তের নির্ভয় ধন,
নাহি ভয় তাঁয় দেখা দিতে ॥
দ্বৈতভয় যার রয়, ঈশ্বরে না দেখা হয়,
সেই হেথা প্রবেশ না করে।
জ্ঞান ভক্তি এক হয়, ঈশ্বর উভয়ে রয়,
জ্ঞানী মহাকাশ ভক্তিভরে ॥
নিজে ভক্ত ঘটাকাশ, হরি হয় মহাকাশ,
উভয়ে অভিন্ন বোধ করে।
জীবন পাইয়া ভক্ত, হ'য়ে ঈশ্বরে আসক্ত,
ঈশ্বর মাঝারে নিজে হেরে ॥

কভু সখী দাসী হয়, কভু পিতা পুত্রময়,
ইচ্ছে করি অভেদ দর্শন।
জ্ঞানশক্তি একতাই, ভিন্ন ভাব কারো নাই,
তবে কেন প্রবেশ বারণ ॥
সামান্য রাজত্ব নয়, যথা হরি রজোময়,
যাহে নয় দৈত্য শত্রু ভয়।
অসীম অনন্ত মান, হন সেই ভগবান,
ভয় তার নাহিক নিশ্চয় ॥
কেন তবে দ্বারে রও, নাহি সবে যেতে দাও,
চাতুরী তোদের মাত্র হয়।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া দুষ্ট, বাক্যালাপে হও তুষ্ট,
দিব আজি দণ্ড সুনিশ্চয় ॥
যে পাপ করিলে দুয়ে, দণ্ডে তাহা পাবে দুয়ে,
হেথা হতে হইবে পতন।
কামক্রোধ লোভ নামে, জন্ম নিবে মর্ত্ত্যধামে,
এই দণ্ড পাপের মোচন ॥
চারি ভাই শাপবাণী, দ্বারীর কাঁপিল প্রাণী,
অস্থির হইল দ্বারিগণ।
যেন হয় বজ্রপাত, বিষ্ণুলোকে অকস্মাৎ,
করে হেন সবে অনুমান ॥
শাপ শুনি হীন গতি, দ্বারী হ'য়ে দুঃখগতি,
আচম্বিতে পড়িল চরণে।
যেন বৈশাখের ঝড়ে, কদলীর বৃক্ষ পড়ে,
কিম্বা গিরিচূড়া ভূকম্পনে ॥
পতনে বৈকুণ্ঠ কাঁপে, ঋষির উগ্র প্রতাপে,
হরি মনে হন ভীতময়।
ভক্তি বল এত হয়, বিশ্বেশ্বর ভয় পায়,
দ্বারী করে চিত্ত সুনিশ্চয় ॥
চেতনান্তে দ্বারী কয়, শুন ঋষি মহাশয়,
পাপমতে পাইনু সাজন।
এবে ভিক্ষা ও চরণে, পূরাবে প্রসন্ন মনে,
চির পাপে না হব দহন ॥
যে কহিলে তোমা সবে, নীচকুলে জন্ম হবে,
পাপ দণ্ডে নাহি কোন ক্ষোভ।
যে যোনিতে জন্ম লই, হরি না বিস্মৃত হই,
কর কৃপা এই শেষ লোভ ॥
দ্বারীর কাতর বাণী, সন্তোষিল ঋষি প্রাণী,
উভয়ে দিলেন বরদান।
তোমরা হরির দাস, হরি মিটাবেন আশ,
চিত্তে সদা থাকি বিদ্যমান ॥
ক্রোধ করি সম্বরণ, সুস্থ হ'য়ে চারিজন,
হরিপদ করেন চিন্তন।
উপেন্দ্র রচিল গীত, হরি কথা সুললিত,
সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ॥

ইতি সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ও দ্বারীদ্বয় প্রতি অভিশাপ সমাপ্ত।

সনকাদি সম্মুখে শ্রীহরির আবির্ভাব।

শৌনকে কহেন সূত, শুন ঋষি অদ্ভুত,
শুকদেব ভাগবত বাণী।
পরীক্ষিত শুনি যায়, সদ্য মুক্তি হস্তে পায়,
প্রেমেতে জুড়ায় তপ্ত প্রাণী ॥
শুক কহিলেন হাসি, একমনে শুন আসি,
হরিকথা পাণ্ডুর নন্দন।
মৈত্রেয় বিদুরে কন, অতি মধুর বচন,
হরি প্রেম যাহাতে রচন ॥
বৈকুণ্ঠের দ্বার ভাগে, বিদুর কহেন আগে,
যেমতে ঘটিল দ্বারী শাপ।
ব্রহ্মা কন দেবগণে, শুন অপর ঘটনে,
দ্বারী পরে পায় মনস্তাপ ॥
সনকাদি সনাতন, দ্বারীরে কহেন বচন,
শুনি আগে দ্বারীর স্তবন।
দ্বারীর বিনয় শুনি, হৃষ্ট ঋষি শিরোমণি,
অনুতাপ করেন তখন ॥
বিষ্ণুলোকে এ ঘটন, ক্রমে হ'ল সুঘটন,
অন্তর্যামী জানি নারায়ণ।

ভক্তের প্রভাব হেরি,আনন্দেতে কাঁপে হরি,
কাঁপে লক্ষ্মী কমল চরণ ॥
ত্যজিয়া স্ফটিক পদ্ম, ল'য়ে-শঙ্খ-গদা-পদ্ম,
চতুর্ভুজ রূপে নারায়ণ।
ভক্ত পরিতোষে আশ, চলিলেন পীতবাস,
যথায় সনক সনাতন ॥
যাঁরে ভাবি যোগীজন, নিবেশি আপন মন,
ধ্যানে হেরে কমল চরণ।
নাভিতে কমল যাঁর, তাহে ভুবনের সার,
তাহে শোভে কমল আসন ॥
ত্রিলোকের মহাশক্তি, যাঁর নামে হয় মুক্তি,
সে লক্ষ্মী সেবে দু চরণ।
ভক্তে দিতে দরশন, ইথে আনন্দিত মন,
চতুর্ভুজ হন নারায়ণ ॥
অগণ্য সেবক সবে, পশ্চাতে আসে নীরবে,
কেহ ছত্র কিরীট কুণ্ডল।
হ'য়ে সবে থরে থরে, হরি পরে গতি করে,
হরি হন সাধনের ফল ॥
কিবা ছত্র কিবা চামর,হীরামুক্তাশোভাকর,
কিবা সেই সুন্দর ভূষণ।
শঙ্খ-চক্র-গদাধর, চলিলেন প্রেমান্তর,
হেথা রহে ভাই চারিজন ॥
কোটি তারা শশধর, কোটি কোটি দিনকর,
একত্রেতে যেন রে উদয়।
কিরীটে শোভিছে চাঁদ, হস্ত পদ নখে চাঁদ,
অঙ্গে আভা বালসূর্য্য প্রায় ॥
কণ্ঠে বনমালা রয়, কৌস্তুভ তাহাতে রয়,
তাহে শোভে ভৃগুর চরণ।
বচনে প্রেমের হাস, পরিধানে পীতবাস,
মেখল বলয় সুকঙ্কণ ॥
তিলফুল সম নাসা, মধুমাখা প্রেমভাষা,
সৌদামিনী কর্ণের কুণ্ডল।
নীল লাল শ্বেত পীত, উজ্জ্বল আর হরিত,
কিরীটে শোভয় মণিদল ॥

কি আছে উপমা তার, ত্রিভুবন শিল্প যার,
আপনিই উপমা আপন।
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার, সর্ব্বশক্তি মূলাধার,
হেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥
সেই সত্য নিরঞ্জন, ভক্তের হরিতে মন,
হেনরূপে হৃদয় প্রকাশ।
ভক্তের আপন আশে, সাজায় সে পীতবাসে,
অনন্ত ও মোক্ষ তাঁর পাশ ॥
হেনরূপে ভগবান, আবির্ভূত সেই স্থান,
যথা রহে ভাই চারিজন।
আনন্দ অন্তরে রয়, এক দৃষ্টে স্থির হয়,
নাহি সরে কাহারো বচন ॥
মনোপ্রাণ আঁখি ভরি, সোদর হেরিয়া চারি,
আনন্দে হইল প্রেমময়।
অচল সুমেরু সম, বিশ্বাসে ঘুচিল ভ্রম,
একে একে প্রণাম করয় ॥
প্রণামে না ইচ্ছা হয়, একদৃষ্টে আঁখি রয়,
পাছে হরি হয় অন্তর্দ্ধান।
কোথা আর হেনরূপ, জিনি ত্রিভুবন ভূপ,
যাহে শোভে হরি ভগবান ॥
করি হরি দরশন, হৃষ্ট ভাই চারিজন,
ব্রহ্মানন্দ পায় সেইক্ষণ।
সুগন্ধে ভরিল দেশ, তাহে মনোহর বেশ,
জগতে শোভিল যে চরণ ॥
চরণে কমল দল, তাহে তুলসীর দল,
তাহে বহে মলয় পবন।
ব্রহ্মানন্দ যেই চায়, হেন গন্ধ সেই পায়,
ইথে পুলকিত তার মন ॥
ব্রহ্মানন্দে আঁখি ভরি, হেনরূপ হেরি হরি,
নাসায় প্রবেশে হেন ঘ্রাণ।
প্রেমানন্দে তাহায়, কভু হাসে নাচে গায়,
কণ্টকিত অঙ্গ তৃপ্ত প্রাণ ॥
নীলসরসিজ রাজে, তাহে কুন্দরেখা সাজে,
হাস্যযুক্ত সুন্দর আনন।

চারি ভাই আঁখি ভরি, হেনরূপে হেরি হরি,
আত্মহারা হয় সেইক্ষণ ॥
রূপের আকর হরি, কি সাধ্য যে আঁখিভরি,
পূর্ণ রূপ হেরিবে নয়নে ।
সে কারণে যোগীজন, মিলাইয়া প্রাণ মন,
হেরে সেই যুগল চরণে ॥
হেন সাধনের ধন, সর্ব্ব সত্য নারায়ণ,
মন সাধে হেরি বনমালী ।
করযোড়ে চারি ভাই, হরি স্তব মুখে গাই,
নিল ভরি হৃদয়ের ডালি ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথা সুললিত,
নাশিবারে ভব পাপ ভয় ।
সনাতন মহামতি, যথা স্তব হরি প্রতি,
শ্রবণে আনন্দ সুনিশ্চয় ॥

ইতি শ্রীহরির আবির্ভাব সমাপ্ত ।

সনকাদি কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্তব ।

ব্রহ্মা কন শুন শুন প্রিয় দেবগণ ।
যথা স্তব করিলেন ভাই চারিজন ॥
বিষ্ণুরে সম্মুখে দেখি চারিটি কুমার ।
প্রেমের সাগর হেরে অসীম অপার ॥
তার মাঝে হরি হেরি করিল স্তবন ।
অতি অপরূপ কথা মোক্ষের কারণ ॥
কহেন কুমারগণ ওহে ভগবান ।
অসীম অনন্ত তুমি সর্ব্ব গুণবান ॥
সর্ব্ব প্রাণী হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান ।
কিবা দুষ্ট কিবা পুণ্য নাহিক বিধান ॥
কিন্তু এক মায়া তব অত্যাশ্চর্য্য হয় ।
দুষ্টের অন্তরে তাহা সদা প্রকাশয় ॥
মায়াবলে তারা তোমা না করে দর্শন ।
অন্ধ তেঁই হয় দুষ্ট থাকিতে নয়ন ॥
আমাদের হৃদে দেব হও সুপ্রকাশ ।
মায়া না আবরে যেন মোদের সকাশ ॥
এত দিন যেই আশা করেছিনু মনে ।
আজ পূর্ণ হৈল হরি তোমা দরশনে ॥
শুনি হরি পিতা হন তোমার সন্তান ।
তব তত্ত্ব তাঁর কাছে পাইলাম দান ॥
সেই তত্ত্ব কর্ণ দিয়া আসিয়া অন্তরে ।
এতদূর আনিয়াছে মহাযোগ ভরে ॥
যত তপ যত যোগ তোমার কারণ ।
আজ হ'ল পূর্ণ তোমা পেয়ে দরশন ॥
চারি ভায়ে পিতা দিলা এই উপদেশ ।
যথা অনুভব তাহে হইল বিশেষ ॥
প্রত্যক্ষ হেরিনু আজ অনুভব বলে ।
পূর্ণ হ'লে তুমি হরি হৃদয়ের স্থলে ॥
পরমাত্ম তত্ত্ব তুমি সত্ত্ব মূর্ত্তিময় ।
ভক্তের চরম প্রেম হৃদয়ে উদয় ॥
নাহি রাগ অহঙ্কার হেন মুনিজন ।
অনুভবে জানি করে ভক্তির সৃজন ॥
ভক্তিযোগে মহাযোগ তত্ত্বের স্বরূপ ।
তুমি দয়া করে দাও দয়ার অনুপ ॥
ভক্তিযোগে সেই হরি জানে তোমাধন ।
ইচ্ছা করি সদা করে গুণের কীর্ত্তন ॥
না চায় তাহারা মুক্তি নাহি কামভার ।
সদা ইচ্ছা তব পদ যুগল সেবার ॥
কি ছার ইন্দ্রের রাজ্যে বৈকুণ্ঠ কি ছার ।
ভক্তের হৃদয়ে তব পদযুগ সার ॥
হেন ভক্তিময় হরি তুমি নারায়ণ ।
দয়া করি চারিজনে দিলে দরশন ॥
বড় পাপ করিয়াছি হরি তব ঠাঁই ।
ইতিপূর্ব্বে পাপ কারে বলে জানি নাই ॥
আছিল তোমার ভৃত্য দ্বারের রক্ষণে ।
প্রবেশিতে নাহি দিলা বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥
তেঁই রোষভরে সবে দিনু উভে শাপ ।
বোধ হয় সেই তাপে পাই অনুতাপ ॥

প্রায়শ্চিত্ত করি হরি করিয়া বিচার।
দণ্ডে যেম হরি নাম নাহি ভুলি আর॥
যদি হ'য়ে থাকি পাপী ভাই চারিজন।
দণ্ড তার দাও হরি চাই এইক্ষণ॥
যে যোনিতে-জন্ম হ'ক নাহি তাহে ভয়।
তব পাদপদ্ম হরি যেন মনে রয়॥
ভ্রমর যেমন পদ্মে করয়ে ভ্রমণ।
তথা যেন তব পদে রহে সদা মন॥
চরণে তুলসী যথা হয় সুশোভন।
তথা শোভা পায় যেন মোদের কীর্ত্তন॥
কর্ণে যেন সদা তব গুণের কীর্ত্তন।
দিবারাতি অবহেলে হয় প্রবেশন॥
এই মাত্র ইচ্ছা হরি করহ উপায়।
দাও দণ্ড যাহা ইচ্ছা তব মনে হয়॥
এই যে হেরিনু মূর্ত্তি মেলিয়ে নয়ন।
ইহাই হইল কিন্তু মোক্ষের কারণ॥
চারি ভাই তোমা ধনে করি নমস্কার।
তুমি মুক্তিদাতা দেব জগত আধার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
সনকের স্তব ইহা ভক্তির আধার॥

ইতি সনকাদির স্তব সমাপ্ত।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক সনকাদির প্রতি অভয় প্রদান।

বিষ্ণু কন শুন শুন সর্ব্ব দেবগণ।
শ্রীহরি অভয় কথা পরম শোভন॥
সমাপিলা স্তব যবে চারিটি কুমার।
প্রসন্ন হ'লেন হরি হেরি ব্যবহার॥
হাসিয়া তোষেন সবে হরি সর্ব্বময়।
সম্মানে যাহার সহ উচিৎ যা হয়॥
সম্মানে তুষিয়া সবে কহিলেন হরি।
শুন তোমা চারি ভাই একমন করি॥

না ক্ষম না কর রোষ চারিটি সোদর।
জ্ঞান প্রেম সর্ব্ব হৃদে ভাসে নিরন্তর॥
যে করিল অপমান তোমা সবাকার।
তুচ্ছজ্ঞান সেই জ্ঞান করিল আমার॥
মম পারিষদ হয় এই দুই দ্বারী।
জয় ও বিজয় নাম বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
সাধুজনে যেই হেলে সেই হেলে মম।
সাধুজন মম ভক্ত হয় প্রাণ সম॥
তোমা সবে হেরি এই দুই প্রতিহারী।
হইল বৈকুণ্ঠে থাকি পাপের আচারী॥
অভিশাপ দিলা তাহে উচিত সে হয়।
তাহে তোমা সবে দোষ না হয় নিশ্চয়॥
দোষী বটে এই দুই প্রতিহারী হয়।
দণ্ডিতে উভয়ে মোর সম্মতি আছয়॥
উচিত করিলা কাজ দিলা অভিশাপ।
তোমা যবে পুণ্যবান নাহি তাহে পাপ॥
দ্বারী যদি অতিথিরে করে অপমান।
গৃহী তাহে দোষী হয় কহে জ্ঞানবান॥
সেই হেতু আমি দোষী কাছে সবাকার।
ক্ষম মম অপরাধ প্রার্থনা আমার॥
অপরাধে কীর্ত্তিনাশ শাস্ত্রের বিধান।
শ্বেতকুষ্ঠ হয় তার দেহেতে প্রমাণ॥
এই অপরাধে মম হবে কীর্ত্তিনাশ।
এই হেতু ক্ষম সবে দোষের প্রকাশ॥
আচণ্ডাল পূত হয় যার নাম শুনি।
পবিত্র হইয়া মুক্তি পায় গুণে গুণী॥
সেই ভগবান আমি জগত ঈশ্বর।
সে সব কীর্ত্তি হয় ব্রাহ্মণ গোচর॥
ব্রাহ্মণের মুখে মোরে করিয়া শ্রবণ।
পবিত্র হইয়া উঠে যত পাপীজন॥
সেই হেতু ব্রাহ্মণের গুণে কীর্ত্তিমান।
হইলাম আমি বস্তু জগতে প্রমাণ॥
ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ আপনারা ঋষি চারিজন।
তোমরা জগতে মোরে কর প্রচারণ॥

তাহাতেই জানে মোরে যত পাপীজন।
পবিত্র হইয়া হস্তে পায় মুক্তিধন ॥
তোমাদের সম প্রিয় কেবা আছে আর।
যেবা করে তোমাদের প্রতিকূলাচার ॥
অপরাধী সেই জন আমার নিকট।
পাপদণ্ড পাবে সেই অতীব বিকট ॥
তব পিতা ব্রহ্মা যদি দোষে তোমা সবে।
তাহার আমার কাছে ক্ষমা নাহি হবে ॥
তোমাদের সেবাবশে জগতের জন।
জানিল পবিত্র বলি আমার চরণ ॥
তাহাতে ভক্তির বল হইল প্রকাশ।
তাই পদধূলা প্রতি সকলের আশ ॥
মম পদধূলি সর্ব্ব পাপ করে নাশ।
তোমা সবে জগতেতে করিলা প্রকাশ ॥
ব্রহ্ম স্তুত-লক্ষ্মী নাহি ত্যজে যে চরণ।
সে পদ সেবিয়া পাপী পবিত্রিল মন ॥
এ হেন উপায় সবে প্রকাশে ব্রাহ্মণ।
হেন পূজ্য তোমা সবে হেলে দ্বারিগণ ॥
তুষ্ট হও চারি ভাই প্রার্থনা আমার।
মোরে দোষী করে ভৃত্য করি তিরস্কার ॥
ব্রাহ্মণ আনন মোর রসের আকর।
ব্রাহ্মণের গ্রাসে তুষ্ট আমার অন্তর ॥
কীর্ত্তি স্তুতি ভালবাসি নিষ্কাম কারণ।
নাহি প্রিয় তার কাছে যজ্ঞ আচরণ ॥
ব্রাহ্মণের মুখে মম সন্তোষ আহার।
যজ্ঞ অগ্নিমুখে তত নহে গো আমার ॥
অখণ্ড বিভূতি মম অনিবার্য্য সার।
কার সাধ্য সীমাবদ্ধ যজ্ঞে করে তার ॥
আর কি বিভূতি মম করাব শ্রবণ।
পাদোদকে পবিত্রিল এ চৌদ্দভুবন ॥
যেন অবহিত হ'য়ে করি মন স্থির।
ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাতি লই শির ॥
হেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে যে অপমান করে।
উচিত কঠিন দণ্ড বিধান তাহারে ॥
গো-ব্রাহ্মণে স্থান মম শ্রেষ্ঠ গণা যায়।
যে করে পীড়ন এরে সে হেলে আমায় ॥
সে মূঢ় জনেরে যম করেন দণ্ডন।
যমদূত অঙ্গে তার করয়ে পীড়ন ॥
ভৃগুমুনি প্রতি আমি যা করি আচার।
ক্রোধী বিপ্র প্রতি যেই করে ব্যবহার ॥
আমার সমান যেই নেহারে ব্রাহ্মণ।
প্রীত মনে স্তব স্তুতি করে যেই জন ॥
সর্ব্ব সুখী হয় সেই কৃপায় আমার।
বশীভূত তার প্রতি মম দয়া ভার ॥
আমারে না জানে এই দুই প্রতিকার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া তোমা করে তিরস্কার ॥
সেই পাপে লভ্য দণ্ড হউক উহার।
পাপনাশে পাবে পুনঃ সামীপ্য আমার ॥
অতএব এর দণ্ড কর সম্পাদন।
যা হয় উচিত সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥
এত বলি হরি তবে হইলেন স্থির।
আশ্চর্য্য হইয়া রন তবে চারি ধীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত অভয় বচন।
শুনিলে শুনালে পুণ্য হবে বিচক্ষণ ॥

ইতি শ্রীহরির অভয় প্রদান সমাপ্ত।

অথ শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয় এবং জয় ও বিজয়ের প্রতি হরির শাপ বিধান।

ব্রহ্মা কন শুন শুন যত দেবগণ।
শ্রীহরির লীলা কথা সুধা-প্রস্রবণ ॥
শ্রীহরির অনুনয় করিয়া শ্রবণ।
সনকাদি কন তারে বিনয় বচন ॥
তুমি সর্ব্বাধ্যক্ষ দেব তুমিই ঈশ্বর।
নানা গুণ ধর তুমি দয়ালু অন্তর ॥
দয়াল না হ'লে নাথ জীব কোথা যায়।
কতদিন পীড়া পাবে জন্মিয়া মায়ায় ॥

হীনতা দেখালে সাধু মান বৃদ্ধি পায়।
হীনতা দেখাও তাই মনেতে বুঝায়॥
মোদের নিকট দোষী হ'লো তব দাস।
ক্ষমা চাও তুমি প্রভু মোদের সকাশ॥
তাই সে দয়াল বলি ডাকে জগজ্জন।
তব দয়া গুণে রক্ষা এই ত্রিভুবন॥
ব্রাহ্মণের তুমি আত্মা দ্বিজ-তেজ তব।
ব্রাহ্মণ প্রকাশে তব অতুল বৈভব॥
যুগে যুগে রাখ তুমি ব্রাহ্মণের মান।
নানা অবতার ভাবে জগত বিধান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল তুমি রূপে নির্ব্বিকার।
সে হেতু বিনীত রহ কাছে সবাকার॥
এ হেন সংসার ছায়া বেষ্টিত মায়ায়।
দেখিলে তোমার মূর্ত্তি দূরে মায়া যায়॥
বৈরাগ্য উদয়ে করে যোগ আচরণ।
যাহে ত্যজে মৃত্যুভয় দুর্দ্দান্ত শমন॥
মৃত্যুভয় নাশ করে যাহার চরণ।
ছলনা বিনয় মাত্র তাহার বচন॥
আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবে যে চরণ।
সে রেণু শিরেতে জীবে করিতে ধারণ॥
সকল তুলসী ল'য়ে অর্পিছে যাঁহায়।
যাগ যজ্ঞ শোভাযুক্ত যাঁহার কৃপায়॥
ভক্তের হৃদয়বাসী পরম রতন।
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া ভক্ত করহ রক্ষণ॥
প্রেমের আধার তুমি প্রেমিক রতন।
তুমি সর্ব্ব গুণাশ্রয় সর্ব্বারাধ্য ধন॥
তপ শৌচ দয়া নামে ত্রিপাদ তোমার।
ধর্ম্ম মাঝে এ জগতে র'য়েছে বিস্তার॥
সেই ধর্ম্ম এ জগতে করিছ রক্ষণ।
তাহাতেই আবির্ভূত শ্রীমধুসূদন॥
আমাদের মানে তব রক্ষা হয় মান।
অপমানে হবে নাথ তব অপমান॥
আমাদের নাশে বেদ ধর্ম্ম হবে নাশ।
যথেচ্ছ হইবে লোক অধর্ম্মে বিনাশ॥

সেই জন্য ব্রাহ্মণের রাখিবারে মান।
ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদে কর হে ধারণ॥
তাহাতে তোমার নাম জগতে প্রচার।
সর্ব্বংসহ নামে তাহে হ'তেছে বিস্তার॥
এইজন্য আপন ভৃত্য জয় ও বিজয়।
যদিও সামান্য দোষে অপরাধী হয়॥
না বুঝে দিয়াছি শাপ হেরি ব্যভিচার।
এক্ষণে না ধরি দোষ কিছুই উহার॥
ইচ্ছা হয় দণ্ডে খণ্ডি তুমি নারায়ণ।
স্বেচ্ছামত কর উভে বৈকুণ্ঠে রক্ষণ॥
না দণ্ডিব পুনর্ব্বার উভয়ে আমরা।
অভিশাপ মিথ্যা হোক এই ইচ্ছি মোরা॥
তোমায় হেরিতে বিষ্ণু এসেছি সবাই।
যোগবলে একত্রেতে মোরা চারি ভাই॥
যোগীর হৃদয়রত্ন ত্রিলোকের সার।
হেরিলাম তোমা ধনে নয়নে সবার॥
পূর্ণ হ'লো আশা এবে হেরি বিষ্ণুময়।
রিপুদল আর নাহি আমাদের রয়॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
আশা পূর্ণ হ'ল নাথ তোমায় প্রণতি॥
'এতেক কহিয়া স্থির হয় চারি ভাই।
দুই দ্বারী মহাভয়ে কাঁপিছে সদাই॥
বিনয় শুনিয়া বিষ্ণু হ'য়ে চমৎকার।
চতুর্ব্বাহু তুলি কন প্রসাদ তাঁহার॥
বৃথা অনুতাপ কর ব্রহ্মার নন্দন।
অব্যর্থ হইবে এই শাপের বচন॥
ধন্য মম অংশ জাত ব্রহ্মা প্রজাপতি।
ধরিল মানসে হেন সুভক্ত সন্ততি॥
চারি ভাই ব্রহ্মতেজে হ'য়েছে ব্রাহ্মণ।
নাহি কভু মিথ্যা হবে সবার বচন॥
অবশ্য ফলিবে শাপ উভয়ের 'পরে।
রিপুভাবে দ্বারে রহে শুদ্ধযোগভরে॥
শাপে যোগ নাশ হ'লো আজি উভয়ের।
বৈকুণ্ঠেতে স্থান আর না হবে এদের॥

মর্ত্ত্যলোকে এই দণ্ডে হইবে পতন।
অসুর যোনিতে জন্ম করিবে গ্রহণ॥
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ ইথে নাহি আন।
ব্রাহ্মণের মান্য রক্ষা আমার বিধান॥
অসুর যোনিতে জন্ম এই দ্বারীদ্বয়।
মুক্তি পথ অচিরাৎ পাইবে উভয়॥
পুনরায় বৈকুণ্ঠেতে হবে আগমন।
এহেন বিধানে আজি কহিনু বচন॥
হেন বাণী শুনি তবে সুখী চারি ভাই।
বৈকুণ্ঠের শোভা হেরি আনন্দিত তাই॥
আনন্দে ভ্রমিয়া হরি বৈকুণ্ঠ জীবন।
প্রদক্ষিণ করি বিষ্ণু করি প্রণমন॥
যথেচ্ছা চলেন ত্যজি বৈকুণ্ঠ ভবন।
পুলকে পূর্ণিত মম পুত্র চারিজন॥
সকলে বিদায় দিয়া বিষ্ণু মহামতি।
বিষ্ণুলোক সিংহাসনে করিলেন গতি॥
সম্মুখে রহিয়া কাঁপে জয় ও বিজয়।
কাঁদিতে থাকিল উভে হইয়া সভয়॥
সুমিষ্ট বচনে বিষ্ণু কহেন উভয়ে।
ব্রহ্ম কাছে অপরাধী হইয়াছ দুয়ে॥
সেই পাপে বিষ্ণুলোকে নাহি পাবে বাস।
মর্ত্ত্যলোক কিছুকাল করহ নিবাস॥
অসুর যোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ।
ভবিষ্যতে লাভ হবে আমার ভবন॥
ব্রহ্মশাপ মহাপাপ খণ্ডন না যায়।
আছে মাত্র খণ্ডিবার একটি উপায়॥
ভক্তিযোগ নাম তার বেদের বিধান।
ভক্তিযোগ একমাত্র কল্যাণ বিধান॥
জন্মিয়া অসুরকুলে কিছুকাল পরে।
ভক্তিযোগ পথে এসো বৈকুণ্ঠনগরে॥
হেন কথা কহি বিষ্ণু হইলেন স্থির।
ভাবি নিজ কর্ম্ম উভে হইল অধীর॥
শাপে মজি দুই ভাই কাঁদে উভরায়।
মহাপাপ আসি গ্রাসে রক্ষা নাহি তায়॥

দেবমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইল বিনাশ।
মর্ত্ত্যে নিপাতন হেরি ভীষণ তরাস॥
ভীষণ পাপের বায়ু বৈশাখের ঝড়।
উড়াইয়ে ফেলে দূরে হয়ে বড় ঝড়॥
সেই কষ্টে কাঁদে উচ্চে জয় ও বিজয়।
স্বর্গবাসী তাহা দেখি দুঃখযুক্ত হয়॥
সেই দুই পাপে ক্রমে আসিয়া ভুবন।
অসুর নারীর গর্ভ করে অন্বেষণ॥
অকালে ধরিল গর্ভ দিতি মহাসতী।
তাঁর গর্ভে প্রবেশিল দুইটি সন্ততি॥
সেই হেতু দিতি গর্ভ ধরে তেজ হেন।
সূর্য্য আচ্ছাদনে তম উদিয়াছে যেন॥
যমজ অসুর দুই জন্মিল উদরে।
তাই হেন অলক্ষণ ভুবন ভিতরে॥
আমি যাহা কহিলাম যথার্থ বচন।
নাহি ভয় স্থির হও সর্ব্ব দেবগণ॥
বিষ্ণু আসি করিবেন এর প্রতিকার।
নাহি কোন ভাবনার প্রয়োজন আর॥
যেমন বিশ্বের সৃষ্টি বিনাশ কারণ।
যোগীরাও যোগে যাঁর না পায় দর্শন॥
আদিভূত সর্ব্বাধার সত্য সনাতন।
ত্রিলোক অধীন যাঁর সত্যনারায়ণ॥
ভুবন তাঁহার বস্তু মঙ্গল আধার।
ইহারে বধিবে তিনি করিয়া বিচার॥
ত্যজি চিন্তা ভয় দুঃখ সব দেবগণ।
সকলে ভাবহ সেই আদি নারায়ণ॥
অমঙ্গল যত হয় ভুবনে প্রচার।
সেই বিষ্ণু সকলেই করেন নিস্তার॥
এত কহি ব্রহ্মা স্থির হয়েন যখন।
হাসিয়া চলিল স্বর্গে যত দেবগণ॥
এতেক কহিলে রাজন্! মৈত্র ঋষিবর।
বিদুর কহেন কথা শুন অতঃপর॥
তুমি পাণ্ডু শিরোমণি শুনহ বচন।
দিতি গর্ভে অসুরের জনম গ্রহণ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
শুনিলে বিনষ্ট হয় মায়ার সংসার ॥

ইতি জয় ও বিজয়ের শাপপ্রাপ্তি সমাপ্ত।

অথ দিতির গর্ভ লক্ষণে ও অসুরের জন্মে
চতুর্দ্দিকে অলক্ষণ প্রকাশ।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
শুকদেব ব্যক্ত বাণী অতি সুবচন ॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় সুধীর।
বিদুরে কহেন পুনঃ হইয়া সুস্থির ॥
এই কথা শুকদেব পাণ্ডুবংশধরে।
কহিলেন শুন যথা সব ঋষিবরে ॥
সমাপিয়া পূর্ব্ব কথা মৈত্র কন হাসি।
সুমিষ্ট বচন যোগে মধুর সম্ভাষি ॥
যেমতে দিতির গর্ভ হইল সঞ্চার।
পূর্ব্বে প্রকাশিনু তাহা করিয়া বিচার ॥
এবে শুন সে গর্ভের কিবা পরিণাম।
যে গর্ভ লাগিয়া কাঁপে স্বর্গ ধরাধাম ॥
দিতি-গর্ভে প্রবেশিল জয় ও বিজয়।
বিষ্ণু-শাপে যেই ভাবে কহিনু নিশ্চয় ॥
সে কথা না জানে দিতি গরভ সময়।
শুনেছিল জনমিবে দুর্জ্জয় তনয় ॥
সেই কথা শুনি দিতি পেয়ে মনে ভয়।
শতবর্ষ গর্ভ ধরে ভাবি সুনিশ্চয় ॥
স্বামীর আদেশে সতী শতেক বরষ।
ধরিল ভীষণ গর্ভ হইয়া হরষ ॥
সেই গর্ভ হ'তে জন্মে বর্ষ শতপর।
যমজ সন্তান দুই অতি ভয়ঙ্কর ॥
যখন জন্মিল দুই যমজ কুমার।
ত্রিলোকের লোকগণ করে হাহাকার ॥
চারিদিকে অলক্ষণ হইল প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যেন হবে নাশ ॥

ঘন ঘন ভূ-কম্পন হইল উদয়।
দাবানলে দহে সদা দিক্ সমুদয় ॥
ভীষণ গরজে বাজ উল্কা পড়ে ঘন।
কোটি কোটি ধূমকেতু দেয় দরশন ॥
দুর্গন্ধে ভরিল বায়ু গন্ধ তাহে রয়।
বেগ তার ঝড় সম সদা ধূলাময় ॥
বেগেতে উপাড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গে গ্রাম ঘর।
মেঘেতে বিদ্যুৎ হানে অতি ঘোরতর ॥
ঘেরিল প্রলয় মেঘ ঢাকিল তপন।
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নিস্তেজ কিরণ ॥
অন্ধকারে কেহ কারে দেখিতে না পায়।
বায়ুতেজ ভূকম্পনে সমুদ্র উজায় ॥
ভীষণ ভীষণ তিমি মকর নিকর।
অবহেলে ভেসে যায় তরঙ্গ উপর ॥
তরঙ্গ প্রবল হ'য়ে করে হুহুঙ্কার।
যেন প্রলয়ের ধ্বনি করয়ে চীৎকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য মুহুর্মুহু করে রাহু গ্রাস।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সতত প্রকাশ ॥
চীৎকারে সঘনে শিবা অনল নয়নে।
পেঁচা ডাকে দিবানিশি বসি একমনে ॥
গ্রামেতে কুকুর কভু হাসে কান্দে গায়।
শুনি লোক চমৎকার বিপদ জানায় ॥
জীব জন্তু ভয়াকুল হয় সশঙ্কিত।
প্রাণ ভয়ে কোলাহল করে আচম্বিত ॥
কলরব শুনি পাখী নীড় ত্যজি যায়।
ইতস্ততঃ ঘোরে কিন্তু শান্তি নাহি পায় ॥
স্তনে পয়োহীন গাভী দুগ্ধ রক্তময়।
পাষাণ প্রতিমা নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥
বিনা বাতে গাছ উড়ে সকলে চঞ্চল।
থর থর কাঁপিতেছে আদিত্য-মণ্ডল ॥
লোক সব প্রাণ ভয়ে হেরি অমঙ্গল।
উভরায় কাঁদে সবে দেখি এ সকল ॥
জয় ও বিজয় জন্মে হেন অমঙ্গল।
কেহ না জানিল হেন জন্ম ফলাফল ॥

দিতি গর্ভে জন্ম ল'য়ে জয় ও বিজয়।
আদি দৈত্যরূপে ক্রমে দুয়ে প্রকাশয় ॥
পর্ব্বত সমান ক্রমে বাড়িল শরীর।
যেন গগনেতে ঠেকে সুমেরুর শির ॥
কিরীট হইল দিক প্রকৃতি ভূষণ।
প্রতি পদক্ষেপে কাঁপে দুঃখিত ভুবন ॥
অঙ্গেতে নিকলে তেজ ঢাকিয়া তপন।
কার সাধ্য দুই ভায়ে করে দরশন ॥
যমজ সন্তানে হেরি কশ্যপ সুধীর।
ভাগ্য ফলাফল ক্রমে করিলেন স্থির ॥
পরে রাখিলেন নাম বিচারি সুমতি।
হিরণ্যকশিপু নাম প্রথম সন্ততি ॥
হিরণ্যাক্ষ শেষ পুত্র জানে প্রজ্ঞাজন।
উভয়েই সম বলি সম দরশন ॥
হিরণ্যকশিপু করি তপ আচরণ।
ব্রহ্মারে তুষিয়া বর করিল গ্রহণ ॥
অমর হইয়া তেঁই হইল নির্ভয়।
বাহুবলে তিনলোক করিলেক জয় ॥
অনুজ পূর্ব্বজ সম হয় বলবান।
যুদ্ধেতে নিপুণ বড় ভীষণ বয়ান ॥
গদা হস্তে পরাভবে স্বর্গ রসাতল।
কার সাধ্য পরাভবে দু-জনার বল ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
অসুরের জন্ম কথা দুঃখের প্রচার ॥

ইতি অসুরের জন্ম সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক ত্রিলোক বিজয়ের
সংক্ষেপ বর্ণন।

সূত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন।
ভাগবত কথামৃত শুকের বচন ॥
রাজারে কহেন শুক মৈত্রেয় সংবাদ।
মৈত্রেয় মিটান যথা বিদুর বিষাদ ॥

মৈত্রেয় কহেন তবে শুনহ বিদুর।
হিরণ্যাক্ষ বীর্য্য কথা শুনহ প্রচুর ॥
দিতির সন্তান দৈত্য হয় দুই ভাই।
ত্রিভুবন নিপীড়ন করে সর্ব্বদাই ॥
ব্রহ্মবরে মৃত্যুহীন হিরণ্যকশিপু।
একাকার করে সবে নাহি রাখে রিপু ॥
বাহুবলে জয় করে ক্রমে ত্রিভুবন।
ভয়ে দেবগণ কাঁপে সদা অনুক্ষণ ॥
ভ্রাতার সমান তেজ হিরণ্যাক্ষ বীর।
দেব সহ যুদ্ধে তার পুলক শরীর ॥
গদা হস্তে স্বর্গমাঝে যুঝিবারে যায়।
যুদ্ধ লাগি দেব বীরে খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
একেত ভীষণ বীর নূপুর চরণে।
যেন শত ঘণ্টানাদ একত্র শ্রবণে ॥
কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা অভিষেক তার।
হিমালয় বক্ষে যেন বহে স্রোতধার ॥
স্কন্ধোপরি ভীম গদা রহে সুশোভন।
সুমেরুর চূড়া যেন ভেদিছে গগন ॥
ব্রহ্মবরে মৃত্যুহীন তাহে মহাবল।
বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করে অপূর্ব্ব কৌশল ॥
এ হেন ভীষণ দৈত্য হেরি দেবগণ।
নাহি বুঝি একেবারে করে পলায়ন ॥
গরুড় হেরিলে যথা দূরে যায় সাপ।
তথা দেবগণ যায় পেয়ে মনস্তাপ ॥
স্বর্গেতে না হেরি কোন দেব যোদ্ধা বীর।
সমরের লাগি তথা হইল অস্থির ॥
যুদ্ধ লাগি আসি নাহি পায় যোধগণ।
ক্রোধভরে ভীমনাদে করিল গর্জ্জন ॥
নাহি যুঝে হেরি কেহ ভীষণ মূরতি।
দেবে তিরস্কার করে দৈত্য মূঢ়মতি ॥
স্বর্গেতে না পেয়ে যোদ্ধা করিয়া গর্জ্জন।
সমুদ্র আলোড়ি তাহে করে প্রবেশন ॥
যেন মত্ত ঐরাবত গতি মদভরে।
শান্তির লাগিয়া যায় সমুদ্র অন্তরে ॥

যত সৈন্য ছিল সেই সমুদ্র ভিতর।
সবে পরাজিল দৈত্য করিয়া সমর॥
বরুণের সেনা হারি করে পলায়ন।
সবারে প্রয়োগে দৈত্য গর্ব্বিত বচন॥
অবশেষে বারি সহ করিল সমর।
গদাঘাতে তরঙ্গেরে করিল কাতর॥
তরঙ্গ ভেদিয়া যায় বরুণ নগর।
বিভাবরী নাম তার অতীব সুন্দর॥
বাদশ্রেষ্ঠ জলাধিপ বসেন তথায়।
নানারত্ন সিংহাসন মণ্ডিত শোভায়॥
বরুণ সম্মুখে গিয়া দৈত্য মূঢ়মতি।
উপহাস বাক্য কহে বরুণের প্রতি॥
ত্রিলোকেতে বীরপণা তোমার শুনিনু।
তেঁই তোমা সহ আজি যুঝিতে আইনু॥
উঠ উঠ জলপতি করহ সমর।
পরাভব মান নহে দেখ যমঘর॥
ত্রিভুবনে দৈত্য জয় করি মহাশয়।
লভিয়াছি এই রাজ্য সর্ব্বজনে কয়॥
বলহীনে পরাভবি রাজসূয় কর।
এসো দেখি জলপতি কত বল ধর॥
নিৰ্জ্জীবে জিনিয়া যজ্ঞ করি সমাপন।
আরাধিয়া ভগবানে পাও রাজ্যধন॥
দাও যুদ্ধ দেখি তুমি ধর কত বল।
যুদ্ধ লাগি উপস্থিত তোমাকার স্থল॥
এত শুনি জলপতি কহেন বচন।
ক্রোধহীন মিষ্টভাষে অমৃত নিঃস্বন॥
শুন দৈত্য যুঝিবারে নাহি মম আশ।
বহুকাল মিটায়েছি যুদ্ধের প্রয়াস॥
বয়স হ'য়েছে বহু না চলে চরণ।
এবে করিয়াছি মনে শান্তিরে স্থাপন॥
অদ্বিতীয় যোদ্ধা বট এবে তুমি বীর।
যথা ইচ্ছা গিয়া কর যুদ্ধ পাত্র স্থির॥
একমাত্র ভগবান আদি নারায়ণ।
জয়লাভ কর তার সহ করি রণ॥
ভীষণ মাহাত্ম্য তাঁর অতি বলবান।
পরম পুরুষ হরি নামে ভগবান॥
অসুর পূজিত বলি অসুরে পূজয়।
তব সহ যুদ্ধ তাঁর সম্ভব নিশ্চয়॥
দুষ্টের দমন লাগি সেই নারায়ণ।
ভূমণ্ডলে অবতার হবেন যখন॥
হইবে তাঁহার সহ তব পরিচয়।
তাঁর সহ রণে তুমি হবে পরাজয়॥
রণজয়ে তব প্রাণ হইবে বিগত।
খাইবে তোমার দেহ শৃগালাদি যত॥
অতএব কর দৈত্য অন্যত্র প্রস্থান।
নাহি ইচ্ছা যুঝি তোমা তুমি বলবান॥
বরুণের কথা শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
প্রস্থান করিল তথা হতে দ্রুততর॥
নারদের মুখে পরে শুনি হরিনাম।
গর্ব্বেতে হরিল পৃথ্বী সর্ব্বজন ধাম॥
পৃথ্বী হরি রসাতলে করিল গমন।
ইহাতে হইল জয় আর ত্রিভুবন॥
ভীষণ গর্ব্বেতে বীর রসাতলে রয়।
মৃত্যুহীন ব্রহ্মবরে নাহি অন্য ভয়॥
এত কহি মৈত্র কন শুনহ বিদুর।
নারায়ণ-রণ কথা অপার প্রচুর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
তিনলোক যথা দৈত্য করে অধিকার॥

ইতি হিরণ্যাক্ষের ত্রিলোক্যধিকার সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যাক্ষ হইতে পৃথিবী উদ্ধার।

সূত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন।
পৃথিবী উদ্ধার কথা শুকের বচন॥
পৃথিবী লইয়া দৈত্য পাতালেতে রয়।
প্রচণ্ড রুদ্রের সম নাহি মৃত্যুভয়॥
মনু মুখে শুনি ধরা করিতে উদ্ধার।
মনে করি যান হরি দৈত্যের আগার॥

একেত বরাহ বেশ ভীষণ চরণ।
সুমেরুর শৃঙ্গ সম উদয় দশন॥
হেথায় নারদ ঋষি শ্রেষ্ঠ তপোধন।
ঘটিছে পৃথিবী লাগি দেখি বিড়ম্বন॥
বীণাযন্ত্র হস্তে করি মুখে হরিনাম।
নির্ভয়ে গেলেন সেই হিরণ্যাক্ষ ধাম॥
ঋষিরে হেরিয়া দৈত্য করিলেক মান।
নানামতে গর্ব্বভরে করে সমাধান॥
আপনার বীর্য্যকথা ঋষিরে কহিল।
ত্রিলোক বিজয় দর্প ক্রমেতে বর্ণিল॥
দৈত্য দর্প শুনি ঋষি কহিলেন বাণী।
শুন দৈত্য মম কথা যদি চাও প্রাণী॥
ভুবনের হিত লাগি মম অবতার।
প্রতি গৃহে যাই আমি করিতে নিস্তার
তুমি মম পিতৃ প্রিয় আসিলাম তাই।
সম্পর্কেতে পিতা তব হয় মম ভাই॥
অতএব আমি তব মাননীয় হই।
তব হিত কথা এক স্থির হও কই॥
অতি সাধুপনা করি লভিয়াছ বর।
তাই পুণ্যবলে নাই দেখ যম ঘর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করি পরাজয়।
ত্রিলোক মাঝেতে যম কেহ তব নয়॥
ভাল তব বীর্য্য পুত্র ভাল সব হয়।
রসাতল ধরা রাখা অসম্ভবময়॥
ধরাতে জন্মায়ে জীব বিষ্ণুলীলা তরে।
সে ধরারে লোপ কর কেমন বিচারে॥
জ্ঞানী হও তুমি ওহে মহাবীর্য্যবান।
প্রাণ দিয়া সেবা কর সেই ভগবান॥
ভগবানে মন দিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হয় চিরজয়॥
ভাল যদি চাও পুত্র ফিরাও ধরণী।
একমনে জনার্দ্দনে কর শিরোমণি॥
ব্রহ্মা বরে যত বীর্য্য ধর দৈত্যবর।
প্যাবে তুমি তিন গুণ পেলে বিষ্ণু বর॥
ফিরে দাও ধরণীরে ভজ জনার্দ্দন।
ত্রিলোক অতীতলোক পাবে এইক্ষণ॥
অন্যায় আচার তব হেরি নারায়ণ।
নাহি মর্ত্ত্যে ধরা হেরি হ'য়ে ক্রুদ্ধমন॥
নাশিতে তোমারে হন বরাহ আকার।
অচিরাৎ আসিবেন তোমার আগার॥
যার বলে ব্রহ্মা বলী জগতের পতি।
যুঝিবে তোমার সহ সেই মহামতি॥
তাঁরে তব হিংসা করি নাহিক নিস্তার।
অবশ্য হারিবে যুদ্ধে করি হাহাকার॥
তাই বলি শুন মম এই সুবচন।
ফিরে দিয়া ধরা ধর বিষ্ণুর চরণ॥
অবশ্য রহিবে মান রবে তব প্রাণ।
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম অতি ক্ষমাবান॥
এতেক বচন শুনি দৈত্য মহামতি।
রোষভরে কহিলেন নারদের প্রতি॥
ক্ষীণ বুদ্ধি ঋষি তুমি কোথা তব বল।
তাই তুমি সে বিষ্ণুরে কহ মহাবল॥
ত্রিলোক বিজয়ী আমি মহা বীর্য্যবল।
ভ্রাতা সম সর্ব্বজ্ঞেয় ধরি মহাবল॥
দুই ভাই স্বর্গভূমি করি অধিকার।
কল্য লব বিষ্ণুলোক মুক্তির আগার॥
কেবা বিষ্ণু কোথা থাকে দেবতা সবার।
কোথা ছিল যবে জিনি দেবের আগার॥
মান্য তুমি তাই এত কহিনু বচন।
দূর হও যদি চাও হরির চরণ॥
কি বল কি বল ঋষি বুঝিতে না পারি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে মোরা অধিকারী॥
কোথা থাকে সেই বিষ্ণু কোথা তার ঘর।
কেমনে হইল সেই সর্ব্ব অধীশ্বর॥
ইন্দ্র চন্দ্র পবনেরা করিল সমর।
ত্রিলোকেতে কভু বিষ্ণু না হয় গোচর॥
নাম রাখি যেই জন গোপনেতে রয়।
সেই জন সর্ব্বাধিপ বেদমাঝে কয়॥

দেখিব বিষ্ণুর আমি বরাহ আকার।
পশু সম খেদাইব আসিলে আগার॥
এত বলি দৈত্যবর নিস্তব্ধ হইল।
বিষ্ণু নিন্দা শুনি ঋষি প্রস্থান করিল॥
হেথা হরি পৃথিবীকে করিতে উদ্ধার।
জলপুরী ভেদী যান দৈত্যের আগার॥
অদূরেতে দেখি হরি যথা রসাতল।
অপবিত্র স্থান সেই হীন কর্ম্ম ফল॥
নাহি তথা দেয় সূর্য্য আপনি কিরণ।
নাহি চন্দ্র দেখা দেন করিতে শোভন॥
পূতিগন্ধময় দেশ দুঃখের আগার।
রিপুগণ নাচে গায় করয়ে চীৎকার॥
হেথায় ধরণী সতী হ'য়ে দুঃখমতি।
বিষণ্ণ বদনে রন বিষ্ণু পদে রতি॥
দৈত্য আসি ঘেরে রয় করে হুহুঙ্কার।
ভয়ে বিষ্ণু বলি সতী করে হাহাকার॥
শরতের চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা রয়।
ক্ষণেক বরিষে জল ক্ষণে শোভাময়॥
তেমতি দুঃখিনী ধরা বিষণ্ণ বদনে।
কভু কাঁদে কভু শান্ত হয় নিজ মনে॥
হরিণী ধরিয়া রাখি যথা পশুরাজ।
ভীষণ চীৎকার করে ভয়ানক সাজ॥
তেমতি ধরাকে পেয়ে হিরণ্যাক্ষ বীর।
ভীষণ তাড়না করি করিল অস্থির॥
ধরা হেরি হরি তবে বরাহ আকার।
ধাইয়া চলেন তাঁরে করিতে উদ্ধার॥
মদমত্ত হিরণ্যাক্ষ গর্ব্বে না দেখিল।
গোপনেতে গিয়া হরি ধরা হরে নিল॥
দন্তের উপর ধরি বিশাল ধরণী।
ঊর্দ্ধেতে তোলেন হরি বলেতে আপনি॥
স্থির সৌদামিনী যেন সুমেরুর 'পরে।
হেন শোভা হয় সেই দন্তের উপরে॥
চমকিত হয় তবে সেই দৈত্যবর।
যত্নে ধরা ঊর্দ্ধে রয় দন্তের উপর॥

মহাগর্ব্বে দৈত্যবর ধাইয়া আসিল।
পশুর আকার হেরি অগ্রেতে ভৎর্সিল॥
একে জলময় দেশ সর্ব্ব অগোচর।
হেন বনবাসী পশু একি চমৎকার॥
পশু হয়ে হরে ধরা মহাদর্প হেরি।
অসাধ্য যে এই কাজ না পাই বিচারি॥
মনে মনে হেন তর্ক করি দৈত্যপতি।
কহিতে থাকেন তাঁরে যথা নিজমতি॥
অজ্ঞ তুমি নাহি জান ইহার বিধান।
ব্রহ্মা দেন এই ধরা আমাদের দান॥
আমাদের বস্তু ইহা তুমি কেন লও।
ভাল যদি চাও তবে ফিরাইয়া দাও॥
সুরাধম তুমি হও জানি সবিশেষ।
মায়াবলে ধরিয়াছ শূকরের বেশ॥
থাকিতে জীবন আমি সম্মুখে তোমার।
কোনমতে পশুরূপে নাহিক নিস্তার॥
সম্মুখে না কর রণ মায়াবল ধর।
অলক্ষ্যে অসুরগণে সমরেতে মার॥
তাই বুঝি ধরিয়াছ বরাহ আকার।
মম হাতে আজি তব নাহিক নিস্তার॥
মায়াবলে নাশ মোর আত্মীয় স্বজন।
ভ্রাতা পুত্র লাগি সবে করিছে রোদন॥
তোর জন্য মনঃপীড়া সকলেতে পায়।
তোরে মারি ঘুচাইব সবার ব্যথায়॥
পদাঘাতে চূর্ণ তব মস্তক করিব।
তব নাশে যজ্ঞ পূজা সকলি হরিব॥
এতেক ভৎর্সিয়া তবে দৈত্য ক্রুরমতি।
করেতে করিয়া গদা ধায় শীঘ্রগতি॥
ক্রোধেতে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
ক্রোধ বাক্য কহিবারে অতিশয় দড়॥
ভীষণ তোমর হাতে করি উত্তোলন।
বরাহ অঙ্গেতে দৈত্য করে প্রহারণ॥
রণবেশ হেরি ধরা ভয়ে কম্পমান।
হেরি হরি ধরণীর বিষণ্ণ বয়ান॥

সমরের আশা ত্যজি করেন গমন।
দন্তেতে করিয়া ধরা সুদৃঢ় ধারণ ॥
অঙ্গে বাহিরায় কত রুধিরের ধার।
সমুদ্রে মিশিল নদী রুধির আকার ॥
ধরারে সভীতা হেরি নাহি করি রণ।
দন্তে ধরি ধরা হন জলে নিমগন ॥
দৈত্য ধায় ক্রোধভরে পশ্চাতে তাঁহার।
ত্যাগ করে চোকা চোকা নানা অস্ত্র ভার ॥
কিছুতেই ব্যথিত নন সেই নারায়ণ।
সমুদ্র উপরে ধরা করেন স্থাপন ॥
বীর্য্য হেরি হিরণ্যাক্ষে লাগে চমৎকার।
বিধাতা করেন স্তব বিবিধ প্রকার ॥
সর্ব্ব জীবাধার ধরা সাগর উপরে।
ভাসিতে লাগিল সেই মহামায়া-ভরে ॥
আধার শকতি দিয়ে সেই ভগবান।
সমুদ্র উপরি ধরা করেন স্থাপন ॥
ক্রোধে দৈত্য এড়ে অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ভারে ভার ॥
ঋষিগণ স্তব করে বলি নারায়ণ।
ধরা সুস্থ হয় ধরি হরির চরণ ॥
এতেক বলিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
হিরণ্যাক্ষ বধ কথা কন অতঃপর ॥
শুকদেব মুখে শুনে পাণ্ডব রাজন।
বরাহের লীলা কথা আশ্চর্য্য বর্ণন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত পৃথিবী উদ্ধার।
যে শুনিবে যে শুনাবে পাইবে নিস্তার ॥

ইতি পৃথিবী উদ্ধার সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যাক্ষ বধ।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুধীর।
হিরণ্যাক্ষ বধ কথা করি মন স্থির ॥
পৃথিবী স্থাপিত করি জলের উপর।
হেরিলেন চারিদিকে অতি শোভাকর ॥
পশ্চাতে হেরেন হরি ফিরায়ে নয়ন।
ভীমগদা হস্তে আসি দিতির নন্দন ॥
ভীষণ ক্রোধেতে তাঁর জ্বলিছে নয়ন।
প্রলয়ের বহ্নি যেন হয় প্রকাশন ॥
নিদাঘের রবি যেন জ্বলিয়া গগনে।
জগতের জীবগণে দহিছে সঘনে ॥
দুই কর গিরিবর সুমেরুর শির।
উদয় ও অস্তাচল যেন সে রবির ॥
তদুপরি গদা ধনু সহিত ভূষণ।
শোভে যেন শৃঙ্গোপরি সরলের বন ॥
বহিছে সঘনে শ্বাস প্রলয় পবন।
কৃষ্ণবর্ণ রূপ তার ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥
দন্ত কড়মড় করি ঘুরায় নয়ন।
কালমেঘে যেন উল্কা হয় প্রকাশন ॥
অঙ্গ আস্ফালন করি করে হুহুঙ্কার।
অকালেতে বজ্রাঘাত ভীষণ আকার ॥
পশ্চাতে আসুরী সেনা কে পারে গণিতে।
কেহ কাট কেহ মার বলিছে গর্ব্বেতে ॥
শত শত আসে ঝাঁকে করি বীরপণা।
বিষ্ণুরে বধিতে আসে নির্ব্বোধ সে সেনা ॥
ভীষণ রণের বেশ হেরি নারায়ণ।
বরাহের রূপ ধ'রে আবির্ভূত হন ॥
বধিবারে হিরণ্যাক্ষে করি দৃঢ়পণ।
আরম্ভেন হুহুঙ্কারে সুভীষণ রণ ॥
গর্ব্বভরে দৈত্যপতি গদা হাতে করি।
ধাইয়া আইল যথা দাঁড়াইয়া হরি ॥
বরাহ আকার দৈত্য পাইয়া সম্মুখে।
অহঙ্কার করি গদা মারিলেক মুখে ॥
মুখোপরি দন্ত ছিল পর্ব্বতের সম।
ভাঙ্গিল তাহার গদা দৈত্যে লাগে ভ্রম ॥
অমর সমর দেখি বরাহ তখন।
ক্রোধভরে রণাঙ্গনে হন আগুয়ান ॥
দন্তে ল'য়ে এক গদা ধাইলেন হরি।
চমকিত দৈত্য সেনা পরাক্রম হেরি ॥

দৈত্যোপরি গদা হরি করিলা ক্ষেপণ।
অতি বলবান দৈত্য করিল দমন ॥
হেনমতে সুরাসুরে ভীষণ সমর।
ক্রমেতে হইল যেন অতীব প্রখর ॥
আর যত অস্ত্র ছিল করিল প্রহার।
হরি তাহে ক্ষুব্ধ হ'য়ে করেন বিহার ॥
যত দৈত্য সেনা সব হারিয়া পলায়।
প্রাণ-ভয়ে আর কেহ সমরে না যায় ॥
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি না যায় খণ্ডন।
হিরণ্যাক্ষ রণে নাহি করে পলায়ন ॥
দৈত্য-সহ হরি রণ করেন ভীষণ।
মহাবীর হিরণ্যাক্ষ করিল গর্জ্জন ॥
সহজে নারেন হরি বধিতে তাহারে।
হিরণ্যাক্ষ নাহি পারে হরি বধিবারে ॥
দৈত্য সেনা রণে ভঙ্গ দেখিয়ে পলায়।
বরাহের দাঁতে কত জীবন হারায় ॥
মাতা পিতা বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
রক্তস্রোত কারো অঙ্গে হয় প্রবাহন ॥
কেহ ভগ্ন উরু হস্ত কেহ চক্ষু ক্ষত।
কেহ আঘাতের ঘোরে হইয়াছে হত ॥
একা হরি রূপে হয়ে বরাহ আকার।
করেন অদ্ভুত রণ অতি চমৎকার ॥
ত্রিলোক কাঁপিল যুদ্ধে মত্ত নারায়ণ।
আসিলেন প্রজাপতি হেরিবারে রণ ॥
সঙ্গে তাঁর ঋষিগণ যত দেবগণ।
হিরণ্যাক্ষ যাঁহাদের করিত পীড়ন ॥
সমরেতে ক্লান্ত বীর দিতির সন্তান।
পরাভব ভয়ে অতি ভীত ক্রোধমন ॥
যুঝিছে হরির সহ বিচিত্র কৌশলে।
কভু শেল শূল আদি কভু বাহুবলে।
নারায়ণ সহ রণ হেরি প্রজাপতি।
প্রণমি চরণে করে তবে মহাস্তুতি ॥
তুমি দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলি তোমার।
আছয়ে যতেক দেব স্বর্গের আগার ॥
সবারে করয়ে দৈত্য সর্ব্বদা পীড়ন।
সকলের সুখ ধন করয়ে হরণ ॥
তপ করি হেন বীর্য্য করেছে ধারণ।
তাই তুচ্ছ করি যুঝে সহ নারায়ণ ॥
ত্রিলোকের পতি তুমি বরাহ মূরতি।
বাল্যক্রীড়া সম রণ কর মহামতি ॥
ফণী পুচ্ছ যবে ধরে বালক সুজন।
ফণা ধরি ফণী কত করে আস্ফালন ॥
তেমতি দৈত্যের সহ কর তুমি রণ।
নিমিষে দৈত্যেরে তুমি করহ দলন ॥
আসুরী বেলাতে যত অসুরের দল।
ধরে দৈত্যগণ সবে অতি মহাবল ॥
সেই ঘোর বেলা যেন সমাগত প্রায়।
শীঘ্র বধ কর দুষ্টে ধরিয়ে উহায় ॥
এইতো মধ্যাহ্ন যোগ সর্ব্ব সুসময়।
এই কালে হোক্ নাথ দেবকুল জয় ॥
নাশ হোক দুষ্ট দৈত্য শান্তির কারণ।
পুলকে পুরুক ধরা আর ত্রিভুবন ॥
পতঙ্গ দীপের তেজ হেরিয়া নয়নে।
মুগ্ধ হ'য়ে নাশে দেব আপন জীবনে ॥
তেমতি ভীষণ দৈত্য মৃত্যু করি আশ।
তব সহ রণস্থলে হ'য়েছে প্রকাশ ॥
এত শুনি নারায়ণ হ'লেন সত্বর।
ক্রোধভরে দিতি-সুত ধরিল তোমর ॥
গদা ও তোমর পেয়ে কশ্যপ সন্তান।
ধাইয়া আইল নিতে বরাহের প্রাণ ॥
বরাহ ধাইয়া করে সুভীষণ রণ।
যত অস্ত্র কাটিলেন দৈত্যের ক্ষেপণ ॥
অস্ত্র কাটা গেল হরি দৈত্য চমৎকার।
নানা মতে করে রণ অতীব দুর্ব্বার ॥
হরি নিজ হস্ত বলে করিয়া ধারণ।
চক্রাঘাতে সব অস্ত্র করেন ধারণ ॥
তাহাতে হারিয়া দৈত্য লইল ত্রিশূল।
রবিসম ভাতি তার বিপদ সঙ্কুল ॥

ত্রিশূল লইয়া দৈত্য করিল প্রহার।
সর্পের বিক্রম যথা গরুড়ে প্রচার ॥
ত্রিশূল খণ্ডনে দৈত্য হ'য়ে ক্রোধমন।
মল্লযুদ্ধ তরে আসি দাঁড়ায় তখন ॥
তাহাতেও হারি দৈত্য ধরে নিজ মায়া।
মায়াবলে ঢাকিল সে আপনার কায়া ॥
কখন বহিল বায়ু কভু বরিষণ।
কখন হইল ঘন মেঘের গর্জ্জন ॥
অস্থি বিষ্ঠা স্বেদ রক্ত বরিষয়ে ঘন।
মায়া হেরি চমৎকার হন নারায়ণ ॥
মার মার কাট কাট করে রক্ষগণ।
রাক্ষসের হুড়াহুড়ি অতীব ভীষণ ॥
এ হেন বিপদ হেরি তবে নারায়ণ।
বধিবারে দৈত্যবরে লন সুদর্শন ॥
অব্যর্থ সন্ধান হেরি কাঁপে দেবগণ।
জননী দিতির প্রাণ কাঁপিলেক ঘন ॥
কাঁপিল দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন।
রক্ত বাহিরিল আসি হ'তে যুগ্ম স্তন ॥
স্বামীর বারতা সতী করিল স্মরণ।
পুত্র অমঙ্গল দিতি করিল চিন্তন ॥
হেথা সুদর্শন করে যত মায়া দূর।
দৈত্য তত মায়া খেলে অতীব প্রচুর ॥
অবশেষে মায়া নাশে না হেরি উপায়।
প্রাণ ভয়ে দৈত্যবর গর্জ্জে উভরায় ॥
গর্জ্জিয়া গ্রাসিতে হরি করে আকিঞ্চন।
মায়াবলে ক্রমে তায় করিল গমন ॥
ইন্দ্র যথা বৃত্র বধ করেন কৌশলে।
তেমতি বধিলা দৈত্যে নারায়ণ ছলে ॥
দৈত্য কর্ণমূলে হরি করিলা প্রহার।
ঘুরিয়া পড়িল দৈত্য করি হাহাকার ॥
বাহিরিল দুই আঁখি চূর্ণ পদ কর।
ভীষণ গর্জ্জনে বিশ্ব কাঁপে থর থর ॥
হত বল হ'য়ে দৈত্য ভূতলেতে পড়ে।
রামরম্ভা ভাঙ্গে যথা বৈশাখের ঝড়ে ॥

দৈত্যেরে বিনাশ করি তবে নারায়ণ।
ত্যজিলেন রণ সজ্জা তুষ্ট দেবগণ ॥
ঋষিদের সহ আসি তবে প্রজাপতি।
করিলেন স্তবে তুষ্ট গোলোকের পতি ॥
হিরণ্যাক্ষ প্রশংসিল সবে বিধিমতে।
হরির হস্তেতে মৃত্যু হইল যেমতে ॥
যাঁর নামে মুক্তি পায় মহাপাপীজন।
সমরে নাশিল দৈত্যে সেই নারায়ণ ॥
মুক্তি তার সম্মুখেতে করি আগমন।
দৈত্যপতি ল'য়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যত দেবগণ।
নিজমূর্ত্তি ধরিলেন তবে নারায়ণ ॥
চারিদিকে ব্রহ্মা আদি ঋষি দেবচয়।
সম্মুখে নিহত দৈত্য ধরা 'পরি রয় ॥
হেন স্থানে নিজমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠপুরীতে হরি করেন গমন ॥
এত কহি মৈত্র তবে বিদুরের প্রতি।
নিস্তব্ধ হইয়া রন তবে মহামতি ॥
হরি প্রেমে সকাতরে বিদুর অন্তর।
কাঁদিলেন প্রেমভরে আনন্দ অপার ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে সাযুজ্য লাভ পাইবে নিস্তার ॥

ইতি হিরণ্যাক্ষ বধ সমাপ্ত।

অথ লোক সৃষ্টি বর্ণন।

হিরণ্যাক্ষ বধ কথা করিয়া শ্রবণ।
শৌনক কহেন সূতে আনন্দিত মন ॥
কহ সূত কহ কিবা অপূর্ব্ব সংবাদ।
শুনিলে মিটিবে যাহে মনের বিষাদ ॥
পৃথিবী পাইয়া মনু হরিষ অন্তরে।
প্রজা সৃষ্টি মন সুখে কত তাহে করে ॥

আর এক কথা সূত সুধাই তোমায়।
হরিদ্বেষী হেরি জ্যেষ্ঠে যেই ত্যজি যায়।
দ্বৈপায়নে জন্ম যার হরিপরায়ণ।
বিশুদ্ধ অন্তরে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
সেইজন মৈত্র পেয়ে কুশাবর্ত্ত পরে।
জিজ্ঞাসেন হরিকথা কহ অতঃপরে॥
বিদুর মৈত্রেয় উভে হরি পরায়ণ।
শুনিলে তাদের কথা পাপ বিমোচন॥
অতএব কহ সূত আনন্দের ভরে।
মৈত্রেয় বিদুর বাণী মোদের গোচরে॥
এত শুনি সূত তবে কহেন হরষে।
নৈমিষ অয়ন শুন হরি প্রেমরসে॥
যে প্রশ্ন করিলা ঋষি মনু বিবরণ।
বিদুর জিজ্ঞাসে তাহা মৈত্রেয় সদন॥
সে কথা কহিব তবে শুন ঋষিগণ।
সুপবিত্র হয় সেই মৈত্রেয় বচন॥
পৃথিবী উদ্ধার আর হিরণ্যাক্ষ নাশ।
বিদুর প্রত্যেকে শুনে হরির আভাস॥
মৈত্রেয় কহেন তবে আনন্দের ভরে।
কহ ঋষি অতঃপর যাহা হয় পরে॥
কি না জান তুমি ঋষি সর্ব্বজ্ঞ সুজন।
প্রজাপতি সৃজি ব্রহ্মা কি করে সৃজন॥
মরীচি প্রভৃতি যত ঋষি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব নামে মনু সকলের পতি॥
কেমনেতে ইহাদের করেন সৃজন।
সেই কথা কহ ঋষি শুনিবারে মন॥
এত শুনি মৈত্র তবে কহেন ভারতে।
শুন বাছা যাহা পারি কহিব সেমতে॥
জীবের অদৃষ্ট যাহা দৈব নাম ধরে।
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ সে পরে॥
তাহাতে মিলিত কাল ঈশ্বরে বিলীন।
প্রধানেতে দেয় ক্ষোভ সৃষ্টি সমীচিন॥
প্রধানে ত্রিগুণ সত্ত্ব রজো তমো রয়।
পূর্ব্ব তিন মিলনেতে মহত্তত্ত্ব হয়॥
রজোগুণ প্রধানেতে মহত্তত্ত্ব হ'লে।
জীবের অদৃষ্টক্রমে তাহাতে মিলিলে॥
অহং তত্ত্ব নামে তাহা ত্রিলিঙ্গত্ব পায়।
তাহাতেই জীব ভ্রমি সর্ব্ব প্রকাশয়॥
শুন বিজ্ঞ ত্রিলিঙ্গের করিয়া বিচার।
আকাশাদি পঞ্চভূত একলিঙ্গ তার॥
শব্দাদি তন্মাত্রা হয় ত্রিলিঙ্গ নিশ্চয়।
দেবসহ ইন্দ্রিয়েতে তিন পূর্ণ হয়॥
তিন এক রূপে থাকে কর্ম্মপর নয়।
হৈম অন্তরূপে দৈব সবে প্রকাশয়॥
প্রলয়ের জলোপরে সেই অণ্ড ভাসে।
জীবশূন্য পদার্থ সে সর্ব্বত্র প্রকাশে॥
তদন্তে ঈশ্বর তাহে করি প্রবেশন।
সহস্র বরষ সুখে করেন যাপন॥
সর্ব্ব জীবাশ্রয় স্থান করিতে প্রকাশ।
ঈশ্বর নাভিতে হয় পদ্মের বিকাশ॥
লোক পদ্ম তারে কহে ত্রিভুবনময়।
পদ্মযোনি তদুপরি আবির্ভূত হয়॥
প্রারম্ভ জীবের বুঝি সেই পদ্মাসন।
করেন সকল সৃষ্টি আপন সৃজন॥
আপনার ছায়া হেরি অগ্রে পদ্মাসন।
পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যায় করেন সৃজন॥
তমঃ, মোহ, মহামোহ, তিন সুনিশ্চয়।
তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র এই পঞ্চ হয়॥
তমো হৈতে আত্ম দেহ করেন সৃজন।
রাত্রি নামে খ্যাত তাহা কহে জ্ঞানীজন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত তাহা অতি তমোময়।
যক্ষ রাক্ষসেতে অতি আনন্দিত হয়॥
রাত্রিরে পাইয়া যক্ষ রক্ষযোনিময়।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতি ব্যাকুলিত হয়॥
ব্যাকুল হইয়া মনে উন্মত্ত অন্তরে।
ব্রহ্মারেই ভক্ষিবারে পরে আশা করে॥
বিপদ হেরিয়া ব্রহ্মা কাঁপরে পড়িল।
কতমত তাহাদের সুশান্ত করিল॥

হইতে ব্রহ্মার প্রভা বিদ্যার প্রকাশ।
মহাশক্তি জ্ঞানময় সর্ব্বত্র আভাস ॥
তাহাতেই সৃষ্ট হন যত দেবগণ।
দিবাই তাহার নাম কহে জ্ঞানীজন ॥
জঘন হইতে ব্রহ্মা সৃজেন অসুর।
কামাশক্ত হয় তারা মৈথুনে প্রচুর ॥
অসুর হইলে সৃষ্ট অতি কামময়।
মৈথুনের লাগি ব্রহ্মে ধরিবারে ধায় ॥
ভীষণ বিপদ হেরি কমল আসন।
শ্রীহরি সমীপে ত্বরা করেন গমন ॥
কর যুড়ি হরি পাশে কহেন বচন।
রক্ষা কর হরি মোরে বিপদ ভঞ্জন ॥
সৃজিলাম প্রজা প্রভু তোমার আজ্ঞায়।
পাপময় প্রজা জন্মি বিনাশে আমায় ॥
অতি কামাতুর হয়ে মৈথুন প্রয়াসে।
উপায় না হেরি মোরে আক্রমিতে আসে
কর দয়া প্রভু মোরে রাখিতে আমায়।
দাও আনি সেই বস্তু যাহা সবে চায় ॥
কামপূর্ণ হয় যাহে এমন শরীর।
না হয় করহ প্রভু আপনিই স্থির ॥
হেন কথা শুনি তবে শ্রীমধুসূদন।
কহিলেন এক নারী করহ সৃজন ॥
গঠিলেন ব্রহ্মা এক নারী সুগঠনে।
কামোন্মত্তা সুচঞ্চল উভয় লোচনে ॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি যার কটাক্ষ ক্ষেপণ।
সূক্ষ্ম কটী নিতম্বেতে কাঞ্চী সুশোভন ॥
উন্নত যুগল স্তন চরণ সুন্দর।
মুকুতা জিনিয়া দন্ত বাক্য মনোহর ॥
নীল মেঘ সম শোভা সে অঙ্গের জ্যোতি।
অসুরে নেহারি রূপ উঠিলেক মাতি ॥
সন্ধ্যা তার নাম হয় সর্ব্ব মনোহর।
অসুর হইল মুগ্ধ কম্পিত অন্তর ॥
কেহ বলে হে সুন্দরী ! কিবা পরিচয়।
কার নারী কিবা আশা কহত নিশ্চয় ॥

কেহ বলে কেন তুমি হেথায় ললনে।
রূপেতে দহিছে সব কামের পীড়নে ॥
আর জন বলে ধন্যা তুমিহে রূপসী।
সকলের চিত্ত হরি ক্রীড়া কর বসি ॥
এইরূপে মুগ্ধ ভাবে কহিয়া বচন।
নারীভাবে অসুরেরা করিল গ্রহণ ॥
তাহাতে হইল মুগ্ধ অসুরের দল।
সন্ধ্যার লোভেতে ভুলি হয় হত বল ॥
সৌন্দর্য্য হইতে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
যতেক গন্ধর্ব্ব আর অপ্সরারগণ ॥
কান্তি হ'তে সৃজিলেন জ্যোৎস্না যারে কয়।
নারীরূপে গন্ধর্ব্বেরা তাহারেই পায় ॥
ব্রহ্মার আলস্য হ'তে হইল সৃজন।
উলঙ্গ সে পিশাচাদি আর ভূতগণ ॥
ভীষণ সূতেরে হেরি তবে পদ্মাসন।
ভীতমনে করিলেন নেত্র নিমীলন ॥
হেনকালে সেইরূপ ব্রহ্মাতে হইল।
জৃম্ভনা নামেতে নারী তাহে প্রকাশিল ॥
জৃম্ভনাকে পিশাচাদি করিল গ্রহণ।
জৃম্ভনাথ সহ মিলি যত ভূতগণ ॥
ইন্দ্রিয় বিক্লেদ হ'লে অবসাদ হয়।
তাই তে জগতে তারে সবে নিদ্রা কয় ॥
ইন্দ্রিয় বিক্লেদ হেতু উচ্ছিষ্ট শরীর।
ভ্রান্তি ও মত্ততা তায় কহে যত বীর ॥
নিদ্রা, জৃম্ভা, ভ্রান্তি ও মত্ততা এই চারি।
ভূত ও পিশাচগণ লইল বিচারি ॥
সমধিক বলে হরি তবে পদ্মাসন।
অদৃশ্য রূপেতে প্রজা করেন সৃজন ॥
সেইরূপে নারীগণ আর পিতৃগণ।
একে একে ব্রহ্মা তবে করেন সৃজন ॥
দানের কারণ হয় নিমিত্ত শরীর।
অদৃশ্য থাকেন আর সাধ্য পিতৃ ধীর ॥
হেতু ভূত দেহ সাধ্য আর পিতৃগণ।
করিলেন ব্রহ্মার সে অদৃশ্যে গ্রহণ ॥

যাঁর আছে ধর্ম্মজ্ঞান সেই পূজে সবে।
হব্য কব্য দিয়া যজ্ঞে শ্রাদ্ধাদি বৈভবে॥
পুনশ্চ অদৃশ্য ব্রহ্মা করেন সৃজন।
যত বিদ্যাধর আর যত সিদ্ধগণ॥
অন্তর্দ্ধান নামে দেহ করেন প্রদান।
তাহে তুষ্ট হ'য়ে সবে হয় তিরোধান॥
প্রতিবিম্ব মধ্যে দিয়া আত্মা আপনার।
কিন্নর ও কিংপুরুষ করেন প্রচার॥
সৃষ্ট হ'য়ে তবে সেই কিন্নরের দল।
গ্রহণ করিল বিম্ব ব্রহ্মার সকল॥
প্রাতে হরিলীলা হেরি হরষ অন্তরে।
গাহিয়া বেড়ায় সবে আনন্দের ভরে॥
এত সৃষ্টি করি ব্রহ্মা হ'য়ে প্রসারণ।
পদাদি সকল ব্যাপি করেন শয়ন॥
যেমতে হইল সৃষ্টি রহিল তেমন।
কোনমতে কোন সৃষ্টি না হয় বর্দ্ধন॥
সৃষ্টি নাহি বৃদ্ধি হেরি কমল আসন।
একান্তে বসিয়া করে ভীষণ চিন্তন॥
ভোগযুক্ত দেহ তাহে হইল সৃজন।
ক্রোধনাম হয় তার রিপুর কারণ॥
ক্রোধরূপী দেহ হ'তে ক্লেদ হ'লো চ্যুত।
তাহাতে জন্মিল সর্প অতীব অদ্ভুত॥
এই সর্প অতি ক্রুর নানা নাম ধরে।
সর্প নাম পদাদির আকুঞ্চন তরে॥
খলমতি বলি ক্রুর কহে তাহে সবে।
অতি বেগ হেতু নাগ নাম তার ভবে॥
ভোগযুক্ত বলি তারে সবে ভোগী কয়।
বিস্তীর্ণ কন্ধর শিরে ফণা যবে হয়॥
হেনমতে নানা সৃষ্টি করি পদ্মাসন।
কৃতকার্য্য আপনারে করেন মনন॥
মন হতে লোকাতীত মনুর সৃজন।
তাহে ব্রহ্মা নিজ দেহ করেন অর্পণ॥
ব্রহ্ম দেহ হয় মনু পুরুষ আকার।
দেবগণ ইহা দেখি মানে চমৎকার॥
পুরুষ হইলে সৃষ্টি ক্রিয়া হবে ভবে।
হবি পাব সকলেতে যজ্ঞের বৈভবে॥
সৃজিয়া প্রথমে মনু কমল-আসন।
তপ বিদ্যা সমাধিতে হন নিমগন॥
তপোবলে করি ব্রহ্মা আপনার মত।
সৃজিলেন সপ্ত ঋষি বিজ্ঞান মণ্ডিত॥
যোগ আদি সপ্ত অঙ্গ ছিল আপনার।
দিলেন ঋষিরে ব্রহ্মা করিতে আকার॥
এইরূপে জগতের হইল প্রকাশ।
শুনহ বিদুর বৎস বেদের আভাস॥
সূত মুখে এত শুনি শৌনক সুজন।
হরি প্রতি আপনার সার করে মন॥
এক মনে যেই শুনে সৃষ্টি বিবরণ।
সহজে বিনাশ তার হয় পাপগণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত এই ভাগবত।
আস্বাদন কর সাধু নিজ সাধ্যমত॥

ইতি লোক সৃষ্টি বর্ণনা সমাপ্ত।

অথ প্রজাপতি কর্দ্দমের প্রতি বিষ্ণুর বর দান।

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
অপূর্ব্ব শুকের বাণী মুক্তি পরায়ণ॥
কহিছেন শুক আগে পাণ্ডু নরবর।
মৈত্রেয় বিদুর বাণী অতি জ্ঞানকর॥
সেই কথা শুন সবে হয়ে একমন।
শুনিয়া পাইবে জ্ঞান তাহে মুক্তিধন॥
পূর্ব্বকথা শুনি তবে কহেন বিদুর।
শুনিলাম ঋষিবর সৃষ্টির প্রচুর॥
আর এক কথা ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়।
যেমতে প্রজার বৃদ্ধি কহ মহাশয়॥
মৈথুনেতে প্রজাবৃদ্ধি মন্বন্তরে হয়।
সেই মনুবংশ কথা যেমতে রচয়॥
কহ কহ সেই বাণী জ্ঞানী ভগবান।
শুনিলে সুস্থির হবে এ তাপিত প্রাণ॥

স্বায়ম্ভুব নামে মনু শুনেছি শ্রবণে।
সপ্তদ্বীপা বসু রক্ষা করে নিজগুণে॥
প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ দুইটি তনয়।
দেবহূতি নামে কন্যা যার ক্রমে হয়॥
যেমতে করিল রাজ্য পুত্র দুইজন।
কর একে একে ঋষি সে কথা বর্ণন॥
প্রজাপতি কর্দ্দমেরে করে কন্যাদান।
আগে কহ সেই কথা মোরে ভগবান॥
অতি যোগী সে কর্দ্দম লইয়া কামিনী।
কতবিধ পুত্র কন্যা উৎপাদেন মুনি॥
দক্ষ, রুচি নামে আর ব্রহ্মাপুত্র রয়।
মানবী কামিনী তারা লন মহাশয়॥
কামিনী লইয়া ভূত সৃজেন কিমতে।
কহ ঋষি সে সংবাদ হরষিত চিতে॥
এই কথা শুনি মৈত্র হৃষ্ট হয়ে মনে।
আরম্ভেন পূর্ব্বকথা মিষ্ট সম্ভাষণে॥
শুনহ বিদুর আগে কর্দ্দমের কথা।
শুনিলে ঘুচিবে তব সংশয় সর্ব্বথা॥
আগেতে বলেছি বাছা করহ স্মরণ।
পুত্রগণে চতুর্ম্মুখ কহে যে বচন॥
কর্দ্দমাদি পুত্রে ডাকি কমল-লোচন।
কহিলেন সবে কর প্রজার সৃজন॥
ব্রহ্মামুখে হেন বাণী কর্দ্দম শুনিয়া।
সরস্বতী তীরে যান সত্বরে ধাইয়া॥
কামনা করিয়া মনে প্রজার কারণ।
অযুত বৎসর তপ করে তপোধন॥
ক্রমে তপস্যাতে তার ভক্তি হ'লে স্থির।
বরদাতা হরিলাভ করিলেন ধীর॥
তপস্যা সংযোগে হরি লাভ করি মুনি।
আনন্দে উন্মত্ত হন ব্রহ্মপদ শুনি॥
সেইকালে সত্যযুগ হইল উদয়।
প্রসন্ন হ'লেন তারে হরি সে সময়॥
শব্দ, বেদ, ব্রহ্ম মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
যান হরি মুনি পাশ দিতে দরশন॥
মুনির সমীপে হরি হইয়া প্রকাশ।
দেখালেন আপনার বিচিত্র আভাস॥
কিবা তেজোময় তনু যেমত তপন।
শ্বেতোৎপল পদ্মমালা কণ্ঠেতে শোভন॥
কুঞ্চিত কুন্তল ঘোর বদনের পাশে।
নবঘন যেন ধীর শশী সুধা আশে॥
মস্তকে কিরীট শোভে নবরত্নময়।
কর্ণেতে কুণ্ডল হস্তে শঙ্খ চতুষ্টয়॥
কটাক্ষে জীবে হাসি কৌস্তুভ প্রচার।
বক্ষেতে সম্পদ লক্ষ্মী কিবা শোভাগার॥
উভয় চরণযুগ গরুড় উপর।
হেনরূপে সে কর্দ্দম করেন গোচর॥
হরিরে নেহারে মনে কর্দ্দম সুজন।
করযোড়ে করে স্তব সুমিষ্ট বচন॥
প্রণমিনু নারায়ণ চরণে তোমার।
কে পারে বর্ণিতে তব গুণের আধার॥
জন্ম জন্ম যোগীগণ যে চরণ আশে।
মহাযোগে তপস্যাতে শরীর বিনাশে॥
যে চরণ কৃপাভরে আসি নারায়ণ।
দেখালেন স্বয়ং হরি পবিত্র বদন॥
পাপী যদি ও চরণ করিয়া সেবন।
কর্ম্মফলে করে যদি নরক দর্শন॥
নরকান্তে হয় তার লাভ যুগ্মপদ।
কল্পবৃক্ষ তুমি হরি বিপদ সম্পদ॥
এমন যে কালচক্র ব্রহ্মরূপ রথে।
সংবৎসর চক্র ফেরে সদা নিজপথে॥
অবাধে করিছে সর্ব্ব আয়ুর হরণ।
তব ভক্তজন আয়ু না করে গ্রহণ॥
তব সম ধন হরি কোথায় আছয়।
অমূল্য রতন তুমি সব বিশ্বময়॥
তোমাতে হইলে জ্ঞান কর্ম্ম হয় দূর।
জন্ম মৃত্যু আর নহে জীবের প্রচুর॥
যেইজন ভক্তিভাবে উপাসে চরণ।
পূর্ণ করে আশা তার হরি সেইক্ষণ॥

দুরাশা ক'রেছি এক হরি নিজ মনে।
সেই হেতু মগ্ন আছি এই তপাসনে ॥
পিতা আজ্ঞা দিলা দেব আমার উপর।
প্রজা সৃষ্টি কর পুত্র হ'য়ে ক্রিয়াপর ॥
ভার্য্যা বিনা কিসে প্রজা হইবে সৃজন।
সেই হেতু করিয়াছি পরিণয়ে মন ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ যে হয়।
হেন গুণ যে নারীতে আছে সমুদয় ॥
তাহারে করিব বিভা করিয়াছি মন।
সেই বর দাও প্রভু এই আকিঞ্চন ॥
তপস্যায় যেই হেরে তোমার চরণ।
অলভ্য সংসারে তার কিবা নারায়ণ ॥
পূরাও কামনা মম নারী কর দান।
পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা হোক্ এই অনুমান ॥
এ হেন কামনা করি করি নমস্কার।
পূর্ণ কর মম আশা সর্ব্ববিশ্বাধার ॥
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
কহিলেন হাসি হাসি চাহি তপোধন ॥
যে জন করিলে তপ লভিতে আমায়।
পূর্ণ হবে মনস্কাম কহিনু তোমায় ॥
এক মনে যেইজন মোরে পূজা করে।
নিষ্ফল কামনা তার না হয় সংসারে ॥
প্রজাগণ অধিপতি মম পরায়ণ।
ব্রহ্মাবর্ত্ত রাজধানী সে মনু রাজন ॥
সপ্তদ্বীপা বসুমতী করেন শাসন।
তাঁর এক কন্যা আছে অতি সুশোভন ॥
তিন গুণে গুণবতী বয়সে যুবতী।
উপযুক্ত পাত্রে পিতা দিবেন সম্প্রতি ॥
শতরূপা নামে হয় মহিষী তাঁহার।
রূপে অনুপমা তুলনা নাহিক তার ॥
পরশ্ব যে রাণী সহ হেথায় রাজন।
কন্যা সহ তাঁর ঋষি হবে আগমন ॥
দেবহূতি নামে কন্যা সর্ব্ব গুণবতী।
দেখিয়া তোমায় তাঁর উপযুক্ত পতি ॥
অচিরাৎ সেই কন্যা করিয়া অর্পণ।
কৃতার্থ হইবে রাজা সত্য বিবরণ ॥
নয়টি সন্তান হবে তোমার ঔরসে।
সপ্তর্ষি করিবে বিভা তাদের হরষে ॥
করিয়া সন্ন্যাস ত্যাগ গৃহে হও রতি।
কর্ম্মফল মোরে ঋষি দিবে দিন রাতি ॥
অবশেষে তুমি আমি সহিত জগৎ।
এই তিন হয় এক ভাবিবে এমত ॥
এমনে হইলে শুদ্ধ তোমার অন্তর।
তব পত্নী গর্ভে আমি লব জন্মান্তর ॥
অংশেতে জন্মিয়া হব তোমার সন্তান।
তত্ত্ব শাস্ত্র এ জগতে করিব বিধান ॥
হেন আজ্ঞা করি হরি গেলেন স্বস্থানে।
স্থির নেত্রে ঋষি রন চাহি পথপানে ॥
সরস্বতী নদী তীরে বিন্দু সরোবর।
প্রজাপতি হরি তথা হয়েন গোচর ॥
ঈশ্বর গমন পরে সেই প্রজাপতি।
নারী লাগি উৎকণ্ঠিত হইলেন অতি ॥
হরির আজ্ঞায় তবে দুই দিন রয়।
যে দিন আসিবে রাজা মনু মহাশয় ॥
এতেক কহিলা যদি মৈত্রেয় সুমতি।
শুনিয়া বিদুর হন হরষিত অতি ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে পাপীর নষ্ট হয় পাপ ভার ॥

ইতি প্রজাপতি কর্দ্দমের প্রতি বিষ্ণুর বরদান সমাপ্ত।

অথ কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির বিবাহ।

মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুরের প্রতি।
কর্দ্দমের বিভা কথা শুন মহামতি ॥
হ'লো ক্রমে ক্রমে দুইদিন অবসান।
পৃথিবী ভ্রমিতে মনু করেন প্রস্থান ॥
শতরূপা সঙ্গে তাঁর কন্যা দেবহূতি।
সুবর্ণ রথেতে চাপি ঊর্দ্ধবায়ু গতি ॥

ক্রমে উপনীত রাজা সরস্বতী তীর।
পুণ্যস্রোত সঙ্গে যার বহে সদা নীর॥
তথা হ'তে যান রাজা বিন্দু সরোবর।
কর্দ্দম আশ্রম যথা অতি মনোহর॥
শুনহ বিদুর এক বাণী মনোহর।
যেমতে হইল নাম বিন্দু সরোবর॥
অযুত বরষ তপে কর্দ্দম সুজন।
হরি লাগি ক'রেছিল কষ্ট উপার্জ্জন॥
তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে দয়াময়।
আসিলেন হৃষ্ট মনে ঋষির আলয়॥
কর্দ্দমের তপ হেরি হন চমৎকার।
কত কষ্ট তাঁর জন্য করে ব্যবহার॥
তপোবলে ভীম-ভক্তি করি দরশন।
অন্তরে ব্যথিত হ'য়ে নিজে নারায়ণ॥
স্নেহেতে আকুল হন চক্ষে বহে নীর।
সেই নীরে সরোবর ক্রমে বহে ধীর॥
হরির নয়ন বিন্দু পতন কারণ।
বিন্দু সরোবর নাম কহে মহাজন॥
সরস্বতী এক অংশে সেই সরোবর।
অমৃত তাহার জল সবার গোচর॥
মুনি ঋষি দেবগণ সেবা করে তাঁর।
জীবের পরম বস্তু হয় জল যার॥
সেই সরোবর তীরে কর্দ্দম আশ্রয়।
হেরিলে ঘুচিলে যায় জীবনের ভয়॥
কত শত বৃক্ষলতা কত মৃগচয়।
কতবিধ শাখী-দল বর্ণন না হয়॥
ছয় ঋতু বর্ত্তমান ঋষির আশ্রমে।
নিশা দিবা সমভাগে হয় ক্রমে ক্রমে॥
ফলভরে অবনত বৃক্ষলতা-রাশি।
পুষ্পেতে শোভিত কুঞ্জ সৌরভ প্রকাশি॥
কোকিল কুহরে ডালে আর পাখীগণ।
প্রকৃতির শোভা পেয়ে করিছে ভ্রমণ॥
কনক কেতকী ফুটে কভু বা কমল।
ভ্রমে পড়ি উড়ি যায় ভ্রমরের দল॥
ময়ূর মেলিয়ে শিখি করয়ে নর্ত্তন।
চক্রবাক চক্রবাকী কোথাও মিলন॥
সারস সরস ভাবে সরোবরে রয়।
বৎস সহ গাভী শ্রেণী তীরে বিহরয়॥
বৃষেতে সিংহেতে খেলে অতি চমৎকার।
শার্দ্দূল মেষেতে করে একত্রে আহার॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ সদা শান্তিময়।
নাহি পীড়া নাহি দুঃখ সদা সুখোদয়॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে অবিরত।
কুসুমের পরিমলে সদা সুরভিত॥
তেজেতে তপন তনু সহ শতরূপা।
সঙ্গে দেবহূতি সদা লক্ষ্মী অনুরূপা॥
প্রবেশেন সে আশ্রমে রাখি দূরে রথ।
নব-কিশলয়ে মাখা যেন সেই পথ॥
চামরী আসিয়া করে চামর ব্যজন।
রাজার স্বাগত গান গাহে পাখীগণ॥
কুম্ভ সম হস্তী কুম্ভ রহে সারি সারি।
তাহা ধরি গজ রহে আনন্দে বিহারি॥
মলয় বহিয়া মন্দ শ্রম করে দূর।
বৃক্ষের মুকুল শিরে হয় সুপ্রচুর॥
হেন পথে করি রাজা কুটীরে আবেশ।
তাহা যেন সূর্য্যচন্দ্র একত্রে প্রবেশ॥
কুটীরে হেরেন রাজা তপে মুনিবর।
যেন পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের ধূসর॥
সমাধিতে বিমুদিত উভয় নয়ন।
তথাপি না হ্রাস হয় রূপের শোভন॥
অতি উগ্রতেজা ঋষি হন প্রজাপতি।
প্রজা লাগি মহাকার্য্যে তপস্যায় ব্রতী॥
অত্যুজ্জ্বল তনু কান্তি ধূমেতে ধূসর।
সংস্কার বিহীন মণি হেন হীনকর॥
চীরবাস পরিধান কমল-নয়ন।
বয়স নবীন কিন্তু জটা বিভূষণ॥
হেনরূপ হেরি রাজা হ'য়ে বিমোহিত।
প্রণাম করিতে হন সম্মুখে পতিত॥

কন্যা পত্নী সহ রাজা হইয়া প্রণত।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে রন মুনির সাক্ষাত ॥
প্রণামে ভাঙ্গিল ধ্যান উঠি মুনিবর।
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজারে বিস্তর ॥
পড়িল মুনির মনে বিষ্ণুর বচন।
যে কারণে নৃপতির তথা আগমন ॥
যথোচিত করি মুনি অতিথি সৎকার
কহেন মধুর বাণী অতি চমৎকার ॥
ঋষি কন শুন শুন ওহে নরপতি।
পৃথিবী বিহার তব মাত্র সাধুগতি ॥
ভ্রমিয়া বেড়াও সাধু রক্ষার কারণ।
বিষ্ণুর পালন-শক্তি তুমি হে রাজন ॥
চন্দ্র সূর্য্যাদির সম করহ পালন।
বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি প্রণামি সুজন ॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু হয় তব নৃপ ভার।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহা করহ আচার ॥
যা হয় উদ্দেশ্য রাজা করহ প্রকাশ।
পূর্ণ হবে মম কাছে আপনার আশ ॥
হেন কথা বলি ঋষি হইলেন স্থির।
অতঃপর কহে কথা বচন গম্ভীর ॥
শ্রেষ্ঠের উচিত দেখাইতে নিজে হীন।
সেই হেতু মোরে শ্রেষ্ঠ বলিছ প্রবীণ ॥
লইয়া আপন আত্মা কমল আসন।
করিলেন তোমা সবে আপনি সৃজন ॥
বেদ বিদ্যা তপোযুক্ত হও তোমা সবে।
ব্রাহ্মণ নামেতে হও এই মায়া ভবে ॥
ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার অঙ্গ ব্রাহ্মণ হৃদয়।
সেই হেতু তব সেবা উচিত যে হয় ॥
যদিও ক্ষত্রিয় আমি সেবক আপন।
বিষ্ণুই সবার রক্ষী জানিবে সুজন ॥
যে কর্ম্ম করিয়া প্রভু কর তপাচার।
আশ্চর্য্য হইনু হেরি সে হেন ব্যাভার ॥
প্রথমে আমারে বিষ্ণু যে কহেন ধর্ম্ম।
সংশয় আছিল কহ বুঝি তার মর্ম্ম ॥

হেরি তোমা ঋষিবর নাশিল সংশয়।
অদৃষ্ট সবার তুমি দৃষ্ট মম হয় ॥
বহু পুণ্য করেছিনু বিষ্ণুর সকাশ।
তেঁই হইলেন প্রভু আমাতে প্রকাশ ॥
বড় আশা করি ঋষি মম আগমন।
অনুগ্রহ করি তাহা করুন শ্রবণ ॥
প্রিয়ব্রত ভগ্নী হয় আমার দুহিতা।
ইচ্ছা বড় তুমি তারে কর বিবাহিতা ॥
বয়স যৌবন তার অতি রূপবতী।
শীলে গুণে আচরণে অতি পুণ্যবতী ॥
শুনিয়া নারদ মুখে গুণ আপনার।
ইচ্ছিয়াছে কণ্ঠে তব দিতে মাল্যভার ॥
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্ব্ব জ্ঞানাধার।
গ্রহণ করহ তায় এ ইচ্ছা আমার ॥
শ্রদ্ধা সহ করি আমি তোমা কন্যা দান।
দোষ থাকে তাহে যদি কর প্রত্যাখ্যান ॥
উপস্থিত প্রাপ্ত বস্তু যে করে হেলন।
দুঃখ তার ভাগ্যে ঘটে যশ বিনাশন ॥
আছে ঋষি বিবাহেতে ইচ্ছা আপনার।
তেঁই আনিয়াছি এই দুহিতা আমার ॥
নিরবধি ব্রহ্মচর্য্য নহে আপনার।
ব্রত সমর্পিয়া ভার্য্যা করহ স্বীকার ॥
এত কহি রাজা তবে হইলেন স্থির।
আনন্দে কহেন ঋষি বচন গভীর ॥
আপনার আজ্ঞা রাজা করিনু পালন।
অদত্তা এ কন্যা তব করিনু গ্রহণ ॥
যে অঙ্গের শোভা হেরি ভূষা লজ্জা পায়।
হেন কান্তি মতি কন্যা কেবা নাহি চায় ॥
নূপুরেতে বিভূষিত শব্দিত চরণ।
নেহারি যে রূপ হয় মোহিত মদন ॥
সে ধনি আপনি আসি করে মাল্যদান।
তাহারে না লয় হৃদে কেবা সে বিদ্বান ॥
যে জন না সেবে রাজা তোমার চরণ।
উত্তানের ভগ্নী কি সে পায় দরশন ॥

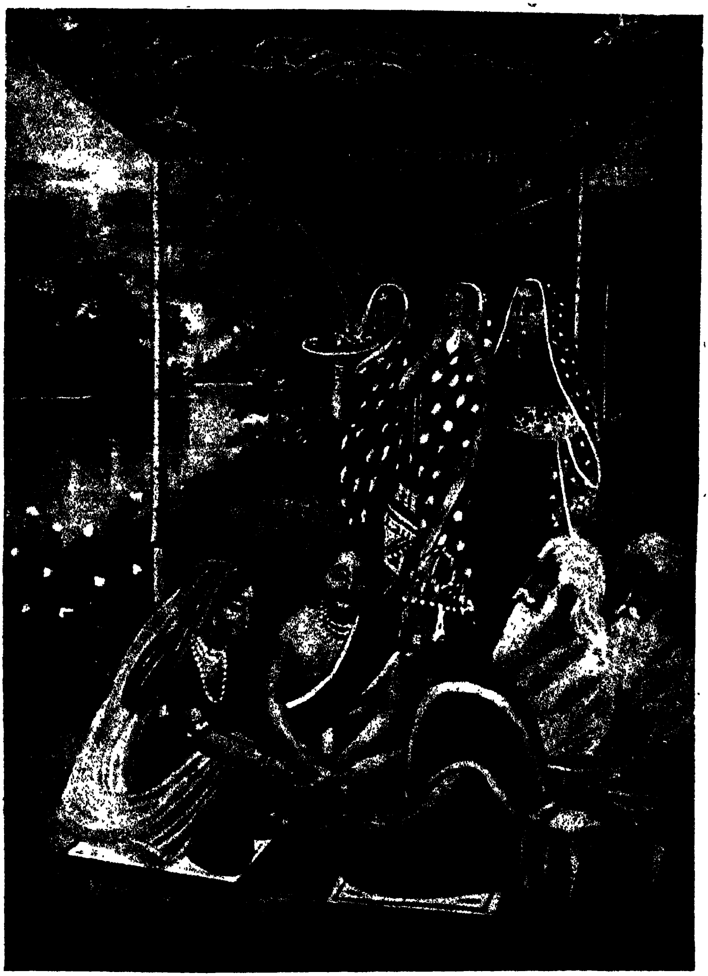
সেই নিধি আনি রাজা করিতেছ দান।
কেন না লইব আমি হইয়া বিদ্বান॥
এক কথা আছে রাজা বলিহে তোমায়।
করিব তোমার কন্যা বিবাহ নিশ্চয়॥
আমি ঋষি জান রাজা নহি গৃহাচারী।
সেই হেতু ঋষিধর্ম্ম ভুলিতে না পারি॥
যে অবধি কন্যা-গর্ভে না হবে সন্তান।
তদবধি রব তব কন্যা বিদ্যমান॥
পরমহংসের ব্রতে পরে যাব বনে।
এ প্রতিজ্ঞা আছে রাজা এ অধীন মনে॥
এত কহি ঋষি করে বিষ্ণুরে স্মরণ।
সাক্ষী হ'তে বিভাস্থলে শ্রীমধুসূদন॥
তোমাতে উৎপন্ন বিশ্ব বিশ্বের পালন।
তুমি সাক্ষী হও দেব এই আকিঞ্চন॥
অন্তরে করেন ঋষি ব্রহ্মারে চিন্তন।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কমল আসন॥
সমাপিয়া কৃত্য ঋষি সুস্মিত বদনে।
চাহিলেন মনু-কন্যা দেবহূতি পানে॥
কর্দ্দমে হেরিয়া কন্যা হয়েন বিহ্বল।
কর্দ্দম কন্যার রূপে হয়েন চঞ্চল॥
উভয়ে বিকার হেরি আপনি রাজন।
রাণী সহ করিলেন কন্যা সমর্পণ॥
নব দম্পতীরে রাণী দেন বহু ধন।
যৌতুক স্বরূপ দেয় বিবিধ রতন॥
এমতে হইল বিভা ক্রমে সমাপন।
কন্যাদায় হ'তে রাজা এবে মুক্ত হন॥
বিদায়ের কালে কন্যা বিরহে কাতর।
রাজা রাণী হইলেন ব্যাকুল অন্তর॥
আনন্দ বিষাদভরে অশ্রুর প্রবাহ।
নিবারিল কথঞ্চিত হৃদয়ের দাহ॥
রাণীরে লইয়া রাজা মুনিরে সম্ভাষি।
রথে চাপি উত্তরেন নিজ রাজ্যে আসি॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে স্থান সুপবিত্র হয়।
বরাহ রূপেতে প্রভু যথায় উদয়॥
অতি পুণ্যবান রাজা সেই রাজধানী।
সুখেতে কাটান কাল লয়ে নিজ রাণী॥
হরিপরায়ণ রাজা মনু মহাশয়।
নাহি কোন দুঃখ কভু সহিবারে হয়॥
এক মন্বন্তর কাল একান্তরে যুগ।
বাসুদেব স্মরণেতে করেন সম্ভোগ॥
মানবের বর্ণ ধর্ম্ম মুনিগণ পাশ।
আপনি করেন মনু কৃপায় প্রকাশ॥
অদ্ভুত চরিত্র তার আদি মনুরাজ।
শুনিলে পবিত্র হয় মানব সমাজ॥
এতেক বর্ণিনু ক্ষত্তা মনুর চরিত।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হবে পাবে হৃদে প্রীত॥
এবে শুন কর্দ্দমের কিছু পরিচয়।
যেমতে কাটান কাল করি পরিণয়॥
দেবহূতি গুণবতী মনুর কুমারী।
শুনহ সম্বন্ধি তাঁর অতি সাধ্বী নারী॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
কর্দ্দমের বিভা আর মনু সমাচার॥
পাপী যদি শুনে তার পাপ হয় ক্ষয়।
অতি পুণ্যময় কথা ভাগবতময়॥
এই কথা যেই শুনে পাপ হয় নাশ।
অন্তিমকালেতে হয় তার স্বর্গবাস॥

ইতি কর্দ্দমের বিাহ বর্ণন সমাপ্ত।

অথ কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির পবিত্র বিহার।

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
ভাগবতামৃত বাণী শুকের বচন॥
সম্বোধি রাজায় তবে ব্যাসের কুমার।
মৈত্রেয় সংবাদ পুনঃ করেন বিচার॥
পূর্ব্ব বিবরণ কহি মৈত্রেয় সুজন।
কহেন বিদুরে পুনঃ মধুর বচন॥
মনু-কন্যা বিভা করি কর্দ্দম সুধীর।
পুলকে পূর্ণিত করি আপন শরীর॥

রাণী সহ মনুরাজে করিয়া বিদায়।
দেবহূতি প্রতি ঋষি ঘন ঘন চায়॥
একেতো সুন্দরী কন্যা সম্পূর্ণ যৌবন।
পূর্ণ শশী যেন শোভে শারদ গগন॥
কিবা সে সৌন্দর্য্য ঠাম কটাক্ষের হাস।
হেরিয়া হরিষ ঋষি বদ্ধ প্রেমপাশ॥
চঞ্চল হইয়া তবে ব্রহ্মার কুমার।
তুষিবারে প্রিয়-পত্নী করে ব্যবহার॥
স্নেহ মায়া সহকারে নানাবিধ প্রেম।
অগ্নিতে মিলিল যেন আকরের হোম॥
আঁখি আঁখি মিলি গেল মন সহ মন।
ক্রমে প্রাণ দিল উভে আপন আপন॥
কে কার লইল মন কে কার জীবন।
কিছু নাহি স্থির হয় অন্ধ যে নয়ন॥
পত্নী গত প্রেমাব্রত ধরি ঋষিবর।
এক প্রাণ হইলেন প্রিয়ার গোচর॥
অতি সাধ্বী গুণবতী মনুর দুহিতা।
যৌবনের তেজে ম্লান আপনি সবিতা॥
রূপময় রাহু যেন প্রকাশি গগনে।
পুরুষ সে রবি শশী গ্রাসে মনে মনে॥
পতিরতা পতিব্রতা সর্ব্ব গুণবতী।
হইলেন প্রেমবদ্ধ নাম লয়ে সতী॥
দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ পরুষতা।
হিংসা দ্বেষ লোভ লজ্জা মোহ চপলতা॥
দুর্ব্বাসনা মদ আদি যত কু-আচার।
ত্যজিয়া তোষেন সতী পতি আপনার॥
একেতো তপস্বী পতি তপে সদা মন।
তপস্বিনী হন সতী পতির মতন॥
যাহাতে হবেন সুখী পতি আপনার।
অবিরত তাহা সতী করেন আচার॥
বিভূতি ভূষিত পতি যেন আশুতোষ।
উমা সম সেবি সতী লভিল সন্তোষ॥
কোমল পদ্মের কায়া তপে করি কালী।
তথাপি নহেন ক্লান্ত পদ্মে যেন অলি॥
সুধাংশুর কান্তি জিনি লাবণ্য তাহার।
নবনীত জিনি যার কোমলতা সার॥
সেই অঙ্গ দেবহূতি পতি পদে ঢালি।
জুড়ালেন সব জ্বালা প্রেমরসে ভুলি॥
মনুর দুহিতা একে নাহি জানে ক্লেশ।
পতি তুষিবারে ধরে তপস্বিনী বেশ॥
চীরাম্বর পরিধান ফল জলাহার।
তৃণেতে শয়ন আর শিরে জটাভার॥
তপঃ ক্লেশে নাহি হয় ক্ষুব্ধ তাঁর মন।
সুখে সেবে মহাযোগী পতির চরণ॥
হেন কষ্টে শশী সম রূপ হ'ল ক্ষয়।
প্রেয়সীরে হেরি তবে ব্রহ্মার তনয়॥
করে ধরি মিষ্টভাষে কহেন বচন।
ধন্য সতী দেবহূতি ভাবিনু এখন॥
তুমি মোর প্রেমনীরে ফুল্ল শতদল।
তপোবহ্নি তেজে ম্লান কান্তি নিরমল॥
সত্য সতী এ কঠোর তপ আচরণ।
কষ্ট হেরি স্থির নহে মম প্রাণ মন॥
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যেই সমাধি বিধান।
তাহাতে আনন্দ কত আমাতে প্রমাণ॥
সমাধিতে আমি সতী যেই পদ পাই।
পূর্ণব্রহ্ম চিদানন্দ নেহারি সদাই॥
সেই সমাধির ফল মোরে সেবি ধনী।
অনায়াসে লাভ তুমি ক'রেছ আপনি॥
মায়াতে আবৃতা বলি না পাও দেখিতে।
দিব্য-দৃষ্টি দিব আমি তোমায় তুষিতে॥
যোগানন্দ সদা জিনি করেন সম্ভোগ।
তৃণজ্ঞান করেন ত্রিদিব রাজ্য ভোগ॥
পতিব্রতা আচরণে তুষি মম মন।
অনায়াসে পেলে সতী সে অমূল্য ধন॥
নাহি হেন রত্ন কভু রাজার ভাণ্ডারে।
জলধি গরভে কিংবা বিশ্বের সংসারে॥
সমাধি আনন্দ যাহে হয় বিনিময়।
তাই সতী এ জগতে কহিনু নিশ্চয়॥



এমতে হইল বিভা ক্রমে সমাপন।

কন্যাদায় হ'তে রাজা এবে মুক্ত হন। [১২৭—পৃষ্ঠা

পতিরতা হ'য়ে তপে তুষিয়াছ মন।
তেঁই পুরস্কার আমি দিব সে রতন ॥
হেন মিষ্ট কথা কহি তুষিয়া রমণী।
হৃদয়ে আনন্দ লাভ করেন আপনি ॥
না জানেন রস রঙ্গ কিবা রতি রস।
সংসারের সার যাহা জন্মাতে ঔরস ॥
দরশনে প্রিয়ভাষে তোষেন রমণী।
নাহি সঙ্গ প্রেমবন্ধ ল'য়ে নিজ ধনী ॥
একেতো পবিত্র তাহে ব্রহ্মার কুমার।
কেমনে অভ্যাস হবে সে হেন আচার ॥
বিভাকালে দেবহুতি করেছিল আশ।
সন্তান হইবে যাহে স্বামীর সকাশ ॥
এবে অনুরত হেরি মনুর সন্তান।
করেন স্মরণ সতী পূর্ব্বের বিধান ॥
উপযুক্ত হেরি এই মাত্র অবসর।
কন ধনী পতিপদ চাহি নিরন্তর ॥
ধন্য মোর পিতা যিনি জন্ম দিলা মোরে।
পরে সমর্পিলে এই তোমা হেন বরে ॥
বিদ্যায় অতুল তুমি তপে সিদ্ধিবান।
সুপবিত্র মহাঋষি ব্রহ্মার সন্তান ॥
স্বামীরূপে সেবি তোমা সফল জনম।
সফল করহ দেব ! নারীর ধরম ॥
করহ স্মরণ নাথ ধর্ম্ম চূড়ামণি।
বিভাকালে যে প্রতিজ্ঞা করিলে আপনি ॥
করিবে আমাতে নাথ সন্তান উদ্ভব।
পরে বৈরাগ্যেতে দিবে আপন বৈভব ॥
এতকাল সেবিলাম সন্তানের আশে।
হের নাথ এ যৌবন ক্রমে কালনাশে ॥
নারীর সার্থক জন্ম যে পায় সন্তান।
উপযুক্ত পতি সঙ্গে শাস্ত্রের বিধান ॥
তোমা হেন পতি সেবি আমি সুভাগিনী।
কেন সে সন্তান ধনে হইব বঞ্চিনী ॥
জন্মিনু পিতার ঘরে সদা জ্ঞানময়।
না শিখিনু রতিরঙ্গ রতি প্রকাশয় ॥

তুমি মহাযোগী হও সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান।
নাহি তব অগোচর রতির বিধান ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে আগে করি অনুরোধ।
জন্মাও সন্তান মোরে দিয়া রতি বোধ ॥
যৌবনে রমণ ইচ্ছা স্বভাবে নারীর।
এই বিধি প্রজাপতি করিলেন স্থির ॥
সেই কাল হ'ল নাথ আমার উদয়।
করহ উপায় যাহে পুত্র লাভ হয় ॥
অন্তরে অনঙ্গ ক্রমে হইয়া প্রকাশ।
পীড়ায় যৌবনকাল করে সদা হ্রাস ॥
শীঘ্র শীঘ্র কর নাথ মোরে পরিত্রাণ।
জন্ম দাও নিজরূপে আমাতে সন্তান ॥
এ কথা শুনিয়া ঋষি হন চমকিত।
তপোবশে আছিলেন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় যাহা হয় প্রজাগণ।
সেই লাগি করিলেন তপ আচরণ ॥
প্রজা উৎপাদন কাল সমাগত প্রায়।
হেরি ঋষি আনন্দেতে প্রিয় প্রতি ধায় ॥
সন্তানের লাগি ঋষি করি স্থির মন।
অপূর্ব্ব বিহার যন্ত্র করেন রচন ॥
তপোবলে সেই বস্তু হইল গঠন।
বিমান তাহার নাম কহে বুধগণ ॥
অপূর্ব্ব বিমান সেই অতীব বিস্তার।
শূন্যপথে অনায়াসে করয়ে বিহার ॥
নানারত্ন শোভাময় পতাকা সহিত।
নানা ফল ফুলে তাহা হয় সুশোভিত ॥
গৃহ উপবন আর কুঞ্জ ফুলময়।
নানাজাতি পশুপক্ষী তাহাতে শোভয় ॥
গৃহেতে প্রকোষ্ঠ সারি নানারত্নময়।
মণিদ্বীপে আলোময় হয় সমুদয় ॥
সৌরভে আকুল সব হেমকুম্ভে বারি।
সখী সাথে সরোবরে পক্ষী সারি সারি ॥
সংসারের সুখ স্থান সুখের আগার।
যাহা থাকে সব আছে বিমান মাঝার ॥

অপূর্ব্ব রচনা বলে বায়ুভরে গতি।
তদুপরি প্রবেশেন ব্রহ্মার সন্ততি॥
আপনি উঠিয়া তাহে ডাকেন সতীরে।
উঠি এস প্রিয়া এই বিমান ভিতরে॥
বিষ্ণু বিরচিত এই সুখের বিমান।
মনুষ্য না পায় এর কিছুই সন্ধান॥
এবে প্রিয়ে এই স্থানে তুষিব তোমায়।
যেই ভাবে রতি তুমি চাও দিব তায়॥
মায়ার নির্ম্মিতা সেই মনুর নন্দিনী।
তমোময় বিমানেরে না দেখেন ধনী॥
কোথা হ'তে পতি তাঁরে করে সম্বোধন।
হেরিতে না পান সতী ফিরায় নয়ন॥
বুঝিতে পারিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার।
শুদ্ধ করিবারে নারী করেন বিচার॥
উপায় চিন্তিয়া তবে কহেন সতীরে।
মায়াতে আচ্ছন্ন তুমি না দেখ আমারে॥
তপোবলে সৃজিয়াছি অপূর্ব্ব বিমান।
তদুপরি করিয়াছি বিহারের স্থান॥
অশুদ্ধা এখনো আছ না দেখিতে পাও।
শীঘ্র করি সরস্বতী সরোবরে যাও॥
সরোবরে করি স্নান দিব্য আঁখি ধরি।
এসো প্রিয়ে এ বিমানে সুখেতে বিহারি॥
তপেতে কৃশাঙ্গ তাহে সুন্দর গঠন।
পূর্ণিমার শশী যেন ঢাকা নবঘন॥
পতি-সঙ্গ আশে সতী যান সরোবরে।
জলেতে ডুবান অঙ্গ স্নান করিবারে॥
সরোবর মনোহর বিচিত্র গঠন।
তাহার মাঝারে রহে গৃহ ও প্রাঙ্গণ॥
অযুত পদ্মিনী কন্যা তাহে করে বাস।
যৌবনে সকলে মগ্না সুন্দর সুহাস॥
দেবহূতি হেরিলেন তাদের সকলে।
শত শত চন্দ্র যেন সরোবর-তলে॥
তাঁহারা নেহারি পরে কর্দ্দম ঘরণী।
করযোড়ে সম্মুখেতে আসিল তখনি॥
দেবহূতি সমীপেতে আসিয়া সকলে।
সবিনয়ে করযোড়ে কহে বাণী ছলে॥
কিঙ্করী হইনু তব আমরা সবাই।
সেবিব চরণ তব সুখেতে সদাই॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে দেবহূতি সতী।
না কহেন কোন বাণী রন মৌনব্রতী॥
কি কহিল কোথা হ'তে হেথা সমাবেশ।
না পারে বুঝিতে সতী করিয়া বিশেষ॥
তপস্যার লীলা কিছু বুঝে উঠা দায়।
শুনহ বিদুর পরে কি ঘটে উহায়॥
এত কহি মৈত্র তবে কিছু হ'য়ে স্থির।
বিদুরের প্রতি কন বচন গভীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দ্দমের তমোময় পবিত্র বিহার॥

ইতি কর্দ্দমের পবিত্র বিহার সমাপ্ত।

অথ কর্দ্দমের পত্নীসহ বিমান বিহার।

মৈত্র কন শুন শুন কৌরব সন্ততি।
কর্দ্দম বিমান-লীলা অমৃত ভারতী॥
সতীরে নীরব হেরি পদ্মিনী সকলে।
করে তাঁর অঙ্গ সেবা নানাবিধ ছলে॥
কোথা গেল জলময় সেই সরোবর।
দেখিলেন সতী এক বিচিত্র আগার॥
সখী হ'য়ে সবে তাঁর করিছে সেবন।
কেহ বা পরায় বেশ কেহ বা ভূষণ॥
চাঁচর চিকুরে কেহ বিনাইল বেণী।
বেণী হেরি পলাইল দূরে কালফণী॥
কেহ বা সুন্দর শিরে বাঁধিল কবরী।
কুন্তলে বেষ্টিত সর্প যেন ফণা ধরি॥
দুই গণ্ডে কেশগুচ্ছ লাগিল দুলিতে।
শোভে তাহে অর্দ্ধ শশী কপোল সহিতে॥
গৃধিনী নিন্দিত কর্ণে মণির কুণ্ডল।
প্রভাতের শুকতারা করে ঝলমল॥



সখী চাঁহে সবে হাস্য করিতেছে সদা
কেহ বা দর্পণ ধরে কেহ বা ভূষণে ... ২৫০ পৃষ্ঠা ।

কণ্ঠে দোলে মুকুতার মালা মনোহর।
হস্তেতে বলয় শোভে দেখিতে সুন্দর॥
হৃদি হেরি হিংসা করে কঞ্চুকী সুন্দর।
স্তনযুগ আবরিত করে নিরন্তর॥
কি সাধ্য কঞ্চুকী ঢাকে তুঙ্গ পয়োধর।
তুষারে কি কভু ঢাকে গিরির শিখর॥
মেখলা সহিতে কাঞ্চী নিতম্বে দুলিছে।
ঘন মেঘে সৌদামিনী যেন চমকিছে॥
পদ যুগে মরি মরি ধ্বনিত নূপুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুঞ্জরে মধুর॥
মস্তকে পরায়ে দিল মুকুট সুন্দর।
প্রভাতের কালে যেন রবি মনোহর॥
আঁখিযুগে পরালেন সুন্দর অঞ্জন।
দুঃখেতে মুদিল আঁখি হরিণ খঞ্জন॥
সুগন্ধ আনিয়া অঙ্গে করিলা সেচন।
পরে আনি দিল অন্ন সুখাদ্য ব্যঞ্জন॥
আহারান্তে দিল পাত্র ভরিয়া অমৃত।
বিশ্রামার্থে করে নানা প্রেমের সঙ্গীত॥
শয়নান্তে দুইজনে করে আলিঙ্গন।
সুখেতে শয়ন করে আনন্দিত মন॥
কেমন সাজালে সবে গুণপনা তরে।
মুকুর আনিয়া দিল দেবহূতি করে॥
মুকুরে হেরিয়া সতী রূপ আপনার।
প্রেমবশে পতিপদ চিন্তয়ে আবার॥
পতিরে চিন্তন মাত্রে হেরেন নয়নে।
পতি তাঁর সুশোভিত রত্ন সিংহাসনে॥
বামে সতী ডানে পতি হেরেন সুন্দরী।
সম্মুখে প্রেমেতে নৃত্য করে সহচরী॥
যোগের প্রভাবে হেরি বিস্মিতা ললনা।
একি হ'লো বলে হন আশ্চর্য্যে মগনা॥
সতীরে পবিত্র হেরি তবে প্রজাপতি।
জানালেন প্রেমভরে আপনার মতি॥
সখী সহ রমণীরে করি সম্বোধন।
করেন কর্দ্দম তবে বিমানারোহণ॥
বিমানে শোভিল যেন মিহির তপন।
সখিগণ শোভে যেন গ্রহ অগণন॥
এইরূপে বিমানেতে লইয়া রমণী।
যৌবন বিহার ঋষি করেন আপনি॥
বিমানে সকলি আছে বিহার কারণ।
প্রিয়াসঙ্গে রতিরঙ্গে সদা মত্ত মন॥
বিমান উঠিল গিয়া গগন উপরে।
যথা ইচ্ছা যান ঋষি আনন্দ অন্তরে॥
কভু কুলাচলে যান করিতে বিহার।
মলয় প্রবাহ মৃদু যথায় বিস্তার॥
অষ্ট দিক্‌পাল যথা ভ্রময়ে সতত।
দাসরূপে সুখশান্তি রহে অবিরত॥
কভু হিমালয় শিরে ভাগীরথী তীরে।
সিদ্ধগণ যথা রহে আনন্দেতে ধীরে॥
স্বর্গেতে যতেক আছে বন উপবন।
চিত্ররথ বিশ্রম্ভক মানস নন্দন॥
যত পুরে যত দেব করয়ে নিবাস।
যান ঋষি সর্ব্বত্রই হইয়া উল্লাস॥
কে তার রোধিবে গতি হন যোগবান।
কুবের কিঙ্কর সবে তুষ্ট ভগবান॥
যোগবলে যত যোগী চড়িয়া বিমান।
ভ্রমণ করেন শূন্য শাস্ত্রের বিধান॥
কেহ নাহি কর্দ্দমেরে পারে জিনিবারে।
কর্দ্দম সবার আগে সকলে অপরে॥
হেনমতে করে ঋষি বিমানে বিহার।
কুবের কিঙ্কর করে ল'য়ে ধনভার॥
বর্ষদ্বীপ অগণন গোলোক ভূলোক।
যথায় আশ্চর্য্য যত ল'য়ে গ্রহলোক॥
প্রেমভরে প্রিয়া ল'য়ে ব্রহ্মার কুমার।
যৌবন উন্মাদে করে বিমান বিহার॥
ভ্রমণ করিয়া রঙ্গে তবে তপোমণি।
সুরতের লাগি যান আশ্রমে আপনি॥
নবীনা যুবতী নারী করে রতি আশ।
যাহাতে না হয় প্রিয়া তাহাতে নিরাশ॥

এই ভাবি গৃহে আসি ব্রহ্মার নন্দন।
শিখান পত্নীরে নানা রতির খেলন।
রতিরসে পত্নী যবে লয় তাঁর সঙ্গ।
উথলে উভয় হৃদে আপনি অনঙ্গ॥
অনঙ্গের সহ ক্রমে তবে ঋষিবর।
করি ভাগ নবভাগে আপন অন্তর॥
গর্ভেতে দিলেন সুখে নয়টি নন্দিনী।
রতি সুখে পরিতৃপ্তা হন সুহাসিনী॥
দেবহূতি রূপ ভাবি ঋষি শিরোমণি।
রেত ত্যাগ করিলেন যোগ চূড়ামণি॥
শত বৎসরের মধ্যে হইল সন্তান।
একে একে নয় কন্যা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অতি রূপবতী তারা কনক কমল।
অকলঙ্ক শশী শোভে গগন-মণ্ডল॥
রতিরঙ্গে সুখী হ'য়ে দেবহূতি সতী।
পতিপদে স্থাপিলেন আপনার মতি॥
নয় কন্যা লাভ হ'লো নহে পুত্রবর।
এই দুঃখে সদা দগ্ধ তাঁহার অন্তর॥
ইহা ছাড়ি আর দুঃখ হইল উদয়।
পতির প্রতিজ্ঞা শেষ এইবারে হয়॥
সন্তান লাগিয়া ঋষি করে পরিণয়।
সন্তান হইলে ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
একে একে নয় কন্যা নহিল সন্তান।
এইবারে পতি বুঝি করিবে প্রয়াণ॥
এই ভাবি সতী দুঃখে অন্তরে কাতর।
মুখে রাখি মধু হাসি তোষে ঋষিবর॥
বিহার হইল সাঙ্গ জন্মিল সন্তান।
হেরি ঋষি আনন্দেতে সুখী করে প্রাণ
অবশেষে হ'ল তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ।
ইচ্ছা তাঁর ভোগ ত্যজি যোগ প্রতি মন
চঞ্চল হেরিয়া সতী স্বামীর অন্তর।
বুঝিলেন যা ঘটিবে ভাগ্যে অতঃপর॥
প্রেমেতে আকুল সতী সরল অন্তর।
কহিলেন মনোব্যথা পতির গোচর॥
পতি আগে দাণ্ডাইয়া বিনীত আকারে।
কহিলেন সুমধুর বাণী এ প্রকারে॥
লজ্জা বিনীত তাঁর হইল আনন।
মনোদুঃখে অশ্রু আসি ভিজিল নয়ন॥
জলভার রুদ্ধ কণ্ঠ হইল তাঁহার।
গদগদ ভাষে কন এ হেন প্রকার॥
উপযুক্ত ভাবি স্বামী সেবিনু চরণ।
তেঁই দেব দিলা মোরে তনয়া রতন॥
নারী আমি পদাশ্রিতা হই আপনার।
নাশিতে আমার দুঃখ নহে তব ভার॥
প্রতিজ্ঞা করিলা পূর্ণ জন্মিল সন্তান।
ভাগ্যদোষে হ'লো কন্যা কি হবে বিধান॥
স্বভাবের অনুরোধে যত কন্যাগণ।
আপনার পতি সবে করে অন্বেষণ॥
সেবিতে পতিরে সবে ত্যজিয়া আমায়।
পতিপরায়ণা হবে বিধির লেখায়॥
তুমিও প্রতিজ্ঞা সারি করিবে পয়ান।
কি হবে আমার গতি করহ বিধান॥
জ্ঞান বিনা নাহি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার।
তুমি গেলে কেবা শিক্ষা দিবে জ্ঞানাধার॥
এতদিন রতিরঙ্গে কাটাইনু কাল।
না জানিনু কিবা আত্মা এ বিশ্ব বিশাল॥
ইন্দ্রিয় সুখেতে মগ্ন হ'য়ে প্রাণেশ্বর।
প্রেম-মগ্ন করিয়াছি তোমাতে অন্তর॥
মোহবশে পড়িয়াছি দুস্তার সংসারে।
মরণের ভয় এবে পেয়েছে আমারে॥
তুমি মুক্তিদাতা দেব হ'তেছ আমার।
তোমা ভজি অভাগিনী পাইনু সংসার॥
কামনাতে সঙ্গবোধ এর ব্যবহার।
কামনা বশেতে লোক লভে এ সংসার॥
ধর্ম্ম লাগি যেই কর্ম্ম নহে অনুষ্ঠান।
তাহে নাহি আবির্ভূত হন ভগবান॥
হেন কর্ম্ম নাহি করে লভিয়া জীবন।
শব তুল্য জীবভাব তার সেইক্ষণ॥

আমি পাপী সেই কর্ম্ম করিনু আচার।
তব সঙ্গে যে পাইনু মুক্তি ব্যবহার॥
তোমা সম স্বামী যেবা লভে এ সংসারে।
তার সম দুঃখী নাথ কেবা ধরাপরে॥
নিশ্চয় জানিনু মম হইবে পতন।
করহ উপায় নাথ ধরিনু চরণ॥
এত কহি দেবহূতি হইল কাতর।
শুনহ বিদুর কিবা ঘটে অতঃপর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দ্দম বিমান লীলা যৌবন আচার॥

ইতি বিমান বিহার সমাপ্ত।

অথ দেবহূতির গর্ভে বিষ্ণুর প্রবেশ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দম্পতিকে অভয় দান।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
করিলা কর্দ্দম যাহা মহা তপোধন॥
একেত প্রেমিকা নারী এক আত্মা হয়।
মনোদুঃখে নিপীড়িতা হেরি মহাশয়॥
বজ্রসম অনুতাপ লাগিল তাঁহায়।
অস্থির কর্দ্দম তাহে দয়ার প্রভায়॥
প্রেয়সীরে অনুতপ্ত হেরি ঋষিবর।
করুণা বলেতে হ'য়ে অত্যন্ত কাতর॥
কহেন কামিনী প্রতি অভয় বচন।
কেন প্রিয়ে হও এত দুঃখেতে মগন॥
আমি যার স্বামী সতী তুমি যার নারী।
সে কি কভু হয় প্রিয়ে মুক্তির ভিখারী॥
রাজার কুমারী তুমি প্রাণসমা মম।
দুর্ভাগ্য হইবে কিসে না বুঝি মরম॥
দুঃখ ত্যাগ কর সতী পূর্ণ আশা-ভার।
তব গর্ভে ভগবান পূর্ণ অবতার॥
শ্রদ্ধা সহকারে কর ঈশ্বরে অর্চ্চন।
প্রসন্ন হইবে তাহে শ্রীমধুসূদন॥
প্রসন্না হইয়া ধর সদা শুক্লবেশ।
করিবেন তব গর্ভে সুখেতে প্রবেশ॥
তব গর্ভে ক্রমে বিভু হইয়া প্রকাশ।
ব্রহ্ম উপদেশে তব পূরাবেন আশ॥
এত কহি ঋষি তবে হয়েন সুস্থির।
আনন্দে হয়েন সতী তখন অধীর॥
স্বামীর আদেশে সতী করে তপাচার।
সেবেন বিষ্ণুরে সদা পূজ্য ব্যবহার॥
একমনে তপোধন তোষেন কামিনী।
নাহি অন্য দৃষ্টি আশা বিনা চিন্তামণি॥
হেন তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
প্রভু ভাবে তাঁর গর্ভে করেন গমন॥
কর্দ্দম ঔরসে তব সতীর উদরে।
বিষ্ণুর আবেশ হ'ল অদ্ভুত বিচারে॥
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যথা নহে প্রকাশন।
দেবহূতি গর্ভে তথা শ্রীমধুসূদন॥
সতী গর্ভ মধ্যে যবে প্রবেশেন হরি।
আসিল দেবতা যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
দুন্দুভি বাজিল ঘন পুষ্প বরষিল।
হরি যশ গাঁথা যত গন্ধর্ব্ব গাহিল॥
আনন্দে নাচিল যত বিদ্যাধরীগণ।
সুপ্রসন্ন চতুর্দ্দিক হইল তখন॥
দূর হ'লো অলক্ষণ মঙ্গল প্রকাশ।
আনন্দেতে সুর নর করয়ে উল্লাস॥
এত জানি মনে মনে কমল আসন।
ঋষিগণ সহ যান পুত্রের ভবন॥
সরস্বতী নদীতীরে কর্দ্দম কুটীর।
মনোরম উপবন পুষ্পের প্রাচীর॥
সেই স্থানে প্রজাপতি ল'য়ে ঋষিগণ।
নিজ পুত্র কর্দ্দমেরে দিলা দরশন॥
পিতারে হেরিয়া যত মুনীন্দ্র বেষ্টিত।
অষ্টাঙ্গে কর্দ্দম শির করিল নমিত॥
দেবহূতি দেবগণে নেহারি নয়নে।
প্রণমেন সকলেরে ভক্তিসহ মনে॥

পুত্রেরে অভয় দিয়া কহেন ব্রহ্মন্।
ধন্য পুত্র তোমা আমি করিনু সৃজন।
সৃজিয়া তোমারে আমি করিনু বিধান
করহ প্রজার সৃষ্টি হয়ে তপোবান॥
মম আজ্ঞা শুন বৎস করি অঙ্গীকার।
প্রজা লাগি করিতেছ তপস্যা আচার॥
পিতা আমি পুত্র তুমি হ'য়েছ সুজন।
করি আমি আশীর্ব্বাদ সুপ্রসন্ন মন॥
কন্যা তব হোক সতী পতিপরায়ণ।
বিভা দাও সকলেরে ল'য়ে ঋষিগণ॥
ঋষি সহবাসে হোক বংশের বিস্তার।
তব পুণ্যবলে হোক সৃষ্টি উপকার॥
আর এক কথা বৎস করহ শ্রবণ।
তোমার ঔরসে জন্ম ল'য়ে নারায়ণ॥
তব পত্নী উদরেতে করি প্রবেশন।
করিছেন মহাবিষ্ণু মায়ার সেবন॥
ইনি হন আদ্যদেব সকলের সার।
সাংখ্যতত্ত্ব কহিবেন করিয়া বিচার॥
আরাধন করি বৎস নিজ তপোবলে।
লভিলে এ হেন পুত্র ভক্তিরূপ ছলে॥
কর্দ্দমে তুষিয়া ব্রহ্মা চাহি দেবহূতি।
কহিলেন সুমধুরে মধুর ভারতী॥
মনুর কুমারী তুমি সম্পর্কে নাতিনী।
ধন্য গর্ভ ধরিয়াছ নারী শিরোমণি॥
পদ্ম ও পলাশ সম যাঁর দু'নয়ন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অঙ্গেতে শোভন॥
সেই জন হীন হন মায়ারূপ ধরে।
প্রবেশ করেন সতী তোমার উদরে॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞান রূপ হ'তেছে ইহার।
এই ভাবে ঘুচাবেন যত কর্ম্মভার॥
বাসনাতে জীব যত জন্মায় সংশয়।
তত্ত্বরূপে করিলেন বিনাশ তাহায়॥
সিদ্ধগণ অধীশ্বর সাংখ্যের দেবতা।
সর্ব্বসিদ্ধ ইনি হন কহিনু বারতা॥
সকলের মনোদুঃখ করি পরে নাশ।
কপিল নামেতে ইনি হবেন প্রকাশ॥
ধন্যা নারী তুমি সতী করি আরাধন।
পাইলে বিষ্ণুরে নিজ সন্তান মতন॥
এতেক কহিয়া তবে কমল-আসন।
দম্পতীরে করিলেন আশীষ বচন॥
আশ্বাস করিয়া সবে আনন্দিত মন।
করিলেন প্রজাপতি হংসে আরোহণ॥
সনকাদি ও নারদ সঙ্গেতে তাঁহার।
চলিলেন একে একে স্বর্গের মাঝার॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন শুভ কথা অপূর্ব্ব বচন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কপিলের জন্মকথা মহা জ্ঞানাধার॥

ইতি দেবহূতির গর্ভে বিষ্ণুর প্রবেশ ও ব্রহ্মা কর্তৃক দম্পতিকে অভয় দান সমাপ্ত।

অথ কপিলের জন্ম এবং কর্দ্দমের বনে গমন।

সূত কন শুন শুন শৌনক সুজন।
ভাবগতামৃত বাণী শুকের বচন॥
যা কহেন শুকদেব পরীক্ষিত পাশ।
শুনিলে বারিত হয় সংসারের আশ॥
পরীক্ষিতে কন তবে শুক যোগীবর।
বিদুরে মৈত্রেয় কন কথা মনোহর॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুরের প্রতি।
শুন কপিলের জন্ম কৌরব সন্ততি॥
কর্দ্দমে বিদায় দিয়া কমল আসন।
আশ্রমেতে পুনরায় করেন গমন॥
তথা উপস্থিত ছিল নব ঋষিবর।
সর্ব্বগুণযুত সবে যেন প্রভাকর॥
ব্রহ্মার বচন মনে হইল উদয়।
কন্যা দান মহর্ষিকে উচিত নিশ্চয়॥

কৰ্দ্দম করিয়া মনে হেন পণ স্থির।
কহিলেন ঋষিগণে বচন গভীর॥
নবঋষি সমগুণে হও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
নাহি পাই বিচারিয়া কে কাহার জ্যেষ্ঠ॥
সৃজিল কমলযোনি তোমা সবাকার।
যাহাতে সৃষ্টির হয় সৃজন বিস্তর॥
নারী নাহি হ'লে প্রজা সৃজিবে কেমনে।
সেই হেতু স্থির আছে প্রজা লাগি মনে॥
কহিলেন ব্রহ্মা মোরে করিয়া নিশ্চয়।
মম নব কন্যা ঋষি উপযুক্ত হয়॥
দেখিতে সুন্দরী সবে নবীন যৌবন।
কুলে শীলে মম কন্যা পবিত্র তেমন॥
তাঁর আজ্ঞা মতে আমি ইচ্ছিয়াছি মনে।
দিব নব কন্যা দান সবার চরণে॥
হেন কথা শুনি তবে নব ঋষিগণ।
সাধুবাদ দিয়া তবে কহিলা বচন॥
সম্মতি পাইয়া সবে ব্রহ্মার তনয়।
কন্যাদান করিলেন দেখিয়া সময়॥
কলা নামে শ্রেষ্ঠ কন্যা মরিচীরে দিলা।
অনসূয়া নামে কন্যা অত্রি সে লইলা॥
অঙ্গিরা লইল শ্রদ্ধা পুলহ সে গতি।
পুলস্ত্য হবির্ভূ লন ভৃগু লন খ্যাতি॥
ক্রতু লন ইচ্ছামতে ক্রিয়া নামে সতী।
বশিষ্ঠ লইল পরে নারী অরুন্ধতী॥
অথর্ব্বে লইয়া শান্তি আনন্দিত মন।
নব ঋষি প্রতি নয় কন্যা সমর্পণ॥
দারা ল'য়ে ঋষিগণ করিল গমন।
স্বামী লাভে কন্যাগণ হয় হৃষ্ট মন॥
দেবহূতি পূর্ণ গর্ভ হইলেন ক্রমে।
সৌভাগ্য চকোরী আসে শশীকলা ভ্রমে॥
নিতম্ব হইল গুরু উদর সহিত।
সগর্ভা কদলী যেন বায়ুতে কম্পিত॥
পূতমনে দেবহূতি করেন স্মরণ।
একমাত্র দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর চরণ॥

একে একে দশ মাস হইল নির্গত।
কৰ্দ্দম পত্নীর তুষ্টি সাধনে নিরত॥
পতির যতনে সতী ভুলিয়া যাতনা।
শুভযোগে হ'লো ক্রমে প্রসব বেদনা॥
উদিল মঙ্গল গ্রহ ধরা শান্তিময়।
বহিল মলয় মৃদু পুষ্প পরিময়॥
বাজিল দুন্দুভি বিশ্বে আনন্দ প্রকাশ।
ভূমিষ্ঠ হলেন হরি ত্যজি গর্ভবাস॥
সন্তানের রূপে আলো চারিদিকে হয়।
ঋষিগণ করে স্তব সদা শ্রুতিময়॥
সন্তানে নেহারি সতী ভুলিল যাতনা।
করিয়া কোলেতে শিশু আনন্দে মগনা।
ব্রহ্মবাক্য কর্দ্দমের হইল স্মরণ।
জননী প্রাণের সম করেন পালন॥
ক্রমে শিশু সুবর্দ্ধিত শশীসম হয়।
শরতের চন্দ্র যেন নব রেখাময়॥
রাখিল কর্দ্দম নাম কপিল সুজন।
ভক্তিভাবে পুত্রে পিতা করয়ে পূজন॥
ক্রমেতে হইল শিশু শোভিত যৌবনে।
হেনকালে ইচ্ছিলেন যাইতে যে বনে॥
সন্ন্যাস করিয়া ইচ্ছা আপন হৃদয়ে।
পুত্রের সদনে যান ভক্তিযুত হ'য়ে॥
পুত্রে ব্রহ্মময় ভাবি করিয়া প্রণতি।
হোক মম হে আত্মজ তব পদে মতি॥
মমাত্মজ তুমি শিশু জনক সবার।
কে জানে তোমার মায়া তুমি এ সংসার॥
কে জানে মহিমা তব কিবা সুবিচার।
পাপীজনে দয়া করি করহ উদ্ধার॥
পাপীর উদ্ধার জন্য মহিমা এমন।
তব তরে সমাধিতে মগ্ন যোগীজন॥
হেন ধন তুমি মম হইলে কুমার।
ভক্তের সাধিতে কার্য্য তব অবতার॥
পবিত্রিলা মম জন্ম আর যোগবল।
তনয় হইয়া মন ভুলালে কেবল॥

তব আগমনে মম শ্রেষ্ঠ হ'লো মান।
জনক জননী উভে হই পরিত্রাণ॥
বড় পুণ্যবলে তব দরশন পাই।
ইচ্ছা করে একদণ্ড ছাড়িয়া না যাই॥
কিন্তু মম মনোবাঞ্ছা শুনহ কুমার।
করিব সন্ন্যাস এবে প্রতিজ্ঞা আমার॥
অন্তর্য্যামী হও তুমি কি বলিব বল।
কি না জান তুমি দেব জানহ সকল॥
সৃজন করিয়া পিতা কহিলা আমায়।
করহ বর্দ্ধন সৃষ্টি সৃজিয়া প্রজায়॥
সেই আজ্ঞা পালিবারে ভজি নারায়ণ।
পাইলাম মনু কন্যা এ নারী রতন॥
বিভাকালে করিলাম মনু কাছে পণ।
জন্মায়ে সন্তান পুনঃ প্রবেশিব বন॥
সন্ন্যাস করিব তথা নিঃসঙ্গ হইয়া।
শ্রীহরির পাদপদ্মে হৃদয় সঁপিয়া॥
পূর্ণ হ'ল এতকালে সে পণ আমার।
দাও আজ্ঞা যাই বনে করি যোগাচার॥
মিটাইলে সাধ মম হইয়া কুমার।
জননীর খেদ যত ঘুচালে এবার॥
জানিয়াছি ব্রহ্মমুখে তুমি নারায়ণ।
বিস্তারিতে জ্ঞানপথ জনম গ্রহণ।
তোমার লাগিয়া পুত্র করিব সন্ন্যাস।
অনুমতি কর মোরে করি বনবাস॥
জননী রহিল ঘরে তোমার পালনে।
যেই বিধি কর হরি তব যাহা মনে॥
এতেক কহিয়া ঋষি হইলেন স্থির।
কপিল কহেন তবে বচন গভীর॥
জানিয়াছ সত্য পিতা মম পরিচয়।
আমি নিত্য নারায়ণ জগতে নিশ্চয়॥
যেরূপ করিব আমি জ্ঞানের প্রচার।
সেই ভাবে লইয়াছি এই দেহ ভার॥
তব জ্ঞান লাগি কিছু দিব পরিচয়।
মোরে জানি বনে পিতা যাইও নিশ্চয়॥
যে জন মুক্তিরে ইচ্ছা করে মনে মন।
যাহাতে সবার হয় আত্মার বন্ধন॥
সেই ছয়কোষী দেহে মম জন্ম হয়।
এই জন্মে মম কার্য্য দেখ মহাশয়॥
আমারে না দেখি মুনি যত যোগীজন।
মুগ্ধ হ'য়ে নাহি পায় সে মুক্তি রতন॥
যাহাতে সে আত্মজ্ঞান হয় সুনিশ্চয়।
কহিব সে হেন শাস্ত্র এবে মহাশয়॥
কালবশে ঐ জ্ঞান হইয়াছে হত।
প্রকাশিতে সেই বস্তু মম মনোমত॥
সেই কার্য্য করিবারে জনম আমার।
আমারে জানিয়া মুনি কর যোগাচার॥
আমারে করিবে দান যত কর্ম্মফল।
তবে উপাসনা তব হইবে সফল॥
পরমাত্মা আমি হই জগত আশ্রয়।
স্বপ্রকাশ রূপ মম হের মহাশয়॥
সবার আত্মাতে আমি করি স্থির বাস।
দেখ মুনি নিজ আত্মা আমার প্রকাশ॥
আত্মাতে হেরিলে মোরে যোগ সিদ্ধি হয়।
যোগীর আনন্দ তাহে সদা উপজয়॥
জননীর বাঞ্ছা বড় লভিবারে জ্ঞান।
আধ্যাত্মিক বিদ্যা তাঁরে করিব হে দান॥
সমাপিয়া নিজ কার্য্য এ দেহ ত্যজিব।
সেই জ্ঞানে ভক্তজনে সদা দেখা দিব॥
সেই ভাবে উপদেশ করিলাম দান।
উপাসনা করো পিতা করি প্রাণায়াম॥
যাও যথা ইচ্ছা তব করহ সন্ন্যাস।
পূরাইব মনোরথ মুক্তি অভিলাষ॥
হেন কথা শুনি তবে ব্রহ্মার তনয়।
ব্রহ্মজ্ঞানে পুত্রে স্তব করেন নির্ভয়॥
পুত্রেরে প্রণাম করি আনন্দিত মন।
সন্ন্যাস করিতে ঋষি করেন গমন॥
কপিলের উপদেশে করি যোগাচার।
বাসুদেবে দেখি ঋষি ত্যজেন সংসার॥

কেবা পিতা কেবা পুত্র কে করে বিধান।
ভক্তি যোগে পান ঋষি পরম কল্যাণ ॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
বিদুর কহেন কিছু কথা অতঃপর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দ্দমের মুক্তি কথা সাংখ্যের বিচার ॥

ইতি কর্দ্দমের বনগমন সমাপ্ত।

অথ কপিল কর্তৃক দেবহূতির উপদেশ লাভ।

সূত কন শুন শুন শৌনক সুজন।
শুকের অমৃত বাণী মৈত্র বিবরণ ॥
যে কথা জিজ্ঞাস মোরে অধ্যাত্ম সকল।
মৈত্রেয় বিদুরে তাহা কন অবিকল ॥
শুন সেই কথা ঋষি করি এক মন।
শুনিলে মুক্তির পথ করিবে দর্শন ॥
মৈত্র কন বিদুরেরে করিয়া সম্ভাষ।
শুন বৎস আধ্যাত্মিক বচন আভাষ ॥
অজন্মা যে নারায়ণ জন্মেন আপনি।
বিলাতে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র জ্ঞান শিরোমণি ॥
যে যে দেহ ধরি হরি আসেন সংসার।
তার মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপিলাবতার ॥
সর্ব্বযোগী শ্রেষ্ঠ তিনি অতি কীর্ত্তিমান।
আত্মারূপে প্রত্যক্ষিত হয় যাঁর জ্ঞান ॥
এত কথা শুনি তবে বিদুর সুজন।
কহেন ঋষিরে তবে মধুর বচন ॥
কহিলেন ঋষিবর অতি চমৎকার।
কপিলের জন্মকথা মুক্তির আধার ॥
কত ঋষি বিরচিল তাঁহার আখ্যান।
কপিল যা কন নিজ মাতা বিদ্যমান ॥
অতি বুদ্ধিমতী সেই দেবহূতি সতী।
কি প্রশ্ন করেন পুত্রে কহ মহামতি ॥
জননীর প্রশ্নে তবে কপিল কুমার।
কোন বা উত্তর দেন করিয়া বিচার ॥

এত কথা শুনি মৈত্র হন হরষিত।
বিদুরে কহেন লাগি জগতের হিত ॥
পিতা যবে করিলেন অরণ্যে প্রয়াণ।
রহিল আশ্রমে পুত্র মাতা বিদ্যমান ॥
বিন্দু সরোবর তীরে কর্দ্দম কুটীর।
সাধেন কুমার প্রিয় নিজ জননীর ॥
একদা একাগ্রচিত্তে দেবহূতি সতী।
জিজ্ঞাসেন তত্ত্ব কথা নিজ পুত্র প্রতি ॥
কুমার রূপেতে তুমি জন্মিলে উদরে।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু তোমার ভিতরে ॥
বিধাতা কহিল মোরে হেন পরিচয়।
জ্ঞান বিস্তারিতে তব জনম নিশ্চয় ॥
কেমনে করিব তোমা পুত্র সম্বোধন।
প্রভু তুমি নমি তোমা ধরিয়া চরণ ॥
যবে তব পিতা ঋষি করেন গমন।
করিলে প্রতিজ্ঞা তুমি হয় কি স্মরণ ॥
দিবে মোরে উপদেশ তুমি জ্ঞানাধার।
যাহাতে ভুলিব আমি এ ঘোর সংসার ॥
বিষয়ে কাতর মম হ'য়েছে অন্তর।
সেই হেতু পাই তোমা দেহের ভিতর ॥
বড় কষ্টে ধরিয়াছি উদরে তোমায়।
পাব ব'লে মুক্তি ধন যোগী যাহা চায় ॥
শুভাদৃষ্ট বলে মম হইলে কুমার।
কর শশী-রূপে নাশ হৃদয় আঁধার ॥
তোমা লাভ করি প্রভু লব পরিত্রাণ।
জন্মান্তরে মুক্তি পাব করি অনুমান ॥
কি আছে আমার ভয় সংসার ভিতর।
পুত্র যার ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অজ্ঞান আঁধারে ব্যাপ্ত মানস আমার।
সূর্য্যরূপে কর পুত্র বিনাশ তাহার ॥
যে জন শরণ তব লয় ও চরণে।
সংসার কলুষ তার নাশ সেইক্ষণে ॥
হেন জন তুমি হও আমার কুমার।
শিখাও যাহাতে হয় জ্ঞানের সঞ্চার ॥

কোন বা পুরুষ হয় কিবা পরিচয়।
প্রকৃতি বা কারে কহ কহ মহাশয় ॥
প্রকৃতি পুরুষে কিসে হয় মায়া ভার।
যাহাতে প্রকাশ হয় এ ঘোর সংসার ॥
এই প্রশ্ন করি তবে দেবহূতি সতী।
প্রসন্ন মানসে রন চাহি পুত্র প্রতি ॥
জননীর কথা শুনি কর্দ্দম কুমার।
আনন্দে প্রসন্ন হন অতি চমৎকার ॥
জননীরে সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে।
কহেন বিচার করি আপন অন্তরে ॥
যা কহিলে মাতা তুমি অতি শ্রেষ্ঠ বাণী।
একবারে না বুঝিবে সে সব এখনি ॥
অন্তরের মায়া নাশ যে উপায়ে হয়।
কর আগে তাহা মাতা মনে সুনিশ্চিয় ॥
প্রকৃতি পুরুষ বোধ তব হবে পরে।
ঘুচিবে সংশয় মোরে দেখিলে অন্তরে ॥
সুখ দুঃখরূপে প্রাপ্ত এ হেন সংসার।
আধ্যাত্মিক যোগমতে বিনাশ তাঁহার ॥
সেই যোগে হে জননী পূর্ণ হবে আশ।
ঘুচে যাবে সংসারের যত অভিলাষ ॥
পূর্ব্ব যুগে ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলে মোরে।
কহিনু এ হেন শাস্ত্র জ্ঞানের বিচারে ॥
সেই যোগ শুন মাতা অবহিত চিত্তে।
শুনিলে মায়ার নাশ হইবে মনেতে ॥
সর্ব্ব জ্ঞানাধার এতে মুক্ত হবে প্রাণী।
কহিনু জননী সত্য আমার এ বাণী ॥
শুনহ জননী এবে জ্ঞানের বিচার।
আত্মাজ্ঞান যাহে হয় সেই জ্ঞানাধার ॥
মনের সাধনা-বলে আত্মা বদ্ধ হয়।
মনের সুক্রিয়ামতে আত্মাযুক্ত হয় ॥
ইহাই আমার মত শুনহ জননী।
প্রকারে তাহারে বুঝ যা কহিব বাণী ॥
মমতা জন্মায় মনে দেহে আপনার।
তাহারেই পণ্ডিতেরা কহে অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার পরবশে হ'য়ে গুণময়।
ভুলে যায় আত্মতত্ত্ব যত জীবচয় ॥
আত্মতত্ত্ব নাশে হয় অহং অভিমান।
আমার তোমার ভাব তাহাতে প্রমাণ ॥
আমিও আমার ভাবে মগ্ন হলে মন।
স্বচ্ছন্দেই আত্মারাম হয়েন বন্ধন ॥
তাহাতেই সুখ দুঃখ ক্রমে বোধ হয়।
সংসারের পথে যাহা কষ্ট অতিশয় ॥
যখন হইবে জীবে শূন্য অহঙ্কার।
তখন বিলোপ হবে আমি ও আমার ॥
আমিত্ব বিনাশে হবে দুঃখ ক্রমে দূর।
চিত্ত-মল নাশে সুখ হইবে প্রচুর ॥
চিত্ত-মল নাশে পাবে জীব আত্মজ্ঞান।
প্রকৃতি রহিত তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
সেই জ্ঞানে প্রত্যক্ষিত হবে আত্মধন।
বৈরাগ্যেতে পরিপূর্ণ হবে যবে মন ॥
বৈরাগ্য সহিত তাহে ভক্তির উদয়।
হেন ভাবে আত্মদৃষ্টি দেহীগণে হয় ॥
অতি সূক্ষ্ম সেই আত্মা হইলে দর্শন।
আপনি পাইবে দেহী হস্তে মুক্তিধন ॥
মায়া হবে হতবীর্য্য আত্মা দরশনে।
হীনবীর্য্য রজ্জু যথা অগ্নির দহনে ॥
মনেতেই বদ্ধ মোক্ষ জানিবে জননী।
তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে বলিনু এখনি ॥
এই মোক্ষ পথ হয় অতি সুখকর।
দুই মোক্ষ পথ তথা কহি সবিস্তার ॥
প্রথমের নাম জ্ঞান সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দ্বিতীয় বৈরাগ্য ভক্তি জানিবে নিশ্চয় ॥
এই দুই পথে যান যত যোগীগণ।
সুখেতে করেন তাঁরা ব্রহ্ম দরশন ॥
সাধু সহবাসে মাতঃ! উপজয়ে জ্ঞান।
তাহাতেই ভক্তি লাভ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
সেই জীব দয়াবান সকল উপরে।
সর্ব্ব জীবে সমভাব সদা অকাতরে ॥

শত্রুহীন সত্ত্বগুণী অতি নম্রতম।
এ জগতে নাহি আর সাধু তার সম ॥
সংসারে অনেক তাপ পীড়ার কারণ।
দুঃখভোগ তাহে করে কর্ম্মে জীবগণ ॥
নাশিবারে সেই তাপ যত জ্ঞানবান।
মম স্মৃতি হৃদয়েতে করে যে ধারণ ॥
মম লীলা কথা তাঁরা শুনয়ে যতনে।
মম প্রতি ভক্তি দৃঢ় করে এক মনে ;
যেই জন মম ভাব জানিবারে চায়।
উচিত সাধুর সঙ্গ তাদের নিশ্চয় ॥
হে জননী তব ইচ্ছা মোরে জানিবার।
সাধুসঙ্গ সেই হেতু উচিত তোমার ॥
সাধু আলাপনে হবে মম প্রতি জ্ঞান।
তাহে আত্মানন্দ হবে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মম লীলা কথা শুনি শোধিবে হৃদয়।
তাহাতে অবিদ্যা নাশ সহজেই হয় ॥
অবিদ্যা হইলে নাশ শ্রদ্ধা উপজয়।
শ্রদ্ধাভরে অনুরাগ হইবে নিশ্চয় ॥
অনুরাগভরে ভক্তি অবশ্যই হয়।
এমতে ভক্তির ভাব কহিনু তোমায় ॥
ভক্তিযোগে ক্রমে সাধু করি মোরে ধ্যান।
মম লীলা শুনি সুস্থ করে নিজ প্রাণ ॥
সংসারের সব সুখ দিয়া জলাঞ্জলি।
মম দেখা পেয়ে সবে হয় কুতূহলী ॥
ভক্তিযোগে জীব শুদ্ধ হইয়া তখন।
যোগ সাধনায় ক্রমে করে সে যতন ॥
যোগেতে আমার চিত্ত হবে যবে স্থির।
তাহাতে বিনষ্ট গুণ হবে প্রকৃতির ॥
প্রকৃতির গুণ নাশে বিশুদ্ধ অন্তর।
জ্ঞানের নির্ম্মল সুখ পাবে নিরন্তর ॥
যোগবলে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সহকারে।
এই দেহ জীবরূপে হেরিবে আমারে ॥
ছয় কোষে এই দেহ হ'য়েছে নির্ম্মিত।
তন্মধ্যে বিরাজ মোর হইবে দর্শিত ॥
আত্মায় প্রত্যক্ষ মোক্ষ মহাসিদ্ধি হয়।
ভবজ্বালা এইভাবে বিনাশে নিশ্চয় ॥
ভক্তি-জ্ঞান দুই ভাবে মোর দরশন।
ভক্তিযোগে দেহ শুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ মন ॥
মন শুদ্ধ হ'লে দেবী পাবে আত্মজ্ঞান।
সেই জ্ঞান মাঝে আমি আছি বিদ্যমান ॥
অতএব বুঝি মাতা কর আচরণ।
যেমতে করিতে পার মম দরশন ॥
এত বলি জননীরে প্রভু হন স্থির।
জননী কহিলা পরে বচন গভীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে বিনাশ হবে কর্ম্ম পাপভার ॥

ইতি কপিল উপদেশ সমাপ্ত।

অথ কপিল কর্তৃক ভক্তি বিষয়ক সামান্য উপদেশ।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
কপিল সংবাদ অতি অমৃত বচন ॥
পূর্ব্বের বিষয় শুনি দেবহূতি সতী।
কহেন পুত্রেরে নিজ মনের ভারতী ॥
এবে তুমি উপদেষ্টা পুত্র নহ আর।
ভগবান বলি তোমা করিব বিচার ॥
যা কহিলে বুঝিলাম অপূর্ব্ব বিধান।
দুই পথ আছে তব ভক্তি আর জ্ঞান ॥
কিবা ভক্তি কারে কয় কোনখানে হয়।
আমরা অবলা জাতি না জানি নিশ্চয় ॥
ভক্তি সিদ্ধি হ'লে তবে উপজয়ে জ্ঞান।
তবে তব পদমূলে পাইব নির্ব্বাণ ॥
তোমাতে কিরূপ ভক্তি হ'লে পরিত্রাণ।
কর প্রভু কৃপা করি মোরে শিক্ষাদান ॥
একেত অবলা জাতি সংসারে কাতর।
কারে বলে ভক্তি মম না জানে অন্তর ॥
কর দেব সেই ধন আমার গোচর।
যাহাতে নির্ব্বাণ পাবে পাপিনী সত্বর ॥

কাহারে বা যোগ বলে কিবা সে রতন।
যাহাতে করিব লাভ আত্মজ্ঞান ধন ॥
কিবা তার রূপ হয় কোন বা প্রকার।
বল বল প্রভু মোরে করিয়া বিচার ॥
কোন ক্রিয়াবলে যোগ হইবে অভ্যাস।
কহ ভগবান সেই বিধির প্রকাশ ॥
অল্পমতি ও দুর্ম্মতি অবলা কামিনী।
সংসার তাপেতে প্রভু বড়ই তাপিনী ॥
ভক্তি জ্ঞান যোগ তিন করহ আখ্যান।
যাহাতে বুঝিতে পারি প্রকৃত বিধান ॥
বিধান পাইয়া যবে পাইব নির্ব্বাণ।
যাহাতে দেখিতে পাব সে পরম স্থান ॥
হেন প্রশ্ন করি সতী হইলেন স্থির।
সন্তুষ্ট কপিল শুনি বাণী জননীর ॥
যেবা প্রশ্ন কর মাতা অতি চমৎকার।
আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে করিলে বিচার ॥
সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে করিতে প্রকাশ।
আরম্ভ করেন প্রভু সাংখ্যের আভাস ॥
সাংখ্য সহযোগে ভক্তি করেন বিধান।
শুনিলে সুস্থির হবে জননীর প্রাণ ॥
বিচারিয়া মনে প্রভু সম্বোধি মাতায়।
মৃদুভাষে কন তাঁরে বাক্য সমুদায় ॥
প্রণম্য হ'তেছ তুমি জননী আমার।
জন্মিনু তোমাতে জ্ঞান করিতে প্রচার ॥
শুন মাতা ! করি আগে ভক্তির বিচার।
পরে জ্ঞানপথ ক্রমে হইবে বিস্তার ॥
পুরুষের চিত্ত যাহে হয় সুনির্ম্মল।
হীন হয় প্রকৃতির যাহে গুণ বল ॥
যাহার সংযোগে হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
অল্প অল্প শুভকর্ম্ম শ্রুতির বিধান ॥
যার বলে ইন্দ্রিয়াদি করে রিপুজয়।
ইন্দ্রিয় দেবতা যাহে হরি পদে রয় ॥
মনের চাঞ্চল্য যাহে সত্বর বিনাশ।
নিষ্কাম ভাবেতে যার আয়ত্বে প্রকাশ ॥
তাহাতেই প্রথমেতে জীবশুদ্ধ হয়।
উত্তমা ভক্তিই তারে জ্ঞানীজনে কয় ॥
মানসী শরীর হ'তে ক্রিয়ার প্রকাশ।
তার শুদ্ধ অগ্রে মাতা করিবে অভ্যাস ॥
সেই শুদ্ধি ভক্তিযোগে করিনু বর্ণন।
মুক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ ইহা সর্ব্বস্ব রতন ॥
ভুক্ত দ্রব্য যথা দহে জঠর অনলে।
এই ভক্তিনাশে তথা অন্তরের মলে ॥
এই ভক্তিযুক্ত জীবে কয় ভক্তজন।
শুন মাতা বলি তার কিঞ্চিৎ লক্ষণ ॥
অনাসক্ত ভাবে সেই করিয়া সমাজ।
মম লীলা প্রসঙ্গেতে করয়ে বিরাজ ॥
নাহি অন্য মন আর করিতে চিন্তন।
সর্ব্বদাই মম কীর্ত্তি করয়ে শ্রবণ ॥
ভাগবত তার হয় ভক্তের প্রধান।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল তারা মোরে করে দান ॥
সর্ব্বদাই করে তারা আমারে সেবন।
তুচ্ছ তারা ভাবে মনে সেই মুক্তি ধন ॥
আনন্দে উন্মত্ত সদা সেই সাধুজন।
সর্ব্বদাই সুপ্রফুল্ল প্রসন্ন বদন ॥
বালার্ক সমান আঁখি উজ্জ্বল বরণ।
সর্ব্বদাই হরিপ্রেমে আছে নিমগন ॥
ত্যাগ করি সংসারের যত কার্য্যভার।
মম লীলা শুনি সবে করয়ে বিহার ॥
লীলাতে যেরূপ আমি হইব নির্দ্দেশ।
সেই ভাব লয় তারা আমার বিশেষ ॥
কভু মম অবয়ব হেরে মনোহর।
কভু মম হাসিমুখ দেখয়ে সুন্দর ॥
মম প্রেমে তাঁহাদের সহ প্রিয়গণ।
সর্ব্বদাই অবহেলে আছে নিমগন ॥
যদি নাহি চায় তারা মম মুক্তিধন।
কৈবল্যের তরে করে আমার ভজন ॥
ভক্তিতে আকৃষ্ট মুক্তি ভাগবতী গতি।
অনায়াসে পায় যেই মোরে দেয় মতি ॥

যেই ভক্ত মোরে করে মন সমর্পণ ।
বিফলে না যায় তার মানব জীবন ॥
অনন্ত ভোগের সিন্ধু ভক্তেতে প্রকাশ ।
অসীম আনন্দ তাতে দেখায় আভাস ॥
ভক্তের অনেক রীতি কি বলিতে পারি ।
কত বা বুঝিবে তুমি হয়ে মাতা নারী ॥
মোরে কেহ পতি সম করিছে প্রণয় ।
আত্মা ভাবি প্রেম কেহ আমারে করয় ॥
পুত্রসম স্নেহ কেহ করে মোর প্রতি ।
সখা-ভাবে কেহ মোরে দেয় নিজ মতি ॥
গুরু-ভাবে কেহ মোর লয় উপদেশ ।
বন্ধু ভাবি কেহ করে আমারে সন্দেশ ॥
নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবি করয়ে বিশ্বাস ।
ইষ্টদেব ভাবি কেহ পূজি পূরে আশ ॥
যতভাবে ভাবে মোরে যত ভক্তজন ।
কাল তাহাদের আয়ু না করে হরণ ॥
এই আজ্ঞা কাল প্রতি আমার আছয় ।
অনিত্য আনন্দ ভোগ ভক্তজনে হয় ॥
সেই ত্যজে মম লাগি মমতা আত্মার ।
সন্তান কলত্র ধন মায়ার সংসার ॥
পশু পক্ষী গৃহে আর যত প্রয়োজন ।
আমারেই সব ত্যজি করহ যতন ॥
ভক্তিভাবে বিনা আশে যে করে ভজন ।
আমি করি তার তরে মৃত্যু নিবারণ ॥
মৃত্যু হ'তে সেই জনে করিয়া উদ্ধার ।
লইয়া তাহারে যাই বৈকুণ্ঠ আগার ॥
সকলের অধিষ্ঠাতা আমি ভগবান ।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে মম অবস্থান ॥
আমি বিনা কেহ নাহি জীবে উদ্ধারিতে ।
আমি বিনা জীব মুক্তি না পায় মহীতে ।
এই যে হেরিছ বায়ু জননী নয়নে ।
বহিতেছে মম ভয়ে জেনো স্থির মনে ॥
এই যে করিছে সূর্য্য তাপ বরিষণ ।
আমার অনুজ্ঞা মতে বিতরে কিরণ ॥
এই যে করিছে মেঘ বৃষ্টি বরিষণ ।
মম ভয় বিনা মাতা নাহিক কারণ ॥
ওই যে হেরিছ অগ্নি হল প্রজ্জ্বলন ।
মম ভয়ে হে জননী করিছে দাহন ॥
এই যে হেরিছ মৃত্যু সংসার মাঝার ।
মম আজ্ঞা-বশে করে মায়াতে বিহার ॥
হেন রূপে জানি মোরে যত যোগীগণ ।
মহা কষ্টে লাভ করে জ্ঞান ভক্তিধন ॥
জ্ঞান ভক্তিবলে তাঁরা শুদ্ধ করি মন ।
লাভ করে অন্তকালে আমার চরণ ॥
ভক্তিযোগে কর্ম্মফল ল'য়ে যেইজন ।
স্থির মনে মোর প্রতি করে সমর্পণ ॥
তাহাতেই লভে বিশ্ব সার মুক্তিধন ।
আমার অনুজ্ঞা ইহা বিশ্বের কারণ ॥
এইতো ভক্তির ফল কহিলাম সার ।
বুঝিয়া সন্তুষ্ট হও জননী আমার ॥
কপিল এতেক বলি হইলেন স্থির ।
দেবহূতি পরে কহে নত করি শির ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার ।
ভক্তিযোগে ফলাফল কপিল বিচার ॥

ইতি ভক্তিবিষয়ক সামান্য উপদেশ সমাপ্ত ।

অথ কপিলদেব কর্ত্তৃক সামান্য জ্ঞানোপদেশ ।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন ।
কপিল মীমাংসা কিছু জ্ঞান বিবরণ ॥
ভক্তির লক্ষণ শুন দেবহূতি সতী ।
জিজ্ঞাসেন আনন্দেতে সন্তানের প্রতি ॥
ধন্য বাণী তব পুত্র তুমি ভগবান ।
শুনিয়া ভক্তির কথা জুড়াইল প্রাণ ॥
এবে কিছু কহ প্রভু জ্ঞানের লক্ষণ ।
কেবা সেই বস্তু হয় কিসে উপার্জ্জন ॥
একেত অবলজাতি সংসারে কাতর ।
কিসে তব পাব দেখা সত্য পরাৎপর ॥

জননীর কথা শুনি কপিল তখন।
আরম্ভেন একে একে জ্ঞান বিবরণ ॥
শুনগো জননী মম জ্ঞানের বিধান।
কিবা সেই জ্ঞান হয় করিব বিধান ॥
প্রকৃতির গুণে জীব আত্ম বিস্মরণ।
সেই গুণ হ'তে মুক্ত হয় জীবগণ ॥
এ হেন বিষয় যাহে হইবে প্রমাণ।
তার নাম বুধগণ দিয়াছেন জ্ঞান ॥
গুণ হ'তে মুক্তি তরে যে বিষয় চাই।
তত্ত্ব তত্ত্ব বলি তারে কহেন সবাই ॥
সেই তত্ত্ব জানিলে মা উপজয়ে জ্ঞান।
জ্ঞান লভি জীবে আসে মম বিদ্যমান ॥
আমার স্বরূপ তাহে সুখে দেখা যায়।
সূর্য্যের প্রকাশে যথা আঁধার পলায় ॥
তথা সংসারের দুঃখ হয় দ্রুত দূর।
শুনিলে মায়ার গ্রন্থী ছিন্ন সুপ্রচুর ॥
হে জননী সেই তত্ত্ব যাহে হয় জ্ঞান।
কহিতেছি বিধিমতে এক্ষণে প্রমাণ ॥
অনাদি যে রত্ন হয় নির্গুণ আপনি।
পুরুষ তাঁহার নাম প্রকৃতির মণি ॥
প্রকৃত হইতে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির আকর।
জগৎ ও জীব দেহে সর্ব্বত্র বিহার ॥
ঈশ্বর প্রভাব তাঁর আত্মা নাম হয়।
তাঁহার জ্যোতিতে এই বিশ্ব প্রকাশয় ॥
কেন বা হইল বিশ্ব কোন বা প্রকার।
আত্মাসহ কোনরূপ সম্বন্ধ উহার ॥
শুন মাতা সেই কথা করিব প্রকাশ।
শুনিলে সম্পূর্ণ হবে তব হৃদি আশ ॥
সর্ব্বব্যাপী সেই আত্মা লীলার কারণ।
গুণময়ী প্রকৃতিরে করেন গ্রহণ ॥
তাহাতেই লীন ছিল মায়া শক্তি তাঁর।
অব্যক্ত ভাবেতে ছিল দৈবের আকার ॥
প্রকৃতিরে পেয়ে সৃষ্টি করি অভিলাষ।
প্রকৃতিরে মাঝারে নিজে হয়েন প্রকাশ।
তাঁহারে পাইয়া তবে প্রকৃতি সুন্দরী।
আপনার আবরণে ঢাকিলেন হরি ॥
তমোময় আবরণ নাহি জ্ঞান তায়।
হরির আপন জ্ঞান তাহে মিশে যায় ॥
এমনে জীবের সৃষ্টি হইতে ঈশ্বর।
মায়া হেতু নিজ ভাব না হয় গোচর ॥
লীলাবশে আপনিই প্রকৃতি ভিতর।
জীবরূপে বদ্ধ হন সবার ঈশ্বর ॥
এই লীলাবশে হরি লয়েন সংসার।
জীবরূপে তদুপরি করেন বিহার ॥
আবার জগৎরূপে হয়েন প্রকাশ।
এইরূপে লীলা তাঁর বুঝিবে আভাস ॥
ইহাকেই তত্ত্ব কহে মীমাংসা কারণ।
এ তত্ত্ব বুঝিলে হয় জ্ঞান উপার্জ্জন ॥
কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির।
কহিলা জননী তবে বাণী অতি ধীর ॥
যা কহিলে শ্রীহরির লীলার আখ্যান।
নাহি কিছু বুঝিলাম ইহার বিধান ॥
কেমনে সৃজেন হরি এ বিশ্ব সংসার।
স্থূল সূক্ষ্ম কিবা আছে কারণ ইহার ॥
কোন বা প্রকৃতি আর পুরুষ কেমন।
বিস্তারিয়া কহ বাছা তাহার লক্ষণ ॥
জননীর বাণী শুনি তবে ভগবান।
কহেন তত্ত্বের কিছু বিস্তারি প্রমাণ ॥
অব্যক্ত ঈশ্বর তিনি তিনি গুণময়।
কার্য্য ও কারণ জন্য নিত্যরূপী হয় ॥
অবশেষে ভাব যাঁর নামেতে প্রধান।
প্রকৃত প্রমাণ তাহে করেন বিধান ॥
পাঁচ ভূত পাঁচ মাত্র ইন্দ্রিয় ও মন।
বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত চব্বিশ গণন ॥
ইহারাই ব্রহ্মরূপী সগুণ কেবল।
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব ইহা প্রমাণের স্থল ॥
আর এক তত্ত্ব আছে কাল নাম তার।
দুই গুণ তার ব্যক্ত জগত মাঝার ॥

এত কাল দ্বারা হ্নত জগৎ কারণ।
জ্ঞানীজন কহে তারে নামেতে মরণ ॥
দ্বিতীয় অবস্থা তার ক্ষোভ প্রকৃতির।
তাহে হয় জগৎ ব্যক্ত বিজ্ঞানেতে স্থির ॥
কায় দ্বারা ক্ষোভ করি প্রকৃতি সুন্দরী।
চিৎশক্তি নামেতে বীর্য্য দেন তাহে হরি ॥
সেই বীর্য্য লভি তবে প্রকৃতি কামিনী।
বীর্য্যতেজে হইলেন ক্রমেতে গর্ভিনী ॥
সেই গর্ভে এক অণ্ড হইল প্রসব।
তাহাতে রহিল বিশ্ব কারণ বৈভব ॥
ক্রমেতে রূপের তার হইল বর্দ্ধন।
মহত্তত্ত্ব আখ্যা তার দিল জ্ঞানীজন ॥
ভগবান বীর্য্য সেই মহত্তত্ত্ব নাম।
তাহাতে প্রকাশ ক্রিয়া জগত বিশ্রাম ॥
সেই কৃপাবলে হয় অহং সুপ্রকাশ।
তিনভাগে সেই তত্ত্ব বুঝিবে আভাস ॥
প্রথম সাত্ত্বিক আর তৈজস দ্বিতীয়।
শেষ তত্ত্বরূপী হয় তামস তৃতীয় ॥
সাত্ত্বিক অহং হইতে মনের গঠন।
জ্ঞানরূপী পদ্মবর্ণ ভাবে যোগীজন ॥
সর্ব্বজীব অধিশ্বর হয় এই মন।
হৃষীকেশ নাম এর জ্ঞানীর বচন ॥
তৈজস অহং হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিল।
বুদ্ধিতত্ত্ব তারে বলি জ্ঞান বিচারিল ॥
তামস অহং হইতে ভূতের প্রকাশ।
তন্মাত্রা তাহার সহ জগতে আভাস ॥
ক্ষিতি তপ তেজ শূন্য বায়ু পঞ্চ হয়।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মাত্রা রয় ॥
এমতে হইলে মাতা ভূতের প্রকাশ।
তামস অহং হইতে বুঝিবে আভাস ॥
মাত্রাকেই গুণ কহে সর্ব্বভূতে রয়।
পরস্পরে পরস্পরে গুণাধারী হয় ॥
এইরূপে ভূতরূপী সকল কারণ।
অণ্ডমধ্যে রহিলেন হ'য়ে অচেতন ॥

মহৎ হইতে ভূত সপ্ত আবরণ।
এই আবরণে অণ্ড রহিল স্থাপন ॥
এই অণ্ডমধ্যে স্থায়ী প্রভু সে শঙ্কর।
অনন্ত যাহার নাম ব্যাপ্ত চরাচর ॥
হইল তাঁহার ইচ্ছা সৃষ্টির প্রকাশ।
তজ্জন্য উঠিয়া তিনি করেন প্রয়াস ॥
উপবিষ্ট হয়ে তবে সেই ভগবান।
সৃজিলেন কর্ম্মেন্দ্রিয় বিজ্ঞান বিধান ॥
কর্ম্মের অদৃষ্ট কয় জন্ম হয় তায়।
ইন্দ্রিয় রূপেতে চিত্র জীবে যাহা পায় ॥
শুনগো জননী তার কিছু পরিচয়।
যেমতে যাহার জন্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে হয় ॥
প্রথমে জন্মিল মুখ বাক্য বহ্নি হয়।
ঘ্রাণের নাসিকা স্থান বায়ুশক্তি হয় ॥
চক্ষুর আঁখিই স্থান দেবতা তপন।
শ্রোত্রেন্দ্রিয় কর্ণ স্থান শক্তি দিক্‌গণ ॥
উপস্থের শিশ্ন স্থান শক্তি প্রজাপতি।
পায়ুর সে গুহ্য স্থান যম তার পতি ॥
হস্তের হস্তই স্থান দেব দেবরাজ।
গমনের পদ স্থান বিষ্ণুশক্তি সাজ ॥
ইন্দ্রিয় হইয়া হৈল রূপের প্রচার।
গঠনের শুন মাতা কিঞ্চিৎ বিচার ॥
পরে প্রকাশিত নাড়ী শোণিত কারণ।
রক্তেতে প্রবাহ যাহে বহে অনুক্ষণ ॥
তাহারাই নদী নামে জগতে বিখ্যাত।
অপরে উদরে জন্ম বুঝিবেন মাতঃ ॥
ক্ষুধা ও পিপাসা তাহে হইল উদ্ভব।
তাহাতে জন্মিল সিন্ধু আবরিয়া ভব ॥
আপনি হইল পরে হৃদয়ে প্রকাশ।
তাহাতে জন্মিল মন বুঝিল আভাস ॥
মন হৈতে জন্মিলেন চন্দ্রমা সুজন।
ভাল করি বুঝ মাতা করি বিবেচন ॥
চন্দ্র হ'তে জন্ম বুদ্ধি জ্ঞানের বিচার।
বুদ্ধি হ'তে বাক্যপতি উদয় ব্রহ্মার ॥

ব্রহ্মা হ'তে জন্মিলেন সেই অহঙ্কার।
অহঙ্কার হ'তে রুদ্র বুঝ চমৎকার॥
রুদ্র হ'তে চিত্ত স্থির চৈত্য হয় পরে।
চৈতন্যে জানিবে আত্মা শত জ্ঞান ধরে॥
ঈশ্বর হইতে ক্রমে জন্মিল সকল।
সকলি তাঁহাতে মগ্ন রহিল কেবল॥
কেহ না পারিল তাঁর করিতে উত্থান।
সলিলের শয্যোপরি রহেন শয়ান॥
রূপেতে কারণ বিশ্ব বিরাট নামেতে।
সবার প্রকাশ কর্ত্তা সকল ধামেতে॥
একে একে ইন্দ্রিয়েরা করিয়া প্রবেশ।
নারিল জাগাতে তাঁতে বুঝি সবিশেষ॥
অবশেষে অভিমানে রুদ্র ভয়ঙ্কর।
প্রবেশ করিল তাহে জাগাতে সত্বর॥
তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম বিরাট শরীর।
ভগবান সুনিদ্রিত সলিলে সুচির॥
কিছু পরে চৈত্য দেব প্রবেশেন তাঁয়।
ইনিই আপন বলে বিরাট জাগায়॥
আত্মার প্রবেশে তবে বিরাট শরীর।
ইন্দ্রিয় মনাদি সহ হয়েন অস্থির॥
ইন্দ্রিয় বিশ্বের কর্ত্তা সর্ব্ব মতি গতি।
ইঁহারে জানিলে জীব পায় সে মুকতি॥
ইঁহারে করিয়া ভক্তি জানিলে কারণ।
আপনিই ভক্ত পায় হস্তে মুক্তিধন॥
অতএব ধর মাতঃ! হেন উপদেশ।
যাহাতে পুরুষ বোধ হয় সবিশেষ॥
অবধান কর বৎস বিদুর সুমতি।
কপিল এতেক কহি লভিলা বিরতি॥
কহিব অপর বাণী করিয়া বিচার।
হইবে বিদুর তাহে সংসার নিবার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে বিমুক্ত হবে ভবমায়া ভার॥

ইতি কপিলের সাংখ্যবোধ সমাপ্ত।

অথ কপিল কর্ত্তৃক ব্রহ্ম মীমাংসার উপসংহার।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
শুনহ শুকের বাণী অমৃত নিঃস্বন॥
সম্বোধি রাজায় শুক কহি পূর্ব্ব বাণী।
আরম্ভেন অপরূপ মীমাংসা বাখানি॥
যে কথা কহিলা মৈত্র বিদুর সদন।
পুনঃ সেই যোগে সুধা কর আস্বাদন॥
চরম জ্ঞানের কথা পরম মধুর।
ভক্তিভরে শুনিলে না দেখে যমপুর॥
বিদুরে আগ্রহ হেরি তবে মুনিবর।
কপিল মীমাংসা বার্ত্তা কন অতঃপর॥
মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
ব্রহ্মের মীমাংসা কথা কপিল বচন॥
প্রথমে সংসার রীতি বর্ণিয়া কপিল।
এবে কন মোক্ষ রীতি অতি অনাবিল॥
গৃহীর যে ফলাফল বৈরাগীর কথা।
কহেন কপিল এবে প্রকাশি সর্ব্বথা॥
সম্বোধি মায়েরে তবে কহেন কপিল।
শুন শুন মাতা কিছু মীমাংসা জটিল॥
অতি কূট এ মীমাংসা সর্ব্ব সারাৎসার।
বুঝিলেই জীবে যায় ভব পারাবার॥
একা ধর্ম্ম হ'তে জন্ম এ হেন সংসার।
সেই ধর্ম্মবলে লাভ মুক্তি সর্ব্বসার॥
ধর্ম্ম বিনা অন্য পথ নাহিক সংসারে।
কহিলাম সত্য মাতা আপন বিচারে॥
গৃহে যেই রহে তারে গৃহস্থ কহয়।
সংসারেই সেইজন মায়াবদ্ধ রয়॥
সংসারেও ধর্ম্মরূপী গাভী বর্ত্তমান।
কাম অর্থ দুগ্ধ যার কহেন বিদ্বান॥
গৃহীজনে এই দুগ্ধ করিয়া দোহন।
কামমুক্ত চিত্তে ভুলে পরম রতন॥
কামবশে ভুলি সেই অনাদি নারায়ণ।
মায়াজালে বদ্ধ হয় মনের মতন॥

নিষ্কাম হইয়ে করে সদা কামাচার।
যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ আদি শাস্ত্র ব্যবহার॥
সকাম ভাবেতে তার বাসনা মণ্ডিত।
না পায় শ্রীহরি পদ করিতে সেবিত॥
স্বর্গমাঝে খ্যাত যাহা মহা চন্দ্রলোক।
সেই স্থানে গৃহী যায় ত্যজিয়া ভূলোক॥
চন্দ্রলোক স্থায়ী নয় এই হেতু নরে।
পুনশ্চ আইসে এই সংসার ভিতরে॥
যখন হইবে লয় ব্রহ্মাণ্ড সকল।
অনন্ত শয্যায় হরি শয়নে কেবল॥
ভূমি চন্দ্র দুই তবে হইবেক লয়।
সেই হেতু চিরসুখী গৃহস্থ না হয়॥
সংসারী হইয়া জীবে হইবে সকাম।
নাহি পূর্ণ হয় মাতা! তার মনস্কাম॥
এই তো কহিনু মাতা! সংসার আচার।
এক্ষণে কহিব কিছু যোগী ব্যবহার॥
জন্মিয়া সংসারে যেই ল'য়ে নিজ মন।
ধর্ম্ম হ'তে কাম অর্থ না করে দোহন॥
সর্ব্বদা প্রশান্ত হয় শুদ্ধ রাখে মন।
সর্ব্বদা নিবৃত্তি মার্গে করে বিচরণ॥
মমতা ত্যজিয়া হন শূন্য অহঙ্কার।
বিষয়েতে চিত্ত যার না হয় বিকার॥
সত্ত্বগুণ অবিলম্বে যেই শিরোমণি।
চিত্ত যার সুনির্ম্মল হরিকথা শুনি॥
যেই ভগবানে করে কর্ম্ম সমর্পণ।
সূর্য্য দ্বারা হরি স্থানে করে সে গমন॥
মহাশুদ্ধ সূর্য্যলোক নাহি তার লয়।
জীবের উৎপত্তি নাশ যার জন্য হয়॥
সেই সূর্য্যলোকে যায় নিষ্কাম সাধক।
সূর্য্য তাঁর ভার ল'য়ে হয়েন বাহক॥
মহাসাধু সেইজন পায় মুক্তিধন।
নিষ্কাম জীবের ভাগ্যে এ হেন সাধন॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য জননী আমার।
নিষ্কাম সকল ভাবে জীবের বিচার॥
লয় কালে সব লয় না হয় পতন।
সূর্য্য সেই হেতু গতি নিষ্কাম সুজন॥
সূর্য্যই ব্রহ্মার পথ জানিবে নিশ্চয়।
মুক্তি লাগি সূর্য্য পথে প্রবেশিতে হয়॥
অতএব জননী গো! ধরহ বচন।
নিষ্কাম ভাবেতে দাও ব্রহ্ম প্রতি মন॥
যেই ভক্তি আশ্রয়েতে ধরে সে চরণ।
নিষ্কাম ভক্তিই তারে কহে জ্ঞানীজন॥
সেই ভক্তি হে জননী করহ সাধন।
পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন॥
বাসুদেবে ভক্তি-দান করে যেইজন।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য তার হয় উৎপাদন॥
এই দুই পথ হয় ব্রহ্মের কারণ।
উহাতেই লাভ হয় ব্রহ্ম দরশন॥
চিত্ত যার অনুরাগী হরির চরণে।
ইন্দ্রিয় আপনি হ্রাস বিষয় কাননে॥
আপনি নিঃসঙ্গ হয় হরি-প্রেম পানে।
পরম আনন্দ তার উপজয়ে প্রাণে॥
কেবা সেই ব্রহ্ম হয় শুনহ জননী।
করিব বিচার তার বুঝিয়া এখনি॥
অগণ্য তাঁহার নাম জ্ঞানের গোচর।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর॥
জ্ঞানবলে এই নাম করিয়া নির্দ্দেশ।
বুঝিলে পাইবে ব্রহ্ম দর্শন বিশেষ॥
সঙ্গ না ত্যজিলে বোধ নাহি হবে জ্ঞান।
জ্ঞান বিনা নাহি পাবে ব্রহ্মের প্রমাণ॥
জ্ঞানবলে যদি জীব ভাবে অনুক্ষণ।
অন্তর ভিতরে ব্রহ্ম করে দরশন॥
অতীব নিগূঢ় তত্ত্বময় এই বাণী।
শুনিয়া সুস্থির হয় তাপিতের প্রাণী॥
শব্দাদি সকল ব্রহ্ম হ'লে অনুমান।
পাইবে সাধক ব্রহ্ম নিজ বিদ্যমান॥
সেইজন শব্দাদিকে ভাবয় স্বভাব।
সর্ব্বদাই হৃদে তার যুক্ত ভ্রম ভাব॥

ঈশ্বর হইতে জন্ম আপনি প্রধান।
তাহা হ'তে জন্ম পায় ক্রমেতে মহান্॥
মহত্তত্ত্ব হ'তে সৃষ্ট হয় অহঙ্কার।
সত্ত্ব, রজো, তমো ভেদে ত্রিবিধ আকার॥
সত্ত্বেতে অন্তরে লাভ নাম তার যম।
ইন্দ্রিয় দেবতা যত তাহাতে জনম॥
রজোভাবে জনমিল ইন্দ্রিয় সকল।
কর্ম্ম জ্ঞান ভেদাভেদ দেহেতে কেবল॥
তমোতে জন্মিল ভূত মাত্রা গুণ ল'য়ে।
জগৎ প্রকাশে তাহে শব্দাদিতে র'য়ে॥
অতএব শব্দ আদি ব্রহ্ম নিরূপণ।
তাঁর রূপান্তর সব জগত কারণ॥
জ্ঞানবলে হেন বোধ সবে অনুমান।
তবে অর্থ ভাব তার হৃদে বিদ্যমান॥
ইহারেই ব্রহ্মতত্ত্ব কহে জ্ঞানবান।
ইহারে জানিলে মুক্তি লভে সেইক্ষণ॥
আপন সঙ্কল্প জ্ঞানে করিলে প্রদান।
জ্ঞানে নাশ অহঙ্কার যোগের প্রমাণ॥
এই জ্ঞান লাভ লাগি হইয়া সন্ন্যাসী।
করিতেছে যোগাচার যত দেবঋষি॥
যোগ রত যেই জন হয় কর্ম্মবশে।
মুক্ত হয় সেই ব্রহ্মতত্ত্বের পরশে॥
সামান্য জ্ঞানের বোধ করিনু প্রকাশ।
বুঝিলে জননী পাবে ইহার আভাস॥
ইহা জানি মাতঃ! আগে ভক্তিযোগ কর।
ভক্তিবলে জ্ঞানভার হৃদয়েতে ধর।
পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন।
ইহারেই সাংখ্য কহে যত জ্ঞানীজন॥
এতেক কহিয়া তবে বিরত কপিল।
দেবহূতি মনোভাব পরে নিবেদিল॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে বিনষ্ট হবে ভব পাপভার॥

ইতি ব্রহ্ম মীমাংসা সমাপ্ত।

অথ জননীর প্রতি কপিলের অনুজ্ঞা।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
সাংখ্যের অমৃতধার কপিল বচন॥
ভক্তিযোগ সমাপিয়া কপিল সুজন।
জননীরে জ্ঞানযোগ করেন বর্ণন॥
দুই যোগে মুক্তি-পথ করিয়া বিচার।
কহিলেন জননীরে সর্ব্বযোগ সার॥
কিঞ্চিৎ করেন এবে আদেশ বিস্তার।
যাহাতে জননী তাঁর পাবেন নিস্তার॥
তনয়ের কথা শুনি দেবহূতি সতী।
কহেন মধুর কথা কপিলের প্রতি॥
যে বাণী কহিলে প্রভু সর্ব্ব অগোচর।
সফল হইল জন্ম কহ অতঃপর॥
কোনমতে করি পুত্র আমি যোগাচার।
পাইব সংসার হ'তে সুখেতে নিস্তার॥
উপদেশ কর দান সেইমত করি।
মুক্তিধনে আমি পুত্র অতীব ভিখারী॥
জননীর কথা শুনি কপিল সুজন।
কহেন জননী প্রতি মধুর বচন॥
যে কথা কহিনু পূর্ব্বে জননী আমার।
ব্রহ্মতত্ত্বরূপে খ্যাত জ্ঞানীর মাঝার॥
যেইজন করে মাতা! মুক্তি অভিলাষ।
এই যোগ ভিন্ন তার নাহি পূরে আশ॥
ভক্তিযোগ কর মাতঃ জ্ঞান অনুসারে।
ভক্তিতে হইবে সিদ্ধ জ্ঞানের বিচারে॥
প্রকৃতি পুরুষ বোধ জ্ঞানেতে হইবে।
তবে মুক্তিধন মাতা আপনি পাইবে॥
জ্ঞান ভক্তি দুই এক ব্রহ্মের কারণ।
যেই যাহা পারে তাহা করে আচরণ॥
বহু গুণযুত যদি এক ফল রয়।
রূপ রস গন্ধ আদি নানা গুণময়॥
ফলের বিচার লাগি ল'য়ে ভিন্ন গুণ।
বিভিন্ন আস্বাদ করে ইন্দ্রিয় নিপুণ॥

রসনায় লয় রস গন্ধ নাসিকায়।
নয়নেতে লয় রূপ যাহে জানা যায় ॥
সবার উদ্দেশ্য এক জানিবার ফল।
ঈশ্বরের তথা পথ শাস্ত্রেতে সফল ॥
নানা পথে গতি করি লভ সে ঈশ্বর।
বুঝিয়া করিবে কর্ম্ম জ্ঞানের গোচর ॥
কাল ভক্তি জ্ঞান বাণী জননী তোমায়।
কহিনু বিচার ভাবে শ্রেষ্ঠ যে তরায় ॥
যেমতে ঈশ্বর হন যেমতে সংসার।
যেমতে মায়ার সৃষ্টি করিনু বিচার ॥
যেমতে জীবের জন্ম অবিদ্যা যেমন।
একে একে সব মাতঃ করিনু বর্ণন ॥
এই উপদেশ মত করি যোগাচার।
পাইবেন করতলে মুক্তি সারাৎসার ॥
অতি গোপনীয় বাণী জননী তোমার।
কহিলাম একে একে বুঝিয়া স্বাধার ॥
অভক্তেরে এই কথা না করো গোচর।
অহঙ্কারী যে সংসারী অতি দৃঢ়তর ॥
যেইজন মোর লাগি হয় সকাতর।
আমারেই করে প্রিয় হয় ভক্তিপর ॥
তাহারেই এই কথা করাবে শ্রবণ।
ইহাই অনুজ্ঞা মোর বুঝিবে আপন ॥
এই বাণী যেইজন শুনে একমনে।
মুক্তি তার হস্তগত হয় সেইক্ষণে ॥
কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির।
দেবহূতি আনন্দেতে হলেন অধীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কপিলের মুক্তি বাণী সংসার নিস্তার ॥

ইতি কপিলানুজ্ঞা সমাপ্ত।

অথ দেবহূতির স্তব এবং কপিলের বনগমন।

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
শুক মুখ বিনিঃসৃত মৈত্রেয় বচন ॥
কহিলেন শুকদেব সম্বোধি নৃপতি।
শুন রাজা একমনে মৈত্রেয় ভারতী ॥
অতি অপরূপ বাণী মৈত্রেয় বচন।
দেবহূতি কপিলের লীলা সমাপন ॥
সমাপিয়া পূর্ব্বকথা মৈত্র হল স্থির।
কহেন বিদুর তবে বচন গভীর ॥
শুনিলাম তব মুখে সাংখ্যের বিচার।
যেমতে কপিলদেব করেন বিস্তার ॥
ধন্য ধন্য দেবহূতি ধন্য জ্ঞান সার।
ধন্য সে কপিলদেব যাঁহাতে প্রচার ॥
কহ দেব বিচারিয়া কিবা ঘটে পরে।
জ্ঞান শুনি দেবহূতি জননী কি করে ॥
জননীরে জ্ঞান দিয়া জগতের হিতে।
কহিল করেন কিবা আপন বিহিতে ॥
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় সুজন।
আরম্ভেন একে একে কপিল বচন ॥
যেই কথা জিজ্ঞাসিলে মিষ্ট অতিশয়।
দেবহূতি পরিণাম শুন মহাশয় ॥
পুত্র মুখে শুনি বাণী জ্ঞানের অধ্যায়।
আনন্দে মগনা হন ভাবিতে অপার ॥
জ্ঞানবলে ক্রমে তার মোহ হ'লো দূর।
দেখেন উপায় আছে মুক্তির প্রচুর ॥
ভাবেন পুত্রেরে তবে প্রভু নারায়ণ।
জগতের মুক্তি কর্ত্তা জ্ঞানের তপন ॥
মোহনাশে সেই ভাব উপজিল মনে।
করযোড়ে কুমারের তোষেন স্তবনে ॥
জন্ম দিলা পিতা মোরে মহাপুণ্যবলে।
তেঁই নারী জন্ম মম মহাভাগ্য ফলে ॥
পাইনু উত্তম স্বামী সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ।
জন্মিলা ঔরসে তাঁর তুমি নারায়ণ ॥
গর্ভেতে ধরিনু হরি হইনু জননী।
মম সম ভাগ্যবতী কোন বা রমণী ॥
ধন্য প্রভু তব মায়া বুঝিব কেমনে।
তুমি সৃষ্টি কর্ত্তা হ'য়ে জন্মিলে আপনে ॥

যেই জন পূজে তোমা ভাবি হৃদি সার।
পুত্র হ'য়ে নাশ তার সংসারের ভার ॥
ভক্তাধীন ভগবান এই জন্য কয়।
সত্য সেই বাণী এবে হইল নিশ্চয় ॥
কোন ভাগ্য করেছিনু জন্ম জন্মান্তরে।
তেঁই তোমা হেন পুত্র পাইনু উদরে ॥
জগত কারণ রূপী তোমার শরীর।
বেদমাঝে এই ব্যাখ্যা করে যত ধীর ॥
ত্রিগুণ প্রবাহ তাহে রহে নিরন্তর।
অহঙ্কার জন্ম লয় যাহার ভিতর ॥
ইন্দ্রিয় ও ভূত যত জন্মায় যাহাতে।
শব্দ আদি সূক্ষ্ম ভাব সুব্যক্ত মায়াতে ॥
মনোরূপে ব্যাপ্ত তাহা জগত মাঝার।
সেই শক্তি তুমি হও সর্ব্ব সারাৎসার ॥
কারণ সলিলে তব আছিল শরীর।
তাহে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব কহে যত ধীর ॥
তব হ'তে হয় প্রভু ব্রহ্মার জনম।
অজ তুমি কেবা তোমা করে দরশন ॥
ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া তোমা না দেখে নয়নে।
হেন অপরূপ তুমি জানিবে কেমনে ॥
নাভি সরোবর হ'তে বাহিরে কমল।
তাহাতে জন্মায় ব্রহ্মা হইলে প্রলয় ॥
ব্রহ্মা তব রূপান্তর নহে অন্যজন।
তুমি বিনা কেবা করে সৃষ্টির সাধন ॥
কি লীলা কহিব তব হইয়া রমণী।
নিষ্কাম হইয়া হও কাম চূড়ামণি ॥
আপনার শক্তি ল'য়ে করিলে হে মায়া।
অনন্ত শকতি তার অপরূপ কায়া ॥
তাহার মাঝার গিয়া হ'য়ে কামপতি।
সৃজিলে বিবিধ জীব তাহাদের গতি ॥
মায়ারে লইয়া কর সৃষ্টির বিধান।
কি কহিব সেই কথা বেদেতে প্রমাণ ॥
বুঝিলে তোমায় দেব কি আশ্চর্য্যময়।
উদরে সে ধন তুমি কর যে প্রলয় ॥

প্রলয়ে ধরিলে বিশ্ব আপন উদরে।
সেই তুমি পুত্র হ'লে কোন মায়া-ভরে ॥
জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি প্রভু নারায়ণ
কেমনে করিনু তোমা উদরে ধারণ ॥
কেমনে বা তুমি প্রভু হ'য়ে সৃষ্টিপতি।
হইলে কুমার সম লয়ে শিশু গতি ॥
দুষ্টের দমন আর জগত পালন।
অবতার রূপে হও প্রভু প্রকাশন ॥
জ্ঞান প্রকাশিতে তুমি এই অবতার।
দয়া করি হ'লে প্রভু আমার কুমার ॥
সামান্য কি তুমি প্রভু তুমি রত্নসার।
কাঙ্গালে পাইলে তোমা ত্যজে এ সংসার ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি শুনে তব নাম।
ভক্তিভাবে যদি করে তোমারে প্রণাম ॥
ধন্য তার জন্ম আর পাপ নাশ হয়।
ব্রাহ্মণের সম পূজ্য সে জন নিশ্চয় ॥
এ হেন মহিমা যার তুমি সেইজন।
কিবা তার ভাগ্য যেই পায় দরশন ॥
ধন্য সেইজন যেই তব নাম করে।
কীর্ত্তনে উন্মত্ত হয় যেই অকাতরে ॥
ধন্য সেই তব লাগি হয় যে ভিখারী।
তব লাগি যেইজন হয় তপচারী ॥
ধন্য সেই তব জন্য যে করে ভজন।
ধন্য সেই তব লাগি সঁপি মন প্রাণ ॥
ধন্য সেই তব লাগি করে অধ্যয়ন।
চারিবেদে তারা তব পায় দরশন ॥
আদি তুমি অন্ত তুমি ব্রহ্মা হতে শ্রেষ্ঠ।
চিন্তিলে না পাই প্রভু তোমা বিনা জ্যেষ্ঠ ॥
তুমি কৃপা করি বেদ করিলে প্রচার।
তুমিই সৃজিলে এ জগত সংসার ॥
মায়াময় তুমি হও অন্ত কেবা পায়।
বিষ্ণু হয়ে পুত্ররূপে তারিলে আমায় ॥
হইলাম ধন্য আমি তব দরশনে।
হৃদয় ভরিয়া করি প্রণাম চরণে ॥

পুত্র বলি নাম দিনু কপিল তোমারে।
পুত্র হ'য়ে পবিত্রিলে জ্ঞানেতে আমারে ॥
ধন্য আমি ধন্য সেই জননী আমার।
ধন্য মম ভাগ্যফল ধন্য এ সংসার ॥
আর না পারিব আমি করিতে স্তবন।
মুক্তিদাতা রূপে তব নেহারি বদন ॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব জগতের সার।
কোটি কোটি প্রণমিনু চরণে তোমার ॥
এত বলি দেবহূতি হইলেন স্থির।
হেরিলেন হরিময় অন্তর বাহির ॥
শুনহ রহস্য তার বিদুর সুজন।
কপিল কহেন কিবা মাতারে বচন ॥
জননীর কথা শুনি তবে নারায়ণ।
কহিলেন হরষিত মধুর বচন ॥
তব ভক্তিপাশে বদ্ধ হইনু জননী।
একমাত্র তুমি ধন্য জগতে রমণী ॥
ত্রিলোকের পিতা আমি তব ভক্তি ডোরে।
স্বচ্ছন্দে সন্তানরূপে বাঁধিলে মা মোরে ॥
যেবা তব আশা ছিল ত্যজিতে সংসার।
কহিলাম একে একে সেই জ্ঞানাধার ॥
এই পথে মুক্তি আছে অভীষ্ট রতন।
খুঁজিয়া লইও মাতঃ করিয়া যতন ॥
অতি সুখময় ইহা নাহিক সংশয়।
অনায়াসে অনুষ্ঠান কর মা নিশ্চয় ॥
এই পথে যাও তুমি জীবন্মুক্ত হবে।
হৃদয় কমলে মোরে আপনি দেখিবে ॥
যেই জ্ঞান দিনু তোমা শ্রদ্ধা কর তায়।
ব্রহ্মজ্ঞানী জনে মোরে এইমত পায় ॥
এইমতে কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান।
অচিরে আত্মারসহ হবে দরশন ॥
মূর্খজনে ভ্রমবশে না পায় সন্ধান।
ইহাপেক্ষা সুখপথ নাহিক কখন ॥
জ্ঞান সেবা দুই কার্য্য কহিনু জননী।
কার্য্যশেষে ত্যজি যাব কহিনু ধরণী ॥
পূর্ব্ব স্মৃতি কর মনে আশা আপনার।
যে জন্য সন্তান লাভ করিলে এবার ॥
হ'ল তব জ্ঞানলাভ দেহ মা বিদায়।
ত্যজিয়া আশ্রম যাব তথায় যথায় ॥
হেন বাণী শুনে তবে দেবহূতী সতী।
আশ্চর্য্য মানেন মনে পুত্রের ভারতী ॥
জ্ঞানবলে মায়া তাঁর না হলো উদয়।
কেবা কার জ্ঞানভেদ নাহি পুনঃ হয় ॥
ভুলিলে সন্তান স্নেহ ব্রহ্ম দরশনে।
কপিলে বিদায় দিলা আনন্দিত মনে ॥
জননীরে আশ্বাসিয়া কপিল সুজন।
আশ্রম ত্যজিয়া তবে প্রবেশেন বন ॥
শূন্য হ'লো কর্দ্দমের আশ্রমের ঘর।
জননী ত্যজিয়া বনে যান পুত্রবর ॥
বন শোভা মনোলোভা সব হ'লো দূর।
কাঁদিল অরণ্যে পশু দুঃখেতে প্রচুর ॥
যাঁর জ্ঞান বিধানেতে হরি দরশন।
সেইজন করিলেন বনেতে গমন ॥
দয়াতে যাঁহার বদ্ধ জগতের জন।
অরণ্যের পশুপক্ষী আর লতাগণ ॥
কাঁদিল বৃক্ষের পত্র শিশিরের ভরে।
হরিণী কাঁদিল তৃণশয্যার উপরে ॥
সরস্বতী স্রোতে কাঁদে না পেয়ে চরণ।
পুষ্প কুঞ্জ কাঁদে তাঁর না পেয়ে দর্শন ॥
যাঁহা হ'তে এ জগতে মায়ার প্রচার।
ভুলাতে কি পারে মায়া অন্তর তাঁহার ॥
অনায়াসে বনবাসে করেন প্রয়াণ।
কপিল বলিয়া কাঁদে বনচরগণ ॥
পুত্র গেল জ্ঞান দিয়া মুক্তির কারণ।
মায়া ত্যজি দেবহূতি করেন সাধন ॥
অসাধ্য সাধন তাহা বর্ণনে না যায়।
শুনহ বিদুর তাহা যদি প্রাণ চায় ॥
অতি সুললিত বাণী কপিল কাহিনী।
শুনিলে জুড়াবে যত তাপিতের প্রাণী ॥

এত কহি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির।
বিদুর জিজ্ঞাসে পুনঃ বচন গভীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কপিলের গৃহত্যাগ জ্ঞানের বিচার ॥

ইতি দেবহুতির স্তব এবং কপিলের বনগমন সমাপ্ত

অথ দেবহুতির সিদ্ধি প্রাপ্তি।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
দেবহূতি সিদ্ধি কথা অপূর্ব্ব বচন ॥
আশ্রম ত্যজিয়া পুত্র করিলে গমন।
হাহাকার চারিদিকে উঠিল তখন ॥
কপিলের দয়াগুণে বনে পশু পাখী।
লতা গুল্ম মুগ্ধ ছিল আর যত শাখী ॥
কপিলে না হেরি সবে হ'লো বিষাদিত।
বনের হরিণী কাঁদে বসি অবিরত ॥
ত্যজি নৃত্য শিখি কাঁদে উচ্চ বৃক্ষোপরে।
পাখি ত্যজি কলধ্বনি স্তব্ধ শাখা'পরে ॥
সুগন্ধ মলয় ত্যজে সরস্বতী স্থির।
পুষ্প ছলে লতা কাঁদে ভাসাইয়া তীর ॥
হরিণের শিশু যত করিল চীৎকার।
হাম্বারবে গাভীগণ করে হাহাকার ॥
সকলের বিষাদিত হয় প্রতিধ্বনি।
কোথায় কপিল তুমি দয়া শিরোমণি ॥
সুখের আশ্রম হ'লো ক্রমে তমোময়।
জ্ঞানভরে দেবহূতি নাহি মুগ্ধ হয় ॥
কিন্তু মায়াযোগে দেহ ক্রমেতে তাঁহার।
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ করি হাহাকার ॥
ব্যাকুল নয়নে সতী চারিদিকে চায়।
কি যেন হৃদয় মাঝে খুঁজিয়া না পায় ॥
কিবা ছিল হারাইল কোন শিরোমণি।
খুঁজিয়া না পায় সতী লোটায় ধরণী ॥
জ্ঞানভরে পুত্রধনে করিলা বিদায়।
ক্ষণেক মায়াতে হয় অচেতন প্রায় ॥
চারিদিকে চায় সতী সবে কাঁদে বসি।
সকলেই হারায়েছে সেই দয়াশশী ॥
হরিণীর শিশু কাঁদে হরিণী সহিত।
বৎস সহ গাভী কাঁদে হ'য়ে বিষাদিত ॥
পশু পক্ষী সব কাঁদে আর কুঞ্জলতা।
হেরি দেবহূতি চিত্তে উদিল মমতা ॥
আছিল মমতাহীন চিত্ত অনাবিল।
উভরায় ডাকে সতী কপিল কপিল ॥
কখন লোটায় ভূমে কভু বা চীৎকার।
কপিল কপিল বলি করে হাহাকার ॥
জননীর বিলাপ শুনি আশ্রম দেবতা।
উভরায় কাঁদে যেন হ'য়ে জ্ঞানহতা ॥
ক্রমেতে হইল তাঁর জ্ঞানের সঞ্চার।
ত্যজিলেন পুত্রস্নেহ করে হাহাকার ॥
যেই জ্ঞান দিলা পুত্র করিলা স্মরণ।
জ্ঞানযোগে করে সতী অসাধ্য সাধন ॥
ত্যজিলেন সংসার আর দেহের মমতা।
ত্যজিলেন মায়াভার আশ্রম জনতা ॥
অতি পুণ্যময় সেই সরস্বতী তীর।
সুপবিত্র হয় তার স্রোতযুক্ত নীর ॥
তাহার মাঝেতে ছিল বিন্দু সরোবর।
তথা যোগাভ্যাসে সতী হয়েন তৎপর ॥
মায়া করিবারে দূর করিলেন যোগ।
একে একে নাশ হ'ল সংসারের ভোগ ॥
কি ছিলেন কি হ'লেন কি পরিবর্ত্তন।
আশা তাঁর হৃদে মাত্র হরির চরণ ॥
সরস্বতী নীরে স্নান করি তিনবার।
বনফল-মূল সুখে করেন আহার ॥
চীর মাত্র পরিধান যোগের আসন।
ভীষণ বৈরাগ্য যোগ না যায় কহন ॥
কর্দ্দমের নারী সতী মনুর দুহিতা।
কপিল জননী তিনি সবার পূজিতা ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক বৈভব।
আছিল তাঁহার কাছে সকল গৌরব ॥

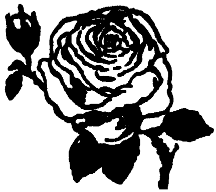
অট্টালিকা সৌধময় রত্নের পতাকা।
হস্তী দন্ত খট্টা কত স্বর্ণের হলকা ॥
দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা স্বর্ণের আসন।
স্বর্ণের মণ্ডিত গৃহ ফুল্ল পুষ্পবন ॥
স্ফটিকে নির্ম্মিত স্তম্ভ রত্নের প্রদীপ।
সখীগণ শোভে যেন শত শত দীপ ॥
অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ কান্তি ষট্ ঋতুময়।
কমল কুমুদ শোভা একত্রেতে হয় ॥
কত পাখী শোভি শাখী করে কলরব।
মধুকর গুন্‌গুন্ লাগিয়া আসব ॥
নন্দনে না হেন শোভা হইত কখন।
ত্রিভুবনে কোথা তার হইবে তুলন ॥
কর্দ্দম পত্নীরে দিলা নিজ যোগবলে।
ভুলাতে পত্নীরে সদা যৌবনের ছলে ॥
সে ভোগ ত্যজিয়া সতী করি যোগাচার।
ত্যজিলেন সে বৈভব সকল সংসার ॥
কোথা স্বাহা স্বধা শচী পুলোম দুহিতা।
সাবিত্রী অপেক্ষা মান্য মুনির দুহিতা ॥
তৃণ ভাবি সে বৈভব পরিত্যাগ করি।
হইলেন মুক্তি লাগি যোগের ভিখারী ॥
শত সখী যেই অঙ্গ করিত সেবন।
ক্রমে তাহা কালি হ'ল যোগের কারণ ॥
যে কেশ হেরিয়া শিখী মরিত মরমে।
জটাবদ্ধ হ'ল তাহে যোগের ধরমে ॥
যে মুখে মধুর হাসি আছিল সতত।
গম্ভীর হইল যোগে ভাবি অবিরত ॥
কি কব বিদুর আর করিয়া বিস্তার।
যেইমতে করে সতী যোগ ব্যবহার ॥
যোগেতে ভোগের তনু ক্রমে হয় ক্ষয়।
পূর্ণশশী যেন ক্ষীণ দিনে দিনে হয় ॥
ধ্যানানন্দ আসি এবে হৃদয়ে উদয়।
ভোগশূন্য দেহ গ্রাস করে মহাশয় ॥
ক্রমে তাঁর চিত্ত স্থির হইল আসনে।
তখন হরির রূপ ভাবে সতী মনে ॥
কপিল নামেতে হরি হয় বীজমন্ত্র।
তাঁহা বিনা আর সতী নাহি জানে তন্ত্র ॥
ভক্তিযোগে অঙ্গ ধ্যানে লভিলেন ধৃতি।
একে একে পদ বাহু দেহ প্রতিকৃতি ॥
ক্রমেতে সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করিয়া চিন্তন।
দেখিলেন দেবহূতি হরির বদন ॥
সুকোমল ফুল্ল পদ্ম মৃদু মৃদু হাস।
প্রসন্ন বয়ান হরি হৃদে সুপ্রকাশ ॥
এইরূপে ভক্তি যোগে স্থির করি মন।
পাইলেন দেবহূতি জ্ঞান দরশন ॥
জ্ঞানবলে সেই হরি হেরি তত্ত্বময়।
হৃদয় মাঝারে হেরে হরি সর্ব্বময় ॥
ক্রমে চিত্তমাঝে হ'লে আত্ম দরশন।
মায়ানাশ এইভাবে করে জীবগণ ॥
মায়ানাশে ব্রহ্মস্থিতি জীবগণে হয়।
দেবহূতি পক্ষে তাহা ঘটে সমুদয় ॥
বুদ্ধি তাঁর ব্রহ্মে স্থির হয় ক্রমে ক্রমে।
মায়া আর না রহিল ভৌতিকের ভ্রমে ॥
ব্রহ্ম অবস্থানে তাঁর মায়া হ'ল দূর।
নাহি আর দুঃখ কিম্বা দুঃখের প্রচুর ॥
ইহারে সমাধি কয় যতেক বিদ্বান।
সাধনার ফল সতী অনায়াসে পান ॥
ক্রমে তাঁর অহঙ্কার হইল বিনাশ।
ছিন্ন হ'ল একেবারে বাসনার ফাঁস ॥
জীবভাব ক্রমে তাঁর হইল অতীত।
ব্রহ্মভাবে রন সতী সদা অবহিত ॥
জীবন্মুক্তি এই ভাব যোগীজনে কয়।
অভেদ যে জীবেশ্বর এই ভাবে হয় ॥
পরম অবস্থা এই শুনহ বিদুর।
সাংসারিক শেষ আশা ইহাতে প্রচুর ॥
জীবভাব নাশে শেষে হইলে সাধন।
ক্রমে দৃঢ়ীভূত হ'ল হরির চিন্তন ॥
চিন্তানল আশে তাঁর জুড়াইল তাপ।
ব্রহ্মানন্দ প্রকাশিল আপন প্রতাপ ॥

যে অঙ্গ আছিল কৃশ হ'ল তেজবান।
আনন্দের ভোগ ইহা বেদের বিধান ॥
যৌবনের শোভা পুনঃ হইল উদয়।
ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নি যেন প্রভাময় ॥
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হইল বিনাশ।
বাসুদেব রূপে মগ্ন জীবনের আশ ॥
কোথা গেল কেশভার কোথা কটিবাস।
নাহি লজ্জা বাহ্যজ্ঞান আনন্দ প্রয়াস ॥
বালক সমান চিত্ত হইল নির্ম্মল।
কেবা তিনি মনে তাঁর নাহি পায় স্থল ॥
সর্ব্বদা আনন্দময় আমি ব্রহ্মভাব।
উজ্জ্বল মূরতি তাহে মায়ার অভাব ॥
জীবন্মুক্ত হয়ে সতী রাখিয়া শরীর।
জ্ঞানবলে ব্রহ্মভাব করিলেন স্থির ॥
মহা সিদ্ধি এই হয় বেদের বিধান।
সিদ্ধিলাভ করি সতী পায়েন নির্ব্বাণ ॥
নিত্য ব্রহ্মে পরে সতী ক্রমেতে মিলিল।
সত্য ফলাফল যাহা কহেন কপিল ॥
এত কহি মৈত্র তবে সম্বোধি বিদুরে।
কহেন অপর বাণী শুন অতঃপরে ॥
শুনিলে বিদুর বৎস সতীর নির্ব্বাণ।
যেমতে প্রমাণ হ'ল কপিলের জ্ঞান ॥
যেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিলেন সতী।
সিদ্ধিপদ নাম তার ত্রিজগতে খ্যাতি ॥
অতীব পবিত্র ক্ষেত্র মহাতীর্থময়।
যোগসিদ্ধ সেই স্থানে হইবে নিশ্চয় ॥
যেই নদী তীরে তাঁর আশ্রম আছিল।
পুণ্য নদী সরস্বতী সকলে কহিল ॥
সিদ্ধগণ সদা সেবে সেই নদী জল।
সেবিলে বিমুক্ত হয় অন্তরের মল ॥
কপিল আশ্রম ত্যজি করিয়া গমন।
নিখিল পার্থিব লীলা করে সমাপন ॥
সকলে তাঁহারে পূজা করে নিরন্তর।
কিবা যোগী ঋষি দেব সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥
সাংখ্যবাদীগণ তাঁর করয়ে পূজন।
মুক্তি পায় যেই করে চরণ স্মরণ ॥
যেই প্রশ্ন কর বাছা অগ্রেতে আমায়।
কহিলাম একে একে তাহা সমুদয় ॥
কপিলের গুহ্যযোগ যে করে সাধন।
প্রবেশেন অন্তরেতে আসি নারায়ণ ॥
যথার্থ এ বাণী বৎস করিনু প্রকাশ।
অবশ্য মিটিবে এতে তোমার প্রয়াস ॥
মৈত্রেয় এতেক কহি হইলেন স্থির।
হরি প্রেমে রোমাঞ্চিত বিদুর শরীর ॥
এবে সম্বোধিয়া শুক কহেন রাজায়।
বিদুর সংবাদ রাজা হ'ল এবে সায় ॥
এই জ্ঞান ভক্তি স্থির করহ রাজন।
না পারিবে মৃত্যু আসি করিতে পীড়ন ॥
কেবা সে তক্ষক হয় কিবা ভয় তার।
এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে তোমার ॥
অতীব পবিত্র এই ভাগবত বাণী।
শুনিলে তখনি মুক্ত মহাপাপী প্রাণী ॥
হে শৌনক আদি মুনি করিলে শ্রবণ।
হইল এক্ষণে মম কথা সমাপন ॥
বুঝহ অন্তরে সবে হরি সর্ব্ব সার।
সেই হরি ভাবি কর সাধন বিচার ॥
সকলেই ক্রমে স্থির হইল এখন।
সুখেতে তৃতীয় স্কন্ধ হ'ল সমাপন ॥
ভারতে সর্ব্বত্র খ্যাত সুরধনী তীর।
কুমার নগর আছে জ্ঞাত যত ধীর ॥
বিশ্বামিত্র কুলে জাত পিতৃলোক মোর।
হরিপদ সেবে সদা হইয়া বিভোর ॥
শুভক্ষণে জন্মে চণ্ডী হরির কৃপায়।
তাঁর পুত্র কালিদাস হরিগুণ গায় ॥
তাঁহার ঔরসে জন্ম উমেশ নন্দন।
এ দাস জন্মিল তাঁরে করিতে সেবন ॥
হরিনাম করি সার শিখি শাস্ত্রাচার।
করিলাম ভাগবতে পদ্য ব্যবহার ॥

মাধব চৈতন্য স্বামী মহাযোগীবর।
গুরুপদে দিলা জ্ঞান করি হরিপর॥
সেই জ্ঞানে প্রকাশিনু এই হরি বাণী।
শুনিলে বিমুক্ত হবে জগতের প্রাণী॥
হরিনাম কর সার এ ভব সাগরে।
উপেন্দ্রের বাণী মুক্তি পাবে দয়া ভরে॥
তৃতীয়স্কন্ধ সমাপ্ত করিনু যতনে।
প্রসাদে ক্ষমিও দোষ বিজ্ঞ বুধগণে॥

ইতি পরমহংস শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধ সমাপ্ত।

তৃতীয়স্কন্ধ সমাপ্ত।



শ্রীমদ্ভাগবত

চতুর্থ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ মনুর বংশ বিস্তার বর্ণন।

সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদি প্রতি।
মানবী বংশের কথা শুনহ সম্প্রতি ॥
পূর্ব্ব কথা সম্বোধিয়া মনু মহাজন।
পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
শুন রাজা অবহিতে ভাগবত সার।
মৈত্রেয় বিদুরে পুনঃ যেমত বিচার ॥
অতি অপরূপ কথা পুণ্যের আধার।
মনুবংশ কহ মৈত্র করিয়া বিচার ॥
পূর্ব্ব বিবরণ শুনি বিদুর সুজন।
হৃদয়ে চিন্তেন মাত্র হরির চরণ ॥
নাহি মুখে বাক্য সরে প্রেমে পুলকিত।
হরি হরি সদা কহে হ'য়ে আনন্দিত ॥
প্রেমে পুলকিত হেরি মৈত্রেয় সুজন।
কহেন পুনশ্চ তারে করি সম্বোধন ॥
যথার্থই সাধু তুমি হও এ সংসারে।
মায়া তোমা ভুলাইতে কভু নাহি পারে ॥
এক্ষণে শুনহ বাছা আমার বচন।
মনুবংশ বিস্তারিয়া করিব বর্ণন ॥
অতি পুণ্যময় বাণী বংশের বিস্তার।
স্মরণেতে নারায়ণ সাক্ষাৎ তাহার ॥
শতরূপা নামে ছিল মনুর রমণী।
মহিমা তাহার ব্যাপ্ত ভরিয়া অবনী ॥
তিন কন্যা দুই পুত্র জন্মে তার ঠাঁই।
অতুল রূপেতে সবে হীন শ্রেষ্ঠ নাই ॥
আকুতি ও দেবহূতি প্রসূতি নামেতে।
তিন কন্যা আছে তার বিখ্যাত জগতে ॥
রুচি নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার তনয়।
তার সনে আকুতির বিবাহ যে হয় ॥
আকুতি পাইয়া রুচি সৃষ্টির কারণ।
নানামতে রতি করি কাটান যৌবন ॥
আকুতি ও রুচি উভে হরি পরায়ণ।
জন্মিল উভয় পুত্ররূপে নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীসম কন্যা জন্মে দক্ষিণা নামেতে।
যজ্ঞ নামে তার পুত্র বিখ্যাত শাস্ত্রেতে ॥

রুচিরে যখন মনু দেন কন্যাদান।
করিলেক এক আজ্ঞা প্রতিজ্ঞা সমান ॥
জন্মিবে যতেক পুত্র রুচির ঔরসে।
তনয়ে লবেন মনু অতীব হরষে ॥
সেই পুত্র নিজ পুত্র হইবে সমান।
পুত্রিকা প্রতিজ্ঞা এরে কহে যত জন ॥
সন্তান জন্মিলে রুচি লইয়া তাহারে।
মনুরে অর্পণ করে যথা ব্যবহারে ॥
তনয় পাইয়া মনু করয়ে পালন।
দক্ষিণা পাইয়া ঋষি আনন্দিত মন ॥
ক্রমে উভয়ের হৈল যৌবন প্রচার।
বিবাহের আশা উভে করেন বিস্তার ॥
দক্ষিণা করেন বিভা আপন সোদর।
যজ্ঞ তাহে হৃষ্টমন পুলকে বিভোর ॥
দক্ষিণার গর্ভে জন্ম তপঃপরায়ণ।
জন্ম দিলা ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ নন্দন ॥
তাহাতে জন্মিল ক্রমে দ্বাদশ কুমার।
অতীব সুন্দর সবে দেবতা আকার ॥
প্রতোষ সন্তোষ তোষ ভদ্র শান্তি কবি।
ইড়স্পতি ইধ্ম স্বাহ্ন সবে যেন রবি ॥
বিভু ও সুদেব আদি অন্তিম রোচন।
এমতে হইল পুত্র দ্বাদশ গণন ॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইহারা দ্বাদশ।
তুষিত নামেতে দেব শোভিত ত্রিদশ ॥
মরিচী প্রভৃতি ঋষি যজ্ঞ হন ইন্দ্র।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ নামেতে নরেন্দ্র ॥
এমতে হইল মনু বংশের বিস্তার।
আকুতি ও রুচি যোগে করিয়া বিহার ॥
হে বিদুর পুনঃ শোন আর এক বাণী।
শুনিলে সুস্থির হবে সাধুর জীবনী ॥
দেবহুতি সহ বিভা কর্দ্দম সুজন।
সে সব পূর্ব্বেতে আমি ক'রেছি বর্ণন ॥
সে সকল কথা সাধু ক'রেছ শ্রবণ।
এক্ষণে শ্রবণ কর অপর কীর্ত্তন ॥

প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর যে ছিল।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষে তাঁরে সমর্পিল ॥
এই কন্যা গর্ভ হ'তে জন্মিয়া কুমার।
হইল তাহাতে ব্যাপ্ত বংশের বিস্তার ॥
শুন এবে কহি কিছু পূর্ব্ব বিবরণ।
কর্দ্দমের কথা সাধু করহ স্মরণ ॥
নবঋষি প্রতি নয় কন্যা করে দান।
কর্দ্দমের এই কীর্ত্তি শাস্ত্রের বিধান ॥
তাহাদের যেইরূপ বংশের বিস্তার।
শোনহে বিদুর তাহে করিয়া বিচার ॥
মরিচীর নারী কলা কর্দ্দম তনয়া।
রূপেতে চন্দ্রমা যেন গুণেতে অভয়া ॥
কন্যার গর্ভেতে জন্ম যুগল তনয়।
কশ্যপ পূর্ণিমা নাম শুন মহাশয় ॥
কশ্যপের বংশ ক্রমে জগতে বিস্তার।
তাহাদের কীর্ত্তি কথা সর্ব্বত্র প্রচার ॥
পূর্ণিমার দুই পুত্র জ্ঞাত সর্ব্বজন।
বিরাজ বিশ্বগ নাম অতি মহাত্মন্ ॥
দেবকুল্যা নামে কন্যা হইল তাঁহার।
গঙ্গা নামে পরে তিনি জগতে প্রচার ॥
কর্দ্দমের আর কন্যা অনসূয়া নামে।
ব্যাপ্ত যাঁর গুণকীর্ত্তি এই ধরাধামে ॥
সেই কন্যা অত্রি হস্তে করিল অর্পণ।
দেখি জ্ঞানবান ঋষি মহাশ্রেষ্ঠজন ॥
উভয়ে জন্মাল তিন বিদ্বান কুমার।
সোম দত্ত ও দুর্ব্বাসা জগতে প্রচার ॥
বিষ্ণু অংশে জন্মে দত্ত শাস্ত্র মাঝে কয়।
দুর্ব্বাসার রুদ্র অংশে উদ্ভব নিশ্চয় ॥
সোম জন্ম মহাপুণ্য করিয়া সঞ্চয়।
ব্রহ্মার অংশেতে যাহা সর্ব্বজনে কয় ॥
মৈত্রেয় মুখেতে শুনি এতেক ভারতী।
আশ্চর্য্য বিদুর কন মৈত্রেয়ের প্রতি ॥
যা কহিলে তুমি ঋষি সব সত্য হয়।
এক স্থানে যে সন্দেহ আমার আছয় ॥

কি কারণে থাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর।
অবতীর্ণ মহামুনি অত্রির আগার॥
কেমনে তাঁদের অংশে জন্মিল কুমার।
কহ ঋষি সেই কথা করিয়া বিস্তার॥
এই কথা শুনি মৈত্র কহেন বচন।
করিব সন্দেহ দূর বিদুর এখন॥
পূর্ব্বাপর সৃষ্টি কথা করহ স্মরণ।
কেমনে সৃজেন ব্রহ্মা ঋষি সপ্তজন॥
সৃজিয়া সকল ঋষি কহে প্রজাপতি।
সৃষ্টির লাগিয়া বাছা জন্মাও সন্ততি॥
সেই আজ্ঞা পালিবারে অত্রি সে সুজন।
সন্তান লাগিয়া করে তপ আচরণ॥
অতীব কঠোর তপ কহেন না যায়।
ঋক্ষ পর্ব্বতের শৃঙ্গে নিভৃত গুহায়॥
অতীব সুন্দর গিরি ষড় ঋতুময়।
নির্ব্বিন্ধ্যা নামেতে নদী প্রবাহিত হয়॥
প্রাণায়াম করি মুনি সন্তান কারণ।
ভীষণ তপস্যা তবে করে আচরণ॥
এক পদে অবস্থান অনিল ভোজন।
হৃদয়েতে ব্রহ্ম নাম জপে অনুক্ষণ॥
ক্রমে যোগবলে মুনি পাইলেন সিদ্ধি।
কে কহিবে মুনি যাহা পাইলেন ঋদ্ধি॥
যোগের প্রদীপ্ত তেজ হইল প্রকাশ।
শির ভেদি জ্বালারূপে স্পর্শিয়া আকাশ॥
যোগাগ্নি প্রকাশি বিশ্ব করিল দাহন।
তাহাতেই কম্পান্বিত জগতের জন॥
সেই যোগ শান্তি লাগি প্রভু নারায়ণ।
রুদ্র ব্রহ্মা সহ আসি দেন দরশন॥
তাহাদের আবির্ভাবে গিরি আলোময়।
প্রফুল্ল হইল শাখী মৃগ পক্ষীচয়॥
এক পদে মহাযোগ মুনির আবেশ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখেন বিশেষ॥
হেরিয়া সবারে মুনি হয়ে পুলকিত।
যোগ সিদ্ধ মনে ভাবি হয় চমকিত॥
বৃষস্কন্ধে ভগবান আপনি মহেশ।
হংসের উপরে বিধি অপরূপ বেশ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি প্রভু নারায়ণ।
তিন মূর্ত্তি যোগে ঋষি করে দরশন॥
তিনজনে হেরি ঋষি মানিয়া সফল।
পদতলে পড়ে লুটি চোখে প্রেম জল॥
লইয়া কুসুম ভার অঞ্জলি ভরিয়া।
একমনে তিন দেবে পূজিলা বসিয়া॥
ক্রমে ঋষি ভক্তি-পূজা করি সমাপন।
বিনয়েতে সবা প্রতি কহেন বচন॥
করিলাম যোগ আমি লাগি নারায়ণ।
মনোবাঞ্ছা তিনি যেন করেন পূরণ॥
বেদেতে তাঁহারে কয় জগত ঈশ্বর।
জীবপক্ষে পরমাত্মা মুক্তির আকর॥
আশা মনে তাঁর কাছে মাগিব সন্তান।
যাহাতে রাখিতে পারি নিজ পিতৃমান॥
কার নাম নারায়ণ দাও পরিচয়।
একেরে ডাকিলে কেন তিনের উদয়॥
প্রসন্ন যদ্যপি সবে আমার উপর।
কৃপা করি কর তবে প্রশ্নের উত্তর॥
এতেক বচন শুনি তবে দেবগণ।
কহেন অত্রিরে তবে মধুর বচন॥
যাঁহারে ভাবিলে বলি জগৎ ঈশ্বর।
সত্য তিনি এক হন নহে অন্যপর॥
সেই এক আমরাই হই তিনজন।
আমরাই বর তোমা করি বিতরণ॥
আমাদের অংশে তব হইবে কুমার।
তাহারা করিবে তব বংশের বিস্তার॥
এতেক কহিয়া তবে দেব তিনজন।
বাহন লইয়া পরে করেন গমন॥
এই হেতু তিন অংশে তিনটি কুমার।
পাইলেন অত্রি মুনি জগতে প্রচার॥
কর্দ্দমের আর কন্যা নাম শ্রদ্ধা তাঁর।
শাস্ত্রমতে পত্নী হয় ঋষি অঙ্গিরার॥

চারি কন্যা তাঁর হয় দুইটি কুমার।
সকলেই সর্ব্ব গুণে হইল প্রচার॥
কুহু, রাকা, সিনীবালী আর অনুমতি।
পুত্র দু'টি প্রসিদ্ধ উতথ্য বৃহস্পতি॥
উতথ্য গুণেতে হন যেন নারায়ণ।
স্বরোচিষ মন্বন্তরে তাঁর প্রকাশন॥
বৃহস্পতি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ দেব পরায়ণ।
ব্রহ্মভাবে মগ্ন থাকে সদা তাঁর মন॥
কর্দ্দমের আর কন্যা হবির্ভু নামেতে।
পুলস্ত্য করিল বিভা তাঁরে বিধিমতে॥
তাঁহার ঔরসে জন্মে অগস্ত্য প্রথমে।
জঠরাগ্নি নামে খ্যাত পূরব জনমে॥
বিশ্বশ্রবা নামে তাঁর আর পুত্র হয়।
দুই বিভা করে সেই শুন মহাশয়॥
ইলবিলা জ্যেষ্ঠা পত্নী, কেশিনী কনিষ্ঠা।
উভয়েই রূপে গুণে অতীব বরিষ্ঠা॥
ইলাবিলা গর্ভে জন্মে কুবের সন্তান।
কেশিনীর গর্ভে জন্মে রাক্ষস প্রধান॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ রাক্ষস রাবণ।
কেশিনীর ইহারাই পুত্র তিনজন॥
কালেতে এদের হয় বংশের প্রচার।
ক্রমেতে তাহাতে প্রজা জগতে বিস্তার॥
কর্দ্দমের আর কন্যা নাম তার গতি।
রূপে-গুণে সর্ব্বমান্যা অতি রূপবতী॥
পুলহ করেন বিভা অতি সযতনে।
তিন পুত্র জন্মে তাহে বিদিত ভুবনে॥
কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান সহিষ্ণু সে নাম।
গতির এ তিন পুত্র খ্যাত ধরাধাম॥
কর্দ্দমের আর কন্যা ক্রিয়া নাম তার।
ক্রতু ঋষি সনে বিভা হইল তাঁহার॥
বালখিল্য ঋষি ষষ্টি সহস্র গণন।
ব্রহ্মতেজে সবে জন্ম করিল গ্রহণ॥
কর্দ্দমের আর কন্যা উর্জ্জ নাম হয়।
বশিষ্ঠ করেন বিভা যতনে তাহায়॥

চিত্রকেতু আদি পুত্র তাঁর সপ্তজন।
সপ্তর্ষি সমান মান্য সর্ব্বত্র গণন॥
বশিষ্ঠের আর এক আছিল কামিনী।
শক্তি আদি সন্তানের সে হয় জননী॥
কর্দ্দমের আর কন্যা চিত্তি নাম তাঁর।
অথর্ব্বের সনে বিভা হইল তাঁহার॥
দধীচি ও অশ্বশিরা তাঁদের সন্তান।
অতঃপর ভৃগুবংশ করিব ব্যাখ্যান॥
কর্দ্দমের কন্যা অন্য খ্যাতি নাম তার।
হইল ভৃগুর সনে বিবাহ তাঁহার॥
ধাতা ও বিধাতা নামে জন্মিল সন্তান।
শ্রীনামেতে এক কন্যা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মেরু নামে গিরিবর দুই কন্যা তার।
আয়তি নিয়তি নামে জগতে প্রচার॥
বিধাতা ও ধাতা উভে করেন অর্পণ।
তাহে জন্মে দুই পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
মৃকণ্ড নামেতে পুত্র হইল ধাতার।
প্রাণ নামে জনমিল পুত্র বিধাতার॥
মৃকণ্ডের পরে এক হইল সন্তান।
মার্কণ্ডেয় নাম যাঁর শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
বেদশিরা নামে পুত্র পাইলেন প্রাণ।
এমতে ভৃগুর বংশ জগতে প্রধান॥
কবি নামে এক পুত্র ভৃগুর জন্মিল।
শুক্রাচার্য্য তার পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল॥
কর্দ্দম দুহিতা বংশে পূরিল ভুবন।
শুনিলে যথার্থ হয় পাপ বিমোচন॥
আকুতি ও দেবহূতি মনু রাজকন্যা।
দিনু পরিচয় তাঁরা জগতের ধন্যা॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর আছিল।
প্রজাপতি দক্ষে মনু তাঁরে সমর্পিল॥
কেমনে তাদের বংশ হইল বিস্তার।
শুনহ বিদুর পরে করিব বিচার॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
বিদুরে বলেন শুন কিছু অতঃপর॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিবে সত্য ভব মায়া ভার
ইতি মনু বংশ কথন সমাপ্ত।

অথ দক্ষ বংশ বিস্তার বর্ণন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ বংশ বিবরণ॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর আছিল।
রূপবতী হেরি তাঁরে দক্ষ বিভা কৈল॥
প্রসূতির গর্ভে হয় ষোড়শ দুহিতা।
সবে অতি রূপবতী বহু গুণান্বিতা॥
ধর্ম্ম করিলেন বিভা কন্যা ত্রয়োদশ।
সবে রূপবতী আর নবীন বয়স॥
অগ্নি লন এক কন্যা অতি সুলক্ষণ।
আর এক কন্যা লন যত পিতৃগণ॥
শেষ কন্যা পাইলেন ভগবান হর।
বিদুর শুনহ তাঁর কথা মনোহর॥
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি ক্রিয়া বুদ্ধি তুষ্টি।
তিতিক্ষা উন্নতি মেধা লজ্জা মূর্ত্তি পুষ্টি॥
এই ত্রয়োদশ কন্যা ল'য়ে প্রজাপতি।
ধর্ম্ম সহ বিভা দেন হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
ধর্ম্ম সহযোগে জন্মে সবার সন্তান।
শুনহ বিদুর তার বিশেষ প্রমাণ॥
শ্রদ্ধাতে জন্মায় সত্য মৈত্রীতে প্রসাদ।
দয়াতে অভয় জন্মে মিটাতে বিষাদ॥
তুষ্টিতে জন্মায় হর্ষ শান্তি হ'তে শম।
পুষ্টিতে জন্মায় গর্ব্ব অতীব বিষম॥
ক্রিয়াতে জন্মায় যোগ দর্প উন্নতিতে।
মেধাতে জন্মায় স্মৃতি অর্থ সে বুদ্ধিতে॥
লজ্জায় বিনয় জন্মে ক্ষেম তিতিক্ষায়।
মুক্তি হ'তে জন্মি নর নারায়ণ পায়॥
নারায়ণ অংশীভূত নর নারায়ণ।
প্রসন্ন হইল দিক্ জন্মিল যখন॥
মুনিগণ করে স্তব গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
আনন্দেতে নৃত্য করে যতেক কিন্নর॥
পৃথিবীতে সুমঙ্গল হইল প্রচার।
পুষ্পবৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়ে ভারে ভার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন।
এক মনে পূজে সবে নর নারায়ণ॥
সে হেন পূজায় বিধি শুনহ বিদুর।
শ্রবণেতে আত্মজ্ঞান উপজে প্রচুর॥
আগে নর নারায়ণ ধর্ম্মের কুমার।
সম্মুখে যতেক দেব কাতারে কাতার॥
করযোড়ে কহে সবে নারায়ণ প্রতি।
তব মায়া বুঝে প্রভু কার সে শকতি॥
যে আত্মার রূপ হয় মহামায়া নাম।
যাহার উদরে রহে এই বিশ্ব ধাম॥
যেই আত্মা করিবারে কার্য্যেতে প্রকাশ।
ধর্ম্মের গৃহেতে জন্ম লন মহেশ্বাস॥
ঋষিরূপী হ'য়ে এবে আছয়ে ভুবনে।
ধন্য ধন্য তুমি দেব প্রণাম চরণে॥
সমুদ্র প্রমাণ শাস্ত্র করিলে মন্থন।
যার তত্ত্ব কিছুই না হয় নিরূপণ॥
সেই আত্মারাম তুমি ধর্ম্মের কুমার।
কোটী কোটী তব পদে করি নমস্কার॥
সত্ত্বগুণে যেইজন বাসনা করিয়া।
রাখিল অদ্ভুত কীর্ত্তি দেবতা সৃজিয়া॥
যাঁহাদের পালনেতে এ বিশ্ব সংসার।
কিছুমাত্র ত্রুটি নাহি হয় অবিচার॥
আঁখি পদ্ম যাঁর তোষে লক্ষ্মীর প্রতিমা।
কে পারে বর্ণিতে তাঁর বিশেষ মহিমা॥
তুমি দেব সেই জন ধর্ম্মের কুমার।
কৃপাভরে কর দৃষ্টি সবে একবার॥
এইরূপে করি স্তব স্তব্ধ দেবগণ।
পরিতুষ্ট হইলেন নর নারায়ণ॥
যুগ্ম ভাই কৃপাভরে হেরি দেবগণ।
সানন্দে করিয়া সর্ব্ব পূজার গ্রহণ॥

চলিলেন দ্রুতপদে তেয়াগি সংসার।
সে গন্ধমাদন গিরি জগতের সার॥
পরকালে নররূপে সেই দুই ভায়ে।
কুরু যদুকুলে জন্ম লইলেন গিয়ে॥
দুই কৃষ্ণ দুই কুলে হন উৎপাদন।
অর্জ্জুন একের নাম আর কৃষ্ণধন॥
ক্রমেতে হইল দুয়ে দুকুলে প্রচার।
কুরুবংশ সহ যুদ্ধ অপূর্ব্ব বিস্তার॥
দক্ষের অপর কন্যা স্বাহা নাম তার।
অগ্নিদেব সহ হয় বিবাহ তাঁহার॥
তাঁর গর্ভে অতি তেজা তিন পুত্র হয়।
পবমান পাবক ও শুচি মহাশয়॥
পঞ্চ চত্বারিংশ অগ্নি তিনেতে জন্মিল।
পিতৃগণ হ'তে চারি অগ্নি উপজিল॥
উনপঞ্চাশৎ অগ্নি নাম উচ্চারণে।
আহুতি প্রদানে যজ্ঞে ব্রহ্মবাদিগণে॥
এমতে অগ্নির বংশ হইল প্রচার।
ইহারাই জগতেতে ক্রমেতে বিস্তার॥
দক্ষের অপর কন্যা স্বধা নাম যাঁর।
পিতৃগণ করিলেন বিবাহ তাঁহার॥
দুই কন্যা তাঁর জন্মে বসুধা-ধারিণী।
অতি উগ্রতেজা উভে ঈশ্বর বাদিনী॥
জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে বিহার করয়।
বিভা নাহি হৈল বলি সন্তান না হয়॥
সতী নামে আর কন্যা দক্ষের আছিল।
দেব দেব শিব তাঁহে বিবাহ করিল॥
অতি পতিপরায়ণা হয় সেই সতী।
স্বামী-নিন্দা নাহি শুনে স্বামীতে ভকতি॥
স্বামী-নিন্দা পিতৃমুখে করিয়া শ্রবণ।
ত্যজিয়া ছিলেন দেহ যখন যৌবন॥
অপূর্ব্ব কাহিনী এই পরমার্থ সার।
শুনিলে হইবে নষ্ট যত পাপভার॥
দক্ষের বংশের কথা করিনু কীর্ত্তন।
কি কহিব বল এবে তুমি সাধুজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
যেমন হইল দক্ষ বংশের বিস্তার॥

ইতি দক্ষবংশ বিস্তার সমাপ্ত।

অথ দক্ষ কর্ত্তৃক শিব নিন্দা।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুনহ শুকের বাণী দক্ষ বিবরণ॥
সতী প্রাণত্যাগ কথা শুনিয়া বিদুর।
সংশয় আপন মনে করেন প্রচুর॥
জানিতে হইল ইচ্ছা বিশেষ কারণ।
সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সদন॥
কহ ঋষি কেন সতী ত্যজিলা জীবন।
কেন দক্ষ নিন্দা করে দেব ত্রিলোচন॥
কনিষ্ঠ তনয়া সতী মায়ার আধার।
অতীব স্নেহের ধন আপন পিতার॥
সেই ধন দিয়া করি জামাতা গ্রহণ।
কেন সর্ব্ব প্রভু শিবে করেন নিন্দন॥
চরাচরে বিশ্ব গুরু শিব আশুতোষ।
নাহি কেহ শত্রু তাঁর সর্ব্বদা সন্তোষ॥
পরম দেবতা যিনি অতি শান্তিময়।
কলহ কারণ কিবা কহ মহাশয়॥
প্রাণ হয় প্রিয় বস্তু জগতের সার।
কেন সতী প্রাণ ল'য়ে ত্যজে পুনর্ব্বার॥
বিস্তার করিয়া ঋষি কহ বিবরণ।
শুনিতে চঞ্চল মম হইয়াছে মন॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুর সুজন।
অতি অপরূপ কথা করহ শ্রবণ॥
পুরাকালে যজ্ঞ কৈল সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ।
যজ্ঞস্থলে সকলের হ'ল নিমন্ত্রণ॥
সপ্তর্ষি দেবতা আদি আর মুনিগণ।
অনুচর সহ সবে করেন গমন॥
অপূর্ব্ব যজ্ঞের ভূমি বর্ণিতে কে পারে।
অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিবারে নারে॥

ত্রিজগতে যেই শোভা দেখিতে সুন্দর।
সেই শোভা ল'য়ে সভা হয় শোভাকর॥
তথায় বসিল যত নিমন্ত্রিতগণ।
কোথা ঋষি কোথা দেব কোথা মুনিগণ॥
কোথা অগ্নি শিব ব্রহ্মা পাইল আসন।
অঙ্গের তেজেতে লজ্জা পায় সে তপন॥
হেন স্থলে প্রজাপতি দক্ষ মহাজন।
প্রবেশ করেন যেন দ্বিতীয় তপন॥
দক্ষেরে হেরিয়া যত দেব ঋষিগণ।
মান্যার্থে উঠিল সবে ত্যজিয়া আসন॥
ব্রহ্মা আদি যত দেব সকলে উঠিল।
আসন ছাড়িয়া শিব নাহি দাণ্ডাইল॥
সবার পাইয়া পূজা দক্ষ প্রজাপতি।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৈসে হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
হেনকালে শিব প্রতি পড়িল নয়ন।
মান্য নাহি কৈল শিব হইল স্মরণ॥
বাড়িল তাহাতে ক্রোধ ভাবি অপমান।
শিবে চাহি কহে তবে ব্রহ্মার সন্তান॥
শুন শুন এক মনে যত সভাজন।
বিশেষ কহিব আজি সাধু আচরণ॥
সাধুগণ যাহা করে লোকে তাহা করে।
সাধুতে হইলে মন্দ মন্দ হয় পরে॥
এই শিবে সাধু বলি কর গুণগান।
দেখহ সাধুত্ব তার দেখ সর্ব্বজন॥
অতীব নির্লজ্জ এই সাধু যশ নাশে।
লোকপাল যশ এই দুষ্টই গরাসে॥
সম্পর্কে আমার শিষ্য হয় মহেশ্বর।
কন্যা মোর বিভা কৈল সবার গোচর॥
সাবিত্রী সমান কন্যা করিলাম দান।
শ্বশুর ভাবিয়া মোর না রাখিল মান॥
মর্কট লোচন এই অসাধু দুর্জ্জন।
হরিণী নয়না কন্যা করিলাম দান॥
সেই দুঃখে প্রাণ মোর কাঁদিছে সতত।
তথাপি না করে পূজা হ'য়ে অবনত॥
নাহি ছিল ইচ্ছা মোর দিতে কন্যাদান।
অপাত্রে করিয়া কার্য্য পাই অপমান॥
অবিধেয় যথা শূদ্রে বেদ করে দান।
তেমনি করিনু দুষ্টে কন্যা সম্প্রদান॥
অতীব অশুচি এই প্রেত-সহচর।
শ্মশানে মশানে ফেরে হ'য়ে দিগম্বর॥
কখন রোদন করে হাসে বা কখন।
আলুথালু কেশপাশ উন্মত্ত যেমন॥
চিতাভস্ম মাখে গায় অস্থিমালা গলে।
শব-অস্থি ভূষারূপে পরে কুতূহলে॥
নামেতে হয়েন শিব অশিব প্রধান।
উন্মত্ত জনের মনে নাহি অপমান॥
তমোময় প্রমথগণের অধিপতি।
ভূতনাথ এই দুষ্ট অপবিত্র মতি॥
পিতা মোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কমল-আসন।
তাঁর আজ্ঞামতে করি কন্যা সমর্পণ॥
অপাত্রে জামাতা করি পাইলাম ফল।
ইচ্ছা মোর ভস্ম করি তাহারে কেবল॥
এত কহি ক্রোধে দক্ষ আরক্ত লোচন।
ক্রোধহীন সদাশিব না কন বচন॥
ক্রোধমতি প্রজাপতি চাহি শিব প্রতি।
সবার সম্মুখে পুনঃ কহেন ভারতী॥
পাপিষ্ঠের অপমান সহ্য নাহি হয়।
শাপিব ইহারে আমি সভ্য মহোদয়॥
এত কহি জল ল'য়ে দক্ষ ক্রোধমতি।
দুর্ব্বাক্য কহিয়া শাপ দেন ভব প্রতি॥
দেবতা অধম এই হয় মহেশ্বর।
উপেন্দ্র ও ইন্দ্র হ'তে অধম বিস্তর॥
সকলের সহ যজ্ঞে অংশ নাহি পাবে।
এইমাত্র অভিশাপ দিনু আমি ভবে॥
কোপভরে দিয়া শাপ ব্রহ্মার নন্দন।
অস্থির হয়েন চিত্ত আরক্ত লোচন॥
অচল অটল রূপে দেব মহেশ্বর।
শান্তমতি ভাবে রন না দেন উত্তর॥



কাহারও না শুনি বাধা কম্পিত হৃদয়ে।
দাণ্ডাইয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে॥ [২৬১—পৃষ্ঠা।

তৎপরে বিদুর শোন কি হয় ঘটন।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই দক্ষ বিবরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে যাইতে পারে সেই ভবপার॥

ইতি শিবনিন্দা সমাপ্ত।

অথ দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপদান।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
দক্ষ প্রতি অভিশাপ নন্দীর বচন॥
দক্ষ যবে গালাগালি দিয়া হর প্রতি।
নারদেরে শাপ দিতে হন ক্রুদ্ধমতি॥
চঞ্চল হইল তবে যত সভাজন।
সকলে করিল দক্ষে বহু নিবারণ॥
মহাক্রোধে উঠে তবে দক্ষ প্রজাপতি।
পুনঃ শিব প্রতি কহে কঠোর ভারতী॥
কাহারও না শুনি বাধা কম্পিত হৃদয়ে।
দাণ্ডাইয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে॥
শাপ দিয়া দেবসভা করিয়া ত্যজন।
প্রস্থান করেন দক্ষ নিজ নিকেতন॥
হাস্যমুখে আশুতোষ রহেন সভায়।
নাহি ক্রোধ নাহি দুঃখ সকল কথায়॥
আছিল তাহার পাশে নন্দী অনুচর।
শিব নিন্দা শুনি সেই হয় ক্রোধপর॥
দক্ষ যত নিন্দা করে গায়ে নাহি সয়।
ইচ্ছা তার দক্ষমুণ্ড হানাইয়া লয়॥
কিন্তু শিব আজ্ঞা বিনা করিতে না পারে।
ক্রোধহেতু কম্পমান আপনা পাসরে॥
যখন উঠিয়া দক্ষ অভিশাপ দিল।
ক্রোধভরে নন্দী তবে জ্বলিয়া উঠিল॥
শিবের না লয়ে আজ্ঞা নন্দী ভীতমতি।
আরক্তনয়নে কহে দেবগণ প্রতি॥
মোর প্রভু নিন্দি দক্ষ করিল গমন।
সচক্ষে হেরিয়া মোর জ্বলে প্রাণ মন॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু আঁখিতে বিদ্যুৎ।
জটা যেন মেঘদাম দেখিতে অদ্ভুত॥
সভাজনে সম্বোধিয়া কহেন তখন।
শুন শুন মম বাণী সর্ব্ব সভাজন॥
শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী মম নাম।
শিবের চরণপ্রান্তে কৈলাসেতে ধাম॥
দেবতার শ্রেষ্ঠ শিব তাঁর অপমান।
না পারি সহিতে আর থাকিতে এ প্রাণ॥
দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হন উমাপতি।
অপদস্ত করে দক্ষ হ'য়ে হীনমতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অভেদ গণন।
অভিশাপে দক্ষ তাঁরে করিল পতন॥
থাকিতে জীবিত আমি শিবের কিঙ্কর।
মম প্রভু অপমান হন বহুতর॥
বিশেষ করিয়া তারে দিব অভিশাপ।
কেন দিবে প্রজাপতি হেনমত শাপ॥
যদি সেবা করে থাকি শিবের চরণ।
সত্য হবে অভিশাপ কহিনু বচন॥
যা কহিল দক্ষ তাঁরে শুনেছে যাঁহারা।
প্রতিবাদ করে নাই মজিবে তাঁহারা॥
দক্ষ হয় ভিন্নদর্শী শিবে কি জানিবে।
পরমার্থ হীন যেবা ভবে কি বুঝিবে॥
মায়াবাদী মূঢ় সেই কোথা পাবে জ্ঞান।
তেঁই ভগবানে হেন করে অপমান॥
এই দোষে দিব আমি অভিশাপ তারে।
সফল হইবে তাহা শিব ভক্তি ভরে॥
দক্ষের শুনিয়া বাণী যতেক ব্রাহ্মণ।
দেব আদি যত কেহ আছে সভাজন॥
শিবেরে করিল ঘৃণা না বুঝি কারণ।
হইবে তাদের বুদ্ধি সত্য বিনাশন॥
পরমার্থ হবে হারা নাহি পাবে জ্ঞান।
সংসারে আসক্ত হবে দুঃখে যাবে প্রাণ॥
দেহকেই আত্মা বলি জানে প্রজাপতি।
পশু সম আত্মহীন সেই মূঢ়মতি॥

যে শুনিবে তার বাণী দেবতা ব্রাহ্মণ।
হইবে সে পশু সম আমার বচন ॥
নারীতে আসক্ত তার কর্ম্মে হবে মতি।
ছাগসম মুখ হবে বিষয়েতে রতি ॥
এই চারি শাপ হ'ক দক্ষের উপর।
শিবশক্তি বাণী ইহা শাস্ত্রের গোচর ॥
এ জগতে হরদ্বেষী হইবে যে জন।
সর্ব্ব পাপী হবে সেই পাপের ভাজন ॥
ভিক্ষা মাত্র সার তার হইবে সংসারে।
বহু দুঃখ পাবে সেই কর্ম্ম পাপদ্বারে ॥
সত্য হবে এই বাণী আমার আজ্ঞায়।
শিবের চরণে যদি মতি মম রয় ॥
হেনমতে নন্দী দিলা অভিশাপ ঘোর।
শিবের সম্মুখে রন ক্রোধেতে বিভোর ॥
যজ্ঞ পুরোহিত ভৃগু দক্ষের বান্ধব।
সম্পর্কেতে ভ্রাতা তাঁর তপস্যা গৌরব ॥
হেন নন্দী অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
অন্তরে পাইয়া ব্যথা কহেন বচন ॥
দক্ষ মম ভাই হয় ব্রহ্মার কুমার।
দেবগণ প্রিয়পাত্র জগতের সার ॥
তারে দিলে অভিশাপ প্রমথের পতি।
কেমনে শুনিলে যত দেব সভাপতি ॥
না শুনিব কার বাণী অভিশাপ দিব।
শিবের প্রভুত্ব আমি আপনি নাশিব ॥
যা কহিলে দক্ষপতি সত্য সেই হয়।
মহা মূঢ়জন শিব পাষণ্ড নিশ্চয় ॥
যে করিবে তার পূজা হ'য়ে বুদ্ধিনাশ।
অনাচারী হবে সেই নরকে নিবাস ॥
বেদ বিধি হীন আর মহাপাপী হবে।
শিব ব্রতধারী কভু না পাবে বিভবে ॥
তমোগুণী হয় শিব তামসের পতি।
তথায় যাইবে পূজে যেই উমাপতি ॥
নিশ্চয় পাষণ্ড হবে কহিলাম সার।
বেদমার্গে হীন হবে সাধুর আচার ॥
হেনমতে অভিশাপ দিয়া ভৃগুবর।
ক্রোধেতে কম্পিত হয় চঞ্চল অন্তর ॥
দেবগণ সহ ভৃগু হেন আচরণ।
হেরিয়া নয়নে শিব হন দুঃখ মন ॥
উত্থান করিলা তবে লয়ে অনুচর।
প্রস্থান করেন তথা হ'তে মহেশ্বর ॥
নন্দীসহ মহেশ্বর করিল প্রস্থান।
ক্রমেতে হইল সেই যজ্ঞ সমাধান ॥
দেব ঋষিগণে শাপ দিল নন্দীশ্বর।
শিবভক্তে দিল শাপ ভৃগু ঋষিবর ॥
দক্ষ দিল অভিশাপ প্রভু মহেশ্বরে।
এই মত শাপ বৃষ্টি সভার ভিতরে ॥
শুনিলে সংশয় নাশ হয় হে বিদুর।
শুন সেই বাণী এবে কহিব প্রচুর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
নন্দী অভিশাপ বাণী মুক্তির আধার ॥

ইতি নন্দীর শাপদান সমাপ্ত।

অথ সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন।

মৈত্রেয় কহেন শুন কুরুর কুমার।
কি ঘটিল অতঃপর শুন সমাচার ॥
শিব দক্ষে এ বিবাদ রহে বহুকাল।
তাহাতে স্বর্গেতে ঘটে বিপদের জাল ॥
ক্রমে জগতের স্বামী কমল-আসন।
দক্ষে আধিপত্য তবে করেন অর্পণ ॥
সর্ব্বাধিপ হ'য়ে দক্ষ অতি গর্ব্বভরে।
অগ্রাহ্য করেন সব যতেক ঈশ্বরে ॥
ঈশ্বরে না ডাকি যজ্ঞ করে সম্পাদন।
বাজপেয় যজ্ঞ করে মঙ্গল কারণ ॥
পুনঃ ইচ্ছিলেন দক্ষ যজ্ঞ করিবারে।
যজ্ঞ নাম বৃহস্পতি জানে চরাচরে ॥
এই যজ্ঞ মহাযজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সর্ব্বজনে সম্বোধেন দক্ষ মহাশয় ॥

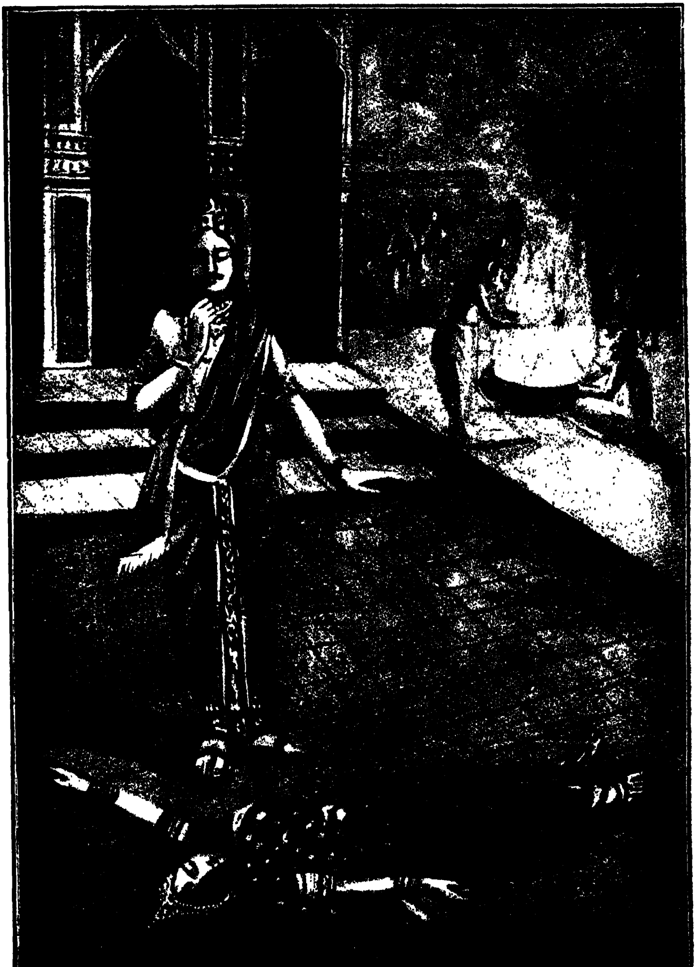
শিবে করি পরিত্যাগ ল'য়ে দেবগণ।
তপস্বী মহর্ষি আর যত পিতৃগণ ॥
একে একে দক্ষরাজ করি নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞস্থানে সমাদরে করে আনয়ন ॥
ভূচর খেচর যত আছে ত্রিভুবনে।
সকলে যজ্ঞের কথা কহিল স্বজনে ॥
এদিকে কৈলাসপুরে মহেশ রমণী।
পিতৃ যজ্ঞ সুসংবাদ পায়েন আপনি ॥
সবে যজ্ঞে গিয়া লাভ করেছে সম্মান।
নানা অলঙ্কার আর ল'য়ে বহুদান ॥
হইল তাঁহার ইচ্ছা যজ্ঞ দেখিবারে।
জনক জননী আর যত সোদরারে ॥
হেন আশা করি যবে ভবের ভবানী।
পতি পাশে হাসি হাসি কহিলেন বাণী ॥
কি কর হে আশুতোষ না জান সংবাদ।
করিলেন যজ্ঞ পিতা সবার আহ্লাদ ॥
আকাশ করহ নাথ আঁখিতে দর্শন।
যজ্ঞস্থানে দেবগণ করিছে গমন ॥
দেবলোকে যত ছিল ভগিনী আমার।
ঐ দেখ যায় সবে পরি অলঙ্কার ॥
নিতান্ত আমার ইচ্ছা যাব যজ্ঞস্থলে।
দেখিব তথায় যত আত্মীয়ের দলে ॥
নেহারি আমায় যজ্ঞে করিয়া আদর।
বস্ত্র অলঙ্কার পিতা দিবে বহুতর ॥
অতি বিস্তারিত যজ্ঞ হয় আরম্ভন।
করিব পিতার কাছে তাহা দরশন ॥
অনুমতি দেহ প্রভু এই আশা করি।
বড় আশা পিতৃগৃহে যাব ত্বরা করি ॥
স্নেহ মায়া নাই তব কন্যা নাহি হয়।
আমারো নাহিক তাই সর্ব্বজনে কয় ॥
স্ত্রীজাতি আমরা হই সদা পরবশ।
জনকের গৃহে যাব ইহাতে হরষ ॥
আমি নারী তব তত্ত্ব পাইব কেমনে।
আদ্যন্ত বিহীন তুমি বেদের প্রমাণে ॥
নাহি তব মায়া মাত্র বিহীন আচার।
কেমনে বুঝিবে তুমি লোক ব্যবহার ॥
অনুগ্রহ কর নাথ দাও অনুমতি।
যাইব জনক গৃহে ইহা মম মতি ॥
শুনিয়া সতীর বাণী কন মহেশ্বর।
কেমনে যাইবে প্রিয়ে তুমি পিতৃঘর ॥
তব পিতা মোরে ঘৃণা করে নিরন্তর।
নিমন্ত্রণ নাহি করে আমার গোচর ॥
এত শুনি সতী কন শুন প্রাণেশ্বর।
বড় আশা যাব আমি নিজ পিতৃঘর ॥
গুরু নাহি নিমন্ত্রিলে দোষ নাহি তায়।
স্বচ্ছন্দে তাদের গৃহে সুখে যাওয়া যায় ॥
অতএব অনুগ্রহে অনুমতি কর।
জননী হেরিয়া হই সন্তোষ অন্তর ॥
এত কহি অধোমুখে সতী হন স্থির।
উত্তর করেন শিব অতীব গভীর ॥
শুন সতী তোমা প্রতি করি এ মিনতি।
ত্যাগ কর মন আশা পিত্রালয় গতি ॥
প্রাণের প্রেয়সী তুমি হও সর্ব্বাধার।
কেমনে ত্যজিয়া মোরে যাবে পিত্রাগার ॥
আমি স্বামী হই তব জীবনের সার।
মম নিন্দা তুমি কভু সহিতে না পার ॥
তব পিতা ঘৃণা করে সদা মোর প্রতি।
সেই হেতু তব প্রতি নাই স্নেহমতি ॥
যাইলে তথায় তুমি না পাবে আদর।
অভিমানে দগ্ধ হবে দুঃখে নিরন্তর ॥
দেবসভা মাঝে মোরে কহি কুবচন।
অভিশাপ দিল দক্ষ জ্ঞান বিলক্ষণ ॥
অতীব গর্ব্বিত সেই দক্ষ মহাবীর।
মম প্রতি দ্বেষ তার অতিশয় স্থির ॥
ঐশ্বর্য্য তপস্যা বিদ্যা দেহ ও যৌবন।
আর কুল এই ছয় সাধুর লক্ষণ ॥
ছয় গুণে সাধু হয় যতেক সংসারী।
উহারাই পায় নাশ হ'লে অহঙ্কারী ॥

ছয় গুণ দক্ষে আছে জানে সর্ব্বজন।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ হয়েছে এখন॥
নিমন্ত্রণ হীনে পারে করিতে গমন।
তাঁর ঘরে যেই করে মিষ্ট সম্ভাষণ॥
দক্ষ তব পিতা বটে দর্পিত অজ্ঞান।
তথা গেলে কিছুমাত্র নাহি পাবে মান॥
নাহি শুনি অনুরোধ করিলে গমন।
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ঘটন॥
অপমান নাহি সহ্য অভিমানী জনে।
অবশ্য মরণ তাহে শাস্ত্রের বচনে॥
সেই হেতু হে প্রেয়সি করি যে বারণ।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণপ্রিয়ে না কর গমন॥
এত কহি স্থির হন প্রভু মহেশ্বর।
মাতৃস্নেহ সতী মনে ভাবে নিরন্তর॥
অসুস্থা হ'লেন সতী শুনিয়া বচন।
যজ্ঞালয়ে যেতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
প্রেম স্নেহে দগ্ধ হ'লে সতীর অন্তর।
নয়ন মাঝারে বারি ঝরে দর দর॥
অভিমান স্বামী প্রতি হইল উদয়।
ক্রোধের সঞ্চার তাহে তবে প্রকাশয়॥
ক্রোধের আগুন ক্রমে জ্বলিল নয়নে।
যেন ভস্ম করিবারে দেব ত্রিলোচনে॥
এতেক স্ত্রীজাতি তাহে বাসনা মানসে।
পিতৃ-গৃহে গিয়া রবে জননীর পাশে॥
সেই আশা ভাবি সতী ত্যজিলেন পতি।
হিমালয় উদ্দেশেতে করিলেন গতি॥
সতীর গমনে হর বুঝিলেন মনে।
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ভুবনে॥
সতী দেহ অপমানে হইবে বিনাশ।
অনিবার্য্য এই কার্য্য নাহি তার আশ॥
প্রবোধ মানিয়া মনে আপনি শঙ্কর।
স্মরণ করেন নিজ বহু অনুচর॥
আজ্ঞা দেন সবাকারে সাজাইতে সতী।
শোভিতা হইলে যেন হয় তাঁর গতি॥
আজ্ঞা ল'য়ে নন্দী আদি বহু অনুচর।
সাজাইয়া বৃষ ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
কেহ মাল্য কেহ পুষ্প কেহ অলঙ্কার।
কেহ বা বাজায় বাদ্য আনন্দ অপার॥
মহা সমারোহে সতী যান পিত্রালয়।
ক্রমে যান যথা সেই মহাযজ্ঞ হয়॥
অপূর্ব্ব শোভায় তাঁর উজলিল দেশ।
সুচারু চিকণ কান্তি মনোনীত বেশ॥
যজ্ঞস্থানে ক্রমে সতী করেন প্রবেশ।
শুনহ বিদুর পরে ঘটনা বিশেষ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
দক্ষযজ্ঞ পুণ্যকথা ভক্তির আধার॥

ইতি সতীর দক্ষালয়ে গমন সমাপ্ত।

অথ সতীর দেহত্যাগ।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
যজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ ভীষণ ঘটন॥
সতীরে বিদায় দিয়া প্রভু মহেশ্বর।
কৈলাস মাঝারে বসি ভাবে নিরন্তর॥
হেথা সতী প্রবেশেন জনকের পুরী।
নানা অলঙ্কারে তিনি হইয়া সুন্দরী॥
ক্রমে সতী আগমন হইল প্রচার।
লইতে তাঁহারে কেহ নহে আগুসার॥
তথাপি গেলেন সতী যথা যজ্ঞস্থান।
দেখিলেন পিতা তথা ল'য়ে দেবগণ॥
অপূর্ব্ব দেহের কান্তি কহন না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য উদয় তথায়॥
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র তথা বসি অগণন।
মধ্যস্থলে প্রজাপতি করেন যজন॥
সতীরে নেহারি পিতা না করে আদর।
সেই হেতু সভাসদে ভাবে তাঁরে পর॥
কেহ নাহি তাঁর প্রতি মুখ তুলি চায়।
কেহ নাহি শুভাশুভ কিছুই পুছায়॥



পতি নিন্দা দুঃখে সতী ত্যজিলেন প্রাণ।
প্রজাপতি সম্মুখেতে যথা যজ্ঞস্থান॥ ২৬৮ পৃষ্ঠা।

স্বভাবে কোমলা সেই জননী তাঁহার।
কন্যারে নেহারি কাঁদে হৃদয় তাঁহার ॥
আর আর কন্যা সহ ল'য়ে অলঙ্কার।
সতীরে লইতে আসে হ'য়ে আগুসার ॥
কেহ তাঁরে কোলে করে কেহ বা চুম্বন।
কেহ বা প্রেমেতে কাঁদে কার মুগ্ধ মন ॥
কিছুতেই সতী মনে না পান হরষ।
পিতৃ অপমানে মনে হ'লেন অবশ ॥
নাহি লন অলঙ্কার নাহি আলিঙ্গন।
সবে ত্যজি পিতা পাশে করেন গমন ॥
যজ্ঞে ব্রতী প্রজাপতি ছিলেন তখন।
যত দেব যত ঋষি রহে নিমন্ত্রণ ॥
সকলেরি যজ্ঞভাগ রহে শোভমান।
কেবল হরের তথা হয় অপমান ॥
নাহি তাঁর যজ্ঞভাগ নাহি নিমন্ত্রণ।
পিতা নাহি তাঁর প্রতি করে সম্ভাষণ ॥
ইহাতে সতীর মনে ক্রোধের উদয়।
হইল তাহাতে যেন অকালে প্রলয় ॥
বদন শারদ শশী হইল তপন।
নয়নে নিকলে যেন উত্তপ্ত কিরণ ॥
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু কটাক্ষ তড়িৎ।
ক্রমে বেণী ঘন মেঘ তাহাতে শোভিত ॥
হুহুঙ্কার বজ্রনাদ বৃষ্টি বারিধারা।
সৌন্দর্য্য ত্যজিয়া সতী হয় ভীমাকারা ॥
হেনরূপে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
বরিষার স্রোতসম কহেন বচন ॥
পতি মম সর্ব্বপ্রিয় সন্তোষ আধার।
একমাত্র পিতা দ্বেষ করেন তাঁহার ॥
সর্ব্ব প্রভু মহেশ্বর নিখিল কারণ।
তদুপরি দ্বেষ করা মহা বিড়ম্বন ॥
স্বভাব জগতে ব্যাপ্ত তিন ভাগ তার।
উত্তম মধ্যম আর অধম বিচার ॥
আপনার প্রমাণেতে বিচারি যে জন।
গুণকেই দোষ বলি করয়ে গণন ॥
অধম স্বভাব তার সংসার মাঝার।
কহিলাম শাস্ত্রমতে এই বাণী সার ॥
পরদোষ শ্রবণেতে যে করে বিচার।
মধ্যম স্বভাব তারে কহে শাস্ত্রকার ॥
সামান্য পাইলে গুণ যে হয় সন্তোষ।
যেইজন এ সংসারে নাহি বাছে দোষ ॥
এ সংসারে সেইজন সর্ব্বোত্তম হয়।
যেইগুণ একমাত্র মহেশ্বরে রয় ॥
এমন আমার পতি প্রভু দিগম্বর।
কেন তাঁরে ঘৃণা পিতা কর নিরন্তর ॥
পতি মম শিব নাম হয় দ্বি-অক্ষর।
উচ্চারণে পাপনাশ হয় গো সত্বর ॥
জগতে মহিমা তাঁর সুপবিত্রময়।
অসংখ্য শাসন যাঁর বিশ্বে প্রকাশয় ॥
অশিব হইয়া পিতা শিব নিন্দা কর।
অসাধুজনের ভাব কেন হৃদে ধর ॥
ব্রহ্মা যাঁর পদ লাগি করে উপাসন।
সবে সেবে অনায়াসে শিবের চরণ ॥
আমি যাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি জগৎ মাঝার।
যাঁহারে সেবিয়া কৃপা পাই অনিবার ॥
শ্মশানে যাঁহার বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন।
ব্রহ্মা যাঁর পদরেণু করেন ধারণ ॥
সেই শিবে পিতা তুমি বৃথা ঘৃণা কর।
শিব নিন্দা সম পাপ না হয় গোচর ॥
আরো শুন দুষ্ট পিতা আমার বচন।
স্বামী-নিন্দা শুনি প্রাণ ত্যজে সতী জন ॥
স্বামীর শুনিলে নিন্দা সতী যদি হয়।
নিন্দাকারী প্রাণ নাশ করিবে নিশ্চয় ॥
তাহা যদি নাহি পারে করিবে প্রস্থান।
অথবা রসনা তার করিবে ছেদন ॥
অশক্ত হইলে নিজে ত্যজিবে পরাণ।
স্বামী নিন্দা সতী বুকে দগ্ধে বিষবাণ ॥
আপনি আমার পিতা তব এ শরীর।
নারিব মারিতে তোমা কহিলাম স্থির ॥

অতএব নিজ দেহ ত্যজিয়া নিশ্চয়।
পরিশুদ্ধ হওয়াই সর্ব্বোচিত হয়॥
শিবের নিন্দুক তুমি জনক আমার।
না ধরিব আর আমি এই দেহ ভার॥
কুজন আপনি পিতা কহিলাম সার।
সেই হেতু এত লজ্জা জগতে আমার॥
পাপ হ'তে জন্ম যার পাপেতে নিশ্চয়।
ধিক্ এই দেহ ইহা পাপের আলয়॥
দক্ষের নন্দিনী ব'লে করিলে আহ্বান।
শিব নিন্দা উঠি মনে ফেটে যায় প্রাণ॥
অতএব এই দেহে নাহি মম কাজ।
অবশ্য ত্যজিব ইহা সবাকার মাঝ॥
এত বলি দুঃখে সতী হইয়া অধীর।
প্রাণত্যাগ কল্প করি হইলেন স্থির॥
অধোমুখে বসিলেন হ'য়ে নিরুত্তর।
বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি যেন মেঘে শশধর॥
স্মরিয়া শিবেরে সতী মহাযোগ ধরি।
আচমন করি মুদে নয়ন চকোরী॥
আসন প্রথমে জয় দ্বিতীয়েতে প্রাণ।
আপন নিরোধ দ্বারা করিয়া সমান॥
ক্রমে সেই নাভি চক্র হইতে উদান।
বায়ুসহ ক্রমে তুলে হৃদয়ে সংস্থান॥
উদানেরে আনি ভ্রূযুগল মধ্যস্থলে।
কণ্ঠমার্গ দ্বারে প্রাণ লইয়া দ্বিদলে॥
সেই সুকোমল দেহ পূজ্য মহতের।
যিনি হন সারাৎসার এই জগতের॥
দক্ষেরে করিয়া ঘৃণা সেই মনস্বিনী।
সর্ব্বাঙ্গ অনিলে রুদ্ধ করেন আপনি॥
হৃদয়েতে তার মাত্র জাগে মহেশ্বর।
হেন সমাধিতে শুদ্ধ হ'লো কলেবর॥
পাপশূন্য দেহ সমাধিস্থ অগ্নিময়।
ভীষণ উঠিল জ্ব'লে মহা দীপ্তিময়॥
হেরি সেই ভাব সবে করে হাহাকার।
গেল গেল সতী বলি হইল চীৎকার॥
দুষ্টমতি প্রজাপতি পাষাণ নিশ্চয়।
তা না হ'লে প্রাণসমা কন্যা নাশ হয়॥
এমতে উঠিল গোল আর হাহাকার।
পুরজনে কম্পান্বিত দক্ষের আগার॥
পতি নিন্দা দুঃখে সতী ত্যজিলেন প্রাণ।
প্রজাপতি সম্মুখেতে যথা যজ্ঞ স্থান॥
সতীর বিনাশ হেরি শিব অনুচর।
হুড়াহুড়ি করি সবে কাঁদে নিরন্তর॥
দক্ষেরে নাশিতে করে অস্ত্র বরিষণ।
কেহ যজ্ঞস্থলে করে ভীষণ গর্জ্জন॥
যজ্ঞ বিঘ্ন হেরি ভৃগু মহা তপোধন।
ঋভু নামে দেবগণ করে উৎপাদন॥
শিব অনুচরে নাশ করিতে তখন।
অবহেলে দেন আজ্ঞা অতি ক্রুদ্ধ মন॥
ব্রহ্মতেজ বলে সেই দেবতা-নিকর।
শিব অনুচরে গ্রাস করিতে তৎপর॥
ভীষণ বিপদ হেরি যত অনুচর।
ইতস্ততঃ পলায়ন করে অতঃপর॥
যজ্ঞস্থলে সতী দেহ বিহীন জীবন।
রাহুগ্রস্থ যেন শশী রহিল পতন॥
চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল চীৎকার।
প্রলয় আকার যেন ঘটিল আবার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
সতী দেহ ত্যাগ বাণী সর্ব্বযোগ সার॥

ইতি সতীর দেহত্যাগ সমাপ্ত।

অথ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস।

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কথা অতি সুবচন॥
সতীরে বিদায় দিয়া প্রভু মহেশ্বর।
অমঙ্গল চিন্তা মনে করেন বিস্তর॥
বিষণ্ণ বদনে রন কৈলাস উপরে।
মণি হারা ফণি যেন শীতার্ত্ত গহ্বরে॥



শিব আজ্ঞা পাইলেন বধ করহ আপনা ।
অকালে প্রলয় নাথ ! করিব যেন ॥ [illegible] পৃষ্ঠা ।

আলুলিত জটাভার স্থির ত্রিনয়ন।
নাহি হাস্য পরিহাস বিষাদিত মন॥
তাহারে বিষণ্ণ হেরে অঙ্গের ভূষণ।
সবে রহে বিষাদিত মলিন বদন॥
তাঁর সম বিষাদিত কৈলাস শিখর।
নাহি নাচে শিখি নাহি ডাকে পিকবর
নির্ঝর নিস্তব্ধ আর মলয় পবন।
নাহি পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিন্ন উপবন॥
হেন অমঙ্গল হেরি প্রভু মহেশ্বর।
অমঙ্গল ভাবনাতে ব্যাকুল অন্তর॥
হেনকালে দেবঋষি নারদ সুজন।
মহেশ্বর সমীপেতে করেন গমন॥
ঋষিরে সম্ভাষি হর দিলেন আসন।
জিজ্ঞাসেন শুভাশুভ যতেক ঘটন॥
শুনিয়া হরের কথা দেব ঋষিবর।
দক্ষযজ্ঞ বিবরণ কহেন সত্বর॥
শুনিয়া সে বাণী শিব হইয়া চঞ্চল।
সতী হারা দশদিক দেখেন কেবল॥
প্রাণসমা তার সতী ত্যজিল জীবন।
তাঁহার লাগিয়া দক্ষযজ্ঞ আরম্ভন॥
সতীর বিনাশে তাঁর ক্রোধের উদয়।
ত্রিনয়ন জলে যেন অগ্নি শিখাময়॥
বিদ্যুৎ বহ্নির যেন হইল মিলন।
সতী হারাইয়ে হর হয়েন এমন॥
মস্তকের এক জটা করিয়া ছেদন।
ক্রোধে ভূমিতলে শিব করেন ক্ষেপণ॥
তাহাতে জন্মিল এক বিচিত্র কুমার।
দেখিতে ভীষণ নাম বীরভদ্র তাঁর॥
বিদ্যুতের সম দেহ বজ্রসম কর।
সুমেরুর সম দীর্ঘ ভীম কলেবর॥
তিনটি নয়ন তাঁর প্রখর তপন।
কেশজাল জটারূপী অগ্নির কিরণ॥
নানা অস্ত্রে শোভে তূণ দেখিতে ভীষণ।
সুভীষণ মুখে তাঁর ভীষণ গর্জ্জন॥
করযোড়ে আসি পাশে প্রভু মহেশ্বর।
প্রণাম করিয়া কহে বাক্য সুবিস্তার॥
কি আজ্ঞা পালিব রুদ্র করহ জ্ঞাপন।
অকালে প্রলয় নাথ! করিব এখন॥
কহ দেব জন্মাইলে মোরে কি কারণ।
কি প্রিয় সাধিব তব করহ জ্ঞাপন॥
বীরভদ্র বাণী শুনি কহেন শঙ্কর।
মম অংশে জন্ম নিলে তুমি পুত্রবর॥
সাধহ আমার হিত করিতে প্রকাশ।
সবংশে দক্ষেরে শীঘ্র করহ বিনাশ॥
অজেয় আমার তেজে হইলে কুমার।
সতী দুঃখে আমি দুঃখী শাস্তি দাও তার॥
এত শুনি বীরভদ্র বিক্রমে দুর্ব্বার।
ক্রোধেতে উন্মত্ত শুনি দক্ষ ব্যবহার॥
প্রথমেতে সেনাপতি হইয়া তখন।
প্রণামে সে ভক্তিভাবে ভবের চরণ॥
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে ল'য়ে সেনাদল।
উপনীত হইলেন যথা যজ্ঞস্থল॥
সুমেরুর সম বাহু দেখিতে ভীষণ।
কোপেতে ঘূর্ণিত তাঁর রক্ত ত্রিনয়ন॥
ক্রোধছটা ঘনঘটা অকালে প্রলয়।
জটার কম্পনে যেন বেগে বায়ু বয়॥
নিঃশ্বাসে মেঘের ধ্বনি কটাক্ষ দামিনী।
হুহুঙ্কার ঘোর রব তাহে বজ্রধ্বনি॥
ভীষণ ত্রিশূল হাতে চরণে নূপুর।
ভূত প্রেতদল সঙ্গে বেষ্টিত প্রচুর॥
রবি শশী অন্ধকার তাঁর সমাগমে।
ধূলিময় দেখি কহে সভাজনে ভ্রমে॥
সকলে বিবিধ তর্ক করি মনে মনে।
দক্ষের বিনাশ ভাবে প্রসূতি আপনে॥
রুদ্র অপমানে অদ্য তাহার বিনাশ।
সেই পাপদণ্ড আজি হইবে প্রকাশ॥
কটাক্ষে প্রলয় যাঁর প্রধান কারণ।
ব্রহ্মা আদি যাঁর কোপে হন ভীত মন॥

কি ছার করেন দক্ষ তাঁর অপমান।
অবহেলে লন তাঁর সতীরূপী প্রাণ ॥
প্রসূতি এতেক ভাবি কাঁদে নিরন্তর।
শুনহ বিদুর কিবা ঘটে অতঃপর ॥
রবি শশী আবরিয়া বেড়িয়া আকাশ।
অবহেলে প্রমথেরা হইল প্রকাশ ॥
কেহ খর্ব্বাকার কেহ বরণে কপিল।
মকর উদর কেহ বরণে পঙ্কিল ॥
অট্ট অট্ট হাস মুখে দন্ত খিল খিল।
সর্ব্বনাশ ইচ্ছা সবে ক্রমে প্রকাশিল ॥
কেহ যজ্ঞশালা ভাঙ্গে কেহ যজ্ঞস্থান।
কেহ বা নিবায় অগ্নি কেহ লয় প্রাণ ॥
কেহ ধরে মুনিগণ কেহ মুনি-নারী।
কেহ বা গর্জ্জন করে ভেদ না বিচারি ॥
যজ্ঞস্থল করি নাশ প্রমথের পতি।
ত্বরায় যাইয়া ধরে দক্ষ প্রজাপতি ॥
ভয়েতে কম্পিত দক্ষ প্রাণেতে কাতর।
মণিমান নামে কন্যা ধরে ভৃগুবর ॥
সূর্য্যদেবে বন্দী করে সেনা চণ্ডেশ্বর।
ভগদেবে করে নন্দী বন্ধন সত্বর ॥
এইরূপে সবে ধরি বিনাশ কারণ।
সভাজন লাগি ধায় যত সেনাগণ ॥
প্রাণ লাগি ঊর্দ্ধশ্বাসে দেব ঋষিবর।
দ্রুতবেগে ধায় সবে হইয়া কাতর ॥
সকলেই লভে প্রায় প্রমথ প্রহার।
তাহাতে যন্ত্রণা হয় দেহেতে সবার ॥
কেহ শির ল'য়ে কাঁদে কেহ ল'য়ে কর।
কেহ বলে প্রাণরক্ষা কর দিগম্বর ॥
শিব নিন্দা শুনি যারা কথা না কহিল।
নানামতে প্রমথেরা শাস্তি সবে দিল ॥
ভীষণ বিপদ হেরি ভৃগু মহাশয়।
প্রেত নাশিবারে দেন আহুতি নিচয় ॥
ভৃগু ব্যবহার দেখি বীরভদ্র বীর।
ক্রোধেতে কম্পিত তাঁর হইল শরীর ॥
এই ভৃগু সে সময় জ্ঞান হারাইয়া।
হেসেছেন মহাদেবে শ্মশ্রু দেখাইয়া ॥
বীরভদ্র শ্মশ্রু তাঁর করি উৎপাটন।
অবশেষে অঙ্গে তাঁর করেন ঘাতন ॥
যবে দক্ষ শিব-নিন্দা করে খর্ব্ব ভরে।
কটাক্ষেতে ভগদেব উৎসাহিত করে ॥
বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া স্মরণ।
ভূমে ফেলি ভগদেবে উপাড়ে নয়ন ॥
দক্ষ যবে নিন্দে শিবে দেবসভা মাঝ।
দন্ত ল'য়ে হাসে পুষা ধরি ক্রুর সাজ ॥
বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া স্মরণ।
দুই মুষ্ট্যাঘাতে দন্ত করেন ভঞ্জন ॥
অবশেষে বীরভদ্র ক্রোধেতে অধীর।
ভূমেতে ফেলেন টানি দক্ষের শরীর ॥
অতি বলবান সেই রুদ্র অনুচর।
কি সাধ্য দক্ষের তাহে পায়েন নিস্তার ॥
দক্ষের বক্ষেতে চাপি বীরভদ্র বীর।
ক্রোধেতে কম্পিত করি আপন শরীর ॥
তীক্ষ্ণধার অসি তবে করিয়া গ্রহণ।
যাইলেন করিবারে মস্তক ছেদন ॥
অপূর্ব্ব দক্ষের দেহ শক্ত অতিশয়।
অসিতে মুণ্ডের ছেদ নাহিক ঘটয় ॥
আশ্চর্য্য তাহাতে হন রুদ্র অনুচর।
কি ক'রে করেন ছেদ ভাবেন বিস্তর ॥
কণ্ঠা নিষ্পীড়ক যন্ত্র দেখি যজ্ঞস্থলে।
তাহে ল'য়ে দক্ষ কণ্ঠ নিক্ষেপি কৌশলে ॥
অবশেষে করিলেন মুণ্ডের ছেদন।
হইল পিশাচ দলে আনন্দবর্দ্ধন ॥
ত্রিভুবনে ঘটে তাহে মহা হাহাকার।
দক্ষসহ যজ্ঞ নাশ হইল এবার ॥
লইয়া দক্ষের মুণ্ড প্রমথের পতি।
যজ্ঞ অগ্নিমধ্যে তার দিলেন আহুতি ॥
এইরূপে দক্ষযজ্ঞ সুখে করি নাশ।
প্রমথের সহ বীর গেলেন কৈলাস ॥

অতি অপরূপ বাণী শুনিলে বিদুর।
বুঝিলেই আত্মজ্ঞান পাইবে প্রচুর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার ॥

ইতি দক্ষযজ্ঞ নাশ সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক শিবের আরাধন।

মৈত্রেয় কহেন শুন, হে বিদুর এবে পুনঃ,
দক্ষ যজ্ঞে কিবা ঘটে পরে।
অতীব উত্তম বাণী, শুনিলে জুড়াবে প্রাণী,
মোক্ষ তাহে পায় সাধু নরে ॥
বীরভদ্র সেনাপতি, সঙ্গে সেনা হরাকৃতি,
যজ্ঞ ধ্বংস করি অনায়াসে।
দক্ষের কাটিয়া শির, শাস্তিয়া সকলে বীর,
আনন্দেতে গেলেন কৈলাসে ॥
সতীদুঃখে সতীপতি, আছিলেন ক্ষুব্ধমতি,
সদা মুখে কোথা গেলে সতী।
কেন গেলে বাপঘর, দুঃখ দিতে নিরন্তর,
কেন বাম হ'লে মোর প্রতি ॥
বীরভদ্র হেনকালে, ল'য়ে প্রমথের দলে,
প্রণমেন শিবের চরণে।
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস শুনি, আনন্দিত কালমণি,
ক্রমে দুঃখ ত্যজিলেন মনে ॥
যজ্ঞস্থিত সভাজন, ঋষি পিতৃ দেবগণ,
পেয়ে সবে প্রমথ প্রহার।
অপমানে দুঃখমতি, প্রাণভয়ে ভীত অতি,
যান সবে ব্রহ্মার আগার ॥
করযোড়ে তাঁর পাশ, হৃদয়ের খুলি আশ,
কহে যত দেব মুনিগণে।
কি কর কি কর প্রভু, এ দুঃখ না পাই কভু,
যে পীড়া পাইনু যজ্ঞস্থানে ॥
শিবে করি অপমান, যজ্ঞ অংশ নাহি দান,
সতী প্রাণ ত্যজে অপমানে।
অপমানে মহেশ্বর, পাঠাইয়া অনুচর,
নাশি যজ্ঞ মারে সবে প্রাণে ॥
দক্ষের কাটিল শির, শ্মশ্রু হীন ভৃগুবীর,
ভগদেব বিহীন নয়ন।
কাহার লইল প্রাণ, ভঙ্গ করে যজ্ঞস্থান,
পুষণের দন্ত উৎপাটন ॥
যজ্ঞ নাহি সাঙ্গ হ'লো, কেহ প্রাণ হারা হ'লো,
অঙ্গ নাশ হ'লো সবাকার।
পীড়ায় না বাঁচি আর, হর কোপে বাঁচা ভার,
কর দেব এর প্রতিকার ॥
এত কহি দেবগণ, দেখায় অঙ্গ পীড়ন,
কার' শির কাহারো চরণ।
কাহার ভাঙ্গিল হস্ত, কেহ ভয়ে মহাত্রাস্ত,
কার' দগ্ধ হয় দুনয়ন ॥
কোন ঋষি জটাহীন, কেহ বা শ্মশ্রুবিহীন,
কার' নাসা কার কর্ণ নাই।
কাহার চিরিল চীর, অঙ্গ ক্ষত কোন বীর,
দুঃখে সবে অধোমুখে চাই ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন, জানিতেন বিলক্ষণ,
ঘটিবে এ হেন অঘটন।
সতী হ'লো হর প্রাণ, নিন্দা শুনি ত্যজে প্রাণ,
কোপে দগ্ধ হবে ত্রিভুবন ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর, জগৎ মঙ্গলকর,
দম্ভ ভরে তাঁর অপমান।
পতিপ্রাণা সেই সতী, পতিপদে যার মতি,
কেমনেতে শুনি রাখে প্রাণ ॥
মহেশের অপমানে, যেই রহে সেই স্থানে,
সকলের নিশ্চয় দুর্গতি।
দেবঋষি সবে শুন, ভাব শিব পুনঃ পুনঃ,
আশুতোষ দিবেন মুকতি ॥
নামে যিনি হন হর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞে তাঁর নাহি দিলে অংশ।
অবশ্য ঘটিবে দুঃখ, মঙ্গল বিহনে সুখ,
যথার্থই তাহে যজ্ঞ ধ্বংস ॥

আমি ব্রহ্মা সুরেশ্বর, জীব জন্তু মুনিবর,
কার সাধ্য জিনে মহেশ্বরে।
অসীম যাঁহার বল, প্রলয় সে কোপানল,
কার সাধ্য তাঁর কোপ হরে॥
একমনে সেইজনে, ডাক দেবে মুনিগণে,
যন্ত্রণা হইতে পাবে ত্রাণ।
নাম তাঁর আশুতোষ, অল্পে তাঁর হয় তোষ,
আরাধিলে সুস্থ হবে প্রাণ॥
এত কহি প্রজাপতি, নিশ্চল করিয়া মতি,
ভাবিলেন আপনার মনে।
সান্ত্বনা না করি হর, ত্রিলোক বিনা ঈশ্বর,
কার সাধ্য রাখে নিজস্থানে॥
ল'য়ে দেব আদিগণ, হরষে কমলাসন,
করেন সে কৈলাসে গমন।
যথা বসি মৃত্যুঞ্জয়, প্রলয় যাঁহাতে রয়,
সবার অভয় সে চরণ॥
সে কৈলাস শোভাকর, দেখিবারে মনোহর,
শোভে কত বন উপবন।
ছয় ঋতু একত্রেতে, উদয় দিবস রেতে,
রবি শশী শোভিত গগন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত, গাইতেছে অবিরত,
লতা গুল্ম কুঞ্জ সারি সারি।
বধ্য-হন্তা একস্থানে, রহে আনন্দিত মনে,
ব্যাঘ্র মৃগ আনন্দে বিহারি॥
অপূর্ব্ব তমাল তাল, অশোক কিংশুকজাল,
কুরুবক বদরী রসাল।
পারিজাত ও মন্দার, চম্পক ও কোবিদার,
বেণু বংশ মাধবী পিয়াল॥
পাখী করে কলরব, ফুটে যত পুষ্প সব,
মধুকর তাহাতে গুঞ্জন।
কস্তুরী চমরীচয়, মলয় সুগন্ধ বয়,
শোভা কত না হয় বর্ণন॥
এ হেন ভূধরোপর, নিবাসেন দিগম্বর,
উপনীত ব্রহ্মা দেবগণ।
দেখি গিরি শোভাময়, সকলে মোহিত হয়,
হেরে সবে মেলিয়া নয়ন॥
দুই নদী মনোহর, বহে বারি পুণ্যতর,
নন্দা ও অলকানন্দা নাম।
বিষ্ণু পদরেণু ল'য়ে, গিরিশিরে পদধূয়ে,
পূত করে এই বিশ্বধাম॥
তদুপরি শোভাকর, রহে অলকানগর,
পার্শ্বে তার সৌগন্ধিকা বন।
সেই বনে মহেশ্বর, হরি প্রেমে দিগম্বর,
করে সুখে হরি আরাধন॥
অলকার কিবা শোভা, জগতের মনোলোভা,
কার সাধ্য বর্ণিবারে পারে।
অনন্ত সহস্র মুখে, বর্ণিতে না পারে সুখে,
ত্রিলোকের শোভা তায় হারে॥

পয়ার।

সবে প্রবেশেন সুখে অলকানগর।
কত শাখা করে শোভা হেরে নিরন্তর॥
কত সরোবর কত মণি স্বর্ণাকার।
চন্দ্র সম কত মণি জ্বলে নিরন্তর॥
ব্রহ্মা লয়ে দেবগণ অলকানগরে।
নাহি দেখা পান সেই প্রভু দিগম্বরে॥
সৌগন্ধিক বনে তবে করেন গমন।
প্রবেশিয়া বনে সবে আনন্দিত মন॥
অদূরে দেখেন এক তরু ভয়ঙ্কর।
শতেক যোজন সেই হয় দীর্ঘতর॥
অসংখ্য যোজন শাখা প্রশাখা বিস্তার।
ছায়াতে কৈলাস স্নিগ্ধ হয় নিরন্তর॥
নাম তার হয় বট পশু পক্ষী শূন্য।
দেখিলে জীবের তাহে উপজয়ে পুণ্য॥
যোগ প্রভাময়-তরুমূল দেশে তার।
বসিয়া আছেন হর অন্তক আকার॥

ভীষণ মুরতি বটে তব ক্রোধহীন।
স্নিগ্ধ ভাব এবে যেন দেখায় মলিন ॥
সনকাদি করে স্তব গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
কুবের পূজয়ে সদা দেব মহেশ্বর ॥
ললাটে দীপিছে চন্দ্র শারদ আকাশে।
কিন্তু ম্লান বোধ হয় সতীর বিনাশে ॥
তপস্বীর সম বেশ মহা ব্রতধারী।
সকল ঐশ্বর্য্যময় দেখিতে ভিখারী ॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ সে নারদ সম্মুখে তাঁহার।
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মজ্ঞান বিবিধ প্রকার ॥
ব্রহ্মের মহিমা হর প্রকাশেন সুখে।
তাহাতে ভুলিয়াছেন সতীহীন দুঃখে ॥
অপরূপ ব্রহ্মের বাণী নারদ গোচরে।
একান্তে শুনেন যত মহা সাধুবরে ॥
এ ভাব হেরিয়া হরে কমল আসন।
দেবগণ সহ মিলি বন্দেন চরণ ॥
হইয়াও শ্রেষ্ঠ হর উঠিয়া সত্বর।
ব্রহ্মারে করেন নতি সুখে দিগম্বর ॥
সহসা দেবতা সহ কমল আসন।
উদয় হইল আসি কৈলাস ভবন ॥
আশ্চর্য্য হইয়া যত মুনি সিদ্ধগণ।
সকলে বন্দেন সুখে ব্রহ্মার চরণ ॥
শ্রেষ্ঠ হয়ে নিজে হর নমে প্রজাপতি।
এই হেতু কন ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রতি ॥
প্রকৃতি বিশ্বের যোনী জানি ভগবান।
পুরুষ তাঁহার বীজ জ্ঞানের প্রধান ॥
আপনি হয়েন প্রভু সবার কারণ।
আপনিই বেদে বিধি পরব্রহ্ম জন ॥
আপনি করেন সৃষ্টি পালন সংহার।
আপনিই দেন শিক্ষা যজ্ঞের আচার ॥
আপনিই ব্রত মন্ত্র হন অনুষ্ঠান।
আপনিই ভক্তি মুক্তি স্বর্গের নিদান ॥
এক কথা তব প্রতি মম মহেশ্বর।
অনুগ্রহে শুন দেব হ'য়ে কৃপাপর ॥
মায়াতে জন্মায় বুদ্ধি নানা মায়াপর।
ইহাই হরির লীলা সবার গোচর ॥
সেই মায়ামতে ভিন্ন দেহে যেইজন।
কার্য্য শ্রেষ্ঠ ভাবি করে জ্ঞানের স্পর্দ্ধন ॥
সাধুর উচিত তাকে করিতে মোচন।
অনুচিত হয় দেব তাহার নিধন ॥
কুমতির বশে মুগ্ধ দক্ষ প্রজাপতি।
কেমনে তোমার তত্ত্ব জানিবে দুর্ম্মতি ॥
আপনিই ফলদাতা হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর।
না বুঝি করিল কার্য্য সেই দক্ষবর ॥
আপনারে নাহি জানি নাহি দিল অংশ।
সেই হেতু যজ্ঞ তার করিলেন ধ্বংস ॥
যজ্ঞ সহ প্রজাপতি হইল বিনাশ।
ভগ ভৃগু পুষা আদি দেব অঙ্গ নাশ ॥
সভাতে আছিল যত দেব মুনিগণ।
তব অনুচর সবে করিল পীড়ন ॥
দক্ষ নাশে যজ্ঞ নাশ শুন পশুপতি।
কার্য্যনাশে ধর্ম্মনাশ তাহাতে সম্প্রতি ॥
অতএব কর কৃপা প্রভু মহেশ্বর।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর গিয়া হয়ে যজ্ঞেশ্বর ॥
কৃপা করি দাও দক্ষে তাহার জীবন।
পুষাদেবে দাও দেব তাহার দশন ॥
ভগদেবে দাও নাথ যুগল নয়ন।
ভৃগুর পুনশ্চ হোক শ্মশ্রু সুশোভন ॥
পুনশ্চ হউক যজ্ঞে তব উপাসন।
শেষে যজ্ঞ ভাগ তব হবে নিবেদন ॥
যদি নাহি কৃপা কর নষ্ট ত্রিভুবন।
কর শুহে ত্রিপুরারি কৃপা বরিষণ ॥
করযুড়ি এত কহি কমল আসন।
হইলেন স্থির তবে ল'য়ে দেবগণ ॥
অপরে কি ঘটে তবে শুনহে বিদুর।
শুনিলে সন্দেহ নাশ হইবে প্রচুর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
দক্ষযজ্ঞ ব্রহ্মা স্তবে হইল উদ্ধার ॥

এই কথা যেই শুনে হ'য়ে একমন।
অন্তকালে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভবন॥

ইতি ব্রহ্মাদি শিবারাধনা সমাপ্ত।

অথ দক্ষযজ্ঞ সমাপন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
যেমতে দক্ষের যজ্ঞ হয় সমাপন॥
ব্রহ্মার বচনে তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
ক্রোধ ত্যজি হইলেন প্রসন্ন অন্তর॥
আনন্দে মাতিয়া দেব কহিলেন বাণী।
শুনিয়া সুস্থির হয় দেব ঋষি প্রাণী॥
যা কহিলে ব্রহ্মা তুমি যুক্তিযুক্ত হয়।
যজ্ঞের বিনাশ মোর অভিপ্রায় নয়॥
মায়াবশে বিমোহিত হয় যেইজন।
তাহাদের দণ্ড আমি দিই বিলক্ষণ॥
দক্ষসহ মায়া মুগ্ধ হয় যত জন।
করিলাম মাত্র আমি তাদের শাসন॥
হউক পুনশ্চ যজ্ঞ মম অনুমতি।
ভেদ ভাব হোক্ নাশ দক্ষ প্রজাপতি॥
যাহার যে অঙ্গ ক্ষত হ'য়েছে পীড়নে।
নূতন হউক তাহা আমার বচনে॥
পুষার হউক দন্ত কহিলাম সার।
মিত্র চক্ষু ল'য়ে পুনঃ দেখুক সংসার॥
মুনি জনে যার অঙ্গ হইল বিনাশ।
অশ্বিনীকুমার অঙ্গ তাদের প্রকাশ॥
আগুনে হ'য়েছে ভস্ম প্রজাপতি শির।
ছাগমুণ্ড যুক্ত হোক্ তাহার শরীর॥
ছাগের লইয়া শ্মশ্রু ভৃগু তপোধন।
যোজন করুন শ্মশ্রু আমার কথন॥
সকলেই যজ্ঞ ভাগ করুন গ্রহণ।
অবশেষ ভাগ মোরে কর নিবেদন॥
এত বলি আশুতোষ লয়ে অনুচর।
গমন করেন সেই যজ্ঞের ভিতর॥
যজ্ঞস্থলে গিয়া হর প্রতিজ্ঞার মত।
সকলে সবার অঙ্গ করেন যোজিত॥
ছাগমুণ্ড লাভ করি দক্ষ মহাশয়।
চৈতন্য করেন লাভ করিয়া নিশ্চয়॥
গাত্রোত্থান করি দক্ষ হেরিলেন হর।
শান্তমনে দেখিলেন তনু দিগম্বর॥
সতী দুঃখে দুঃখী সেই দেব মহেশ্বর।
তথাপি হইয়া তুষ্ট দেন সবে বর॥
মহাদেবে হেরি দক্ষ করিল ক্রন্দন।
তনয়ার মুখচন্দ্র হইল স্মরণ॥
ছাগমুণ্ড পেয়ে দক্ষ না সরিল বাণী।
নয়নে চাহিল মাত্র উচাটিত প্রাণী॥
বহুক্ষণ কাঁদি তবে দক্ষ প্রজাপতি।
করযোড়ে মহাদেবে করেন প্রণতি॥
না বুঝি নিন্দিয়া তোমা পাইলাম ফল।
ধন্য ওহে ধর্ম্মরূপ তোমার মঙ্গল॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপে তুমি হও একজন।
এতক্ষণে জানিলাম তাহা বিলক্ষণ॥
অপরাধ করি হেন হয়ে হীনমতি।
করিলাম আমি হেন পাপ কর্ম্মে মতি॥
দয়াল বলিয়া তুমি করি দয়া দান।
উদ্ধারিলে অধমেরে দিয়া দেহে প্রাণ॥
আশুতোষ নাম তব হইল সফল।
আর কি বলিব তোমা নাহি মম বল॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব সকলের সার।
করিলাম প্রাণ ভরি পদে নমস্কার॥
হেনমতে দক্ষ করি গিরিশে স্তবন।
আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ পুনঃ করে আরম্ভন॥
পুরোহিত হরিনামে দিলেন আহুতি।
আসিলেন ত্বরা তথা গোলোকের পতি॥
দশদিক উজ্জলিয়া গরুড় বাহন।
আসিলেন বিষ্ণুরূপে প্রভু নারায়ণ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নানা অস্ত্রধারী।
ভক্তের পূরাতে আশ সর্ব্বত্র বিহারী॥

বক্ষস্থলে বনমালা লক্ষ্মী বামে বসি।
মন্দ মন্দ হাসি মুখ পূর্ণিমার শশী॥
বিষ্ণুরে হেরিয়া সবে করিয়া উত্থান।
কায়মনে পাদ্য অর্ঘ্য করে সবে দান॥
রূপে উজলিল সব যজ্ঞের আগার।
প্রণাম সকলে করে পদে বার বার॥
যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ অগ্রে লয়ে পূজাচার।
বিষ্ণুর সমীপে যান প্রশান্ত আচার॥
শান্তরূপে ভুলি দক্ষ কহেন বচন।
আপনাতে সিদ্ধি স্থিতি আপনি কারণ॥
চিন্ময় আপন রূপ একই আকার।
গুণাতীত হ'য়ে দেব করেন বিহার॥
মায়াতে অশুদ্ধ শুদ্ধ তুমি স্বরূপেতে।
কি বুঝিব তব লীলা প্রণাম পদেতে॥
এত বলি দক্ষ পূজি হরির চরণ।
যথাস্থানে করিলেন আসন গ্রহণ॥
পুরোহিত পরে উঠি লয়ে পূজাচার।
মুখে হরি হরি ধ্বনি প্রশান্ত আকার॥
হরির হেরিয়া রূপ সুস্থ সবে হয়।
আপনার মনোগত বাণী প্রকাশয়॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব সবার কারণ।
অভয় মোদের দাও হে মধুসূদন॥
নন্দীর শাপেতে বুদ্ধি কর্ম্মে হয় রত।
না পারি জানিতে তোমা পূজি অবিরত॥
কৃপা করি আমাদের হেন দাও বর।
পরিশুদ্ধ হোক এবে মোদের অন্তর॥
কর্ম্মেতে যাহাতে পাই তোমার চরণ।
দাও দীনে হেন বর দেব নারায়ণ॥
এত বলি স্থির হন পূজিয়া চরণ।
হরিরে পূজিতে পরে যায় সভাজন॥
মনোমত পূজা লয়ে যত সভাজন।
কহিল হরির কাছে মনের বচন॥
তুমি হরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সবার আশ্রয়।
কিবা সাধ্য তব মূর্ত্তি দেখিবে হৃদয়॥
ক্লেশাগার এ সংসার নির্গম নিশ্চয়।
কৃষ্ণসর্প রূপে সম তাহাতেই রয়॥
সুখ দুঃখ কালে কালে তাহাতে প্রকাশ।
মায়া মরীচিকা নাথ তাহাতে বিকাশ॥
শোকরূপ দারাগুণ দহে নিরন্তর।
কামবাণ মহাপীড়া তাহাতে গোচর॥
এ হেন সংসারে জীব লভিয়া জনম।
কেমনে পাইব তব যুগল চরণ॥
কৃপা করি দয়াময় করহ উপায়।
সংসারের মায়া নাশ জীবে যাহা পায়॥
এত কহি স্থির হন যত সভাজন।
হরিপূজা লাগি রুদ্র করেন গমন॥
করযোড়ে হর কন শ্রীহরির প্রতি।
বরদ তোমার নাম বৈকুণ্ঠের পতি॥
চতুর্ব্বর্গ ফল মাত্র যুগল চরণ।
যার লাগি মুনি করে তপ আচরণ॥
এত জানি আমি দেব চরণেতে ব্রতী।
উন্মত্ত ভাবেতে মগ্ন রাখিয়াছি মতি॥
অজ্ঞ লোক নাহি বুঝে আমার অন্তর।
সদর্পে সর্ব্বদা বলে হীনাচার হর॥
তাহাতে হয় না যেন ক্রোধের উদয়।
কর দেব এই কৃপা আমাতে নিশ্চয়॥
এত বলি হরি পূজি স্তব্ধ হন হর।
অপরে করেন পূজা ঋষি ভৃগুবর॥
কহিব কি নাহি জানি কহিতে বচন।
মায়া ল'য়ে লীলা তুমি কর নারায়ণ॥
যেই মায়াময়ে তত্ত্ব জ্ঞানের বিনাশ।
তাহাতেই নাহি পাই তোমার প্রকাশ॥
যাহাতে নিরস্ত মায়া হই নারায়ণ।
বর দাও যেন তোমা পাই দরশন॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্ব্বধাম।
করিলাম কায়মনে চরণে প্রণাম॥
এত বলি ভৃগু তবে হইলেন স্থির।
শ্রীহরির পদ ব্রহ্মা স্তবেন গভীর॥

ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুমি নারায়ণ।
ইন্দ্রিয়ে না হয় কভু তব দরশন ॥
ইন্দ্রিয়েতে লভে মাত্র বস্তু মায়াময়।
মায়ার অতীত তুমি হও সর্ব্বময় ॥
জ্ঞানের আশ্রম তুমি করিতেছ দান।
পদার্থ ইন্দ্রিয় মাত্র তোমার প্রদান ॥
হেন বোধ যবে হবে মুক্ত জীবগণ।
নচেৎ কেমনে হবে তব দরশন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হলেন সুস্থির।
তবে পূজা লাগি ইন্দ্র হয়েন বাহির ॥
অচ্যুত তোমার নাম তুমি নারায়ণ।
জ্ঞাননেত্রে মাত্রে পায় তব দরশন ॥
বিশ্বের কারণ তুমি বিশ্ব দৃষ্টিময়।
মন ও নয়ন তবে হয় রূপময় ॥
আনন্দ রূপেতে তুমি সদা বর্ত্তমান।
অসুর বিনাশে হস্ত তোমাতে প্রমাণ ॥
হীরকে খচিত অলঙ্কার বিদ্যমান।
তাহাতে শোভিত অস্ত্র অতি খরশান ॥
কে বুঝিবে তব মায়া মায়ার ঈশ্বর।
কহিনু প্রণাম হয়ে একান্ত অন্তর ॥
ক্রমে বিষ্ণু পূজা করি যত দেবগণ।
লইলেন একে একে আপন আসন ॥
তবে উঠিলেন যত মুনিপত্নীগণ।
সুগন্ধি সুমাল্য হাতে রূপেতে তপন ॥
মনোমত পূজি সবে বিষ্ণুর চরণে।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচনে ॥
পদ্মনাভ তব নাম তুমি যজ্ঞময়।
তব পূজা লাগি যজ্ঞ ব্রহ্ম সৃষ্টি হয় ॥
সেই যজ্ঞ আশুতোষ করিলা বিনাশ।
দক্ষের উপরে করি কোপের প্রকাশ ॥
কর কৃপা তুমি দেব মেলিয়া নয়ন।
হউক পুনশ্চ যেন যজ্ঞ সমাপন ॥
এত কহি প্রণমিয়া সকলে চলিল।
অপরে যতেক ঋষি ক্রমেতে উঠিল ॥
দেখিতে পরম শান্ত উগ্র তপোময়।
করযোড়ে বিষ্ণু প্রতি বচন কহয় ॥
অদ্ভুত চরিত্র তব কহনে না যায়।
বিজ্ঞানে নাহিক স্থির করিল তাহায় ॥
আপনিই কর কার্য্য কিন্তু সঙ্গহীন।
তোমায় অকর্ম্মী বলে কোন বা প্রবীণ ॥
যে লক্ষ্মীর লাগি জীব করিছে সাধন।
সে লক্ষ্মী সেবে প্রভু তোমার চরণ ॥
তথাপি আসক্ত তাহে নও নারায়ণ।
ইহাপেক্ষা অসঙ্গের কি উদাহরণ ॥
এত কহি স্তব্ধ হন যত ঋষিগণ।
পূজার্থে উঠেন তবে যত সিদ্ধগণ ॥
করযোড়ে কহে তবে নারায়ণ প্রতি।
হোক প্রভু তব প্রতি আমাদের মতি ॥
মনরূপী হস্তী ছিল দুর্গম কাননে।
পাইল সে নানা ক্লেশ দাবাগ্নি দহনে ॥
তব কথামৃত নদী প্রবাহে যথায়।
সেই স্থানে যেন হস্তী শান্ত হ'তে পায় ॥
অতি শান্তময় নদী অমৃতের সার।
যাতনা বিনষ্ট মাত্র ডুবিলে তাহার ॥
যাতনার বিলয়ে হয় ব্রহ্মের মিলন।
কি সাধ্য হে তায় ফেলে মত্তহস্তী মন ॥
যা কর তা কর প্রভু দাও কৃপাভার।
পাই যেন ব্রহ্মানন্দ প্রচুর অপার ॥
এত কহি সিদ্ধগণ হইলেন স্থির।
পূজিতে হরিরে হন প্রসূতী বাহির ॥
মনুর কুমারী হয় প্রসূতী সুন্দরী।
দক্ষ প্রিয়তমা পত্নী ধনের ঈশ্বরী ॥
যথাবিধি করি পূজা বিভুর চরণ।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥
নাম তব শ্রীনিবাস করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর সমান ভাব আমা সবাকার ॥
এই কৃপা কর প্রভু আমাদের প্রতি।
সদা যেন তব প্রতি রহে মম মতি ॥

তুমি বিনা যজ্ঞ হয় দেহ শূন্য শির।
তব আগমনে যজ্ঞ প্রফুল্ল শরীর ॥
হেন যজ্ঞে হইয়াছে তব আগমন।
শান্তি যেন পায় মম সতীহারা-মন ॥
এতেক বলিয়া সতী করিয়া ক্রন্দন।
অতঃপর ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবঋষি জন।
লোকপাল বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণ ॥
যত জন দক্ষযজ্ঞে ছিল উপস্থিত।
সকলে করিল জপ যেমন বিহিত ॥
অপূর্ব্ব এ কথা তবে শুনহ বিদুর।
শুনিলে প্রেমের ভাব পাইবে প্রচুর ॥
এ দিকে সে দক্ষ বীর লয়ে অনুমতি।
অশক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্ব যজ্ঞ প্রতি ॥
যজ্ঞ কার্য্য সমাপিয়া এক চিত্ত হয়ে।
বিষ্ণুরে করেন দান প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
যজ্ঞ ভাগ ল'য়ে বিষ্ণু হরিষ অন্তরে।
কহিলেন দক্ষ প্রতি সুমধুর স্বরে ॥
বড় প্রীত হইলাম ব্রহ্মার তনয়।
উপযুক্ত এই যজ্ঞ প্রত্যর্পণ হয় ॥
শুন কিছু উপদেশ করিব যে দান।
বুঝিলে পাইবে মুক্তি তব দগ্ধ প্রাণ ॥
জগৎ কারণ আমি আত্মা ও ঈশ্বর।
ভেদশূন্য সাক্ষীরূপে সর্ব্বত্র গোচর ॥
আমি ব্রহ্মা আমি শিব নাহি অন্যজন।
আমিই মায়াতে করি বিশ্বের সৃজন ॥
এই বিশ্ব ধ্বংস সৃষ্টি করিতে পালন।
গুণ ভেদে তিন নাম করিহে গ্রহণ ॥
অদ্বিতীয় আমি আত্মা পরব্রহ্ম জ্ঞান।
অভেদ জানিলে মুক্ত হয় মুগ্ধ প্রাণ ॥
ভেদ দৃষ্টি করে যত জ্ঞানহীন জন।
সেই হেতু কর্ম্ম তার হয় বিনাশন ॥
যেই করে আমা ভব উভে সম জ্ঞান।
সেই পায় শান্তি লাভ সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥

অতএব হেন বুঝি করিয়া যতন।
তাহাতে পাইবে মম অভেদ দর্শন ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া শ্রীমধুসূদন।
গরুড় বাহনে করে স্বস্থানে গমন ॥
বিষ্ণুরে বিদায় দিয়া দক্ষ মহাশয়।
মায়া বিনাশনে সব এক দৃষ্ট হয় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করিয়া পূজন।
দিলেন যজ্ঞের ভাগ যাঁহার যেমন ॥
অবশেষে মহাদেবে দেব প্রজাপতি।
দিলেন তাঁহার ভাগ হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
দ্বিজ আদি আর যত ছিল সভাজন।
সকলে করেন দক্ষ ক্রমেতে পূজন ॥
এমতে পাইয়া সবে পরম সান্ত্বন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন ॥
এমতে হইল দক্ষ-যজ্ঞ সমাপন।
অজশির মাত্র পান ব্রহ্মার নন্দন ॥
আরো শুনহ তবে বিদুর মহাভাগ।
কিবা করিলেন সতী করি দেহত্যাগ ॥
যজ্ঞে দেহ ত্যজি সতী গিয়া হিমালয়।
ধার্ম্মিক হেরিয়া তাঁরে করেন আশ্রয় ॥
আছিল মেনকা নামে কামিনী তাঁহার।
তাঁর গর্ভে সতী পান নূতন আকার ॥
জন্মিয়া তথায় সতী পাইয়া যৌবন।
পুনঃ করিলেন হরে পতিত্বে বরণ ॥
অতি অপরূপ এই যজ্ঞ নাশ বাণী।
বুঝিলে বিষ্ণুর কৃপা পায় কত প্রাণী ॥
বৃহস্পতি প্রিয় শিষ্য উদ্ধব সুজন।
করিলাম তাঁর কাছে এ কথা শ্রবণ ॥
যেই শুনে এই কথা হ'য়ে অবহিত।
নিশ্চয় উপজে জ্ঞান কহিনু নিশ্চিত ॥
অপরে শুনহ তবে বিদুর সুজন।
যেমতে অধর্ম্ম হয় বিশ্বে প্রকাশন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপাচার ॥

অধর্ম্মেই পুণ্য নাশ কহে সর্ব্বজন।
অধর্ম্মের বংশ এবে করিব কীর্ত্তন॥

ইতি যজ্ঞ সমাপন সমাপ্ত।

অথ অধর্ম্মের বংশ বিবরণ।

সূত কহে শুন শুন শৌনকাদিগণ।
অপরূপ ভাগবতে শুকের বচন॥
শুক কহিলেন তবে পরীক্ষিৎ প্রতি।
শুনহ মৈত্রেয় বাণী পাণ্ডব-সন্ততি॥
কহিলেন মৈত্র তবে বিদুরে সম্ভাষি।
শুন অধর্ম্মের বংশ কহিব প্রকাশি॥
বহুল হইল সেই ব্রহ্মার নন্দন।
কর্দ্দম ও দক্ষ আর মনু মহাজন॥
একে একে ইহাদের বংশের বিস্তার।
প্রকাশ করিনু তোমা করিয়া বিচার॥
সনকাদি করি আর ব্রহ্মার কুমার।
না হইল গৃহী তাঁরা যোগীর আকার॥
নারদ ও ঋভু হংস অরুণি ও যতি।
ইহারাও ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মার সন্ততি॥
আর এক হয় বৎস ব্রহ্মার তনয়।
অধর্ম্ম তাঁহার নাম ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥
অধর্ম্ম করিল বিভা মিথ্যা নামে নারী।
কহিব তাহার বংশ এক্ষণে বিস্তারি॥
দম্ভ নামে এক পুত্র হইল তাহার।
মায়া নামে এক কন্যা পরেতে প্রচার॥
উভয়ে হইল বিভা উভয়ের সনে।
পাইল উভয়ে দুই পুত্র কন্যা ধনে॥
নিঋতি নামেতে ছিল এক মহাজন।
মায়া দম্ভে সেই জন করেন পালন॥
লোভ নামে পুত্র আর শঠতা কুমারী।
পাইল দম্ভের যোগে মায়া তার নারী॥
লোভ ও শঠতা উভে হয় পরিচয়।
ক্রোধ হিংসা নামে পুত্র কন্যা তাহে হয়।
উহাদের সহযোগে জন্মিল কুমার।
কলিই তাহার নাম জগতে প্রচার॥
দুরুক্তি নামেতে কন্যা হিংসার হইল।
কলি সহোদরা ভগ্নী বিবাহ করিল॥
কলি ও দুরুক্তি হ'তে জন্মায় সন্তান।
ভীতি কন্যা পুত্র মৃত্যু শাস্ত্রের প্রমাণ॥
উভয়ের সহযোগে জন্মিল সন্তান।
নরক নামেতে পুত্র অতি তেজবান॥
যাতনা নামেতে কন্যা পরেতে জন্মায়।
নরক করিল বিভা সুখেতে তাহায়॥
এমতে হইল এই বংশের বিস্তার।
প্রলয়ের হেতু বলি করিয়া বিচার॥
অধর্ম্ম না ত্যজে জীবে পুণ্য নাহি হয়।
পুণ্যের কারণ উহা জানিবে নিশ্চয়॥
সেই হেতু এ বংশ করিলে শ্রবণ।
আত্ম মল দূর হয় লভে পুণ্য ধন॥
অপরে শুনহ বৎস করিব বর্ণন।
মনুর পুত্রের বংশ পুণ্যের কথন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার॥

ইতি অধর্ম্ম বংশ সমাপ্ত।

অথ ধ্রুব ও নারদ সংবাদ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
অপরূপ সাধু কথা ধ্রুব বিবরণ॥
ব্রহ্মার তনয় মনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন।
আছিল তাঁহার বৎস যুগল নন্দন॥
প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ হন উত্তান কনিষ্ঠ।
উভয়েই ত্রিজগতে গুণের গরিষ্ঠ॥
উভয়ে হইয়া রাজা করেন শাসন।
একছত্ররূপে করে মেদিনী পালন॥
অতি উগ্রতেজা রাজা অতি বলবান।
দেখিতে সুন্দর অতি নীতিতে বিদ্বান॥

উত্তানপাদের ছিল পত্নী দুইজন।
সুরুচি সুনীতি নাম বিখ্যাত ভুবন॥
সুরুচি কনিষ্ঠা হয় রাজার প্রেয়সী।
সুনীতি অপ্রিয়া হন প্রধানা মহিষী॥
উভয়ের দুই পুত্র জন্মিল উভয়ে।
সম রূপ গুণবান মণ্ডিত বিনয়ে॥
সুরুচির প্রিয় লাগি যত্ন নরবর।
সেই লাগি যত্ন তার তনয় উপর॥
উত্তম তনয় তার রাজার কুমার।
সুনীতির পুত্র ধ্রুব অপ্রিয় রাজার॥
অতীব বালক উভে রাজার কুমার।
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান এক ব্যবহার॥
একদা উভয়ে গেল নিকটে পিতার।
করেন উত্তমে পিতা যত্ন ব্যবহার॥
অঙ্কেতে লয়েন তারে করিয়া যতন।
ঘন ঘন মুখে তারে করেন চুম্বন॥
সম্মুখে আছিল ধ্রুব অতি শিশুমতি।
উঠিতে পিতার কোলে ধায় শীঘ্রগতি॥
সুরুচি দেখিয়া তাহা করে নিবারণ।
রাজাও না নিল কোলে না কহে বচন॥
একেতো সপত্নী হয় সুরুচি সুন্দরী।
হিংসাতে পরিপূর্ণ সুখ সহচরী॥
ধ্রুবের প্রয়াস দেখি হাসিয়া তখন।
কহিতে লাগিল তাহে নানা কুবচন॥
আমার তনয় নও রাজার তনয়।
কি লাগিয়া রাজ-কোল তব ইচ্ছা হয়॥
আমি হই প্রিয়তমা মহিষী রাজার।
আদর করেন রাজা তনয় আমার॥
কোন ভাগ্যে পাবে তুমি রাজার আদর।
সপত্নীর পুত্র হ'য়ে আস্পর্দ্ধা বিস্তর॥
যদি ইচ্ছা কর ধ্রুব রাজ সিংহাসন।
অথবা রাজার কোল করহ কামন॥
যাও বনে কর তথা হরি উপাসন।
যাহাতে আমার গর্ভে হবে উৎপাদন॥
নচেৎ কি সাধ্য তুমি পাবে রাজ্যভার।
ছাড়ি আশা চলি যাও কহিনু বিস্তার॥
বিমাতার কথা শুনি ধ্রুব শিশুমতি।
হৃদয়ে পায়েন ব্যথা দুঃখে মগ্ন অতি॥
ত্বরায় গেলেন নিজ জননী সদন।
হাসিমুখে কালিমাখা বিষণ্ণ বদন॥
অভিমানে ক্ষুণ্ণ মন অধর কম্পন।
অশ্রু স্রোতে ধৌত বক্ষ আরক্ত নয়ন॥
তনয়ে হেরিয়া তবে সুনীতি সুন্দরী।
লইলেন নিজ বক্ষে অতি ত্বরা করি॥
চুম্বিতে যাইয়া নিজ পুত্রের বদন।
বিষাদিত তনয়েরে করে নিরীক্ষণ॥
তনয়ে জিজ্ঞাসে তবে দুঃখ কি কারণ।
কহিলেন ধ্রুব মায়ে পূর্ব্বের ঘটন॥
সপত্নীর কথা শুনি সুনীতি সুন্দরী।
বিষাদে হয়েন মগ্না ভাগ্য দুঃখ স্মরি॥
নয়নে বহিল ধারা ঘন বহে শ্বাস।
কহিলেন পুত্রে তবে অতি গূঢ় ভাষ॥
ত্যজ দুঃখ বাপ তুমি কি দোষ তোমার।
ভাগ্যদোষে জন্মিয়াছ গর্ভেতে আমার॥
রাজার মহিষী আমি তুমিও কুমার।
আমাদের এত দুঃখ লীলা বিধাতার॥
কর বাছা শ্রীহরির চরণ পূজন।
পাইবে সুখেতে পরে যাহাতে জনম॥
সুরুচি সমান গর্ভে হইবে উদয়।
করিবে শ্রীহরি তোমা রাজা মহাশয়॥
কমল নয়ন যিনি ভকত বৎসল।
পূজিলে তাঁহারে লাভ হয় সর্ব্বফল॥
ব্রহ্মা লক্ষ্মী আদি পূজে যাঁহার চরণ।
কর পূজা তুমি বাপ সেই নারায়ণ॥
ঘুচিবে তোমার দুঃখ হবে নরপতি।
ত্যজ দুঃখ হ'য়ে বাপ দুঃখিনী সন্ততি॥
মাতার বচন শুনি সে ধ্রুব কুমার।
বসন ভূষণ ত্যজি ধরেন বিকার॥

নারায়ণে হেন গুণ করিয়া শ্রবণ।
হরি লাগি ত্যজিলেন রাজগৃহ ধন ॥
পুত্র লাগি মাতা তার করিল ক্রন্দন।
কেহ করিবারে নারে ধ্রুব আনয়ন ॥
এদিকে নারদ ঋষি নারায়ণ পর।
বীণা যন্ত্রে গায় মাত্র হরি লীলা স্বর ॥
ধ্রুবের বৈরাগ্য হেরি হ'য়ে চমকিত।
আসেন সমীপে তার বীণার সহিত ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঋষি কহেন বচন।
কোথা যাও ত্যজি বাছা নিজ গৃহ ধন ॥
বয়স শৈশব তব কিবা অভিমান।
কিসে অপমান তব কিসে বা সম্মান ॥
সুখ দুঃখ বিমণ্ডিত এ হেন সংসার।
অসন্তোষ নহে তাহে উচিত ব্যাভার ॥
যার লাগি করিয়াছ বৈরাগ্য ধারণ।
অসাধ্য সে বস্তু বৎস করিতে সাধন ॥
তীব্রযোগে দেখে যাঁরে মহামুনিগণে।
শিশু হ'য়ে তাঁর দেখা পাইবে কেমনে।
বয়স বাড়ুক আগে করিও সাধন।
অধুনা নারিবে তাঁহে করিতে দর্শন ॥
সুখ দুঃখ ফলাফল হয় এ সংসারে।
বিধির ঘটনা ইহা ঘটে যাহা পরে ॥
যেই ব্যক্তি পারে উভে করিতে সহন।
অবশ্য সে পায় হস্তে মহামুক্তি ধন ॥
ত্যজ হেন মহা আশা নৃপতি কুমার।
শুনহ উচিত বৎস বচন আমার ॥
থাকিয়া সংসারে সাধ শ্রেয়ঃ আপনার।
অভিমান ত্যাগ কর রাজার কুমার ॥
দীনজনে কর দয়া গুরুজনে মান।
সুখে দুঃখে মুগ্ধ সবে থাকিবে সমান ॥
সমানের সহযোগে করিবে মিতালি।
আনন্দে রাখিবে মনে সেই বনমালী ॥
এইমতে এ সংসার করি সমাপন।
বার্দ্ধক্য বয়স যবে হবে আগমন ॥
তখন হইও বৎস বিরক্তি বিষয়ে।
তপস্যা করিও তবে একচিত্ত হ'য়ে ॥
এত কহি হইলেন নারদ সুস্থির।
বলিলেন ধ্রুব তবে বচন গভীর ॥
যা কহিলে সত্য তুমি ঋষি মহাশয়।
সর্ব্বজ্ঞ জগতে তুমি ব্রহ্মার তনয় ॥
বিমাতার বাক্যবাণে দহিতেছে প্রাণ।
সে হেতু সংসারে মম এত অভিমান ॥
বয়সে বালক আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়।
নাহি পারি সহিবারে নিন্দা পরকীয় ॥
সে হেতু সঙ্কল্প মোর হয় অতিশয়।
ত্যজিব এ মায়াময় সংসার নিশ্চয় ॥
পার্থিব রাজত্ব গর্ব্বী জনক আমার।
না করিলে দুঃখী ভাবি ভাল ব্যবহার ॥
পিতা পিতামহ যাহা না পায় কখন।
লইতে আমার ইচ্ছা সে হেন রতন ॥
নাহি চাই রাজ্য ধন না চাই বৈভব।
হরির চরণ দু'টি সদা নেহারিব ॥
আপনি হরির দাস দিন উপদেশ।
কেমনে সে ধনে মোর হইবে আবেশ ॥
বড় দুঃখী আমি প্রভু সংসার তাড়নে।
দয়া কর মোরে ঋষি এ ভিক্ষা চরণে ॥
এত কহি ধ্রুব হন বিনম্র বদন।
যোড়করে বন্দিলেন ঋষির চরণ ॥
হরিপ্রেমে সদা মত্ত নারদ সুমতি।
আশ্চর্য্য হয়েন শুনি ধ্রুবের ভারতী ॥
আশীর্ব্বাদ করি তাঁহে তুলি দুই কর।
কহিলেন সাধনের বচন বিস্তর ॥
যেরূপে কহিল বৎস জননী তোমার।
সেই বাসুদেব হন প্রভু সবাকার ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁহার কিঙ্কর।
তাঁহারে পূজিলে লাভ হইবে সত্বর ॥
যেইজন সেই আশে পূজয়ে তাঁহারে।
ভক্তের পূরান বাঞ্ছা হরি অকাতরে ॥

কেমনে সাধন তাঁর করিবারে হয়।
শুনহ কুমার তোমা কহিব নিশ্চয় ॥
কালিন্দী নদীর তটে রম্য উপবন।
নাম খ্যাত চরাচরে পুণ্য মধুবন ॥
সেই বনে বনমালী করেন বিহার।
তথায় পূজিলে দেখা পাইবে তাঁহার ॥
কালিন্দীর পুণ্য জলে করি অগ্রে স্নান।
প্রাণায়ামে পরে রুদ্ধ ক'রো নিজ প্রাণ ॥
মধুবনে বসো বাছা করিয়া আসন।
ক্রমেতে ইন্দ্রিয় তাহে হবে নিরসন ॥
ইন্দ্রিয় হইলে শুদ্ধ শুদ্ধ হবে মন।
ভেবো এক মনে বাছা শ্রীহরি চরণ ॥
তখন দেখিবে বৎস মদনমোহন।
কিবা সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি নলিন নয়ন ॥
খগচঞ্চু জিনি নাশা ভুরু মনোহর।
চরণ রাতুল রক্ত যুগ্ম ওষ্ঠাধর ॥
ভক্তের আশ্রয় সেই করুণা-সাগর।
নবীন নীরদ সম বর্ণ শোভাকর ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে কিবা মনোহর ॥
মনোহর চূড়া শিরে সুপীত বসন।
বনমাল্য গলে দোলে কমল চরণ ॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখ মুরলী শ্রীকরে।
তাহার বদনে এই বিশ্ব মুগ্ধ করে ॥
হেনরূপে হেরি সেই দেব নারায়ণ।
এক এক অঙ্গ তাঁর করি নিরীক্ষণ ॥
চিন্তিয়া করিবে পূজা শান্ত করি মন।
পূজিবারে মন্ত্র শুন রাজার নন্দন ॥
প্রণবের পরে রেখো "নমো ভগবতে"।
বচন "বাসুদেবায়" রাখিবে পরেতে ॥
দ্বাদশ অক্ষরী মন্ত্র ইহারে কহয়ে।
উচ্চারণে সর্ব্বসিদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
ঐ মন্ত্র লয়ে করে নানা ফল জল।
তুলসীর ভূষণ বস্ত্র নানাবিধ ফল ॥
করিবে প্রতিমা পূজা করিয়া কামনা।
তাহাতে ভক্তের হবে মনের সান্ত্বনা ॥
এইরূপে ক্রমে সিদ্ধি হইলে সাধনা।
হইবে ক্রমেতে সিদ্ধ যত ভক্তজনা ॥
ইহাতে পাইবে সিদ্ধি নহে মুক্তিধন।
ইন্দ্রিয় বিনাশে পাবে সে হেন রতন ॥
বলিলাম মুক্তি প্রেম দুই উপদেশ।
বুঝিয়া করিও বাছা সাধন আবেশ ॥
এত কহি ঋষিবর হইলেন স্থির।
হেন উপদেশে মুগ্ধ হন ধ্রুব বীর ॥
ঋষিরে পূজিয়া ধ্রুব করেন গমন।
অপরূপ সাধনের সে মধু কানন ॥
নারদ আনন্দে দিয়া কুমারে বিদায়।
রাজার প্রাসাদে যান দেখিতে রাজায় ॥
অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী শুনহ বিদুর।
ধ্রুবের চরিত্র পরে বলিব প্রচুর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে অবশ্য নষ্ট হবে পাপভার ॥

ইতি ধ্রুব ও নারদ সংবাদ সমাপ্ত।

অথ উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
অপরূপ এই বাণী ধ্রুব বিবরণ ॥
কুমারে বিদায় দিয়া নারদ সুজন।
রাজার সমীপে সুখে করেন গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বর।
নমস্কার করি স্তুতি করিল বিস্তর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে দিলেন আসন।
তৎপরে জিজ্ঞাসে মৃদু মধুর বচন ॥
কহিয়া কুশল ঋষি হেরেন রাজায়।
হইয়াছে শুষ্ক মুখ তাঁর ভাবনায় ॥
রাজারে বিষণ্ণ হেরি তবে ঋষিবর।
জিজ্ঞাসেন নরবরে করিতে গোচর ॥

কি চিন্তা করহ রাজা কেন বিষাদিত।
মনুর সন্ততি তুমি কি জন্য চিন্তিত॥
ধর্ম্ম অর্থ কিবা কাম কি নাই তোমার।
কোন দুঃখে তুমি ধর বিষণ্ণ আকার॥
শুনিয়া মুনির প্রশ্ন কহেন রাজন।
ঋষিরে মনের ভাব না করি গোপন॥
কহিব কি দেবঋষি বুক ফেটে যায়।
পুত্র শোকে শেল বাজে আমার হিয়ায়॥
শুনিয়া পত্নীর বাণী হ'য়ে কামাতুর।
অবহেলা করিলাম শিশু পুত্রবর॥
পুত্র সহ মহিষীরে করি নির্ব্বাসন।
এ সব দুঃখেতে মম সকাতর মন॥
অতি শিশু ধ্রুব সেই রাজার কুমার।
কেমনে বিজন বনে করিছে বিহার॥
রাজার নন্দিনী প্রিয়া মহিষী আমার।
কোন আশে নিজ প্রাণ রাখিবেন আর॥
সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র জন্তু রহে কত বনে।
সংহার করিবে উভে এই লয় মনে॥
নারীর শুনিয়া কথা কি কাজ করিনু।
বিনাদোষে পুত্র সহ মহিষী ত্যজিনু॥
সুকুমারমতি পুত্র পঞ্চম বরষ।
মুখে মৃদু মৃদু হাস সতত হরষ॥
ক'রেছিল ইচ্ছা মোর অঙ্ক আরোহণে।
সপত্নীর বাক্যে ত্যজি তারে কুবচনে॥
না করি আদর সহ জননী তাহার।
পাঠালাম বনবাসে করি অবিচার॥
অন্তরে এক্ষণে মোর শোকের উদয়।
সেই হেতু বিষাদিত দেখ মহাশয়॥
কি নিষ্ঠুর আমি ঋষি বলিতে না পারি।
বিনাদোষে পুত্র নারী করিনু ভিখারী॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলে তনয়।
কি দিয়া জননী শান্ত করিবে তাহায়॥
কুশাঙ্কুর কণ্টকেতে আচ্ছন্ন যে বন।
কেমনে সে বনে তারা করিবে ভ্রমণ॥
কোথায় আহার পাবে কোথা পাবে জল।
পথ শ্রান্তি দূরিবারে কোথা পাবে স্থল॥
কি কাজ করিনু আমি হইয়া রাক্ষস।
ঘটিবে ভুবনে মোর ইথে অপযশ॥
কাঙ্গালিনী বেশে প্রিয়া লইয়া কুমার।
কাঁদেন অরণ্যে বসি করি হাহাকার॥
ভাবিতে আমার প্রাণ হয় সকাতর।
অবিচার করি পাপ করিনু বিস্তর॥
রাজার কাতর শুনি তবে ঋষিবর।
করিলেন তাঁরে শান্ত বুঝায়ে বিস্তর॥
ধ্রুব তব মহাপুত্র করি মহা আশ।
অন্তরে পূজেন সদা সেই শ্রীনিবাস॥
না ভাব রাজন তুমি তাহার কারণ।
রক্ষিবেন ধ্রুবে সেই প্রভু নারায়ণ॥
কি ছার করিছ রাজ্য পার্থিব কারণ।
ধ্রুব নাহি চায় রাজা তব রাজ্যধন॥
যে ধন নারিবে তুমি দেখিতে কখন।
অবহেলে পাবে ধ্রুব সে হেন রতন॥
এত বলি ঋষি তবে বীণা ল'য়ে করে।
গমন করেন অন্য ভুবন ভিতরে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার॥

ইতি নারদের কথোপকথন সমাপ্ত।

অথ ধ্রুবের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ধ্রুবের তপস্যা কথা অমৃত নিঃস্বন॥
নারদের উপদেশে ধ্রুব সুকুমার।
মধুবন উদ্দেশেতে হন আগুসার॥
কত বন কত নদী কত বা নগর।
এড়িয়া পায়েন ধ্রুব রম্য সরোবর॥
কালিন্দী তাহার নাম পবিত্র সে নীর।
কদম্ব তরুতে শোভে মনোহর তীর॥

কালিন্দীর তীরে শোভে রম্য বৃন্দাবন।
তথায় সতত রহে কৃষ্ণের চরণ॥
কালিন্দী নেহারি ধ্রুব প্রেমেতে আকুল।
নয়নে বহিল ধারা হৃদয় ব্যাকুল॥
কালিন্দীর কালো জলে বায়ুর হিল্লোল।
লাগিয়া তুলিছে যেন মধুর কল্লোল॥
কল্লোলে ছুটিছে বাণী আয় পাপী পায়।
আমাতে করিয়া স্নান ভজ যদুরায়॥
ধ্রুবের মনেও তাহা হইল উদয়।
সত্বরে কালিন্দী নীরে ডুবায় হৃদয়॥
স্নান করি শোক মোহ করিয়া ত্যজন।
প্রবেশেন শিশু ধ্রুব মধু বৃন্দাবন॥
আছিল কদম্ব বৃক্ষ বৃন্দাবন মাঝে।
ছয় ঋতু সমভাবে নবফুলে সাজে॥
অতি মনোহর বৃক্ষ সদা পুষ্পময়।
উচ্চতায় মেঘ চুম্বে শাখা পত্রময়॥
পুষ্পের সৌরভে মত্ত যতেক ভ্রমর।
কোকিল কুহরে তাহে গুঞ্জে মধুকর॥
ময়ূর করিছে নৃত্য শাখা'পরে বসি।
অগণ্য প্রফুল্ল ফুল যেন বহু শশী॥
সেই তরুতলে ধ্রুব করিয়া গমন।
ভাবিলেন হৃদয়েতে শ্রীমধুসূদন॥
অসাধ্য সাধন যোগ করিয়া আশ্রয়।
বসিলেন তরুমূলে ধ্রুব মহাশয়॥
বয়সে বালক ধ্রুব জ্ঞানেতে প্রবীণ।
আরম্ভেন ক্রমে ক্রমে সাধনা নবীন॥
অন্তরে সতত জাগে কৃষ্ণ দরশন।
নাহি কষ্ট কিছু মনে যোগে দিল মন॥
যে দেহ কোমল অতি অলঙ্কারময়।
রাজার কুমার বলি সদা যত্ন হয়॥
সেই দেহ ধরিলেক কৃষ্ণ চীরবাস।
অঙ্গেতে তাহার মলা হইল প্রকাশ॥
রাজার কুমার শিশু দেখিতে কোমল।
শিরেতে মণির চূড়া শোভিল কেবল॥
সেই শিশু কেশ হীন চূড়া কোন ছার।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
রাজবস্ত্র দূর হ'লো চর্ম্মোপরি বাস।
সুখাদ্য হইল দূর অনশনে আশ॥
রাজভোগ দূরে গেল সাধনায় মন।
জাগরণ অনশন হইল সাধন॥
এত কষ্ট আচরিয়া রাজার কুমার।
আনন্দে কদম্বতলে করেন বিহার॥
যোগানন্দে সদা মত্ত রেচক পূরক।
কভু প্রাণায়ামে মগ্ন কুম্ভকে সাধক॥
বালকের অঙ্গ একে অতি সুকোমল।
বালচন্দ্র সমকান্তি প্রেমে ঢল ঢল॥
মণ্ডিত মস্তক অঙ্গে শোভে অক্ষমাল।
ত্রিপুণ্ড্র ললাটে শোভে স্বর্ণ ও প্রবাল॥
শৈশবে সন্ন্যাসী ধ্রুব অতি মনোহর।
দেবতায় সঁপি তনু সাধনা তৎপর॥
ক্রমেতে যোগের সিদ্ধি হইল প্রকাশ।
বালকের অঙ্গ হ'লো জ্ঞানের আভাস॥
আনন্দে মাতিল অঙ্গ প্রেমামৃত পান।
নিমীলিত আঁখিযুগ পদ্মাসনে স্থান॥
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয়।
সর্ব্বদাই হরিনামে পরিতুষ্ট রয়॥
আহার ক্রমেতে ত্যজি ধরিলেন তৃণ।
তৃণ ত্যজি বায়ু পান ভোগ আশা জীর্ণ॥
হৃদয়ে রাখিয়া সেই শ্রীমধুসূদন।
মনোহর রূপ তাঁর করেন চিন্তন॥
অনশনে একমনে দিবানিশি ধরি।
বলিতে থাকেন ধ্রুব সদা হরি হরি॥
হরিপ্রেমে গদ গদ হেরি হরিময়।
বনজন্তু হেরি তাহে হরি বলে ধায়॥
কোথা হরি এস হরি হৃদয় কমলে।
হেরিব রক্তিম তব চরণ যুগলে॥
কঠোর তপেতে তার মেদিনী কাঁপিল।
দশদিক প্রকম্পিত বলে কি হইল॥

অনন্ত অসহ্য ধরি তপস্যার ভার।
সচিন্তিত হন মনে সাধন প্রকার॥
ধ্রুবের তপস্যা হেরে যত দেবগণ।
উৎকণ্ঠিত হইলেন চিন্তায় মগন॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সূর্য্য বরুণ পবন।
আপনি অনন্তদেব করিয়া মিলন॥
ধাইলেন ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ ভিতরে।
যথায় শ্রীহরি সদা স্বরূপে বিহরে॥
সকলে প্রবেশি করি হরির বন্দন।
করিলেন একে একে আত্ম নিবেদন॥
বয়সে বালক একে রাজার কুমার।
নাম তার ধ্রুব হয় করে যোগাচার॥
অতীব কঠোর তপ করে আচরণ।
অসাধ্য সাধিল শিশু না দেখি কখন॥
তপস্যার তেজে মোরা হইনু পীড়িত।
কর নাথ! শীঘ্র করি শিশু প্রসাদিত॥
তপস্যার বলে রুদ্ধ করিয়াছে শ্বাস।
তাহাতে না পারি মোরা বাহিতে নিশ্বাস॥
বড় কষ্ট দিলা ধ্রুব আমা সবাকার।
অসাধ্য সাধিল শিশু চরণে সবার॥
কর দেব যাহে হয় ভয় নিবারণ।
যাহা চায় সেই শিশু কর সমর্পণ॥
শুনিয়া সবার বাণী বৈকুণ্ঠের পতি।
মধুর হাসিয়া কন দেবগণ প্রতি॥
না কর না কর ভয় ধ্রুবের উপর।
করিয়াছে অভিমান আমার উপর॥
আমার নিকটে বৎস শিশু বৃদ্ধ নাই।
ডাকিলেই আমি ত্বরা তার কাছে যাই॥
অসাধ্য সাধিল শিশু কঠোর সাধন।
দিব আমি তার প্রতি নিজ দরশন॥
মম দরশন লাগি হেন যার আশ।
আমায় একান্ত যার হয়েছে বিশ্বাস॥
বিশ্বাস হ'য়েছে দৃঢ় যেন সে মন্দর।
দূর হবে এইবার সাধন প্রকার॥
এত বলি দেবগণে করিয়া বিদায়।
গরুড়ে আরোহি হরি বৃন্দাবনে যায়॥
শ্যাম অঙ্গে দোলে মৃদু বনফুল মাল।
মস্তকে মুকুট শোভে প্রফুল্ল তমাল॥
চারি বাহু শোভমান শঙ্খচক্রময়।
কটীতটে পীতবাস কিবা শোভা হয়॥
যুগল চরণে শোভে মধুর নূপুর।
অতি মনোহর বেশ প্রশান্ত প্রচুর॥
হেন বেশে হরি যান যেই মধুবনে।
শুনহ বিদুর পরে অবহিত মনে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ধ্রুবের কীর্ত্তি পাইবে নিস্তার॥

ইতি ধ্রুবের সিদ্ধিলাভ সমাপ্ত।

অথ ধ্রুবের বরলাভ ও রাজ্যে আগমন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
কিরূপে ধ্রুবের হয় হরি দরশন॥
যোগ চিত্ত করি স্থির ধ্রুব শান্তমতি।
কৃষ্ণের সাকার ভাব ভাবেন সুমতি॥
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম মুরলী অধরে।
পীতধড়া বাঁকা আঁখি চূড়া শিরোপরে॥
কর্ণেতে কুণ্ডল আর চরণে নূপুর।
মধুমাখা হাসি মুখে শোভে সুপ্রচুর॥
শ্যামরূপে আলো করি সর্ব্বদিক দেশ।
পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী সহ কৃষ্ণকেশ॥
এহেন মোহনরূপ হৃদয়েতে ধরি।
ভাবেন একান্ত ধ্রুব সর্ব্বেশ্বর হরি॥
হৃদয়েতে সেই মত হইয়া উদয়।
দেখান আপন রূপ হরি সর্ব্বাশ্রয়॥
হৃদয় পথেতে হেরি ধ্রুব নারায়ণ।
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে আনন্দিত মন॥
হৃদয় হইতে রূপ হইয়া প্রকাশ।
ধ্রুবের সম্মুখে আসি হয়েন আভাস॥

এমত হেরিয়া ধ্রুব আনন্দে মাতিয়া।
চক্ষু মেলি দেখে হরি সম্মুখে চাহিয়া॥
মদনমোহন রূপ হেরি নারায়ণ।
একান্তে করিল ধ্রুব চরণ বন্দন॥
হরির আনন্দে ধ্রুব হইয়া পাগল।
সর্ব্বত্রই হরিময় দেখেন সকল॥
আঁখিতে দেখেন হরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জীবনের সখা যেন সর্ব্বত্র গোচর॥
দ্রুত গিয়া শিশু ধ্রুব দেয় আলিঙ্গন।
হরিরে ভাবিয়া করে বদন চুম্বন॥
হরি ধ্রুব নাহি ভেদ মানি শিশুমতি।
আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন প্রণতি॥
ইচ্ছা বড় করে স্তব জুড়াতে হৃদয়।
বালক বলিয়া ভাব নাহি উপজয়॥
বুঝিয়া অন্তরে সেই দেব নারায়ণ।
বালকের মুখে বাক দিলেন তখন॥
বাক্যলাভ করি ধ্রুব খুলিয়া হৃদয়।
স্তব করে নারায়ণে যা হয় উদয়॥
ধ্রুবের স্তবেতে লীলাময় ভগবান।
স্তবেতে সন্তুষ্ট হন ধ্রুব বিদ্যমান॥
কিশোর রূপেতে হরি মদনমোহন।
সেইরূপে মুগ্ধ হ'ল শিশু ধ্রুব মন॥
ধ্রুবের আনন্দ হেরি শ্রীমধুসূদন।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচন॥
অসাধ্য সাধিলে বৎস! আমার কারণ।
দেবের দুর্ল্লভ হয় মম দরশন॥
সর্ব্বাত্মাই আমি হই আমি সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বত্রই বিদ্যমান সকল সময়॥
আমি দেখি সবাকারে কেহ নাহি দেখে।
সতত আমাতে মুগ্ধ সব জীবে থাকে॥
ক্ষত্রিয় বালক তুমি করিয়া সাধন।
বালক হইয়া পেলে মোর দরশন॥
ধন্য সে জননী তব ধরিল জঠরে।
যার পুণ্যে তব শক্তি তপস্যা আচরে॥
উঠ বৎস ত্যাগ কর পূর্ব্ব যোগাচার।
যোগের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'য়েছে তোমার॥
যাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায়।
কি কার্য্য বিমর্ষ ভাবে থাকিয়া হেথায়॥
এত শুনি ধ্রুবমণি হইয়া সত্বর।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গে রহে নিরুত্তর॥
করযোড়ে নারায়ণে কহেন বচন।
ধন্য ধন্য তুমি দেব সর্ব্ব সনাতন॥
তুমি কি প্রাণের হরি হও সর্ব্বাশ্রয়।
তোমার কারণে জীব সুখ দুঃখ পায়॥
হও যদি তুমি নাথ শ্রীমধুসূদন।
অন্তর্য্যামী বেদব্যক্ত সুজ্ঞাত ভুবন॥
হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব।
এইমাত্র দাও বর সর্ব্বত্র বৈভব॥
ধ্রুবের লালসা শুনি গোলোকের পতি।
অন্তরে হইয়া হরি হরষিত মতি॥
পদ্মকরে ধরি কর নেহারি নয়নে।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচনে॥
অভীষ্ট জেনেছি আমি আপন অন্তরে।
সেই স্থান লও যাহা নাহি পায় নরে॥
যাও বৎস সেই স্থান দিলাম তোমায়।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি নিম্ন যার হয়॥
প্রলয়েতে নাহি হয় যাহার বিনাশ।
বৈকুণ্ঠের জ্যোতি যথা সদা সুপ্রকাশ॥
ধর্ম্ম অগ্নি ইন্দ্র আর সপ্তর্ষি সুজন।
থাকিবে সে স্থান তব করিয়া বেষ্টন॥
যত গ্রহ এ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ নিশ্চয়।
ভ্রমণ করিবে তারা দেখিয়া তোমায়॥
ধ্রুবলোক তার নাম তব নামে হয়।
পরলোকে তাহে তব নিবাস নিশ্চয়॥
ফিরি এবে যাও বৎস পিতার সদন।
তোমার সুধীর পিতা যাইবেন বন॥
বনে রাজা মোর লাগি করি আরাধন।
ত্যজিবেন আপনার মায়ার জীবন॥

হবে তুমি রাজ্যেশ্বর তাঁর সিংহাসনে।
ছত্রিশ সহস্র বর্ষ পাল প্রজাগণে॥
ইতি মধ্যে ভ্রাতা তব উত্তম সুধীর।
মৃগয়ায় গিয়া প্রাণ হারাবেন ধীর॥
পুত্রের কারণে তাঁর সুরুচি জননী।
বনে যাইবেন হ'য়ে শোকে উন্মাদিনী॥
সহসা হইবে তথা দাবাগ্নি উদয়।
করিবে তাহায় ভস্ম কহিনু নিশ্চয়॥
এই সর্ব্ব ফলাফল কহিনু তোমায়।
শুন কিছু উপদেশ কহিব নিশ্চয়॥
যজ্ঞই আমার মূর্ত্তি ভুবনে প্রচার।
সেই যজ্ঞ ভুরি ভুরি করিও আচার॥
অন্তিমে করিও পরে আমার স্মরণ।
পাইবে সে ধ্রুবলোক আমার বচন॥
সর্ব্ব সুমঙ্গল ধাম পূজিত সকল।
ঋষি যোগী সেই স্থানে গমনে না বল॥
যেইজন একবার সেই স্থানে যায়।
নাহি ফেরে এ সংসারে কহিনু তোমায়॥
প্রলয়ে বিনাশ তার না হয় কখন।
যেও বৎস! সেই স্থানে মম আবেদন॥
এত বলি হরি তবে করি আশীর্ব্বাদ।
ঘুচালেন যত ছিল ধ্রুবের প্রমাদ॥
স্বচ্ছন্দে উঠিয়া তবে গরুড় উপর।
চলিলেন বৈকুণ্ঠেতে প্রসন্ন অন্তর॥
সকল রাজত্ব লাভ করি ধ্রুব বীর।
অন্তরে ব্যাকুল হ'য়ে হয়েন অধীর॥
যেই নারায়ণে ভক্তি লোকে মোক্ষ পায়।
অনিত্য এ রাজ্যলাভ ধ্রুবের তাহায়॥
এত ভাবি মনে ধ্রুব বিষাদিত মতি।
পদে পদে ফিরিলেন নিজ রাজ্য প্রতি॥
হরি দরশনানন্দ ফুরাল তখন।
তখন ভাবেন ধ্রুব নিজ মনে মন॥
দাস্য মাত্র যাঁর আশা করে ভক্তজন।
তাঁর কাছে রাজ্য বাঞ্ছা বৃথাই গ্রহণ॥
মোক্ষপদ যেই পদে হয় দরশন।
অনিত্য এ রাজ্যলাভ একি বিড়ম্বন॥
এত ভাবি ধ্রুব হয়ে বিষাদিত মতি।
যাইলেন বনে বনে নগরের প্রতি॥
হেথায় উত্তানপাদ পুত্রের কারণ।
আছিলেন শোকাকুল বিষণ্ণ বদন॥
হা পুত্র হা পুত্র মাত্র তাঁহার অন্তর।
সদাই পুত্রের লাগি অতি সকাতর॥
জননী সুনীতি হয় স্নেহের মূরতি।
পুত্রশোকে সকাতর শোকযুক্ত মতি॥
শুনিয়া সকলে নিজ পুত্র আগমন।
অচেতন দেহে যেন পাইল জীবন॥
আনন্দে উঠিয়া রাজা লয়ে সেনাগণ।
রথ রথী হয় হস্তী বাদ্য অগণন॥
চলিলেন সমাদরে পুত্র আনিবারে।
স্নেহরসে গদগদ হইয়া অন্তরে॥
সুনীতি সুরুচি আর উত্তম সুজন।
রাজা সহ আগুসারি লন ধ্রুবধন॥
ধ্রুবের পাইয়া দেখা আনন্দিত সবে।
কেহ চুম্বে কেহ কাঁদে শোকে উচ্চরবে॥
রাজা রাণী কোলে করি আপন তনয়।
মিটায় মনের খেদ যা ছিল সংশয়॥
ধ্রুবও করিয়া সর্ব্ব চরণ বন্দন।
করিলেন উত্তমেরে সুখে আলিঙ্গন॥
এইরূপে হর্ষে মাতি লইয়া তনয়।
প্রবেশেন নগরেতে রাজা মহাশয়॥
ধ্রুবেরে আসিতে হেরি যত পুরনারী।
পুষ্প বরিষণ করে সবে সারি সারি॥
ব্রাহ্মণে আশীষ করে বন্দি করে গান।
মাগধে করিছে স্তুতি রাখিছে সম্মান॥
মুঞ্জরী কদলী আর ঘট পূর্ণ করি।
রাজার প্রাসাদ দ্বারে রহে সারি সারি॥
এইরূপে সমাদরে ধ্রুব সুকুমার।
রাজা রাণী সহ যান আপন আগার॥

অপরে শুনহ বৎস বিদুর সুজন।
ধ্রুবলোকে ধ্রুব যথা করেন গমন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে পাইবে সেই হরি সর্ব্বাধার॥

ইতি ধ্রুবের রাজ্যগমন সমাপ্ত।

অথ ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ধ্রুব ধ্রুবলোক প্রাপ্তি অপূর্ব্ব কথন॥
গৃহেতে আনিয়া রাজা আপন তনয়।
রূপ হেরি কীর্ত্তি শুনি হৃষ্ট অতিশয়॥
রাজা রাণী পুত্র ল'য়ে করয়ে যতন।
যেমতে যাহার আসে প্রেমময় মন॥
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত।
ধ্রুবের যৌবনকাল প্রায় সমাগত॥
পূর্ণ শশধর যেন শারদ গগনে।
তেমতি কুমার শোভে প্রথম যৌবনে॥
যুবতী মোহন আঁখি মৃদু মৃদু হাস।
বিনয় মণ্ডিত বপু স্বধর্ম্ম নিবাস॥
ষোলকলা বিদ্যা মাঝে হ'য়ে সুপণ্ডিত।
শিখিলেন ভাল করি নিজ রাজনীত॥
সকলে নিপুণ হেরি মন্ত্রী মহাশয়।
রাজা আগে মনোভাব করযোড়ে কয়॥
প্রবীণ বয়স তব হইল রাজন।
উচিত তোমার হয় ধর্ম্মাবলম্বন॥
ইহলোক সুখভোগ করিলে বিস্তর।
পরকাল লাগি কর্ম্ম করহ নির্ভর॥
উপযুক্ত ধ্রুব তব যৌবনের ভরে।
দাও রাজ্য তার হস্তে আনন্দ অন্তরে॥
অসীম ক্ষমতাপন্ন কুমার তোমার।
ভক্তিজোরে ভগবান দেখয়ে আকার॥
অশক্ত কি আছে তাঁর এ তিন ভুবনে।
দাও রাজা রাজ্যভার সে হেন নন্দনে॥

মন্ত্রীর শুনিয়া বাণী সহর্ষ রাজন।
বলিলেন শুন শুন ওহে প্রজাগণ॥
ধ্রুবে দিব সিংহাসন করিয়াছি মন।
কিবা ইচ্ছা তোমাদের কহ প্রজাগণ॥
ভগবান যাঁর গুণে দিলা দরশন।
সেই গুণে প্রজামুগ্ধ না হবে কেমন॥
সকলে আনন্দ মানি কহিল রাজায়।
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার রাখ কীর্ত্তি রায়॥
ধ্রুব হইবেন রাজা শ্রীকৃষ্ণের দাস।
আমরা তাঁহার দাস হব ছিল আশ॥
এতদিনে পূরিল সে মনের কামনা।
জয় হোক মহারাজ সবার বাসনা॥
সবার সাক্ষাতে রাজা আনিয়া কুমার।
শুভদিনে শুভক্ষণে দিলা রাজ্যভার॥
মণ্ডলে শোভিত চন্দ্র যথা শোভাকর।
তেমতি শোভিল ধ্রুব সিংহাসনোপর॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার উত্তান রাজন।
পরমার্থ আরাধনে প্রবেশেন বন॥
ধ্রুব রাজা হ'য়ে রাজ্য করি সুশাসন।
বিমুগ্ধ করিলা গুণে যত প্রজাগণ॥
শিশুমার নামে রাজা জগতে বিখ্যাত।
আছিল তাহার কন্যা রূপ গুণযুত॥
তাঁহারে করেন বিভা নূতন রাজন।
ভ্রমি তাঁর নাম হয় শুনহ রাজন॥
তাহাতে ধ্রুবের হয় যুগল কুমার।
কল্প ও বৎসর নামে ব্যাপ্ত এ সংসার॥
আছিল কুমারী হ'ল নামেতে সুন্দরী।
অপর মহিষী সেই বায়ুর কুমারী॥
তাঁহার সহিত ধ্রুব করে পরিণয়।
লভিল উৎকল নামে সুরূপ তনয়॥
উত্তম না করি বিভা রহিল কুমার।
মৃগয়া করিতে মনে আনন্দ তাহার॥
একদিন মৃগয়ার্থে যান হিমালয়।
যক্ষ সহ ঘটে তথা সমর নিশ্চয়॥

সেই যুদ্ধে হারাইলা উত্তম জীবন।
সুরুচি তাহার দুঃখে প্রবেশিল বন॥
দাবানল জ্বলি বনে অন্তকের প্রায়।
বনসহ সুরুচিরে অবহেলে খায়॥
একমাত্র ধ্রুব হয় মনুবংশে দীপ।
তাহার প্রতাপে ব্যাপ্ত হয় সপ্তদ্বীপ॥
অন্যায় সমরে যক্ষ নাশিল সোদর।
ইহা শুনি কোপভরে কাঁপিল অন্তর॥
ভ্রাতৃশোক ভুলিবারে নাশিতে যক্ষেরে।
সমরে লয়েন সৈন্য কাতারে কাতারে॥
হিমাচল শৃঙ্গে যথা কুবের নগর।
উপনীত ধ্রুব তথা করিতে সমর॥
যুদ্ধের ঘোষণা শুনি যত যক্ষগণ।
আসিল আনন্দে তথা করিবারে রণ॥
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অকালে প্রলয়।
রবি শশী কাঁপে ঘন আর গ্রহচয়॥
শর বর্ষে যেন ঘন বিজলী চমকে।
দুন্দুভির ধ্বনি বজ্র ডাকিছে পলকে॥
অস্ত্রাঘাত মহাবৃষ্টি ভীষণ বর্ষণ।
শোণিতের স্রোত যেন নদীর গমন॥
হেন যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে যক্ষগণ।
মায়াযুদ্ধ করিবারে করিলেক পণ॥
সহজে মায়াবী তারা মায়া বিদ্যাময়।
ধ্রুব নরকুলে জন্ম মায়া জ্ঞাত নয়॥
মায়াযুদ্ধে ধ্রুব তবে হইয়া কাতর।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকেন সত্বর॥
কোথায় আছহ প্রভু সত্য সনাতন।
ক্ষত্রিয়ের মান রাখ শ্রীমধুসূদন॥
মায়াবী অধর্ম্মচারী এই যক্ষগণ।
অন্যায় সমরে মোরে করিছে পীড়ন॥
ধ্রুবের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
সম্মুখে আসেন যত শ্রেষ্ঠ মুনিগণ॥
আশ্বাস করেন ধ্রুবে করিয়া বিনয়।
হৃদে যার নারায়ণ তার কিসে ভয়॥
নারায়ণ নামে এড় মহাতীক্ষ্ণ বাণ।
তাহাতে যক্ষের মায়া করিবে প্রয়াণ॥
তাঁহাদের বাক্য শুনি হরিরে স্মরিয়া।
নারায়ণ নামে অস্ত্র ত্যজেন হাসিয়া॥
সহস্র বিদ্যুৎ সম সেই নারায়ণ।
জ্বলিয়া করিল নাশ যত যক্ষগণ॥
অগণ্য যক্ষের তাহে হইল নিধন।
নিধনান্তে ধ্রুবলোকে করিল গমন॥
চারিদিকে প্রাণ লাগি উঠিল চীৎকার।
যেন মহাশোক ধূমে সর্ব্ব অন্ধকার॥
এ হেন ঘটনা হেরি মনু মহীপতি।
আসেন বুঝাতে তবে আপন সন্ততি॥
ধ্রুবের নিকটে আসি ব্রহ্মার কুমার।
কহিলেন একে একে যত নীতি সার॥
কুবেরের অনুচর এই যক্ষগণ।
কি কার্য্য তোমার বাছা করিয়া নিধন॥
বধিল সোদর তব যক্ষ একজন।
সেই জন্য কুলনাশ উচিত কেমন॥
দৈবই করিল নাশ তোমার সোদর।
উপলক্ষ যক্ষ মাত্র জানিও অন্তর॥
ত্যজ রোষ ত্যজ হিংসা তুমি মহাজন।
জ্ঞানেতে নিভাও তব শোকের জ্বালন॥
মনেতে করহ পূজা সেই ধনপতি।
গিরীশের ভ্রাতা তিনি অতি সাধুমতি॥
তব বংশে যাহে তাঁর ক্রোধ নাহি হয়।
কর রাজা সেই হেন কার্য্য সমুদয়॥
এত বলি মনুদেব করিলেন গতি।
সমর ত্যজেন ধ্রুব হ'য়ে শান্তমতি॥
এ কথা শুনিয়া তবে যক্ষ অধিপতি।
ধ্রুবের সমীপে যান হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
অপরূপ রূপ তাঁর অতুল সুন্দর।
বেষ্টিত কিন্নর যক্ষ অতি শোভাকর॥
কুবের নেহারি তবে ধ্রুব শান্তমতি।
করযোড়ে তাঁর পূজা করিলেন অতি॥

তাহাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে কহে ধনপতি।
সন্তুষ্ট হইনু রাজা আমি তব প্রতি ॥
হিংসা কভু না করেন যাঁরা জ্ঞানীজন।
অভিমান করা ত্যাগ উচিত সেইক্ষণ ॥
সকলে ভাবিবে রাজা আপন সমান।
তাহে রাজা পাবে তুমি পরম কল্যাণ ॥
ভগবান ভক্ত তুমি অতি শ্রেষ্ঠজন।
লও বর দিব তব যাহা লাগে মন ॥
কুবের কথায় তুষ্ট হইয়া রাজন।
মাগিলেন এক বর কুবের সদন ॥
দাও দেব এই বর যাহে মম মন।
সর্ব্বদাই হরিপদ করি হে স্মরণ ॥
তথাস্তু বলিয়া যক্ষ করিল গমন।
ফিরিলা নগরে ধ্রুব হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
নগরে ফিরিয়া করি বিবিধ যাজন।
ছত্রিশ হাজার বৎসর করেন শাসন ॥
রাজকার্য্য সমাপিয়া যোগে দিয়া মন।
আপন কুমারে দিলা রাজ্য সিংহাসন ॥
ত্যজিয়া সবার আশা পুত্র বন্ধুগণ।
প্রবেশেন হরি লাগি বদরী কানন ॥
বদরিকা নামে ছিল পবিত্র আশ্রম।
তথায় প্রবেশ মাত্র যায় মনোভ্রম ॥
যোগবলে প্রাণ জয় করিয়া রাজন।
চিত্তেতে করেন তবে বিরাট দর্শন ॥
বিরাট ভুলিয়া রাজা ভেদ শূন্য হয়।
আপন সহিত বিশ্ব দেখে হরিময় ॥
হরিপ্রেমে পুলকিত হইয়া তখন।
হরির বিরহে সদা করেন ক্রন্দন ॥
উপযুক্ত কাল হেরি তবে নারায়ণ।
ধ্রুবলোকে আনিবারে করেন যতন ॥
বিষ্ণু দূত সহ তথা বিমান পাঠান।
জ্যোতির্ম্ময় রথ সেই ব্যোম বিদ্যমান ॥
হীরক প্রবাল মুক্তা তাহাতে শোভিছে।
নীল পীত রক্তমণি তাহাতে ভাতিছে ॥

বিষ্ণুদূত সেই রথে অতি শোভাময়।
চারি হস্ত দুই পদ চতুর্ভুজ হয় ॥
পদ্মের সমান আঁখি অঙ্গে অলঙ্কার।
হরিলীলা গীতে মত্ত প্রশান্ত আকার ॥
তাঁহাদের হেরি তবে প্রশান্ত রাজন।
হরিনাম জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ ॥
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে যুড়ি দুই কর।
বিষ্ণুদূতে প্রণমেন আনন্দ অন্তর ॥
সুনন্দ ও নন্দ নামে দুই অনুচর।
ধরিলেন প্রেমভাবে তাঁর দুই কর ॥
বলিলেন শুন রাজা আদেশ এখন।
যাইতে হইবে তব বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শৈশব বয়সে রাজা করিয়া সাধন।
লভিয়াছে হরিপদ অমূল্য রতন ॥
ধ্রুবপদ নাম তার নাহি তার লয়।
সেই পদে যাইবার এই ত সময় ॥
অতীব পবিত্র তব এ শরীর হয়।
স্বশরীরে সেই স্থানে চলহ নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধ্রুব তবে করিয়া বেষ্টন।
করিলেন আনন্দেতে রথে আরোহণ ॥
রথে উঠি হইলেন যেন হিরণ্ময়।
রবি শশী সম জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশয় ॥
আছিল যতেক ঋষি বদরিকাবাসী।
সকলে করিল জয় জয় ধ্বনি বসি ॥
গন্ধর্ব্বে করিল গান দেব বর্ষে ফুল।
দুন্দুভি বাজিল ঘন হৃষ্ট সিদ্ধকুল ॥
যাইতে যাইতে রাজা ভাবেন জননী।
দেখিলেন আর রথে যান সুলোচনী ॥
সুনীতির এত দুঃখ হৈল এবে দূর।
ধ্রুবের পরমপদ লাভ সে প্রচুর ॥
রবি শশী গ্রহ তারা করয়ে দর্শন।
উঠিলেন ধ্রুব উচ্চে আপন সদন ॥
সেই স্থানে রবি শশী হইয়া কিঙ্কর।
বেষ্টন করিয়া ঘুরে তাহা নিরন্তর ॥

নারদ হেরিয়া হেন হ'য়ে হৃষ্টমতি।
হরিলীলা গান করে শুনে ধ্রুবমতি॥
যেই শুনে এই বাণী মুক্তি তার হয়।
ধ্রুবের পরম গতি অতি প্রেমময়॥
এইত হইল বৎস! ধ্রুবের বচন।
এক্ষণে বিদুর শুন অন্য বিবরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ধ্রুবের বৈকুণ্ঠ লাভ পুণ্যের আধার॥

ইতি ধ্রুবলোক প্রাপ্তি সমাপ্ত।

অথ পৃথুদেবের জন্ম বিবরণ।

সূত কন শৌনকেরে করি সম্বোধন।
পৃথু অবতার কথা করহ শ্রবণ॥
যেমতে কহিলা শুক পাণ্ডবের প্রতি।
কহিব সে সব কথা শুনহ সম্প্রতি॥
কহিলেন শুক তবে শুনহ রাজন।
মৈত্রেয় বিদুরে কন করি সম্বোধন॥
ধ্রুবের চরিত্র বৎস করি সমাপন।
ইচ্ছা মোর পৃথু কীর্ত্তি করিব কীর্ত্তন॥
অবহিত হ'য়ে শুন অনুপম বাণী।
শুনিলে সুস্থির হবে আপনার প্রাণী॥
আছিল ধ্রুবের বৎস তিনটি তনয়।
উৎকল সবার জ্যেষ্ঠ সর্ব্বজনে কয়॥
কল্প ও বৎসর নামে ভ্রমির নন্দন।
বৎসর গুণেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
জন্মাবধি উৎকলের হরি প্রতি মন।
অনিত্য ভাবেন মনে তুচ্ছ রাজ্যধন॥
উচ্চ নীচ ভাব মনে নাহিক আছিল।
সর্ব্বজীবে সম ভাব তাঁর উপজিল॥
সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন বাহ্যে মূক সম।
জড় বলি সবাকারে তাঁহে লাগে ভ্রম॥
ব্রহ্মানন্দে সদা মগ্ন কেহ না জানিত।
উন্মত্ত বধির বলি সকলে হাসিত॥
শান্তশীল হ'য়ে স্থির থাকিত উৎকল।
কেহ নাহি হৃদি জানি কহিত পাগল॥
সর্ব্বত্যাগী সেই বীর ধ্রুবের নন্দন।
মন্ত্রীগণ নাহি তাঁরে দিলা রাজ্যধন॥
বৎসর নামেতে ছিল কনিষ্ঠ তনয়।
রূপে গুণে ব্যবহার ধ্রুব সম হয়॥
তাহারে করিল রাজা যত মন্ত্রীগণ।
সুবীথি তাহার ভার্য্যা সুন্দর গঠন॥
তার গর্ভে বৎসরের ছয় পুত্র হয়।
পুষ্পার্ণ ও তিগ্মকেতু, ইষ উর্জ জয়॥
নামেতে কুমার বসু আছিল পঞ্চম।
পুষ্পার্ণ হইল রাজা অতি মনোরম॥
পুষ্পার্ণের দুই পত্নী দোষা প্রভা হয়।
উভয়েতে পুষ্পার্ণের পুত্র ছয় হয়॥
মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রাতিঃ প্রভার কুমার।
প্রদোষ, নিশিথ, ব্যুষ্ট তনয় দোষার॥
সর্ব্বগুণযুক্ত ব্যুষ্ট হৈল নরপতি।
হইল তাঁহার ভার্য্যা পুষ্করিণী সতী॥
পুষ্করিণী এক পুত্র সর্ব্বতেজা নাম।
আকুতি মহিষী তাঁর খ্যাত ধরাধাম॥
তাহাদের এক পুত্র মনু নাম হয়।
নড়লা মহিষী তাঁর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ময়॥
মনুর জন্মিল তাহে দ্বাদশ কুমার।
সবে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ সুন্দর আকার॥
পুরু কুৎস সত্যবান চতুর্থ অমৃত।
ধৃত ব্রত শিবি অতিরাত্র আর ঋত॥
প্রদ্যুম্ন ও অগ্নিষ্টোম উল্মুক দ্যুমান।
এই সে দ্বাদশ পুত্র সবে কীর্ত্তিমান॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন রূপ সুধাকর।
ক্রমেতে তাহার হয় ছয় বংশধর॥
মহিষী পুষ্করিণি নামে সুরূপা সুন্দর।
তাঁহার গর্ভেতে জন্মে এই বংশধর॥
সুমনা অঙ্গিরা স্বাতী ক্রতু আর গয়।
মহামতি অঙ্গ নামে প্রথম তনয়॥

অঙ্গের সুনীথা পত্নী জ্ঞাত সর্ব্বজন।
তাঁহার গর্ভেতে বেণ জন্মিল নন্দন॥
অতীব দুর্দ্দান্ত পুত্র অতি পাপময়।
পুত্রের নিন্দায় রাজা সংসার ত্যজয়॥
দুর্ব্বৃত্ত হেরিয়া তাঁরে যত ঋষিজন।
অভিশাপে করিলেন নিঃশেষ জীবন॥
অরাজক হ'ল সব না হেরি শাসন।
তাহা হেরি ত্বরা করি যতেক ব্রাহ্মণ॥
বেণের দক্ষিণ বাহু করিয়া মন্থন।
জন্মাইল অপরূপ একটি নন্দন॥
আদি রাজা পৃথু তিনি হরি অবতার।
তাঁহার গুণেতে বশ সকল সংসার॥
এত শুনি কহিলেন বিদুর সুমতি।
আশ্চর্য্য হইনু ঋষি শুনিয়া ভারতী॥
হরিপরায়ণ সেই অঙ্গ নরবর।
বিশেষতঃ ধ্রুববংশে তিনি বংশধর॥
কেন তাঁহে জন্মে পুত্র দুষ্ট কুলাঙ্গার।
কেন তিনি করিলেন অরণ্য বিহার॥
ধর্ম্মমতে নৃপ শ্রেষ্ঠ হয় সবাকার।
দুর্দ্দান্ত হইলে নৃপ মান্য তবু তাঁর॥
কোন ধর্ম্মবলে মিলি যত ঋষিজন।
করিলেন অবহেলে বেণের নিধন॥
কহ ঋষি একে একে সেই সমাচার।
যেমতে জন্মেন হরি তাঁহার আগার॥
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় তখন।
কহিলেন একে একে সেই বিবরণ॥
ধ্রুব বংশধর অঙ্গ সর্ব্ব গুণাধার।
একছত্রে পালিলেন বিশ্ব নরবর॥
একদা করিতে যজ্ঞ হৈল তাঁর মন।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
আসিল ঋত্বিক আর যতেক ব্রাহ্মণ।
হইল এমতে শীঘ্র যজ্ঞ আয়োজন॥
পৃথিবীর চারিদিকে হ'ল নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞস্থলে উপনীত নিমন্ত্রিতগণ॥
রৌপ্য স্বর্ণে সুখচিত রম্য হর্ম্ম্যচয়।
যথাযোগ্য স্থানে যত নিমন্ত্রিত রয়॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ কৌতুক গঠন।
হইতে লাগিল সদা কথোপকথন॥
এদিকে হইল ক্রমে যজ্ঞ আরম্ভন।
আহুতি হোমেতে দিল যতেক ব্রাহ্মণ॥
যে যে অবতার নামে হয় হবি দান।
কেহ নাহি উপস্থিত হন যজ্ঞস্থান॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
কহেন রাজার আগে শুনহ রাজন॥
সকলে সদ্বংশ বিজ্ঞ আমরা ব্রাহ্মণ।
অশুদ্ধ নহিলে মন্ত্র বেদের বচন॥
আয়োজন ত্রুটি নাহি দেখিতে নয়নে।
তবে কেন উপস্থিত নহে দেবগণে॥
ব্রাহ্মণের শুনি বাণী ব্রতী নরপতি।
সভাজনে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী॥
নির্দ্দোষে করিনু যজ্ঞ আমি আরম্ভন।
প্রত্যক্ষ না হন তবু ইথে দেবগণ॥
কি পাপ করিনু আমি বুঝিতে না পারি।
কহ সভাজনে মোরে মনেতে বিচারি॥
অঙ্গের গুণেতে সবে আছিল মোহিত।
না পাইল কোন পাপ করি নির্ব্বাচিত॥
বিজ্ঞজনে কয় করি মনেতে বিচার।
কহিল রাজার আগে করিয়া বিস্তার॥
শুন রাজা ইহ জন্মে পাপ নাহি তব।
পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপে অপুত্র সম্ভব॥
পাপ নাশিবারে আগে জন্মুক কুমার।
করহ কামনা যজ্ঞে করিয়া বিচার॥
পুত্র বিনা পুরুষের কোন ফল নাই।
বরদাতা যজ্ঞেশ্বর দিবেন তাহাই॥
হরির নিকটে যাহা করিবে প্রার্থনা।
অবশ্য ভক্তের তাহা পূরিবে কামনা॥
সকলের বাক্য শুনি রাজা মহাশয়।
পুত্রের কামনা লাগি হোম তবে হয়॥

পুরোডাশ নামে হোম করি নরমণি।
পূজিলেন ভগবানে সর্ব্ব চিন্তামণি ॥
হোম হ'তে উঠি তবে সাধু একজন।
হেম মালাময় পরি নির্ম্মল বসন ॥
অঞ্জলি করিয়া লয়ে অমৃত পায়স।
দিলেন রাজার আগে হইয়া হরষ ॥
পায়স লইয়া রাজা করি নমস্কার।
সবার আজ্ঞায় দিল পত্নীরে তাহার ॥
আপনি আঘ্রাণ করি দিলেন পত্নীরে।
আহার করিল পত্নী অতি ধীরে ধীরে ॥
স্বামী সহবাসে হয় গর্ভের সঞ্চার।
তাহাতে জন্মিল এক দুর্দ্দান্ত কুমার ॥
অধর্ম্মেতে অংশজাত মাতামহ তাঁর।
মৃত্যু নামে খ্যাত তিনি জ্ঞাত ত্রিসংসার
তাঁহার অংশেতে জন্ম দৌহিত্র হইল।
অধর্ম্মের ভান তাতে বেণ প্রকাশিল ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত পুত্র শৈশব বয়সে।
সবার পীড়ক সেই মত্ত রঙ্গরসে ॥
অকাতরে মৃতসহ করিয়া বিহার।
তীক্ষ্ণবাণে শিশুগণে করিত সংহার ॥
নারিলেন অঙ্গ তাঁরে করিতে শাসন।
মহাদুঃখে হইলেন চিন্তায় মগন ॥
বয়সের সঙ্গে তার বাড়িলেক দোষ।
হিংসা বৃত্তি দুষ্টমতি মত্ত সদা রোষ ॥
দেব পূজে লাভ তাঁর হ'লো কুলাঙ্গার।
নিজ পাপ ইথে হয় করিয়া বিচার ॥
সংসার ত্যজিয়া রাজা চলি যান বন।
মনোদুঃখে করিবারে হরি আরাধন ॥
গোপনে হইল রাজা রাজ্যের বাহির।
কেহ নাহি তাঁর দেখা পাইলেন স্থির ॥
অবশেষে একমতে মন্ত্রী ঋষিগণ।
বেণের হস্তেতে দিলা পৃথিবী শাসন ॥
শাসনের ভার ল'য়ে বেণ দুষ্টমতি।
সবার পীড়নে তাঁর সদা হয় রতি ॥

রসরঙ্গে সদা মত্ত হিংসায় সুরত।
উন্মত্ত গজের ন্যায় কুকর্ম্মেতে রত ॥
যজ্ঞ দান ভজনাদি করিতে বিনাশ।
আপনার রাজ্যে আজ্ঞা করিল প্রকাশ ॥
যেবা পূজা ব্রত করে হরি উপাসন।
তাহারে আনিয়া ধরি করয়ে নিধন ॥
ধর্ম্মাচার লোকাচার নষ্ট এ সংসারে।
অরাজক প্রায় রাজ্য হয় একেবারে ॥
এত দেখি ভৃগু আদি যত ঋষিজন।
বেণের সান্ত্বনা লাগি করিল গমন ॥
মিষ্ট বাক্যে সম্বোধিয়া কহে ঋষিগণ।
নৃপ হ'য়ে দুষ্টমতি ব্যাভার কেমন ॥
ধর্ম্মরাজ্য শান্তিরক্ষা উচিত রাজার।
ধর্ম্মেতে জীবন রক্ষা শান্তিতে সংসার ॥
ধর্ম্মেতে জীবের মুক্তি যজ্ঞে ধর্ম্ম রয়।
নৃপগণ সেই যজ্ঞ সদা আচরয় ॥
সেই যজ্ঞে হিংসা রাজা কর অনুক্ষণ।
পুণ্যনাশ ভয় তব না হয় কখন ॥
অতএব শুন রাজা ত্যজি হিংসাচার।
ধর্ম্মমতে প্রজাধর্ম্ম পালহ সংসার ॥
এত শুনি ক্রোধে বেণ হইয়া অধীর।
কহিতে লাগিল সবে বচন গভীর ॥
অধর্ম্ম যা হয় তাহে কহ সবে ধর্ম্ম।
নাহিক বুঝিতে পারি আমি কিছু মর্ম্ম ॥
আমি হই অন্নদাতা স্বামী সবাকার।
আমি বিনা অন্য স্বামী যজ্ঞে কেবা আর ॥
রাজাই ঈশ্বর বটে শাস্ত্রের প্রমাণ।
তাহারে না সেবা করি অন্যে উপাসন ॥
কেবা সেই ঈশ্বর হয় কহত আমায়।
সর্ব্বদেব একত্রেতে ভূষিত রাজায় ॥
কর মোরে পূজা এবে যত ঋষিজন।
মম লাগি যজ্ঞ কর মম উপাসন ॥
বিষ্ণু নিন্দা শুনি তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
অভিশাপ দিল ক্রোধে হইতে নিধন ॥

তখনি মরিল বেণ হ'য়ে শবাকার।
সুনীথা জননী কাঁদে করি হাহাকার॥
অরাজক হ'লো দেশে ক্রমে বহুতর।
দস্যুর পীড়নে রাজ্য হয় ছারখার॥
একদা যতেক ঋষি করিয়া মিলন।
সরস্বতী তীরে বসি করে উপাসন॥
দুর্দ্দৈব দেখেন চক্ষে শব্দ হাহাকার।
দস্যুর পীড়নে নষ্ট হইল সংসার॥
নীতিহীন প্রজাগণে ধর্ম্মহীন শাস্ত্র।
হিংসায় নিরত সবে ক্ষত্র হীন অস্ত্র॥
এহেন দুর্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন।
উপায় করিল স্থির শান্তির কারণ॥
এ হেন ধ্রুবের বংশ হরিপরায়ণ।
তাহাতে আছিল অঙ্গ অতি মহাজন॥
তাঁহার বংশের লোপ অন্যায় বিচার।
অরাজকে নষ্ট হয় বুঝি এ সংসার॥
এত বলি বেণ দেহ ল'য়ে ঋষিগণ।
উরু মথি পুত্র এক করিল সৃজন॥
দেখিতে বামন সেই অতি দুষ্টমতি।
নিষাদ হইল নাম অরণ্যে বসতি॥
পুনশ্চ উভয় বাহু করিয়া মন্থন।
লভিল কুমার এক নারী একজন॥
রূপে গুণে অনুপম উভয়ে হইল।
শ্রীহরি ও লক্ষ্মী অংশ সকলে বুঝিল॥
প্রসন্ন হইল দিক বহিল মলয়।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষয়॥
ঋষিগণে দেবগণ কহিল তখন।
পৃথু নাম কুমারের দিল ঋষিজন॥
নারায়ণ অংশে পৃথু হন অবতার।
অর্চ্চি নামে লক্ষ্মী অংশে কামিনী তাঁহার।
এমতে লভিল জন্ম বেণের কুমার।
জগতে মাতিল সবে আনন্দ অপার॥
এত বলি ঋষি তবে হইলেন স্থির।
হরি লীলামৃত পানে আনন্দ শরীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
পৃথুদেব জন্ম কথা পুণ্যের আধার॥

ইতি পৃথুর জন্ম সমাপ্ত।

অথ পৃথুর রাজ্যাভিষেক এবং গোরূপা পৃথিবী দোহন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

মৈত্র কন শুন শুন, হে বিদুর সুনিপুণ,
যেমতে হইল অভিষেক।
একে হরি সর্ব্বময়, প্রজা জন্যে জন্ম লয়,
বর্ণিব তাহাই একে এক॥
মায়ারূপে আসি হরি, অবনীতে অবতরি,
লইয়া আপনি পৃথু নাম।
অতুল রূপের সার, দেখে ঘুচে মায়াভার,
অতি অনুপম গুণধাম॥
বয়সে শৈশব অতি, প্রকাশে রূপের জ্যোতি,
রবি যেন বেষ্টিত মণ্ডলে।
বয়োবৃদ্ধি নিরন্তর, যেন পূর্ণ শশধর,
নয়নে নেহারি সবে ভুলে॥
হেরি যৌবন উদয়, মিলি যত মন্ত্রিচয়,
শুভদিন করি নির্দ্ধারণ।
পুণ্য সরিতের জলে, অভিষেক কুতূহলে,
দিলা রাজ্য যতেক ব্রাহ্মণ॥
সিংহাসন লাভ করি, যেমতে বৈকুণ্ঠে হরি,
শোভিলেন রত্ন সিংহাসনে।
সুমন্ত্রী হইয়া তাঁয়, জয়শব্দ সদা গায়,
আশীর্ব্বাদ করে ঋষিগণে॥
হরি হেরি সিংহাসনে, আসি যত দেবগণে,
করে স্তব আলস্য ত্যজিয়া।
নিজ নিজ উপহার, দিলেক চরণে তাঁর,
দেব দ্বিজ দেখিল চাহিয়া॥
শুভ্র ছত্র জলপতি, রত্নাসন যক্ষপতি,
বায়ু দিল দুইটি চামর।

ধর্ম্ম দিলা কীর্ত্তিমালা, দেবেন্দ্র কিরীট দিলা,
দণ্ড দিলা যম গুণবর ॥
ব্রহ্মা দেন বেদধর্ম্ম, অম্বিকা দিলেন বর্ম্ম,
সরস্বতী দেন হেমহার।
হরি দেন সুদর্শন, যাহে শাস্ত ত্রিভুবন,
চিত্তরূপী লক্ষ্মী উপহার ॥
রুদ্র দেন খর অসি, তাহাতে চন্দ্রকা ভূষি,
চন্দ্র দেন অমর সে হয়।
অগ্নি ধনু সূর্য্য বাণ, বিশ্বকর্ম্মা রথখান,
মেদিনী দিলেন পুষ্পচয় ॥
খেচরেরা ইন্দ্রজাল, নাট্যগীতি সুরপাল,
আশীর্ব্বাদ দেন ঋষিগণ।
শঙ্খ দেন জলনিধি, নানারূপ গিরিনদী,
স্তব করে যত বন্দীগণ ॥
রাজ সিংহাসনে বসি, যেন পূর্ণিমার শশী,
করিলেন সবারে সন্তোষ।
হরষ অন্তর সবে, মোহিত তাঁহার রবে,
শাসনে সবার পরিতোষ ॥
ঋষির আদেশ ল'য়ে, মাগধ মিলিত হ'য়ে,
ভবিষ্যৎ করিল জ্ঞাপন।
অদ্ভুত সে বাণী হয়, শুনি আসে ভক্তিচয়,
শুন তাহা বিদুর সুজন ॥
মধুর ভাষাতে ভাসি, মাগধে কহিছে হাসি,
শুন শুন সভ্য প্রজাজন।
ইনি হরি অবতার, তরিবারে এ সংসার,
পৃথু নামে লন সিংহাসন ॥
কমলা আসি আপনি, অর্চ্চনা নামেতে রাণী,
ত্রিলোক মোহিত তাঁর নাম।
তুষিবেন প্রজাজন, রাখিবেন ধর্ম্ম ধন,
রাজা নামে খ্যাত ধরাধাম ॥
মহী করি অভিমান, নাহি দেবে শস্যদান,
ধরিবেন গাভীর আকার।
এই রাজা শাসি তায়, দোহন করিয়া তায়,
তুষিবেন ইচ্ছা সবাকার ॥
যজ্ঞ করিবেন শত, ইন্দ্র তাহে হিংসাযুত,
হরিবেন মহাযজ্ঞ হয়।
সিংহসম এই রাজা, যুদ্ধ করি দিয়া সাজা,
শতযজ্ঞ সমাপ্ত নিশ্চয় ॥
রাজকার্য্য সমাপিয়া, ব্রহ্মেতে হৃদয় দিয়া,
দেখিবেন সনৎকুমার।
উপদেশ ল'য়ে তাঁর, ত্যজি রাজ্যধনভার,
যাইবেন বৈকুণ্ঠ আগার ॥
এত শুনি সুপ্রচুর, কহিলেন সে বিদুর,
কহ ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেন মহী গাভী হন, ইন্দ্র কেন অশ্ব লন,
সনৎকুমার কিবা কয় ॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি, হৃষ্ট হ'য়ে মৈত্র মুনি,
কহিলেন মধুর বচন।
অদ্ভুত ঘটিল যথা, অপরূপ কৃষ্ণ কথা,
শুনিলেই মোহ বিনাশন ॥

পয়ার।

পৃথু নামে যবে হরি লন সিংহাসন।
যখন করেন হস্তে পৃথিবী শাসন ॥
ছলিবারে ইচ্ছা করি মেদিনী সুন্দরী।
ফেলিলেন শস্যরাজ নিজে গ্রাস করি ॥
শস্য বিনা ক্ষুধাকুল হ'য়ে প্রজাগণ।
কাতরে রাজার কাছে করিল গমন ॥
বসিয়া আছেন রাজা সিংহাসনোপরে।
আসিয়া তাঁহার ঠাঁই নিবেদন করে ॥
করযোড়ে ক্ষুধা লাগি কহিল সবাই।
প্রাণ যায় রাখ নৃপ বল কিবা খাই ॥
মেদিনী করিল গ্রাস শস্য বীজ যত।
ঔষধি সুফল বৃক্ষ হইয়াছে হত ॥
প্রাণ যায় ক্ষুধা লাগি করহ উপায়।
আত্মীয় বান্ধবে মরি প্রাণ রাখা দায় ॥

এত শুনি নৃপমণি বুঝিয়া আপনে।
বাহির হয়েন তবে ল'য়ে শরাসনে॥
ত্রিপুরারী সম ক্রোধে জ্বলে দুনয়ন।
আরক্ত বদন দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ॥
দ্বিতীয় কালের সম ধনু ল'য়ে করে।
ধাইলেন ত্বরা করি সংসার ভিতরে॥
শরহস্ত ব্যাধে হেরি হরিণী যেমন।
প্রাণ ভয়ে বন মাঝে করে পলায়ন॥
তেমতি পৃথুরে হেরি আপনি ধরণী।
ধরিল রাখিতে প্রাণ গোরূপ তখনি॥
গোরূপ ধরিয়া পৃথ্বী করে পলায়ন।
ধাইলেন পাছে রাজা ল'য়ে শরাসন॥
পৃথুর নিক্ষিপ্ত বাণ কার সাধ্য সয়।
পলায় ধরণী সতী পেয়ে প্রাণে ভয়॥
ভীষণ ক্রোধেতে পৃথু হ'য়ে আকুলিত।
তীব্র চক্ষে ধরা প্রতি হয়েন ধাবিত॥
দীপ্ত সূর্য্য সম আঁখি ঝড় সম শ্বাস।
দন্তে দন্ত বিঘর্ষণ মুখে নাহি ভাষ॥
বজ্রসম হুহুঙ্কার করি বার বার।
ধনু আস্ফালন করি করেন চীৎকার॥
সে ভীষণ দাপে কাঁপে অষ্ট কুলাচল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন করে টলমল॥
ত্রিপুরে বধিতে যথা ধরিয়া ত্রিশূল।
যান শম্ভু মহাবেগে ক্রোধেতে আকুল॥
তেমতি ধায়েন রাজা ধরণীর প্রতি।
অনন্ত সে দাপে কাঁপে শশঙ্কিত মতি॥
প্রাণ ভয়ে ধরা-সতী করি পলায়ন।
ভ্রমিতে লাগিলা ক্রমে নিখিল ভুবন॥
কোথাও না পান সতী কিঞ্চিৎ নিস্তার।
সর্ব্বত্র দেখেন রুষ্ট পৃথুর আকার॥
সর্ব্বত্র দেখেন পৃথু ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীষণ ক্রোধেতে গাতি পাছু আগুয়ান॥
তপ সত্য রসাতল এ চৌদ্দ ভুবন।
একে একে সর্ব্বত্রই করি পর্য্যটন॥

কোথাও না পায় স্থান রক্ষার কারণ।
আশ্চর্য্য মানেন ধরা মনেতে আপন॥
যেখানে যাবেন ধরা লইতে আশ্রয়।
সর্ব্বত্র প্রকাশ হন বেণের তনয়॥
রক্ষা নাহি দেখি ধরা কহেন তখন।
রাজারে সুমিষ্ট ভাষে করি সম্বোধন॥
ক্ষত্রিয় বটহে রাজা ভুবন মাঝার।
জানি তোমা ভাল মনু বংশ অলঙ্কার॥
প্রজার রক্ষাই হয় উচিত তোমার।
তবেই থাকিবে কীর্ত্তি যশের প্রচার॥
পালিত তোমার আমি তুমি নৃপ মম।
মোর নাশ লাগি তুমি কেন কর শ্রম॥
ধর্ম্মজ্ঞ বটহে নৃপ কহে জ্ঞানীগণ।
নারীজনে বধ কি হে করে বিজ্ঞজন॥
আমি ধরা মোরে সৃজে কমল-আসন।
আমার উপরে রহে এ চৌদ্দ ভুবন॥
আমারে নাশিলে বিশ্ব হইবে সংহার।
এই কি উচিত কর্ম্ম হইবে তোমার॥
পৃথিবীর কথা শুনি ক্রোধিত রাজন।
কহে রোষভরে তবে বিজ্ঞের বচন॥
অতি মন্দমতি তুমি হ'য়েছ ধরণী।
অবশ্য নিধন তোমা করিব এখনি॥
আমি নৃপ দেখি হেন আমার শাসন।
যজ্ঞভাগ ল'য়ে শস্য না কর অর্পণ॥
গোরূপ হইয়া তৃণ করহ ভোজন।
নানা দুঃখে প্রজাগণে কর নিপীড়ন॥
সৃজিয়া বিবিধ জীব কমল আসন।
তোমারে নির্ম্মিলা বিধি প্রজার কারণ॥
সেই বীজ শস্য ল'য়ে যত প্রজাজন।
করিবে ক্ষুধার শান্তি রাখিবে জীবন॥
কি কারণে কর গ্রাস সে বীজ অঙ্কুর।
কেন না জন্মায় শস্য ভুবনে প্রচুর॥
শস্যহীন প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর।
প্রজা লাগি প্রাণ তব লইব সত্বর॥

তব মাংস প্রজাগণে দিব উপহার।
তাহাতে হইবে শান্তি কঠোর ক্ষুধার ॥
যে জন প্রাণীর প্রাণ করয়ে বিনাশ।
তাহারে বধিলে পাপ না হয় প্রকাশ ॥
মায়াবলে গাভীরূপ ক'রেছ ধারণ।
বাহুবলে মায়াবল করিব ছেদন ॥
যদি মম হে ধরণী থাকে যোগ বল।
বিষ্ণু শক্তি যদি মম থাকয়ে কেবল ॥
পালিব আপনি প্রজা নিজ যোগ বলে।
তথাপি বধিব তোমা কহিনু কৌশলে ॥
এত শুনি ধরা তবে যুড়ি দুই কর।
কান্দিতে কান্দিতে করে স্তবন বিস্তর ॥
নয়নে নিকলে নীর বক্ষ ভেসে যায়।
হিমালয় পরশিয়া যেন গঙ্গা ধায় ॥
ক্রন্দন হেরিয়া রাজা না হ'য়ে কাতর।
ক্রোধেতে অস্থির দেহ কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধরি করিয়া গর্জ্জন।
করেন বধিতে ধরা হস্ত প্রসারণ ॥
এত দেখি ধরা তবে হইয়া কাতর।
নানা স্তব নৃপতির করি বহুতর ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে করি নৃপে সম্বোধন।
কহিলেন পুনরায় তাঁহারে বচন ॥
স্থির হও নৃপ কর রোষ সম্বরণ।
কর দেব অধিনীরে অভয় অর্পণ ॥
অভয় পাইলে তোমা কহিব উপায়।
কি উপায়ে রক্ষা হবে প্রজা সমুদয় ॥
ভ্রমরের সম রাজা পণ্ডিত যে জন।
সকল হইতে সার করেন গ্রহণ ॥
ইহ-পরলোক ত্যাগি যত মুনিগণ।
নানা কার্য্য করে লোক হিতের কারণ ॥
সেই পথে গিয়া যেই করে আচরণ।
অবশ্যই পুরুষার্থে তাহার সাধন ॥
মুনিদত্ত পথে যেই না করি গমন।
কোন কার্য্য আর্য্য ভাবে করে আচরণ ॥
অসিদ্ধ তাহার কার্য্য কহিনু নিশ্চয়।
এই মম হিত কথা শুন মহাশয় ॥
অবধ্য রমণী আমি কহি সে কারণ।
না বধি করহ শস্য উপায়ে গ্রহণ ॥
সৃজিলেন ব্রহ্মা লোক রক্ষার কারণ।
নানা বীজ ও ঔষধি প্রজার জীবন ॥
ধার্ম্মিকের জন্য তাহা অধার্ম্মিকে নয়।
কিন্তু অধার্ম্মিক প্রজা জন্মে বিশ্বময় ॥
অধার্ম্মিক রাজা প্রজা নানা অত্যাচার।
নাহি যজ্ঞ উপাসনা পালন আমার ॥
উন্মত্ত হইয়া তারা আমোদে কাতর।
অকাতরে ধর্ম্মশস্য ভক্ষণে তৎপর ॥
যজ্ঞ কার্য্য নাহি কিন্তু শস্য অপচয়।
বাড়িছে অধর্ম্মে মতি বলিনু নিশ্চয় ॥
ভবিষ্যৎ হিত লাগি ল'য়ে জীবগণ।
আপনিই উদরেতে করিনু রক্ষণ ॥
অধর্ম্ম প্রবল হেরি করিনু এ কাজ।
ধর্ম্ম প্রকাশিলে বিশ্বে করিব বিরাজ ॥
কালবশে বটে কিছু হ'য়েছে বিশীর্ণ।
আমার উদরে ক্রমে হইতেছে জীর্ণ ॥
তুমি হে ধার্ম্মিক রাজা করহ উপায়।
যাহাতে পাইবে নৃপ বীজ সমুদয় ॥
তোমারে দেখিয়া মম বাৎসল্য উদয়।
সেই হেতু বৎস মম হও মহাশয় ॥
বৎস হয়ে মোরে লয়ে জননী মতন।
দুগ্ধ পাত্র লয়ে কর আমারে দোহন ॥
মম স্তন হ'তে তবে প্রকাশিবে ক্ষীর।
তাহাতেই শস্য হবে কহিলাম স্থির ॥
কাটহ পর্ব্বত বৃক্ষ কর সমতল।
বহাও প্রবল নদী করি কলকল ॥
সর্ব্বত্রেই বীজক্ষেপ আনন্দেতে কর।
অবশ্য ফলিবে শস্য প্রজা হিতকর ॥
এত কহি গাভীরূপী মেদিনী রমণী।
আশ্বাস পাইতে স্থির হ'লেন তখনি ॥

এ দিকেতে পৃথু শুনি ধরার বচন।
বিস্ময় ভাবেন তবে নিজ মনে মন॥
চিন্তিয়া উপায় করি সেইক্ষণে স্থির।
দোহিবারে যাইলেন ধরণীর ক্ষীর॥
মনুরে করিয়া বৎস নিজে দোগ্ধা হন।
পানি পাত্রে গাভী ধরা করেন দোহন॥
তাহাতে ঔষধি বীজ হইল প্রকাশ।
ঘুচিল প্রজার দুঃখ ধর্ম্মের আভাস॥
এমন হেরিয়া যত দেব পশু পক্ষ।
অপ্সর পর্ব্বত সর্প আর যত রক্ষ॥
সকলেই দোগ্ধা বৎস পাত্র ল'য়ে করে।
গাভীরূপা ধরা-স্তন দোহে অনিবারে॥
বৃহস্পতি করি বৎস দোগ্ধা ঋষিগণ।
করিল ইন্দ্রিয় পাত্রে বেদের দোহন॥
ইন্দ্রকে করিয়া বৎস দোগ্ধা দেবগণ।
অমৃতাদি আর শক্তি করিল দোহন॥
প্রহ্লাদে করিয়া বৎস দানব নিচয়।
লৌহপাত্রে সুরামধু দোহে মহাশয়॥
বিশ্বাবসু করি বৎস গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
সৌন্দর্য্য ও গন্ধ দোহে রহে পাত্রোপর॥
অর্য্যমাকে করি বৎস দোগ্ধা পিতৃগণ।
মৃণ্ময় পাত্রেতে দোহে সুকব্য অশন॥
কপিলে করিয়া বৎস যত সিদ্ধগণ।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি করেন দোহন॥
কপিলে করিয়া বৎস যত বিদ্যাধর।
দুহিল গগন পাত্রে বিদ্যা বহুতর॥
কিন্নর মায়াবী যত বৎস করি ময়।
দুহিল ভীষণ মায়া মুগ্ধ বিশ্বময়॥
রুদ্রকে করিয়া বৎস যক্ষ ও রাক্ষস।
পিশাচাদি ভাল পাত্রে দোহে রক্ত রস॥
তক্ষকে করিয়া বৎস যত নাগজাতি।
মুখপাত্রে বিষ দোহে আনন্দেতে মাতি॥
মাংসাশী যতেক পশু সিংহে বৎস করি।
নিজ নিজ দেহ পাত্রে মাংস লয় ধরি॥
গরুড়ে করিয়া বৎস যত পক্ষিগণ।
ফল জল আহারার্থে করিল দোহন॥
বটকে করিয়া বৎস পাদপ নিচয়।
দুহিল মেদিনী হ'তে তেজ রসময়॥
হিমালয়ে করি বৎস যত গিরিগণ।
সানুপাত্রে ধাতুদ্রব্য করিল দোহন॥
এইমত যেথা যত জাতি বিশ্বে ছিল।
একে একে স্বার্থ লাগি ধরারে দুহিল॥
এ দিকেতে পৃথুরায় দুহিয়া ধরণী।
আনন্দ অন্তরে যান গৃহে নরমণি॥
অকাতরে কাটি বৃক্ষ পর্ব্বত নিচয়।
করিলেন সমতল পৃথিবী নিশ্চয়॥
পৃথিবীরে কন্যারূপে পালিয়া রাজন।
করিলেন নানা রাজ্য নগর পত্তন॥
গ্রাম, পুর, দুর্গ, গোষ্ঠ, জঙ্গল, আকর।
নানাবিধ রাজপথ করেন বিস্তর॥
নানা শস্য জন্মাইল তাঁহার কারণ।
তাহাতে হইল সুখী যত প্রজাগণ॥
ক্রমেতে হইল ধর্ম্ম আচার প্রচার।
সুবৃষ্টি বর্ষিল মেঘ সুখী সর্ব্বাধার॥
অপূর্ব্ব পৃথুর লীলা যে করে শ্রবণ।
নিশ্চয় তাহার হৃদি হয় সুশোভন॥
শুনিলে বিদুর বৎস মেদিনী দোহন।
অপর পৃথুর লীলা করহ শ্রবণ॥
এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির।
হরি লীলামৃত পানে আনন্দ শরীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে পৃথুর কথা নষ্ট পাপভার॥

ইতি পৃথিবীর গাভীরূপ ধারণ সমাপ্ত।

অথ সনকাদি সংবাদ পৃথুর বৈকুণ্ঠে গমন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
মনোরম পৃথু কথা করহ শ্রবণ॥

গাভীরূপা পৃথিবীরে করিয়া দোহন।
রাখিলেন পৃথুরাজ সবার জীবন ॥
পৃথুরে দৃষ্টান্ত করি দেব যক্ষপতি।
সকলে দুহিল পৃথ্বি করিয়া যুকতি ॥
হেন কীর্ত্তি লাভ করি ক্ষত্রিয় রাজন।
মনুবংশ সমুজ্জ্বল করেন তখন ॥
এই বার্ত্তা প্রকাশিল স্বর্গ মর্ত্ত্যধামে।
সকলে সন্তুষ্ট হন পৃথুরাজ নামে ॥
একদা আপনি রাজা ল'য়ে সভ্যগণ।
মন্ত্রীসহ আলো করি রাজ সিংহাসন ॥
প্রজা হিত সাধিবারে হ'য়ে অবহিত।
যজ্ঞ করিবারে রাজা হ'লেন দীক্ষিত ॥
মনোহর রাজসভা নাহিক তুলনা।
কি কব সৌন্দর্য্য কথা না হয় বর্ণনা ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ হয় হীরকে খচিত।
মস্তকেতে চন্দ্রাতপ স্ফটিক মণ্ডিত ॥
অপরূপ শোভা তার বর্ণনা না যায়।
বাসুকী ধরেন যেন পৃথিবী মাথায় ॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা জিনি সদা জ্যোতির্ম্ময়।
সুগন্ধি মাখিয়া বায়ু তথা সঞ্চালয় ॥
কাঞ্চনে জড়িত মণি রহে সিংহাসনে।
যেন শিখি বিস্তারিয়া নিজ পুচ্ছগণে ॥
কার্ত্তিকের সম পৃথু তদুপরি রয়।
ইন্দ্র চন্দ্র সম যেন মন্ত্রীগণ হয় ॥
দেবতা সমাজ সম যেন সভ্যগণ।
ইন্দ্রপুরী সম শোভা না হয় বর্ণন ॥
এইত শোভাতে ভূষি পৃথিবীর পতি।
প্রজা হিত মন্ত্রণায় অবহিত মতি ॥
চামরী চামর বায় দণ্ডী দণ্ড ধরে।
ছত্রধারী মুক্তাময় ছত্র ধরে শিরে ॥
হেনকালে সভাদেশ হইল উজ্জ্বল।
বাল সূর্য্য যেন আসি তথা প্রকাশিল ॥
সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে জ্যোতিপানে চায়।
হেনকালে চারিসিদ্ধ আসেন সভায় ॥
সনৎকুমার আর সত্য সনাতন।
সনক সনন্দ এই ভাই চারিজন ॥
ব্রহ্মার কুমার সবে জ্ঞানেতে প্রবীণ।
রূপের তুলনা হেন তপন মলিন ॥
রাজার সমক্ষে আসি ভাই চারিজন।
আশীর্ব্বাদ করিলেন স্থির করি মন ॥
চিনিয়া তখনি রাজা ত্যজি সিংহাসন।
চারিজন পদতলে হয়েন লুণ্ঠন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি চারি সহোদরে।
কৃতাঞ্জলিপুটে বাক্য কন সিদ্ধবরে ॥
অপরাধ ক্ষম দেব ব্রহ্মার কুমার।
তব যোগ্য সেবা করি কি সাধ্য আমার ॥
মোরে দয়া করি যদি দিলা দরশন।
লও চারি ভায়ে তবে চারি সিংহাসন ॥
উপবেশি শ্রান্তি দূর কর দয়াময়।
দেখিয়া হউক মম সুশান্ত হৃদয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজার মিনতি।
চারি ভাই বসিলেন হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
রাজারে সম্বোধি তবে কহেন তখন।
উপবিষ্ট হও রাজা ল'য়ে সিংহাসন ॥
মনুবংশ অলঙ্কার ধন্য পৃথু রায়।
রাখিলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দুহিয়ে ধরায় ॥
ত্রিলোকেতে তব কীর্ত্তি করিয়া শ্রবণ।
আসিলাম তব মূর্ত্তি করিতে দর্শন ॥
বিষ্ণু অবতার তুমি বেণের নন্দন।
নিজ পুণ্যে পাপী পিতা কর উদ্ধারণ ॥
হিরণ্যকশিপু ছিল পাপী অতিশয়।
ততোধিক পাপী হন বেণ মহাশয় ॥
প্রহ্লাদ জনমে হরিনামের প্রচার।
করিলা আপন পিতা হিরণ্য নিস্তার ॥
তেমতি জন্মিয়া তুমি বেণের কুমার।
করিলা আপনি নিজ পিতায় উদ্ধার ॥
পুত্র হ'তে রক্ষা এই কথা সুনিশ্চয়।
তোমা হ'তে মহারাজ সদা স্থির হয় ॥

এত বলি চারি ভাই হইলেন স্থির।
কহিলেন তবে রাজা বচন সুধীর॥
সুপ্রভাত আজি মোর সফল জীবন।
বহু পুণ্যফলে আজি পাই দরশন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের যেই অনুচর।
ইহ পরলোকে শুভ তাঁহার গোচর॥
তোমা সবাকার দেখি তেমতি আকার।
হইল সর্ব্বত্র সবে একত্রে নিস্তার॥
হরি ব্রত কর সবে সর্ব্বদা কুশল।
কি কুশল জিজ্ঞাসিব কিবা ফলাফল॥
আত্মানন্দে সদা মত্ত হয় সেই জন।
কুশলাদি লোভে তার নাহি আকিঞ্চন॥
বহু পুণ্যফলে লাভ তব দরশন।
এক্ষণে করিছ মোরে কৃপা বরিষণ॥
সিদ্ধরূপী নারায়ণ হও চারিজন।
জীবের মঙ্গল লাগি করহ ভ্রমণ॥
কহ দেব ভালমতে জিজ্ঞাসি তোমায়।
মায়াময় এ সংসারে শুভ কিসে হয়॥
কেমনে পাইবে জীব অনন্ত নিস্তার।
কহ দেব সেই বাণী জীবনের সার॥
এত কহি রাজা তবে হইলেন স্থির।
কহেন সনক তবে বচন গভীর॥
শুন রাজা কহি তোমা নিস্তার কারণ।
একমাত্র হরি হন সর্ব্ব নিরঞ্জন॥
সংসারের ছলনায় দুর্ম্মতি বাসনা।
সেই দোষ নাশ হয় করিলে সাধনা॥
আত্মা ভিন্ন জগতেতে নাহি কিছু সার।
নির্গুণ ব্রহ্মের জ্যোতি তাঁহার আকার॥
ভক্তিরূপ সাধনাতে করি দৃঢ়পণ।
একান্তে করিলে সেই আত্মা আরাধন॥
উপজিবে সেই জ্ঞান দুর্ল্লভ যে হয়।
জীবের নিস্তার তাহে হইবে নিশ্চয়॥
অতএব হরিভক্তি করহ সাধন।
যাহাতে পাইবে জ্ঞান অমূল্য রতন॥
নিস্তার পাইবে জীবে কহিনু নিশ্চয়।
কুশলে থাকিবে রাজা ইহা সত্য হয়॥
এত কহি চারি ঋষি আশীর্ব্বাদ করি।
গেলেন গগন পথে আনন্দে বিহরি॥
হেন উপদেশে শেষে বেণের নন্দন।
কিছুকাল করিলেন প্রজার রঞ্জন॥
অবশেষে ব্রহ্মরূপে ত্যজিতে জীবন।
করিলেন মনে রাজা স্ব-হিত কামন॥
বিজিতাশ্ব নামে বীর তাঁহার কুমার।
তাঁহারে দিলেন পৃথু নিজ রাজ্যভার॥
কন্যারূপা পৃথিবীরে পুত্রে করি দান।
তপস্যা লাগিয়া বনে করেন প্রয়াণ॥
হরি-পরায়ণা ভার্য্যা অর্চ্চি নাম তার।
স্বামী সেবা লাগি যান অরণ্য ভিতর॥
রাণী হন তপস্বিনী তপস্বী রাজন।
হরিব্রতে সদা মত্ত উভয়ের মন॥
হরিনাম হরিলীলা করিয়া স্মরণ।
যোগে চিত্ত সংযোজিত করিয়া তখন॥
নৃপতির মন শুদ্ধ ক্রমেতে হইল।
ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর সঙ্গে ক্রমে প্রকাশিল॥
যোগবলে আত্মজ্ঞান করি আহরণ।
কায়মনে শ্রীহরিরে চিন্তে অনুক্ষণ॥
ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে মায়া দেহভার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠে যাহে হইবে নিস্তার॥
জীব ভার যোগবলে ত্যজি পৃথুরায়।
ব্রহ্মরূপী হ'তে আত্ম জ্ঞানেতে প্রত্যয়॥
ত্যজিলেন সজ্ঞানেতে নিজ দেহ ভার।
মন্দর পর্ব্বতোপরি পুণ্যের আগার॥
স্বামীর সুগতি হেরি অর্চ্চি মহারাণী।
চিতা করি সহমৃতা হয়েন আপনি॥
হরিরে সাধিয়া উভে বৈকুণ্ঠেতে যান।
হরি বিনা এ সংসারে নাহিক নির্ব্বাণ॥
এত কহি বিদুরেরে মৈত্রেয় সুধীর।
হইলেন হরিপ্রেমে ক্ষণেক সুস্থির॥

উপেন্দ্র রচিল এই ভক্তিময় গীত।
শুনিলে জীবের মুক্তি পৃথুর চরিত ॥

ইতি সনকাদির সংবাদ এবং পৃথুর
বৈকুণ্ঠে গমন সমাপ্ত।

অথ প্রচেতা ও রুদ্র সংবাদ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
রুদ্র সংবাদের কথা করিব কীর্ত্তন ॥
প্রচেতাগণের কাছে যেমতি শঙ্কর।
কহিলেন ভাগবত মহা পুণ্যধর ॥
আভাস তাহার তোমা কহিব সুজন।
অবহিত চিত্তে বৎস করহ শ্রবণ ॥
বিজিতাশ্ব আদি পঞ্চ পৃথুর কুমার।
বিজিতাশ্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
পিতার মরণে তিনি পান সিংহাসন।
অন্তরে ছিলেন তিনি হরিপরায়ণ ॥
সসাগরা পৃথিবীর করিতে শাসন।
নাহি ইচ্ছা হয় তাঁর ত্যজিয়া সাধন ॥
সেই হেতু পৃথিবীরে চারি ভাগ করি।
চারিদিকে চারি ভায়ে দিলেন বিতরি ॥
ইন্দ্রেরে করিয়া তুষ্ট নিজ ভুজবলে।
অন্তর্দ্ধান জ্ঞান পান বিদ্যার কৌশলে ॥
সেই হেতু নাম তাঁর হয় অন্তর্দ্ধান।
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি অতি কৃপাবান ॥
সর্ব্বত্র কন্দর্প সম নবীন যৌবন।
তেজেতে প্রভাত সূর্য্য সত্যে সনাতন ॥
শিখণ্ডিনী নামে ভার্য্যা অতি রূপবতী।
স্বামীরতা মনোহরা পতিব্রতা সতী ॥
চন্দ্রমা কলঙ্কী হেরি সে রূপের তুলা।
চমকে হেরিয়া তাঁরে আপনি চপলা ॥
সে হেন যুবতী পত্নী করি সহবাস।
লভিলেন তিন পুত্র অতি মনোল্লাস ॥
নভস্বতী নামে তাঁর আর পত্নী ছিল।
অনুরূপা রূপসী সে যৌবন শোভিল ॥
যৌবন লইয়া পতি লভিল সন্তান।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম হবির্দ্ধান ॥
হরিপরায়ণ সেই জন্মিল কুমার।
অতি দয়াময় সেই গুণের আধার ॥
শশিকলা সম বাড়ে রাজার সন্তান।
দেখিয়া হয়েন হৃষ্ট নৃপ অন্তর্দ্ধান ॥
জ্ঞানেতে বৈরাগ্য বৃদ্ধি হইল তাঁহার।
রাজকার্য্য তাঁর পক্ষে করা হৈল ভার ॥
দণ্ড, কর, শুল্ক ল'য়ে প্রজার শাসন।
দয়ার বিরুদ্ধ কার্য্য ভাবেন তখন ॥
সেই হেতু বৈরাগ্যের হইল উদয়।
যজ্ঞ করি করিলেন পূর্ব্ব বিত্ত ক্ষয় ॥
সঞ্চিত বিত্তের ক্ষয় করি নৃপমণি।
তপস্যার লাগি বনে গেলেন আপনি ॥
হরিতে রাখিয়া চিত্ত মহাযোগ ভরে।
ত্যজিলেন দেহভার হরিপদ তরে ॥
ধার্ম্মিক কুমার তাঁর হবির্দ্ধান নাম।
সিংহাসন লভিলেন ব্যাপ্ত ধরাধাম ॥
মহাজ্ঞানী সেইজন হরিপরায়ণ।
রূপেতে অতুল হন নবীন যৌবন ॥
হবির্দ্ধাণী নামে ভার্য্যা আছিল তাঁহার।
রোহিণী সমান রূপে নারী অলঙ্কার ॥
পাঁচ পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার।
বর্হিষৎ নামে তাঁর প্রধান কুমার ॥
পূর্ণশশী সম পুত্র পাইয়া যৌবন।
হইল একান্ত মনে হরিপরায়ণ ॥
যেমতে সুহিত ভাবে প্রজার পালন।
তেমতি করিল পুত্র হরির সাধন ॥
পুত্রেরে সুযোগ্য হেরি তবে হবির্দ্ধান।
তপস্যার লাগি বনে করিল প্রয়াণ ॥
অতীব যাজ্ঞিক পুত্র যোগ কৃপাময়।
কুশেতে ছাইল তাঁর নগরী নিচয় ॥

সে হেতু প্রাচীন বর্হি নাম তাঁর হয়।
পিতৃসম গুণবান হয়েন নিশ্চয় ॥
সমুদ্রের কন্যা ছিল শতদ্রুতি নাম।
রূপে গুণে নিরূপমা খ্যাত ধরাধাম ॥
বিবাহ কালেতে অগ্নি নেহারি তাঁহায়
কামেতে উন্মত্ত হন না বুঝি মায়ায় ॥
সেই কন্যা ল'য়ে ব্রহ্মা কমল-আসন।
প্রাচীন বর্হিযেরে করিলেন অর্পণ ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি যক্ষ দেব নর।
কামশরে নিপীড়িতা হয়েন কাতর ॥
সেই শতদ্রুতি ল'য়ে বর্হিষ রাজন।
সম্ভোগ করেন সুখে আপন যৌবন ॥
দশ পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার।
জ্ঞানবান পুণ্যবান হ'ল সর্ব্বাধার ॥
শৈশবে হইল তাঁরা হরি-পরায়ণ।
প্রচেতা বলিয়া সবে খ্যাত ত্রিভুবন ॥
মহা জ্ঞানবান পিতা ডাকি পুত্রগণ।
আদেশিলা সবে প্রজা সৃষ্টির কারণ ॥
পিতার আদেশ সবে করিতে পালন।
তপোবলে সেবিল সে হরির চরণ ॥
পুত্রের ভারতী শুনি বর্হিষ রাজন ॥
হৃদয়েতে আনন্দিত হয়েন তখন ॥
সম্বোধিয়া পুত্রগণে কহেন বচন।
অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু সবে করিলা কামন ॥
যাও সবে একে একে সমুদ্র ভিতর।
দ্বিপঞ্চ সহস্র বর্ষ যোগাচার কর ॥
পুনশ্চ আসিয়া রাজ্য করিও গ্রহণ।
চিরকাল রেখো মনে সেই নারায়ণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি রাজা বিদায় দিলেন।
দশ ভায়ে সে সাগর মাঝারে গেলেন ॥
হরিনাম মুখে গাহি দশ ভাই যায়।
পথে গিরিশের সহ মিলন যে হয় ॥
সন্তুষ্ট হইয়া হর কহেন বচন।
মহাভাগবত বাণী পুণ্যের কীর্ত্তন ॥

সেইমত দশ ভাই করিয়া পূজন।
অন্তেতে পায়েন দেখা সত্য নারায়ণ ॥
এই কথা শুনি কহে বিদুর সুজন।
কোথায় গিরিশে পান সে প্রচেতাগণ ॥
কি কথা গিরিশ কন কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহ ঋষি শুনিব তাহায় ॥
যোগীজন যেই হরে না পায় দর্শন।
কেমনেতে দেখে তাঁরে সে প্রচেতাগণ ॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় তখন।
কহিতে লাগিলা সেই মধুর বচন ॥
পুত্রেরে বিদায় দিলা বর্হিষ রাজন।
চলিলা কুমার সবে করিতে তর্পণ ॥
মাতামহ জলাধিপ রাজ্য তাঁর জল।
অসীম প্রভাব তাঁর জলেতে অনল ॥
সেই স্থানে তপস্যায় করিয়া মনন।
সাগর উদ্দেশে সবে করেন গমন ॥
বহুদূর পদভরে গিয়া চারি ভাই।
সম্মুখেতে সরোবর দেখেন সবাই ॥
অতীব বিস্তীর্ণ বাপী স্বচ্ছ তার জল।
মধুর পবন স্রোতে করে কল কল ॥
তাহাতে ফুটিল কত কহ্লার কমল।
মধু লোভে মধুকর করে কোলাহল ॥
কত মীন ভাসে জলে সারসী সারস।
রাজহংস চক্রবাক ক্রীড়ায় অবশ ॥
নিকুঞ্জ মণ্ডিত তার ফল ফুলময়।
কত বৃক্ষ কত লতা কত গুল্মময় ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে পিক কুহুস্বর।
সুকণ্ঠে সুকণ্ঠে শাখী সঙ্গীতে মুখর ॥
মনোহর সরোবর করিয়া দর্শন।
হয়েন প্রচেতাগণ পুলকিত মন ॥
বর্হিষের পুত্র সবে সমৃদ্ধির সার।
নাহি দেখিয়াছে চক্ষে হেন চমৎকার ॥
চমৎকার হেরি সবে স্থির করি মন।
দশ ভায়ে ভাবে তবে শ্রীহরি চরণ ॥

হেনকালে সেই স্থানে হইল বাদন।
মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি পণব নিঃস্বন॥
সুকণ্ঠে সুস্বর গীত বামা কণ্ঠস্বর।
শুনিলে মোহিত হয় তাপিত অন্তর॥
হেন গীত বাদ্য শুনি রাজার নন্দন।
সরোবর দেখিলেন মেলিয়া নয়ন॥
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সুতপ্ত কাঞ্চন।
সরোবর তল হ'তে উঠিল তখন॥
নীলকণ্ঠ শান্তিময় আর ত্রিনয়ন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িতেছে দেব-দেবিগণ॥
কিবা সে উজ্জ্বল তনু প্রখর তপন।
শিরোদেশে চন্দ্রকলা অপূর্ব্ব শোভন॥
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন হ'য়ে স্বর্ণময়।
উজ্জ্বল হইতেছিল বাড়ব আলয়॥
গিরিশে নেহারি তবে বর্হিষ নন্দন।
দশ ভায়ে প্রণমিল বন্দিয়া চরণ॥
রাজার কুমার একে হরিপরায়ণ।
সত্যময় কমমূর্ত্তি নবীন যৌবন॥
নেহারি সবারে তবে কহে মহেশ্বর।
পূর্ণ হোক মনস্কাম এই দিনু বর॥
চিনিয়াছি তোমা সবে বর্হিষদ সূত।
রাজ্যসুখ ত্যজি সবে তপস্যাতে রত॥
উত্তম কামনা হেরি বুঝিয়া সাদরে।
দিলাম সকলে দেখা এই সরোবরে॥
দেবের দুর্ল্লভ আমি মনুষ্য কি ছার।
কিন্তু বাসুদেব ভক্ত প্রিয় সে আমার॥
বহু পুণ্যফলে লোকে ব্রহ্মপদ পায়।
ততোধিক পুণ্যবলে নেহারে আমায়॥
ভগবান সম প্রিয় হয় ভক্তজন।
তোমরাও সেই ভক্ত রাজার নন্দন॥
সেই হেতু সরোবরে দিয়া দরশন।
হইল শিখাতে যোগ আমার এখন॥
যে মন্ত্রে তপস্যা করি পায় শ্রীনিবাস।
কহিব সবারে আজি সে মন্ত্র আভাস॥
হইবে তাহাতে জ্ঞান মুক্তির সাধন।
তাহাতে পাইবে দেখা নিত্য নিরঞ্জন॥
এত বলি মহেশ্বর করি যোগাসন।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই নিত্য নারায়ণ॥
ধ্যানেতে দেখিয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির বেশ।
কুমারগণের প্রতি কহিলা বিশেষ॥
শ্যামরূপ সেই হরি শূন্য ব্রহ্মময়।
সদাই সাকার রূপ ব্যাপ্ত বিশ্বচয়॥
আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে ব্যাপ্ত নারায়ণ।
গুণেতেই কার্য্য তাঁর মায়াতে সৃজন॥
মায়াতে মহৎ জন্মে তাহে অহঙ্কার।
তাহাতে জন্ময়ে সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতাকার॥
ইন্দ্রিয় তন্মাত্র প্রাণ দেব সমুদয়।
সকলি সে নারায়ণ হইতে জন্মায়॥
সকলি ক্রমেতে লয় চারিটি শরীর।
জরায়ুজ ও স্বেদজ আদি প্রকৃতির॥
চারি আকারের মধ্যে হয় আত্মারূপ।
পুরুষ রূপেতে হরি থাকেন স্বরূপ॥
মধুকর সম জীব তাঁহারি চেতন।
ইন্দ্রিয় করেতে করে বিষয় গ্রহণ॥
সুখ দুঃখ সদাকাল বেষ্টিত সংসার।
উপভোগ করে জীব মোহ সবাকার॥
এই মোহ হয় পুনঃ বিশ্বের সংহার।
তাহাতেই পুনঃ সৃষ্টি কহিলাম সার॥
এমতে করিয়া কার্য্য সেই নারায়ণ।
আপনি বিরাটরূপে উজলে ভুবন॥
পূর্ণব্রহ্ম রূপে রন শ্রীমধুসূদন।
ভক্তের হৃদয়ে জাগে সে বংশীবাদন॥
আত্মারূপে সেই হরি মহাতত্ত্বময়।
সর্ব্ব জীবাত্মার মাঝে আনন্দে বসয়॥
সেই ভগবানে ভাব সিদ্ধ করি জ্ঞান।
হইবে তপস্যা পূর্ণ কহিনু সন্ধান॥
রাজার কুমার সবে হরিভক্তি জন।
তাই ভাগবত জ্ঞান করানু শ্রবণ॥

এইরূপে সেই হরি করিয়া ধারণা।
পূরাও কুমার সবে শ্রীহরি সাধনা॥
পুরাকালে সৃষ্টিকর্ত্তা কমল আসন।
সপ্তর্ষি সহিতে এই কহেন বচন॥
তাঁহার আজ্ঞায় তত্ত্ব কহিনু সবায়।
করিবে এ হেন যোগ বুঝিয়া আমায়॥
এত বলি অন্তর্হিত হন মহেশ্বর।
দশ ভাই চমকিত করিয়া গোচর॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করেন প্রণাম।
চলিয়া গেলেন হর সে কৈলাস ধাম॥
এতেক বিস্তারি কহি মৈত্রেয় সুজন।
কহেন বিদুরে পুনঃ মধুর বচন॥
মহাভাগবত স্তোত্র হয় রুদ্র বাণী।
শুনিলেই মুক্তি পায় পাপময় প্রাণী॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ ধন হয় এ বচন।
শুনিলে জীবের হৃদে জ্বলে জ্ঞানধন॥
এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির।
হরিপ্রেমে পুলকিত বিদুর সুধীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত রুদ্র ভাগবত।
শুনিলে পাপীর মুক্তি ঋষিগণ মত॥

ইতি প্রচেতাগণের সহিত রুদ্র সংবাদ সমাপ্ত

অথ পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যান।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
পুরঞ্জন উপাখ্যান নারদ বচন॥
শিবের বচন শুনি প্রচেতার দল।
তপস্যার লাগি চলে জলধির জল॥
নন্দনে বিদায় দিয়া বর্হিষ রাজন।
মোহগুণে দগ্ধ হ'য়ে করে বিলাপন॥
একদা অন্তরে বুঝি ঋষি বীণাধর।
রাজার সমীপে যান হইয়া তৎপর॥
বীণাসহ হরিধ্বনি করি ঋষিবর।
রাজার সভায় গিয়া হয়েন গোচর॥

এতেক প্রদীপ্ত তেজ ব্রহ্মার কুমার।
তাঁহার বীণার শব্দে মুগ্ধ ত্রিসংসার॥
হেনরূপে নারদেরে নেহারি রাজন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অগ্রে করেন বন্দন॥
অপরে দিলেন রাজা সম্মুখে আসন।
আপনি তাঁহার সেবা করেন তখন॥
সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মার তনয়।
রাজারে কহেন মিষ্ট বচন নিচয়॥
মনুবংশে জন্ম তব ক্ষত্রিয় রাজন।
তব যশে পূর্ণ বটে জগৎ ভুবন॥
সংসারের ছলে কেন ভুলিয়া মায়ায়।
মোহময় কর্ম্মে কেন মতি তব হয়॥
কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান লাভ করহ রাজন।
শুনহ উপায় তার কহিব বচন॥
দুঃখ যাহে হয় দূর সুখের উদয়।
জ্ঞানীজনে সে সাধনে মঙ্গল কহয়॥
কর্ম্মেতে থাকিলে মতি তাহা নাহি হয়।
বিনা জ্ঞানে মঙ্গলের নাহিক উদয়॥
যজ্ঞেতে বধিলে পশু মোক্ষের কারণ।
বৃথাই হইল ক্রিয়া মিথ্যা সে বচন॥
যোগবল ধরি রাজা কর হে দর্শন।
যজ্ঞ হত পশু যত রহিছে কেমন॥
সকলে অপেক্ষা করে তোমার মরণ।
মরিলে উহারা আসি করিবে দংশন॥
যোগবলে পশু দেখি ত্রাস্ত নরবর।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর॥
কি উপায় হবে ঋষি কহগো সংবাদ।
পুণ্যার্থে করিনু কর্ম্ম ঘটিল বিষাদ॥
না জানি কর্ম্মের তত্ত্ব করি আচরণ।
অমৃত লোভেতে করি বিষ আহরণ॥
কহ দেব সে উপায় যাহে শান্তি পাই।
বৃথা কর্ম্মে আর আমি ধর্ম্ম নাই চাই॥
এত বলি রাজা তবে হইলেন স্থির।
কহিতে থাকেন তবে নারদ সুধীর॥

শুন রাজা কহি তোমা এক উপাখ্যান।
তাহাতে পাইবে শান্তি লভি অপমান॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছিল রাজা নামে পুরঞ্জন।
আছিল সুবিজ্ঞ তাঁর মন্ত্রী একজন॥
অতীব প্রাচীন সেই নাহি তাঁর লয়।
কিবা নাম কোন কর্ম্ম গোচর না হয়॥
নিজ বাসঘর লাগি ইচ্ছিয়া রাজন।
সমগ্র পৃথিবী মাঝে করিল ভ্রমণ॥
দেখিলেন কত পুর গ্রাম উপবন।
কোনটিতে থাকিবার না হইল মন॥
সন্তোষের আশা যত আছিল তাঁহায়।
ঐ সব গ্রাম পুরে ভোগ না জুড়ায়॥
এত ভাবি রাজা তবে করিছে ভ্রমণ।
হিমালয় নামে গিরি করেন দর্শন॥
ভীষণ উন্নত গিরি দেবের আবাস।
নানা ধাতু পশু বৃক্ষ তাহাতে প্রকাশ॥
তাহার দক্ষিণে ছিল পুরী মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণা সেই জ্ঞানের গোচর॥
অপূর্ব্ব সে পুরী হয় দ্বার তার নয়।
অসংখ্য প্রাচীরে ঘেরা উপবনময়॥
সরিৎ পল্লব আর গবাক্ষ তোরণ।
রৌপ্য স্বর্ণময় গৃহ তাহে সুশোভন॥
স্ফটিক মাণিক মুক্তা আর নীলকান্ত।
এমতে গঠিত গৃহ দেখি চিত্ত শান্ত॥
ভোগবতী যথা শোভে পাতাল আগার।
তেমতি এ পুরী শোভে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার॥
পুরীর বাহির বেড়া এক উপবন।
দিব্য তরু লতা গুল্ম তাহে সুশোভন॥
পদ্মময় জলাশয় শোভে জলচর।
হংস চক্রবাক বক সারস সুন্দর॥
সরোবর তীরে শোভে নানা বৃক্ষচয়।
কুসুমে বিতরে গন্ধ ফল মধুময়॥
সতত নবীন পত্র পাখী করে গান।
বসন্ত সতত রহে জুড়ায় পরাণ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হয় হস্তী হরিণের দল।
হিংসা ত্যজি আনন্দেতে করে কোলাহল॥
তাহাদের চক্ষে দেখি নাহি হয় ভয়।
যার ইচ্ছা উপবনে সুখেতে ভ্রময়॥
সতত মধুপকুল করয়ে ঝঙ্কার।
কোকিলের কুহুরবে লাগে চমৎকার॥
হেন মনোহর বনে রাজা পুরঞ্জন।
বিমুখ হইয়া সুখে করেন ভ্রমণ॥
হেনকালে নারী এক আসিল তথায়।
চন্দ্রমা জিনিয়া কান্তি যৌবন শোভায়॥
দশজন রক্ষী তাঁর দশদিকে রয়।
প্রত্যেকের শত শত নায়িকা নিচয়॥
সকলেই সুরূপসী নবীন যৌবন।
সকলে নারীর সেবা করে বিলক্ষণ॥
পঞ্চমুণ্ড এক সর্প কালকূটময়।
কামিনীর চারিদিকে সেই জন রয়॥
ইচ্ছাময় সেই নারী বয়সে যৌবন।
ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ করেন ধারণ॥
যৌবন পীড়নে কন্যা হ'য়ে জর্জ্জরিত।
উপযুক্ত পতি লাগি হ'য়ে লালায়িত॥
পতি অন্বেষণ লাগি আসি উপবন।
অনুচর সঙ্গে বামা করেন ভ্রমণ॥
কিবা সে সুন্দর রূপ বর্ণন না যায়।
কটাক্ষে বিজলী হারে দন্ত মুকুতায়॥
কুচে বিন্ধ্য অবনত দাড়িম্ব বিদরে।
নিতম্বে মেদিনী কাঁপে ভয়ে থর থরে॥
গমন মরাল দুঃখী ডুবে সরোবরে।
নয়নে হরিণী কাঁদে বনের ভিতরে॥
রূপে কাম হয় ভস্ম শঙ্করের শাপে।
সুবর্ণ অনলে যায় উপজিলে তাপে॥
হেন সে যুবতী নারী পতি লাগি ধায়।
কাম লাগি যথা রতি মদনে ভ্রময়॥
একেত অতুল রূপে নবীন যৌবন।
তাহাতে নিতম্বভরে মন্থর গমন॥

কুচ ভরে অবনত হয় মধ্যদেশ।
কটাক্ষে পুরুষ মুগ্ধ কহিনু বিশেষ ॥
হেন রূপ হেরি তবে রাজা পুরঞ্জন।
কামশরে নিপীড়িত হয়েন তখন ॥
বামা সহবাস ইচ্ছা হইল রাজার।
আনন্দে হয়েন রাজা নিজে আগুসার ॥
অপূর্ব্ব রাজার মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান কাম।
ইন্দ্র চন্দ্র ত্যজি স্বর্গ যেন মর্ত্ত্যধাম ॥
আগুসরি হ'য়ে রাজা কামিনী গোচর।
মৃদু মৃদু কন বাণী হ'য়ে কামপর ॥
কে তুমি কহলো বামা দেহ পরিচয়।
কার নারী হে সুন্দরী বাস কোথা হয় ॥
কোথা হ'তে আস হেথা কমললোচনে।
কিবা অভিপ্রায়ে বল এই উপবনে ॥
দশজন রক্ষী তব কিবা পরিচয়।
আর এক বলবান তার মধ্যে রয় ॥
অগণ্য রঙ্গিণী নাচে বেষ্টিয়া তোমায়।
কে উহারা বল বামা কহত আমায় ॥
পঞ্চমুণ্ড সর্প বেড়ি কিবা উহা হয়।
আশ্চর্য্য শকতি দেখি জ্ঞান নাহি রয় ॥
স্বাহা স্বধা কিবা লক্ষ্মী সাবিত্রী ভবানী।
কোন জন তুমি বামা জ্ঞানে নাহি জানি।
চিনিতে না পারি কিন্তু করি অনুমান।
দেবযোনী সহ তব ভূপৃষ্ঠে প্রয়াণ ॥
দেব যদি নাহি হও মম বাণী ধর।
কেন মিছা এ যৌবন বৃথা নষ্ট কর ॥
মহাবীর হই আমি নাম পুরঞ্জন।
দেখিতে এসেছি গ্রাম পুর উপবন ॥
অদ্যাপি না করি আমি রমণী রমণ।
কর বামা মনোসুখে আমারে বরণ ॥
তোমার কটাক্ষে মম আকুল পরাণ।
কর মোর হৃদে আসি তাহা দীপ্তিদান ॥
আবরিত কেন বামা মেঘে শশধর।
বদন লুকায়ে হাস বসন ভিতর ॥
সুন্দর নয়ন তব সুন্দর বদন।
তুলিয়া করহ মোরে বারেক দর্শন ॥
এত বলি স্থির হন রাজা পুরঞ্জন।
অতঃপর মহারাজ করহ শ্রবণ ॥
রাজার নেহার রূপ সুন্দরী কাতর।
লজ্জা ত্যজি মৃদু মৃদু কহেন সুস্বর ॥
পুরুষের শ্রেষ্ঠ বট তুমি হে সুজন।
কিবা দিব পরিচয় নাহি নিদর্শন ॥
কে সৃজিল তোমা আমা দেখিতে না পাই।
কোন গোত্র কিবা নাম কভু জানি নাই ॥
এই যে হেরিছ পুরী রহে নব দ্বার।
না জানি করিল কেবা সৃজন ইহার ॥
অধীন আমার উহা চিরকাল হয়।
কুমারী হইয়া রাজ্য করি মহাশয় ॥
নরনারী যত দেখ বেষ্টিয়া আমায়।
সকলেই সখা সখী কহিলাম রায় ॥
এই সর্প হয় রক্ষী পুরী রক্ষা করে।
নিদ্রিত হইলে উহা সদা জাগে দ্বারে ॥
বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায়।
ইন্দ্রিয় সুখেতে স্বাদ প্রাণ তব চায় ॥
তব রূপে মুগ্ধ আমি হইলাম রায়।
কর অভিলাষ পূর্ণ লইয়া আমায় ॥
তুমি হও মম রাজা আমি হই রাণী।
পুরীর মাঝারে থাকি সুখী হোক প্রাণী ॥
মম সখা সখী তব হবে অনুচর।
সকলে লইয়া যাও শতেক বৎসর ॥
যাহা সাধ হবে তব সম্ভোগ কারণ।
দিব আমি দাসী সমা তোমা সেইক্ষণ ॥
বিখ্যাত তুমি হে বীর নবীন যৌবন।
সম্ভোগের লাগি তোমা হইয়াছে মন ॥
কোন বা রমণী হেন ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।
নাহি চায় আলিঙ্গন সতত তোমার ॥
এত বলি উভে যোগ হইল তখন।
নারী সহ পুরাধীশ হন পুরঞ্জন ॥

অপরে কি ঘটে শুন বর্হিষ রাজন।
মনোহর উপাখ্যান নামে পুরঞ্জন॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
নারদ হয়েন স্থির করিতে বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
পুরঞ্জন উপাখ্যান ভোগের বিচার॥

ইতি পুরঞ্জন পরিচয় সমাপ্ত।

অথ পুরঞ্জনের সম্ভোগ বর্ণন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
অপরূপ কথা পুনঃ করহ শ্রবণ॥
বর্হিষ সম্বোধি তবে ব্রহ্মার কুমার।
পুরঞ্জন সম্ভোগের করেন প্রকার॥
যে পুরের অধীশ্বর হন পুরঞ্জন।
নবদ্বার তার হয় করিনু বর্ণন॥
সাতটি উপরে থাকে নীচে দুই দ্বার।
তদ্দ্বারা পুরেতে রাজা করেন বিহার॥
উপরে যে সাত দ্বার আছিল পুরীর।
পাঁচ তার পূর্ব্ব মুখ দক্ষ একটির॥
উত্তরেতে এক রয় পশ্চিমেতে দ্বয়।
এমনেতে পুরঞ্জন নবদ্বারে রয়॥
খদ্যোতা ও আবির্মুখী নলিনী নালিনী।
মুখ্য নামে পূর্ব্ব পঞ্চ দ্বারের কাহিনী॥
এই পঞ্চ পূর্ব্বদ্বারে পুরঞ্জন রায়।
নানাবিধ বিষয়ের সম্ভোগে কাটায়॥
পিতৃহূ নামেতে ছিল দক্ষিণের দ্বার।
তদ্দ্বারা পঞ্চাল রাজ্যে গমন রাজার॥
দেবহূ নামেতে ছিল উত্তরের দ্বার।
উত্তর পাঞ্চালে তাহে গমন রাজার॥
অধোভাগে এক দ্বার আসুরী সে নাম।
তদ্দ্বারা দেখেন রাজা গ্রাম্যরতি ধাম॥
নৈর্ঋতি নামেতে তথা আর এক দ্বার।
বিষয় বিশেষ তাহে গমন রাজার॥
এইরূপ সম্ভোগেতে রত পুরঞ্জন।
হস্ত পদ নামে দ্বার দুইটি গণন॥
হস্ত পদ উভে অন্ধ দেখিতে না পায়।
আজ্ঞামাত্র সর্ব্বকার্য্য করিতে জুয়ায়॥
বিষুচীন নামে বন্ধু অন্তঃপুরে রয়।
তাহে মোহ হর্ষ রাজা স্ত্রী পুত্রেতে পায়॥
মহিষীর রাজ্যে রাজা হ'য়ে পুরঞ্জন।
কামাত্ম হইয়া কর্ম্মে আসক্ত তখন॥
মহিষী যা করে রাজা তাহাতেই মতি।
অশন ভূষণ পান রাণী অনুমতি॥
পত্নীর ভোজনে রাজা করেন ভোজন।
পত্নীর রমণে রাজা করেন রমণ॥
পত্নীর রোদনে রাজা করেন রোদন।
হাস্যে হাস্য গল্পে গল্প শয়নে শয়ন॥
ঘ্রাণে ঘ্রাণ স্পর্শে স্পর্শ শ্রবণে শ্রবণ।
আনন্দেতে আনন্দিত তুষ্টিতে তোষণ॥
এইরূপে সুলোচনা মোহি পুরঞ্জনে।
ক্রীড়া মৃগ সম করে বিহার কারণে॥
রাজার বাসনা নাই তবু মোহবশে।
রাণীর মায়ায় মুগ্ধ সদা রঙ্গ রসে॥
একদা করিলা রাজা মৃগয়াতে মন।
আজ্ঞামাত্র করালেন রথ সুশোভন॥
পঞ্চ অশ্ব দুই দণ্ড দুই চক্র তার।
এক রক্ষ তিন ধ্বজ তাহে ব্যবহার॥
এক গাছি রজ্জু আর পাঁচটি বন্ধন।
সারথি তাহার পরে রহে একজন॥
তাহে দুই দেখা যায় যুগন্ধর স্থান।
রথীর আসন তাহে একটি প্রমাণ॥
সাতখানি চর্ম্ম হয় রথ আবরণ।
পাঁচটি গতিতে হয় রথের গমন॥
সুবর্ণ কবচে ঢাকা অঙ্গ পুরঞ্জন।
অক্ষয় তূণীর পৃষ্ঠে করেন বন্ধন॥
সঙ্গে চলে সেনাপতি নাম তার মন।
এমতে করিয়া রাজা রথে আরোহণ॥

ত্যাগ যোগ্যা জায়া ত্যজি মৃগের কারণ।
পঞ্চ সানু বনে রাজা করেন গমন ॥
মহাবীর একে রাজা হাতে লয়ে শর।
শ্বাপদ সংহার লাগি হয়েন তৎপর ॥
রাজার দাপটে বনে হয় কোলাহল।
প্রাণভয়ে পশুকুল হইল চঞ্চল ॥
এ নীতি অনীতি হয় বহিস্ম রাজন।
পশুহত্যা নৃপকর্ম্ম হ'লে প্রয়োজন ॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ব্যাপ্ত সেই প্রয়োজন।
শাস্ত্রে যজ্ঞ কার্য্যে ভিন্ন নহে নিদর্শন ॥
হেনমতে যেই করে পশুর হনন।
কর্ম্মে জ্ঞান উপজিবে তাহার রাজন ॥
হেন ভাবি যেইজন হানে জীবচয়।
অবশ্য নিয়মগামী কর্ম্মে তার হয় ॥
এইরূপে মৃগয়ায় রাজা পুরঞ্জন।
নানাবিধ বন্যপশু করিয়া হনন ॥
ক্রমেতে হইয়া শ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসায়।
নিজাগারে আসিলেন আপন ইচ্ছায় ॥
শান্তি পরিহরি করি আহার ও স্নান।
নানাবেশে সাজি পরে হয়েন শয়ান ॥
শয়ান করিয়া রাজা মনে হ'য়ে পুষ্ট।
ইচ্ছিলেন কাম আশা করিবারে তুষ্ট ॥
রমণীর সহবাস হৈল অভিলাষ।
রাণীরে না হেরি তবে হয়েন উদাস ॥
মহিষীরে না দেখিয়া উচাটন মন।
সখীগণে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কহ কহ বামাগণ! কামিনী কোথায়।
কুশল তাঁহার বল এক্ষণে আমায় ॥
জননী রমণী ভিন্ন শোভাহীন ঘর।
চক্রহীন রথে রথী যথা দুঃখপর ॥
বললো ললনে! সবে কোথা সে রমণী।
জীবনের সার রত্ন আমার কামিনী ॥
এত শুনি সখীগণ কহিল তখন।
কি কব তোমায় নৃপ বড় অঘটন ॥
না জানি কি দুঃখে রাণী পাতিয়া অঞ্চল।
দেখ রায় শুয়ে আছে পড়ি ভূমিতল ॥
সহচরী বাণী শুনি দেখে পুরঞ্জন।
অতি দুঃখে রহে রাণী ভূমিতে শয়ন ॥
জীবনের সার যারে ভাবে পুরঞ্জন।
কেমনে সহিবে তার ভূমেতে শয়ন ॥
ত্বরা করি যান নৃপ প্রণয়িনী পাশ।
যথায় শয়ান নারী হইয়া উদাস ॥
কামভরে নিপীড়িত অন্ধ অনুরাগে।
সীমন্তিনী পদে নৃপ ধরিলেন আগে ॥
অবশেষে সাদরেতে করি আলিঙ্গন।
আপন কোলেতে তাঁরে করেন ধারণ ॥
কোলে করি ধরি প্রিয়া মুখ শশধর।
কহিতে থাকেন নৃপ প্রবোধ বিস্তর ॥
পুরুষের নারী প্রভু জানতো সুন্দরী।
আমি দাস এ পুরীতে তুমি অধিশ্বরী ॥
দাস হ'য়ে ক'রে থাকি যত মন্দ কর্ম্ম।
দাসের বিধান দন্ড প্রভুগণ ধর্ম্ম ॥
দণ্ড দিয়া কর প্রিয়ে নিজাদেশ দান।
কেমনে সেবিব তব হয়ে এক প্রাণ ॥
কোন অপরাধে প্রিয়ে এ বিরাগ মনে।
কহ কহ প্রাণেশ্বরী মোরে এইক্ষণে ॥
অপরাধ তব পাশে করে কোনজন।
প্রকাশিয়া বল তারে করিব শাসন ॥
হরিভক্ত ও ব্রাহ্মণ বধ্য কভু নয়।
এই দুই ছাড়া রাণী শাসিব নিশ্চয় ॥
কি বিষাদে ধনী তুমি হ'য়ে বিষাদিনী।
ভূমিতে শয়ন কেন কহ সুলোচনী ॥
বদনে তিলক নাহি শুক হীন ঊষা।
বস্ত্রহীনে মলিনতা কান্তিহীন ভূষা ॥
অভিমানে সুরঞ্জিত ও মুখমণ্ডল।
প্রদোষের ভানু যেন অস্তেতে চঞ্চল ॥
শ্রাবণের ধারা সম বহে আঁখি নীর।
হিমাচল শিখরেতে যেন গঙ্গানীর ॥

ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষম সীমন্তিনী।
স্বামীর সেবায় কষ্ট কোন বা রমণী॥
এত বলি স্থির হন নৃপ পুরঞ্জন।
ছলনায় মহারাণী ভুলান রাজন॥
রাজারে ভুলায়ে রাণী করি হতজ্ঞান।
করিলেন বেশভূষা বিবিধ বিধান॥
সুবেশে রাজার সহ করিলা শয়ন।
মধুর আলাপে মুগ্ধ হয় নৃপ প্রাণ॥
রাজার চৈতন্য নাশ ক্রমেতে হইল।
রতিতে উন্মত্ত হ'য়ে জ্ঞান হারাইল॥
ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু হয় তথা ক্ষয়।
তথাপি রাজার দৃষ্টি নাহি উন্মীলয়॥
মহাবীর পুরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে পরে।
কামিনী সঙ্গেতে রন সন্তোষ অন্তরে॥
কামিনীর হস্তে রাখি নিজ শিরোদেশ।
কামিনীর সঙ্গে মত্ত করিলেন বেশ॥
তাহারেই পুরুষার্থ করিয়া মনন।
ভুলিলেন পরব্রহ্ম আর বন্ধুজন॥
উভয়ে জন্মিল ক্রমে বিবিধ সন্তান।
পুত্র দশ কন্যা শত পঞ্চাল ভূষণ॥
পুত্র কন্যা হ'তে বহু জন্মিল তনয়।
এমতে তাহার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হয়॥
পুত্র কন্যা মায়ামোহে আবদ্ধ রাজন।
জ্ঞানহীন কর্ম্মযজ্ঞে সদা তাঁর মন॥
নানাবিধ পশুহত্যা করিয়া তথায়।
কুটুম্ব ভরণে রত হইলেন রায়॥
রতিতে উন্মত্ত রাজা ত্যজিয়া শাসন।
অনাচার রাজ্যমধ্যে ঘটিল তখন॥
চণ্ডবেগ নামে রাজা গন্ধর্ব্বের পতি।
তিনশত ষষ্ঠি সেনা তার ভীমমতি॥
প্রত্যেকের শুক্ল কৃষ্ণ বিভেদে রমণী।
লুটে লয় জীবপুরী করিয়া মেলানি॥
তাহারা যুঝিয়া গৃহ লুটিবার তরে।
পুরঞ্জন গৃহ দ্বারে আসিল সত্বরে॥
প্রাণ নামে মহাসর্প লয়ে শরাসন।
শতেক বৎসর সেই করে মহারণ॥
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বী মিলি সাতশত বিশ।
যুদ্ধ করে একমাত্র সর্প অহর্নিশ॥
ক্রমে সর্প তেজ হত মহারণ বশে।
রাজা হন সচিন্তিত শত্রুর পরশে॥
শত শত ভৃত্য আদি সেবিত রাজায়।
নানা ভোগ্য দ্রব্য আসি যোগাত তাহায়॥
সকলি হইবে জয় না ভাবি রাজন।
বিষয় কর্ম্মের ফাঁসে হয়েন বন্ধন॥
গন্ধর্ব্বের বিবরণ অতি মনোহর।
কেন তার চৌর্য্যবৃত্তি শুন নরবর॥
বর্হিষ সম্ভাষি তবে ব্রহ্মার কুমার।
কি কন বিদুর শুন উপমা তাহার॥
অপরূপী জীবলীলা কথা পুরঞ্জন॥
বুঝিলে জীবের মুক্তি বুঝিও সুজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
শুনিলে জীবের নষ্ট হবে মায়াভার॥

ইতি পুরঞ্জনের সম্ভোগ বর্ণন সমাপ্ত।

অথ পুরঞ্জনের নরকে গমন।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
কিবা ঘটে অতঃপর নারদ বর্ণন॥
নারদ সম্বোধি কন বর্হিষের প্রতি।
গন্ধর্ব্বের কথা এবে শুনহ নৃপতি॥
কালনামে মহাবীর ব্যাপ্ত এ সংসার।
তাঁর এক কন্যা ছিল জরা নাম তার॥
দুর্ব্বৃত্ত হেরিয়া কেহ না করে মনন।
ত্রিভুবন করে সেই পতি অন্বেষণ॥
দুর্ভাগা তাহার নাম খ্যাত চরাচর।
সন্তুষ্ট যাঁহারে সেই দেয় তাহে বর॥
যযাতি পুত্র পুরু করিলা সেবন।
সেই হেতু হয় তাঁর লাভ রাজ্যধন॥

এইরূপ স্বামী লাগি কালের কুমারী।
ত্রিভুবন মাঝে ধায় পতি অভিসারী ॥
একদা ভ্রমণ তরে করিয়া মনন।
ব্রহ্মলোক হ'তে আমি করি আগমন ॥
ব্রহ্মলোক হ'তে কভু আসিবার কালে।
যবে আসি পঁহুছান এই মহীতলে ॥
সেইকালে কাল কন্যা আসিয়া তথায়।
বিশেষ বিনিয়া তবে কহিল আমায় ॥
শুনিয়াছি তুমি ঋষি হও জ্ঞানময়।
তোমারে বরিতে মোর বড় ইচ্ছা হয় ॥
শুনিয়া তাহার বাণী না হন স্বীকার।
তাহাতে হইল ক্রোধ উদয় তাহার ॥
ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে শাপিল আমায়।
অস্থির হইব আমি সংসার মায়ায় ॥
সেই হেতু ত্রিভুবনে কভু নাহি স্থির।
পতি লাগি সে কামিনী হইল বাহির ॥
যাইবার কালে আমি কহিনু তাহায়।
ভয় নামে আছে এক যবনের রায় ॥
যাও গিয়া কহ তারে হইতে বরণ।
করিবে উপায় তব সেই মহাজন ॥
শুনিয়া আমার বাণী কাল কন্যা ধায়।
তথায় আছিল ভয় যবনের রায় ॥
নিকটে যাইয়া তার কহিল বচন।
হও মম স্বামী নৃপ এই আকিঞ্চন ॥
দত্ত বস্তু নাহি যেই করয়ে গ্রহণ।
সেজন সুজন নয় শাস্ত্রের বচন ॥
করিতেছি দান আমি তোমা মন প্রাণ।
করহ গ্রহণ রাজা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
দুর্ভাগার বাণী শুনি যবন রাজন।
হাসিয়া কহিল তারে মধুর বচন ॥
ত্রিলোকে সবার কাছে করিয়া গমন।
করেছিলে তুমি ইচ্ছা করিতে বরণ ॥
মন্দমতি হেরি তোমা কেহ নাহি লয়।
কেমনে লইব তোমা কহত নিশ্চয় ॥

এক বর আছে আমি করিয়াছি স্থির।
লহ তাহা বরাননে ফলিবে অচির ॥
ভুবনে কর্ম্মের বশে মত্ত যত জন।
অলক্ষ্যে করিয়া গ্রাস তাদের জীবন ॥
বিষ্ণু জ্বর নামে এক আমার সোদর।
তাহারে করহ বিভা হইয়া সত্বর ॥
তার সহ মিলি তুমি হও ক্রিয়াপর।
সেনাপতি হ'য়ে ভ্রম ভুবন ভিতর ॥
যথায় পাইবে কর্ম্মী পুর গৃহ দ্বার।
লুণ্ঠন করিবে তাহা নিয়ম আমার ॥
কাল কন ওহে নৃপ গন্ধর্ব্বের পতি।
গন্ধর্ব্ব তাহার সেনা অতি ভীমমতি ॥
গন্ধর্ব্ব সেনাপতি বিষ্ণু জ্বর ভীষণ।
তাহার সহিত হ'লো দুর্ভাগা মিলন ॥
উভয়ে মিলিয়া করে অবনী ভ্রমণ।
যত পায় জীবগৃহ করয়ে লুণ্ঠন ॥
এবে সেই পুরঞ্জন রতিতে উন্মত্ত।
পুরের শাসন কার্য্যে হয়েছে বিরত ॥
হেরিয়া দুর্ভাগা ল'য়ে নিজ অনুচর।
পুরঞ্জন পুরে আসি লাগায় সমর ॥
প্রাণরূপী সর্প করি শতবর্ষ রণ।
ক্রমে ক্রমে হ'লো জীর্ণ তাহার জীবন ॥
অধিকার করি পুরী কালের নন্দিনী।
প্রবেশ করিল তাহে যত অনীকিনী ॥
রতি-রত পুরঞ্জন হেরিয়া লুণ্ঠন।
আয়ু বল হীনে তবে সকাতর হন ॥
বিষয়ে আসক্ত চিত্ত আছিল তাহার।
গন্ধর্ব্বের পীড়নেতে সব অন্ধকার ॥
কালের নন্দিনী তাঁরে করি আলিঙ্গন।
করিলেন সে পুরীর শোভা বিনাশন ॥
শোভারে বিনষ্ট হেরি প্রাণের রমণী।
সাদরে না কয় বাণী যেন কাল ফণী ॥
পুত্র পৌত্র জায়া লাগি তাঁহার বন্ধন।
সকলেই শত্রু ক্রমে হইল তখন ॥

কালের সঙ্গিনী বশে তবে পুরঞ্জন।
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাব ধরেন এখন॥
গন্ধর্ব্বের বলে ক্রমে হইয়া অধীর।
নবদ্বার পুরত্যাগ করিলেন স্থির॥
পাঞ্চাল তাঁহার নাম পুর নবদ্বার।
পুরঞ্জন আছিলেন নৃপতি তাহার॥
বাসনায় নানা ধন তাহাতে সঞ্চিত।
দুর্ভাগা সৈন্যের সহ করিল বঞ্চিত॥
অস্থির হইয়া রাজা পলাতে না পায়।
পুরীর সর্ব্বত্র গ্রাস সহিত তাহায়॥
ইহা ভাবি সে দুর্ভাগা স্মরিল প্রজার।
ভয়রাজ সেনাপতি ভর্ত্তা দুর্ভাগার॥
সুভীষণ রূপ তার অনলেতে মাখা।
নিদাঘের ভানু যেন নিকলিছে শিখা॥
হুঙ্কার করিল তবে সেই সেনাপতি।
আক্রমিল সুভীষণ পুরঞ্জন প্রতি॥
অঙ্গের অনলে তার পুর দগ্ধ হয়।
ক্রমে অগ্নি আসি গ্রাসে নৃপেরে নিশ্চয়॥
দুর্ভাগার পরাজিত পঞ্চশির ফণী।
এতদিন প্রাণ ধরি আছিল আপনি॥
প্রজ্বারের অগ্নি তেজ অসহ্য তাহার।
রাজদুঃখে নিজ দুঃখে করে হাহাকার॥
এত জ্বালা দেখি সর্প স্নেহ ত্যাগ করি।
ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে পুরঞ্জন পুরী॥
সর্পেরে যাইতে দেখি পুরাধিপ রায়।
আকুল হইয়া পড়ি কান্দে'উভরায়॥
বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত আছিল তাঁহার।
রত্ন ধন পত্নী পুত্র সকলি আমার॥
সে সকল ত্যজি রাজা যাবেন কেমনে।
সেই ভাবি কাঁদিলেন নিজ মনে মনে॥
কোথা রবে প্রিয় পত্নী বধূ পুত্রবর।
কোথা রবে ধন রত্ন ভাণ্ডার নগর।
এত সুখে জলাঞ্জলি কেমনেতে দিব।
কোথাকারে গিয়া কোন দুঃখে বা রহিব॥
এত ভাবি কাঁদে রাজা করিয়া চীৎকার।
না শুনে দুর্ভাগা আর না শুনে প্রজ্বার॥
দয়ামায়া হীন তার শুনিয়া ক্রন্দন।
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে কহিল তখন॥
কোথা আছে সেনাগণ হও অগ্রসর।
রাজারে করহ বন্দী লুটাও নগর॥
যত পার দাও সাজা ধরিয়া রাজায়।
ইহা মম নিবেদন শুনহ সবায়॥
সেনা সবে পেয়ে তবে হেন অনুমতি।
ভীষণ হুঙ্কারে ধায় নৃপতির প্রতি॥
বিষয়ের আলিঙ্গনে রাজা হীন জ্ঞান।
দুর্ভাগা তাহাতে আসি হয় আগুয়ান॥
প্রজ্বার করিল হ্রাস এই ভোগবল।
পুর গ্রাম ধন রত্ন লুটিল সকল॥
এ সব দেখিয়া রাজা ভাবি মহিষীরে।
ভবিষ্যৎ ভাবি তাঁর কাঁদে ধীরে ধীরে॥
ধন রত্ন পুর গ্রাম যদি নাহি রয়।
কোথায় থাকিবে প্রিয়া না জানি নিশ্চয়
এত ভালবাসাবাসি ভুলিবে কেমনে।
আমারে হারায়ে ধনি রবে অচেতনে॥
নিশ্চয় হারাবে প্রাণ বিরহে আমার।
কে তারে বুঝাবে কারে কহি বারম্বার॥
কত পাপ করেছিনু কে সাধিল বাদ।
সুখের বিষয় ভোগে ঘটিল বিষাদ॥
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী আমার।
এই বুঝি করিতেছে সদা হাহাকার॥
এইরূপ বিলাপেন পুরঞ্জন রায়।
প্রজ্বারের সেনা হেথা বাঁধিল তাঁহায়॥
মহিষী পুত্রেরে ডাকে বন্ধন যাতনে।
কেহ নাহি আর আসে অন্তিম কারণে॥
অন্তিম হেরিয়া তাঁর কেহ নাহি রয়।
বৃথাই চীৎকার তাঁর হইল নিশ্চয়॥
বিষয়ের মমতাতে একেতো অধীর।
তাহাতে বন্দিত্ব বাঁধে হয়েন অস্থির॥

নানা পীড়নেতে তাঁর বিনষ্ট চেতন।
যত সেনা মিলি তায় করিল বন্ধন ॥
কেহ ধরে কণ্ঠে চাপি কেহবা চরণ।
কেহ চাপে হৃদিস্থল কেহবা নয়ন ॥
কেহ ধরে কেশগুচ্ছ কেহ ধরে কর।
কেহবা আঘাত করে হইয়া তৎপর ॥
প্রাণনাশে সর্পে হেরি করিয়া যাতন।
রাজা দুঃখে কাঁদি ত্যজে পুরীরে তখন ॥
রাজারে লইয়া তবে যত সেনাচয়।
নরকের উদ্দেশেতে দ্রুতপদে ধায় ॥
বিষয়ের শোকে রাজা করয়ে চীৎকার।
হুঙ্কারিয়া যত সেনা মারে বারে বার ॥
প্রাণহীনে পুর তাঁর হইবে বিলয়।
রাজার পশ্চাতে যায় অনুচর চয় ॥
রাজা সহ অনুচর কাঁদিতে কাঁদিতে।
বন্দীভাবে যায় ঘোর নরক দেখিতে ॥
যত চায় রাজা তত দেখে অন্ধকার।
মার মার কাট কাট ভীষণ চীৎকার ॥
কেহ স্মরে মাতা পিতা কেহ বন্ধুজন।
কেহ প্রিয়তমা পত্নী পুত্র কোনজন ॥
কেহ পূর্ব্ব ভাব স্মরি করে হাহাকার।
সর্ব্বত্র ভীষণ ধ্বনি ভীম অন্ধকার ॥
প্রতিপক্ষ যত অরি করয়ে পীড়ন।
কেহ দগ্ধ লৌহ লয় কেহ শরাসন ॥
কেহ দগ্ধ তৈল লয় কেহ বা অনল।
কেহ লাঠি শূল বর্শা কেহ উষ্ণজল ॥
এই সব লয়ে ধায় প্রতিদ্বন্দ্বীগণ।
দেখিয়া আকুল তবে রাজা পুরঞ্জন ॥
কোথাও ভীষণ অগ্নি পরশে গগন।
পাপীরে লইয়া যায় যমদূতগণ ॥
যাহার যেমন কর্ম্ম করয়ে শ্রবণ।
সেইরূপ সবাকারে করে আচরণ ॥
জীবন্ত ধরিয়া ফেলি ভীষণ অনলে।
ক্ষণেক যাতনা দিয়া আবার নিকালে ॥
আবার পূর্ব্বের পাপ করিয়া স্মরণ।
কেশ ধরি পুনঃ করে অনলে ক্ষেপণ ॥
এইমতে নানা সাজা পায় পাপীগণ।
হেরিয়া কাঁদেন উচ্চে রাজা পুরঞ্জন ॥
কোথা রয় পত্নী পুত্র গৃহ রাজ্য ধন।
বিষম বিষয় ভোগে নরক দর্শন ॥
কোথা রহে পূতিময় ভীষণ গহ্বর।
বিষ্ঠা মূত্র পচা বস্তু দুর্গন্ধ বিস্তর ॥
স্বেদজ ভীষণ কীট বিহরে তথায়।
যমদূতে পাপী ধরি ফেলেছে তাহায় ॥
কোথায় পাহাড় রয় নিম্নে নদী বয়।
ভীষণ তরঙ্গ স্রোত তাহে প্রবাহয় ॥
শৃঙ্গে তুলি পাপীজনে যমদূতগণ।
ভীষণ প্রবাহে দ্রুত করিছে ক্ষেপণ ॥
এইরূপে করি রাজা নরক দর্শন।
হা পুত্র হা পত্নী বলি করেন ক্রন্দন ॥
হেনকালে আসি যত যমদূতগণ।
কেশে ধরি লয় তাঁরে করিতে পীড়ন ॥
নরকের মাঝে দেখি কোন এক স্থান।
পুরঞ্জনে লয়ে তথা করিল প্রয়াণ ॥
অগণ্য অগণ্য পশু তথাকারে রয়।
রাজারে দেখিয়া সবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ॥
কত অশ্ব কত অজ কত মৃগচয়।
যজ্ঞ মাঝে পশু হিংসা নৃপ যে করয় ॥
এবে সব পশু এবে পাইয়া রাজায়।
কেহ শৃঙ্গে কেহ ক্ষুরে কেহ ক্রোধে ধায় ॥
যজ্ঞেতে নাশিল রাজা যত পশুগণ।
এক্ষণে হ'য়েছে তারা দেখিতে ভীষণ ॥
কালানল সম ক্রোধে নৃপ প্রতি ধায়।
কেহ শৃঙ্গ মারে অঙ্গে কেহ বা গর্জ্জয় ॥
এতেক আঘাতে রাজা করিল ক্রন্দন।
ব্রহ্মারে ভুলিয়া ভাবে প্রিয়া প্রিয়ধন ॥
প্রিয়াসহ রস সুখ হইল তাঁহার।
প্রিয়া বিনা এত কষ্ট ভাবে বারে বার ॥

শতেক বৎসর ক্রমে নরক যাতন।
পাইয়া কাঁদিয়া ছিল রাজা পুরঞ্জন॥
ক্রমেতে হইল তাঁর হিংসা পাপক্ষয়।
নারী ভাবি নারী জন্ম পরে লাভ হয়॥
বিষয়ে উন্মত্ত রাজা মহিষী ভাবিয়া।
পরে নারী জন্ম পায় সংসারে আসিয়া॥
এতেক বর্ণিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার।
কৃতকর্ম্ম ফলাফল করেন বিস্তার॥
নারদের কথা শুনি বর্হিষ তখন।
করিলেন এক প্রশ্ন তাঁরে জিজ্ঞাসন॥
অদ্ভুত কাহিনী ঋষি কহিলে আমায়।
কহ কহ পুরঞ্জন কোন নারী হয়॥
যজ্ঞ হত পশু যত সে জীয়ে কেমন।
নরক মাঝারে করে হন্তার পীড়ন॥
রাজার জিজ্ঞাসা শুনি ঋষি বীণাধর।
একে একে পূর্ব্ব কথা করেন গোচর॥
বাসনাতে জন্ম লাভ করে জীবচয়।
অন্তিম কালেতে মন যাহে মগ্ন রয়॥
নরকের যন্ত্রণাতে মাতি পুরঞ্জন।
মহিষীরে এক প্রাণে করিল মনন॥
সেই হেতু পাপক্ষয়ে নারী জন্ম তার।
বিদর্ভের কন্যা হ'য়ে দেখিল সংসার॥
বিদর্ভি তাহার নাম খ্যাত চরাচর।
কহিব আখ্যান রাজা শুন অতঃপর॥
অজ্ঞানে করিল কার্য্য ফল নাহি হয়।
এই হয় শ্রুতি সিদ্ধ কহিনু নিশ্চয়॥
অজ্ঞানে করিল যজ্ঞ রাজা পুরঞ্জন।
না বুঝি করিল পশু তাহাতে হনন॥
হিংসা জন্য পাপ তাহে হইল রাজার।
সেই হেতু হয় দৃষ্টি নিরয় আগার॥
যারে হিংসা করা যায় সে পায় জীবন।
হন্তারে নরকে পেয়ে করয়ে পীড়ন॥
এই হেতু অজ্ঞানেতে কর্ম্ম নাহি কর।
জ্ঞানের সংযোগে রাজা হও কর্ম্ম পর॥
এত বলি বীণাধর হইলেন স্থির।
অপরে শুনহ বাণী বিদুর সুধীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে পাইবে মোক্ষ কর্ম্ম ব্যবহার॥

ইতি পুরঞ্জনের নরক দর্শন সমাপ্ত।

অথ পুরঞ্জনের মুক্তির সংবাদ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
পুরঞ্জন মুক্তি কথা নারদ বচন॥
নারদ কহেন তবে বর্হিষের প্রতি।
শুন পুরঞ্জন কথা নৃপ স্থিরমতি॥
নারীজন্ম পরিণত হ'য়ে পুরঞ্জন।
বিদর্ভ রাজার গৃহে লইল জনম॥
বৈদর্ভী হইল নাম রূপে শশধর।
ক্রমেতে যৌবন শোভা তাহে শোভাকর॥
কিবা সে সুন্দর কান্তি সুন্দর গঠন।
আপনি উপমা নিজ করিলে বর্ণন॥
নন্দিনীর বিভা লাগি বিদর্ভ রাজন।
ক্ষত্রিয় সমাজে এক প্রকাশিল পণ॥
সেই পণ জিনিবারে বেড়িয়া ভুবন।
আসিল ক্ষত্রিয় রাজা কত অগণন॥
দ্রাবিড়ের অধিপতি শক্র পুরঞ্জয়।
বাহুবলে করি যত ক্ষত্রে পরাজয়॥
শুভক্ষণে বৈদর্ভীরে করিয়া গ্রহণ।
হীরকের খণ্ডে যেন মিলিল কাঞ্চন॥
সম রূপবান উভে যেন রতি কাম।
কান্তিতে নৃপতি মুগ্ধ ভজে অবিরাম॥
মহা ব্রহ্মভক্ত রাজা সদা হরিনাম।
শান্তিতে সর্ব্বদা মুগ্ধ মায়াতে বিরাম॥
হেন সাধু সহবাসে বৈদর্ভী সুন্দরী।
প্রসবিল সাত পুত্র এক এক করি॥
ভীষণ প্রলয়রূপী পুত্র সনাতন।
দ্রাবিড়ের অধীশ্বর হইল তখন॥



[illegible]

[illegible] পৃষ্ঠা।

বৈদর্ভীর এক কন্যা জন্মিল অপর।
অগস্ত্যেরে দিলা বিভা রাজা গুণাধর ॥
সে মলয়ধ্বজ রাজা শক্র পুরঞ্জয়।
কন্যা পুত্রে দিল বিভা প্রযুক্ত যে হয় ॥
কন্যা পুত্র উপযুক্ত দেখিয়া রাজন।
মনেতে ইচ্ছিল তবে শ্রীকৃষ্ণ সেবন ॥
শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাগি ত্যজিয়া সংসার।
যাইতে বাসনা হ'লো অরণ্যে রাজার ॥
এক দিন শুভক্ষণে দ্রাবিড় রাজন।
পত্নী পুত্রে জিজ্ঞাসিয়া করিল গমন ॥
পতি সোহাগিনী সেই বৈদর্ভী সুন্দরী।
পতি সেবা লাগি যান স্বামী অনুসারী ॥
তপস্যার লাগি রাজা গেল কুলাচল।
সুন্দর পর্ব্বত সেই দেখিতে উজ্জ্বল ॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ স্থান ভুবন ভিতর।
চন্দ্র সূর্য্য যার সেবা করে নিরন্তর ॥
তাম্রপর্ণী বটোদকা আর চন্দ্র সর।
তিন পুণ্যময়ী নদী বহে খরতর ॥
দেবদেবী সিদ্ধগণ করয়ে বিহার।
হেন স্থানে রাজা যান লাগি তপাচার ॥
বৈদর্ভী ত্যজিয়া সুখ সম্পত্তি সংসার।
পুনঃ ব্রত ধরি যান পর্ব্বত মাঝার ॥
রাজা রাণী তপে রত বিষ্ণুর কারণ।
কৌমুদীর সহ যেন কুমুদ রাজন ॥
যোগাসনে রাজা রাণী বসিয়া তখন।
করিতে লাগিল উভে পরম চিন্তন ॥
ভোগ রূপ নষ্ট হ'লো যোগের উদয়।
চন্দ্র সূর্য্য একত্রেতে যেন দৃষ্ট হয় ॥
ভোগ অবসানে রাজা করি যোগভর।
পরমাত্মাময় ক্রমে করেন অন্তর ॥
সিদ্ধভাবে আত্মামাঝে দেখি নিরঞ্জন।
ইচ্ছিলেন দেহত্যাগে দ্রাবিড় রাজন ॥
কঠোর সমাধি যোগে বৈদর্ভী তখন।
আছিলেন ব্রহ্ম প্রেমে সুখে নিমগন ॥
হেনকালে স্বামী তাঁর ত্যজিলেন কায়।
বৈকুণ্ঠে উঠিল আত্মা ত্যজিয়া মায়ায় ॥
চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হয় বরিষণ।
আনন্দে দুন্দুভি নাদ করে দেবগণ ॥
ক্রমে বৈদর্ভির যোগ হৈল সমাপন।
পতি সেবা লাগি সতী মেলিয়া নয়ন ॥
ত্বরায় ধরিলা সতী পতির চরণ।
কাষ্ঠবৎ দেহ দেখি করিলা চিন্তন ॥
ক্রমেতে দেখিয়া তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ।
যূথভ্রষ্ট মৃগী সমা হইল তখন ॥
স্বামী প্রেম সহবাস হইল উদয়।
স্বামী ভক্তিবলে তাঁর কাঁপিল হৃদয় ॥
যাঁর প্রেম লাভ করি পরব্রহ্ম প্রেম।
তুষস্তুপ সম দেহ ক'রেছিল হেম ॥
সে স্বামী বিহনে রাণী হইয়া কাতর।
হাহাকার ক্ষণকাল করে অতঃপর ॥
ক্রন্দন ত্যজিয়া তবে করি স্থির মতি।
ইচ্ছিলেন একবার স্বামী পরোগতি ॥
রাজার নন্দিনী একে রাজার রমণী।
ব্রহ্মপ্রেমে স্বামী সহ হন ভিখারিণী ॥
জীবনের সার মাত্র সেই স্বামীধন।
ত্যজিলেন তাঁরে ভাবি করেন ক্রন্দন ॥
একবার কাঁদে রাণী বক্ষে বহে নীর।
পুনঃ চিন্তা লাগি রাণী হয়েন অধীর ॥
অতি কষ্টে করি রাণী দারু আহরণ।
করিল সুন্দর চিতা স্বামীর কারণ ॥
স্বামী যার সর্ব্বসুখী জীবনের সার।
কেমনে ত্যজিয়ে তাঁরে দেখিবে সংসার ॥
এত ভাবি হ'য়ে রাণী ব্রতপরায়ণ।
ইচ্ছিলেন স্বামীর সহ চিতা আরোহণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া স্থির হরি করি মনে।
স্বামী সহবাসে যান পুণ্যের কারণে ॥
প্রদীপ্ত করিয়া চিতা হ'য়ে একমন।
হরি স্মরি করে যেই চিতা আরোহণ ॥

হেনকালে আসি এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ।
হঠাৎ তাহার কর করিল ধারণ॥
সতীত্ব বিনাশ ভাবি শ্রীহরি চরণ।
সে কামিনী ইচ্ছিলেন চিতার দাহন॥
তাহারে ধরিল পরে হেরিয়া লক্ষণ।
আশ্চর্য্য হইয়া সতী রহিলা তখন॥
বিষম বিস্ময় তার হইল উদয়।
সেইজন যেন তার পরিচিত হয়॥
অন্য কিবা ভাব তাহে হইল গোচর।
বহুকালে চেনা-শুনা কিবা বহুতর॥
বিস্ময়ে না সরে বাণী কটাক্ষ নয়ন।
সঘনে নিশ্বাস বহে সুপবিত্র মন॥
কামিনীরে হেনরূপ হেরি সেইজন।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন॥
নাহি কিছু ভয় সতী আমি ত ব্রাহ্মণ।
আশীর্ব্বাদ দান করি ব্যাপিয়া ভুবন॥
কোন জন তুমি হও কেবা এই নর।
কার জন্য তুমি এত হইছ কাতর॥
পুনর্ব্বার কর্ম্ম ফাঁস হইবে বন্ধন।
ত্যজিতেছ মহাভাব শ্রীহরি স্মরণ॥
চিনিতে কি পার মোরে আমি কোনজন।
তুমি মোর পূর্ব্ব বন্ধু করহ স্মরণ॥
আমি তব সখা ছিনু তুমি বন্ধুজন।
একত্রে থাকিয়া পূর্ব্বে হইত রমণ॥
আমারে ত্যজিয়া লাভ করিয়া সংসার।
হেনরূপে রূপান্তর হইল তোমার॥
তুমি আমি এক হই উভ নাম হংস।
মানস সরসে বাস তুমি মম অংশ॥
সংসার করিয়া আশা ত্যজিয়া আমার।
প্রবেশিলে এক পুরে মনে কর তার॥
নারীকৃত গৃহে সেই পাঁচ উপবন।
নয়দ্বার এক রক্ষী তাহে সুশোভন॥
পাঁচ উপাদান যার পাঁচ হাট তায়।
তিন কোঠা শোভে তাহে দুকুল প্রজায়॥

বাসনা নামেতে নারী অধিশ্বরী তার।
তার সহ রাজ্যভোগ কর বারে বার॥
তাহার মিলনে ব্রহ্ম হয়ে বিস্মরণ।
আমার বন্ধুত্ব যোগ ভুলিলে তখন॥
বৈদর্ভী নহত তুমি নহ নারীময়।
এই মৃত রায় তব স্বামী কভু নয়॥
নহ তুমি পূর্ব্ব জন্মে নামে পুরঞ্জন।
পুরঞ্জনী স্বামী তুমি নহত তখন॥
নর নারী মায়া মাত্র লীলার কারণ।
একমাত্র সত্য হয় নিত্য নিরঞ্জন॥
তুমি আমি এক হই ত্যজি মায়াভার।
আমারে তোমার সহ ভাব একাকার॥
যেইজন এই ভাবে করয়ে দর্শন।
মায়াবদ্ধ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন॥
এই কথা শুনি তবে বৈদর্ভী সুন্দরী।
কর্ম্ম নাশে স্মৃতি তার হয় ব্রহ্মোপরি॥
ব্রহ্ম স্মৃতি লাভে মায়া নাহি হয় ধ্বংস।
দেখিল সত্যই সেই মহামিত্র হংস॥
বন্ধুরে চিনিয়া তবে করিল মিলন।
ফুরাইল কর্ম্মফল ঘুচিল বন্ধন॥
জীব ব্রহ্ম এক এই মহামুক্ত বাণী।
কহিলাম তোমা নৃপ অপূর্ব্ব কাহিনী॥
বর্হিষেরে এত কহি নারদ সুজন।
অধ্যাত্ম বর্ণন করি হন স্থির মন॥
মৈত্রেয় কহেন এবে বিদুর সুজন।
প্রচেতাগণের সিদ্ধি করহ শ্রবণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
অধ্যাত্ম যোগের কথা অতি জ্ঞানাধার॥

ইতি পুরঞ্জনের মুক্তিসংবাদ সমাপ্ত।

অথ প্রচেতাগণের মুক্তি বর্ণন ও বিদুরের বিদায়।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
প্রচেতাগণের যাহে ঘুচিল বন্ধন॥

রুদ্র উপদেশ শুনি বর্হিষ-নন্দন।
দশভায়ে সাগরেতে করেন গমন॥
মাতামহ রাজ্য সেই বিস্তীর্ণ সাগর।
তাহার মাঝারে গিয়া দ্বিপঞ্চ সোদর॥
আরম্ভিল যজ্ঞ তপ শ্রীহরি কারণ।
অতীব কঠোর তপ করে আয়োজন॥
গ্রীষ্মে অগ্নি শীতে বারি করিয়া আশ্রয়।
সর্ব্বংসহ হইল সে বর্হিষ তনয়॥
অঙ্গ যোগ করি স্থির করি মহাযোগ।
একে একে ত্যজিলেক সংসার সম্ভোগ॥
মনোযোগ ত্যাগে ধরি মহা জ্ঞানযোগ।
ক্রমেতে উদয় তাহে সিদ্ধ ধ্যানযোগ॥
সর্ব্বদা হরির ধ্যান হরিরে স্মরণ।
তাহাতে চিত্তের মল হ'ল বিনাশন॥
এইরূপে সিদ্ধধ্যান বর্হিষ তনয়।
একে একে দশভায়ে মহাসিদ্ধ হয়॥
এদিকে বর্হিষ রাজা হরিপরায়ণ।
ক্রমেতে বার্দ্ধক্য তাঁর হৈল আগমন॥
বার্দ্ধক্য ত্যজিতে ইচ্ছা ভোগ রাজ্যভার।
কেবল হইল ইচ্ছা শ্রীহরি সেবার॥
পুত্র ভিন্ন কেবা রাজ্য করিবে রক্ষণ।
কেবা সুখে প্রজাগণে করিবে পালন॥
প্রজাদুঃখ ভাবি রাজা হইল কাতর।
প্রজাস্নেহে নাহি হন ব্রহ্ম তপোপর॥
নারদের উপদেশে হৈল তাঁর জ্ঞান।
হরিময় এ সংসার করেন দর্শন॥
সেই মায়া ভ্রম তাঁর ক্রমে হৈল দূর।
না হইল তাঁর ইচ্ছাভোগ সুপ্রচুর॥
বিষ্ণুরে ডাকিয়া রাজা করেন জ্ঞাপন।
উপায় বিধান তুমি কর নারায়ণ॥
বড় ইচ্ছা করি তোমা সদাই স্মরণ।
কর মোর রাজ্যভোগ ক্রমে নিবারণ॥
জ্ঞানবলে পুত্রগণে দাও এই মতি।
অনাশক্ত হ'য়ে প্রজা পালনের রতি॥
ভক্তের মনের আশা করিয়া শ্রবণ।
মনোবাঞ্ছা পূরাবারে ইচ্ছি নারায়ণ॥
ত্বরা করি যান সেই বরুণ আলয়।
দ্বিপঞ্চ প্রচেতা যথা ধ্যানযোগে রয়॥
পীতবাস বনমালী চতুর্ব্বাহু ধরি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে হস্তে মরি॥
গরুড়ের উপরেতে করি আরোহণ।
উজ্জ্বল রূপেতে যান প্রচেতা সদন॥
ধ্যানরূপে দশ ভায়ে দিয়া দরশন।
কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচন॥
অসাধ্য সাধিলে বৎস বর্হিষ নন্দন।
সন্তুষ্ট হইনু আমি হেরিয়া সাধন॥
যেমতি কহিলা রুদ্র মম উপদেশ।
সেই আচরণ কর ধরি যে সুবেশ॥
যে কারণে যোগীগণ করে যোগাচার।
করিতে প্রত্যক্ষ মোরে এ আশা সবার॥
পূরিল সে আশা আজি তোমা সবাকার।
ধ্যানে জ্ঞানে নেহারিলে আমার আকার॥
সিদ্ধ জ্ঞান সিদ্ধযোগ হইল এখন।
এখন করহ মোর আদেশ পালন॥
প্রজা লাগি রাজবংশে জনম সবার।
সেই কর্ম্মে কর্ম্ম বদ্ধ করহ সংসার॥
পিতা তব জরাগ্রস্ত মম ভক্তজন।
ইচ্ছা তাঁর বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন॥
যাও সবে মহারাজ্য করহ গ্রহণ।
পিতৃসম গুণে প্রজা করিও পালন॥
প্রম্লোচা অপ্সরা যোগে কণ্ডু মুনিবর।
জন্মাইল এক কন্যা গুণের আকর॥
চন্দ্র আসি সেই কন্যা করিল পালন।
সকলেই করে সেই কন্যারে বরণ॥
কন্যা সেই সম্ভোগিয়া জন্মাবে কুমার।
সহস্র বরষ রাজ্য করি ভোগাচার॥
পুনর্ব্বার জ্ঞানে মোরে করিও স্মরণ।
আমিই আনিব সব গৃহেতে আপন॥

হেন কথা শুনি তবে ভাই দশজন।
হরিরে প্রণমি ত্যজি যোগের আসন॥
বরুণ আলয় ত্যজি রাজধানী যায়।
আনন্দের কোলাহল হইল তথায়॥
পুত্রগণে হেরি বৃদ্ধ বর্হিষ রাজন।
একে একে করিলেন রাজ্য সমর্পণ॥
দশভায়ে দশদিকে করিয়া অর্পণ।
হরির চরণে নিজে ত্যজেন জীবন॥
এদিকে সহস্র বর্ষ ভাই দশজন।
প্রম্লোচারে বিভা করি করেন যাপন॥
দশ ভায়ে দশ পুত্র করি উৎপাদন।
প্রজাগণে পুত্ররূপে করিলা পালন॥
ক্রমেতে পূর্ব্বের স্মৃতি হইল উদয়।
পুত্রে ভার্য্যা রাজ্য দিতে করিলা নিশ্চয়
শুভক্ষণে দশজনে ত্যজি রাজ্যধন।
সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে করেন গমন॥
দশ ভায়ে যোগে বসি হ'য়ে একমন।
ধ্যানে পুনর্ব্বার হরি করিল স্মরণ॥
হেনকালে সেইস্থানে নারদ সুজন।
উপস্থিত হন করি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
নারদে নেহারি তবে ভাই দশজন।
শুনেন তাঁহার মুখে অধ্যাত্ম কীর্ত্তন॥
অধ্যাত্ম শুনিয়া লভে প্রখর বিজ্ঞান।
শ্রীহরি রূপেতে আত্মা করেন প্রদান॥
প্রচেতার মুক্তি হেরি যত দেবগণ।
দুন্দুভি বাজায় করে পুষ্প বরিষণ॥
যে কথা জিজ্ঞাস বৎস বিদুর সুজন।
সেই ভাগবত কথা করিনু কীর্ত্তন॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
পরীক্ষিতে কন সূত এহেন বচন :
মৈত্রেয়ের মুখে শুনি ভাগবত বাণী।
হরিপ্রেমে মুগ্ধ হয় বিদুরের প্রাণী॥
প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে সেই আনন্দে তখন।
কহিতে লাগিল মৈত্রে মধুর বচন॥

ধন্য ধন্য তুমি ঋষি করিলা সাধন।
যেই ফলে দেখা পাও শ্রীকৃষ্ণ রতন॥
জগতের গুরু যিনি তুমি শিষ্য তাঁর।
অবিদিত তব কাছে কিবা আছে আর॥
যেই ভাবে কহ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ কথন।
কার না জুড়ায় প্রাণ করিয়া শ্রবণ॥
বড় পাপী ছিনু আমি তেঁই মহাশয়।
এ জনমে না করিনু শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়॥
পাপিষ্ঠ আছিল ভ্রাতা অন্ধ নৃপমণি।
তাঁর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে নষ্ট জ্ঞানমণি॥
সেই পাপে না চিনিনু দুর্ল্লভ রতন।
ধর্ম্মের সহায় সেই নন্দের নন্দন॥
যে কথা কহিলে ঋষি জ্ঞান উপদেশ।
ইহা শুনি প্রেমে কার না হয় আবেশ॥
অর্থ কাম দুই বর্গ ধর্ম্ম মোক্ষ আর।
কৃষ্ণ সেবনের কাছে দাস এই চার॥
কৃষ্ণভক্তি সম বস্তু কি আছে ভুবনে।
যার লাগি এ ব্রহ্মাণ্ডে মুগ্ধ দেবগণে॥
শিব করে যাঁরে ধ্যান হইয়া পাগল।
প্রজাপতি তাঁর লাগি তবে সচঞ্চল॥
এ হেন রতন সম কি আছে ধরায়।
যে নামের গুণে পাপী বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
যে প্রেমের গুণে বদ্ধ জগত সংসার।
যে আশ্রয়ে আবর্দ্ধিত পৃথিবী আধার॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সৃজন।
ভূত প্রাণী অগণন এ চৌদ্দ ভুবন॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেক পালন।
ব্রহ্মাণ্ড হইতে পুষ্ট কীটানু যখন॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সংহার।
সূর্য্য চন্দ্র ছারখার সহ এ সংসার॥
সেই ভাগ্যবানে কেবা করে দরশন।
বিজ্ঞান বিহনে পথ নাহি অন্য কোন॥
সহস্র সহস্র বর্ষ যোগীন্দ্র সুজন।
করিয়া বিবিধ রূপে তপ আচরণ॥

তবে তাঁর পায় হৃদে রাঙ্গা শ্রীচরণ।
তপস্যায় কষ্ট দোঁহে হয় নিবারণ॥
এত যে সংসার কষ্ট পায় দেবগণ।
একবার যদি করে শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ॥
অমনি ভক্তের সখা করি নানা ছল।
সন্তুষ্ট করেন ভক্তে করিয়া কৌশল॥
কাহার' হয়েন পুত্র কারো গুরুজন।
কাহার' হয়েন বন্ধু স্বামী কার' হন॥
কাহার' নেহারি মহা বিপদে পতন।
তথা বিঘ্নহারী হন শ্রীমধুসূদন॥
এমন মহিমা যাঁর গোলোকের পতি।
বর দাও যেন মোর তাঁহে থাকে মতি।
এত বলি প্রেমভরে বিদুর সুজন।
হইলেন স্থির চিত্ত না মিলি নয়ন॥
মধুর সম্ভাষে তবে মৈত্র ঋষিবর।
আতিথ্য করেন তাঁর যতনে বিস্তর॥
অবশেষে হৈল তবে বিদুরের মন।
জ্ঞাতিগণে করিবারে শেষ সম্ভাষণ॥
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত অন্ধ নৃপমণি।
হা পুত্র বলিয়া কাঁদে দিবস রজনী॥
তাঁহার উদ্ধার লাগি করিয়া মনন।
হস্তিনাপুরের দিকে করেন গমন॥
যেবা শুনে একমনে হরিকথা সার।
দূরে যাবে পাপ তাপ বিঘোর আঁধার
চতুর্থস্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন।
প্রচেতাগণের হৈল স্বর্গ আরোহণ॥
এত বলি সূত তবে হইলেন স্থির।
হরি-প্রেমে শৌনকাদি হয়েন অধীর॥
গঙ্গানীর তীরে স্থির কুণ্ডার নগর।
তথায় কায়স্থ বংশে খ্যাতি মিত্রবর॥
ক্ষত্রিয়ের কুলজাত শ্রীচণ্ডীচরণ।
কালিদাস পুত্র তাঁর জন্মে ত্রিভুবন॥
তাঁহার উমেশ পুত্র জন্মে এই দাস।
অতীব অধম কিন্তু বিষ্ণু সেবা আশ॥
বিষ্ণু সেবা মনে করি লাগি ভক্তগণ।
গীতছন্দে ভাগবত করিনু রচন॥
হরির কীর্ত্তন বাণী সদা পুণ্যময়।
থাকিলেও বহু ভ্রম পূজ্য ইহা হয়॥
চতুর্থস্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন।
রচিল উপেন্দ্র করি সংগীতে বন্ধন॥

ইতি প্রচেতাগণের মুক্তি ও বিদুরের বিদায় সমাপ্ত।

চতুর্থস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ রাজা প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান

সূত বলে শুন শুন শৌনক সুজন।
অপরূপ কথা এই শুকের বচন॥
এই কথা শুনি তবে নৃপ পরীক্ষিত।
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়া বিস্মিত॥
যা কহিলে মুনিবর ভাগবত বাণী।
শুনিয়া সুস্থির হ'লো অভিশপ্ত প্রাণী॥
নির্ব্বাণ করহ ঋষি আমার সংশয়।
তব সম গুরু আমি পাইব কোথায়॥
বিষয় বিস্ময় এক হইল আমার।
উপায় করহ তার মোরে বুঝাবার॥
শুনিয়াছি প্রিয়ব্রত মনুর কুমার।
অতি ভাগ্যবান রাজা পুণ্যের আধার॥
ভুজবলে শাসিলেন সমগ্র ধরায়।
অতীব উত্তম রূপে পালেন প্রজায়॥
শুনিলাম সেই জন ভক্তি সহকারে।
করিলা ভীষণ ব্রত হরি লভিবারে॥
সেই ব্রতে হৈল তাঁর সিদ্ধ আত্মজন।
আত্মজনে তাঁর হৃদে সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সেই হরি করিয়া দর্শন।
মুক্ত হন সংসারেতে যত জ্ঞানীজন॥
জ্ঞানী হ'য়ে প্রিয়ব্রত বিশ্ব নৃপমণি।
বিষয়ে আসক্ত কেন হয়েন আপনি॥
সেইটি সংশয় মোর কহিলাম সার।
কহ ঋষি সে সংবাদ গূঢ় সমাচার॥
যে জন বিষয় সুখে করে বিচরণ।
পুত্র কন্যা দারা পাশে থাকয়ে বন্ধন॥
গৃহাসক্ত একবার হয় যেইজন।
সেবিল সে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ হইল তাঁহার।
পুনশ্চ সংসারে রতি একি ব্যবহার॥
ভীষণ সংশয় মোর ইহাতে উদয়।
দয়া করি কর ঋষি প্রবোধ আমায়॥
শুকদেব কহে তবে করি সম্বোধন।
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন॥

শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণন।
কেন প্রিয়ব্রত হন সংসারে মগন ॥
যা কহিলে সত্য তুমি বিজ্ঞজন মত।
জ্ঞানীর প্রতিজ্ঞা নহে সংসারে নিরত ॥
একবার যেই সেবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
তুচ্ছ তার কাছে হয় পুত্র রাজ্যধন ॥
একবার যেইজন পূজে ভগবান।
বিধিমতে তাঁর হৃদে সমুদিত জ্ঞান ॥
একবার যেই দেয় তাঁরে মন প্রাণ।
তুচ্ছ তার কাছে হয় সংসার বন্ধন ॥
প্রিয়ব্রত হন নৃপ জ্ঞানী সেইমত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বাসনা সংযত ॥
উপাখ্যান কহি তার করহ শ্রবণ।
শুনিলে সংশয় তব হবে নিবারণ ॥
মনুর প্রধান পুত্র প্রিয়ব্রত নাম।
যাঁহার বংশেতে পূর্ণ এই ধরাধাম ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে জন্মিল কুমার।
আনন্দিত হন মনু হেরি পুত্রাকার ॥
সকল লক্ষণযুক্ত সুন্দর তনয়।
যেন পূর্ণিমার শশী ভূতলে উদয় ॥
মনু সম পিতা যার শতরূপা মাতা।
পিতামহ যার হন আপনি বিধাতা ॥
কি তাঁর অসাধ্য আছে বিশ্বের মাঝার।
ধন রত্ন অতুলন কুবের ভাণ্ডার ॥
সেই পুত্র ক্রমে ক্রমে লভিল যৌবন।
নানা নীতি শিখালেন মনু মহাজন ॥
প্রজার পালন আর শত্রুর দমন।
করেন সমগ্র রাজ্য উত্তম শাসন ॥
দেবগণে ভক্তি আর বিষ্ণুর সেবন।
মোক্ষ ধর্ম্ম আদি করি নীতির বচন ॥
এ সব শিখিয়া পুত্র হৈল জ্ঞানবান।
আনন্দে উন্মত্ত হন মনু সুবিদ্বান ॥
বিদ্বান হেরিয়া পুত্রে মনু মহাশয়।
ইচ্ছিলেন রাজ্যভার দিবারে নিশ্চয় ॥
একে রূপবান যুবা তাহে গুণময়।
মণ্ডল বিহনে শশী কোথা বা শোভয় ॥
প্রিয়ব্রত করি শিক্ষা লভি কিছু জ্ঞান।
একান্তে শ্রীহরি পদে সঁপেছিল প্রাণ ॥
অন্তরে তাহার হরি মহিমা জাগিত।
হরির কীর্ত্তন গান সতত করিত ॥
সহজে বিরাগী হ'য়ে বিষয় উপর।
হরিপ্রেমে উন্মাদিত আপন অন্তর ॥
দৈবযোগে একদিন নারদ সুজন।
মনুর প্রসাদে আসি উপস্থিত হন ॥
প্রিয়ব্রতে দেখি ঋষি বুঝিয়া অন্তর।
করিলেন শিষ্য তাঁরে দেখি বিষ্ণুপর ॥
মুনিরে হেরিয়া তবে মনুর কুমার।
করযোড়ে কন তাঁরে এই সমাচার ॥
দয়া করি মোরে ঋষি দাও আত্মজ্ঞান।
যাহাতে দেখিব কৃষ্ণ করুণা নিদান ॥
শুনিয়া বচন তার ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা তাঁহারে বৎস! করহ শ্রবণ ॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ হয় মহা আত্মজ্ঞান।
নহে তার উপদেশ মায়া বিদ্যমান ॥
ত্যাগ কর এ সংসার কিছুকাল মত।
চলহ আমার সহ করি হরিব্রত ॥
সেই গন্ধমাদন গিরি অতি পুণ্য স্থান।
তথায় সাধিলে সিদ্ধি রক্ষার বিধান ॥
সেই স্থানে চল বৎস দিব উপদেশ।
যাহাতে হইবে তব শ্রীকৃষ্ণে-আবেশ ॥
এত বলি প্রিয়ব্রতে করিয়া সংহতি।
গন্ধমাদনেতে ঋষি করিলেন গতি ॥
কিবা সিদ্ধ সেই স্থান দেখিতে সুন্দর।
স্বর্ণময় স্থান শোভে স্বর্ণ শশধর ॥
স্বর্ণময় পক্ষী করে মধুর কূজন।
স্বর্ণলতা সহকারে করি আলিঙ্গন ॥
স্বর্ণময় নীর বহে সুন্দর গমনে।
স্বর্ণময় মেঘদাম শিখর গগনে ॥

হেন রম্যস্থানে গিয়া মনুর কুমার।
শিখিতে লাগিল জ্ঞান শ্রীহরি বিচার
সংসারে বিরাগী হেরি মনু মহাশয়।
পুত্র লাগি সেইস্থানে উপস্থিত হয়॥
পুত্রের মহৎ ইচ্ছা করি দরশন।
বিনয় করিয়া কন মনু মহাজন॥
ধন্য সেইজন যেই সেবে নারায়ণ।
সেই হেতু ধন্য পুত্র হয়েছে জনম॥
এক সাধ আছে মম করহ শ্রবণ।
আমি হই পিতা তব বহু বিচক্ষণ॥
বয়স অধিক মম হ'য়েছে এক্ষণ।
এখন উচিত মোর সেবি নারায়ণ॥
বিশ্ব পালিবারে ব্রহ্মা সৃজিলা আমায়।
কেমনে না পালি বল তাঁহার আজ্ঞায়॥
তোমা গুণবান হেরি সাধ মম হয়।
সেবিব শ্রীহরি দিয়া তোমা রাজ্যচয়॥
নবীন বয়স তোমা অধিক জীবন।
বহুকাল পাবে তুমি সেবিতে সে জন॥
ঈশ্বরে রাখিয়া মতি পাল প্রজাগণ।
লহ পুত্র রাজ্যভার লহ সিংহাসন॥
পিতার ভারতি শুনি তাঁহার কুমার।
পিতারে কহেন তবে করিয়া বিচার॥
অনিত্য এ রাজ্যধন আত্মীয় স্বজন।
কেন পিতা মোরে তাহে করিছ বন্ধন॥
আমি হই তব পুত্র তুমি গুরুজন।
মম হিত ইচ্ছা করা উচিত এখন॥
অতএব রাজ্য ধনে কেন দাও আশ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সতত প্রয়াস॥
একবার যেই সেবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
তার কাছে তুচ্ছ হয় এ চৌদ্দ ভুবন॥
রাজ্যধনে কার্য্য নাই কহিনু নিশ্চয়।
ইচ্ছা মোর হরিপদে সদা মতি রয়।
পুত্রমুখে হেন কথা করিয়া শ্রবণ।
বিমুখ হইয়া মনু করেন চিন্তন॥
পিতা তুমি মম হও কমল-আসন।
করহ উপায় মোর বিধান এখন॥
যাহাতে পুত্রের হয় রাজ্য প্রতি মতি।
কর দেব সে উপায় ডাকিছে সন্ততি॥
তব আজ্ঞা পালিলাম সমস্ত জীবন।
এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীহরি সেবন॥
দয়া করি দয়াময় করহ উপায়।
তব পদে এ মিনতি উদ্ধার আমায়॥
এত বলি স্থির হন মনু মহাশয়।
সে ভারতী ব্রহ্মলোকে শব্দবহ বয়॥
নারদের পাশে তবে প্রিয়ব্রত রন।
তাঁহার সমীপে বসি মনু মহাজন॥
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ একত্রে উদয়।
সে গন্ধমাদন তাহে অতীব শোভয়॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে অবশ্য হবে পাপীর উদ্ধার॥

ইতি প্রিয়ব্রত ও নারদের সংবাদ সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রিয়ব্রতের প্রবোধ।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রিয়ব্রত ইতিহাস অতি মনোহর॥
মনুর বিনয় শুনি তাহার কুমার।
না শুনিল লইবারে প্রজা রাজ্যভার॥
অতি দুঃখে ক্ষুব্ধ চিতে মনু নৃপমণি।
পূজিতে থাকেন পিতা ব্রহ্মা পদ্মযোনি
মনে আশা যেন তিনি করেন উপায়।
যাহাতে এ রাজ্যভার প্রিয়ব্রত পায়॥
মনুর পূজনে ব্রহ্মা হইয়া চকিত।
ভাবিলেন কেবা পূজা করে আচম্বিত॥
সপ্তর্ষি-বেষ্টিত ব্রহ্মা কমল আসন।
মনেতে বিচার করি বুঝেন তখন॥
প্রিয়পুত্র মনু আজি করিছে পূজন।
ইচ্ছা তার রাজ্য ত্যাগ বিষ্ণু নিসেবন

তার পুত্র প্রিয়ব্রত অতি ভক্তজন।
বৈরাগ্য মণ্ডিত সেই করিয়াছে মন॥
নাহি তাঁর ইস্ছা রাজ্য করিতে গ্রহণ।
সদাই সেবিতে ইচ্ছা হরির চরণ॥
এত ভাবি মনে ব্রহ্মা করিয়া মনন।
সপ্তর্ষি সহিত যায় যথায় ব্রহ্মন্॥
অপূর্ব্ব পুষ্পক রথ হংস সে বাহন।
সপ্তর্ষি সহিত ব্রহ্মা হইয়া মিলন॥
স্বর্গলোক হ'তে ক্রমে ভুবন কারণ।
আসেন বিমান পথে দ্বিতীয় তপন॥
কিবা চন্দ্র কিবা সূর্য্য কিবা গ্রহচয়।
কোন দীপ্তিময় আসে স্থির নাহি হয়॥
যেই যায় রথ পানে এক দৃষ্টে চায়।
অপূর্ব্ব রথের জ্যোতি প্রকাশিত হয়॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ঋষি আর দেবগণ।
একে একে দেখি সবে চিনিল তখন॥
প্রাণ ভরি সকলেই করিল প্রণতি।
সকলেই আনন্দিত নেহারি মূরতি॥
কিবা বর্ণ রক্তময় যুক্ত চারি কর।
রত্ন মণি নানা অঙ্গে শোভার আকর॥
চারিদিকে সপ্তঋষি করে গুণগান।
নবগ্রহ বেষ্টিত যে চন্দ্রের সমান॥
হেনরূপে দেবলোক করি বিমোহন।
আসিল পুষ্পক রথে উজলি ভুবন॥
একেতো পুষ্পক তাহে কমল আসন।
সপ্তঋষি তাহে শোভে সূর্য্য গ্রহগণ॥
হেনরূপে আলো করি এ মর্ত্ত্য ভুবন।
আসিলেন ব্রহ্মা যথা সে গন্ধমাদন॥
যথায় নারদ সহ মনু প্রিয়ব্রত।
জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ হয় অবিরত॥
ব্রহ্মার বিমান হেরি নারদ সুজন।
পিতার বিমান বলি করি নির্দ্ধারণ॥
মনু মনুপুত্র সহ করিয়া মিলন।
আগুসারি আসিলেন করিতে পূজন॥

ক্রমেতে পুষ্পক রথ সম্মুখে আসিল।
আলোকেতে সেই গিরি অতি উজলিল॥
প্রভাতি-অরুণ যেন রক্তিম কিরণে।
ভূষিয়াছে এ সংসার আপন বরণে॥
তেমতিই পিতামহ সে গন্ধমাদন।
শোভিলেন নিজ রূপে হ'য়ে প্রকাশন॥
নারদে নেহারি বিধি আগুসারি যায়।
মনুরে নেহারি ব্রহ্মা একদৃষ্টে চায়॥
ব্রহ্মারে নেহারি সবে করিয়া পূজন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দেয় সকুশ আসন॥
সপ্তর্ষি করিয়া পূজা তাঁহারে তখন।
বসিবারে দিল সবে বিভিন্ন আসন॥
হেনকালে হস্ত তুলি কমল আসন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে কহেন বচন॥
এস বৎস প্রিয়ব্রত মনুর কুমার।
সম্পর্কেতে পৌত্র মম আনন্দ আধার॥
সুপুত্র হইল মনু করিতে পালন।
আমার আজ্ঞায় করে প্রজার শাসন॥
তাহার তনয় তুমি অতি সুলক্ষণ।
বিদ্যায় বুদ্ধিতে তব সম অতুলন॥
বুঝাতে কি আছে তব বলিতে না পারি।
পিতামহ বলি তব কহি আগুসারি॥
সামান্য বয়স তব প্রথম যৌবন।
ভোগ সুখ এ বয়সে হয় আচরণ॥
তাহারে করিয়া ত্যাগ কোন বিধিমতে।
ত্যজিয়াছ রাজ্যসুখ বৈরাগ্য মনেতে॥
যাঁর লাগি ত্যজিয়াছ জগত সংসার।
হেন ইচ্ছা কভু বৎস নহেতো তাঁহার॥
ভোগ সুখ আদি যত জীবের কারণ।
তাঁহার ইচ্ছায় বৎস ক'রেছি সৃজন॥
ইচ্ছা তাঁর করি নাশ বৈরাগ্য গ্রহণ।
ইহাতে ঘটিল তব দোষ অগণন॥
প্রভুর সমীপে দোষ হ'য়ে তাঁর দাস।
কেমনে তাঁহারে আশা করহ বিশ্বাস॥

শিশুমতি তুমি হও কি বুঝ কারণ।
তব পিতা আর গুরু নারদ সুজন॥
আমি যে বিধাতা হই সংসার ভিতর।
সকলেই তাঁর আজ্ঞা পালি নিরন্তর॥
কোন বা তপস্যা হেন কোন বা সমাধি।
কোন বুদ্ধি কিম্বা কোন বিদ্যার অবধি॥
পারিয়াছ লঙ্ঘিবারে তাঁর অনুমতি।
অলঙ্ঘ্য নিয়ম তার কহিনু ভারতী॥
ভোগ সুখ যত কিছু তাঁহার সৃজন।
কোন বুদ্ধিবলে তুমি করিছ হেলন॥
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ শোক মোহ ভয়।
এই সপ্ত কার্য্যে রত জীব সমুদয়॥
এই সপ্ত পালিবারে দেহের ধারণ।
দেহ ধরি কার সাধ্য করিবে লঙ্ঘন॥
জীব হ'য়ে তুমি বৎস কোন বুদ্ধিমতে।
জীবত্বের বিপরীত রত কর্ম্মব্রতে॥
কোন বা স্বাধীন হেন আছয়ে ভুবনে।
ঈশ্বর ব্যতীত শক্ত কর্ম্মের ত্যজনে॥
তাঁহারি নিয়মে সৃষ্টি হইল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্র হইবে রচন॥
সেই শাস্ত্র মতে হয় তাঁহার পূজনে।
তপন পূজন বল স্বাধীন কেমনে॥
বলীবর্দ্দে বাঁধি যথা কৃষক নিচয়।
নাসিকা করিয়া বিদ্ধ তাহে রজ্জু দেয়॥
রজ্জুতে আবদ্ধ করি কার্য্যের কারণ।
আপনার ইচ্ছামতে করায় ভ্রমণ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় তথা আমি শ্রেষ্ঠজন।
তাঁহারি নিমিত্ত কার্য্য করি সর্ব্বক্ষণ॥
আমি হ'য়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার অধীন।
কার সাধ্য তাঁর কাছে হইতে স্বাধীন॥
শিশুমতি তুমি বৎস বুঝহ কারণ।
ভ্রমমতে এ বৈরাগ্য ক'রেছ ধারণ॥
কোটি কোটি জীবে যাহা করিছ দর্শন।
এ সমস্ত ভোগাচারী বুঝিও এমন॥

আমা সহ দেবগণে ল'য়ে ভগবান।
পশু পক্ষী রূপে জীব করেন প্রদান॥
চক্ষুষ্মান যথা অন্ধে করিয়া ধারণ।
ছায়া রৌদ্রে যথা ইচ্ছা করায় ভ্রমণ॥
তেমতি ঈশ্বর যিনি আপন ইচ্ছায়।
কার্য্যমতে সুখ দুঃখে রাখেন সবায়॥
তাহারি ইচ্ছায় সুখ দুঃখ ভোগ হয়।
কর্ম্ম জন্য বিধি এই কহিনু নিশ্চয়॥
কর্ম্মত্যাগ করিবারে সাধ্য বল কার।
সুখ দুঃখ সেই হেতু বিধি ব্যবহার॥
মুক্তরূপী যদি বৎস! হয় কোনজন।
তথাপি পূর্ব্বের কর্ম্ম নহে নিবারণ॥
এইমাত্র ভেদ হয় বদ্ধ মুক্ত জনে।
জন্মান্তরে ফলভোগ করে বদ্ধগণে॥
জন্মান্তরে ভোগ নষ্ট করে মুক্তজন।
কর্ম্মহীন কেহ নয় আমার বচন॥
কোন ধর্ম্মমতে বৎস নহ কর্ম্মপর।
নাহি তার ফলভোগ করে নিরন্তর॥
বন গৃহ এক হয় সংসার মাঝার।
গৃহ বদ্ধ বনে মোক্ষ এ কোন বিচার॥
দোঁহার কর্ত্তা মন ইন্দ্রিয় কর্ম্মী হয়।
ছয় রিপু সাধনের মহা শত্রু হয়॥
ষড়েন্দ্রিয় রিপুবশ থাকিলে জীবনে।
কেমনে পাইবে মোক্ষ গিয়া তুমি বনে॥
জিতেন্দ্রিয় এ সংসারে যেই জ্ঞানীজন।
সমান তাহার পক্ষে গৃহ আর বন॥
গৃহাশ্রম হয় দুর্গ রিপুর কারণে।
প্রবল থাকিতে শত্রু মঙ্গল কেমনে॥
গৃহে থাকি রিপু জয় করি সাধুজন।
তবে বৈরাগ্যের পথে করে বিচরণ॥
ভোগতত্ত্ব এইমত কহিলাম সার।
বুঝিয়া করহ বৎস ইহার বিচার॥
হরি-পাদ পদ্মযুগ হয় মহাশ্রয়।
বিশুদ্ধ লোকের পক্ষে কহিনু নিশ্চয়॥

বিশুদ্ধ হইতে গেলে চাই গৃহাশ্রয়।
তাহাতে করিয়া ভোগ করে রিপু জয় ॥
জ্ঞানী বটে তুমি বৎস মনুর কুমার।
নারদ উন্মত্ত গুরু সত্যই তোমার ॥
তথাপি ঈশ্বর দত্ত যত ভোগচয়।
আগে ভোগ করি কর বৈরাগ্য আশ্রয় ॥
উত্তম এ আশা বৎস হরি-পদাশ্রয়।
পালিলে তাঁহার আজ্ঞা ঘুচিবে সংশয় ॥
পালিয়া তাঁহার আজ্ঞা ভোগ করি শেষ।
বিশুদ্ধ হইও বৎস কহিনু বিশেষ ॥
ইহাতে সুফল পাবে মনুর নন্দন।
হরিপদে মতি দিয়া পাল প্রজাগণ ॥
হরি কথা বলি তবে কমল আসন।
আশীর্ব্বাদ করি করে রথে আরোহণ ॥
ব্রহ্মার ভারতী হেন করিয়া শ্রবণ।
প্রিয়ব্রত পিতৃ রাজ্যে করেন গমন ॥
এই তো কহিনু রাজা প্রশ্নের উত্তর।
অতীব উত্তম ইহা শ্রুতি-মনোহর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
প্রিয়ব্রত উপাখ্যান নাশে মায়াভার ॥

ইতি প্রিয়ব্রত প্রবোধ সমাপ্ত।

অথ প্রিয়ব্রত চরিত্র কথন।

শুক কন শুন শুন নৃপ পরীক্ষিত।
প্রিয়ব্রত গুণ কথা হ'য়ে অবহিত ॥
ব্রহ্মার শুনিয়া বাণী মনুর কুমার।
হইল করিতে ইচ্ছা পুনশ্চ সংসার ॥
বিশ্বকর্ম্মা এক কন্যা নাম বর্হিষ্মতী।
নবীন যুবতী তাহে সর্ব্ব গুণবতী ॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা ক্রমে নবীন রাজন।
রাজ্যসহ তার পাণি করেন গ্রহণ ॥
একেতো মনুর পুত্র পৃথিবীর পতি।
নাহিক অভাব কিছু প্রভূত সম্পত্তি ॥
কুবের ভাণ্ডারী যার রাজ্য ভূমি ধরা।
চন্দ্র সূর্য্য যার ভৃত্য শক্তি যার পরা ॥
মূর্ত্তিমান ক্ষত্রতেজ প্রতাপ ভীষণ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কষিত কাঞ্চন ॥
নবীন যৌবনে দিলা সংসারেতে মতি।
প্রাণ সমা পাইলেন সতী বর্হিষ্মতী ॥
উর্ব্বশী মেনকা লজ্জা পায় হেরি রূপ।
অতুলনা ভবধামে কল্পনে অনুপ ॥
সে হেন যুবতী সহ নবীন রাজন।
আনন্দে মাতিয়া রাজ্য করেন শাসন ॥
তেজেতে দ্বিতীয় সূর্য্য করিতে শাসন।
আনন্দে দ্বিতীয় চন্দ্র প্রেমিক রতন ॥
দুঃখীর দুঃখের কালে করুণা সাগর।
দুষ্টের শাসনে যেন যম দণ্ডধর ॥
কি কব চন্দ্রের কথা পশ্চাতে বিলয়।
আজন্ম সম্ভোগে নৃপ যৌবন না ক্ষয় ॥
অক্ষয় যৌবনে নৃপ প্রেয়সী পাইয়া।
ছয় ঋতু মতে রহে আনন্দে মাতিয়া ॥
করিলেন ভোগ রাজা নিজ অভিলাষে।
কার সাধ্য সেই লীলা বর্ণিয়া প্রকাশে ॥
যৌবন আনন্দে মাতি নবীন রাজন।
করেন ভার্য্যার দশ পুত্র উৎপাদন ॥
দশ পুত্র দশ শশী ভূমে খসি রয়।
কলায় কলায় যেন ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
জ্যোৎস্নার সম দুই কুমারী হইল।
শারদ আকাশে যেন রোহিণী শোভিল ॥
উর্দ্ধস্বতী ও স্বরূপা দোঁহাকার নাম।
রূপে গুণে ধর্ম্মে খ্যাত এই ধরাধাম ॥
অগ্নীধ্র সবন কবি আর মহাবীর।
যজ্ঞবাহু ইধ্মজিহ্ব ঘৃতপৃষ্ট ধীর ॥
মেধাতিথি বীতিহোত্র শান্তমতি হয়।
লইয়া হিরণ্যরেতা দ্বিপঞ্চ নিশ্চয় ॥
দশ পুত্র মধ্যে সাত সংসারী কুমার।
ঊর্দ্ধরেতা তিনজন ভক্তির আধার ॥

কবি মহাবীর আর সবন সুজন।
সোহংব্রতেতে তিনে করি আচরণ ॥
সংসারে বিরাগী হ'য়ে ত্যজি রাজ্যধন।
শ্রীকৃষ্ণে করিল এবে প্রাণাদি অর্পণ ॥
আর সাত পুত্রে ল'য়ে নৃপ প্রিয়ব্রত।
রাজনীতি শিখাবারে হইলেন রত ॥
পিতার যতনে তার সাতটি কুমার।
বৃহস্পতি সম জ্ঞান ধরিল আকার ॥
আর এক পত্নী ছিল নৃপের নিশ্চয়।
তার গর্ভে তিন পুত্র ক্রমেতে জন্মায় ॥
তামস রৈবত আর নামেতে উত্তম।
তিন পুত্র রূপে গুণে বীর্য্যেতে অসীম ॥
তিন মন্বন্তরে এই তিনটি কুমার।
লইয়া ছিলেন ক্রমে সবে রাজ্যভার ॥
এই তিন পুত্রে তাঁর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হয়।
রাজ্যভার ওই তিনে সমর্পিত রয় ॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার মনুর কুমার।
অখণ্ড যৌবনে রত সম্ভোগ অপার ॥
ক্রমে তিন পুত্র আয়ু একে একে ক্ষয়।
একাধিক দশার্ব্বুদ বর্ষ গত হয় ॥
এত কাল ভোগ করি প্রতাপে ভীষণ।
রহিলেন কর্ম্ম রত মনুর নন্দন ॥
কি কব তেজের কথা পাণ্ডুবংশধর।
এক ইতিহাস তার শুন অতঃপর ॥
একদা শাসনকালে মনুর নন্দন।
অকস্মাৎ নভোতলে মেলেন নয়ন ॥
নয়ন মেলিয়া নৃপ করেন দর্শন।
করিতেছে রবি দেব সুমেরু বেষ্টন ॥
সুমেরু বেষ্টন কালে প্রবল তপন।
জগতে প্রকাশ করে আপন কিরণ ॥
বিশ্বের অর্দ্ধাংশে আসি পড়িছে কিরণ।
অপরার্দ্ধ অন্ধকারে রহে আবরণ ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া রাজা হন ক্রোধমতি।
হেন কার্য্য মম রাজ্যে করে দিবাপতি ॥

একদিক সুপ্রকাশ আর অন্ধকার।
একদিকে সুখী প্রজা অন্যে দুঃখভার ॥
অনাচার হেরি নৃপ করিয়া মনন।
আপনার দেহ-তেজ করেন বর্দ্ধন ॥
কি অসক্ত প্রিয়ব্রত মনুর নন্দন।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র তাহে হরি পরায়ণ ॥
মহাবীর্য্যে নিজ তেজ করিয়া বর্দ্ধন।
কোটী সূর্য্য সম প্রভা করি প্রকাশন ॥
আনিয়া আপন রথ করি অরোহণ।
উঠিলেন সূর্য্যলোকে দেখাতে কিরণ ॥
ধ্রুবলোকে উঠি রাজা ধরিয়া কিরণ।
রবিদেবে সাতবার করেন বেষ্টন ॥
তাঁহার বেষ্টনে নিশা হইল বিনাশ।
সর্ব্বত্রই চিরকাল দিবার প্রকাশ ॥
হেন কার্য্য দেখি তবে কমল-আসন।
ত্বরায় তাঁহার কাছে করেন গমন ॥
আসি পিতামহ তাহে কহেন বচন।
এ কার্য্য করিছ বৎস বল কি কারণ ॥
ভূমি ভার নাশিবারে জনক তোমার।
সম্পত্তি দিলাম মম যতেক ভূভার ॥
পিতৃধনে অধিকারী তুমি নরপতি।
ধ্রুবলোকে কেন বৎস হ'ল তব গতি ॥
অনিয়ম ত্যাগ কর ফিরহ ভুবন।
আমার আজ্ঞায় রবি দেখাবে কিরণ ॥
ব্রহ্মার বচনে রাজা হ'য়ে হরষিত।
ধ্রুবলোক হ'তে ভূমে আসেন ত্বরিত ॥
অপূর্ব্ব নৃপের বীর্য্য রাজা পরীক্ষিত।
কি ঘটিল অতঃপর করহ নিশ্চিত ॥
রথবেগে প্রিয়ব্রত ক্রমে সপ্তবার।
তপনের চারিদিকে করেন বিহার ॥
সেই তপ্ত রথচক্রে ভুবন ভিতর।
হইল ভীষণ খাদ সাতটি সাগর ॥
সাতটি সাগরে ভাগ এই বিশ্ব হয়।
সপ্তদ্বীপ সেই অবধি মর্ত্ত্যে প্রকাশয় ॥

জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মলী পুষ্কর।
শাক সহ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী ভিতর॥
প্রথম অপেক্ষা পরবর্ত্তি দ্বীপচয়।
আধিক্যে দ্বিগুণতর বিস্তারিত হয়॥
সাতদ্বীপে সপ্তাম্বুধি করিয়া বেষ্টন।
বিভিন্ন করিয়া রাজ্য করিল শোভন॥
ইক্ষু সুরা দধি দুগ্ধ ক্ষীর শুদ্ধ জল।
লবণ লইয়া সপ্ত সাগর সকল॥
এই সাত দ্বীপে তবে মনুর কুমার।
ভাগ করি সাত পুত্রে দেন রাজ্যভার॥
সাত পুত্রে সাত দ্বীপ করি সমর্পণ।
নিশ্চিত হয়েন তবে মনুর নন্দন॥
আছিল দুহিতা তাঁর নামে উর্জ্জস্বতী।
ক্রমেতে হইল সেই নবীনা যুবতী॥
যৌবন নেহারি তার নৃপ প্রিয়ব্রত।
ইচ্ছিলেন বিভা তাঁর প্রদানে নিশ্চিত॥
দৈত্য আচার্য্য শুক্র অতীব সুজন।
তাঁহারে করিলা নৃপ কন্যা সমর্পণ॥
তার গর্ভে দেবযানি নামেতে তনয়া।
হয় সেই ক্রমে রূপে ভুবন-বিজয়া॥
এইরূপে সংসারের যত ভোগচয়।
সম্ভোগ করেন প্রিয়ব্রত গুণময়॥
ভোগ সমাপন করি করি স্থির মন।
নারদের উপদেশ করেন স্মরণ॥
বিরক্তি পুনশ্চ তার হইল উদয়।
ভোগেতে ক্রমেতে ঘৃণা হইল নিশ্চয়॥
বিষম বিরাগ নৃপ করিয়া আশ্রয়।
রাজ্যধন পত্নী পুত্র সব বিস্মরয়॥
ছেদ করি মোহপাশ ভ্রম মোহ যত।
হইলেন জ্ঞানময় হরিপদে নত॥
হরিপদে প্রাণ সঁপি পত্নী রাজ্যধন।
পরিত্যাগ করি রাজা করেন গমন॥
দেহ মন প্রাণ রাজা করিয়া ধারণ।
হরি প্রতি একে একে করেন অর্পণ।
ভোগ করি যেই জন হয় জ্ঞানপর।
অবশ্য তাহার মুক্তি সংসার ভিতর॥
অনাশক্ত ভোগে হয় সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয়।
কর্ম্মক্ষয় স্থান এই সংসার নিশ্চয়॥
এত কহি শুকদেব কহেন রাজনে।
হরি স্মরি মুক্তি পায় যত যোগীজনে॥
এইতো কহিনু রাজা প্রিয়ব্রত কথা।
বংশের চরিত্র এবে শুনহ সর্ব্বথা॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনি পাপ নাশে দূর হয় মোহভার॥

অথ প্রিয়ব্রত চরিত্র সমাপ্ত।

অথ অগ্নীধ্র চরিত্র।

শুকদেব পরীক্ষিতে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
প্রিয়ব্রত জ্যৈষ্ঠ পুত্র অগ্নীধ্র নামেতে।
রাজা হৈল জম্বুদ্বীপে পিতৃ আজ্ঞামতে॥
প্রতাপে দ্বিতীয় সূর্য্য সম বলবান।
সৌন্দর্য্যে হয়েন তিনি কন্দর্প সমান॥
রাজনীতি ব্রহ্মভক্তি সকলে তৎপর।
কিন্তু তাঁর দৃঢ়মতি সংসার উপর॥
সংসার করিতে ইচ্ছা রাজার সন্ততি।
সেইমতে থাকিলেন কিছু দিবারাতি॥
ক্রমেতে হইল ইচ্ছা সম্ভোগ কারণ।
যাঁহাতে সন্তান তাঁর হয় উৎপাদন॥
সর্ব্বসুখে সুখী কিন্তু অগ্নীধ্র রাজন।
না হেরিয়া পুত্রমুখ বিষাদিত মন॥
পুত্রের কারণ আশে হইয়া তৎপর।
সাধনার লাগি যান পর্ব্বত মন্দর॥
মন্দর পর্ব্বতে গিয়া জম্বু নৃপবর।
ভগবান আরাধনে লাগান অন্তর॥
যজ্ঞ পুষ্প অগ্নি আর পূজোপকরণ।
লইয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে যতন॥

কঠিন তপস্যা করে করি স্থির মন।
একান্তে করেন নৃপ কঠিন সাধন॥
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মাঝে বর্ষার বরষে।
শীতেতে জলের মধ্যে সাধেন হরষে॥
এক পদে সূর্য্য প্রতি মেলিয়া নয়ন।
করিতে লাগিল নৃপ কঠোর সাধন॥
সঙ্কল্প কেবল তাঁর নারী লভিবারে।
রতি পুত্র লাভ যাহে হয় এ সংসারে॥
কঠিন তপস্যা বলে অগ্নীধ্র রাজন।
ক্রমেতে হইল তাঁর সিদ্ধির লক্ষণ॥
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে ভগবান হরি।
ইচ্ছিলেন পূরাবারে কামনা তাঁহারি॥
দেব সভা মাঝে এক অপ্সরী সুন্দরী।
পূর্ব্বচিত্তি নামে ছিল তথায় বিহরি॥
অপ্সরা দেখিয়া তবে প্রভু ভগবান।
কহিলেন আজ্ঞা তারে করিতে পাতন
শুনহ অপ্সরী এবে আমার বচন।
ভুবনে ত্বরায় তুমি করহ গমন॥
জম্বুদ্বীপে অধিপতি অগ্নীধ্র রাজন।
নারী লাগি করিতেছে কঠিন তপন॥
তাঁহার সমীপে গিয়া মোহিয়া তাঁহায়।
দাও তারে রতি পুত্র যাহা নৃপ চায়॥
ভগবান আজ্ঞা পেয়ে অপ্সরী তখন।
মন্দর পর্ব্বতে ত্বরা করিল গমন॥
একেতো মন্দর গিরি পর্ব্বতের সার।
তাহাতে বসন্তকাল তথায় প্রচার॥
শৃঙ্গেতে সুবর্ণ মেঘ তলে নব তৃণ।
সবুজ আভায় মাখা বন উপবন॥
অঙ্গেতে তটিনী বহে অতি মৃদুধারে।
হীরকের কন্যা হেন রৌপ্যের আধারে।
সারস সারসী কত কুমুদ কহ্লার।
কনক কমল কত অতুল শোভার॥
স্থানে স্থানে কুঞ্জচয় অতি শোভাময়।
নব লতা নব গুল্ম নব তরুচয়॥
নবীন মুকুল আর নব পুষ্প ফল।
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত দেখিতে উজ্জ্বল॥
নিকুঞ্জে কুসুম কলি মুকুতার সার।
নানা বর্ণে শোভে যেন নানা মণি ভার॥
এ হেন কুঞ্জের শাখে সুকণ্ঠ বিহঙ্গ।
যুথে যুথে ডাকে করি কত শত রঙ্গ॥
হরিণ হরিণী রহে সারস সারসী।
সারি শুক পিকবর সহিত প্রেয়সী॥
আনন্দের স্থান সেই আনন্দে মণ্ডিত।
অপ্সরী কিন্নরী সবে তথায় শোভিত॥
আপন বল্লভ সহ দেবকন্যাগণ।
অনঙ্গ সোহাগে সবে করে বিচরণ॥
কেহ হাসে কেহ রত মান অভিমানে।
কেহ বা যুগল প্রেমে মত্ত নিজ প্রাণে॥
যুগল রূপেতে যেন তরু গুল্মলতা।
পক্ষী জন্তু আদি করি তথায় শোভিতা॥
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি সকলে মিলিয়া।
যুগল আনন্দে তথা ঘুরিছে ভ্রমিয়া॥
হেন মনোহর স্থানে অগ্নীধ্র রাজন।
পত্নীর লাগিয়া করে কঠিন তপন॥
তপস্যায় রত রাজা কামের আশয়ে।
বিষ্ণুর সমীপে করে কামনা হৃদয়ে॥
শতচন্দ্র সম দীপ্তি কুঞ্জের মাঝার।
কার সাধ্য নাহি মুগ্ধ হেরিলে আকার॥
হেনরূপে আলো করি অগ্নীধ্র রাজন।
তথা আসি পূর্ব্ব কীর্ত্তি হৈল প্রকাশন॥
স্বর্গের অপ্সরা একে দেব বিমোহিনী।
যৌবনে মণ্ডিত মূর্ত্তি নবীন কামিনী॥
রূপের প্রভায় রাজা মেলিয়ে নয়ন।
চিত্তের অদ্ভুত মূর্ত্তি করিলা দর্শন॥
কামিনী কাহারে বলে নাহি ছিল জ্ঞান।
কি বলিবে রাজা তাহে ভাবি হতজ্ঞান।
কামিনী কি দেব দৈত্য হইল সংশয়।
কিন্তু হেরি নারী কাম চঞ্চল যে হয়॥



[illegible]

১২৪—পৃষ্ঠা

চঞ্চল হইয়া রাজা চাহে একমনে।
ভাবে কিসে তায় আমি তুমি সম্বোধনে ॥
লইয়া রূপের ডালি অপ্সরা সুন্দরী।
রাজার সম্মুখে আসি রহিল বিহারি ॥
সুঠাম হেরিয়া তায় উন্মত্ত রাজন।
করিতে লাগিল তারে নানা সম্বোধন ॥
কখন পুরুষরূপে কভু নারীরূপে।
আশ্চর্য্য কামের বাণ প্রবেশিল ভূপে ॥
রাজা কহে কে তুমি হে রূপের আকর।
বিষ্ণুর মায়া কি তুমি কিম্বা মুনিবর ॥
নেহারি আকার তব ঘটিল সংশয়।
কি হেতু বদনে তব শোভে ধনুর্দ্ধয় ॥
গুণহীন ধনু ল'য়ে কি করিবে বল।
ভয় প্রদর্শন তব ব্রত কি কেবল ॥
আমরা মৃগের সম কামময় জান।
করিতেছ সাবধান ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
পুরুষ কেমনে তোমা কহিব সুজন।
তুমি ত পুরুষ নহ আমার মতন ॥
কমল সমান তব যুগল নয়ন।
তাহাতে সুতীক্ষ্ণ তাঁর কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥
কি জন্য ধরিলা বাণ হেন খরশান।
বল ধনী বাঞ্ছা কার বধিবারে প্রাণ ॥
শর ধনু দেখি মম হইয়াছে ভয়।
নারী যদি হও কর সন্তোষ আমায় ॥
অকালে মলয় মাখি সুগন্ধ চন্দন।
তব অঙ্গ গিরি হ'তে হয় প্রবাহন ॥
বদন সরসী পরে কমল নয়ন।
তাহাতে তারকাদ্বয় যুগল খঞ্জন ॥
নূপুরের ধ্বনি যেন ভ্রমর গুঞ্জন।
উদয় ও অস্তগিরি এই দুই স্তন ॥
ইহাতে কুঙ্কুম মাখা অশোকের দাম।
ইহা দেখি লুপ্ত বল থাকে কার কাম ॥
কি দ্রব্য ধরিয়া তুমি স্তনের ভিতর।
সাবধানে রাখিবারে এতই কাতর ॥

আমি পৃথিবীর রাজা লোভ তোমা প্রতি।
এ হেন অমূল্য ধন সংসারে সম্প্রতি ॥
সে জন্য যতনে রাখ ও কুচ ভাণ্ডার।
কি জানি কি ধন আছে উহার মাঝার ॥
দাওলো সুভগে মোরে স্তন পরিচয়।
কেন বারম্বার ঢাক বসনে উহায় ॥
অপূর্ব্ব রূপেতে তুমি রতি কোন ছার।
বুঝিয়াছি তুমি নারী প্রকৃতির সার ॥
বোধ হয় তুষ্ট হ'য়ে কমল আসন।
নির্জ্জনে বসিয়া তোমা করিলা গঠন ॥
নারীরূপে আমাকার পূরাতে বাসনা।
পাঠাইল তোমা সম অপূর্ব্ব ললনা ॥
এত বলি মুগ্ধ হ'য়ে অগ্নীধ্র রাজন।
শিলাতলে বসিলেন প্রেমাকুল মন ॥
রাজারে আকুল হেরি অপ্সরী সুন্দরী।
কায়মনে পিতামহে হৃদয়েতে স্মরি ॥
কটাক্ষ ক্ষেপণে আর সুহাসে হাসিয়া।
নৃপের সমীপে কহে সুমন্দ চাহিয়া ॥
অতি পুণ্যবান তুমি ভারত রাজন।
তোমা সম গুণবান আছে কোন জন ॥
অপূর্ব্ব সাধিলা আগে ব্রহ্মার কারণ।
অন্তরে করিয়া এক ভার্য্যার কামন ॥
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে সেই বিধিবর।
পাঠাইলা আমা এবে তোমার গোচর ॥
আমি নারী জাতি হই কামিনী তোমার।
নবীনা যুবতী তাহে সকলের সার ॥
শাস্ত্রমতে কর রাজা আমায় গ্রহণ।
আমাতে জন্মিবে তব পুত্র কন্যাগণ ॥
হেন কথা শুনি রাজা নমি বিধিবরে।
শুভক্ষণে অপ্সরীর ধরে দুই করে ॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে সম্ভোগ করিয়া।
লভিল নয়টি পুত্র তাহারে পাইয়া ॥
ঋতুমতে মহারাজ অপ্সরা সহিত।
কাম চরিতার্থ করি রহিলা নিশ্চিত ॥

প্রেম কাম পুত্রধন সম্মান কামিনী।
এই ল'য়ে রহে রাজা দিবস যামিনী॥
ক্রমেতে সমাপ্ত তাঁর প্রবৃদ্ধ যৌবন।
বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহে দিল দরশন॥
ক্রমে নয় পুত্র তাঁর হ'লো গুণযুত।
যৌবন পদবী সবে হইল আখ্যাত॥
সুপুত্র হেরিয়া তবে আপন রাজন।
নয় অংশে ভাগি রাজ্য করিলা অর্পণ॥
নয় অংশে জম্বুদ্বীপ নয় পুত্রে দিয়া।
নানা যজ্ঞে রত রাজা একমন হৈয়া॥
পত্নী পুত্র কাম্য কর্ম্মে করি উপাসন।
না পাইল মোক্ষপদ অগ্নীধ্র রাজন॥
ভোগে যার মতি থাকে বিষ্ণুকে স্মরিয়া
মোক্ষহীন সুখ তার সংসারে থাকিয়া॥
স্বর্গাদি তাহার লাগি হয় ভোগস্থান।
অগ্নীধ্র ত্যজিয়া দেহ সেই স্থান পান॥
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির।
আশ্চর্য্য হয়েন তবে পাণ্ডুবংশ ধীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
অগ্নীধ্র চরিত্র কথা ভোগের বিচার॥

ইতি অগ্নীধ্র চরিত্র সমাপ্ত।

অথ নাভির চরিত্র উপাখ্যান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি চরিত্র সুন্দর॥
অগ্নীধ্রের নয় পুত্র কহে সর্ব্বজন।
নাভি হরিবর্ষ আর রম্যক সুজন॥
ইলাবৃত কিংপুরুষ কুরু মহাজন।
সকলেই রূপে গুণে হয় অতুলন॥
হিরণ্ময় ও ভদ্রাশ্ব কেতুমাল ত্রয়।
নয় গুণধর পুত্র নাভির উদয়॥
সর্ব্বগুণে গুণধর এই নয়জন।
জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ কেবা না যায় বর্ণন॥
উপযুক্ত হেরি রাজা অগ্নীধ্র রাজন।
নয় ভাগে এই ধরা করি বিভাজন॥
প্রত্যেকে বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেক করি।
দেহত্যাগ করিলেন রাজন কেশরী॥
নয় ভাই লাভ করি নয় সিংহাসন।
শোভিল গগনে যেন নবীন তপন॥
নবীনা মহিষী সবে করিয়া গ্রহণ।
চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥
এইভাবে নয় ভাই ধর্ম্মরক্ষা করি।
পৃথিবী পালনে রত দিবা বিভাবরী॥
বয়োজ্যেষ্ঠ হয় নাভি যশঃ কীর্ত্তিমান।
নিজ নামে নিজ রাজ্য করেন আখ্যান॥
রূপেতে দ্বিতীয় কাম নবীন যৌবন।
জ্ঞানে বৃহস্পতি তুল্য শাসনে শমন॥
হেনরূপে সেই নাভি পালি প্রজাগণ।
স্থাপিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দ্বিতীয় তপন॥
মেরুদেবী নামে তাঁর মহিষী সুন্দরী।
অতি পতিব্রতা রহে রাজা মুগ্ধ করি॥
দান ধ্যান ব্রত কর্ম্ম প্রজার পালন।
দণ্ড কর আর যত রাজ্যের শাসন॥
মান ধন যত কিছু হয় প্রয়োজন।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ সে নাভি রাজন॥
পালনে তপন সম কাম ভোগ বশে।
নাভি সম আর কেহ রাজা নাহি বসে॥
সর্ব্বভোগে নাভি রাজা মহিষী সহিত।
হৃদয়ের যত আশা করেন পূর্ণিত॥
কুবের ভাণ্ডারী যার দাস দেবগণ।
কি অলভ্য তার কাছে এ বিশ্বে এমন॥
হেনভাবে গেল দিন কাম ভোগ বশে।
তথাপি না তৃপ্ত রাজা কামের হরষে॥
একদা মহিষী সহ নিকুঞ্জে পশিয়া।
নানা প্রেমালাপে গেল সময় কাটিয়া॥
নন্দন সমান একে সেই উপবন।
তাহাতে বসন্তকাল হয় প্রকাশন॥

ফল ফুলে তরু গুল্ম আর লতাচয়।
পরিমল মাখি বায়ু উপবনে বয় ॥
গগনে বাসন্তী চন্দ্র নিম্নে পুষ্পচয়।
সরসীতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয় ॥
হেনকালে করে পাখী সন্ধ্যার কুজন।
মধুর মলয় বহে গন্ধে সুশোভন ॥
হেনকালে রাণী কন সম্ভাষি রাজায়।
মধুর গুঞ্জন যেন কমলের গায় ॥
একেত সুন্দরী তাহে পতিপরায়ণা।
কমলের সম কান্তি নবীন যৌবনা ॥
চঞ্চল নয়নে করি কটাক্ষ ক্ষেপণ।
বাম করে নৃপ কর করিয়া ধারণ ॥
কহিতে লাগিল শুন প্রাণের ঈশ্বর।
কেন যে হৃদয় মম হইল কাতর ॥
তুমি যার পতি তার অভাব কি রয়।
স্বর্গের মঙ্গল তার করগত হয় ॥
এত সুখে সুখী আমি তবু এত দীন।
দুর্ভাগা সে নারী যেই সুপুত্র বিহীন ॥
দুর্ভাগ্য সে কুল যাহে নাহি বংশধর।
পাপী পিতা যার নাই পুত্র গুণধর ॥
কহ রাজা হ'য়ে আমি তোমার গৃহিণী।
কেন পুত্রধনে আজি হই কাঙ্গালিনী ॥
ত্রিলোকের মাঝে যত বৈভব বিষয়।
সকলই মোর পক্ষে বিষ সম হয় ॥
কর রাজা সে উপায় কহিনু তোমায়।
পুত্রহীন এ বৈভব শোভা নাহি পায় ॥
রমণীর কথা শুনি সে নাভি রাজন।
পুত্রলাভ করিবারে কৈল আকিঞ্চন ॥
নিকুঞ্জ হইতে গৃহে করি আগমন।
মহাদুঃখে সে রজনী করিয়া যাপন ॥
প্রভাতে উঠিয়া বসি রাজ-সিংহাসনে।
ডাকেন যতেক নিজ বৃদ্ধ মন্ত্রীগণে ॥
গুরু পুরোহিত আর পণ্ডিত সুজন।
রাজার হিতৈষী আর যত প্রজাগণ ॥
সকলেরে একে একে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল নৃপ মধুর বচন ॥
পুরজন আদি করি সবার সকাশ।
মনোভাব আজি এক করিব প্রকাশ ॥
পুণ্যবান পিতা মম মনুবংশধর।
নব পুত্রে নেহারিয়া সবে গুণধর ॥
সমর্পিল এই ধরা করিতে পালন।
করিতে বংশের মান মর্য্যাদা রক্ষণ ॥
পিতৃলোক দেবলোক যজন যাজন।
জীব হিত কর্ম্ম যত করিতে সাধন ॥
কুপুত্র জন্মিনু আমি বংশেতে তাঁহার।
কোন কর্ম্ম আমা হ'তে না হ'ল উদ্ধার ॥
আজীবন ভোগে মাতি লইয়া বিষয়।
অতীত করিনু আমি যৌবন সময় ॥
অদ্যাপি না হয় মম একটি নন্দন।
কেমনে থাকিব আমি কহ সভাজন ॥
অপুত্রক যেই হয় পাপী সেইজন।
কুল নাশ ধর্ম্ম নাশ তাহার কারণ ॥
দৈব পৈত্র কর্ম্ম আদি নিষ্ফল তাহার।
পুত্রহীনে মুক্তি নাই শাস্ত্রের বিচার ॥
এত যে বৈভব শূন্য এক পুত্র বিনা।
মেঘে আবরিত যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্না ॥
যৌবন হইল গত না হয় কুমার।
করহ সকলে মিলি যুকতি ইহার ॥
রাজার ভারতী শুনি যতেক ব্রাহ্মণ।
এক বাক্য হয়ে সবে মন্ত্রীবরে কন ॥
সুযুক্তি সকলে করি মঙ্গল মন্ত্রণ।
কহিল রাজার আগে মধুর ভাষণ ॥
যা কহিলে সত্য নৃপ ব্যর্থ কিছু নয়।
পুত্রহীন এ সংসার সব শূন্যময় ॥
পুত্রহীন যেই জন সেই কুলাঙ্গার।
পুত্রহীন দৈব পৈত্র কর্ম্মের সংহার ॥
মনুর সন্ততি দেব তব বংশ হয়।
এ বংশেতে অপুত্রক নিন্দার বিষয় ॥

আমরা ব্রাহ্মণ সবে করিয়া মন্ত্রণ।
করিয়াছি এই এক উপায় সৃজন ॥
বিষ্ণু যজ্ঞ মহাযজ্ঞ করহ রাজন।
তাহে হরি তুষ্ট হ'লে পাইবে নন্দন ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সে নাভি রাজন।
আনন্দিত হ'য়ে ডাকি যত কর্ম্মিগণ ॥
কহিলেন করিবারে যজ্ঞ আয়োজন।
নিমন্ত্রিতে সবাকারে আত্মীয় স্বজন ॥
রাজার আজ্ঞায় স্থির হৈল যজ্ঞস্থল।
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ আদি সদস্যের দল ॥
নিমন্ত্রিত যত রাজা করে আগমন।
ভক্ষ্য ভোজ্য বাসস্থান হৈল নিরূপণ ॥
সুরম্য সুহর্ম্ম্য কত হইল গঠিত।
সুমেরুর স্বর্ণ শৃঙ্গ যেন প্রকাশিত ॥
নৃত্য গীত পান্থশালা অতিথি আলয়।
কত শত স্থানে স্থানে সুগঠিত হয় ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরম্ভন।
রাজা রাণী যজ্ঞস্থলে হন অধ্যাসন ॥
ভিক্ষুক লইছে দান গাহী করে গান।
নর্ত্তকীরা নৃত্য করে মানী পায় মান ॥
দান ধর্ম্ম ও আনন্দ করিয়া মিলন।
একে একে যজ্ঞস্থলে হইল শোভন ॥
শুভক্ষণে মহাহোম পুত্রের কারণ।
বিষ্ণু নামে অর্ঘ্য দান করিল ব্রাহ্মণ ॥
মন্ত্রবলে চারিদিকে হৈল শান্তিময়।
হরি হরি শব্দ যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে হয় ॥
সুমন্দ মলয় বহে কুসুম বরিষে।
পশু পক্ষী আদি যত বিহরে হরষে ॥
হেনকালে উজলিয়া সর্ব্বদিক দেশ।
যজ্ঞস্থলে ভগবান করেন প্রবেশ ॥
ভক্তের পূরাতে বাঞ্ছা সেই যজ্ঞেশ্বর।
যজ্ঞস্থলে প্রকাশেন রূপ মনোহর ॥
কি সুন্দর বনমালা দোলে কণ্ঠোপর।
কৌস্তুভ তাহার মাঝে অতি শোভাকর ॥
পীতবাস হ'য়ে হরি গরুড় উপর।
চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর ॥
প্রশান্ত বদন আর সুপ্রেম নয়ন।
দেখিয়া ঘুচিল যত হৃদয় বেদন ॥
হেনরূপে হেরি হরি পুরোহিতগণ।
করযোড়ে এ মিনতি করিলা কীর্ত্তন ॥
কি না জান তুমি দেব বিষ্ণুপরায়ণ।
ভক্তের হৃদয় আশা করহ পূরণ ॥
যজ্ঞেশ্বর তুমি নাথ বিশ্বের মাঝার।
অধম পূজক মোরা করি নমস্কার ॥
কিবা আছে মম আশা অজ্ঞাত তোমার।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা তুমি ব্যাপ্ত এ সংসার ॥
যে কামনা করি দেব যজ্ঞ আরম্ভন।
করিয়াছি মন্ত্রবলে সব নিবেদন ॥
ভক্তের পূরাতে বাঞ্ছা তুমি নারায়ণ।
মন্ত্রের রাখিতে মান তব আগমন ॥
দয়া করি যদি দেব দিলা দরশন।
এক্ষণে ভক্তের বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
তোমার নির্ম্মিত দেব এ বিশ্ব ভাণ্ডার।
হিতৈষী তোমারে জানি করি নমস্কার ॥
এত বলি সকলেতে করিল প্রণাম।
দুন্দুভি ধ্বনিতে তবে পূরে বিশ্বধাম ॥
পূজনের কথা শুনি দেব নারায়ণ।
কহিল মধুর বাণী মধুর নিঃস্বন ॥
যজ্ঞেশ্বর হই আমি যজ্ঞের কারণ।
অবশ্য ভক্তের আশা করিব পূরণ ॥
কিন্তু গো ইহার মধ্যে এই নিবেদন।
শ্রবণ করহ যত ঋত্বিক ব্রাহ্মণ ॥
অসাধ্য কামনা সবে করিলে মনন।
কেমনে হইবে বল তাহার পূরণ ॥
নৃপতির আশা মম সদৃশ নন্দন।
কিন্তু আমি অদ্বিতীয় অজ নিরঞ্জন ॥
আমা সম দ্বিতীয়ের হয় অসম্ভব।
অতএব এ যজ্ঞের কি ফল সম্ভব ॥

বিষ্ণুর ভারতী শুনি বাণী না জুয়ায়।
হেট মুণ্ডে সভাজনে রহিল তথায় ॥
রাজাসহ মহারাণী হইলা কাতর।
নয়নে নিকলে অশ্রু বহে দরদর ॥
হেন সকাতর ভাব করি নিরীক্ষণ।
কহিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণ ॥
অবশ্য পূরাব বাঞ্ছা রাখি যজ্ঞমান।
পবিত্র মনুর বংশ জগতে প্রমাণ ॥
আমার সমান পুত্র করিয়াছ আশ।
আমিই পুত্রের রূপে হইব প্রকাশ ॥
মহিষীর গর্ভে আমি রাজার ঔরসে।
ভক্তের রাখিতে মান জন্মিব হরসে ॥
এত বলি নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
পূর্ণ হলো মহাযজ্ঞ সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
রাজা রাণী হরষিত আর সভাজন।
সঘনে মেঘেতে করে পুষ্প বরিষণ ॥
পৃথিবী প্রকাশে ধীর শুন হেন বাণী।
ভক্তাধীন ভগবান সর্ব্বলোকে জানি ॥
শুভক্ষণে মহিষীর গর্ভের সঞ্চার।
আনন্দ হইল শুনি এতেক রাজার ॥
চন্দ্রকলা সম গর্ভ হইল পূরণ।
দশমাস দশদিন হৈল সমাপন ॥
দেবী মূর্ত্তি মেরু দেবী করিয়া ধারণ।
শুভক্ষণে প্রসবিল পুত্র নারায়ণ ॥
সর্ব্বদিকে দেশে শান্তি হইল স্থাপন।
সর্ব্ব সুলক্ষণ পৃথ্বী করিলা ধারণ ॥
মহালক্ষ্মী গুপ্তভাবে নারায়ণ পাশ।
গোপন ভাবেতে সদা হয়ে সুপ্রকাশ ॥
ক্রমে শশধর সম পুত্র শশধর।
পুত্ররূপ প্রকাশেন স্বয়ং চক্রধর ॥
ঋষভ লভিলা নাম এবে নারায়ণ।
নাভির তনয়রূপে খ্যাত ত্রিভুবন ॥
মায়াবশে মতিভ্রম হইল রাজার।
বিষ্ণু না বলিয়া বলে সতত কুমার ॥

পুত্ররূপে নারায়ণ নেহারি যৌবন।
শুভক্ষণে দিলা তাঁরে রাজ-সিংহাসন ॥
বৈকুণ্ঠের সম শোভা হৈল পুত্রস্পর্শে।
নারায়ণে পুত্র বলি হেরেন সহর্ষে ॥
যাঁহার নিয়মে এই বিশ্বের পালন।
সেইজন নাভি রাজ্য করিলা শাসন ॥
কেমনে তাহার গুণ করিব বর্ণন।
ভক্তাধীন ভগবান শ্রীমধুসূদন ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া নাভি করি যোগাশ্রয়।
মেরুদেবী সহবাস বদরী আলয় ॥
বদরী আশ্রমে গিয়া করিয়া সাধন।
পাইলেন মহামুক্তি সাযুজ্য রাজন ॥
এইতো কহিনু রাজা বিষ্ণু যজ্ঞ ফল।
সুফল সে কার্য্য যাহে শ্রীবিষ্ণু সম্বল ॥
শ্রীভাগবতের কথা শুনে যেই জন।
তাদের দেহের পাপ হয় বিমোচন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে নাভির কথা নষ্ট মায়াভার ॥

ইতি নাভির চরিত্র সমাপ্ত।

অথ ঋষভ দেবের উপাখ্যান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ঋষভ দেবের কথা অতি মনোহর ॥
ঋষভ রূপেতে হরি অবনীতে আসি
বিহরেন নানামতে ভবভয় নাশি ॥
যৌবনে ঋষভদেব লভি সিংহাসন।
পুত্রবৎ প্রজাগণে করেন পালন ॥
সম দম ভেদ দণ্ড চারিটি উপায়।
নাহিক অভাব কিছু ঘটিল তাহায় ॥
শিখাবারে নরগণে রীতি নরপতি।
রসগ্রাহী সূর্য্যসম করগ্রাহী মতি ॥
ভাল মন্দ সুবিচার যমের সমান।
আপনি করেন বিষ্ণু লীলার বিধান

এমতে জগতে তাঁর হইল আবেশ।
ত্রিলোকে সুখ্যাতি তাঁর করিল প্রবেশ ॥
ক্রমে তাঁর হয় ইচ্ছা সংসার কারণ।
যৌবনে যুবতী সহ করিতে রমণ ॥
জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা দেবেন্দ্র সুজন।
জয়ন্তী নামেতে কন্যা করিল অর্পণ ॥
লক্ষ্মীসমা সে জয়ন্তী লভি নারায়ণ।
করিতে লাগিলা লীলা নারীর মতন ॥
একেত যুবতী স্বামী জগতের পতি।
রঙ্গরস সুধাকর প্রকৃতি সংহতি ॥
যাঁর লাগি করে ধ্যান ব্রহ্মা মহেশ্বরে।
জয়ন্তী সুভাগ্যে তাহা পাইলেন করে ॥
নরলীলা লাগি হরি ঋষভ রূপেতে।
যৌবনে মাতিয়া মন সব সম্ভোগেতে ॥
ছয় ঋতু বারমাস নূতন নূতন।
যাপিতে থাকেন হরি নবীন যৌবন ॥
যৌবন সম্ভোগে হরি মাতাইয়া মন।
জন্মাইলা একে একে শতেক নন্দন ॥
প্রথম ভরত হন সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ।
সমগুণ সকলের বয়সেতে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার নামেতে খ্যাত ভারত বরষ।
কর্ম্মভূমি রূপে খ্যাত জীবের হরষ ॥
ভরত কর্ম্মেতে রত ল'য়ে নয় ভাই।
আর নয় বিষ্ণুপ্রেমে মগন সদাই ॥
মহাভাগবত হয় সেই নয় জন।
তাহাদের দ্বারা বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রচারেন ॥
প্রকাশিত আর পুত্র ধার্ম্মিক সুজন।
কর্ম্মজ্ঞানে এ সংসারে মুগ্ধ সর্ব্বক্ষণ ॥
সংসারে থাকিয়া তাঁরা হইল সংসারী।
এবে কহি ঋষভের বংশ যে বিস্তারি ॥
এইরূপে শত পুত্র ক'রে নারায়ণ।
ঋষভ রূপেতে করে পৃথিবী পালন ॥
ক্রমে পুত্রগণ লভে নবীন যৌবন।
প্রভাতী গগনে তারা যেন সুশোভন ॥

যুবক হেরিয়া সবে জয়ন্তী সুন্দরী।
আনন্দে মাতিয়া সেবে সদা সেই হরি ॥
একদা শিখাতে জ্ঞান ঋষভ সুমতি।
পুত্রগণে সম্বোধিয়া করিয়া সংহতি ॥
সংযত করিয়া সবে কহিলেন বাণী।
মন দিয়া উপদেশ শুনরে বাছনি ॥
জ্ঞান বিনা এ সংসারে পাপ উপজয়।
সেই হেতু জ্ঞান শিক্ষা করিবে নিশ্চয় ॥
জ্ঞান সম দীপ নাই সংসার আঁধারে।
না জ্বলিলে সেই দীপ পাপী হয় নরে ॥
অতএব জ্ঞান কথা শুন বৎসগণ।
ভক্তি মুক্তি তাহাতেই হইবে সাধন ॥
প্রণমিয়া পুত্রগণ পিতার চরণ।
শুনিতে লাগিল পিতৃ জ্ঞানের বচন ॥
ঋষভ কহিলা তবে করি সম্বোধন।
তপ হ'তে শ্রেষ্ঠ বৎস নাহি কোন ধন ॥
মানব জনম লভি মানব নিচয়।
তপোহীন হৈলে তার হীনগতি হয় ॥
তপস্যায় শুদ্ধ তত্ত্ব হয় উপার্জ্জন।
তাহাতে বিশুদ্ধ হয় জীবের মনন ॥
বিশুদ্ধ হইলে মন সংসার ভিতর।
নাহি পশে পাপ তাপ তাহার অন্তর ॥
নারীগণ প্রতি মুগ্ধ সংসার কারণ।
যেই মুগ্ধ হয় তার বৃথাই জনম ॥
শূকর সমান সেই সুখ তাহে নাই।
সংসারেতে দুঃখ ভোগ সে করে সদাই ॥
মোহ ত্যজি দৃষ্টি যবে হইবে সমান।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম করে জ্ঞানবান ॥
কর্ত্তব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর ভাব নাই।
সেই ভাবে এ সংসারে থাকিবে সদাই ॥
জীবের যাহাতে হবে অভেদ কল্পন।
কিম্বা ঈশ্বরেতে যার সৌহৃদ্য স্থাপন ॥
মায়া মোহ তার চাই করিবারে নাশ।
মনের একধা গতি সংসারে প্রকাশ ॥

দারা পুত্র পরিজনে যদি থাকে মন।
কার সাধ্য সেই মূঢ় হেরে নিরঞ্জন ॥
যখন সংসার প্রীতি হইবে বিনাশ।
তখন ঈশ্বর প্রেম হইবে প্রকাশ ॥
রিপু ও ইন্দ্রিয়ে জীব হ'লে অনুসারী।
সততই পাপকর্ম্মে যায় আগুসারি ॥
যে কর্ম্ম করিয়া পাপ হবে উপার্জ্জন।
আবরিবে এই দেহে জ্ঞান প্রকাশন ॥
পুনরায় সেই কর্ম্ম অনুচিত হয়।
অশক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে নিশ্চয় ॥
বৈরাগ্য বিবেক বিনা নহিবে প্রকাশ।
কোথায় পাইবে আত্ম জ্ঞানের আভাস ॥
যদবধি আত্মজ্ঞান নাহি পায় মন।
তদবধি অহঙ্কার নহে বিনাশন ॥
অহঙ্কারে থাকিলেই মুক্তি নাহি হয়।
অহঙ্কারে মন সব বন্ধন নিচয় ॥
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মমতে মুগ্ধ থাকি মন।
যদি নাহি অহঙ্কার করয়ে মোচন ॥
যদি কার' আমা প্রতি ভক্তি নাহি হয়।
নাহি মুক্তি লাভ তার কর্ম্ম নহে ক্ষয় ॥
যাবৎ ইন্দ্রিয় সুখে নাহিক বিরতি।
তদবধি এ সংসারে মুগ্ধ থাকে মতি ॥
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তবে না হয় উদয়।
তাহাতেই ভ্রম আসি জীবে দুঃখ দেয় ॥
মোহের কারণ নারী মুগ্ধ করে মন।
তাহাতে মজিলে দুঃখ বাড়ে সর্ব্বক্ষণ ॥
এইত কহিনু বৎস সংসার যাতনা।
কিরূপে হইবে মুক্ত শুনহ সাধনা ॥
শত নারী উপভোগ শত প্রলোভন।
কি করিতে পারে যার শুদ্ধ থাকে মন।
কিরূপে নাশিবে মোহ আর অন্ধকার।
শুনহ উপায় তার বিশেষ প্রকার ॥
মোহ গতে গুরু ব্রহ্মে হবে ভক্তিপর।
মায়াতে বিতৃষ্ণ দুঃখ সহিষ্ণু অন্তর ॥
সর্ব্ব দুঃখ অনুভব বুদ্ধিতে বিচার।
তপস্যা সাধন সদা কার্য্য পরিহার ॥
শ্রবণ মনন শ্রদ্ধা কীর্ত্তন পূজন।
অধ্যাত্ম অভ্যাস আর কর্ত্তব্য সাধন ॥
সত্যবাদী ব্রহ্মচারী প্রাণেন্দ্রিয় জয়।
মম অনুভব চিত্তে সমাধি নিশ্চয় ॥
এ সব উপায়ে করি বিবেক ধারণ।
অবহেলে অহঙ্কার হয় নিবারণ ॥
অতএব সংসারেতে ওহে পুত্রগণ।
শিখাও শিখাও সবে হেন আচরণ ॥
যাহাতে ভক্তির বৃদ্ধি জ্ঞানের সহিত।
করিও সে হেন কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিহিত ॥
এইমত জ্ঞানশিক্ষা দেখায়ে সকলে।
সংসার যাপন কর সদা কুতূহলে ॥
বিজ্ঞানী হইয়া নরে কিবা রূপী হয়।
দেখাতে হইল তাঁর বাসনা উদয় ॥
সেই হেতু শুভক্ষণে রাজ সিংহাসন।
ঋষভে করিয়া শুভক্ষণেতে অর্পণ ॥
ভোগ সুখ ত্যাগ করি লজ্জা মমতায়।
বিজ্ঞানে উন্মত্ত প্রায় নগ্ন অবস্থায় ॥
পুর গ্রাম বন রাজ্য করিয়া ভ্রমণ।
আনন্দে সর্ব্বত্র ব্যাপি রন সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তি মুক্তি এক জীবে করিয়া নির্ণয়।
পরমহংসের ব্রত দেখান নিশ্চয় ॥
অনিদ্রা ও অনাহার সর্ব্বরিপু জয়।
সূর্য্য সম কান্তিমান দৃষ্টিমাত্রে হয় ॥
এত শুনি পরীক্ষিত হ'য়ে আনন্দিত।
শুকদেব প্রতি কন বচন বিস্মিত ॥
কহ গুরু শুনিয়াছি গুরুজন পাশ।
বারেক অন্তরে হৈল সিদ্ধির প্রকাশ ॥
কর্ম্ম জন্য পাপে তার নাহি আর ভয়।
পাপ জন্য মোহ ক্লেশ তার নাহি হয় ॥
ঋষভ রূপেতে হরি হ'য়ে জিতেন্দ্রিয়।
কেন নাহি যোগৈশ্বর্য্য হ'লেন অক্রিয় ॥

রাজার ভারতী শুনি আনন্দিত মনে।
কহিলেন শুক তবে মধুর বচনে॥
একবার এ সংসারে মুগ্ধ যার মন।
চিত্তশুদ্ধি হওয়া তার কঠোর সাধন॥
জ্ঞান ত্যজে শুদ্ধি যদি হয় কদাচন।
জ্ঞানীতে বিশ্বাস তাহে না করে কখন॥
অরণ্যে মৃগেরে যথা কিরাত ধরিয়া।
সাবধানে পিঞ্জরেতে রাখয়ে পূরিয়া॥
যদি পিঞ্জরেতে মৃগ দ্বার খোলা পায়।
অমনি বনের মৃগ অরণ্যেতে ধায়॥
সেইরূপে মুগ্ধ মন সাধক যতনে।
একবার শোধি রাখে অতি সাবধানে॥
সেই হেতু হরি হেরি যতেক বিষয়।
ত্যজেন বিষয় সুখ কহিনু নিশ্চয়॥
তপস্যার গুরু যেই দেব মহেশ্বর।
বিষ্ণুর মোহিনীরূপে তিনিও কাতর॥
অতএব অবিশ্বাসী হয় এই মন।
বৈরাগী সতত তেঁই হয় যোগীজন॥
হেন বিধি দেখাবারে দেব নারায়ণ।
পরম হংসেতে ব্রত করেন ধারণ॥
অবশেষে যোগদেহ ত্যাগ ইচ্ছা করি।
দক্ষিণ অরণ্য মধ্যে যাইলেন হরি॥
আত্মাতেই পরমাত্মা অভেদ দর্শন।
দেহ অভিমান ত্যজি করেন সাধন॥
রহিলেন মহাযোগে ত্যজিতে জীবন।
অনাহারে উপবনে করিয়া ভ্রমণ॥
একদা দাবাগ্নি আসি দহিয়া কানন।
ঋষভের দেহ ক্রমে করিল স্পর্শন॥
মহাযোগে সদা মগ্ন নাহি বাহ্যজ্ঞান।
কি করিবে অগ্নি তাপ তাঁর বিদ্যমান॥
ক্রমে তাঁর স্থুল দেহ অগ্নি বলবান।
একে একে গ্রাস করি হইল নির্ব্বাণ॥
ভোগ মুক্তি পথ হরি দেখাতে নরেরে।
ঋষভ রূপেতে অবতীর্ণ ধরাপরে॥
ত্যজিয়া মানব দেহ পৃথ্বী পরিহরি।
বৈকুণ্ঠ মাঝারে হরি যান ত্বরা করি॥
হেনমতে লীলা করি দেব নারায়ণ।
প্রিয়ব্রত বংশ খ্যাতি করি প্রচারণ॥
শান্তি দান করি সবে দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান।
সমাপেন নিজ লীলা জগতে প্রমাণ॥
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির।
রাজা পরীক্ষিত শুনি আনন্দে অধীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে জীবের ঘুচে বিঘোর আঁধার॥

ইতি ঋষভোপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ ভরতোপাখ্যান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভরত চরিত্র কথা অতি মনোহর॥
ঋষভের পুত্র হয় ভরত নামেতে।
সুখ্যাতি প্রচার যাঁর এ মর্ত্ত্য ধরাতে॥
অতি পুণ্যবান রাজা মনু বংশধর।
হরি আরাধনে সদা থাকেন তৎপর॥
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড সম মহা বলবান।
কার সাধ্য তাঁর কীর্ত্তি করে পরিমাণ॥
জ্ঞানে বৃহস্পতি সম ধর্ম্মে ধর্ম্ম সম।
শাসনে স্বয়ং যেন দণ্ডধর যম॥
দ্বিতীয় কন্দর্প যেন আভাস প্রণয়ে।
রতি সম তাঁর ভার্য্যা প্রেমিকা হৃদয়ে॥
বিশ্বরূপ কন্যা ছিল পঞ্চযোনী নাম।
সৌন্দর্য্যের খ্যাতি যাঁর খ্যাত ধরাধাম॥
যৌবনে করিলা বিভা ভরত রাজন।
চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥
পঞ্চযোনী সহবাসে করিয়া রমণ।
জন্মাইল তাঁর ক্ষেত্রে পাঁচটি নন্দন॥
অসামান্য রূপে গুণে পাঁচটি কুমার।
পূর্ণশশী সম হেন সবার আকার॥

হেনরূপে পুত্রগণ পাইল যৌবন।
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি শিখান রাজন ॥
জম্বুদ্বীপ রাজ পূর্ব্বে অজ নামে ছিল।
ভরতের গুণে নাম ভারত পাইল ॥
ভরতে পাইয়া স্বামী এ ভূমি ভারত।
নিয়মিত শস্য দানে আছিলেন রত ॥
চন্দ্র সূর্য্য নবগ্রহ সাধিতে মঙ্গল।
ভরতের শিরোপরে বেষ্টিত কেবল ॥
ইন্দ্র বর্ষে জলধারা সূর্য্যের তপন।
সুগন্ধ বহিয়ে থাকে বিশুদ্ধ পবন ॥
গিরি নদী সরোবর পরিপূর্ণ জলে।
রসময় করে সুখে এই ধরাতলে ॥
অতুল প্রজার সুখ বর্ণন না যায়।
ভারতে ভরত গুণ প্রজাগণে গায় ॥
হেনমতে করি রাজা সম্ভোগ বিষয়।
নানামতে মায়া জাত আনন্দ নিচয় ॥
ক্রমেতে বৈরাগ্য আসি উদিলেক মনে।
যাগ যজ্ঞ ব্রত যত আর উপাসনে ॥
চাতুর্ম্মাস্য পশু সোম দর্শ পৌর্ণমাস।
সকল যজ্ঞেতে তাঁর প্রবৃত্তি প্রকাশ ॥
শ্রবণ কীর্ত্তনসহ করি উপাসন।
ক্রমেতে হইল তাঁর পরিশুদ্ধ মন ॥
ক্রমে কর্ম্মফল করি বিষ্ণুতে অর্পণ।
মহাফল ক্রমে রাজা করেন গ্রহণ ॥
ক্রমে তার জ্ঞানোদয় হইল প্রকাশ।
ব্রহ্মরূপে বাসুদেবে হইল বিশ্বাস ॥
চন্দ্র সূর্য্য আঁখিদ্বয় বিশ্ব যাঁর দেহ।
স্বর্গ যাঁর শিরোভাগ শূন্য যাঁর গেহ ॥
ভূমণ্ডল নাভি যাঁর পাতাল চরণ।
দিক্ সম বাহু যাঁর নিশ্বাস পবন ॥
এইরূপে মহাচিন্তা করিলে রাজন।
ক্রমেতে বৈরাগ্য তাঁহে দিলা দরশন ॥
মহা বৈরাগ্যের ভার ত্যজি বিষয়াশ।
সমাধির ইচ্ছা তাঁর হইল প্রকাশ ॥

হেন ইচ্ছা করি রাজা ডাকি পুত্রগণ।
পাঁচ ভায়ে নিজ রাজ্য করিল অর্পণ ॥
অযুত বরষ রাজা করিয়া শাসন।
ত্যজিলেন রাজ্যধন শ্রীহরি কারণ ॥
বিষম বিষয় ফাঁসে মায়ার বন্ধন।
বৈরাগ্য বলেতে রাজা করিয়া শাসন ॥
সন্ন্যাস করিয়া রাজা ত্বরা যান বন।
সমাধিতে হেরিবারে শ্রীহরি চরণ ॥
পুলহ আশ্রম সেই অতি পুণ্যময়।
বিদ্যাধর কুণ্ড তথা বিরাজিত হয় ॥
সেই কুণ্ডে ভগবান করুণা আপন।
ভক্তের লাগিয়া সদা করে বিতরণ ॥
কালিঞ্জর নামে গিরি তাহার নিকট।
গণ্ডক পর্ব্বত তাহে অতীব বিকট ॥
সেই গিরি তটে বহে গণ্ডকী তটিনী।
কিবা সুশোভন নদী মানসহারিণী ॥
শালগ্রাম নামে শিলা তাহে ভগবান।
নিত্য যাহে করিছেন হরি অধিষ্ঠান ॥
হেন পুণ্য উপবনে পৃথিবীর পতি।
সন্ন্যাসী হইয়া যেন পশে দিবাপতি ॥
অষ্টাঙ্গ যোগেতে রাজা হয়ে নিমগন।
আরাধেন সদা হরি হ'য়ে একমন ॥
নব দূর্ব্বা শিলা ল'য়ে তুলসী সজল।
ফলফুল দিয়া হরি পূজেন কেবল ॥
এইরূপ সাধনায় সম গুণ বাড়ে।
নরপতি ভক্তিভরে রহে করযোড়ে ॥
সামান্য আমার আর যোগ আচরণ।
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান করেন পূজন ॥
গায়ত্রীর সাধনায় পূজিয়া তপন।
হেরেন হৃদয়ে যেন তাহে নারায়ণ ॥
এইরূপে সেই রাজা করিয়া সাধন।
মহাসিদ্ধি লাভ তাঁর হ'ল উপার্জ্জন ॥
সমাধির বলে হেরি শ্রীমধুসূদন।
আনন্দে অরণ্যে রাজা করেন যাপন ॥

হেন রাজ্যভোগ ত্যজি সেই নারায়ণে।
শ্রেষ্ঠ লোক সেই যেই ডাকে মনে প্রাণে॥
ভরত চরিত্র রাজা অতি মনোহর।
শুনহ বর্ণনা তার কহিব বিস্তর॥
এইস্থানে কহিলাম ভোগান্তে সাধন।
যাতে হয় মহাসিদ্ধ করিনু প্রমাণ॥
সিদ্ধের যদ্যপি হয় মোহের উদয়।
ক্ষণে ক্ষয় হয় তার সিদ্ধি সমুদয়॥
ভরতের ভাগ্যে তাহা হইল ঘটন।
শুন ইতিহাস রাজা করিব বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার॥

ইতি ভরতের সিদ্ধি বর্ণন সমাপ্ত।

অথ ভরতের হরিণ জন্ম লাভ।

শুক সম্বোধিয়া কন পাণ্ডুবংশধরে।
ভরতের সিদ্ধি নাশ শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজন।
হরিপ্রেমে রত হয়ে করেন ভ্রমণ॥
প্রভাতে করেন স্নান মধ্যাহ্ন সায়নে।
সদা রত হরিচিন্তা মুক্ত প্রাণায়ামে॥
একদা প্রভাত কালে যতীন্দ্র রাজন।
গণ্ডকীর তীরে যান হইতে শোধন॥
স্নান পূজা সমাপিয়া বসি তীরোপর।
বিশ্বনাথ বিশ্বলীলা করেন গোচর॥
প্রকৃতি শোভার প্রতি রাখিয়া নয়ন।
করেন প্রণব জপ ধরি কিছুক্ষণ॥
মহা সিংহনাদ এক বনের ভিতর।
উঠিল সহসা যেন ভেদিয়া অম্বর॥
সিংহনাদে কাঁপে সেই বন উপবন।
সচকিত হন তাহে মুনীন্দ্র রাজন॥
তৃষ্ণার্ত্ত হরিণী এক সে হেন সময়।
জল আশে নদীতীরে উপস্থিত হয়॥
তৃষ্ণায় আকুল একে পূর্ণগর্ভা তায়।
শুনিয়া সিংহের নাদ হৈল তার দায়॥
ভয়ের সহিত কিছু করি জলপান।
দৈর্ঘ্য লম্ফ দিলা মৃগী করিতে পয়ান॥
তীর হ'তে অতি উচ্চ ভূমি সমতল।
গণ্ডক শৈলের শিলা পতিত কেবল॥
শিলোপরি লম্ফ দিলা হরিণী যখন।
বেগভরে গর্ভ তার হইল পতন॥
সিংহনাদ ভয় একে তাহে গর্ভনাশ।
ভীষণ যন্ত্রণা তার হইল প্রকাশ॥
শিশু তাহে চ্যুত হয়ে নদীর ভিতর।
ত্বরায় পড়িল আসি স্রোতের উপর॥
হেন দৃশ্য দেখি মৃগী হয়ে অচেতন।
ত্যজিলা যন্ত্রণা বলে আপন জীবন॥
রাজর্ষি ভরত দেখি এ হেন ঘটন।
দয়াগুণে তাঁর হৃদি হ'ল উচাটন॥
জলোপরি আসি রাজা দিয়া সন্তরণ।
নবজাত মৃগ শিশু করিলা গ্রহণ॥
কোমল মৃগের শিশু লইয়া রাজন।
মৃগীরে হেরিয়া দেখে বিলুপ্ত চেতন॥
আনিলেন সেই শিশু আশ্রমে আপন।
যতনে করেন তারে রক্ষণাবেক্ষণ॥
একেতো তপস্বী রাজা বিশুদ্ধ অন্তর।
মন তাঁর রত হৈল শাবক উপর॥
তাহার পালনে সদা অগ্রে হরষিত।
তার তুষ্টি সাধিবাবে থাকেন বেষ্টিত॥
একেতো কোমল শিশু তাহে অনুগত।
তাহারে লইয়া রাজা হয়েন উন্মত্ত॥
শয়নে ভোজনে আর করিতে ভ্রমণ।
ক্রোড়ে সঙ্গে রাখিতেন হরিণ নন্দন॥
ভীষণ অরণ্য মাঝে ছিল হিংস্র ভয়।
সমীপে রাখিয়া তারে থাকেন নিশ্চয়॥
ক্রমেতে বয়স তার হইল প্রকাশ।
বিচরণ করিবার পাইল প্রয়াস॥

নব নব কিশলয় করিয়া আহার।
রাজাকে বেষ্টন করি করিত বিহার॥
ফল পুষ্প ল'য়ে রাজা অর্চ্চনা কারণ।
যজ্ঞস্থলে পূজা লাগি করিত স্থাপন॥
অবোধ হরিণ শিশু আসিয়া তথায়।
উচ্ছিষ্ট করিত সব মনের হেলায়॥
পুত্রসম রাজা তারে করিলে তাড়ন।
দেখাতো কোমল ভাব হরিণ নন্দন॥
কপটে কুপিত হৈলে ভরত রাজন।
করিত পশ্চাতে তারে শৃঙ্গে কণ্ডুয়ন॥
সমাধির কালে আসি তাঁহার নিকট।
সাধনায় ব্যাঘাত সে করিত উৎকট॥
এইমতে পুত্র সম ভাবিয়া রাজন।
হরিণ পালনে রত হৈল তাঁর মন॥
ক্রমে পূজা উপাসনা সমাধির বল।
হরিণ মমতা বলে হইল বিফল॥
হরিণ অন্তর হৈলে সমাধি সময়।
হরি চিন্তা নাশি নৃপে মৃগ চিন্তা হয়॥
মৃগ বিনা সুখ তার না হয় আশ্রমে।
এইমতে মায়া তার হরিণ ধরমে॥
হরিণ পালনে তার রত হৈল মন।
দূর হৈল যত সিদ্ধি শ্রীহরি সাধন॥
হা হরিণ যো হরিণ হরিণ হরিণ।
ভাবিয়া ক্রমেতে রাজা হয়েন প্রবীণ॥
মৃত্যুকাল ক্রমে তার উদয় হইল।
ক্রমে বদ্ধ হয় তার নিশ্বাস সকল॥
হেনকালে হেরে রাজা মৃগের নন্দন।
পুত্র সম তার পার্শ্বে করিছে রোদন॥
তাহারে কান্দিতে হেরি সেই চিন্তা করি।
ত্যজিলেন রাজ্যেশ্বর নিজ দেহ তরী॥
মৃত্যুকালে মৃগে হেরে তদ্গত মানস।
লভিলেন মৃগজন্ম সে যোগ তাপস॥
পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধিবলে স্মৃতি রৈল তাঁর।
হরিণ জন্মের কষ্ট তাহাতে প্রচার॥
হরিণ হইয়া রাজা ভাবে ফলাফল।
স্মৃতি ভাবে অনুতাপ করেন কেবল॥
যে ধন লাগিয়া তুচ্ছ করি রাজ্যধন।
বৈরাগী হইয়া আমি পশিনু কানন॥
হরিণ মমতা লাগি ভুলি সেই ধন।
ভুলিলাম অন্তিমেতে শ্রীহরি চরণ॥
কোথা মম যোগ আর সমাধি আনন্দ।
হইলাম মৃগরূপ মম ভাগ্য মন্দ॥
সামান্য মমতাপাশে পুণ্য মম ক্ষয়।
ভীষণ মায়ার পাশে চিত্ত বদ্ধ হয়॥
মায়ারে নিন্দিয়া রাজা অনুতাপ করি।
সদা ভাবিলেন মনে হরিপদ তরী॥
হরি স্মরি ক্রমে তাঁর চিত্ত শুদ্ধি হয়।
শুদ্ধ হৈল তার চিত্ত চিন্তিয়া চিন্ময়॥
ত্যজিতে হরিণ দেহ করিয়া মনন।
মৃগদেহে ব্রহ্মচর্য্য করেন তখন॥
মহাব্রতে কর্ম্মফল হৈল তাঁর ক্ষয়।
গণ্ডকীর স্রোতে দেহ ত্যজে সে সময়॥
মৃগদেহ ত্যজি রাজা মহা পুণ্যফলে।
জন্মিলেন দ্বিজ গৃহে মহা জ্ঞানবলে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত ইতিহাস তার।
ইহাতেই কর্ম্মফল হইবে বিচার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে নিশ্চয় ঘুচে মায়ার আঁধার॥
হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি চিন্তামণি।
হরি না ভজিলে ত্রাণ নাহি পায় প্রাণী॥

ইতি ভরতের হরিণ জন্ম সমাপ্ত।

অথ জড়ভরতোপাখ্যান।

শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিত প্রতি।
ভরতের মুক্তি শুন পাণ্ডব সন্ততি॥
কর্ম্মফলে জ্ঞানলাভ করিয়া রাজন।
মৃগরূপ ত্যাগে পান বিশুদ্ধ জনম॥

রাজ্য মধ্যে ছিল এক পবিত্র ব্রাহ্মণ
সংসার আশ্রমী কিন্তু হরিপরায়ণ ॥
দুইটি রমণী সেই করিল গ্রহণ।
একের গর্ভেতে হৈল নয়টি নন্দন ॥
পুত্রগণ শম দম তপস্যা আচারে।
পাইল উত্তম শিক্ষা বৃদ্ধি কলেবরে ॥
অপর ভার্য্যাতে তার কন্যা পুত্র হয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণে পূর্ণ হইল তনয় ॥
এই পুত্ররূপে সেই ভরত রাজন।
জন্মিলেন মৃগ দেহ দিয়া বিসর্জ্জন ॥
দেখিতে বটেন শিশু পূর্ণ জ্ঞানময়।
জন্মিয়াও পুণ্য স্মৃতি সমুদয় রয় ॥
জন্মলাভ করি রাজা করেন স্মরণ।
মায়াপাশে পূর্ব্ব দেহে যতেক যাতন ॥
সংসারে সংসারী হ'লে পাছে মায়াবলে।
পুনরায় ভোগ তার হয় কর্ম্মফলে ॥
এই ভাবি জ্ঞানবলে জড়রূপ ধরি।
মূক শান্ত ভাবে রন ভাবিয়া শ্রীহরি ॥
শিশুকালে বাক্যহীন হেরিয়া সকলে।
জড়বেশ এই কথা সর্ব্বদাই বলে ॥
বাক্যহীন পুত্র হেরি জননী তাঁহার।
মরমে অত্যন্ত ব্যথা পান নিরন্তর ॥
জড়-মূক হৈলে পুত্রে কি হইবে বল।
জনক জননী স্নেহ নহে হ্রাসবল ॥
অতিশয় যত্নে তাঁরে করিয়া পালন।
শুভক্ষণে দিলা পিতা সে উপনয়ন ॥
জনকের ইচ্ছা পুত্রে করিতে শিক্ষিত।
পুত্র না পরম জ্ঞানী নহেন বিদিত ॥
কি শিক্ষা দিবেন পিতা ভরতের পাশ।
যাঁর প্রাণ মন সদা হরিতে বিশ্বাস ॥
এইমতে পিতা তাঁর ত্যজিল শরীর।
আর ভায়ে পিতৃধন করিয়া বাহির ॥
সকলে মিলিয়া তাহা করিয়া বণ্টন।
মূকে অবহেলা করি না করে অর্পণ ॥
না জানে সোদরগণ মূক কোনজন।
জড়ভরত নাম দিলা প্রতিবাসিগণ ॥
ব্রহ্মানন্দে মাতি রাজা মূকের সমান।
কলেবর বৃদ্ধি ক্রমে হৈল সমাধান ॥
নিষ্ক্রিয়া ও মূক হেরি যতেক সোদর।
ঘৃণা অবহেলা তাঁরে করে নিরন্তর ॥
বলিষ্ঠ হেরিয়া তারে সকলে ধরিয়া।
কৃষিকর্ম্মে ভৃত্য ভাবে দিল লাগাইয়া ॥
সর্ব্ব দুঃখে সুখী রাজা যেমত রমণ।
ক্ষমতার উপরেতে করেন কর্ষণ ॥
বহু খাটাইয়া তারে যতেক সোদর।
উচ্ছিষ্ট আহার দিত ভরাতে উদর ॥
এ হেন নিষ্ঠুর কার্য্যে নিজ জ্ঞানবলে।
উপেক্ষিয়া কর্ম্মে রন রাজা কুতূহলে ॥
এইরূপে সবে তারে না বুঝি কারণ।
কর্ম্ম জন্য দিত তাঁরে বিবিধ যাতন ॥
একদা বৃষের সম ক্ষেত্র কর্ষিবারে।
কোন প্রতিবেশী এক লইল তাহারে ॥
সারা দিবানিশি তাঁরে দিল খাটিবারে।
তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁর সেই কর্ম্ম করে ॥
নিশাকালে এক চোর পুত্রের কারণ।
ভক্তিতে কালিরে করে বিশুদ্ধ পূজন ॥
নর পশু মহাবলী করিয়া মনন।
বলি লাগি বহু চোর করে অন্বেষণ ॥
নিশাকালে ক্ষেত্রমাঝে হেরিয়া ভরতে।
নির্ব্বোধ ও মহামূর্খ ভাবি নিজমতে ॥
ধরিয়া সকলে তাঁরে করিয়া বন্ধন।
দেবীর উদ্দেশে লয়ে করিল গমন ॥
পুত্র কামনায় চোর মহাপূজা করি।
নরবলি লাগি আনে ভরতেরে ধরি ॥
খড়্গ লয়ে যবে যায় করিতে ছেদন।
তুলিলা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিতে ভীষণ ॥
মহাদেবী বুঝি তবে ভরত অন্তরে।
ভক্ত বলি চিনিলেন তাহারে সত্বরে ॥

ভক্ত বধ হয় দেখি জননী তখন।
নিজ হস্তে চোর মুণ্ড করেন ছেদন॥
পিশাচ পিশাচীগণে করিয়া আহ্বান।
আজ্ঞা দিলা চোরগণে লইবারে প্রাণ॥
ভীষণ হুঙ্কারে তবে দানবের দল।
বধিলেক একে একে তস্করের দল॥
এইরূপে রক্ষা পায় জড় রাজ্যেশ্বর।
রহিলেন হরি স্মরি সন্তুষ্ট অন্তর॥
সিন্ধু সৌবীরের পতি রাজ রহুগণ।
একদা শিবিকালয়ে করিছে গমন॥
গমনের কালে পথে বাহক তাহার।
নষ্ট হৈল একপদ পাইয়া প্রহার॥
বাহকে বিনষ্ট হেরি আর কয়জন।
বাহকের লাগি লোক করে অন্বেষণ॥
রাজার শিবিকা একে রাজা তাহে রয়।
বহিতে হইবে ত্বরা তাহাতে নিশ্চয়॥
নানা দিক অন্বেষিয়া বাহক সকল।
পথমাঝে ভরতের সাক্ষাৎ পাইল॥
দেখিতে বলিষ্ঠ বটে মূক জ্ঞানহীন।
সহজে বহিবে রাজা বলে নাহি ক্ষীণ॥
এত ভাবি তারে ধরি যুড়ি শিবিকায়।
অতি কষ্টে ভরতেরে শিবিকা বহায়॥
কিছু দূর গমনান্তে হৈল তার শ্রম।
আর বহিবারে নৃপ হইল অক্ষম॥
অক্ষম হেরিয়া তারে রাজ-বাহগণ।
ক্রোধভরে দ্বেষ বাক্য করে উচ্চারণ॥
নানারূপে ক্লেশভাবে করিয়া শাসন।
আজ্ঞা দিল তারে পুনঃ করিতে বহন॥
শাসনের ভয়ে তবে রাজর্ষি ভরত।
যাইলেন মহাকষ্টে আরো কিছু পথ॥
কতদূরে গিয়া তবে ত্যজিয়া বহন।
শ্রম শান্তি লাগি পথে রহে কতক্ষণ॥
হেন ভাব হেরি রাজা কহিলা তাহায়।
এত অল্পে শ্রান্ত দুষ্ট হ'য়ে স্থূলকায়॥
সিন্ধু সৌবীরের পতি আমি রহুগণ।
মহা পুণ্যবলে মোরে করিছ বহন॥
ইচ্ছা যদি থাকে তোর রাখিতে জীবন।
ত্বরায় আবার কর স্কন্ধেতে বহন॥
এত যদি তিরস্কার করিল তাহায়।
অতি দুঃখে প্রাণ তার ব্যাকুলিত হয়॥
অতি শ্রমে স্মৃতি তাঁর হইল চঞ্চল।
এই হেতু বাক্য কিছু কহেন কেবল॥
অতি দুঃখে বাক্য করি আপনি প্রকাশ।
কহিতে লাগিলা রাজে আপন আভাস॥
মায়াবী মানব রাজা তুমি রহুগণ।
এতেক যন্ত্রণা মোরে দাও কি কারণ॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা এই বিশ্বে হয়।
কেবা বাহ্য কে বাহক কহত নিশ্চয়॥
দু'দিনের তরে ধর মায়ার কারণ।
হরির সমীপে প্রভু ভৃত্য কোনজন॥
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ হয় এ সংসার।
মুক্ত জনে নাহি করে মন্দ ব্যবহার॥
অতএব বুঝি রাজা করহ করম।
অবশ্য থাকিবে তব পরম ধরম॥
জড়মুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আশ্চর্য্য হইয়া নৃপ রন কতক্ষণ॥
কতক্ষণ পরে হেরি ভরত শরীর।
হেরিলেন সুলক্ষণ রহে যত ধীর॥
দীর্ঘবাহু সুবিশাল উজ্জ্বল বরণ।
প্রশান্ত ললাট দৃষ্টি উজ্জ্বল তপন॥
হেন রূপ নেহারিয়া ভরত আকার।
শিবিকা ত্যজিয়া রাজা হন আগুসার॥
আগুসারি রাজা তাঁর ধরিয়া চরণ।
ক্ষমিবারে নিজ দোষ করে আরাধন॥
সহজে প্রশান্ত তিনি বাক্য নাহি কন।
অসম্ভব কাম ক্রোধ তাহে উদ্ভাবন॥
রাজার মিনতি হেরি করুণা আলয়।
নানা জ্ঞান বাক্যে শান্তি করেন তাঁহায়॥

জ্ঞান বাক্য শুনি তবে রাজা রহুগণ।
পরিচয় ভরতের নিতে হৈল মন ॥
পরিচয় ছলে তবে ভরত সুজন।
নৃপেরে কহিল নানা মোক্ষ উপাসন ॥
অবশেষে কন নৃপে শুন নৃপমণি।
শ্রীহরি স্মরিলে দুঃখ নাহি পায় প্রাণী ॥
কর্ম্মদোষে ভাগ্য যদি কভু নাশ হয়।
শ্রীহরি স্মরণে ত্বরা ভাগ্য শুভ হয় ॥
তাহার প্রমাণ শুন রাজা রহুগণ।
আমি পূর্ব্বে জন্মেছিনু ভরত রাজন ॥
হরি স্মরি রাজ্য ত্যজি প্রবেশিয়া বন।
হরিণের মমতায় দুর্ভাগ্য ঘটন ॥
মমতায় হৈল মম হরিণ জনম।
কিন্তু হরি সেবা ফলে হৈল বিস্মরণ ॥
সেই স্মৃতিবলে পুনঃ ব্রাহ্মণ আকারে।
জন্মলাভ করিয়াছি এ হেন সংসারে ॥
সেই হেতু সাধনার ফল হয় নাশ।
সেই হেতু জড় আমি কিছুতে না আশ ॥
নাহি সুখ নাহি দুঃখ নাহি সঙ্গালাপ।
কর্ম্মফল লাগি আমি করি যে বিলাপ ॥
সংসারে ত্যজিয়া সঙ্গ হ'য়ে মূকজন।
যেই ভজে সেই পায় শ্রীহরি চরণ ॥
এক উপাখ্যান রাজা করহ শ্রবণ।
তাহাতে সংসার চিত্র হ'য়েছে অঙ্কন ॥
এত শুনি রাজা বৈসে লইয়া ভরত।
শুনিবারে উপাখ্যান কহেন যেমত ॥
এতেক বলিয়া শুক বলেন রাজায়।
শুন রাজা পরীক্ষিত সংসার কোথায় ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার ॥

ইতি জড়ভরতোপদেশ সমাপ্ত।

অথ ভবাটবী উপাখ্যান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
জড়ভরতের কথা অতি মনোহর ॥
সযতনে রহুগণ ভরতে পাইয়া।
আপন প্রসাদে লন পবিত্র ভাবিয়া ॥
নৃপের যতন হেরি ঋষি মহাশয়।
প্রকাশি আপন জ্ঞান রহুগণে কয় ॥
মায়াপাশে বদ্ধ তুমি রাজা রহুগণ।
শ্রুতি বাক্য বোধ হয় অসাধ্য সাধন ॥
যদি ইচ্ছা কর তুমি জ্ঞান লভিবারে।
উপাখ্যান কহি এক শুন অতঃপরে ॥
ত্রিভুবন মাঝে এক বিস্তৃত কানন।
ভবাটবী নাম তার দেখিতে ভীষণ ॥
বিভীষিকা পূর্ণ বন ভীষণ আকার।
যাদু বিদ্যা ইন্দ্রজালে ঘেরা চারিধার ॥
ব্যবসার বস্তু রূপে রহে দ্রব্যচয়।
সত্ত্ব রজো তমো গুণে শাখী তাহে রয় ॥
দেখিতে সুন্দর হেরি সেই দ্রব্যচয়।
দৃষ্টিমাত্রে বণিকের ক্রয় ইচ্ছা হয় ॥
অদৃষ্ট সঞ্চিত দেখে বহু রত্ন ধন।
লাভ আশা করি ধায় যত মহাজন ॥
লোভে পড়ি বনমাঝে লাভ আশা করি।
ত্রিভুবনে আসি যায় তাহার ভিতরি ॥
অদৃষ্ট ধনের ধনী যত জীবগণ।
মায়াফল লভিবারে প্রবেশয়ে বন ॥
দেহ রথে ভাগ্য ধনী যত মহাজন।
বুদ্ধিরে সারথি করি প্রবেশিল বন ॥
সেই বনে ছয় দস্যু ছয় রিপু রয়।
ভীষণ প্রবল তারা ভয়ঙ্কর হয় ॥
হীনবল সারথিরে করিয়া দর্শন।
অদৃষ্ট ও ধর্ম্ম ধন করয়ে লুণ্ঠন ॥
যার যত বল হরি সারথি বিনাশি।
মহাজনে একে একে ফেলায় গরাসি ॥

দস্যুতে হরিলে অর্থ নিঃস্ব মহাজন।
সেইমতে সেই বনে করয় ভ্রমণ ॥
অরণ্য মাঝারে থাকে আর ধূর্ত্তজন।
দারাপুত্র আদি নামে শৃগাল কুজন ॥
ধূর্ত্তরূপী শৃগালেরা যত মহাজনে।
ভুলাইয়া রত হয় অভীষ্ট সাধনে ॥
বৃকগণ যথা সুখে হরে মেষগণ।
সেইমত শৃগালেরা হরে মহাজন ॥
তরু গুল্ম লতা পূর্ণ ভীষণ গহ্বর।
অরণ্য মাঝারে থাকে বহু থরে থর ॥
মমতাদি নানা দুঃখ তাহার মাঝার।
নানাবিধ বিষ-কীট করিছে বিহার ॥
শৃগালেরা হেরি তথা যত মহাজন।
একে একে গহ্বরেতে করয়ে ক্ষেপণ ॥
গৃহাশ্রম রূপী সেই মহা গর্ত্তচয়।
নানা দুঃখ পাপকীটে রহে বিষময় ॥
গহ্বরে পড়িয়া দেখে বণিকের দল।
ইন্দ্রজাল চারিদিকে নেহারে কেবল ॥
গন্ধর্ব্বের পুরী কোথা কোথা স্বর্গপুর।
মণিমুক্তা কাম্য কর্ম্ম অনিত্য প্রচুর ॥
হেনরূপ কাম্য কর্ম্ম দেখি মনোহর।
দুঃখে মিথ্যা সুখ দেখি হয় মনোহর ॥
দেহ ধন জন মদে মোহ উপজয়।
আত্মারূপে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ মনে লয়
এ হেন বিস্ময়ে তবে বণিকের দল।
ধূম্রবক্ষে ধূমিত যেন নেহারে সকল ॥
সৎবুদ্ধি সৎদৃষ্টি ক্রমেতে বিলয়।
অনিত্য বিষয়ে ক্রমে বিশ্বাস নিশ্চয় ॥
আশ্রম গহ্বরে সদা হয় ঝিল্লিরব।
শ্রবণেতে অতি কষ্ট হয় সে আরব ॥
পেচকের সম সদা হইবে চীৎকার।
ইহা শুনি মহাজন করে হাহাকার ॥
এইরূপ সুখ দুঃখে মাতি মহাজন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সদা হয় উচাটন ॥
অবশেষে ভ্রমে দুঃখে হইয়া কাতর।
ফল আশে যায় পাপ তরুর গোচর ॥
অধর্ম্ম রূপেতে তরু অতি ফলবান।
দেখিতে সুন্দর মাত্র কটু আস্বাদন ॥
তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে বণিকের দল।
মরীচিকা মিথ্যা জলে যায় ভাবি জল ॥
আত্মীয় বান্ধব সম স্রোত নেহারিয়া।
নদীরূপে হেরি যায় জলের লাগিয়া ॥
স্রোত নহে বালিময় শুষ্ক নাহি নীর।
প্রস্তর কলহরূপে শোভে দুই তীর ॥
পড়িলে তাহায় সবে শান্তি আশা করি।
বালুকা বিপদে আর ধরে রোগ অরি ॥
দায়াদ ভাবিয়া কভু অন্ন আশা করি।
দাবাগ্নি মাঝারে পড়ি যায় দগ্ধি মরি ॥
দায়াদ দাবাগ্নি রূপে ভবাটবী মনে।
অন্ন আশে মহাজন গিয়া পোড়ে প্রাণে ॥
কোথা যক্ষ সম যত সংসারের পতি।
ধন হরি পীড়া দেয় বণিকের প্রতি ॥
এইরূপে সে গহ্বরে নানা পীড়া পায়।
কার সাধ্য সেই দুঃখ বর্ণিতে জুয়ায় ॥
শোকে মোহ মহাসুর দেখিতে ভীষণ।
সময়ে সময়ে আসি করে আক্রমণ ॥
কভু পিতা-পুত্রে ইন্দ্রজাল ভাবি সার।
ক্ষণসুখ করি পরে করে হাহাকার ॥
কভু আশা গিরি পরে করি আরোহণ।
বিপদ কণ্টকে তাহা করে নিবারণ ॥
কভু বা অনলে আসি সবার অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পিপাসায় সকাতর করে ॥
নিদ্রারূপী অজাগর সদা সর্ব্বক্ষণ।
সময় পাইয়া সবে করে আকর্ষণ ॥
নিদ্রাবশে জর্জ্জরিত করে শব প্রায়।
আলস্যাদি দুর্দ্দশায় সদা পীড়া দেয় ॥
এইরূপে মহাদুঃখে ভ্রমে অন্ধ প্রায়।
মোহরূপী অন্ধকূপে শেষে ক্ষিপ্ত হয় ॥

মধুরস সম বনে আছে নারীগণ।
মধু আশে তার পাশে যায় মহাজন॥
বিষধর নারী সবে করি স্বামীচয়।
মহাজনে ধরি কত পীড়ন পীড়য়॥
কেহ যদি নাহি পায় এ হেন পীড়ন।
নারী সম মধু যদি করে আস্বাদন॥
অন্য বলবানে আসি করিয়া প্রহার।
কাড়ি লয় সেই মধু বিপদ অপার॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি ষড় ঋতুচয়।
অনাশ্রয়ে মহাজনে সকলে পীড়য়॥
এইরূপ ধন হীন হৈলে মহাজন।
প্রবৃত্তির দোষে শিখে করিতে হরণ॥
সেই কর্ম্মফলে পায় ভীষণ যাতন।
কার সাধ্য কু-অদৃষ্ট করিবে শোধন॥
মোহবশে ভাগ্য হীন কেহ কেহ হয়।
কেহ রোগী কেহ কেহ উন্মত্ত নিশ্চয়॥
এইরূপে ভাগ্যহীন যত মহাজন।
সংসার অটবী মাঝে করিয়া ভ্রমণ॥
অবশেষে পাপভরে পেয়ে মহাভার।
আপনার ভাগ্য নিজে করয় সংহার॥
কি বলিব রহুগণ অটবীর কথা।
কার সাধ্য শুদ্ধ থাকে অরণ্যে সর্ব্বথা॥
দিক্ হস্তী সম বলী যোগে মহাযোগী।
সে জন যদ্যপি হয় অরণ্যের ভোগী॥
আমার বলিয়া তার হয় অহঙ্কার।
অহঙ্কারে বিষ্ণুপদ অপ্রাপ্তি তাহার॥
যেই জন একবার অরণ্য মাঝার।
প্রবেশ করিয়া করে বারেক বিহার॥
অরণ্যের সীমা রাজা জন্ম জন্মান্তরে।
নাহি পায় দেখিবারে কহিনু তোমারে॥
হাহাকার অনিবার সুখ দুঃখ মতি।
শোক মোহে সমাপনে সদা কামে রতি॥
মায়াময় মনোরম হয় সে কারণ।
স্পর্শনে বিবেক নাশ কহিনু রাজন॥

লতা শাখা পুষ্পময় মহা বৃক্ষচয়।
নারীজন সম শোভে তথায় নিশ্চয়॥
পক্ষীধ্বনি কণ্ঠধ্বনি সদা তথা হয়।
মধুর নিনাদে মত্ত পথিকেরা তায়॥
মোহিত হইয়া বৃক্ষতলে লয় স্থান।
মহাসিংহনাদে তার লুপ্ত হয় জ্ঞান॥
ভীষণ গর্জ্জনে নিজ প্রতাপ প্রচারে।
কার সাধ্য সে ভ্রূকুটী পারে সহিবারে॥
ভীত হেরি কঙ্ক গৃধ্র পাষণ্ডের দল।
কুমতি লইয়া তারা প্রকাশয়ে বল॥
কুমতি না বুঝে যত পথিক সুজন।
আশ্রম পাইল বলি করয়ে মিলন॥
মহামোহে এইরূপ করে হাহাকার।
শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত জীবন তাহার॥
এইরূপে মুগ্ধ হয়ে যত মহাজন।
কভু পুত্রাদির স্নেহে হ'তেছে বন্ধন॥
কভু বা প্রমাদ বলি করে অহঙ্কার।
প্রমাদে বিস্মৃত হয় মৃত্যুর আকার॥
অপার ঘটনাময় সেই সে কানন।
কত বা মোহিনী শক্তি করিব বর্ণন॥
মায়া তার পথ-বাঁধে কহিলাম সার।
তুমি রাজা সেই পথে করিছ বিহার॥
যদি রাজা চাও হিত জীবনে আপন।
ভক্তিরূপী অসি করে করহ ধারণ॥
হরিপ্রেমে ছেদ করি সংসার বন্ধন।
হেরহ সকল প্রাণী আপন মতন॥
সম দৃষ্টিমান হ'য়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া।
প্রবৃত্তি বিনাশে রহ বৈকুণ্ঠে বসিয়া॥
বুঝ রাজা রহুগণ আমার বচন।
এমতে সংবাদ সাঙ্গ ভবের কানন॥
শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিত প্রতি।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই পাণ্ডব সন্ততি॥
ভরতের উপদেশ অপূর্ব্ব বিচার।
বুঝিয়া করিলে কর্ম্ম নষ্ট পাপভার॥

অপরে শুনহ রাজা ভরতের বাণী।
শুনিয়া সুস্থির হবে সচকিত প্রাণী॥
মায়ামোহ দুটি হয় ভবের কাননে।
সংসারের সুখ দুঃখ শোভে সেই বনে॥
কার সাধ্য ত্যজে তাহা করিয়া প্রবেশ।
নাহি দিলে নারায়ণে আপন আবেশ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
যাহাতে ঘুচিতে পারে মায়ার আঁধার॥

ইতি ভবাটবী বর্ণন সমাপ্ত।

অথ ভরতবংশ চরিত্র কথন।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
ভরতবংশের কথা হয়ে অবহিত॥
রহুগণ রাজে দিয়া আত্ম পরিচয়।
ভীষণ যোগেতে যোগী ভরত সে হয়॥
ত্যজিলেন আত্ম দেহ স্মরি সেই হরি।
দেহান্তে থাকেন সুখে বৈকুণ্ঠে বিহারী।
এইমতে ভরতের লীলা হ'লো শেষ।
অপার মহিমা তাঁর বর্ণিতে বিশেষ॥
পুণ্য বংশ ভরতের রাজা পরীক্ষিত।
মহিমা কিঞ্চিৎ শুন হ'য়ে অবহিত॥
ভরতের এক পুত্র নামেতে সুমতি।
পিতা সম গুণবান হরিপদে মতি॥
ঋষভের সম গুণী সকলেতে কয়।
হরি অংশে জন্ম তার শুদ্ধ সত্ত্বময়॥
হংসের পদবী ল'য়ে পালি প্রজাগণ।
শ্রীহরি মহিমা করে জগতে কীর্ত্তন॥
দেবরূপে প্রজাজনে দেখায়ে প্রভাব।
রাখিলেন হরি প্রতি আপন স্বভাব॥
জীবন্মুক্ত মহাজন সুমতি সুজন।
কর্ত্তব্য পালিয়া এই ধরা প্রয়োজন॥
অন্তিমে হরিতে লীন হয়েন সুজন।
সম্যক্ মহিমা তাঁর কে করে বর্ণন॥

বৃদ্ধসেনা নামে তাঁর আছিল কামিনী।
রূপেতে অতুলা সেই স্থির সৌদামিনী॥
অতি পতিব্রতা সতী হরি প্রতি মতি।
প্রসবিলা এক পুত্র রূপে রতি পতি॥
দেবজিত নাম তার দেবেন্দ্র সমান।
কার সাধ্য ক্ষমতার করে পরিমাণ॥
দান যজ্ঞ ব্রতাদিতে রাখি নিজ মন।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া পালি রাজ্য প্রজাজন॥
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন।
কুলরক্ষা জন্য করে পুত্র উৎপাদন॥
হরিপদে মতি রাখি ত্যজিলেন কায়।
হরি দূত বৈকুণ্ঠেতে তাঁরে ল'য়ে যায়॥
আসুরী নামেতে ছিল তাহার রমণী।
রূপে চন্দ্র সমা আর গুণেতে মেদিনী॥
শুভক্ষণে স্বামী সেবি লভিলা সন্তান।
দেবদ্যুম্ন নাম তাঁর সর্ব্ব গুণবান॥
বংশ অলঙ্কার পুত্র ধর্ম্ম নীতিময়।
তেজে বৈশ্বানর সম মন বিষ্ণুময়॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া রাজা স্মরি নারায়ণ।
প্রজা রাজ্য পালি অন্তে ত্যজেন জীবন॥
জীবনান্তে বৈকুণ্ঠেতে হয় তাঁর স্থিতি।
কল্পান্তে বৈকুণ্ঠে ভোগ কর্ম্ম ফল গতি॥
তাঁর পত্নী ধেনু সতী গুণে ধেনু সমা।
তড়িৎ পলায় লাজে রূপে অনুপমা॥
যৌবনে লভিয়া পতি লভিলা কুমার।
পরমেষ্ঠি নাম তার পরম আকার॥
বিষ্ণুভক্তি অলঙ্কারে সদা তার জ্ঞান।
দেব সম তেজে আর বলে বলবান॥
শত্রুর কৃতান্ত হন দুষ্টের দমন।
শিষ্টেরে পালিয়া রাজা করেন শাসন॥
হরিপদে মতি রাখি পালি প্রজাগণ।
অন্তিমে তাঁহার হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
অতি কীর্ত্তিমান রাজা বর্ণন না যায়।
সুবর্চ্চলা তাঁর পত্নী সর্ব্বজন গায়॥

রূপে অনুপমা আর সাবিত্রী গুণেতে।
স্বামী লভি পুত্র লাভ করে আনন্দেতে ॥
প্রতীহ নামেতে পুত্র বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণুনামে পরিপূর্ণ তাহার জীবন ॥
বসুন্ধরা ধন্য হয় প্রতীহ শাসনে।
বিষ্ণু-ভক্ত-ময়ী ধরা তাঁহার সাধনে ॥
প্রজাগণে ডাকি রাজা শিখাতেন জ্ঞান।
যাহাতে পাইবে তারা দুঃখে পরিত্রাণ ॥
একদা ডাকিয়া সবে অনুভব করি।
আত্মজ্ঞানে গতি রাজা বর্ণিলেন হরি ॥
তাহার বর্ণনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
সিদ্ধ ভক্ত বলি তাহে দিলা দরশন ॥
প্রতীহের পত্নীনাম সুবর্চ্চলা ছিল।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা সকলে দেখিল ॥
শাশুড়ীর সম নামে সম গুণবতী।
লভিলা কুমার তিন ল'য়ে সাধুপতি ॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার প্রতীহ রাজন।
রম্যস্থান পাইলেন যথা নারায়ণ ॥
প্রতিহর্ত্তা প্রতিস্তোতা উদ্গাতা আখ্যায়।
তেজেতে কুমার তিন ব্যাপিল ধরায় ॥
হরি নাম হরি যজ্ঞ হরি সংকীর্ত্তন।
প্রজাগণে হরি সিদ্ধি করায় সাধন ॥
হেন পুণ্য করি সবে পালি প্রজাগণ।
কুলরক্ষা লাগি পুত্র করি উৎপাদন ॥
অন্তিমে বৈকুণ্ঠপুরী করিলা দর্শন।
কার সাধ্য সে মহিমা করিবে বর্ণন ॥
প্রতিহর্ত্তা ভার্য্যা স্তুতি স্তুতিরূপা হয়।
অজ ভূমা নামে পুত্র সাধুজনে কয় ॥
কনিষ্ঠ সে ভূমা নাম সর্ব্ব গুণধাম।
দুই পত্নী বিভা তার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
পুণ্য কর্ম্মে মতি রাখি সেই মহাজন।
পশিয়া সংসারে করে রাজ্যের শাসন ॥
দুই নারী গর্ভে করি পুত্র উৎপাদন।
হরি যোগে করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥

ঋষিকুল্যা নামে তার জ্যায়সী রমণী।
উদ্গীথ নামেতে পুত্র পায় সেই ধনী ॥
দেবকুল্যা নামে ছিল দ্বিতীয় কামিনী।
প্রস্তার আখ্যায় পুত্র নর শিরোমণি ॥
প্রস্তার কনিষ্ঠ বটে গুণে বলীয়ান।
বিষ্ণুপদে মতি তার অতি গুণবান ॥
নিজ গুণে লভি এই পিতৃ সিংহাসন।
পুত্রে সম পালিতেন যত প্রজাগণ ॥
বিরূৎসবা নামে তাঁর সুরূপা কামিনী।
রূপেতে তড়িৎ যেন প্রফুল্ল নলিনী ॥
বিভু নামে তাঁর গর্ভে জন্মায়ে কুমার।
প্রস্তার বৈকুণ্ঠে যান ত্যজিয়া সংসার ॥
বিভু সম গুণে বিভু পালি প্রজাজনে।
রাখিলা একান্ত মতি শ্রীহরি চরণে ॥
পুণ্যবান যথা তিনি ভার্য্যা গুণবতী।
বিষ্ণুর সেবায় রতা নাম তাঁর রতি ॥
রতি সমা রূপে গুণে সে হেন কামিনী।
সুখ্যাতি প্রচার যাঁর বিস্তীর্ণ মেদিনী ॥
পৃথুসেন নামে পুত্র করি উৎপাদন।
রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিপরায়ণ ॥
পুত্রে দিয়া ধরা ভার বিভু ভাবি হরি।
বৈকুণ্ঠেতে যান রাজা অতি ত্বরা করি ॥
আকুতি নামেতে ছিল পৃথুর কামিনী।
প্রণয়ে আবদ্ধা উভে চন্দ্র ও রোহিণী ॥
সংসারের লীলা করি ভাবি নারায়ণ।
উভয়েই ধর্ম্মে রত শান্তিপূর্ণ মন ॥
শুভক্ষণে লভিলেন একটি কুমার।
রাত্রি সম শান্তিদাতা নক্ত নাম তাঁর ॥
নক্তেরে রাজত্ব দিয়া ত্যজি রাজ্যভার।
বৈকুণ্ঠে যায়েন রাজা ত্যজিয়া সংসার ॥
যৌবনে পাইয়া নক্ত দ্রুতি নামে নারী।
নিষ্কাম সকাম কর্ম্মে থাকেন বিহারি ॥
অতুল সম্পদ তাঁর পৃথু বংশধর।
ভোগ মোক্ষ দুই পথে তাঁহার অন্তর ॥

এ ভীষণ ব্রতে রাজা করি দেহ জয়।
লভিলা ধার্ম্মিক পুত্র নাম তার গয় ॥
তারে দিয়া রাজ্যভার ত্যজিয়া সংসার।
ত্যজি নরদেহ যান বৈকুণ্ঠ আগার ॥
গয় নামে তাঁর পুত্র ধার্ম্মিক সুজন।
রাজর্ষি তাঁহার খ্যাতি ব্যাপিয়া ভুবন ॥
পিতা সম ভোগ মোক্ষে মতি তাঁর হয়।
তাঁহার শাসনে ধরা পূর্ণ পুণ্যময় ॥
দীর্ঘ আয়ু প্রজাজন আধি ব্যাধি হীন।
যজ্ঞ ব্রতে তাঁর কীর্ত্তি সতত প্রবীণ ॥
ভোগদেহ রাখি রাজা ধর্ম্মে রাখি মন।
সংসার মাঝারে ধর্ম্ম করেন দর্শন ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়ময় তিনি হীন অভিমান।
শুনিলে তাঁহার নাম লোকে পুণ্যবান ॥
তাঁহার চরিত্র ল'য়ে মত্ত কবিগণ।
লিখিত কতেক শাখা শাস্ত্রের লিখন ॥
গয় যজ্ঞে স্ব স্ব অংশ করিতে গ্রহণ।
আসিতেন দেবগণ লইয়া বাহন ॥
সোমপানে ইন্দ্রসহ যত দেবগণ।
উন্মত্ত হইয়া কেলী করিত স্বজন ॥
যেই বিষ্ণু লাগি এত তপ যোগ দান।
সে বিষ্ণু আসিত সেই যজ্ঞ বিদ্যমান ॥
হস্তে করি যজ্ঞভাগ করিয়া গ্রহণ।
সন্তুষ্ট হইনু বলি বলিত বচন ॥
সাকারে আসিয়া অগ্নি করিত হরণ।
কার সাধ্য হেন কীর্ত্তি করিতে সাধন ॥
গয়ন্তী নামেতে সাধ্বী তাঁহার রমণী।
তিন পুত্র লভে তাহে নর শিরোমণি ॥
চিত্ররথ জ্যেষ্ঠ হয় মধ্যম সুগতি।
সে অবিরোধন হয় কনিষ্ঠ সুমতি ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য দিয়া মহারাজ গয়।
হরিরূপে হরিপুরে যায়েন নিশ্চয় ॥
পিতা সম গুণে সেই পুত্র চিত্ররথ।
নানামতে প্রজাদের পূরে মনোরথ ॥

ঊর্ণা নামে সাধ্বী ভার্য্যা করিয়া গ্রহণ।
সম্রাট নামেতে পুত্র করে উৎপাদন ॥
পিতা সম পুত্র সেই লভিল যৌবন।
চিত্ররথ করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥
উৎকলা কামিনী সহ সম্রাট কুমার।
হরিপদে মতি রাখি পশিলা সংসার ॥
মরীচি নামেতে পুত্র অতীব সুমতি।
তাঁরে দিয়া রাজ্য রাজা লীন হরি প্রতি ॥
মরীচি লইয়া রাজ্য পেয়ে বিন্দুমতী।
জন্মাইলা বিন্দুমান নামেতে সন্ততি ॥
সরমা রমণী ল'য়ে রাজা বিন্দুমান।
জন্মাইলা মধু নামে রাজর্ষি সন্তান ॥
সুমনা পত্নীরে ল'য়ে মধু মহাজন।
বীরব্রত নামে পুত্র করে উৎপাদন ॥
ভোজ নামে ভার্য্যা ল'য়ে বীরব্রত ধীর।
মন্থন ও প্রমন্থ নামে জন্মাইলা বীর ॥
সত্যারে করিয়া বিভা মন্থু মহামতি।
ভৌবন নামেতে পরে জন্মায় সন্ততি ॥
ভৌবনের ত্বষ্টা নামে হইল কুমার।
তাঁর পত্নী বিরোচনা পুণ্যের আধার ॥
বিরজ নামেতে তাঁর হইল সন্তান।
অতি মহাবীর সেই অতীব বিদ্বান ॥
সূর্য্য সম তেজ আর শাসনে শমন।
হরিব্রতে সদা ব্রতী ভাবে নারায়ণ ॥
বিষুচী নামেতে তাঁর আছিল কামিনী।
গুণে দময়ন্তী সমা রূপে সৌদামিনী ॥
তাঁর গর্ভে শত পুত্র এক কন্যা হয়।
সবে মহাকীর্ত্তিমান সুব্যাপ্ত ধরায় ॥
একে একে ভরতের যতেক সন্ততি।
করিলা প্রতাপে রাজ্য হরিপদে মতি ॥
ধার্ম্মিক হইয়া সবে করিল শাসন।
কার সাধ্য সব কথা করিতে বর্ণন ॥
সকলেই ভোগসুখে মাতায়ে সংসার।
অন্তিমে বৈকুণ্ঠে গিয়া করয়ে বিহার ॥

পুনঃ না সংসারে জন্ম কাহারই হয়।
কর্ম্মফলে একবারে স্বর্গে চলি যায় ॥
এ হেন পবিত্র বংশ রাজা পরীক্ষিত।
ভুবনে না ছিল কভু করিতে বিদিত ॥
হেন বংশ কথা যেই করিবে কীর্ত্তন।
প্রসন্ন তাঁহার প্রতি হন নারায়ণ ॥
ভরতের বংশকথা সে হেতু তোমায়।
বর্ণিলাম তব কাছে নাশিতে মায়ায় ॥
মহাভোগে ভোগী হ'য়ে ভাবে যদি হরি।
ভরত বংশের সম যায় সেই তরি ॥
তাই বলি মহারাজ স্থির করি মন।
এক মনে ভাব সেই হরি নারায়ণ ॥
ভুবনের কথা রাজা শুন অতঃপর।
যথায় যে রূপে হরি হয়েন গোচর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে মায়াভার ॥

ইতি ভরতবংশ কথন সমাপ্ত।

অথ সপ্তদ্বীপের সহিত ভগবানের স্থিতি নির্ণয়।

শুকদেবে সম্বোধিয়া কহে পরীক্ষিত।
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহিবে বিহিত ॥
ইতিপূর্ব্বে কহ গুরো মম বিদ্যমান।
প্রিয়ব্রত কীর্ত্তিকথা করিতে প্রমাণ ॥
মহারাজ প্রিয়ব্রত রথচক্রবলে।
সপ্তখাত হ'য়েছিল এই ভূমণ্ডলে ॥
সেই সপ্তখাতে হয় সাতটি সাগর।
সপ্তদ্বীপ রূপে ধরা তাহার ভিতর ॥
চন্দ্র সূর্য্য যতদূর রহে বিদ্যমান।
ততদূর এই ধরা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অতএব কহ ঋষি দ্বীপের কাহিনী।
যে ভাবে পূজিত যথা সেই নীলমণি ॥
এই ধরা স্থূলরূপে সেই ভগবান।
সবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে রহে বিদ্যমান ॥
ইহার কীর্ত্তনে ক্রমে হ'য়ে সূক্ষ্মবোধ।
অবশ্য মানিবে তাহে অন্তর প্রবোধ ॥
রাজার ভারতী শুনি শুক মহাশয়।
ভূমি বিবরণ বাণী কহেন নিশ্চয় ॥
শুনহ শৌনক আদি যত ঋষিগণ।
অপরূপ স্থূলরূপ এ চৌদ্দ ভুবন ॥
যেখানে যে ভাবে হরি হইত পূজন।
যে স্থানের যে মাহাত্ম্য করিব কীর্ত্তন ॥
শুক কন শুন শুন রাজা পরীক্ষিত।
কহিব ভূমির বৃত্তি শাস্ত্রের উচিত ॥
এই যে ভুবন রাজা করিছ দর্শন।
কার সাধ্য পারিবেন করিতে বর্ণন ॥
দেবতুল্য পরমায়ু যদি কারো হয়।
অগস্ত্য সমান যদি শক্তিমান হয় ॥
তথাপি না পারে কেহ করিতে বর্ণন।
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীর সব বিবরণ ॥
সবার প্রধান হয় এই সপ্তদ্বীপ।
কর্ম্ম ভূমি সব এই উজ্জ্বল প্রদীপ ॥
পদ্ম সম ভূমণ্ডল দেখিতে আকার।
সপ্তদ্বীপ একমাত্র কোষ হয় তার ॥
সপ্তদ্বীপ একস্থল জম্বুদ্বীপ নাম।
কর্ম্মের আকর তাহা কহে পুণ্যবান ॥
নিযুত যোজন দীর্ঘে প্রস্থে তাহা হয়।
সরসিজ পত্র সম বর্ত্তুল নিশ্চয় ॥
এই দ্বীপে নয়বর্ষ ভাগে হয় নয়।
ভদ্রশ্বে ও কেতুমাল সর্ব্ব ক্ষুদ্র হয় ॥
সহস্র যোজন হয় তাহার বিস্তার।
অতীব পবিত্র দ্বীপ সুন্দর আকার ॥
সীমার নির্দ্দেশ লাগি আট কুলাচল।
নয়বর্ষে আট সীমা রাখিল কেবল ॥
হিমালয় আদি হয় তাহাদের নাম।
ক্রমেতে বর্ণিব রাজা তব বিদ্যমান ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইলাবৃত সর্ব্ব মধ্যস্থল।
তাহার মাঝারে রহে সুমেরু অচল ॥

পদ্ম যথা কর্ণিকার মধ্যস্থলে রয়।
ভূমণ্ডলে সে সুমেরু তেমতি নিশ্চয় ॥
উচ্চতা যোজন লক্ষ শতেক বিস্তার।
ইলাবৃত পরিমাণে সমান তাহার ॥
ইলাবৃত তিন বর্ষে রহে বিভাজন।
কুরু, হিরণ্ময় আর রম্যক গণন ॥
তিন বর্ষ সীমা লাগি তিন কুলাচল।
নীল শ্বেত শৃঙ্গবাস বিখ্যাত কেবল ॥
জলনিধি পরশিয়া এই তিন গিরি।
রহিয়াছে ইলাবৃত নামেতে প্রচারি ॥
দক্ষিণে উহার আর রহে তিন গিরি।
হেমকূট ও নিষধ হিমালয় গিরি ॥
তাহার দক্ষিণে রহে নামেতে ভারত।
হরি আর কিম্পুরুষ আদি বর্ষ যত ॥
পূর্ব্বে রহে মাল্যবান অতি সুশোভন।
তাহার পার্শ্বেতে কেতুমাল সুগণন ॥
পশ্চিমে ভীষণ গিরি সে গন্ধমাদন।
ভদ্রাশ্ব তাহার পার্শ্বে করিহ গণন ॥
এইরূপ তিন দিকে রহে বর্ষত্রয়।
ইলাবৃত উত্তরেতে সাগর নিশ্চয় ॥
মধ্যস্থলে মেরু রহে বেড়ি গিরি চারি।
সুপার্শ্ব কুমুদ আর সে মন্দর গিরি ॥
সুমেরু মন্দর নামে চতুর্থ সে হয়।
সকল উপরে চারি পাদপ রহয় ॥
মন্দরেতে আম্র আর জম্বু সুগন্দরে।
কদম্ব সুপার্শ্বে বট কুমুদ উপরে ॥
ভীষণ বিস্তীর্ণ বৃক্ষ শাখা পত্রময়।
ধ্বজারূপে জানাইছে ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয় ॥
উহাদের ফল রসে বহে যায় জল।
তাহাতে জন্মায় বারি সরিৎ কেবল ॥
চারি পার্শ্বদিকে রহে চারিটি উদ্যান।
বৈভ্রাজক চিত্ররথ আর সে মান্দন ॥
সর্ব্বভদ্র নামে হয় চতুর্থ কানন।
কত শোভা ধরে তাহা কে করে বর্ণন ॥
রমণী-রমণ সহ যত সুরগণ।
সেই স্থানে সোহাগেতে করিছে ভ্রমণ ॥
সুমেরুর শোভা কত কহিতে না পারি।
ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থান বুঝহ বিচারি ॥
শিরাদেশে তার রহে মহাব্রহ্মপুরী।
স্বর্গ আদি অষ্টলোক রহে সারি সারি ॥
কি শোভা কহিব তার সুবর্ণের চূড়া।
প্রকৃতি সাজায় তাহা দিয়া মণি গুড়া ॥
ইলাবৃত মাহাত্ম্য সে না যায় বর্ণন।
আপনি আসিয়া গঙ্গা করিলা বেষ্টন ॥
ইতিহাস শুন রাজা কহিব তাহার।
যবে বলী যজ্ঞ কৈলা ভুবন মাঝার ॥
বামন রূপেতে হরি ছলিয়া তাহায়।
তিনপদে ত্রিভুবন লন সমুদায় ॥
সেইকালে ঊর্দ্ধপদে লাগি ব্রহ্মাগারে।
ছিদ্র হৈয়া জলধারা পড়ে দরদরে ॥
সেই জল বিষ্ণুপদ করিয়া ক্ষালন।
পরিত্রাণ করিবারে পড়িল ভুবন ॥
গঙ্গার মহিমা যত বর্ণিব কেমনে।
স্বর্গের মস্তকে তাহা রহে সর্ব্বক্ষণে ॥
তপে পেয়ে ধ্রুবলোক ধ্রুব মহাশয়।
আদরে গঙ্গার বারি মস্তকেতে লয় ॥
সপ্তর্ষি সকলে ল'য়ে সে গঙ্গার নীর।
জটার মাঝারে রাখে শোভিতে শরীর ॥
বিষ্ণুপদে জন্ম ল'য়ে সেই গঙ্গা বারি।
অগ্রে চন্দ্রলোকে আসি হন অবতরি ॥
চন্দ্র হৈতে ব্রহ্মলোকে সুমেরুর শিরে।
তথা হ'তে চারিধারে ভুবন ভিতরে ॥
বংক্ষু ও অলকানন্দা ভদ্রা সীতা নাম।
চারিরূপে সপ্তধারে করে পরিত্রাণ ॥
সীতারূপী স্রোতনদী সুমেরু হইতে।
পড়িল আপন তেজে নানা পর্ব্বতেতে ॥
অপরে পড়িয়া গিরি গন্ধমাদনেতে।
ভদ্রাশ্ব বাহিয়া যায় মহাসাগরেতে ॥

গাঙ্গিনীর তীরে স্থির কুমার নগর।
তথায় কায়স্থ বংশে খ্যাত মিত্রবর॥
ক্ষত্রিয়ের কুলজাত শ্রীচণ্ডী চরণ।
কালিদাস পুত্র তাঁর জন্মে অতুলন॥
তাঁহার উদ্দেশে পুত্র জন্মে এই দাস।
অতীব অধম কিন্তু বিষ্ণু সেবা আশ॥
বিষ্ণু সেবা মনে করি লাগি ভক্তগণ।
গীত ছন্দে ভাগবত করিনু রচন॥
যথাসাধ্য বর্ণিলাম শুনিলে রাজন।
এ স্থানে পঞ্চম স্কন্ধ কৈনু সমাপন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার॥

ইতি সপ্তদ্বীপের সহিত ভগবানের স্থিতি নির্ণয় ও নরকাদি বর্ণন সমাপ্ত।

পঞ্চমস্কন্ধ সমাপ্ত।



শ্রীমদ্ভাগবত

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ অজামিলের মুক্তি।

সূত কন সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে।
শুন ভাগবত বাণী যত সাধুজনে ॥
রাজার আজ্ঞায় শুক ব্যাসের কুমার।
যেইমতে বর্ণিলেন হরিতত্ত্ব সার ॥
যেইমতে প্রশ্ন রাজা করেন তাঁহায়।
উত্তরে জ্ঞানের লাভ ক্রমে দেখা যায় ॥
পঞ্চমস্কন্ধেতে শুনি কর্ম্ম ফলাফল।
যেই কর্ম্মে পাপ পুণ্য নরক সকল ॥
রাজা জিজ্ঞাসেন তবে মুনিরে প্রণামি।
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহ তুমি স্বামী ॥
পুণ্যেতে সফল আর পাপে সাজা হয়।
এ ঘটনা জীবভাগ্যে কহিলা নিশ্চয় ॥
কিন্তু এক কথা ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়।
শাস্ত্রে কহে প্রায়শ্চিত্তে পাপী শুদ্ধ হয় ॥
যদি জীব সদা পাপে হইয়া নিরত।
প্রায়শ্চিত্ত করে সদা হ'য়ে একমত ॥
বারবার প্রায়শ্চিত্ত আর পাপ করি।
সুখী হয় পাপ পথে সতত বিহারি ॥
কেমনে তাহার শুদ্ধি হইবে অন্তর।
প্রায়শ্চিত্ত কিবা কার্য্য বল গুরুবর ॥
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন।
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন ॥
প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আর তপস্যা নিচয়।
জ্ঞান ধর্ম্ম আর যত শুদ্ধ কর্ম্ম রয় ॥
ভক্তিযুক্ত আচরণে শুদ্ধিলাভ হয়।
ভক্তি বিনা কোন ফল কিছুতে না হয় ॥
ভক্তি নামে এক পথ ধর্ম্মমাঝে বসে।
তাহার তেজেতে জীব পায় মোক্ষ রসে ॥
সবার প্রধানা সেই সর্ব্ব শুদ্ধকারী।
ভক্তিহীন প্রায়শ্চিত্ত নহে ফলধারী ॥
বিশুদ্ধ নদীর বারি মলিনত্ব নাশে।
মদ্যভাণ্ড শোধিবারে কভু না প্রয়াসে ॥
তথা তপ প্রায়শ্চিত্ত দানাদি নিচয়।
না পারে শোধিতে ভক্তিশূন্যের হৃদয় ॥

যেই জন এ জীবনে হরি পরাঙ্মুখ।
কোন কর্ম্মে তার লাভ নহে মুক্তি সুখ
তাই বলি হে রাজন ভক্তি করি সার।
অচিরে সে কর্ম্মে শুদ্ধ নহেত অসার॥
পূজন সেবন আদি নাম উচ্চারণ।
এক মনে সংকীর্ত্তনে ভক্তির সাধন॥
এই ভাবে যেই ভাবে সেই নারায়ণ।
অবশ্য তাহার শাস্তি হয় আহরণ॥
ভ্রমেও যদ্যপি কেহ করে হরিনাম।
মহাপাপী হইলেও পায় স্বর্গধাম॥
নামের মাহাত্ম্য রাজা করহ শ্রবণ।
অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন॥
বিষ্ণুদূতে যমদূতে মহা বিসম্বাদ।
ভ্রমে হরিনাম ল'য়ে ঘটিল বিবাদ॥
কান্যকুব্জ দেশে ছিল জনৈক ব্রাহ্মণ।
অজামিল নাম তার অতীব দুর্জ্জন॥
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বংশে অতি কদাচারী।
পাপ কর্ম্মে রত সদা কুপথে বিহারী॥
এক শূদ্র দাসী সহ হ'য়ে কাম মতি।
ধর্ম্ম ত্যজি হ'য়েছিল শূদ্রাণীর পতি॥
পাশাক্রীড়া চৌর্য্য আর করিয়া বঞ্চন।
কৌশল করিয়া অর্থ করি উপার্জ্জন॥
দাসীরে লইয়া মদ্য সদা করি পান।
কামমদে মাতি সদা ছিল জ্ঞানহীন॥
ক্রমেতে দাসীর গর্ভে জন্মিল কুমার।
একে একে দশজন ভীষণ আকার॥
ক্রমেতে যৌবন তার হইল বিগত।
মহাকাল বৃদ্ধকাল হৈল সমাগত॥
অশীতি সংখ্যক আয়ু বর্ষ হৈল গত।
ক্রমেতে উত্থান শক্তি হইল রহিত॥
দাসীর প্রণয়ে তবু সতত কাতর।
কুকর্ম্ম করিয়া পুত্র পালনে তৎপর॥
কনিষ্ঠ শৈশব ছিল দেখিতে সুন্দর।
পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাইত আদর॥
সাধ করি পিতা দিল নাম নারায়ণ।
সদা নারায়ণ বলি করে সম্বোধন॥
একদা ভীষণ কাল হইল প্রকাশ।
ইচ্ছিল সে অজামিলে করিতে গরাস॥
মৃত্যু যাতনায় দ্বিজ পড়ি ভূমিতলে।
দাসী পুত্র লাগি কত কান্দিলেক ছলে॥
কনিষ্ঠ সন্তানে শেষে সম্মুখে দেখিয়া।
যাতনায় নারায়ণ বলিল ডাকিয়া॥
এস বাপ নারায়ণ ধরহ আমায়।
বুঝি মরিলাম আমি ঘোর যাতনায়॥
সেইকালে প্রাণ তার হইল বাহির।
যমদূত ত্বরা করি ধরে তার শির॥
জন কত বিষ্ণুদূত তথা চলি যায়।
নারায়ণ সম্বোধন শুনিবারে পায়॥
ত্বরায় তথায় তবে করি অন্বেষণ।
জানিল উচ্চারে সেই বিপদে ব্রাহ্মণ॥
মনে ভাবি সবে তবে করি ত্বরাত্বরি।
ধরিলেক অজামিলে যমদূতে বারি॥
অপরূপময় সবে সুবর্ণ বরণ।
বনমালা গলে দোলে কৌস্তুভ ভূষণ॥
বেণীরূপে কৃষ্ণ-কেশ পৃষ্ঠে শোভা পায়।
বেণু ধ্বনি সদা করে যথায় তথায়॥
পদেতে নূপুর আর ধরে পীতবাস।
ভুবনমোহিত করে যে দেখে সে দাস॥
হেন মনোহর রূপে বিষ্ণুদূতচয়।
যমদূতে নিবারিয়া স্পষ্ট কথা কয়॥
শুন ওরে যমদূত আমাদের বাণী।
কোন কর্ম্মে ল'য়ে যাও অজামিল প্রাণী॥
মহাবিষ্ণুভক্ত এই সুবোধ ব্রাহ্মণ।
অন্তিমে ডাকিল উচ্চে সেই নারায়ণ॥
নারায়ণ বলি যেই ডাকে একমনে।
কি সাধ্য যমের তারে লয় নিজ স্থানে॥
সাবধান সাবধান না কর পরশ।
বৈকুণ্ঠে লইব এবে হইয়া হরষ॥

এত কথা শুনি কহে যমদূতগণ।
দেখিতে সুন্দর বট অতি সাধুজন॥
কোনজন নারায়ণ কেবা হও সব।
প্রকাশি বাধিত কর আপন গৌরব॥
পরিচয় বিনা মোরা পাপীর জীবন।
কভু না ত্যজিব ইহা আমাদের পণ॥
এই কথা শুনি তবে বিষ্ণুদূতগণ।
কহে যমদূত সবে করি সম্বোধন॥
বেদ ধর্ম্ম পালনার্থে রত যমরাজ।
তাহার সেবার লাগি কর সবে কাজ॥
ধর্ম্ম জানি কহ কথা শুনি হে বচন।
কোন ধর্ম্মে অজামিলে করিবে গ্রহণ॥
হরিনাম মাত্রে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নারায়ণ শব্দ মাত্রে মুক্তি তার হয়॥
এ বিশ্বের কর্ত্তা যিনি তিনি নারায়ণ।
আমরা তাঁহার ভৃত্য করহ শ্রবণ॥
ভক্তগণে দিবানিশি করিতে উদ্ধার।
চরাচরে সর্ব্বত্রই করি হে বিহার॥
অতএব বল দেখি কোন নীতিবলে।
দণ্ডিবারে অজামিলে ধরিলে কৌশলে॥
প্রশ্ন শুনি যমদূত মনে পেয়ে ভয়।
কহিতে লাগিল বাণী মধুর নিশ্চয়॥
আজীবন মনে জ্ঞানে কুকর্ম্ম যে করে।
নর মাঝে সেই জীব পাপী নাম ধরে॥
এই পাপী অজামিল মহাপাপী হয়।
শুন তার বিবরণ কহিব নিশ্চয়॥
জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে হৈয়া উপনীত।
উপযুক্ত বয়সেতে হৈলা বিবাহিত॥
ঘরেতে যুবতী নারী জনক জননী।
ব্রহ্মচর্য্য আদি ব্রত সকলেই মানি॥
প্রথম বয়সে শুদ্ধ আছিল ব্রাহ্মণ।
যাগ যজ্ঞ তপোদানে সদা ছিল মন॥
একদা অরণ্য হতে তাপস আবাসে।
আসিবার কালে পথে এক স্থানে বৈসে॥
যৌবন বয়স একে দেখিতে সুন্দর।
ব্রহ্মতেজ শরীরেতে তাহে শোভাকর॥
হেনরূপে যথা বৈসে শোভি তরুতলে।
অদূরে আছিল এক কুটীর সে স্থলে॥
শূদ্রজাতি এক বেশ্যা ছিল সেই স্থানে।
উপপতি সম্ভোগেতে রত মদ্য পানে॥
সম্ভোগে উন্মত্ত হয়ে মদ্যপান করি।
সুযুবক অজামিল অদূরেতে হেরি॥
কটাক্ষে হরিল এই ব্রাহ্মণের মন।
তদবধি এ ব্রাহ্মণ ভুলিল আপন॥
বংশের মর্য্যাদা আর জনক জননী।
কুলধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান স্বধর্ম্মা রমণী॥
সকলে ত্যজিয়া মতি শূদ্রা সহবাস।
যতেক কুকর্ম্মে ক্রমে করিলা প্রয়াস॥
চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যত পাপচয়।
নারীহত্যা নরহত্যা জীবহত্যা হয়॥
সকল পাপের ক্রমে করি আহরণ।
দাসী ও দাসীর পুত্র করিয়া পোষণ॥
অন্তিমে রাখিল পুত্রে নাম নারায়ণ।
মৃত্যুকালে সে শিশুরে করে সম্বোধন॥
শিশুরে ডাকিল মাত্র নহে ভগবান।
কিরূপে এ মহাপাপী পাবে পরিত্রাণ॥
অতএব ত্যাগ কর সব সাধুজন।
নরকে লইব এরে করিতে পীড়ন॥
এত শুনি উচ্চ হাসি বিষ্ণুদূতগণ।
কহিতে লাগিল তবে মধুর বচন॥
না জানি অমৃত যদি কেহ করে পান।
অবশ্য অমর তার হয়ে থাকে প্রাণ॥
হরিনামামৃত এই দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ।
নাহি জানি অন্তিমেতে করে উচ্চারণ॥
নামের গুণেতে শুদ্ধ অন্তর ইহার।
সেই হেতু বিষ্ণুলোকে যেতে অধিকার॥
হরিনাম প্রায়শ্চিত্ত সকলের সার।
একমনে করিলেই হইবে উদ্ধার॥

জানিলে যে পুণ্য তাহা না জানিলে হয়।
হরিনাম দ্রব্যগুণে পাপ নাশ হয় ॥
এত শুনি যমদূত ভয় পেয়ে প্রাণে।
ত্বরায় যাইল চলে যমের সদনে ॥
এতক্ষণে অজামিল ছিল অচেতন।
মীমাংসা শুনিয়া পুনঃ পাইল চেতন ॥
পাপের পীড়ন শুনি যমদূত মুখে।
হরিনাম সদা করে ভাসি মনোদুঃখে ॥
অতএব প্রাণ পুনঃ করিয়া ধারণ।
একান্তে রাখিলা সেই হরি প্রতি মন ॥
বিষ্ণুদূত মুখে শুনি হরি তত্ত্ব সার।
প্রণাম করিল তবে চরণে সবার ॥
সকলে বিদায় করি হরি করি মন।
গঙ্গার তীরেতে দ্বিজ করিল গমন ॥
তথা এক দেবালয়ে করিয়া আসন।
ভীষণ বৈরাগ্যে করি জ্ঞান আহরণ ॥
ভক্তিবলে জ্ঞানবল করি একাধার।
ত্যজিল আছিল যত মায়া অহঙ্কার ॥
পাপ মায়া একেবারে সব হৈল নাশ।
হরিনাম দ্রব্যগুণ মাহাত্ম্যে প্রকাশ ॥
এইরূপে শেষ করি আপন সাধন।
সুখেতে সে হরিপদে ত্যজিল জীবন ॥
মৃত্যুকালে বিষ্ণুদূত ল'য়ে স্বর্ণ রথ।
লইয়া চলিল দেখাইয়া স্বর্গপথ ॥
বিষ্ণুর পার্ষদ ক্রমে অজামিল হৈল।
নামের মাহাত্ম্য রাজা ইথে প্রকাশিল ॥
ভক্তি আহরণ লাগি ব্রত প্রায়শ্চিত্ত।
নচেৎ কর্ম্মেতে কভু নহে শুদ্ধ চিত্ত ॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
আশ্চর্য্য মানিয়া রাজা হয়েন অধীর ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভক্তিজ্যোতি প্রাপ্তে যায় সংসার আঁধার ॥

ইতি অজামিলের মুক্তি সমাপ্ত।

অথ যম ও যমদূত সম্বাদ।

বিষ্ণুদূত অজামিলে করিলে গ্রহণ।
আশ্চর্য্য মানিল যত যমদূতগণ ॥
মান অপমান ভয়ে হ'য়ে দুঃখমতি।
ত্বরায় আসিল সবে যথায় নৃপতি ॥
কাঁদি বিনাইয়া কহে করি যোড়কর।
অবধান কর রাজা বিপদ বিস্তর ॥
চারিযুগে রাজ্য তুমি করিছ রাজন।
আমরাও পালি তব অখণ্ড শাসন ॥
কার সাধ্য আমাদের অপমান করে।
পাপীজনে তব আগে আনি ত্বরা করে ॥
অপূর্ব্ব ঘটিল আজ রাজ্য বিশৃঙ্খল।
তোমার অধীন রাজ্য হইল বিফল ॥
এক মহাপাপী ছিল অজামিল নামে।
শূদ্রপতি সে ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ ধামে ॥
চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যতেক কুকর্ম্ম।
সতত করিত দ্বিজ নাহি মানি ধর্ম্ম ॥
আজীবন কামনায় শ্রদ্ধা ভক্তি হীন।
ক্রমে তার আয়ুবল হইলেক ক্ষীণ ॥
মরণ কালেতে সেই যাতনার বশে।
শিশু পুত্র নারায়ণে ডাকে উচ্চভাষে ॥
ডাকিবার মাত্র তার দেহ ত্যজে প্রাণ।
আমরাও পাপী জানি হৈনু আগুয়ান ॥
পাশ লয়ে যবে তারে করিনু বন্ধন।
কোথা হ'তে উপস্থিত সাধু চারিজন ॥
অপূর্ব্ব রূপের ভাতি বিষ্ণুদূত সম।
বলে মোরা বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠেতে ধাম ॥
অশেষ বিশেষ সবে করি অপমান।
আপনারে কত দুষ্ট কহিল বয়ান ॥
অবশেষে সবে কহে কিসের কারণ।
করিলা এ ভক্তজনে পাশেতে বন্ধন ॥
মৃত্যুকালে যেইজন বলে নারায়ণ।
কি আছে এমন পাপ না হয় নাশন ॥

যমের ভৃত্য তোরা যম যার কিঙ্কর।
সেই বিষ্ণু নাম করে এই দ্বিজবর॥
ত্যাগ করি মানে মানে যাও অন্য স্থানে।
নাহি কোন অধিকার ইহার পরাণে॥
এত বলি খেদাড়িয়া দিল সবাকায়।
পুনঃ বাঁচাইয়া দিল পাপিষ্ঠ জনায়॥
আশ্চর্য্য কৌতুক রাজা হেরিনু নয়নে।
তোমা ছাড়া কর্ত্তা কেবা জীবের মরণে॥
কহ রাজা বিশেষিয়া এই সমাচার।
হইল রাজত্বে তব বড় অত্যাচার॥
দূত মুখে বাণী শুনি হৃষ্ট যমরায়।
আদর করিয়া কহে বচন সবায়॥
শুন দূতগণ সবে আমার বচন।
আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন সেই নারায়ণ॥
যাঁহার নিয়মে চলে এই চরাচর।
যাঁহার তেজেতে জীয়ে জঙ্গম স্থাবর॥
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।
চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক নিকর॥
বায়ু অগ্নি বারি আদি এই পঞ্চভূত।
যাঁহার মিলনে বিশ্ব হইল অদ্ভুত॥
যাঁহার অধীন ব্রহ্মা লোক মহেশ্বর।
আমি আর দক্ষ আদি প্রজাপতিবর॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন নামে নারায়ণ।
ভক্তের অধীন তিনি মঙ্গল কারণ॥
জীবের মুক্তির হেতু সেই দয়াময়।
নানা মূর্ত্তি নানা নাম ধরে মহাশয়॥
ভ্রমে যদি জীবে ভাবে তাঁহার আকার।
অথবা মনেতে করে নামের বিচার॥
ক্ষণমাত্রে মহাপাপী পুণ্যময় হয়।
ত্যজিয়া সংসার জ্বালা বৈকুণ্ঠেতে রয়॥
সেই হেতু মহাপাপী সেই যে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমে উচ্চারিয়া পুত্র নাম নারায়ণ॥
নাম দ্রব্যগুণে তার পাপ হৈল নাশ।
বিষ্ণুদূত বিষ্ণুপথে পাইল প্রকাশ॥
যথা হরিগান হবে হরি তত্ত্ব বাণী।
তথা মোর অধিকার মুক্ত যত প্রাণী॥
অতএব ভক্তজনে করিয়া নির্ভয়।
আনিবে পাপীরে ভৃত্য আমার আলয়॥
শ্রীহরি মাহাত্ম্য কথা ওরে অনুচর।
একমুখে কার সাধ্য বর্ণিতে তৎপর॥
এত বলি তুষ্ট করি নিজ ভৃত্যজনে।
বিচারে বসিলা যম নিজ সিংহাসনে॥
আপন কর্ম্মেতে রত যমদূতগণ।
ভক্তেরে ত্যজিয়া করে পাপীরে গ্রহণ।
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরিনাম মাহাত্ম্যের করিতে বিচার॥

ইতি যম সম্বাদ সমাপ্ত।

অথ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃহস্পতির অপমান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
গুরুর মাহাত্ম্য শুন হ'য়ে একান্তর॥
অভিমানে যদি কেহ হ'য়ে হতজ্ঞান।
মন্ত্রদাতা গুরুজনে করে অপমান॥
সম্পত্তি তাহার নাশ হয় সেইক্ষণ।
বিবিধ বিপত্তি তার সর্ব্বদা ঘটন॥
নারায়ণরূপী গুরু গুরু মহাবল।
গুরুহীনে ইন্দ্র হন নিজে হত বল॥
একদা করিল ইন্দ্র গুরু অপমান।
বৃহস্পতি মনোদুঃখে কৈল অন্তর্দ্ধান॥
অসুরে আসিয়া স্বর্গ কৈল পরাজয়।
গুরুহীনে ইন্দ্রসেনা হৈল বলক্ষয়॥
বৃহস্পতি অপমান শুন পরীক্ষিত।
কহিলেন শুকদেবে হইয়া বিনীত॥
কেন ইন্দ্র করিলেন গুরু অপমান।
নিষেধ না করে কেহ থাকি বিদ্যমান।
কেন ঋষি বৃহস্পতি কহ অকারণে।
অপমান হইলেন দেবতার স্থানে॥

কিরূপে অসুর আসি বৈজয়ন্তী নিল।
ইন্দ্রের দুর্দ্দাশা তাহে কেমনে হইল॥
অপূর্ব্ব বারতা ইহা লীলা মায়াময়।
শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ইথে যদি প্রকাশয়॥
গুরু গুণ সহ যদি হরিনাম হয়।
অপূর্ব্ব মধুর তাহা কহ মহাশয়॥
শুনি পরীক্ষিত বাণী শুকদেব কন।
শুন শুন একমনে সুভদ্রা নন্দন॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা মতে দক্ষ মহাশয়।
করিলা পুত্রের সৃষ্টি শাস্ত্রে ইহা কয়॥
নারদের উপদেশে যত পুত্রগণ।
বৈরাগ্য প্রভাবে হৈল হরিপরায়ণ॥
তাহাতে সৃষ্টির কিছু না হল বর্দ্ধন।
ক্রমে গত আয়ু হ'ল সকল নন্দন॥
প্রজাপতি দক্ষ তবে সৃজিলা কামিনী।
একাক্রমে ষষ্টি কন্যা রূপে সৌদামিনী॥
চন্দ্র আদি যত ছিল প্রজাপতিগণ।
সকলে করিলা দক্ষ কন্যা সমর্পণ॥
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্যা কৈল দান।
তাঁহার বংশেতে জন্মে দেব জীব প্রাণ॥
দিতি ও অদিতি নামে আছিল কামিনী।
উভয়ে কশ্যপযোগে হইল গর্ভিণী॥
দিতি হৈতে অসুরের জন্ম হৈল সার।
অদিতি হ'তে সুরের জন্ম এইবার॥
সাগর হইতে জন্মে গুরু বৃহস্পতি।
জ্ঞানবলে দেবগণে পালে মহামতি॥
দেবেরা অমৃত বলে হ'য়ে মহাবল।
বৃহস্পতি সহযোগে লভে জ্ঞানবল॥
সবার অধীপ হ'য়ে স্বর্গে করে বাস।
অসুরগণেতে করে পাতালে নিবাস॥
সময়ে দেখিলে দেবে কভু হীনবল।
অসুরে যাইয়া স্বর্গ করে করতল॥
এইরূপে সুরাসুরে বৈরিতা বন্ধন।
শুক্রাচার্য্য অসুরের গুরুস্থানী হন॥

বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য দুই দলে জ্ঞানী।
উভয়ের ক্ষমতাতে উভয়ে সম্মানী॥
একদা সম্পত্তিমদে মাতি বজ্রধর।
দেবগণ সহ স্বর্গে প্রাসাদ ভিতর॥
মত্ত রন রঙ্গরসে অপ্সরী লইয়া।
নৃত্য গীত মদ্যপানে হত চিত্ত হৈয়া॥
বৈজয়ন্তী সিংহাসন অতি শোভাকর।
চন্দ্র সূর্য্য সম শোভে হীরক নিকর॥
গ্রহগণ সহ শোভে যত দেবগণ।
মধ্যস্থলে ইন্দ্র দেন দ্বিতীয় তপন॥
সম্মুখে বিদ্যুৎ সম স্বর্গীয় কামিনী।
সুধাপানে মত্ত হ'য়ে করে গীতধ্বনি॥
রমণীর সুধামাখা সঙ্গীত পরশে।
দেবসহ দেবপতি ছিলেন হরষে॥
হেনকালে দেবগুরু সাধু বৃহস্পতি।
সে সভার মাঝে তবে করিলেন গতি॥
মধুর সঙ্গীত মদ্যপানে হতজ্ঞান।
রমণী সম্ভোগে মত্ত সবার পরাণ॥
কেহ না সেকালে কৈল গুরুর সম্মান।
তাহাতে হয়েন ক্ষুব্ধ আচার্য্য প্রধান॥
ক্ষুব্ধ হ'য়ে জানিলেন আপনার মনে।
ঐশ্বর্য্যে উম্মত্ত ইন্দ্র হইল এক্ষণে॥
কার তজে এ ঐশ্বর্য্য জানে না অন্তরে।
করিব ঐশ্বর্য্য নাশ যা আসে বিচারে॥
এত ভাবি দেব গুরু হৈল অন্তর্দ্ধান।
হেথা শচীমুখ মধু ইন্দ্র করে পান॥
সময় হইলে গত নৃত্য করি শেষ।
ইন্দ্রের চেতন হৈল ভাবিয়া বিশেষ॥
সভাতলে দেবগুরু না হয় প্রকাশ।
রাজকার্য্য বিশৃঙ্খলা পুরি দেববাস॥
অমঙ্গল চারিদিকে হইল প্রকাশ।
মঙ্গলের শোভা ক্রমে হইলেক নাশ॥
মনদুঃখে শচীপতি বুঝিলা কারণ।
গুরুজনে অপমানে এই বিড়ম্বন॥

দেবগণ সিদ্ধগণ আর সাধুগণ।
লইয়া করিলা ইন্দ্র বিবিধ মন্ত্রণ॥
সকলে সংহতি করি ক্রমে সুরপুরী।
ফিরিলেন গুরু লাগি অন্বেষণ করি॥
কোথাও না পান গুরু হৈল সর্ব্বনাশ।
ঐশ্বর্য্য মনের দুঃখ হৈল পরকাশ॥
হেথা অসুরের দল পেয়ে সমাচার।
শুক্রাচার্য্যে জিজ্ঞাসিল বিহিত ইহার॥
গুরু আজ্ঞা দিল সবে করিতে সমর।
গুরুহীন দেবগণে করিতে কাতর॥
ভীমমূর্ত্তি শস্ত্রপাণি অসুরের দল।
স্বর্গের দুয়ারে আসি করে কোলাহল॥
গুরুবল হীন হ'য়ে ত্রাস্ত দেবগণ।
অসুরের শব্দে সবে ভাবে মনে মন॥
উপযুক্ত আর গুরু চাহি এ সময়।
নচেৎ কেমনে হবে সুরের বিজয়॥
এত ভাবি সর্ব্বজনে না পেয়ে উপায়।
ত্যজিল দানব ভয়ে আপন আলয়॥
শচীসহ শচীপতি ত্যজি সিংহাসন।
মনোদুঃখে গুরু লাগি করিলা ক্রন্দন॥
ঐশ্বর্য্য হইল নাশ গুরু অবহেলি।
মজিনু বিষম পাপে করি বৃথা কেলি॥
এইরূপে দেবনাথ পরিতাপ করি।
অপমান ভয়ে যান রণে আগুসারি॥
তুমুল সংগ্রাম তাহে হইল প্রচার।
দেবাসুরে রণ বেড়ি স্বরগের দ্বার॥
ঘোর কোলাহল ধ্বনি রথের ঘর্ঘর।
বজ্র সম ভীমনাদ ভীম ভেরী স্বর॥
বিদ্যুৎ চমকে যথা তথা ছুটে তীর।
অস্ত্র চলে ধারা যেন বরিষার নীর॥
ঊর্ম্মি সম গতিমান উভ সেনাদল।
সুমেরু সমান সবে রণেতে অটল॥
পাষাণ সমান হেন ভীম অস্ত্রধারী।
পর্ব্বতের অঙ্গ যেন শালবৃক্ষ সারি॥
হেন ভাবে দুই দলে করিয়া সমর।
শোণিতের স্রোত যেন বহিল সাগর॥
ক্রমে সমরেতে দেব হৈল পরাজয়।
পড়িল দেবতা কত কহিবার নয়॥
অমর বলিয়া পুনঃ পাইল চেতন।
হস্ত পদ করি শির হইল তেমন॥
এ হেন সমরে হারি অমর নিকর।
অনুচরগণ সহ পলান সত্বর॥
উপায় না হেরি সবে হইয়া কাতর।
বিচারিয়া যান সবে ব্রহ্মার গোচর॥
কি কর্ম্মে এ হেন ফল হৈল মহাশয়।
বুঝিতে যাইল যথা ব্রহ্মলোক হয়॥
গুরুজন অপমান ঐশ্বর্য্য বিনাশ।
শুন রাজা পরীক্ষিত ইথে পরকাশ॥
অপরে কি ঘটে রাজা করহ শ্রবণ।
মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শ্রীগুরু মাহাত্ম্য কথা ইহাতে প্রচার॥

ইতি বৃহস্পতির অপমান কথা সমাপ্ত।

অথ ইন্দ্রের প্রতি স্রষ্টার ক্রোধ।

স্বরগ অতীত সেই ব্রহ্মার নগরী।
আপনি আপন রূপে রহে শোভা করি॥
শান্তিপূর্ণ সেই স্থান মন্দাকিনী বয়।
ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যানে সদা তথা রয়॥
গ্রীষ্ম বর্ষা আদি ঋতু ব্রহ্মার আজ্ঞায়।
এ ভুবন মাঝে আসি সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
হেন মনোহর স্থানে ব্রহ্মা মহাশয়।
ত্রিভুবন আলো করি পদ্মমাঝে রয়॥
ব্রহ্মার সমীপে গিয়া যত দেবগণ।
মহেন্দ্রে সম্মুখে করি করিল গমন॥
প্রণমি মহেন্দ্র কন হইয়া কাতর।
রক্ষা কর প্রজাপতি অমর নিকর॥

কি কর্ম্ম করিনু আমি বলিতে না পারি।
তাহে গুরুদেব সবে করিলা ভিখারী ॥
সেই ক্রোধে আমাদের বল হৈল নাশ।
অসুর আসিয়া স্বর্গে হৈল পরকাশ ॥
ভীষণ সমরে করি দেবে পরাজয়।
বেড়িয়া অমরপুরী অসুরের জয় ॥
কর বিধি এর বিধি যা হয় বিহিত।
নচেৎ দেবত্ব যায় কহিনু নিশ্চিত ॥
ইন্দ্র মুখে শুনি ব্রহ্মা কহেন তখন।
শুন বজ্রধর এবে আমার বচন ॥
করিয়াছ মহাপাপ নাহি জান মনে।
তাহাতেই এত সাজা পাইল আপনে ॥
কি ছার ইন্দ্রত্ব যদি নিজে বিষ্ণু হন।
গুরু অপমানে সাজা পান সেইক্ষণ ॥
গুরুরূপে নারায়ণ করেন রক্ষণ।
জ্ঞানবল দিয়া সবে করেন পালন ॥
ঐশ্বর্য্য পাইয়া ইন্দ্র মাতি মোহমদে।
অপরাধ করিয়াছ তুমি গুরুপদে ॥
সেই দোষে অপমান ঐশ্বর্য্য বিনাশ।
কহিলাম সার কথা বুঝিও আভাস ॥
অদৃশ্য হইলে গুরু না পায় সন্ধান।
অনুকূল হৈলে পুনঃ হইবে মিলন ॥
তাই বলি অন্যজনে করহ বরণ।
যাঁহার কৌশলে পার জিনিবারে রণ ॥
ত্বষ্টা প্রজাপতি পুত্র বিশ্বরূপ হয়।
বয়সে কনিষ্ঠ বটে জ্ঞানী মহাশয় ॥
দানব জাতিতে বটে ভজে নারায়ণ।
তাহারে করহ গুরু জিনিবারে রণ ॥
ব্রহ্মার ভারতী শুনি যত দেবগণ।
ইন্দ্র সহ যান বিশ্বরূপের সদন ॥
সে আশ্রমে কিবা রূপ মহা যোগিবর।
নারায়ণ ধ্যানে রত বিশুদ্ধ অন্তর ॥
বয়সে যুবক বটে তপেতে প্রবীণ।
ব্রহ্মতেজ বলে হয় অন্য তেজ হীন ॥
পূর্ণিমার শশী সম প্রকাশি প্রভায়।
বসিয়া আছেন ঋষি মাতি তপস্যায় ॥
ইন্দ্র গিয়া স্তব করি কহিলেন বাণী।
অতিথি এ দেবকুল ওহে শুদ্ধজ্ঞানী ॥
অতিথির নাম শুনি ত্যজি তপাচার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঋষি করেন আচার ॥
কুশল জিজ্ঞাসি নিজে লইলে আসন।
কহিলেন সুরপতি কাতর বচন ॥
ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত হেরি দেব গুরুবর।
অন্তর্দ্ধান হইলেন নির্দ্দয় অন্তর ॥
সেই পাপে হীনবল হইলাম সবে।
অসুরে জিনিল ঋষি মোদের বৈভবে ॥
মনোদুঃখে শচী কাঁদে ল'য়ে দেবনারী।
সমরেতে দেবগণ পথের ভিখারী ॥
ব্রহ্মা কহিলেন তোমা করিতে বরণ।
তুমি গুরু হৈলে মোরা জিনিব এ রণ ॥
দেব অনুরোধ শুনি ঋষি মহাশয়।
গুরু-পদ লইলেন করিবারে জয় ॥
গুরু-পদ ল'য়ে গিয়া অমর নগর।
একত্রে আনায়ে যত দেব সেনাবর ॥
মন্ত্রপূত করিলেন কবচ অক্ষয়।
তাহাতে অবশ্য নষ্ট অসুর-নিচয় ॥
অবশেষে ইন্দ্রে ডাকি কহিলেন বাণী।
শুন শুন মহামন্ত্র ওহে বজ্রপাণি ॥
কবচ উত্তম নামে এক নারায়ণ।
তাহাই করহ তুমি অঙ্গেতে ধারণ ॥
সে কবচ বলে তুমি হবে সর্ব্বজয়ী।
ত্রিভুবন যক্ষ রক্ষ তব ভয়ে ভয়ী ॥
এত বলি মহেন্দ্রেরে ল'য়ে একাসনে।
কহিতে লাগিলা ঋষি কবচ মন্ত্রণে ॥
অঙ্গন্যাস করি হরি নাম উচ্চারণ।
প্রণব সহিত নিজ করিবে ধারণ ॥
শিরে গণ্ডে ভালে আর যুগল নয়নে।
বদনে কণ্ঠেতে আর নিজ হৃদাসনে ॥

হস্তে কটিতটে আর যুগল চরণে।
একে একে হরিনাম গাঁথিবে মননে॥
অপূর্ব্ব কবচ হবে নামে নারায়ণ।
তাহাতে নাহিক হয় কাহার ছেদন॥
এই মন্ত্র মহেন্দ্রেরে দিয়া ঋষিবর।
কহিলা দৈত্যের সহ করিতে সমর॥
পুরাকালে কোন বিপ্র শৌনিক আখ্যায়।
এই মন্ত্র লাভ করে নিজ তপস্যায়॥
মৃত্যুকালে ভূমে রাখি এই মন্ত্র মুনি।
বৈকুণ্ঠ গমন করে সেই দ্বিজ প্রাণী॥
সে অবধি এই মন্ত্র জগতে প্রচার।
সর্ব্বভয় নিবারণ প্রস্তাবে ইহার॥
উপযুক্ত পাত্র বটে তুমি সুরপতি।
এ কবচ ল'য়ে কর রণ শীঘ্রগতি॥
কবচ ও মন্ত্রবলে তবে দেবগণ।
অসুরের তেজ ক্রমে করিল হরণ॥
স্বর্গ ছাড়ি পলাইল অসুরের দল।
স্বর্গেতে হইল পুনঃ সুখ কোলাহল॥
গুরুবলে পুনঃ স্বর্গ পান দেবগণ।
বৃহস্পতি দুঃখ ক্রমে হৈল নিবারণ॥
এইরূপে নানাযজ্ঞ সেই ঋষিবর।
দেব আজ্ঞামতে করে সুহৃষ্ট অন্তর॥
জাতিতে দানব বলি ঋষি মহাজন।
তাদেরও যজ্ঞ হবি করিত অর্পণ॥
দেবের অলক্ষ্যে সেই হবি ল'য়ে করে।
আহুতি দিতেন যত অসুর নিকরে॥
মহাতপা সেই ঋষি তেজে তপোবলে।
তিন মুণ্ড ধরিতেন ব্রহ্ম যজ্ঞস্থলে॥
একে সোম দুয়ে সুখে করি সুরাপান।
তৃতীয় মুখেতে অন্ন করিত প্রদান॥
এইরূপ তেজে যজ্ঞ করি সমাপন।
একদা অসুরে হবি করিল হরণ॥
দানব শক্ররে ইন্দ্র দেখিতে পাইয়া।
অহঙ্কারে মাতি তারে ধরিল ধাইয়া॥
মদে মাতি কাটে ইন্দ্র ঋষিবর শির।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ঢাকে দেবেন্দ্র শরীর॥
পুত্রের নিধন শুনি ত্বষ্টা মহাশয়।
শোকার্ত্ত হইয়া ইন্দ্রে অতি ক্রুদ্ধ হয়॥
দানবের প্রজাপতি ত্বষ্টা মহাশয়।
সহজেই ইন্দ্র শত্রু সর্ব্বজনে কয়॥
এই কর্ম্মে একবারে হ'য়ে ক্রোধ মন।
ইন্দ্রের সংহার চেষ্টা করিল তখন॥
গুরুবধ ব্রহ্মশাপ পেয়ে মহাশয়।
ত্রিলোকের পতি হ'য়ে কি দুর্দ্দশা হয়॥
শুন রাজা পরীক্ষিত তাহার কথন।
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তের মনন॥

ইতি ত্বষ্টার ক্রোধ কথন সমাপ্ত।

অথ বৃত্রাসুরের প্রকাশ।

পরীক্ষিত কন শুন পাণ্ডব-নন্দন।
মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বচন॥
বিশ্বরূপে বধ করি ইন্দ্র মহাশয়।
মনে মনে সশঙ্কিত হন অতিশয়॥
জাতিতে দানব বটে জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ।
আছিলেন বিশ্বরূপ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
ব্রাহ্মণ করিলে বধ ব্রহ্মহত্যা হয়।
সেই পাপ দ্রুত আসি উপস্থিত হয়॥
ভীষণ পাপের মূর্ত্তি কে করে বর্ণন।
রক্তবর্ণ রক্তচক্ষু দেখিতে ভীষণ॥
লক্ লক্ করে জিহ্বা হস্তেতে ত্রিশূল।
অগ্নিময় আভা বয় শিরোহিত মূল॥
হেনরূপ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে ভয়।
করযোড়ে এক পাশে দাণ্ডাইয়া কয়॥
অতি রুক্ষভাষী পাপ অতি পীড়াময়।
সত্বরে গ্রাসিল আসি ইন্দ্র মহাশয়॥
পাপে জর্জ্জরিত তনু হইল তখন।
পরিতাপানলে দহে মহেন্দ্রের মন॥

সুবর্ণ সমান বর্ণ হইল বিবর্ণ।
শরীরের তেজে যেন মেঘেতে তপন ॥
পাপের পতনে ইন্দ্র হইয়া অস্থির।
মন্ত্রণা করিয়া তাপ ত্যাগ করে ধীর ॥
নারায়ণ কবচের মন্ত্র উচ্চারণে।
পাপে ইন্দ্র কন ছাড় মম সম জনে ॥
আমার আজ্ঞায় তব দিব অন্য স্থান।
জর্জ্জরিত কর তায় করহ অস্থান ॥
একেত পাপের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মহত্যা হয়।
নারায়ণ নামে কিন্তু ভয় অতিশয় ॥
ইন্দ্রমুখে সেই নাম করিয়া শ্রবণ।
অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥
ভূমি জল বৃক্ষ নারী ডাকি চারিজনে।
সকলে কহেন ইন্দ্র কাতর বচনে ॥
না জানি করিনু পাপ ব্রহ্মহত্যা নাম।
সতত পীড়ন করে না দেয় বিরাম ॥
তোমাদের প্রতি আমি অনুরোধ করি।
তোমরা সকলে এই পাপ লও ধরি ॥
ক'রে দেই এই পাপ ভাগ চারি অংশে।
একে একে প্রবেশুক তোমাদের বংশে ॥
মম পাপ অন্তে যবে দিব আমি বর।
কিছু কষ্টে মহাসুখ পাইবে সত্বর ॥
ইন্দ্রের বচনে সবে হইল সম্মত।
অগ্রে ভূমি এক অংশে লৈল পাপ যত ॥
ভূমিকে সন্তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র দিলা বর।
হইলে তোমাতে খাদ পূরিবে সত্বর ॥
ভূমিতে প্রবেশি পাপ হইল উদয়।
উদরেতে কোন কার্য্য অসম্ভব হয় ॥
পরেতে আসিয়া বৃক্ষ এক অংশ লয়।
বর দিলা তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র মহাশয় ॥
ছেদিলে তোমার অঙ্গ অঙ্কুর হইবে।
কোন কষ্ট সেই জন্য কভু না পাইবে ॥
বৃক্ষেতে প্রবেশি পাপে দহিল শরীর।
সেই হেতু আটা বহে কহিলাম স্থির ॥
অপরে আসিয়া নারী পাপ অংশ লয়।
বহু রতিশক্তি তারে দেন পুরঞ্জয় ॥
ঋতুরূপে সেই পাপ পীড়য়ে কামিনী।
অপূর্ব্ব পাপের ত্যাগ ইন্দ্রের কাহিনী ॥
শেষেতে আসিয়া জল লৈল পাপ অংশ।
বুদ্বুদ রূপেতে পাপ তারে করে ধ্বংস ॥
ইন্দ্র দিলা বর তাহে ক্ষীর আস্বাদন।
করিবে জীবেতে পান পাইতে জীবন ॥
এইমতে ত্যজি পাপ ইন্দ্র মহাজন।
শোভে যেন মেঘ শূন্য মধ্যাহ্ন তপন ॥
পাপ ত্যজি শোভিত হইল দেবরাজ।
দেবগণ সহ সুখে করিল বিরাজ ॥
হেথা পুত্রশোকে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ অতিশয়।
ইন্দ্র বধিবারে মনে সঙ্কল্প করয় ॥
তপস্যাতে উগ্র সেই ত্বষ্টা প্রজাপতি।
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত ছিল তার মতি ॥
ইন্দ্র নাশ করিবারে সঙ্কল্প করিয়া।
করিলা ভীষণ যজ্ঞ মন্ত্র সঞ্চারিয়া ॥
হব্য কব্য পেয়ে অগ্নি জ্বলিল ত্বরায়।
কার সাধ্য তার তেজ বর্ণিতে জুয়ায় ॥
ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে কালাগ্নির প্রায়।
ক্রোধে ত্বষ্টা মন্ত্র কহে তেজ ছুটে তায় ॥
মন্ত্র বলে কহে ত্বষ্টা ডাকিয়া অনলে।
তপ সত্য যদি হয় শুনহ সকলে ॥
অবশ্য অগ্নিতে হবে বীরের উদয়।
যাহার তেজেতে ইন্দ্র সুখ নাশ হয় ॥
জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ সেই ত্বষ্টা শিরোমণি।
বচনে কাঁপিল অগ্নি ভয়েতে তখনি ॥
পৃথিবী কাঁপিল ভাবি মহা অমঙ্গল।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে করি টল মল ॥
ব্রহ্মার আসন কাঁপে ইন্দ্রের নয়ন।
অষ্ট কুলাচল কাঁপে সহিত পবন ॥
বিনামেঘে বজ্রপাত পড়ে উল্কাচয়।
সাগরের জলে যেন ঘটিল প্রলয় ॥

তখনই অগ্নি হ'তে উঠে এক বীর।
কার সাধ্য দৃষ্টি করে তাহার শরীর ॥
সুমেরু সমান উচ্চ পাষাণ গঠন।
দুইটি নয়ন জ্বলে মধ্যাহ্ন তপন ॥
তাম্রবর্ণ কেশ যেন ধূম্র বারিধর।
কুটিল ললাট দ্বীপ বেষ্টিত সাগর ॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ভীষণ দর্শন।
লক্ লক্ করে জিহ্বা ভীষণ গর্জ্জন ॥
তালজঙ্ঘ সম বায়ু ভীষণ চরণ।
তেজোময় দীপ্তিসহ পিঙ্গল বরণ ॥
হেনরূপে বীর উঠি হইতে অনল।
ঋষিরে প্রণাম করে হইয়া অটল ॥
প্রণমি কহিল তাঁরে কি কর্ম্ম করিব।
কহ পিতঃ আমি পুত্র নিয়োগ পালিব
ক্ষণ তিষ্ঠ বলি ঋষি বৃত্র নাম দিলা।
ত্রিভুবন তার তেজে আবরিত হৈলা ॥
এইমতে বৃত্র জন্ম কহিনু রাজন।
অপরে কি ঘটে নৃপ করহ শ্রবণ ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
গুরু অপমান পীড়া হয় সে প্রকার ॥

ইতি বৃত্র প্রকাশ সমাপ্ত।

অথ বিষ্ণুর আদেশে বজ্র নির্ম্মাণ।

ত্বষ্টা কহে শুন বৃত্র প্রাণের কুমার।
পুত্রশোকে মোর হৃদি দহে অনিবার ॥
পুত্রশোক মহাশোক কে বর্ণিতে পারে।
দাবানল জ্বলে যথা তেমতি অন্তরে।
দেবরাজ ইন্দ্র মাতি অতি অহঙ্কারে।
নাশিল আমার সেই সুবিজ্ঞ কুমারে ॥
তাহারে পীড়ন কর করি জ্বালাতন।
তাহাতে হইবে মোর শোক নিবারণ ॥
তুমিও পুত্রের সম পালিলে আজ্ঞায়।
পাইবে পরম গতি মম তপস্যায় ॥

এই বাণী শুনি তবে বৃত্র বীর মতি।
হুঙ্কার করিল এক সুভীষণ অতি ॥
সে গর্জ্জনে স্বর্গ হতে যতেক পাতাল।
ভূমিকম্প সম কাঁপে হইয়া চঞ্চল ॥
দেবগণ মনে মনে পাইলেন ভয়।
কি ঘটিল অমঙ্গল না জানি নিশ্চয় ॥
ধ্যানেতে জানিয়া সবে হইল কাতর।
আক্রমিল স্বর্গ এক অসুর প্রবর ॥
ভীষণ আকার সেই ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
কার সাধ্য তার সহ করিবেক রণ ॥
এত ভাবি দেবকুল করি ত্বরাত্বরি।
সেনা চতুরঙ্গ সহ আইল বাহিরি ॥
কোটি কোটি দেবসেনা সুবর্ণ মণ্ডিত।
দেবগণ সেনাপতি সুবর্ণে ভূষিত ॥
সুবর্ণ কবচ অঙ্গে হীরক উষ্ণীষ।
তুলিল সুতীক্ষ্ণ বাণ যেন অগ্নিবিষ ॥
তপন সমান তেজে বৃত্র দাণ্ডাইল।
বীরদাপে দেবগণ প্রমাদ গণিল ॥
যত বাণ মারে তার কিছুই না হয়।
বদনে চিবায়ে দুষ্ট দেবে সংহারয় ॥
হস্তী দন্ত সম দন্ত করিয়া বিকাশ।
কোমল দেবের অঙ্গ চর্ব্বণে প্রয়াস ॥
দুই হস্তে দেবসেনা করিয়া ধারণ।
আছাড়ি আপন অঙ্গে করিলা নিধন ॥
অস্থি মাংস সহ গিলে করিয়া চর্ব্বণ।
কষ বাহি রক্ত পড়ে নদীর মতন ॥
পাষাণ সমান অঙ্গ ভেদ নাহি হয়।
ক্রমে দেব সেনাগণে হইল সংশয় ॥
হুঙ্কার তাহার শুনি ভয়েতে পলায়।
অস্ত্র নাহি বিঁধে অঙ্গে ঠিকরিয়া যায় ॥
এত দেখি দেবগণ লইয়া জীবন।
সেনা সহ সকলেই করে পলায়ন ॥
দেবগণে নাহি দেখি হুঙ্কারিয়া বীর।
তিরস্কার আস্ফালন করে কত বীর ॥

জীবনের ভয়ে যত মিলি দেবগণ।
একে একে লইলেন বিষ্ণুর স্মরণ॥
অনন্ত শয়নে বিষ্ণু ছিলেন শায়িত।
লক্ষ্মীপদ সেবা করে হ'য়ে অবহিত॥
দেবঋষি নাগকন্যা করে গুণগান।
পৃথিবীর সত্ত্বগুণ তথায় বিধান॥
দেবগণ স্মরি হরি করে স্তব কত।
রাখ দেব এ বিপদে তুমি আপাততঃ॥
বিশ্বের পালনকারী শ্রীমধুসূদন।
বিপদে কাণ্ডারী হরি তুমি নারায়ণ॥
ভক্তের হৃদয়ে দেখা দাও ত্বরা করি।
নতুবা দেবতা সবে প্রাণে বুঝি মরি॥
কেমনে বুঝিব তব ওহে লীলাময়।
দুষ্টে নাশি দেবগণে রাখ দয়াময়॥
আমরা অমর বৃন্দ রাখহ জীবন।
অসুর যাতনা আর না যায় সহন॥
নানা ভাবে স্তব করি যত দেবগণ।
শ্রীহরি সম্মুখে আসি দিলেন দর্শন॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর বরণ।
কনক-কমল সম দুইটি চরণ॥
নীলপদ্ম আঁখি যুগ প্রফুল্ল বদন।
সৌদামিনী সম রূপ ভূষা বিভূষণ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি চতুর্ভুজ হরি।
দেখা দেন দেবগণে শঙ্খ চক্রধারী॥
দেবগণ নারায়ণে করি দরশন।
অভয় পাইতে পদে লইল শরণ॥
হরি কন আশ্বাসিয়া শুন দেবগণ।
পুত্রশোকে বৃত্রে ত্বষ্টা করিল সৃজন॥
সেই হেতু বলবান হয় ওই বীর।
সমরে উহার সনে কেহ নহে স্থির॥
অভিমান ত্যাগ কর শুদ্ধ কর মন।
অহঙ্কার শূন্য হ'য়ে কর সবে রণ॥
বজ্র অস্ত্র নামে এক মহা অস্ত্র রয়।
তাহাতে বৃত্রের নাশ হইবে নিশ্চয়॥

দধীচি নামেতে ঋষি মহা তপোময়।
ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ মহাতেজী হয়॥
তাঁহা হ'তে লভিয়া কবচ নারায়ণ।
ত্বষ্টা হয় সর্ব্বজয়ী অতি বিচক্ষণ॥
তাহা লভি বিশ্বরূপ ত্বষ্টার নন্দন।
দৈত্য না হ'য়ে হইল পবিত্র ব্রাহ্মণ॥
তাই বলি দধীচিরে করি অনুনয়।
প্রাণ শূন্য তার অস্থি লহ মহাশয়॥
সেই দেহে যত অস্থি হইবে বাহির।
বিশ্বকর্ম্মা তাহে বজ্র নির্ম্মাইবে ধীর॥
সেই বজ্রে ব্রহ্মতেজ হইবে প্রকাশ।
তাহার প্রহারে বৃত্র হইবে বিনাশ॥
এত বলি হরি তবে হন অন্তর্দ্ধান।
দধীচি সমীপে যত দেবগণ যান॥
দধীচিরে পূজা করি যত দেবগণ।
কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচন॥
বহু যত্নে তপস্যায় তুমি মহাজন।
সন্তুষ্ট করিলে ঋষি শ্রীমধুসূদন॥
তাঁহার আজ্ঞায় মোরা যত দেবগণ।
তোমার সমীপে মোরা দিলাম দর্শন॥
দেবের দুর্লভ কার্য্য করিতে সাধন।
হইবে তোমারে ঋষি ত্যজিতে জীবন॥
পরহিত লাগি ঋষি যত মহাজন।
তুচ্ছ ভাবি ত্যাগ করে এ ছার জীবন॥
মহা পুণ্যময় তুমি পবিত্র শরীর।
দেব উপকারে ত্যাগ কর তারে ধীর॥
হইবে বৈকুণ্ঠ লাভ কহিনু নিশ্চয়।
তপস্যার শ্রেষ্ঠ যারে সর্ব্বজনে কয়॥
দেবের ভারতি শুনি ঋষি মহাশয়।
ধ্যান ভঙ্গে দেখিলেন দেবতা নিচয়॥
দেবগণে দেখি ঋষি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিলা বহু সম্মান বচনে॥
এ ছার দেহেতে মোর কিবা প্রয়োজন।
বহু পুণ্য মোর তাই হেথা আগমন॥

বহু পুণ্য করি তবে সবে দেখিলাম।
সবার আদেশে বিষ্ণুপদ পাইলাম ॥
এত বলি হর্ষে ঋষি ত্যজিলা জীবন।
বিষ্ণুদূত আসি তাহা করিল গ্রহণ ॥
পরহিতে যেই জন দেয় নিজ প্রাণ।
অবশ্য তাঁহারে বিষ্ণু পাশে দেন স্থান ॥
অস্থি ল'য়ে দেবগণ ফিরিল আলয়।
বিশ্বকর্ম্মা মহাঅস্ত্র নির্ম্মাইল তায় ॥
ব্রহ্মতেজোময় অস্থি বজ্র তাহে হয়।
অস্ত্রতেজে এ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত নিশ্চয় ॥
বজ্রের টঙ্কার শুনি কাঁপে ত্রিভুবন।
দেবে হর্ষ প্রাপ্ত হয় দুঃখী দনুগণ ॥
অনল ঝলকে তাহে মাঝে নারায়ণ।
এককালে দহিবারে পারে সর্ব্বজন ॥
সেই বজ্র লাভ করি ইন্দ্র মহাশয়।
সমরের আয়োজন করিল ত্বরায় ॥
ভীষণ অসুর যত এ সংবাদ পেয়ে।
আসিল গ্রাসিতে ইন্দ্রে ত্বরাত্বরি ধেয়ে ॥
এমতে হইল রাজা বজ্রের নির্ম্মাণ।
ব্রহ্মজ্ঞানী অস্থি হ'তে যাহার বিধান ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ব্রহ্মতেজ অস্ত্ররূপে করিতে প্রচার ॥

ইতি বজ্র নির্ম্মাণ কথা সমাপ্ত।

অথ বৃত্রাসুর বধ ও ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ।

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কন।
বৃত্রাসুর কথা রাজা করহ শ্রবণ ॥
বজ্র ল'য়ে দেবরাজ চাপি ঐরাবত।
সেনাপতি হ'য়ে ক্রমে হয়েন নির্গত ॥
কোটি কোটি দেবসেনা সশস্ত্র হইয়া।
বেড়িল সমর ভূমে সাহস করিয়া ॥
সাগর তীরের বালি যদি গুণা যায়।
দেবতা সেনার সংখ্যা তবু নাহি পায় ॥
কেহ শূল কেহ অসি কেহবা তোমর।
কেহবা ধরিল শেল কেহবা ভোমর ॥
গদা-চক্র কেহ ধরে করে শঙ্খনাদ।
তুরী ভেরী জয়ঢাক করে ঘোরনাদ ॥
সমরের হুড়াহুড়ি কে করে বর্ণন।
সকলে বজ্রের তেজে দ্বিতীয় তপন ॥
সমরের সজ্জা শুনি বৃত্র মহাবীর।
সশস্ত্র হইয়া রণে হন অগ্রসর ॥
দূরে থাকি অস্ত্র এড়ে ল'য়ে অনুচর।
কার সাধ্য কাছে যায় হইয়া সত্বর ॥
দেবের উৎসাহ ধ্বনি অসুর গর্জ্জন।
বাণে বাণে কাটাকাটি অগ্নি উৎপাদন।
অসির ঝঞ্চনা শব্দ ত্রিশূলের গতি।
অস্ত্রের ঘূর্ণন আর শূল ভীম অতি ॥
কেহ করে হাহাকার কেহ উচ্চরবে।
কেহবা হারায়ে প্রাণ পড়িছে নীরবে ॥
বাধিল তুমুল রণ ইন্দ্র দেবপতি।
অসুরের নাশে যান বৃত্রাসুর প্রতি ॥
মদমত্ত ঐরাবত ভীষণ গর্জ্জনে।
কাঁপিল অসুরদল রণে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বৃত্রের তেজেতে তেজী দেবতার দল।
পলায় তাহার কাছে হ'য়ে হীনবল ॥
ভীষণ সমরে বধে উভে উভ প্রাণ।
শোণিতের স্রোতে যেন নদী বহমান ॥
উভয় দলের সেনা যেন তার তীরে।
কারু অঙ্গ মুণ্ড হস্ত মৎস্যের শরীরে ॥
হেনরূপ রক্তনদী স্রোত বেগে বয়।
দেবাসুরে রণ এই বহুদিন হয় ॥
কিছু পরে দেবাসেনা হ'য়ে উৎসাহিত।
একে একে দানবেরে করিল পাতিত ॥
ক্রমে দানবের দল হইল বিনাশ।
মহাযুদ্ধে দেবাসেনা হৈল বল হ্রাস ॥
দৈত্য দলে একা বৃত্র করিতেছে রণ।
দেব পক্ষে একা ইন্দ্র রণে বিচক্ষণ ॥

ইন্দ্রেরে একাকী পেয়ে দানবের পতি।
সব অস্ত্র সন্ধানিলা অতি শীঘ্রগতি॥
নারায়ণ বর্ম্মে ঢাকা ইন্দ্রের শরীর।
ছেদিবারে সে কবচ নাহি পারে বীর॥
অবহেলে মহারণ করি সুরপতি।
উত্তেজিত করিলেন অসুরের পতি॥
সম্মুখ হইয়া উভে ক্ষণ করি রণ।
বজ্র হস্তে লইলেন দেব মঘবন॥
বজ্রজ্বালা নেহারিয়া বৃত্র মহাশয়।
হঠাৎ হৃদয়ে হ'ল জ্ঞানের উদয়॥
জ্ঞানবলে অবহেলে করি তিরস্কার।
কহিতে লাগিলা ইন্দ্রে বিবিধ প্রকার॥
দেবকুল পতি তুমি অমর প্রধান।
বিষ্ণুর পালনে কর ব্রহ্মাণ্ড বিধান॥
নারায়ণ কবচেতে আবরি শরীর।
অভেদ্য কবচ উহা জানে সব বীর॥
এত তেজ সহ মিলি কর তুমি রণ।
তথাপি আমার ভয়ে সকাতর মন॥
দানব হইনু আমি হই মৃত্যুময়।
নাহি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেখ মহাশয়॥
কি কারণে নাহি বধ কর মোর প্রাণ।
বুঝিনু তোমায় ইন্দ্র যত বলবান॥
এত বলি শূল ল'য়ে বৃত্র মহাবীর।
ভেদিতে আইল পুনঃ ইন্দ্রের শরীর॥
পুনশ্চ ধাইল ইন্দ্র হস্তেতে অশনি।
বৃত্র তাহে স্তব্ধ হৈল যেন মন্ত্রে ফণি॥
চমকিয়া পুনঃ বৃত্র কহিলা তাঁহায়।
ধিক্ ধিক্ বলি তবে ওহে দেবরায়॥
না জানিলা মোরে তুমি ওহে জ্ঞানবান।
বিষ্ণুতেজে ইচ্ছা মম ত্যজিবার প্রাণ॥
তুমি বিষ্ণুভক্ত বট বজ্র বিষ্ণুময়।
বিষ্ণুমতি দধীচির অস্থি যোগে হয়॥
ত্যাগ কর এই অস্ত্র আমার উপরে।
অবহেলে এ শরীর নাশহ সত্বরে॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় আমি শাসিতে দুর্জ্জন।
এ ভুবনে সুরপতি করিহে ভ্রমণ॥
অভিমানে অহঙ্কারে যেই মত্ত হয়।
বৃত্ররূপে তারে আমি নাশি মহাশয়॥
স্বর্গ অধিপতি তুমি কর অহঙ্কার।
বধিলা ভায়েরে মম করি অবিচার॥
সেই হেতু এ যাতনা দিলাম তোমায়।
কেবল বৈষ্ণবী গতি মম অভিপ্রায়॥
যদি নাহি বজ্র দিয়া বধ মম প্রাণ।
অবশ্য গ্রাসিব তোমা আমি বলবান॥
এক গ্রাসে পারি আমি গ্রাসিতে ভুবন।
কিন্তু বজ্র হস্তে আমি ত্যজিব জীবন॥
কত যোনি দেখিলাম ভ্রমিয়া সংসার।
বিষ্ণু পারিষদ হ'য়ে থাকিব এবার॥
সেই বজ্র মোর প্রতি করহ সন্ধান।
অবশ্য ত্যজিব আমি তাহাতেই প্রাণ॥
এত বলি বৃত্র করে মহা হুহুঙ্কার।
ত্রিভুবন থরহরি কাঁপে বারে বার॥
অনল অনিল স্তব্ধ সাগরের বারি।
নাহি উড়ে পাখীকুল হ'য়ে ব্যোমচারী॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ ক্ষণে স্থির হয়।
বৃত্রের হুঙ্কারে সবে হইল সভয়॥
জ্ঞান বাক্য শুনি ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
দানব বটে ত বৃত্র ব্রাহ্মণ যে জ্ঞানে॥
বৃত্র বধে ব্রহ্মবধে ব্রহ্মহত্যা যদি হয়।
অবশ্য জ্বলিতে হবে বুঝিনু নিশ্চয়॥
এত ভাবি সশঙ্কিত দেবপতি হন।
ক্রোধেতে মাতিয়া বৃত্র করিল গর্জ্জন॥
নিস্তার নাহিক আর ওহে সুরপতি।
না মোরে বধিলে তোমা বধি শীঘ্রগতি॥
এত বলি দৈত্যপতি মেলিয়ে বদন।
ঐরাবত সহ ইন্দ্রে করিলা ভক্ষণ॥
ভীষণ হুঙ্কারে তাঁর কাঁপে ত্রিভুবন।
হাহাকার করে তবে যত দেবগণ॥

ইন্দ্রের অঙ্গেতে ছিল বর্ম্ম নারায়ণ।
তাহার বলেতে ইন্দ্র হৈল নির্গমন ॥
নির্গত হইয়া ক্রোধে ইন্দ্র মহাশয়।
মহা জ্বালাময় বজ্র ত্যজিল নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তেজে তখন অশনি।
কাটিলা বৃত্রের মুণ্ড অস্ত্র শিরোমণি ॥
ব্রহ্মতেজে নিজে বৃত্র দিলা প্রাণদান।
সহজে হইল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
বৃত্র বধে আনন্দেতে নাচে ত্রিভুবন।
দেবগণ করে তবে পুষ্প বরিষণ ॥
সমুদ্র হইল স্থির থামিল পবন।
অসুর হইল নাশ সুস্থ দেবগণ ॥
স্বর্গ হৈল নিরাপদ শোভিল নন্দন।
পুলকিত হ'য়ে ভ্রমে যত দেবগণ ॥
আছিল জ্ঞানেতে বৃত্র হইয়া ব্রাহ্মণ।
তার বধে ব্রহ্মহত্যা হৈল প্রকাশন ॥
পুনশ্চ ভীষণ ভাবে সেই মহাপাপ।
ইন্দ্রে আক্রমিতে আসে করি মহাদাপ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হইয়া কাতর।
স্বর্গ ত্যজি পলায়ন করেন সত্বর ॥
ব্রহ্মলোকে আছে এক পুণ্য সরোবর।
মানস তাহার নাম দেখিতে সুন্দর ॥
কোটি কোটি পদ্ম ছিল তাহাতে ফুটিয়ে।
এক পদ্মনালে ইন্দ্র থাকেন লুকায়ে ॥
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ পাণ্ডুবংশধর।
দেবরাজ ইন্দ্রে দেখ পাপেতে কাতর ॥
উপেন্দ্র রচিলা গীত হরিকথা সার।
বৃত্রাসুর বধ কথা ভক্তির প্রচার ॥

ইতি বৃত্র বধ সমাপ্ত।

অথ নহুষ রাজার উপাখ্যান।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অপূর্ব্ব কাহিনী এক অতি মনোহর ॥
ইন্দ্র যবে ব্রহ্ম শাপে হইয়া কাতর।
ব্রহ্মলোকে লুকাইলা পদ্মের ভিতর ॥
ইন্দ্র শূন্য দেবলোক হৈল সেইক্ষণ।
চিন্তিত হইল দুঃখে যত দেবগণ ॥
বিশৃঙ্খল নানারূপ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে।
রাজা বিনা কার সাধ্য প্রজার শাসনে ॥
তবে যত দেবগণ করিয়া মন্ত্রণ।
বাঞ্ছিতে লাগিল রাজা স্বর্গের কারণ ॥
সকলে মিলিত হ'য়ে স্থির করি মনে।
আমন্ত্রিলা নহুষেরে মহাজ্ঞানী জনে ॥
নহুষ নামেতে রাজা আছিলা ধরায়।
অতুলন বিদ্যাবুদ্ধি যোগ তপস্যায় ॥
তাঁহার গুণেতে মুগ্ধ হ'য়ে দেবগণ।
সযতনে দিল তাঁরে স্বর্গ সিংহাসন ॥
জাতিতে সে নর বটে হইয়া অমর।
পাইলা অমর প্রজা দেব অনুচর ॥
অতুল সম্পদ আর স্বর্গসম ভোগ।
কার সাধ্য সে ভোগের করে উপভোগ ॥
এ হেন সম্পদ পেয়ে নহুষ রাজন।
স্বপ্নেতে কল্পনা যাহা না হয় কখন ॥
মহাযোগ তপস্যায় এই মহাফল।
পাইলা ইন্দ্রত্ব রাজা নহুষ কেবল ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী তাঁর করহ শ্রবণ।
শুনিলে হইবে মুগ্ধ তুমিহে রাজন ॥
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ সম্পদ নিচয়।
সম্পদে মজিলে মন জ্ঞান তুচ্ছ হয় ॥
সাধনায় সে নহুষ লভি স্বর্গফল।
হইলা সম্পদ ভোগে আপনি চঞ্চল ॥
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব আর রত্ন সিংহাসন।
মোহিনী অপ্সরী আর নন্দন কানন ॥
এ সকলে মুগ্ধ হ'য়ে নহুষ রাজন।
হারাইলা তত্ত্বজ্ঞান ভোগে দিয়া মন ॥
মনোস্কাম বৃদ্ধি হ'ল ক্রমে হতজ্ঞান।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহে না থাকে সন্ধান ॥

প্রবল হইয়া রিপু বিষয়ের আশা।
জ্ঞানীজনে যাহে কহে মুক্তি ফল আশা॥
ভক্তি জ্ঞান শূন্য হ'য়ে একদা রাজন।
কামাদিতে মুগ্ধ হ'ল নহুষের মন॥
উন্মত্ত হইয়া তবে সম্পদের ভরে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিলেন নিজ অহঙ্কারে॥
আমি ইন্দ্র হইলাম স্বর্গের ভিতর।
দেব দেবী হইয়াছে আমার কিঙ্কর॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি আর নক্ষত্র-নিচয়।
পবন বরুণ আর দিকপালচয়॥
আমার আদেশ সবে করিছে পালন।
মম সম কেবা আর আছে শ্রেষ্ঠজন॥
নিজ কর্ম্মফলে লভি দেব সিংহাসন।
ইন্দ্র হ'য়ে কেন শচী না করি গ্রহণ॥
হেন অহঙ্কারে মাতি জ্ঞান করি দূর।
বাহিরিলা শচী লাগি সেই দেবপুর॥
স্বামী শোকে শোকান্বিতা ইন্দ্রের ভবনে।
রাহুগ্রস্থ শশী সম শচী একাসনে॥
অঞ্চলে বদন নিজ করি আবরণ।
অষ্টমীর শশী সম উজ্জ্বলি ভবন॥
শোক দুঃখে একাধারে ছিলেন ইন্দ্রাণী।
প্রবেশে নহুষ তথা হইয়া অজ্ঞানী॥
নহুষে নেহারি শচী চমকিত মন।
জিজ্ঞাসিলা তথা রাজা যান কি কারণ॥
রাজা কন শুন শচী আমার বচন।
আনন্দলহরী তুমি দুঃখী কি কারণ॥
মহেন্দ্র বিরহে কাঁদ দিবানিশি বসি।
কাঁদিয়া সুবর্ণ বর্ণ করিয়াছ মসী॥
বহু কর্ম্মফলে পাই স্বর্গ সিংহাসন।
কিন্তু তোমা লাগি মোর উচাটিত মন॥
বদন খুলিয়ে দেখ হইয়ে হরষ।
পূরাও আমার সাধ যা চাহে মানস॥
এত শুনি শচী তবে বিষাদিত মন।
ত্বরায় যাইল বৃহস্পতির সদন॥
এলায়ে পড়িছে কেশ ঘন বহে শ্বাস।
নেত্রে নীর বহে সদা মনেতে নৈরাশ॥
হেন ভাব হেরি তবে গুরু বৃহস্পতি।
কহিতে লাগিলা কেন কাঁদিতেছ সতী॥
শচী কন গুরুদেব করুন শ্রবণ।
নহুষ ইচ্ছিলা মোরে করিতে হরণ॥
কর্ম্মফলে নর হ'য়ে হইল অমর।
পাইল ইন্দ্রত্ব রাজা স্বর্গের ভিতর॥
সম্পদে হারায়ে জ্ঞান হইয়া অজ্ঞান।
কামোন্মত্তে মোরে আসি করে অপমান॥
এত শুনি বৃহস্পতি কহিলেন বাণী।
শুন শুন মম বাক্য তুমি মহেন্দ্রাণী॥
সম্পদ পাইয়া যার জ্ঞান নাশ হয়।
ব্রহ্মশাপ তার পক্ষে দণ্ডই নিশ্চয়॥
যখন নহুষ পুনঃ বলিবে তোমায়।
ব্রাহ্মণ বাহনে এস কহিও তাহায়॥
অজ্ঞানী যে যবে রাজা লইয়া ব্রাহ্মণ।
শিবিকায় আনন্দে করিবে আরোহণ॥
সেই কালে ব্রহ্মশাপ হইবে তাঁহার।
ইন্দ্রত্ব পাইবে নাশ করিনু বিচার॥
এত শুনি শচী যান আপন ভবন।
ভজিতে আসিল পুনঃ নহুষ রাজন॥
নহুষে কহিল তবে মহেন্দ্রের নারী।
রাখিলে আমার বাণী ভজিবারে পারি॥
শিবিকায় বাহী করি যদ্যপি ব্রাহ্মণ।
আমার নিকটে তুমি এস হে রাজন॥
পূর্ণ হবে মনোসাধ ভজিব তোমায়।
থাকিবে ইন্দ্রত্বে তুমি সুখেতে হেথায়॥
এত শুনি আনন্দিত নহুষ রাজন।
আনিল অগস্ত্য আদি সুঋষি ব্রাহ্মণ॥
কহিলা সম্বোধি শুন শুন ঋষিগণ।
ইন্দ্র আমি কর মোরে সকলে বহন॥
ইন্দ্র আজ্ঞা ঠেলিবারে নারে ঋষিগণ।
অহঙ্কার হেরি তার সবে ক্রুদ্ধ মন॥



শিবিকা ধরিয়া সবে করিলা বহন।
নহুষ কহিলা তবে করি সম্বোধন ॥
সবে অতি শীঘ্র যাও করিয়া মিলন।
নচেৎ করিব পদে সবে নিপীড়ন ॥
এত বলি অগস্ত্যেরে পদাঘাত কৈল।
পদাঘাতে ক্রোধে ঋষি অগ্নিপ্রায় হৈল ॥
অহঙ্কার হেরি তবে সেই সাধুজন।
শাপ দিলা স্বর্গ নাশ হউক তখন ॥
সম্পদ বৈভব যত আছিলা প্রচুর।
ইন্দ্রত্বাদি যোগ জ্ঞান সব হৈল দূর ॥
সর্পরূপী হ'য়ে তবে নহুষ রাজন।
স্বর্গ হৈতে মহাবেগে হইল পতন ॥
অহঙ্কার ফলাফল দেখহ রাজন।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ জ্ঞানীর বচন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত প্রিয়বাণী শুকের বিচার ॥

ইতি নহুষ উপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ বৃত্রের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত।

সূত কন শুন শুন সব সাধুজন।
বৃত্র পূর্ব্বজন্ম কথা অতি সুভীষণ ॥
বৃত্র বধে মহেন্দ্রের হৈল ব্রহ্মশাপ।
এত শুনি পরীক্ষিত পান মনস্তাপ ॥
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহ গুরুজন।
অসুর হইয়া বৃত্র কেমনে ব্রাহ্মণ ॥
বিষ্ণুদ্বেষী সেই বৃত্র সুদক্ষ সমরে।
দেব বৈরী হয় সেই জানে চরাচরে ॥
তাহারে বধিয়া ইন্দ্র করিলেন পাপ।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি পাই পরিতাপ ॥
অসুর যোনিতে জন্ম অতি দুষ্টজন।
অন্তিমে পাইল সেই শ্রীহরি চরণ ॥
কেমন ঘটনা ইহা করহ প্রকাশ।
দয়া করি পূর্ণ কর মোর মন আশ ॥

রাজার ভারতী শুনি কন মুনিবর।
শুন রাজা অবহিতে সংবাদ বিস্তর ॥
যেমতে আছিল বৃত্র জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ।
যেরূপেতে পাইল সে অন্তে নারায়ণ ॥
শূরসেন নামে রাজ্য বিখ্যাত ধরায়।
চিত্রকেতু ছিল রাজা নামেতে তথায় ॥
যম সম দণ্ডধর দেবগুরু জ্ঞানে।
খ্যাতিতে পৃথিবী পূর্ণ বৈরী হত মানে ॥
রূপে অতুলন সেই সর্ব্বগুণযুত।
কোটি সংখ্যা ভার্য্যা তার ছিল বিবাহিত ॥
আপনি যুবক বটে যুবতী রমণী।
ঐশ্বর্য্যে লাবণ্যে হন সর্ব্ব শিরোমণি।
রঙ্গরসে মত্ত রাজা পাইয়া যৌবন।
কোটি সংখ্যা ভার্য্যা সহ করেন যাপন ॥
যৌবন অতীত হয় তথাপি রাজার।
না হইল কোনমতে একটি কুমার ॥
পুত্র মুখ নাহি দেখি কাতর রাজন।
সম্পদে ঐশ্বর্য্যে তাঁর বিরত সে মন ॥
পুত্র বিনা পিতৃগণ না হয় উদ্ধার।
পুত্র বিনা সংসারেতে নাহি পায় পার ॥
পুত্র লাগি সেই হেতু হইয়া কাতর।
একান্তে নৃপতি বসি ভাবেন বিস্তর ॥
একদা অঙ্গিরা ঋষি করিয়া ভ্রমণ।
শূরসেন রাজ্য মাঝে করেন গমন ॥
চিত্রকেতু খ্যাতি শুনি ঋষি মহাশয়।
রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হয় ॥
ঋষিরে দেখিয়া রাজা ত্যজি সিংহাসন।
সবিনয়ে মান্যসহ বন্দিলা চরণ ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে দিল সুখাসন।
আপনি বসিলা রাজা যথা সিংহাসন ॥
কুশলাদি নানা কথা ঋষি মহাজন।
চিত্রকেতু-মহারাজে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কুশলের কথা শুনি তবে নররায়।
সকাতরে বিমর্ষেতে কহিলেন তায় ॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ তুমি দেব হও অন্তর্য্যামী।
জান তুমি কত দুঃখ পাইতেছি আমি॥
তব আশীর্ব্বাদ বলে সম্পদ যৌবন।
ধরাব্যাপ্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হ'য়েছি এখন॥
কি কব দুঃখের কথা না হয় তুলন।
পুত্রহীন এ সংসারে শূন্য হয় মন॥
হেন সুখ সাগরেতে দুঃখের অনল।
একমাত্র বিনা পুত্র জ্বলিছে কেবল॥
যদি কৃপা করি ঋষি দিলা দরশন।
ঘুচাও আমার দুঃখ দাও পুত্রধন॥
রাজার ভারতী শুনি কন মুনিবর।
সন্তুষ্ট হইনু রাজা তোমার উপর॥
যাহে পুত্র হয় তব করিব উপায়।
পুত্র চিন্তা ত্যাগ কর শান্ত হও রায়॥
তুষ্ট নামে মহাযজ্ঞ কর আরম্ভন।
আমি তাহে চরুপাক করিব রাজন॥
প্রধানা মহিষী যেই আছয়ে তোমার।
সেই চরু শুদ্ধাচারে করিবে আহার॥
তাহাতেই গর্ভে হবে পুত্র উৎপাদন।
পূর্ণ হবে মনোরথ কহিনু রাজন॥
ঋষির বচনে যজ্ঞ হৈল আয়োজন।
মহর্ষি করিল চরু আপনি রন্ধন॥
কৃতদ্যুতি নামে ছিল প্রধানা রমণী।
তাহারে অঙ্গিরা চরু দিলেন তখনি॥
অগ্নির মিলনে যথা কৃত্তিকা সুন্দরী।
আত্মজ ধরেন গর্ভে অতি যত্ন করি॥
তথা চিত্রকেতু সহ কৃতদ্যুতি রাণী।
চরু পানে করিলেন গর্ভের মেলানী॥
চন্দ্রকলা সম গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হয়।
ক্রমে কালপূর্ণ দেখ রাজা মহাশয়॥
কাল পূর্ণে সেই গর্ভে জন্মিল কুমার।
অপূর্ব্ব তাহার রূপ বর্ণিতে অপার॥
জন্মিল কুমার শুনি হৃষ্ট নরপতি।
অগণন ধন রত্ন ল'য়ে শীঘ্রগতি॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে দান করেন তখন।
ধেনু স্বর্ণ খাদ্য আর যতেক বসন॥
অশ্ব হস্তী গাভী বৎস নগর ভূষণ।
অকাতরে দান কৈল হর্ষে সে রাজন॥
প্রজারে করিলা সুখী বাড়ায়ে সম্মান।
বিষ্ণুভক্তি প্রকাশিলা স্থাপি দেবস্থান॥
কাঙ্গাল পাইলে ধন যথা হৃষ্ট হয়।
তথা পুত্রলাভে হৃষ্ট হইলেন রায়॥
জনক-জননী মেলি লইয়া সন্তান।
কতমতে সমাদর সকলে দেখান॥
লালনে পালনে পুত্র হইল বর্দ্ধন।
কলায় কলায় শশী যেন পূর্ণ হন॥
হইয়া পুত্রের মাতা কৃতদ্যুতি রাণী।
রাজা সহ সুখে রন দিবস যামিনী॥
রাণীর গৃহেতে রাজা রন সর্ব্বক্ষণ।
না দেখেন আর আর ভার্য্যার বদন॥
কৃতদ্যুতি সুখ হেরি সপত্নী সকল।
হিংসায় আপন মনে দহিত কেবল॥
পুত্র পেয়ে কৃতদ্যুতি মাতি অহঙ্কারে।
অপর সপত্নী সহ সম্ভাষ না করে॥
এত দেখি সপত্নীরা করিয়া মিলন।
হিংসা পরবশে এক করিলা মন্ত্রণ॥
রাজার ঘরণী মোরা সকলেই হই।
তবে কৃতদ্যুতি সম কেন প্রিয় নই॥
সন্তান লভিয়া সেই সপত্নী সবার।
হইয়াছে এত প্রিয় মোদের রাজার॥
বৃথা জন্ম মোরা সবে করিনু গ্রহণ।
সেই হেতু নাহি লাভ কৈনু পুত্রধন॥
সপত্নী সে কৃতদ্যুতি অতি সুখীজন।
না পারি তাহার সুখ করিতে দর্শন॥
একমাত্র পুত্র তার সুখের কারণ।
কর সুখ নাশ বধি তার পুত্রধন॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে আনিল গরল।
অতি তীক্ষ্ণ বিষ সেই দীপ্ত হলাহল॥

রাজার হৃদয় সার সেই পুত্রধন।
একদা আছিল সেই করিয়া শয়ন ॥
সেই কালে সপত্নীরা করিয়া মিলন।
শিশুর জিহ্বায় বিষ করিলা লেপন ॥
সেই বিষভরে শিশু হারাইল প্রাণ।
রহিল যেমন পূর্ব্বে আছিল শয়ন ॥
কুমারে দেখিতে তবে ধাত্রী একজন।
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে প্রবেশে ভবন ॥
প্রবেশিয়া হেরে শিশু রহে অচেতন।
নহেত নিদ্রায় ঘোর বিহীন জীবন ॥
পঞ্চ প্রাণ আত্মা আর ইন্দ্রিয় সকল।
সর্ব্ব শূন্য মাত্র দেহ শায়িত কেবল ॥
আছিলা যে বর্ণ মরি কষিত কাঞ্চন।
যে বদন সুধাময় কমল নয়ন ॥
আজি সে বিবর্ণ প্রায় দেহ মধ্যে রয়।
উন্মীলিত আঁখি নাসা শ্বাস হীন হয় ॥
এত দেখি ধাত্রী তবে ভূমেতে তখন।
কপালে হানিয়া কর হইল পতন ॥
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অনিবার।
শীঘ্রগতি যান রাণী শুনিয়া চীৎকার ॥
সন্তান নয়ন যার সন্তান পরাণ।
অমঙ্গল শুনি তার রাণী হতজ্ঞান ॥
আলু থালু কেশ পাশ বসন ভূষণ।
পুত্র পাশে মায়াবেগে করিল গমন ॥
হেরিয়া জীবন শূন্য শায়িত সন্তান।
পড়িলা ভূতলে রাণী হইয়া অজ্ঞান ॥
স্নেহ বশে পুনঃ রাণী পাইয়া চেতন।
মোহভরে মৃতপুত্রে করিলা ধারণ ॥
ভ্রমবশে পুত্রে রাণী হৃদয়ে লইয়া।
শোকে মুগ্ধ হ'য়ে কান্দে কত বিনাইয়া ॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি আসিয়া রাজন।
প্রাণহীন পুত্রে হেরি করিলা ক্রন্দন ॥
শোকানলে উভয়ের দগ্ধ হ'ল প্রাণ।
শোকে মোহে উভয়েই হৈলা হতজ্ঞান ॥
কভু বক্ষে কর হানে করি হাহাকার।
পুত্র পুত্র করি বহু করিলা চীৎকার ॥
রাজা রাণী সহ যত পুরবাসী জন।
সকলেই পুত্র লাগি করিলা ক্রন্দন ॥
কেবল সপত্নী যারা খাওয়ায় গরল।
মুখে কাঁদে অন্তরেতে হর্ষিত কেবল ॥
আনন্দ রাজার পুরী দুঃখে পূর্ণ হয়।
রাজ কার্য্য ত্যজি রাজা সতত কান্দয় ॥
অঙ্গিরা নারদ নামে দুই তপোধন।
বিহার কারণে তথা উপস্থিত হন ॥
অন্তর্য্যামী দুই ঋষি বসিয়া নগরে।
উপায় করিল যাহে রাজশোক হরে ॥
অন্তঃপুরে রাজরাণী ল'য়ে শিশু কোলে।
শোকে মোহে মুগ্ধ রহে রাজকার্য্য ভুলে ॥
সেই স্থানে নারদ অঙ্গিরা তপোধন।
প্রবেশিলা আশীর্ব্বাদে সম্বোধি রাজন ॥
সে ভবনে ছিল তবে শোক মূর্ত্তিমান।
সকলে কান্দিতে ছিল লাগিয়া সন্তান ॥
সান্ত্বনার লাগি তবে অঙ্গিরা ব্রাহ্মণ।
সম্বোধি রাজায় তবে কহিলা বচন ॥
আজি তব চিত্রকেতু একি ব্যবহার।
কার জন্য কাঁদিতেছ করিয়া চীৎকার ॥
কেবা কার পিতা আর কে কার সন্তান।
না বুঝিয়া সদা কাঁদ হ'য়ে হতজ্ঞান ॥
সংযোগে বিয়োগ হয় স্বধর্ম্ম জীবের।
সংযোগ সম্বন্ধ মাত্র দুঃখ সে কিসের ॥
যতকাল দেহে জীব সুসংযুক্ত হয়।
সে অবধি মাতৃ পিতৃ সম্বন্ধ থাকয় ॥
মৃত্যুতে হইল মাত্র সম্বন্ধ বিনাশ।
সে সম্বন্ধে কেন রাজা হ'য়েছ উদাস ॥
সর্ব্বব্যাপি জীব শুধু না হয় তোমার।
অসৎ দেহেতে মাত্র সম্বন্ধ বিচার ॥
জন্ম মৃত্যু দুই কর্ম্ম জীবের সংসারে।
সেই কর্ম্মে রত জীব আছে পূর্ব্বাপরে ॥

এ দেহ প্রপঞ্চ মাত্র সত্য কিছু নয়।
মিথ্যার লাগিয়া সব জ্ঞানী মুগ্ধ হয় ॥
আপনার ধর্ম্ম জীব করিলা পালন।
জন্মিয়া সম্বন্ধ সেই করিলা স্থাপন ॥
মৃত্যুকালে সেই জীব ত্যজে দেহাগার।
কেন তার লাগি রাজা করিছ চীৎকার ॥
শান্ত হও তুমি রাজা চরাচর পতি।
শ্রীহরির ভক্ত তুমি অতীব সুমতি ॥
এ সংসারে মায়া ত্যজি করহ বিহার।
নারায়ণে ভক্তি কর পাইবে নিস্তার ॥
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি সুবুদ্ধি রাজন।
প্রবুদ্ধ হইল তবে মনে কিছুক্ষণ ॥
জ্ঞানের বাক্যেতে রাজা পাইয়া সান্ত্বন।
জিজ্ঞাসিল বল বল কে তুমি ব্রাহ্মণ ॥
মূঢ় বুদ্ধি আমি নর বুঝিব কেমনে।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেবা ছলিলা এ জনে ॥
শুনিয়া জ্ঞানের বাণী সুস্থ হৈল মন।
পরিচয় দাও দেব আমায় এখন ॥
রাজার ভারতী শুনি অঙ্গিরা সুজন।
কহিলা সুমিষ্ট ভাষে শুনহ রাজন ॥
নারদ ইহার নাম ব্রহ্মার কুমার।
হই তব গুরু নাম অঙ্গিরা আমার ॥
এ সংসারে ভোগে মুগ্ধ হ'য়ে যত নর।
ভোগকেই সত্য ভাবে হেরে চরাচর ॥
আমার আমার বলি করে অহঙ্কার।
মিথ্যাতেই সত্যজ্ঞান ভ্রম ব্যবহার ॥
উচিত মোদের হয় জ্ঞান শিক্ষাদান।
সেই হেতু ব্রহ্মাণ্ডেতে থাকি বিদ্যমান ॥
উপদেশ দিতে তোমা পূর্ব্বে একবার।
এসেছিনু আমি রাজা তোমার আগার ॥
দেখি তোমা ভক্তিমান হরিপরায়ণ।
হইল আমার ইচ্ছা দিতে জ্ঞানদান ॥
কিন্তু মোর দেখা পেয়ে তুমি হে রাজন।
চাহিলে আমারে বর পুত্রের কারণ ॥
সম্পদ ঐশ্বর্য্য তব দেখি অভিলাষ।
ভোগ মিথ্যা দেখাবার হৈল মম আশ ॥
আছিল ঐশ্বর্য্য রত্ন না ছিল সন্তান।
তোমার ইচ্ছায় তাহা করিনু প্রদান ॥
দেখাইনু শোক মোহে কত দূর বল।
ধরিয়া মানব মূর্ত্তি করে কত ছল ॥
অতুল ঐশ্বর্য্যে রাজা না পূরিল আশ।
তখন সন্তান লাগি করিলা প্রয়াস ॥
জাননা যে কত শোক সন্তান নিধনে।
প্রত্যেক ভোগেতে দুঃখ কহে জ্ঞানীগণে ॥
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি নৃপতি তখন।
প্রবোধ মানিয়া মনে ধরিয়া চরণ ॥
অঙ্গিরা নারদে রাজা বন্দিয়া চরণে।
কহিলা উদ্ধার কর কৃপা বিতরণে ॥
রাজার বিনয় শুনি নারদ তখন।
কহিলেন শুন শুন সুবুদ্ধি রাজন ॥
দেহে জীবে যতক্ষণ থাকয়ে মিলন।
ততক্ষণ মায়ামোহ সম্বন্ধ স্থাপন ॥
দেহ ত্যজি যবে জীব করেন গমন।
সম্বন্ধ তাহার সহ করে পলায়ন ॥
দেখ রাজা সম্মুখেতে তাহার প্রমাণ।
যোগবলে জীয়াইব তোমার সন্তান ॥
সন্তানের দেহে যেই জীব করে বাস।
মরণের মাত্রে তার সম্বন্ধ বিনাশ ॥
পিতা বলি তার আর না হইবে জ্ঞান।
তোমা সহ কি সম্বন্ধ না পাবে সন্ধান ॥
এত বলি সেই পুত্রে ঋষি দিলা প্রাণ।
পুত্রেরে জীবন্তে ঋষি কহিলা বয়ান ॥
অকালে মরিলা শিশু পুনঃ লও প্রাণ।
জনক জননী তোষ হইয়া সন্তান ॥
দেখ তব মাতা পিতা তোমার লাগিয়া।
শোকে মোহে কত দুঃখ করেন বসিয়া ॥
নারদের বাণী শুনি বিনষ্ট কুমার।
সবার সাক্ষাতে কহে বাণী এ প্রকার ॥

কেবা হয় মোর পিতা পুত্র আমি কার।
সত্য করি কহ ঋষি করিয়া বিচার॥
নাহি মনে পড়ে মম জনক আমার।
জননী বয়স্য ধাত্রী আর বা সংসার॥
এত শুনি রাজা তবে পান দিব্যজ্ঞান।
পলাইল যথাস্থানে সন্তানের প্রাণ॥
ভোগ মিথ্যা দেখাইয়া ঋষি দুইজন।
রাণীসহ মহারাজে করিলা তোষণ॥
দিব্যজ্ঞান পেয়ে রাজা সুস্থ করি মন।
তুষিলা উভয় সাধু বন্দিয়া চরণ॥
পুত্রধন মিথ্যা জেনে সপত্নীর দল।
আপনারা দুঃখী ভাবি করে কোলাহল॥
কিন্তু পুত্রহত্যা জন্য পেয়ে পাপ ভয়।
সকলে অন্তরে দগ্ধ সর্ব্বদাই হয়॥
সেই অনুতাপে সবে করে হাহাকার।
কোন পুণ্যে হেন পাপে পাইব নিস্তার॥
জ্ঞান উপদেশ শুনি পেলে সবে জ্ঞান।
কৃতকর্ম্ম পাপ হেতু আকুল পরাণ॥
প্রায়শ্চিত্ত হেতু সবে যমুনায় যায়।
পাপ নাশে তথা সবে হরিপদ পায়॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কি হইল পরে।
চিত্রকেতু ভাগ্য কথা কহিব সত্বরে॥
ঋষির সমীপে রাজা করিয়া বিনয়।
চাহিল এ হেন পদ যাহে মুক্তি হয়॥
তপো ধর্ম্ম শিখাইয়া তাহে ঋষিগণ।
করিলা আপন স্থানে উভয় গমন॥
তপো বিদ্যা মহাবিদ্যা অভ্যাসিয়া রায়।
কিছুদিনে মহাসিদ্ধি লাভ করি তায়॥
হেরিলা স্বচক্ষে রাজা শ্রীমধুসূদন।
ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্যাপ্ত যিনি সৃষ্টির কারণ॥
নারায়ণ হেরি রাজা লভিলেন বর।
সিদ্ধিগুণে পাইলেন পদ বিদ্যাধর॥
তপস্যায় বিদ্যাধর হইল সে রায়।
যোগীজন নমস্কার করিতেন তাঁয়॥

এ হেন প্রভাব রাজা এই ত্রিভুবনে।
সিদ্ধগণে ইতস্ততঃ ভ্রমেন বিমানে॥
ভোগ ত্যজি সেবিলেন প্রভু নারায়ণ।
ম'রে অমরত্ব লাভ করে সেইক্ষণ॥
সিদ্ধি লাভ করি রাজা মনের হরষে।
একদিন উপস্থিত হয়েন কৈলাসে॥
গৌরীরে লইয়া কোলে দেব দিগম্বর।
ঋষিজন সহ রন কৈলাস উপর॥
গৌরীর প্রেমেতে মুগ্ধ আছিলেন হর।
ইহা দেখি চিত্রকেতু বিস্মিত অন্তর॥
ভব প্রতি ঘৃণা করি কহিল বচন।
স্ত্রৈণ হরে কেন পূজে মিলি ত্রিভুবন॥
সিদ্ধি অহঙ্কারে মাতি নাহি বুঝি হর।
ঘৃণা করিলেন তাঁয় সবার গোচর॥
এত শুনি শাপ তায় দিলেন ভবানী।
অসুর যোনিতে তোর লিপ্ত হোক প্রাণী॥
ভবানীর বাণী মতে সিদ্ধি বিনাশন।
অসুরত্ব প্রাপ্তি তার হইল তখন॥
সিদ্ধি নাশে চিত্রকেতু অসুরত্ব পেয়ে।
বৃত্র নামে ত্বষ্টা যজ্ঞে জন্মিলেন গিয়ে॥
বৃত্ররূপে ইন্দ্রসহ করিয়া সমর।
পুনশ্চ লভেন জ্ঞান মুক্তি অতঃপর॥
বৃত্র চিত্রকেতু কথা রাজা পরীক্ষিত।
বলিলাম যাহা পূর্ব্বে শুনিনু নিশ্চিত॥
ষষ্ঠস্কন্ধ বাণী হয় অতি সুমধুর।
শুনিলে পাপীর প্রাণে পাপ হয় দূর॥
চণ্ডীচরণের পুত্র নাম কালীদাস।
উমেশ তাহার পুত্র ভক্তির প্রয়াস॥
সাধুজন জন্ম লভি উপেন্দ্র কুমার।
রচিলেন ভাগবত অমৃত আধার॥
ষষ্ঠস্কন্ধ এইখানে হৈল সমাপন।
ভক্তির আধার ইহা ভাগবত ধন॥
যেইজন ভাগবত শুনে ভক্তি মনে।
গোলোকে চলিয়া যায় চাপিয়া বিমানে॥

অপূর্ব্ব এ ভাগবত অমৃত সমান।
পান করি সুধীজন লভে দিব্যজ্ঞান॥
অজ্ঞান তিমির আদি নাহি রহে তার।
জীবন সার্থক শুনে হরিকথা সার॥
সর্ব্বপাপ দূরে যায় শুনিলে এ কথা।
ত্রিলোকের সার এই ভাগবত গাঁথা॥
অগতির গতি হরি পাপীরে তরাতে।
নানা মূর্ত্তি ধরি প্রভু আসেন জগতে॥
ভজ হরি স্মর হরি নাম কর সার।
ভাগবত পুণ্যকথা ভক্তির প্রচার॥
উপেন্দ্র রচিলা গীত হরিনাম গান।
বৃত্রাসুর জন্মকথা করিয়া বাখান॥

ইতি বৃত্র পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

ষষ্ঠস্কন্ধ সমাপ্ত।



শ্রীমদ্ভাগবত

সপ্তম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ বিপরীত ভক্তির কথা।

সূত কন সম্বোধিয়া যত মুনিগণ।
শুন ভাগবত কথা হ'য়ে একমন॥
সপ্তম স্কন্ধের কথা অতি সুললিত।
শ্রীহরি করুণা ইথে হইবে বিদিত॥
শুক কন সম্বোধিয়া পাণ্ডু বংশধরে।
শুন রাজা পরীক্ষিত কি ঘটিল পরে॥
কশ্যপের দুই পত্নী ব্যক্ত চরাচরে।
দিতি ও অদিতি নামে বিখ্যাত সংসারে
দিতি গর্ভে অসুরের হইল জনম।
অদিতির গর্ভে জন্মে যত দেবগণ॥
অসুরে দেবেতে সদা না হয় মিলন।
উভয়ে উন্মত্ত রয় সদা করি রণ॥
যতেক অসুর হয় মহা দুষ্টাচার।
দেবগণ বিষ্ণু-প্রিয় ব্যক্ত এ সংসার॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র অতি বলবান।
কৌশলে অসুর নাশ করেন বিধান॥
যতেক দিতির পুত্র অসুর জন্মিল।
দেবগণ সহ ইন্দ্র সকলে নাশিল॥
যবে দেবগণ রণে হয় পরাজয়।
আপনি আসিয়া বিষ্ণু অসুরে নাশয়॥
এইরূপে দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব হয়।
বিষ্ণু আসি অসুরের প্রাণ সংহারয়॥
এই কথা শুনি তবে রাজা পরীক্ষিত।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে হইতে বিহিত॥
অপূর্ব্ব বারতা গুরু করিনু শ্রবণ।
প্রিয়াপ্রিয় বোধ আছে যথা নারায়ণ॥
কি প্রিয় সাধিল দেব ভজি নারায়ণ।
কোন বা অপ্রিয় করে অসুরের গণ॥
সমবুদ্ধি যার হয় সম দৃষ্টিময়।
শুদ্ধ তত্ত্বময় যিনি সম্ভবতে নয়॥
সুরাসুর ভেদ বুদ্ধি কেমনে তাঁহার।
কাহার সাধনে প্রিয় কাহার সংহার॥
কহ গুরু এ অধমে করিয়া বিচার।
নারায়ণে এ বৈষম্য কোন ব্যবহার॥

শুক কন শুন রাজা অবহিত মনে।
কহিব সে প্রশ্ন যাহা করিলে এক্ষণে॥
মায়াময় সেই হরি বুঝে শক্তি কার।
সকল কার্য্যেতে হয় মঙ্গল অপার॥
যে কথা জিজ্ঞাস তুমি পাণ্ডুবংশধর।
ধর্ম্মরাজ সেই কথা হয়েন গোচর॥
যবে রাজসূয় যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির।
আমন্ত্রিলা রাজগণে সব পৃথিবীর॥
শিশুপাল দন্তবক্র দুষ্ট রাজগণ।
সকলি সভার স্থলে কৈলা আগমন॥
শিশুপাল হেরি সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
পাইল সাযুজ্য মুক্তি করি বিদ্বেষণ॥
ইহা দেখি যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া।
জিজ্ঞাসেন নারদের নিকটে আসিয়া॥
আশ্চর্য্য দেবর্ষি আজি করিনু দর্শন।
চিরকাল যে করিল হরিরে নিন্দন॥
হরি নাম যার ঘৃণা কৃষ্ণ বিদ্বেষণ।
ক্রোধে যেই নাহি হেরে শ্রীকৃষ্ণ বদন॥
সেই শিশুপাল বল কোন পুণ্যবলে।
পাইল সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণ পদতলে॥
নারদ শুনিয়া বাণী কহেন বচন।
শুন ধর্ম্মরাজ তার তত্ত্ব নিরূপণ॥
অপূর্ব্ব মহিমা যাঁর নাম নারায়ণ।
শত্রু মিত্র নাহি বোধ যাঁর কদাচন॥
যে ভাবে যে ডাকে তাঁরে সেই ভাবে পায়।
মুক্তিদাতা হরি তিনি করুণা আলয়॥
শিশুপাল শত্রুভাবে ভাবি নারায়ণ।
সর্ব্বদা করিত চিন্তা স্থির করি মন॥
শত্রু মিত্র ভাবে মাত্র অমৃত সে হরি।
যে ভাবে ভাবিবে তাঁয় পাবে পদতরী॥
তৈলপায়ী কীট যথা ভাবিয়া ভ্রমর।
প্রাণভয়ে ভাবি হয় সেই রূপ ধর॥
শিশুপাল শত্রুরূপে ভাবি নারায়ণ।
অমৃত হরির গুণে পাইল চরণ॥

কাম হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্ত হ'ল গোপীগণ।
ভয় জন্য কংস পায় সেই নারায়ণ॥
হিংসা জন্য শিশুপাল পায় সেই হরি।
যাদবে পায়েন কৃষ্ণ সুসম্বন্ধ করি॥
স্নেহ গুণে হে পাণ্ডব পাও নারায়ণ।
ভক্তিগুণে পাই তাঁরে মোরা ঋষিগণ॥
বাসনার শুভে শুভ মন্দে মন্দ হয়।
কেহ হরি ভজে তাহে কেহ তাহা নয়॥
সুজনের কোপে জীবে দুষ্ট বুদ্ধি পায়।
তাহাতেই সেই হরি চিনিতে না পায়॥
পূর্ব্বজন্মে শিশুপাল আছিল সুজন।
বিষ্ণুর পার্ষদ ছিল তেজ অগণন॥
বিপ্রশাপে দুষ্ট জন্ম করিয়া ধারণ।
করিলা বিষ্ণুরে দ্বেষ হে ধর্ম্ম-নন্দন॥
এ বাণী শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
নারদেরে কহিলেন বচন গভীর॥
শিশুপাল জন্ম কথা করহ বর্ণন।
শুনিয়া হউক স্থির এ চঞ্চল মন॥
রাজার শুনিয়া বাণী নারদ তখন।
শিশুপাল জন্মবাণী করিলা বর্ণন॥
সনকাদি চারি ভাই ব্রহ্মার কুমার।
বিষ্ণুলোকে যান সদা করিতে বিহার॥
দুই দ্বারপাল ছিল জয় ও বিজয়।
বিষ্ণু পারিষদ উভে শুন মহাশয়॥
চারি ভায়ে নিষেধিল করিতে প্রবেশ।
সনকের তাহাতেই ক্রোধের আবেশ॥
অবারিত বিষ্ণু দ্বার কেন বা বারণ।
অবশ্যই দুষ্ট বুদ্ধি পায় দুই জন॥
তবে বিপ্রগণে মিলি অভিশাপ দিল।
জয় ও বিজয় দৈত্যবংশে জনমিল॥
অজ্ঞানে করিয়া উভে সাধু অপমান।
দুইজনে দুষ্ট যোনি একত্রেই পান॥
শাপ লাভ করি তবে জয় ও বিজয়।
শাপ মুক্তি লাগি তবে করে অনুনয়॥

সেইকালে মিলি তবে ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা তৃতীয় জন্মে পাবে নারায়ণ ॥
বিপরীত ভাবে করি হরি বিদ্বেষণ।
হরি সহ রণ করি হইবে নিধন ॥
সেই হেতু ধর্ম্মরাজ তুষ্ট বুদ্ধি পায়।
দুষ্টগণে হরিদ্বেষ করে সর্ব্বদায় ॥
প্রথম জন্মেতে সেই জয় ও বিজয়।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ হয় ॥
উভয়েই বলবান দিতির তনয়।
ব্রহ্মাণ্ড পীড়ন করি সদা মত্ত রয় ॥
হিরণ্যাক্ষ বধে হরি বরাহ হইয়া।
ধরার উদ্ধার লাগি সমরে মাতিয়া ॥
হিংসাযুক্ত নহে রাজা হয় সেই রণ।
যেমন ইচ্ছিলা দৈত্য পাইলা তেমন ॥
হরি সহ দৈত্য ইচ্ছা করিবারে রণ।
সেই ইচ্ছা ফলে তারে বধে নারায়ণ ॥
হিরণ্যকশিপু বধি হ'য়ে নরহরি।
প্রহ্লাদে রাখেন হরি দিয়া পদতরি ॥
অপূর্ব্ব সে কথা রাজা করিব প্রকাশ।
যে ভাবে ভাবহ হরি পূরিবে সে আশ।
দ্বিতীয় জনমে তবে জয় ও বিজয়।
কুম্ভকর্ণ ও রাবণ দুই নামে হয় ॥
রাঘব রূপেতে সেই শ্রীমধুসূদন।
পবিত্র করিলা উভে করিয়া নিধন ॥
তৃতীয় জনমে সেই জয় ও বিজয়।
দন্তবক্র শিশুপাল দুই নামে হয় ॥
এ জনম করি উভে হরি বিদ্বেষণ।
কৃষ্ণে হেরি করতলে পায় মুক্তিধন ॥
যে ভাবে ভাবহ হরি বিপরীত নয়।
অবশ্য পাইবে মুক্তি শাস্ত্রে যাহা কয় ॥
মিত্র শত্রু নারায়ণে নাহি কদাচন।
যে যেমনরূপে ভাবে পায় সে তেমন ॥
শত্রুরূপে ভাবে তারে অসুরের দল।
সেই হেতু তাঁর সহ সমর কেবল ॥

পরিত্রাণ করিলেন দুষ্ট বুদ্ধি জনে।
দয়া করি নারায়ণ বধি সবে রণে ॥
বিপরীত ভক্তি কথা এইরূপ হয়।
হরি মায়া বুঝা ভার কহিনু নিশ্চয় ॥
অপরে কি ইচ্ছা রাজা করহ প্রকাশ।
যথাসাধ্য পূরাইব তব মন আশ ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বিপরীত ভাবে করি ভক্তির বিচার ॥

ইতি বিপরীত ভক্তির কথা সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যকশিপুর চরিত্র কথা।

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কন।
শুন রাজা হরিদ্বেষ ভক্তির কারণ ॥
যুধিষ্ঠির কন তবে নারদের প্রতি।
হেন ভাব কেন দৈত্য করে মহামতি ॥
দ্বেষ ভাবে কেন ভাবে যত দৈত্যগণ।
না পারি বুঝিতে আমি তাহার কারণ ॥
নারদ কহেন তবে যুধিষ্ঠির প্রতি।
অপূর্ব্ব কাহিনী তাহা শুন নরপতি ॥
কশ্যপ ঔরসে দিতি লভিল সন্তান।
দুইটি ভীষণ দৈত্য শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ হয় মহা বলবান।
কশিপু কনিষ্ঠ তার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
ব্রহ্মশাপে দৈত্য জন্ম লভি দুইজন।
আজন্ম হরির দ্বেষ করে অনুক্ষণ ॥
সৃষ্টিকালে যবে ব্রহ্মা সৃজিলা ধরণী।
কোমলা নবীন বালা জীবের জননী ॥
ব্রহ্মাদ্বেষ্টা হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তখন।
হরিদ্বেষ করি ধরা করিল হরণ ॥
সৃষ্টি লোপ হয় দেখি ব্রহ্মা মহাজন।
বিপদে স্মরিলা সেই প্রভু নারায়ণ ॥
সৃষ্টি নাশ হয় হেরি তবে সেই হরি।
ধরিলা বরাহ রূপ আহা মরি মরি ॥

বরাহ রূপেতে হরি প্রবেশি পাতাল।
ভীষণ উভয় দন্ত যেন বৃক্ষ শাল ॥
হুহুঙ্কার করি ধায় ইচ্ছিয়া সমর।
ডাকিলেন ঘোর রবে যথা দৈত্যবর ॥
হরিদ্বেষ্টা দৈত্য সেই হেরি নারায়ণ।
গালাগালি দিয়া যুঝে করিবারে রণ ॥
রণ লাগি নারায়ণে ক'রেছিল আশ।
রণ দিয়া তেঁই প্রভু পূরালেন আশ ॥
রণান্তে হইল তার জীবন নিধন।
সেই শোকে ভ্রাতা তার করিলা ক্রন্দন ॥
হরি হস্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে নিধন।
হরিরে আপন শত্রু ভাবিলা তখন ॥
সে অবধি নারায়ণে শত্রু সে ভাবিল।
দেবতার সহ বৈরী সর্ব্বদা করিল ॥
কি উপায়ে নারায়ণে বিচ্ছেদ করিবে।
কি উপায়ে জগজ্জনে হরি না পূজিবে ॥
সেই কর্ম্ম লাগি যত্ন করে বারম্বার।
অপূর্ব্ব হরির মায়া তাহা বুঝা ভার ॥
হিরণ্যাক্ষ বধে তার প্রেয়সী রমণী।
সুলোচনা কন্যা আর পুত্র গুণমণি ॥
শোকে মোহে সকলেই হইল কাতর।
কিছুতেই শোক নাহি হয় স্থিরতর ॥
হিরণ্যকশিপু তবে হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
সর্ব্বদা করিতে থাকে শ্রীহরি দ্বেষণ ॥
স্বজনে সকলে হেরি শোকেতে কাতর।
কহিল প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর ॥
কেন মিছা কর দুঃখ তোমরা স্বজন।
বধিলা ভ্রাতায় মম দুষ্ট নারায়ণ ॥
তোমাদের মধ্যে আদি যদি হই বীর।
যদ্যপি ভ্রাতার প্রতি ভক্তি থাকে স্থির ॥
দেখিব কেমন হরি কিম্বা দেবগণ।
কেমন তাঁহার মায়া হেয় দৈত্যগণ ॥
এত বলি বীর তবে তুলি মহা শূল।
কহিতে লাগিলা রোষে প্রতাপ অতুল ॥
নিশ্বাসে পবন বহে নয়নে তপন।
ক্রোধে চলাচল কাঁপে বীর্য্যে ভূ-কম্পন ॥
হেনরূপে তবে দৈত্য হ'য়ে ক্রোধমন।
স্বজনে সম্বোধি তবে কহিলা বচন ॥
শুন সবে একমনে অনুচরগণ।
এখনি করহ নাশ হরি আরাধন ॥
যথা হয় যজ্ঞ তপ ব্রত আচরণ।
হরির পূজন লাগি বেদ অধ্যয়ন ॥
যথায় নিবাসে যত বৈষ্ণবের দল।
সংকীর্ত্তন সদা করে করি কোলাহল ॥
নিবাও যজ্ঞের অগ্নি নাশহ পূজন।
করহ একান্ত হিংসা হরিভক্তগণ ॥
একবার মুখে যেই লবে হরিনাম।
কাটহ তাহার মাথা ভাঙ্গি তার ধাম ॥
হরির মন্দির শুন যে গ্রামেতে রয়।
ঋষির আশ্রম যথা সুসজ্জিত হয় ॥
আগুন লাগায়ে তাহা করহ দাহন।
না মানিও কাহারো সে প্রবোধ বচন ॥
এত শুনি মহাবেগে ধায় দৈত্যদল।
গ্রাম ব্রজ-পথ পানে করি কোলাহল ॥
বৈষ্ণব দেখিল যথা করিল নিধন।
ভাঙ্গিল মন্দির যথা হয় উপাসন ॥
যে গ্রামেতে তীর্থ ছিল করিল দহন।
প্রাণ ল'য়ে কাঁদে যত বৈষ্ণব সুজন ॥
অনুচরে আজ্ঞা দিয়া সে দৈত্য রাজন।
প্রবেশিল যথা মাতা ভ্রাতৃ পুত্রগণ ॥
পুত্রশোকে দুঃখী মাতা হ'য়ে অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় করিয়া ক্রন্দন ॥
এলায়ে প'ড়েছে কেশ উন্মুক্ত ভূষণ।
অশ্রুবেগে বরিষার ধারা বরিষণ ॥
পুত্রগণ পিতা লাগি করে হাহাকার।
আকুল হইয়া কাঁদে প্রেয়সী তাহার ॥
এত দেখি সকাতরে কশিপু তখন।
কহিতে লাগিলা সবে প্রবোধ বচন ॥

কেন কাঁদ গো জননী সম্বর ক্রন্দন।
কে কোথায় চিরকাল ধরিল জীবন ॥
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন চিরকাল নয়।
পণ্ডিতে না করে শোক বুঝিয়া নিশ্চয়।
চিরকাল যদি সবে করহ রোদন।
তথাপিও না ভুলিবে শোকের চিন্তন ॥
তাই বলি শান্ত হও শোক নাহি কর।
নাশিব সে বৈরী আমি কিছুদিন পর ॥
অপূর্ব্ব আখ্যান মাতা করহ শ্রবণ।
যমের সংবাদ তাহে আছয়ে বর্ণন ॥
আছিল বিস্তীর্ণ দেশ নামে উশীনর।
ধার্ম্মিক তাহার রাজা খ্যাত চরাচর ॥
একদা করিয়া রাজা সমর ভীষণ।
শত্রু হস্তে মহা যুদ্ধে হইল নিধন ॥
রাজার নিধন হেরি আত্মীয় স্বজন।
কন্যা পুত্র আর যত মহিষীরগণ ॥
সকলে বেড়িয়া দেহ করিল ক্রন্দন।
মায়ার বন্ধন নারে করিতে ছেদন ॥
ক্রন্দন না হয় স্থির কাঁদে বহুদিন।
কেহ না আছিল তথা বুঝাতে প্রবীণ ॥
হাহাকার রব সদা অতি উচ্চস্বর।
ক্রমেতে হইল তাহা যমের গোচর ॥
যম শুনি উচ্চৈঃস্বরে শোকের ক্রন্দন।
বালকের বেশে তথা করেন গমন ॥
অরুণ বরুণ মরি কান্তি সুকোমল।
আঁখিযুগ ঢল ঢল সরস কমল ॥
মৃদু হাসি মুখ যেন শশী পূর্ণিমার।
অতি খর্ব্ব বপু মরি অতি সুকুমার ॥
যথায় বেড়িয়া রাজা আত্মীয় স্বজন।
শোকে মাতি সকলেই করিছে ক্রন্দন ॥
বালক হইয়া যম নিকটে যাইয়া।
মৃদু মৃদু কন কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
বালকের মিষ্ট কথা করিয়া শ্রবণ।
সকলে ত্যজিল মাত্র ক্ষণেক রোদন ॥
যম কন সম্বোধিয়া সকলে তখন।
কার জন্য এত শোক এত বা ক্রন্দন ॥
দেহে যেই কর্ত্তা হয় না ত্যজে জীবন।
নাহি তার কভু নাশ কহে জ্ঞানীগণ ॥
মিথ্যা এই ভূতদেহ মাত্র অহঙ্কার।
মরিলে তাহার নাশ কহিলাম সার ॥
মিথ্যা লাগি কেন মিছা কর হাহাকার।
কালে দেহ পায় জীব কালে নাশ তার ॥
চিরকাল যদি সবে করহ ক্রন্দন।
তোমরাও এককালে হইবে নিধন ॥
শুনহ তাহার এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
পর লাগি শোক করি নাশে নিজ প্রাণ ॥
ঈশ্বরে সেবিয়া এক ব্যাধ দুষ্টজন।
পক্ষীবধ বর তাঁহে করিল গ্রহণ ॥
যেখানে পাইত পক্ষী লোভ দেখাইয়া।
বধিত তাহার প্রাণ জাল ফেলাইয়া ॥
একদা যুগল পক্ষী শাখীর উপরে।
আনন্দে বসিয়াছিল হরিষ অন্তরে ॥
সেই বৃক্ষ নীড়ে তার আছিল সন্তান।
উভয়েই মনোসুখে সন্তোষিত প্রাণ ॥
একদা সহসা এই ব্যাধ দুষ্টজন।
পক্ষিণীরে সর্ব্ব অগ্রে করিল ধারণ ॥
পক্ষিণী পড়িয়া জালে করে হাহাকার।
তাহে শোকযুক্ত পক্ষী করিল চীৎকার ॥
প্রেয়সীর শোক লাগি উন্মত্ত হইয়া।
না বসিল এক পদ শাখায় সরিয়া ॥
হা প্রিয়ে হা প্রিয়ে তুমি হারালে জীবন।
কে বল পালিবে তব শিশু পুত্রগণ ॥
এইরূপে কাঁদে নাহি হয়ে সাবধান।
শোকেতে উন্মত্ত হয়ে হারাইয়া জ্ঞান ॥
পুনঃ ব্যাধ চুপি চুপি জাল ফেলাইয়া।
ধরিল সে পক্ষীবর হর্ষিত হইয়া ॥
যেই জন হিত চিন্তা না করি আপন।
মিথ্যা লাগি শোকে মোহে করয়ে চিন্তন ॥

পর লাগি হয় তার আপনার নাশ।
জ্ঞানীর বচন ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥
কশিপু এতেক বলি হইলেন স্থির।
স্বজনে তখন মুছে নিজ আঁখি নীর॥
মৃত দৈত্যবর লাগি সকলে তখন।
শোক ত্যজি করিলেন তাহার তর্পণ ॥
সকলে প্রবোধ দিয়া কশিপু তখন।
বিষ্ণুবধ লাগি করে তপ আচরণ ॥
এতেক বলিয়া তবে নারদ সুধীর।
কহেন অপরে শুন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
দ্বেষভাবে ভক্তি যথা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

ইতি হিরণ্যকশিপু চরিত্র কথা সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যকশিপুর তপস্যার কথা।

সূত কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
কশিপু চরিত্র কথা অতি মনোহর ॥
ভ্রাতৃশোক সম্বরিয়া দৈত্য মহাবীর।
প্রবোধ মানিয়া মনে হইলেন স্থির ॥
জননী প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন।
প্রবোধ করেন শেষে বুঝায়ে বচন ॥
সঙ্কল্প করেন শেষে আপনার মনে।
তপোবলে জিনিব সেই দুষ্ট নারায়ণে ॥
এত বলি মহাবীর ডাকি দৈত্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে সগর্ব্ব বচন ॥
আমার বচন সবে শুন বীরগণ।
ভ্রাতার নিধনে শোক পাইনু ভীষণ ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা অতি গুরুজন।
তাঁহারে বধিল দুষ্ট সেই নারায়ণ ॥
না পাই তাহার দেখা যুঝিব কেমনে।
পাইলে তাহার দেখা মারি তায় প্রাণে
সুমেরুর শৃঙ্গ সম বাহু মম হয়।
পর্ব্বত সমান অঙ্গ দৃঢ় সুনিশ্চয় ॥

সূর্য্য-সম দুনয়ন রয়েছে প্রকাশ।
প্রবল পবন সম নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন শরীরের বলে।
নিমিষে জিনিতে পারি আমি কুতূহলে ॥
তথাপি না মানি ভয় করি মহারণ।
অবহেলে জিনি তায় হেন মম পণ ॥
একবার পাই যদি অরির সন্ধান।
যদি সে লুকায়ে থাকে বাঁচাইতে প্রাণ ॥
পর্ব্বত অরণ্যে কিম্বা জলধর জলে।
সূর্য্য চন্দ্র লোকে কিম্বা গ্রহচক্র স্থলে ॥
নিমিষে ধরিয়া তার বধিব পরাণ।
এ হেন বীরত্ব মম বীর অভিমান ॥
আশ্চর্য্য অরাতি সেই হয় নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পাই তার দরশন ॥
গুরুজনে জিজ্ঞাসিয়ে এই বার্ত্তা পাই।
তপস্যায় তার দেখা হয় সর্ব্বদাই ॥
যেজন করিল এই বিশ্বের সৃজন।
ব্রহ্মা নাম কহে লোকে অতি মহাজন ॥
তপস্যা করিয়া তায় করিলে সন্তোষ।
যদি তিনি মম প্রতি হন পরিতোষ ॥
তপোবলে তাঁর মূর্ত্তি করি দরশন।
মাগিব অজেয় বর এই আকিঞ্চন ॥
তপস্যা লাগিয়া আমি আজি এইক্ষণ।
মন্দর পর্ব্বত মাঝে করিব গমন ॥
সুখে থাক দৈত্যগণ লইয়া নগর।
জননী স্বজনে দেখ না ভাবিয়া পর ॥
এত কহি দৈত্যপতি ভ্রাতৃশোক স্মরি।
মন্দর পর্ব্বতে যান ঋষিবেশ ধরি ॥
সমাধি নিয়মে শুদ্ধ করি আগে মন।
অনন্তর করে দৈত্য যোগ আরম্ভন ॥
অতি মহাযোগ সেই বর্ণিতে বিস্তর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপে থর থর ॥
হিরণ্যকশিপু একে অতি ভীমকায়।
তাহাতে যোগের অগ্নি আশ্রিত তাহায় ॥

তাম্রমর্ণ জটারাশি শোভে শিরোপর।
নয়নে ঝলকে যেন তপনের কর॥
গ্রীষ্মে অগ্নি মাঝে দৈত্য করে তপাচার।
বরিষায় মাথে অঙ্গে বরিষার ধার॥
হেমন্ত হিমেতে রহে যামিনী দিবস।
শীতে সরোবর মাঝে হইয়া হরম॥
হেনরূপে দেহযোগ করি সমাপন।
পরিশেষে জ্ঞানযোগ করে আরম্ভন॥
ঊর্দ্ধ বাহু একপদে মন করি স্থির।
অনলে সলিলে ক্লান্ত নাহি হয় বীর॥
ইন্দ্রিয় সহিত করি ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাগি অনশনে রয়॥
শত শত বর্ষ করি তপ আচরণ।
একাসনে সিদ্ধি লাগি করয়ে সাধন॥
তপস্যার বলে ভেদি শিরোদেশ তার।
নিকলে অনল জ্যোতিঃ ব্যাপিয়া সংসার॥
ধরা কাঁপে থর থর পবন সঘনে।
চন্দ্র সূর্য্য বিকম্পিত আপনার স্থানে॥
অষ্টকুলাচল কাঁপে সহিত সাগর।
নদী স্রোতহীন হয় গর্জ্জে জলধর॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় সর্ব্বক্ষণ।
ভূ-কম্পনে কাঁপে সদা দ্বিসপ্ত ভুবন॥
স্বর্গেতে প্রবেশে ক্রমে তেজ তপস্যার।
দেবগণ তাহে দগ্ধ হন বারম্বার॥
তপস্যার তেজে তবে যত দেবগণ।
ব্রহ্মলোকে একে একে করে পলায়ন॥
ব্রহ্মার সমীপে সবে করিয়া গমন।
কহিতে লাগিলা সবে কাতর বচন॥
জগতের পতি তুমি সৃষ্টির কারণ।
সকলের আত্মা তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠজন।
তিন গুণময় তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।
ত্রিসংসারে কোন বস্তু তব অগোচর॥
যে বিধি বিধানে বিধি করিছে পালন।
তাহে সুখী যত প্রাণী ব্যাপি ত্রিভুবন॥
সবার অনিষ্টকারী দৈত্য দুইজন।
বধিতে তাহাতে হরি দেহধারি হন॥
তাহাতে বংশের শ্রেষ্ঠ কশিপু সে বীর।
ভ্রাতৃশোকে প্রাণ তার হইল অস্থির॥
শোক নিবারণ লাগি করে যোগাচার।
যোগে ত্রিভুবন কাঁপে জ্বলে এ সংসার॥
তপস্যার তেজে দগ্ধ অমর নগর।
আমরা সতত হই মনেতে কাতর॥
দয়া করি তুমি দেব যাও তার পাশ।
কি ইচ্ছা তোমার কাছে করুক প্রকাশ॥
ইচ্ছামত বর তাহে দাও প্রজাপতি।
শান্ত হ'ক এ সংসার ঘুচুক দুর্গতি॥
এত বলি দেবগণ হইলেন স্থির।
তুষিতে কশিপু ব্রহ্মা হয়েন বাহির॥
প্রভাতি অরুণ সম লোহিত বরণ।
অতীব প্রসন্ন মূর্ত্তি কমল আসন॥
হংসপরে চাপি তবে পরিয়া ভূষণ।
ব্রহ্মর্ষি বেষ্টিত হ'য়ে করেন গমন॥
ভীষণ মন্দর গিরি ব্যাপি চরাচর।
নিবিড় অরণ্যে ব্যাপ্ত সেই ধরাধর॥
প্রবেশ না হয় তথা সূর্য্যের কিরণ।
চন্দ্রমার প্রভা নাহি হয় প্রবেশন॥
এ হেন ভীষণ স্থানে সেই দৈত্যবর।
অনশনে মহাযোগ করে ঘোরতর॥
সচেতন অঙ্গ তার হয়েছে পাষাণ।
নাহি রক্তবিন্দু দেহে হয় বহমান॥
লতায় জড়িত অঙ্গ বল্মীকে বেষ্টিত।
মেদ মাংস দ্বারা কীট হয়েছে পোষিত॥
হেনমতে মহাদৈত্য করে যোগাচার।
উপস্থিত হন ব্রহ্মা সম্মুখে তাহার॥
তপস্যা হেরিয়া তার মানিয়া বিস্ময়।
মুনিজন সহ ব্রহ্মা চমকিত হয়॥
সুমধুর ভাষে বিধি করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল দৈত্যে মধুর বচন॥

স্থির হও স্থির হও কশ্যপ কুমার।
আজি সিদ্ধ হইয়াছ করি যোগাচার॥
তোমার যোগেতে বৎস কাঁপে ত্রিভুবন।
ক্ষান্ত হও এই লও মম দরশন॥
পুরাকালে আছিলেন যত ঋষিগণ।
নারেন করিতে হেন যোগ আচরণ॥
তোমার কীর্ত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার।
মহাযোগী তুমি ওহে কশ্যপ কুমার॥
এতেক কহিলে ব্রহ্মা মধুর বচন।
সমাধির বলে দৈত্য না মেলে নয়ন॥
অবশেষে ল'য়ে ব্রহ্মা অমৃতের জল।
সিঞ্চন করেন তার অঙ্গেতে সকল॥
অমৃত পরশে দৈত্য পাইল চেতন।
সেইক্ষণে পূর্ব্ব অঙ্গ করিলা ধারণ॥
কোথা গেল কীটজাল কোথা লতাচয়।
অরণ্য হইতে যেন তপন উদয়॥
চৈতন্য পাইয়া দৈত্য ত্যজিয়া আসন।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিলেন তপস্যার ধন॥
এতেক বলিয়া তবে নারদ সুধীর।
কহিতে লাগিল শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ব্রহ্মারে হেরিয়া তবে কশ্যপ-নন্দন।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দ নয়ন॥
করযোড় করি করে স্তব আরম্ভন।
প্রণমি চরণে তব হে সর্ব্ব-কারণ॥
তিন গুণে তুমি হও পরম ঈশ্বর।
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতর॥
তুমি বেদ তুমি বিদ্যা তুমি আত্মময়।
তুমি অন্তর্য্যামী দেব জানি সুনিশ্চয়॥
তপস্যায় যদি তুষ্ট হ'য়েছ এখন।
দাও বর যাহে তুষ্ট হয় মম মন॥
এতেক বচনে কন কমল আসন।
যা চাহ অভীষ্ট বর দিব এইক্ষণ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দৈত্যবর।
চাহিলেন তাঁর কাছে অভিপ্রেত বর॥
শুন শুন মম আশা কমল আসন।
দেহ হ'তে প্রাণ যেন না যায় কখন॥
গৃহের ভিতর কিম্বা গৃহের বাহিরে।
সমস্ত দিবস কিম্বা নিশার গভীরে॥
তব সৃষ্ট প্রাণী হ'তে না হবে মরণ।
অমর হইব আমি এই আকিঞ্চন॥
মারিতে নারিবে নরে কিম্বা মৃগচয়।
অস্ত্রে না মরিব আমি এ সঙ্কল্প হয়॥
আকাশ ভূমিতে মম না হবে মরণ।
সুরাসুরে না পারিবে করিতে নিধন॥
যুদ্ধে না মরিব আমি এ সঙ্কল্প হয়।
যেন সকলেরে পারি করিবারে জয়॥
দেব দৈত্য নর যত রবে ত্রিসংসারে।
সকলের রাজা আমি হইব সংসারে॥
এত যে কষ্টেতে যোগ কৈনু সমাপন।
মোর সহ যোগৈশ্বর্য্য রহে সর্ব্বক্ষণ॥
অনুগ্রহ করি যদি দিলে দরশন।
এই বর দিলে প্রভু শান্ত হয় মন॥
এত কহি দৈত্য তবে হইল সুস্থির।
লাভ কর বর ব্রহ্মা কহিলা গভীর॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধর।
কি ঘটিল তবে রাজা শুন অতঃপর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত কথা।
হিরণ্যকশিপু সিদ্ধি অমৃতেতে গাঁথা॥

ইতি হিরণ্যকশিপুর তপস্যার কথা সমাপ্ত।

অথ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক দেবগণের পীড়ন।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডব-নন্দন।
কশিপু চরিত্র কথা বিচিত্র বর্ণন॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হইয়া অমর।
প্রকাশে ভীষণ গর্ব্ব সেই দৈত্যবর॥
তাহার চরিত্র কথা নারদ সুজন।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কথা করান শ্রবণ॥

সেই কথা আজি রাজা নিকটে তোমার।
বর্ণন করিব যাহা হরিভক্ত সার ॥
নারদ কহেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্রহ্মার সমীপে বর লভি দৈত্যবীর ॥
দানব নগরে পুনঃ করি আগমন।
বন্দিয়া জননী আর আত্মীয়-স্বজন ॥
একে বীরবপু তায় অজেয় সমরে।
ভ্রাতৃবধ কথা পুনঃ হইল গোচরে ॥
হরি সহ ইচ্ছা তার করিতে সমর।
সেই হেতু ত্রিভুবনে ভ্রমে নিরন্তর ॥
অজেয় অমর একে দৈত্য মহাবীর।
আরম্ভিলা আক্রমিতে নগর প্রাচীর ॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যে বেষ্টিত সাগর।
একে একে আক্রমণ করিলা বিস্তর ॥
মর্ত্ত্যলোক আক্রমিয়া নিল রাজ্যধন।
ব্রহ্মাণ্ডের মর্ত্ত্যধামে পাতি সিংহাসন ॥
চরাচরে যত রয় বিশ্ববাসী জন।
হরিরে করিতে দ্বেষ আরম্ভে পীড়ন ॥
যোগ কর্ম্ম স্তব স্তুতি উপাসনা আর।
যেই করে তারে ধরি করয়ে সংহার ॥
যেই মুখে একবার করে হরিনাম।
দৈত্য অনুচর গিয়া লুটে তার ধাম ॥
গৃহেতে আগুন দিয়া হরে ধন প্রাণ।
কাম্য কর্ম্মে হিংসা আর মিথ্যার সম্মান
হেনরূপে ভক্তজনে করিয়া পীড়ন।
অমর বরেতে দৈত্য করয়ে শাসন ॥
এইরূপে ধরাধাম করি আক্রমণ।
হরিনাম ঘুচাইল দোষী করি মন ॥
স্বর্গ আক্রমিতে শেষে ইচ্ছা হৈল তার।
সাজাইয়া দৈত্যসেনা অতীব দুর্ব্বার ॥
অশ্বমুখ হস্তিমুখ উষ্ট্রমুখ আর।
দেখিতে ভীষণ কায় পর্ব্বত আকার ॥
রণেতে সুদক্ষ বেশ হইয়া মিলন।
স্বর্গ আক্রমিতে তবে করিলা গমন ॥

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল যেই স্বর্গধাম।
মঙ্গলের মেঘবর্ষে শান্তি অবিশ্রাম ॥
স্বর্ণময় পুরী সব নন্দন কানন।
পারিজাত ফুল শোভে মধ্যে দেবগণ ॥
দেব দেবী আর যত কিন্নর কিন্নরী।
বিহরি কাটায় যথা দিবা বিভাবরী ॥
তাহার মাঝারে রয় মহেন্দ্র ভবন।
অপরূপ শোভা তার কে করে বর্ণন ॥
মণি মরকতময় স্তম্ভ সারি সারি।
চন্দ্রাতপ সম ছাদ শোভে তদুপরি ॥
তাহার মাঝারে রয় রত্ন সিংহাসন।
শচীসহ ইন্দ্র তথা রন সর্ব্বক্ষণ ॥
শ্রম দুঃখ নাহি তথা সদা শান্তিময়।
দেবগণে হরিগুণ গানে মত্ত হয় ॥
এ হেন আনন্দময় ধামে দৈত্যবীর।
হুড়াহুড়ি আরম্ভিয়া করিয়া অস্থির ॥
দেব দৈত্যে মহারণ ঘটিল তখন।
হিরণ্যকশিপু রণে জিনে দেবগণ ॥
হরিষে কশিপু করি দেব পরাজয়।
মন সাধে নিপীড়িল ত্রিদশ সমাজ ॥
দেব দেবী একত্রেতে করিয়া ধারণ।
অশেষ প্রকারে সবে করে নির্য্যাতন ॥
এইরূপে নষ্ট করি যত দেবগণে।
স্ববশে আনিল দৈত্য স্বরগ ভবনে ॥
শচী সহ ইন্দ্র আর যত দেবগণ।
প্রাণভয়ে বিষ্ণুলোকে করিল গমন ॥
হেথা বাহুবলে লভি স্বর্গ সিংহাসন।
গর্ব্বভরে দৈত্য করে ভীষণ গর্জ্জন ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল ধরা সহ কুলাচল।
কাঁপিল পর্ব্বত শৃঙ্গ জলধির জল ॥
অবহেলে দৈত্য লভি স্বর্গ সিংহাসন।
বসিল তাহার পরে শাসিতে ভুবন ॥
বাহুবলে কত দেবে করিলা কিঙ্কর।
পবনে কহিলা দৈত্য ধরিতে চামর ॥

বরুণে কহিলা দৈত্য করিতে বর্ষণ।
অগ্নিরে কহিলা দৈত্য করিতে রন্ধন ॥
তপনে কহিলা দিতে সুমৃদু কিরণ।
চন্দ্রে কহে পূর্ণরূপে থাক সর্ব্বক্ষণ ॥
নিজ স্তব করিবারে কহে ঋষিগণে।
শাস্ত্রেতে করিতে শ্রেষ্ঠ কহিলা ব্রাহ্মণে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভিন্ন যত দেবগণ।
ভৃত্যরূপে দৈত্যবরে করে উপাসন ॥
শাসনের তেজে ধরা হয় শস্যময়।
বিহার কালেতে সদা বহিত মলয় ॥
হেন তেজে রাজ্য করে সেই দৈত্যবর।
তার ভয়ে ত্রিভুবন কাপে থর থর ॥
ত্রিভুবন নিজ বশে করি আনয়ন।
বিষ্ণু সহ যুঝিবারে দৃঢ় করে মন ॥
হেথা যত দেবগণ করিয়া মিলন।
বিষ্ণুর সমীপে যান হ'য়ে দুঃখ মন ॥
কার নাহি বেশ ভূষা ছিন্ন অঙ্গ কার।
মুকুট রতন ভ্রষ্ট হ'য়েছে কাহার ॥
অপমানে কার' চক্ষু হ'তে বহে নীর।
অসহ্য দুঃখেতে কেহ অত্যন্ত অধীর ॥
হেন বেশে দেবগণে হেরি নারায়ণ।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥
সম্পদ পাইয়া যেই করে অহঙ্কার।
ত্রিভুবনে দর্পহারী আমি হই তার ॥
ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য হইয়া অমর।
ত্রিভুবনে কষ্ট দিয়া করিল কাতর ॥
ধরা হ'তে উঠাইল মম উপাসন।
অবশেষে ইচ্ছা করে মম সহ রণ ॥
বৈরী ভাবে যেই করে মম প্রতি আশ।
তাহারেও করি মুক্ত হ'তে মায়াপাশ ॥
প্রহ্লাদ নামেতে বংশে জন্মিবে কুমার।
মহাভক্ত সেই সাধু হইবে আমার ॥
যখন করিবে দৈত্য তাহারে পীড়ন।
অবহেলে দৈত্যে আমি করিব নিধন ॥
এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ।
উপস্থিত বিপদেতে শান্ত করে মন ॥
এতেক বর্ণিল যদি নারদ সুধীর।
আশ্চর্য্য হয়েন তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পুণ্যকথা অমৃত পাথার ॥

ইতি হিরণ্যকশিপু চরিত্র কথা সমাপ্ত।

অথ প্রহ্লাদ চরিত্র।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আকর ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন করি মন স্থির ॥
অপূর্ব্ব কহিলা ঋষি পূর্ব্ব বিবরণ।
যেই কথা দেবগণে কন নারায়ণ ॥
দানব ঔরসে ভক্ত জন্মিবে কেমনে।
কহ ঋষি প্রকাশিয়া সে সব এক্ষণে ॥
যুধিষ্ঠির কথা শুনি নারদ সুজন।
কহিলেন শুন তবে হে ধর্ম্ম রাজন ॥
কয়াধু নামেতে পত্নী কশিপুর ছিল।
চারি পুত্র তার গর্ভে দৈত্য উৎপাদিল।
সংহ্লাদ ও অনুহ্লাদ হ্লাদ তিনজন।
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ নাম দৈত্যের নন্দন ॥
কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি অতি সুন্দর সুধীর।
জন্মমাত্রে হরিভক্ত হয় সেই ধীর ॥
নেহারি তাহার মূর্ত্তি দৈত্যের ঈশ্বর।
ভাবিত আপন মনে হইয়া কাতর ॥
দেখিতে সুন্দর বটে কনিষ্ঠ তনয়।
মম পরে বিষধর যেন বোধ হয় ॥
কি জানি কি গুণ ধরে শিশুর শরীর।
উহারে দেখিলে মম মানস অস্থির ॥
ভক্তজনে নেহারিয়া দৈত্য দুষ্টজন।
তনয়ে নেহারি ভীত রহে সর্ব্বক্ষণ ॥

বয়সে অতীব শিশু দেখিতে সুন্দর।
আধ আধ মধুভাষ অতি মনোহর ॥
শান্ত চিত্ত ধীর অতি হীন অভিমান।
সর্ব্বত্র সমান ভাবে করিত সম্মান ॥
শৈশবে এ হেন বুদ্ধি ধরিয়া প্রহ্লাদ।
পিতার মানসে সদা ঘটিত বিবাদ ॥
তার সদা ইচ্ছা ছিল সেবে নারায়ণ।
অন্তরে অন্তরে রাখি হরি প্রতি মন ॥
বয়স পঞ্চম ক্রমে হইলে প্রকাশ।
প্রহ্লাদে প্রকাশ হৈল ভক্তির আভাস ॥
তনয়ের হেন চিহ্ন করি নিরীক্ষণ।
মহা ক্ষোভে দগ্ধ হৈল কশিপুর মন ॥
আমার ঔরসে জন্ম পুত্র চারিজন।
দৈত্যের স্বভাব পায় তিনটি নন্দন ॥
কেন বা কনিষ্ঠ বিপরীত বুদ্ধি ধরে।
ভক্তির লক্ষণ দেখি ইহার ভিতরে ॥
যেই নারায়ণে আমি অবহেলা করি।
যাহার অহিতে থাকি দিবা বিভাবরী ॥
যার নামে ভ্রাতৃশোক উথলে আমার।
দুঃখেতে আকুল করে এ তিন সংসার ॥
সেই দুষ্টে ভক্তি করে আমার তনয়।
আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা বলিবার নয় ॥
অগ্নিতে মিশাল জল অমৃতে গরল।
সুখে থাকে সিংহগৃহে বুঝি শিবাদল ॥
ভক্তির লক্ষণ হেরি তনয়ে তখন।
সর্ব্বদাই দৈত্য করে ভীষণ চিন্তন ॥
বহু চিন্তা করি দৈত্য মন স্থির কৈল।
শিক্ষা বিনা শিশুমতি কলুষিত হৈল ॥
শিক্ষা বিনা স্বভাবের না হয় উন্নতি।
শিক্ষাহীন বলি পুত্র ভক্তি হরি প্রতি ॥
উত্তম রাখিয়া গুরু শিখাব উহায়।
যাহাতে ভক্তির পাঠ শিক্ষা নাহি পায় ॥
এত ভাবি দৈত্যেশ্বর আসি সভাস্থলে।
মন্ত্রীসহ সুমন্ত্রণা করে নানা ছলে ॥
মন্ত্রী কন শুন রাজা আমার বচন।
শিক্ষা বিনা কুস্বভাবী হয় শিশুগন ॥
তব কুলগুরু হয় শুক্রাচার্য্য ধীর।
দুইটি তনয় তার পণ্ডিত সুধীর ॥
ষণ্ডামার্ক উভয়ের নাম হে রাজন।
তাহারা তনয়ে তব করিবে শিক্ষণ ॥
মন্ত্রীর ভারতী শুনি তবে দৈত্যরায়।
শুক্রাচার্য্য দুই পুত্রে ডাকেন তথায় ॥
তাল বৃক্ষ সম দেহ ভীম জটাজাল।
রক্তিম লোচন হেন গোধূলির কাল ॥
হেনরূপে দীর্ঘপদে শুক্রের কুমার।
আশীষিয়া প্রবেশিল সভার মাঝার ॥
শুক্রের তনয়ে কন তবে দৈত্যেশ্বর।
আছে গূঢ় প্রয়োজন শুনহ সত্বর ॥
তব পিতা সাধুজন গুরু মোসবার।
তোমরা পুত্রের গুরু হও হে আমার ॥
নিকটে লইয়া যাও চারিটি কুমার।
দৈত্যনীতি শিক্ষা দাও করিয়া বিচার ॥
সুশিক্ষা পাইলে পুত্র দিব পুরস্কার।
কুশিক্ষা শিখিলে দণ্ড পাইবে তাহার ॥
রাজার ভারতী শুনি ষণ্ডামার্ক কয়।
অবশ্য শিক্ষিত তব করাব তনয় ॥
একে একে চারি শিশু করিয়া গ্রহণ।
ষণ্ডামার্ক নিজ গৃহে করিল গমন ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে ল'য়ে শিশুগণ।
করিল সে ষণ্ডামার্ক শিক্ষা আরম্ভন ॥
চারি পুত্রে সম পাঠ সম শিক্ষা দিল।
প্রহ্লাদের চিত্ত তাহে তুষ্ট না হইল ॥
অহঙ্কার পূর্ণ শিক্ষা করিতে অভ্যাস।
না চাহিল প্রহ্লাদের হৃদয়ের আশ ॥
যাহা শিখে তাহে হরি দেখিবারে পায়।
সর্ব্বত্র শ্রীহরি দেখি কাঁদে উভরায় ॥
পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা কিম্বা বনচর।
সর্ব্বত্রই নারায়ণ তার বোধ হয় ॥

ইচ্ছা তার সর্ব্ব প্রতি হয় ভক্তিমান।
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার না করে বিধান॥
গুরুর ভয়েতে শিশু কাঁপে থর থর।
ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু না করে গোচর॥
ভক্তিতে মজিতে শিশু নাহি পায় স্থান।
সেই হেতু কাঁদি হয় আকুল পরাণ॥
ইচ্ছা তার কৃষ্ণ চিন্তা ক্রীড়া কৃষ্ণ সনে।
সর্ব্ব জীবে সম ভাবে নেহারে নয়নে॥
কিন্তু গুরু ভয়ে তাহা করিতে না পায়।
সেই হেতু মনোদুঃখে কাঁদে উভরায়॥
প্রহ্লাদের হেন ভাব করি নিরীক্ষণ।
মনেতে সন্দিগ্ধ হৈল দুষ্ট গুরুজন॥
হেথা কিছুদিন পরে তবে দৈত্যরায়।
ভাবিলা তনয়ে গুরু কি নীতি শিখায়॥
সভাতলে আসি রাজা পাঠাইল চর।
আনিতে তনয় সহ দুই গুরুবর॥
সেইক্ষণে যণ্ডামার্ক লইয়া কুমার।
ভীতমনে আসিলেন সম্মুখে রাজার॥
পুত্রগণে হেরি তবে আনন্দে রাজন।
কনিষ্ঠেরে নিজ বক্ষে করিলা ধারণ॥
কহিতে লাগিলা পুত্রে চুম্বিয়া বদন।
শৈশবে আছিলে বৎস সচঞ্চল মন॥
কেমন শিখিলে শিক্ষা শুনাও আমায়।
কোন বস্তু ভাল লাগে বলহ তোমায়॥
রাজার বচন শুনি প্রহ্লাদ কুমার।
অন্তরে উদিল মনে নারায়ণ সার॥
চিন্ময় হরির ভাব করিয়া চিন্তন।
প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হৈল শিশুর নয়ন॥
দুনয়নে বারি ঝরে দেখিয়া তাহায়।
কেন কাঁদ বল বৎস কহে দৈত্যরায়॥
কোন বস্তু ভাল লাগে বলহ আমায়।
এখনি আনিয়া দিব সে দ্রব্য তোমায়॥
পুনশ্চ প্রশ্নের কথা প্রহ্লাদ শুনিয়া।
প্রেমভরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
কি কহিব তোমা পিতা তুমি গুরুজন।
সার বস্তু এ সংসারে শ্রীহরি চরণ॥
অন্ধকূপ মম পক্ষে হয় এ সংসার।
হরি বিনা এ সংসারে বিষের আধার॥
এ সব ত্যজিয়া গিয়া ভীষণ কানন।
যদি পাই করিবারে যোগ আরম্ভন॥
যোগে হরিমূর্ত্তি যদি দেখিবারে পাই।
তদপেক্ষা ভাল মম এ সংসারে নাই॥
পুত্রের বচন শুনি তবে দৈত্যরায়।
অন্তরে হয়েন ক্রুদ্ধ বেষ্টিত মায়ায়॥
দূরে ফেলি পুত্রে তবে যণ্ডামার্কে কন।
এই কি উচিত শিক্ষা গুরুর নন্দন॥
রাজার হেরিয়া ক্রোধ যণ্ডামার্ক কন।
এ হেন সন্তান আমি না দেখি কখন॥
কোথায় পাইল শিক্ষা তোমার তনয়।
কেমনে জানিব মোরা তাহা দৈত্যরায়॥
আর তিন জনে রাজা কর জিজ্ঞাসন।
উত্তর দিবেক তোমা যা দিনু শিক্ষণ॥
রাজা বলে শুন শুন শুক্রের কুমার।
মাপ কৈনু যত দোষ করিলে এবার॥
পুনশ্চ লইয়া যাও আমার নন্দন।
উত্তম শিক্ষায় বদ্ধ কর এর মন॥
দৈত্যের তনয় লয়ে দুই গুরুজন।
আপন আলয়ে তবে করিল গমন॥
যণ্ডামার্ক প্রহ্লাদেরে করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসিল কোথা বৎস পাইলে শিক্ষণ॥
যে কৃষ্ণের নাম মোরা কভু নাহি করি।
কোথা হৈতে শিখি তুমি বল হরি হরি॥
গুরুর প্রশ্নেতে শিশু প্রেমে সকাতর।
প্রেমভরে কহিলেন শুন গুরুবর॥
যেজন রচিল বিশ্ব তোমায় আমায়।
আবরিত করে যেই আপন মায়ায়॥
সেই নারায়ণ কভু দেখা নাহি যায়।
অদৃশ্যে থাকিয়া দেখা দিলেন আমায়॥

তাঁহার শিক্ষার মতে তাঁহে দিয়া মন।
করি আমি হরি হরি শুনহ ব্রাহ্মণ॥
তবে ষণ্ডামার্ক শুনি প্রহ্লাদের বাণী।
প্রমাদ গণিল ভাবি ফল অনুমানি॥
বেত্র আনি তবে দুষ্ট করে তিরস্কার।
প্রহ্লাদে উঠিল তেড়ে করিতে প্রহার॥
অনশন বেত্রাঘাত দেখাইয়া ভয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম শিক্ষা দিল সুনিশ্চয়॥
ভয়েতে শিখিলা শিশু দৈত্য আচরণ।
বিস্মৃত নহিল তবু শ্রীহরি চরণ॥
পুনশ্চ দৈত্যের মনে হইল স্মরণ।
প্রহ্লাদ শিখিল কিবা হইতে জ্ঞাপন॥
শুক্রের আবাসে ত্বরা পাঠাইল চর।
শিশু সহ ত্বরায় আসেন গুরুবর॥
বহুদিন পুত্রমুখ না দেখি জননী।
অগ্রেতে প্রহ্লাদে কোলে করিল আপনি॥
মাতার স্নেহের বস্তু কনিষ্ঠ সন্তান।
পুত্র কোলে করি তার তুষ্ট হৈল প্রাণ॥
সুবাসিত জলে পুত্রে করাইল স্নান।
বসন ভূষণ দিল বিবিধ বিধান॥
পাঠাইল পরে পুত্রে পিতার সদন।
পুত্রে হেরি কোলে করে দৈত্যের রাজন॥
শির চুম্বি কন তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
কোন বস্তু ভাল বাছা করাও গোচর॥
এতদিন গুরুগৃহে যা কিছু পঠন।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা করহ বর্ণন॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ।
যাহা মোর ভাল লাগে কহি বিবরণ॥
হরিকথা যদি আমি করি আকর্ণন।
যদি পাই করিবারে শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
যদি পাই স্মরিবারে সেই নারায়ণ।
কিম্বা সেবিবারে পাই সেই শ্রীচরণ।
অথবা পূজিতে পাই করিতে বন্দন।
দাস ভাবে যদি পারি রাখিতে জীবন॥

কিম্বা সখাভাবে যদি করি দরশন।
যদি পারি করিবারে আত্ম নিবেদন॥
ঘুচে যায় মনখেদ ভাবি তাঁহে সার।
যদি পারি সমর্পিতে এই দেহ ভার॥
এই নববিধ ভাব করি অনুষ্ঠান।
বিষ্ণু পদে যদি পারি রাখিতে এ প্রাণ॥
তাহাই উত্তম মম কহিনু রাজন।
কিন্তু গুরু গৃহে নাই হেন অধ্যাপন॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি কশিপু তখন।
ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রে করিলা ক্ষেপণ॥
সিংহাসন ত্যজি তবে গুরু প্রতি ধায়।
ষণ্ডামার্ক প্রাণভয়ে কহেন তাঁহায়॥
স্থির হও স্থির হও তুমি দৈত্যেশ্বর।
ইন্দ্র শত্রু তব হয় আমি সে কিঙ্কর॥
নাহি মম অপরাধ কহিনু রাজন।
সত্য কহিবেক শিশু কর জিজ্ঞাসন॥
গুরুর বচন শুনি তবে দৈত্যবীর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে বচন গভীর॥
বল দুষ্ট কোথা হৈতে এ শিক্ষা পাইলি।
সুপবিত্র দৈত্যকুলে কলঙ্ক রাখিলি॥
ত্রিভুবন জয়ী আমি এ সাহস কার।
শিখাইল ভক্তি তোরে না মানি আমার॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ।
আপনি শিখিনু আমি হেন আচরণ॥
এত কথা শুনি দৈত্য রক্তিম লোচন।
তিরস্কার করি পুত্রে কহেন বচন॥
পবিত্র দৈত্যের কুলে তুই কুলাঙ্গার।
যেই হরি মম শত্রু তুই ভক্ত তার॥
এখনি মারিব তোরে লইব জীবন।
দেখিব কেমনে তোরে রাখে নারায়ণ॥
এত বলি দৈত্য তবে করিয়া গর্জ্জন।
ডাকাইয়া অনুচরে কহেন বচন॥
আমার কুমার বলি নাহি ভয় কার।
শীঘ্র কর প্রহ্লাদের জীবন সংহার॥

বিবিধ যাতনা দিয়া করহ সংহার।
মম বংশ নষ্ট কৈল এই কুলাঙ্গার॥
রাজার ভারতী শুনি তবে দৈত্যগণ।
মারিবারে প্রহ্লাদেরে করিল গ্রহণ॥
ভক্তির সাহস এত কহিনু রাজন।
এত বলি স্থির হন নারদ সুজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আধার॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত।

অথ দৈত্যগণ কর্তৃক প্রহ্লাদের যন্ত্রণা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
যেই কথা যুধিষ্ঠিরে কন ঋষিবর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন নারদ সুজন।
শুন রাজা সে দৈত্যের তনয় পীড়ন॥
প্রহ্লাদের মুখে শুনি হরি হরি ধ্বনি।
অতি ক্রুদ্ধ হইলেন দৈত্য নৃপমণি॥
ক্রুদ্ধ হয়ে অনুচরে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল দৈত্য কঠোর বচন॥
মম বাক্য ধর তবে যত অনুচর।
প্রহ্লাদে নিধন কর হইয়া সত্বর॥
বাণ শূল অসি আর তোমর মুদ্গার।
মারিয়া শিশুর প্রাণ শীঘ্র নাশ কর॥
রাজার বচন শুনি দৈত্য অনুচর।
হস্তীসম পুষ্টকায় যমের দোসর॥
সিংহসম ভীমনাদে করিয়া গর্জ্জন।
প্রহ্লাদের নিকটেতে করিল গমন॥
ভক্তিরসে মত্ত শিশু কৃষ্ণগত প্রাণ।
অচল বিশ্বাস কৃষ্ণে সুমেরু সমান॥
নিধনের বার্ত্তা শুনি ভয় নাহি পায়।
শ্রীহরি শ্রীহরি বলে ডাকে উভরায়॥
কোথা আছ নারায়ণ ভক্তের জীবন।
রাখ মোরে এ বিপদে দিয়া শ্রীচরণ॥

প্রহ্লাদ রহিলা স্থির প্রেমেতে মাতিয়া।
শেল শূল হস্তে দৈত্য আসিল ধাইয়া॥
কার হস্তী সম মুখ কেহ সিংহসম।
তালবৃক্ষ সম কেহ মূর্ত্তিমান যম॥
শিশুরে দেখিয়া মায়া না হৈল কাহার।
শূল হস্তে ধায় সবে করি মার মার॥
শত বাণ শত অস্ত্র করিল ক্ষেপণ।
তথাপি মারিতে নারে প্রহ্লাদ জীবন॥
রক্ত বিন্দু নাহি পড়ে প্রহ্লাদের গায়।
প্রেমেতে মাতিয়া শিশু হরিগুণ গায়॥
কতক্ষণ চেষ্টা করি থামি দৈত্যগণ।
বলে মায়া বিদ্যা জানে রাজার নন্দন॥
অস্ত্র ব্যর্থ হৈল দেখি কশিপু রাজন।
প্রহ্লাদে হেরিয়া ভয় পাইল তখন॥
মনে করে বুঝি শেষে এই কুলাঙ্গার।
স্ববংশে পরেতে মোরে করিবে সংহার॥
জীবনের মমতায় সে দৈত্য রাজন।
পুত্রেরে ভাবিল শত্রু করিতে নিধন॥
পুনশ্চ ডাকিয়া রাজা কহে অনুচরে।
করহ উপায় সবে যাহে শিশু মরে॥
সমুদ্রে পর্ব্বতে কিম্বা হস্তী পদতলে।
পর্ব্বতে সাগরে কিম্বা ভীষণ গরলে॥
ইন্দ্রজাল অনশনে হিমেতে অনলে।
যে প্রকারে পার শিশু মার কোন ছলে॥
অনুচরগণ শুনি এ হেন বচন।
প্রথমে আনিল এক উন্মত্ত বারণ॥
শালগাছ সম তার দুই দন্ত রয়।
মদেতে উন্মত্ত অঙ্গ মদস্রাব বয়॥
মেঘের গর্জ্জন সম করিয়া বৃংহতি।
নিধন স্থানেতে হস্তী আসে শীঘ্রগতি॥
বড় বড় বৃক্ষ আর যতেক প্রাচীর।
মাতিয়া ভাঙ্গিল হস্তী হইয়া অধীর॥
এ হেন হস্তীর পদে প্রহ্লাদে লইয়া।
দৈত্য অনুচর দিল সজোরে ফেলিয়া॥

হরিপ্রেমে মত্ত শিশু না করিয়া ভয়।
নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারয় ॥
যখন পড়িল শিশু হস্তীর চরণে।
এইবার মারা গেল ভাবে দৈত্যগণে ॥
যেইজন এই বিশ্ব করেন রক্ষণ।
কে পারে করিতে তার ভক্তের নিধন ॥
প্রহ্লাদে সমীপে পেয়ে বারণ তখন।
শুণ্ড দিয়া ধরি কৈল শিরেতে স্থাপন ॥
ভক্তেরে শিরেতে ধরি উন্মত্ত বারণ।
আনন্দে করিল নৃত্য হ'য়ে শান্ত মন ॥
ইহাতে না মরে দেখি যত দৈত্যচয়।
প্রহ্লাদে লইয়া তবে নৃপতিরে কয় ॥
ইন্দ্রজাল জানে রাজা তোমার নন্দন।
প্রহ্লাদে পাইয়া শান্ত উন্মত্ত বারণ ॥
এত কথা শুনি কহে কশিপু তখন।
পর্ব্বত হইতে দুষ্টে করহ ক্ষেপণ ॥
রাজার বচন শুনি যত অনুচর।
প্রহ্লাদে লইয়া উঠে পর্ব্বত উপর ॥
কেশে ধরি তিরস্কারী প্রহ্লাদে তখন।
হস্ত পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ হৈতে ভূমে নিক্ষেপিল।
হরি হরি করি শিশু ডাকিতে লাগিল ॥
ভক্তেরে পাইয়া কোলে ধরণী তখন।
জননী সমান বক্ষে করিল ধারণ ॥
আনন্দে মাতিয়া শিশু বলে নারায়ণ।
কোথা আছ দেখা দাও ভক্তের জীবন ॥
হরি হরি বলি শিশু কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
দুনয়নে প্রেম অশ্রু অবিরত ঝরে ॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি যত দৈত্যগণ।
অদ্ভুত বারতা নৃপে জানায় তখন ॥
পর্ব্বতে না মরে শিশু ভয় নাহি করে।
হরি হরি বলি সদা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
কহিলা সর্পের মুখে করহ ক্ষেপণ ॥
রাজার হুকুম শুনি যত অনুচর।
মাল দিয়া আনাইল যত বিষধর ॥
অবরুদ্ধ এক গৃহে রাখি বিষধর।
প্রহ্লাদেরে নিক্ষেপিল তাহার ভিতর ॥
ভক্তেরে পাইয়া তবে ভুজঙ্গম যত।
প্রহ্লাদ সহিত নাচে হইয়া উন্মত্ত ॥
তালি দিয়া নাচে শিশু বলে হরি হরি।
তালে তালে নাচে বেড়ি সর্প বিষধরি ॥
প্রহ্লাদ না মৈল দেখি যত দৈত্যগণ।
পুনশ্চ নৃপেরে আসি করিল জ্ঞাপন ॥
প্রহ্লাদ জীবিত শুনি ক্রোধে দৈত্য কয়।
পোড়াও অগ্নিতে দুষ্টে কহেন সবায় ॥
রাজার বচন শুনি অনুচর যত।
ভীষণ জ্বালিল অগ্নি করি মনোমত ॥
প্রহ্লাদে লইয়া তাহে করিল ক্ষেপণ
হরি হরি বলি শিশু ডাকিল তখন ॥
হরিনাম শুনি অগ্নি হৈল হিম প্রায়।
প্রহ্লাদ অনল মাঝে বসিয়া খেলায় ॥
অসম্ভব কাণ্ড দেখি তবে দৈত্যেশ্বর।
অনশনে রাখে শিশু বদ্ধ করি ঘর ॥
অনশনে কারাগারে পাইয়া নির্জ্জন।
ভক্তিরসে মজি শিশু ডাকে নারায়ণ ॥
ভক্তের জীবন লাগি সে দয়াল হরি।
অমৃত খাওয়ান তারে নিজ করে ধরি ॥
কিছুদিন পরে তবে খুলি সেই ঘর।
প্রহ্লাদ মরিল বলি ভাবে দৈত্যবর ॥
দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া দেখে প্রহ্লাদ জীবিত।
পূর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট অতি হরষিত ॥
ইহা দেখি ক্রোধে রাজা হ'য়ে অগ্নিপ্রায়।
আনিয়া বিবিধ অন্ন গরলে মিশায় ॥
পুত্রে কন এই অন্ন করহ ভোজন।
নহে দুষ্ট মুষ্ট্যাঘাতে বধিব জীবন ॥
অন্তরে বিরাজে যার সেই নারায়ণ।
কি ভয় করিতে তার গরল ভোজন ॥

সুখেতে লইয়া অন্ন দৈত্যের কুমার।
হরিকে অর্পণ আগে করে তিনবার॥
হরিকে অর্পণে বিষ অমৃত হইল।
সুখেতে প্রহ্লাদ তাহা ভোজন করিল॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি তবে দৈত্যেশ্বর।
ডাকাইয়া কহিলেন শুন অনুচর॥
দুষ্টেরে লইয়া যাও সাগরের ধার।
পাষাণ লইয়া বাঁধ বক্ষেতে ইহার॥
হস্ত পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন।
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে করিও ক্ষেপণ॥
নৃপের বচন শুনি অনুচরগণ।
প্রহ্লাদে সাগর তীরে আনিল তখন॥
হস্ত পদ অগ্রে তার করিয়া বন্ধন।
বক্ষেতে করিল গুরু পাষাণ বন্ধন॥
হেনরূপে বাঁধি তুলি পর্ব্বত উপর।
তথা হ'তে নিক্ষেপিল সাগর ভিতর॥
এতেক বিপদে শিশু ভয় নাহি পায়।
হরি হরি বলি সদা ডাকে উভরায়॥
পাষাণ বন্ধনে তাহে না পায় বেদন।
হরিপ্রেমামৃত পানে শান্ত তার মন॥
পাষাণ সহিত পড়ে সাগর ভিতর।
পাষাণ হইল ভেলা জলের উপর॥
ভক্তেরে পাইয়া স্থির হইল সাগর।
যেন সুধা মাঝে খেলে হাসে শিশুবর॥
মৃদু স্রোত ভাসি তায় তুলিল ডাঙ্গায়।
হরিধ্বনি করি শিশু কাঁদে উভরায়॥
শিশু না মরিল দেখি দৈত্য অনুচর।
রাজার নিকটে আসি কহিল বিস্তর॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি কশিপু রাজন।
মন্ত্রীসহ সুমন্ত্রণা করেন তখন॥
অতি দুষ্টজন হয় আমার নন্দন।
ইহার হস্তেতে বুঝি আমার নিধন॥
ইহার বধের মন্ত্রী করহ উপায়।
নচেৎ আমার প্রাণ আকুল চিন্তায়॥
শুকদেব কন শুন নৃপ পরীক্ষিত।
বিপদে প্রহ্লাদে ভাবে নারায়ণে হিত॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন নারদ সুজন।
একে একে প্রহ্লাদের সব বিবরণ॥
অপরে শুনহ রাজা নারদ বচন।
ধর্ম্মরাজে এই ভাবে করেন বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তি পুণ্যধন।
ভক্তের বিপদহারী শ্রীমধুসূদন॥

ইতি প্রহ্লাদের যন্ত্রণাপ্রাপ্তি সমাপ্ত।

অথ প্রহ্লাদের জন্মশুদ্ধি কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রহ্লাদের জন্ম কথা অতি মনোহর॥
ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ সুজন।
কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
কিছুতেই না মরিল দেখিয়া কুমার।
আনিলা কশিপু তাহে সভার মাঝার॥
প্রহ্লাদে আনিয়া তবে দৈত্য মহাবীর।
মন্ত্রীগণে কহিলেন বচন গভীর॥
কর কর মন্ত্রী সবে এ হেন মন্ত্রণ।
যাহাতে পুত্রের মৃত্যু হয় সংঘটন॥
অনল সলিল আর ফণি বিষধরে।
মরিল না দেখি ফেলি সাগর ভিতরে॥
তাহাতেও না মরিল দেখিয়া নন্দন।
কারাগারে রাখিলাম করি অনশন॥
কিছুতে দুষ্টের মৃত্যু না হয় ঘটন।
দেখিয়া ক্রোধেতে দগ্ধ হয় মম মন॥
যাহে শীঘ্র মারা যায় এই কুলাঙ্গার।
করহ ত্বরায় মন্ত্রী বিহিত তাহার॥
রাজার বচন শুনি যত মন্ত্রীগণ।
করযোড়ে কশিপুরে কহেন তখন॥
অপূর্ব্ব এ শিশু রাজা জন্মিল তোমার।
না পারি মারিতে এরে করিয়া বিচার॥

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মহা ঋষিবর।
হিতাহিত জ্ঞান তাঁর আছয়ে বিস্তর॥
সম্প্রতি গেছেন তিনি দূর দেশান্তর।
অবিলম্বে আসিবেন আমার গোচর॥
আসিলে সে ঋষিবরে করিয়া বিদিত।
মৃত্যুর উপায় রাজা করিব বিহিত॥
এত বলি মন্ত্রীগণ প্রহ্লাদে ধরিয়া।
ষণ্ডামার্ক গৃহ মাঝে আসিল রাখিয়া॥
ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদেরে করিয়া গ্রহণ।
পুনশ্চ কহিল তারে সুমিষ্ট বচন।
শিখ বৎস আমাদের যত হিতবাণী।
যদ্যপি রাখিতে চাও আপন পরাণী॥
কাম বিদ্যা শিক্ষা কর অর্থ নীতি আর।
তব পিতা তাহে তুষ্ট হইবে এবার॥
এত বলি ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদে লইয়া।
দৈত্য শিশুগণ মাঝে আসিল রাখিয়া॥
বয়সে কোমল যত দৈত্যের কুমার।
কাম অর্থে মাতি শিক্ষা পায় সুবিস্তার॥
বয়স্য প্রহ্লাদে তারা করি দরশন।
আনন্দে উন্মত্ত সবে হইল তখন॥
কি শিক্ষা শিখিলে ভাই মরণ লাগিয়া।
সন্তুষ্ট হইবে পিতা পুত্রেরে বধিয়া॥
আমরা বয়স্য তোরে কত ভালবাসি।
তোর দুঃখ দেখে বহে চক্ষে অশ্রুরাশি॥
আমাদের কথা রাখ ত্যাগ কর হরি।
তুষ্ট হোক তোর পিতা তব হিত স্মরি॥
তাহাদের বাক্য শুনি প্রহ্লাদ তখন।
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কহিল বচন॥
তোমরা বান্ধব মম ধর মম বাণী।
পরকালে যাহে শান্তি প্রাপ্ত হবে প্রাণী॥
যে শিক্ষা শিখিনু আমি আপন অন্তরে।
তার সম শিক্ষা নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
শোক দুঃখ নাহি তাতে সদানন্দময়।
দূরে যায় গ্রহপীড়া আর মৃত্যু ভয়॥
তোমরা বয়স্য মম আমি বন্ধু হ'য়ে।
বিলাতে এসেছি হরি নামামৃত ল'য়ে॥
এস ভাই নাম সুধা কর সবে পান।
উচ্চারণ মাত্র শুদ্ধ হবে সব প্রাণ॥
ভাবিয়া দেখহ ভাই অনিত্য সংসার।
ধর্ম্ম একমাত্র ভাই জেনো সবে সার॥
দুর্ল্লভ মানব জন্ম সর্ব্ব জন্ম সার।
ধর্ম্মই সঙ্কল্প এর করিলে বিচার॥
অতএব শুন ভাই ধর্ম্ম কর সার।
হরিনাম মুখে কর বসি অনিবার॥
যেইজন এই বিশ্ব করিল সৃজন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আছেন সে জন॥
সে হরির সেবা কর নাম কর গান।
পাইবে অবশ্য বন্ধু তাহে পরিত্রাণ॥
এ প্রপঞ্চ দেহ মাত্র মায়ার আধার।
এ সংসারে দেখ পূর্ণ হয় অহঙ্কার॥
অসার সংসার মাঝে বিষ্ণু মাত্র সার।
ভাই সবে চিন্তা কর শ্রীচরণ তাঁর॥
শত বর্ষ পরমায়ু ধরে যত নর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার হয় বিনশ্বর॥
শৈশবে কৈশোরে নষ্ট বিংশতি বৎসর।
বিংশতি বিনষ্ট হয় পেয়ে জরা ভর॥
শত বর্ষ যদি হয় জীবের জীবন।
দশ বর্ষ মাত্র রহে করিতে সাধন॥
কাম ক্রোধ লোভাদিতে বিমোহিত মন।
পদে পদে আসি তারা করে অঘটন॥
প্রিয়জন সঙ্গালাপে প্রেয়সিতে রতি।
অনুরক্তা কন্যা পুত্র ধন জন প্রতি॥
অতএব দেখ ভাই ধরিয়া জীবন।
তিল মাত্র সুখ নাই সংসার বন্ধন॥
গুটিপোকা যথা গুটি করিয়া গঠন।
আপনি গুটির মধ্যে থাকয়ে বন্ধন॥
তেমতি লভিয়া জন্ম এ সংসারে নর।
মুক্তির উপায় নাহি করে দৃঢ়তর॥

মায়া মোহপাশে তার ঘটয়ে বন্ধন।
মুক্তির উপায় তার নাহি কদাচন॥
তাই বলি শুন ভাই দৈত্যের কুমার।
ত্যাগ কর মম বাক্যে অসুর আচার॥
সর্ব্বভূতে দয়া কর স্থির কর মন।
চিন্তামাত্র দেখিবারে পাবে নারায়ণ॥
উপাসনা করি যদি তোষ নারায়ণ।
না রবে অলভ্য কিছু ধরিয়া জীবন॥
দূরে যাবে যম ভয় হবে শান্তিময়।
মায়া মোহ সহ রণে লভিবে বিজয়॥
হেন উপদেশ আমি নারদ গোচর।
শিখিয়া হরির দেখা পাই নিরন্তর॥
তাই বলি বন্ধু সবে ধর মম বাণী।
প্রাণপণে সেবা কর সেই চক্রপাণি॥
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি অমৃত সমান।
আনন্দে মাতিল যত বালকের প্রাণ॥
কেহ বলে যা কহিলে অপরূপ অতি।
আর' বল আর' বল শুনিব সম্প্রতি॥
কেহ বলে হেন কথা শিখিলে কোথায়।
সুপবিত্র হরিনাম মণ্ডিত সুধায়॥
কেহ বলে বল বল পুনশ্চ আখ্যান।
যে উপায়ে হরিলাভে পাইয়াছ জ্ঞান॥
আর জন বলে ভাই জিজ্ঞাসি তোমায়।
বয়সে মোদের সম তোমায় দেখায়॥
দৈত্যরাজ পুত্র তুমি থাক অন্তঃপুরে।
নারদের সহ দেখা পাও কি প্রকারে॥
বয়স কোমল অতি দৈত্যের কুমার।
অন্তর সরল যেন নবনী আধার॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি যত শিশুগণ।
হরি দেখিবারে সবে করিল যে মন॥
আনন্দে নাচিয়া সবে প্রহ্লাদেরে কয়।
যাঁহার এমন গুণ কিরূপ সে হয়॥
কেমনে সে হরি দেখা পাইয়াছ বল।
শ্রীহরি দেখায়ে কর জনম সফল॥
প্রহ্লাদে বেড়িয়া যত দৈত্যের নন্দন।
আনন্দে করিল সবে নৃত্য আরম্ভন॥
প্রহ্লাদ কহেন শুন বয়স্য আমার।
কেমনে পাইনু হরি কহিব বিস্তার॥
মন্দরে যখন পিতা তপস্যা কারণ।
রাজ্যভার ত্যজি তথা করেন গমন॥
সেইকালে দানবের হৈলে বল নাশ।
দেবগণে করে তবে বলের প্রকাশ॥
ইন্দ্র সহ দেবগণ করিয়া মিলন।
ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ্য কৈল আক্রমণ॥
পুর গ্রাম ব্রজ আর যতেক নগর।
একে একে দৈত্যগণ লইল বিস্তর॥
দানব দানবী যত করিয়া গ্রহণ।
পারিল করিল যত মস্তক ছেদন॥
সেইকালে মম মাতা ছিল রাজরাণী।
ইন্দ্র তারে করিলেন তখনি বন্দিনী॥
বন্দিনী করিয়া তাঁরে স্বরগ মাঝারে।
রাখেন তাঁহারে বাঁধি নিয়া কারাগারে॥
জাতিতে কামিনী হন আমার জননী।
বিপদে আকুলা যেন মণিহরা ফণী॥
সেইকালে পরিপূর্ণ গর্ভ ছিল তাঁর।
গর্ভরক্ষা হেতু চিন্তা হইল অপার॥
প্রাণভয়ে সতী সাধ্বী কেঁদে বলে তায়।
বিনা দোষে কেন কর বন্দিনী আমায়॥
আছিলা নারদ ঋষি তথায় তখন।
দয়ার্দ্র হইল চিত্ত শুনিয়া ক্রন্দন॥
স্থির হও বলি ঋষি ইন্দ্রে সম্বোধিয়া।
কহিলেন সুরপতি শুন মন দিয়া॥
কয়াধু দানবী বটে জাতিতে রমণী।
কোন দোষে নারী হত্যা কর দেবমণি॥
অবলা সরলা বালা করিছে ক্রন্দন।
উহারে আমার হস্তে করহ অর্পণ॥
নারদের বাণী শুনি তবে বজ্রধর।
কয়াধুরে সমর্পণ করিল সত্বর॥

সমর্পণ কালে ইন্দ্র কহেন বচন।
রাখিনু তোমার বাক্য তুমি গুরুজন ॥
একটি মিনতি মম তোমার সকাশ।
যখন ইহার পুত্র হইবে প্রকাশ ॥
সেই পুত্র মম হস্তে করিবে অর্পণ।
সন্তুষ্ট হইব বধি তাহার জীবন ॥
নারদ কহেন তবে শুন সুরপতি।
মহা-ভাগবত হবে ইহার সন্ততি ॥
সেই হেতু বধ তার উচিত না হয়।
তাহা হ'তে দৈত্য বধ কহিনু নিশ্চয় ॥
জননীরে ল'য়ে তবে সেই ঋষিবর।
আপন আশ্রমে যান হইয়া সত্বর ॥
আশ্রমে আসিয়া তবে জননী আমার।
যে পর্য্যন্ত নাহি মুক্ত হন কারাগার ॥
সে অবধি যাতে তাঁর সন্তান না হয়।
হেন বর পাইবারে আশা করি লয় ॥
বহু যত্নে নারদের করেন সেবন।
ক্রমে তাহে তুষ্ট হন সেই ঋষিগণ ॥
জননী সেবায় তুষ্ট হ'য়ে ঋষিবর।
শ্রীহরির তত্ত্ব কথা কহেন বিস্তর ॥
সে অবধি পাই আমি হরি পরিচয়।
শ্রীহরি চরণে তাই মতি মম হয় ॥
তাই বলি ভাইগণ করি স্থির মন।
হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন ॥
হরির শরণ মাত্রে পাইবে দর্শন।
দেখিবে কি গুণ রূপ ধরে নারায়ণ ॥
বয়সে শৈশব সবে কোমল হৃদয়।
প্রহ্লাদের বাণী শুনি হরষিত হয় ॥
প্রহ্লাদে বেড়িয়া সবে হরি হরি বলে।
যণ্ডামার্ক শুনি তাহা অগ্নি হেন জ্বলে।
বেত্র ল'য়ে তাড়াতাড়ি যণ্ডামার্ক ধায়।
হরি হরি বলি শিশু ইতস্ততঃ ধায় ॥
প্রহ্লাদ মিলনে নষ্ট হৈল শিশুগণ।
ভাবি যণ্ডামার্ক যায় রাজার সদন ॥

নারদ সম্বোধি তবে যুধিষ্ঠিরে কন।
ভক্তের সংযোগে শুদ্ধ হয় দুষ্ট মন ॥
ভক্তের মহিমা হেন রাজা পরীক্ষিত।
উপেন্দ্র রচিলা গীত হরি নামামৃত ॥

ইতি প্রহ্লাদের জন্মশুদ্ধি কথা সমাপ্ত।

অথ নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ।

শুকদেব কন তবে রাজা পরীক্ষিত।
কশিপুর বধ কথা হও সুবিদিত ॥
ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ সুজন।
হিরণ্যকশিপু বধ করেন বর্ণন ॥
প্রহ্লাদ সহিত মিলে যবে শিশুগণ।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে সংকীর্ত্তন ॥
যণ্ডামার্ক ক্রোধে দগ্ধ হইয়া তখন।
দ্রুতবেগে প্রবেশিল রাজার ভবন ॥
তাল বৃক্ষ সম দেহ মেঘ জটাজাল।
অতি কৃষ্ণবর্ণ কায় দেখিতে বিশাল ॥
ঝঞ্ঝা বায়ু সম শ্বাস বহে ঘন ঘন।
দ্রুতপদে যায় উভে আরক্ত লোচন ॥
রাজার সমীপে গিয়া যণ্ডামার্ক কয়।
উত্তম সন্তান মোরে দিলা মহাশয় ॥
বয়সে শৈশব বটে কি কুহক জানে।
মজাইল যত শিশু নাহি ভয় প্রাণে ॥
পূর্ণকুম্ভ দুগ্ধে যথা গোমূত্র পড়িয়া।
বিন্দুমাত্রে সব দুগ্ধ ফেলে বিকারিয়া ॥
তেমতি কোমল মতি পেয়ে শিশুগণ।
প্রহ্লাদ শিখায় সবে শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥
কি আশ্চর্য্য গুণ ধরে বালক তোমার।
একা মজাইল যত দৈত্যের কুমার ॥
কর রাজা এ উপায় যাহা লয় মন।
সর্ব্বনাশ ঘটাইল প্রহ্লাদ এখন ॥
গুরুর বচন শুনি কশিপু তখন।
মাতিল পুনশ্চ ক্রোধে করিয়া গর্জ্জন ॥

অনুচরে সম্বোধিয়া কহিলেন রায়।
প্রহ্লাদের কেশ ধরি আনহ হেথায় ॥
আমি ত্রিলোকের পতি সবে আজ্ঞাকারী।
হেলিল কেন সে আজ্ঞা বুঝিতে না পারি ॥
যেই করে জিনিলাম এই ত্রিভুবন।
শাসিতে নারিনু তাহে ঔরস নন্দন ॥
আন আন অনুচর সেই কুলাঙ্গারে।
আছাড়ি বধিব আমি প্রাণেতে তাহারে ॥
রাজার আজ্ঞায় তারে যত অনুচর।
দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু ভীম কলেবর ॥
চণ্ডালের সম বেশ নাহি মায়ালেশ।
ষণ্ডামার্ক গৃহমাঝে করিল প্রবেশ ॥
হুহুঙ্কার শুনি তবে প্রহ্লাদ কুমার।
বুঝিলেন এইবারে নাহিক নিস্তার ॥
এত বলি শিশুগণে করি সম্বোধন।
প্রহ্লাদ মধুর ভাষে কহেন বচন ॥
ওই দেখ শিশুগণ করিতে শাসন।
পিতা পাঠাইল যত অনুচরগণ ॥
যেইজন পাপী হয় পাপে যার মতি।
সহজে বিরোধি সেই হরিতে দুর্ম্মতি ॥
স্বহস্তে বধিবে বলি তনয় আপন।
পাঠাইলা অনুচরে করিতে বন্ধন ॥
আমার যাতনা দেখি ভয় নাহি পাও।
উচ্চৈঃস্বরে একমনে হরিনাম গাও ॥
ভক্তাধীন নারায়ণ যদি তিনি হন।
না পাইব কোন কষ্ট কহিনু বচন ॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি দৈত্য শিশুগণ।
আনন্দে নাচিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন ॥
মাঝেতে প্রহ্লাদ নাচে হরি হরি বলি।
চারিধারে শিশু নাচে হ'য়ে কুতূহলী ॥
যম সম অনুচর প্রবেশি তথায়।
দেখিল সকলে মিলে হরিনাম গায় ॥
হরিনাম শুনি সবে অগ্নি হেন জ্বলে।
প্রহ্লাদে বাঁধিল আগে কঠিন শৃঙ্খলে ॥
রাজার নন্দন একে কিশোর বয়স।
শৃঙ্খলে না পায় পীড়া মাখি প্রেমরস ॥
প্রহ্লাদে ধরিল দেখি আর শিশুগণ।
প্রহ্লাদের দুঃখে সবে করিল ক্রন্দন।
শিরে ধরি প্রহ্লাদেরে যত অনুচর।
হস্তে পদে বাঁধি আনে রাজার গোচর ॥
কাঁচাসোনা বর্ণ মরি কোমল গঠন।
প্রেমময় হাসি মুখ কমল নয়ন ॥
হস্তে পদে বাঁধা শিশু শৃঙ্খল আবৃত।
দুর্দ্দান্ত নৃপতি কাছে হ'ল উপনীত ॥
কোমল শিশুরে দেখি পিতা নিরদয়।
ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে গর্জ্জন করয় ॥
মধ্যাহ্ন তপন সম ঘুরায় নয়ন।
কুটিল কালের সম কটাক্ষ ভীষণ ॥
ধরিয়া ভীষণ মুষ্টি ক্রোধবশে কয়।
কোথা হ'তে তোর দুষ্ট এ দুর্ম্মতি হয় ॥
জানিয়াও নাহি জান আমি কোনজন।
ত্রিভুবনে সবে সেবে আমার চরণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল জিনিয়া সমরে।
শাসিতেছি প্রচণ্ড বিক্রমে একেশ্বরে ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি আমি না জান আমায়।
হরিনাম কর দুষ্ট কাহার কথায় ॥
দেখিয়াছ মূর্ত্তি মম পর্ব্বতের প্রায়।
একই আঘাতে চূর্ণ করিব তোমায় ॥
যদি চাও রক্ষিবারে আপন জীবন।
হরি ত্যজি সেব বাপু আমার চরণ ॥
জনকের কথা শুনি প্রহ্লাদ তখন।
প্রেমে গদগদ হ'য়ে কহেন বচন ॥
অবশ্য প্রণম্য তুমি জনক আমার।
কোন বিধিমতে পিতা বধিবে কুমার ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলি কর অহঙ্কার।
হেন মিথ্যা কথা পিতা নাহি কহ আর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত অতি কি দিব তুলন।
জিনিবারে নাহি পার নিজ দেহে মন ॥

মনের সমান শত্রু নাহি ত্রিভুবনে।
সেই সর্ব্বজেতা যেই জয় করে মনে॥
দেহ মাঝে ছয় দস্যু র'য়েছে রাজন।
সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব তব করিছে হরণ॥
সেই ছয় রিপুরে পিতা নাহি করি জয়।
বৃথা জিনিয়াছ তুমি বহ্মাণ্ড নিশ্চয়॥
তাই বলি শুন রাজা আমার বচন।
ত্যজি অহঙ্কার ভজ শ্রীহরি চরণ॥
পাইবে নিস্তার তুমি রবে স্থির প্রাণ।
শাস্ত্র এ সংসার হবে বেদের প্রমাণ॥
প্রহ্লাদ এতেক বলি বাঁধা হাত পায়।
পিতার চরণতলে পড়িল ত্বরায়॥
সম্মুখে প্রহ্লাদ মুখে শুনি হরিধ্বনি।
অগ্নি সম ক্রোধে দগ্ধ হয় নৃপমণি॥
পদ দিয়া প্রহ্লাদেরে দূরে ফেলাইল।
পদাঘাতে কেমলাঙ্গে যাতনা পাইল॥
যাতনা পাইয়া শিশু হরিধ্বনি করে।
দুনয়নে প্রেমধারা দরদরে ঝরে॥
কাতরে ডাকিয়া তবে কহে নারায়ণ।
এ সময়ে দেখা দাও বিপদ-ভঞ্জন॥
ভক্তের পালক তুমি হও দয়াময়।
দাও হে আশ্রয় মোরে ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয়॥
এমত প্রকারে তবে কশিপু-নন্দন।
কাতরে ডাকিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন॥
তাহার ক্রন্দনে কাঁদে পুরনারীগণ।
পশু পক্ষী কাঁদে সবে যে করে শ্রবণ॥
আকাশে থাকিয়া কাঁদে দেবতার দল।
ভক্তেরে রাখহ বলি করে কোলাহল॥
এ হেন নন্দনে রুষ্ট কশিপু তখন।
কহিতে লাগিলা পুত্রে করিয়া গর্জ্জন॥
এতেক যাতনা পেয়ে বল তুমি হরি।
না চাহ জীবন সেই দুষ্টেরে বিস্মরি॥
আমি সবাকার সার দেখিতে না পাও।
না ভজি আমায় মিথ্যা হরিনাম গাও॥
আজ তব মম হাতে নাহিক নিস্তার।
এক মুষ্ট্যাঘাতে বধি তোরে কুলাঙ্গার॥
এত বলি ক্রোধে মাতি কশিপু তখন।
মধ্যাহ্ন তপন সম ঘুরায় নয়ন॥
প্রলয় গর্জ্জন সম করিয়া হুঙ্কার।
এক করে প্রহ্লাদের ধরে কেশভার॥
আর করে মুষ্টি ধরি তনয়েরে কয়।
ত্যজ যদি হরিনাম তব প্রাণ রয়॥
নহিলে দেখাও তবে কোথা নারায়ণ।
দেখিব কেমনে তুষ্ট হয় সেই জন॥
শিশুমতি পেয়ে তোরে ভুলাইয়া হরি।
মম ভয়ে অলক্ষ্যেতে থাকয়ে বিহরি॥
হরি অপবাদ শুনি দৈত্যের তনয়।
অন্তরে পাইয়া ব্যথা জনকেরে কয়॥
তুমি রাজা নাহি জান সেই নারায়ণ।
তাই এত কহিতেছ তাঁরে কুবচন॥
আমার জীবন লহ দুঃখ নাহি তায়।
হরি নিন্দা শুনি মম হৃদে ব্যথা পায়॥
সবার কারণ তিনি সবার আশ্রয়।
সর্ব্বস্থলে ব্যাপ্ত তিনি এ ব্রহ্মাণ্ডময়॥
শত্রু মিত্র নাহি তাঁর সম দৃষ্টিমান।
ভক্তের নিকটে হরি অতি দয়াবান॥
চেষ্টামাত্রে দেখা তাঁর পায় সর্ব্বজন।
পাবে পিতা তাঁর দেখা সেবিলে চরণ॥
প্রহ্লাদের কথা শুনি ক্রোধে দৈত্যরায়।
গর্জ্জন করিয়া বাণী কহিল তাহায়॥
কহিয়াছ তুমি পুত্র সেই নারায়ণ।
সর্ব্বত্র বিরাজ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সুবিস্তৃত হয় এই আমার আলয়।
ইহার মাঝে কি তোর সেই হরি রয়॥
হরিনামে স্নেহভরে কাঁদিয়া কুমার।
কহিলেন শুন রাজা তাঁহার বিচার॥
সূক্ষ্ম হৈতে পরমাণু স্থূলে ত্রিভুবন।
সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মম নারায়ণ॥

কি ছার দেখাও রাজা তোমার আলয়।
ভৃঙ্গে কীটে থাকে হরি করিয়া আশ্রয় ॥
ক্রোধেতে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে দৈত্যমণি।
আমার আলয়ে হরি আছে কি বাছনি ॥
যদি থাকে কেন আমি দেখা নাহি পাই।
দেখা পেলে তারে আমি উত্তম শিখাই ॥
এত পরিহাস করি কন দৈত্যপতি।
সম্মুখে দেখহ স্তম্ভ রয়েছে সম্প্রতি ॥
সর্ব্বত্রই যদি হরি থাকে কুলাঙ্গার।
স্তম্ভের ভিতরে থাকা সম্ভব তাহার ॥
যদি স্তম্ভ মাঝে তোর থাকে নারায়ণ।
দেখারে দুর্ম্মতি পুত্র পাইতে জীবন॥
তাহা যদি নাহি পার করিব নিধন।
এক মুষ্ট্যাঘাতে মুণ্ড করিব পাতন ॥
পিতার ভারতী শুনি প্রহ্লাদ তখন।
বলে কোথা আছ এস বিপদ ভঞ্জন ॥
ভক্তাধীন তুমি নাথ সর্ব্ব বর্ত্তমান।
আবির্ভূত হ'য়ে রাখ ভক্তের সম্মান ॥
স্তম্ভের মাঝারে হরি হও অবতার।
দেখিয়া আমার পিতা পাইবে নিস্তার ॥
নারায়ণ ভাবি শিশু উন্মত্ত হইল।
এস হরি এস হরি বলিয়া ডাকিল ॥
প্রহ্লাদে উন্মত্ত হেরি কশিপু তখন।
কহেন প্রহ্লাদে তোর দেখা নারায়ণ ॥
প্রহ্লাদ কহেন শুন বনমালী হরি।
ভক্তের নিকটে এস তুমি শীঘ্র করি ॥
বালকের কান্না শুনি তবে নারায়ণ।
ভয় নাই বলি তবে করিল গর্জ্জন ॥
সে গর্জ্জনে ত্রিভুবন করে থর থর।
অনন্ত কাঁপিল যেন সহিত সাগর ॥
সূর্য্যেরে বেড়িয়া কাঁপে যত গ্রহগণ।
কুলাচল সহ কাঁপে প্রলয় পবন ॥
গর্জ্জন শুনিয়া হ'ল মুগ্ধ দৈত্যমণি।
স্তম্ভেতে থাকিয়া হরি করিলেন ধ্বনি ॥
ঐ দেখা যায় তাঁর শ্যাম কলেবর।
ভুবনমোহনরূপ আকার গোচর ॥
কশিপু শুনিয়া এত কহিলা বচন।
দেখারে দেখারে মোরে কই নারায়ণ ॥
প্রহ্লাদ কহেন হরি স্তম্ভের ভিতর।
দেখ ভাল করি পিতা হইবে গোচর ॥
স্তম্ভেতে আছেন হরি শুনি দৈত্যরায়।
বধিতে হরিরে লাথি মারিলেন তায় ॥
পদাঘাতে কাঁপে স্তম্ভ সহ নারায়ণ।
উপজিল তাহা হৈতে ভীষণ গর্জ্জন ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য সহ অনুচর।
নরহরিরূপে হরি হ'লেন গোচর ॥
সিংহগ্রীবা চারি বাহু ভীষণ আকার।
কটিদেশ নর মূর্ত্তি অতি চমৎকার ॥
লক্ লক্ করে জিহ্বা তপন নয়ন।
ভীষণ দন্তের ছটা নিশ্বাস সঘন ॥
ক্রোধময়ী মূর্ত্তি ধরি তবে নারায়ণ।
বাহুড়িয়া কশিপুরে ধরেন তখন ॥
নখরে ধরিয়া অঙ্গ রাখি উরুপর।
চিরিলেন আর হাতে তাহার উদর ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল ধরা সহ কুলাচল।
হরি ক্রোধে দেবগণ করে কোলাহল ॥
দেবতা কিন্নর আর যত সিদ্ধগণ।
ইন্দ্র শম্ভু সহ এল শ্রীহংসবাহন॥
সকলে নয়নে হেরি সেই নরহরি।
ক্রোধ শান্তি লাগি রহে করযোড় করি।
কশিপুরে বধি তবে রাখি ভক্ত মান।
দেবগণে তুষ্ট হরি করেন বিধান ॥
প্রহ্লাদ দেখিয়া হেন মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
নানামতে স্তব তাঁর করিল বিস্তর ॥
রক্ষা কর তুমি হরি সবার আশ্রয়।
ভক্তের রাখহ মান তুমি দয়াময় ॥
শিশুমতি আমি অতি কি কব বচন।
দয়া করি ক্রোধ শান্তি কর নারায়ণ ॥

প্রহ্লাদের বাণী শুনি তবে নারায়ণ।
শান্ত হৈল কশিপুরে করিয়া নিধন॥
শান্ত হ'য়ে কন হরি চাহ তুমি বর।
সন্তুষ্ট হ'য়েছি আমি তোমার উপর॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি প্রহ্লাদ তখন।
কহিতে লাগিল অতি বিনীত বচন॥
কৃপা করি যদি হরি মোরে দিবে বর।
পিতারে নিস্তার কর সবার গোচর॥
তথাস্তু বলিয়া তবে সিংহমূর্ত্তিধর।
কশিপু মোচিয়া যান বৈকুণ্ঠনগর॥
ভক্তের মাহাত্ম্য রাজা করিলে শ্রবণ।
শিশুভক্তে এত তেজ কৈনু বিবরণ॥
ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ সুজন।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা কৈল সমাপন॥
শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
অমূল্য সে ভক্তিধন কহিনু নিশ্চিত॥
অপর যে প্রশ্ন রাজা কহিবে আমায়।
উত্তর দিব হে আমি কহিনু তোমায়॥
নারদের বাক্য শুনি শ্রীধর্ম্মরাজন।
পরব্রহ্ম বলি কৃষ্ণে করিলা পূজন॥
তেমতি তুমি হে রাজা কৃষ্ণে দাও মন।
অবশ্য অন্তিমে পাবে শ্রীহরি চরণ॥
বিশ্বামিত্র কুলে জাত শ্রীচণ্ডীচরণ।
কালিদাস নামে তার আছিল নন্দন॥
উমেশ নামেতে পুত্র আছিল তাহার।
জন্মিলা উপেন্দ্র তাহে দেখিতে সংসার॥
ভক্তজন লাগি ভক্তি পুষ্প বিচরণ।
করি গীত ভাগবত কৈল বিরচন॥
শ্রীহরি চরণে সবে সঁপ মন প্রাণ।
অগতির গতি হন তিনি ভগবান॥
হরি হরি বল সবে যত ভক্তজন।
সপ্তমস্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন॥

ইতি নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ সমাপ্ত।

সপ্তমস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ গজ নক্রের কথা।

শৌনকদি সম্বোধিয়া শুকদেব কন।
অষ্টমস্কন্ধের কথা শুন ঋষিগণ ॥
ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে লীলা করি হরি।
পালিলেন এ ব্রহ্মাণ্ড আহা মরি মরি ॥
সেই কথা জানিবারে রাজা পরীক্ষিত।
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়া বিনীত ॥
শুনিয়াছি তব মুখে তুমি গুরুজন।
বহু মনু মন্বন্তরে হ'য়েছে পতন ॥
বর্ত্তমান যেইকাল হয় উপস্থিত।
কত মন্বন্তর পূর্ব্বে হৈল উপনীত ॥
কোন মনু মন্বন্তরে হইল রাজন।
করিলেন হরি তাহে লীলা বা কেমন ॥
কহ ঋষি দয়া করি সেই বিবরণ।
শুনি চিত্ত সুস্থ হোক শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥
শুকদেব কন শুনি রাজার ভারতী।
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি নরপতি ॥
যত মনু মন্বন্তর হইল বিগত।
কহিব তোমায় আমি জানি যেইমত ॥
যেইকালে যেইমতে সেই নারায়ণ।
করিলেন নিজ লীলা করিব বর্ণন ॥
ছয় মন্বন্তর রাজা হৈল অবসান।
সপ্তম ইহার নাম জ্যোতিষ প্রমাণ ॥
ছয় মন্বন্তর প্রতি মনু হয় ছয়।
ছয় ইন্দ্র ছয় শ্রেণী হয় ঋষিচয় ॥
প্রতি মন্বন্তরে যত মনুবংশগণ।
করিল সুখেতে রাজ্য কন গুরুজন ॥
আদিম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব হয়।
তাঁহার বর্ণন পূর্ব্বে কৈনু মহাশয় ॥
সেইকালে জন্মিলেন দেবতা-নিচয়।
বর্ণনা করেছি পূর্ব্বে করিয়া নিশ্চয় ॥
আকুতি ও দেবহূতি কন্যা দুই তাঁর।
হরি জন্মিলেন উভ গর্ভের মাঝার ॥
কপিল ও যজ্ঞ নামে হইয়া সন্তান।
পবিত্রিলা ত্রিসংসার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

বহুকাল সেই মনু রাজ্যভোগ করি।
সর্ব্বান্তে সন্ন্যাসী হন পাইবারে হরি॥
একমনে করি মনু শুদ্ধ তপাচার।
সিদ্ধিলাভ করি পরে পায়েন নিস্তার॥
যবে যোগে সিদ্ধ হন সেই মনুবর।
হইল অসুরে তাঁরে বধিতে তৎপর॥
সেইকালে যজ্ঞরূপে অবতরি হরি।
রাখিলা মনুর মান দিয়া পদতরি॥
দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ হয়।
অগ্নির কুমার তিনি খ্যাত বিশ্বময়॥
তাঁহার রাজত্বকালে সেই নারায়ণ।
বেদশিরা ঋষি গৃহে লয়েন জনম॥
শৈশব বয়সে হরি হ'য়ে ব্রহ্মচারী।
দেখালেন হরিভক্ত ভুবন বিহারী॥
তৃতীয় মনুর নাম উত্তম আছিল।
প্রিয়ব্রত পুত্র তাহে নৃপতি হইল॥
ধর্ম্মের ভবনে হরি জন্মিয়া সে কালে।
সত্যসেন নামে খ্যাত হন ভূমণ্ডলে॥
চতুর্থ মনুর নাম তামস হইল।
উত্তমের ভ্রাতা তিনি ঋষিতে কহিল॥
উত্তমের ভ্রাতা ঋষি সেই মন্বন্তরে।
পবিত্রিলা ত্রিসংসার নিজ কীর্ত্তিভরে॥
হরিমেধা নামে ছিল ঋষি সাধুজন।
হরিণী তাহার পত্নী হরিপরায়ণ॥
তাঁর গর্ভে জন্মি হরি ধরি হরি নাম।
গজনক্র মুক্ত করি লয়েন বিরাম॥
এ কথা শুনিয়া তবে রাজা পরীক্ষিত।
শুকদেব প্রতি কন হইয়া বিনীত॥
কি আশ্চর্য্য কথা ঋষি কহিলে এবার।
কিরূপে করিলা হরি গজেন্দ্র উদ্ধার॥
কেবা সেই গজ হয় কেবা নক্রবর।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি ঋষিবর॥
রাজার ভারতী শুনি ব্যাসের নন্দন।
আরম্ভিলা গজ-নক্র উদ্ধার কথন॥

শুন রাজা একমনে হ'য়ে অবহিত।
গজ-নক্র মুক্তি কথা কহিব নিশ্চিত॥
ত্রিকূট নামেতে আছে মহা গিরিবর।
বেষ্টিত করিয়া তাহা ক্ষীরোদ সাগর॥
অযুত যোজন উচ্চ সমান প্রসর।
লৌহ রৌপ্য হিরণ্ময় তিন শৃঙ্গধর॥
অপরূপ গিরি সেই বর্ণনে না যায়।
নানারত্ন ধাতু তার অঙ্গে শোভা পায়॥
কত বৃক্ষ কত লতা কত গুল্মচয়।
নির্ঝর সহিত ঝরে কোথা নদী বয়॥
কোথা মরকত হীরা কোথা বা কাঞ্চন।
ভূরি ভূরি সে পর্ব্বতে রহে সুশোভন॥
অপ্সর কিন্নর আর যত বিদ্যাধর।
প্রেয়সী লইয়া শৃঙ্গে করয়ে বিহার॥
কেহ বা বাজায় বীণা কেহ করে গান।
প্রেয়সী লইয়া কেহ করে মধুপান॥
গহ্বর আছিলা তার অতি ভয়ঙ্কর।
সিংহ ব্যাঘ্র রহে তথা নির্ভয় অন্তর॥
মদমত্ত হস্তী দেখি ধায় সিংহগণ।
সতত বিবাদে হয় ভীষণ গর্জ্জন॥
ভীষণ অরণ্য তার তলদেশে রয়।
রবি শশী কর তথা প্রবেশ না হয়॥
শৃঙ্গের উপরে রহে দেবের কানন।
দেবসহ ক্রীড়া করে দেবাঙ্গনাগণ॥
ছয়ঋতু এককালে সেই স্থানে বয়।
এই জন্য ঋতুমৎ নাম তার হয়॥
অশোক চম্পক চ্যুত পিয়াল পনস।
তমাল দাড়িম্ব তাল চন্দন সরস॥
কত শত তরুলতা শোভে উপবনে।
ক্ষণে ক্ষণে নিন্দা করে স্বর্গীয় নন্দনে॥
সে হেন পর্ব্বতে রহে এক সরোবর।
সুবর্ণ পঙ্কজ ফুটে তাহাতে বিস্তর॥
অতি স্বচ্ছ জল তার স্ফটিকের সম।
দেখিলে সবার হয় কাঁচ বলি ভ্রম॥

রাজহংস চক্রবাক সারসী সারস।
সুখে সরোবরে ভাসে হইয়া হরষ ॥
একদা তাহার তীরে এক করিবর।
করিণীর সহ আসে নির্ভয় অন্তর ॥
মদমত্ত সেই হস্তী করি আস্ফালন।
বৃক্ষ গুল্মলতা ভাঙ্গে করিয়া ধারণ ॥
হস্তীরে নেহারী ধায় যত মৃগপতি।
নাহি সাধ্য সম্মুখীন হয় হস্তী প্রতি ॥
গণ্ডে বহে মদবারী ভীষণ গর্জ্জন।
অকালে প্রলয় মেঘ যেন সংঘটন ॥
একদা মধ্যাহ্ন যবে উত্তপ্ত তপন।
বিতরিল সে অরণ্যে ভীষণ কিরণ ॥
মদে মাতি সেইকালে সেই করিবর।
স্নিগ্ধ হৈতে প্রবেশিলা জলের ভিতর ॥
জলেতে পড়িয়া করী প্রসারিয়া কর।
জলকেলি করে পদ্ম ছিঁড়িয়া বিস্তর ॥
সরোবর মাঝে ছিল কুম্ভীর ভীষণ।
পাইল বিষম ব্যথা হস্তীর কারণ ॥
সুখে ছিল সরোবরে নাহি ছিল ভয়।
হস্তীর দলনে তার কষ্ট এত হয় ॥
সেই হেতু রাখে নক্র বিস্তারী বদন।
ধরিল ভীষণ ভাবে গজের চরণ ॥
হস্তীরে ধরিয়া নক্র মারিবারে চায়।
বীর্য্যবান সেই হস্তী রণ করে তায় ॥
কখন নক্রেরে করী করিয়া ধারণ।
আছাড়িয়া সরোবরে করে নিক্ষেপণ ॥
কখন ধরিয়া নক্র করীর চরণ।
চেষ্টা পায় করিবারে জলে নিমগন ॥
এইরূপে গজ নক্রে ভীষণ সমর।
বহুকাল ধরি হয় বর্ণিতে বিস্তর ॥
নক্র হয় জলচর নাহি কষ্ট তার।
হস্তীর ক্রমেতে নাশ জলে বল তার ॥
কিন্তু কেহ নাহি কার' কাছে পরাজয়।
কেহ কারে বিনাশিতে সমর্থ না হয় ॥
অনাহারে অনশনে ভীষণ বারণ।
জলমাঝে বলক্ষয় পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
বলক্ষয়ে সেই করী হইয়া কাতর।
জীবন রক্ষার জন্য ভাবে নিরন্তর ॥
ভাবিতে ভাবিতে তার হৈল একমনে।
দৈববশে নক্র ধরে আমার চরণে ॥
শুনিয়াছি দয়াময় প্রভু নারায়ণ।
তিনি বিনা কে খুলিবে ও নক্র বন্ধন ॥
এত মনে করি করী স্তব আরম্ভিল।
শুনিয়া তাহার স্তব দেবে মুগ্ধ হৈল ॥
প্রণমি চরণে তোমা শ্রীমধুসূদন।
বিপদে কাণ্ডারী তুমি বিপদভঞ্জন ॥
তুমি স্রষ্টা তুমি পিতা তুমি সর্ব্বময়।
তোমাতেই ত্রিসংসার বিরাজিত রয় ॥
তুমি সবাকারে দেখ মেলিয়ে নয়ন।
কেহ নাহি পায় তোমা করিতে দর্শন ॥
ঋষি-মুনি-বন্ধু তুমি দেবতার সার।
আমি হীন মতি তোমা করি নমস্কার ॥
অনন্ত তোমার শক্তি জন্ম কর্ম্ম নাই।
জ্ঞানেতে ভাবিলে তোমা অনুভবে পাই ॥
নাহি হেন শক্তি হরি করি অনুমান।
বিপন্ন দাসেরে নাথ কর পরিত্রাণ ॥
সন্ন্যাস যোগেতে করি তপ আচরণ।
দেখিয়া তোমায় মুক্তি পায় মহাজন ॥
করী জন্ম ধরি আমি অতি হীনমতি।
কি জানি করিতে দেব তোমায় প্রণতি ॥
অজ্ঞানেতে পূর্ণ এই করী জন্ম হয়।
বহুকষ্টে পশু জন্ম কহিনু নিশ্চয় ॥
কোন জন তুমি হরি জানিতে না পারি।
রাখ আজি তব পদে জীবন ভিখারী ॥
এইরূপ স্তব করি করী মহাশয়।
নারায়ণ মহামন্ত্র মুখে উচ্চারয় ॥
প্রেম ভক্তি বশে তার চক্ষে বহে জল।
নক্ররূপ মায়াপাশে হইল বিকল ॥

যত নক্র তারে ধরি করে আকর্ষণ।
তত উচ্চে বলে হস্তী রাখ নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী সেই হরি শুনিয়া ক্রন্দন।
উদ্ধারিতে গজেন্দ্রেরে কৈল আগমন॥
একমনে যদি কেহ বলে নারায়ণ।
উদ্ধারিতে তারে হরি সচেষ্টিত হন॥
অপরূপ রূপে চাপি গরুড় উপর।
উদ্ধারিতে ভক্তে ত্যজি বৈকুণ্ঠ নগর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন রূপের আভায়।
নবীন চন্দ্রমা সম আভা মাখে গায়॥
রত্নগিরি সম দেহ হিরণ্ময় কর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর॥
প্রসন্ন বদনে হরি কমল নয়ন।
আসিলেন নিস্তারিতে হস্তীর জীবন॥
ত্রিকূটে যথায় ছিল সেই সরোবর।
তাহার সমীপে হরি আসিয়া সত্বর॥
নক্র সহ গজ হস্তে করিয়া ধারণ।
ভূমের উপরে উভে করিলা ক্ষেপণ॥
লইয়া আপন চক্র ঘুরায় ভীষণ।
মহাবেগে বিদারিলা নক্রের বদন॥
হরিস্পর্শে পায় নক্র গন্ধর্ব্ব শরীর।
বৈকুণ্ঠবাসীর রূপ পান গজবীর॥
উভয়েতে হেন দেহ করিয়া ধারণ।
বন্দিলেন যথাসাধ্য শ্রীহরি চরণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হৃষ্ট দেবগণ।
থরে থরে করে দেবে পুষ্প বরিষণ॥
উভয়ে করিয়া মুক্ত দেব নারায়ণ।
যাইলেন নিজ স্থানে বিপদ ভঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজা পরীক্ষিত।
মুনিরে কহেন পুনঃ হইতে বিদিত॥
গন্ধর্ব্ব হইল নক্র গজ বিষ্ণুচর।
আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা কহ গুরুবর॥
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন।
পূর্ব্বজন্মে নক্র ছিল গন্ধর্ব্ব-নন্দন॥
যৌবনে উন্মত্ত ছিল হুহু নাম তার।
প্রেয়সী লইয়া সদা করিত বিহার॥
একদা প্রেয়সী ল'য়ে গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
ত্রিকূটের সরোবরে করিলা গমন॥
জলকেলি করে হুহু প্রেয়সী সহিত।
দেবল নামেতে ঋষি তথা উপস্থিত॥
সরোবরে নামে ঋষি স্নান করিবারে।
নক্র প্রায় ধরে হুহু জলের ভিতরে॥
তাহাতেই হ'য়ে ঋষি অতি ক্রোধপর।
নক্র হও বলি শাপ দিলেন বিস্তর।
পাইয়া ঋষির শাপ গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
মুক্তি লাগি অনুনয়ে বন্দিলা চরণ॥
প্রসন্ন হইয়া ঋষি কহিলেন তায়।
পাইবে হেথায় দেখা যবে গজরায়॥
ভীষণ বেগেতে তার ধরিলে চরণ।
প্রাণভয়ে ডাকিবে সে প্রভু নারায়ণ॥
উদ্ধার করিতে তায় জগতের হরি।
নিজ চক্রে তব মুখ ফেলিবেন চিরি॥
সেইকালে তব মূর্ত্তি হইবে প্রকাশ।
কহিনু তোমারে আমি মনের আভাস॥
হস্তী ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে নরবর।
পাণ্ডুদেশে নরপতি মহাবলধর॥
রাজ্য ত্যজি নৃপ হ'য়ে হরিপরায়ণ।
তপস্যা করিতে সুখে প্রবেশিলা বন॥
একদা তপেতে রাজা আছিল মগন।
আশ্রমে অগস্ত্য ঋষি উপস্থিত হন॥
তপাচার ত্যজি নাহি পূজে মুনিবর।
অগস্ত্য হইতে শাপ পায়েন বিস্তর॥
অগস্ত্য কহেন তোর শুদ্ধ নহে মন।
করী জন্ম লাভ তোর হউক এখন॥
তবে সেই করী জন্ম ইন্দ্রদ্যুম্ন পায়।
হরিস্পর্শে বিষ্ণুময় হয় সেই রায়॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা শুনিতে মধুর।
ভক্তের সমীপে হরি নহে কভু দূর॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
যেমতে হইল গজ নক্রের উদ্ধার ॥

ইতি গজনক্রোদ্ধার সমাপ্ত।

অথ সমুদ্র মন্থনোদ্যোগ কথন।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
সমুদ্র মন্থন কথা করিব গোচর ॥
পঞ্চম মনুর কাল হইল যখন।
রৈবতক নামে মনু হয়েন রাজন ॥
সেই কালে শুভ্র নামে মহাঋষি ছিল।
বিকুণ্ঠা নামেতে তার প্রেয়সী হইল ॥
বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম প্রভু নারায়ণ।
স্বনামে নির্ম্মাণ কৈলা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
পাপীগণে পবিত্রিয়া বৈকুণ্ঠের পতি।
আপন নগরে দেন করিতে বসতি ॥
বৈকুণ্ঠ নামেতে রাজা অপূর্ব্ব নগর।
দয়াময় হরি তথা রন নিরন্তর ॥
চাক্ষুষ নামেতে হয় ষষ্ঠ মন্বন্তর।
চাক্ষুষ নামেতে তিনি হন নৃপবর ॥
ওই মন্বন্তরে হরি বৈরাজ ঔরসে।
দেব সম্ভূতির গর্ভে জন্মেন হরষে ॥
অজিন বলিয়া তিনি হন নামধর।
অপূর্ব্ব তাহার লীলা বর্ণিতে বিস্তর ॥
অমৃত লাগিয়া যবে ক্ষুব্ধ দেবগণ।
সেইকালে হরি কৈলা সমুদ্র মন্থন ॥
সমুদ্র মাঝারে হরি কূর্ম্মরূপ ধরি।
মন্দর ধরেন পৃষ্ঠে আহা মরি মরি ॥
এত কথা শুনি তবে পরীক্ষিত রায়।
আশা করি শুকদেবে পুনশ্চ সুধায় ॥
অপূর্ব্ব কহিলা বাণী তুমি গুরুবর।
সমুদ্র মন্থন বল কোন ব্যবহার ॥
কিরূপে হইল কূর্ম্ম সেই নারায়ণ।
কিরূপে উঠিলা সুধা কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি শুকদেব কন।
সমুদ্র মন্থন কথা করহ শ্রবণ ॥
দুর্ব্বাসা নামেতে ছিল মহর্ষি প্রবর।
মূর্ত্তিমান ক্রোধরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
মেঘ সম জটাজাল তপস্যায় মন।
মৃত্যুঞ্জয় সিদ্ধিলাভ ত্রিলোক ভ্রমণ ॥
এককালে এক ঋষি করিতে ভ্রমণ।
ঐরাবতে মহেন্দ্রেরে করিলা দর্শন ॥
শচীসহ ইন্দ্রে দেখি সেই ঋষিবর।
আনন্দেতে আশীর্ব্বাদ করিলা বিস্তর ॥
মন্দার পুষ্পের মাল্য অর্ঘ্য তারে দিল।
হস্তীশুণ্ডে লাগি মালা ভূতলে পড়িল ॥
তাহাতে ভাবিয়া ঋষি নিজ অপমান।
ক্রোধেতে করিলা ইন্দ্রে অভিশাপ দান ॥
সুরপতি হ'য়ে ইন্দ্র কর অহঙ্কার।
অবহেলে অপমান করিলে আমার ॥
এই হেতু অভিশাপ দিলাম তোমায়।
আজি হৈতে লক্ষ্মীনাশ হবে অমরায় ॥
ঋষির বচনে লক্ষ্মী করে পলায়ন।
সে অবধি স্বর্গ শোভা হয় বিনাশন ॥
দেবের দেবত্ব নাশ যজ্ঞ কর্ম্ম হীন।
লক্ষ্মীহীন ত্রিভুবন হৈল শোভাহীন ॥
সেই হেতু ঋষি আদি যতেক ব্রাহ্মণ।
প্রস্থান করিল ত্যজি ত্রিদশ ভবন ॥
স্বর্গে লক্ষ্মী শূন্য হেরি ভাবে দেবগণ।
দানব সময় পেয়ে করে নিপীড়ন ॥
দেবতেজ লক্ষ্মী ছিল তাহা হৈল নাশ।
যুঝিতে অসুর সহ পায় সবে ত্রাস ॥
এতেক দুর্দ্দশা ভাবি যত দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আসি করিয়া মিলন ॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে গিয়া ব্রহ্মপাশ।
করিলেন একে একে দুঃখের প্রকাশ ॥
শুনিয়া দুর্গতি হেন কমল-আসন।
কহিল দেবেন্দ্রে তবে করি সম্বোধন ॥

কুকর্ম্ম করিয়া লভি ঋষি অভিশাপ।
পাইতেছে দেব সবে এত মনস্তাপ॥
ব্রাহ্মণের শাপ আমি নিবারিতে নারি।
সবে মিলি যাও যথা বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ হয় ক্ষীরোদ সাগর।
তার মাঝে হরি রন পেয়ে অবসর॥
চল দেবগণ সবে ক্ষীরোদের তীরে।
স্তবে তুষ্ট নারায়ণে কর ধীরে ধীরে॥
নারায়ণ তুষ্ট হৈলে পাবে পরিত্রাণ।
লক্ষ্মীর উদ্ধারে হবে অমৃত বিধান॥
অমৃত খাইয়া পুনঃ হইবে অমর।
দেবত্ব পাইবে পুনঃ নাশি দনুবর॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে সহ দেবগণ।
ক্ষীরোদের তীরে সবে কৈলা আগমন॥
ক্ষীরোদের তীরে সবে ল'য়ে দেবগণ।
আরম্ভিলা মহাস্তব শ্রীহংসবাহন॥
তুমি সর্ব্বধার দেব তুমি নারায়ণ।
তোমার রূপেতে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন॥
যে ধরণী প্রভু তুমি করিবে নির্ম্মাণ।
লক্ষ্মীহীন সেই ধরা হের বিদ্যমান॥
শস্য নাহি হয় মেঘ নাহি বর্ষে বারি।
ধরণীর দুঃখ প্রভু কহিবারে নারি॥
ধরণীর দুঃখ হেরি তুমি নারায়ণ।
লক্ষ্মীর উদ্ধার কর এই নিবেদন॥
তব রেতরূপী হয় ব্রহ্মাণ্ডের বারি।
দেখ আজ তার দুঃখ ওহে বংশীধারী॥
লক্ষ্মী বিনা তেজ তার হইয়াছে নাশ।
রাখহ তাহারে করি লক্ষ্মীর প্রকাশ॥
সোমদেব তব রূপ হন নারায়ণ।
ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুরূপী যাঁহার কিরণ॥
প্রসন্ন হইয়া নাথ তাহার উপর।
প্রকাশ করহ লক্ষ্মী স্বরগ ভিতর॥
আপনার মুখ যিনি অগ্নি নামধারী।
আজ তিনি ব্রহ্মশাপে পথের ভিখারী॥
আজ তার রাখ মান ওহে দয়াময়।
লক্ষ্মীসহ যজ্ঞ কর্ম্ম প্রকাশে নিশ্চয়॥
কত পরিচয় দিব অনন্ত-শয়ন।
অন্তর্য্যামী তুমি হও জানে সর্ব্বজন॥
দয়া করি এ বিপদে দিয়া দরশন।
বিপদে উদ্ধার কর প্রভু নারায়ণ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইলেন স্থির।
ক্ষীরোদ হইতে হরি হ'লেন বাহির॥
অপরূপ রূপ মরি বর্ণনে না যায়।
সহস্র বালার্ক প্রভা পদে শোভা পায়॥
চারি হস্ত যেন উচ্চ সুমেরুর শির।
মধ্যাহ্ন তপন সম তেজস্বী শরীর॥
হেনরূপে হরি সবে দিয়া দরশন।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি তুষ্ট কৈল দেবগণ॥
দেবগণে তুষ্ট করি কহেন বচন।
মম বাক্য ধর সবে ওহে দেবগণ॥
কালবশে তেজ সব হইয়াছে ক্ষীণ।
সুরাসুরে সন্ধি কর বুঝি সমীচিন॥
শুক্রাচার্য্য বর লভি দানবের দল।
প্রত্যেকেই নিজ অঙ্গে ধরে মহাবল॥
তাহাদের সহ মিলি যত দেবগণ।
একত্রে করহ সবে সমুদ্র মন্থন॥
মন্থনের দণ্ড কর পর্ব্বত মন্দর।
বাসুকিরে রজ্জুরূপে সবে মিলে ধর॥
দেব দৈত্য সবে মিলে করিলে মন্থন।
হইবে অমৃত লাভ লক্ষ্মীর দর্শন॥
প্রথমেই কালকূট হইবে প্রচার।
দয়া করি রুদ্র তাহে করিবে আহার॥
গরল হইলে নাশ হবে সুধাময়।
অমৃত উদ্ধার হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত কহি তিরোহিত হৈল নারায়ণ।
সকলে করিল চেষ্টা করিতে মন্থন॥
দানবের রাজা বলি আছিল তখন।
তাহার নিকট গেল যত দেবগণ॥

দেবগণে নিজ গৃহে অতিথি নেহারি।
সমাদর করিলেন মনেতে বিচারি॥
বলির যতনে তুষ্ট হন দেবগণ।
ইন্দ্র তাহে সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
সুরাসুর বটি মোরা কিন্তু হই ভাই।
বৃথা আর বিবাদেতে প্রয়োজন নাই॥
উভয়ে মিলিয়া করি ব্রহ্মাণ্ডে বিহার।
বন্ধুত্ব করিয়া নাশ ভিন্ন ব্যবহার॥
সুরপতি বাক্য শুনি কন দৈত্যপতি।
তব বাক্যে কভু মোর নাহি অসম্মতি॥
তুমি দেব শ্রেষ্ঠ আজি আমার ভবন।
পবিত্র করিলা নিজে করি পদার্পণ॥
আজি হৈতে সুরাসুরে বন্ধুত্ব স্থাপন।
অবশ্য হইল ইন্দ্র কহিনু বচন॥
বলির সম্মতি শুনি তবে সুরপতি।
কহিতে লাগিলা পুনঃ বচন সম্প্রতি॥
এক কার্য্য কর বলি হ'য়ে এক মন।
উভয়ে লভিব তাহে অমর জীবন॥
ক্ষীরোদ সাগরে আছে অমৃতের ভার।
দেবাসুরে মিলি চল করিব উদ্ধার॥
মন্থনের দণ্ড কর পর্ব্বত মন্দর।
বাসুকিরে রজ্জু কর সবার গোচর॥
একদিকে অসুরেরা করিবে ধারণ।
আর দিকে ধরিবেক যত দেবগণ॥
বাসুকি বন্ধনে গিরি করিয়া ধারণ।
উভয়ে মিলিয়া করি সমুদ্র মন্থন॥
মন্থনে উঠিবে যাহা অমৃতের ভার।
করিব সমান ভাবে উভে ব্যবহার॥
ইন্দ্রের বচন শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
আনন্দিত হইলেন অতি ঘোরতর॥
দানবে অমর হবে অমৃতের পানে।
ইহাপেক্ষা সুখ আর কিবা আছে প্রাণে
এত ভাবি দৈত্যেশ্বর দানবে ডাকিল।
দৈত্যেশের আজ্ঞায় সবে উপস্থিত হৈল॥
পৌলোম কালেয় আর নামেতে সম্বর।
ত্রিপুর অরিষ্ঠনেমি মানব প্রবর॥
আর যত দীর্ঘকায় দানবের দল।
একে একে প্রবেশিলা পূর্ণ সভাস্থল॥
সকলে সম্বোধি তবে কন দৈত্যেশ্বর।
বন্ধুত্ব করহ সবে সহিত অমর॥
রহিবে বন্ধুত্ব আজি হৈতে যত দিন।
থাকিবে উভয়ে হ'য়ে বিসম্বাদ হীন॥
বহু ভাগ্য বলে আজি ইন্দ্র মহাশয়।
পবিত্রিলা প্রবেশিয়া আমার আলয়॥
সকলে মিলিয়া ইন্দ্রে করহ সম্মান।
উহার আজ্ঞায় সবে সুস্থ কর প্রাণ॥
সুরাসুরে সখা হৈল করিয়া শ্রবণ।
সবে মিলি সবাকারে করে আলিঙ্গন॥
দেবাসুরে আলিঙ্গন হৈল সমাপন।
কহিল সবারে ইন্দ্র করি সম্বোধন॥
অমর হইতে যদি চাও দৈত্যগণ।
আমাদের সহ তবে করহ মিলন॥
সবে মিলি চল করি সমুদ্র মন্থন।
অমৃত উঠিলে উভে করিব গ্রহণ॥
ইন্দ্রের বচনে তবে উঠি দৈত্যপতি।
সবারে কহিল শীঘ্র আপন সম্মতি॥
দৈত্যগণে সম্বোধিয়া তবে দৈত্যেশ্বর।
সমুদ্র মন্থনে যান ক্ষীরোদ সাগর॥
মন্থন উদ্যোগ ইথে হৈল সমাপন।
অপরে শুনহ রাজা সুধা বিবরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পুণ্যবাণী অমৃত উদ্ধার॥

ইতি মন্থন উদ্যোগ সমাপ্ত।

অথ সমুদ্র মন্থনারম্ভ।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ক্ষীরোদ মন্থন কথা অতি মনোহর॥

ইন্দ্র দেবগণ ল'য়ে ক্ষীরোদের তীরে।
আনন্দে সহাস্যে যান অতি ধীরে ধীরে ॥
গরুড় বাহনে বিষ্ণু থাকেন তথায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রণমে তাঁহায় ॥
মন্থন উপায় কিছু করি জিজ্ঞাসন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া উপস্থিত হন ॥
হেথা অমৃতের আশে অসুরের দল।
আনন্দে নাচিয়া করে মহা কোলাহল ॥
বলির সঙ্গেতে মিলে যত দেবগণ।
অসুর সহিতে গেল ক্ষীরোদ ভবন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আর অগ্নি জলপতি।
ব্রহ্মা রুদ্র আর যত ছিল দেবপতি ॥
বলি সহ দানবেরে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল কিসে হইবে মন্থন ॥
মন্দর নামেতে গিরি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
দণ্ড রূপে তারে চাই মথিতে সাগর ॥
দেবতার বাণী শুনি অসুরের দল।
অমৃতের আশে কহে প্রকাশিয়া বল ॥
আনিব ভীষণ গিরি হোক যত ভারি।
অমৃতের আশে মোরা কি কার্য্য না পারি।
রুধিবারে পারি মোরা তপনের গতি।
চন্দ্রে আবরিতে পারি শুনহ সুমতি ॥
মন্দর আনিব মোরা করিলাম পণ।
আর কিবা চাই বল করিতে মন্থন ॥
দানব উৎসাহ হেরি কন শচীপতি।
বাসুকিরে চাই আমি হেথায় সম্প্রতি ॥
বাসুকি নহিলে রজ্জু বল কোথা পাই।
স্তব করি বাসুকিরে আন হেথা ভাই ॥
দেবেন্দ্রের বাণী শুনি দানবের দল।
আনন্দে চীৎকার করি করে কোলাহল ॥
সবে বলে অপরূপ সমুদ্র মন্থন।
বাসুকি করিতে হবে মন্দরে বন্ধন ॥
এত বলি দেব দৈত্য করিয়া মিলন।
চলিল যথায় ছিল মন্দর ভবন ॥

মন্দর নামেতে গিরি অতি চমৎকার।
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ছিল হইয়া বিস্তার ॥
কত তার দীর্ঘ প্রস্থ কে করে বর্ণন।
পদে হৈতে শৃঙ্গে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন ॥
কটি মাঝে মেঘ সাজে যেন জটাজাল।
শির হৈতে সুশোভিত ব্যাপিয়া ত্রিকাল ॥
অরণ্য গহ্বর অঙ্গে কে করে বর্ণন।
নাহিক প্রবেশে তথা রবির কিরণ ॥
রবি শশী শিরোপরে সদা খেলা করে।
তাহে দিবা রাত্র হয় বনের ভিতরে ॥
হয় হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র পর্ব্বত উপর।
গুপ্তভাবে খেলা করে হৃষ্ট নিরন্তর ॥
সৃষ্টি হৈতে লয় ব্যাপী সেই গিরিবর।
মহাযোগে যোগী যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
এ হেন মন্দর লাগি দেবাসুরগণ।
আনিবারে গেল তারে করিতে মন্থন ॥
মহাবলে বলী যত দানবের দল।
মন্দরের মূল পায় পাতালের তল ॥
পাতালের তলে গিয়া শিরে গিরি ধরি।
মেদিনী হইতে লয় তাহে ত্বরা করি ॥
মন্দর উত্থানে এক মহাশব্দ হয়।
কুলাচল সহ যেন ভুবন কাঁপয় ॥
গুরুভাবে গিরিবর করে টলমল।
দেবাসুরে ধায় ল'য়ে তাহারে কেবল ॥
কিছু পরে গুরুভার সহিতে না পারে।
শ্রমবেগে শ্রান্ত হয় চলিবারে নারে ॥
গুরুভারে ক্রমে ক্রমে হইয়া পেষণ।
পর্ব্বত সহিত পড়ে দেবাসুরগণ ॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গে কেহ মরে প্রাণে।
তথাপি অমৃত আশে গিরি ধ'রে টানে ॥
গুরুভারে গিরিবর আর নাহি সরে।
হায় হায় করে দৈত্য ভূমির উপরে ॥
দেব দৈত্য শ্রান্ত হেরি শ্রীমধুসূদন।
দেখিলেন নষ্ট হয় সমুদ্র মন্থন ॥

অগতির গতি হরি যাইয়া সত্বর।
বলরূপে প্রবেশেন সবার অন্তর ॥
নারায়ণ প্রবেশিল পেয়ে মহাবল।
দেব দৈত্য পুনরায় করে কোলাহল ॥
অমৃতের আশা পুনঃ উপজিল মনে।
পুনশ্চ ধরিল গিরি অতীব যতনে ॥
বিষ্ণু যার বল হয় অলভ্য কি তার।
বিষ্ণুর বলেতে লঘু হৈল গিরিভার ॥
মন্দর ধরিয়া শিরে দেবাসুরগণ।
ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত হন ॥
ইহা দেখি ইন্দ্র আদি হরষিত হৈল।
দেবাসুরে বিধিমতে ধন্যবাদ কৈল ॥
বাসুকি নামেতে নাগ আছিল পাতালে।
ইন্দ্র তারে আমন্ত্রিয়া আনেন কৌশলে ॥
ইন্দ্রের স্মরণে সর্প হ'য়ে আনন্দিত।
ক্ষীরোদ সাগর তীরে হন উপস্থিত ॥
বাসুকি নেহারি ইন্দ্র আনন্দিত মন।
মন্থনের রজ্জু কথা কৈল নিবেদন ॥
বিভীষণ সর্প সেই ব্যাপ্ত চরাচর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তুষ্ট তাহার অন্তর ॥
বাসুকি সম্মত হোর তবে শচীপতি।
মন্থনের কার্য্যারম্ভ করিতে সম্প্রতি ॥
বলিলেন দেবাসুরে ধরিয়া মন্দর।
ডুবাও উহারে এবে ক্ষীরোদ ভিতর ॥
অসীম ক্ষীরোদ বারি কে বর্ণিতে পারে।
সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ॥
সূর্য্য তাহে নাহি পারে করিতে বেষ্টন।
সুমেরু তাহার গর্ভে স্থাপিলা চরণ ॥
চক্র নক্র তিমিঙ্গিল যত জলচর।
নির্ভয়ে ক্ষীরোদ মাঝে খেলে নিরন্তর ॥
পবনের সহ মাতি ক্ষীরোদ সাগর।
তরঙ্গে আকুল হ'য়ে রহে নিরন্তর ॥
সে হেন ক্ষীরোদ মাঝে মন্দরে ধরিয়া।
দেবাসুরে মথিবারে দিল ফেলাইয়া ॥

অতল সাগর সেই নাহি তল তার।
মন্দর ডুবিয়া গেল তাহার মাঝার ॥
মন্দর ডুবিল দেখি দেবাসুরগণ।
হায় হায় শব্দ মাত্র করে উচ্চারণ ॥
কি আশ্চর্য্য সাগরেতে ডুবিল মন্দর।
কার সাধ্য প্রবেশিবে ইহার ভিতর ॥
এই দুঃখে কেহ পড়ে ভূমির উপরে।
কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সুধা আশা করে ॥
দৈব বিড়ম্বন হেরি ইন্দ্র দেবগণ।
স্মরিলেন সেইক্ষণে প্রভু নারায়ণ ॥
কোথা আছ দেখা দাও বিপদেতে হরি।
মন্দর ডুবিয়া রয় সাগর ভিতরি ॥
কেমনে হইবে বল অমৃত উদ্ধার।
দয়া করি কর দেব উপায় তাহার ॥
দৈত্যগণ উভরায় করিল ক্রন্দন।
না পাবে অমৃত ভাবি করিতে ভক্ষণ ॥
ইহা দেখি সুপরতি মন স্থির করি।
একমনে ডাকিলেন বিপদেতে হরি ॥
তাহাতে দয়ালু হরি দিয়া দরশন।
নির্ভয় নির্ভয় বলি বলয়ে বচন ॥
ভয় নাহি শুনি তবে দেবাসুরগণ।
ভূমি ত্যজি করে সবে আনন্দে নর্ত্তন ॥
হেথা হরি কূর্ম্ম সম ধরিয়া শরীর।
প্রবেশেন উথলিয়া সাগরের নীর ॥
নারায়ণ স্পর্শে স্তব্ধ তরঙ্গের দল।
পবন হইল স্তব্ধ স্থির করি বল ॥
নক্র চক্র ইতস্ততঃ করে পলায়ন।
কূর্ম্মরূপে গিরিতটে গেল নারায়ণ ॥
মহা কূর্ম্মরূপী সেই কে বর্ণিতে পারে।
সৃষ্টিস্থিতি লয় আদি যাহার মাঝারে ॥
মায়ার সাগর মাঝে রহে ভূতগণ।
আর সে মন্দর গিরি কূর্ম্ম নারায়ণ ॥
হেনরূপে সেই হরি লীলা করিবারে।
ধরিয়া আপন পৃষ্ঠে মন্দর সাগরে ॥

পৃষ্ঠেতে ধরিয়া গিরি ঊর্দ্ধে ভাসাইল।
দেব দৈত্য দেখে সব মন্দর ভাসিল॥
মন্দর ভাসিল হেরি তবে দেবগণ।
বাসুকি বেড়িয়া তারে করিলা বন্ধন॥
বন্ধন করিয়া দেব দানবেরে কয়।
বাসুকির ধর পুচ্ছ হইয়া নির্ভয়॥
তোমরা ধরহ পুচ্ছ মোরা ধরি শির।
আকর্ষণে উভে মথি ক্ষীরোদের নীর॥
দেবগণ বাণী শুনি অসুরের দল।
অপমান ভয়ে কহে করি কোলাহল॥
বেদাদি শাস্ত্রেতে মোরা অতীব কুশল।
সর্পের ধারণে পুচ্ছ হয় অমঙ্গল॥
সর্পের ধরিলে পুচ্ছ মান নাহি রয়।
মোদের আশ্রিত দেব ধরিবে নিশ্চয়॥
জাতিতে দানব মোরা ধরি মহাবল।
ধরিব সর্পের শির কহিনু কেবল॥
স্বকার্য্য উদ্ধার লাগি দেবেন্দ্র তখন।
ব্রহ্মা রুদ্র সহ পুচ্ছ করিল ধারণ॥
অসুরেরা মিলি ধরে বাসুকির শির।
মন্থন আরম্ভ হৈল ক্ষীরোদের নীর॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় মেঘ বর্ষে পুষ্পগণ।
শ্রান্তি হীন করিবারে বহিল পবন॥
দুন্দুভি বাজিল ঘন হাসে সৌদামিনী।
দেবীগণে মিলি সদা বাজায় কিঙ্কিণী॥
দেবাসুরে বাসুকিরে করিয়া ধারণ।
মন্দরে ধরিয়া দ্রুত করিল ঘূর্ণন॥
ভীষণ ঘর্ষণ ধ্বনি তাহে উপজিল।
প্রলয়ের মেঘ যেন একত্রে ডাকিল॥
দূরে গেল পাখীকুল ত্যজিয়া গগন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ কৈল বনচরগণ॥
যোগেতে বসিয়া কাঁপে যত ঋষিচয়।
প্রাণভয়ে সমাকুল মানব-নিচয়॥
ঘর্ঘর মন্দর ঘোরে জলের ভিতর।
নক্র চক্র দুঃখ পায় হয়ে সকাতর॥
সে ভীষণ গিরি হরি করিয়া ধারণ।
কূর্ম্মরূপে অবহেলে জলমাঝে রন॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁর বুঝা নাহি যায়।
কার সাধ্য সে মহিমা বর্ণিবারে পায়॥
এমতে মন্থন কার্য্য হৈল আরম্ভন।
কিরূপে অমৃত উঠে শুনহ রাজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরির মহিমা বাণী করিতে প্রচার॥
হরিকথা যেই শুনে হ'য়ে একমন।
কখন না হয় তার শমন পীড়ন॥

ইতি মন্থনারম্ভ কথা সমাপ্ত।

অথ অমৃত প্রকাশ কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অমৃত প্রকাশ কথা অতি মনোহর॥
ভীষণ মন্দর গিরি অতীব বিস্তার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ব্যাপ্ত রহে যার॥
কমঠ রূপেতে হরি তাহারে ধরিয়া।
সমুদ্র মন্থন কার্য্যে থাকেন লাগিয়া॥
যাহার শিরেতে রহে এই ত্রিভুবন।
সেই মহাসর্পে গিরি করিয়া বন্ধন॥
দেব দৈত্য মিলি করে সমুদ্র মন্থন।
অপরূপ কার্য্য সেই করিতে বর্ণন॥
উত্তাল তরঙ্গকুল ক্ষীরোদের বারি।
সীমা নাহি হয় তার কহিতে বিস্তারি॥
সে হেন সাগর মাঝে মহা গিরিবর।
সর্পেতে আবদ্ধ থাকি ঘুরে নিরন্তর॥
দেবাসুরে বাসুকির ধরি পুচ্ছ শির।
অমৃতের আশে টানে অক্লান্ত শরীর॥
মন্থন ক্রমেতে ক্লান্ত বাসুকি হইল।
জ্বালাময় মহাবিষ তাহে যে উঠিল॥
জ্বালায় হইয়া ক্লান্ত অসুরের দল।
নাহি পারে টানিবারে করে কোলাহল।

বলে ভাই কি হইল অমৃত না পাই।
বাসুকির বিষ তেজে প্রাণে মারা যাই ॥
থাক ভাই কাজ নাই হইয়া অমর।
গৃহে মোরা ফিরে যাই ত্যজিয়া সাগর ॥
সম্মুখে বারিধি হের ক্ষীরোদ সাগর।
অপার অসীম ইহা অতি ঘোরতর ॥
তাহাতে মন্দর গিরি অতীব ভীষণ।
বিষময় বাসুকিতে তাহার বন্ধন ॥
কোথায় অমৃত আছে সাগর ভিতর।
উঠিবে কি না উঠিবে না হয় গোচর ॥
সে হেন দুরাশা করি আমরা সবাই।
দেবের কৌশলে বুঝি প্রাণে মারা যাই ॥
থাক ভাই কাজ নাই চল যাই ফিরে।
অমৃত লভুক দেব মথিয়া সাগরে ॥
হাঁপাইয়া বসে তবে অসুরের দল।
বাসুকির শির ছাড়ি করে কোলাহল ॥
অসুর বসিল হেরি যত দেবগণ।
শ্রান্ত হ'য়ে নাহি পারে করিতে মন্থন ॥
উপায় না হেরি তবে দুঃখী সুরপতি।
নারায়ণে সম্বোধিয়া কহেন সম্প্রতি ॥
মন্থন কার্য্যেতে দেব বলক্ষয় হয়।
উপায় করহ নাথ আসি এ সময় ॥
দুর্ব্বলের বল তুমি বিপদ তারণ।
বীর্য্য দিয়া সাঙ্গ কর সমুদ্র মন্থন ॥
ইন্দ্রের ভারতী শুনি তবে নারায়ণ।
ধরিলেন মহামূর্ত্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥
এক মূর্ত্তি কূর্ম্মরূপে ধরেন মন্দর।
অপর মূর্ত্তিতে স্থির করেন সাগর ॥
আর মূর্ত্তি বলে স্থির করিয়া পবন।
মন্দরে করিলা লঘু করি প্রবেশন ॥
আর মূর্ত্তি বীর্য্যরূপে প্রকাশ হইয়া।
দেবাসুর দেহমাঝে প্রবেশেন গিয়া ॥
অসুরের রূপে হরি করি আকর্ষণ।
দেবগণ সহ ক্ষীর করেন মন্থন ॥

বহু রূপ ধরি হরি করিলে মন্থন।
আকুল হইয়া সর্প পাইয়া পেষণ ॥
পেষণে সর্পের দন্ত আপনি ভাঙ্গিল।
তাহা হ'তে মহাবিষ সমুদ্রে পড়িল ॥
ধূম্রময় মহাবিষ মহা জ্বালাময়।
বাসুকির শ্রান্তি শ্বাসে সুপ্রকাশ হয় ॥
সে বিষের তেজে সবে দেবাসুরগণ।
ক্রমে ক্রমে হ'ল ম্লান বসন ভূষণ ॥
শ্বাস লভিবারে নারে মহাকষ্ট পায়।
অবোধ অসুরে কহে এবে প্রাণ যায় ॥
প্রাণ যায় প্রাণ যায় করয়ে চীৎকার।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি দেব করে তিরস্কার ॥
মন্থনে ব্যাঘাত দেখি কমল আসন।
যুক্তি করি মনে এক করিল চিন্তন ॥
হর হন তাপ হর এই ত্রিভুবনে।
তাঁহারে করহ তুষ্ট যত দেবগণে ॥
তিনি যদি এ গরল নিজে করে পান।
মন্থনে মঙ্গল হবে কহিনু সন্ধান ॥
নচেৎ অমৃত আশা হইল নৈরাশ।
গরল থাকিতে সুধা কোথায় প্রকাশ ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী যত দেবগণ।
শিবে তুষিবারে সবে করিল গমন ॥
অপূর্ব্ব কৈলাস-গিরি ব্রহ্মাণ্ড উপর।
রবি শশী শৃঙ্গপরে ভ্রমে নিরন্তর ॥
হিংসা দ্বেষ নাহি তথা সরল অন্তর।
সৌদামিনী সদা খেলে মেঘের ভিতর ॥
ছয় ঋতু ক্রমে ক্রমে সদা বর্ত্তমান।
শিবের মহিমা হেন করিতে প্রমাণ ॥
হেন মহাগিরি শিরে ল'য়ে উমা সতী।
পরম আনন্দে ভব করেন বসতি ॥
শৃঙ্গের মাঝারে ছিল বিল্বের কানন।
ধাতুময় সুরঞ্জিত প্রস্তর আসন ॥
বিছাইয়া তদুপরি শুষ্ক বাঘাম্বর।
তপে মত্ত তথা বৈসে সুখে দিগম্বর ॥

প্রভাত বালার্ক সম যেন পূর্ণশশী।
উমা সহ উমানাথ রয়েছেন বসি ॥
নয়ন চকোরে দোঁহে সুধা করে পান।
একত্রেতে রবি শশী অপূর্ব্ব বিধান ॥
হেনরূপে বসি তথা রহে দিগম্বর।
উপস্থিত দেবগণ তথায় সত্বর ॥
প্রণমিয়া মহেশ্বরে কন সুরপতি।
বিপদ ভঞ্জন হর চাও মম প্রতি ॥
দুর্ব্বাসার শাপে নষ্ট স্বরগের শোভা।
অমৃত ও লক্ষ্মী বিনা নষ্ট দেব প্রভা ॥
অমৃতের আশে তোমি সেই নারায়ণ।
দেবাসুরে মিলি করি সমুদ্র মন্থন ॥
বীর্য্যরূপে হরি তথা রন বর্ত্তমান।
রজ্জুরূপে মহাসর্প রাখিলেন মান ॥
দণ্ডরূপে উপস্থিত পর্ব্বত মন্দর।
ধরিত্রী ধরেন ভার সাগর ভিতর ॥
এমতে আরম্ভ হৈল সাগর মন্থন।
পেষণেতে বাসুকির ভাঙ্গিল দশন ॥
দশন হইতে বিষ প্রবেশে সাগর।
গরল রূপেতে ভাসে দহে নিরন্তর ॥
গরল অমৃত কভু না হয় প্রকাশ।
উপায় করহ ভব এ মম প্রয়াস ॥
কহিলেন এই বাণী কমল আসন।
আপনিই একমাত্র বিপদ ভঞ্জন ॥
মহাকালরূপে ভবে হও বর্ত্তমান।
সকলে বাঁচাও করি হলাহল পান ॥
নতুবা দেবত্ব নাশ হইল এবার।
অসুর পীড়ায় স্বর্গ হয় একাকার ॥
দয়া করি ভূতনাথ হও হে সদয়।
যেইমতে সুধালাভ সবাকার হয় ॥
মহেন্দ্র এতেক বলি হইলেন স্থির।
স্থির হও বলি হর কহেন গভীর ॥
চাহিয়া কহেন তবে উমার বদন।
কি কর্ম্ম করিব সতী বলহ এখন ॥
সতী কন তব নাম বিপদ সংহারী।
দেবের বিপদ নাশ' বিষ পান করি ॥
সতীর বচন শুনি তবে ভূতপতি।
ক্ষীরোদের তীরে যান অতি শীঘ্রগতি ॥
সাগরেতে ব্যাপ্ত বিষ অতি খরতর।
অতি তীক্ষ্ণ তেজ তার স্পর্শে প্রাণহর ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি করযোড় করি।
কহিলা রাখহ শম্ভু এ বিপদে হরি ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দিগম্বর।
কহিতে লাগিল চাহি ভীষণ সাগর।
আশুতোষ মম নাম লাগি পর হিত।
অবশ্য করিব পান গরল নিশ্চিত ॥
যে শক্তিতে আমি করি ভুবন সংহার।
সে শক্তিতে এ গরল করিব আহার ॥
এত বলি মহাদেব মেলি দুই কর।
একত্র করিল বিষ ব্যাপিয়া সাগর ॥
কালরূপে সেই বিষ করিলেন পান।
দেবতা সকলে মিলি বাড়াইল মান ॥
অতি তীক্ষ্ণ বিষ সেই পশিলে উদরে।
প্রবেশের কালে কণ্ঠনালী দগ্ধ করে ॥
সেই হেতু নাম তার নীলকণ্ঠ হয়।
পরহিত করি তুষ্ট হন মহাশয় ॥
গরল হইল নাশ দেখি দেবগণ।
পুনশ্চ মন্দরে ধরি করিল মন্থন ॥
মন্থনের বলে সিন্ধু হইলা সভয়।
একে একে তল হৈতে রত্ন উদ্ধারয় ॥
উঠিল অগ্রেতে গাভী সুরভি নামেতে।
অতি সুধা পয়োধর কোমলা রূপেতে ॥
তাহারে লইল ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ।
দুগ্ধ হৈতে ঘৃত ল'য়ে করিতে বহন ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিতে মন্থন।
উচ্চৈশ্রবা নামে অশ্ব হয় প্রকাশন ॥
অপূর্ব্ব তাহার রূপ বর্ণন কে করে।
নিমেষে বেষ্টন ধরা করিবারে পারে।

ঘোটক দেখিয়া তবে বলি দৈত্যপতি।
লইলেন অশ্ববরে অতি শীঘ্রগতি ॥
সেই অশ্ব বলি যবে করিল গ্রহণ।
পুনশ্চ উঠিল এক ভীষণ বারণ ॥
গিরি সম দেহ তার শুভ্রবর্ণময়।
গিরিশৃঙ্গ সম তার দন্ত চতুষ্টয় ॥
একে একে ঐ রূপ আটটি বারণ।
হস্তিনী সহিত উঠে করিতে মন্থন ॥
ইন্দ্র লন ঐরাবত দিক হস্তী করি।
যতেক বারণ যার দিকে পরিহরি ॥
পুনশ্চ করিল সবে ভীষণ মন্থন।
উঠিল কৌস্তুভ মণি অতি সুশোভন ॥
বিষ্ণুর বক্ষেতে তাহা হইল শোভিত।
তাহা দেখি দেবগণ হন হরষিত ॥
পারিজাত নামে বৃক্ষ পরেতে উঠিল।
কল্পতরু নাম তার বিখ্যাত হইল ॥
নন্দনে করিল ইন্দ্র তাহারে রোপণ।
কামনা মাত্রেতে বৃক্ষ করেন পূরণ ॥
পশ্চাতে উঠিল যত অপ্সরা সুন্দরী।
অতুলনা মনোহরা রূপে মরি মরি ॥
সকলের মনোহর সেই নারীজন।
বিহার করিতে করে স্বর্গেতে গমন ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন।
উঠিলেন লক্ষ্মীদেবী হ'য়ে সুশোভন ॥
কমলের মালা গলে কমল ভূষণ।
করেতে কমল শোভে কমল বসন ॥
কমল নয়ন মরি কমল চরণ।
কমলে বেষ্টিত অঙ্গ অতি সুশোভন ॥
হেনরূপে উঠি সতী ধীরি ধীরি যায়।
আপনার পতি বিষ্ণু দেখিতে না পায় ॥
না চিনিল দেব দৈত্য তিনি কোনজন।
সকলে ইচ্ছিল মনে করিতে বরণ ॥
কিন্তু সতীত্বের তেজে নিকটে না যায়।
বরহ আমারে বলি তাঁর প্রতি চায় ॥

অবশেষে দেব দৈত্যে করয়ে মন্ত্রণ।
স্বয়ম্বরা হও বলি কৈল নিবেদন ॥
দেব দৈত্য মাঝে রহ পুরুষ সুন্দর।
যারে ইচ্ছা মালা দাও করি নিজ বর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নারায়ণী না কন বচন।
ইন্দ্র দিলা বরিবারে মহামূল্য ধন ॥
সুবর্ণ কমল মাঝে যত নদীচয়।
শ্রীচরণের অর্ঘ্য লাগি উপস্থিত হয় ॥
অরণ্য ঔষধি দিল ঋতু ফুল ফল।
গাভী যত পঞ্চগব্য আনিল সকল ॥
ঋষিগণে বেদপাঠ করে নিরন্তর।
নৃত্য গীত করে যত গন্ধর্ব্ব অপ্সর ॥
সমুদ্র আনিয়া দিল কৌষেয় বসন।
বিশ্বকর্ম্মা পরাইল বিচিত্র ভূষণ ॥
ব্রহ্মা হস্তে দেন পদ্ম অনন্ত কুণ্ডল।
সরস্বতী হার দেন অতীব উজ্জ্বল ॥
বৈজয়ন্তী মালা দেন বারিধির পতি।
উপহার পেয়ে রমা হরষিতা অতি ॥
বৈজয়ন্তী মালা ল'য়ে সে রামা তখন।
পূজিল সবার মাঝে বিষ্ণুর চরণ ॥
এমতে লয়েন বিষ্ণু কমলা সুন্দরী।
সকলে মিলিয়া স্তব করে অসুরারি ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন।
বারুণী মদিরা উঠে কমললোচন ॥
বারুণীর রূপ হেরি অসুরের দল।
ধরিলা সকলে মিলি প্রকাশিয়া বল ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন।
উঠিল পুরুষ এক শ্যামল বরণ ॥
নবঘন রূপ তাঁর বয়স যৌবন।
সুবর্ণ কিরীট শিরে উজ্জ্বল বসন ॥
হস্তেতে লইয়া এক কলস সুন্দর।
অমৃতেতে পূর্ণ তাহা অতি মনোহর ॥
অমৃত কলস হেরি দেবাসুরগণ।
পুরুষেরে সাদরেতে করে সম্ভাষণ ॥



কামিনীর বেশ দেখি দিতির নন্দন।
অবাক হইয়া রহে না সরে বচন ॥ (৪০৮ পৃষ্ঠা)

অসুরেরা বলে শুন পুরুষ সুন্দর।
আমাদের কাছে এস নির্ভয় অন্তর ॥
মোরা হই বীর্য্যবান এই ভূমণ্ডলে।
পুরস্কার দিব সুধা পেয়ে কুতূহলে ॥
দেবগণ কহে শুন পুরুষ প্রবর।
অমৃত দেবের ধন বুঝহ অন্তর ॥
বুঝিয়া মোদের পাশ কর আগমন।
দেবত্ব দিব হে তোমা আর রাজ্যধন ॥
এইমত হুড়াহুড়ি অমৃত লাগিয়া।
দেবাসুরে করে তথা আশায় মাতিয়া ॥
অপরে শুনহ রাজা করি স্থির মন।
অমৃতের আশে উভে কি হয় ঘটন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
দেবাসুরে যথা করে অদ্ভুত উদ্ধার ॥

ইতি অমৃত প্রকাশ সমাপ্ত।

অথ বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণিতে বিস্তর ॥
অমৃত মন্থন লাগি দেবাসুরগণ।
বাধাইল দুই দলে সুভীষণ রণ ॥
ভাবিলেন মনে মনে অন্তর্য্যামী হরি।
দেবাসুরে কোন ভাবে শান্তি রক্ষা করি ॥
ইচ্ছাময় হরি যিনি জগতের সার।
কি অসাধ্য আছে বল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ॥
ক্ষণমাত্রে হ'ল হরি কামিনী সুন্দর।
কিবা অপরূপ রূপ বিশ্ব মুগ্ধকর ॥
এলায়ে পড়েছে বেণী সুন্দর বরণ।
লঘু মেঘে ঢাকি যেন তপন কিরণ ॥
শ্রীচরণ কোকনদ গঞ্জিয়া বরণ।
নখরাজি মণি যেন তাহে সুশোভন ॥
যুগ্ম উরু রম্ভা তরু নিতম্বের ভরে।
রাজহংস গতি পায় অতীব মন্থরে ॥
কি কব নিতম্ব শোভা বর্ণনে না যায়।
একটি বলিয়া তার উপমা না পায় ॥
ডমরুর মধ্যে যিনি কটি মনোহর।
ত্রিবলী তাহার মাঝে বর্ণিতে সুন্দর ॥
সরসীর সম বক্ষ অতীব উজ্জ্বল।
প্রফুল্ল দুইটি কুচ তাহাতে কমল ॥
করি কর সম কর অথবা মৃণাল।
অঙ্গুলি চম্পক কলি তাহে শোভে ভাল ॥
নখরাজি শোভে তাহে অতি অভিরাম।
কিংশুকের ফুলে যেন করে অনুপম ॥
কম্বুরেখাময় গ্রীবা অতি মনোহর।
সরোবরে বীচি যেন উঠে নিরন্তর ॥
কোথা সে সুবর্ণ আর হরিত বরণ।
শোভা ল'য়ে গণ্ডদেশ যাহে সুশোভন ॥
কোমল পদ্মের ফুল উপমিত হয়।
যদি বা সে চিরকাল অমলিন রয় ॥
বিম্ব সম ওষ্ঠাধর মুকুতা দশন।
গঞ্জিয়া শুকের চঞ্চু নাসা সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব আঁখির কান্তি বর্ণনে না যায়।
চকোর চকোরী যেন শশীতে খেলায় ॥
গৃধিনী গঞ্জিয়া কর্ণ ললাট সুন্দর।
অষ্টমী তিথিতে যেন শোভে কলাধর ॥
কে বলে কামের তনু বিশ্ব মুগ্ধ করে।
অপূর্ব্ব বিষ্ণুর ভুরু কত গুণ ধরে ॥
কটাক্ষে সৃজন যাঁর কটাক্ষে পালন।
কটাক্ষে সংহার যাঁর কে করে বর্ণন ॥
মত্ত আঁখি ঢুলু ঢুলু এলোরাশি কেশ।
দুকূল এলায়ে পড়ে উল্লাসিনী বেশ ॥
কটীতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর।
বদনে সুমৃদু হাসি কটাক্ষ প্রচুর ॥
মায়াবলে করি মুগ্ধ এই ত্রিভুবন।
আপনি হইয়া নারী সে বিশ্ব মোহন ॥
মৃদু মৃদু পদ ফেলে হ'য়ে অগ্রসর।
উত্তরিলা ঘাটে যথা দানব সমর ॥

সৌদামিনী সম শোভা হেরি দৈত্যগণ।
বিস্ময় হইয়া সবে ভাবে মনে মন ॥
কেহ বলে সৌদামিনী ত্যজিয়া গগন।
বজ্রসনে বিবাদিয়া পশিল ভুবন ॥
কেহ বলে মায়া নারী দেখিতে সুন্দর।
জিজ্ঞাসহ আগমন কাহার গোচর ॥
এত বলি সবে যত অসুরের দল।
উন্মত্ত হইয়া ধায় করি কোলাহল ॥
অর্দ্ধ পথে গিয়া কেহ বিস্মিত হইয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
কেহ বহু কষ্টে কিছু হ'য়ে অগ্রসর।
নির্ব্বাক্ হইয়া রূপ হেরে নিরন্তর ॥
কেহ অগ্রসর হ'য়ে মাতি কামভরে।
ধীরে ধীরে কিছু প্রশ্ন করে মিষ্ট স্বরে ॥
সুলোচনা কহ কহ নিজ পরিচয়।
কার কন্যা কোথা ঘর কহত নিশ্চয় ॥
কি আশা করিয়া তুমি আসিয়া ভুবনে।
বধিতেছ রূপে যত দানব নন্দনে ॥
কে পারে থাকিতে স্থির হেরি ও মাধুরী
কটাক্ষে কামের শরে বুঝি প্রাণে মরি ॥
বুঝিয়াছি তুমি বুঝি রূপের বণিক।
রূপ-পণ্য ব্যবসায় কর বাস্তবিক ॥
যা থাকে তোমার মনে থাকুক এখন।
সম্প্রতি মোদের কিছু শুন নিবেদন ॥
দেবাসুরে হেরি তব রূপ মনোহর।
বশীভূত করিয়াছ সবার অন্তর ॥
সেই হেতু কহি ধনি শুন দিয়া মন।
লইয়া অমৃত তুমি করহ বণ্টন ॥
লভিনু অমৃত মোরা মথিয়া সাগর।
বণ্টনী অভাবে ঘটে তাহাতে সমর ॥
বাটিয়া সে সুধা সবে কর নিজে পান।
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে জুড়াইবে প্রাণ ॥
অসুরের বাণী শুনি শ্রীমধুসূদন।
হাসিয়া কহিল মৃদু মধুর বচন ॥
স্বৈরিণী আমি হে নারী খ্যাত ত্রিভুবন।
কেমনে বিশ্বাস কর দিতির নন্দন ॥
কামিনী বিশ্বাস পাত্র কভু নাহি হয়।
জ্ঞানীজনে অবিশ্বাস তাহারে করয় ॥
কামিনীর বাণী শুনি অসুরের দল।
উন্মত্ত হইয়া সবে করে কোলাহল ॥
অমৃত লইয়া তাঁরে করিলা অর্পণ।
কহিলা সবারে কর অমৃত বণ্টন ॥
অমৃত লইয়া হরি হাসি মনে মনে।
শ্রেণীভাবে বসালেন দেবাসুরগণে ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র রবি শশী দেবতা-নিচয়।
এক শ্রেণীমাঝে সুখে উপবিষ্ট হয় ॥
অপর সারিতে রহে দিতির নন্দন।
অমৃত করিবে পান করি সেই মন ॥
এদিকে হাসিয়া বিষ্ণু যত দেবগণে।
একে একে সুধাপান করান সেখানে ॥
কামিনীর বেশ দেখি দিতির নন্দন।
অবাক হইয়া রহে না সরে বচন ॥
দেবতার রূপ ধরি রাহু মহাবীর।
অমৃত করিল পান কিছু কিছু ধীর ॥
রবি শশি তাহা দেখি প্রকাশিয়া দিল।
বিষ্ণু নিজ চক্রে তারে দ্বিখণ্ড করিল ॥
এইরূপে দেবগণে সুধা করি দান।
বঞ্চিলেন দৈত্যগণে সেই ভগবান ॥
ভক্তিভাবে যেই ভজে গোলোকের হরি।
কৃপামৃত সেই পায় নিজ প্রাণ ভরি ॥
অমৃত করায়ে পান শ্রীমধুসূদন।
ধরিলেন নিজরূপ ভুবনমোহন ॥
চতুর্ভুজ শ্যাম মূর্ত্তি গরুড় উপর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভে চারি কর ॥
বনমালা গলে দোলে সুপীতবসন।
প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি ভক্তের জীবন ॥
এইরূপ ধরি হরি যান নিজ ঘর।
দেবাসুর সেই স্থানে করিল সমর ॥

সুভীষণ রণ সেই বহুকাল রয়।
অমৃতে অমর দেবে হয় শেষে জয় ॥
ভীষণ সমর কথা কে বর্ণিতে পারে।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিবারে নারে ॥
হইল দেবের জয় দৈত্য পরাজয়।
ঘুষিল বিষ্ণুর কীর্ত্তি ত্রিভুবনময় ॥
অপূর্ব্ব ঘটনা এক শুনহ রাজন।
হরি হরি সুসম্বাদ ভক্তির কারণ ॥
কৈলাসে বসিয়া হর পাইয়া সন্দেশ।
দানবে বঞ্চিতে হরি ধরে নিজ বেশ ॥
ত্রিভুবন মুগ্ধ হেরি যে রূপ মাধুরী।
সেরূপ হেরিতে হর মনে ইচ্ছা করি ॥
পুলকে গোলোকধামে সহিত ভবানী।
চলিলেন মহেশ্বর সর্ব্ব চিন্তামণি ॥
হরিরে নেহারি হর কহেন বচন।
সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
কেমনে মোহিনী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
মোহিয়াছ আত্মময় এ তিন ভুবন ॥
দেখিব সে রূপ আমি হইতে বিস্মিত।
পারি কি না পারি হরি করহ বিহিত ॥
মহেশ্বর বাণী শুনি তবে নারায়ণ।
ধরিলা মোহিনী রূপ ভুবনমোহন ॥
তড়িৎ সমান কান্তি উলঙ্গিনী বেশ।
কামেতে উন্মত্ত হেরি বেণী বদ্ধ কেশ ॥
সে রূপ হেরিয়া হর হইল পাগল।
সকামে ধাবিত হন ভুলিয়া সকল ॥
কোথায় পড়িল শিঙ্গা কোথা হাড়মাল।
কোথায় ডম্বুর পড়ে কোথা বাঘছাল ॥
শরতের মেঘ সমাকীর্ণ জটাজাল।
কামেতে উন্মত্ত যেন হস্তী সুবিশাল ॥
ত্যজিয়া ভবানী হর ধায়েন সত্বর।
যথা হরি নারীরূপে হয়েন গোচর ॥
যত যান হর হরি ধরিবার তরে।
বঞ্চিয়া পালান হরি হরে মুগ্ধ ক'রে ॥
কিছুকাল এইরূপ করি কামরণ।
যোগবলে শেষে হর হ'লেন সান্ত্বন ॥
শান্ত হ'য়ে হর তবে কহেন বচন।
ধন্য হরি মায়া তব ভুবনমোহন ॥
ভুবন সংহারী আমি না পারি বুঝিতে।
কীট সম জীব পারে কেমনে জানিতে ॥
সম্বর সম্বর রূপ ওহে দয়াময়।
ধন্য হইলাম উহা হেরিয়া নিশ্চয় ॥
সম্বরিয়া নিজ রূপ তবে নারায়ণ।
কহিলা মহেশে চাহি মধুর বচন ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তুমি দেব খ্যাত ত্রিসংসার।
তেঁই এ বিমুগ্ধ হ'য়ে মায়াতে আমার ॥
ক্ষণেকে বিমুগ্ধ হ'য়ে পুনঃ স্মরি মনে।
ত্যজ নিজ যোগবলে মায়া আবরণে ॥
এমতে হইল হর হরির সংবাদ।
বুঝিলে অবশ্য ঘুচে মায়ার বিবাদ ॥
ধন্য সেই নর যেই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব হরির লীলা করয়ে কীর্ত্তন ॥
শ্রবণে ভক্তির ভাব হইলে উদয়।
অন্তে নারায়ণ প্রতি রতি তার হয় ॥
এমতে কহিনু রাজা লীলার কীর্ত্তন।
ভাগবত বাণী ইহা ব্যাসের বচন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বিষ্ণুর মোহিনীরূপ অতি চমৎকার ॥

ইতি বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ কথা সমাপ্ত।

অথ বামন অবতার কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
বামনাবতার কথা অতি মনোহর ॥
সমৃদ্ধি পাইলে যত অদিতিনন্দন।
অবহেলে নিজ বীর্য্য প্রচারে ভুবন ॥
পরাভূত হ'য়ে যত দানবের দল।
পাতাল নগরে দুঃখে করে কোলাহল ॥

কেহ হ'য়ে নষ্ট বীর্য্য কাঁদে ঘন ঘন।
কেহ গণ্ডে দিয়া হাত দুঃখে নিমগন॥
নাহি সাড়া নাহি শব্দ দানবের পুরে।
অমৃত বিরহে সবে দিবানিশি ঝুরে॥
ইহা দেখি দুঃখ মনে রাজা বিরোচন।
পাত্র মিত্র ল'য়ে করে মঙ্গল মন্ত্রণ॥
দেবতা হইল শ্রেষ্ঠ দৈত্য হৈল ক্ষীণ।
সকাতর দৈত্যপতি ভাবে নিশিদিন॥
কতদিনে শুক্রাচার্য্য হইল উদয়।
প্রণমিয়া বলি তাঁরে মিষ্টভাষে কয়॥
উপায় করহ গুরু কিসে রহে মান।
দেবতার গর্ব্ব হেরি উচাটিত প্রাণ॥
যে দৈত্য হেলায় পূর্ব্বে জিনি ত্রিভুবন।
হেলায় প্রবেশ করে ইন্দ্রের ভবন॥
স্বর্গ হ'তে ত্রিভুবন করে যারা জয়।
আজি তারা দুঃখ মনে পাতালে বসয়॥
কি হবে কি হবে গুরু কর ইহা স্থির।
কেমনে ভুবনে হবে জয়ী দৈত্যবীর॥
বলির শুনিয়া বাণী তবে গুরুবর।
কহিলা উপায় রাজা করহ গোচর॥
বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ কর আরম্ভন।
মম বংশে যত ঋষি কর নিমন্ত্রণ॥
যত ঋষি তেজ রাজা যজ্ঞের প্রভাবে।
মহা তেজরূপে তাহা মিশ্র হয়ে যাবে॥
সেই মহা তেজ পেয়ে দিতির নন্দন।
অবহেলে জিনিবেক এ তিন ভুবন॥
গুরুর বচন শুনি তবে বিরোচন।
ভৃগু বংশে ঋষি যত কৈলা নিমন্ত্রণ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরম্ভিলা।
সিদ্ধ তেজ লাগি গুরু আহুতি ক্ষেপিলা॥
যত ঋষি তেজ তাহে হইল মিলন।
এক মহাতেজ তাহে হৈল সংঘটন॥
সেই তেজ লাভ করি যত দৈত্যগণ।
পাইল ভীষণ বীর্য্য কাঁপিল ভুবন॥
বীর্য্য লাভ করি তবে দিতির কুমার।
দেবতা সহিত রণে হৈল আগুসার॥
সুভীষণ রণ সেই বর্ণনে না যায়।
ঋষি বীর্য্যে দেবগণ পরাজিত তায়॥
যোগবল তপোবল হয় মহাবল।
অমরে তাহার কাছে না পায় সুফল॥
হেন যোগবল লাভে অসুরের দল।
দেবগণে পরাজিয়া করে কোলাহল॥
হেথা যত দেবগণ হয়ে অপমান।
মনোদুঃখে থাকে সদা সকাতর প্রাণ॥
পুত্রের দুর্দ্দশা দেখি অদিতি সুন্দরী।
দুঃখেতে মলিনা সদা হাহাকার করি॥
মলিন কমল যথা সরসীর জলে।
বিষাদে যেমনি সতী থাকয়ে বিরলে॥
কশ্যপের যোগ সাঙ্গ হৈল কত দিনে।
আসিলেন প্রজাপতি আপন ভবনে॥
গৃহেতে প্রবেশি মুনি সবিস্মিত হন।
নিরানন্দময় গৃহ করে দরশন॥
পতিরে নেহারি সতী বিষণ্ণ অন্তরে।
প্রণাম করিলা হেরি বহুদিন পরে॥
বিষাদিনী প্রণয়িনী হেরি প্রজাপতি।
জিজ্ঞাসিল বিষাদের কারণ সম্প্রতি॥
কহ সতী কহ কহ কিসের কারণ।
নিরানন্দময় পুরী করি দরশন॥
আজন্ম যুবতী তুমি দেবের জননী।
ত্রিভুবনে পূজ্য তুমি আমার রমণী॥
কি কারণে বিধুমুখী হাসি তব নাই।
উচাটিত প্রাণ মন তাহাতে সদাই॥
স্বামীর বচন শুনি অদিতি সুন্দরী।
সকাতরে কন বাণী করযোড় করি॥
যা কহিলে সত্য নাথ তোমার বচন।
মম সম ধন্য আর আছে কোনজন॥
তব সম পতি যার পুত্র দেবগণ।
কি অভাব তার আছে এ তিন ভুবন॥

কিন্তু অদৃষ্টের লাগি দুঃখ আসি পাই।
বিধাতার লিপি কেহ খণ্ডে হেন নাই॥
পতি পুত্র সুখে সুখী যতেক কামিনী।
তাদের হইলে দুঃখ হয় বিষাদিনী॥
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি বলি দৈত্যেশ্বর।
অজেয় হইল তাহে তাহার কিঙ্কর॥
দেবগণে পরাজিয়া কৈল অপমান।
সেই দুঃখে ওহে নাথ! সকাতর প্রাণ॥
নাহি হাসি পুত্র মুখে বধূ অশ্রুমুখী।
নেহারি গৃহিণী কেবা হয় বল সুখী॥
প্রজাপতি তুমি পতি করহ উপায়।
সপত্নী-কুমার গর্ব্ব সহা নাহি যায়॥
অদিতির বাণী শুনি কন প্রজাপতি।
অবশ্য উপায় আছে শুন গুণবতী॥
পয়োব্রত নামে ব্রত কর আচরণ।
ব্রত সিদ্ধ হ'লে পাবে দেখা নারায়ণ॥
নারায়ণে হেরি সতী করিও জ্ঞাপন।
অবশ্য বিনষ্ট হবে মনের বেদন॥
স্বামীর শুনিয়া বাণী অদিতি তখন।
মহানন্দে পয়োব্রত কৈল আরম্ভন॥
মহাব্রত হয় সেই দ্বাদশ দিবস।
প্রতিপদ হৈতে সাঙ্গ তিথি ত্রয়োদশ॥
প্রত্যহ করিতে হবে হরি আরাধন।
অতিথি সৎকার পূর্ব্বে ভজন পূজন॥
শাস্ত্রমত পূজা আর লীলা সংকীর্ত্তন।
ব্রহ্মচর্য্য স্নান আর ভূমিতে শয়ন॥
হোমেতে করিয়া চরু পায়সের সার।
বিষ্ণু নিবেদন কৈলে ব্রত সিদ্ধি তার॥
শাস্ত্রমতে এইরূপে পূজিয়ে সে হরি।
পাইবে সংসার মাঝে মুক্তি নামে তরি॥
পূর্ব্বমত ব্রত করি অদিতি তখন।
শেষ দিন আরম্ভিলা শ্রীহরি স্তবন॥
কোথা হরি এস হরি শ্রীমধুসূদন।
দেখা দিয়া সিদ্ধ কর ব্রত আচরণ॥

সতীর শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ।
ব্রত সিদ্ধ করিবারে দিলা দরশন॥
অপূর্ব্ব মোহন রূপ বর্ণনে না যায়।
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম করে শোভা পায়॥
শ্যামল-সুন্দর কান্তি ভুবনমোহন।
গরুড় উপরে বসি প্রসন্ন বদন॥
নেহারি শ্রীহরি সতী করযোড় করি।
কহিতে লাগিলা তুমি অনাথের হরি॥
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর তুমি ভক্তের জীবন।
বিশ্বরূপ হও তুমি তোমাতে ভুবন॥
অনন্ত তোমার নাম মহিমা অপার।
অন্তর্য্যামী তুমি হরি কি বলিব আর॥
এত বলি ভক্তিভরে প্রণাম করিলা।
প্রসন্ন শ্রীহরি তারে কহিতে লাগিলা॥
ধন্য ধন্য তুমি সতী রমণীর সার।
ব্রতেতে পূজিয়া মোরে ভাব সর্ব্বাধার॥
সেই হেতু আমি সতী হইনু প্রকাশ।
পূর্ণ হবে মম বরে তব অভিলাষ॥
তব গর্ভে পুত্ররূপে হইয়া উদয়।
দেবতার মান রক্ষা করিব নিশ্চয়॥
যাও সতী পতিপদ করহ সেবন।
পাইবে পবিত্র গর্ভ মম আবেদন॥
এত বলি হরি তবে হন অন্তর্দ্ধান।
প্রণাম করিলা সতী স্থির করি প্রাণ॥
অদিতি তখন গিয়া নিজ পতিপাশ।
একে একে বিষ্ণু বাণী করিল প্রকাশ॥
উভয়ে পরম প্রেমে উন্মত্ত হইয়া।
বিষয় ভোগেতে রণ শ্রীহরি পূজিয়া॥
কতদিনে অদিতির গর্ভের প্রকাশ।
যোগে প্রজাপতি তার পায়েন প্রকাশ॥
ঘুচাতে দেবের দুঃখ শ্রীমধুসূদন।
পুত্ররূপে অদিতিরে আবির্ভূত হন॥
হরি আবির্ভাব কথা ব্রহ্মা করি স্থির।
অদিতির গৃহে যান পুলক শরীর॥

গর্ভে হেরি নারায়ণে চতুর-আনন।
করিলা কতেক স্তব না যায় কথন ॥
পৃশ্নি নামে সতী ছিলা পূর্ব্ব মন্বন্তরে।
এ জন্মে অদিতি নামে কশ্যপের ঘরে।
পৃশ্নির পূজনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
ব'লেছিলা তিনবার হইব নন্দন ॥
পৃশ্নি পূর্ব্ব জন্মে ছিল অদিতি এবার।
অদিতির গর্ভমাঝে শ্রীহরি প্রচার ॥
পূর্ব্ববাণী ব্রহ্মা স্মরি করিয়া স্তবন।
পুলকে পুনশ্চ যান আপন ভবন ॥
এক মাস দুই মাস গর্ভ পূর্ণ হয়।
আনন্দে অদিতি তত হরিগুণ গায় ॥
শ্রবণা দ্বাদশী তিথি অপূর্ব্ব সময়।
অভিজিৎ নামে উড়ু গগনে উদয় ॥
প্রসন্ন সমস্ত গ্রহ আর দিকচয়।
অদিতি প্রসব রাজা সেই কালে হয় ॥
অপূর্ব্ব মোহনমূর্ত্তি শ্রীহরিকুমার।
নীলোৎপল সম আঁখি শ্যাম কলেবর ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
শ্যাম অঙ্গে বনমালা কিবা শোভা ধরে
হেনরূপ হেরি পুত্রে দম্পতী তখন।
করিতে লাগিল উভে বিবিধ স্তবন ॥
স্বর্গ হ'তে অবিরত পুষ্প বরিষণ।
আনন্দে করিলা সবে মেঘের গর্জ্জন ॥
অকালে বহিল তবে মলয় পবন।
পাখীকুল আনন্দেতে করিল কুজন ॥
নদী প্রস্রবণ আর সরসী সাগর।
প্রবাহিত হয় সবে প্রফুল্ল অন্তর ॥
ফল ফুলে সুশোভিত হৈল উপবন।
ধরিল পবিত্র মূর্ত্তি এ তিন ভুবন ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হৃষ্ট দেবগণ।
বলিরে ছলিতে হরি এ দেহ ধারণ ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণনে না যায়।
শুনিলে শুনালে নষ্ট ভবের মায়ায় ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
যেমতে ধরিলা হরি বামন আকার ॥

ইতি বামন অবতার কথা সমাপ্ত।

অথ বলির দর্প নাশ কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
বামনের লীলা কথা অতি মনোহর ॥
বিশ্বের কারণ যিনি প্রভু নারায়ণ।
বলিরে ছলিতে রূপ ধরিলা বামন ॥
এতেক ব্রাহ্মণ বটু গঠনে বামন।
দেখিতে সুন্দর কান্তি ভুবনমোহন ॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ এই ত্রিসংসার।
শৈশবে ধরেন তিনি শিশুর আকার ॥
শিশু ভাবে মাতা পিতা করি সম্ভাষণ।
ছলিলা সুমিষ্ট ভাষে আত্মীয় স্বজন ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণনে না যায়।
সকলে হইল মুগ্ধ শিশুর মায়ায় ॥
ক্রমেতে আসিল কাল উপবীত তাঁরে।
কশ্যপ করিলা যজ্ঞ আনন্দ অন্তরে ॥
যাঁহার অঙ্গেতে মুক্ত এই ত্রিভুবন।
তাঁর অঙ্গে করে যজ্ঞসূত্রের অর্পণ ॥
অপূর্ব্ব যজ্ঞের কার্য্য না যায় বর্ণন।
তপন করেন আসি সাবিত্রী পঠন ॥
স্বয়ং দিলেন সূত্র দেব গুরুবর।
কশ্যপ মেখলা দেন দেখিতে সুন্দর ॥
ধরা দেন কৃষ্ণাজিন দণ্ড বনস্পতি।
জননী কৌপীন ছত্র ত্রিদেশ বসতি ॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলু দেন কুশ ঋষিগণ।
অক্ষমালা সরস্বতী করিলা অর্পণ ॥
ভিক্ষাপাত্র কুতূহলে দেন ধনপতি।
আপনি দিলেন ভিক্ষা শক্তি মহাসতী ॥
উপনীত এই ভাবে হইয়া বামন।
নিজ রূপে মুগ্ধ কৈলা এই ত্রিভুবন ॥

কিছুদিন থাকি হরি কশ্যপের ঘরে।
বলির অপূর্ব্ব যজ্ঞ শুনিলেন পরে ॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিরোচন।
ইন্দ্রত্ব লইতে সেই করিয়াছে পণ ॥
বহু অশ্বমেধ তার সমাপ্ত হইল।
অল্প মাত্র অবশিষ্ট সে কালে আছিল ॥
মনে মনে করে বলি হব পূর্ণকাম।
অকাতরে করে দান হর্ষে অবিরাম ॥
রত্ন গাভী গৃহ পুর যেবা যাহা চায়।
অকাতরে দৈত্যপতি তাহারে যোগায় ॥
ত্রিভুবনে এ গৌরব হইল প্রচার।
অন্তরে হাসিল হরি বুঝি ব্যবহার ॥
গর্ব্ব খর্ব্বকারী হরি বিপদ ভঞ্জন।
নাশিতে বলির গর্ব্ব করিলা গমন ॥
একেত বামন তায় কিশোর বয়স।
হাসি হাসি মুখখানি দেখিতে সরস ॥
ব্রহ্মতেজ তেজোময় কিশোর শরীর।
বলিরে ছলিতে হরি হলেন বাহির ॥
পথেতে পাইয়া ধরা হৃদি দিলা পাতি।
পবন সুগন্ধ আনে মেঘ ধরে ছাতি ॥
কিরণ কোমল হৈল শশী কর প্রায়।
বনস্পতি ধরে পাখা চামরের ন্যায় ॥
প্রকৃতির পূজা লভি দেব নারায়ণ।
বামন রূপেতে যান বলির ভবন ॥
অপূর্ব্ব সে যজ্ঞশালা বর্ণনে না যায়।
ব্রহ্মাণ্ড ঐশ্বর্য্য যত শোভিত ধরায় ॥
রবি শশী নিজ কার্য্য করে অনুক্ষণ।
চন্দ্রাতপ রত্ন রূপে শোভে তারাগণ ॥
চমরী রূপেতে শোভে মলয় পবন।
ইন্দ্র তথা হয় দ্বারী ভৃত্য দেবগণ ॥
পাদমূল জলপতি করে প্রক্ষালন।
অপ্সরী কিন্নরী আর বিদ্যাধরীগণ ॥
নর্ত্তকীর সম করে সঙ্গীত নর্ত্তন।
দাসী সম রহে তথা দেব পত্নীগণ ॥
কুবের সাজায় সভা দিয়া রত্নধন।
চারি ধারে রত্ন কক্ষ অতি সুশোভন ॥
নিমন্ত্রিত দৈত্যকুল রহে চারিভিত।
ঋষিগণ সহ রাজা বসি পুলকিত ॥
হেনমতে দৈত্যপতি করে যজ্ঞবর।
মুক্ত হস্তে দান করে প্রফুল্ল অন্তর ॥
বামন রূপেতে হরি প্রবেশি তথায়।
উচ্চারিলা আশীর্ব্বাদ সমাজ প্রথায় ॥
ব্রাহ্মণ কুমার একে দেখিতে সুন্দর।
অতি তেজোময় বপু বিশ্ব মুগ্ধকর ॥
হেনরূপে কুমারেরে হেরি ঋষিগণ।
ব্রহ্মতেজ ভাবি মনে করিলা পূজন ॥
কতক্ষণে মহারাজ বলি দৈত্যেশ্বর।
করিলা বামনে সেই নয়ন গোচর ॥
নয়নে নেহারি রূপ হইয়া বিস্মিত।
সাদরে ডাকিয়া মান্য করেন বিহিত ॥
মনে মনে করে রাজা কত আন্দোলন।
কেহ বলে যজ্ঞস্থলে আসিলা তপন ॥
কেহ বলে ব্রহ্মাপুত্র ভাই ঋষি চারি।
সনকাদি হবে বুঝি কহিলা বিচারি ॥
এইরূপে সবে হেরি শ্রীহরি বামন।
সকলে সাদরে কৈলা মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
ভৃত্য আনে বারি পদ প্রক্ষালন তরে।
অপূর্ব্ব ভক্তিতে বলি পদ ধৌত করে ॥
অপূর্ব্ব মহিমা ধরে সেই সে বামন।
হেরিলেই মহাপাপ হয় বিনাশন ॥
এই জন্য মহারাজ সেই দৈত্যপতি।
অন্তরে না জানি হরি হ'ল শুদ্ধমতি ॥
আকর্ষণ শক্তি এই রহে নারায়ণে।
হেরিলেই শুদ্ধ প্রাপ্ত হয় বিজ্ঞজনে ॥
অপূর্ব্ব বলির ভাগ্য বর্ণন না যায়।
যে পদ ভাবেন ভব ধুইল সে পায় ॥
পদ ধুয়ে দৈত্যপতি দিলেন আসন।
বসায়ে বামনে পুনঃ কৈল নিবেদন ॥

কি নাম কুমার তব কোথা বাসস্থান।
কিশোর বয়সে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান॥
নেহারি তোমায় মম প্রফুল্ল অন্তর।
কেন হয় নাহি বুঝি ভাবিয়া বিস্তর॥
বোধ হয় আজি মম যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল।
মূর্ত্তিমান তপোরূপে তোমায় মিলিল॥
কিবা নাম কোথা ধাম করহ প্রকাশ।
কাহার কুমার তুমি কিবা অভিলাষ॥
গো-রত্ন কাঞ্চন কিম্বা সহ যত ধন।
অন্ন কন্যা ভূমি কিম্বা উৎকৃষ্ট ভবন॥
হস্তী অশ্ব রথ কিম্বা যাহা কর আশ।
অবশ্য পূরাব তব করহ প্রকাশ॥
বলির সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ।
অন্তরে হইলা হৃষ্ট দেব নারায়ণ॥
কহিলা বলিরে হরি ধন্য দৈত্যেশ্বর।
পূর্ব্বকালে দৈত্যবংশে হ'য়ে বংশধর॥
যে বংশে প্রহ্লাদ জন্মি করিল পাবন।
উপযুক্ত সেই বংশে তব আগমন॥
পিতামহ পিতা তব খ্যাত ভূমণ্ডল।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মহাবল॥
বীর্য্যবলে হরি সহ যুঝিলা যে জন।
বিরোধী হইয়া অন্তে পায় নারায়ণ॥
প্রহ্লাদ তনয় তার পিতামহ তব।
দেখাইলা নিজ দেহে ভক্তির বৈভব॥
বিশ্বাসেতে শ্রীহরিরে ভাবিয়া ঈশ্বর।
জনকে দেখায় হরি স্তম্ভের ভিতর॥
বিরোচন পিতা তব গুণের সাগর।
ব্রাহ্মণে করিত মান্য অতি বহুতর॥
মহাদাতা সেই জন খ্যাত ত্রিভুবনে।
অবহেলে দান দিলা সর্ব্ব দেবগণে॥
সে হেন পবিত্র বংশে জনম তোমার।
মহাজন সম কার্য্য করিছ আচার॥
সামান্য করিয়া আশ আপনার মনে।
আসিয়াছি দৈত্য আমি তোমার ভবনে॥

তিনপদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন।
অকাতরে কর দান আমারে রাজন॥
দানগ্রহ মহাপাপ কহে সাধুজন।
প্রয়োজন মত হ'লে পাপী নাহি হন॥
তিনপদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন।
অকাতরে কর দান আমারে রাজন॥
কুমারের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
কহিতে লাগিলা তবে বাক্য মনোহর॥
দেখিতে কিশোর বট বুদ্ধিতে প্রবীণ।
স্বার্থ শূন্য বট তুমি বয়সে নবীন॥
ত্রিভুবন অধিপতি আমি দৈত্যশ্বর।
দ্বীপ গ্রাম চাহ যদি দিব হে সত্বর॥
একবারে যেই মম দেয় বস্তু লয়।
পুনশ্চ অভাব তার কভু নাহি হয়॥
তিনপদ ভূমি শিশু করিলে গ্রহণ।
পুনশ্চ অভাব তব হবে প্রকটন॥
যাহাতে দারিদ্র তব হইবেক দুর।
সেইমত ধন তুমি মাগহ প্রচুর॥
বলির শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ।
অন্তরে হাসিয়া তারে কহিলা বচন॥
অবোধের সম বাণী কহিছ রাজন।
মনেতে সন্তোষ নাহি হয় যেই জন॥
প্রচুরে তাহার পূর্ণ নহে কদাচন।
সত্য রাজা মম বাণী কর বিবেচন॥
ত্রিপদ ভূমিতে যদি নাহি পূরে আশ।
দ্বীপ গ্রামে নাহি কভু মিটিবে প্রয়াস॥
শুনিয়াছি পৃথু ময় পূর্ব্ব রাজগণ।
সপ্তদ্বীপে অধিপতি হইলা যখন॥
অর্থ কাম তৃষ্ণা জয় নারিলা করিতে।
কিরূপে প্রচুর ধনে রব তুষ্ট চিতে॥
ইচ্ছা যদি হয় রাজা কর মোরে দান।
তব পক্ষে অল্প ভূমি ত্রিপদ প্রমাণ॥
বামনের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
হাসিয়া কহিল তারে বচন বিস্তর॥

জল হস্তে বলি যায় করিবারে দান।
বিষ্ণুর কৌশল শুক্র বুঝিলা প্রমাণ ॥
মনেতে বুঝিয়া শুক্র উঠি ত্বরা করি।
কহিতে লাগিলা গুরু রাজকর ধরি ॥
কি কর কি কর রাজা দান নাহি কর।
ত্রিপদে ঐশ্বর্য্য তব যাইবে সত্বর ॥
কভু ত মানব নয় এ হেন কুমার।
বামন রূপেতে হরি হৈলা অবতার ॥
হরিতে তোমার ধন হেথা আগমন।
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিবে হরণ ॥
আর পদ ভূমি তুমি পাইবে কোথায়।
প্রতিজ্ঞা না পালি হবে নারকীর প্রায় ॥
দানকর্ম্ম শুভকর্ম্ম শাস্ত্রের বচন।
নিজ নাশ অভিপ্রেত নহে কদাচন ॥
শুক্রের শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর।
কাঁপিতে কাঁপিতে তারে কহিলা বিস্তর ॥
প্রহ্লাদের পৌত্র আমি বলি মম নাম।
প্রতিজ্ঞা পালনে ঋষি হব আমি বাম ॥
দধীচি ঋষির কথা কর গুরু মনে।
নৃপতি শিবির কথা বুঝহ আপনে ॥
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু প্রাণ রাজ্যধন।
অকাতরে কৈলা দান শাস্ত্রের বচন ॥
দিব হে ত্রিপদ ভূমি করিয়া স্বীকার।
পরাঙ্মুখ হব আমি দৈত্যের কুমার ॥
ব্রাহ্মণ হউক কিম্বা গোলোকের পতি।
পালিব প্রতিজ্ঞা আমি এই মম মতি ॥
ধর্ম্ম চাহি দিব দান যদি নাহি পারি।
অবশ্য নরক দ্বারে হইব ভিখারী ॥
রাজার বচন শুনি তবে গুরুবর।
শ্রীভ্রষ্ট হ'লে হে বলি করিলা উত্তর ॥
তথাপি সত্যের পাশে আবদ্ধ রাজন।
বামনে ত্রিপদ ভূমি করিলা অর্পণ ॥
দৈত্যেশ্বর পত্নী নাম বিন্ধ্যাবলী সতী।
সুবর্ণ কলসে বারি আনিলা সম্প্রতি ॥
পদ প্রক্ষালিয়া রাজা ল'য়ে সেই জল।
পরম পবিত্র যাহে এ ভব মণ্ডল ॥
দান লাভ করি হরি হইলা প্রকাশ।
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেন গ্রাস ॥
বিষম বিরাটরূপে পূর্ণ ভগবান।
যাঁর অঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ স্থান ॥
সর্ব্বময় হ'য়ে হরি হইলা প্রকাশ।
শত চন্দ্র সম রূপে জ্যোতির আভাস ॥
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া গ্রহণ।
তৃতীয়ে না পেয়ে স্থান তবে নারায়ণ ॥
কহিতে লাগিলা হরি দৈত্যে সম্বোধিয়া।
দাও রাজা আর ভূমি আমারে আনিয়া ॥
নাহি দাও নাশ হবে প্রতিজ্ঞা তোমার।
ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়া কর নরকে বিহার ॥
হরির শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর।
কহিতে লাগিলা তাঁরে বচন বিস্তর ॥
ছলনা তোমার কার্য্য ওহে নারায়ণ।
না বুঝি প্রতিজ্ঞা কৈনু খাইতে আপন ॥
সর্ব্বস্ব হরণ কর দুঃখ নাহি তায়।
অবশ্য পালিব আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় ॥
এক পদে করিয়াছ স্বর্গ অধিকার।
দ্বিতীয়ে লইলে মম স্বর্গের দুয়ার ॥
আর এক পদ স্থান কোথা পাই বল।
একমাত্র এই দেহ আছয়ে সম্বল ॥
অতএব শিরে মম দাও হে চরণ।
দৈত্য হ'তে মুক্ত হব এই আকিঞ্চন ॥
সে কথা শুনিয়া তবে গুপ্ত নারায়ণ।
বলির মস্তকে দিল তৃতীয় চরণ ॥
হরির এ কার্য্যে খ্যাতি হইল বিস্তার।
দেব নরে শুনি হৈল সবে চমৎকার ॥
প্রহ্লাদ প্রভৃতি যত সিদ্ধ মহাজন।
ব্রহ্মা সহ যত দেব কৈলা আগমন ॥
বলির ভবন আজি পবিত্র হইল।
সকলে মিলিয়ে তবে বিষ্ণুকে কহিল ॥

সকলে প্রসন্ন করি তবে নারায়ণ।
ইন্দ্রে সমর্পণ কৈলা ত্রিদিব ভবন॥
দৈত্য গর্ব্ব-খর্ব্ব হৈল মুক্ত দৈত্যেশ্বর।
বামন রূপের লীলা বর্ণিতে বিস্তর॥
ইন্দ্র চলি গেলা তবে ত্রিদিব ভবন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন হরি সেইক্ষণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বামন রূপের লীলা অতি চমৎকার॥

ইতি বলির দর্পনাশ সমাপ্ত।

অথ মৎস্য অবতারের কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
মৎস্য অবতার কথা অতি মনোহর॥
শক্তিময় সেই হরি কত লীলা করে।
কার সাধ্য সেই লীলা বর্ণিবারে পারে॥
বহু লীলা মধ্যে হয় মৎস্য লীলা সার।
শুনহ সে কথা রাজা করিব বিস্তার॥
পূর্ব্ব সৃষ্টি কার্য্য যবে হৈল সমাপন।
নেহারি নিশ্চেষ্ট হন কমল আসন॥
ত্যজিয়া সৃষ্টির কার্য্য সেই বিধিবর।
বিশ্রাম লইতে যান নিদ্রায় কাতর॥
ব্রহ্মার নিদ্রায় রুদ্র করেন সংহার।
ভীষণ প্রলয়কাল বুঝে সাধ্য কার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছিল সৃষ্টির।
সেইকালে মৎস্যলীলা ঘটে পাণ্ডুবীর॥
তাহার কারণ রাজা করহ শ্রবণ।
অপূর্ব্ব সে হরিলীলা কর আস্বাদন॥
পদ্মাসনে নিদ্রা গেলে সেই পদ্মাসন।
পতিত হইল বেদ তবে সেইক্ষণ॥
বেদের নেহারি জ্যোতি সর্ব্ব কর্ম্মময়।
জ্ঞান পূর্ণ এই বিশ্ব সৃষ্টিকালে হয়॥
ব্রহ্মার পার্শ্বেতে ছিল এক দৈত্যবীর।
হয়গ্রীব নাম তার দেখিতে গভীর॥
বিকট দশন মুণ্ড অজেয় গঠন।
প্রশ্বাস প্রবাহে যেন প্রলয় পবন॥
যুগ্মকর গিরিশৃঙ্গ যেন সুশোভিত।
ভীমাকার সেই বীর অজ্ঞানে মোহিত।
বেদের মহিমা হেরি সেই দৈত্যবীর।
সৃষ্টির কল্পনা হেরি করিলেক স্থির॥
সৃষ্টির কল্পনা আছে বেদের ভিতর।
বেদ ল'য়ে ব্রহ্ম হন সৃষ্টি অধীশ্বর॥
বেদহীন বিধি হন জড় অচেতন।
কভু না চেষ্টায় তার হইবে সৃজন॥
সৃষ্ট নাশে দেবগণ না হবে প্রকাশ।
দৈত্যকুল সুখে রবে করিয়া আশ্বাস॥
এত ভাবি মনে দৈত্য হ'য়ে অগ্রসর।
হরিল সে মহাবেদ হইয়ে তৎপর॥
বেদ হরি দৈত্য হৈল পুলকিত মতি।
দেখিলেন এই কর্ম্ম বিষ্ণু বিশ্বপতি॥
ভাবিলেন মনে হরি বিচারি আপন।
বেদ বিনা কভু নাহি হইবে সৃজন॥
বেদ বিনা সৃষ্টিকর্ত্তা রবে অচেতন।
আর না প্রকাশ হবে ব্রহ্মাণ্ড ভুবন॥
এতেক ভাবিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
বেদের উদ্ধার লাগি করিলেন পণ॥
মায়ার আশ্রয় করি তবে নারায়ণ।
মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হলেন তখন॥
কৃতমালা নামে নদী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
প্রলয় কালের বেগ তাহে খরতর॥
তার তীরে ছিল মনু নামে সত্যব্রত।
প্রলয় নিকটে হেরি তর্পণে নিরত॥
অতি সাধু হন নৃপ জগত ঈশ্বর।
দৃঢ়তর ভক্তি তাঁর হরির উপর॥
অঞ্জলিতে নদী জল করিয়া ধারণ।
তর্পণ করিতেছিল সেই মহাজন॥
তার প্রতি তুষ্ট হ'য়ে প্রভু মুরহর।
শফরী রূপেতে যান অঞ্জলি ভিতর॥

অঞ্জলিতে ল'য়ে জল হরিনাম করি।
প্রদানের কালে নৃপ দেখিলা শফরী ॥
অতি ক্ষুদ্রকায় মৎস্য করি নিরীক্ষণ।
ইচ্ছিলা নরেন্দ্র তাহে করিতে ক্ষেপণ ॥
অন্তর্য্যামী হরি বুঝি নরেন্দ্রের মন।
কহিতে লাগিলা তাহে অদ্ভুত বচন ॥
ক্ষুদ্রকায় আমি মৎস্য দেখহ রাজন।
নদীতে না কর রাজা আমারে ক্ষেপণ ॥
নদীতে আছয়ে রাজা বহু জলচর।
তাহাদের ভয়ে মোর ব্যথিত অন্তর ॥
শফরীর বাণী শুনি রাজা পুলকিত।
সবিস্ময় হন রাজা মনে চমকিত ॥
অপূর্ব্ব শ্রীহরি লীলা না বুঝি কারণ।
অপূর্ব্ব এ মৎস্য কহে মধুর বচন।
বিস্মিত হইয়া রাজা কমণ্ডলু 'পরে।
রাখিলা সে ক্ষুদ্র মীনে অতি যত্ন ক'রে ॥
নিশায় বাড়িল মৎস্য সে পাত্র ব্যাপিয়া।
রাজারে কহিল প্রাতে মিষ্ট সম্বোধিয়া ॥
দয়া করি কর রাজা মোরে পরিত্রাণ।
কমণ্ডলু মাঝে মম নাহি হয় স্থান ॥
কমণ্ডলু হ'তে তারে করিয়া বাহির।
কলসে রাখিল মৎস্য পূর্ণ করি নীর ॥
কলস হইল পূর্ণ নিশার ভিতর।
প্রভাতে কহিল মীন রাজার গোচর ॥
উপায় করহ রাজা আমার এখন।
দীর্ঘ পাত্রে দাও স্থান রাখিতে জীবন ॥
মীনের বচন শুনি সত্যব্রত রায়।
রাখিল তাহায় এক বৃহৎ জ্বালায় ॥
নিশাতে বাড়িল মৎস্য পাত্র পূর্ণ করি।
হৃষ্ট হন দেখি রাজা অন্তে বিভাবরী ॥
রাজারে দেখিয়া মীন কহিল বচন।
অন্য স্থানে রাখি মম রাখহ জীবন ॥
মীনের বচন শুনি তখন রাজন।
এক সরোবরে তারে করিল ক্ষেপণ ॥

ক্ষণমাত্রে সরোবরে পূর্ণ মীন কায়।
নেহারি আশ্চর্য্য হৈল সত্যব্রত রায় ॥
ডাকিয়া রাজারে মীন কহিলা বচন।
মহাহ্রদে ফেল মোরে রাখিতে জীবন ॥
তাহাই করিল রাজা হইয়া বিস্মিত।
হ্রদ পূর্ণ মীন দেহ হৈল আচম্বিত ॥
রাজারে সম্বোধি তবে মীন কহে বাণী।
মহাবারি দাও রাজা রাখিবারে প্রাণী ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা ল'য়ে মীনবর।
ফেলিবারে গেল যথা ভীষণ সাগর ॥
সাগর নেহারি মীন কহিল বচন।
সাগরেতে মহাভয় আমার রাজন ॥
না ফেল সাগরে মোরে অন্য চেষ্টা কর।
সুখ্যাতি হইবে তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
মীনের বচন শুনি আশ্চর্য্য রাজন।
অপূর্ব্ব তোমারে মীন করি দরশন ॥
নিজ অঙ্গ ব্যাপিয়াছ শতেক যোজন।
মিষ্ট স্বরে কহিতেছে মধুর বচন ॥
অপূর্ব্ব এ মীন রূপ বুঝিতে না পারি।
ছলিতে কি আসিয়াছ বৈকুণ্ঠ বিহারি ॥
ক্ষুদ্র হৈতে চরাচরে ব্যাপ্ত তব হয়।
মায়া করি মীন হও মনে মম লয় ॥
সত্য যদি হও হরি তুমি মীনবর।
প্রকাশিয়া কর সুস্থ আমার অন্তর ॥
যোগ বলে তবে নৃপ করি স্থির মন।
জানিলেন সেই মীন প্রভু নারায়ণ ॥
শ্রীহরি ভাবিয়া তাঁরে সত্যব্রত রায়।
স্তব স্তুতি নানামতে করিলেন তাঁয় ॥
জগতের পতি তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।
কোন প্রয়োজনে হরি মৎস্যরূপ ধর ॥
প্রকাশ করিয়া মোরে কহ নারায়ণ।
শুনিয়া জুড়াক মম চমকিত মন ॥
রাজার শুনিয়া বাণী মীনরূপ হরি।
কহিলেন যুক্তি তাঁয় এক এক করি ॥

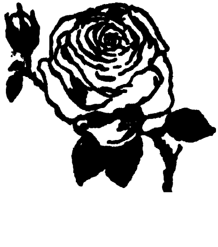
সম্মুখে হেরহ রাজা ভীষণ প্রলয়।
সপ্তদিন আর মাত্র এই সৃষ্টি রয় ॥
নিদ্রাগত হয়েছেন সৃষ্টি অধিকারী।
আমি রহি মৎস্যরূপে ব্রহ্মাণ্ড-বিহারী ॥
সাত দিন পরে হবে ভীষণ প্রলয়।
জীব চরাচর তাহে হইবে বিলয় ॥
আমি মাত্র সেইকালে হ'য়ে সচেতন।
মৎস্যরূপে একার্ণবে করিব ভ্রমণ ॥
পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে প্রজা জন্মাইতে।
ঋষিগণ সহ তোমা ইচ্ছা বাঁচাইতে ॥
যখন প্রলয় কার্য্য হবে আরম্ভন।
পাঠাইব এক নৌকা তোমার কারণ ॥
সর্ব্বৌষধি সর্ব্ব বীজ আর ঋষিচয়।
উঠিও সে নৌকা ল'য়ে তুমি মহাশয় ॥
ভীষণ প্রলয়ে যবে হবে একাকার।
রবি শশী লোপ হবে ব্যাপ্ত অন্ধকার ॥
অগণন বজ্রনাদ প্রলয়ে পবন।
অবিরত মহাতেজে হবে ভূকম্পন ॥
দিক হস্তী হবে নাশ ভগ্ন কুলাচল।
পঞ্চভূত একাকার মহা কোলাহল ॥
না রবে সৃষ্টির চিহ্ন হবে একাকার।
উথলিবে মহানিধি ভীষণ আকার ॥
সুমেরুর সহ ঢেউ হইবে প্রকাশ।
সে হেন প্রলয়ে সৃষ্টি হইবে বিনাশ ॥
এ হেন প্রলয় হবে যবে আরম্ভন।
প্রেরিত নৌকায় তুমি কর আরোহণ ॥
সর্ব্বৌষধি বীজ আর জীব ঋষিগণ।
সবারে লইয়ে মোরে করিও স্মরণ ॥
স্মরণ মাত্রেতে আমি প্রকাশ হইব।
মহাশৃঙ্গি মৎস্য নাম তখন ধরিব ॥
প্রলয় তরঙ্গে তরী হইলে অস্থির।
অনন্তেরে রজ্জুরূপে পাইবে হে ধীর ॥
সর্পের পুচ্ছেতে তরী করিয়া বন্ধন।
মম শৃঙ্গে বদ্ধ কর তাহার বদন ॥
আমাতে থাকিবে তরী সর্পে বদ্ধ হ'য়ে।
তাহাতে না রবে ভয় ভীষণ প্রলয়ে ॥
নানা রূপে করি রাজা আমি যে পালন।
প্রলয়েতে হেন লীলা হবে প্রকাশন ॥
এত শুনি মৎস্যরূপে প্রভু নারায়ণ।
নৃপ সত্যব্রতে কহি মধুর বচন ॥
অদৃশ্য হইয়া গেল সাগর ভিতর।
প্রেমে পুলকিত রাজা হন অতঃপর ॥
প্রাসাদে আসিয়া রাজা ভাবে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব দেখা সেই নারায়ণ ॥
কেমনে হইবে সর্ব্ব জীব সমুদ্ধার।
কেমনে বা বীজ ঋষি পাইবে নিস্তার ॥
এত ভাবি মনে রাজা করিয়া যতন।
সংগ্রহ করিল যত বীজৌষধিগণ ॥
খেচর ভূচর আর যত জলচর।
সব শ্রেণী জীব তবে লন মহীধর ॥
অতঃপর আমন্ত্রিয়া সপ্ত ঋষিগণ।
রাখিলেন এক স্থানে ধার্ম্মিক রাজন ॥
সকলে একত্র করি তবে নৃপবর।
মৎস্যরূপে দিবানিশি ভাবেন অন্তর ॥
ক্রমে ক্রমে সাত দিন হইল অতীত।
ভীষণ প্রলয় কাল হৈল প্রকাশিত ॥
টুটিল প্রকৃতি শক্তি পুরুষ সহিত।
প্রকাশ পালনকারী হৈল বিনাশিত ॥
সংহার মূর্ত্তিতে কাল হইয়া প্রকাশ।
একে একে সর্ব্ব সৃষ্টি আরম্ভেন গ্রাস ॥
ক্ষিতি হৈল জলোময় জল তেজ পরে।
তেজ গিরি প্রবেশিল পবন ভিতরে ॥
পবন মিলিল শূন্যে শূন্য তমোগুণে।
সত্বগুণে যায় মন কার্য্য রজগুণে ॥
তিন গুণ অহঙ্কারে হইল বিলয়।
অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ক্রমে প্রবেশয় ॥
শক্তি হীনে মহত্তত্ত্ব ক্রমে কর্ম্মহীন।
প্রধান প্রকৃতি তত্ত্বে হইল বিলীন ॥

নারায়ণ পূর্ণ শক্তি প্রধান নামেতে।
ব্রহ্মরূপ হয় তাহা ব্রহ্মের মাঝেতে ॥
প্রলয় নেহারি সেই শক্তি সনাতনী।
নিশ্চেষ্ট ব্রহ্মেতে লীন হয়েন আপনি ॥
জীবের অদৃষ্ট যত জগতে আছিল।
রবি শশী আদি করি ব্রহ্মে প্রবেশিল ॥
বিকার করিতে নাশ প্রলয় পবন।
আরম্ভিল সাগরের সহ মহারণ ॥
চারিদিকে মেঘদল হইল প্রকাশ।
সৌদামিনী সহ ব্রজে প্রকাশিল ত্রাস ॥
ভীম অন্ধকার আর প্রলয়ের ঢেউ।
কি সাধ্য সে কালে স্থির হতে পরে কেউ ॥
সুমেরু হইল গুঁড়া সহ কুলাচল।
তরঙ্গে তরঙ্গময় হইল সকল ॥
এ হেন প্রলয় কাল হ'লে আরম্ভন।
করিতে লাগিল রাজা শ্রীহরি স্মরণ ॥
সেইকালে নৌকা এক কৈল আগমন।
জীব ঋষি সহ তাহে উঠিল রাজন ॥
জলেতে ভাসিল তরী লয়ে নৃপবর।
জীব ঋষি বীজৌষধি তাহার ভিতর ॥
প্রলয়ের ঢেউ এক পর্ব্বত সমান।
তাহাতে কাঁপিল তরী হ'য়ে ভাসমান ॥
একেত প্রলয় কাল ঘোর অন্ধকার।
বজ্রনাদ সহ বৃষ্টি বর্ষে অনিবার ॥
সে হেন কালেতে নৃপ তরণী ভিতর।
কায়মনে হরি হরি বলে নিরন্তর ॥
কোথা আছ প্রভু তুমি দেখা দাও আসি।
প্রলয়ে ডুবিল তরী বাঁচাও প্রকাশি ॥
রাজার শুনিয়া বাণী প্রভু নারায়ণ।
শৃঙ্গি মৎস্য রূপে তারে দিলেন দর্শন ॥
অপরূপ মীনদেহ নিযুত যোজন।
শৃঙ্গধারী শির তার অতি সুশোভন ॥
অপরূপ চারি হস্ত তাহাতে প্রকাশ।
দেখা দিয়া মিটাইল নৃপের প্রয়াস ॥
রজ্জুরূপে মহাসর্প আসিল তখন।
পূর্ব্ব কথা মতে রাজা করিল বন্ধন ॥
তরীতে বাঁধিল সূত্র হরিশৃঙ্গে শির।
ডুবাতে নারিল নৌকা প্রলয়ের নীর ॥
এতেক বর্ণিয়া তবে শুক মুনিবর।
নৃপ পরীক্ষিতে কন বুঝায়ে বিস্তর ॥
এইভাবে মৎস্যরূপে প্রভু নারায়ণ।
প্রলয়ে করিল লীলা ভক্তের কারণ ॥
নারায়ণ কৃপা হেরি নৃপ সত্যব্রত।
বন্দনা করেন তাঁরে পারিলেন যত ॥
বন্দনায় হ'য়ে তুষ্ট ভক্তের ঈশ্বর।
আত্মতত্ত্ব মতে তত্ত্ব কহিল বিস্তর ॥
অপূর্ব্ব সে ইতিহাস ভক্তির আধার।
মৎস্যের পুরাণ নামে খ্যাত ত্রিসংসার ॥
সর্ব্ববীজ রক্ষা করি প্রভু নারায়ণ।
প্রলয় সাগরে দিলা সুখে সন্তরণ ॥
বহুকাল পরে নাশ হইল প্রলয়।
প্রসন্ন হইল দিক দেবতা-নিচয় ॥
শুভদিনে সৃষ্টিকর্ত্তা পুনঃ জাগিলেন।
মনুর রক্ষিত বীজে বিশ্ব রচিলেন ॥
প্রলয় অতীত হ'লে প্রভু মুরহর।
বধিলেন হয়গ্রীব দৈত্য বেদ-হর ॥
গ্রহণ করিয়া বেদ দৈত্যেরে মারিয়া।
প্রদান করেন তাহা বিধিরে যাইয়া ॥
ব্রহ্মা বেদ লভি সৃষ্টি কৈল আরম্ভন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন তবে নারায়ণ ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণিতে অপার।
লীলা ছলে কৃত যাঁর এ তিন সংসার ॥
পুনশ্চ করিল সৃষ্টি কমল আসন।
সত্যব্রত অধিপতি হইল তখন ॥
হয়গ্রীব হইল নাশ হরি সহ রণে।
তখনি পাইল মুক্তি শ্রীহরি চরণে ॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধরে।
যেরূপে করেন লীলা মৎস্যরূপ ধ'রে ॥

আশ্চর্য্য হইল রাজা করিয়া শ্রবণ।
বলে পুনঃ পুনঃ কর হরি সংকীর্ত্তন ॥
এতেক বলিয়া সূত আনন্দিত মনে।
চমকিত শৌনকাদি যত ঋষিগণে ॥
অপূর্ব্ব লীলার কথা বর্ণিতে বিস্তর।
মৎস্যরূপী ভগবানে করি নমস্কার ॥
গাঙ্গিনীর কুলে স্থিতি কুমার নগর।
তথায় বসতি করে শ্রীহরি কিঙ্কর ॥
বিশ্বামিত্র গোত্র যত কায়স্থের কুল।
বঙ্গেতে সুখ্যাতি যার বর্ণিতে অতুল ॥
সে বংশে জন্মিলা চণ্ডী চণ্ডীর পূজন।
কালিদাস পুত্র তাঁর জানে সর্ব্বজন ॥
উমেশের ভক্ত তার উমেশ-নন্দন।
ঔরসে উপেন্দ্র জন্ম করিল গ্রহণ ॥
হরি পূজা হরিভক্তি হরি কর সার।
গীতে বাঁধি ভাগবত করিনু প্রচার ॥
অবতার লীলা বহু করিয়া কীর্ত্তন।
অষ্টম স্কন্ধের বাণী কৈনু সমাপন ॥
হরি ভজ ভক্তগণ হরি কর সার।
হরিসহ ভক্তজনে কর নমস্কার ॥

ইতি মৎস্যাবতার সমাপ্ত।

অষ্টমস্কন্ধ সমাপ্ত।



শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

—০※০—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ সুদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান।

প্রণমিয়া ঋষিজনে সূত সাধুবর।
কহিতে লাগিলা বাণী শৌনক গোচর
ঋষিজন সহ ঋষি করহ শ্রবণ।
নবমস্কন্ধের বাণী অতি সুবচন ॥
শুকদেব সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধর।
কহিলেন প্রণমিয়া তাঁহার গোচর ॥
ধন্য ধন্য তুমি সাধু ভক্তের আশ্রয়।
পবিত্র তোমার জন্ম শুনি রসময় ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুনি তুষ্ট মম মন।
পুনশ্চ করহ দেব শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥
অপূর্ব্ব হরির নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়।
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা বলহ আমায় ॥
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন।
নবমস্কন্ধের বাণী শুনহ রাজন ॥
রাজা কন শুন শুন ব্যাসের কুমার।
চন্দ্র সূর্য্য বংশকীর্ত্তি করহ প্রচার ॥
অতীব পবিত্র বংশ অতি সাধুজন।
কর ঋষি সে বংশের মহিমা কীর্ত্তন ॥
তাহার বচন শুনি মুনিবর কন।
অপূর্ব্ব এ প্রশ্ন রাজা করিলা এখন ॥
তটের বালুকা যদি গণা কভু যায়।
যদ্যপি গণিতে পারে পতঙ্গ মালায় ॥
চন্দ্র সূর্য্য বংশ কীর্ত্তি তথাপি কখন।
বর্ণিতে না পারে কেহ ধরিয়া জীবন ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে করিলে কীর্ত্তন।
অথবা অনন্ত ল'য়ে সহস্র আনন ॥
বর্ণিতে বংশের কীর্ত্তি পারে কি না পারে।
সামান্য মানব মম কত শক্তি ধরে ॥
ত্রিভুবন খ্যাত যেই চন্দ্র সূর্য্য নাম।
তাঁহার বংশেতে পূর্ণ এই বিশ্বধাম ॥
বাছিয়া কতক তায় করিব বর্ণন।
যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ ॥
এত বলি আরম্ভিলা শুক মুনিবর।
বংশের মহিমা কথা বর্ণিতে বিস্তর ॥

আনন্দেতে মহারাজ করেন শ্রবণ।
আরম্ভিলা মহামুনি নমি নারায়ণ ॥
মরীচি নামেতে ঋষি ঋষি প্রজাপতি।
সৃজেন হইতে মন ব্রহ্মা মহামতি ॥
মরীচির পুত্র হয় কশ্যপ সুজন।
অদিতি তাঁহার পত্নী জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলেন আপনি তপন।
সংজ্ঞা নামে তার পত্নী রূপে অতুলন ॥
সংজ্ঞা সূর্য্য সম্মিলনে হইল তনয়।
শ্রদ্ধাদেব নামে মনু বিশ্বের আশ্রয় ॥
• বিশ্বপতি সেই মনু সর্ব্বাদিতে হন।
মন্বন্তরে সত্যব্রত তিনিই রাজন ॥
শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী রূপে অতুলন।
মহিমায় যাঁর পূর্ণ এই ত্রিভুবন ॥
সূর্য্যের তনয় মনু শ্রদ্ধা ভার্য্যা তাঁর।
সূর্য্যবংশ নাম হৈল জন্মিল কুমার ॥
সূর্য্য চন্দ্র বংশ রাজা হয় যে কারণ।
আগে আমি সেই তত্ত্ব করিব বর্ণন ॥
শ্রদ্ধা সহ সুখে থাকি মনু মহাশয়।
দান ব্রত যজ্ঞে রত থাকেন নিশ্চয় ॥
পবিত্র ভাবেতে থাকে অতীব যৌবন।
তথাপি না হৈল তার একটি সন্তান ॥
শ্রীহরি সেবাতে রাজা রাখিয়া জীবন।
পত্নীসহ ভোগ সুখে করেন যাপন ॥
তথাপি না হৈল তার একটি নন্দন।
এই দুঃখে ক্ষুব্ধ রাজা সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
সূর্য্যবংশ কুলগুরু মহাতেজা হন।
বশিষ্ঠ নামেতে মুনি খ্যাত ত্রিভুবন ॥
রাজারে দেখিয়া ক্ষুব্ধ নন্দন কারণ।
কহিলেন গুরু তারে উত্তম মন্ত্রণ ॥
বিশ্বপতি তুমি রাজা পালহ সংসার।
সর্ব্ব ভোগ মাঝে পুত্র ভোগ হয় সার ॥
সে হেন নন্দনে তুমি বঞ্চিত রাজন।
আরম্ভ করহ যজ্ঞ হইবে নন্দন ॥
মিত্র বরুণের যজ্ঞ মহাযজ্ঞ হয়।
সেই যজ্ঞে পুত্রলাভ হবে মহাশয় ॥
গুরুর শুনিয়া বাণী নৃপতি তখন।
করিলেন শুভকালে যজ্ঞ আরম্ভন ॥
কন্যা লাগি পত্নী তাঁর করিয়া কামন।
করিলেন উপবাস ব্রতাঙ্গ ধারণ ॥
নৃপতি করেন ইচ্ছা হউক নন্দন।
বংশরক্ষা হবে তাহে রাজ্যের শাসন ॥
যজ্ঞ সাঙ্গ লাগি যবে পুরোহিতগণ।
করিতে লাগিল শেষ মন্ত্র উচ্চারণ ॥
সে কালে মহিষী তথা করি আগমন।
কহিলেন পুরোহিতে বন্দিয়া চরণ ॥
অবলা কামিনী আমি ইচ্ছা মম মনে।
যাহে পাই কন্যা রত্ন করহ সুজনে ॥
মহিষীর বাণী শুনি পুরোহিতগণ।
করিলেন মহাযজ্ঞে সুকন্যা কামন ॥
কন্যা লাভ হৈল তাহে রাজা পরীক্ষিত।
অপূর্ব্ব সুন্দরী নামে হৈলা অভিহিত ॥
ইলা নামে কন্যা দেখি মনু মহাশয়।
সন্তুষ্ট না হ'য়ে রাজা বিষাদিত রয় ॥
গুরুরে সন্তোষি রাজা কহিলা বচন।
একি বিপরীত গুরু করি দরশন ॥
তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে সকলে পণ্ডিত।
বিপরীত কার্য্য হেরি বিষাদিত চিত ॥
সন্তানের লাগি যজ্ঞ কৈনু আরম্ভন।
তা না হ'য়ে হৈল কন্যা অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাজার বচন শুনি গুরু মহাশয়।
বুঝিলেন নিজ মনে যে ঘটনা হয় ॥
নৃপতি সন্তোষ লাগি তবে গুরুজন।
পুরুষ করিতে কন্যা করিলেন পণ ॥
একেত ব্রহ্মর্ষি তিনি উগ্রতপা হন।
মহাতেজে করিলেন বিষ্ণুর স্মরণ ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া ঋষি কহেন বচন।
হরির কৃপাতে কন্যা হউক নন্দন ॥

করে থাকি যদি আমি যোগ সদাচার।
অবশ্য হইবে সত্য বচন আমার॥
তপস্বী মুনির বাণী মিথ্যা কভু নয়।
পুত্ররূপী হন ইলা তখনি নিশ্চয়॥
অপূর্ব্ব পুত্রের রূপ সর্ব্বসুলক্ষণ।
সুদ্যুম্ন তাঁহার নাম তেজেতে তপন॥
মহাবীর সেই পুত্র পবন সমান।
দয়া ধৈর্য্য গুণে যেন ক্ষিতি মূর্ত্তিমান॥
হেন গুণে গুণময় হেরিয়া নন্দন।
সন্তুষ্ট হয়েন মনে মনু মহাজন॥
অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর রাজা পরীক্ষিত।
শুন সেই বাণী রাজা হ'য়ে অবহিত॥
একদা সুদ্যুম্ন করি মৃগয়ায় মন।
সিন্ধুদেশী ঘোটকেতে কৈল আরোহণ॥
হস্তে করি শরাসন পৃষ্ঠেতে তূণীর।
দৃঢ় বর্ম্মে ঢাকিলেন আপন শরীর॥
চতুরঙ্গ সেনা ল'য়ে মনুর নন্দন।
মৃগয়া করিতে ইচ্ছা প্রবেশিল বন॥
সুমেরু নামেতে গিরি আছয়ে ভুবনে।
প্রবেশিলা রাজপুত্র তার নিম্ন বনে॥
মহেশের ক্রীড়া স্থল হয় সেই বন।
ভবানী সহিত ভব করেন রমণ॥
অপূর্ব্ব মহিমা রাজা ধরে সে কানন।
নর হয় নারী তথা করিলে গমন॥
ইহা নাহি জানি রাজা মনুর নন্দন।
অনুচর সহ তথা কৈল প্রবেশন॥
মৃগের পশ্চাতে বীর কিছু দূর গিয়া।
স্থির ভাবে রন তথা বিস্মিত হইয়া॥
অনুচর সহ বীর করেন দর্শন।
বিপরীত মূর্ত্তি সবে করেছে ধারণ॥
নর মূর্ত্তি আর নাই সবে নারীময়।
অশ্বেতে অশ্বিনী হস্তী হস্তিনী নিশ্চয়॥
এ হেন ঘটনা দেখি রাজার কুমার।
লজ্জিত হয়েন তথা দেখি চমৎকার॥
স্ত্রী মূর্ত্তি ধরিয়া যত অনুচরগণ।
সহচরী হৈল তাঁর পরিপূর্ণ বন॥
লজ্জায় উন্মত্ত হ'য়ে নগরে না যায়।
মন দুঃখে নারীবেশে রহিলা তথায়॥
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি রাজা পরীক্ষিত।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে হইতে বিদিত॥
কহ গুরু এ মহিমা কেন ধরে বন।
অপূর্ব্ব শুনিতে বড় গুপ্ত বিবরণ॥
রাজার ভারতী শুনি শুক মুনিবর।
আনন্দে দিলেন তাহে অপূর্ব্ব উত্তর॥
মহেশের ক্রীড়া স্থল হয় সে কানন।
ভবানী সহিত তথা করেন রমণ॥
একদা উলঙ্গ ভব উলাঙ্গী ভবানী।
দৈবে উত্তরিল তথা ঋষি মহামুনি॥
কামোন্মত্তা দেবী হেরি উলঙ্গিনী বেশ।
ঋষি জনে মনে হৈল কামের আবেশ॥
পুরুষে নেহারি সতী লজ্জা পেয়ে মনে।
রতি ত্যজি ছাড়ি পতি পরিল বসনে॥
ইহা দেখি ঋষিগণ কৈল পলায়ন।
পবিত্র আশ্রম নামে নাহা নারায়ণ॥
রতির বিচ্ছেদ দেখি আর লজ্জা ভয়।
তুষিবারে প্রেয়সীরে ভব মহাশয়॥
সে অবধি সেই মায়া দিলেন কাননে।
নারী মূর্ত্তি এই জন্য রাজার নন্দনে॥
পুরুষ হইবে নারী প্রবেশিলে বনে।
সে অবধি এই মায়া রহে এ কাননে॥
রমণী রূপেতে তবে রাজার নন্দন।
অনুচরগণ সহ ভ্রমেন কানন॥
এইরূপে বহুদিন হইল বিগত।
কামোদয় হৈল সবে নারীবৃত্তি মত॥
একদা চন্দ্রের পুত্র বুধ মহামতি।
আসিলেন ক্রীড়া লাগি সেই বন প্রতি॥
মহেশের বন হৈতে কিছু দূর বনে।
নারীরূপী রাজা দেখে চন্দ্রের নন্দনে॥

চন্দ্রের কুমার একে দেখিতে সুন্দর।
কোটী শশী সম কান্তি যার মনোহর॥
বয়সে নবীন যুবা সহাস্য বদন।
কটাক্ষে মোহিত করে কামিনীর মন॥
প্রমদা স্বভাব ধরি সুদ্যুম্ন রাজন।
এক মনে দূর হৈতে করে নিরীক্ষণ॥
স্ত্রীজাতি সুলভ কাম হইল উদয়।
ইচ্ছিলেন তার সঙ্গ রতি সে সময়॥
নবীন যুবক বুধ সুদ্যুম্ন যুবতী।
উভ সন্দর্শনে হৈল উভে একমতি॥
নির্জ্জনে যাইয়া উভে হইল মিলন।
বুধ বীর্য্যে ধরে গর্ভ সুদ্যুম্ন রাজন॥
চন্দ্রবংশ বীর্য্যে তাহে হৈল উৎপাদন।
পুরুরবা নামে তাহে হইল নন্দন॥
অপরূপ কান্তি তার বুধের নন্দন।
যাহা হতে চন্দ্রবংশ হইল স্থাপন॥
একই সুদ্যুম্ন হৈতে বংশ রবি শশী।
বিস্তারিল ত্রিভুবন ব্যাপী দশ দিশি॥
এইরূপে মনু পুত্র কামিনী রূপেতে।
ভ্রমিলেন সে কাননে লজ্জায় দুঃখেতে
বহুদিন পরে দুঃখ সহিতে না পারি।
যাহাতে হইবে নাশ মায়ামূর্ত্তি নারী॥
সে হেন উপায় লাগি রাজার নন্দন।
গুরুদেব বশিষ্ঠকে করেন স্মরণ॥
অন্তর্য্যামী গুরু তিনি করিতে স্মরণ।
সেই বনে উপস্থিত হ'লেন তখন॥
গুরুরে নেহারি তবে রাজার নন্দন।
আপনার ভাগ্য কথা কৈল বিবরণ॥
কুমারের বাণী শুনি ঋষি মহাশয়।
করেন মহেশ পূজা তখন নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠের তপে তুষ্ট হ'য়ে আশুতোষ।
বলিলেন চাহ বর হয়ে পরিতোষ॥
শুনিয়া দেবের বাণী তবে মুনিবর।
কহিলেন প্রণমিয়া পদে মহেশ্বর॥
অন্য বরে মম কিছু নাহি প্রয়োজন।
সুদ্যুম্ন পুরুষ কর এই আকিঞ্চন॥
তথাস্তু বলিয়া হর করেন গমন।
সুদ্যুম্ন পুরুষরূপী হইল তখন॥
অনুচর হৈলে নর সবে সঙ্গে করি।
গুরুসহ রাজপুত্র প্রবেশেন পুরী॥
কিছুদিন রাজকার্য্য করি মহাবীর।
বৈরাগ্য অন্তরে নিজ করিলেন স্থির॥
রাজকার্য্য করি ত্যাগ হরি করি মন।
তপস্যা করিতে পুত্র প্রবেশ কানন॥
তপোবলে বীর হেরি প্রভু নারায়ণ।
সঁপিলা শ্রীহরি পদে আপন জীবন॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা করিতে বর্ণন।
সূর্য্য চন্দ্র বংশাঙ্কুর সুদ্যুম্নে স্থাপন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
সূর্য্য চন্দ্র বংশাঙ্কুর করিয়া বিচার॥

ইতি সুদ্যুম্ন রাজার কথা সমাপ্ত।

অথ পৃষধ্রের উপাখ্যান।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পৃষধ্র চরিত্র কথা হও হে বিদিত॥
মনুর কুমার সেই অতি সাধুজন।
গুরুভক্তি বলে তিনি হন বিমোচন॥
সুদ্যুম্ন বৈরাগী হ'লে মনু মহাজন।
দেখিলেন সূর্য্যবংশে না ছিল নন্দন॥
পুত্র হেতু সূর্য্য মনু করি আরাধন।
লভিলেন একে একে দশটি নন্দন॥
ক্রমে ক্রমে সে দশের বংশের বিস্তার।
পরিপূর্ণ এ ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যবংশ ভার॥
বুধ ও সুদ্যুম্ন যোগে হয় যে নন্দন।
পুরুরবা নামে চন্দ্র বংশের কারণ॥
চন্দ্রবংশ কথা রাজা কহিব অপরে।
সূর্য্যবংশ বাণী শুন প্রফুল্ল অন্তরে॥

সুদ্যুম্নের পরে মনু লভিলা সন্তান।
ইক্ষ্বাকু শর্য্যাতি মহাবীর গুণবান॥
ধৃষ্ট দৃষ্ট নরিষ্যন্ত নাভাগ ও কবি।
করূষ পৃষধ্র দশ সবে তেজে রবি॥
এই দশ রাজা বংশ করহ শ্রবণ।
প্রধান প্রধান দেখি করিব বর্ণন॥
পৃষধ্র নামেতে সেই মনুর নন্দন।
সুকুমার বপু তার গুরুসেবা মন॥
বিদ্যা লাগি গুরু-গৃহে রাজার কুমার।
সুকুমার গুরু তার হেরিয়া আকার॥
কহিলেন শুন শুন রাজার নন্দন।
করিয়াছ ভোগ তুমি বহু রত্ন ধন॥
বিদ্যারত্ন সম ধন নাহিক কোথায়।
সে ধনে আমি হে ধনী করিব তোমায়॥
মম প্রতি ভক্তি আর সাধু আচরণ।
প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় ভাব করহ ধারণ॥
তবেত শিখিবে বিদ্যা সামান্য দিবসে।
বিদ্যালাভে ফল গুণ বুঝিবে হরষে॥
গুরুর বচন শুনি পৃষধ্র তখন।
কহিল সেবিব গুরু তোমার চরণ॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন।
বিমুখ হইলে কোথা পাব বিদ্যা ধন॥
কুমারের বাণী শুনি গুরু মহাশয়।
করিলেন এক আজ্ঞা শুনিতে বিস্ময়॥
বয়স তোমার হেরি নবীন যৌবন।
তাহাতে বলিষ্ঠ বপু করি দরশন॥
অবস্থা বুঝিয়া তোমা করি আজ্ঞাপন।
দেখিব তাহাতে তুমি সক্ষম কেমন॥
আছে মম বহু গাভী গোষ্ঠের ভিতর।
সারানিশি জাগি বাপু তাহা রক্ষা কর॥
সম্মুখে ভীষণ বন ব্যাঘ্র তাহে রয়।
নিত্য নিত্য আসি গাভী সে দুষ্ট হরয়॥
রাত্রিকালে খড়্গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
নিশা জাগি বীর বেশে কর জাগরণ॥
আসিলে শার্দ্দুল পুত্র করিও সংহার।
দিলাম তোমার প্রতি গাভী রক্ষা ভার॥
সক্ষম হইলে ইথে বুঝি তব মন।
শুভক্ষণে শুভদিনে দিব বিদ্যাধন॥
রাজার কুমার একে দেখিতে সবল।
বিদ্যা লাগি তার মন আছিল চঞ্চল॥
ব্যাঘ্র কাছে প্রাণ ভয় নাহি করে মনে।
প্রতিজ্ঞা করিল পুত্র গাভীর রক্ষণে॥
ধরি পুত্র বীরবেশ চর্ম্ম অসিবর।
সারা নিশা গোষ্ঠে গিয়া রন অকাতর॥
নিদ্রা ত্যাগ করি পুত্র হ'য়ে একমন।
নির্ভয় হইয়া করে গাভীর রক্ষণ॥
একদা ভীষণ নিশি কৈল আগমন।
দশদিক অন্ধকার না চলে চরণ॥
সেইকালে এক ব্যাঘ্র গোষ্ঠের ভিতর।
প্রবেশি তর্জ্জন করে প্রফুল্ল অন্তর॥
ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনি নৃপের নন্দন।
প্রাণভয় ত্যজি গোষ্ঠে করে প্রবেশন॥
একেত গভীর নিশি ঘোর অন্ধকার।
কিছু না দেখিতে পায় চক্ষের মাঝার॥
হুঙ্কার করিয়া গোষ্ঠে করিছে ভ্রমণ।
দেখিল ধরেছে গাভী ব্যাঘ্র সে ভীষণ॥
কপিলা নামেতে গাভী দেখিতে সুন্দর।
ব্যাঘ্র ধরে গর্জ্জে সেই অতি ভয়ঙ্কর॥
নিকটে তাহার গিয়া রাজার নন্দন।
ব্যাঘ্র নাশিবারে অসি করে সঞ্চালন॥
মেঘাবৃত নিশি সেই ঘোর অন্ধকার।
ব্যাঘ্র গাভী তাহে সব দেখে একাকার॥
হঠাৎ পড়িল অসি ব্যাঘ্রের উপর।
ব্যাঘ্র তাহে পলাইল হয়ে সকাতর॥
পড়িল তাহাতে অসি অতি বেগভরে।
কপিলা নামেতে গাভী তাহার উপরে॥
একে বীরবেশ তায় অতি খরশান।
হইল গাভীর শির তাহে দুইখান॥

শার্দ্দুলের কাণ মাত্র কাটে তরবারে।
কাটিলাম ব্যাঘ্র ভাবে নৃপের কুমারে ॥
প্রভাত হইল নিশি উদিত তপন।
এ সংবাদ দিল তবে রাজার নন্দন ॥
ব্যাঘ্রনাশে হৃষ্ট হ'য়ে গুরু মহাশয়।
বলিল দেখিব গোষ্ঠে ব্যাঘ্র কোথা রয় ॥
অন্ধকারে ভ্রান্ত ছিল নৃপের নন্দন।
নাহি জানে ব্যাঘ্র হেতু গাভী বিনাশন ॥
গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গুরু কহে অনিবার।
কোথা ব্যাঘ্র মারিয়াছ দেখাও কুমার ॥
ব্যাঘ্র বিনাশন ভ্রম আছিল কুমারে।
মিথ্যারে জানিল সত্য বিশ্বাসের ভরে ॥
সেই হেতু গুরুবরে করিয়া সংহতি।
উত্তরিয়া সেই স্থানে হৈল ভ্রান্তমতি ॥
ব্যাঘ্র নাহি হয় নাশ কাটে তার কাণ।
অসিতে হ'য়েছে নাশ কপিলার প্রাণ ॥
ইহা দেখি শোকে ক্রোধে গুরু মহাশয়।
উন্মত্ত হইয়া সেই নৃপ পুত্রে কয় ॥
এই কি রে তোর কার্য্য গুরুর সেবন।
ব্যাঘ্র ছলে মম গাভী করিলে ছেদন ॥
ওরে দুষ্ট ও পামর ওরে পাপমতি।
শাপে ভস্ম তোরে আমি করিব সম্প্রতি
প্রাণের সমান গাভী কপিলা আমার।
বধিলি নিষ্ঠুর তুই তারে দুরাচার ॥
আমি গুরু সেই গাভী মম প্রিয় ধন।
মহাপাপ হৈল তোর করিয়া নিধন ॥
গুরু অসন্তোষে তোর হৈল অপরাধ।
গাভী বধ পাপে ডুব সাগরে অগাধ ॥
যে কর্ম্ম করিলি দুষ্ট রাজার নন্দন।
প্রতিফল দিব তোরে আমিই এখন ॥
একে তুই মম শিষ্য রাজার কুমার।
সেই হেতু বহু শাপ বিধান তোমার ॥
এত বলি গুরুবর কম্পিত শরীর।
কত শত তিরস্কার করিলেন ধীর ॥
ভয়ে জড়সড় হ'য়ে রাজার নন্দন।
আশ্চর্য্য হইয়া দুঃখে করেন ক্রন্দন ॥
কি হইতে কি হইল বুঝিতে না পারি।
নাশিতে ব্যাঘ্রেরে গাভী ফেলিলাম মারি ॥
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে রাজার নন্দন।
অভিশাপ তারে গুরু দিলেন তখন ॥
যে কর্ম্ম করিলি দুষ্ট দুঃখ দিয়া প্রাণে।
নাশিব মর্য্যাদা তোর করিয়াছি মনে ॥
নীচ কার্য্যে নীচ ভাব উচিত বিধান।
সেই ভাবে শাপ তোরে করিলাম দান ॥
এত বলি কহিলেন গুরু মহাশয়।
আজি হৈতে তুমি শূদ্র হইবে নিশ্চয় ॥
শূদ্র বলি ঘৃণা করি রাজার নন্দনে।
আশ্রম হইতে দূর করেন তখনে ॥
দুঃখচিত্তে দূর হ'য়ে রাজার কুমার।
ইতস্ততঃ বনে বনে করেন বিহার ॥
দুঃখেতে হইল তাঁর ভক্তির উদয়।
হরিনাম জপে রত হন মহাশয় ॥
একাগ্র সাধনা বলে রাজার নন্দন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি করে শ্রীহরি সেবন ॥
জলে স্থলে দেখে হরি শাখিতে গগনে।
বৃক্ষ লতা মাঝে হরি পুষ্পিত কাননে ॥
হরিতে উন্মত্ত হ'য়ে ত্যজি অহঙ্কার।
ইচ্ছিলেন ইহ জন্মে দেহ ত্যজিবার ॥
একদা বনেতে অগ্নি হইল প্রচার।
শূদ্রত্ব নাশিতে মন হইল তাঁহার ॥
ঘৃণাতে হৃদয়ে ভাবি প্রভু নারায়ণ।
আগুনে পশিয়া দেহ করেন দাহন ॥
হেন ভক্তি দেখি হরি হইয়া সদয়।
অন্তিমে দিলেন স্থান বৈকুণ্ঠ নিলয় ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির বচন।
মহাপাপী মুক্ত হয় ভজি নারায়ণ ॥

ইতি পৃষধ্র চরিত্র কথা সমাপ্ত।

ইতি সুকন্যা সুন্দরীর উপাখ্যান।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
শর্য্যাতি চরিত্র কথা পবিত্র নিশ্চিত॥
অতি স্নেহময় রাজা নারায়ণে মন।
সুকন্যা নামেতে তাঁর কন্যা মন্মোহন॥
কি কব চরিত্র তাঁর ভাবিতে অপার।
কন্যার চরিত্র গুণে সুখ্যাতি রাজার॥
নারায়ণ সেবা রাজা করে অনিবার।
শাসিতে শাসিতে রাজা ধরণীর ভার॥
একদা হইল ইচ্ছা মৃগয়ায় তাঁর।
কন্যা সহ যাইবারে বনের ভিতর॥
হস্তী অশ্ব পদাতিক চতুরঙ্গ দল।
লইয়া চলেন রাজা করি কোলাহল॥
রাজধানী এড়ি তবে লভেন প্রান্তর।
রাজার পুণ্যেতে সূর্য্য মৃদু দেয় কর॥
প্রবেশিলা পরে রাজা এক মহাবনে।
ঋষির আশ্রম তথা হেরিল নয়নে॥
চ্যবন নামেতে মুনি মহাতেজা হন।
সে মুনির এ আশ্রম শুনেন রাজন॥
মুনিজন পুণ্যাশ্রম জানি নরপতি।
হইলেন মনে মনে সশঙ্কিত অতি॥
সঙ্গে ছিল নিজ কন্যা সহ সখীগণ।
বয়সে যুবতী আর সুধাংশু বদন॥
চতুর্দ্দিক চতুরঙ্গ দল মহাবলে।
কহিলেন নরপতি ডাকিয়া সকলে॥
শুন সবে একমনে আমার বচন।
পবিত্র আশ্রম এই জানে সর্ব্বজন॥
ভৃগুর নন্দন ঋষি নামেতে চ্যবন।
এ স্থানে করেন তিনি শ্রীহরি সাধন॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এই স্থানে হয়।
ঋষির প্রসাদে বন শূন্য হিংসাময়॥
কেহ হেথা নাহি কর মৃগের সন্ধান।
অথবা ভীষণ শব্দ উচাটিতে প্রাণ॥
স্থির হয়ে সবে চল যাই অন্য বনে।
অপরাধ হ'লে ঋষি বধিবেন প্রাণে॥
এ কথা শুনিয়া তবে হয়ে সাবধান।
একে একে ভীত চিত্তে করিল প্রয়াণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা এড়াইতে পারে।
শুন রাজা পরীক্ষিত কি ঘটিল পরে॥
রাজার তনয়া সেই হরিণ নয়না।
আশ্রমের শোভা দেখি আছিলা উন্মনা॥
কোথা ডাকে পিককুল কোথা ফুটে ফুল।
বৎস সহ গাভী রহে বেড়ি বৃক্ষমূল॥
হরিণ হরিণী কত লয়ে শিশুগণ।
করিয়া আনন্দে কেলি করিছে ভ্রমণ॥
হেন শোভা হেরি হয় আনন্দিত সতি।
নানা কথা কন নিজ সখীগণ প্রতি॥
কভু ফল ফুল দেখি কত কথা কন।
কভু বা মোহিত হেরি ময়ূর নর্ত্তন॥
এইরূপে কিছু দূরে করিয়া গমন।
সম্মুখে বল্মীক স্তূপ করে দরশন॥
ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সম হেরিয়া কামিনী।
নিকটে যায়েন তার হ'য়ে উন্মাদিনী॥
সখীগণ সহ তথা করিয়া গমন।
উজ্জ্বল পদার্থ তাহে করেন দর্শন॥
মৃত্তিকায় জ্যোতিষ্মান নয়নে নেহারি।
গ্রহণ করিতে তাহা ইচ্ছিলেন নারী॥
সখীগণ সহ এক কণ্টক লইয়া।
কুতূহলে সেই স্থানে দিলেন বিন্ধিয়া॥
বিন্ধিবা মাত্রেতে তাহে বহিল শোণিত।
নেহারি কামিনী তাহা হৈল চমকিত॥
মৃত্তিকা মণ্ডিত স্থান বল্মীক নামেতে।
শোণিত ইহার মাঝে রয় কিরূপেতে॥
এ কথা ক্রমেতে শুনি তবে নরপতি।
নয়নে দেখিয়া হন অতি ভীতমতি॥
যোগেতে উন্মত্ত হয়ে ভৃগুর নন্দন।
অনাহারে অনিদ্রায় করেন সাধন॥

বহুকাল গত হেরি ভূমি কীটগণ।
ঋষির অঙ্গেতে গৃহ করিল গঠন॥
মুক্ত মাত্র ছিল তাঁর দুইটি নয়ন।
গিরি গর্ভে যথা মণি হয় দরশন॥
সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে ঘেরা জানা নাহি যায়।
হেনরূপে চ্যবনেরে হেরিলেন রায়॥
কণ্টক আছিলা বিদ্ধ নয়নের পাশ।
সেই হেতু বেগে লোহ বল্মীকে প্রকাশ॥
নিজ কন্যা অপরাধী হেরিয়া রাজন।
করিলেন নানামতে ঋষির স্তবন॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ঋষি সমাধি ত্যজিয়া।
কহিলেন নৃপবরে বাক্যে আশীষিয়া॥
এতদিনে নৃপ মম যোগ সমাপন।
হ'য়েছি জীবনে মুক্ত নাহিক মরণ॥
হরি প্রেমে সমাধিতে ছিনু কতদিন।
এবে ভোগ ইচ্ছা আমি করি কিছুদিন॥
দেখিতে সুন্দরী বটে তনয়া তোমার।
নবীনা যুবতী তাহে পাই দেখিবার॥
মম করে তব কন্যা কর সমর্পণ।
ধন্য তুমি হবে আমি ভৃগুর নন্দন॥
এ কথা শুনিয়া তবে মনুর নন্দন।
সবিনয়ে মিষ্টভাষে ঋষি প্রতি কন॥
মনুর কুমার আমি সামান্য মানব।
কেমনে বুঝিব ঋষি তোমার বৈভব॥
তব সম পাত্রে কন্যা করিতে অর্পণ।
কার হেন নাহি ইচ্ছা কহ তপোধন॥
এত বলি নরপতি দুহিতা লইয়া।
মুনির করেতে তারে দিলেন সঁপিয়া॥
কন্যারে যৌতুক দিয়া মহা রত্ন ধন।
ঋষিরে করিয়া শেষে মিষ্ট সম্ভাষণ॥
পাত্র মিত্র চতুরঙ্গে যান নিজ স্থান।
আনন্দিত হন ঋষি লভি কন্যাদান॥
সুকন্যা, সুকন্যা অতি নবীন যৌবন।
ঋষিরে নেহারি তাঁর বুঝিলেন মন॥
যোগে শুষ্ক দেহ ঋষি অতি শীর্ণকায়।
যুবতী নেহারি মনে রস উপজয়॥
অসম্ভব শুষ্ক কাষ্ঠে হইবে অঙ্কুর।
না পারিল কামবাণ প্রবেশিতে পুর॥
হেথায় যুবতী বসি নয়ন হিল্লোলে।
ঋষির হৃদয় মাঝে নিরন্তর খেলে॥
ভক্তের মহিমা রাজা কে বুঝিতে পারে।
ইচ্ছিলা যৌবন দেহ ঋষি ধরিবারে॥
মহাতেজা মহাঋষি ধরিতে যৌবন।
যেমনি করিল রাজা মনেতে স্মরণ॥
অমনি ভক্তের বাঞ্ছা বুঝি নারায়ণ।
ইচ্ছিলেন দিতে তারে নবীন যৌবন॥
ভোগ নৈলে ত্যাগ কভু স্থির নাহি হয়।
এই জন্য চ্যবনের ভোগে রতি রয়॥
যোগেতে পাইয়া জ্ঞান হ'যে খাটি সোনা।
আরম্ভিল তবে ঋষি ভোগ আরাধনা॥
কিছুদিন হৈলে গত সেই ঋষিজন।
ইচ্ছিলেন সুকন্যার প্রীতির সাধন॥
ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত অশ্বিনী কুমার।
উভয়ে স্বর্গের বৈদ্য বিদ্যা চমৎকার॥
বৈদ্য বলি দেবগণ পূজা না করিত।
কোন যজ্ঞে উভয়ের ভাগ নাহি দিত॥
ভাবিল উভয়ে মনে এই সুসময়।
যজ্ঞভাগ লইবার সুযোগ নিশ্চয়॥
ভৃগুর কুমার হয় মহর্ষি চ্যবন।
অতি মহাতেজা ঋষি সেই সিদ্ধজন॥
তাঁহার করিলে সেবা তাঁহার কৃপায়।
দেবের সমান অংশ যজ্ঞে পাওয়া যায়॥
এত কথা ভাবি দোঁহে মনেতে আপন।
আসিলেন ভেটিবারে মহর্ষি চ্যবন॥
রোগযুক্ত দেহে ঋষি শিরে জটাভার।
গলিত পলিত দেহ অতি শীর্ণাকার॥
তাঁহার কোলেতে বসি সুকন্যা রূপসী।
ধূম্রল গগনে যেন শরতের শশী॥



বিন্ধিবা মাত্রেতে তাহে বহিল শোণিত।
নেহারি কামিনী তাহা হৈল চমকিত॥ [৪২৭ পৃষ্ঠা।

অথবা বসিয়া সারি শুষ্ক তরুপর।
মেঘেতে বিজলি যেন দেখিতে সুন্দর॥
অসম্ভব সংযোজন হেরি দুইজন।
করিলা উভয়ে সেই ঋষি সম্ভাষণ॥
অশ্বিনী-কুমার জানি তবে তপোধন।
কহিলেন বুঝিয়াছি উভয়ের মন॥
কিন্তু এক কথা আছে দোঁহাকার পাশ।
পূরালে আমার আশা পূরাইব আশ॥
ভৃগুর নন্দন আমি জ্ঞাত আছ সবে।
চিরকাল মহাযোগে লিপ্ত ছিনু ভবে॥
তপস্যায় মহাজ্ঞান করি আহরণ।
জীবন্মুক্ত হইয়াছি হেরি নারায়ণ॥
বৈরাগ্য আজন্ম সেবি হ'য়েছি চঞ্চল।
সম্ভোগের ইচ্ছা মোরে করিছে বিকল॥
সম্ভোগের রস কিছু বুঝিয়া এবার।
ত্যজিব এ বৃথা দেহ মহা মায়াভার॥
জন্মিলেই চাই ভোগ বিধির লিখন।
নতুবা পুনশ্চ জন্ম শাস্ত্রের বচন॥
সেই দুঃখ নাশিবারে অন্তিমে এবার।
দেহ শক্তি এ শরীরে ভোগ করিবার॥
গলিত পলিত দেহ শুষ্ক কামরস।
যোগাগ্নিতে দহি সদা হ'য়েছি অবশ॥
সম্মুখে দেখহ পত্নী নবীনা যুবতী।
নয়নে বিদ্যুৎ খেলে কমল মূরতি॥
ঐ রূপ কান্তি মোর দাও বৈদ্যধর।
যৌবনের খেলা আমি খেলিব সত্বর॥
যুবক করিলে মোরে পাবে মহাফল।
দিব সবে যজ্ঞভাগ দেখাইয়া বল॥
ঋষির বচন শুনি অশ্বিনী-কুমার।
তথাস্তু বলিয়া তাঁরে কৈল আগুসার॥
আগুসারী ল'য়ে গেল এক মহাবন।
বসন্ত বিরাজে তথা দৃশ্য সুশোভন॥
আছিল তথায় এক পুণ্য সরোবর।
অমৃত ভাণ্ডার তাহা দেবের গোচর॥
দেব দেবীগণ তথা সদা করে স্নান।
অপ্সর গন্ধর্ব্বে সদা তীরে করে গান॥
প্রফুল্ল কুসুমে তথা হয় পুষ্পময়।
সৌরভে বসন্ত চিরকাল তথা রয়॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে পিক দেয় তান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত বিরহীর প্রাণ॥
এ হেন স্থানেতে ঋষি করি আগমন।
আশ্চর্য্য কামিনী এক কৈলা দরশন॥
অল্প অল্প কাম ভাব হৃদয়ে তাঁহার।
মৃদু মৃদু ভাবে ক্রমে কৈল অধিকার॥
ঋষিরে চঞ্চল দেখি অশ্বিনী-কুমার।
নামিলেন তাঁরে ল'য়ে সলিল মাঝার॥
উলঙ্গ অপ্সর জলে প্রফুল্ল কমল।
কোকিলের মধুমাখা স্বরেতে চঞ্চল॥
চঞ্চল হইয়া ঋষি করিলেন স্নান।
হেথা সুকন্যার হৃদে লাগে পঞ্চবাণ॥
সরোবর তীরে আসি যুবতী তখন।
কামবাণে পতি সঙ্গ করিল মনন॥
স্নান মাত্রে ঋষি বৈদ্য হৈল একাকার।
কেবা ঋষি কেবা বৈদ্য বুঝে সাধ্য কার॥
সুকন্যা নেহারি ইহা চমৎকার মানে।
কোথা পতি কি হইল কিছুই না জানে॥
জিজ্ঞাসিল তিনজনে কহ মহাশয়।
কোথা মম প্রিয় পতি ঋষি সদাশয়॥
কন্যার বুঝিতে মন তিন মহাজন।
কহিল সম্বোধি তারে মিষ্ট সম্ভাষণ॥
দেখিতে সুন্দরী ধনী নবীন যৌবন।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম সেই মহর্ষি চ্যবন॥
কি কাজ তাঁহারে সেবি কি পাইবে ফল।
আমাদের মনোবাঞ্ছা করহ সফল॥
যাহা চাও দিব তোমা ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
নন্দনের পুষ্প কিংবা বারুণী সুন্দর॥
এত শুনি কন্যা তবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে।
কহিলা সবারে তবে কাতর বচনে॥

দেখিতে দেবতা সবে কেন অবিচার।
কামিনীর পতি বিনা পতি নাহি আর ॥
সে হেন পতিরে ত্যজি রূপ প্রলোভনে
ভজিতে স্মরিব কারে কহিনু এক্ষণে ॥
এত শুনি তিনজনে হাসি মনে মন।
কহিলেন তব পতি ধরেন যৌবন ॥
আমাদের মাঝে তিনি হন একজন।
বাছিয়া লহগো ধনী সে পতি রতন ॥
সকলের কথা শুনি সুকন্যা তখন।
কহিল সবারে তবে সুমিষ্ট বচন ॥
যুবতী তরুণী আমি নারীজাতি হই।
দেবতার মায়া বুঝি হেন সাধ্য কই ॥
কৃপা করি অধিনীরে হ'য়ে ক্ষমাপর।
মম স্বামী কেবা হন করান গোচর ॥
কন্যার বাণীতে তুষ্ট হ'য়ে বৈদ্যগণ।
আশ্বাসিয়া চ্যবনেরে করান দর্শন ॥
পতির যৌবন হেরি সতী চমৎকার।
নিজ স্থানে গেল চলি অশ্বিনী-কুমার ॥
ভক্তের মহিমা রাজা দেখ পরীক্ষিত।
যুবক হইল বৃদ্ধ তেজেতে নিশ্চিত ॥
ঋষি পূর্ণ মনস্কাম হইয়া তখন।
করিলেন ভোগ তবে নবীন যৌবন ॥
যোগবলে ঐশ্বর্য্যের সীমা নাহি হয়।
শত শত স্বর্ণ রথ চারিদিকে রয় ॥
হয় হস্তী প্রজা সেনা প্রাসাদ তোরণ।
বন উপবন আর বসন ভূষণ ॥
এইমতে নানা ভোগ করে তপোধন।
পত্নীর সহিত সদা ভ্রমেন ভুবন ॥
কখন সুমেরু শৃঙ্গে কভু বা নন্দনে।
কভু রথোপরে কভু জলেশ-নন্দনে ॥
এইরূপ ছয় ঋতু করিয়া বিহার।
একদা ফিরিল নিজ আশ্রম মাঝার ॥
হেনকালে উপনীত শর্য্যাতি রাজন।
যজ্ঞ হেতু মহর্ষিরে দিতে নিমন্ত্রণ ॥
দেখিলেন যুবকের বামেতে যুবতী।
কন্যারে কুলটা তবে ভাবে নরপতি ॥
কুলটা ভাবিয়া রাজা করে তিরস্কার।
কহিলেন ওরে দুষ্টা একি ব্যবহার ॥
বৃদ্ধ হেরি নিজ পতি ছলনা করিয়া।
পূরাও মনের আশা যুবকে ধরিয়া ॥
পিতার বচন শুনি সুকন্যা তখন।
কহিলা যেমতে ঋষি পাইলা যৌবন ॥
আশ্চর্য্য ঘটনা শুনি রাজা মহাশয়।
ঋষিরে বন্দিতে তবে আগুসার হয় ॥
অবশেষে মহর্ষিরে করি নিমন্ত্রণ।
আনিলেন করিবারে যজ্ঞ সমাপন ॥
সেই যজ্ঞ তপোবলে মহর্ষি চ্যবন।
অশ্বিনী-কুমারে সোম করান ভক্ষণ ॥
বৈদ্যের যজ্ঞেতে পূজা হরি দেবগণ।
ভাবিলেন অবিচার কৈল তপোধন ॥
অন্যায় হেরিয়া ইন্দ্র বজ্র ধরি করে।
আসিলেন বধিবারে সেই ঋষিবরে ॥
নারায়ণে প্রাণ যেই করে সমর্পণ।
বজ্রের কি সাধ্য তার করিতে নিধন ॥
ইন্দ্রেরে নিস্তেজ হেরি যত দেবগণ।
ঋষিরে সন্তুষ্ট তবে করিলা তখন ॥
সে অবধি প্রতি যজ্ঞে অশ্বিনী-কুমার।
হইলেন সোমপানে যজ্ঞে অংশীদার ॥
ক্রমে ঋষি করিলেন ভোগ সমাপন।
গৃহ ত্যজি হরি পদে স্থির কৈল মন ॥
অন্তিমেতে হরি তাঁরে দিলেন আশ্রয়।
ভক্তের মহিমা রাজা বিচিত্রই হয় ॥
শর্য্যাতি নামেতে সেই মনুর নন্দন।
তাঁহার চরিত্র রাজা করিনু বর্ণন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
চ্যবন শর্য্যাতি কথা ভক্তির প্রচার ॥

ইতি সুকন্যা সুন্দরীর কথা সমাপ্ত।

অথ অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
অম্বরীষ-কথা অতি হয় সুললিত॥
ভগবদ্ভক্ত সেই নৃপ মহাজন।
ভক্তিতেজে ব্রহ্মশাপ কৈল নিবারণ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি।
জিজ্ঞাসিল কহ ঋষি সে কথা সম্প্রতি॥
শুকের বচন শুনি ব্যাসের তনয়।
কহিল শুনহ তবে রাজা মহাশয়॥
নাভাগ নামেতে মনু ধর্ম্ম-পরায়ণ।
সত্যকালে আছিলেন জ্ঞাত সাধুজন॥
অতীব ধার্ম্মিক রাজা প্রজার পালনে।
অন্তিমে ত্যজেন দেহ শ্রীহরি চরণে॥
অম্বরীষ তাঁর পুত্র অতি মহামতি।
শৈশব হইতে দেন কৃষ্ণ পদে মতি॥
কৃষ্ণ প্রেমে গদ গদ সেই মহাজন।
আছিলেন হরিনাম ব্রতপরায়ণ॥
সর্ব্বজীবে সম দৃষ্টি বৈরাগ্য বিষয়ে।
শম দম গুণাদিতে বিভূষিত হ'য়ে॥
বিষ্ণুরূপে বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষ।
বিষ্ণুপর হ'য়ে রাজ্য পালেন হরিষ॥
অপূর্ব্ব ভক্তের কথা বর্ণিতে কে পারে।
ভক্তি তেজে অহঙ্কার থাকিবারে নারে॥
বয়সে যুবক বটে রাজা মহাশয়।
সপ্তদ্বীপ এ ধরণী যাঁর বশে রয়॥
নানা রত্ন ধন আদি কোষে পূর্ণ যাঁর।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি রক্ষা করে দ্বার॥
শত্রুহীন রাজ্যধন ল'য়ে নরপতি।
পালন করেন সুখে এই বসুমতী॥
এ হেন ঐশ্বর্য্যে তাঁর গর্ব্ব নাহি হয়।
সতত বৈরাগ্য রাজা ভক্তিপর রয়॥
কর্ত্তব্য ভাবিয়া মাত্র করেন পালন।
নাসিকা করয়ে যথা সুগন্ধ সেবন॥
আছিলা রূপসী তাঁর সাত শত নারী।
দেখিতে পদ্মের সমা স্বর্গের কুমারী॥
কিছুতেই মুগ্ধ নাহি হয় তাঁর মন।
সকল আস্বাদ করি হরি প্রতি মন॥
অতিথি সৎকার বিনা না করে আহার।
সাধু সঙ্গ বিনা তার নহে ব্যবহার॥
আতিথ্যে সুদৃঢ় পণ করিয়া জীবনে।
ভক্তি তেজে জিনিলেন ব্রহ্মশাপাগুণে॥
ব্রহ্মশাপাগুণ জয় শুনিয়া এ বাণী।
সুপ্রফুল্ল হয় তবে পরীক্ষিত প্রাণী॥
ভক্তি তেজে ব্রহ্মশাপ হয় নিবারণ।
ইহাতে আশ্চর্য্য হয়ে কহেন রাজন॥
কহ দেব আমা প্রতি করুণা করিয়া।
অলঙ্ঘ্য ব্রাহ্মণ ক্রোধ নষ্ট কি দেখিয়া॥
জগতে যাঁহার তেজ সহিবারে নারে।
হেন ব্রহ্মশাপ তেজ নষ্ট কি প্রকারে॥
কহ ঋষি সেই বাণী শুনিব নিশ্চয়।
মহাভাগ্যবান রাজা অম্বরীষ হয়॥
রাজারে উৎসুক দেখি তবে মুনিবর।
কহিলেন শুন হ'য়ে সুস্থির অন্তর॥
সর্ব্বগুণে গুণবান সেই সাধুজন।
করিলেন হরি-ব্রত হরি-পরায়ণ॥
কোন' একাদশী ব্রত করিয়া পালন।
পরদিন দ্বাদশীতে করিত পারণ॥
দেখিলেন অল্পকাল সে দ্বাদশী রয়।
নিত্য কৃত সেইকালে সারি সে সময়॥
মুহূর্ত্ত দ্বাদশী হেরি করিতে পারণ।
গণ্ডুষ করিয়া জল করেন গ্রহণ॥
দুর্ব্বাসা নামেতে সেই মহা তপোধন।
আসিলেন সেইকালে ভেটিতে রাজন॥
অগ্নিসম জটাজাল জ্বলে শিরে যাঁর।
নয়ন তপন সম দেহ তেজাধার॥
দুর্ব্বাসা প্রবেশ করি কহিলা বচন।
না কর না কর রাজা পানীয় গ্রহণ॥

উপবাসী আছি আমি করিয়াছি মন।
তব সম ভক্ত গৃহে করিব পারণ॥
ঋষিরে অতিথি হেরি রাজা মহাশয়।
গণ্ডুষ ফেলিয়া কন করিয়া বিনয়॥
ধন্য মম মহাব্রত হৈল আচরণ।
যে হেতু করাব আমি তোমারে পারণ॥
ত্রিলোক দুর্ল্লভ তুমি শ্রেষ্ঠ ঋষিবর।
কি সাধ্য বুঝিতে তোমা আমি ক্ষুদ্র নর॥
শঙ্করের অংশ তুমি তেজে মহেশ্বর।
ত্রিলোক ভ্রমণ কর নির্ভীক অন্তর॥
তব পদ করি সেবা করাব পারণ।
তৎপরে করিব আমি পানীয় গ্রহণ॥
সর্ব্বজ্ঞ তুমি হে ঋষি মনে যেন হয়।
মুহূর্ত্তেক মাত্র এই দ্বাদশী যে রয়॥
পারণ না কৈলে ঋষি দ্বাদশী মাঝার।
নরকে পতন হবে হব ছারখার॥
সে কারণে মহাঋষি অনুগ্রহ করি।
পারণ করহ ত্বরা কৃপারূপ ধরি॥
রাজার বিনয় শুনি কহে ঋষিবর।
ত্বরায় করিয়া স্নান আসি নৃপবর॥
এই কথা বলি ঋষি গেলেন বাহিরে।
পরীক্ষা করিবে বলি লুকাইল ধীরে॥
মুনির অপেক্ষা করি রহিল রাজন।
মুহূর্ত্ত হ'তেছে ক্ষয় দেখিলা তখন॥
ইহা দেখি নরপতি কাঁপে থর থর।
হরিব্রত ভঙ্গ বুঝি হ'ল অতঃপর॥
কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা ডাকে নারায়ণ।
রক্ষা কর দীনবন্ধু দেব জনার্দ্দন॥
আমি দাস তব আজ্ঞা করিতে পালন।
অতিথি সংকার হেতু করি আয়োজন॥
এক ধর্ম্ম প্রতি চাহি আর ধর্ম্ম যায়।
দেখাইয়া দেহ হরি ইহার উপায়॥
এতেক বিনয়ে কাঁদে ভুবনের পতি।
সেইকালে হৈল তার সুপ্রসন্ন মতি॥
এ কথা কহিতে সত্য শ্রীমধুসূদন।
পাঠাইলা ভক্ত লাগি নিজ সুদর্শন॥
দেবের দুর্ল্লভ অস্ত্র নাম সুদর্শন।
শিব ব্রহ্মা যাঁর নাহি পায় দরশন॥
যাঁর তেজে এই বিশ্বে প্রকাশে প্রলয়।
ভক্ত-রক্ষা হেতু হেন অস্ত্র মহাশয়॥
নাশিতে অমোঘ বীর্য্য ব্রাহ্মণের শাপ।
কোটি জন্মে নাশ যার না হয় প্রতাপ॥
অম্বরীষ সম্মুখেতে হইয়া প্রকাশ।
নিমিষে ঋষির শাপ করিলেক নাশ॥
যে ভক্ত উপরে নাহি যম অধিকার।
তার উপরে ঋষির হেন অবিচার॥
ঋষিকে শাসিত চক্র ধায় তাঁর প্রতি।
অস্থির হইয়া ঋষি পালান সম্প্রতি॥
ত্রিভুবনে যথা ঋষি করেন গমন।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় অস্ত্র সুদর্শন॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক আর দেবালয়।
কোথাও না পান ঋষি থাকিতে আশ্রয়।
সর্ব্বত্র প্রবেশ করি অস্ত্র সুদর্শন।
শাসিবারে দুর্ব্বাসায় হন প্রকাশন॥
অবশেষে ঋষি যান বৈকুণ্ঠ আলয়।
লইতে শ্রীহরি-পদে আপন আশ্রয়॥
শ্রীহরি নেহারি ঋষি কহেন বচন।
রক্ষা কর অস্ত্র হৈতে মোরে নারায়ণ॥
একথা শুনিয়া হরি কহেন বচন।
কি সাধ্য এড়িয়া অস্ত্র করিব ধারণ॥
মম অপমান আমি সহিবারে পারি।
মম ভক্ত অপমান সহিবারে নারি॥
অতএব অম্বরীষে করিয়া বিনয়।
প্রসন্ন করিলে শান্তি হইবে নিশ্চয়॥
হরির বচন শুনি তবে তপোধন।
চলিলেন অনাহারে যথায় রাজন॥
মহাভক্ত মহারাজ কান্দে প্রেমভরে।
অভুক্ত ব্রাহ্মণ গেলে ধর্ম্মনাশ মোরে॥

প্রাণত্যাগ দুঃখ মম নহে কদাচন।
অতিথি সৎকার ধর্ম্ম হৈল বিনাশন ॥
কি পাপ করিনু আমি ব্রাহ্মণের পায়।
পাইলাম ব্রহ্মশাপ একি মহাদায় ॥
হরির রহস্য রাজা বুঝিতে না পারে।
ধর্ম্ম রাখ নারায়ণ বলে বারে বারে ॥
ভক্তের রাখিতে মান প্রভু নারায়ণ।
পাঠাইল ঋষি সহ চক্র সুদর্শন ॥
ঋষিরে নেহারি রাজা পরিশুষ্ক কায়।
শ্রীপদ বন্দন লাগি ত্বরা করি ধায় ॥
হেথা মুনি প্রাণসহ ব্যাকুল হইয়া।
অম্বরীষ পদযুগ ধরিলেন গিয়া ॥
বলে রাজা নাহি বন্দ আমার চরণ।
রক্ষা কর দয়া করি আমার জীবন ॥
ভক্তের মহিমা আমি এত জানি নাহি।
সেই অপরাধে আমি এত দুঃখ পাই ॥
অপূর্ব্ব ঘটনা হেরি নৃপ অম্বরীষ।
আশ্চর্য্য হইল অতি বিষদে হরিষ ॥
দুর্ব্বাসারে বুকে ধরি ক্ষীণ কলেবর।
উপবাসে না প্রকাশে শুষ্ক কণ্ঠস্বর ॥
নয়নে না বহে নীর স্থির মাত্র রয়।
ইহা দেখি কাঁদে সবে কোলাহল হয় ॥
হরির মহিমা হেরি তবে নৃপবর।
দুর্ব্বাসারে কোলে লন হ'য়ে সকাতর ॥
সুদর্শনে স্তব রাজা করেন তখন।
প্রসন্ন হইল তবে প্রভু নারায়ণ ॥
অপরাধ লাগি ভক্ত ক্ষমা নাহি করে।
সুদর্শন প্রতি কন তারে ক্ষমিবারে ॥
অপূর্ব্ব ভক্তের লীলা রাজা মহাশয়।
দুর্ব্বাসা সহিত শাপ তাহে শান্ত হয় ॥
দুর্ব্বাসা হইয়া মুক্ত নৃপে করে স্তুতি।
লজ্জা পেয়ে নৃপ করে ঋষিরে মিনতি ॥
এইরূপে উভয়ের হৈল মহা প্রেম।
হীরক সহিত যেন যুক্ত হৈল হেম ॥

অনাহারী রাজা হেরি দুর্ব্বাসা তখন।
করিলেন তাঁর দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ ॥
আহার করায়ে তবে সুখী নৃপবর।
বহু দুঃখে ধর্ম্ম রক্ষা করেন গোচর ॥
উপবাসী নৃপে হেরে মহাতপোধন।
অবশেষে করালেন তাঁহারে ভোজন ॥
রাজারে ভুঞ্জায়ে উভে উভ ধর্ম্ম সারি।
বিদায় হয়েন ঋষি তপোকামাচারী ॥
এইরূপে মহাভক্ত অম্বরীষ রায়।
ধর্ম্ম রাজ্য দুই রাখে ত্যজিয়া মায়ায় ॥
অবশেষে পুত্র পৌত্র রাখি বর্ত্তমান।
হরিপদে সঁপিলেন আপনার প্রাণ ॥
ভোগ মোক্ষ একত্রেতে ভক্তজনে পায়।
ভক্তি হীনে কোন সুখে কভু না পূরায় ॥
ভক্তের চরিত্র এই রাজা পরীক্ষিত।
বর্ণিলাম যথাশক্তি জানিও নিশ্চিত ॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
সূতের বাণীতে শান্ত শৌনকাদি ধীর ॥
মধু ভাগবত বাণী সর্ব্বশাস্ত্র সার।
উপেন্দ্র রচিলা গীত করিয়া বিচার ॥

ইতি অম্বরীষ কথা সমাপ্ত।

অথ সৌভরি মহর্ষির উপাখ্যান।

শুকদেব কন শুন যত ঋষিজন।
অপূর্ব্ব শুকের বার্ত্তা ব্যাসের বচন ॥
পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুক মুনিবর।
বলিলেন শুন রাজা হইয়া তৎপর ॥
সৌভরি নামেতে ছিল এক তপোধন।
চারি বেদে বিদ্যমান ব্রহ্ম পরায়ণ ॥
হঠাৎ আসক্তি তাঁর হইল প্রকাশ।
তপ ত্যজি সংসারেতে করিল বিলাস ॥
অবশেষে মহামায়া নাহি সহি আর।
পুনশ্চ বৈরাগ্যে যায় বৈকুণ্ঠ আগার ॥

শুকের বচন শুনি রাজা পরীক্ষিত।
আশ্চর্য্য হইয়া রাজা কহেন নিশ্চিন্ত॥
পরম ব্রহ্মের ভক্ত মহা তপোধন।
কেমনে সংসার প্রতি ফিরাইল মন॥
কেমনে বা মহামায়া বুঝিয়া ছলনা।
অন্তিমে হইল হরি প্রেমেতে মগনা॥
অপূর্ব্ব এ বাণী ঋষি কহত নিশ্চয়।
শ্রীহরির মহালীলা ইহাতে আছয়॥
রাজার শুনিয়া বাণী শুক মহাজন।
আরম্ভেন সৌভরির আখ্যান কথন॥
অম্বরীষ বংশে এক আছিল রাজন।
নামেতে মান্ধাতা পৃথ্বী করিত শাসন॥
পুত্র কন্যা যশোবীর্য্যে কম নাহি ছিল।
হরিপদে তাঁর মতি সদা বিকাইল॥
হরির প্রসাদে তিন হইল নন্দন।
হইল পঞ্চাশ পুনঃ কন্যা উৎপাদন॥
সেই রাজা রাজ্যকালে এক মহাঋষি।
সৌভরি তাঁহার নাম থাকে তপে বসি॥
তপস্যাতে মহাতেজা সম তার নাই।
গ্রীষ্মেতে অগ্নির মাঝে নিয়ত সদাই॥
বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে করে হরিনাম।
আহার বিহারে তাঁর শ্রীহরি বিশ্রাম॥
শরতে পর্ব্বতোপরি হিমে হিমোপর।
শীতেতে জলের মাঝে ধ্যানে নিরন্তর॥
বসন্তে বায়ুতে বসি মগ্ন সাধনায়।
কার সাধ্য তাঁর কথা বর্ণিতে কথায়॥
হেন তেজোময় ঋষি বৈরাগ্য মণ্ডিত।
হরিপদে মন রাখি হরিতে চিন্তিত॥
আজন্ম বিরাগী হন ভোগ নাহি করি।
না জানেন কিবা ভোগ কেমন সংসারী॥
একদা ভীষণ শীত আবির্ভাব হৈল।
নদী ও সাগর বারি কাঠিন্য পাইল॥
সূর্য্যের কিরণ মৃদু প্রশান্ত তপন।
উত্তর হইতে বায়ু বহে ঘন ঘন॥
নর হৈতে মৃগ আদি শীতেতে কাতর।
কার সাধ্য থাকে স্থির কাঁপয়ে অন্তর॥
সেই কালে সিদ্ধ ঋষি সৌভরি সুজন।
ইচ্ছিলেন জলে ডুবি করিতে সাধন॥
সুরম্য আশ্রমে তার ছিল সরোবর।
সিদ্ধি তেজে ডুবিলেন তাহার ভিতর॥
বালুকা সমান স্থান আছিল বলিয়া।
সেই সরোবরে জল না গেল জমিয়া॥
শীতল বারিতে ঋষি সেই হিম জলে।
প্রবেশিলা সাধনায় অতি কুতূহলে॥
হরিতে রাখিলে বাহ্য জ্ঞান নাহি রয়।
সেই হেতু শীত গ্রীষ্ম বোধ নাহি হয়॥
অন্তর্দ্ধানে থাকি ঋষি জলের ভিতর।
বহুদিন সাধন করেন নিরন্তর॥
যেমনি কঠোর ব্রত করি সমাধান।
ধ্যান হৈতে মহাঋষি মেলেন নয়ন॥
সেইকালে দুই গোটা মীন সরোবরে।
ঋষির সম্মুখে মত্ত হৈল কামভরে॥
মৈথুন করিল দোঁহে হেরিয়া নয়নে।
স্বভাব সম্বন্ধ ঋষি চমকিত মনে॥
মৈথুন নেহারি তাঁর কামের প্রচার।
মৈথুন করিতে ইচ্ছা হইল তাঁহার॥
কাম ভাব হেরি ঋষি আপন নয়নে।
ভাবিলেন ভোগ শান্তি হয়না জীবনে॥
অতএব সিদ্ধি সহ ভোগ মম চাই।
নচেৎ আমার আশা মিটিবেক নাই॥
এত ভাবি তবে ঋষি হইয়া তৎপর।
ত্যজিলেন সেই ক্ষণে সেই সরোবর॥
সরোবর ত্যজি ঋষি ভাবে মনে মন।
সুরূপা যুবতী চাই করিতে রমণ॥
বিবাহ করিয়া চাই করিতে সংসার।
পুত্র পৌত্রাদির সহ করিতে বিহার॥
হইবে ভোগের শান্তি স্থির করি মনে।
ভাবিলেন কোথা পাব রমণী রতনে॥

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়।
কুলে শীলে ধন্য রাজা মান্ধাতা নিশ্চয় ॥
পঞ্চাশৎ কন্যা তাঁর তিনটি তনয়।
এক কন্যা মাগি লব করিয়া সদয় ॥
সেই কন্যা ল'য়ে আমি করিব সংসার।
হইবে ভোগের শান্তি করিলে বিহার ॥
এত ভাবি তবে ঋষি সিদ্ধি তেজোময়।
যোগ শীর্ণ দেহে যান রাজার আলয় ॥
পৃথিবীর অধিপতি সেই নৃপমণি।
ইন্দ্রের প্রদত্ত নাম ধরেন আপনি ॥
ইন্দ্র দিল নাম তাঁর শুনি পরীক্ষিত।
জিজ্ঞাসা করেন শুকে হইয়া বিনীত ॥
কহ ঋষি এ আখ্যান অপূর্ব্ব নিশ্চয়।
মান্ধাতা নামে কেন দেন দেবরায় ॥
শুকদেব কন শুন পাণ্ডু শিরোমণি।
যুবনাশ্ব নামে রাজা পালেন ধরণী ॥
এক শত ভার্য্যা তাঁর রূপসী যুবতী।
কাহার কিছুতে নৈল সন্তান-সন্ততি ॥
পুত্রহীন নৃপ তবে ভাবে মনে মন।
পুত্রহীন জনে মিথ্যা জনম মরণ ॥
পুত্রহীন জনে কভু নহেত উদ্ধার।
মনোদুঃখে প্রবেশেন অরণ্য মাঝার ॥
রাজারে দুঃখিত হেরি যত ঋষিজন।
পুত্র হেতু ইচ্ছিলেন পূজা নারায়ণ ॥
মহাযজ্ঞ করে মিলি যত ঋষিজন।
পুত্র হেতু করিলেন সুধা উদ্ধারণ ॥
এ কথা না জানে রাজা তাহার রমণী।
উভয়ে বঞ্চেন তথা দিবস রজনী ॥
সেই নিশি উপবাসে থাকিয়া রাজন।
তৃষ্ণায় কাতর তিনি অতিশয় হন ॥
আশ্রমে না ছিল বারি অতি সকাতরে।
প্রবেশ করেন রাজা সেই যজ্ঞ ঘরে ॥
যজ্ঞ গৃহ মাঝে ছিল সুধার আধার।
বারি ভাবি শীঘ্র রাজা করেন আহার ॥
সুধাপান করি রাজা তৃষ্ণা নিবারিয়া।
আশ্রমে আসেন পুনঃ আপনি ফিরিয়া ॥
প্রভাতে উঠিয়া যত যাজ্ঞিক সুজন।
দেখিলেন সুধা নাই কে করে হরণ ॥
তখন শুনিয়া রাজা মানিল বিস্ময়।
ঋষি কহে পুত্র হেতু সুধা সেই হয় ॥
সেই সুধা কর পান হারাইয়া জ্ঞান।
অবশ্য তোমার গর্ভে হইবে সন্তান ॥
পুরুষের গর্ভে পুত্র হয় সুধাবলে।
স্তন্য নাই কিবা পান করে সেই ছেলে ॥
প্রসূত হইলে নৃপ কাঁদিল কুমার।
ঋষিজন সকলেই করে হাহাকার ॥
সেই কালে কৃপা করি প্রভু নারায়ণ।
ইন্দ্র পাঠাইল পুত্রে করিতে রক্ষণ ॥
ইন্দ্র আসি কহে পান করহ আমায়।
মান্ধাতা এ হেতু নাম সেই শিশু পায় ॥
এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম লয় নৃপমণি।
তাহার সমক্ষে যান ঋষি শিরোমণি ॥
ঋষিরে নেহারি রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
আসন দিলেন শুভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া ॥
আসন লইয়া ঋষি সৌভরি তখন।
কহিতে লাগিল নৃপে সুমিষ্ট বচন ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তব দেব বলে বলী।
ত্রিভুবনে তব যশে পড়ে হুলাহুলি ॥
সামান্য তপস্বী আমি তুমি মহাজন।
মম আশা পূর্ণ কর এই আকিঞ্চন ॥
সিদ্ধি লাভ তপস্যায় আজন্মই করি।
ইচ্ছা হৈল ভোগ শান্তি করি ভজি হরি ॥
শুনেছি পঞ্চাশ কন্যা আছয়ে তোমার।
প্রদান করহ মোরে একটি তাহার ॥
তপোবলে ধন গৃহ করি আহরণ।
সংসার করিব আমি ক'রেছি মনন ॥
অতএব কর রাজা বাসনা পূরণ।
ধন্য হবে তব জন্ম পাবে পুণ্যধন ॥

মুনির বচন শুনি তবে নৃপবর।
কহিতে লাগিল তারে কথা হিতকর॥
যুবতী সুন্দরী কন্যা মম সর্ব্বজন।
ইচ্ছিয়াছে সকলেই স্বয়ম্বর পণ॥
কন্যার নিকটে যাও দেখিয়া তোমায়।
বরিলে পাইবে কন্যা বাধা নাহি তায়॥
রাজার শুনিয়া বাণী সেই তপোধন।
ভাবিলেন উপহাস করিল রাজন॥
একে অতি শীর্ণকায় জীর্ণ কলেবর।
বিহারে শকতি নাই মন্দ মূর্ত্তিধর॥
ইহা ভাবি তপোবলে সৌভরি সুজন।
করিলেন আপনার রূপ সম্পাদন॥
দেখিতে সবল বপু নবীন যৌবন।
চন্দ্রসম অঙ্গকান্তি কমল বদন॥
প্রেমমাখা হাসি মুখ সতৃষ্ণ নয়ন।
দেখিয়া ঢলিয়া পড়ে স্বর্গ নারীগণ॥
সুন্দর প্রাঙ্গণ গৃহ আর উপবন।
স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি যত মুনিগণ॥
সকলে ভূষিত করি আপন আলয়।
পুনশ্চ গেলেন যথা রাজা মহাশয়॥
রাজারে কহেন গিয়া শুনহ রাজন।
সৌভরি আমার নাম দেহ কন্যাদান॥
স্বয়ম্বরে তব কন্যা করিয়াছে পণ।
তথা মোরে ল'য়ে চল করিতে দর্শন॥
অপরূপ রূপ হেরি রাজা মহাশয়।
তপোবলে মুগ্ধ হ'য়ে চরণ পূজয়॥
পূজিয়া পাঠান তারে বাটীর ভিতর।
যথায় পঞ্চাশ কন্যা আছে একত্তর॥
চন্দ্রপুরী অন্তঃপুর কন্যার প্রভায়।
দ্বিতীয় চন্দ্রের সম তপস্বী তথায়॥
অপরূপ রূপ হেরি যত কন্যাগণ।
একে একে মুনিবরে করিল বরণ॥
তপস্যার তেজে মুনি ল'য়ে পত্নীগণ।
ভোগ সমাধান তবে করে আরম্ভন॥
প্রত্যেকের গর্ভে হৈল পঞ্চশত সুত।
এমতে হলেন মুনি মহাবংশযুত॥
বহুকাল ভোগ করি তৃপ্তি নাহি হয়।
প্রত্যহ নূতন ইচ্ছা তাঁহাতে উদয়॥
এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন।
পুত্রসহ মহামুনি করেন মন্ত্রণ॥
কিছুতেই না পেয়ে তৃপ্তি সেই মুনিবর।
একদিন জ্ঞান বলে করেন গোচর॥
আজন্ম তপস্যা করি পেয়ে সিদ্ধি ফল।
মৎস্যের মৈথুনে মন হইল চঞ্চল॥
একা ছিনু ভোগ লাগি হইনু পঞ্চাশ।
সহস্র পঞ্চক করে সন্তান প্রকাশ।
এক হ'তে হৈল এত ভোগের প্রচার।
তবু না কামনা শান্তি ঘটিল আমার॥
ভাবিতে ভাবিতে হ'ল বৈরাগ্য উদয়।
পত্নীগণে কহিলেন জ্ঞান যাহে হয়॥
পতির মন্ত্রণা মতে পূজি নারায়ণ।
সকলেই পাইলেন জ্ঞান মহাধন॥
সৌভরি পুত্রেরে দিয়া বিত্ত গৃহ ঘর।
হরিতে সঁপিতে যায় বৈরাগ্য সত্বর॥
কিছুদিন পরে মুনি নিজ তপোবলে।
ত্যজিলেন নিজ দেহ প্রেম কুতূহলে॥
পতির নিধনে তবে জ্ঞানী পত্নীগণ।
পতিদেব সহ সবে হইল দাহন॥
অন্তিমে সকলে পায় বিষ্ণুপদে স্থান।
ভোগ হৈতে মুক্তি তার পাইল পরাণ॥
অপূর্ব্ব ভোগের লীলা কহা নাহি যায়।
শুনিলে বৈরাগ্য ভাব পরীক্ষিত রায়॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
ভক্তজনে লহ ভক্তি প্রেমসিন্ধু-নীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভক্তের নিকটে ভোগ মুক্তির আকার॥

ইতি সৌভরির উপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ ভগীরথের মাহাত্ম্য।

সূত কন শৌনকাদি করি সম্বোধন।
অপূর্ব্ব হরির লীলা করহ শ্রবণ॥
শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভক্তের মহিমা এবে করহ গোচর॥
সগর নামেতে ছিল ধরণী ঈশ্বর।
ধনে মানে খ্যাত সেই সর্ব্বত্র গোচর॥
সহস্রেক ষষ্টি তাঁর আছিল তনয়।
অহঙ্কারে মগ্ন হ'য়ে ভস্ম সবে হয়॥
অবশেষে তাঁর বংশে ভক্ত একজন।
জন্মিয়া উদ্ধার কৈল নৃপ সুতগণ॥
রাজা কহে কহ গুরু এ হেন আখ্যান।
কোন জন সেই ভক্ত কেমন বিধান॥
রাজার বচন শুনি তবে মুনিবর।
কহিলেন পুনরায় বাণী পুণ্যকর॥
সূর্য্যবংশে ছিল নৃপ বাহুক নামেতে।
অতি মহামানী রাজা ছিল পৃথিবীতে॥
টুটিতে তাঁহার গর্ব্ব সর্ব্ব শত্রুগণ।
করিলেন নৃপ সহ এক মহারণ॥
সেই মহারণে নৃপ হ'য়ে পরাজয়।
অরণ্যে মুনির গৃহে লয়েন আশ্রয়॥
বহু পত্নী সঙ্গে করি রাজা মহাশয়।
রাজ্য ত্যজি বনমাঝে পলান নিশ্চয়॥
ঔর্ব্ব নামে মহামুনি সর্ব্বশাস্ত্রে মতি।
রাজারে বুঝায় তাঁয় রাখেন সংহতি॥
রাজ্য-বিত্ত নাশে রাজা হ'য়ে দুঃখ মন।
সগর্ভা রাখিয়া পত্নী ত্যজেন জীবন॥
কিছুদিন পরে তাঁর হইল তনয়।
পালন করেন তাঁরে মুনি মহাশয়॥
সপত্নী সকলে ইথে হিংসাপর হ'ল।
গর্ভকালে মহিষীরে পিয়াল গরল॥
মুনির তেজেতে গর্ভ না হয়ে বিনাশ।
বিষসহ পুত্র যবে হইল প্রকাশ॥
সেইকালে নাম তাঁর হইল সগর।
ক্রমে তিনি হইলেন ধরণী ঈশ্বর॥
তপে সিদ্ধ ঔর্ব্ব ঋষি জ্ঞাত ধনুর্ব্বেদ।
প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ শাস্ত্র বেদ॥
মায়া বলে শাস্ত্র সেনা সংগ্রহ করিয়া।
শত্রুগণে জিনি রাজ্য লইল হরিয়া॥
ঔর্ব্বানল নামে খ্যাত অস্ত্র মহাবল।
কার সাধ্য তাহা দেখি না হয় চঞ্চল॥
অগ্নি অস্ত্র বলে নৃপ জিনিয়া ধরণী।
আপনিই হইলেন নৃপ শিরোমণি॥
অবশেষে চক্রবর্ত্তী হইবার তরে।
ইচ্ছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবারে॥
ধন বিত্ত কীর্ত্তি-যবে পূরিয়া সংসার।
সহস্রেক ষাটি পুত্র জন্মিল তাঁহার॥
সকলেই বীর্য্যবান মত্ত অহঙ্কারে।
বাহিরিল অশ্ব লয়ে বিশ্ব জিনিবারে॥
একেত সগর পুত্র সবে বীর্য্যবান।
কেহ নাহি বাঁধে অশ্ব শত্রু কম্পমান॥
অবাধে করিয়া যজ্ঞ নৃপ সমাপন।
হইলেন ইন্দ্রসম খ্যাত ত্রিভুবন॥
শেষ যজ্ঞ দেখি ইন্দ্র করিয়া মনন।
লুকায়ে যজ্ঞের অশ্ব করিল হরণ॥
যাঁহার প্রতাপে বিশ্ব কাঁপে থর থর।
শত্রু শূন্য হয় যেই ধরণী ঈশ্বর॥
ম্লেচ্ছগণে ধরি আনি সেই নৃপবর।
সবলে মুড়ায় শির বিনাশে নগর॥
কাহার কৌপীন দেয় কার' কাছা নাই।
কার' গোঁপ নাহি কার' শিরে কেশ নাই॥
এইরূপে প্রতাপেতে শাসি সর্ব্বজন।
ইচ্ছিলেন আধিপত্য সবার শাসন॥
সেই অহঙ্কার হরি নাশিবার তরে।
ইন্দ্র হ'য়ে যজ্ঞ অশ্ব রাখিলেন ধ'রে॥
ভীষণ পাতালপুরী নাহি রবি শশী।
কপিল রূপেতে হরি যথায় তপস্বী॥

সেই স্থানে অশ্বরে রাখিলেন ধরি।
কার সাধ্য অশ্ব আনে তথায় উদ্ধারি ॥
বিষ্ণু শরীরের তেজ অখণ্ড নিশ্চয়।
অশ্ব লাগি পুত্রগণ ভ্রমে বিশ্বময় ॥
বিশ্বে নাহি হেরি অশ্ব যায় স্বর্গপুর।
তথাপি না পাইল অশ্ব অন্বেষি প্রচুর ॥
পুনশ্চ করিলা সবে একত্রে মনন।
পাতালে লুকালে অশ্ব কোন দুষ্টজন ॥
এস ভাই সবে মিলি যাই রসাতল।
দেখিব কোথায় রাখে কার এত বল ॥
এত বলি সবে মিলি করিল খনন।
খননে ঘেরিল অস্ত্র এই ত্রিভুবন ॥
সগরের পুত্র হ'তে অম্বুধি উদয়।
সাগর নামেতে আজি বিশ্বে খ্যাত হয় ॥
এ হেন বীর্য্যের তেজে এত অহঙ্কার।
কেহ বুঝিবারে নারে হরি মায়া ভার ॥
কতকাল সবে মিলি করিয়া খনন।
পাইল উত্তর দ্বার পাতালে তখন ॥
পাতালে প্রবেশি সবে করে নিরীক্ষণ।
রহিয়াছে তথা অশ্ব দৃশ্য সুমোহন ॥
অশ্বের সমীপে আছে এক ঋষিবর।
অঙ্গের জ্যোতিতে পূর্ণ পাতাল নগর ॥
ঋষিরূপে ভগবান রন দর্পহারী।
সগরের পুত্রগণ চিনিতে না পারি ॥
অহঙ্কারে বলে সবে তাঁরে কুবচন।
কোথাকার ভণ্ড তুমি বলহ এখন ॥
পৃথিবীর অধিপতি সগর রাজন।
আমরা সকলে হই তাঁহার নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি বিশ্ব জিনিবারে।
আনিয়াছি এই অশ্ব জয় কেতু ভরে ॥
তুমিতো সামান্য ঋষি কি সাধ্য তোমার।
আনিয়াছ এই অশ্ব পাতাল মাঝার ॥
এত বলি সবে যাহে অশ্ব লইবারে।
চেতন লভিয়া হরি দেখিল সবারে ॥
দেখিবা মাত্রেতে সবে হৈল ভস্মাকার।
অগ্নিতেজে সবে দগ্ধ করে হাহাকার ॥
দূত আসি এ সংবাদ দিলেন রাজায়।
রাজা শুনি মোহ প্রাপ্ত হ'লেন তথায় ॥
জনক-জননী কাঁদে হইয়া কাতর।
যজ্ঞ সাঙ্গ না হইলে পাপের সঞ্চার ॥
এক দিকে মহাপাপী আর দিকে মায়া।
কাতরে বলিল নৃপ হরি কর দয়া ॥
সকাতরে হেরি হরি ভাবে মনে মন।
এতক্ষণে জ্ঞান হ'ল লভি বিড়ম্বন ॥
কিছুদিন পরে শোক বিগত হইল।
যজ্ঞ পূর্ণ করিবারে নৃপ মনে কৈল ॥
অংশুমান নামে ছিল এক পৌত্র তাঁর।
কুলে শীলে রূপে গুণে অতি সদাচার ॥
আজীবন ছিল তাঁর হরি প্রতি মন।
করিলা রাজার যজ্ঞ সেই সমাপন ॥
ভক্তিতেজে তেজি সেই রাজার কুমার।
প্রতিজ্ঞা করিল যজ্ঞ করিতে উদ্ধার ॥
সকাতরে দীনবেশে হরিপরায়ণ।
দূত সহ গেল পৌত্র পাতাল ভবন ॥
পাতালে যাইয়া পৌত্র ঋষিরূপী হেরে।
সম্মুখে সগর বংশ ভস্মরূপ ধরে ॥
অদূরে আছয়ে অশ্ব দৃশ্য মনোহর।
কার সাধ্য দেখে সেই ঋষি কলেবর ॥
কোটী শশী সম কান্তি তপন সমান।
রবি শশী এক অঙ্গে র'য়েছে মিলন ॥
ঋষিরে নেহারি তবে অংশুমান কয়।
প্রণমিয়া তব পদে দাস তব রয় ॥
বীরের বিনয় হেরি সর্ব্ব গুণাশয়।
বুঝিলেন এই জন ভক্ত সুনিশ্চয় ॥
কপিল রূপেতে জিনি করিয়া বিচার।
সাঙ্খ্যশাস্ত্র লিখিলেন তরাতে সংসার ॥
সে হেন কৃপালু ঋষি হেরি অংশুমান।
ভক্তিতে হইল তাঁর সমাকুল প্রাণ ॥

ঋষিরে প্রসন্ন হেরি রাজবংশধর।
করিলেন স্তব স্তুতি তাঁহারে বিস্তর॥
কহিলেন হরিরূপে তুমি ঋষিবর।
ধর্ম্মভাবে এ সংসারে নানা লীলা ধর॥
কি জানিব তব তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
ক্ষমা কর যেন মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হয়॥
অংশুর বচন শুনি ঋষিরূপী হরি।
কহিলেন চাহ বর অভিলাষ করি॥
অংশু কন যদি বর দিবে নারায়ণ।
বর দাও যেন জীয়ে সগর নন্দন॥
আর বরে পিতামহ যজ্ঞ সাঙ্গ কর।
কৃপা করি দাও মোরে এই দুই বর॥
অংশুর বচন শুনি তবে কৃপাময়।
দিলেন তাঁহারে অশ্ব বাঁধা যাহা রয়॥
পরে কহিলেন শুন কুমার সুজন।
গঙ্গা বিনা দগ্ধ বংশ না হবে মোচন॥
অতএব রাজা তুমি আন সুরধনী।
বংশের উদ্ধার হবে তাহ'লে বাছনি॥
এই বাণী শুনি তবে পুত্র অংশুমান।
অশ্ব ল'য়ে আসিলেন পিতামহ স্থান॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি তবে সগর রাজন।
অহঙ্কার ত্যজি হরি করেন ভজন॥
অন্তিমে হরিতে তিনি সমর্পিয়া প্রাণ।
স্বচ্ছন্দে বৈকুণ্ঠপুরে স্বশরীরে যান॥
হেথা অংশুমান বংশ করিতে উদ্ধার।
সুরধনী লাগি কত করে তপাচার॥
বিষ্ণুপদে জন্ম গঙ্গা ত্রিলোক-তারিণী।
ত্রিভুবন গত পাপ পবিত্র কারিণী॥
আজন্ম তপস্যা করি নারিল আনিতে।
সগরের বংশ তবু নারে উদ্ধারিতে॥
ক্রমে কালে তার দেহ হ'য়ে গেল ক্ষয়।
দিলীপ নামেতে পুত্র পরে রাজা হয়॥
মহাতেজা সেই রাজা বিষ্ণুপরায়ণ।
পূর্ব্বলোক উদ্ধারিতে করিলা মনন॥
তপস্যা ও রাজ্য উভ করিয়া পালন।
ত্যজিলেন হরি পদে আপন জীবন॥
ভগীরথ নামে ছিল তাহার নন্দন।
জন্ম হ'তে সেই শিশু অতি ভক্তজন॥
রাজ্য পালি কর্ত্তব্যেতে শুদ্ধ রাখি মন।
সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করে নারায়ণ॥
অবশেষে ইচ্ছা তাঁর হৈল মনে মনে।
আনিতে পবিত্র গঙ্গা উদ্ধার কারণে॥
যেই সগরের বংশ নহিল উদ্ধার।
সেই বংশে মম জন্ম আমি দুরাচার॥
আজন্ম তপস্বী হব ভজিব মুরারি।
দেখিব আনিতে গঙ্গা পারি কি না পারি॥
দৃঢ়পণ করি পুত্র ত্যজি রাজ্যধন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি করে তপ আরম্ভন॥
তপোবলে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল।
সর্ব্ব দেব সেই কথা ব্রহ্মে জানাইল॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর সবে হইয়া মিলন।
হৃষিকেশ প্রতি তবে কহেন বচন॥
হরি শুনি সেই বাণী হইয়া সদয়।
ভগীরথ হৃদে গঙ্গা করান উদয়॥
ত্রিলোক তারিণী মূর্ত্তি মকর বাহন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে সুশোভন॥
কোটী শশী সম বর্ণ কমল চরণ।
হাসি মুখে ভগীরথে কহেন বচন॥
শুন বাছা মম কথা ত্যজ যোগাচার।
হরি ভক্তি যেই হয় ভক্ত সে আমার॥
যাঁর পদধৌত জলে জনম আমার।
তাঁরে ভজি তব জন্ম শুদ্ধ এইবার॥
কিবা ইচ্ছা তব বাছা বল এইক্ষণ।
তনয়ের দুঃখে মাতা সুস্থ কোথা রন॥
এতেক শুনিয়া তবে নৃপ ভগীরথ।
কহিলেন একে একে নিজ মনোরথ॥
বিষ্ণুরূপী ঋষিশাপে সগরের বংশ।
হইয়াছে পাতালেতে বহুকাল ধ্বংস॥

দয়া করি যদি তুমি দিলা দরশন।
উদ্ধারি সগর বংশ শান্তি কর মন ॥
নিঃস্বার্থ কামনা শুনি দেবী নারায়ণী।
প্রেমভরে কহিলেন তাহারে তখনি ॥
ভক্তিভরে তোর আশা নাহি কিছু আর।
ভাবিতেছ সগরের বংশের উদ্ধার ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি এই ত্রিভুবনে।
তব কীর্ত্তি শুনি পুণ্য পাবে নরগণে ॥
এক কথা শুন রাজা জিজ্ঞাসি তোমায়।
মহাবেগে আমি যাব পাপিষ্ঠ ধরায় ॥
কেবা সেই বেগ বাছা করিবে ধারণ।
নহে রসাতলে মম হইবে পতন ॥
ইহা শুনি ভগীরথ করযোড়ে কয়।
তুষ্ট করি আশুতোষে ধরাব নিশ্চয় ॥
সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ কন নারায়ণী।
পবিত্র আমার অঙ্গ হবেরে বাছনী ॥
পাপী নরে ল'য়ে করে মোরে করি দান।
পবিত্র হইবে মম জলে করি স্নান ॥
আমি বল সেই পাপ রাখিব কোথায়।
পাপ নিতে পারি কিন্তু রাখা নাহি যায় ॥
এ কথা শুনিয়া নৃপ কহেন বিনয়ে।
পাপহারী হরি রন সাধুর হৃদয়ে ॥
বিশুদ্ধ দেহেতে যবে সাধু করে স্নান।
তাহাতে তোমার পাপ হবে অবসান ॥
পাপ ল'য়ে সাধুজন করিলে ধারণ।
অন্তর্য্যামী হরি পরে করেন শোধন ॥
ইহা শুনি হাসি মাতা বলিলা আপনি।
আশুতোষে সাধিবারে যাও নৃপমণি ॥
আশুতোসে করি সেবা তুষি তাঁর মন।
কহিলেন ধরিবারে গঙ্গার পতন ॥
হরি-পদ-রজ শিব লইবারে শিরে।
যাইলেন ধরিবারে অত্যন্ত অধীরে ॥
ভগীরথ আগে যান গঙ্গা যান পিছে।
ক্রমে বেগে পড়ে আসি মহেশের কাছে ॥
আনন্দে নাচিয়া শিব করেন ধারণ।
ক্রমেতে আসিল গঙ্গা যথায় ভুবন ॥
অকাল বসন্ত আসি উদিল তখন।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
শত শত পাপী আসি স্পর্শে মুক্তি পায়।
ক্রমে গঙ্গা নৃপ সহ পাতালেতে যায় ॥
গঙ্গার পরশে যত সগর নন্দন।
ভগীরথ মহিমাতে পাইল মোচন ॥
বংশের উদ্ধার করি ভগীরথ রায়।
হরিপদে মন রাখি ত্যজিলেন কায় ॥
দয়াময়ী গঙ্গা সেই দিবস হইতে।
রহিলেন এ ভুবনে পাপীরে তরাতে ॥
ভক্তের মহিমা বল কে বলিতে পারে।
বিষ্ণু দেন নিজ শক্তি ভক্ত তুষিবারে ॥
ভক্তের ক্ষমতা রাজা করিলে শ্রবণ।
করিলাম ভগীরথ মহিমা কীর্ত্তন ॥
যেই শুনে এই কথা পাপ দূরে যায়।
গঙ্গার মাহাত্ম্যে মোহ সত্বর পলায় ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
ভগীরথ কীর্ত্তি বাণী ভক্তির আধার ॥

ইতি ভগীরথ মাহাত্ম্য কথা সমাপ্ত।

অথ মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কথা।

সূত কন শুন শৌনকাদি ঋষিগণ।
যেমনে ধরিলা কৃষ্ণ মানব গঠন ॥
অপূর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী বচন ব্যাসের।
সূক্ষ্মরূপে না বুঝিলে বুঝে শক্তি কার ॥
চরিত্র আরোপ করি ইঙ্গিতের ছলে।
তত্ত্বজ্ঞান থাকে যাহে শ্রীপুরাণ বলে ॥
সংসার চরিত্রোপরি ঈশ্বর চরিত্র।
মিলায়ে রচিলা ব্যাস পুরাণ পবিত্র ॥
যদুবংশে এক কৃষ্ণ মানব সন্তান।
অপূর্ব্ব প্রভাব তাঁর ঈশ্বর সমান ॥

তাঁহার চরিত্রোপরি আরোপ করিয়া।
বিশুদ্ধ ঈশ্বর লীলা দিল দেখাইয়া॥
সে কৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম অপ্রাকৃত হয়।
এই কথা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ধন্য সে মানব জন্ম ধরে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণ গুণে পূর্ণ যার কাম॥
সে কৃষ্ণের জন্মকথা কহিব এখন।
আরোপিত ব্রহ্ম কৃষ্ণ দশমে লিখন॥
নর কৃষ্ণ কথা যেই বুঝিবারে পারে।
মহাকৃষ্ণ তত্ত্ব সেই বুঝে এ সংসারে॥
এই কথা ক্রমে ক্রমে হইবে বিচার।
দশমে ঈশ্বর লীলা করিব বিস্তার॥
সূতের শুনিয়া বাণী যত মুনিজন।
করালেন সাধু বাণী তাহারে শ্রবণ॥
মানব মানব নহে কৃষ্ণ নাম ধরে।
যাঁহার চরিত্রে ব্যাস ব্রহ্মারোপ করে॥
উভয় চরিত্র বৎস ইঙ্গিতের প্রায়।
বুঝাইয়া দাও যদি তবে বুঝা যায়॥
সূত কহে শুন তবে যত মুনিজন।
আরোপের ভাব কিছু করিব বর্ণন॥
নররূপী সেই কৃষ্ণ করে লীলা তিন।
দেখায় ব্রহ্মের সহ বুঝিলে অভিন॥
বাল্য ও যৌবন আর অন্তলীলাময়।
মহাযোগী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রয়॥
বিস্তৃত যাদব বংশে তাঁহার প্রকাশ।
সত্ত্বগুণে জন্ম তাঁর সাত্ত্বিক আভাস॥
সত্ত্বগুণময় শিশু অজ্ঞান না পায়।
মধুর মধুর ভাবে সকলে ভুলায়॥
এমতে পরম ব্রহ্ম সৃষ্টি লীলা করে।
মায়ার সাত্ত্বিক গর্ভে আত্মা নাম ধরে॥
আত্মারূপে সকলের বাসনা বুঝিয়া।
সবারে করেন মুগ্ধ চৈতন্য ব্যাপিয়া॥
যৌবনে মানব কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর।
নর নারী সকলের হৃদি সহচর॥
প্রকৃতি সহিত তাই ব্রজের জীবন।
সেইকালে আত্মারূপে ভোগে নিমগন॥
ধর্ম্ম দিয়া জীব রক্ষা কর্ত্তব্য আত্মার।
এই মর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে হইল বিচার॥
ধর্ম্মাদি আরোপ ব্রহ্ম সহায় যেমন।
যেমন করেন জীবে ঈশ্বর পালন॥
সেই ভাবে কুরুক্ষেত্রে নরগণ সহ।
দেখাইলা নরাকৃতি থাকি অহরহ॥
ব্রহ্মের অন্তিম লীলা ব্রহ্মাণ্ড হরণ।
যদুবংশ হয় যথা কৃষ্ণেতে নিধন॥
অপূর্ব্ব চরিত্র কৃষ্ণ করিয়া ধারণ।
পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব কহিলা মোহন॥
এই দুই তত্ত্ব কথা ব্যাস ঋষিবর।
প্রকাশিয়া অষ্টাদশ পুরাণে বিস্তর॥
নরকৃষ্ণে ব্রহ্মারোপ বুঝে যেই জন।
তত্ত্বজ্ঞান পায় সেই মহামুনি ধন॥
দশমে চরিত্র সব হইবে বিস্তর।
এবে শুন কৃষ্ণ কথা করিব প্রচার॥
শুকদেব সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে।
কহিলেন শুন রাজা একান্ত অন্তরে॥
পূর্ব্বে যে বিপুল বংশ করিনু কীর্ত্তন।
কত শত বর্ণিলাম ভাগবতগণ॥
এ হেন পবিত্র বংশে সেই ভাগ্যবান।
জন্মিয়া ছিলেন কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান॥
অপূর্ব্ব চরিত্রে তার মুগ্ধ ত্রিভুবন।
করিলেন পিতা তাহে ব্রহ্মে আরোপণ॥
মানব রূপেতে কৃষ্ণ সংসারে বিহরে।
ব্রহ্ম লীলা পিতা ব্যাস দেন তদুপরে॥
অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর করিলে শ্রবণ।
ব্রহ্মতত্ত্ব নিমিষেতে বুঝে ভক্তগণ॥
যেই বংশে যেই ভাব সেই কৃষ্ণধন।
জন্মিয়া পবিত্র কৈল এ তিন ভুবন॥
যাঁহার চরিত্র পূর্ণ যতেক পুরাণ।
যাহার চরিত্রে ব্রহ্ম হন বিদ্যমান॥

সেই ভগবান্ কথা ওহে রাজ্যেশ্বর।
শ্রবণ করিলে শান্ত পাইবে বিস্তর॥
পূর্ব্বেতে ক'রেছি রাজা প্রকাশ নিশ্চয়
ব্রহ্মার মানসে জন্ম মরীচির হয়॥
মরীচির পুত্র হন কশ্যপ সুজন।
কশ্যপের বিবস্বান পুত্র মহাজন॥
বিবস্বান হৈতে হয় সংসার বিস্তার।
শ্রাদ্ধদেব নামে পুত্র খ্যাত চরাচর॥
শ্রাদ্ধদেব নিজ তেজে আর জ্ঞানবলে।
সমাজে বাঁধিলা জীব মন্বন্তর কালে॥
বিবস্বান মহাতেজে জন্ম তাঁর হয়।
এই হেতু বৈবস্বত নাম তাঁরে কয়॥
জ্ঞানবলে মন্বন্তরে হৈল অধীশ্বর।
বৈবস্বত মনু হন সেই নৃপবর॥
বশিষ্ঠের যত্নে আর যজ্ঞের বিধানে।
পুত্র কন্যা রূপ হয় একই সন্তানে॥
পুত্র ভাব পায় যবে রাজার নন্দন।
সুদ্যুম্ন তাঁহার নাম কহে সর্ব্বজন॥
কন্যারূপে ইলা নাম তাঁহার প্রকাশ।
পূর্ব্বেতে দিয়াছি রাজা ইহার আভাস॥
মৃগয়া কালেতে সেই সুদ্যুম্ন তনয়।
মহেশের শাপে যবে ইলারূপী হয়॥
সেইকালে মুগ্ধ হ'য়ে চন্দ্রের কুমার।
মনোসুখে ইলা সহ করিলা বিহার॥
উভয় সংযোগে হয় গর্ভের সঞ্চার।
পুরুরবা নামে তাহে জন্মিল কুমার॥
সুদ্যুম্নের বীর্য্যে যেই জন্মিল নন্দন।
সূর্য্যবংশ নামে পূর্ণ তাহে ত্রিভুবন॥
ইলার গর্ভেতে যেই সুসন্তান হয়।
চন্দ্রবংশ নামে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময়॥
এ হেন পবিত্র বংশে কৃষ্ণ মহামতি।
ভগবান্ রূপে জন্মে সুপবিত্র অতি॥
পুরুরবা উর্ব্বশীরে করি পরিণয়।
উৎপাদন করিলেন সাধু পুত্রচয়॥

তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র আয়ু নাম যার।
সুপবিত্র মহামতি ধর্ম্মের আকার॥
নহুষ নামেতে তার প্রধান নন্দন।
মহামতি ছয় পুত্র তাহে জন্ম লন॥
ছয় জন ছয় ভাবে হয় সাধুজন।
সবার পবিত্র ভাব চরিত্র কীর্ত্তন॥
যযাতি নামেতে তাঁর দ্বিতীয় তনয়।
প্রবল প্রতাপী রাজা অতি মহাশয়॥
দুই পত্নী তার ছিল অতি শুদ্ধমতি।
দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা পবিত্রা আকৃতি॥
দেবযানীর গর্ভে দুই শর্ম্মিষ্ঠার তিন।
পাঁচ পুত্র যযাতির জ্ঞানেতে প্রবীণ॥
দেবযানীর পুত্র যদু তুর্ব্বসু রাজন।
দ্রুহ্যু অনু-পুরু তিন শর্ম্মিষ্ঠা নন্দন॥
প্রধান সে যদু হৈতে যে বংশ প্রচার।
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত তাহা বিখ্যাত সংসার॥
যদুবংশ মহাবংশ খ্যাত ত্রিভুবন।
সেই বংশে জন্মিলেন কৃষ্ণ নারায়ণ॥
যদুবংশ ক্রমে ক্রমে হইল বিস্তার।
অক্রুর নামেতে সাধু লন জন্মভার॥
তাঁহার পুত্রের হয় চিত্ররথ নাম।
চিত্ররথ বহুপুত্রে পূর্ণ বিশ্বধাম॥
পৃথু বিদুরথ হয় সর্ব্ব গুণাকর।
পৃথু বংশে জন্ম পুত্র দেবক প্রবর॥
দেবকের কন্যা হন দেবকী সুন্দরী।
অতীব সাত্বিকী সতী সত্ত্ব গুণধারী॥
সেই সতী বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয়।
তাঁহার আখ্যান কথা সর্ব্বজনে কয়॥
বিদুরথ নামে যেই রহে পুত্র আর।
শিনি নামে পুত্র তার সর্ব্ব গুণাধার॥
দেবকীর নামে পুত্র তার গুণবান।
শূর নামে এক পুত্র হন বিদ্যমান॥
তাহার পবিত্র তেজে পুত্র বসুদেব।
দেবকীরে বিভা কৈল প্রকাশিতে দেব॥

সর্ব্ব সাধু গুণাবৃতা দেবকী সুন্দরী।
গুণাধার বসুদেব সংসারের তরী॥
উভয়ে ভাবিয়া দিবানিশি নারায়ণ।
লভিলা অপূর্ব্ব পুত্র গুণে অতুলন॥
জ্ঞানেতে প্রবীণ পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কৃষ্ণনাম মাত্রে পাপ হয় বিমোচন॥
নারায়ণে সেবি দেহে পায় নারায়ণ।
নিস্তারিল ত্রিভুবন সে কৃষ্ণ নন্দন॥
অতীব পবিত্র কথা দশমে প্রকাশ।
শ্রবণে ক্ষণেক হয় কলুষ বিনাশ॥
অতএব মহারাজ হও স্থিরমতি।
একবার দাও মন হরিলীলা প্রতি॥
যতনে রচিলা পিতা ভাগবত বাণী।
শুনিলে পবিত্র হয় মহাপাপী প্রাণী।
এতেক শুনিয়া রাজা হইল বিস্মিত।
হরি-প্রেমে আশ্বাসিয়া রহিল চিন্তিত॥
এতেক বর্ণিয়া সূত হইলেন স্থির।
বিস্মিত হ'লেন শুনি শৌনকাদি ধীর॥
কুমার নগরবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ।
কালিদাস পুত্র তাঁর জানে সর্ব্বজন॥
জন্মিল তাঁহার বংশে উমেশ-কুমার।
জন্মিল এ দাস তবে ঔরসে তাঁহার॥
ভক্তগণ করে সবে হরি সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ জন্মে নবমের কথা সমাপন॥
নররূপী বিষ্ণুরূপী দুই কৃষ্ণ হয়।
আধার আধেয় ভাব পুরাণেতে কয়॥
ভক্তিভাবে স্মর সেই দেব নারায়ণ।
তিনি বিনা ভবমাঝে কে করে রক্ষণ॥

ইতি মানবরূপ কৃষ্ণ জন্মকথা সমাপ্ত।

নবমস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ ব্রহ্মার বচনে ভগবানের আবির্ভাব কথা।

সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদিগণে।
ভগবান লীলা কথা শুন সাধুজনে॥
নররূপী কৃষ্ণ জন্মকথা সুনিশ্চয়।
দিয়াছি আভাস তার পূর্ব্বে পরিচয়॥
এবে তবে ব্রহ্মকথা শুন সর্ব্বজন।
ভবের ঔষধি ইহা করিলে শ্রবণ॥
এক ব্রহ্ম ব্যাপ্য ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সার।
নাহি তাঁর জ্ঞান চেষ্টা শুদ্ধ নির্ব্বিকার॥
সর্ব্বজীবে সম সেই চৈতন্য পরম।
সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব সত্ত্ব তাঁহার ধরম॥
সচ্চিৎ আনন্দ এই তিনটি স্বভাব।
শক্তিসহ বিমিশ্রণে ব্রহ্মাণ্ড বৈভব॥
স্বভাব অতীত বস্তু হয় ব্রহ্ম ধন।
স্বভাবেতে গুণ শক্তি পরম রতন॥
গুণ ও স্বভাব মিশ্র ঘটিত সংসার।
তাহার অতীত ব্রহ্ম সবার আধার॥
গুণ ও স্বভাবে হয় এই বিশ্ব কার্য্য।
নানা শক্তি তাহাতেই প্রকাশিত ধার্য্য॥
শক্তি ও স্বভাবে ব্যাপ্তি যাহা হয় সার।
ব্রহ্মাণ্ড তাহার নাম খ্যাত ত্রিসংসার॥
এ হেন মিলনে যেই সচেতন স্থিতি।
পরামাত্মা নামে তারে কহেন সুমতি॥
ক্রমে কার্য্য বশে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ।
যাহাতে প্রকাশ হয় ভোগের আভাস॥
ভোগ আশে জীবভাবে সেই আত্মা আসে।
নানারূপে নানালীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশে॥
ব্যষ্টিরে ব্রহ্মাণ্ড কায় তাহে কয় আত্মা।
সমষ্টিরে জীব কহে সে ব্রহ্ম জীবাত্মা॥
সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাব স্বভাব ও গুণে।
একই ব্রহ্মের সত্ত্বা নহে অন্যজনে॥
গুণ ও স্বভাব সূক্ষ্ম কর্ম্মে শক্তি হয়।
এমতে সকল কার্য্য স্বভাবে ঘটায়॥
যদি ও ব্রহ্মের তেজ হতেছে স্বভাব।
নিশ্চেষ্ট তাঁহার সত্ত্বা চেষ্টার অভাব॥

আত্মা যথা দেহ মধ্যে আছেন বসিয়া ।
তাঁহার তেজেতে শক্তি বেড়ায় নাচিয়া ॥
তদ্রূপ সৎরূপী ব্রহ্ম তাঁহার স্বভাব ।
অভেদ থাকিয়া করে সদা চেষ্টা ভাব ॥
সেইরূপ আত্মা আর জীবাত্মা সম্বন্ধ ।
কার্য্যভেদে দুই নাম মুক্ত আর বদ্ধ ॥
শক্তিতে বাঁধিলে আত্মা জীবরূপী হয় ।
সুখে দুঃখে প্রেমাধিক্য পাইতে নিশ্চয় ॥
কেমন আত্মার সহ জীবের সম্বন্ধ ।
সুখে দুঃখে সেই প্রেমে হয় কিবা বন্ধ ॥
বেদের প্রমাণ এই বুঝিবার তরে ।
আত্মা ও জীবাত্মা লীলা ব্রজের ভিতরে ॥
সুখ দুঃখ সম জীব আত্মাতে আনন্দ ।
আত্মা পরিণামে লভে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ॥
প্রাকৃতিক এই লীলা ঘটাবার তরে ।
বদ্ধেরে করিতে মুক্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥
আত্মা সহ সুজীবের কি সম্বন্ধ হয় ।
কুজীবের কোন ভাব প্রমাণ নিশ্চয় ॥
এ হেন সম্বন্ধ ব্যাস বিচার করিয়া ।
প্রকাশেন দিব্যপ্রেম দশমে লিখিয়া ॥
দর্শনের দৃশ্য প্রেম বেদের মীমাংসা ।
রূপকেতে আত্ম লীলা প্রচারের আশা ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপী আত্মা পালন স্বভাব ।
জীবের আশ্রয় তিনি মীমাংসার ভাব ॥
কেমনে সকল জীবে সেই কৃষ্ণ পায় ।
কেমনে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম সংসার পালয় ॥
এ হেন সম্বন্ধ শুন যত ঋষিগণ ।
শুনিলে হইবে মুক্ত সংসার বন্ধন ॥
শুকদেব কহিলেন শুন নররায় ।
পরমাত্মা লীলা শুন ত্যজিয়া মায়ায় ॥
রাজা কন সবিস্ময়ে শুন মহামুনি ।
অমৃত সমান লীলা যতবার শুনি ॥
অপূর্ব্ব বিস্ময় এক আমার উদয় ।
শুন শুন সেই ভাব ঋষি মহাশয় ॥
অকর্ত্তা অক্রিয় অজ নির্ম্মল যে জন ।
কেমনে তাঁহার ঘটে প্রকৃতি যোজন ॥
কেমনে জীবের সম ব্রহ্ম পরাৎপর ।
মানবের সম ধর্ম্ম সংসার ভিতর ॥
ধন্য সেই যদুবংশ যাহে নারায়ণ ।
আবির্ভূত হইলেন রক্ষার কারণ ॥
আর এক কথা ঋষি কর অবগতি ।
নররূপী কৃষ্ণবংশ প্রকাশ সুমতি ॥
ব্যাসের চাতুর্য্য বলে পূরণ চন্দ্রমা ।
উদিয়া অমৃত সিঞ্চে অতি অনুপমা ॥
কহ ঋষি কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ ।
যাহার শ্রবণে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিমোচন ॥
রাজার বিনয় শুনি শুক মহাশয় ।
কহিলেন যাহে ভক্তি কৃষ্ণ প্রতি হয় ॥
অতি ভক্তি বলে তব আগ্রহ এতেক ।
পাইবে অমৃত রাজা ভাবিবে যতেক ॥
গঙ্গা সম কৃষ্ণ কথা পতিত পাবনী ।
প্রশ্ন কর্ত্তা বক্তা শ্রোতা তিনের তারিণী ॥
অতিশয় ভাগ্য মোর হইবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র সম হৃদে হইলে উদয় ॥
এত বলি হরি স্মরি শুক মহামতি ।
কহিলেন শুন রাজা শ্রীকৃষ্ণ-ভারতী ॥
দৈত্য ভয়ে যবে মহী হন আকুলিত ।
অধর্ম্মের ভারে যবে হয়েন পীড়িত ॥
সেই কালে জীব মাতা ধরণী সুন্দরী ।
গাভীরূপী হ'য়ে যান ব্রহ্মার নগরী ॥
একেত কামিনী বেশ চক্ষে ঝরে নীর ।
পাপ ভয়ে সকম্পিত সতত শরীর ॥
দীনা ক্ষীণা ভাবে মহী ব্রহ্মলোকে গিয়া ।
কমল আসনে কন পদে প্রণমিয়া ॥
আমি দাসী তব নাথ তুমি সর্ব্বেশ্বর ।
অতি দীনা হীনা আমি সাত্ত্বিক অন্তর ॥
অধর্ম্মের ভার প্রভু সহিতে না পারি ।
দৈত্যগণ লইয়াছে ধর্ম্মেরে সংহারি ॥

ধর্ম্ম বিনা সাধু প্রজা করে হাহাকার।
কেমনে তাহাতে প্রাণ জীয়ায় আমার ॥
সাধুজন পায় নাথ আমায় প্রকাশ।
অসাধু সংযোগে পাই বড়ই তরাস ॥
অতএব কর নাথ উপায় বিধান।
যাহে আমি সুখী হই রহে ধর্ম্মমান ॥
প্রজাজন যাহে পূজে তোমার চরণ।
জ্ঞান ভক্তি প্রেম যাহে হইবে মোচন ॥
কর নাথ সে উপায় হইয়া সত্বর।
সহিতে না পারি আমি অধর্ম্মে কাতর ॥
এতেক বচনে ব্রহ্মা হইয়া কাতর।
দেবগণ সহ যান ক্ষীরোদ সাগর ॥
ক্ষীরোদের মাঝে হরি অনন্ত শয়নে।
নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন আপনে।
নাগ-বধূ করে সেবা ঘুমে অচেতন।
কাহাতে আসক্ত তিনি নহেন কখন ॥
শত শত চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাতে উদয়।
কোটী বিশ্ব ক্ষণে যার ইচ্ছাতে সৃজয় ॥
সেই হরি সনাতনে জানাবার তরে।
ব্রহ্মা মহী দেবতাদি সংকীর্ত্তন করে ॥
হে হরি ব্রহ্মাণ্ড স্বামী হও জাগরিত।
সৃষ্টি অধিকারী তুমি হও হে বিদিত ॥
অন্তর্য্যামী তুমি নাথ করহ উপায়।
অধর্ম্মের ভয়ে বুঝি নিকটে প্রলয় ॥
এতেক বচন শুনি তবে নারায়ণ।
মেলিয়া দেখেন নিজ কমল নয়ন ॥
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন উত্তর।
কি ভয় সকলে হও নির্ভয় অন্তর ॥
আমি যার অন্তর্য্যামী কোথা তার ভয়।
অধর্ম্ম করিব নাশ কহিনু নিশ্চয় ॥
দৈত্যগণ নাশি ধর্ম্ম করিব প্রচার।
করিব যাহাতে শান্তি হয় ত্রিসংসার ॥
সূর্য্যের উদয়ে যথা তমোময় নাশে।
অধর্ম্ম হইবে নাশ আমার প্রকাশে ॥
অতএব শুন ব্রহ্মা আমার বচন।
যেমতে করিব আমি ভুভার হরণ ॥
ভক্ত মম বসুদেব যদুকুলে হয়।
কংস কারাগারে বদ্ধ সে জন নিশ্চয় ॥
দেবকী সাত্ত্বিকী নারী পতিব্রতা অতি।
আবির্ভাব হব তাহে কহিনু সুমতি ॥
সত্বগুণে বসুদেব নারী সত্যপর।
সত্বগুণে সর্ব্বজীবে আমার গোচর ॥
সত্ত্বের উদয়ে ধর্ম্ম হইবে প্রকাশ।
অধার্ম্মিক দৈত্যগণে করিবে বিনাশ ॥
আমার আশ্রয় হন দেব সঙ্কর্ষণ।
মম মায়া ভুলাইতে পারে সর্ব্বজন ॥
দেবকী রোহিণী নামে দুই শুদ্ধানারী।
মথুরায় জ্যেষ্ঠা রয় শেষ ব্রজপুরী ॥
মায়া গিয়া দেবকীর হইতে অন্তর।
সঙ্কর্ষণে ল'য়ে যাক রোহিণী ভিতর ॥
সঙ্কর্ষণ আকর্ষণ দেবকী হইতে।
আবির্ভাব হ'য়ে যাবে ব্রজেন্দ্র পুরীতে ॥
দেবদেবীগণ যথা হবে নর নারী।
গোপ নামে নর নারী গোপের ঝিয়ারী।
সবার সহিত আমি বিশ্ব ব্রজপুরে।
করিব অদ্ভুত লীলা প্রেমের মধুরে ॥
সংসারী হইয়া আমি মায়া আস্বাদন।
করিব স্বহস্তে মুক্ত যত ভক্তগণ ॥
ধর্ম্মের প্রচার করি দৈত্য করি নাশ।
বিনাশিব ধরণীর সুমহান ত্রাস ॥
অতএব সবে মিলি কর অয়োজন।
কৃষ্ণরূপে যাব আমি ভুলাতে ভুবন ॥
এতেক শুনিয়া মহী আর দেবগণ।
গেলেন করিতে সিদ্ধ হরি প্রয়োজন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
নারায়ণ আবির্ভাব কথা সুবিস্তার ॥

ইতি কৃষ্ণাবির্ভাব সমাপ্ত।

অথ দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথা।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণ অবতার কথা অতি সুললিত ॥
কংসের ভগিনী হন দেবকী সুন্দরী।
ধন্যা হন সে কামিনী বসুদেবে বরি ॥
অপরূপ রূপ যাঁর না হয় তুলন।
শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বলি শ্রুতিতে কীর্ত্তন ॥
সেই হেন বসুদেবে কে বুঝিতে পারে।
সর্ব্ব গুণময় দেব যাদব আগারে ॥
লোকে জানে নররূপী কভু নর নয়।
যাঁহার আশ্রয়ে হরি দেহধারী হয় ॥
সাত্ত্বিকী শক্তিতে গড়া দেবকী সুন্দরী।
সবার জননী যাহে জন্মিলেন হরি ॥
দোঁহার মাহাত্ম্য কথা কে বর্ণিতে পারে।
কীর্ত্তনে অনন্ত দেব আপনিই হারে ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে কংস নরপতি।
বসুদেব করে দেন দেবকী সুমতি ॥
বিদায়ের কালে কংস মান্য করিবারে।
সারথি হইয়া যান মহা রথোপরে ॥
কত শত বাদ্য বাজে নৃত্য গীত কত।
হয় হস্তী সাধুজন যায় শত শত ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে উভয় মিলনে।
দেবগণ হৃষ্টা হন পুষ্প বরিষণে ॥
এইরূপে কোলাহলে যায় কিছুক্ষণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তথা হয় প্রকাশন ॥
হইল আকাশ বাণী অতি উচ্চতর।
শুনে বসুদেব কংস সেই রথোপর ॥
ভীম রবে কহে বাণী শুন ভোজপতি।
মঙ্গল নাহিক তোমা কহিনু সম্প্রতি ॥
এই যে ভগিনী তব দেবকী সুন্দরী।
দেবের আরাধ্য ইনি পূজা করে হরি ॥
শুদ্ধ সত্ত্বময় হয় বসুদেব বীর।
উভয়ে জন্মিবে হরি করিলাম স্থির ॥
বীজে যথা কালবশে জন্মায় অঙ্কুর।
আশ্রয় পাইলে হরি না রহেন দূর ॥
দৈত্য অংশে জন্ম তোমা তুমি দুষ্টজন।
তোমারে বধিতে হরি লবেন জনম ॥
দেবকী অষ্টম গর্ভে হইবে তনয়।
নারায়ণরূপী সেই কহিনু নিশ্চয় ॥
দেখিতে হইবে নর কিন্তু নারায়ণ।
মিথ্যা দেহে যথা আত্মা থাকেন চেতন ॥
সেই পুত্র তোমা জনে করিয়া নিধন।
নাশিবে ধরার ভার অধর্ম্ম ঘটন ॥
এত বলি শূন্যবাণী শূন্যেতে মিশাল।
বসুদেব সহ কংস বিস্মিত হইল ॥
অজ্ঞানেতে মত্ত কংস রিপু অধিপতি।
বাহুবলে অবহেলে নাশি ধর্ম্মগতি ॥
তপ পূজা করি নাশ করে যথাচার।
পিতারে ভাণ্ডিয়া নিজে লন রাজ্যভার ॥
ভ্রাতা জ্ঞাতি সাধুজন করিয়া পীড়ন।
সদত নিরত তার অধর্ম্মেতে মন ॥
সহস্র সহস্র সঙ্গী সংহতি করিয়া।
ধরাতে অধর্ম্ম ব্যাপি বিহরে হাসিয়া ॥
শিরোমণি বধে বধ হয় সর্ব্বজন।
এই হেতু কংস বধ শাস্ত্রের লিখন ॥
অতীব পাপিষ্ঠ সেই ধরার পীড়ক।
দেব নরে সেইজন যন্ত্রণাদায়ক ॥
দেব নরে সদা ব্যস্ত দৈত্যগণ ভয়ে।
ঈশ্বরে সকলে ডাকে সুপীড়িত হ'য়ে ॥
ভক্তের উদ্ধার লাগি প্রভু নারায়ণ।
সেই হেতু নরদেহ করেন ধারণ ॥
নাশিবেন দৈত্যকুল আপন মায়ায়।
থাকিবে ধর্ম্মের মান হেন বাসনায় ॥
আশাতে জীবন যার পূর্ণ কামনাতে।
সে কি আপনার পারে জীবন ত্যজিতে ॥
জীবনের আশে কংস উন্মত্ত হইয়া।
ভাবিতে লাগিল রথ পথে থামাইয়া ॥

অবশেষে করে স্থির আপনার মনে।
ঘুচিবে সকল ভয় ভগিনী নিধনে॥
ভগিনীর গর্ভ হৈতে জন্মিবে তনয়।
সেই জন মোরে বধ করিবে নিশ্চয়॥
অতএব ভগ্নী বধ করিয়া এখন।
জুড়াই মনের জ্বালা রাখিতে জীবন॥
এত ভাবি সেই দুষ্ট কামনায় মাতি।
ধরিয়া ভগ্নীর কেশ রথে মারি লাথি॥
অবলা কামিনী একে নব পরিণয়।
লজ্জায় হইয়া ম্লান পতিপাশে রয়॥
সেই কালে দুষ্ট কংস ধরে তাঁর কেশ।
হস্তীর শুণ্ডেতে যেন পদ্মিনী আবেশ॥
কেশে ধরি কহে কংস কড়মড়ি দন্ত।
তোর পুত্র জন্মি মোরে করিবেক অন্ত॥
অতএব যার ফলে আছে বিষ-ভয়।
সমূলে বিনাশ বৃক্ষ উচিত নিশ্চয়॥
এত বলি কোথা হ'তে ধরি অসি করে।
উদ্যত হয়েন ভগ্নী বধিবার তরে॥
হেনকালে বসুদেব কংসেরে ধরিয়া।
কহিতে লাগিল তারে বিনয় করিয়া॥
নরপতি তুমি হও করিছ পালন।
নারী বধে পাপ ভাগী হও কি কারণ॥
দেবকীর পুত্রে তব আছে মৃত্যুভয়।
জন্মিলেই পুত্র বধ করিও নিশ্চয়॥
এতেক বচনে বুঝি তবে কংস বীর।
বসুদেব কথা মতে হইলেন স্থির॥
সকলে কুশলে যান নিজ নিজ ঘর।
অতঃপর কি ঘটিল শুন নরবর॥
দেবকী রোহিণী দুই বসুদেব নারী।
রূপে গুণে উভয়েই অভেদ বিচারি॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত ব্রজপতি।
বসুদেব সহ রহে হ'য়ে একমতি॥
কংসের পীড়নে সাধু হ'য়ে সশঙ্কিত।
ব্রজে গিয়া কিছুদিন করিলেন গত॥
সুমতি যশোদা হন নন্দের গৃহিণী।
সাক্ষাৎ সাবিত্রী সমা বজ্র সীমন্তিনী॥
তাহার আশ্রয়ে হরি ভক্ত তরিবারে।
আবির্ভাব হইলেন পূর্ব্ব কথা ভরে॥
হেথা উপযুক্ত কালে দেবকী সুন্দরী।
শশী সমা সুশোভিতা হন গর্ভ ধরি॥
প্রতি গর্ভে যেই তাঁর জনমে তনয়।
কংসেরে প্রদানে বসুদেব মহাশয়॥
করুণা না করি কংস ধরিয়া সন্তান।
পিতার সমক্ষে বধে আছাড়িয়া প্রাণ॥
প্রাণ কাঁদে মন কাঁদে না দেখি উপায়।
পিতা মাতা নারায়ণে ডাকিয়া জানায়॥
এইরূপে ছয় পুত্রে কংস বধ করি।
অষ্টমের অপেক্ষায় রাখিল প্রহরী॥
অশনে বসনে কিছু সুখ নাহি পায়।
অষ্টমে জন্মিবে বিষ্ণু সদা ভাবে তায়॥
হেনকালে দেবঋষি নারদ সুজন।
কহিলা অষ্টমে জন্মিবেক নারায়ণ॥
শুনিয়া ঋষির বাণী কংস অচেতন।
ভাবিল এখনি বুঝি হারাই জীবন॥
বসুদেবে আর নাহি করিবা বিশ্বাস।
উভয়ে আনিল ধরি ডাকি নিজবাস॥
রোহিণী রহিল একা নন্দের ভবনে।
যূথভ্রষ্ট মৃগী যথা সজল নয়নে॥
উভয়ে ধরিয়া আনি আপন আগারে।
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখে উভে কারাগারে॥
প্রহরী প্রহরে রত থাকে দিবারাতি।
সচঞ্চল রহে কংস প্রাণ ভয়ে অতি॥
যশোদা রোহিণী আর দেবকী অন্তরে।
একেবারে নারায়ণ শুভদৃষ্টি করে॥
সর্ব্বাগ্রে অনন্তদেব নাম সঙ্কর্ষণ॥
শুভক্ষণে রোহিণীতে লইল জনম॥
অপূর্ব্ব এ কথা রাজা করহ শ্রবণ।
যেমতে পাইল প্রভু নাম সঙ্কর্ষণ॥

সহস্র মস্তকধারী অনন্ত মহান্।
হরির আশ্রয় মাত্র বেদের প্রমাণ ॥
অগ্রে তিনি না আসিলে হইয়া আশ্রয়।
কেমনে বিষ্ণুর জন্ম এ সংসারে হয় ॥
ইহা ভাবি সে অনন্ত দেবকী উদরে।
প্রবেশে সপ্তম গর্ভে নর কলেবরে ॥
আত্মরূপী ভগবান জন্মিবার কালে।
উপস্থিত হৈল গিয়ে শুদ্ধ মায়াজালে ॥
তখন মায়ারে ডাকি প্রভু নারায়ণ।
কহিলেন শুন বৎসে! আমার বচন ॥
গিয়া তুমি শীঘ্র করি পাত মায়াজাল।
কেহ যেন নাহি বুঝে আবির্ভাব কাল ॥
আমার আশ্রয় হন অনন্ত সুজন।
দেবকীর গর্ভে তাঁরে করেছি প্রেরণ ॥
আকর্ষণ করি তাঁরে অতি যত্ন ভরে।
প্রবিষ্ট করাও গিয়া রোহিণী উদরে ॥
অতীব দুঃখিনী সেই ডাকে বারম্বার।
কোথা আছ হৃষীকেশ রাখ এইবার ॥
সেই দুঃখ হবে নাশ আমার কৃপায়।
তুমি গিয়া আবির্ভূত হও যশোদায় ॥
তোমার মায়াতে সবে হবে বিকম্পিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন হইবে কম্পিত ॥
সেইকালে দেবকীরে দিব দরশন।
তাঁহার মনের দুঃখ কর নিবারণ ॥
বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী শক্তি ক্রন্দনে আকুল।
নয়নের নীর বহে নদী জল-কূল ॥
অনিদ্রায় অনাহারে ডাকে বারম্বার।
দেখা দাও দীননাথ দীনে একবার ॥
কাতরতা তাঁহাদের যত পড়ে মনে।
আকুল হৃদয় মম হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
পাষণ্ড দুরন্ত কংস বিষয়েতে মাতি।
সত্ত্বগুণে কারাগারে রাখে দিবারাতি ॥
শৃঙ্খলে আবদ্ধ অঙ্গ বুকেতে পাষাণ।
মুমূর্ষু দেখিয়া তার নাহি কাঁপে প্রাণ ॥
অন্নজল ত্যজি তবে দেবকী সুন্দরী।
বারম্বার বলে দেখা দাও দীনে হরি ॥
কেমনে থাকিব মায়া আর লুকাইয়া।
ভক্তের ক্রন্দনে দগ্ধ দেখ মম হিয়া ॥
অতএব মহাশক্তি যাওগো সংসারে।
মায়াজালে সুমোহিত কর সবাকারে ॥
দুষ্টেরে নাশিব দেখ করিব শাসন।
করিব ধর্ম্মের রক্ষা ভক্তের পালন ॥
পালন আমার কার্য্য জান তুমি সতী।
বিলম্ব না কর তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া বিষ্ণুর বাণী তবে মায়াবতী।
আইলেন পৃথিবীতে অতি শীঘ্রগতি ॥
দেখিলেন দেবকীতে অনন্ত উদয়।
অসীম অনন্ত বল হরির আশ্রয় ॥
দেখিলেন রোহিণীরে বিরহে আকুল।
প্রেমে হাসে কাঁদে আর কহে কত ভুল ॥
সদা মুখে বলে কোথা আছ নারায়ণ।
একবার এ দাসীরে দাও দরশন ॥
দেখিলেন যশোদারে ভক্তির আধার।
তৃণ কীট বৃক্ষাদিতে স্নেহ ব্যবহার ॥
মুখে বলে হরি হরি করহ উপায়।
কংসের তেজেতে বুঝি ধর্ম্মতেজ যায় ॥
এই সব ভাব দেখি তবে মায়া ধনী।
অনন্তে দেবকী হৈতে লন আকর্ষণি ॥
আকর্ষিয়া দেন তারে রোহিণী উদরে।
বিস্মিত রোহিণী করি সে রূপ গোচরে ॥
সহস্র মস্তক যাঁর সহস্র আনন।
সহস্রেক কর যাঁর সহস্র চরণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর বিরাজ অন্তরে।
সূক্ষ্মরূপে সেই প্রভু রোহিণী উদরে ॥
প্রেমানন্দে মগ্ন সতী মুখে বলে হরি।
অনন্ত অভয় দেন দুঃখ দূর করি ॥
রোহিণী সৌভাগ্য কথা করিনু বর্ণন।
আকর্ষণে জন্ম বলি-নাম সঙ্কর্ষণ ॥

হেথা বসুদেব কাঁদে বলে নারায়ণ।
আর কেন কষ্ট দাও দেখাও চরণ ॥
কি পরীক্ষা দিব বল দীনবন্ধু হরি।
বলি দিনু ছয় পুত্র তোমা আশা করি ॥
নাহি সুখ নাহি শান্তি কারাতে বন্ধন।
নিদ্রা তৃষ্ণা হাল্লা নাহি ডাকে ঘন ঘন ॥
কি জন্য বিলম্ব নাথ কর দয়াময়।
তব নামে প্রাণ দিনু কহিনু নিশ্চয় ॥
পাষাণ আবদ্ধ কাঁদে দেবকী সুন্দরী।
কি পাপ ক'রেছি তব শ্রীচরণে হরি ॥
গর্ভেতে ধরিনু পুত্র পাইনু বেদন।
প্রসব করিয়া মুখ না করি চুম্বন ॥
তোমা লাগি বলি দিনু কংসাসুর করে।
রাখিতে ধর্ম্মের মান প্রেমবেগ ভরে ॥
কত দুঃখ ভোগ করি কি না জান হরি।
অন্তর্য্যামি তুমি নাথ বিশ্বের ভিতরি ॥
আর নাহি সহ্য হয় ত্যজিব জীবন।
কলঙ্ক তোমার নামে করিব অর্পণ ॥
শুনিয়াছি লোকে তোমা বলে দয়াময়।
ভক্তে দুঃখ দিলে নাথ সে কীর্ত্তি কি রয় ॥
সাধুজনে ধর্ম্ম ভয়ে গহন কাননে।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া ডাকে তোমা ধ্যনে ॥
বলে নাথ কোথা আছ দয়াময় হরি।
অধর্ম্ম অনলে আজি সবে পুড়ে মরি ॥
তব কীর্ত্তি এ ভুবনে গায় ধর্ম্মমতি।
সে ধর্ম্ম হইল নাশ দেখ ধর্ম্মপতি ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু নাথ হও আবির্ভাব।
অধর্ম্ম পরাস্ত হোক ধর্ম্মের প্রভাব ॥
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার কভু নাহি রয়।
এমন ধর্ম্মের মান রাখ দয়াময় ॥
ভক্তের ক্রন্দন শব্দে পূরিল ভুবন।
সে শব্দ হইল ঝড় প্রবল পবন ॥
নদ নদী সেই শব্দে বহে স্রোতভরে।
বন উপবনে শব্দ প্রতিধ্বনি করে ॥
কোথা হরি রাখ হরি শুনি গরজন।
মেঘসহ অম্বুপতি করেন রোদন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আসি করে হাহাকার।
ধর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম রাখ শব্দ বারম্বার ॥
অষ্ট কুলাচল কাঁপে মেদিনী সঘন।
সূর্য্যসহ গ্রহ কাঁপে শুনি সে নিঃস্বন ॥
সমুদ্রের জল কাঁপে সহিত পবন।
ভীষণা তামসী আসি ঘেরিল ভুবন ॥
হাহাকার রবে যেন উঠিল প্রলয়।
ইহা দেখি অধর্ম্মের মনে ভয় হয় ॥
বিড়ম্বনা দেখি কংস কাঁপে ঘন ঘন।
বুঝিলা এবার হরি আসিবে ভুবন ॥
ঐশ্বর্য্যে স্বরগে ভুঞ্জে ধন অধিকারী।
অধর্ম্মেতে নিজ গৃহে ভয়েতে ভিখারী ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে কংস করিল মনন।
কারাগারে দেবকীরে করিতে বন্ধন ॥
ল'য়ে বহু সঙ্গী কিন্তু ভয়ে সকম্পিত।
কারাগৃহে প্রবেশিল হইয়া চিন্তিত ॥
দেখিল দেবকী বসুদেব মহাজন।
মৃতপ্রায় বিলুণ্ঠিত ভূমে অচেতন ॥
বাহ্যজ্ঞান কিছু নাই কম্পিত রসন।
দুষ্ট হৃষ্ট হয় ভাবি নিকট মরণ ॥
প্রেমভরে বাহ্যশূন্য মুখে বলে হরি।
ইহা দুষ্ট না বুঝিল মনে যুক্তি করি ॥
কতক্ষণে দেখে দুষ্ট অপূর্ব্ব কারণ।
বসুদেব দেবকীতে জ্যোতির লক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব এ ভাব হেরি ভাবে মনে মনে।
অঙ্গজ্যোতি কোথা হয় মৃত প্রায় জনে ॥
দেখিতে মুমূর্ষু বটে অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়।
পাষাণে পেষিত বটে মুখ হাস্যময় ॥
আঁখি নিমীলিত বটে যেন ধ্যানপর।
নিশ্বাস সুরুদ্ধ বটে সমাধি সুন্দর ॥
হস্তপদ বদ্ধ বটে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
অন্তরে জাগ্রত যেন রোমাঞ্চ বিধান ॥

এই ভাব দেখি কংস মহাভয় করি।
রাখিল চৌদিকে তাঁর বিবিধ প্রহরী ॥
কেহ অসি কেহ শূল কেহ ধনু তীর।
কেহ বিষ পাত্র হস্তে ভিতর বাহির ॥
এইমতে সবে রাখি বলে কংসরায়।
সন্তান জন্মিলে তারে বধ যে উপায় ॥
এত বলি দুষ্ট কংস নিজ গৃহে যায়।
আবৃতা মেদিনী হেথা হইল মায়ায় ॥
হাহাকার শব্দ শুনি তবে নারায়ণ।
ইচ্ছিলেন দেবকীতে নিজ প্রকাশন ॥
আনন্দে হাসিল স্বর্গ পুষ্প বরিষণ।
মেঘ হাসে একাধারে করিয়া গর্জ্জন ॥
একাধারে শশী হাসে ল'য়ে কুমুদিনী।
সাগর সলিল হাসে বেড়িয়া মেদিনী ॥
সাধুজনে মেঘ চন্দ্র একত্র দেখিয়া।
ভাবিল অদ্ভুত কাল ঘেরিল আসিয়া ॥
সেইকালে ভগবান্ ধর্ম্ম রাখিবারে।
প্রবিষ্ট হ'লেন আসি এ বিশ্ব সংসারে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু নারায়ণ।
বসুদেব দেবকীরে দিলা দরশন ॥
না কাঁদ না কাঁদ ভক্ত দেখ ধ্যান ভরে।
আসিয়াছি হরি আমি তোমাদের তরে ॥
বিশ্ব স্বামী আমি হই সকলি আমার।
ভক্তের ক্রন্দনে মম স্থির থাকা ভার ॥
ভক্ত মম পুত্র কন্যা জনক জননী।
ভক্তের দুঃখেতে হই মণিহারা ফণী ॥
সর্ব্ব কার্য্য ত্যজি আমি হইনু প্রকাশ।
বসুদেব দেবকীর পূরাইতে আশ ॥
অমৃত সিঞ্চিয়া হরি নাশিয়া বিস্ময়।
চতুর্ভুজ রূপে হরি হ'লেন উদয় ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত শ্রীহরি উদয়।
ভক্তি পায় ইহা শুনি মানবে নিশ্চয় ॥

ইতি শ্রীহরির আবির্ভাব কথা সমাপ্ত।

অথ নারায়ণের কৃষ্ণরূপে জন্ম কথা।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণ জন্ম কথা শুনি হও শুদ্ধচিত ॥
ধ্যানে বসুদেব আর দেবকী সুন্দরী।
দেখিলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ হরি ॥
কিবা অপরূপ রূপ না হয় তুলন।
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত একত্র মিলন ॥
কৃষ্ণ প্রেমে যার প্রাণ এতই ব্যাকুল।
সংসার সন্তান সব হইয়াছে ভুল ॥
সেই ধন আজি দেখি আপন অন্তরে।
আনন্দে নিস্পন্দ উভে স্থির কলেবরে ॥
ইচ্ছা করে চক্ষু মেলি হেরে ভাল ক'রে।
প্রেমবশে আঁখিপত্র খুলিতে না পারে ॥
কতক্ষণে হরি উভে হইয়া সদয়।
কহিল বাহিরে দেখ আগারে নিশ্চয় ॥
এত বলি দয়াময় গোলোকের হরি।
হিয়া হ'তে বার হন ভক্তে দয়া করি ॥
বাহ্যজ্ঞান দিয়া কন শুন নর নারী।
আদি অন্ত মধ্যে আমি গোলোক-বিহারী ॥
অন্তরে যে দেখে মোরে সেই প্রিয়জন।
বাহ্যেতে দেখিলে পায় মম সম্মিলন ॥
অতএব বাহ্যে দেখ মেলিয়া নয়ন।
সংসারের দুঃখ যত যাউক এখন ॥
এত বলি উভে হরি দিলেন চেতন।
চৈতন্য জাগায়ে হৃদে লুপ্ত নারায়ণ ॥
তাড়াতাড়ি খুঁজিবারে করিল প্রয়াণ।
টুটিল শিকল আর বক্ষের পাষাণ ॥
হরিতে যে প্রাণ মন ধায় একবার।
শিকলি কি সাধ্য বাঁধে না পারে সংসার ॥
শিশু পলাইলে দূরে জননী যেমন।
অত্যন্তিক স্নেহভরে করেন গমন ॥
তেমতি দেবকী উঠি আলুথালু কেশ।
অঙ্গের বসন গ্রন্থি বিচলিত বেশ ॥

বলে কোথা যাও হরি দীন দয়াময়।
প্রাণভরে দেখি তোমা পারি যে সময় ॥
হারানিধি হস্ত হ'তে হইলে পতন।
ধায় যথা কুড়াবারে অধিকারী জন ॥
বসুদেব সেইরূপে পাইয়া চেতন।
উঠি বলে কোথা যাও প্রভু নারায়ণ ॥
উভয়ে দেখিল বাহে রূপ অতুলন।
চতুর্ব্বাহু শ্যামমূর্ত্তি গরুড় বাহন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আদি করিছে বন্দন।
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ধ্যানেতে মগন ॥
আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবিছে চরণ।
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী করে চামর ব্যজন ॥
যোগীর হৃদয় রত্ন ধার্ম্মিকের ধন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন ॥
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত মিলিত বরণ।
কোটি শশী পদ্ম শোভে দুইটি চরণ ॥
পীতবাস শোভে যেন গোধূলি কিরণ।
বনমালা গলে দোলে কৌস্তুভ ভূষণ ॥
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ কমল নয়ন।
মনোহর শিরোপরি কিরীট শোভন ॥
হেনরূপে উভে হেরি দেব নারায়ণ।
বসুদেব আরম্ভিল বিবিধ স্তবন ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বিশ্বময়।
তব কৃপা বিনা তোমা কে করে নির্ণয় ॥
আমি অতি হীনমতি কোন কর্ম্মফলে।
দেখিলাম তব হরি চরণ কমলে ॥
পুত্ররূপে দুঃখ শান্তি করিলে আমার।
পুত্ররূপী হ'লে নাথ ধরিয়া আকার ॥
তোমা লাগি একে একে ছয়টি তনয়ে।
কংস হস্তে বলিদান দিয়াছি অভয়ে ॥
পুত্রভাবে আরাধিয়া পাই তোমা ধন।
হও নাথ পুত্ররূপী এই আকিঞ্চন ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত স্থান এই কারাগার।
রেখেছে প্রহরী কত কংস দুরাচার ॥
দেখিলে তোমারে সেই কংস দুষ্টমতি।
করিবেক অত্যাচার কত তোমা প্রতি ॥
কেমনে দেখিব মোরা তোমার বন্ধন।
তাহার উপায় নাথ করহ এখন ॥
এত বলি ম্লানমুখে হইয়া কাতর।
করযোড়ে বসুদেব রহিল গোচর ॥
দেবকী কহিল হরি শুন দয়াময়।
দয়ার কি এই রীতি কহত নিশ্চয় ॥
একেত অবলা জাতি নাহি বুদ্ধি জ্ঞান।
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে তোমা সঁপিয়াছি প্রাণ ॥
অনায়াসে বজ্রাঘাত সহিবারে পারে।
পুত্রশোক রমণীতে সহিবারে নারে ॥
তোমা লাগি একে একে ছয়টি কুমার।
পাষাণে বান্ধিয়া বুক দিনু উপহার ॥
গৃহ ধন ত্যজি হৈনু কারাগার বাসী।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি মোরা আছি উপবাসী ॥
পাইতে তোমারে প্রভু রাখিয়াছি প্রাণ।
এখনি করিব তাহা শ্রীচরণে দান ॥
ভক্তঘাতী নাম তব হইবে প্রচার।
কলঙ্ক হইবে নামে জানিবে সংসার ॥
এত বলি কাঁদি সতী পড়িল চরণে।
কহিলা তখন হরি মাতৃ সম্বোধনে ॥
না কাঁদ না কাঁদ মাতা হও সচেতন।
কি ভাবনা তার যার পুত্র নারায়ণ ॥
অনিত্য সংসারে হয় পুত্র প্রিয়জন।
হরি যার পুত্র তার কিসের বন্ধন ॥
সামান্যত নও তুমি জননী আমার।
তিনবার মাতা পিতা উভয়ে আমার ॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুদেব সুমতি।
সুতপা নামেতে হন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥
পৃশ্নি নামে তুমি হও প্রেয়সী তাঁহার।
উভয়ে করিতে মম লাগি যোগাচার ॥
বিষয় ঐশ্বর্য্য ত্যজি ব্রহ্মার আদেশে।
পুত্র লাগি পূজ মোরে তপস্বীর বেশে ॥



সর্ব্ব বরদাতা আমি হইয়া উদয়।
কহিলাম কিবা চাও বল এ সময় ॥
শ্যামরূপে হেরি মোরে কহিলে সে কালে।
তব সম পুত্র যেন পাই আমি কোলে ॥
না চাহিলে প্রেমমূর্ত্তি স্নেহ মাত্র দাও।
সেই হেতু পুত্ররূপে তবে মোরে পাও ॥
মায়ার বন্ধন তাহে না হয় মোচন।
কিন্তু মোর সেবা কর হ'য়ে শুদ্ধ মন ॥
এই হেতু তুষ্ট হ'য়ে দিনু আমি বর।
তিনবার তোমাদের হইব কুমার ॥
সেইকালে পৃশ্নিগর্ভ নাম ছিল মোর।
আমায় সেবিতে উভে হ'য়ে স্নেহে ভোর ॥
দ্বিতীয় কশ্যপ নামে বসুদেব হন।
অদিতি তোমার নাম হয় প্রকাশন ॥
বামন হইয়া আমি জন্মিয়া তখন।
বলিরে ছলিয়া হরিলাম ত্রিভুবন ॥
এইবার শেষ জন্ম হইল আমার।
তোমাদের মম দেখা শেষ এইবার ॥
মায়াতে মাতিয়া মুগ্ধ নাহি হও আর।
আমাতে সঁপিয়া চিত্ত হও শুদ্ধাচার ॥
এই জন্ম এইবার করিতে মোচন।
দেখা দিনু চতুর্ভুজরূপে এইক্ষণ ॥
চতুর্ব্বর্গ ফল দাতা আমি নারায়ণ।
ভক্ত লাগি পুত্র ভৃত্য হই ইষ্টধন ॥
ভূভার হরিতে আমি হই অবতার।
টুটিল যন্ত্রণা উভে কহিলাম সার ॥
ধন্য উভে হইয়াছ জনক জননী।
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা আমি তোদের বাছনি ॥
এতেক শুনিয়া কহে দেবকী সুন্দরী।
ধন্য করিয়াছ তুমি গোলোকের হরি ॥
সম্বর সম্বর রূপ ধর নরবেশ।
শিশুভাবে কোলে এস যাক্ দুঃখ লেশ ॥
আর এক কথা মম করহ শ্রবণ।
কেমনে পারিব তোমা করিতে রক্ষণ ॥
এখনি আসিবে হরি কংস দুরাচার।
নানামতে করিবেক তোমা অত্যাচার ॥
নয়নের মণি তুমি জীবনের ধন।
কেমনে তোমার কষ্ট করিব দর্শন ॥
মাতার এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন ধীরে ধীরে শ্রীমধুসূদন ॥
আমার আশ্রয়রূপী দেব সঙ্কর্ষণ।
ব্রজেতে রোহিণী গর্ভে লয়েছে জনম ॥
মহামায়া মম যেই মোহিবে ভুবন।
যশোদার কন্যারূপে হইলা এক্ষণ ॥
মায়াবশে মুগ্ধ আজি হ'য়েছে ভুবন।
রাখিতে ব্রজেতে মোরে করহ গমন ॥
যশোদার কন্যা যেই মহামায়া হয়।
তাহারে আনিয়া রাখ হেথায় নির্ভয় ॥
পরে যাহা ঘটিবে উভে করিবে দর্শন।
আজি হৈতে আরম্ভিনু ভূভার হরণ ॥
সংসারে থাকিবে উভে মোরে দিয়া মন।
অবহেলে অন্তিমেতে পাইবে মোচন ॥
এত বলি হরি তবে হন শিশু বেশ।
সুচারু মোহন কান্তি সুচিকণ কেশ ॥
ত্বরা করি বসুদেব কংসে ভয় করি।
শিশুরে লইয়া কোলে অতি ত্বরাত্বরি ॥
উভয়ে করিল শিশু হৃদয়ে স্থাপন।
উভয়ে চুম্বিল মুখ জনম মতন ॥
হেথা মহামায়া হৈল ভুবনে প্রচার।
গর্জ্জিল ভীষণ মেঘ আইল আঁধার ॥
মুষলের ধারে পড়ে বরিষার ধার।
যমুনা উজানে পড়ে বজ্র বারম্বার ॥
হেনকালে বসুদেব পুত্রে কোলে করি।
কাঁপিয়া সভীতে যান মুখে বলি হরি ॥
মায়াতে প্রহরী যত হৈল অচেতন।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ দ্বার হইল মোচন ॥
আপনি অনন্ত আসি শিশু শিরোপর।
বৃষ্টি নিবারিতে ফণা ধরে নিরন্তর ॥

যমুনা ছাড়িয়া পথ বসুদেব যায়।
শৃগাল রূপেতে মায়া সে পথ দেখায়॥
কতক্ষণে ব্রজে গিয়া বসুদেব বীর।
দেখেন সকলে ঘুমে হইয়াছে স্থির॥
নন্দগৃহে যশোমাতা প্রসূতা হইয়া।
অচেতনে নিদ্রা যান কন্যাকে লইয়া॥
বসুদেব শিশু রাখি যশোমতী পাশ।
কন্যা ল'য়ে সকাতরে ফিরিল আবাস॥
কন্যারে আনিয়া দিল দেবকীর কোলে।
মায়াবশে কন্যা দেখি পুত্র স্নেহ ভোলে॥
কভু বুকে রাখে কন্যা চুম্বয়ে বদনে।
কভু বা মস্তকে রাখে মহামায়া জ্ঞানে॥
এইরূপে কারাগারে রহে দুইজন।
কংসের ভাঙ্গিল নিদ্রা দেখিয়া স্বপন॥
অপূর্ব্ব সে বাণী রাজা করহ শ্রবণ।
কংসের চরিত্র কথা করিব বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
নারায়ণ শিশুরূপে যেমতি প্রচার॥

ইতি কৃষ্ণ জন্ম কথা সমাপ্ত।

অথ কংস কর্তৃক মায়া বধ ও নন্দোৎসব কথা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
কংসের চরিত্র কথা বর্ণিব বিস্তর॥
দেবকীর পূর্ণ গর্ভ যতই হইল।
কংসের প্রাণের মায়া ততই বাড়িল॥
ধন যায় মান যায় তাহাও স্বীকার।
কেবা কোথা প্রাণ দিতে হয় আগুসার॥
অহঙ্কারে সদা মত্ত ত্রিভুবন পতি।
রিপু পরবশ হয় পাপে রাখি মতি॥
চন্দ্র সমা সতী ভার্য্যা কোষ পূর্ণ ধন।
হয় হস্তী কোটি কোটি সেনা অগণন॥
কিঙ্কর কিঙ্করী কত শত মন্ত্রীগণ।
কত রত্ন কত মণি আসন ভূষণ॥
এত ভোগ ত্যাগ করি মরিবার তরে।
প্রস্তুত কোথায় কেবা সংসার ভিতরে॥
সেই ভাবে কংস রায় ভাবে মনে মন।
এতেক ত্যজিয়া কেন ত্যজিব জীবন॥
কিবা নাহি আছে বল নিজ অধিকারে।
পর্ব্বত সাগর গ্রাম জগত মাঝারে॥
হয় হস্তী কোটি কোটি সেনা অগণন।
শশিমুখী শত নারী নবীন যৌবন॥
দেবতা দুর্ল্লভ ভোগ ত্যজিয়া এখন।
কেমনে ত্যজিব বল সাধের জীবন॥
নিমিষে জিনিতে পারি ইন্দ্রের নগর।
কিঙ্কর করিতে পারি যত দেববর॥
কিন্তু সেই বিষ্ণু যিনি আমার শমন।
কোনমতে নাহি পাই তাঁহার দর্শন॥
একবার দেখা পেলে করিয়া সমর।
নিগড়ে বান্ধিয়া রাখি কারার ভিতর॥
শুনিয়াছি যত ছিল দৈত্য মহাবল।
সেই বিষ্ণু একে একে বধেছে সকল॥
সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু।
দুইটি প্রবল দৈত্য নারায়ণ রিপু॥
উভয়েই মহাবলে বিদিত সংসার।
ছলে হরি উভয়েই করিলা সংহার॥
ত্রেতাযুগে শ্রীরাবণ কুম্ভকর্ণ বীর।
অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁরা তেজেতে গভীর॥
রামরূপে সেই হরি করি নানা ছল।
বধিলেন একে একে মহা দৈত্যবল॥
দ্বাপরে হ'য়েছি আমি দৈত্য-কুলমণি।
আছে মম ধন রত্ন সুন্দরী রমণী॥
বীর্য্যেতে দেবতা ত্রস্ত ধর্ম্ম পায় ভয়।
সেই হেতু হরি মোরে বধিবে নিশ্চয়॥
দেবকীর গর্ভে হরি হইয়া উদয়।
কৌশলে আমাকে বধ করিবে নিশ্চয়॥
দেখিব কেমন হরি ধরে কত বল।
শিশুরূপে পায় কত আপন কৌশল॥



এইরূপ হরি দ্বেষ করি নরপতি।
প্রাণভয়ে দিবানিশি আকুলিত অতি॥
কবে দেবকীর হবে অষ্টম তনয়।
কেমনে তাহারে বধ করিবে নিশ্চয়॥
ভাবিতে ভাবিতে তার যত দিন যায়।
তত প্রাণ ভয়ে কংস মনে ব্যথা পায়॥
ভাবিতে ভাবিতে তার শ্রম উপজিল।
সম্মুখে পশ্চাতে হরি দর্শন করিল॥
শয়নে স্বপনে হরি অশনে তৃষ্ণায়।
গমনে ভ্রমণে তাঁরে দেখে সর্ব্বদায়॥
সদা যেন গদাচক্র ল'য়ে নারায়ণ।
তাহারে বধিতে সদা করেন ভ্রমণ॥
এইমত ভ্রমে পড়ি কংস মহাশয়।
তুচ্ছ করে ধন রত্ন নিজ প্রাণ ভয়॥
ধন রত্ন হস্তী আর যত সেনাগণ।
থাকিতে ভিখারী কংস লইয়া জীবন॥
অন্তরের ভাব কেহ বুঝিতে না পারে।
মন্ত্রীগণ ম্লান সদা দেখিছেন তাঁরে॥
সুললিত বাহু ল'য়ে প্রেয়সী যখন।
চিবুক ধরিয়া তারে কহিত বচন॥
বল দেখি প্রাণেশ্বর কিবা দুঃখ মনে।
কি দুঃখে কলঙ্ক আজি নেহারি বদনে॥
প্রেয়সীর কথা নৃপ করিয়া শ্রবণ।
উপেক্ষিয়া যান যথা দেখেন নির্জ্জন॥
বসন্তের বায়ু আর ফুল্ল উপবন।
রমণীর কণ্ঠস্বর প্রেম আলিঙ্গন॥
ধন রত্ন আর যত বসন ভূষণ।
বিষ সম ত্যজি কংস করেন চিন্তন॥
কেমনে পাইব হরি বধিব তাহায়।
নচেৎ সাধের প্রাণ যাইবে হেলায়॥
এইরূপে হরি প্রতি দ্বেষ ভাবে মনে।
আপন নিধন কংস ভাবে অনুক্ষণে॥
যেই দণ্ডে কারাগারে আসি নারায়ণ।
দেবকীরে দেখা দেন প্রভু সনাতন॥

সেইকালে কংস ছিল নিদ্রায় বিভোর।
মায়াতে আকুল নিদ্রাযুক্ত মহাঘোর॥
হঠাৎ দেখিল কংস ভীষণ স্বপন।
দেবকীর পুত্র হৈল ব্রহ্ম সনাতন॥
শিশুকালে হৈল পুত্র অতি মহাকায়।
করে ল'য়ে মহাচক্র বধিবারে ধায়॥
সূর্য্যসম তেজোময় হেরিয়া আকার।
অগ্নিসম জ্যোতির্ম্ময় সেই চক্রাধার॥
ক্রমে ক্রমে শিশু আসি শয়ন আগার।
বুকে চাপি ধরে নৃপে করিতে সংহার॥
স্বপ্নেতে নেহারি হেন কংস মহাশয়।
হাহাকার করি কাঁদে দেখি মহাভয়॥
স্বপ্নেতে ভাঙ্গিল নিদ্রা ভয় নাহি যায়।
ভ্রমেতে চীৎকার করে বলি প্রাণ যায়॥
পার্শ্বেতে আছিল তার প্রেয়সী সুন্দরী।
ত্বরায় ধরেন তারে আলিঙ্গন করি॥
বলে শান্ত হও নাথ কি ভয় তোমার।
গৃহমাঝে শুয়ে আছ বক্ষেতে আমার॥
এখানে কি ভয় নাথ দেখিলা স্বপন।
অনিত্য কল্পনা মাত্র ভয় কি কারণ॥
তবে কংস স্থির হ'য়ে পাইল চেতন।
ভাবিল দেখেছি আমি ভীষণ স্বপন॥
কিন্তু তার মনোবেগ উঠিল উথলি।
ভাবিল জন্মিল বুঝি দেবকী পুতলী॥
এত ভাবি খড়্গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
করেতে ধরিল অসি খর শরাসন॥
প্রাণভয়ে চলে কংস কৃষ্ণ বধিবারে।
যথায় দেবকী বদ্ধা আছে কারাগারে॥
হেথা বসুদেব কৃষ্ণে করিয়া ধারণ।
মায়াজালে ব্রজমাঝে করিয়া রক্ষণ॥
যশোমতী কন্যাধনে করিয়া গ্রহণ।
যমুনা হইল পার আকুলিত মন॥
প্রবল ঝটিকা বয় বৃষ্টি বরিষণ।
বজ্র ও বিদ্যুৎ ঝড় মেঘের গর্জ্জন॥

মেঘে অন্ধকার ব্যাপ্ত ছিল রাজধানী।
ধীরে ধীরে কারাগারে যান নৃপমণি ॥
মায়ারূপী সেই কন্যা অতি শিশুকায়।
চন্দ্রের কিরণ যেন অঙ্গে বাহিরায় ॥
ননীর পুত্তলি সম দেহের গঠন।
বক্ষেতে রাখিলে শান্তি হয় সেই ধন ॥
প্রবেশিল বসুদেব যথা কারাগার।
ধরিল প্রকৃতি নিজে পূর্ব্বের আকার ॥
আপনি হইল বন্ধ কারাগার দ্বার।
মুক্ত উভ হস্ত পদে শৃঙ্খল আবার ॥
দেবকী দারুণ ক্লেশে হৈয়া অচেতন।
মায়ারূপা কন্যা বক্ষে পান করে স্তন ॥
ধরণীতে হইয়াছে প্রফুল্ল কমল।
শারদ আকাশে যেন শশী নিরমল ॥
এইভাবে দেবকীর বুকে কন্যা রয়।
প্রবেশিল বীরবেশে কংস দুরাশয় ॥
দেখিল উদিত চন্দ্র দেবকী উপর।
খেলা করে শিশু সম অতি মনোহর ॥
ভাবিল তখন দুষ্ট নিজ মনে মন।
কৌশল করিয়া কন্যা হৈল নারায়ণ ॥
পুত্র হৈলে সত্য আমি করিব সংহার।
ছলেতে হইল নারী সেই দুরাচার ॥
জানি আমি নারীবধ মহাপাপ হয়।
প্রাণভয়ে পাপ পুণ্য ভেদ নাহি রয় ॥
এত ভাবি সেই দুষ্ট প্রসারিয়া কর।
লইল কোমল কন্যা দেখিতে সুন্দর ॥
লৌহ সম হস্ত তার হৃদয় পাষাণ।
আকুল হইল তাতে কমলার প্রাণ ॥
মায়া দেখাইয়া সেই করিল চীৎকার।
বসুদেব ও দেবকী করে হাহাকার ॥
দেবকী বিনয়ে কয় শুন সহোদর।
পুত্র নয় কন্যা ইহা নিরীক্ষণ কর ॥
একে একে ছয় পুত্র দিনু তব করে।
পাঠাইলা সেই সবে তুমি যমঘরে ॥
সেই শোকে মম প্রাণ দহে অনুক্ষণ।
মরিবার নয় তাই রয়েছে জীবন ॥
কৃপা কর ভ্রাতা তুমি অনুজা তোমার।
কন্যা ভাবি কর ত্যাগ না কর সংহার ॥
এত বলি দুইজনে করে হাহাকার।
দন্ত কড়মড়ি কংস কহে বারম্বার ॥
কন্যা নয় ছল করি সেই নারায়ণ।
তব গর্ভে জন্ম এবে করেছে গ্রহণ ॥
কন্যা হোক পুত্র হোক নাহিক নিস্তার।
ঘুচাব প্রাণের ভয় করিয়া সংহার ॥
এত বলি কন্যা ধরি কংস দুরাশয়।
মারিবার তরে কন্যা ধরিল নিশ্চয় ॥
দুই পদ নিজ করে কমলার ধরি।
আছাড় মারিতে যায় স্তম্ভের উপরি ॥
উন্মত্ত বারণ যেন ধরিয়া কমল।
ঊর্দ্ধেতে নিক্ষেপ করে করি ক্রীড়া ছল ॥
কর হৈতে সেই কন্যা উঠিল গগনে।
অপরূপ রূপ কংস হেরিল নয়নে ॥
মহামায়া অষ্টভুজা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
কার সাধ্য অঙ্গ তেজ করে নিরীক্ষণ ॥
আকাশে উঠিয়া কন্যা কহিল বচন।
তোরে বধিবারে জন্মিয়াছে নারায়ণ ॥
এত বলি কন্যা তবে রূপ পরিহরি।
বিশাল মায়ার রূপ ধরে ত্বরা করি ॥
এ কথা শুনিয়া তবে কংস দুরাশয়।
প্রাণভয়ে একেবারে মানিল বিস্ময় ॥
বসুদেব দেবকীকে করিয়া মোচন।
পুত্র বধ অপরাধ করিল স্মরণ ॥
অপরাধ স্মরি দুয়ে করিয়া মোচন।
পায়ে ধরি দুইজনে করিল শান্তন ॥
সন্তোষ করিয়া দুয়ে পাঠাইল ঘর।
ধন রত্ন ভূষণাদি দিল বহুতর ॥
মনেতে রহিল তাঁর সতত স্মরণ।
জন্মিলেন হরি তাঁরে করিতে নিধন ॥



বসুদেব পুত্র রাখি যশোমতীর পাশে।
কন্যা লইয়া সকাতরে ফিরিল আবাসে। ৮৫৮ -পৃষ্ঠা।

ভাবিতে ভাবিতে দুষ্ট প্রবেশিল পুর।
জীবনের ভয়ে দুঃখী ঐশ্বর্য্যে প্রচুর॥
হেথা নন্দালয়ে নিশি প্রভাত হইল।
মঙ্গল কিরণ সহ তপন আইল॥
অকালে ফুটিল জলে সহস্র কমল।
শিশুগণ আনন্দেতে করে কোলাহল॥
যশোমতী মায়াঘোর ত্যজিয়া তখন।
দেখিল কোলেতে সুপ্ত নবীন নন্দন॥
বদনে তরুণ রবি চন্দ্রমা চরণে।
অধরে কমল কলি কুন্দ নখগণে॥
রবি শশী পদ্মকুন্দ একত্র মিলন।
নেহারি প্রফুল্ল হৈল যশোদার মন॥
নন্দ উপানন্দ আদি ব্রজ গোপগণ।
পুরনারী ব্রজাঙ্গনা যত গোপিগণ॥
নন্দের কুমার হৈল শুনিয়া এ বাণী।
আনন্দে আকুল হৈল সবাকার প্রাণী॥
কাহার হৃদয়ে হৈল প্রেমের সঞ্চার।
স্নেহেতে কাহার' স্তনে হৈল ক্ষীরভার॥
কেহ করে বেশভূষা আনন্দে পাগল।
কেহ পুত্র দেখিবারে হইল চঞ্চল॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী নানা উপায়ণ।
কেহ বা পুষ্পের মালা করিয়া গ্রহণ॥
যার যাহা মনে লয় ল'য়ে ত্বরাত্বরি।
পুত্র দেখিবারে যায় নন্দ-ব্রজপুরী॥
গোপগণ শিশু বৃদ্ধ আর যুবাজন।
সকলেই আনন্দিত হেরিয়া নন্দন॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গান।
অকস্মাৎ বহে যেন প্রেমের উজান॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ॥
গোপগোপী এইরূপে আনন্দে মগন।
শশীকলা সম বাড়ে দেব নারায়ণ॥
অপূর্ব্ব শৈশব লীলা রাজা পরীক্ষিত।
শুনিলে উপজে প্রেম কহিনু নিশ্চিত॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
মায়াবধ নন্দোৎসব প্রেমের প্রচার॥

ইতি মায়াবধ ও নন্দোৎসব সমাপ্ত।

অথ পুতনা বধ কথা।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
শৈশব লীলার কথা হ'য়ে অবহিত॥
হরি জন্মিলেন শুনি দুষ্ট দৈত্যপতি।
প্রাণভয়ে হইলেন ব্যাকুলিত মতি॥
কিছুতেই নাহি ধৈর্য্য ব্যাকুল অন্তর।
ম্লানমুখে অন্তঃপুরে রন নিরন্তর॥
পাত্র মিত্র সভাজনে মানিল বিস্ময়।
কি কারণে নরপতি সদা ম্লান রয়॥
একদা মিলিয়া সবে ল'য়ে মন্ত্রীগণ।
জিজ্ঞাসিতে চলিলেন যথায় রাজন॥
রাজার সমীপে গিয়া মন্ত্রী সভাজন।
যোড়করে কহে সবে বিনয় বচন॥
ত্রিভুবন পতি তুমি আমরা কিঙ্কর।
কেন বা অশুভ রাজা তোমার গোচর॥
নিমিষে যে জিনে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
কি ভাবনা তার মনে হইল প্রবল॥
বল নৃপ কেন ম্লান হেরি ও বদন।
চিন্তাকুল হেরি তোমা বিদরিছে প্রাণ॥
সবার বিনয় শুনি তবে নরপতি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে কহিল ভারতী॥
জানি আমি তোমা সবে ধর মহাবল।
বুদ্ধিতে নিপুণ সবে বিদিত কৌশল॥
এ সব সহায়ে মম সুস্থ নহে মন।
শুনিয়াছি বধিবেন মোরে নারায়ণ॥
দুইযুগে দৈত্যকুল করিয়া সংহার।
দ্বাপরে বধিতে মোরে অভিলাষ তাঁর॥
বসুদেবে সঁপি যবে দেবকী সুন্দরী।
দৈববাণী হৈল তবে শূন্যভেদ করি॥

দেবকী অষ্টম গর্ভে আসি নারায়ণ।
নিশ্চয় তোমারে কংস করিবে নিধন॥
সেই বাণী শুনি মম উপজিল ভয়।
বসুদেব দেবকীরে আনিনু আলয়॥
কারাগারে রাখি লৈনু যতেক সন্তান।
একে একে ছয় পুত্রে বধিলাম প্রাণ॥
অষ্টমে হেরিনু এক কন্যা সুরূপসী।
গঠনেতে লজ্জা পায় আকাশের শশী॥
নির্ম্মম হইয়া যাই করিতে নিধন।
মহামায়া রূপে সেই উঠিল গগন॥
গগনে উঠিয়া মায়া কহে বারম্বার।
জন্মিলেন হরি মোরে করিতে সংহার॥
প্রাণ ভয়ে মম মন এতই ব্যাকুল।
করহ উপায় সবে যাহে রয় কুল॥
এ বাণী শুনিয়া তবে দুষ্ট মন্ত্রীচয়।
কহিলেন শুন নৃপ এই যুক্তি হয়॥
ধর্ম্মেতেই নারায়ণ করেন নিবাস।
হউক জগতে আজি অধর্ম্ম প্রকাশ॥
গাভীবধ নারীবধ ব্রহ্ম যজ্ঞ নাশ।
শিশুরে দেখিলে সবে করুক বিনাশ॥
এই বাণী শুনি কংস হৈল হৃষ্টমতি।
ধর্ম্মনাশে সেই হ'তে হৈল তাঁর গতি॥
পূতনা নামেতে এক ভীষণা রাক্ষসী।
বধিবারে দিল তায় শিশু রাশি রাশি॥
অতীব পাপিষ্ঠা সেই রাক্ষসী কামিনী।
মায়াভরে কামাচারী দিবস যামিনী॥
স্তনেতে মাখায় বিষ নারী বেশ ধরি।
গৃহস্থের গৃহে গিয়া শিশু কোলে করি॥
বিষপানে একেবারে করি অচেতন।
অবহেলে শিশুগণে বিনাশে জীবন॥
চারিদিকে মারি শিশু ব্রজপুরে যায়।
নবীনা যুবতী ভাবে সুভূষিত গায়॥
ইতি উতি যায় আর কহয়ে বচন।
সুমিষ্ট বাণীতে হরে নাগরির মন॥

এইমত গুপ্তভাবে যত শিশু পায়।
বিষপানে বধি সবে অদৃশ্যে পলায়॥
কতক্ষণে উপস্থিত নন্দের আগার।
নবীনা যুবতী অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার॥
রূপ দেখি সবিস্মিত যতেক নাগরী।
রূপের তুলনা ল'য়ে বলে মরি মরি॥
সুমিষ্ট বচনে তুষি সবাকার মন।
যশোমতী প্রতি কন মধুর বচন॥
নন্দের মহিষী তুমি পুণ্য কৈলে ভাল।
বহু পুণ্যে পাইয়াছ এমন ছাওয়াল॥
কিবা এ কোমল রূপ কোমল গঠন।
বক্ষেতে তুলিলে গলে পাষাণীর মন॥
মনে কিছু নাহি কর ওগো নন্দরাণী।
কোলে করি তব পুত্রে জুড়াই পরাণি॥
এত বলি সেই দুষ্টা আগুসারি যায়।
দেখিল দুলিছে শিশু রতন দোলায়॥
কোলে করি লয় শিশু বধিবার আশে।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানিলা মানসে॥
কোলেতে লইয়া শিশু করয়ে চুম্বন।
অবশেষে মুখে দিল বিষমাখা স্তন॥
পুত্রেরে না দিলে পাছে হয় অহঙ্কার।
এই হেতু যশোমতী না করে বিচার॥
রাক্ষসীর কোলে উঠি দেব নারায়ণ।
রূপেতে প্রথম তার ভুলায়েন মন॥
তাহাতে না ভুলি দুষ্টা মুখে দিল স্তন।
করিতে তাহারি নাশ ইচ্ছে নারায়ণ॥
স্তন ল'য়ে মুখে ভরি গোলোকের হরি।
পান ছলে প্রাণ তার লইলেন হরি॥
কাতরে পুতনা তবে শিশুরে চাপিয়া।
আকর্ষণ করি রহে বদনে চাহিয়া॥
যন্ত্রণায় একমনে হেরি নারায়ণ।
অন্তরের পাপ তার হৈল নিবারণ॥
পাপ নাশে মন তার হইল উজ্জ্বল।
মায়া ত্যজি নিজ রূপে করে কোলাহল॥



মহাত্মার অদ্ভুত বপু সেরূপ
কার সাধ্য আশ্চর্য্য করে নিরীক্ষণ।

৫৪৬— পাতা

তালবৃক্ষ সম দেহ অতি কদাকার।
তুম্ব ফল সম স্তন গরল আধার॥
হেনরূপে দুষ্টা তবে করি হাহাকার।
প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীৎকার॥
চীৎকারে ব্যাকুল ব্রজ যমুনা উথলে।
গাভীগণ চমকিত হয় কোলাহলে॥
ইহা দেখি নরনারী করে হাহাকার।
শিশু শিশু বলি চক্ষে বহে অশ্রুধার॥
হেথা হরি পুতনার লইয়া জীবন।
বক্ষেতে চাপিয়া ক্রীড়া করেন তখন॥
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন বজ্রেতে ভাঙ্গিল।
প্রাণশূন্য দেহ তথা রাক্ষসী পড়িল॥
ইহা দেখি যশোমতী মূর্চ্ছিত ভূতলে।
শিশুরে তুলিয়া লয় নাগরী সকলে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হইল বিস্মিত।
চৈতন্য পাইয়া রাণী হয় চমকিত॥
কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে বাৎসল্যের ভরে।
সহস্র চুম্বন দেন বদন উপরে॥
কত শত বেদ মন্ত্র পড়ি বারম্বার।
শান্তি রক্ষা শিশু প্রতি করিল আচার॥
নন্দ আদি গোপ সবে হইয়া সভয়।
পুতনার অঙ্গ কাটি তখনি দহয়॥
বাৎসল্যের ভরে শিশু চিনিতে না পারে।
শিশুরূপ হন হরি ভক্তের আগারে॥
পুণ্যবতী যশোমতী ভক্তির সাগর।
পায় মহাফল কৃষ্ণে সঁপিয়া অন্তর॥
রাক্ষসী পুতনা দিয়া বিষমাখা স্তন।
পাইল বাৎসল্য ভক্তি হেরি নারায়ণ॥
ভক্তিভাবে অন্তিমেতে বুকে ধরি হরি।
সঁপিল হরিতে প্রাণ কংসের কিঙ্করী॥
এই হেতু হৈল তার ত্বরায় মোচন।
বৈকুণ্ঠে জননী পদ দিল নারায়ণ॥
শত্রু মিত্র নাহি তাঁর জগতের পতি।
যে ভাবে ভাবহ তাঁরে পাইবে সদ্গতি॥
দৈত্যাচারে বড় দুঃখ ইহলোক হয়।
সেই কষ্টে নারায়ণে ভক্তি নাহি হয়॥
এই হেতু দৈত্যপথ নাশি নারায়ণ।
দেখাইতে শুদ্ধ পথ দেন দরশন॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা রাজা পরীক্ষিত।
শুনিলে পাইবে মুক্তি কহিনু নিশ্চিত॥
কেশবের লীলা কথা সুধার ভাণ্ডার।
শুনিলে বিনষ্ট হয় হৃদয় আঁধার॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
পুতনার মুক্তি কথা ভক্তির বিচার॥

ইতি পুতনা বধ কথা সমাপ্ত।

অথ যশোমতীর কৃষ্ণ-বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও তৃণাবর্ত্তাসুর বধ কথন।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
শ্রীহরির বাল্যলীলা অতি সুললিত॥
রাজা কন শুক প্রতি গদগদ ভাষে।
যা কহিলা সত্য ঋষি না মিটে পিয়াসে॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা শুনিলে মঙ্গল।
যত শুনি তত বাড়ে প্রেমের অনল॥
সংসার ইন্ধন তাহে হয় পুড়ে ছাই।
প্রাণ মন কৃষ্ণ পদে সতত বিলাই॥
মৎস্য বরাহাদি আর যত অবতার।
এ হেন সম্পূর্ণ লীলা না করে বিহার॥
সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণ নাম মধুমাখা হয়।
শুনিলে না মিটে তৃষ্ণা পিপাসাই রয়॥
অতএব কহ ঋষি মোরে দয়া করি।
যেমতে শৈশব লীলা করিলা শ্রীহরি॥
নৃপতিরে প্রবোধিয়া শুকদেব কন।
শুন রাজা কৃষ্ণলীলা করিব বর্ণন॥
একদা কোমল শিশু সুধাংশুর প্রায়।
বৃদ্ধিলাভ করি ব্রজে আঁধার ঘুচায়॥

হেনকালে যশোমতী করিলেন মনে।
সধবা পূজিব পুত্র মঙ্গল কারণে॥
একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ।
মায়াতে আবদ্ধ গোপী পুত্র ধ্যান জ্ঞান
স্নেহভরে সদা চিন্তা করিতে মঙ্গল।
নাহি জানে তার পুত্র মঙ্গলামঙ্গল॥
নিমন্ত্রিত করি যত সধবার দল।
একে একে নন্দপুরে আনিল সকল॥
কেহ বা প্রবীণা রহে কেহ বা যুবতী।
কেহ নব বিবাহিতা নলিনী সুমতি॥
কেহ বেণী বাঁধি রাখে কেহ বা কবরী।
কেহ কেহ চূড়া রূপে বাঁধে উর্দ্ধ করি॥
কেহ রক্ত বস্ত্র পরে কেহ বা ঘাঘরী।
অভিমত অলঙ্কারে শোভিয়া নাগরী॥
নন্দপুরে একে একে করি আগমন।
আনন্দে আকুল পুত্রে করি নিরীক্ষণ॥
সবে বলে নন্দরাণী বহু পুণ্যফলে।
পাইয়াছ ইহ জন্মে হেন পুত্র কোলে॥
বুকে ধরি কেহ চুম্বে কুমার বদন।
স্পর্শনে উপজে কার জ্বলন্ত মদন॥
কেহ স্নেহভরে হেরি স্নেহেতে পাগল।
শিশুরে নেহারি সুখে মগনা সকল॥
কতক্ষণে শুভকাল করিয়া গণন।
যশোমতী আরম্ভিলা সধবা পূজন॥
পুত্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে।
এক শকটের নীচে রাখিলা শয়নে॥
বৃহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি পাত্র।
নবনীতে মাখনাদি পরিপূর্ণ গাত্র॥
শকটের নীচে রাখি সুরম্য শয্যায়।
যশোমতী রত হৈলা সধবা পূজায়॥
অচেতন হ'য়ে নিদ্রা যান নারায়ণ।
নিশ্চিন্ত হইল গোপী নেহারি শয়ন॥
গুয়া পান তৈল আদি হরিদ্রা সুন্দর।
সিন্দুর মিষ্টান্ন দধি লইয়া বিস্তর॥
পূজিতে লাগিলা গোপী সধবার দল।
গৃহেতে উঠিল এক ভীম কোলাহল॥
মায়াবী অসুর এক শকট ভিতর।
কৃষ্ণে সংহারিতে চেষ্টা করে বহুতর॥
অন্তর্য্যামী ভগবান বুঝি সেই রীত।
ভাঙ্গিল শকট নিজ পদেতে নিশ্চিত॥
মায়ার অসুর তাহে কৈল পলায়ন।
আপনি শকট তাহে হইল ভঞ্জন॥
উঠিল তাহাতে গৃহে ভীষণ আওয়াজ।
চমকিতা হৈল গোপী ত্যজি অন্য কাজ॥
গৃহস্থের শিশু যত ছিল সেই স্থানে।
যশোদার আগে যায় সকম্পিত প্রাণে॥
আশ্চর্য্য কুমার এই হয় গো জননী।
ক্ষুদ্র পদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি॥
ইহা শুনি গোপ-গোপী হ'য়ে চমকিত।
ত্বরায় যাইল পুত্র যথায় শায়িত॥
ত্বরা করি পুত্রে ল'য়ে করিয়া চুম্বন।
স্নেহভরে দিলা গোপী চন্দ্রাননে স্তন॥
প্রাণ দিতে পারে গোপী পুত্রের কারণ।
কেমনে অশুভ তাঁর করিবে দর্শন॥
বুকে ধরি সন্তানেরে ডাকে নারায়ণ।
দিলা যদি এই পুত্রে করহ রক্ষণ॥
স্নেহভরে করে গোপী মঙ্গল আচার।
গ্রহ যাগ বলি যজ্ঞ স্বস্তিক ব্যাভার॥
ব্রাহ্মণ আনিয়ে কত আশীর্ব্বাদ লয়।
শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয়॥
এইমত শিশুভাবে শ্রীহরি কুমারে।
নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে॥
অন্তর্য্যামী ভগবান নিজ মায়াভরে।
ভুলাইল সর্ব্বজনে বুঝিতে না পারে॥
কিঞ্চিৎ মহিমা হরি দেখাবার তরে।
ইচ্ছিলেন বুঝাইতে গোপ-গোপীকারে॥
একদা গোপীর কোলে রহে নারায়ণ।
কতমতে সমাদর করে গোপীগণ॥



হেনরূপে তুষ্টা তবে করি হাহাকার।
প্রাণ যায় বলি কাড়ে দারুণ চীৎকার ॥ ৪৮৬— পৃষ্ঠা

হাসিতে হাসিতে হরি করিলেন মন।
বিশ্বময় ভাব দেহে করিতে ধারণ॥
দেখিতে কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রতর।
পাষাণ সমান ভারি হৈলা বহুতর॥
ভয়েতে আকুল হ'য়ে তবে যশোমতী।
পুত্রসহ ভূতলেতে পড়িলেন সতী॥
গিরিশৃঙ্গসম পুত্র হ'য়ে গুরুভার।
মাতৃবক্ষ ত্যজি ভূমে করিল বিহার॥
ইহা দেখি যশোমতী হইয়া বিস্মিত।
ভাবে কোন দৈব আসি করিল বিহিত॥
ইহা ভাবি স্নেহভরে চাহিয়া আনন।
বক্ষে কর হানি উচ্চে করিলা ক্রন্দন॥
হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত্ত নাম।
প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ ধাম॥
মহাবলী সেই দৈত্য ঝটিকার প্রায়।
তুলিয়া লইয়া শিশু আকাশে পলায়॥
পুত্র নাহি দেখি সতী হাহাকার করে।
শূন্যেতে প্রবল ঝড় হয় ব্রজপুরে॥
উহা দেখি গোপগোপী মনে চমৎকার।
কে হরিল কি হইল যশোদা কুমার॥
পুত্রে নাহি দেখি সতী হইল চঞ্চল।
ত্যজিবারে চাহে প্রাণ পশিয়া অনল॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত ধীরগণ।
শিশু লাগি সকলেই করিলা ক্রন্দন॥
হেনকালে গুরুভারে তৃণাবর্ত্ত বীর।
লইতে না পারে শিশু হইলা অস্থির॥
শিশুরূপে তার বক্ষ চাপে নারায়ণ।
গুরুভারে-ক্রমে তার নাশিলা জীবন॥
পর্ব্বত সমান দৈত্য হারাইয়া প্রাণ।
ব্রজেতে পড়িল বুকে ধরিয়া সন্তান॥
মুখেতে শোণিত উঠে নিকলে নয়ন।
যাতনায় হস্তপদ করি সঞ্চালন॥
ভীষণ মুরতি দেখি যত ব্রজজন।
আকুল হইল সবে বিস্ময়ে মগন॥
দৈত্যের বক্ষেতে দেখি নন্দের কুমার।
যতনে তুলিয়া ধরে বক্ষে আপনার॥
সকলে প্রবেশি দেখে সেই নন্দপুরে।
শিশুর বিরহে যত গোপগোপী ঝুরে॥
কণ্ঠাগত যশোমতী হইয়াছে প্রাণ।
সদা হাহাকারে বলে কোথারে সন্তান॥
হেনকালে এক গোপী লইয়া নন্দন।
বলে উঠ যশোমতী মেলাও নয়ন॥
বহু পুণ্যবতী তুই কিবা তোর ভয়।
অবধ্য সন্তান তোর কহিনু নিশ্চয়॥
এই লও কোলে কর আপন নন্দন।
ক্ষুধিত তৃষিত তারে যত্নে দাও স্তন॥
গোপীর বচনে সতী পাইল জীবন।
অমৃত সঞ্চারে যথা মৃত সঞ্জীবন॥
নন্দনের শুভ শুনি তবে যশোমতী।
ত্বরায় ধরিলা বুকে হ'য়ে অশ্রুমতী॥
চুম্বন করিলা কত মুছায়ে বদন।
মুখ হেরি জুড়াইল তাপিত জীবন॥
বিশ্বম্ভর ভাবে শিশু করি নিরীক্ষণ।
না ভাবিল গোপী শিশু হন নারায়ণ॥
অতি স্নেহভরে গোপী প্রশস্ত হৃদয়।
বিষ্ণুমায়া ভরে পুত্রে প্রভু নাহি কয়॥
না বুঝিয়া ঐশ্বর্য্য কভু নাহি জ্ঞান।
বিভু জ্ঞান বিনা পূর্ণ নাহি হয় ধ্যান॥
ধ্যান বিনা মুক্তি ধন কেহ নাহি পায়।
ইচ্ছিলেন হরি তাহা দিতে যশোদায়॥
দেখাতে আপন ইচ্ছা মহিমা আপন।
একদা মায়ের কোলে পান করি স্তন॥
অলস ভাবেতে হরি মুদিল নয়ন।
যশোদা ভাবিল শিশু করিল শয়ন॥
এত ভাবি তবে সতী ভূমিতে বসিয়া।
আপনার কোলে শিশু রাখিল লইয়া॥
কোলেতে রাখিয়া পুত্র হেরেন বদন।
হেনকালে তুলে হরি কৌশলে জৃম্ভন॥

বদন হইলে মুক্ত হেরে যশোমতী।
বদনে শোভিছে বিশ্ব শিশু বিশ্বপতি ॥
সৌর ক্ষেত্র শশী আর আকাশ পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য দশদিক অনল জীবন ॥
নদ নদী কত শত পর্ব্বত কন্দর।
বন উপবন আর সরিৎ সাগর ॥
তৃণ গুল্ম বৃক্ষ আদি জঙ্গম স্থাবর।
কীট হৈতে জীব শ্রেণী ব্যাপ্ত চরাচর ॥
ব্রহ্মাণ্ড সহিত শোভে শিশুর বদনে।
আশ্চর্য্য মানিল গোপী দেখিয়া নয়নে ॥
কতক্ষণে এ মহিমা করি নিরীক্ষণ।
ভাবিল এ পুত্র নয় প্রভু নারায়ণ ॥
প্রভু ভাবে গোপী সব মানিয়া বিস্ময়।
নয়ন মুদিয়া তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয় ॥
কভু ভাবে মম পুত্র কভু নারায়ণ।
অবশ্য টুটিবে মম মায়ার বন্ধন ॥
পুনশ্চ ভাবিল গোপী ইহা অনুচিত।
কি দেখিতে কি দেখিনু না ভাবিনু হিত ॥
দেখিতে কোমল শিশু কেমনে ঈশ্বর।
অমঙ্গল হেতু স্বপ্ন দিবসে গোচর ॥
বিষ্ণুর মায়াতে গোপী মহিমা দেখিয়া।
নারিল রাখিতে মনে সম্যক বুঝিয়া ॥
এইমত ভগবান দেব নারায়ণ।
করেন অপূর্ব্ব লীলা বুঝহ রাজন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শ্রীহরি মহিমা কথা কিঞ্চিৎ বিচার ॥

ইতি যশোমতীর কৃষ্ণ-বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও
তৃণাবর্ত্তাসুর বধ কথা সমাপ্ত।

অথ কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ ও
যশোদার দিব্যজ্ঞান লাভ।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
হরির শৈশব লীলা অতি সুললিত।
গর্গ নামে মহাঋষি অতি সুপণ্ডিত।
তিনিই জগৎ মাঝে আদি জ্যোতির্ব্বিৎ ॥
তপোবলে জ্যোতির্ব্বিদ্যা করিয়া নিশ্চয়।
ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান তাঁহে উপজয় ॥
একদা তাঁহারে ডাকি বসুদেব কন।
পরম পণ্ডিত জ্ঞানী তুমি বিচক্ষণ ॥
কংস ভয়ে দুই শিশু রাখি নন্দালয়।
নাম দীক্ষা উভয়ের কর মহাশয় ॥
এ কথা কেহ না জানে হেন কৃপা কর।
নচেৎ দুরাত্মা কংস করিবে সংহার ॥
সহজে বিদ্বান ঋষি অন্তর্য্যামী হন।
ভাবিলেন পুত্র নয় দেব নারায়ণ ॥
কে তাঁরে করিবে বধ কেবা হেন জন।
যাঁহার কৃপায় বিশ্ব হইল সৃজন ॥
বসুদেবে আশ্বাসিয়া গর্গ মহাজন।
চলেন সপ্রেম মনে নন্দের ভবন ॥
কতক্ষণে উত্তরিলা নন্দের আলয়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে নন্দ মহাশয় ॥
ভক্তি ভরে নমি তাঁরে করিয়া পূজন।
পুছিলা কতেক তাঁরে মধুর বচন ॥
সেবা করি কহে নন্দ করি যোড়কর।
ব্রহ্মজ্ঞ আপনি ঋষি সর্ব্বত্র গোচর ॥
বহু কষ্ট করি ঋষি তপস্যা করিয়া।
জ্যোতির্ব্বিদ্যা লভিয়াছ ব্রহ্মারে পূজিয়া ॥
পূর্ব্বে পরলোক পদ তুমি ঋষিবর।
বিদ্যার প্রভাবে কর জ্ঞানেতে গোচর ॥
আমার গৃহেতে আছে দুইটি সন্তান।
নানাবিধ অমঙ্গল তাহে বিদ্যমান ॥
কোন গ্রহ বৈরী কিম্বা কোন দোষ বশে।
সন্তানের অমঙ্গল সতত পরশে ॥
দেখ ঋষি ভাল করে আপনার জ্ঞানে।
যাহে শুভদৃষ্টি পায় এ দুই সন্তানে ॥
এত বলি যশোদা ও রোহিণী নন্দন।
গর্গের সম্মুখে নন্দ আনিল তখন ॥

নারায়ণ রূপে উভে হেরি মহাঋষি।
গণনার ছলে ধ্যান করে তথা বসি॥
মনে মনে বলে ঋষি তুমি দিব্যজ্ঞান।
কি বুঝিব তোমা দেব সম ক্ষুদ্র জ্ঞান॥
অবশেষে ছল করি নন্দ প্রতি কয়।
সুলক্ষণযুক্ত বটে উভয় তনয়॥
পূর্ব্ব জন্ম পর জন্ম করিনু বিচার।
পূর্ব্বেতে ছিলেন উভে দেবতা আকার॥
বহু পুণ্যফলে পাও এ হেন সন্তান।
লালনে পাইবে ফল যোগ করি প্রাণ॥
কহিলা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত অতি।
উভয়ের সংস্কার কর মহামতি॥
ছল করি গর্গ কহে শুন নরপতি।
যদুকুলাচার্য্য আমি জানহ সম্প্রতি॥
কেমনে তোমার কুলে করি সংস্কার।
দেবকীর পুত্র বলি হইবে প্রচার॥
সন্দেহ করিয়া কংস করিয়া ছলন।
বিবিধ কৌশলে পুত্রে করিবে হরণ॥
অতএব কুলাচার্য্যে করাও সংস্কার।
সব দিকে শুভফল হইবে প্রচার॥
গর্গের অন্তরে জাগে নারায়ণ মতি।
জানিয়া কেমনে গুরু হইবে সম্প্রতি॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ কহেন বচন।
নাহি কিছু ভয় স্থান অতি সংগোপন॥
নন্দের বিনয়ে গর্গ করিয়া কৌশল।
স্তব ছলে নাম দীক্ষা করেন কেবল॥
নন্দেরে সম্বোধি ঋষি কহিলা তখন।
জ্যেষ্ঠের অদৃষ্ট গুণ অতি সুলক্ষণ॥
অতি মিষ্টভাষী হ'য়ে মোহিবেন মন।
রাম নাম এই হেতু করহ রক্ষণ॥
এই বালকের হবে অতিশয় বল।
সেই হেতু বলদেব নামের কৌশল॥
আর এক মহাকার্য্য করিবে কুমার।
যাদব বিপদ যত করিবে সংহার॥

সবারে করিয়া শান্ত করিবে মিলন।
এই হেতু কভু নাম হবে সংকর্ষণ॥
কনিষ্ঠ যে দেখি পুত্র তোমার তনয়।
নানা রূপে এর জন্ম প্রতি যুগে হয়॥
সত্যযুগে হন ইনি দেব স্বপ্রকাশ।
শ্বেতবর্ণময় শিশু অতি মৃদুভাষ॥
ত্রেতায় দুইটি জন্ম করেন ধারণ।
একে শ্যাম বর্ণ অন্যে সুপীত বরণ॥
কৃষ্ণতেই হয় নৃপ সর্ব্ব বর্ণ লয়।
ব্রহ্মে যথা সব লীন হইলে প্রলয়॥
এই জন্মে শ্যামরূপে সর্ব্বরূপ ধরি।
জন্মিলেন কৃষ্ণরূপে তোমা দয়া করি॥
সর্ব্ব বেদময় এই তোমার নন্দন।
আকর্ষণে কৃষ্ণনাম করহ রক্ষণ॥
ইহ জন্মে বহু কার্য্য করিবে কুমার।
কার্য্যমতে বহু নাম হইবে ইহার॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ধরে তোমার নন্দন।
কালেতে করিবে কুলে আনন্দ বর্দ্ধন॥
পূর্ব্ব জন্ম কথা নৃপ কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্ম নাশিবে পুত্র ধর্ম্ম রক্ষিবারে॥
এই হেতু হয় পুত্র যেন নারায়ণ।
নির্ভয়ে করিও তুমি লালন পালন॥
অতি ভাগ্যবলে পাও এ হেন তনয়।
এ পুত্রে সেবিলে যায় দুষ্ট মৃত্যুভয়॥
এত বলি স্থির হ'য়ে গর্গ মহাঋষি।
অন্তরে করিলা ধ্যান সেই স্থানে বসি॥
আশীর্ব্বাদ ছলে উভে করিয়া প্রণাম।
চলিলা গোপনে সেই শ্রীমথুরাধাম॥
গর্গের হেঁয়ালি তবে নন্দ যশোমতী।
বিষ্ণুর মায়াতে কিছু না বুঝে সম্প্রতি॥
পুত্ররূপে উভয়েরে করেন পালন।
নন্দ যশোমতী আর যত ব্রজজন॥
শশীকলা সম বাড়ে উভয় কুমার।
ক্রমেতে হইল অঙ্গে শক্তির প্রচার॥

ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া করয়ে খেলন।
জানুভরে ইতস্ততঃ করেন গমন॥
কতদিনে দাণ্ডাইতে অভিলাষ করি।
শিশুরূপে কাঁপি কাঁপি দাণ্ডায়েন হরি॥
কিছু দিনে রামকৃষ্ণ করিল গমন।
ইহা দেখি পিতা মাতা আনন্দে মগন॥
কতদিনে ছুটাছুটি বয়স্যের সনে।
হাসিতে করিল মুগ্ধ যত ব্রজজনে॥
ক্রমে গোপ শিশু যত অনুগত করি।
খেলেন সবার সহ শ্রীরাম শ্রীহরি॥
চঞ্চল হইয়া হরি করিলেন মন।
দেখিতে বিরক্তি কিনা তাহে ব্রজজন॥
ইহা ভাবি প্রবেশিয়া গোপের আলয়ে।
ভুলায় সবার মন ছলে কথা কয়ে॥
পরীক্ষা করিতে হরি প্রেম সবাকার।
বৎসের পিয়ান দুগ্ধ গোষ্ঠেতে কাহার॥
কাহার দুগ্ধের ভাণ্ড করি দুই খান।
দুগ্ধ নষ্ট করি হরি দূরেতে পলান॥
কাহারও যত্নের ননী করিয়া হরণ।
বালকের সহ হরি করেন ভক্ষণ॥
কভু বা মাখন হরি করিয়া হরণ।
তালে তালে কপিগণে করান ভক্ষণ॥
ইহা দেখি গোপ গোপী ব্যাকুল হইয়া।
বালকে মারিতে নারে বিনয় করিয়া॥
ভয়ে বা বিনয়ে শিশু নাহি মানে মানা।
কাতর হইয়া যত গোপ গোপিজনা।
অন্তরের স্নেহ হেতু কিছু না বলিল।
জননীরে বলি দিবে সবাই ভাবিল॥
ইহা ভাবি সবে গিয়া জননীর পাশ।
কহিতে লাগিল সবে নিজ দুঃখ ভাষ॥
কি কর কি কর রাণী কর অবধান।
বড় দুষ্ট হইয়াছে তোমার সন্তান॥
কেহ বলে যশোমতী করহ শ্রবণ।
ভাঙ্গিল দুগ্ধের ভাণ্ড তোমার নন্দন॥
আর জন বলে সতী কি বলি তোমায়।
বাছুরে খুলিয়া কৃষ্ণ দুগ্ধ সে পিয়ায়॥
কেহ বলে নবনীত করিয়া হরণ।
কপিগণে অবহেলে করায় ভক্ষণ॥
কর অতি শীঘ্র রাণী ইহার বিধান।
গৃহেতে বাঁধিয়া রাখ তোমার সন্তান॥
ইহা শুনি যশোমতী কৃষ্ণ পানে চায়।
অন্তরে উদিত ক্রোধ দৃষ্টিমাত্রে যায়॥
কৃষ্ণের বিপক্ষে যারা কৈল আবেদন।
কৃষ্ণেরে নেহারি সবে জুড়াইল মন॥
সকলের দুঃখ যেন হৈল অবসান।
সকলে সন্তুষ্ট হ'য়ে করিল পয়ান॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া বুঝা নাহি যায়।
যশোদারে দিতে জ্ঞান ইচ্ছে যদুরায়॥
বালকের সহ তবে খেলে কৃষ্ণ রাম।
আনন্দে পূরিল সেই শ্রীনন্দের ধাম॥
হেনকালে চলে হরি মৃত্তিকা লইয়া।
আহারের ছলে দিল মুখে ফেলাইয়া॥
ইহা দেখি বলরাম লীলায় চতুর।
কহিলেন মাতৃ আগে দোষের প্রচুর॥
ব্যাধি ভয়ে তাড়াতাড়ি আসি যশোমতী।
ব্যগ্র ভাবে সম্বোধিয়া কহে কৃষ্ণ প্রতি॥
ওরেরে অবোধ ছেলে এ কোন ব্যাভার।
ক্ষীর সর ননী ছাড়ি মৃত্তিকা আহার॥
এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ তাহে করি ছল।
মিথ্যা কহে তোমা মাগো বালক সকল॥
এত বলি মৃদু ভাষে ধরি মাতৃ কর।
গদগদ ভাবে কন বিশ্বের ঈশ্বর॥
অনল অনিল মাটি কোথা পাব বল।
বদন দেখহ মোর মাটি কোন স্থল॥
এত বলি শিশু ভাবে ধরি মাতৃ কর।
বদন ব্যাদন করি করান গোচর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল রবি শশী-ময়।
অনল অনিল সহ বদনে শোভয়॥

কৃষ্ণের বদনে হেরি নিখিল ভুবন।
হ'লেন জননী তবে বিস্ময়ে মগন॥
বদনের একধারে এ ব্রজ ভবন।
গোপ গোপী গাভীসহ রহে সুশোভন॥
ইহা দেখি যশোমতী পায় দিব্য জ্ঞান।
বলে আমি বিশ্বেশ্বরে ভাবিনু সন্তান॥
না জানি কোন অপরাধে হইনু পতন।
ইহা বলি এক চিত্তে করিলা স্তবন॥
ধন্য ধন্য তুমি নাথ তুমি বিশ্বপতি।
পুত্র ভাবে পাই তোমা আমি পাপমতি॥
ক্ষমি অপরাধ প্রভু কর মোরে দয়া।
এই দণ্ডে যাক মম আবদ্ধ যে মায়া॥
এইরূপে দিব্যজ্ঞান পেয়ে যশোমতী।
কৃষ্ণেরে অন্তরে পূজা করিল সম্প্রতি॥
মায়াতে বিনষ্ট স্মৃতি হৈল যশোদার।
পুত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখে পুনর্ব্বার॥
মনে মনে ভাবে গোপী কি করি সাধন।
কৃষ্ণেতে দেখিনু এই ব্রহ্মাণ্ড ভুবন॥
কৃষ্ণময় এ ব্রহ্মাণ্ড কত পুণ্যফলে।
দেখিলাম ভক্তিভরে আমি কুতূহলে॥
ইহা ভাবি যশোমতী হইল চঞ্চল।
অমনি কৃষ্ণের মায়া ভুলায় সকল॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কৃষ্ণময় এ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টি যশোদার॥

ইতি নাম করণ ও যশোদার দিব্য জ্ঞানলাভ সমাপ্ত।

অথ যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কটি বন্ধন কথা।

পরীক্ষিত পূর্ব্ব কথা করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে শুকদেব কহেন বচন॥
পরম দয়ালু ঋষি কৃষ্ণ দয়াময়।
ঘুচাও আমার তাহে বারেক সংশয়॥
কোন পুণ্যফলে ঋষি নন্দ যশোমতী।
স্থাপিলা বাৎসল্য ভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র যেই ভাব কভু নাহি পায়।
কোন ফলে গোপ গোপী পাইল তাঁহায়॥
এই কথা শুনি তবে শুক মহামুনি।
কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপমণি॥
সপ্তবসু মধ্যে পূজ্য দ্রোণ মহাশয়।
ধরা নামে ভার্য্যা তাঁর খ্যাত বিশ্বময়॥
ঘোর তপস্যায় রত হৈয়া দুইজন।
লভিল দুর্ল্লভ বর তুষি পদ্মাসন॥
দ্রোণ যাচে ব্রজভূমে জনম লইব।
বাৎসল্য ভক্তিতে আমি কৃষ্ণেরে পূজিব॥
দেখিব কেমন তিনি ভক্তের ঈশ্বর।
সন্তান ভাবেতে মোরা করিব গোচর॥
উভয়ের ইচ্ছা শুনি ব্রহ্মা দিলা বর।
হউক নিশ্চল ভক্তি হরির উপর॥
সেই বসু শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ব্রজে নন্দ হয়।
ধরা সতী নন্দরাণী কহিনু নিশ্চয়॥
জন্মাস্ত হইতে রাখে কৃষ্ণ প্রতি মন।
বাৎসল্য ভাবেতে তৃপ্তি করিতে সাধন॥
সেই হেতু ভক্তাধীন ভগবান হরি।
ব্রজেতে যশোদা পুত্র হন অবতরি॥
যাঁহার প্রসূত বিশ্ব সহ চরাচর।
কার সাধ্য প্রসবিবে সেই বিশ্বম্ভর॥
ভক্তাধীন ভগবান সেই নারায়ণ।
অরূপেও রূপ ধরি দেন দরশন॥
ভাবাভাব নাহি তবু করিতে গোচন।
ভক্তের প্রেমেতে কভু স্বামী ও নন্দন॥
এইরূপে নন্দ আর পুণ্য যশোমতী।
পুত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে মতি॥
এক্ষণে অপূর্ব্ব লীলা করহ শ্রবণ।
পুনঃ পুত্রভাবে কিবা করে নারায়ণ॥
পুণ্যবতী যশোমতী পুত্রে রত মন।
আপনি সেবেন পুত্রে করিয়া যতন॥
রাজার সংসারে আছে দাস দাসী কত।
সকলেই গৃহকার্য্যে সতত নিরত॥

একমাত্র রাণী সেবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দন।
পুত্র সেবা ভিন্ন তাঁর নাহি অন্যমন ॥
একদিন যশোমতী দধি ভাণ্ড ল'য়ে।
সম্মুখে চুল্লীতে দেন দুগ্ধ চাপাইয়ে ॥
দধিভাণ্ডে রজ্জু সহ দণ্ড লাগাইয়া।
মন্থন করেন দধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ॥
কৃষ্ণগুণ গান গোপী করিতে মন্থন।
ক্রমে গানে হৈল তাঁর স্থির প্রাণ মন ॥
কৃষ্ণ ভোগ সেবা ভাবে মন্থন করিতে।
কৃষ্ণগুণ গানে তাঁরে ভাবিতে ভাবিতে ॥
অপূর্ব্ব সমাধি তাঁর হইল উদয়।
প্রেমেতে আকুল জ্ঞান বাহ্য নাহি রয় ॥
এত হেরি তবে সেই অন্তর্য্যামী হরি।
শিশুরূপে দেখা দিতে যান ত্বরাত্বরি ॥
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর না পায় দর্শন।
প্রেমেতে সহজে গোপী পাইল সে ধন ॥
গোপীর নিকটে গিয়ে দেখে নারায়ণ।
একবারে প্রেমে গোপী আছে অচেতন ॥
হস্তেতে মন্থন করে মুখে হরি গান।
হৃদয়ে প্রেমের পূজা মুদিত নয়ন ॥
ইহা দেখি ভক্তাধীন সেই কৃষ্ণধন।
করিলেন জননীর শ্রীকর গ্রহণ ॥
ভুলাবার তরে হরি মায়া প্রকাশিয়া।
কহিলেন দে মা স্তন দুহাত তুলিয়া ॥
যাঁর শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের স্বয়ং জননী।
ভক্তেরে কহিলা মাতা সে জন আপনি ॥
প্রেমেতে আকুল গোপী হ'য়ে সচেতন।
দেখিল ধরেছে কৃষ্ণ পিয়িবারে স্তন ॥
যে পুত্রের ভাবে তাঁর মুগ্ধ প্রাণ মন।
সম্মুখে হেরিয়া কৈল বক্ষেতে ধারণ ॥
বুকে ধরি মায়াভাবে ভাবিয়া নন্দন।
অকাতরে চাঁদমুখে করিল চুম্বন ॥
এইরূপে কোলে করি জুড়ায় হৃদয়।
হেনকালে অগ্নি তাপে দুগ্ধ উথলয় ॥

কৃষ্ণ ভোগে দুগ্ধ নষ্ট দেখিয়া তখন।
কর্ম্মাসক্তি হেতু হরি হ'য়ে বিস্মরণ ॥
রাখিল ভূমেতে গোপী আপন নন্দন।
ধাইল ত্বরায় দুগ্ধ করিতে রক্ষণ ॥
শিশুরূপে নারায়ণ হেরি কর্ম্মাসক্তি।
ইচ্ছিলেন যাহে হয় সুনিষ্কাম ভক্তি ॥
এই ইচ্ছা করি হরি মায়া ক্রোধ করি।
ভাঙ্গিলেন দধিভাণ্ড হস্তে লোষ্ট্র করি ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি অন্তর্ধ্যান হইয়া তখন।
চলিলেন নবনীত করিতে ভক্ষণ ॥
দেবতার পূজা হেতু সতী যশোমতী।
রেখেছিল নবনীত হ'য়ে শুদ্ধমতি ॥
উদূখলে চাপি কৃষ্ণ গোপী প্রথা মতে।
পাইলেন নবনীত আছিল যেমতে ॥
কিছু নিজে খান আর বানরে খাওয়ান।
কেহ পাছে দেখে বলি ইতস্ততঃ চান ॥
সর্ব্বকার্য্য সবাকারে সেই ভগবান।
শক্তি দিয়ে একবারে কভু না বুঝান ॥
এই হেতু বাল্যভাবে ভীত ভাব ধরি।
চঞ্চল ভাবেতে ননী খান প্রভু হরি ॥
হেথা যশোমতী দুগ্ধ করিয়া রক্ষণ।
আসিয়া দেখিল দধি ভাণ্ডের ভঙ্গন ॥
এক কর্ম্ম সমাপনে আর কর্ম্মনাশ।
কর্ম্মক্ষয় ভাব ইথে না করি বিশ্বাস ॥
মায়াতে মোহিয়া গোপী না চাহি মোচন।
একবারে কৃষ্ণপরা হইল তখন ॥
কোথা কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণ এই ভাবি মনে।
খুঁজিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন ভবনে ॥
অতি ভক্তি হেরি তথা ভগবান্ হরি।
লুকাতে নারিল গৃহে ননী চুরি করি ॥
চোররূপে হেরি হরি যশোদার মন।
আকুল করেন তাঁরে করিতে ধারণ ॥
যোগে যজ্ঞে তপস্যায় যেই নারায়ণ।
কেহ নাহি সহজেতে করিল ধারণ ॥

ভেদ ভাবে মহাগোপী পাইবে কেমনে।
ভক্তিতে দেখয়ে কৃষ্ণে না পায় ধারণে॥
আলুথালু বেশভূষা হৈল যশোদার।
তথাপি নাহিক পারে কৃষ্ণে ধরিবার॥
যতবার আয় আয় বলয়ে বচন।
তত দূরবর্ত্তী হেরে আপন নন্দন॥
ক্রমে গোপী ভ্রান্ত হ'য়ে ভাবে মনে মন।
বালক হইয়া দূরে করে পলায়ন॥
ক্রমেতে আকুল হ'য়ে কৃষ্ণে নেহারিতে।
আকুল হইল চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেতে॥
দূরবর্ত্তী রহে কৃষ্ণ পাইব কেমনে।
ইহা ভাবি যশোমতী ভাবিলেন মনে॥
হেন ভাব মনে তাঁর হইল উত্থিত।
খুলিয়া কবরী বস্ত্র মালা প্রফুল্লিত॥
বাহ্যভাব নাশ তাঁর হইল যখন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণময় হৈল মন॥
সেইকালে হাসি হাসি প্রভু নারায়ণ।
আপনি যশোদা করে দিলেন ধারণ॥
দ্রুত হ'য়ে যশোদারে তত্ত্ব বুঝাইতে।
কপট ক্রন্দনে শিশু লাগিল কাঁদিতে॥
ক্রন্দনে যশোদা মনে মায়া উপজিল।
যশোদার ধৃত যষ্টি আপনি খসিল॥
ভক্তি হেতু যশোমতী কহেন বচন।
অতি দুষ্ট হইয়াছ অকার্য্যেতে মন॥
বাঁধিয়া তোমারে আমি গৃহেতে রাখিব।
মম গৃহ ত্যজি কোথা যাইতে না দিব॥
যখন খাওয়াব আমি খাইবে তখন।
যখন শোয়াব আমি করিবে শয়ন॥
আমার অধীন তোমা করিব এখন।
দেখি বশীভূত ইথে না হও কেমন॥
ইহা বলি যশোমতী স্নেহ মায়া রতি।
যত ভাব রজ্জু ছিল আপন সংহতি॥
একে একে সব রজ্জু করিয়া যোজন।
উদূখল সহ যায় করিতে বন্ধন॥
এই বিশ্ব উদরে যাঁর যাঁর শক্তিচয়।
কভু না বাঁধিলে যাঁরে স্বতন্ত্র যে রয়॥
এক স্থানে সেই ধনে গোপী রাখিবারে।
করিয়া প্রয়াস যায় কৃষ্ণে বাঁধিবারে॥
মায়াতে আবদ্ধ নাহি হন নারায়ণ।
নারিল বাঁধিতে গোপী তাঁরে সে কারণ॥
যত চেষ্টা করে গোপী রজ্জু বাড়াইয়া।
তবু না বাঁধিতে পারে স্নেহ রজ্জু দিয়া॥
অবশেষে ব্রজে ছিল যত গোপীগণ।
আনিল সবার রজ্জু রতি প্রীতি ধন॥
সকলি মায়ার রজ্জু করিল যোজন।
তথাপি নারিল কৃষ্ণে করিতে বন্ধন॥
যত রজ্জু দেয় গোপী দু' অঙ্গুলি কমে।
বাঁধিতে বাঁধিতে গোপী ক্লান্ত হৈল ক্রমে॥
যদিও মায়ায় কর্ম্ম অনুরাগ বশে।
উপজিল শুদ্ধভক্তি যশোদার শেষে॥
বন্ধন একান্ত-ইচ্ছা অন্তরে তাঁহার।
সেই কর্ম্মে মহা রতি হইল প্রচার॥
প্রেমযুক্ত ভক্তি তাহে হইল উদয়।
ঘামিল শরীর যেন শ্রান্তি বোধ হয়॥
একদৃষ্টে হেরে গোপী শ্রীকৃষ্ণ-বদন।
বিস্মিত হইয়া প্রেমে হয় নিমগন॥
তন্ময় ভাবেতে হরি হইলেন বশ।
হরি যাহে বশীভূত এমন সে রস॥
শুদ্ধভক্তি হেরি হরি ভক্তাধীন হন।
অবশেষে গোপী তবে করিল বন্ধন॥
রজ্জুতে বাঁধিয়া গোপী ভাবে মনে মন।
কোথা না যাইবে পুত্র পাব অনুক্ষণ॥
এত ভাবি মায়াবশে গোপী গৃহে যায়।
ভক্তিতে আবদ্ধ হরি রহিলা তথায়॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তিকথা সার।
রজ্জুতে আবদ্ধ কৃষ্ণ যশোদা আগার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের কটি বন্ধন কথা সমাপ্ত।

অথ যমলার্জ্জুন উদ্ধার কথা।

শুকদেব কন রাজা করহ শ্রবণ।
বৃক্ষোদ্ধার কৃষ্ণলীলা করিব বর্ণন॥
সর্ব্বব্যাপী জগদীশ হন কৃষ্ণ ধন।
শত শত ভক্ত তাঁরে করিল বন্ধন॥
সর্ব্ব স্থানে সমভাবে থাকিয়া সতত।
মুমুক্ষুর মুক্তি দানে হয়েন নিরত॥
বিশ্বম্ভর নামে তাঁর কত গুণ রূপ।
কে পারে বুঝিতে তাহা অতি অপরূপ॥
তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ।
গোপী বদ্ধ কৃষ্ণ বৃক্ষে করিল মোচন॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি।
বলে কহ ঋষিরাজ সে কথা সম্প্রতি॥
শুকদেব কন তবে শুন নৃপবর।
যমল-অর্জ্জুন মুক্তি কথা সুবিস্তর॥
মহাকালরূপী রুদ্র সংসারের হয়।
সেই দেব অনুচর কুবের তনয়॥
নল-কুবের মণিগ্রীব দুইটি নন্দন।
শিব সেবা হেতু দুয়ে করেন স্থাপন॥
ধনপতি পিতা আর প্রভু মহেশ্বর।
ইহা ভাবি দুইজনে অহঙ্কারপর॥
অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া দিবা রাতি করে।
নন্দন কাননে কভু শৈল সানুপরে॥
কভু মর্ত্ত্যে কভু স্বর্গে কভু বা সাগরে।
কভু পদ্মবনে মাতে স্বচ্ছ সরোবরে॥
এইরূপে অহঙ্কারে কাম-পরবশ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভোগ করে যত রতিরস॥
একদিন দুইজনে ল'য়ে নারীদল।
শতদল মাঝে যেন করী মহাবল॥
বারুণী মদিরা পানে হইয়া চঞ্চল।
বেষ্টিত থাকিয়া যত যুবতী সকল॥
জলকেলি লাগি ধায় মহা সরোবর।
প্রফুল্ল কমলে পূর্ণ শোভা বহুতর॥
হেন স্থানে গিয়া দুই কুবের তনয়।
নারীসহ আপনারা দিগম্বর হয়॥
উলঙ্গ হইয়া সবে জলকেলি করে।
দেবর্ষি নারদ তাহা হেরিলা উপরে॥
দয়াময় ঋষি দুয়ে করিতে উদ্ধার।
চিন্তিয়া নামিল তথা দেখি ব্যভিচার॥
নারদে নেহারি তবে সুন্দরীর দল।
একে একে বস্ত্র পরে হইয়া চঞ্চল॥
মদে মত্ত অহঙ্কারী দুইটি কুমার।
দেবর্ষি না মানি তবু করে ব্যভিচার॥
ইহা দেখি ঋষিবর কহেন বচন।
আশ্চর্য্য করিল মোরে কুবের নন্দন॥
পিতা তোর ধনপতি অতি সদাশয়।
আসক্তি বিহীন সেই ভক্তিপর হয়॥
তোমা দোঁহে হ'য়ে তাঁর সুজন নন্দন।
একেবারে অহঙ্কারে হইলে মগন॥
আমারে দেখিয়া মনে না হইল ভয়।
শিব-ভৃত্য বলি তোরা দিস্ পরিচয়॥
দেব সহচর যোগ্য নহিস কখন।
দিব উভে মহাশাপ কহিনু এখন॥
যে জন ঐশ্বর্য্যে মাতি করে অহঙ্কার।
বুদ্ধি নাশে জ্ঞানের বিনাশ হয় তার॥
রিপু চরিতার্থ লাগি দিবানিশি মন।
আমি হর্ত্তা আমি ভোক্তা এই বিবেচন॥
দেহের ঈশ্বর ভাবে নাহি জানে কায়।
ভ্রমেতে ভুলিয়া পাপ করে সর্ব্বদায়॥
উদ্ধারিতে সে পাপীরে সাধুর উচিত।
সেই হেতু শাপ আমি দিব সমুচিত॥
এত বলি ঋষি তবে কহেন বচন।
বৃক্ষরূপী হও উভে এই মম মন॥
তরু হও কিন্তু স্মৃতি থাকুক সবার।
তাহে দূরে যাবে যত মন্দ অহঙ্কার॥
কণ্টক না ফুটে যার কখন চরণে।
না বুঝিতে পারে সেই পরের বেদনে॥



লহ বাপু খাও ফল মনের হরষে

না লইব মূল্য ফল করহ ভক্ষণ । [illegible] পৃষ্ঠা

তাই বলি তমোগুণে হও তরুময়।
ব্রজপুরে অবস্থান উপযুক্ত হয়॥
সত্যবাদী জীব তথা হরি-পরায়ণ।
তাহাদের সদাচারে মুগ্ধ হবে মন॥
শতবর্ষ পরে হরি ভক্তের কারণ।
ব্রজপুরে গোপগৃহে দিবে দরশন॥
সেই কালে হরি হেরি পাইবে মোচন।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ আমার বচন॥
এত বলি মহাঋষি বীণাধ্বনি করি।
হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি॥
সে যক্ষপুত্র যমল-অর্জ্জুন নামেতে।
হইল বিশাল বৃক্ষ নন্দের দ্বারেতে॥
ব্রজেতে পরমাভক্তি সকলের রয়।
দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা সবাকার হয়॥
তাহাদের সমাচারে সেই তরুবর।
তমোগুণ নাশ হয় সত্ত্বগুণপর॥
স্মৃতি লাভে তরুরূপে দুই মহাজন।
ব্রজেতে ভক্তিতে শুদ্ধ ক্রমে করি মন॥
দিবানিশি হরি চিন্তা এক মনে করে।
বৃক্ষরূপ নাশ তার হইবে সত্বরে॥
এইরূপে তমোগুণী কুবের-তনয়।
বৃক্ষভাবে থাকি কৃষ্ণে অনুরাগী হয়॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য রাজা ধরে ব্রজপুর।
তৃণ গুল্ম প্রেমভক্তি পায় সুপ্রচুর॥
এইরূপে কৃষ্ণ চিন্তা দুই বৃক্ষ করে।
হেনকালে শ্রীযশোদা বাঁধিল কৃষ্ণেরে॥
জগতের আত্মা যিনি কে বাঁধিতে পারে।
শত শত রূপে রন ভক্তের আগারে॥
এক রূপে ভক্ত গৃহে করেন বিহার।
আর রূপে পাপীজনে করেন উদ্ধার॥
এই হেতু বদ্ধ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ।
রহিলা গোপীর মতে তথায় বন্ধন॥
কৃষ্ণেরে আবদ্ধ হেরি যশোদা তখন।
কার্য্যবশে গৃহান্তরে করিল গমন॥

সেই কালে দেখে হরি মেলিয়া নয়ন।
কে যেন ডাকিছে তাঁরে বলি নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু তিনি বুঝিয়া কারণ।
ভক্তিতে থাকিয়া বাঁধা করেন গমন॥
সেই উদূখল সহ রজ্জু না টুটিল।
তথাপি শ্রীহরি শিশুরূপেতে চলিল॥
যমলার্জ্জুনের তলে নাচে শিশুদল।
আনন্দে চলেন হরি ল'য়ে উদূখল॥
একেতো ভক্তিতে বদ্ধ প্রভু নারায়ণ।
তাহাতে দয়াতে ব্যগ্র করিতে মোচন॥
এমন দয়াল হরি বৃক্ষ মাঝে গিয়া।
আকর্ষণে দুই বৃক্ষ ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
নারদের বাক্য সিদ্ধ কৈল নারায়ণ।
ভক্তিভাবে জীবন্মুক্ত কুবের নন্দন॥
শাপ মুক্ত হ'ল উভে বৃক্ষ ভাব নাশে।
নবীন কিরণ আভা দেহেতে প্রকাশে॥
উভয়ে করিলা স্তব হেরি নারায়ণ।
করযোড়ে শেষে বলে করিয়া ক্রন্দন॥
এই দয়া কর হরি অধমের প্রতি।
মায়ার ছলেতে যেন নাহি ভুলে মতি॥
ইহা শুনি ভগবান দিলেন চরণ।
দিব্যরূপে গেল উভে বৈকুণ্ঠ ভবন॥
ব্রজ শিশুগণে দেখি হইল বিস্মিত।
স্বর্গেতে দেবতা সবে হৈল আনন্দিত॥
ভক্তাধীন ভগবান এই লীলা করে।
পাপীর উদ্ধার লাগি নিয়ত বিহরে॥

ইতি যমলার্জ্জুন উদ্ধার কথা সমাপ্ত।

অথ ফল বিক্রয়িণীর কথা।

মৃদুভাষে শুকদেবে কহে নৃপবর।
কহ দেব হরি কথা অমৃত সাগর॥
পরম কারণ হরি জগতের সার।
কি কার্য্য করিল প্রভু কহ সুবিস্তার॥

মুনি কহে শুন কহি কথা পুরাতন।
উদ্ধার করিল কৃষ্ণ যমল অর্জ্জুন ॥
গোষ্ঠে ছিল নন্দ আদি যত গোপগণ।
মহাশব্দে বৃক্ষ যবে হইল পতন ॥
শুনি শব্দ চমকিত সকলে হইল।
ঘোর রবে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
নন্দ আদি গোপ যত ভয়েতে আকুল।
গোষ্ঠ হ'তে বেগে সবে আইল গোকুল ॥
দেখিল যে দুই বৃক্ষ রয়েছে পড়িয়ে।
সবে চমকিত হয় তাহা নিরখিয়ে ॥
বলে একি অসম্ভব করি দরশন।
কেন এ বিশাল গাছ হইল পতন ॥
ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই কেন অকস্মাৎ।
বৃক্ষ উপাড়িয়া কেন পড়িল হঠাৎ ॥
এইরূপ নানাকথা কহে সর্ব্বজন।
বৃক্ষের সমীপে করে কৃষ্ণে দরশন ॥
কৃষ্ণে দেখি নন্দগোপ তাড়াতাড়ি যায়।
উদূখলে বাঁধা কৃষ্ণ দেখিল তথায় ॥
কৃষ্ণে করি কোলে নন্দ কহিছে তখন।
আমার ভাগ্যেতে কেন এত বিড়ম্বন ॥
একটি নন্দন মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
তারপরে কেন বাদ সাধিছেন বিধি ॥
কি জানি কপালে মোর কি হবে ঘটন।
ভাবিতে লাগিলা নন্দ বিষাদিত মন ॥
হেনকালে গোপশিশু তথায় আইল।
নন্দে চাহি শিশুগণ কহিতে লাগিল ॥
শুন কহি গোপেশ্বর অপরূপ বাণী।
নবনী কারণে কৃষ্ণে বান্ধিলেন রাণী ॥
উদূখলে বেঁধে মাতা গৃহান্তরে গেল।
বন্ধন সহিত কৃষ্ণ চলিতে লাগিল ॥
আগে আগে যায় কৃষ্ণ করি দরশন।
আমরা সকলে করি পশ্চাতে গমন ॥
মনে মনে করি মোরা দেখি কোথা যায়।
হেনকালে বৃক্ষ মধ্যে দেখি যদুরায় ॥
দুই গাছ দুই দিকে মধ্যে তব সুত।
বদ্ধ উদূখল তাহে দেখিনু অদ্ভুত ॥
উদূখলে লাগি তবে দুই তরুবর।
উপাড়ি পড়িল শব্দ হৈল ভয়ঙ্কর ॥
যেমন পড়িল বৃক্ষ শুন গোপবর।
অমনি হইল দুই মানব সুন্দর ॥
যোড়হাতে ভূমি লুটি করিল প্রণতি।
বিধিমতে দুইজনে করিলেক স্তুতি ॥
তারপর কোথা গেল পুরুষ দুজন।
এমন অদ্ভুত রূপ না দেখি কখন ॥
কেবা সেই দুইজন কহিব কেমনে।
কোনদিকে গেল তারা না দেখি নয়নে ॥
শুনিয়া বালক বাণী যত গোপগণ।
প্রত্যয় না মানে কেহ না জানি কারণ ॥
নন্দগোপ মনে মনে করিল সংশয়।
পুতনাদি বধ তাঁর মনে উপজয় ॥
মনে ভাবে এই কথা মিথ্যা কভু নয়।
কৃষ্ণ হ'তে উৎপাটিত এই বৃক্ষদ্বয় ॥
যখন করেছে কৃষ্ণ পুতনা নিধন।
তৃণাবর্ত্তে অবহেলে বধিল জীবন ॥
তখন এ দুই গাছ করেছে ভঙ্গন।
সত্য মানি আমি এই বালক বচন ॥
বন্ধন দেখিয়া নন্দ হাসিতে লাগিল।
বন্ধন মোচন করি কৃষ্ণে কোলে নিল ॥
যশোমতী প্রতি তবে কত কটুভাষে।
নবনী খাওয়ায় পুত্রে মনের হরিষে ॥
এইরূপে কেলি করে গোপিকার ঘরে।
বাল্যলীলা করে হরি আনন্দ অন্তরে ॥
কভু নাচে কভু দোলে দেখিতে সুন্দর।
কভু গীত বাদ্য করে গোপিনীর ঘর ॥
কখন পাদুকা করে মস্তকে ধারণ।
গোপিকার প্রেমে বশ গোপিকা-মোহন ॥
কখন যশোদা কোলে নৃত্য করে হরি।
বনে ক্রীড়া করে কত গোপে মুগ্ধ করি ॥

এইরূপে সুখী যত গোপ-গোপিগণ।
শ্রীহরিকে কোলে করি আনন্দে মগন ॥
গোপ-শিশু সহ হরি খেলা করে কত।
প্রেমানন্দে নন্দগোপ সদা আনন্দিত ॥
পরে শুন মহারাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
গোকুলে আইল এক ফল-বিক্রয়িণী ॥
ফলের বাজরা মাথে যায় উভরায়।
ফল নেবে যেবা খাবে শীঘ্র করি আয় ॥
এস ব্রজ শিশুগণ লহ মিষ্ট ফল।
মূল্য আনি ফল লও বালকের দল ॥
খাবে যদি বন্য ফল এস শীঘ্র করি।
এইরূপ বলি ডাকে ফল হাতে ধরি ॥
বার বার ডাকে যবে ফল-বিক্রয়িণী।
গৃহ মধ্যে থাকি শোনে দেব চক্রপাণি ॥
ফলদাতা ফল লইবারে করি মন।
অঞ্জলি পূরিয়া ধান্য লইল তখন ॥
বাঞ্ছা কল্পতরু তবে চলিল তথায়।
ফল-বিক্রয়িণী যথা ডাকে উভরায় ॥
ফল আশে ধান্য হাতে শ্রীহরি চলিল।
অঙ্গুলি ছিদ্রেতে তাহা সকলি পড়িল ॥
দেখিতে না পান হরি হাতে নাহি ধান।
ফল-বিক্রয়িণী পাশে আনন্দেতে যান ॥
হাসি হাসি মৃদুভাসি বলেন তখন।
ধান্য লহ দাও ফল করিব ভোজন ॥
দেখ কুরু কুলমণি শ্রীহরির খেলা।
গোকুলে গোপিকা সহ করে কত লীলা ॥
যিনি সর্ব্ব ফলদাতা জগতের সার।
ফল হেতু যান হরি পাতি দুই কর ॥
মোক্ষ ফল যাঁর কাছে তিনি ফল মাগে।
হাত পাতি ধায় ফল-বিক্রয়িণী আগে ॥
ফল-বিক্রয়িণী তবে করে দরশন।
ধান্য নাই শূন্য হস্ত অতি সুশোভন ॥
কমল জিনিয়া কর অতি সুকোমল।
রক্ত কোকনদ সম দেখে করতল ॥
ফল-বিক্রয়িণী মনে চিন্তিল তখন।
মানবের হস্ত হেন না হবে কখন ॥
ভকত সম্পদ হরি দেখিনু নয়নে।
কোন ভাগ্যবতী গর্ভে ধরিল নন্দনে ॥
নারী জন্ম ধন্য তার জঠরে ধরিল।
কোন পুণ্যবতী গৃহ উজ্জ্বল করিল ॥
ধন্য রামা যার এই সুন্দর নন্দন।
হেন পুত্র পান করে যার দুই স্তন ॥
এত বলি প্রেমানন্দে ভাসে আঁখিনীরে।
যতনে লইয়া কোলে কহে মৃদুস্বরে ॥
লহ বাপু খাও ফল যত লয় মন।
না লইব মূল্য ফল করহ ভক্ষণ ॥
যত ইচ্ছা তত ফল তুমি বাপু খাও।
নাচিয়া নাচিয়া মোর সম্মুখে বেড়াও ॥
শ্রবণে সানন্দে তবে শ্রীনন্দনন্দন।
একে একে সব ফল করিল ভক্ষণ ॥
শূন্য পাত্র হৈল যবে ফল-বিক্রয়িণী।
ঘরে যায় মনে মনে হ'য়ে আহ্লাদিনী ॥
ফলের পসরা তোলে মস্তক উপরে।
মহাভার ফল পাত্র তুলিতে না পারে ॥
ফল-বিক্রয়িণী মনে চিন্তিল তখন।
ফল হীন পাত্র ভার কিসের কারণ ॥
এত ভাবি মনে মনে বিচার করিল।
ফল পাত্র ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া দেখিল ॥
দেখে নানা রত্ন পূর্ণ ফলের আধার।
ফল-বিক্রয়িণী তথা করিল বিচার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে ফল-বিক্রয়িণী।
ছলনা করিল মোরে দেব চক্রপাণি ॥
ওহে দীনবন্ধু হরি জগতের সার।
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর ॥
অগতির গতি নাথ দীনের ঠাকুর।
দীননাথ তব দয়া দীনেতে প্রচুর ॥
ধন দানে দীনে কেন ভুলাইতে চাও।
এ সব যন্ত্রণা নাথ আমার ঘুচাও ॥

এত বলি শ্রীহরির চরণে ধরিল।
মৃদুভাষে তবে কৃষ্ণ তাহাকে কহিল ॥
যাহ ঘরে ল'য়ে তুমি সকল রতন।
পাইবে অন্তিমে তুমি আমার চরণ ॥
এত কহি হরি তার মাথে পদ দিল।
ফল-বিক্রয়িণী তবে ঘরেতে চলিল ॥
তদন্তরে কৃষ্ণ আর রোহিণী-নন্দন।
যমুনা পুলিনে দোঁহে করিল গমন ॥
আর যত ব্রজশিশু সঙ্গেতে চলিল।
পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল ॥
ক্রীড়ারসে মত্ত সবে হইল তখন।
হইল অনেক বেলা মধ্যাহ্ন তপন ॥
গগনে অধিক বেলা করি দরশন।
যশোমতী দুঃখী অতি ব্যাকুলিত হন ॥
আকুল হইয়া রাণী না হেরি নন্দনে।
কিছু না খাইল কোথা খেলে কার সনে ॥
রোহিণী নিকটে সতী অমনি ধাইল।
বলে দিদি রাম কৃষ্ণ কোথায় বা গেল ॥
গগনে এতেক বেলা কিছু নাহি খায়।
কার সনে খেলে কোথা বলনা আমায় ॥
কি জানি কপালে মোর কি হয় ঘটন।
পায় পায় শত্রু তার ফিরে অনুক্ষণ ॥
এত বলি দুই জনে আকুলিত মনে।
চারিদিকে ধায় তারা পুত্র অন্বেষণে ॥
কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
খুঁজিয়া না পায় তাঁরে নগর ভিতরে ॥
নন্দরাণী পাগলিনী পুত্রের কারণে।
যমুনা পুলিন দেশে ধাইল তখন ॥
রোহিণী যশোদা দোঁহে অন্বেষণ করে।
দেখিল খেলিছে সবে যমুনার তীরে ॥
বলরাম সহ কৃষ্ণ ব্রজশিশু যত।
খেলিছে আনন্দে সবে হ'য়ে হর্ষান্বিত ॥
ধেয়ে গিয়ে নন্দরাণী পুত্র নিল কোলে।
হাতে ধরি বলরামে মৃদুভাষে বলে ॥
হেথা এলে বলরাম ল'য়ে কৃষ্ণধন।
হ'য়েছে অনেক বেলা মধ্যাহ্ন এখন ॥
খেলিতে আসক্ত এত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।
ব্রজশিশু সঙ্গে করি খেল দুই ভাই ॥
ভাবিয়ে আকুল মোরা তোদের কারণ।
নগরের ঘরে ঘরে করি অন্বেষণ ॥
কিছু না খাইল নন্দ না দেখি তোমায়।
কত কটু ভাষা বলি ভর্ৎসিল আমায় ॥
পথ চাহি বসে আছে তোমার কারণ।
না কর বিলম্ব গৃহে করহ গমন ॥
এস বাপ কোলে মোর চল গৃহে যাবে।
ভোজনান্তে আসি পুনঃ সকলে খেলিবে
ধূলায় ধূসর অঙ্গ মুছহ সকলে।
স্নান করি এস সবে যমুনার জলে ॥
যত ব্রজশিশু আজ চল ঘরে সবে।
ভোজনান্তে রত হও খেলার উৎসবে ॥
এত বলি যশোমতী কৃষ্ণে নিল কোলে।
বলরাম আদি করি চলিল সকলে ॥
আইল গৃহেতে সবে আনন্দ অপার।
করিল গমন তারা গৃহে যে যাহার ॥
নন্দরাণী রামকৃষ্ণে করায় ভোজন।
বিপ্রগণে দান করে আনন্দিত মন ॥
রত্ন আদি দেয় যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
ধনদানে তোষে রাণী দীন দুঃখীজনে ॥
গোকুলে গোপের দল ল'য়ে কৃষ্ণধন।
সদা হরষিত মতি হয় সর্ব্বজন ॥

ইতি ফল বিক্রয়িণী কথা সামপ্ত।

অথ নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন।

শুকদেব কহে শুন কুরু মহামতি।
পুরাণ প্রসঙ্গ কথা সুমধুর অতি ॥
নন্দবাসে যতজন বসি একাসনে।
পরস্পর প্রিয়কথা কহে জনে জনে ॥

উপানন্দ বলে শুন বচন আমার।
আমি যাহা বলি তাহা করহ বিচার॥
আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণ ইচ্ছা কৈলে তাহা সুসিদ্ধ নিশ্চয়॥
ত্যজহ গোকুল সবে বচনে আমার।
এখানে থাকিতে নহে উচিত কাহার॥
যে হেতু সর্ব্বদা ভয় হয় এই স্থানে।
কিরূপে সকলে বল রহিব এখানে॥
সর্ব্বদা বিপদ হেথা হয় বালকের।
হেথায় বসতি আর হয় কি প্রকার॥
অতএব ছাড়ি চল অন্য কোন স্থানে।
চল সবে যাই সেই পুণ্য বৃন্দাবনে॥
জল স্থলে সেই স্থান হয় সুশোভিত।
নব দূর্ব্বাদলে মাঠ আছয়ে পূর্ণিত॥
ধেনু বৎসগণ সব করিবে চারণ।
নাহি ভয় রবে তথা করিলে গমন॥
কত যে বিপদ হেথা পদে পদে হৈল।
দেখিলা পুতনা আসি জীবন ত্যজিল॥
অকস্মাৎ শকট যে ভাঙ্গিয়া পড়িল।
দৈব হেতু পুত্রে কোন মন্দ না ঘটিল॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই বৃক্ষ ভয়ঙ্কর।
পূর্ব্ব পুণ্য হেতু ভাই হইল উদ্ধার॥
এইরূপে বার বার বিপদে পতন।
ক্ষণেক এখানে থাকা নহে কদাচন॥
চল যাই রম্য স্থান সেই বৃন্দাবন।
সেখানে না হবে কভু বিপদ ঘটন॥
এইরূপ যুক্তি করি সকলে মনেতে।
সকলে চলিল তবে সে বৃন্দাবনেতে॥
একত্র হইল তবে যত গোপগণ।
শকটে পূরিল যত রত্ন আভরণ॥
এইরূপে গোপগণ গোকুল ছাড়িল।
হর্ষ মনে বৃন্দাবনে সকলে চলিল॥
গোপ গোপী আদি সবে হ'য়ে হরষিত।
বালক বালিকা যত আনন্দে মোহিত॥
নন্দ উপানন্দ আর যতেক গোপাল।
কৃষ্ণ বলরাম আর যতেক রাখাল॥
ধেনু বৎসগণ সব লইয়া সঙ্গেতে।
সকলে চলিল তবে আনন্দ মনেতে॥
মহানন্দে নৃত্য গীত করে সর্ব্বজন।
নানারূপ বেশ ভূষা করয়ে তখন॥
কেহবা আনন্দে বাদ্য লাগিল বাজাতে।
কেহবা বাজায় শিঙ্গা কেহ বাদ্য হাতে॥
বগল বাজায় কেহ কেহ করতাল।
বাজাইলা বীণা কেহ মৃদঙ্গ রসাল॥
সেতারা চৌতারা কেহ বাজাইছে রঙ্গে।
বাঁশী কাঁসী কার হস্তে বাজে রামশিঙ্গে॥
এইরূপে নানা রঙ্গে বাদ্য বাজাইয়া।
চলিল ব্রজের পথে সকলে সাজিয়া॥
কেহবা বাঁশের ছড়ি হাতেতে করিল।
কেহ নব পত্র মালা গলেতে পরিল॥
কেহবা ফুলের চূড়া ধরেন মস্তকে।
কেহ উভরড়ে ধায় বৃন্দাবন দিকে॥
কেহবা ধেনুর পাল তাড়াইয়া যায়।
কেহ বৎস কোলে করি দ্রুতবেগে ধায়॥
এরূপে গোকুলবাসী আনন্দিত মনে।
গোপ গোপী আদি করি চলে সর্ব্বজনে॥
চলিল অসংখ্য দ্বিজ শিষ্য সহচর।
বালক বালিকা যত চলিল বিস্তর॥
রতন ভূষণে সবে হইয়া ভূষিত।
উত্তম বসন সবে পরিয়ে ত্বরিত॥
মহানন্দে সকলেতে গমন করিল।
কেহ যানে কেহ কেহ হাঁটিয়া চলিল॥
কেহ গজে কেহ রথে কেহ অশ্বপরে।
কেহ চতুর্দ্দোলে যায় আনন্দ অন্তরে॥
কেহ বৃষোপরে যায় কেহ গর্দ্দভেতে।
মহাকোলাহলে যায় সবে ব্রজপথে॥
সঙ্গেতে চলিল কত দ্রব্য বহুতর।
বস্ত্র আদি আর যত তৈজস আধার॥

গৃহের সামগ্রী যত শকটে ভরিয়া।
চলিল সকলে সঙ্গে হরষিত হৈয়া॥
নন্দ উপানন্দ আর যশোদা রোহিণী।
গিরিভানু বৃষভানু যতেক গোপিনী॥
কৃষ্ণ বলরাম সে শ্রীদাম বিজ্ঞবর।
স্বর্ণদোলে চড়ি সবে চলিল সত্বর॥
এইরূপে বৃন্দাবনে করিল গমন।
হরষিত হৈল সবে হেরি বৃন্দাবন॥
এখানে গোকুল হয় শূন্যময় ঘর।
বৃন্দাবনে গেল সবে আনন্দ অন্তর॥
বৃন্দাবন মাঝে সবে প্রবেশ করিল।
আনন্দ-সলিলে সবে মগন হইল॥
জল স্থল পরিপূর্ণ মনোহর স্থান।
তৃণ আদি শস্যক্ষেত্র করে দরশন॥
বৃন্দাবন মাঝে গিয়া বিশ্রাম করিল।
কেহ কেহ বৃক্ষমূলে গীত আরম্ভিল॥
কৃষ্ণগুণ গান করে ব্রজশিশু যত।
কোন শিশু নৃত্য করে হইয়ে মোহিত॥
কেহবা পাড়িয়ে ফল করয়ে ভোজন।
সুশীতল জলে কেহ জুড়ায় জীবন॥
এইরূপে বৃন্দাবনে রহে গোপগণ।
দাস ভাষে হরিকথা তরিতে শমন॥

ইতি নন্দ আদি গোপগণের বৃন্দাবন
গমনের কথা সমাপ্ত।

অথ বৃন্দাবনের পূর্ব্ব বিবরণ।

পরীক্ষিত বলে তবে করি যোড়কর।
ঘুচাও সংশয় মোর ওহে মুনিবর॥
বৃন্দাবন ভূমে হরি গেল কি কারণ।
কেন বা হইল তার নাম বৃন্দাবন॥
বৃন্দারণ্য বন কিম্বা ভক্ত নাম হবে।
বিস্তারিয়ে সেই কথা আকারে কহিবে॥
যদি ভক্ত হয় তবে কি পুণ্য করিল।
সেই কথা সবিস্তারে মুনিবর বল॥
শুকদেব বলে কহি শুন নরবর।
পুণ্য কথা পুরাণের পরম সুন্দর॥
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি।
শান্ত ধীর ক্ষমাশীল ধর্ম্মবন্ত অতি॥
দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে ছিল বিভূষিত।
প্রতাপে আদিত্য সম বিনয়ে মণ্ডিত॥
দুষ্টের দমন রাজা করিত নিয়ত।
পুত্রবৎ প্রজাগণে সতত পালিত॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা কৃষ্ণপরায়ণ।
ভক্তিতে পূজিত সদা শ্রীহরি চরণ॥
নিয়মিত যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস।
আনন্দে পালিত সব নৃপ বারমাস॥
ভার্য্যা পুত্র আদি করি সবে হরিভক্ত।
হরি সেবা হরি পূজা হরি অনুরক্ত॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা করিল অনেক।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল কতেক॥
সর্ব্বদা শ্রীহরি পদ করিত স্মরণ।
কৃষ্ণ প্রীতে দৈব কার্য্যে থাকিত মগন॥
মহাপুণ্যবান রাজা বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্বদা ভাবিত হরি আত পুলকিতে॥
হেন রাজা অবনীতে না হবে কখন।
এমন ধার্ম্মিক আর নহে দরশন॥
পরেতে রাজার মনে বিরাগ জন্মিল।
তপস্যা করিতে ঘোর বনে প্রবেশিল॥
পুত্রে রাজ্য দান করি মনের হরিষে।
নিবিড় গহনে চলে কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
যোগ হেতু মহারণ্যে প্রবেশে রাজন।
গৃহে রূপবতী নারী রাখিয়া তখন॥
শ্রীকৃষ্ণ সাধন হেতু কঠোর করিল।
বাতাহারে নিরাহার হরি আরাধিল॥
ফলাহারে জলাহারে সেবে হরিপদ।
পাইতে সে হরিপদ না ভাবে আপদ॥

এইরূপে বহুকাল তপ আচরণ।
ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে নিশা জাগরণ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি সম সর্ব্বকাল।
একান্তে ভাবয়ে হরি সেই মহীপাল॥
এইমত বহুকাল তপ আচরণ।
তুষ্ট হয়ে হরি তবে দিল দরশন॥
আনন্দে কৃষ্ণের রূপ ভূপতি নেহালে।
শ্রীহরি রাজারে তবে মৃদুভাষে বলে॥
বর মাগ মহারাজ তব অভিমত।
যাহা চাহ তাহা দিতে আছি হে সম্মত।
নরপতি হৃষ্টমতি কহিল তখন।
দেহ মুক্তিপদ ওহে জগত জীবন॥
অন্য কোন বরে মম প্রয়োজন নাই।
বিনে মুক্তিপদ অন্য বর নাহি চাই॥
শুনি বাণী চক্রপাণি তাহাই করিল।
কৃপা করি কৃপাময় গোলোকে লইল॥
সেই বনে সেইক্ষণে মরণ তাহার।
হইল পরম তীর্থ নামেতে কেদার॥
বহু পুণ্যতীর্থ সেই হয় অবনীতে।
জীবগণ পায় মোক্ষ তাহার স্পর্শেতে॥
কেদার রাজার কন্যা বৃন্দা নামে সতী।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তার শুন মহামতি॥
ধন্যবতী মহাসতী জগতে বিখ্যাত।
শ্রীহরি চরণ সতী সতত সেবিত॥
পরম যোগিনী কন্যা যোগ অনুষ্ঠানে।
তপস্বিনী ছিল কন্যা এ ভব ভবনে॥
ধর্ম্মবতী সেই সতী হরিপদে মতি।
শয়নে স্বপনে সদা ভাবিত শ্রীপতি॥
হরিপদ ধ্যানে রত চিত্তে পুলকিত।
পূজিত কৃষ্ণের পদ ভক্তির সহিত॥
একদিন মহারাজ শুন বিবরণ।
দৈবাৎ দুর্ব্বাসা মুনি তথা আগমন॥
দয়া করি মুনি তাঁরে কৃষ্ণমন্ত্র দিল।
মন্ত্র পেয়ে বৃন্দা তবে কাননে পশিল॥

ত্যজি গৃহ ঘোরারণ্যে প্রবেশে তখন।
তপস্যা করিল কত কৃষ্ণের কারণ॥
অনেক কঠোর করি প্রভু আরাধিল।
অনাহারে অস্থিচর্ম্ম অবশেষে হৈল॥
কতকাল এইরূপে করে আরাধন।
অন্তরে কেবল চিন্তা সেই নারায়ণ॥
তবে কতদিনে তাঁর দয়া উপজিল।
বৃন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈল॥
তবে হরি দয়া করি দিল দরশন।
হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী রূপ অনুপম।
রূপরাশি পূর্ণশশী ত্রিভঙ্গ সুঠাম॥
রূপ হেরি বৃন্দা সতী মোহিত হইল।
সাষ্টাঙ্গেতে ভূমিতলে অমনি পড়িল॥
করযোড়ে করে স্তুতি বৃন্দা গুণবতী।
বল হে অনাথ নাথ অগতির গতি॥
জগত জীবন বিভু জগতের সার।
কে জানে তোমার তত্ত্ব মহিমা অপার॥
সৃজন পালন লয় তুমি সর্ব্বময়।
তোমাতে সকলি হরি তুমিই অক্ষয়॥
অবলা কামিনী আমি কি করিব স্তুতি।
না জানি ভজনা নাথ আমি অল্পমতি॥
বৃন্দার বচনে হরি কহিলা তখন।
মনোমত মাগ বর যাহা লয় মন॥
ইচ্ছামত লহ বর না হবে অন্যথা।
উঠ ধনি লহ বর শুন মম কথা॥
কহে সতী মৃদুভাষে করযোড় করি।
দাসীর বচন দেব শুন দয়া করি॥
অন্য বরে নাহি ইচ্ছা শুন দয়াময়।
তব পদে মতি যেন চিরকাল রয়॥
তব পদে হব দাসী ওহে যোগেশ্বর।
কৃপা করি অধিনীরে দেহ এই বর॥
মনেতে বাসনা এই আমার নিয়ত।
তব পাদপদ্ম যেন হেরি অবিরত॥

সতীর বচনে হরি সন্তুষ্ট হইল।
দয়া করি দয়াময় তারে মুক্তি কৈল ॥
গোলোকে লইল তারে মুক্তিপদ দিয়া।
রহিল কেদার-সুতা কিঙ্করী হইয়া ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পূর্ব্ব বিবরণ।
বৃন্দার তপস্যা স্থান এই বৃন্দাবন ॥
বৃন্দা নামে বৃন্দাবন নাম যে হইল।
জনার্দ্দন সেই স্থানে লীলা প্রকাশিল ॥
শুন কহি মহারাজ বাক্য সুধাময়।
জগতের সার হরি জগত আশ্রয় ॥
জগতের মধ্যে এই বৃন্দারণ্য বন।
এ হেন পবিত্র ভূমি নহে দরশন ॥
যেই নর একবার দরশন করে।
প্রভুর কৃপায় যায় গোলোকনগরে ॥
অশেষ পাপের পাপী যেই মূঢ়মতি।
বৃন্দাবনধামে যদি করে সেই গতি ॥
বিষম পাতক হ'তে হয় সে উদ্ধার।
তার প্রতি শমনের নাহি অধিকার ॥
দাস বিরচিল গীত ভাগবত সার।
শ্রবণে পবিত্র হয় পাপী দুরাচার ॥

ইতি বৃন্দাবনের পূর্ব্ব বিবরণ সমাপ্ত।

অথ গোপগণের বৃন্দাবন বাস কথা।

শুক কহে নরবর, শুন কথা তদন্তর,
হরিগুণ জগতের সার।
শ্রবণে পাপের ক্ষয়, জীবে মোক্ষপদ পায়,
ভাগবত বাক্য সুধা সার ॥
গোকুলনিবাসী যত, সবে ছিল নিদ্রাগত,
প্রভাতে উঠিল সর্ব্বজন।
দেখে পুরী মনোহর, অট্টালিকা কি সুন্দর,
বিস্ময়েতে হইল মগন ॥
গৃহ আদি স্বর্ণময়, হেরি সবে সবিস্ময়,
মানসেতে চিন্তার উদয়।
সুদীর্ঘ প্রাচীরে তাহে, সুচিত্র বিচিত্র গৃহে,
যুক্তি করে যত গোপচয় ॥
বলে কি আশ্চর্য্য হেরি,নিশাযোগে এই পুরী,
বল কেবা করিল নির্ম্মাণ।
রোপিয়াছে বৃক্ষগণ, ফলে ফুলে সুশোভন,
এ বা কোন বিধির বিধান ॥
পুষ্প বৃক্ষে পুষ্প কত, ফুটিয়াছে শত শত,
পাখিকুল করে মিষ্টরব।
সরোবর মনোহর, উপবন কি সুন্দর,
জলে খেলে জলচর সব ॥
অদ্ভুত কি দৃশ্য হয়, কিছু নাহি বলা যায়,
কে প্রকাশ করিল এ মায়া।
মনে হয় অনুক্ষণ, বুঝি কোন শত্রুগণ,
প্রকাশ করিল মহামায়া ॥
কেন ত্যজিনু গোকুল, তাই বুঝি প্রতিকূল,
বসুমতী হইল এমন।
জ্ঞান হয় মায়াপুরী, রচিল করি চাতুরী,
বধিবারে সবার জীবন ॥
একি হ'লো পরমাদ, কেবা সাধে হেন বাদ,
ভাবিয়া না পাই কোন সন্ধি।
বুঝি মিলি দৈত্যগণ, করে এ পুরী রচন,
গোপকুলে করিবারে বন্দী ॥
একি দৈব বিড়ম্বন, হ'লো কেন অঘটন,
মায়াময় এ পুরী নিশ্চয়।
কেহ বলে তা কি হয়, যা কভু হবার নয়,
অসম্ভব কথা সমুদয় ॥
বুঝি কি গ্রহ ঘটিল, কেন বা এমন হ'লো,
এ মায়া বুঝিয়া উঠা ভার।
মনোহর এই পুরী, মায়াময় সব হেরি,
মায়া বিনা সাধ্য আছে কার ॥
বলে একি হ'লো দায়,না দেখি কোন উপায়,
কেন বা ছাড়িনু সে গোকুল।
তাই বুঝি বসুমতী, ঘটাইল এ দুর্গতি,
বিধি তাই নহে অনুকূল ॥



তবে কত দিনে তাঁর দয়া উপজিল।
বৃন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈল॥ [৪৭৫—পৃষ্ঠা।

পরে বৃদ্ধ একজন, সকলে কহে তখন,
গর্গমুনি বাক্য অনুসারে।
শুন বাক্য সকলেতে, এ পুরী নির্ম্মাণ হ'তে
ভয় কিছু না কর অন্তরে॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামত হয়, এই পুরী স্বর্ণময়,
তাঁর ইচ্ছায় কি না হ'তে পারে।
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ব্রহ্মাণ্ড স্বেচ্ছায় যাঁর,
তাঁর শক্তি সব চরাচরে॥
বিশ্ব আদি ভূমণ্ডল, কানন পর্ব্বত জল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবনে।
সকলি ইচ্ছায় তাঁর, সেই হরি সর্ব্ব সার,
তাঁর ইচ্ছা জেনো সব মনে॥
হরির এ সব খেলা, ঈশ্বরের এই লীলা,
তাঁরি ইচ্ছা হয় আবির্ভূত।
বিশ্ব করেন পালন, সেই দেব জনার্দ্দন,
যাঁর ইচ্ছায় হয় তিরোহিত॥
মায়াতে মনুষ্যরূপ, ধরিয়া সে বিশ্বভূপ,
লীলা হেতু প্রকাশ হইল।
যাঁরে ভাবে অনুক্ষণ, ব্রহ্মা আদি পঞ্চানন,
সেই দেব এ পুরী করিল॥
এ পুরী আশ্চর্য্য নয়, যাঁর লোমকূপে রয়,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড নিয়োজিত।
সেই গোপবেশ ধারী, অবনীতে অবতরি,
মিছে কেন হ'তেছ চিন্তিত॥
এইরূপে পরস্পরে, বলাবলি সবে করে,
পুরী সবে করে নিরীক্ষণ।
দেবপুরী মনোহর, রচিত তাহে সুন্দর,
নির্দ্দিষ্ট যে নামের অঙ্কন॥
দেখিল যে দ্বারোপরে, বৃহৎ সুবর্ণাক্ষরে,
নাম সব র'য়েছে খোদিত।
সবে সানন্দ অন্তরে, নিজ নাম অনুসারে,
যায় পুরী সময় বিহিত॥
নন্দ উপানন্দ আদি, যায় সবে অবিবাদী,
লয়ে নিজ নিজ সঙ্গীগণ।
মহা আনন্দিত সবে, গৃহে প্রবেশিল তবে,
বিধিমত হেরি শুভক্ষণ
হরষিত হ'য়ে তায়, সবে নিজ গৃহে ধায়,
নিজ স্থানে সকলেতে গেল।
এইরূপে বৃন্দাবনে, সকলে আনন্দ মনে,
মহাসুখে বাস যে করিল॥
তবে কত দিন পরে, নন্দ মনে যুক্তি করে,
গোপগণে কহিল তখন।
শুভদিনে শুভক্ষণে, কৃষ্ণে দিব গোচারণে,
জাতি ধর্ম্ম করিবে পালন॥
সবে যুক্তি করি সার, পাচনি করেতে তার,
দিল শুভক্ষণ অনুসারে।
চরাতে গরুর পাল, ছড়ি হাতে নন্দলাল,
কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে॥
রাম কৃষ্ণ দুইজন, পাচনি করে ধারণ,
সঙ্গে করি ব্রজ শিশুগণ।
চরাতে ধেনুর পাল, সঙ্গেতে সঙ্গীর দল,
গোঠে মাঠে করেন ভ্রমণ॥
জগতের সার যিনি, সেই দেব চক্রপাণি,
মাঠে মাঠে চরায় গোপাল।
জীব তরাবার হেতু, ভব সাগরেতে সেতু,
ব্রজভূমে হইল রাখাল॥

ইতি বৃন্দাবনে বাস কথা সমাপ্ত।

অথ বৃষাসুর উদ্ধার কথা।

করযোড়ে নরপতি করিয়া বিনয়।
শুকদেব বলে শুন ওহে গুণময়॥
কহিলে অদ্ভুত কথা পবিত্র শ্রবণে।
অনায়াসে মুক্ত পাপী হয় সেইক্ষণে॥
কি প্রসঙ্গ হইল দেব কহ তদন্তর।
শ্রবণে পবিত্র হোক আমার অন্তর॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
ভকতবৎসল হরি ভক্তজন গতি॥

কে পারে বুঝিতে সেই হরির মহিমা।
বিশ্বম্ভর নাম তাঁর বিশ্বে নাই সীমা॥
গোকুল ত্যজিয়া আসি বৃন্দাবন বনে।
গোপী প্রেমে বদ্ধ হরি রহে গোপসনে॥
ব্রজ শিশুগণ সঙ্গে খেলে বংশীধারী।
গো-পাল চরায় গোঠে গোলোক-বিহারী॥
শুন রাজা এক কথা অতি পুরাতন।
সাহসিক নামে ছিল বলির নন্দন॥
মনোহর রূপ তার সুন্দর সুধীর।
মহা গুণবান পুত্র বলে মহাবীর॥
অসীম তাহার বল বিষম প্রতাপ।
সুরাসুরে নাহি কেহ সহে তার দাপ॥
দেবগণে অনুক্ষণ করয়ে পীড়ন।
বলেতে অমরগণে জিনিল সে জন॥
একদিন বলিপুত্র আনন্দিত মনে।
চলিল ভ্রমণ হেতু সে গন্ধমাদনে॥
হেরিল পর্ব্বত সেই মনোহর অতি।
মৃদু মৃদু বহিতেছে বায়ু সদাগতি॥
কুসুম কানন তাহে কত বিরাজিত।
সংখ্যাতীত ফুল তথা আছে প্রস্ফুটিত॥
তাহার সৌরভে মন আকুল যে হয়।
তথায় বিহরে সেই বলির তনয়॥
দৈবযোগে তিলোত্তমা অপ্সরী সেখানে।
ভূষণে ভূষিতা হ'য়ে আনন্দিতা মনে॥
ভ্রময়ে কুসুম বনে সুচারু বদনী।
জিনি রতি রূপবতী মরাল গামিনী॥
উপবন মাঝে ধনী করয়ে ভ্রমণ।
করিতেছে নানাবিধ কুসুম চয়ন॥
গাঁথিয়াছে ফুল হার আনন্দ অন্তরে।
সাহসিক সে কামিনী দরশন করে॥
নয়নে নয়ন তার হইল পতন।
কটাক্ষে হরিল মন কামে অচেতন॥
অনঙ্গে পীড়িল সেই বলির নন্দন।
অনিমিষে হেরে রূপ মোহিত মদন॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে দাঁড়াইয়ে।
তিলোত্তমা দেখে তাহে আঁখি বাঁকাইয়া॥
মনে মনে ইচ্ছাধীন তার সহ রতি।
হানিল কটাক্ষ শর আনন্দিত মতি॥
মনে মনে তিলোত্তমা ভাবিতে লাগিল।
বনে একি অপরূপ দরশন হ'ল॥
মদন জিনিয়া রূপ কামিনী মোহন।
একে ছাড়ি অন্যে নাহি করিব ভজন॥
এর সহ যে কামিনী রতি নাহি করে।
তাহার জীবন বৃথা এ রম্য সংসারে॥
ইহাতে বঞ্চিত যেবা কুলটা কামিনী।
বাঁচিয়া কি সুখ তার বৃথা সেই ধনী॥
এমন সুন্দর রূপ না হেরি কখন।
এতেক চিন্তিয়া ধনী কামে অচেতন॥
বলির তনয়ে করে কামেতে মোহিত।
তিলোত্তমা রূপ হেরি হইল চিন্তিত॥
মোহিত হইল শেষে মদনের বাণে।
মৃদুগতি গেল তবে তিলোত্তমা স্থানে॥
নিকটে যাইয়া দেখে সুন্দর মূরতি।
হেরিল সে অপরূপ মনোহর ভাতি॥
কিবা উরু কিবা ভুরু বঙ্কিম নয়ন।
কিবা কেশ কিবা বেশ চারু দরশন॥
কিবা উচ্চ কুচদ্বয় দৃশ্য মনোহর।
কিবা শ্রেণী নিতম্ব সে কিবা যুগ্মকর॥
পঙ্কজ বদনী ধনী হেরে মনোহর।
যেন পূর্ণিমার চন্দ্র আছে শোভাকর॥
স্থির নেত্রে বলি পুত্র করে দরশন।
তিলোত্তমা নিজ বস্ত্রে ঢাকিল বদন॥
যেন কত লজ্জা তার উদয় বাহিরে।
মনে ভাবে অন্য ভাব আছয়ে অন্তরে॥
লজ্জিত বদনে তবে দাঁড়ায়ে রহিল।
মৃদুভাষে সাহসিক তাহারে কহিল॥
কহ ধনী সুবদনী হেথা কি কারণ।
কাহার কামিনী তুমি কহ বিবরণ॥

কাহার দুহিতা তুমি সত্য কহ মোরে।
স্বেচ্ছা বিহারিণী বুঝি যাবে কোথাকারে
সত্য কহ সুবদনী না কর বঞ্চন।
অস্থির হ'য়েছি আমি তোমার কারণ॥
মোহিত আমার মন রূপ দরশনে।
দহিছে অন্তর মম দুরন্ত মদনে॥
কামানলে দহে অঙ্গ কি করি এখন।
কৃপানেত্রে একবার কর দরশন॥
একবার এ অধিনে দয়া কর ধনী।
রতি দানে রাখ প্রাণ কমল-নয়নী॥
যেমন মাধবী লতা তমালে জড়ায়।
সেইরূপ বাহু পাশে বাঁধহ আমায়॥
কমল ভ্রমরে যথা করয়ে বন্ধন।
সেইরূপ তব বক্ষে রক্ষ এই জন॥
আর কি কহিব ধনী তোমার কারণ।
তোমার কটাক্ষে দেহ অস্থির এখন॥
দেহ ধনী রতি দান রাখ প্রাণ মোর।
সুশীতল কর ধনী আমার অন্তর॥
প্রেম সুধা দান দিয়ে বাঁচাও আমায়।
তোমা বিনা এ অধীনে বল কে বাঁচায়॥
তব রূপ যে অবধি হেরেছি নয়নে।
সে অবধি জ্বলে প্রাণ তোমার কারণে॥
বিলম্বে কি ফল আর রতি দেহ দান।
ক্ষণেক বিলম্বে মম না রহিবে প্রাণ॥
তাহ'লে তোমার ধনী পাপ উপজিবে।
পুরুষ হত্যার পাপ তোমায় লাগিবে॥
শুনি সেই বাণী ধনী কহিল তখন।
বলি শুন তোমারে হে বলির নন্দন॥
কামেতে কাতর তুমি সত্য তাহা মানি।
ধর্ম্মিষ্ঠ সুধীর সুর না হও অজ্ঞানী॥
রূপের সাগর তুমি ওহে মহাশয়।
তব রূপ হেরে নারী বিমোহিত হয়॥
একবার তোমারে যে করে দরশন।
রতি বাঞ্ছা করে সেই কামিনী-রতন॥
হেন পুরুষের সহ রতি যে না করে।
কামিনী জনম বৃথা তার এ সংসারে॥
কিন্তু মনে ইচ্ছা বটে করি রতি রঙ্গ।
আজি নাহি হবে তার শুনহ প্রসঙ্গ॥
আজিকার মত মোরে ছাড়হ এখন।
নিশাকর পাশে আজি করিব গমন॥
আমার নিয়ম এই শুন গুণাকর।
যেদিন যেখানে হয় গমন আমার॥
সেদিন সেস্থানে মম বিক্রীত এ কায়।
সেই হেতু অদ্য মোরে করহ বিদায়॥
তিলোত্তমা বাক্যে কহে বলির নন্দন।
কহি শুন চারুনেত্রে আমার বচন॥
না রহে জীবন ক্ষণ যে জনার তরে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি বল কি প্রকারে॥
দরশনে মম প্রাণ হরণ করিলে।
জীবন লইয়ে ধনী যেতে চাও ফেলে॥
এই কি নারীর ধর্ম্ম ওহে গুণবতী।
আমার জীবন যাবে তোমার কি ক্ষতি॥
শুন শুন গুণবতী প্রকৃত বচন।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ তোমার কারণ॥
ক্ষণকাল এই স্থানে রহ সুবদনী।
গলায় মারিয়া ছুরি মরিব এখনি॥
শব দরশন করি করহ গমন।
সুযাত্রা তাহাতে হবে জ্যোতিষ বচন॥
সাহসিক ভয়ে তবে তিলোত্তমা ধনী।
মৃদু হাস্যাননে কথা কহে সুবদনী॥
শুনহ রসিকবর বচন আমার।
পরম সুন্দর হও তুমি হে নাগর॥
তোমারে ইচ্ছিতে রতি নহে অন্য মন।
তব রূপ দরশনে অস্থির জীবন॥
তোমা সহ রতি বাঞ্ছা সদা মনে হয়।
কিন্তু এক কথা মোর শুন মহাশয়॥
শশধর সহ আজ আমার নিয়ম।
সেই হেতু তথা যাব শুন তার ক্রম॥

নিশাপতি সহবাস আজি নির্দ্ধারিত।
আজ্ঞা কর গুণাকর যাইব ত্বরিত ॥
তথা হ'তে তব পাশে নিশ্চয় আসিব।
মন সুখে তোমা সহ সুরতি করিব ॥
আজ নিশি মহাশয় করহ বিদায়।
বিলম্ব হইবে যেতে চন্দ্রের আলয় ॥
এত কহি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।
কটাক্ষ শরেতে ধনী তাহারে বিন্ধিল ॥
সাহসিক শুনি কথা কহিল তখন।
কেন মোরে কর ধনী বৃথা জ্বালাতন ॥
শুন ধনী সুবদনী বচন আমার।
কভু না যাইতে দিব অন্য স্থানান্তর ॥
অগ্রে মোরে রতি দান দেহ চারুনেত্রে।
পরেতে গমন কর তুমি অন্য ক্ষেত্রে ॥
এত বলি সাহসিক ধরে তার করে।
পরশনে রোমাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ শিহরে ॥
অমনি ধরিয়া তারে করিল চুম্বন।
মৌনেতে সম্মতি ধনী জানায় লক্ষণ ॥
সাহসিক সাহসী হইয়ে তদন্তর।
তিলোত্তমা সহ রতি করে অনিবার ॥
মদনে উন্মত্ত দোঁহে রতি রসে তথা।
বিহরে আনন্দে সেই উপবন যথা ॥
যথায় দুর্ব্বাসা মুনি আছে যোগাসনে।
দুইজনে রতি রসে মাতিল সেখানে ॥
দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ দৈবের কারণ।
নেত্র খুলি মুনিবর করি দরশন ॥
দেখিল দুজনে রতি করিছে তথায়।
দুর্ব্বাসা মুনির কাম তাহে উপজয় ॥
মদন পীড়নে মুনি হইল মোহিত।
কামশরে জর জর চেতনা রহিত ॥
কামেতে মোহিত অঙ্গ তাহে ক্রোধোদয়।
একেবারে মুনিবর হইল বিস্ময় ॥
অনিমিষে মুনিরাজ করে দরশন।
ক্রোধেতে হইল মুনি যেন হুতাশন ॥
হইল লোহিত আঁখি ঘোর দরশন।
একেবারে সর্ব্ব অঙ্গ হইল কম্পন ॥
বলির নন্দন করে রতি সমাপন।
ক্রোধে মুনিবর তারে কহিল তখন ॥
পাপমতি দুরাচার একি তব কর্ম্ম।
নাহিক কিঞ্চিত লজ্জা নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম দুরাচার কেমনে করিলি।
মনেতে কিঞ্চিত দুষ্ট লজ্জা না ভাবিলি ॥
পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি তুই পাপকর্ম্মে রত।
মদনেতে এককালে হইলি মোহিত ॥
তব পিতা হরিভক্ত ধার্ম্মিক সুজন।
তার যশে পরিপূর্ণ এই ত্রিভুবন ॥
সুর নরে সকলেতে তার যশ গায়।
তুই কুলাঙ্গার হ'লি তাহার তনয় ॥
বলি-পুত্র হ'য়ে তোর দুর্নীতি এমন।
আমার নিকটে রতি করিলি দুর্জ্জন ॥
একেবারে লজ্জাহীন হইলি দুর্ম্মতি।
মম ধ্যান ভঙ্গে দুষ্ট পাইবি দুর্গতি ॥
বৃষভের মত তব হেন ব্যবহার।
গো-যোনিতে জন্ম হবে বাক্যেতে আমার ॥
ষণ্ডের আকার তুই করিবি ধারণ।
তিলোত্তমা প্রতি মুনি কহিল বচন ॥
কুলটা কামিনী তোর হেন ব্যবহার।
দৈত্যকুলে জন্ম হবে কহিলাম সার ॥
এত কহি মুনিবর ক্রোধেতে রহিল।
দুই চক্ষু একবারে রক্তবর্ণ হৈল ॥
অভিশাপ বাণী শুনি বলির নন্দন।
মুনি পদতলে তথা হইল পতন ॥
করযোড়ে মুনিবরে কহিতে লাগিল।
ক্ষমা কর মুনিরাজ করহ মঙ্গল ॥
না জানিয়া মন্দ কাজে হইনু মগন।
দয়া করি দয়াময় করহ মোচন ॥
কুকর্ম্মে হ'য়েছি রত ক্ষম সব দোষ।
অকৃতী সন্তান প্রতি ছাড় প্রভু রোষ ॥

এত কহি সাহসিক করিল ক্রন্দন।
মুনি পদতলে পড়ি রহে কতক্ষণ ॥
পরে তিলোত্তমা ধনি আঁখিজলে ভাসি।
করযোড়ে কহে দেব আমি তব দাসী ॥
ওহে কৃপাসিন্ধু মোর শুনহ বচন।
যখন করিল বিধি রমণী সৃজন ॥
কামাতুরা কামিনীরা আছে সর্ব্বকাল।
বিনা দোষে কেন এত ঘটাও জঞ্জাল ॥
পুরুষ হইতে নারী হয় কামাধিক।
আর কি কহিব দেব তোমারে অধিক ॥
তাহে মোরা বেশ্যাজাতি ওহে মুনিবর।
লজ্জাহীনা পরপতি বাঞ্ছা অনিবার ॥
স্থানাস্থান নাহি জ্ঞান নাহিক বিচার।
যেখানে সেখানে হয় হেন ব্যভিচার ॥
না জানিয়া হেন দোষ কামেতে মগন।
ক্ষম দেব অপরাধ করহ মোচন ॥
প্রসন্ন মোদের প্রতি হও দয়া করি।
এ ঘোর বিপদে রাখ তব পদে ধরি ॥
এত কহি মুনিপদ ধরিল তখন।
আঁখিজলে দু'জনার ভিজিল বসন ॥
দোঁহার রোদনে মুনি সদয় হইল।
কৃপা করি দু'জনারে কহিতে লাগিল ॥
ক্রোধ শান্ত হ'য়ে মুনি কহে দৈত্যবরে।
শুন কহি সাহসিক বিশেষ তোমারে ॥
বলির নন্দন তুমি নানা গুণ ধর।
তার পুত্র হ'য়ে কর কার্য্য হীনতর ॥
সেই হেতু এই ফল ফলিল তোমারে।
মম বাক্য কার সাধ্য অন্যথা কে করে ॥
অতএব ষণ্ডরূপে জনম লভিবে।
কৃষ্ণ দরশনে পুনঃ মুক্তিপদ পাবে ॥
গোকুলেতে ষণ্ডরূপে করিবে ভ্রমণ।
শ্রীহরি চক্রেতে তুমি হইবে নিধন ॥
হরিপদে লিপ্ত হবে শুন বাক্য সার।
এইরূপে মুক্তিলাভ হইবে তোমার ॥
মুনিরাজ অভিশাপে বলির নন্দন।
বৃষরূপে ব্রজধামে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
শুন মহারাজ সেই অপূর্ব্ব কাহিনী।
বৃষাসুরে উদ্ধারিল দেবচক্রপাণি ॥

ত্রিপদী।

একদিন রমাপতি, বনেতে করিল গতি,
গাভী আদি শিশুগণ সঙ্গে।
চলে আনন্দিত মনে, রোহিণী কুমার সনে,
চলে সবে ক্রীড়া-রস-রঙ্গে ॥
যমুনা পুলিনে যায়, সবে আনন্দিত কায়,
গাভী সবে করে বিচরণ।
শিশুগণ খেলে যত, সবে অতি আনন্দিত,
ভ্রমিয়া বেড়ায় কত বন ॥
কেহ বৃক্ষ লক্ষ্য করে, কেহ ধায় বনান্তরে,
কেহ রহে হ'য়ে লুক্কায়িত।
কেহ করে অন্বেষণ, কেহ যায় অন্য বন,
করে খেলা সবে হরষিত ॥
ক্রমে সবে রবি করে,তাপিত হ'য়ে অন্তরে,
তাল বন মধ্যে প্রবেশিল।
তৃষ্ণায় হ'য়ে আকুল, ধায় যমুনার কূল,
জলপান করিতে লাগিল ॥
ক্ষুধায় আকুল তবে, তালফল পাড়ি সবে,
খাইবারে লাগিল ভাবিতে।
দেখে নানাবিধ ফল, পরিপক্ক সুরসাল,
সকলেতে ধাইল পাড়িতে ॥
কেহ যমুনার জলে, আনন্দে মৃণাল তোলে,
কেহ বারি অঞ্জলিতে দেয়।
এইরূপ হর্ষান্তর, সহ কৃষ্ণ হলধর,
আনন্দেতে বনমাঝে রয় ॥
বৃষাসুর হেনকালে, ধাইল যে সেই স্থলে,
ক্রোধভরে অন্ধ দৈত্যবর।
বলে যথা মত্ত করী, ধায় আস্ফালন করি,
প্রকাণ্ড আকৃতি ভয়ঙ্কর ॥

ঘোর রক্তবর্ণ আঁখি, অস্ত্র সম শৃঙ্গ দেখি,
ভয়ানক তাহার বদন।
হেরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, শিশু সবে চমৎকার,
বিষম সে দন্ত প্রকাশন ॥
শিশুগণ ভীত মনে, সবে চায় কৃষ্ণপানে,
বলে মরি একি ঘোর দায়।
ঐ দেখ দুরন্ত কায়, আসিতেছে দ্রুতরায়,
বুঝি প্রাণ এইবার যায় ॥
রক্ষা কর দামোদর, কোথা ওহে হলধর,
বৃষভের হস্তেতে নিধন।
এইরূপে শিশু যত, ভয়াকুল হ'য়ে দ্রুত,
কৃষ্ণ পাশে করিল গমন ॥
হেনকালে বিশ্বপতি, শিশুরূপী মহামতি,
শিশুগণে করিল অভয়।
কি ভয় করিছ কারে, মারিব এ বৃষাসুরে,
স্থির হও যত শিশুচয় ॥
কোথা সেই দুরাচার, নিমিষে হবে সংহার,
পাপমতি কোথায় এখন।
বৃষাসুর হেনকালে, আইলা যে সেইস্থলে,
ঘোরতর করি আস্ফালন ॥
আস্ফালিয়া শৃঙ্গদ্বয়, মাথা নাড়ি তথা ধায়,
শ্রীহরিরে উদ্যত মারিতে।
পদ-খুরে মাটি ফাটে,কেবা আঁটে সে দাপটে,
ঝড় যেন বহে নিঃশ্বাসেতে ॥
কৃষ্ণে করি দরশন, বিষম করে গর্জ্জন,
যেন কাল হইল প্রলয়।
রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয়, দেখিলেই ভয় হয়,
ঘোর দৃশ্য অঙ্গ সমুদয় ॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ নাড়ে,পদেতে মেদিনী খোঁড়ে,
পদভরে ধরা টলমল।
থেকে২ গর্জ্জে উঠে, চক্ষে যেন অগ্নি ছুটে,
ক্রোধে যেন হইল অনল ॥
ঊর্দ্ধ করি শৃঙ্গদ্বয়, কৃষ্ণে মারিবারে ধায়,
গতি যেন প্রলয় কারণ।
হেন ভয়ঙ্কর বেশে, মারিবারে হৃষিকেশে,
ঊর্দ্ধপুচ্ছে করিছে গমন ॥
ঈষৎ হাসিয়া হরি, নয়ন ভঙ্গিমা করি,
কহে সেই দুরন্ত দানবে।
শোনদৈত্যমোর কথা,পূর্ব্বে তুই ছিলিকোথা,
তোরে ভয় সামান্য মানবে ॥
পাপমতি বলিপুত্র, কহি শুন তার সূত্র,
সাহসিক তব নাম হয়।
মুনিবর শাপ দিল, তাহাতে এমন হৈল,
বৃষরূপে জনম নিশ্চয় ॥
ওরে দৈত্য দুরাচার, এখনি হবি সংহার,
কেন বৃথা কর আস্ফালন।
এত কহি কৃষ্ণ তার, শৃঙ্গ ধরি অনিবার,
ঘুরাইল দেব জনার্দ্দন ॥
তবে সেই দৈত্যবর, হ'য়ে মহা ক্রোধভর,
কহিতে লাগিল হৃষিকেশে।
কহি শুন দুষ্টমতি, কর মিছে দর্প অতি,
পাঠাইব যমের আবাসে ॥
ছাড় জীবনের আশ, দুরাচার নাহি ত্রাস,
মোর এই হয় তালবন।
আসি মম অধিকার, মম প্রতি আগুসার,
মম হস্তে নিশ্চয় মরণ ॥
আমি কারে নাহি ডরি,কোথাকার তুই হরি,
নাহি ফিরে যাবে আর ঘরে।
মরিয়া আমার হাতে, যাইবে শমন পথে,
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে ॥
যম আদি পুরন্দরে, সকলে আমায় ডরে,
মম বনে না করে প্রবেশ।
মোরে ডরে সুরগণ, ভীত রহে অনুক্ষণ,
তোর মনে নাহি ভয় লেশ ॥
ভঙ্গ কর মম বন, ফল পাড় অগণন,
তার শাস্তি পাবে সমুচিত।
কার কাছে এত বল, নষ্ট কর তালফল,
প্রতিফল পাইবে বিহিত ॥

এত কহি দৈত্যরায়, ক্রোধে আঁখি রক্তপ্রায়,
কৃষ্ণ সাথে যুঝে দুরাচার ॥
ঘুরাইয়া জনার্দ্দনে, ল'য়ে যায় দূর বনে,
কৃষ্ণে তথা ফেলে ভূমিতলে।
শৃঙ্গে বিদ্ধ করিবারে, দানবেন্দ্র তার পরে,
দুই শৃঙ্গ ভগ্ন সেইকালে ॥
ব্যথায় আকুল দৈত্য, ঊর্দ্ধমুখে অবিরত,
চারিদিকে হয় ধাবমান।
যথা শিশুগণ আছে, ধেয়ে যায় তার কাছে,
ভয়ে তারা করে পলায়ন ॥
হলধরে হেরি তথা, মস্তকে করিয়ে যথা,
ঘুরাইয়া ফেলিল দূরেতে।
ক্রোধে দেব হলধরে, মারে কীল দৈত্যবরে,
কীল খেয়ে পড়িল ভূমেতে ॥
ক্ষণে অচেতন হয়, পরেতে চেতন পায়,
মহাক্রোধে আবার ধাইল।
যথা দেব দামোদর, তথা হয় আগুসার,
পুনঃ কৃষ্ণে মস্তকে করিল ॥
ক্রোধে কাঁপে সর্ব্বকায়, কৃষ্ণেরে বধিতে যায়,
পুনঃ দূরে ফেলিল তখন।
তবে ক্রোধে জনার্দ্দন, করি বৃক্ষ উৎপাটন,
বৃষাসুরে করে প্রহরণ ॥
আঘাতে ব্যথিত কায়, চারিদিকে দৈত্য ধায়,
সংহারিতে নন্দের কুমার।
কৃষ্ণ-হাতে তুলি শিলা, দৈত্য পরে নিক্ষেপিলা,
মূর্চ্ছাগত হ'লো দৈত্যবর ॥
ধরাতলে মূর্চ্ছাগত, পড়িল বিষম দৈত্য,
বৃক্ষতলে পুচ্ছেতে ধরিল।
ঘুরাইয়ে শূন্যোপরে, ফেলি দিল স্থানান্তরে,
দৈত্য পুনঃ চেতন পাইল ॥
ক্রোধে দৈত্য মহাকায়, কৃষ্ণে ধরিবারে যায়,
মস্তকেতে নিল জনার্দ্দন।
পদ করি আস্ফালন, মৃত্তিকা করি খনন,
কৃষ্ণ সহ ঊর্দ্ধেতে গমন ॥
শূন্যে উঠে দুইজন, যুদ্ধ করে অনুক্ষণ,
পুনঃ দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
দুজন করে সমর, অনন্তর যদুবর,
দৈত্যবরে কহে কুতূহলে ॥
শুন কহি দৈত্যরায়, শাপভ্রষ্ট এ ধরায়,
বলিপুত্র তুমি গুণবান।
এবে মুক্তিপদ লহ, নিজ স্থানে চলি যাহ,
মম হস্তে তোমার নির্ব্বাণ ॥
এত কহি জনার্দ্দন, মারে অস্ত্র সুদর্শন,
বৃষাসুরের মস্তক কাটিল।
কাটিল মস্তক তার, বহিল রক্তের ধার,
কাটামুণ্ড ভূমেতে পড়িল ॥
তাহে দিব্য মনোহর, হৈল এক কলেবর,
কৃষ্ণ পদে প্রণমে তখন।
শতসূর্য্য সম প্রভা, দিব্যকান্তি মনোলোভা,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
বল ওহে ভবধর, রমাপতি শ্রীমাধব,
ওহে হরি সর্ব্ব মূলাধার।
অনাদি ওহে অনন্ত, কেবা জানে তব অন্ত,
ভবার্ণবে করহ নিস্তার ॥
কি কব মহিমা তব, ওহে ও মহিমার্ণব,
দয়া করি মোরে উদ্ধারিলে।
ওহে হরি কৃপাময়, তুমি দেব সর্ব্বাশ্রয়,
কৃষ্ণরূপে এখন গোকুলে ॥
হ'লে কত অবতার, হরিলে অবনী ভার,
সবাকার মূল নারায়ণ।
বরাহ মূর্ত্তি ধরিলে, দন্তে ক্ষিতি বিদারিলে,
ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরিলে বামন ॥
বলিরে ছলিতে হরি, দিলে রসাতল পুরি,
কে জানে তোমার মহিমা।
অদ্ভুত ধরি মূরতি, অর্দ্ধ নর সিংহাকৃতি,
বেদে নাহি জানে তব সীমা ॥
হিরণ্যকশিপু মারি, অবনীর ভার হরি,
প্রহ্লাদেরে হ'লে কৃপাবান।

রামরূপে রঘুপতি, বধিলে সে রক্ষঃপতি,
রক্ষকুল করিলে নির্ব্বাণ ॥
সাগর করি বন্ধন, বিভীষণে রাজ্যদান,
বালি বধ কৈলে অবহেলে।
মৎস্যরূপে যদুপতি, দয়া কৈলে ব্রহ্মপ্রতি,
তুমি হরি বেদ উদ্ধারিলে ॥
অপূর্ব্ব তোমার মায়া, ভৃগুকুলে লভি কায়া,
ক্ষত্রকুল নিধন কারণ।
তব অংশে নারায়ণ, হইল ধর্ম্ম নন্দন,
ওহে দেব তুমি সনাতন ॥
গোকুলে জনম এবে, শ্রীনন্দনন্দন ভাবে,
পূর্ণরূপে ওহে দামোদর।
রাধিকারমণ হরি, অবনীতে অবতরি,
এবে হ'লে যশোদা কুমার ॥
জন্মি দেবকী উদরে, আইলে নন্দের ঘরে,
পবিত্র করিয়া গোপকুল।
ল'য়ে ব্রজ শিশুগণে, ভ্রম সদা বনে বনে,
তোমা হ'তে পবিত্র গোকুল ॥
যতেক অসুরদলে, সংহারিলে অবহেলে,
মুক্তিপদ দিলে সবাকায়।
বৃষরূপ দৈত্যাধম, এ ভাবে মম জনম,
কৃপা করি উদ্ধার আমায় ॥
ওহে সর্ব্ব স্বেচ্ছাময়, রাধাকান্ত যদুরায়,
তব পদে লইনু শরণ।
যোগিগণ অনুক্ষণ, করিছে তব স্মরণ,
পঞ্চমুখে গায় পঞ্চানন ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যত, সদা তব ধ্যানে রত,
ভাবে ঐ চরণ যুগলে।
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, সাবিত্রী সে ভগবতী,
উৎপত্তি যে পদ কমলে ॥
যোগমায়া তব অংশে, রাধিকা প্রকৃতিঅংশে,
তব ইচ্ছা সবারি সৃজন।
আমি অতি হীনমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
তব গুণ কি জানি বর্ণন ॥
তব গুণ কহিবারে, বীণাপাণি নাহি পারে,
যোগেশ্বর যোগেতে না পায়।
যোগেন্দ্র গণেশ যায়, যোগে কিছু নাহি পায়,
আমি মূঢ় কি জানিব তায় ॥
ওহে হরি কর মুক্তি, কিছু নাহি জানি ভক্তি
দয়া করি দেহ শ্রীচরণ।
নির্ব্বাণ পদ আমারে, দেহ নাথ দয়া করে,
অন্য মুক্তি নাহি প্রয়োজন ॥
যেন ও শ্রীপদে মন, সদা রহে নারায়ণ,
ভাবি যেন ও পদ কমল।
কৃপাময় কৃপাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
শিরে দাও চরণ যুগল ॥
রাধানাথ রমাপতি, সকল জীবের গতি,
শ্রীরাধার তুমি প্রাণধন।
যশোদা কুমার হরি, জীবের উদ্ধারকারী,
গোপরূপে গোপের জীবন ॥
বৃষের শুনিয়া স্তব, ভক্তাধীন শ্রীমাধব,
মুক্তিপদ প্রদান করিল।
পুষ্পরথ শূন্যপথে, আইল সে কাননেতে,
বৃষাসুরে তুলিয়া লইল ॥
স্বর্গে যত সুরগণ, করে দুন্দুভি বাদন,
আনন্দেতে পুষ্পবৃষ্টি করে।
করে ধ্বনি জয় জয়, সকল আনন্দময়,
বৃষাসুর সানন্দ অন্তরে ॥
গোলোকে হইল বাস, হইল সে হরিদাস,
হরিপদ সেবিতে লাগিল।
বৃষাসুর দৈত্যবরে, উদ্ধারিল নিজ করে,
যত শিশু বিস্ময় মানিল ॥
পরে হরি শিশু সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
ঘরে যায় ল'য়ে ধেনুগণ।
আনন্দিত যশোমতী, রাধাকৃষ্ণ দোঁহাপ্রতি,
কহে কত মধুর বচন ॥
কোলে করি দুইজনে, ক্ষীর দেয় চন্দ্রাননে,
আর কত করিল আদর।

হরিকথা সুধাসার, শ্রবণে পাপ সংহার,
দাস ভাষে ভাগবত সার ॥

ইতি বৃষাসুর উদ্ধার সমাপ্ত ।

অথ বকাসুর মোক্ষণ ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অদ্ভুত কথন ।
ব্রজ শিশু সঙ্গে বনে যশোদানন্দন ॥
লইয়া গোপাল সঙ্গে গোপ শিশু যত ।
গোঠে ধায় সকলেতে হ'য়ে হরষিত ॥
হরষিত বনমাঝে করিল গমন ।
খেলিতে গেলেন কত সহ শিশুগণ ॥
খেলে রাখালিয়া খেলা বনের ভিতর ।
মহানন্দে নৃত্য করে দেব দামোদর ॥
ধেনুগণ সহ কভু যায় কত দূরে ।
দ্রুতপদে শিশু মাঝে আসে পুনঃ ফিরে ॥
কভু বৎসগণে ধরি করে তাড়াতাড়ি ।
কভু দূর্ব্বাদলে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
কেহ বা গভীর দুগ্ধ করয়ে দোহন ।
যত শিশুগণ সবে করয়ে ভোজন ॥
কেহ উঠে বৃক্ষোপরে লম্ফ দিয়া পড়ে ।
কেহ বা গাছের ফল লয় সব পেড়ে ॥
এইরূপে কত খেলা বনেতে খেলিল ।
খেলিতে খেলিতে সবে দূর বনে গেল ॥
মধুবনে সকলেতে উপনীত হয় ।
ধেনুগণ তথা সুখে চরিয়া বেড়ায় ॥
পাড়িয়া গাছের ফল যত শিশুগণ ।
সুমিষ্ট সে ফল সব করিছে ভক্ষণ ॥
এ দেয় উহার মুখে মনের আনন্দে ।
পিয়ে জল সুশীতল বালকের বৃন্দে ॥
সেই বনে বকাসুর নামে দৈত্য ছিল ।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার বকাকৃতি হৈল ॥
পর্ব্বত প্রমাণ দৈত্য ভয়ঙ্কর হয় ।
ভয়াল মূরতি দৈত্য তাহে শ্বেতকায় ॥
বালকগণেরে দুষ্ট করি দরশন ।
বকরূপে শীঘ্র তথা করিল গমন ॥
শিশুগণ সহ কৃষ্ণে গ্রাস যে করিল ।
তাহা দেখি দেবগণে ভয়ার্ত্ত হইল ॥
বকরূপী দৈত্য কৃষ্ণে গ্রাসিল যখন ।
স্বর্গে হাহাকার করে যত দেবগণ ॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে সবে গণিল হুতাশ ।
অসুরে নিধন করে বুঝি শ্রীনিবাস ॥
এত ভাবি দেবগণ যুক্তি করি সার ।
অস্ত্র প্রহারিল দৈত্য করিতে সংহার ॥
ত্রিশূল অসুরে শূল প্রহার করিল ।
তাহাতে যে বকাসুর জ্ঞান শূন্য হৈল ॥
মহাঘোর বজ্র ইন্দ্র করিল প্রহার ।
এক গোটা পাখা মাত্র না খসিল তার ॥
শশধর মারে অস্ত্র অসুরে মারিতে ।
না মরে সে বকাসুর কম্পিত যে চিতে ॥
শমনের কালদণ্ড প্রহারিল তায় ।
তাহাতে না মরে দৈত্য মাত্র শিহরায় ॥
হুতাশন প্রহরণ করে দৈত্যবরে ।
পবন বিষম বাণ মারয়ে তাহারে ॥
বরুণ বরিষে শীলা দৈত্যের মস্তকে ।
কিছুতেই সংহারিতে নাহি পারে তাকে ॥
তাহা দরশনে ভীত অমরের দল ।
হাহাকার রবে তবে কাঁদিল সকল ॥
মনে ভীত অবিরত ব্যাকুল অন্তর ।
মনে ভাবে কি করিল দুষ্ট দৈত্যবর ॥
বকাসুর উদরেতে থাকি জনার্দ্দন ।
দেবতার রঙ্গ সব করে দরশন ॥
পরেতে হইল হরি মহা তেজবান ।
অসংখ্য অনল যথা সূর্য্যের সমান ॥
দাহন হতেছে তনু তেজের কারণ ।
সহিতে না পারি দৈত্য উগারে তখন ॥
শিশুগণ সহ কৃষ্ণ হইল বাহির ।
দরশনে দেবগণ মানিল সুস্থির ॥

তবে দুষ্ট বকাসুর কৃষ্ণে মারিবারে।
ক্রোধে ধায় মহাকায় ক্রোধিত অন্তরে ॥
হেনকালে জনার্দ্দন দুই ঠোঁট ধরি।
দুই হাতে এককালে ফেলিলেন চিরি ॥
ব্রজশিশু দেখি তাহা সানন্দ হইল।
দেবগণ হৃষ্টমনে নাচিতে লাগিল ॥
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
অনেক করিল স্তব থাকি শূন্যোপরে ॥
বলরামে ধরি কৃষ্ণ দেয় আলিঙ্গন।
বিস্ময় মানিল তবে যত শিশুগণ ॥
দিবা অবসানে সবে আনন্দিত মনে।
ধেনুগণ লয়ে সবে আইল ভবনে ॥
গৃহে আসি কহে তবে যত বিবরণ।
বিস্ময় মানিল মনে শুনি গোপগণ ॥
আশ্চর্য্য হইল তবে যতেক গোপিনী।
কৃষ্ণ মেঘ হেরি যথা হৃষ্টা চাতকিনী ॥
গোপগণ বলে একি প্রমাদ ঘটিল।
দৈত্যগণ সহ কেন বিসম্বাদ হৈল ॥
হিংসা করিবারে কেন আসে দৈত্যগণ।
কেহ নাহি ফিরে যায় নিশ্চয় মরণ ॥
অনলে পতঙ্গ যথা সেই দশা হয়।
মিছামিছি আসি কেন প্রমাদ ঘটায় ॥
এইরূপে গোপদলে কহে কথা কত।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে সবে হরষিত ॥
দাস ভাষে হরিকথা পরম সুন্দর।
উদ্ধার করিল হরি বক দৈত্যবর ॥

ইতি বকাসুর মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ ধেনুকাসুর মোক্ষণ। ১

শুকদেব বলে রাজা শুন অতঃপর।
বকরূপী দৈত্য মারি হরিষ অন্তর ॥
শিশু সঙ্গে মহারঙ্গে দেখিতে দেখিতে।
চলিল সকলে কেলি কদম্বতলেতে ॥
ধেনুপাল সঙ্গে করি চলিল কাননে।
প্রলম্ব নামেতে দৈত্য ছিল সেই বনে ॥
ধেনুর আকার তাহা ভয়ঙ্কর অতি।
পর্ব্বত প্রমাণ তনু বিকট আকৃতি ॥
ধেনুরূপী দৈত্য সেই মহা বলবান।
কৃষ্ণের নিকটে দুষ্ট আইল তখন ॥
গর্জ্জন করিয়া যায় তথা নন্দসুত।
ভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য আইলেক দ্রুত ॥
বিপরীত শৃঙ্গ তার হয় দরশন।
পর্ব্বতের চূড়া সম বিকট দশন ॥
কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশু বধিবারে যায়।
ভীত যত শিশুগণ কান্দে উভরায় ॥
আশ্বাসিয়া শিশুগণে কহে যদুপতি।
বৃথা কেন কর ভয় বৃথা দুঃখমতি ॥
ত্যজ ভয় শান্ত হও নিবর্ত্ত ক্রন্দন।
এখনি দুষ্টেরে আমি করিব নিধন ॥
দুষ্টের দমন আমি করি ভালমতে।
এত বলি ধরে কৃষ্ণ ধেনুকা শৃঙ্গেতে ॥
পৃষ্ঠেতে ধরিয়া তারে ঊর্দ্ধেতে তুলিল।
শূন্যপথে দৈত্যবরে ঘূর্ণিত করিল ॥
ঘুরাইয়ে সে অসুরে আছাড় মারিল।
অমনি ধেনুকাসুর জীবন ত্যজিল ॥
দরশনে শিশুগণ আনন্দ অপার।
হাসি হাসি কৃষ্ণ পাশে হয় আগুসার ॥
সকলেতে মহানন্দ হইল তখন।
ধেনু সঙ্গে করি যায় অপর কানন ॥
স্বর্গপুরে সুরগণে আনন্দে মাতিল।
অসুরে নিপাত হেরি মহাতুষ্ট হৈল ॥
মজিল আনন্দ রসে যতেক অমর।
বরিষয়ে পুষ্পরাশি কৃষ্ণের উপর ॥
স্বর্গেতে বাজান বাদ্য মনোহর অতি।
হেনকালে পুষ্পরথ আইলেক তথি ॥

১। ইহার আর একটি নাম প্রলম্বাসুর। আর অনেকে বলিয়া থাকেন যে তালবনে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল।

অপূর্ব্ব কাহিনী পরে শুনহ রাজন।
ধরিয়া সুন্দর মূর্ত্তি অমরের গণ ॥
বনমালা সুশোভিত হয় কণ্ঠোপরে।
পরহিত পীতবাস বাঁশী শোভা করে ॥
কিরীট শোভিত শিরে গোপ-বেশধারী।
বসিয়া সে দিব্য রথে সবে সারি সারি ॥
চন্দনে লেপিত অঙ্গ সবে হাস্যানন।
ভাণ্ডীর কাননে আসি দিল দরশন ॥
বকাসুর আদি আর ধেনুকা অসুরে।
রথে তুলি নিল তারা পরম আদরে ॥
দুষ্ট দৈত্যগণ যত সুশোভিত বেশে।
পুষ্পরথে চড়ি যায় সবে স্বর্গবাসে ॥
শ্রীহরি প্রণাম করি গোলোকে চলিল।
ত্যজিয়ে অসুর দেহ মুক্তিপদ পাইল ॥
কৃষ্ণ হস্তে ত্যজি প্রাণ মুক্তিপদ পায়।
কৃষ্ণ অনুচর হ'য়ে কৃষ্ণের কৃপায় ॥
দিব্যরূপে দৈত্যগণ উদ্ধার হইল।
মুক্তিপদ পেয়ে সবে গোলোকেতে গেল ॥
রাজা পরীক্ষিত বলে শুন তপোধন।
কহ দেব দয়া করি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ধেনুকা অসুর পূর্ব্বে কোনজন ছিল।
কি কারণে সেই দৈত্য কৃষ্ণ বৈরী হৈল ॥
দৈত্যকুলে কেন তার জনম হইল।
কহ কেবা তারে হেন অভিশাপ দিল ॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ দয়া করি।
শুনিব তোমার মুখে সুধার লহরী ॥
শুনিয়া এ সব মুনি আনন্দ হৃদয়।
শুকদেব বলে শুন কথা সুধাময় ॥
তোমারে কহিব আমি কথা পুরাতন।
যাহা জানি তাহা তুমি করহ শ্রবণ ॥
গন্ধর্ব্ববাহ নামে এক গন্ধর্ব্ব যে ছিল।
গন্ধমাদনেতে বাস তাহার আছিল ॥
মহাতপা হয় সেই গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
ক্রমেতে হইল তার চারিটি কুমার ॥
বসুদেব নামে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
সুহোত্র নামেতে তার দ্বিতীয় তনয় ॥
তৃতীয় তনয় তার নাম সুদর্শন।
সুপার্শ্বক নাম তার চতুর্থ নন্দন ॥
কৃষ্ণভক্ত হয় তারা ভাই চারিজন।
সদা ভক্তিভাবে পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥
দিবানিশি করে ধ্যান দেব জনার্দ্দনে।
দুর্ব্বাসা মুনির শিষ্য ভাই চারিজনে ॥
শ্রীহরি চরণ পূজে দিয়া শতদল।
পরম বৈষ্ণব তারা ভক্তিতে অটল ॥
পরেতে পুষ্কর তীর্থে যোগে দেয় মন।
তপস্যা করয়ে তারা পূজে জনার্দ্দন ॥
মহাযোগে মন্ত্র সিদ্ধ চারি সহোদর।
মুক্তিপদ পাইল তারা শুন তদন্তর ॥
যোগেতে ত্যজিয়া প্রাণ ভাই চারিজন।
মুক্তিপদ পেয়ে শেষে গোলোকে গমন ॥
শুন মহারাজ পরে অপূর্ব্ব কথন।
চিন্তিল মনেতে তারা ভাই চারিজন ॥
চিত্র-সরোবর (১) হ'তে আনি শতদল।
পূজিব সে শ্রীহরির চরণ-কমল ॥
অসংখ্য আনিব পদ্ম পূজিব চরণ।
এত ভাবি চারিজনে করিল গমন ॥
উপনীত হৈল যথা চিত্র সরোবর।
দেখিল অনেক পদ্ম তাহার ভিতর ॥
পরম হরিষে পুষ্প করিল চয়ন।
লইল অসংখ্য পদ্ম হরিষে মগন ॥
চিত্র সরোবর সেই শঙ্করের হয়।
শিবের কিঙ্কর তারা রক্ষক যে রয় ॥
যখন সে সরোবরে কমল তুলিল।
ভাই কয়জনে তবে তাহারা ধরিল ॥
বন্ধন করিয়া সবে শিবের সদনে।
বলে ধরি ল'য়ে গেল ভাই কয়জনে ॥

১। মহাদেবের সরোবর।

শিবের নিকটে তারা হ'য়ে উপনীত।
ভক্তিতে শঙ্কর পদে হয় প্রণমিত ॥
করযোড়ে কহে তবে কিঙ্করেরগণ।
হরিল অসংখ্য পদ্ম এই কয়জন ॥
বহু পদ্ম কয়জনে তোলে সরোবরে।
এই হেতু আনিলাম প্রভুর গোচরে ॥
মহাদেব কহে এই অসম্ভব হয়।
একলক্ষ রক্ষক যে নিযুক্ত তথায় ॥
পার্ব্বতী কহেন তবে অভিমান ভরে।
লক্ষপদ্মে নিত্য আমি পূজি যে ঈশ্বরে ॥
ত্রৈমাসিক ব্রত আমি ক'রেছি ধারণ।
হেন পদ্ম নষ্ট করে বল কি কারণ ॥
পার্ব্বতীর বাণী শুনি ভীত অতিশয়।
পুটাঞ্জলি চারি ভাই ভয়ে নিবেদয় ॥
গন্ধর্ব্ব তনয় মোরা ভাই কয়জন।
শতদলে পূজিব সে হরির চরণ ॥
বহু পদ্মে পূজিবারে সেই নারায়ণে।
আইলাম হেথা মোরা পদ্মের কারণে ॥
শঙ্করী রক্ষিত ফুল মোরা নাহি জানি।
সেই হেতু এই পদ্ম তুলে মোরা আনি ॥
অতএব মহামতি করি নিবেদন।
লহ ফুল আমাদের করহ মোচন ॥
নিত্য পূজি হরিপদ ভক্তিযোগ করি।
সাক্ষাতে পূজিব আজি শঙ্কর শঙ্করী ॥
তব পদ ওহে দেব করিব পূজন।
হরিহর এক আত্মা জানে সর্ব্বজন ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর একমাত্র হয়।
নাহিক দ্বিতীয় মাত্র জেনেছি নিশ্চয় ॥
এক আত্মা দুইজন হরি মহেশ্বর।
নাম মাত্র ভিন্ন হয় ব্যাপ্ত চরাচর ॥
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীহরি চরণ।
নবীন কিশোর রূপ জ্যোতি প্রকাশন ॥
দ্বিভুজ মুরলী-ধারী দেব পীতাম্বর।
একানন যুগ্ম আঁখি পরম সুন্দর ॥
রতনে ভূষিত অঙ্গ বনমালা গলে।
কত শোভে শিখিপুচ্ছ মস্তক মণ্ডলে ॥
শোভে বক্ষঃ মণিময় বিবিধ রতনে।
পারিজাত পুষ্প হারে বক্ষ সুশোভনে ॥
কিবা সে রূপের ছটা শত দিনকর।
সমুজ্জ্বল করে শোভা শ্যাম কলেবর ॥
আনন্দে মোহিত সবে রূপের কিরণে।
গোপিকা জীবন হরি ব্রজগোপী সনে ॥
রাধিকা হৃদয় শোভা করে অনুক্ষণ।
সদা গোপিকারা হেরে সে রূপ মোহন ॥
দেবগণ সদা ধ্যান করে সেই ধনে।
পূর্ণব্রহ্ম আত্মারাম প্রভু জনার্দ্দনে ॥
মহাদেব সন্নিধানে কহে কয় ভাই।
জগতে দ্বিতীয় ব্রহ্ম আর কেহ নাই ॥
শ্রবণেতে মহাতুষ্ট হইল শঙ্কর।
হরিগুণ শ্রবণেতে হরিষ অন্তর ॥
গন্ধর্ব্বগণের প্রতি প্রসন্ন হইল।
বৈষ্ণব প্রধান বলি তাদের জানিল ॥
মহাদেব হর্ষমনে কহে চারিজন।
পরম বৈষ্ণব তোরা জানিনু এক্ষণ ॥
বিষ্ণু প্রতি আছে ভক্তি জানিলাম মনে।
তোমাদের দেখি তুষ্ট হইনু এক্ষণে ॥
পরম পবিত্র হয় বিষ্ণুভক্ত জন।
মম মনোবাঞ্ছা ভক্ত করিতে দর্শন ॥
ভক্তজনে দরশনে পূত সর্ব্ব প্রাণী।
মহাপ্রিয়া ভক্তজন জানিবা শিবাণী ॥
নিজ সুত জিনি প্রিয় হরিভক্ত জন।
জগতে দুর্ল্লভ হয় সাধু দরশন ॥
মম মনোবাঞ্ছা সদা থাকি ভক্তসনে।
ভক্তাশ্রিত হই আমি সদা ভাবি মনে ॥
আর শুন যেই নরে কৃষ্ণের পূজন।
তারে সদা বাঞ্ছা মোর ভক্তের কারণ ॥
সেই হেতু আমা হ'তে দণ্ড নাহি পাবে।
শঙ্করী দিবেন কিছু শাস্তি তোমা সবে ॥

শুন ভক্তগণ কিছু প্রতিজ্ঞা আমার।
কহি সেই কথা আজ আমি পূর্ব্বাপর ॥
চিত্রসরোবরে পুষ্প যে জন হরিবে।
প্রতিজ্ঞা কারণ দৈত্যবংশে জন্ম লবে ॥
কিন্তু কৃষ্ণভক্ত জনে দণ্ডবিধি নয়।
দৈব হেতু কিছু দণ্ড হইবে নিশ্চয় ॥
অসুর যোনিতে সবে জনম লভিবে।
বৃন্দারণ্যে সর্ব্বদা সে কৃষ্ণেরে হেরিবে ॥
পরে কৃষ্ণ হস্তে সেই হইবে নিধন।
মুক্তিপদ পাবে যাবে গোলোক ভুবন ॥
অন্যথা না হবে কভু আমার বচন।
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ॥
সেই হেতু কৃষ্ণ হস্তে বিনাশ হইল।
পুষ্পরথে চড়ি তাই গোলোকেতে গেল
হইয়ে পুরুষাকার রূপ মনোহর।
দাসত্ব করয়ে গিয়া গোলোকনগর ॥
হইল দানব মোক্ষ ওহে নরেশ্বর।
ভাগবত কথা হয় সুধার ভাণ্ডার ॥

ইতি ধেনুকাসুর মোক্ষণ কথা সমাপ্ত।

অথ অঘাসুর বধ কথা।

শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিত।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা হ'য়ে হরষিত ॥
শ্রবণে পবিত্র কথা বর্ষে যেন সুধা।
হরিকথা শুনে যেই যায় ভবক্ষুধা ॥
পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কথন।
শিশু সঙ্গে কৃষ্ণ করে গোঠে আচরণ ॥
প্রভাতে উঠিয়া হরি শ্রীনন্দনন্দন।
বলরাম সঙ্গে আর ব্রজ শিশুগণ ॥
ধেনু বৎস ল'য়ে সবে চলিল বনেতে।
ব্রজের বালক যায় নাচিতে নাচিতে ॥
নবলক্ষ ধেনু সঙ্গে চলে সবে রঙ্গে।
কার' হাতে বেণু শিঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ॥
বনেতে প্রবেশ করি আনন্দিত মন।
খেলিতে লাগিল তবে যত শিশুগণ ॥
নানা ফুল তুলি কেহ ভালেতে পরিল।
কেহ বা ফুলের চূড়া মাথায় বাঁধিল ॥
কেহ বা গাঁথিয়ে হার পরয়ে গলায়।
পত্রছত্র মাথে কেহ নাচিয়া বেড়ায় ॥
কেহ বা উঠিয়া গাছে লম্ফ দিয়া পড়ে।
কেহ বা তাড়ায় কারে যায় উভরড়ে ॥
কেহ মিষ্ট ফল পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
কোন শিশু কাড়ি লয় প্রফুল্ল বদন ॥
কোন শিশু বলে মোরে ধরিতে কে পারে।
এত কহি কোন শিশু যায় বহুদূরে ॥
আর শিশু পাছু পাছু দ্রুতপদে ধায়।
এইরূপে যত শিশু খেলে কত তায় ॥
কেহ বলে এই আমি ছুঁইলাম তোরে।
দেখ দেখি কেবা আজ পারে ধরিবারে ॥
কেহ বা বৃক্ষের ডালে বসি কুতূহলে।
বাজায় মধুর বীণা শুনে মন ভুলে ॥
কেহ বা বৎসের সহ হ'য়ে বৎস প্রায়।
হামাগুড়ি দিয়া সব ধীরে ধীরে যায় ॥
কেহ বা পুষ্পের বনে আনন্দে বসিয়ে।
ভ্রমরের রব করে ঝঙ্কার করিয়ে ॥
কোকিলের মত কেহ করে কুহুরব।
ময়ূরের সহ নৃত্যে আনন্দিত সব ॥
শাখি শাখা ধরি কেহ দোলে অবিরত।
সুমধুর স্বরে গীত গায় সুললিত ॥
কেহ ছায়া সঙ্গে ধায় মরাল গমনে।
হংস মাঝে যায় কেহ হরষিত মনে ॥
সরোবরে গিয়া কেহ করে সন্তরণ।
বকের সহিত কেহ করয়ে গমন ॥
কেহ বা মৃণাল তুলি করিছে ভক্ষণ।
কাড়ি ল'য়ে কোন শিশু পলায় তখন ॥
কেহ বা গাছের শাখা আকর্ষণ করি।
কেহ বা তুলিছে বানরের লেজ ধরি ॥

বানরের সহ কেহ ধায় বৃক্ষোপরে।
শয়ন করয়ে কেহ পত্রশয্যা করে॥
কেহ বা গাছের ডালে করিয়া শয়ন।
কেহ কারে ধাক্কা মারি করে পলায়ন॥
কোন শিশু ভেক সঙ্গে নেচে নেচে যায়।
কেহ তার পিছে পিছে করতালি দেয়॥
এইরূপে কৃষ্ণসহ ব্রজশিশুগণ।
বনেতে বিহরে সবে আনন্দিত মন॥
কি কব ভাগ্যের কথা ব্রজশিশুগণে।
ব্রজেতে করয়ে খেলা শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
রাখালগণের দেখ কত পুণ্যফল।
বিহরে কৃষ্ণের সঙ্গে হ'য়ে কুতূহল॥
কত কোটী কল্প যুগ করিয়ে স্তবন।
যোগী ঋষি নাহি পায় কৃষ্ণ দরশন॥
হেন কৃষ্ণসহ সদা গোপের নন্দন।
বৃন্দারণ্য মাঝে ক্রীড়া করে সর্ব্বক্ষণ॥
হেনরূপ বৃন্দাবনে যত শিশুগণ।
কত মত খেলা করি করে গোচারণ॥
হেনকালে অঘাসুর আইল তথায়।
কংসের প্রেরিত দৈত্য ভয়ঙ্কর কায়॥
কৃষ্ণসহ শিশুগণ ক্রীড়া করে যত।
দরশনে দৈত্যবর আনন্দিত তত॥
মারিব সকলে আজ মনেতে ভাবিল।
বিনাশিতে রিপু কৃষ্ণ উপায় সৃজিল॥
মম ডরে কাঁপে স্বর্গে যত দেবগণ।
মম ভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যে সকল কম্পন॥
মম ভ্রাতা বকাসুরে বিনাশ করিল।
পুতনা ভগিনী বধে বড় দুঃখ দিল॥
সেই সব দুঃখ আজি হবে নিবারণ।
নাশিব কৃষ্ণেরে এবে সহ শিশুগণ॥
নাশিয়া পরম অরি তর্পণ করিব।
সকল মনের ক্ষোভ আজ মিটাইব॥
ইহারে বধিলে তবে যত গোপগণ।
বৃন্দাবন-বাসী সব হইবে নিধন॥
শোকে গোপ গোপী সব জীবন ত্যজিবে।
অঘাসুর হ'তে আজ সব ধ্বংস হবে॥
গোধন সহিত মারি যত শিশুগণ।
নিষ্কণ্টক হবে তবে যত দৈত্যগণ॥
হেন চিন্তা করি মনে দুষ্ট দৈত্যবর।
হইল বিষম দেহ সর্প কলেবর॥
মহা ভয়ঙ্কর রূপ হয় সেইক্ষণ।
যোজন প্রমাণ বাড়ে বিকট বদন॥
গিরি গুহা সম দেখি মুখ ভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়ায় যত বৃক্ষাদি পাথর॥
কৃষ্ণের গমন পথে বিকাশি বদন।
রহিলেক পথ রোধি দুরন্ত তখন॥
কৃষ্ণসহ ব্রজশিশু গিলিবারে মনে।
রহিল দুরন্ত দৈত্য বিকাশি বদনে॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি রহে।
গিরিচুড়া দন্তে যেন শুভ্র দৃশ্য তাহে॥
সাগর গহ্বর সম মুখের বিস্তার।
অন্ধকূপ সম তাহা হয় অন্ধকার॥
লক্ লক্ করে জিহ্বা অতি ভয়ঙ্কর।
অনলের শিখা মত নিশ্বাস প্রখর॥
ব্রজ-শিশুগণ তাহা করি দরশন।
কহে সবে হেরি একি অপূর্ব্ব ঘটন॥
কোন শিশু বলে ভাই একি বিপরীত।
ভয়ঙ্কর সর্প এক দেখি পুরোস্থিত॥
এখনি খাইবে ভাই আমা সবাকারে।
মুখ মেলিয়াছে ঐ দেখ গিলিবারে॥
ঐ দেখ ভয়ানক দন্ত প্রকাশিল।
গিরিচুড়া সম যেন সারি বিস্তারিল॥
পথরোধ করি এবে করিছে গর্জ্জন।
এইক্ষণে সবাকারে করিবে ভক্ষণ॥
প্রলয় পবন সম বহিছে নিশ্বাস।
প্রখর অনল যথা দেখে লাগে ত্রাস॥
আর শিশু বলে ভাই উহারে কি ভয়।
বকের মতন বেটা মরিবে নিশ্চয়॥

আর শিশু বলে চল এই পথে যাই।
কেহ বলে কোথা ওরে প্রাণের কানাই
এত কহি হাসি হাসি দিয়া করতালি।
সর্প মুখে শিশুগণ যায় সবে চলি ॥
পশ্চাতে থাকিয়া কৃষ্ণ করে দরশন।
শিশুগণ সর্পমুখে করিল গমন ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান সকলি জানিল।
দৈত্য আসি সর্পরূপে সবে গরাসিল ॥
এখন কিরূপে করি মোচন সবারে।
ধেনু বৎস শিশুগণ মুখের ভিতরে ॥
মুদিত না করে সর্প মুখ যতক্ষণ।
ততক্ষণ ইহাদের রহিবে জীবন ॥
মুখ বিস্তারিয়া আছে আমার কারণ।
আমি প্রবেশিলে সর্প মুদিবে বদন ॥
শিশু বৎস সবে আজ কিরূপে রক্ষিব।
কিরূপে সে দুষ্ট দৈত্যে বিনাশ করিব ॥
এইরূপে মনে মনে চিন্তি চিন্তামণি।
সর্পের মুখেতে কৃষ্ণ প্রবেশে তখনি ॥
মুখ মধ্যে প্রবেশিল শ্রীহরি যখন।
অমনি সে দুষ্ট দৈত্য মুদিল বদন ॥
স্বর্গেতে দেবতাগণ করি দরশন।
হাহাকার শব্দে সবে করিল ক্রন্দন ॥
কংসচর দৈত্যগণ নিকটেতে ছিল।
তাহা দরশনে সবে সানন্দ হইল ॥
মনে ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইল এবার।
দৈত্যবংশ অরি আজ হইল সংহার ॥
মহানন্দে নৃত্য করে যত দৈত্যগণ।
হাসি হাসি বলে হ'লো স্বকার্য্য সাধন ॥
শোকান্বিত দেবগণ করে হায় হায়।
দৈত্যেরে মারিতে হরি সৃজিল উপায় ॥
বিনাশিতে দৈত্যবরে দেব জনার্দ্দন।
করিলেন নিজ দেহ স্বেচ্ছায় বর্দ্ধন ॥
যত বাড়ে কৃষ্ণ দেহ বাড়ে সর্প কায়।
হইল বিরাট মূর্ত্তি দেব যদুরায় ॥
মহাকায় যদুরায় হইল তখন।
ফাঁপরে পড়িল দৈত্য ভাবে মনে মন ॥
উগারিতে মনে করে তাহা নাহি পারে।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে ছটফট করে ॥
নাসাপথ বদ্ধ তাহে নিশ্বাস না বহে।
আছাড় আপন দেহ স্থির নেত্রে রহে ॥
বায়ুপথ বদ্ধ হ'য়ে আসন্ন হইল।
মস্তক হইল চূর্ণ জীবন ত্যজিল ॥
রুধির বহিল মুখে ছটফট করে।
বাহির হইল কৃষ্ণ মাথা কাটি পরে ॥
সেই পথে বাহিরায় ব্রজ শিশু যত।
বৎসগণ সেই পথে হয় বহির্গত ॥
পদ্ম হস্ত বুলাইয়ে শ্রীহরি তখন।
বৎস আদি শিশুগণে দিলেন জীবন ॥
পরে কৃষ্ণ শিশু সঙ্গে বৃক্ষের তলায়।
শান্তি হেতু বসিলেন সকলে ছায়ায় ॥
হেনকালে দিব্য তেজে শুদ্ধ সত্ত্বময়।
আসিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে তখনি মিলায় ॥
দৈত্যবর মুক্ত হয় জানি দেবগণ।
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
শূন্যে থাকি কৃষ্ণে স্তব অনেক করিল।
সাদরে সে হরিপদ পূজিতে লাগিল ॥
নৃত্য গীত করে কত অপ্সরা কিন্নরী।
দেবগণ স্তব করে করযোড় করি ॥
নমস্তে জগতপতি জগত আধার।
নমঃ বিশ্বরূপ হরি সংসারের সার ॥
নমঃ নমঃ নারায়ণ রাধিকা-রমণ।
নমস্তে মুরলীধারী গোপিকা-মোহন ॥
দেবগণ স্তুতি বাণী শুনি সৃষ্টিপতি।
হংস যানে সেইস্থানে আসি শীঘ্রগতি ॥
করযোড়ে স্তুতি করে সৃষ্টির ঈশ্বর।
পরে যথাস্থানে সবে চলিল সত্বর ॥
শুকদেব কহে শুন কুরুকুলেশ্বর।
রহিল তথায় পড়ি সর্প কলেবর ॥

শুষ্কচর্ম্ম মাত্র তথা পড়িয়া রহিল।
ব্রজবাসিগণে দেখি বিস্ময় মানিল॥
পরে ব্রজ শিশুগণে কৃষ্ণ ল'য়ে সঙ্গে।
ধেনু বৎস আদি সহ ঘরে আসে রঙ্গে॥
গৃহে আসি পূর্ব্বাপর সকলি কহিল।
শুনি তাহা গোপগণ বিস্ময় মানিল॥
কেহ বলে নন্দপুত্র মানব না হয়।
পূর্ণব্রহ্ম বলি কেহ তারে প্রশংসয়॥
কেহ বলে পরম পুরুষ পরাৎপর।
নতুবা কে পারে দৈত্য করিতে সংহার॥
মায়াতে মানবরূপ ধরি নারায়ণ।
অনায়াসে দৈত্যকুল করিছে মোচন॥
পাইল পরমগতি দুষ্ট দৈত্যবর।
পবিত্র হইল সবে স্পর্শি যোগেশ্বর॥
অঘাসুরে হরি তবে দিলা মুক্তিদান।
অরিরূপে তবু সেই পায় হরিস্থান॥
শত্রুভাবে আসি দৈত্য করিল হিংসন।
আপনি শ্রীহরি তারে করেন মোচন॥
যেই জন এক মনে ভাবে নারায়ণ।
চরণে পরম পদ পায় সেইজন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অঘাসুর মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্ম-মোক্ষণ।

শুকদেব মহামুনি, কহে শুন নৃপমণি,
হরিকথা জগতের সার।
তুমি সাধু নররায়, শুন কহি সমুদায়,
হরিকথা সুধার ভাণ্ডার॥
সারগ্রাহী যেইজন, শুদ্ধ হয় তার মন,
হরিকথা করয়ে শ্রবণ।
শুন কহি নৃপরায়, হরি লীলা সুধাময়,
সাবধানে করি নিবেদন॥
একদিন সখা সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে,
সঙ্গে ল'য়ে ধেনু বৎস যত।
যমুনা পুলিনে হরি, যায় সবে রঙ্গ করি,
মনসাধে খেলে অবিরত॥
যত ব্রজ শিশুগণে, কহে হরি সযতনে,
শুন ভাই আমার বচন।
এই মনোহর স্থানে, খেলি আজ হৃষ্টমনে,
আজ নাহি যাব অন্য বন॥
দেখ ভাই শোভা যত, শতদল ফুল্ল কত,
মকরন্দ গন্ধে অলি ধায়।
ফুল ফুটে কত শত, গন্ধ বহে অবিরত,
সদাগতি মৃদুগতি তায়॥
ডাকিছে কোকিলকুল, হৃদয় করে আকুল,
অলিকুল করিছে ঝঙ্কার।
এই স্থানে সবে মিলি, এস আজ করি কেলি,
হেথা আজ করিব বিহার॥
তবে যত শিশুগণ, হ'য়ে অতি হৃষ্ট মন,
করে খেলা আনন্দে অপার।
গাভীগণ হর্ষ মনে, সবে ধায় বন পানে,
নব দূর্ব্বা খায় অনিবার॥
শিশুসহ বৃক্ষমূলে, হরি খেলে নানা ছলে,
মহানন্দে সবে গীত গায়।
কেহ উঠি বৃক্ষোপরে, কেহ ধায় স্থানান্তরে,
পত্রছত্র কাহার মাথায়॥
কেহ পত্র সঞ্চালন, কেহ বা গাভী দোহন,
কেহ গাভী দুগ্ধ পান করে।
এখানে আনন্দ মনে, খেলে যত শিশুগণে,
হয় ক্লান্ত দিবাকর করে॥
সবে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বৃক্ষমূলে বসে গিয়ে,
কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বনফুল ল'য়ে, গাঁথে হার হৃষ্ট হ'য়ে,
কেহ বসি মিষ্ট গান গায়॥
কেহ উঠি বৃক্ষডালে, আনন্দ অন্তরে দোলে,
এইরূপে খেলে শিশুগণ।
শুন তবে নৃপবর, হরিকথা মনোহর,
শ্রবণেতে বিপদ ভঞ্জন॥

কৃষ্ণ তথা সখাগণে, কহে অতি সযতনে,
শুন সবে বচন আমার।
ক্রীড়ারসে ক্লান্ত অতি, তাহে খর দিনপতি,
আজ খেলা না খেলিব আর॥
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, এস মিলি এক স্থান,
সবে মিলি করিব ভোজন।
কৃষ্ণবাণী শুনি কাণে, সবে আনন্দিত মনে,
এক স্থানে মিলি সর্ব্বজন॥
সকলে পরম রঙ্গে, কৃষ্ণেরে করিয়ে সঙ্গে,
বসে সবে ভোজন কারণ।
মধ্যেতে আপনি হরি, শিশুগণে সঙ্গে করি,
বলে হরি প্রফুল্ল বদন॥
তারা ঘেরি চাঁদ যথা, শিশু বেড়ি কৃষ্ণ তথা,
কিবা দৃশ্য হইল বনেতে।
ভুবনমোহন শোভা, নীলকান্তমণি আভা,
বাল্যলীলা অপূর্ব্ব শুনিতে॥
বনমাঝে শিশুগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
হরিসহ ভোজনে বসিল।
কেহ পুষ্পদল লয়, কেহ বা পত্র বিছায়,
কেহ ভূমে অঞ্চল পাতিল॥
হেনমতে শিশুগণ, সুখে করয়ে ভোজন,
খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করে।
খেয়ে মিষ্ট লাগে যাহা, কৃষ্ণমুখে দেয় তাহা,
কৃষ্ণ হাসি ধরেন অধরে॥
কেহ বলে কানু ভাই, হেন দ্রব্য খাই নাই,
কিবা এর মিষ্ট আস্বাদন।
উচ্ছিষ্ট করেছি আগে, দিতে নারি তব আগে,
কিরূপেতে করিব ভোজন॥
দুঃখ বড় হয় চিতে, পাসরিনু তোরে দিতে,
ওরে কানু কি ক'রে বলিব।
শ্রবণে তাহার বোল, কৃষ্ণ হ'য়ে উতরোল,
কহে ফল আনহ দেখিব॥
দেখিবার ছলে হরি, এঁটো ফল লয় কাড়ি,
হাসি হাসি অধরে ধরিল।

এইরূপে সখা সঙ্গে, কাননে পরম রঙ্গে,
মহানন্দে ভোজন করিল॥
বাল্যলীলা বনমালী, করে কত কুতূহলী,
নৃত্য করে আনন্দে মগন।
হেনমতে জনার্দ্দন, সঙ্গে গোপ-শিশুগণ,
বনমাঝে করয়ে ভোজন॥
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ দুই হাতে খায়,
কেবা কত করে পরিহাস।
শূন্যেতে দেবতাগণ, করে সবে নিরীক্ষণ,
কিবা রঙ্গ করে শ্রীনিবাস॥
মহানন্দে মাতি তবে, ভোজন করিছে সবে,
দেবগণ বিস্ময় তখন।
গোপ রসে যজ্ঞেশ্বর, হ'য়ে আনন্দ অন্তর,
কৌতুকেতে করেন ভোজন॥
এইরূপে শিশুগণ, আনন্দে মাতি তখন,
কৃষ্ণ প্রেমে আছে অন্যমন।
তৃণ লোভে ধেনু যত, সবে দূর বনে গত,
শিশু সবে করে দরশন॥
তবে ব্রজশিশু যত, সকলেতে হ'য়ে ভীত,
কৃষ্ণ প্রতি সকাতরে কন।
ধেনুবৎস হেথা নাই, কোথা গেল কহ ভাই,
ভোজনেতে সবে অন্য মন॥
ধেনুবৎস কোথা গেল, অন্বেষিয়া আনি চল,
আর নাহি করিব ভোজন।
তবে যত শিশুগণে, কৃষ্ণ কহে সযতনে,
ভোজনে বিরাম কি কারণ॥
সুখে সবে খাও ভাই, আমি অন্বেষণে যাই,
ধেনুবৎস আনিব সকল।
এত কহি ভগবান, ধেনু দেখিবারে যান,
দূর বনে প্রবেশ করিল॥
অন্নগ্রাস হাতে করি, ভ্রমিয়া বেড়ান হরি,
বনে বনে খুঁজিতে লাগিল॥
বনমাঝে বেণু রবে, ডাকিতেছে ধেনু সবে,
শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা ভার।

পরে শুনহ রাজন, কথা অতি পুরাতন,
শ্রবণেতে জ্ঞানের সঞ্চার ॥
হেথা ব্রহ্মা মনে মন, ভাবে সেই জনার্দ্দন,
মর্ত্ত্যে এলো গোলোক হইতে।
অনাথের নাথ হরি, মর্ত্ত্যে আসি অবতরি,
ইহা মনে লাগিল চিন্তিতে ॥
ব্রজে আসি জনার্দ্দন, করে লীলা অনুক্ষণ,
আজি তার কারণ জানিব।
এইরূপে ভাবি মনে, যত শিশু বৎসগণে,
ল'য়ে সবে লুকায়ে রাখিব ॥
মনেতে করিল সার, অনাদি যে নির্ব্বিকার,
কি প্রকারে হয় অধিষ্ঠান।
যিনি সর্ব্ব মায়াময়, সকল জীবেতে আশ্রয়,
অনাদি সে বিশ্ব নিরূপণ ॥
মনে চিন্তি সৃষ্টিপতি, ধেনুবৎস ল'য়ে তথি,
লুকাইয়া রাখিল গোপনে।
ব্রজের রাখাল যত, গোপনেতে ব্রহ্মাহত,
ল'য়ে গেল আপনি যতনে ॥
মনেতে জানিল হরি, ব্রহ্মা সবে করে চুরি,
মনে মনে ঈষৎ হাসিল।
মায়াময় নিত্যানন্দ, নিজে হয় বালবৃন্দ,
পূর্ব্বমত সকলি সৃজিল ॥
ধেনু আদি বৎস যত, গোপশিশু আদি যত,
করে হরি সৃজন মায়াতে।
সৃষ্টি যোগমায়া হ'তে, করে হরি হরষিতে,
ক্রীড়া করে বালক সহিতে ॥
এইরূপে সে কাননে, ল'য়ে যত শিশুগণে,
শ্রীহরি যে খেলে নানা রঙ্গে।
দিবা অবসান কালে, গৃহেতে সকলে চলে,
ধেনু আদি রাখালের সঙ্গে ॥
পরদিন প্রভাতেতে,গোপ আদি বৎস সাথে,
ল'য়ে হরি চলে কাননেতে।
এরূপ আনন্দ মনে, খেলে হরি শিশুসনে,
নিত্য যায় গোধন চরাতে ॥
নিত্য ব্রহ্মা হরি লয়, ধেনু আদি শিশুচয়,
হেনমতে এক বর্ষ গত।
নিত্য লয় নিত্য হয়, মনে হয় সবিস্ময়,
চতুর্ম্মুখ হইল লজ্জিত ॥
বিধাতা হরেন যত, ধেনু বৎস হয় তত,
তাহে ঊন নহে কিছুমাত্র।
দেখি ব্রহ্মা মনে মন, লজ্জিত হ'য়ে তখন,
আগমন কৃষ্ণ আছে যত্র ॥
ভাগবত কথা সার, শ্রবণে পাপী উদ্ধার,
পাপীগণ মোক্ষ পদ পায়।
যেইজন একমনে, হরিকথা শোনে কাণে,
সেইজন স্বর্গবাসে যায় ॥
শুকদেব কহে শুন অদ্ভুত কথন।
সৃষ্টিপতি ভীতমতি হইল তখন ॥
হেনমতে গাভী শিশু নিত্য চুরি করে।
নিত্য নিত্য পূর্ব্বমত নয়নেতে হেরে ॥
তাহে চতুর্ম্মুখ অতি লজ্জাযুক্ত হৈল।
শ্রীহরি নিকটে ব্রহ্মা তখনি চলিল ॥
ভাণ্ডারী কানন মাঝে যথা জনার্দ্দন।
ক্রীড়া করে যথা হরি ল'য়ে শিশুগণ ॥
গোপ-শিশু ল'য়ে কৃষ্ণ খেলে অবিরত।
লজ্জিত হইয়া বিধি তথা উপনীত ॥
দেখিলেন বটমূলে রাধিকা-রমণ।
যেন পূর্ণিমার শশী ঘেরা তারাগণ ॥
কত যে তাহার শোভা হেরে মন হরে।
পরিহিত পীতবাস কত শোভা ধরে ॥
রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল।
কিবা কান্তি হয় তার কতই উজ্জ্বল ॥
বনমালা শোভে তার কণ্ঠদেশে দোলে।
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষঃ আভা সমুজ্জ্বলে ॥
বিনায়ে বিনোদ বেণী চূড়ার বন্ধন।
মনোহর শিখিপুচ্ছ করিছে শোভন ॥
তাহে গুঞ্জমালা ঘেরা কতই সুন্দর।
কিবা সে সুন্দর মুখ কিবা ওষ্ঠাধর ॥

নবীন নীরদ কান্তি শ্যাম কলেবর।
উজ্জ্বল অঙ্গেতে আভা যেন প্রভাকর ॥
রতন নূপুর পায়ে বসি বটমূলে।
চিত্র পুত্তলীর সম বিধাতা নেহালে ॥
করেতে মোহন বাঁশী করে দরশন।
আনন্দ সলিলে ব্রহ্মা হইল মগন ॥
গোলোকেতে যেই রূপ দরশন করে।
যেইরূপ নিরবধি ভাবয়ে অন্তরে ॥
সেইরূপে বটমূলে দেখে জনার্দ্দনে।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম স্থির দরশনে ॥
মনে মনে তবে ব্রহ্মা আনন্দিত হৈল।
চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দরশন কৈল ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি করে দরশন।
সেই দিকে কৃষ্ণময় নীরদ-বরণ ॥
ধেনু আদি গোপ-শিশু সহ নারায়ণ।
বৃক্ষলতা আদি করি সকল কানন ॥
দরশনে মনে মনে বিস্ময় মানিল।
আনন্দ সাগরে বিধি অমনি ডুবিল ॥
পরম সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তাহা দরশনে।
সকানন কৃষ্ণময় দেখে শিশুগণে ॥
জনার্দ্দনে দেখি ব্রহ্মা আশ্চর্য্য মানিল।
অন্তরে বিস্ময় হ'য়ে যোগেতে বসিল ॥
প্রাণ বায়ু রুদ্ধ করি করে যোগাসন।
কুম্ভক করিল বিধি যোগের কারণ ॥
পুটাঞ্জলি হ'য়ে তথা পুলক অন্তরে।
আনন্দেতে বিধি নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে ॥
যোগাসনে নারায়ণে করেন পূজন।
অন্তরেতে প্রভাময় করে দরশন ॥
নবীন নীরদ কান্তি বিশ্ব বিমোহন।
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার ত্রিলোকপাবন ॥
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপী রূপ মনোহর।
সকলের জীব তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥
এইরূপ বিধি কত করিল স্তবন।
কৃতাঞ্জলি বিনয়েতে কহিল তখন ॥
যোগাসনে এক মনে ধ্যানেতে তৎপর।
কত স্তুতি নতি করে সৃষ্টির ঈশ্বর ॥
সর্ব্বরূপ বিশ্বরূপ অনাদি আধার।
হরি ক্ষয়কারী হরি বিশ্ব মূলাধার ॥
মহাকায় যদুরায় দেব সনাতন।
দেবপ্রতি সর্ব্বগতি অসুর ঘাতন ॥
পরম ঈশ্বর হরি বাক্য অগোচর।
বহুরূপা সর্ব্বেশ্বর পুরুষ প্রবর ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর সর্ব্ব শক্তিময়।
পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর সর্ব্ব গুণাশ্রয় ॥
কৃপানিধি জগদীশ জগত-জীবন।
দয়াময় তবাশ্রয় অধম তারণ ॥
নমস্তে সবার পূজ্য নমঃ নারায়ণ।
নবঘন জিনি তব রূপের কিরণ ॥
অধম জনার গতি ওহে কৃপাময়।
তব পদ-কোকনদ অধম আশ্রয় ॥
সৃষ্টির কারণ প্রভু আমারে সৃজিলে।
মোহিনী মায়ায় নাথ আমায় ভুলালে ॥
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত জীবন।
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন ॥
আমি না জানিনু দেব মাহাত্ম্য তোমার।
গোপগোপী জানিয়াছে তুমি সারাৎসার ॥
বুঝিতে না পারে তত্ত্ব যত যোগিগণ।
ভক্তি বিনে নাহি পায় পরমেশ ধন ॥
দিব্য জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মা আপনি ভৎ'সিল।
ভক্তিযোগে বিধি তবে স্তবন করিল ॥
জ্ঞানযোগ ছাড়ি তবে যত সাধুজন।
ভক্তিযোগে ভাবে সেই পুরুষরতন ॥
যেই ভক্তি করে হরি গৃহেতে বসিয়ে।
তব নাম শোনে সদা শুদ্ধমন হ'য়ে ॥
তব কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
সাধু মুখে তব গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥
গৃহবাসী সাধু যেই সেই মহাশয়।
সেইজন পায় তোমা ইহা সুনিশ্চয় ॥

তোমার কারণ তার জীবন ধারণ।
জগতে অজেয় হরি পরম কারণ॥
ভক্তিপথ পরিহরি যেই মূঢ়-নর।
জ্ঞানযোগ হেতু করে ক্লেশ বহুতর॥
তাহাদের ক্লেশ সার জানিবে নিশ্চয়।
ক্লেশ বিনা আর কিছু লক্ষ্য নাহি হয়॥
বীজ হীন শস্য যথা আবাদ করিলে।
তাহাতে বিফল শ্রম শস্য নাহি মিলে॥
সেইমত ভক্তি বিনে জ্ঞানে কিবা ফল।
শ্রম মাত্র সার তাহে সকলি বিফল॥
যোগিগণ যোগে রত হইত যখন।
সর্ব্ব কর্ম্ম তব পদে করিত অর্পণ॥
সাধু সঙ্গ বিনে কারো সঙ্গ না করিত।
পাইত পরম গতি যোগিগণ যত॥
অতএব মোরে দয়া কর নারায়ণ।
দয়াময় দয়া করি দেহ শ্রীচরণ॥
পবিত্র বিশুদ্ধ আত্মা মুনিগণ যত।
তোমার ভাবনা তারা ভাবেন নিয়ত॥
যোগিগণ সর্ব্বক্ষণ ছাড়িয়া সংসার।
অন্তরে সতত ভাবে রূপ নিরাকার॥
অপরূপ রূপ লোক হিতের কারণ।
লোকস্থিতি হেতু রূপ করহ ধারণ॥
সাকারে তোমার গুণ বর্ণনে না যায়।
তব গুণ বর্ণিবারে কার সাধ্য হয়॥
তব গুণ সীমা নাথ কে বলিতে পারে।
যে জন পৃথিবী রেণু পারে গণিবারে॥
আকাশের তারা যদি গণে কোনজন।
কেহ যদি যুগকল্প করে নির্দ্ধারণ॥
অনন্ত সহস্রমুখে করিলে কীর্ত্তন।
তথাপি তোমার গুণ না হয় বর্ণন॥
পরম পাতকী নাথ হয় যেইজন।
তব অনুকম্পা বিনা না হয় তারণ॥
তব নাম এক মনে জপে অনিবার।
আশা কত দিনে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার॥
হেন আশা করি হরি যে ভাবে তোমারে।
অনায়াসে শ্রেষ্ঠ গতি দাও তুমি তারে॥
কি কার্য্য করিনু নাথ মায়ার কারণ।
আমিই তাহাতে মুগ্ধ হইনু এখন॥
তুমি সর্ব্ব মায়াময় মায়ার আধার।
তোমার উপর মম মায়ার বিস্তার॥
মায়াধীন তব মায়া অতীব ভীষণ।
যেমন সকলে দহে সদা হুতাশন॥
কিন্তু অগ্নি নিজে কভু পুড়িয়া না যায়।
সেইমত তব মায়া জ্ঞানীগণ গায়॥
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু নারায়ণ।
অধীনেরে দেহ নাথ অভয় চরণ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি।
ক্ষম মম দোষ এবে ভবের কাণ্ডারী॥
আমি সৃষ্টি কর্ত্তা মনে এই অভিমান।
তোমা পরীক্ষিতে আজি পাইলাম জ্ঞান॥
অতএব হে মাধব ক্ষম দোষ যত।
নিজ গুণে এ অধীনে কর অনুগত।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়॥
আমি কেবা তাহা তুমি জান দয়াময়॥
জগতের পিতা তুমি আমি কোনজন।
তোমার মায়াতে সৃষ্টি বিশ্ব অগণন॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হরি তোমার শরীরে।
কার সাধ্য বল কেবা সংখ্যা তার করে॥
সপ্ত দ্বীপ ১ সপ্ত স্বর্গ ২ সপ্ত রসাতল ৩।
এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রহে এ সকল॥
অহঙ্কার জন্মে দেব ব্রহ্মাণ্ড হইতে।
অহঙ্কার হ'তে জন্ম পঞ্চ মহাভূতে॥

১। জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, শাক, ক্রৌঞ্চ, পুষ্কর, শাল্মলী এই সপ্ত দ্বীপ।

২। ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য।

৩। তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল।

একটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মম অধিকার।
অবশ্য হইবে নাথ মম অহঙ্কার॥
তোমার মহিমা হরি জানে কোনজন।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে তব শরীর গঠন॥
এক এক ব্রহ্মাণ্ড যে ওহে দয়াময়।
এক এক লোমকূপে স্থিতি তাহা হয়॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে সৃষ্টি লয় সংঘটন।
কে পারে করিতে তব সীমা নিরূপণ॥
তোমার নিকটে হরি আমি কোন ছার।
তোমা হ'তে বাড়িয়াছে মম অহঙ্কার॥
তব নাভিপদ্মে প্রভু জনম আমার।
কেননা হইবে গর্ব্ব তুমি পিতা যার॥
তব নাভি হ'তে মোর জনম হইল।
মহা প্রলয়েতে যবে সৃষ্টি বিনাশিল॥
অতএব ত্যজ রোষ অধমের প্রতি।
তোমার কৃপায় দেব আমি সৃষ্টিপতি॥
মাতা কভু নহে রুষ্ট পুত্রের কারণ।
দুষ্কর্ম্মেতে রত যদি হয় অনুক্ষণ॥
দেখ প্রভু মাতৃগর্ভে পুত্র যবে রয়।
উদরেতে পদাঘাত কত যে করয়॥
তাহে মাতা নাহি রুষ্ট হয় কদাচন।
সেইমত মম দোষ করহ মার্জ্জন॥
তোমাতে হইল সব তুমি নারায়ণ।
তোমা হ'তে হ'ল নাথ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কহে যদুপতি।
তব পিতা নারায়ণ আমি গোপজাতি॥
নন্দের কুমার আমি জাতিতে গোয়াল।
লইয়া রাখাল সঙ্গে চরাই গো-পাল॥
বিধি কহে তুমি দেব হও সর্ব্বময়।
তুমি মূল নারায়ণ তুমি মায়াময়॥
অখিল জনের গতি আত্মার ঈশ্বর।
তব অংশে জন্ম মম শুন দেবেশ্বর॥
জল স্থল আদি করি এই যে ধরণী।
সাগর পর্ব্বত আদি যত নরযোনি॥
কীটাদি পতঙ্গ জীব আছে এ জগতে।
বৃক্ষ লতা আদি করি যত এ মহীতে॥
সবার আশ্রয় তুমি দেব নারায়ণ।
নহে মিথ্যা মায়াময় স্বরূপ বচন॥
সবার ঈশ্বর তুমি জগতের সার।
কে জানে তোমার তত্ত্ব মহিমা অপার॥
হরিতে ধরণী ভার অবনী আইলে।
দেবকী উদরে আসি জনম লভিলে॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু নন্দের নন্দন।
জগত কারণ বিভু জগত জীবন॥
সন্তানে রাখহ পিতা ক্ষম দোষ যত।
প্রসাদ করহ মোরে আমি পদাশ্রিত॥
ক্ষীরোদ শয়নে তুমি রহিলে যখন।
সেই কালে তব তনু করেছি দর্শন॥
যেই নাভিমূলে মোর হইল জনম।
সেই কথা কহি আমি শুন বিবরণ॥
কতকাল নাভিপদ্মে ভ্রমিয়া বেড়াই।
কিছুতেই আমি তার অন্ত নাহি পাই॥
আশ্চর্য্য মানিয়া আমি হইনু বিস্ময়।
প্রথমে হেরিনু রূপ শুন মহাশয়॥
তারপর চতুর্ভুজ রূপ মনোহর।
তাহে হয় গোপবেশ পরম সুন্দর॥
ক্রমে রূপান্তর প্রভু দেখিলাম আমি।
অপার মহিমা তপ জগতের স্বামী॥
কে জানে তোমার মায়া মায়ার সাগর।
কতরূপে হ'লে নাথ কত অবতার॥
বাহ্যেতে বিষম দৃশ্য ভীষণ মুরতি।
মাতৃগর্ভে গদাধর কর তুমি স্থিতি॥
তুমিই করেছ হরি মায়ার সৃজন।
তোমার মায়ায় হয় অঘট ঘটন॥
তোমার জঠরে বিভু জনম সবার।
মায়াতে মোহিত জীব গর্ভের ভিতর॥
প্রথমেতে একবার করি দরশন।
ব্রজেতে দেখিনু গোপ মদনমোহন॥

শিশু বৎসরূপে হরি পরে দৃশ্য হয়।
চতুর্ভুজ মহারূপ দেখি সবাকায় ॥
তদন্তরে দেখিলাম ওহে দামোদর।
হেরিনু নয়নে আমি ঐশ্বর্য্য অপার ॥
মোর মত কত ব্রহ্মা তোমার চরণে।
ওহে দয়াময় তব মায়া কেবা জানে ॥
তোমার মায়াতে মম মোহিত অন্তর।
তাই অপরাধ আমি করিনু বিস্তর ॥
মায়া বিস্তারিয়া আছ জগত মাঝারে।
কত রূপ ধর শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥
তুমি করিয়াছ হরি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তোমা হ'তে হয় নাথ তাহার পালন ॥
পুনঃ তোমা হ'তে হয় সকলেই ক্ষয়।
কে জানে তোমার অন্ত তুমি ইচ্ছাময় ॥
এই যে করিছ বিশ্ব দৃশ্য চমৎকার।
আপনি হ'তেছ তাহে কত অবতার ॥
নররূপে কভু দেব ভুবন ভিতরে।
কখন পশুর রূপে বিহর সংসারে ॥
মৎস্যরূপে কভু দেব জলে বিচরণ।
এ মায়া বুঝিবে কেবা বল নারায়ণ ॥
অধর্ম্ম দুর্ম্মতি হয় দুষ্ট দুরাচার।
তাহার নিগ্রহ কর হ'য়ে অবতার ॥
সৃজন পালন হরি কর অবিরত।
পরম পুরুষ জীবে মায়া অনুগত ॥
পরমাত্মা পরাৎপর ওহে যোগেশ্বর।
কে জানে মহিমা তব ওহে মহেশ্বর ॥
লীলার বিস্তার কর তুমি ইচ্ছাময়।
কে জানে সে তত্ত্ব কথা ওহে তত্ত্বময় ॥
মায়াযোগে মায়াময় ক্রীড়া কর কত।
মায়াতে মোহিত জীব থাকে অবিরত ॥
এ জগতে যত কিছু করি দরশন।
সকলি অসার হরি স্বপ্নের মতন ॥
অসার সংসার এই দুঃখের সাগর।
তুমি সার নিত্য বস্তু সকল আধার ॥
আত্মরূপী তুমি দেব পুরুষ প্রধান।
জ্যোতির্ম্ময় যোগরূপী ওহে ভগবান ॥
তুমি সত্য নিরঞ্জন অনাদি অনন্ত।
অব্যয় ও পূর্ণরূপী নাই তব অন্ত ॥
তোমার এ পূর্ণ রূপ যে করে সাধন।
যে নর ভজয়ে প্রভু তব ও চরণ ॥
এক মনে যেইজন ও পদ ধেয়ায়।
অনায়াসে ভব বারি সেই পার হয় ॥
সংসার যাতনা তার নহে কদাচন।
কহিলাম সার কথা শ্রীমধুসূদন ॥
যেই মূঢ় নাহি ভজে তোমার চরণ।
ভবধামে নরাধম পাপী সেই জন ॥
তোমারে জানয়ে যেই পরম কারণ।
সেইজন করে সদা তোমার ভজন ॥
সেই মহাপুণ্যবান সংসার ভিতর।
তব পদ ভাবে সদা সাধু নিরন্তর ॥
ভব সাগরের ভেলা তব পা দুখানি।
তাহে পার পায় যত অখিলের প্রাণী ॥
পরম ধার্ম্মিক সেই সাধু মহাজন।
তোমার প্রসাদে মাত্র তারে সেইজন ॥
সেই জানিয়াছে তব কিঞ্চিৎ মহিমা।
তব ভক্ত বিনে কেবা জানে তব সীমা ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব কেবা তত্ত্ব পায়।
শাস্ত্রের বিচার নহে তোমার নির্ণয় ॥
দয়াময় কর দয়া অধমের প্রতি।
কহ দেব কিবা হবে এ জনার গতি ॥
তোমার শ্রীপদে হরি করি নিবেদন।
হেন ভক্তি দেহ মোরে দেব নারায়ণ ॥
তব ভক্ত হব রব তব গুণ-গানে।
যেন সদা থাকি তব ভক্ত সন্নিধানে ॥
যেন ভাবি তব পদ অন্যে নহে মন।
তব পাদপদ্মে হরি এই নিবেদন ॥
কি কথা কহিব আমি কহিতে না পারি।
কত পুণ্য করেছিল এই ব্রজপুরী ॥

ব্রজবাসিগণ কত পুণ্য করেছিল।
ধেনু বৎস আদি করি কি পুণ্য সাধিল॥
ভাগ্যবতী যশোমতী কত পুণ্য ধরে।
অনুক্ষণ তোমায় রাখয়ে হৃদিপরে॥
তুমি তুষ্ট ভগবান স্তন পানে যার।
কি কব ভাগ্যের কথা কহ নাথ তার॥
কত ভাগ্য ধরে এই ব্রজবাসী জন।
সদা সখ্যভাবে ভাব তুমি অনুক্ষণ॥
নন্দগোপ ব্রজভূমে বড় ভাগ্যবান।
পুত্ররূপে গৃহে যার তুমি ভগবান॥
আর কত ভাগ্য ধরে এ ব্রজমণ্ডলে।
হৃদয়েতে ধরে সদা ও পদ কমলে॥
যে চরণ-রেণু আশে ইন্দ্র আদি করি।
আমি ব্রহ্মা কত যুগ তব পদ স্মরি॥
সেই পদরেণু সদা এই বৃন্দাবন।
হৃদয়ে ধারণ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব তব পদে মিনতি আমার।
কেন মোরে দিলে প্রভু সংসারের ভার॥
দয়া করি দেহ নাথ মানব আকৃতি।
বৃন্দাবন সেবি আমি যেন দিবা রাতি॥
কিবা কার্য্য সত্যলোক কিবা সৃষ্টিপতি।
বৃন্দাবন মাঝে যেন হয় হে বসতি॥
এই মম বাঞ্ছা নাথ করহ পূরণ।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ মোর শুন নারায়ণ॥
ব্রজবাসী পদধূলি অঙ্গেতে লেপিব।
অনুক্ষণ তব রূপ নয়নে হেরিব॥
এই মম নিবেদন চরণে তোমার।
অধম তারণ দেব করহ নিস্তার॥
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অনন্ত মহিমা।
বেদ-অগোচর প্রভু নাহি তব সীমা॥
কখন বিরাট রূপে বিশ্বেরে ধরহ।
কভু যন্ত্রীরূপী তুমি পাপীরে তারহ॥
ধ্যানের অসাধ্য তুমি যোগের অতীত।
যোগিগণে অনুক্ষণ করহ মোহিত॥
শ্রীরাসবিহারী হরি রাধিকা-মোহন।
তব লোমকূপে রহে কত যোগিগণ॥
দীপ্তিময় দেবরায় দেবের জনক।
বিশ্বগতি বিশ্বপতি বিশ্বের পালক॥
সুখদাতা দুঃখদাতা ওহে কৃপাময়।
অনাথের নাথ কৃপা করহ আমায়॥
যোগিগণ অনুক্ষণ পদ ভাবে তব।
এ জনে করহ কৃপা ওহে শ্রীমাধব॥
এইরূপে কত স্তুতি বিধি যে করিল।
ভূমিতলে পড়ি ব্রহ্মা গড়াগড়ি দিল॥
গো-বৎস শিশু সব করিল অর্পণ।
যাহা করেছিল বিধি গোপনে হরণ॥
করযোড়ে ভূমিপরে রহিল পতনে।
কৃষ্ণের হইল দয়া তাহা দরশনে॥
ব্রহ্মার বিনয়ে হরি গোলোকের পতি।
তদন্তরে ব্রহ্মা প্রতি তুষ্ট হৈল অতি॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা ল'য়ে সৃষ্টিধর।
স্বলোকে গমন করে সানন্দ অন্তর॥
শ্রীহরি মায়ায় ব্রহ্মা তুষ্ট অতিশয়।
স্বলোকে পুলকে গেল আনন্দ হৃদয়॥
ব্রহ্মা চুরি ক'রেছিল ধেনু শিশুগণ।
মায়াতে করিল পুনঃ যতেক সৃজন॥
আপন মায়াতে তাহা পুনঃ ক্ষয় করে।
তাহারা আইল তথা এক বর্ষান্তরে॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শ্রীকৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে বল॥
শুনিলে হে কুরুরায় পূর্ব্ব বিবরণ।
হরি লীলা সার কথা পবিত্র কারণ॥
হরিকথা সুধাময় শুনহ রাজন।
শ্রবণে পবিত্র দেহ পুলকে মগন॥
শ্রীহরি মঙ্গল কথা শুনে যেই নর।
অনায়াসে ভবনদী হয় সে উদ্ধার॥
তার কভু নাহি রয় শমনের ভয়।
শ্রীহরি করেন তারে আপনি অভয়॥

ইহলোকে সুখ ভোগ করে অবিরত।
পরলোকে স্বর্গ-সুখ করেন নিয়ত ॥
শ্রীহরির কৃপা তারে হয় সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণ অনুচর হয় শুনহ রাজন ॥
বেদের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
দাস ভাবে হরিকথা আনন্দ হৃদয় ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ব্রহ্ম মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ কালিয় মোক্ষণ কথা।

ত্রিপদী।

পরীক্ষিত কহে পরে, বিনয়েতে মৃদুস্বরে,
শুকদেব মুনিরাজ প্রতি।
হরিকথা মনোহর, শ্রবণে হর্ষ অন্তর,
পুনঃ ওহে কহ মহামতি ॥
শুনিয়া রাজার বাণী, কহিলেন মহামুনি,
কহি শুন কথা পুরাতন।
একদিন জনার্দ্দন, দেখি নিশি অবসান,
নিদ্রাভঙ্গে উঠিল তখন ॥
মোহন মুরতি ধরি, ধেনুগণ সঙ্গে করি,
আর যত ব্রজের রাখাল।
পরিহরি বলদেবে, গোষ্ঠেতে চলিল সবে,
চরাইতে যতেক গোপাল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, ধেনুগণ ল'য়ে সঙ্গে,
কুতূহলে চলিল তখন।
সঙ্গে করি শিশুগণে, চলে বৃন্দাবন বনে,
হর্ষমতি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
যমুনা পুলিন যথা, গমন করিল তথা,
যথায় কালিয়-হ্রদ কূলে।
বিষম কালিয়-হ্রদ, তাহে সর্প বিশারদ,
সদা বাস করে সেই জলে ॥
কালিয়ের হলাহল, তাহে পূর্ণ সর্ব্বজল,
বিষপূর্ণ হ্রদে বিষময়।
বিষম বিষের জলে, তৃণ মাত্র নাহি কূলে,
মীন আদি জলচরচয় ॥
উড়িল বিহঙ্গ যত, বিষানলে হয় হত,
বায়ু সহ মিশ্র হলাহল।
ধেনু শিশু করি সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে,
উপনীত হয় সেই স্থল ॥
নিদাঘে তাপিত হয়ে, ধেনুগণ ধেয়ে গিয়ে,
সেই জল করিল যে পান।
সেই জল বিষময়, পিয়ে যত গাভীচয়,
অমনি যে ত্যজিল জীবন ॥
তৃষ্ণায় হ'য়ে পীড়িত, শ্রীদামাদি শিশু যত,
কিছুমাত্র না করি বিচার।
সবে করি জলপান, হইল যে হতজ্ঞান,
শ্বাসরোধ হইল সবার ॥
মৃত দেখি সখাগণ, চিন্তাকুল নারায়ণ,
মনে মনে ভাবে যদুরায়।
মনে ভাবে একি হ'লো, জলপানে সবে মৈল,
এ আবার ঘটিল কি দায় ॥
গিয়া কৃষ্ণ সেই স্থানে, জীয়াইল শিশুগণে,
মরেছিল যত শিশুগণ।
উঠিয়া বসিল সবে, ধেনুগণ হাম্বারবে,
শ্রীকৃষ্ণেরে করে নিরীক্ষণ ॥
তদন্তরে ধেনুগণ, জীবিত হয়ে তখন,
চরিবারে অন্য বনে যায়।
সবিস্ময়ে শিশুগণ, কৃষ্ণে করে নিবেদন,
তোমা বিনে কেবা রাখে দায় ॥
সকল রাখাল মিলে, গিয়া কালীদহ কূলে
জলপানে ছাড়িল পরাণ।
তুমি কৃপা করি হরি, দিলে প্রাণ বংশীধারী,
তোমা হতে সবার কল্যাণ ॥
এত কহি শিশুগণ, কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন,
ধেনুগণ অন্য বনে ধায়।
কালিয়েরে দণ্ডিবারে, মনেতে বিচার করে,
অন্তরেতে ভাবে যদুরায় ॥

এ পাপ কালিয় বাস,থাকিলে গোকুল নাশ,
হেরিলাম আপন নয়নে।
আজ এই দুরাশয়ে, পাঠাব শমনালয়ে,
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ মনে ॥
কটীতে আঁটি বসন, ক্রোধে রক্ত দু'নয়ন,
উঠিল সে কদম্বের ডালে।
মালসাট মারি হরি, দু'বাহু তাহে প্রসারি,
ঝাঁপ দিয়া পড়িল সে জলে ॥
যখন জলেতে হরি, পড়িলেন শব্দ করি,
শত হস্ত জল উঠে ঊর্দ্ধে।
যেন মত্ত করিবর, দলে নল নিরন্তর,
পদ আন্দোলনে জল মধ্যে ॥
শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ, কালিয় হইল স্তব্ধ,
মহারোষে অমনি ধাইল।
সঙ্গে করি নাগগণে, শত ফণা বিস্তারণে,
কৃষ্ণ অঙ্গে দংশিতে লাগিল ॥
কালিয় সে ভয়ঙ্কর, শত শত মুণ্ড তার,
বিষদন্ত তাহে অগণন।
কালিয় কৃষ্ণে বেড়িল,রাহু যেন গ্রাস কৈল,
পূর্ণিমার কুমুদ-রঞ্জন ॥
কূলেতে রাখালগণ, ভীত হয় সর্ব্বজন,
স্পন্দহীন হইল হুতাশে।
না দেখি সে বংশীধরে,কাঁদে সবে উচ্চৈঃস্বরে,
সকলেতে অশ্রুজলে ভাসে ॥
কালিয় হ্রদের কূলে, সবে পড়ি ভূমিতলে,
কান্দে আর গড়াগড়ি যায়।
যথা চন্দ্র হীন তারা, সেইমত হয় তারা,
ধেনুগণ একদৃষ্টে চায় ॥
এইরূপে শিশুগণ, হ'য়ে আকুলিত মন,
কান্দিয়া ব্যাকুল সবে হয়।
ভাগবত সার কথা, ভারতে ভারতী গাঁথা,
শ্রবণে সকল পাপ ক্ষয় ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে মহাশয়।
পরেতে শুনহ কথা অতি সুধাময় ॥

হেথা গৃহে নন্দরাণী দেখি অমঙ্গল।
তাহাতে হইল সতী অত্যন্ত চঞ্চল ॥
নাচিল দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপিল যে আঁখি।
কত অমঙ্গল রাণী সম্মুখেতে দেখি ॥
মনে মনে নন্দরাণী চিন্তিতে লাগিল।
কেন আজ দেখি আমি এত অমঙ্গল ॥
গোপাল গিয়াছে মাঠে বলাই ছাড়িয়া।
একেলা গিয়াছে কৃষ্ণ গোপাল লইয়া ॥
না জানি কি বনমাঝে বিপদ ঘটিল।
কি জানি গোপালে কিবা অশুভ হইল ॥
সঙ্গেতে আছয়ে যত বালকের দল।
বোধহীন শিশু সব সদাই চঞ্চল ॥
এত ভাবি যশোমতী হইল আকুল।
একেবারে সকাতরে কাঁদিয়া উঠিল ॥
শব্দ শুনি আসে যত গোপ-গোপিগণ।
বলে যশোমতী কেন করিছ ক্রন্দন ॥
অকস্মাৎ কেন তুমি চঞ্চল হইলে।
অকারণ কেন রাণী কাঁদিয়া উঠিলে ॥
যশোমতী দুঃখমতি কহিল সকলে।
অকস্মাৎ কেন দেখি এত অমঙ্গলে ॥
ডান অঙ্গ কাঁপে মম আর নাচে আঁখি।
অস্থির অন্তর মোর গোপালে না দেখি ॥
বলাই ছাড়িয়া একা গেল কৃষ্ণ বনে।
অবশ্য বিপদ কোন ঘটেছে সেখানে ॥
যথার্থ হইল বুঝি নিশির স্বপন।
কালিদহে ডুবিয়াছে সে কাল রতন ॥
কৃষ্ণ অদর্শনে মোর আকুল অন্তর।
অসুরে মারিল বুঝি পেয়ে একেশ্বর ॥
আকুল জীবন রাণী ধৈরজ না ধরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রাণীর ক্রন্দনে কান্দে যত গোপগণ।
কৃষ্ণের বিপদ মনে ভাবিল তখন ॥
বলরাম মনে মনে ঈষৎ হাসিল।
মৌনভাবে রহে তথা কিছু না বলিল ॥

তবে ব্রজবাসী মিলি যুক্তি করি সার।
কৃষ্ণ অন্বেষণে ধায় বনের ভিতর ॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলে চলিল।
আকুল অন্তরে সবে বনে প্রবেশিল ॥
যে পথে রাখালগণ করেছে গমন।
পদচিহ্ন অনুসারি চলে গোপগণ ॥
একে একে বন সব করে অন্বেষণ।
যমুনা পুলিনে আসি দেখে শিশুগণ ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে সকলেতে ধায়।
কালিয় হ্রদের তীরে শিশুরা যথায় ॥
দেখিল হ্রদের তীরে যত শিশুগণ।
মাটিতে পড়িয়া সবে করিছে ক্রন্দন ॥
অস্থির যে গোপ গোপী তাহা দরশনে।
অমঙ্গল হেতু সব ভাবিল যে মনে ॥
গোপগণ একেবারে মোহিত হইল।
সকলেতে একেবারে কান্দিয়া উঠিল ॥
পরে শিশুগণে সবে ডাকিয়া তখন।
বলে কোথা কৃষ্ণ মোর কহ বিবরণ ॥
শোক অশ্রুনীরে সবে লাগিল ভাসিতে।
বলে কৃষ্ণ দিল ঝাঁপ কালিয় দহেতে ॥
শ্রবণে সবার তবে উড়িল জীবন।
অচেতন ভূমিতলে হইল পতন ॥
চেতন পাইয়া তবে করে হায় হায়।
নন্দ বলে হ'ল একি সুবিষম দায় ॥
কেন হেন অকুশল ঘটিল আমার।
কোন দেবতার বাদে হেন অনাচার ॥
কেন হেন কালিদহে আইল সকলে।
কেন বা পড়িল কৃষ্ণ কালিদহ জলে ॥
ইহার বিষেতে জল সতত আচ্ছন্ন।
ইহার বিষের তেজে কূলে নাহি তৃণ ॥
ইহার নিকটে কেহ না যায় তরাসে।
কৃষ্ণ মোর ঝাঁপ দিল কেমন সাহসে ॥
কালিয় বিষম বিষে মোর কৃষ্ণধন।
বিষে জরজর হ'য়ে ত্যজেছে জীবন ॥
কি কুক্ষণে আজি নিশি প্রভাত হইল।
কেন বা বলাই আজি সঙ্গে না আইল ॥
কেন শিশুগণ সবে আইল হেথায়।
কালিদহ কূলে একি হ'লো ঘোর দায় ॥
সবে মাত্র প্রাণধন একটি রতন।
তাহে বিধি প্রতিবাদী হইল এমন ॥
কেন আজ অকালেতে জঞ্জাল ঘটালে।
কালিদহে কেন কৃষ্ণ জীবন ত্যজিলে ॥
কিরূপে ধরিব প্রাণ কৃষ্ণে হারাইয়া।
আমিও ত্যজিব প্রাণ জলে প্রবেশিয়া ॥
এত কহি নন্দ শিরে হানে করাঘাত।
পতিত ধরণী মাঝে শিরে বজ্রাঘাত ॥
একেবারে নন্দ গোপ হয় অচেতন।
নন্দরাণী শোকে মগ্ন করিছে ক্রন্দন ॥
হায় মোর প্রাণকৃষ্ণ সুন্দর গোপাল।
কেন এলে এ কাননে ল'য়ে ধেনুপাল ॥
শিশু সঙ্গে মহারঙ্গে কাননেতে এলে।
অভাগী মায়ের মাথা একেবারে খেলে ॥
আমার নয়ন তারা জীবনের সার।
তোমা বিনা এ সংসারে সকলি অসার ॥
চারিদিক শূন্যময় হয় দরশন।
কে ডাকিবে মা মা ব'লে ওরে প্রাণধন ॥
মধুমাখা হাস্যাননে অঞ্চল ধরিয়া।
ননী দে ননী দে বলে জুড়াইবে হিয়া ॥
কারে কোলে বসাইয়া খেতে দিব ননী।
কার চন্দ্রানন হেরে জুড়াইব প্রাণী ॥
কার সে কোমল অঙ্গে আভরণ দিব।
কারে বা যতনে আমি সাজাইয়া দিব ॥
বেলা অবসানে সঙ্গে যতেক রাখাল।
ধেনুগণ ল'য়ে গৃহে আসিতে গোপাল ॥
পথ নিরখিয়া আমি রহি অনুক্ষণ।
মা ব'লে আসিবে কোলে সে নীলরতন ॥
কার মুখ চাহি আর রাখিব জীবন।
কি আর হইবে মোর গৃহে প্রয়োজন ॥



সে ভার সহিতে [illegible] হইল।
মুখ হ'তে রক্তধারা বহিতে লাগিল ॥

[৫০৩ — পৃষ্ঠা ।

কিরূপেতে আর প্রাণ ধরিব দেহেতে।
আমিও যাইব সেই কৃষ্ণের সঙ্গেতে ॥
এই কালিদহে আজ ত্যজিব জীবন।
এত বলি নন্দরাণী উন্মত্তা তখন ॥
পড়িতে কালিয় দহে উন্মত্ত হইল।
গোপ গোপী আদি করি সকলে ধরিল ॥
এইরূপে নন্দ আদি যত গোপগণ।
সকলে আকুল শোকে করিছে ক্রন্দন ॥
বক্ষেতে হানিছে কর ব্যাকুল শোকেতে।
সবে ঝাঁপ দিতে যায় কালিয় দহেতে ॥
হেনকালে হলধর আইল তথায়।
সবাকারে প্রবোধিয়া মৃদুভাষে কয় ॥
সকলে সান্ত্বনা করে দুই হাত তুলি।
স্থির হও স্থির হও এই কথা বলি ॥
কেন শোকাকুল সবে করিছ রোদন।
কেন বা উদ্যত সবে ত্যজিতে জীবন ॥
ওগো মাতা যশোমতী তুমি ধৈর্য্য ধর।
কেন পড়ি ভূমিতলে আকুল অন্তর ॥
জীবন ত্যজিতে কেন হও অগ্রসর।
কেন বা বক্ষেতে বৃথা হানিতেছ কর ॥
এখনি উঠিবে ভাই জীবন-কানাই।
শোক পরিহর এবে দেখিবে সবাই ॥
এইরূপে হলধর প্রবোধে সকলে।
স্থির নেত্রে দেখ সবে কালিদহ জলে ॥
পরেতে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব ভারতী।
কালির কূলেতে সবে রহে দুঃখমতি ॥
ওখানে কালিয় সর্প ফণা বিস্তারিয়া।
একেবারে শ্রীকৃষ্ণকে ফেলিল গিলিয়া ॥
উদরেতে ব্রহ্মতেজ করিল বিস্তার।
তাহে দগ্ধ হয় সেই সর্পের উদর ॥
ব্রহ্ম অনলে দগ্ধ কালিয় তখন।
কৃষ্ণেরে করিল দুষ্ট তথা উদ্গিরণ ॥
কৃষ্ণকে দংশিতে তার দন্ত ভঙ্গ হ'ল।
কৃষ্ণ অঙ্গে দংশে শক্তি কার আছে বল ॥
কঠোর বজ্রের সম শরীর যাঁহার
তাহাতে দংশিলে বল কি হইবে তার ॥
পরে হরি মনে মনে ভাবিয়া তখন।
মস্তক উপরে তার উঠে নারায়ণ ॥
অনন্ত অনাদি সেই দেব যদুবর।
সর্পের মস্তকে হয় দেব বিশ্বম্ভর ॥
সেই ভার সহিতে সর্প অক্ষম হইল।
মুখ হ'তে রক্তধারা বহিতে লাগিল ॥
মুখে রক্ত উঠে সর্প মূর্চ্ছিত তখন।
দরশনে নাগগণে চিন্তাকুল মন ॥
কালিয় দুর্দ্দশা দেখে কেহ পলাইল।
কেহ মহাভীত হ'য়ে কান্দিতে লাগিল ॥
এইরূপে সর্পকুল আকুল অন্তরে।
অনেকে পলায়ে যায় অন্য সরোবরে ॥
কালিয় বনিতা নাম সুরসা তখন।
দেখিল বাহির হ'য়ে পতির জীবন ॥
অন্তরেতে অতিশয় আকুল হইল।
কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কান্দিতে লাগিল ॥
করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিয়া।
পায়ে ধরি সর্পী কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
ওহে দেব সর্ব্বাধার জীবের কল্যাণ।
দয়া করি দয়াময় পতি দেহ দান ॥
কালিয়ের পত্নী সবে ধরিয়ে চরণ।
বলে দেব ক্ষম দোষ অধম তারণ ॥
রমণী জীবন স্বামী ওহে সর্ব্বেশ্বর।
পতি রমণীর গতি পতিই ঈশ্বর ॥
নিজদোষে মম পতি তোমারে দংশিল।
তার সমুচিত শাস্তি আপনি পাইল ॥
এখন আমারে নাথ হও হে সদয়।
পতি দান দেহ হরি ওহে কৃপাময় ॥
অখিল ভুবনেশ্বর ওহে বিশ্বপিতা।
নমস্তে নৃসিংহ দেব সবার বিধাতা ॥
জগদীশ হে ভবেশ গোলোক-বিহারি।
গোপীকান্ত গোপীনাথ মুকুন্দ-মুরারী ॥

রাধিকা-রঞ্জন হরি দেব দেবপতি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা জগতের পতি ॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর ভুবনমোহন।
ভূষণে ভূষিত বক্ষঃ কৌস্তুভ শোভন ॥
তোমার ইচ্ছায় হরি এ সৃষ্টি হইল।
তব মায়া চরাচরে তাহাতে বেড়িল ॥
তোমার আজ্ঞায় নাথ যতেক অমর।
প্রবৃত্ত জগত কার্য্যে ওহে যোগেশ্বর ॥
দিবাকর সম কর দীপ্তি করে দান।
মৃদুগতি সদাগতি বহে সর্ব্বক্ষণ ॥
তব আজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
সমভাবে সকলেতে রয়েছে উজ্জ্বল ॥
মেঘে বারি বরিষণ সময়েতে হয়।
কে জানে মহিমা তব ওহে যদুরায় ॥
হুতাশন প্রজ্জ্বলন হতেছে নিয়ত।
হয় বিধি নিরবধি তোমার আশ্রিত ॥
মহেশ্বর নিরন্তর তব গুণ গায়।
পার্ব্বতী যে ভক্তিভাবে তোমারে পূজয় ॥
অকথ্য তোমার গুণ না হয় বর্ণন।
গণপতি নিরন্তর করে আরাধন ॥
বেদ অগোচর হয় মহিমা তোমার।
করিতে তোমার স্তব কি সাধ্য আমার ॥
রাধিকা-মোহন হরি রাধিকা-জীবন।
রাধা বক্ষঃস্থিত হয় রাধা-বিমোহন ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি সাবিত্রী সকলে।
নিয়ত পূজয়ে তব চরণ কমলে ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ করয়ে সাধন।
সুরগণ সদা সেবে তোমার চরণ ॥
অপার মহিমা তব কে বর্ণিতে পারে।
বীণাপাণি তব গুণ লিখিতে যে হারে ॥
আমি সে সর্পিনী নাথ কি কহিতে পারি।
নিষ্কারণ সর্ব্বেশ্বর জগতের হরি ॥
অবলা বলিয়া দয়া করহ ঈশ্বর।
মম পতি প্রতি দৃষ্টি কর গুণাকর ॥
এই দেখ মুখে রক্ত উঠিছে ঝলকে।
মূর্চ্ছিত হতেছে নাথ পলকে পলকে ॥
ইত্যাদি করিল স্তব সর্পের রমণী।
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি রহিল সাপিনী ॥
মোর ইচ্ছা হব নাথ তব পদে দাসী।
সম্পদে না হই দেব আমি অভিলাষী ॥
স্তবে তুষ্ট দামোদর হইল তখন।
সর্পের মস্তক হ'তে নামে জনার্দ্দন ॥
হাত বুলাইয়া হরি সর্পের মাথায়।
তবেত সে মহাসর্প সচেতন হয় ॥
চেতন পাইয়া কৃষ্ণে করে দরশন।
করযোড়ে কালি সর্প পূজিল চরণ ॥
আনন্দেতে মত্ত কালি বিহ্বল হইল।
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি কাঁদিতে লাগিল ॥
তাহা দরশনে তাঁর দয়া উপজয়।
কালিয়ে কহিল বর মাগহ নিশ্চয় ॥
আর কোন নাহি ভয় শুন মহামতি।
এখন সুখেতে স্বর্গে করগে বসতি ॥
দর্পহারী নাম মম বিদিত জগতে।
তব দর্প চূর্ণ সেই হেতু আমা হ'তে ॥
এক্ষণেতে বাঞ্ছামত বর মাগি লহ।
সেই বর দিব আমি তুমি যাহা চাহ ॥
তব প্রতি এক আজ্ঞা হইল এখন।
তব স্বজাতীয় সর্প নাশিবে যে জন ॥
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ ঘটিবে নিশ্চয়।
মম বাক্য কখন যে অন্যথা না হয় ॥
আর শুন ওহে কালি আমার বচন।
মম পদচিহ্নে দণ্ডে তাড়িবে যে জন ॥
মহাপাপে হবে পাপী আমার আজ্ঞাতে।
তার পাপে প্রায়শ্চিত্ত নাহি কোনমতে ॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্পের গৃহিণী।
হরিপদতলে সতী পড়িল অমনি ॥
ভক্তিভাবে গদ গদ অশ্রুজলে ভাসে।
দামোদর হর্ষান্তরে কহিল উল্লাসে ॥

কেন সতী ভূমিতলে রহিলে পতন।
নাহি ভয় নাথ প্রিয়ে ত্যজ ধরাসন॥
লহ বর শুন সতী যাহা বাঞ্ছা হয়।
লহ কান্ত থাক সুখে আমার কথায়॥
অজর অমর হ'য়ে তোমরা দুজনে।
এ স্থান ছাড়িয়া দোঁহে যাও অন্য স্থানে॥
গমন করহ দোঁহে আপন বাসেতে।
রমণকে যাও তুমি স্বগোষ্ঠী সহিতে॥
আজি হ'তে তুমি মোর তনয়া হইলে।
সংসারের মধ্যে সুখে থাকিবে সকলে॥
তোমার যে স্বামী সেই রহিবে কুশলে।
নাহি কোন ভয় আর রবে কুতূহলে॥
মম পদ চিহ্ন তব মস্তকে রহিল।
কোন ভয় না রহিবে হইবে মঙ্গল॥
মম পদ চিহ্ন যেই মস্তকে ধরিবে।
গরুড়ের ভয় সেই সর্পের না রবে॥
যাও পুরী রমণকে তোমার আবাসে।
গরুড়ের ভয় নাহি রহে তব পাশে॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন।
শুন গো সুরসা তুমি আমার বচন॥
তব পূর্ব্ব বাস যথা তথা চলি যাহ।
মনোমত বর মাতা মম স্থানে লহ॥
সুরসা নাগিনী তবে কান্দিতে কান্দিতে।
করযোড়ে কহে তবে শ্রীহরি সাক্ষাতে॥
শুন দেব মহামতি আমার বচন।
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন॥
যদি বর দিতে ইচ্ছা ওহে রমাপতি।
দেহ এই বর তব পদে থাকে মতি॥
শ্রীচরণে ভক্তি যেন থাকয়ে অচল।
মম পতি হয় জ্ঞানী যেন মহাবল॥
মধুলোভে মধুকর যেন মত্ত হয়।
সেইরূপে মন যেন তব পদে রয়॥
ও রাঙ্গা চরণ কভু ভুলিয়া না যাই।
এই বর দেহ মোরে জগত গোঁসাই॥
অন্য কোন বরে নাথ কিবা প্রয়োজন।
মনের বাঞ্ছিত বর দেহ জনার্দ্দন॥
নাগিনীর বাক্যে হরি হরিষ হইল।
মনোমত বর কৃষ্ণ তখনি যে দিল॥
তবে সে নাগিনী সতী করযোড়ে কয়।
রমণকে নাহি যাব শুন দয়াময়॥
সেখানে যাইতে ভয় উদয় অন্তরে।
দংশিবে কীটেতে তথা মোদের শরীরে॥
তাহাতে যন্ত্রণা বড় পাইব ঈশ্বর।
সে স্থানে যাইতে ভয়ে আকুল অন্তর॥
অতএব মহামতি তুমি কর দয়া।
দয়া করি দয়াময় দেহ পদছায়া॥
নাগিনীর বাক্যে হরি ঈষৎ হাসিল।
মৃদুভাষে নাগিনীরে কহিতে লাগিল॥
কেন বৃথা হও ভীত ধরহ বচন।
যদি কোন কীট তোমা করয়ে দংশন॥
মম বরে সেই জীব জীবন ত্যজিবে।
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে॥
যদ্যপি কখন কীট করয়ে দংশন।
তখনি যে সেই কীট হইবে নিধন॥
তব অংশে কন্যা পুত্র হইবেক যত।
মম বরে তারা সুখে রবে অবিরত॥
মম পদচিহ্ন সবে শিরেতে ধরিবে।
মম বরে কোন ভয় তাদের না রবে॥
আর শুন সুরসা সে আমার বচন।
খগপতি ভয় নাহি রবে কদাচন॥
তব বংশে গরুড়ের ভয় নাহি রবে।
মম পদচিহ্ন দেখি নাহি বিনাশিবে॥
যখন সে খগপতি বধিতে আসিবে।
মাথা নোঙাইয়া এই চিহ্ন দেখাইবে॥
তব বংশে সকলেতে রহিবে কল্যাণে।
যাহ শীঘ্র রমণক পুরী রম্য স্থানে॥
আর শুন কহি কথা বিশেষ করিয়া।
মস্তকে যে পদচিহ্ন থাকিবে ধরিয়া॥

তাহা দরশনে যদি নমে কোনজন।
তাহার নিশ্চয় হবে স্বর্গেতে গমন ॥
মহাপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুমতি।
আমার চরণ পাবে গোলোকে বসতি ॥
ইহা ভিন্ন অন্য বর লহ ইচ্ছা যাহা।
বাঞ্ছামত বর মাগ আমি দিব তাহা ॥
এত শুনি কালিয় সে যুড়ি দুই কর।
কহে দেব রমাকান্ত গোপিকা ঈশ্বর ॥
অন্য কোন বাঞ্ছা মম নাহিক এখন।
কেবল বাসনা মনে পূজি ও চরণ ॥
তব পদে ভক্তি যেন রহে অহর্নিশ।
এই বর দেহ মোরে ওহে ভক্তাধীশ ॥
ত্রিভুবনে সার হয় তোমার চরণ।
আর যাহা সব বৃথা জানি অকারণ ॥
তব পদে ভক্তি যার আছে হে নিয়ত।
সেই সাধু এ জগতে সুখী অবিরত ॥
তব পদ বিনে স্বর্গে কিবা সুখোদয়।
বিনে ও চরণ অন্য কি ফল তাহায় ॥
শুন গদাধর কহি বচন বিশেষ।
ভক্তের বিষয় ভোগ কেবল সে ক্লেশ ॥
ভক্তের প্রধান হয় চরণ সেবন।
শোক তাপ নাহি তার জনম মরণ ॥
বিষয় বিলাসে কভু না হয় উন্মত্ত।
ভক্তে কভু নাহি বাঞ্ছে ইন্দ্রত্ব দেবত্ব ॥
ওহে কৃপাসিন্ধু তুমি মোরে কৃপা কৈলে।
মম শিরে তব পদ চিহ্ন যে রাখিলে ॥
ইহাতে হইল মম সার্থক জীবন।
অনাদি অনন্ত তুমি দেব নারায়ণ ॥
স্বেচ্ছাময় নির্ব্বিকার রাধিকা-রমণ।
সর্ব্বাশ্রয় সবাকার বেদে নিরূপণ ॥
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি সেবে তব পদ।
তুমি প্রভু সর্ব্বজীব বিনাশ আপদ ॥
সর্ব্বগতি যদুপতি সর্ব্ব আত্মাময়।
সৃজন কারণ বিভু সবার আশ্রয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূল সবাকার।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি সবার আধার ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র হুতাশন জল স্থল আদি।
পর্ব্বত কানন সিন্ধু আর নদ নদী ॥
চন্দ্র সূর্য্য তারাদল জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
তৃণ লতা আদি করি তুমি সে সকল ॥
সাবিত্রী জাহ্নবী জয়া লক্ষ্মী সরস্বতী।
গণেশ জননী সেই দেবী ভগবতী ॥
রাধিকা-রূপিণী সেই মহা যোগমায়া।
তোমাতেই হয় সব তোমার সে মায়া ॥
এইরূপে কালিনাগ স্তব করে কত।
ভক্তিতে হইল হরি অতি পুলকিত ॥
ওহে কৃপাময় হরি তুমি কৃপা কর।
অপরাধ ক্ষম দেব ওহে যোগেশ্বর ॥
অধম অজ্ঞান আমি শ্রীমধুসূদন।
নাহি জানি তব অঙ্গে করেছি দংশন ॥
অধমের দোষ যত ক্ষমহ শ্রীহরি।
তুমি না করিলে দয়া কিরূপেতে তরি ॥
এত কহি সর্পরাজ পড়ে পদতলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে ভাসি অশ্রুজলে ॥
ভক্তিতে হইল বশ ভক্তাধীন হরি।
কালিনাগে কহে তবে পুনশ্চ শ্রীহরি ॥
শুন কালিনাগ তুমি আমার ভারতী।
রমণকে যাহ তব পূর্ব্বের বসতি ॥
স্ববংশ সহিত যাও তুমি সেই স্থল।
আমার বাক্যেতে ছাড় যমুনার জল ॥
যাও তথা ওহে সর্প সুখেতে রহিবে।
যমুনার জল তবে সুধা তুল্য হবে ॥
জীব জন্তুগণ তাহা খাবে পরিতোষে।
স্বগোষ্ঠী সহিত যাও আপন আবাসে ॥
এইরূপে যদুপতি জলের ভিতর।
কালিয় দমন আদি কর্ম্ম যত আর ॥
স্বগোষ্ঠী সংহতি সর্প গেল পূর্ব্বস্থান।
এইরূপে করি হরি কার্য্য অনুষ্ঠান ॥



গোপবালকে শ্রীহরি হইল দয়াবান।
আপনি করিল হরি অনল ভক্ষণ॥ (৫১০ পৃষ্ঠা।

চিন্তিত আপন মনে কি করি এখন।
কিবা অনুষ্ঠান করে গোপ-গোপিগণ ॥
ভগবান ভক্তগণে পরীক্ষা করিতে।
রহিলা ডুবিয়া সেই কালিয় হ্রদেতে ॥
হেথা বলদেব বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া।
রহিয়াছে গোপ-গোপী কূলেতে বসিয়া ॥
নন্দ যশোদার তাহে স্থির নহে মন।
রাধাসতী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত হন ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরে জানিল।
ভক্তাধীন ভক্ত প্রতি সদয় হইল ॥
মহাভাগবত কথা সুধার সমান।
দাস কহে মহানন্দে শুন পুণ্যবান ॥
শুকদেব বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
পরীক্ষিত আনন্দেতে হইল মগন ॥
বিনয়েতে শুকদেবে কহিতে লাগিল।
ওহে দেব বিস্তারিয়া মোরে সব বল ॥
হরিকথা সুধাময় শুনিতে সুন্দর।
পাপরাশি বিদূরিত নির্ম্মল অন্তর ॥
দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন।
কহ সেই কালিয়ের পূর্ব্ব বিবরণ ॥
কেন সে কালিয় সর্প ত্যজিল আবাস।
কি কারণে যমুনাতে হইল নিবাস ॥
শুকদেব বলে ওহে কুরুর নন্দন।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
বিস্তারিয়া কহি আমি হরিকথা সার।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের নিস্তার ॥
নাগকুল অরি সেই গরুড় বিহঙ্গ।
তাহাকে পূজয়ে যত আছয়ে ভুজঙ্গ ॥
বাসুকির আজ্ঞামতে করয়ে পূজন।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তাহে তিথি নিরূপণ ॥
ধূপ দীপ আদি করি নানা উপচারে।
নৈবেদ্যাদি ফল মূলে পূজে শুদ্ধাচারে ॥
পুষ্কর তীর্থেতে স্নান করি নাগদলে।
পূজিল বিহঙ্গবরে আনন্দে সকলে ॥
পূজার বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিল।
কালিনাগ অহঙ্কারে তারে না পূজিল ॥
ক্রোধান্বিত খগপতি তাহা দরশনে।
হইল লোহিত আঁখি কালিয় কারণে ॥
বিনাশিতে নাগকুলে হইল উদ্যত।
একেবারে নাগগণে ভক্ষণে প্রস্তুত ॥
ক্রোধে খগবর যেন হৈল হুতাশন।
সর্পগণে ধরি আনে করয়ে ভক্ষণ ॥
যারে পায় তারে খায় নিষেধ না মানে।
এইরূপে বহু সর্পে বধিল জীবনে ॥
যুক্তি করি নাগদল একত্র হইল।
খগে নাগে ঘোরতর সমর বাধিল ॥
দুই দলে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
বিষম সমর তাহে হৈল ঘোরতর ॥
নিশিতে হইল যুদ্ধ দুদলে সমান।
ক্রমেতে হইল সেই নিশা অবসান ॥
গগনেতে দিনমণি উদয় হইল।
খগপতি তেজ অতি বাড়িতে লাগিল ॥
নাগকুল ভয় পেয়ে করি পলায়ন।
অনন্ত নিকটে গিয়া লইল শরণ ॥
কৃপা করি নাগগণে দিল সে অভয়।
তাহাতে অনেক নাগ প্রাণে বেঁচে রয় ॥
হেথায় কালিয় নাগে হেরি খগপতি।
একবারে ক্রোধানলে জ্বলে তার প্রতি ॥
গরুড়ের সহ কালি প্রবৃত্ত সমরে।
হরিপদ ভাবি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
খগে নাগে দুইজনে বাধিল সমর।
খগপতি মহামতি মহাবলধর ॥
প্রচণ্ড বলেতে নাগ পরাস্ত হইল।
গরুড় ভয়েতে কালি পলাইয়া গেল ॥
পলাইয়া কালি নাগ এল এ সময়।
যমুনার জলে রহে নির্ভয় হৃদয় ॥
যাইবার শক্তি তথা নাহি খগবরে।
তাহাতে কালিয় নাগ রহে হর্ষান্তরে ॥

সৌভরি মুনির শাপে তথা খগপতি।
সেখানে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
এ কারণে নরপতি শুন বিবরণ।
রমণক ছাড়ি তার হেথা আগমন॥
সে কারণে কালিনাগ যমুনাতে এল।
হরি কৃপা হেতু পুনঃ স্বস্থানেতে গেল।
পরীক্ষিত বলে মুনি করি নিবেদন।
সৌভরি গরুড়ে শাপ দিল কি কারণ॥
সেই কথা কহ মোরে ওহে দয়াময়।
শুনিতে অদ্ভুত কথা আনন্দ হৃদয়॥
শুকদেব কহে রাজা কহি সেই বাণী।
মহাতপা হয় সেই সৌভরিয় মুনি॥
যমুনা পুলিনে বসি মহাতপ করে।
শ্রীকৃষ্ণ সেবয়ে সদা অতীব কঠোরে॥
বহুবর্ষ অনাহারে কৃষ্ণ আরাধিল।
হৃদয়েতে হরিপদ ভাবিতে লাগিল॥
নদীজলে মীনগণ খেলে অবিরত।
মুনির নিকটে তারা খেলয়ে সদত॥
মীনগণ আহ্লাদেতে খেলিয়া বেড়ায়।
কুতূহলে খেলে জলে নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
মহানন্দে চারিদিকে ধায় কুতূহলে।
মুনিরে বেড়িয়া সবে আনন্দেতে খেলে
হেনকালে খগেশ্বর তথায় আসিল।
বধিয়া সে মীনগণে ভক্ষণ করিল॥
মুনির নিকটে মীন আইল তখন।
জলের ভিতর পুনঃ করে পলায়ন॥
কেহ কেহ মুনি অগ্রে ধাইয়ে আইল।
পক্ষীরাজ খাইবারে তথায় চলিল॥
তাহা দেখি মুনিবরে ক্রোধের উদয়।
একেবারে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়॥
মহাক্রোধে মুনিরাজ কহে খগ প্রতি।
হেন পাপাচার কর ওরে মূঢ়মতি॥
আমার নিকটে মীনে এস মারিবারে।
এখান হইতে শীঘ্র যাও স্থানান্তরে॥
কি যোগ্যতা বধ মীন নিকটে আমার।
কৃষ্ণের বাহন হেতু এত অহঙ্কার॥
কেন গর্ব্ব দুরাচার ওরে খগেশ্বর।
কোটি খগ সৃজিবারে পারি একেশ্বর॥
এখনি করিব ভস্ম পাপীষ্ঠ দুর্ম্মতি।
সত্বরেতে স্থানান্তর হও শীঘ্রগতি॥
আজি হ'তে পুনঃ যদি আইস এখানে।
যদ্যপি কখন কোন জীবের হিংসনে॥
মম শাপে তব দুষ্ট নিধন হইবে।
মোর শাপে হবে ভস্ম নিশ্চয় জানিবে॥
মুনি অভিশাপ শুনি গরুড় তখন।
ভয়ে ভীত হ'য়ে তবে করে পলায়ন॥
সে অবধি খগেশ্বর না যায় তথায়।
কহিলাম পূর্ব্ব কথা ওহে নররায়॥
অপূর্ব্ব ভারতী এই পুরাণ কাহিনী।
যেবা শুনে একমনে ওহে নরমণি॥
সর্প ভয় নাহি তার হয় কদাচন।
দাস ভণে মহানন্দে শুনে সাধুজন॥

ইতি কালিয় মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ দাবানল মোক্ষণ কথা।

করযোড়ে নরপতি কহে অতঃপর।
পরে কি হইল কহ ওহে মুনিবর॥
কহ দেব দয়া করি অপূর্ব্ব ভারতী।
শুনি বাণী মহামুনি কহে রাজা প্রতি॥
গোপ গোপী আদি করি যমুনার কূলে।
কৃষ্ণের কারণ সব কাঁদে শোকাকুলে॥
কাঁদিল বালকগণ বিষম চীৎকারে।
ওহে কানু কেন গেলে জলের ভিতরে॥
এতক্ষণ জলমধ্যে হইলে মগন।
বুঝিবা প্রমাদ আজ হইল ঘটন॥
হায় কি হইল বল ঘটিল কি দায়।
কোথা গেল প্রাণকৃষ্ণ কি হবে উপায়॥



নন্দ যে আনন্দ অতি পুত্র দরশনে।
যশোদার কোল হ'তে নিল কৃষ্ণধনে॥ [৫১০—পৃষ্ঠা।

এইরূপ শিশুগণ শোকার্ত্ত হৃদয়।
বক্ষে হানে করাঘাত করে হায় হায়॥
কোন শিশু কূলে বসি করয়ে ক্রন্দন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় কোনজন॥
কেহ মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় পড়িল।
কেহ বা তাঁহারে ধরি চেতন করিল॥
কোন শিশু হ্রদজলে অন্বেষণ করে।
কেহ বা ধরিয়া তোলে পুনশ্চ তাহারে॥
কেন তুমি এই জলে নামিছ এখন।
এ জল ছুঁইলে পুনঃ ত্যজিবে জীবন॥
এইরূপে সকলেতে আকুল শোকেতে।
কেহ বা উদ্যত হয় জীবন ত্যজিতে॥
কেহ বলে কোথা কৃষ্ণ মোদের ঈশ্বর।
দরশনে শিশুগণে বাঁচাও সত্বর॥
এইরূপে সবে মিলি আকুল অন্তরে।
ভূমে পড়ি শিশু সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
গোপ-গোপী সকলেতে করিছে ক্রন্দন।
হ্রদজলে নামি কেহ করে অন্বেষণ॥
রাধা সতী দুঃখমতী ঝাপ দিতে ধায়।
হাতে ধরি তারে কেহ নিবৃত্তি করায়॥
শোকাচ্ছন্ন রাধা সতী অচেতন হৈল।
হ্রদের কূলেতে সতী অমনি পড়িল॥
মহাশোকে নন্দরায় অচেতন হয়।
শবসম হ্রদকূলে পতিত ধরায়॥
যশোমতী হীনমতি হইল তখন।
যেন পাগলিনী প্রায় করয়ে রোদন॥
আয় কোলে যাদুমণি নয়নের তারা।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমা হ'য়ে হারা॥
সবে মাত্র তুমি মোর হৃদয়-রতন।
দারুণ কালিয় হ্রদে ত্যজিল জীবন॥
আমিও তোমার সঙ্গে ঝাপ দিব জলে।
এত কহি ধায় রাণী যমুনার কূলে॥
হেনকালে বলরাম আসিয়ে তথায়।
প্রবোধ করিল তবে তুষিয়া সবায়॥
হলধর বলে ওগো শুন নন্দরাণী।
শোকেতে আকুল বৃথা যতেক গোপিনী॥
নন্দ মহামতি শুন আমার বচন।
গর্গ মুনি কথা সব নাহিক স্মরণ॥
যিনি জগতের প্রাণ সবার প্রধান।
যাঁর অংশ মাত্র হয় দেব অধিষ্ঠান॥
ইন্দ্র ধর্ম্মরাজ আদি যাহাতে উৎপত্তি।
যিনি সবাকর সার জগতের পতি॥
অংশ মাত্র হয় যার যতেক অমর।
অনাদি অনন্ত যিনি অখিল ঈশ্বর॥
যাঁহা হৈতে হৈল মহা বিষ্ণুর সৃজন।
এক এক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ॥
যাঁহার ইচ্ছায় লয় জন্ম আদি জরা।
পালন করয় সেই দেব পরাৎপরা॥
যাঁহার আজ্ঞায় বিধি পৃথিবী সৃজিল।
পরম পুরুষ সেই সূক্ষ্ম আদি মূল॥
অনন্ত আকার যাঁর সেই নিরাকার।
নির্গুণ অজ্ঞেয় তিনি বেদের বিচার॥
যোগমধ্যে যোগেশ্বর পতিত পাবন।
কৃপাময় সর্ব্বত্রেতে শ্রীমধুসূদন॥
জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মাকার অনাদি অনন্ত।
যুগে যুগে কভু নাহি হয় যাঁর অন্ত॥
মহাজলে জলময় সংসার যখন।
ভাসেন আপনি জলে না হয় মরণ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা মহাপ্রভু সকলের সার।
যাঁর নাভিমূলে জন্মে জগৎ সংসার॥
যাঁহার ইচ্ছাতে এই জগৎ সৃজন।
যেজন করেন এই জীবের পালন॥
তাঁহার পরাণ কিবা সামান্য হ্রদেতে।
তাঁর কি করিবে সেই কালিয় সর্পেতে॥
কি সাধ্য সর্পের তাঁরে করিতে ভক্ষণ।
কি হইবে বল তাঁর সর্পের দংশন॥
কিছুতেই যার ক্ষয় নাহি কোন কালে।
তার কিবা আছে ভয় কালিয়ের জলে॥

বলদেব বাক্য শুনি গোপ-গোপিগণ।
মনেতে প্রবোধ কিছু মানিল তখন॥
কিন্তু যশোমতী অতি দুঃখিত অন্তরে।
না মানে প্রবোধ আর কান্দে হাহাকারে॥
রাধা সতী খেদে অতি চীৎকার করিছে।
ঘন ঘন করাঘাত হৃদয়ে হানিছে॥
মহা শোকতুরা হয় কৃষ্ণের কারণ।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় জনে জন॥
হেনকালে শ্রীহরি সে যমুনা হইতে।
মহানন্দে উঠিল সে যমুনা তীরেতে॥
শ্রীকৃষ্ণ উঠিল সবে করে নিরীক্ষণ।
গোপ গোপী সকলেতে আনন্দে মগন॥
মোক্ষ হ'তে পূর্ণশশী যেমন উদয়।
সেইমত জল হ'তে উঠে শ্যামরায়॥
ধেয়ে গিয়ে যশোমতী কৃষ্ণে নিল কোলে।
শত শত চুম্ব দেয় বদন কমলে॥
নন্দ যে আনন্দ অতি পুত্র দরশনে।
যশোদার কোল হ'তে নিল কৃষ্ণধনে॥
এইরূপে সকলেতে আনন্দ অন্তর।
অনিমেষে কৃষ্ণ মুখ দেখে গোপবর॥
শিশুগণ আলিঙ্গন আসিয়া করিল।
আনন্দেতে অশ্রুবারি বরিষণ কৈল॥
হেনকালে শুন রায় আশ্চর্য্য কথন।
বনান্তরে দাবানল হয় প্রজ্জ্বলন॥
ভয়ঙ্কর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল।
পর্ব্বত প্রমাণ শিখা গগন স্পর্শিল॥
চারিদিকে অগ্নিময় দেখে লোক যত।
দরশনে মহা অগ্নি সবে জ্ঞান হত॥
মনে মনে সকলেতে প্রমাদ গণিল।
গোকুল নগরে অগ্নি ঘরেতে লাগিল॥
অগ্নি দেখে সকলেতে কাঁদিয়া আকুল।
সবে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে নগর গোকুল॥
ভয়ার্ত্ত হইয়ে তবে যত ব্রজবাসী।
সকলেতে কহে গিয়া কৃষ্ণ পাশে আসি॥
করযোড়ে কহে সবে ওহে দয়াময়।
ভয়াতুরে রাখ হরি এমন সময়॥
অগ্নিভয় হ'তে রাখ দেব নারায়ণ।
সবাকার সার ওহে জগৎ জীবন॥
তুমি ইষ্ট সর্ব্বময় সবার দেবতা।
এ ঘোর বিপদে তুমি হও রক্ষাকর্ত্তা॥
দিয়া অব্যাহতি সবে করহ অভয়।
দাবানলে রক্ষা কর হইয়ে সদয়॥
গোপবাক্যে শ্রীহরি হইলা দয়াবান।
আপনি করিলা হরি অনল ভক্ষণ॥
তাহা দরশনে যত গোপ গোপিগণ।
হরষেতে নৃত্য করে আনন্দে মগন॥
কৃষ্ণেরে কোলেতে করি গৃহেতে আইল।
গৃহে আসি দ্বিজগণে ভোজন করাল॥
বহু ধন করে দান যত দ্বিজগণে।
দরিদ্রে তুষিল নন্দ ধন বিতরণে॥
মঙ্গলাদি কার্য্য সব করিল হরিষে।
শ্রবণেতে কৃষ্ণগুণ মহাপাপ নাশে॥
ভাগবত কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
অনায়াসে তরে যত মহাপাপী নর॥

ইতি দাবানল মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ বর্ষা বর্ণন।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
শ্রবণে পবিত্র কথা পবিত্র অন্তর॥
সংসারের সার সেই শ্রীহরি চরণ।
পূজন অর্চ্চন আর নাম সংকীর্ত্তন॥
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ।
অনায়াসে মহাপাপী যায় স্বর্গবাস॥
পরেতে শুনহ নৃপ অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণ সঙ্গে আসে গৃহে গোপ গোপিগণ॥
গৃহে আসি গোপ গোপী আনন্দে মগন।
বলে আজ কৃষ্ণ হ'তে পাইনু মোচন॥

পরেতে রাখিল হরি ঘোর দাবানলে।
নতুবা পুড়িয়া ভস্ম হ'তেম সকলে॥
মানুষ না হবে কৃষ্ণ দেবতার প্রায়।
এইরূপে সকলেতে প্রশংসা করয়॥
কেহ বলে ধন্য হরি শ্রীনন্দনন্দন।
শিশুকালে পুতনারে করিল নিধন॥
অসুর বধিলে কত বনের ভিতর।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে বিস্তর॥
তদন্তরে বর্ষা ঋতু হইল উদয়।
বলরাম সহ হরি আনন্দ হৃদয়॥
সঙ্গে যত ব্রজশিশু বনের ভিতর।
আনন্দে সকলে মিলি খেলে নিরন্তর॥
আকাশেতে ঘনঘটা শব্দ বহে কত।
বিদ্যুতের শব্দে প্রাণ হয় চমকিত॥
নিরন্তর বর্ষে বারি বিশ্রাম না হয়।
দিবাকর মেঘাচ্ছন্ন দীপ্তি নাহি তায়॥
চমকে বিদ্যুৎমালা নবঘন পাশে।
কত শোভা করে ধরা মনোহর বেশে॥
আকাশ বিবিধ বর্ণে হ'য়েছে উজ্জ্বল।
নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ সমুজ্জ্বল॥
স্বভাবের শোভা তায় অপূর্ব্ব দর্শন।
মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু হয় বরিষণ॥
তাহে দিবাকর প্রভা প্রকাশিত হয়।
রামধনু হেরি তাহে আনন্দ হৃদয়॥
কেমন অপূর্ব্ব শোভা গগন উজ্জ্বল।
কে না জানে স্বভাবের শোভা সমুজ্জ্বল॥
ক্ষণেকে বিলয় হয় মেঘের ভিতর।
কোথা সে স্বভাব শোভা দৃশ্য মনোহর॥
কভু বা বর্ষয়ে ঘন ঘন বরিষণে।
বিশ্রামে না হয় আর রাত্র দিবামানে॥
গৃহের বাহির কেহ না হয় দিবাতে।
নিশাপতি মৌন অতি হইল নিশিথে॥
কাঁদে কুমুদিনী সতী বিনে শশধর।
খদ্যোতে শোভিত বৃক্ষ করে নিরন্তর॥
অস্থির করয়ে প্রাণ ভেক কলরবে।
নাচয়ে ময়ূর দল আনন্দ উৎসবে॥
নদ নদী খাল বিল জলপূর্ণ হয়।
শুষ্ক নাহি কোন স্থান সব জলময়॥
ক্ষুদ্র নদ নদী সদা শুষ্ক ছিল যারা।
আনন্দে উথলে তথা জলপূর্ণ তারা॥
দরিদ্র পাইলে ধন প্রফুল্ল যেমন।
তাহাদের সেই মত জানিবে লক্ষণ॥
শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শস্যবৃক্ষে যত।
শ্যামল হরিত বর্ণে হয় সুশোভিত॥
কি সুন্দর দৃশ্য করে নয়ন-রঞ্জন।
ঋষিগণে দরশনে আনন্দিত মন॥
বনবাসী জীবগণ সদা আনন্দিত।
জলচর জীব যত সবে প্রফুল্লিত॥
অনুক্ষণ জীবগণ জলেতে খেলায়।
কূর্ম্মদল খেলে কত আনন্দ হৃদয়॥
হংসকুল সব জলে খেলে হংসী সঙ্গে।
বক সব কলরব করে নানা রঙ্গে॥
জলজ কুসুম কত হয় প্রস্ফুটিত।
কমল ফুটিয়া গন্ধে করে আমোদিত॥
কুমুদিনী আমোদিনী নব জলে ভাসে।
শৈবাল বিশাল কায় রয়েছে বিকাশে॥
এইরূপ সবাকার প্রফুল্ল অন্তর।
নদ নদী জলে পূর্ণ তরঙ্গ বিস্তর॥
পর্ব্বত হইতে জল ঝর ঝর ঝরে।
ধরিয়া বিবিধ রূপ ধাইছে সাগরে॥
পথ ঘাট তৃণ পূর্ণ নব শোভা হয়।
কভু মেঘে ঘনঘটা কভু শুষ্কময়॥
মেঘাচ্ছন্ন হয় ধরা ডাকে মহারবে।
মহানন্দে নৃত্য করে শিখিদল সবে॥
বৃষদল শোষে জল হর্ষ কত হয়।
কৃষ্ণ বলরাম তাহে আনন্দ হৃদয়॥
ধেনু সঙ্গে মহারঙ্গে যায় সবে বনে।
ক্ষীর ভারে ফাটে স্তন যত ধেনুগণে॥

আগে আগে যায় ধেনু মন্দ মন্দ গতি।
পিছে ধায় রামকানু মহানন্দ মতি ॥
সুখেতে কানন মাঝে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে।
বরিষণ কালে ধায় গুহার ভিতরে ॥
কখন বসিয়া থাকে পাদপের তলে।
উদর পূরণ করে যত বন ফলে ॥
এইরূপে সখা সঙ্গে রঙ্গে বনমালী।
সহ বলরাম বনে কত করে কেলি ॥
কখন বা শিলাতলে বসিয়ে সকলে।
ধড়া হ'তে খুলি ননী খায় কুতূহলে ॥
কোন শিশু পত্র ছত্রে শির আচ্ছাদিয়া।
ধেনুগণে হর্ষ মনে আনে তাড়াইয়া ॥
কোন শিশু দ্রুত ধায় কর্দ্দম উপরে।
কেহ ভেক সঙ্গে মিলি ভেক রব করে ॥
কেহ বা শিশুর সঙ্গে করয়ে নর্ত্তন।
কেহ পিয়ে দুগ্ধ করি গাভীর দোহন ॥
কোন শিশু বৎস হ'য়ে গাভী দুগ্ধ খায়।
এইরূপে সখা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলায় ॥
ধেনু শিশু সঙ্গে হরি বর্ষণ কালেতে।
আনন্দে খেলেন হরি না পারি লিখিতে ॥
এইরূপে প্রাবৃটকাল ক্রমে গত হয়।
তদন্তরে হইল যে শরৎ উদয় ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা অপূর্ব্ব দর্শন।
শরতে নির্ম্মল জলে শোভে নবঘন ॥
জলদ আচ্ছন্ন শশী উদয় হইল।
স্নিগ্ধ করে মন হরে সবারে তুষিল ॥
জলোপরে জলচর ছিল আনন্দিত।
গভীর জলের মধ্যে প্রবেশে ত্বরিত ॥
খরবেগহীন হয় সব জলাশয়।
আর এক নব ভাব উদিত ধরায় ॥
ভাগবত সার কথা সুধার সমান।
দাস ভাষে অবিরত পীয়ে সাধুগণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ষাবর্ণন সমাপ্ত।

অথ গোবিন্দ লীলা বর্ণন।

শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা পরম সুন্দর ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আর শিশু যত।
পাইয়ে শরৎকাল হয় হরষিত ॥
লইয়ে ধেনুর পাল যমুনার তীরে।
হর্ষ ভরে সবে ধায় আনন্দ অন্তরে ॥
ধেনুদল কুতূহলে করান চারণ।
নদীজল,নিরমল হেরি হর্ষ মন ॥
বসিয়া পুলিনে হরি সখিগণ সঙ্গে।
মধুর বীণার ধ্বনি করে মহারঙ্গে ॥
শিশুগণ মহানন্দে জলেতে বিহরে।
কোন শিশু মীনমত বেড়ায় সাঁতারে ॥
কেহ ডুবি রহে জলে কেহ তাড়ে তায়।
কেহ বা কমল বনে লুকাইয়া রয় ॥
কেহ বা মৃণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ।
কেহ পদ্ম লোভে জলে করে সন্তরণ ॥
কেহ বা কুম্ভীর মত কেহ মৎস্য সঙ্গে।
জলেতে বিহরে শিশু সবে মহারঙ্গে ॥
হেথায় গোপিনী যত বংশীরব শুনি।
ব্যাকুল অন্তর যেন হয় পাগলিনী ॥
অবশ হইল অঙ্গ কাম উপজয়।
অস্থির শরীর সবে অচেতন প্রায় ॥
নিজ সখিগণ তবে কহিতে লাগিল।
কানুর বেণুর রবে অস্থির করিল ॥
কিবা সে মোহনবেশ রূপ কালশশী।
জিনিয়া জলদ চাঁদ লাবণ্যের রাশি ॥
ওগো সখী কিবা চূড়া শিখিপাখা তায়।
হেরি সে মোহন বপু নয়ন জুড়ায় ॥
কিবা নটবর বেশ সুচন্দ্র বয়ান।
নিষ্কলঙ্ক বাঁকা শশী হয় অনুমান ॥
কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ কত শোভা তার।
গলে দোলে নীলকান্ত মণিময় হার ॥

নাসাগ্রে নোলক তাহে মৃদু মৃদু দোলে।
অলকা শোভিত গণ্ড কান্তি সমুজ্জ্বলে ॥
কি আর বলিব কানু কত গুণ ধরে।
মধুর বেণুর রবে কত সুধা ঝরে ॥
দেখ দেখ বাজে সেই বাঁশী মধু রবে।
বৃন্দাবন বনে গেল সখাগণ সবে ॥
কি আর কহিব সখী রূপের তুলনা।
রূপ হেরি কভু মনে থাকে না চেতনা ॥
না হেরিছে যেইজন সে বিধুবদন।
নয়নেতে তার কিবা আছে প্রয়োজন ॥
বৃথা সে নয়ন তার বৃথা প্রাণ ধরে।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখ শশী যেবা নাহি হেরে ॥
শুন সখি কহি মোরা অপূর্ব্ব কাহিনী।
অন্য কিছু নাহি জানি বিষে সেই ধ্বনি ॥
কৃষ্ণ বিনে অন্য গতি নাহি মো সবার।
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মাত্র সার ॥
গোধন চরান কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ।
ধেনুর পশ্চাতে সবে করয়ে গমন ॥
বেণুরবে ধেনু সবে ফিরে অবিরত।
বেণুযুক্ত মুখ শশী তাহে শোভা কত ॥
তাহে যে বঙ্কিম আঁখি কি কটাক্ষ তার।
যেইজন নয়নেতে হেরে একবার ॥
সে নেত্র সফল তার কহিনু নিশ্চয়।
দুই নেত্রে আস্বাদন কত আর হয় ॥
শত শত চক্ষু যদি হইত সবার।
ক্ষণেক সুতৃপ্ত হেরি হ'ত একবার ॥
যেই নেত্রে কৃষ্ণমুখ নহে দরশন।
কি ফল সে নেত্রে তার বিফল জীবন ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণ রূপে বিমোহিত যতেক গোপিনী ॥
কৃষ্ণ রূপ পুনঃ সবে বর্ণিতে লাগিল।
নিজ নিজ সখিগণে সাদরে কহিল ॥
দেখ দেখি বন ফুলে চূড়া সুশোভিত।
চূড়া ঘেরা মণিমালা মদন মোহিত ॥
মরকত পদ্ম মালা দুলিছে গলায়।
কি বিচিত্র শোভা সখি হইয়াছে তায় ॥
ধেনুগণ সবে মিলি খেলে অবিরত।
নটবর রূপে মন হয় বিমোহিত ॥
বাঁশী বড় ভাগ্যবান জানিছ অন্তরে।
কৃষ্ণের অধর সুধা সদা পান করে ॥
অবিরত কৃষ্ণ তারে সুধা করে দান।
সাধ মিটাইয়া বাঁশী একা করে পান ॥
সুধার সাগর সেই কৃষ্ণের অধর।
গোপীভাবে সুধা বাঁশী খায় নিরন্তর ॥
যত পায় তত খায় শেষ নাহি হয়।
উদর পূরিলে শেষে করে অপচয় ॥
সে মুখ অমৃতময় বাঁশী কিবা জানে।
তাই অপচয় করে কষ্ট পাই প্রাণে ॥
বাঁশেতে জন্মিয়া বাঁশী মুখামৃত খায়।
মো-সবার হ'তে ভাগ্য অধিক নিশ্চয় ॥
দেখ ও বাঁশের বাঁশী কত আছে সুখে।
অনুক্ষণ রহে সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ॥
বংশের মধ্যেতে যদি হয় কোনজন।
হরিভক্ত হরিদাস বিজ্ঞ বিচক্ষণ ॥
যথা সে কুলের লোক উল্লাসিত হয়।
সেই হ'তে সেই কুল পবিত্র করয় ॥
যেমন বাঁশের বাঁশী পবিত্র হইল।
কৃষ্ণ মুখে বাঁশী বেজে সবে মজাইল ॥
শুনিয়া বেণুর রব শিশুগণ যত।
মত্ত হ'য়ে নৃত্য করে আনন্দিত কত ॥
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব রূপ মেঘের বরণ।
গোবর্দ্ধন নাগোপরি করিছে নর্ত্তন ॥
ময়ূর ময়ূরী সবে আনন্দে মগন।
হরিণ হরিণী সবে সতৃষ্ণ নয়ন ॥
জ্ঞানহীন পশুজাতি প্রেমে পুলকিত।
হেরি কৃষ্ণ মুখ শশী আনন্দে মোহিত ॥
পতিসহ কৃষ্ণ মুখ করি নিরীক্ষণ।
পাইয়ে পরম প্রীতি আনন্দে মগন ॥

আমাদের পতি যারা অল্পমতি হয়।
কৃষ্ণে অনুক্ষণ হেরি ক্রোধ উপজয় ॥
করে কত অনুযোগ করি নিরীক্ষণ।
আমাদের ভাগ্যে হয় কত অঘটন ॥
সখিরে সম্বোধি সখি কহে দেখ সব।
বিমানে আসিয়া দেব শুনে বংশীরব ॥
সঙ্গে করি নিজ নারী মোহিত অন্তরে।
মহানন্দে কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ করে ॥
মুক্তকেশে আছে কানু চকিত অন্তরে।
শ্রবণেতে বেণু রব মদন শিহরে ॥
আর দেখ চমৎকার ধেনু বৎস যত।
বেণু রব শুনি তারা তুষ্ট হয় কত ॥
সুধাসম বেণু রব করি আস্বাদন।
ঘাস গ্রাস ত্যজি তারা আনন্দে মগন ॥
শ্রবণ নয়ন স্নিগ্ধ শুনি বেণু রব।
হাম্বারবে কৃষ্ণপাশে আসে ধেনু সব ॥
যখন সে বংশীধারী বংশী রব করে।
অমনি সে ধেনু বৎস ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
উভরড়ে আসি করে কৃষ্ণ পরশন।
প্রেমে গদ গদ নেত্রে অশ্রু বরিষণ ॥
ঘন ঘন হরিমুখ দেখে প্রেমভরে।
বৃন্দাবন বনে আর হের অতঃপরে ॥
যত পক্ষিগণ মেলি সবে শান্ত ভাব।
বসিয়া গাছের ডালে শুনে বংশীরব ॥
অবিরত হরি মুখ করে নিরীক্ষণ।
প্রেমানন্দে বংশীরব করয়ে শ্রবণ ॥
অন্য কথা তাহাদের না আইসে মুখে।
কর্ণ পাতি বংশীরব শুনে মহাসুখে ॥
কি কব সে প্রিয় সখি যমুনা অচল।
বাঁশরীর রব শুনি স্থির আছে জল ॥
হরি অঙ্গ স্পর্শ আসে যমুনা তরঙ্গ।
চরণযুগল ধ'রে প্রেমে অলসাঙ্গ ॥
কি কহিব সখি মোর মনের বেদন।
নদী পশু সকলেই কামে অচেতন ॥
আর হের সখি এই গিরি গোবর্দ্ধন।
কত পুণ্য করেছিল না হয় বর্ণন ॥
হরিদাস শ্রেষ্ঠ এই হয় গিরিবর।
রামকৃষ্ণ পদরেণু পায় অনিবার ॥
যে পদ পাবার আশে যত যোগিগণ।
যোগে বসি কোটিকল্প ত্যজিল জীবন ॥
তথাপিও পদরেণু তারা না পাইল।
সেই পদ গিরিবর হৃদয়ে ধরিল ॥
ধন্য গিরি গোবর্দ্ধন এই বৃন্দাবনে।
রামকৃষ্ণ যাতে বসে আনন্দিত মনে ॥
কৃষ্ণের চরণ পেয়ে গিরি পুলকিত।
সকলে সম্মান করে প্রেমে বিমোহিত ॥
হের সখি রামকৃষ্ণ এই দুইজনে।
শিশুসহ আর যত ধেনু বৎসগণে ॥
সবারে তোষেন হরি বিবিধ বিধানে।
এইরূপে সখা সঙ্গে খেলে দিনে দিনে ॥
করয়ে নর্ত্তন আর বাঁশরী বাজায়।
হেরি যত গোপনারী মোহিত তাহায় ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে গোবিন্দলীলা সমাপ্ত।

অথ গোপিদিগের কাত্যায়নী ব্রত।

পরীক্ষিত নরমণি কহিতে লাগিল।
কহ মহামুনি শুনি কথা সে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা মনোহর সুধাময় অতি।
শ্রবণে পুলক চিত্ত হইল সম্প্রতি ॥
কৃপা করি কহ শুনি সে সব কথন।
পরে কি করিলা হরি শ্রীনন্দনন্দন ॥
শুকদেব কহে শুন কুরুকুল সার।
পরম ধার্ম্মিক তুমি অতি শুদ্ধাচার ॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন ওহে নরমণি।
ব্যাকুলিত চিত্ত যত হইল গোপিনী ॥
পাইতে সে নন্দসুতে মনে অভিলাষ।
হেমন্ত আগত তাহে প্রথম সে মাস ॥

কৃষ্ণ অভিলাষী হয় যত আহিরিণী।
অনঙ্গে পীড়িত সবে যেন উন্মাদিনী ॥
সদা ভাবে কিরূপে পাইব কৃষ্ণধন।
কিরূপে পাইব সেই শ্রীনন্দনন্দন ॥
কৃষ্ণের কারণ সবে সকাতর অতি।
ভাবে সদা মনে মনে যত ব্রজ সতী ॥
তদন্তর নরবর কহি বিবরণ।
অনুক্ষণ এইরূপ করয়ে চিন্তন ॥
যতেক গোপের বালা মদনে মাতিল।
যমুনা পুলিনে সবে একত্রেতে গেল ॥
স্নানছলে নদী জলে করিল গমন।
পার্ব্বতীরে সমাদরে করে আরাধন ॥
বালুকাতে ভগবতী মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
তাহারে পূজয়ে গোপী একান্ত হইয়া ॥
অনাহারে পূজা করে দেবী ভগবতী।
প্রতিদিন মহামায়া পূজে ব্রজ-সতী ॥
ভক্তিতে করয়ে পূজা বিবিধ বিধানে।
ধূপ দীপ আদি করি নৈবেদ্য প্রদানে ॥
আনন্দিত গোপী যত পূজি মহেশ্বরী।
গোপীকুল তুলি ফুল সেবে সে শঙ্করী ॥
সচন্দনে সর্ব্বজনে আনন্দে মগন।
ভাবে মনে কৃষ্ণধনে করি দরশন ॥
নন্দসুত পতি হবে এই চিন্তা করে।
কাত্যায়নী পূজে সবে হরিষ অন্তরে ॥
নানাবিধ ফুল ফল করি আয়োজন।
ব্রজাঙ্গনা সর্ব্বজনা করে আরাধন ॥
পূজা সমাপন করি যতেক গোপিনী।
মহানন্দে নৃত্য গীত করে বাদ্যধ্বনি ॥
পরে ব্রজ কুলনারী দেবী-স্তব করে।
করযোড়ে প্রণতি করয়ে অতঃপরে ॥
তুমি মাতা আদ্যাশক্তি দেবী সনাতনী।
সকলের মূল তুমি জগত-কারিণী ॥
মহামায়া হরজায়া যোগীর জীবন।
যোগমায়া বিশ্বেশ্বরী সংহার কারণ ॥
হরপ্রিয়া হৈমবতী শুভ প্রদায়িনী।
মনের বাসনা পূর্ণ কর কাত্যায়নী ॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা হেরম্ব-জননী।
সর্ব্বগতি ভগবতী হর বিমোহিনী ॥
ব্রজাঙ্গনা সর্ব্বজনা সেবি তব পায়।
নন্দসুতে পতি ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় ॥
এইরূপে নিত্য নিত্য যমুনার তীরে।
পূজে সবে কাত্যায়নী আনন্দ অন্তরে ॥
পূজার সামগ্রী যত দেয় দ্বিজগণে।
হেনমতে করে ব্রত রহে সঙ্গোপনে ॥
ছলে যমুনার জলে স্নান হেতু যায়।
একান্ত মনেতে সবে দেবীরে পূজয় ॥
হেনমতে একমনে পূজে ভগবতী।
তাহে তুষ্ট শঙ্করী যে হইলেন অতি ॥
গোপিনী সকলে তবে বর দিতে যায়।
মনে মনে কহে দেবী পাবে যদুরায় ॥
গোপী যত অবিরত পূজিয়া পার্ব্বতী।
পুনঃ গৃহে আইলেন যত গোপ সতী ॥
পূজার নিয়ম যাহা সমাপ্ত হইল।
শেষ দিনে আনন্দিত গোপিকা সকল ॥
ব্রত উপবাস কৈল গোপকুল নারী।
ভাগবত কথা সব অমৃত লহরী ॥
যেবা শুনে যেবা গায় শ্রীকৃষ্ণ কথন।
অনায়াসে মোক্ষ পায় বেদের বচন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে কাত্যায়নী ব্রত কথা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপিদিগের বস্ত্র হরণ।

নরবরে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ওহে গুণাকর ॥
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা অতি অপূর্ব্ব কথন।
ভক্তি করি যেই নর করয়ে শ্রবণ ॥

ভবের কলুষ যত হয় বিদূরিত।
রোগ শোক আদি তার নহে কদাচিৎ ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী কথা শুন নরপতি।
শ্রবণে হইবে তব আনন্দিত মতি ॥
এইরূপে দেবী পূজে গোপাঙ্গনা সবে।
একমাস যেইদিন অতীত যে তবে ॥
ব্রত শেষ দিনে সবে আনন্দিত মন।
যমুনার তটে ধায় গোপী সর্ব্বজন ॥
পূজার সামগ্রী সবে করিয়া সংহতি।
ব্রত আচরণে সবে করিলেন মতি ॥
নানাবিধ ফুল সব লইল যতনে।
অশোক কিংশুক বক বিবিধ বরণে ॥
জবা জাতি গোলাপাদি টগর যামিনী।
মল্লিকা মালতী বেল সুগন্ধ কামিনী ॥
নানাবিধ ফুল ফল যতনে লইল।
ধূপ দীপ চন্দনাদি নৈবেদ্য সকল ॥
কত যে লইল দ্রব্য নাম কব কত।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি নিল শত শত ॥
পূজিবারে হৈমবতী আনন্দ অন্তরে।
হর্ষান্তরে সবে ধায় যমুনার তীরে ॥
নন্দসুত হেতু সবে যেন পাগলিনী।
স্নান হেতু জলে নামে যতেক গোপিনী ॥
নিজ নিজ বস্ত্র সব তীরেতে রাখিল।
হাত ধরাধরি করি জলেতে নামিল ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ চিন্তা করয়ে গায়ন।
কিরূপে পাইব কৃষ্ণ এই সদা মন ॥
যমুনার জলে ক্রীড়া করে ব্রজাঙ্গনা।
উলঙ্গিনী রূপে সবে জলে নিমগনা ॥
সবে মিলে কুতূহলে জলকেলি করে।
পরিধেয় বস্ত্র যত রাখি নদীতীরে ॥
বিবিধ পূজার দ্রব্য করি আয়োজন।
জলেতে বিহার করে আনন্দিত মন ॥
মনে মনে বংশীধারী সকলি জানিল।
শিশুগণ সঙ্গে হরি তথায় আইল ॥
দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে আর হলধর।
পূজার সকল দ্রব্য খাইল সত্বর ॥
পূজার সামগ্রী যত করিয়া ভোজন।
গোপিদের ছিল যত বিচিত্র বসন ॥
সবে মিলে বস্ত্র সব হরণ করিল।
স্থানান্তরে তদন্তরে চলি সবে গেল ॥
হাসিতে হাসিতে সবে পলাইয়া দূরে।
পুঁটলি বাঁধিয়া বস্ত্র রাখে স্থানান্তরে ॥
কতক বসন হরি লইয়ে তখন।
নীপতরু পরে কৃষ্ণ করে আরোহণ ॥
এইরূপ করে হরি কিছুই না জানে।
জলেতে বিহরে গোপী আনন্দিত মনে ॥
কেহ বা যমুনা কূলে তুলিছে মৃণাল।
কেহ বা আনন্দে তুলে স্ফুটিত কমল ॥
কেহ মীন সঙ্গে রঙ্গে খেদাড়িয়া যায়।
কেহ হংস হ'য়ে জলে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
কেহ বা কুম্ভীর মত ভাসে সেই জলে।
কেহ বা ডুবিছে জলে অতি কুতূহলে ॥
এইরূপে ব্রজনারী যমুনা নীরেতে।
হর্ষান্তরে ক্রীড়া করে কৃষ্ণে ভাবি চিতে ॥
হেনকালে বৃক্ষতলে নীরদ বরণ।
হাস্যাননে গোপিগণে করে সম্বোধন ॥
হৃষ্টমনে সর্ব্বজনে কহে নন্দসুত।
কহি শুন হিতবাণী গোপনারী যত ॥
কাত্যায়নী পূজিবারে করি আয়োজন।
আনিলে বিবিধ বস্তু পূজার কারণ ॥
কে হরিল সেই দ্রব্য ওগো ব্রজাঙ্গনা।
কোন দেব তোমাদের করিল ছলনা ॥
যতনে আনিলে দ্রব্য পূজার কারণ।
কোথা গেল সেই দ্রব্য দেখ না এখন ॥
উদ্‌যাপন দিনেতে পূজিবে পার্ব্বতী।
কি জানি করিল কেবা এতেক দুর্গতি ॥
সে দ্রব্য হরণে হয় অমঙ্গল যত।
চেয়ে দেখ ব্রজনারী একি বিপরীত ॥

কূলেতে রাখিলে সবে আপন বসন।
সে সব বসন কেবা করিল হরণ॥
কি করি উঠিবে কূলে ওগো ব্রজাঙ্গনা।
উলঙ্গ হইয়ে হের কেমন লাঞ্ছনা॥
নগ্নবেশে কেমনে পূজিবে কাত্যায়ণী।
এখন উপায় কিবা বল দেখি শুনি॥
কাত্যায়ণী ব্রতফল এই কি ফলিল।
পরিধেয় বস্ত্র সব হরি কেবা নিল॥
এখন উলঙ্গ বেশে গৃহে যাও চলি।
শুন গোপকুল নারী সার কথা বলি॥
এইরূপে বৃক্ষে বসি নন্দের নন্দন।
ছল করি কহে কত করি সম্বোধন॥
নন্দসুত বাক্য শুনি ব্রজগোপী যত।
আশ্চর্য্য মানিল সবে হইল বিস্মিত॥
যমুনার কূল পানে করি নিরীক্ষণ।
পূজার যতেক দ্রব্য যতেক বসন॥
না হেরিয়া গোপী সবে মানিল বিষাদ।
বলে হায় একি দায় ঘটিল প্রমাদ॥
কোথা গেল পূজা দ্রব্য কোথায় বসন।
কে হেন ছলনা করি করিল হরণ॥
চিন্তিত অন্তরে সবে কহে পরস্পরে।
নিত্য নিত্য করি কেলি এই নদীতীরে॥
নিত্য এই স্থানে মোরা রাখি হে বসন।
আজ যে করিল চুরি না জানি কারণ॥
কিছু চুরি নাহি হয় আর আর দিনে।
অকস্মাৎ দ্রব্য সব নিল কোনজনে॥
আজ কেন হেন দায় মোদের ঘটিল।
জলে থাকি অশ্রুজলে নয়ন তিতিল॥
উঠিতে না পারি তীরে উলঙ্গ সকলে।
লজ্জার কারণ সবে মগ্ন রহে জলে॥
প্রেমে পুলকিত গোপী প্রফুল্লবদন।
হাস্য করে পরস্পর করি নিরীক্ষণ॥
নম্র হয়ে কৃষ্ণ প্রতি কহে ব্রজাঙ্গনা।
কেন হরি এ চাতুরী করিছ ছলনা॥
পরিধেয় বস্ত্র আর পূজা দ্রব্য যত।
তুমিই হরিলে হরি জেনেছি নিশ্চিত॥ (১)
মুগ্ধ হ'য়ে গোপী সবে কহিছে তখন।
হেন অনুচিত কর্ম্ম কর কি কারণ॥
নন্দের নন্দন তুমি এক গ্রামে বাস।
গুরুতর সম্পর্ক আছয়ে তব পাশ॥
হেন অনুচিত কর্ম্ম উচিত না হয়।
সকল বালক-শ্রেষ্ঠ তুমি গুণময়॥
যা হবার হইয়াছে কি কহিব আর।
এখন ফিরায়ে দাও বস্ত্র সবাকার॥
কেন হরি বস্ত্র হরি করিছ ছলনা।
কেন বা দিতেছ তুমি এতই যন্ত্রণা॥
রমণী বসন তুমি কেমনে হরিলে।
শীতে কাঁপি কিরূপেতে রহি বল জলে॥
আমাদের সকলকে করিয়া উলঙ্গ।
আমাদের সনে হরি একি কর রঙ্গ॥
দয়া করি দেহ হরি সবার বসন।
হিম ঋতু হিম জলে দহিছে জীবন॥
শীতেতে অন্তর দহে ব্যাকুল হৃদয়।
যন্ত্রণা দিওনা বস্ত্র দেহ শ্যামরায়॥
আর এক নিবেদন শুন বংশীধারী।
তব পদে হব দাসী যত ব্রজনারী॥
তব আজ্ঞা অনুগত সকলে হইব।
যে আজ্ঞা করিবে হরি তাহাই করিব॥
সতত তোমার সেবা করিব সকলে।
আর না থাকিতে পারি এই হিমজলে॥

(১) কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করিয়া যমুনা তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল হৃত বসন বৃক্ষডালে বিস্তার পূর্ব্বক শাখা সঞ্চালিত করিতেছিলেন। তদনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণ যমুনার জল মধ্যে নিজ বসনের ছায়া সঞ্চালনে জানিতে পারিয়াছিলেন।

বিশেষ সকলি জান যশোদা-কুমার।
আর কেন বস্ত্র দেহ মানি পরিহার॥
ভালে ভালে বস্ত্র যদি না করিবে দান।
এই কথা জানাইব রাজা বিদ্যমান॥
শুনিয়া গোপিনী বাণী নন্দের নন্দন।
হাসি হাসি কহে তবে মধুর বচন॥
যদ্যপি আমার দাসী নিশ্চয় হইবে।
তবে কেন বৃথা সবে জলেতে রহিবে॥
জল হ'তে উঠি আসি নিকটে আমার।
বাছিয়া লইয়া যাও বস্ত্র যে যাহার॥
হেথা আসি বস্ত্র না লইলে গোপিগণ।
কোনমতে তোমাদিগে না দিব বসন॥
রাজারে জানালে মোর ক্ষতি কিবা তায়
রাজার হইলে ক্রোধ মোর কিবা ভয়॥
কৃষ্ণের বচনে তবে যতেক গোপিনী।
করযোড়ে কহে তবে শুন গুণমণি॥
আর শুন দয়াময় করি নিবেদন।
পূজার যতেক দ্রব্য করিলে হরণ॥
শিশুগণ সহ তাহা ভক্ষণ করিলে।
দেবীর পূজার দ্রব্য কেমনে খাইলে॥
না হয় উচিত হরি বড়ই কুকর্ম্ম।
ইহাতে হইবে হরি কতই অধর্ম্ম॥
এখন মিনতি হরি করি তব পায়।
কেন এ যন্ত্রণা আর দেহ শ্যামরায়॥
অবলা গোপের বালা কেন এ ছলনা।
হিমে তনু দহে হরি দিওনা যন্ত্রণা॥
একে হিম ঋতু হয় তাহে হিমজল।
হিমেতে সবার অঙ্গ হ'তেছে বিকল॥
পায়ে ধরি ওহে হরি ছল পরিহর।
দয়া করি অবলার বস্ত্র দান কর॥
হেনকালে শ্রীদাম সে বস্ত্র দেখাইয়া।
দ্রুতপদে যায় তথা দূরে পলাইয়া॥
গোপাঙ্গনা সর্ব্বজনা করে দরশন।
বিষম ক্রোধেতে তবে কহিছে তখন॥

ওহে ও শ্রীদাম তোর একি ব্যবহার।
আমাদের বস্ত্র লয়ে যাও দুরাচার॥
শীঘ্র করি বস্ত্র সব করহ প্রদান।
নতুবা মোদের ঠাঁই নাহি পরিত্রাণ॥
ক্রোধে যত ব্রজনারী তবে কটুভাষে।
শিশুগণ দেখে রঙ্গ আর কত হাসে॥
উঠিতে না পারি যত গোপের রমণী।
বস্ত্রহীনা জলমধ্যে আছে উলাঙ্গিনী॥
কেমনে উঠিবে তীরে বস্ত্রহীন হ'য়ে।
নীর মধ্যে সবে আছে কাঁকাল ডুবায়ে॥
মনে মনে গোপিগণ করিছে চিন্তন।
রাধাসতী ক্রোধে অতি কহিছে তখন॥
শিশুগণে লজ্জা কিবা করিছ এখন।
সবে ধরি কাড়ি লও যে যার বসন॥
তবে যত গোপিনীরা শুনি সেই বাণী।
ধরিবারে শিশুগণে চলিল তখনি॥
ক্রোধিত অন্তর সবে ধরিবারে যায়।
হাসি শিশুগণ সবে দূরেতে পলায়॥
উলঙ্গ হইয়ে সবে ধায় ধরিবারে।
নিজ নিজ অঙ্গ তবে ঢাকি বাম করে॥
কুচদ্বয় আচ্ছাদিল দক্ষিণ হস্তেতে।
ধরিবারে শিশুগণ বিষম ক্রোধেতে॥
গোপিগণ হেনরূপে কূলেতে ধাইল।
অগ্রে অগ্রে শিশুগণ ছুটিয়া চলিল॥
কিবা মনোহর শোভা হইল তখন।
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা শুনহ রাজন॥
কে জানে তাঁহার মায়া সেই স্বেচ্ছাময়।
গোপিগণ নগ্নবেশে পাছে পাছে ধায়॥
অগ্রে অগ্রে ব্রজশিশু পলায় তখন।
ব্রজাঙ্গনা ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন॥
ক্রোধে কত কটুবাণী কহে শিশুগণে।
কত ভয় দেখাইল কিছুই না মানে॥
শ্রীদাম সে বস্ত্র ল'য়ে পলাইলা দূরে।
কৃষ্ণের নিকটে সবে যায় তদন্তরে॥

কদম্ব বৃক্ষেতে তবে উঠিল তখন।
গোপী যত লজ্জান্বিত করিল গমন ॥
পুনশ্চ জলেতে গিয়া নিমগ্ন হইল।
মনে মনে গোপী সবে চিন্তিতে লাগিল ॥
কি করি এখন কি জ্বালাই ঘটিল।
কিরূপে এখন সবে গৃহে যাই বল ॥
এত ভাবি গোপী সবে কয় কৃষ্ণ প্রতি।
পায় ধরি ওহে হরি করি হে মিনতি ॥
ওহে হরি কৃপা করি দাও বস্ত্র সব।
কেন আর লজ্জা দাও ওহে শ্রীমাধব ॥
একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ করিছ এখন।
লজ্জাময় তুমি হরি লজ্জা নিবারণ ॥
আমাদের লজ্জা কিবা তোমার নিকটে।
এখন রাখহ হরি এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমা নিবেদিত অঙ্গ তুমি কি দেখিবে।
কেবল অবলা কুলে লজ্জিত করিবে ॥
আমরা তোমায় সবে জানিহে এখন।
প্রাণ মন ও চরণে করেছি অর্পণ ॥
তবে কেন গুণমণি হেন রঙ্গ কর।
দয়া করি বংশীধারী বস্ত্র দান কর ॥
গোপিকা বচনে তবে শ্রীমধুসূদন।
হাস্যাননে গোপিগণে কহিল তখন ॥
হাত তুলি লহ বস্ত্র আপন আপন।
না জানি কাহার বস্ত্র হয় কি বরণ ॥
যার যেই বস্ত্র তাহা লইবে চিনিয়া।
এইরূপে কহে হরি হাসিয়া হাসিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে করিল সাহস।
যাঁর লাগি ব্রত মোরা কৈনু একমাস ॥
যাঁরে নিবেদেছি মোরা জীবন যৌবন।
তাঁহার নিকটে লজ্জা বৃথায় এখন ॥
এত ভাবি মনে মনে যত গোপনারী।
হস্তে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রহে সারি সারি ॥
কদম্ব তরুর তলে দাঁড়াইল তথা।
লজ্জায় সকলে তবে করি হেঁটমাথা ॥
কৃষ্ণ কহে ব্রজাঙ্গনা দেখাইয়া দেহ।
হস্ত তুলি কার কোন বস্ত্র মোরে কহ ॥
এক হস্ত তুলি সবে দেখাইয়া দেয়।
শিশু সহ রঙ্গ করে দেব যদুরায় ॥
তবে হরি গোপী প্রতি কহিল তখন।
করযোড়ে প্রণমহ আমারে এখন ॥
তবে কহি গোপীকুল শুন মোর কথা।
মম বাক্য কদাচিত না হবে অন্যথা ॥
অন্যমত কহি শুন ওহে নররায়।
হাসি হাসি গোপিগণে কহে শ্যামরায় ॥
কহিতে লাগিল হরি হর্ষযুক্ত হ'য়ে।
গোপিনীর প্রতি কহে হাসিয়ে হাসিয়ে ॥
বিবস্ত্র হইয়ে জলে হইলে মগন।
জলরূপী হয় যেই দেব নারায়ণ ॥
অতএব হইল তাহে দেবতা হেলন।
কৃতাঞ্জলি করি কর তাহার বন্দন ॥
দেবতা হেলন পাপ হইল প্রচুর।
প্রণাম করিলে হবে সেই পাপ দূর ॥
আগে সেই নারায়ণে করহ প্রণতি।
পরে নিজ নিজ বস্ত্র লহ ব্রজসতী ॥
শুনি বাণী আহিরিণী কহিলা তখন।
আর কেন মিছে রঙ্গ ও কাল বরণ ॥
আমাদের রঙ্গ আর কি দেখিবে হরি।
সকলে তোমার দাসী ওহে বংশীধারী ॥
এত কহি করযোড়ে প্রণমে তখন।
ব্রজশিশু সহ তবে শ্রীমধুসূদন ॥
হাসিতে লাগিল তবে গোপী রঙ্গ হেরি।
দেখে কৃষ্ণ আছে জলে রাধিকা সুন্দরী ॥
লজ্জার কারণ দেবী কূলে না উঠিল।
তবে গোপী প্রতি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
আসিয়াছ সকলেতে লইতে বসন।
রাধিকা না আসে বল কিসের কারণ ॥
ডাক রাধিকায় তবে বসন পাইবে।
না দিলে বস্ত্র আমার কি আর করিবে ॥

বস্ত্র যদি নিতে চাও ডাক রাধিকায়।
মৃদু হাসি গোপী প্রতি কহে শ্যামরায়॥
রাধিকার কাছে তবে গেল একজন।
কৃষ্ণের সকল কথা কহিল তখন॥
শুনিয়া সে বাণী রাধা আকুল হইল।
ভাগবত কথা সুধা ব্যাস বিরচিল॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
শ্রবণেতে হরিকথা সুধাময় অতি॥
সখিমুখে শুনি কথা শ্রীমতি তখন।
লজ্জায় আকুল অতি মলিন বদন॥
হায় হায় একি দায় ঘটিল আমার।
কেন মিছে ছল করে নন্দের কুমার॥
সখিগণ প্রতি তবে করে সম্বোধন।
ব্রতফল হেন ফল একি অঘটন॥
আমি না উঠিব সখী এ জল হইতে।
যা হবার হবে ভাই আমার ভাগ্যেতে॥
মনে মনে ভাবে রাধা শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
অন্তরেতে জনার্দ্দনে করেন চিন্তন॥
ওহে ভব হও তুমি জগতের পতি।
গোপিকামোহন হরি গোপিকার পতি॥
তবে কেন গোপীনাথ করহ ছলনা।
তোমার চরণে দাসী যত ব্রজাঙ্গনা॥
গোলোক-বিহারী হরি শ্রীমধুসূদন।
কৃপাসিন্ধু কৃপাময় অধম তারণ॥
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর।
যুগে যুগে হ'লে কত তুমি অবতার॥
এখন গোকুলে তুমি নন্দের নন্দন।
বংশীধারী হে মুরারী হে ব্রজমোহন॥
গোপিকার প্রাণধন যশোদা-কুমার।
কি দোষে আমার প্রতি এত অত্যাচার॥
স্বেচ্ছায় আইলে হরি এই বৃন্দাবনে।
অবনীর ভার হরি হরণ কারণে॥
শিশুরূপে স্তনপানে পূতনা বধিলে।
পদাঘাতে অবহেলে শকট ভাঙ্গিলে॥
অঘাসুর তৃণাবর্ত্তে করিলে নিধন।
কটাক্ষে করিলে হরি কালিয় দমন॥
ব্রহ্মার হরিলে দর্প গোপিকা জীবন।
রমানাথ রমেশ্বর লজ্জা নিবারণ॥
লজ্জা আদি কার্য্য যত তোমার সৃজিত।
তবে কেন দয়াময় কর হেন রীত॥
তুমিত করেছ নাথ সবার সৃজন।
তুমি বিশ্বপতি হরি জগত জীবন॥
সর্ব্বময় দেবরাজ বিশ্ব-বিমোহন।
তোমার কটাক্ষে হয় এ বিশ্ব পালন॥
সকলের সার তুমি সর্ব্ব মূলাধার।
তোমার মায়াতে সৃষ্টি যতেক অমর॥
শিব আদি ব্রহ্মা ধর্ম্ম তোমাতে উৎপত্তি।
সর্ব্ব চরাচর জীব তুমি তার গতি॥
হে গোবিন্দ নিত্যানন্দ সর্ব্বানন্দময়।
মম লজ্জা রক্ষা কর ওহে দয়াময়॥
তপময় হে মাধব কটাক্ষে তোমার।
আপনি করহ দেব জীবের সংহার॥
তব পদে মম মতি আছে অনুক্ষণ।
ওহে রমাপতি তুমি আমার জীবন॥
ভক্তের জীবন তুমি ভক্ত অনুগত।
ভক্তের রাখিতে মান আপনি বিব্রত॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর ভকত বৎসল।
আমরা তোমার ভক্ত গোপিনী সকল॥
ভকতে রাখিতে হরি সদা সর্ব্বক্ষণ।
তুমি তার পাছে পাছে করহ ভ্রমণ॥
ভক্ত প্রতি হেন ছল তব যোগ্য নয়।
বিড়ম্বনা কেন বৃথা করিছ আমায়॥
দয়া কর দয়াময় এ দাসীর প্রতি।
লজ্জা নিবারণ কর কমলার পতি॥
যদি কোন দোষী হই তোমার চরণে।
অন্য শাস্তি দেহ নাথ তাহার কারণে॥
কাঁপিতেছে অঙ্গ মোর দুরন্ত হিমেতে।
আরো কষ্ট দিতে তব বাসনা মনেতে॥

এত কহি রাধা সতী নয়ন মুদিল।
কৃষ্ণপদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥
রাধিকার স্তবে হরি সন্তুষ্ট হইল।
কতক্ষণে শ্রীরাধিকা নয়ন মেলিল॥
নয়ন খুলিয়া রাধা করে দরশন।
চারিদিকে কৃষ্ণরূপ ভুবনমোহন॥
হৃদয়েতে নারায়ণে দরশন করে।
নাহি দেখে কৃষ্ণ আর গাছের উপরে॥
যমুনার তীরে যত বসন দেখিল।
পূজার সামগ্রী যত নয়নে হেরিল॥
গোপিগণ মনে মনে হইল বিস্ময়।
যেন স্বপ্ন দেখি সবে নিদ্রাভঙ্গ হয়॥
তাড়াতাড়ি কূলে উঠি পরিল বসন।
ভক্তিসহ পূজা করে দেবীর চরণ॥
নানাবিধ উপহারে দেবীরে পূজিল।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য অমনি বাজিল॥
পুষ্প বরিষণ করে যত সুরগণ।
আনন্দেতে করে গোপী ব্রত উদ্‌যাপন॥
পরে যত গোপিগণ আনন্দ অন্তরে।
কাত্যায়ণী প্রতি সবে বহু স্তুতি করে॥
সদয়া হইয়ে দেবী বর দিল সবে।
সকলের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥
বর পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে যত গোপিগণ।
সত্বরে সকলে গৃহে করিল গমন॥
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা সুধা-প্রবাহিনী॥
ভক্তি করি সাধুগণ পিয়ে অনিবার।
তথাপি না হয় ক্ষয় তিল মাত্র তার॥
যত খায় তত বাড়ে বুঝহ রাজন।
মহানন্দে দাস ভাষে শুন সাধুজন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বস্ত্র হরণ কথা সমাপ্ত।

অথ বিপ্রপত্নীগণের অন্ন ভোজন।

শুকদেব প্রতি তবে কহিল রাজন।
কহ পুত্র মহামতি অপূর্ব্ব কথন॥
ওহে মুনি কি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী।
শ্রবণে পবিত্র হয় কহ সেই বাণী॥
শুনিলে শ্রীহরি কথা মোক্ষ অনায়াসে।
কহ মুক্তি সেই কথা শুনিব হরষে॥
মনে করি হরি কথা শুনি সর্ব্বক্ষণ।
কি আশ্চর্য্য করে পরে শ্রীনন্দনন্দন॥
কহ শুনি মুনিবর ভক্তির আকার।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা সুধার সাগর॥
যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে অনুক্ষণ।
পরে কি হইল কহ ওহে তপোধন॥
বৃন্দাবন বনে হরি কি কার্য্য করিল।
সেই কথা সুধা মোরে বিস্তারিয়া বল॥
মৃদুভাষে নৃপবরে কহে তপোধন।
কৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র কারণ॥
যে কথা শ্রবণে লোক মোক্ষপদ পায়।
সেই কথা তোমারে কহিব সমুদায়॥
একদিন শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশিল।
বালক সঙ্গেতে হরি বনে প্রবেশিল॥
মধুবনে হৃষ্টমনে করিল গমন।
সঙ্গে ধায় হর্ষকায় যত ধেনুগণ॥
ধেনুগণ আনন্দেতে নব দূর্ব্বা খায়।
যমুনা পুলিনে হরি খেলিয়া বেড়ায়॥
শিশুসঙ্গে মহারঙ্গে খেলা করে কত।
সবে মেলি কত খেলে হ'য়ে আনন্দিত॥
খেলিতে খেলিতে সবে আকুল ক্ষুধায়।
পরিশ্রান্ত হ'য়ে ক্লান্ত বসিল তথায়॥
কৃষ্ণ প্রতি শিশুগণ কহিল তখন।
ক্ষুধায় যে প্রাণ যায় কি করি এখন॥
অন্ন বিনে এখনি মরিয়া যাব সবে।
না পারি চলিতে আর বল কি হইবে॥

শুনি বাণী চিন্তামণি কহিল তখন।
কেন ভাই বৃথা সবে ভাব অকারণ॥
এখনি আনিয়া অন্ন ভোজন করাব।
ক্ষণকালে ক্ষুধা নাশি তৃপ্ত যে করাব॥
শুন সখাগণ এক আমার বচন।
সম্মুখে দেখিছ এই মুনি-তপোবন॥
এই বনমাঝে আছে দ্বিজের বসতি।
শাস্ত্র-বিশারদ সবে ধর্ম্মে সদা মতি॥
করয়ে সকলে যজ্ঞ হরিষ অন্তরে।
মম নাম জপ তারা করে নিরন্তরে॥
অনুক্ষণ মোরে সবে করে আরাধন।
শীঘ্র করি তথা সবে করহ গমন॥
মোরে নাহি জানে আমি মানব আকৃতি।
অঙ্গিরস মুনির ভবনে কর গতি॥
আমি না যাইব তথা শুন সখাগণ।
দয়ার আধার তাঁরা বৈষ্ণব প্রধান॥
মোর বাক্যে তথাকারে যাও শীঘ্রগতি।
মাগিলে দিবেক অন্ন শুনহ সম্প্রতি॥
চাইলে দিবেক অন্ন অন্যথা না হবে।
শীঘ্রগতি যাও সবে অন্ন তথা পাবে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা যত সখাগণ।
যথা সেই বিপ্রগণ করিল গমন॥
গিয়া বিপ্র সন্নিধানে প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি করি তবে কহিতে লাগিল॥
শুন বিপ্রগণ করি এক নিবেদন।
কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে হেথা আগমন॥
দূর বনে ধেনু সনে নন্দের কুমার।
সহ বলরাম তথা ক্ষুধিত অন্তর॥
আর শুন দ্বিজ সব মোদের বচন।
অন্ন দেহ আমাদের করিব ভোজন॥
আমরা সকল শিশু ক্ষুধিত এখন।
দেহ অন্ন সবাকারে করিব ভক্ষণ॥
ক্ষুধায় কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়।
অন্ন দেহ শীঘ্র করি যাইব তথায়॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই করিল প্রেরণ।
ইচ্ছা হয় অন্নদান কর দ্বিজগণ॥
এই কথা যেই মাত্র কহিল তথায়।
শ্রবণে না শুনে কেহ ভাবে একি দায়॥
যজ্ঞেতে আহুতি সবে দেয় দ্বিজগণ।
রাখালের কথা তারা না করে শ্রবণ॥
পরম কারণ কৃষ্ণ কিছু না জানিল।
অহঙ্কারে মত্ত কৃষ্ণে মানুষ মানিল॥
অবজ্ঞা করিয়া কেহ অন্ন নাহি দিল।
শিশুগণ সহ কেহ কথা না কহিল॥
সকলেতে মহা ব্যস্ত যজ্ঞে দেয় মন।
তবেত চলিয়া গেল যত শিশুগণ॥
সবে আসি শীঘ্রগতি কৃষ্ণেরে কহিল।
কেহ নাহি দেয় অন্ন অবজ্ঞা করিল॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি শ্রীনন্দনন্দন।
পুনর্ব্বার শিশুগণে কহিল তখন॥
শুন সখাগণ পুনঃ বচন আমার।
তথায় গমন পুনঃ কর আরবার॥
যথা দ্বিজ-পত্নীগণ যাহ সেইস্থানে।
আমার সকল কথা কবে সেইখানে॥
মম প্রতি বড় ভক্তি আছে সবাকার।
আমার চরণ ভিন্ন নাহি জানে আর॥
বড় দয়াবতী তারা শুনহ বচন।
পুনঃ তথাকারে ভাই করহ গমন॥
আমাদের নামে অন্ন চাহিয়া লইবে।
তখন তাহারা অন্ন প্রদান করিবে॥
কৃষ্ণ বাক্য শুনি পুনঃ যত শিশুগণ।
দ্বিজ-পত্নী পাশে সবে করিল গমন॥
যথায় ব্রাহ্মণী সবে করয়ে রন্ধন।
তথাকারে গোপশিশু করিল গমন॥
নমস্কার করি কহে দ্বিজ-পত্নীগণে।
কৃষ্ণবাক্যে আমরা আইনু এই স্থানে॥
শুনগো রমণী সবে কহি বিবরণ।
গোচারণে আসিয়াছে নন্দের নন্দন॥

বলরাম আদি আর যত শিশুচয়।
ক্ষুধায় আকুল তারা জানিবে নিশ্চয় ॥
দেহ অন্ন শীঘ্র করি ক্ষুধার্ত্ত সকলে।
রাম কৃষ্ণ আদি করি মোরা সবে মিলে
শীঘ্র করি দেহ অন্ন বিলম্ব ক'রো না।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ওগো দ্বিজাঙ্গনা ॥
শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ।
শিশুগণ প্রতি তবে জিজ্ঞাসে বচন ॥
ওহে শিশু হেথা তোমা কেবা পাঠাইল।
সেই বাক্য সত্য করি আমাদের বল ॥
অন্ন দিব পরিতোষ সহিত ব্যঞ্জন।
কহ সত্য মিথ্যা কথা নহে কদাচন ॥
তাহা শুনি শিশুগণ কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণ আমাদের হেথা পাঠাইয়ে দিল ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আসি গোচারণে।
ক্ষুধায় আকুল সবে অন্নের কারণে ॥
পাঠাইল শ্রীনিবাস শুন গো জননী।
মধুবনে আছে বসি কহি সত্য বাণী ॥
শুন মাতা কহি মোরা বিশেষ বচন।
দিবে কি না দিবে অন্ন বলহ এখন ॥
যদি নাহি দাও অন্ন ফিরে তথা যাব।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া এ কথা কহিব ॥
শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু আনন্দিত মন ॥
অদ্ভুত চরিত্র কৃষ্ণ নিত্য নিত্য শুনি।
হেরিব নয়নে আজি সেই গুণমণি ॥
দেখিবারে কৃষ্ণনিধি আকুল হৃদয়।
অন্তরে আনন্দ অতি হয় অতিশয় ॥
কতই আনন্দ তবে মনে উপজিল।
অন্ন দিতে সকলেই প্রস্তুত হইল ॥
অন্ন দিতে মধুবনে যাইতে উদ্যত।
স্বর্ণপাত্রে লয় অন্ন করিয়ে পূর্ণিত ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সকলি লইল।
মধুবনে হর্ষমনে যাইতে লাগিল ॥
মহানন্দে যায় সব বিপ্রের রমণী।
সমুদ্রে মিলিতে আশা যেমন তটিনী ॥
যাইতে নিষেধ করে যত বিপ্রগণ।
কিছুতেই তারা সবে না মানে বারণ ॥
কৃষ্ণ দরশন আশা আছে বহুদিনে।
না শুনি বারণ সবে চলে মধুবনে ॥
সত্বর গমন করে অনুরাগ ভরে।
হৃষ্টকায় সবে ধায় যমুনার তীরে ॥
আনন্দেতে পুলকিত বিপ্র-ভার্য্যাগণ।
লইল অনেক অন্ন সহিত ব্যঞ্জন ॥
পায়স পিষ্টক কত লৈল থালে করি।
কত যে লইল খাদ্য যত বিপ্রনারী ॥
শীঘ্রগতি সবে যায় কৃষ্ণ দরশনে।
অন্ন ল'য়ে উপনীত সেই মধুবনে ॥
যথা শ্যামরায় তথা গমন করিল।
মধুবন মাঝে রাম কানুরে দেখিল ॥
সুরম্য কানন মাঝে বসি তরুতলে।
বলরাম সহ কৃষ্ণ বসি কুতূহলে ॥
শিশুগণ সহ হরি বটমূলে বসি।
হেরিল সুন্দর রূপ যেন পূর্ণশশী ॥
যেন তারা ঘেরা চাঁদ ভূমিতে উদয়।
সেইরূপ দেখে সবে অতি শোভাময় ॥
কিবা কান্তি মনোহর শ্যাম কলেবর।
স্বর্ণ জিনি পরিহিত তাহে পীতাম্বর ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল তাহা রতনে মণ্ডিত।
নাসাগ্রে নোলক কিবা হয়েছে শোভিত ॥
বক্ষোদেশ সুশোভিত কৌস্তুভ ভূষণে।
গলে দোলে বনমালা নূপুর চরণে ॥
মালতীর হার মালা কণ্ঠ বিভূষণে।
চর্চ্চিত হয়েছে অঙ্গ কুসুম চন্দনে ॥
অলকা আবৃত গণ্ড হেরে মন হরে।
সুবর্ণ কিরীটি শোভে মস্তক উপরে ॥
তাহে শিখিপুচ্ছ শোভে ভুবন উজলে।
দেখে সে মাধুরী বিপ্র-রমণী সকলে ॥

দেখিল যে তরুমূলে যোগেন্দ্র আকার।
জন্মিল অন্তরে ভক্তি মনেতে সবার॥
আনন্দে উন্মত্ত সবে কৃষ্ণ দরশনে।
অন্ন থালা রাখি তথা প্রণমে চরণে॥
ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী।
দাসের বাসনা মনে পদে রহে মতি॥
মুনিবর কহে শুন ওহে নৃপমণি।
সুধাময় হয় এই শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী॥
যতেক বিপ্রের নারী প্রণমে তখন।
নারায়ণ দরশনে আনন্দে মগন॥
মনে মনে সর্ব্বজনে আশীর্ব্বাদ করে।
নারী যত স্তবে রত পুলক অন্তরে॥
ওহে দেব ভবভয় তুমি সর্ব্বাকার।
সুনির্ম্মল জল স্থল তুমি সর্ব্বসার॥
গুণময় সর্ব্বাশ্রয় জীবের জীবন।
মহাকায় শূন্যময় তুমি জনার্দ্দন॥
সর্ব্বগতি সৃষ্টিপতি নির্গুণ সাকার।
শক্তিরূপ বিশ্বভূপ পুরুষ আকার॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়।
জীবের সংহার কর্ত্তা ওহে বিশ্বময়॥
তুমি ব্রহ্মা আদি মূল তুমি মহেশ্বর।
ধর্ম্ম ইন্দ্র গণপতি যম সৃষ্টিধর॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি বিশ্বের কারণ।
অনাদি অনন্ত তুমি দৈত্য সংহারণ॥
সবাকার বীজ তুমি সবার জনক।
এ বিশ্ব তোমাতে নাথ তুমিই পালক॥
আপন ইচ্ছায় হরি ব্রহ্মাণ্ড করিলা।
মহা বিরাটের অঙ্গ আপনি স্থাপিলা॥
কার্য্যময় যোগময় তুমি যোগেশ্বর।
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর॥
গ্রহ আদি অগ্নি চন্দ্র তারাগণ যত।
তোমাতে উৎপত্তি সব তুমিই মহত॥
জ্ঞানের অতীত তুমি সর্ব্ব তেজোময়।
সর্ব্বাধার রমানাথ যশোদা তনয়॥

রাধাকান্ত রমাপতি শ্রীমধুসূদন।
লক্ষ্মীকান্ত বনমালী গোপিকামোহন॥
শ্রীগোপাল গোপেশ্বর মুকুন্দ মুরারী।
রমেশ রাধিকাপতি শ্রীরাসবিহারী॥
সর্ব্বানন্দ ব্রজেশ্বর ব্রজ-বিমোহন।
গোলোক-নিবাসী হরি রাধিকারমণ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
তব গুণ বর্ণিবারে কার শক্তি হয়॥
তোমার মহিমা প্রভু কি মোরা বলিব।
বেদে অগোচর নাথ মোরা কি জানিব॥
বীণাপাণি নাহি পারে গুণ বর্ণিবারে।
পঞ্চানন পঞ্চাননে কহিতে না পারে॥
যোগেন্দ্র গণেশ কিছু যোগেতে না পায়।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সবে নিয়ত ধেয়ায়॥
যোগিগণ যে চরণ ভজে অনুক্ষণ।
তবু কিছু নাহি অন্ত পায় কোনজন॥
অসীম জগত মধ্যে অসীম মহিমা।
কেহ না কহিতে পারে তোমার যে সীমা॥
অবলা কামিনী মোরা কি জানি ভজন।
দয়া করি দয়াময় দেহ শ্রীচরণ॥
ওহে দীনবন্ধু মোরা কিবা স্তব জানি।
পার্ব্বতী সাবিত্রী রাধা না জানে কাহিনী॥
এত কহি কৃষ্ণ পদে সকলে পড়িল।
পবনে কদলী যথা ভূমিশায়ী হৈল॥
সেইরূপ বিপ্রপত্নী কৃষ্ণ পদতলে।
করযোড়ে কৃষ্ণ প্রতি মৃদুভাষে বলে॥
দয়া কর দয়াময় হইয়ে সদয়।
আমাদের প্রতি কভু হ'য়ো না নির্দ্দয়॥
শুকদেব বলে কথা অতি পুরাতন।
বহুবিধ স্তুতি করে বিপ্রপত্নীগণ॥
স্তবে তুষ্ট দামোদর তখনি হইল।
মৃদুভাষে সবাকারে কহিতে লাগিল॥
মাগ বর মম স্থানে তোমরা সকলে।
যে বর মাগিবে তাহা পাবে অবহেলে॥

যাহা চাবে তাহা পাবে না হবে অন্যথা।
লহ বর মনোমত কহিনু সর্ব্বথা॥
তাহা শুনি রমণীরা কহিল সাদরে।
দেহ বর শুন প্রভু আমা সবাকারে॥
অন্য বর আমাদের নাহি প্রয়োজন।
কেবল সেবিব তব ও রাঙ্গা চরণ॥
তব পদে যেন মতি রহে রমাপতি।
কৃপা করি এই বর দেহ সবা প্রতি॥
গৃহে না যাইব ফিরে শুন জনার্দ্দন।
মুক্তিপদ দেহ সবে এই নিবেদন॥
শুনিয়া তাদের বাণী শ্রীনন্দনন্দন।
হাস্যাননে সর্ব্বজনে কহেন বচন॥
তোমরা সকলে হও মহা ভাগ্যবতী।
মনসুখে মম স্থানে করিয়াছ গতি॥
পুণ্য বিনা কেবা পায় মোর দরশন।
বড় পুণ্যবতী সবে জানিনু এখন॥
আমার চরণ পূজা করি সদা ভক্তি।
চরমে পরমপদ পায় সেই ব্যক্তি॥
যেজন একান্তে করে আমার সেবন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি বিসর্জ্জন॥
সেই মুক্তিপদ পায় জানিবে নিশ্চয়।
এ ভব সংসারে পাপ কিছু নাহি রয়॥
অতএব যাও সবে নিজ নিজ ঘরে।
পতিপদ সেবা কর আনন্দ অন্তরে॥
যজ্ঞ করিতেছে তথা যত বিপ্রগণ।
অতএব শীঘ্র গৃহে করহ গমন॥
চরমে পরম পদ সকলে পাইবে।
আমার এ কথা কভু অন্যথা না হবে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে নারীগণ।
কেন এ নিষ্ঠুর বাণী কহ নারায়ণ॥
তোমার এ পাদপদ্ম কভু না ছাড়িব।
পাপগৃহে মোরা ফিরে কভু না যাইব॥
পতি পুত্র ভ্রাতা আদি নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে হরি লইনু শরণ॥
কিবা কার্য্য পাপগৃহে ওহে দয়াময়।
সকলি পাপের ভার জানিনু নিশ্চয়॥
তব পাদপদ্ম সার হয় এ সংসারে।
তব অদর্শনে প্রাণ রহে কি প্রকারে॥
এতেক কহিল যদি দ্বিজ-পত্নীগণ।
তাহাদের প্রতি তবে কহে ভগবান॥
মম বাক্য ধরি সবে গৃহে ফিরে যাও।
নিজ পতি প্রতি সবে সেবাপর হও॥
হেথা আগমন হেতু নাহি হয় দোষ।
আত্মীয় সকলে কেহ না করিবে রোষ॥
অতএব নিজ গৃহে করহ গমন।
অচিরে পাইবে সবে আমার চরণ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে বিপ্রপত্নীগণ।
নিজ গৃহে যজ্ঞ যথা করে দ্বিজগণ॥
আনন্দে তথায় সবে ফিরিয়া আইল।
বিপ্রগণ সকলেতে কিছু না কহিল॥
সাদরে সকলে তবে গৃহে আইলেন।
কৃষ্ণপদ নারীগণ ভাবে মনে মন॥
সদা সর্ব্বক্ষণ হরি হৃদয়েতে ভাবে।
দেখে আজি কর্ম্মফের দূরে যায় তবে॥
পরে শুন নৃপমণি কহি সে কাহিনী।
অন্ন আদি আনে যাহা দ্বিজের রমণী॥
সকল বালক মিলি আনন্দিত মনে।
বৃক্ষ পত্র ল'য়ে সবে বসিল ভোজনে॥
আনন্দেতে শিশুসহ শ্রীকৃষ্ণ তখন।
খাইল সে অন্ন আদি যতেক ব্যঞ্জন॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল সক ল।
আচমন করি পরে সকলে উঠিল॥
এইরূপে নরলীলা করে নারায়ণ।
গোপবেশে গোপীসহ গোপিকামোহন॥
হেন কৃষ্ণ অনাদর করি বিপ্রগণ।
রমণীগণেরে হেরি কৃষ্ণপরায়ণ॥
অজ্ঞান আমরা সবে মনে বিচারিল।
আপনা আপনি সবে নিন্দিতে লাগিল॥

মানুষ ভাবিনু সেই পরম ঈশ্বরে।
গোপবেশে গোপবাসে কে জানে তাঁহারে॥
রাম-কৃষ্ণ দুইজন পরম কারণ।
না জানি অবজ্ঞা মোরা করি সর্ব্বজন॥
যখন আইল হেথা অন্ন মাগিবারে।
অহঙ্কারে মাতি সবে না চাহিনু ফিরে॥
না জানি বিশেষ তত্ত্ব তাঁর দ্বেষ করি।
বিড়ম্বনা মায়াবেশে না চিনিনু হরি॥
অবলা কামিনীগণে তাঁহারে চিনিল।
ভক্তিতে পরমপদ সকলে পাইল॥
ভক্তিহীন মোরা সব ধিক শত ধিক।
নিতান্ত অজ্ঞান মোরা কি কব অধিক॥
আমাদের যজ্ঞে কিবা আছে প্রয়োজন।
ধিক ব্রত আদি কর্ম্ম বৃথায় এখন॥
ব্রত উপবাস যত সকলি বিফল।
ভক্তিহীন জনের জীবনে কিবা ফল॥
জগত মোহিত হয় কৃষ্ণের মায়ায়।
কেমনে চিনিব সেই বিশ্বের পিতায়॥
মায়ার প্রভাবে সবে হয়ে বিমোহিত।
ভক্তিশূন্য হই মোরা জানিনু নিশ্চিত॥
বর্ণের প্রধান এই অহঙ্কার করি।
মোহিত হইনু সবে না জানিয়া হরি॥
কি আশ্চর্য্য হয় ইহা যত নারীগণ।
ভক্তিতে কৃষ্ণের পদে হইল মগন॥
যাহা হ'তে মৃত্যু পাশ হয় বিমোচন।
ভক্তিতে পাইল সেই অভয় চরণ॥
অজ্ঞান অবলাকুল নাহি শুদ্ধাচার।
কিরূপে হইল ভক্তি ইহা সবাকার॥
হরিপদে ভক্তি যার থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তপ আদি কার্য্যে তার নাহি প্রয়োজন॥
কেন না দিলাম অন্ন মত্ত অহঙ্কারে।
অবজ্ঞা করিনু হায় পরম ঈশ্বরে॥
আমাদের মত পাপী না দেখি ধরায়।
মহা অপরাধ মোরা করিনু কি হায়॥
যাঁর লাগি করে লোকে বিবিধ অর্চ্চন।
যাগ আদি ক্রিয়া করে যাঁহার কারণ॥
উদ্দেশেতে পূজে লোক নানা উপচারে।
নৈবেদ্য করিয়া পূজে তুষিতে যাঁহারে॥
সেইজন স্বয়ং আসি অন্ন যে মাগিল।
নিজ হস্তে খাইবারে সাক্ষাতে আইল॥
নিতান্ত অভাগা মোরা জানিনু এখন।
নিতান্ত মোদের প্রতি বিধি বিড়ম্বন॥
নতুবা যে পদে সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী।
হেলায় ত্যজিনু মোরা সে পদ সম্প্রতি॥
লক্ষ্মীপতি এসে অন্ন যখন মাগিল।
বুঝিতে নারিনু মোরা হইয়া চঞ্চল॥
তপ জপ মন্ত্র তন্ত্র সকলের সার।
পরম কারণ সেই দেব পরাৎপর॥
গোপরূপে গোপকুলে জনম লভিল।
ব্রহ্মরূপী নিরাকারে কেহ না জানিল॥
সেই নারায়ণে মোরা নারিনু চিনিতে।
বিমোহিত মোরা সবে হইনু মায়াতে॥
নমঃ নমঃ নারায়ণ জগত কারণ।
নমঃ কৃষ্ণচন্দ্র ওহে যশোদা-নন্দন॥
মুকুন্দ মুরারি হরি জগতের সার।
দয়াময় সর্ব্বাশ্রয় দেব যজ্ঞেশ্বর॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে ভ্রমি অবিরত।
এমনি মোদের হয় কর্ম্মভোগ যত॥
না জেনে তোমার তত্ত্ব এতেক যন্ত্রণা।
নিজগুণে ক্ষম দোষ ক'রনা বঞ্চনা॥
এইরূপে বিপ্রগণ দুঃখেতে মগন।
হরিপদ মনে মনে করেন চিন্তন॥
কৃষ্ণ দরশন আশে আনন্দ উদয়।
কিন্তু নাহি যায় তথা বৃথা করি ভয়॥
দাস ভাবে হরি কথা সুধার সাগর।
সাধুগণ মনোসাধে পিয়ে নিরন্তর॥
পরীক্ষিত মুনিবরে যোড় করি কয়।
কহ হরিকথা দেব মোরে সমুদয়॥

তোমার প্রসাদে প্রভু করি যে শ্রবণ।
দেহের কলুষ যত হয় বিমোচন॥
বড়ই আনন্দ দেব অন্তরে উদয়।
কহ দেব পূর্ব্ব কথা অতি সুধাময়॥
দয়া করি কহ মোরে সেই বিবরণ।
মোক্ষপদ পেল কেন বিপ্রপত্নীগণ॥
কেবা তারা পুণ্যবতী কহ তপোধন।
হেন কি করিল পুণ্য তারা সর্ব্বজন॥
কেন বা দ্বিজের তারা রমণী হইল।
কিবা পাপে অবনীতে জনম লভিল॥
কি সাধনে হেন পুণ্য হইল উদয়।
হরি দরশন মাত্র মুক্তিপদ পায়॥
সেই সব বিবরণ বলহ বিস্তারি।
বল শুনি হরিকথা সুধার লহরী॥
পূর্ব্বকথা কহি কর সন্দেহ ভঞ্জন।
আমার বাসনা পূর্ণ করহ এখন॥
রাজার বচনে তবে কহে তপোধন।
পূর্ব্বেতে আছিল মহা ঋষি সপ্তজন॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র পূর্ণ সে তেজেতে।
অঙ্গিরাদি সপ্ত ঋষি বিখ্যাত জগতে॥
মহা তেজোময় তারা সপ্তজন হয়।
সাতজনে সাত নারী বিবাহ করয়॥
নবীন যৌবনা তারা রূপে মনোহর।
শশীসম সুবদন অতি শোভাকর॥
ভ্রু-যুগ কামধেনু কটাক্ষ তাহে বাণ।
মদন হেরিয়া হয় আপনি অজ্ঞান॥
মনোহর পয়োধর শোভে বক্ষঃস্থলে।
কত কান্তি কত আভা রূপ যে উজ্জ্বলে॥
সুশীলা সে ধর্ম্মপরা পরমা রূপসী।
যেন ভূমিতলে পড়ে কত শত শশী॥
দিব্য বস্ত্র পরিহিত সুচিত্র তাহায়।
হেরিয়া সে রূপরাশি সবে মোহ যায়॥
মুনিগণে সর্ব্বক্ষণ আঁখি চায় ঠারে।
দরশনে মোহ প্রাপ্ত হয় একেবারে॥
পতিব্রতা সবে তারা পতি প্রতি মন।
অন্যজনে কভু তারা না করে দর্শন॥
একদিন দৈবযোগে দেব হুতাশন।
তাহাদের রূপরাশি করে নিরীক্ষণ॥
কুচযুগ মুখপদ্ম নয়নে হেরিল।
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে মোহিত হইল॥
কামিনী সকলে অগ্নি করিয়া ঈক্ষণ।
কামে মত্ত জ্ঞানহীন হয় হুতাশন॥
এদিকে কামিনীকুল নেহারি অনলে।
পীড়িতা মদন বাণে হইল সকলে॥
ঘন ঘন হুতাশন দেখে নারীগণ।
মুনি-পত্নীগণে করে এরূপ যখন॥
অঙ্গিরাদি মুনি সব দরশন কৈল।
এ হেন ঘটনা যবে ঘটন হইল॥
দেখি ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে কাঁপে ওষ্ঠাধর।
লোহিত হইল আঁখি দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥
ক্রোধেতে অনল প্রতি কহিল তখন।
বলি শুন দুরাচার তোরে হুতাশন॥
কামভাবে মুনি-পত্নী দরশন কর।
একি অসম্ভব তব ওহে বৈশ্বানর॥
পরনারী মাতৃসম শাস্ত্রের বিধান।
তুমি জ্ঞানী ধর্ম্মমতি সবার প্রধান॥
তোমার এরূপ কার্য্য না হয় উচিত।
এই হেতু পাবে শাস্তি ইহার বিহিত॥
মম অভিশাপে তব হেন দশা হবে।
মম বাক্যে তুমি অগ্নি সকল ভক্ষিবে॥
উত্তম অধম বলি না থাকিবে জ্ঞান।
তোমার পাপের এই উচিত বিধান॥
ভক্ষ্য অবশেষ যাহা ভস্ম হবে তাহা।
অন্যথা না হবে আমি কহিলাম যাহা॥
শুনিয়া মুনির বাক্য দেব হুতাশন।
শিরেতে হইল যেন অশনি পতন॥
শাপ কথা বৈশ্বানর শ্রবণ করিল।
একেবারে হতজ্ঞানে ভূমিতে পড়িল॥

মনে মনে হুতাশন ভাবিতে লাগিল।
আপনা ধিক্কার করি কত যে কহিল॥
কেন হেন অপকার্য্যে মানস মাতিল।
আমা হ'তে এ অখ্যাতি কেন বা রটিল
কেন বা রমণীগণে করি দরশন।
কেন বা কামেতে বশ হ'লো মম মন॥
সামান্য কামের বশে উন্মত্ত হইনু।
এখন বিপদ-নীরে নিশ্চয় পড়িনু॥
যথা কর্ম্ম তথা ফল হইল আমার।
কেমনেতে দুঃখরাশি হ'তে হব পার॥
মনে মনে হুতাশন অনুতাপ করি।
মুনিগণে স্তব করি কহে সে বিস্তারি॥
ওহে মহামুনি মম ত্যজ সব দোষ।
অধমে মার্জ্জনা করি ছাড় যত রোষ॥
তুমি মহামুনি হও তপস্বীর সার।
হেন কর্ম্ম আমা হ'তে নাহি হবে আর॥
ধরি পায় মহাকায় মুক্ত কর শাপে।
দগ্ধ যে হ'তেছি মুনি আমি মহাপাপে॥
এইরূপে যত স্তুতি অনল করিল।
ততই মুনির কোপ বাড়িতে লাগিল॥
অনলেতে শুষ্ক তৃণ হইলে পতন।
যেরূপ বাড়য়ে তেজ শুনহ রাজন॥
সেইরূপ মুনি ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল।
ক্রোধে মহামুনি তবে কাঁপিতে লাগিল॥
নারীগণ প্রতি তবে ঘূর্ণিত নয়নে।
কহিতে লাগিল চাহি সেই মুনিগণে॥
পাপীয়সী সবে জন্ম লও ভূমিতলে।
যথা কর্ম্ম তথা ফল শাস্ত্রে ইহা বলে॥
কর্ম্মোচিত ফল সবে লভিবে এখন।
মম বাক্যে অবনীতে করিবে গমন॥
মানবী হইবে সবে জানিবে নিশ্চয়।
বহু ক্লেশ পাবে সবে কভু মিথ্যা নয়॥
ব্রাহ্মণের ঘরে সবে জনম লভিবে।
দ্বিজের কুমারে সবে বিবাহ করিবে।
মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন।
কর্ম্ম অনুসারে ফল বিধির ঘটন॥
শুনি বাণী রমণীরা আকুল অন্তরে।
সকলে রোদন করে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
হায় একি দশা হ'ল কি হ'ল ঘটন।
মুনির চরণে তবে হইল পতন॥
কদলী যেমন পড়ে প্রবল বাতাসে।
সেইমত পড়ে কান্দে সবে মায়াবশে॥
ওহে দেব কেন হেন কহ কুবচন।
আমাদের কিবা দোষে করিলে এমন॥
নিষ্পাপী আমরা সবে ওহে মুনিবর।
বিনা অপরাধে দণ্ড সবাকারে কর॥
অপরাধী নহি মোরা তোমার চরণে।
নিষ্পাপী রমণী ত্যজ কেন অকারণে॥
দাসী প্রতি এত ক্রোধ কভু যুক্তি নয়।
বিনা দোষে বৃথা দণ্ড কেন মহাশয়॥
বিনা দোষে মুনিবর কেন হেন বিধি।
দাসীদের দোষ যত ক্ষম গুণনিধি॥
সহিতে না পারি নাথ অশনি পতনে।
যদ্যপি এ দেহ দগ্ধ হয় হুতাশনে॥
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাত পারি যে সহিতে।
কিন্তু মোরা স্বামীহীনে না পারি থাকিতে॥
সতীর জীবন পতি পতি সর্ব্বময়।
পতি বিনে সাধ্বী সতী জীবিত কি রয়॥
বিনা দোষে আমা সবে অভিশাপ দিলে।
অবনীতে অবতীর্ণ হইব সকলে॥
কতদিন মহীতলে রব গুণাকর।
কতদিনে এখানে আসিব পুনর্ব্বার॥
পতির বিরহানলে দগ্ধ সদা হব।
কহ দেব কতদিনে ও চরণ পাব॥
কি করিয়া নিজপতি ছাড়িব সকলে।
ধরাধামে কিবা সুখ দুঃখের অনিলে॥
দয়া কর দয়াময় আমা সবা প্রতি।
কহ নাথ কতদিনে ঘুচিবে দুর্গতি॥

মুনিবর কহি শুন প্রকৃত বচন।
অহল্যারে তার স্বামী শাপিল যখন॥
মহাক্রোধে মুনিবর অভিশাপ দিল।
পুনঃ সে সতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইল॥
পুনশ্চ তাহারে মুনি করিল উদ্ধার।
ওহে মুনিবর কর মোদের বিচার॥
সতীর জীবন মাত্র পতি যে নিশ্চয়।
পতি বিনে রমণীর কিবা সুখোদয়॥
কহিলাম মহামুনি শাস্ত্রের বচন।
পত্নী প্রতি স্বামী রোষ করে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্র আর শিষ্য প্রতি দোষ অবিরত।
বিনা দোষে কটু ভাষে আছয়ে বিহিত॥
ইহাদের প্রতি দণ্ড আছয়ে বিধান।
দোষ বিনা ক্রোধ করে ওহে মতিমান্॥
যাহা ইচ্ছা তাহা দেব পার করিবারে।
নারী প্রতি বৃথা দোষে রোষ কি প্রকারে
তুমি দিলে দণ্ড দেব রাখে সাধ্য কার।
এখন মোদের প্রতি করহ বিচার॥
নারীর সকল দোষ ক্ষমিতে উচিত।
অবলার প্রতি কর যা হয় বিহিত॥
তব পদে অপরাধ করিয়াছি যত।
ক্ষম সেই অপরাধ ওহে সত্যব্রত॥
শাপান্ত করহ সবে হইয়ে সদয়।
রমণীগণেরে দুঃখ দিতে যুক্তি নয়॥
শুনিয়া সবার বাণী মুনি মহামতি।
কিঞ্চিৎ হইল তবে সুস্থির প্রকৃতি॥
নিরীক্ষণ করি মুনি সবার বদন।
মায়ায় মোহিত করে অশ্রু বরিষণ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাযোগী যত মুনিগণ।
তথাপি দুঃখিত অতি রমণী কারণ॥
কামিনীর কমনীয় মোহন মুরতি।
দরশনে মুনিগণ হয় স্নেহ মতি॥
রমণী কারণ সবে দুঃখিত অন্তরে।
মূর্চ্ছাগত একবারে যত মুনিবরে॥
রমণী বিরহে সবে কাতর হইল।
স্থির নেত্রে সবাকারে দেখিতে লাগিল॥
নারীগণ চন্দ্রানন করে নিরীক্ষণ।
শোকেতে আচ্ছন্ন অতি করয়ে রোদন॥
কেঁদে কয় একি দায় কি দশা ঘটিল।
শক্তিহীন প্রাণ বুদ্ধি একেবারে গেল॥
এইরূপে সকলেতে দুঃখেতে মগন।
ভ্রাতৃবর্গে কহে মুনি করি সম্বোধন॥
সাবধানে ভাইগণ শুন মম বাণী।
যথা কর্ম্ম তথা ফল দেন চক্রপাণি॥
আপনার কর্ম্মভোগ করে জীব যত।
তাহাতে খণ্ডন হয় পাপ কত শত॥
সকল শাস্ত্রেতে এই আছয়ে নির্ণয়।
বিনা ভোগে কর্ম্মফল খণ্ডন না হয়॥
কর্ম্মমত ফলভোগ করে নারীগণ।
আমা সবা সহ হয় সংযোগ ঘটন॥
যেবা যেই কর্ম্ম করে সংসার ভিতরে।
অবশ্য সে ফল যাহা ফলিবে তাহারে॥
শাস্ত্রের বচন ইহা অন্যথা না হবে।
বহুযুগ অন্তে তাহা অবশ্য ফলিবে॥
পতিব্রতা নারী যেই সদা কান্তে মন।
না দেখে কখন অন্য পুরুষ বদন॥
পতিসেবা রত সদা পতি প্রতি মন।
পতিরে সাধয়ে কহি সুমিষ্ট বচন॥
পতির সুখেতে সুখী অনুক্ষণ রহে।
পতি অদর্শনে প্রাণ নিরন্তর দহে॥
সতী নারী ধর্ম্মমতি পতিব্রতা হয়।
পতি সহ সেই সতী গোলোকেতে রয়॥
এত কহি মুনিগণ নারীগণে বলে।
নরযোনি হয়ে সবে রবে ভূমণ্ডলে॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম হবে সবাকার।
দ্বিজের রমণী হবে কহিলাম সার॥
যেইকালে হরিপদ হবে দরশন।
মুক্তিপদ পাবে সবে শুনহ বচন॥

গোলোকে গমন হবে হরির কৃপায়।
কিঙ্করী হইবে সবে শ্রীহরির পায়॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
সাধুগণ পিয়ে সদা আনন্দ অন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বিপ্রপত্নীগণের অন্নভোজন সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রমখ ভঙ্গ।

পরীক্ষিত কহে মুনি কহ তদন্তর।
শ্রবণে পবিত্র কথা সুধার সাগর॥
কহ দেব কিবা লীলা পরে প্রকাশিল।
সেইকথা মুনিবর বিস্তারিয়া বল॥
শুকদেব কহে শুন রাজার তনয়।
একদিন নন্দগোপ বিহিত সময়॥
ব্রজবাসী যত গোপ একত্র হইল।
ইন্দ্রদেবে পূজিবারে উদ্যোগ করিল॥
আনন্দে উন্মত্ত সবে ব্রজবাসীগণ।
পূজার বিবিধ দ্রব্য করে আয়োজন॥
বাদ্য আদি মহারব হইল নগরে।
মহা কোলাহল হয় প্রতি ঘরে ঘরে॥
যত গোপ গোপী তবে হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে।
নানাবিধ দ্রব্য সব রাখেন আনিয়ে॥
পূজার কারণ গোপ গোপী যতজন।
সকলে আনন্দনীরে হইল মগন॥
পবিত্র করিয়া স্থান ষষ্ঠীরে স্থাপিল।
মাল্য আদি দিয়া তাহা সুসজ্জা করিল।
নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য লেপিল তাহায়।
এইরূপে দেবরাজে পূজিবারে যায়॥
স্নান করি শুচি হ'য়ে পট্টবস্ত্র পরি।
ভক্তিভাবে বসে সবে আসন উপরি॥
বহুবিধ দ্রব্য সব করি আয়োজন।
পূজিতে সে দেবরাজে যত গোপগণ॥
পুরোহিত দ্বিজ তথা উপস্থিত হয়।
নৈবেদ্যাদি করে তবে যত মনে লয়॥
অগণন মুনিগণ আগত হইল।
ভিক্ষার্থী দরিদ্র যত তথায় আইল॥
বহুজন সমাগত হয় সেই স্থানে।
নন্দ আনন্দিত অতি তাহা দরশনে॥
মুনিগণে যথাস্থানে বসায় সাদরে।
পূজিবারে দেবরাজে আনন্দ অন্তরে॥
আসন উপরে তথা বসি নন্দরায়।
মুনিগণ সন্নিধানে অনুমতি লয়॥
পূজিবারে সহস্রাক্ষে বসিল যখন।
ধূপ দীপ আদি সব করি প্রজ্জ্বলন॥
ধূপ ধুনা আদি সব গন্ধে আমোদিত।
ফল পুষ্প নানাবিধ দ্রব্য সমন্বিত॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ মহাঘোর।
মহা কোলাহলময় হইল নগর॥
আসে কোটি কোটি কত মুনি ঋষিগণ।
ভক্তিভাবে তথা সবে করয়ে গমন॥
বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা আদি করি।
ষষ্ঠীর নিকটে সব ধায় সারি সারি॥
বহু নৃত্যকারী তথা নাচিতে লাগিল।
অসংখ্য গায়কগণ গান আরম্ভিল॥
এইরূপে মহানন্দে সবে নিমগন।
মহা সমারোহ তথা পূজার কারণ॥
কেহ নাচে কেহ গায় দেয় করতালি।
কেহ বা চীৎকার করে হ'য়ে উতরোলি॥
হেনকালে কৃষ্ণ তথা রামের সহিত।
শিশুগণে সঙ্গে করি হ'য়ে উপনীত॥
আপনি শ্রীহরি তথা উপনীত হয়।
মোহন বাঁশরী ধ্বনি করে উভরায়॥
আপনি যাইয়া কৃষ্ণ বসিল আসনে।
নন্দ প্রতি কহে হরি বিহিত বচনে॥
কহ পিতা কেন হেন কার্য্য সমাহিত।
কি কারণে গোপরাজ এত আনন্দিত॥

করিতেছ বল পিতা কার আরাধন।
কি ফল ইহাতে তব হইবে ঘটন॥
কি হেতু করিছ পূজা কহ সমুদয়।
সত্য কহ কোন ভয় অন্তরে উদয়॥
কহ পিতা কোন দেবে করিছ পূজন।
কিবা তব দুঃখ পিতা হয়েছে এখন॥
বেদমতে পূজা কিম্বা নিয়ত আচারে।
পূজিতে উদ্যত পিতা নানা উপচারে॥
পরম কারণ সেই পরম ঈশ্বর।
সর্ব্ব আত্মা ভগবান সর্ব্ব পরাৎপর॥
তাঁহারে পূজিতে কিবা অন্য কোন দেবে।
সেই কথা পিতা তুমি আমাকে কহিবে॥
কাহার নিমিত্ত এত যজ্ঞ মহোৎসব।
সত্য করি কহ পিতা মোরে এই সব॥
তুমি পিতা আমি পুত্র শুন মহাশয়।
না কর গোপন পিতা বলহ নিশ্চয়॥
অপরে জানায় জানি করে কর্ম্ম যত।
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয় ফল হয় তত॥
সর্ব্ব কর্ম্মে সকলের সম্মতি জানিবে।
পূর্ব্বাপর বিবেচনা তাহার করিবে॥
পূর্ব্বেতে করিলে কার্য্য শেষে ভাল হয়।
সেই কার্য্য উপযুক্ত জানিবে নিশ্চয়॥
যে কার্য্য করিলে হয় ফল সেইক্ষণ।
শেষেতে হইলে ফল কিবা প্রয়োজন॥
কহ পিতা কোন দেব সাক্ষাতে খাইবে।
কিম্বা না খাইবে তাহা আমারে কহিবে॥
পূজার বিহিত যাহা করহ শ্রবণ।
সাক্ষাতে পূজার দ্রব্য করিবে ভোজন॥
তাহার অর্চ্চনা করা প্রধান জানিবে।
পূজহ এমন দেবে সাক্ষাতে খাইবে॥
নিবেদিত দ্রব্য যেবা করয়ে ভক্ষণ।
তাহারে দেবতা মধ্যে করিবে গণন॥
দেখ পিতা বিপ্রগণ সাক্ষাতে খাইবে।
হেন দেব উপস্থিতে কাহারে পূজিবে॥
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় এ দেব পূজন।
অতএব কর পিতা ব্রাহ্মণ সেবন॥
শুন পিতা সার কথা কহি যে তোমারে।
ব্রাহ্মণ দেবতা দুই সংসার মাঝারে॥
ব্রাহ্মণ দেবতা হয় সকলের সার।
তাহারে পূজহ পিতা বাক্যেতে আমার॥
পাইবে পরম ফল ব্রাহ্মণ পূজিলে।
বিপ্ররূপী নারায়ণ জ্ঞাত সে সকলে॥
দ্বিজগণ যার প্রতি সদা তুষ্ট থাকে।
দেবগণ অনুক্ষণ তুষ্ট হয় তাকে॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ পিতা ব্রাহ্মণ পূজায়।
অপরে যাহার পূজ মিথ্যা সমুদয়॥
জগতের জীবগণ দেব পূজা করে।
নিবেদন করি দ্রব্য দেয় দ্বিজবরে॥
সেই দ্রব্য দ্বিজে কেহ যদি নাহি দেয়।
ভক্ষ্যদ্রব্য তুল্য তার অধোগতি হয়॥
দেবতা পূজায় তার নাহি কোন ফল।
তার সর্ব্ব কার্য্যে হয় সদা অমঙ্গল॥
বেদ বিধিমতে যাহা কহিলাম সার।
আর শুন কহি পিতা অপর প্রকার॥
বিষ্ণুকে না পূজি যদি বিপ্রে কর দান।
তাহাতে জানিবে তুষ্ট হন ভগবান॥
বিপ্র যদি সেই দ্রব্য করয়ে ভোজন।
সেই দ্রব্য জেনো হয় বিষ্ণুর ভক্ষণ॥
তাই বলি ওগো পিতা পূজি বিপ্রবরে।
দুই লোকে ফল পাবে বেদের বিচারে॥
ব্রাহ্মণ সমান দেব নাহি ভূমণ্ডলে।
অমঙ্গল দূরীভূত দ্বিজ তুষ্ট হ'লে॥
বিপ্রেরে পূজিলে জীব সর্ব্ব ফল পাবে।
যোগ তপ তীর্থ ফল ইহাতে হইবে॥
ব্রাহ্মণ দেবতা সব নিশ্চয় জানিবে।
সর্ব্ব তীর্থে দ্বিজ পদে শুন কহি তবে॥
শুন পিতা কহি আমি নিগূঢ় বচন।
দ্বিজ তুষ্ট হ'লে তুষ্ট হয় জনার্দ্দন॥

জনার্দ্দন তুষ্ট হ'লে তুষ্ট দেবগণ।
অতএব শুন পিতা আমার বচন॥
এক দেবে পূজা করা বিধিযুক্ত নহে।
পূজিবে সকল দেবে শাস্ত্রে ইহা কহে॥
এক দেবে যবে পিতা করিবে পূজন।
অপর দেবের ক্রোধ উপজে তখন॥
সকল দেবতাগণ যদি রুষ্ট হয়।
এক দেবে কি করিবে কহ মহাশয়॥
অতএব ওগো পিতা যুক্তি কর সার।
এক দেবে পূজা করা না হয় বিচার॥
হয় সর্ব্ব দেবে পিতা করহ পূজন।
নতুবা পূজহ তুমি গিরি গোবর্দ্ধন॥
পূজিলে সে গোবর্দ্ধন মঙ্গল হইবে।
দেবতা সকলে পিতা সন্তুষ্ট রহিবে॥
গোবর্দ্ধন তুষ্ট হ'লে দেবে নানা ফল।
তাহাতে না রবে আর কোন অমঙ্গল॥
অতএব শুন পিতা আমার বচন।
মম বাক্যে পূজ এই গিরি গোবর্দ্ধন॥ (১)
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা নন্দ মহামতি।
কহিতে লাগিল তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
পুরুষে পুরুষে আছে এ হেন বিধান।
ইন্দ্রেরে পূজিব মোরা হ'য়ে সাবধান॥
স্বর্গপুরে দেবরাজ সকলের বড়।
ইন্দ্রের মুরতি ভেদ যত জলধর॥
সেই জল দেবপতি ইন্দ্রদেব হয়।
জীবের জীবন জল মেঘে বরিষয়॥
তাঁর অনুগত আজ্ঞাকারী মেঘগণ।
ইন্দ্র আজ্ঞামতে করে বারি বরিষণ॥
বারি বরিষণে হয় তুষ্ট বসুমতী।
সুবৃষ্টি পাইয়ে যে উর্ব্বরা হয় অতি॥
তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মিবে নিশ্চয়।
অবনীর জীব যাহে জীবন ধরয়॥
প্রচুর পাইয়ে শস্য জগতের জন।
পরম আনন্দে সবে রবে অনুক্ষণ॥
এই হেতু সর্ব্বজন পূজে পুরন্দর।
তিনি তুষ্ট হ'লে সুখী হয় সর্ব্ব নর॥
এই যজ্ঞ হয় জানি ত্রিবর্গ সাধন।
অতএব করি মোরা ইন্দ্রের পূজন॥
শৈল বনচর মোরা তাহে গোপজাতি।
আমাদের হয় ইহা কুলধর্ম্ম রীতি॥
ইন্দ্র তুষ্ট হ'লে হয় মেঘে বরিষণ।
পৃথিবী প্রসবে তাহে শস্য তৃণগণ॥
ধেনুগণ অনুক্ষণ তৃণাদি ভক্ষণে।
পুষ্ট হয় বহু দুগ্ধ দেয় সে কারণে॥
তাহে ধরণীতে বহু শস্য বৃদ্ধি হয়।
এই হেতু ইন্দ্র পূজা জানিবে নিশ্চয়॥
নন্দের বচনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল।
একি পিতা অসম্ভব বাক্য তুমি বল॥
ইন্দ্র হ'তে ক্ষিতিতলে বারি বরিষণ।
একি পিতা শুনি তব অদ্ভুত বচন॥
তাহার কি সাধ্য পিতা বারি বরিষয়।
অজ্ঞানের মত কথা কহ সমুদয়॥
না জান কারণ পিতা শুন বিবরণ।
ইন্দ্র হ'তে কোনকালে নহে বরিষণ॥
সকলি ধাতার কার্য্য জানিবে নিশ্চয়।
স্বভাবেতে পৃথিবীতে বরিষণ হয়॥
তাহাতে জন্মায় শস্য জীবের কারণ।
শুন পিতা কহি আমি সেই বিবরণ॥
কর্ম্ম হ'তে হয় এই জীবের সৃজন।
কর্ম্ম হ'তে জীবগণে জনম মরণ॥
সুখ দুঃখ আদি যত কর্ম্ম হ'তে হয়।
কালরূপী একজন জানিবে নিশ্চয়॥
সর্ব্ব ফল ভুঞ্জে জীব নিজ কর্ম্মবশে।
ইন্দ্র হ'তে কোন কর্ম্ম না হয় বিশেষে॥

১। গোবর্দ্ধন শব্দের প্রকৃত অর্থ পর্ব্বত বিশেষ কিন্তু কেহ কেহ কহেন যাহা কর্ত্তৃক গো অর্থাৎ গাভী বর্দ্ধন হওয়া সুতরাং যাহাতে গো বৃদ্ধি হয় তাহাকে গোবর্দ্ধন কহে।

যেরূপেতে পৃথিবীতে হয় বরিষণ।
মম পাশে শুন পিতা সেই বিবরণ॥
মহা সাগরাদি যত আছে জলাশয়।
দিবাকর করে তাহা শোষিত যে হয়॥
সেই জল মেঘরূপে শূন্যে বৃষ্টি ধরে।
মেঘ হ'তে বারি বর্ষে শুন তদন্তরে॥
উহাতে উর্ব্বরা ক্ষিতি হয় সুনিশ্চয়।
শস্যের উৎপত্তি তাহে জানিবে নিশ্চয়॥
ধাতার নিয়ম ইহা শুন মহামতি।
কালেতে সকলি করে জানিবে সম্প্রতি।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় বারি বরিষণ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা ইহা বেদে নিরূপণ॥
যত কিছু কার্য্য দেখ ঈশ্বরের খেলা।
ভূত আদি ভবিষ্যতে সবে ধরে লীলা॥
ঈশ্বর নিয়ম কিছু অন্যথা না হয়।
কার সাধ্য বল পিতা তাহা নিবারয়॥
বিশ্বময় বিশ্ববিভু ব্যাপ্ত চরাচরে।
অগ্রে হয় ভূত সৃষ্টি জীব হয় পরে॥
দেখ পিতা কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের লীলে।
গর্ভেতে ধরয়ে শিশু গর্ভিনী সকলে॥
অগ্রে তার স্তন দুগ্ধ সৃজন যে হয়।
পরেতে গর্ভিনী শিশু প্রসব করয়॥
সেইরূপে জেনো পিতা সর্ব্ব জীবগণে।
জগতের কার্য্য যত করে সে কারণে॥
স্বেচ্ছাময় স্বেচ্ছাবশে সকলি করিল।
তাঁহার ইচ্ছায় সব কার্য্য যে হইল॥
সর্ব্ব ফলদাতা যিনি সর্ব্ব মূলাধার।
তাঁহার আজ্ঞায় মেঘ বর্ষে অনিবার॥
তাঁহার আজ্ঞায় শস্য পৃথিবীতে ধরে।
তাঁহার আজ্ঞায় সব জানিহ অন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি যত তাঁহার আজ্ঞায়।
ব্রহ্মা আদি যোগমায়া প্রসব করয়॥
মহা বিরাটের সৃষ্টি তিনিই করিল।
লোমকূপে অবাধে সে ব্রহ্মাণ্ড ধরিল॥
যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু হয় বহমান।
দিবাকর সদা করে কর বিতরণ॥
চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোতি করে সুশীতল।
কত মহাশক্তি ধরে আজ্ঞায় অনল॥
শমন সংহারে জীব যাঁহার আজ্ঞায়।
যতেক অমর তারা জন্মিল হেলায়॥
অনন্ত মহিমা সৃষ্টি সংহার কারক।
সেই দেব হয় পিতা সংসার পালক॥
অবহেলে করে সৃষ্টি সেই সর্ব্বেশ্বর।
ভক্তিতে তাঁহারে পিতা পূজ অনিবার॥
একান্তে পূজিলে পিতা সেই জনার্দ্দনে।
কেহ নাহি রুষ্ট হবে তাঁহার সাধনে॥
বেদের বিধান এই কহ মতিমান।
আছয়ে জগতে এই ব্রহ্মার বিধান॥
সবার প্রধান যেই জগতের পতি।
তাঁহারে না পূজে কেন পূজ শচীপতি॥
হেন বুদ্ধি কেবা তোমা প্রদান করিল।
বুঝি ইন্দ্র কোনমতে তোমা বিড়ম্বিল॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য যত মুনিগণ।
প্রশংসিল কৃষ্ণে সবে আনন্দে মগন॥
নন্দ শুনি মহানন্দ তখনি হইল।
পুত্রের বচনে তার জ্ঞান উপজিল॥
কৃষ্ণের বচনে তাঁর সেই দিকে মন।
পুত্রবাক্য মতে তবে পূজে নারায়ণ॥
মুনিগণ হর্ষমনে তাঁহারে পূজিল।
হুতাশনে গোপগণে বরণ করিল॥
সকল দেবতাগণে করিল পূজন।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা পরে দিলেন তখন॥
আনন্দেতে মগ্ন সবে কোলাহলময়।
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড তদন্তরে রয়॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শ্রুতি মনোহর।
শঙ্খবাদ্য মহাশব্দ হইল সুন্দর॥
বাজিল বিজয় ঘণ্টা অতি ঘোর রবে।
বেদপাঠ করে তথা মুনিগণ সবে॥

শুন কহি পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কথন।
তদন্তরে করি হরি মায়া বিস্তারণ ॥
ছলিবারে গোপকুল অন্য মূর্ত্তি ধরি।
পর্ব্বত নিকটে তবে গেলেন শ্রীহরি ॥
ক্ষণকাল পরে সেই মূর্ত্তি বাহিরিল।
অকস্মাৎ পূজা স্থানে উপস্থিত হৈল ॥
পূজার বিবিধ দ্রব্য করিল ভোজন।
মিষ্টান্ন ঘৃতান্ন যত নৈবেদ্য রচন ॥
দুগ্ধ দধি আদি করি সন্দেশ মিঠাই।
ভক্ষণ করিল তবে যা ছিল সে ঠাঁই ॥
শ্রীহরি আনন্দ অতি হইয়ে তখন।
নন্দ আদি গোপগণে কহিল বচন ॥
দেখ দেখ গোপগণ দেখ বিদ্যমান।
ঐ দেখ গিরি এবে হ'য়ে মূর্ত্তিমান ॥
খাইল পূজার দ্রব্য সহর্ষ অন্তরে।
বর মাগি লহ পিতা ইহার গোচরে ॥
হেনকালে সেই মূর্ত্তি কহিল সবারে।
যে বর পাইতে ইচ্ছা মাগহ এবারে ॥
মনোমত বর লহ যাহা ইচ্ছা হয়।
সেই বর দিব আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
নন্দ কহে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
দয়া করি দেহ বর দেব গোবর্দ্ধন ॥
অনুক্ষণ হরিপদে যেন মতি রয়।
এই বর দেহ মোরে ওহে দয়াময় ॥
তথাস্তু বলিয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
ব্রজবাসী গোপ যত আনন্দে মগন ॥
ব্রজপতি হর্ষমতি কৃতার্থ হইল।
অনাথদিগকে দান করিতে লাগিল ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র যত সবে পরিতোষে।
সকলেতে গৃহে যায় মনের হরষে ॥
রামকৃষ্ণ সঙ্গে করি যত গোপগণ।
নিজবাসে আনন্দেতে করিল গমন ॥
দ্বিজ আদি মুনিগণ সকলে চলিল।
দরিদ্র অনাথগণ নিজস্থানে গেল ॥
নন্দ যশোমতী সবে আনন্দ অন্তর।
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর ॥
ভাগবত কথা যেই শুনে একমনে।
অন্তিমে গোলোকে যায় চাপিয়া বিমানে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ইন্দ্রমথ ভঙ্গ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ।

শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন।
শ্রবণে পবিত্র কথা পাপ বিমোচন ॥
শচীপতি মহামতি সকলি শুনিল।
শ্রবণে আপন নিন্দা ক্রোধিত হইল ॥
আপন পূজার ধ্বংস হেরি দেবরায়।
হইল বিষম ক্রোধ শান্তি নাহি হয় ॥
ক্রমেতে অবশ অঙ্গ হৈল পুরন্দর।
চারিদিকে নিরখেন আস্ফালি বিস্তর ॥
রক্তবর্ণ হৈল চক্ষু যেন হুতাশন।
হুঙ্কার করিয়া ইন্দ্র কহিল বচন ॥
পাপমতি গোপজাতি ব্রজবাসী যত।
অহঙ্কারে একেবারে হৈল জ্ঞান হত ॥
ধনমদে মত্ত অতি হৈল সর্ব্বজন।
মম পূজা নাহি করে পূজে গোবর্দ্ধন ॥
পুরুষে পুরুষে মোরে করিত পূজন।
কৃষ্ণের কথায় আজি করিল হেলন ॥
মানুষের বাক্যে আজ মোরে না পূজিয়া।
পর্ব্বতে পূজিল সবে আমারে নিন্দিয়া ॥
গো-পালন গোপজাতি তাহে বনচারী।
কৃষ্ণের কথায় সবে হৈল অহঙ্কারী ॥
কৃষ্ণের আশ্রয় করি যত গোপজন।
আমারে করিলা হেলা দুরাশয়গণ ॥
গোপকুল মাঝে কর্ত্তা এবে নীলমণি।
নারদের মুখে সব শুনিয়াছি বাণী ॥
সহজে গোয়ালা জাতি কিবা জানে তত্ত্ব।
তারা কি জানিবে বল আমার মহত্ত্ব ॥

হেরি একি গোয়ালার বুদ্ধি চমৎকার।
পর্ব্বত পূজিয়া হবে ভবসিন্ধু পার ॥
বালকের বাক্যে তারা ভুলিল আমায়।
আমারে অবজ্ঞা করে শিশুর কথায় ॥
নন্দের কুমার সেই হয় অল্পমতি।
তার বাক্যে অনাদর করিল সম্প্রতি ॥
এখনি করিব আমি হত গোপগণে।
নিশ্চয় বলিনু দেখি রাখে কোনজনে ॥
করিব সে ব্রজপুর আমি ছারখার।
রাখুক তখন সেই নন্দের কুমার ॥
এত কহি দেবরাজ ঘূর্ণিত নয়নে।
ক্রোধভরে ডাকে তবে যত মেঘগণে ॥ (১)
সঙ্গে করি মেঘগণে লইয়া তখন।
ডুবাইতে ব্রজভূমি করিল গমন ॥
মেঘগণ প্রতি ইন্দ্র অনুমতি করে।
ওহে মেঘগণ শুন বচন সত্বরে ॥
এই ব্রজমাঝে বারি কর বরিষণ।
যেন এক প্রাণী হেথা না পায় জীবন ॥
যতেক গোয়ালা আর ধেনু বৎস যত।
একবারে সবাকারে কর শীঘ্র হত ॥
পবন সহিত আজ্ঞা করহ পালন।
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন ॥
ধন গর্ব্বে মত্ত সবে যত গোপগণ।
অহঙ্কার চূর্ণ কর করি বরিষণ ॥
প্রলয়ের মত বারি বরিষণ কর।
যতেক গোপের শিশু সকলে সংহার ॥
বিনাশ করহ যত আছে গোপালয়।
নতুবা হইবে কিসে জ্ঞানের উদয় ॥
দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে যত মেঘগণ।
অন্ধকার করি ব্রজে ধাইল তখন ॥
ঘনঘনা ঘন শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
চঞ্চলা চপলা তাহে শোভিল সুন্দর ॥

১। ১ আবর্ত্ত, ২ সম্বর্ত্ত, ৩ দ্রোণ, ৪ পুষ্কর এই চারিজাতি মেঘকে ইন্দ্র আহ্বান করিয়াছিলেন।

বিপরীত বেগে বহে দুরন্ত পবন।
ভয়ঙ্কর মেঘে করে বিষম গর্জ্জন ॥
এইরূপে মেঘ যত হুঙ্কার ছাড়িল।
ব্রজমাঝে বিপরীত বারি বরিষিল ॥
বহে সুবিষম বায়ু করি ঘোর রব।
তাহে ঘর বাড়ী বৃক্ষ পতিত যে সব ॥
ভয়ঙ্কর শব্দে বায়ু হয় বহমান।
বড় বড় বৃক্ষ সব হইল পতন ॥
ঘোরনাদে অশনি যে পড়িতে লাগিল।
শিলাবৃষ্টি ঘন ঘন কতই হইল ॥
মেঘে আচ্ছাদিত ব্রজ ঘোর অন্ধকার।
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ যেন হানিছে ঝঙ্কার।
ঘোরনাদে মহাশব্দে বারি বরিষণ।
তাহাতে বিষম হয় জলদ গর্জ্জন ॥
পর্ব্বত শিখর খসে পবন বাতাসে।
কত যে মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে ॥
ভাসিল গোকুল জলে প্রলয়ের প্রায়।
দৃশ্য নাহি হয় দিনে অন্ধকারময় ॥
শীতবাতে গোপ যত কাঁপিতে লাগিল।
গোপ গোপিগণে সবে চিন্তিত হইল ॥
ব্রজপতি ভীতমতি হইল তখন।
কম্পিত হইল নন্দ শুনিয়া গর্জ্জন ॥
এইরূপে ব্রজমাঝে প্রমাদ পড়িল।
যত গোপ গোপিগণ একত্র হইল ॥
সবে বলে একি দায় হইল ঘটন।
অকস্মাৎ কেন হেন দৈব বিড়ম্বন ॥
শুনিয়া শিশুর কথা বিপাকে পড়িনু।
গোবর্দ্ধন পূজা করি কি কাজ করিনু ॥
কি করি এখন আমি না দেখি উপায়।
সকাতরে নন্দঘোষ কহে যশোদায় ॥
বিষম বিপদ একে হয় দরশন।
কেন হেন ঝড় বৃষ্টি না জানি কারণ ॥
শীতেতে কম্পিত তনু হইল বিকল।
উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি একি অমঙ্গল ॥

কি করি উপায় এবে কহ যশোমতী।
রামকৃষ্ণ ল'য়ে তুমি পালাও সম্প্রতি॥
পালাও বালক ল'য়ে আমার কথায়।
নতুবা সবার প্রাণ যাইবে নিশ্চয়॥
এদিকে গোকুলবাসী হয়ে সকাতর।
সঘনে কম্পিত সবে চিন্তিত অন্তর॥
আপন আপন শিশু বক্ষেতে করিয়া।
বেগে ধায় সকলেতে গাত্র আচ্ছাদিয়া॥
ক্রন্দন করিয়া সবে নন্দের আগার।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় তবে যত ব্রজেশ্বর॥
ওহে নন্দ একি মন্দ ঘটিল এখন।
বিপাকে বিষম দায় যায় হে জীবন॥
তোমা ছাড়া মোরা আর নাহি জানি আন।
এ ঘোর বিপদে এবে কর পরিত্রাণ॥
ইন্দ্র যজ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন।
তাহে দেবরাজ করে এত বিড়ম্বন॥
শুনি বাণী নন্দঘোষ শঙ্কিত হইল।
করযোড়ে ইন্দ্র প্রতি স্তব আরম্ভিল॥ (১)
সুরপতি তুমি গতি অধম জনার।
অবোধ নাহিক বোধ আমার কুমার॥
ক্ষম দোষ ছাড়ি রোষ ওহে শচীপতি।
কৃপা কর সুরেশ্বর অগতির গতি॥
না জানি তোমায় দেব নিন্দিল নন্দন।
মোরে ক্ষমা করি রক্ষা কর গোপগণ॥
সহস্রাক্ষ কৃপাদৃষ্টি করহ সকলে।
এখন করিব পূজা মিলি গোপকুলে॥
এইরূপে স্তবে নন্দ যোড় করি কর।
দেবরাজে স্তুতি করে বিবিধ প্রকার॥
সকলেতে ইন্দ্র নামে (২) করিছে স্তবন।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি কহিছে তখন॥
কার স্তব কর পিতা অজ্ঞানের মত।
কেন বৃথা শোকাকুল কেন বৃথা ভীত॥
কার স্তুতি কর পিতা সম্মুখে আমার।
গোপকুল বধে ইন্দ্র সাধ্য কি তাহার॥
কি ছার সে দেবরাজ তারে কিবা ভয়।
কটাক্ষেতে শত ইন্দ্র হ'তে পারে ক্ষয়॥
পূজা নাশে ক্রোধ তার উদয় অন্তরে।
দেখ পিতা দেবরাজ কি করিতে পারে॥
শুন ব্রজপতি তব নাহি কিছু ভয়।
দেখিব সে দেবরাজ হ'তে কিবা হয়॥
মূঢ়মতি দেবপতি কিছুই না জানে।
ঝড় বৃষ্টি করি পীড়ে ব্রজবাসিগণে॥
আমি যথা আছি তথা কি করিতে পারে।
ইন্দ্রের মহত্ব যত জানিবে সত্বরে॥
শুন মহারাজ শীঘ্র পাবে অব্যাহতি।
এইরূপ কহে কৃষ্ণ নন্দঘোষ প্রতি॥
ব্রজবাসিগণ সবে সভয় অন্তর।
মনে মনে জনার্দ্দনে ডাকে নিরন্তর॥
নন্দ অতি ভীতমতি ইন্দ্রে স্তব করে।
হেনকালে জনার্দ্দন কহিল তাহারে॥

১। মতান্তরে নন্দ আদি গোপগণ দেবরাজের স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। এইরূপে লিখিত আছে।

২। নন্দ গোপ নিতান্ত ভীত হইয়া দেবরাজের অষ্টবিংশতি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। এই স্থানে ক্রমান্বয়ে সেই সকল নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

১ সুরপতি, ২ ইন্দ্র, ৩ সহস্রলোচন, ৪ ভগাঙ্গেয়, ৫ শতক্রতু, ৬ বিড়োজ, ৭ মরুত্বন, ৮ কশ্যপাত্মজ, ৯ শচীপতি, ১০ জয়ন্তজনক, ১১ বজ্রবাহু, ১২ কামদেববন্ধু, ১৩ বাসব, ১৪ বিষ্ণু, ১৫ দৈত্যারি, ১৬ পুরন্দর, ১৭ দিবস্পতি, ১৮ তুরষাট্, ১৯ আখণ্ডল, ২০ মঘবন, ২১ লেখর্ষভ, ২২ জম্ভভেদি, ২৩ সুরর্ষণ, ২৪ চ্যুশ্চব্যন, ২৫ বলারাতি, ২৬ নিরদবাহন, ২৭ বৃত্রারি, ২৮ হরিহর।

শ্রীহরি বলেন পিতা ভীত কি কারণ।
কাহারে বা কর স্তব বল বিবরণ ॥
কেবা সেই দেবরাজ কারে কর ভয়।
অকারণ কার স্তুতি কর মহাশয় ॥
কোথাকার ইন্দ্র সেই কিবা শক্তি তার।
কেন বৃথা আরাধনা কত বার বার ॥
যাঁহার করিলে পূজা সে হবে সহায়।
এ মহাবিপদে সেই রাখিবে সবায় ॥
ধেনু আদি শিশু আর যত গোপগণ।
পর্ব্বত গহ্বরে সবে প্রবেশ এখন ॥
শিলা বৃষ্টি উল্কাপাত কি করিতে পারে।
এত বলি গোবর্দ্ধন ধরে বাম করে ॥
পর্ব্বত ধরিয়া হরি তখন টানিল।
একেবারে শৈলবরে উপরে তুলিল ॥
উপাড়িয়া ছত্রাকারে করিল ধারণ।
বালকেরা খেলে ছত্র লইয়া যেমন ॥
সেই মতে হরি ধরি গিরি গোবর্দ্ধনে।
কহিতে লাগিল কত কথা গোপগণে ॥
আমার বচন শুন তোমরা সকলে।
পর্ব্বত গহ্বরে রবে সবে কুতূহলে ॥
ধেনু বৎস সহ সবে প্রবেশ ভিতরে।
শিশুগণ সহ রহ নির্ভয় অন্তরে ॥
গোপ গোপী আদি সবে ধেনু বৎস যত।
সকলেরে পর্ব্বতেতে করিল আবৃত ॥
নির্ভয়ে সকলে রয় পর্ব্বত গুহায়।
তখন সে দেবরাজ ভাবে মহাদায় ॥
ক্রোধিত হইয়ে তবে ডাকি মেঘগণে।
আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ঘোর বরিষণে ॥
মেঘগণ অনুক্ষণ করে বরিষণ।
ঘন ঘন উল্কাপাত বিকট গর্জ্জন ॥
মেঘেতে আবৃত হয় দিবাকর কর।
মহা অন্ধকার হয় গোকুল নগর ॥
বিষম গর্জ্জনে মেঘ বরিষণ করে।
গোপগণ আছে সব গুহার ভিতরে ॥
প্রবল পবন বহে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
তৃণ মাত্র নাহি রহে নগর ভিতর ॥
বড় বড় গাছ সব পড়িল ভূতলে।
এইরূপে ইন্দ্র কার্য্য করে কুতূহলে ॥
দেখিল সে গোপগণ কিছু না হইল।
ক্রোধে গিরিপরে তবে বজ্র নিপাতিল ॥
ঘন ঘন করে ইন্দ্র বজ্র বরিষণ।
চুরমার হয় বজ্র হইয়ে পতন ॥
সাত দিন সাত রাত এরূপ হইল।
দরশনে গোপগণ ভাবিতে লাগিল ॥
কম্পিত হইল যত ব্রজবাসিগণ।
গোপিনী যতেক কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ ॥
চিত্র পুত্তলির মত কৃষ্ণ মুখ হেরে।
মুখশশী ম্লান হেরি কাতর অন্তরে ॥
দেখ সখি কৃষ্ণ মুখ মলিন হইল।
হের সখি চাঁদ মুখে ঘর্ম্ম নিঃসরিল ॥
সখিরা রাধারে চাহি কহিছে তখন।
তোরে হেরি নন্দসুত ঘামিল এখন ॥
গোকুলে গোপের কুলে জীবন রাখিতে।
যে গোবিন্দ গোবর্দ্ধন ধরিলেন হাতে ॥
দেখ সখি কি অদ্ভুত হয় দরশন।
বামকরে গিরি ধরে যেই মহাজন ॥
সামান্য পর্ব্বত দেখি সে জন ঘামিল।
একি অপরূপ দেখি কি দায় ঘটিল ॥
শ্রীরাধার কুচগিরি করি দরশন।
ঐ দেখ কালশশী হ'তেছে কম্পন ॥
কৃষ্ণ মুখ হেরি গোপী আনন্দ হৃদয়।
খাওয়াইতে ক্ষীর নানা বাঞ্ছা মনে হয় ॥
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ হ'তেছে কাতর।
ক্ষুধাতে মলিন হৈল বদন সুন্দর ॥
নন্দ যশোমতী দোঁহে আকুল হইল।
শিশুগণ সখ্যভাবে তথায় রহিল ॥
এইরূপে ব্রজবাসী যত গোপগণ।
যার যেই ভাবে সবে চিন্তিত তখন ॥

ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ হেরিয়া চিন্তিত।
মধুর বচনে তবে কহে সমুচিত ॥
বৃথা চিন্তা কেন কর গোপ গোপিগণ।
আমার কারণে চিন্তা কিবা প্রয়োজন ॥
নির্ভয় হইয়া রহ পর্ব্বত গুহায়।
পড়িবে না এই গিরি জানিও নিশ্চয় ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে আকুল অন্তর।
তাহাতে চঞ্চল মম মন নিরন্তর ॥
দুঃখ শেষ হইয়াছে জানিবে নিশ্চয়।
এক রাত্র মাত্র শেষ বাকী আর রয় ॥
কল্য প্রাতে সকলেতে পাবে পরিত্রাণ।
নিশ্চয় জানিও সবে দুঃখ অবসান ॥
আশ্বাস করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সপ্ত দিবা রাত্র ধরে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এক পদ না টলিল রহে সমভাবে।
অন্তরেতে পুরন্দর চিন্তিলেন তবে ॥
না পারি বুঝিতে কিছু কারণ ইহার।
বরিষণ কৈনু শেষে যত জলাধার ॥
সাত দিন সাত রাত করি বরিষণ।
জলধীর যত জল ফুরায় এখন ॥
এত জল বরিষণ গোকুলে হইল।
বিন্দুমাত্র জল নাই কোথায় রহিল ॥
এত জল কোথা গেল না জানি কারণ।
উপায় না পাই কিছু ভাবিতে এখন ॥
মম গর্ব্ব নাশ হবে জেনেছি নিশ্চয়।
যোগেতে জানিল ইন্দ্র তবে সমুদয় ॥
অকস্মাৎ যোগ চিন্তা করিল যখন।
চারিদিকে কৃষ্ণময় করে দরশন ॥
যে দিকে ফিরায় আঁখি রূপ মনোহর।
নবীন নীরদ রূপ দেখে পীতাম্বর ॥
করেতে মোহন বাঁশী মোহন মুরতি।
চারিদিকে নবঘন হেরে সুরপতি ॥
মোহিত হইয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মনে।
অন্তরে হেরিল সেই রূপ নবঘনে ॥
সুবিমল রূপরাশি শ্যামল বরণ।
শিরে গুঞ্জমালা তাহে চূড়ার বেষ্টন ॥
শিখিপুচ্ছ সম্বলিত শোভিত সুন্দর।
বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর ॥
কৌস্তুভ রতনে বক্ষঃ প্রভা সমুজ্জ্বল।
মালতীর মালা তাহে করিছে উজ্জ্বল ॥
নূপুরে শোভিত পদ মনোহর তায়।
রতন ভূষিত অঙ্গ দেখে সুররায় ॥
মোহন মুরলীধারী নন্দের নন্দন।
অন্তরে বাহিরে ইন্দ্র করে দরশন ॥
দেখিল যে দয়াময় গোপ কুলোদ্ভব।
গোপরূপে গোকুলেতে জন্মে শ্রীমাধব ॥
তখনি সে সুরপতি যোড়কর করি।
স্তব করে ভক্তিভাবে অন্তরে শিহরি ॥
ওহে রমাপতি তুমি দেব জনার্দ্দন।
না জেনে ক'রেছি আমি এত বিড়ম্বন ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি দেব সুরেশ্বর।
ক্ষম অপরাধ প্রভু জগৎ ঈশ্বর ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি মূলাধার।
সৃজন পালন দেব আজ্ঞায় তোমার ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব অংশে হয়।
অনাদি অনন্ত তুমি সবার আশ্রয় ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর ওহে যদুপতি।
রাধিকারমণ হরি তুমি সর্ব্বগতি ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় যত দেবগণ ॥
যুগে যুগে তুমি হরি হও অবতার।
তোমা হ'তে হয় কত অসুর সংহার ॥
অবনীর ভার করিবারে নিবারণ।
কতবার কতরূপে কর আগমন ॥
কভু শ্বেতকায় প্রভু কভু বর্ণ পীত।
কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরূপ কভু বা লোহিত ॥
কভু কূর্ম্ম কভু মৎস্যরূপ তুমি ধর।
বরাহ হইয়ে দন্তে অবনী উদ্ধার ॥

নরসিংহ রূপ হরি করিলে ধারণ।
বলিরে ছলিলে রূপ হইয়ে বামন ॥
এইরূপে হ'লে দেব কত অবতার।
এবে কৃষ্ণরূপে হরি ব্রজেতে প্রচার ॥
যশোদা-নন্দন এবে এ ব্রজ মাঝেতে।
পূর্ণতম পরব্রহ্ম তুমি গোকুলেতে ॥
মোহন মুরতি হরি করেছ ধারণ।
মোহন বাঁশরী করে গোপিকা-মোহন ॥
রাধাসহ অনুক্ষণ কেলি সুখে রত।
গোপাঙ্গনা কুল সদা তোমাতে মোহিত।
রাধাপতি জীব গতি গোপিকামোহন।
রাধা মনোহর হরি জীবের জীবন ॥
তত্ত্বময় তত্ত্ব তব কহিতে কে পারে।
বীণাপাণি তব গুণ বর্ণিবারে নারে ॥
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত যে হয়।
গণপতি যোগ অন্তে কিছু নাহি পায় ॥
সিদ্ধ যোগিগণ হয় তব যোগে রত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পাই কিঞ্চিৎ ॥
আমি কি করিব স্তব ওহে চক্রপাণি।
হীন মতি আমি অতি কিছুই না জানি ॥
না জানি তোমারে হরি করেছি এমন।
ক্ষম দোষ যত রোষ গোপিকা-মোহন ॥
এইরূপে কত স্তব করে সুরপতি।
স্তবেতে সন্তুষ্ট তবে হইল শ্রীপতি ॥
দেবরাজে দয়া তবে শ্রীহরি করিল।
আপন নিকটে ইন্দ্রে তখনি আনিল ॥
দেবরাজে জনার্দ্দন দয়া করি তবে।
আপন আবাসে পাঠাইলেন বাসবে ॥
আনন্দ অন্তরে ইন্দ্র গেল নিজালয়।
ঝড় বৃষ্টি উল্কাপাত আর নাহি হয় ॥
দিবাকর কর তাহে হয় সুপ্রকাশ।
একেবারে অন্ধকার হইল বিনাশ ॥
তবে গোপগণে কহে নন্দের নন্দন।
ভয় না করিও আর শুন সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত গহ্বর হ'তে সবে বাহিরাও।
পুত্র কন্যা ল'য়ে এবে নিজ বাসে যাও ॥
আর নাহি হবে ঝড় বারি বরিষণ।
যাও সবে নিজ বাসে লইয়া গোধন ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে সানন্দ হইল।
ত্যজি ভয় সকলেতে বাহিরে আইল ॥
সূর্য্যের প্রকাশ তথা দেখে সর্ব্বজন।
জলমাত্র নাহি শুষ্ক গোকুল তখন ॥
সকলে আনন্দ মনে নিজ গৃহে ধায়।
যেমতে আছিল পূর্ব্বে সেইমত রয় ॥
পরে হরি মনে মনে হ'য়ে আনন্দিত।
যথাস্থানে গোবর্দ্ধনে করিল স্থাপিত ॥
কত লীলা করে হরি দেখি গোপগণ।
নিমগ্ন আনন্দ নীরে সবিস্ময়ে মন ॥
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে আনন্দ অন্তরে।
বৃদ্ধ গোয়ালা তবে আশীর্ব্বাদ করে ॥
যশোদা রোহিণী প্রেমে কৃষ্ণে কোলে নিল।
ঘন ঘন চুম্ব তার চাঁদমুখে দিল ॥
বলরাম আসি কৃষ্ণে দেয় আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করে আসি আর কতজন ॥
কেহ বলে কৃষ্ণ হ'তে পাই পরিত্রাণ।
সকলে আসিয়ে করে মঙ্গল বিধান ॥
এইরূপ করি যত ব্রজবাসিগণ।
স্বর্গে সুরপতি করে পুষ্প বরিষণ ॥
দেবগণ করে স্তুতি আনন্দ মনেতে।
নাচে গায় মহানন্দে গন্ধর্ব্বগণেতে ॥
আশীর্ব্বাদ করে যত সিদ্ধ ঋষিগণ।
নারদ সে কৃষ্ণগুণ গান অনুক্ষণ ॥
গিরিধারী বলি নাম হয় অভিধান। (১)
অবিরত কৃষ্ণগুণ গায় গোপগণ ॥
শুদ্ধমনে এক প্রাণে শুনে যেইজন।
ভব দুঃখ দূরে যায় পাপ বিমোচন ॥

১। অভিধান শব্দের অর্থ নাম।

ভাগবত কথা হয় সুধানিধি প্রায়।
দাস ভাষে মহানন্দে মাতি কৃষ্ণ পায়॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের
গোবর্দ্ধন ধারণ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।

শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর।
কহি পুরাতন কথা শ্রবণে সুন্দর॥
গোবর্দ্ধন ধরি রাখে যত গোপগণে।
দেবরাজ মহাভীত ভাবে মনে মনে॥
গোকুলে আইল ইন্দ্র সুরভি সহিতে।
সুরপতি করে গতি স্বরগ হইতে॥
যথোক্ত সময় ইন্দ্র উপনীত হয়।
কৃষ্ণের নিকটে আসে সলজ্জ হৃদয়॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ইন্দ্র প্রণতি করিল।
যোড়হাতে কৃষ্ণ প্রতি বিনয়ে কহিল॥
মাথার কিরীট রাখি কৃষ্ণের চরণে।
মহাভয়ে ভীত ইন্দ্র হইল আপনে॥
করে স্তুতি শচীপতি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
ক্ষম দোষ ত্যজ রোষ ওহে বনমালী॥
অপরাধ কর ক্ষমা দেব নারায়ণ।
বিশুদ্ধ পরম আত্মা পরম কারণ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব গুণাকর।
সবাকার পতি হরি দেব সর্ব্বেশ্বর॥
মায়াময় তব মায়া জানিতে কে পারে।
কে জানে তোমারে দেব বল এ সংসারে॥
কৃপাময় কর কৃপা আমারে এখন।
তোমাকে সংসারে এই জানে সর্ব্বজন॥
দুষ্টের দমন হেতু কত অবতার।
তব মায়া হেতু এই জগৎ সংসার॥
অধর্ম্ম বিনাশ কর তুমি দয়াময়।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু তুমি দেবের আশ্রয়॥
আমার করহ দণ্ড যে হয় বিহিত।
তোমার সৃজিত আমি তোমারি আশ্রিত॥
জগতের পিতা হরি জগতের সার।
সকলের গুরু তুমি করুণা সাগর॥
দুর্জ্জনেরে কালরূপে কর বিনাশন।
দীনে দয়া কর হরি দেব নারায়ণ॥
ভক্তাধীন হেতু তুমি নানা মায়া ধর।
দুর্ম্মতি জনেরে নাথ দণ্ড অনিবার॥
পূরাও সতত তুমি ভক্তের বাসনা।
মায়াতে মানুষরূপে করিলে ছলনা॥
দর্পিত জনের দর্প হর নারায়ণ।
ভক্ত বশীভূত তুমি ভকত জীবন॥
আমি অজ্ঞ দুরাশয় কিছু না জানিনু।
না জানি তোমারে হরি কতই কহিনু॥
এবে দণ্ড দাও মোরে দেব জনার্দ্দন।
তা হ'তে হইবে মম পাপ বিমোচন॥
তব দত্ত ঐশ্বর্য্যেতে মত্ত অনিবার।
কহিনু অকথ্য কত আমি দুরাচার॥
করিয়াছি অপরাধ আমি তব পায়।
এখন রাখহ মোরে ওহে দয়াময়॥
তব পাদপদ্ম বিনা নাহি মোর গতি।
এখন প্রসন্ন তুমি হও যদুপতি॥
মম সম দুরাচার না রহে সংসারে।
সেইরূপ দণ্ড দেব দাওহে আমারে॥
আর যেন নাহি ভুলি ও রাঙ্গা চরণ।
হেন কৃপা কর মোরে ভকত-রঞ্জন॥
হরিতে অবনী ভার তব অবতার।
সাধুজনে রক্ষ হরি অসুরে সংহার॥
প্রকৃত তোমার ভক্ত হয় যেইজন।
কভু না বিস্মৃত হয় তোমার চরণ॥
নমো নারায়ণ হরি যশোদা-নন্দন।
নমো নমো ভগবান পরম কারণ॥
নমো নমো পরম পুরুষ সনাতন।
নমো নমো মহাকায় দুষ্টের দমন॥
দেবকী-তনয় হরি দৈত্যকুল-অরি।
যশোদা জীবন তুমি মুকুন্দ মুরারি॥

নমো নমো যদুনাথ যাদব কুমার।
নমঃ স্বেচ্ছাময় হরি জগতের সার॥
নমো নমো জ্ঞানরূপী তুমি ভগবান।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তুমি অধিষ্ঠান॥
বিশ্বজীব বিশ্বরূপী বিশ্বের ঈশ্বর।
অনাথ জনার গতি কৃপার সাগর॥
অহঙ্কারে মহামত্ত আমি দুরাশয়।
গোকুল নাশিতে তাই বাসনা যে হয়॥
করিলাম অপরাধ তোমার চরণে।
এখন রাখহ নাথ এ অধম জনে॥
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল আশা হৈল হত।
এখন ও রাঙ্গা পদে আমি অনুগত॥
পাদপদ্মে প্রাণ আমি করিনু অর্পণ।
তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥
দেবেন্দ্রের বাক্য শুনি যশোদা কুমার।
জলদ গম্ভীর স্বরে দিলেন উত্তর॥
শুন কহি পুরন্দর বচন এখন।
ঈষৎ হাসিয়ে কহে দেব জনার্দ্দন॥
মনে না ভাবিও দুঃখ ওহে পুরন্দর।
যে কারণে যজ্ঞ ভঙ্গ শুনহ উত্তর॥
যে হেতু করিনু আমি তব যজ্ঞ নাশ।
সুখের কারণ তাহা করহ বিশ্বাস॥
ধনমদে অহঙ্কারে মত্ত অবিরত।
অভিমানে যেইজন থাকয়ে সতত॥
বিষম বিষয় ভোগে মোরে ভুলে যায়।
তাদের দমনকারী জানিহ আমায়॥
দর্পহারী নাম মম শুন শচীপতি।
আমা হ'তে দর্পচূর্ণ জানিও সম্প্রতি॥
ধনমদে মত্ত হ'য়ে অন্ধ সম হয়।
পরকাল নাহি দেখে সেই দুরাশয়॥
তাহারে আমি হে করি নিশ্চয় দমন।
দিব্যজ্ঞান লভে তবে সেই মূঢ়জন॥
শুন কহি দেবরাজ আমার বচন।
সর্ব্ব মতে সুখী হয় লভে সে কল্যাণ॥
ইহকাল পরকাল শুভ হয় তার।
এই মম অনুগ্রহ দণ্ডের আকার॥
অতএব দুঃখ কিছু না ভাব অন্তরে।
সানন্দ হইয়া এবে যাহ তুমি ঘরে॥
সুরপতি মম প্রতি রেখ' সদা মন।
কভু তুমি মম আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন॥
মম আজ্ঞা নিরন্তর পালন করিবে।
নিজ রাজ্য শান্তভাবে সতত শাসিবে॥
অহঙ্কার পরিহরি থাকিবে নিয়ত।
করিবে সকল কর্ম্ম মম অভিমত॥
তাহাতে আমার দয়া তোমায় থাকিবে।
আমার কৃপায় তব কুশল হইবে॥
কোথাও না কভু তব হবে অমঙ্গল।
কহিলাম সার কথা বুঝহ সকল॥
এইরূপে দেবরাজে আশ্বাসি তখন।
অপরাধ যত তার করিল মার্জ্জন॥
দেবরাজ যেই মুখে নিন্দে জনার্দ্দনে।
নাশিতে উদ্যত হৈল যত গোপগণে॥
ক্ষমিল সকল দোষ জগত ঈশ্বর।
আশ্বাসি কহিল পুনঃ সানন্দ অন্তর॥
কৃপাসিন্ধু কৃপাময় দেব নারায়ণ।
মনে নাহি করে কিছু ইন্দ্র অপমান॥
পরম কারণ সেই জগত আশ্রয়।
ভক্ত অপরাধ হরি কভু নাহি লয়॥
অত্যল্প ভজনে তুষ্ট রহে সর্ব্বক্ষণ।
ঈশ্বরের গুণ যাহা না যায় বর্ণন॥
অতঃপর শুন রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
সুরভি আইল পরে করি যোড়পাণি॥
কৃষ্ণের চরণ বন্দে আনন্দ অন্তরে।
মৃদুভাষে স্তব করে বিবিধ প্রকারে॥
ওহে যোগেশ্বর মহাযোগী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশ্ব আত্মা বিশ্বনাথ ওহে দয়াময়॥
পরম দেবতা তুমি পরম কারণ।
জগত উদ্ধার তরে তোমার জনম॥

গোবর্দ্ধনধারী হরি জগতের পতি।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে মহামতি ॥
স্তব স্থানে ব্রহ্মা মোরে পাঠায় যতনে।
দেবরাজ সহ দৃষ্টি করিনু চরণে ॥
অবতীর্ণ হ'য়ে হরি গোবর্দ্ধনোপরে।
মহাভারে উদ্ধারিলে এই অবনীরে ॥
এত বলি সুরভি সে আপনার ক্ষীরে।
একত্র করিয়া দিল মন্দাকিনী নীরে ॥ (১)
সাগরের জল আনি মিশায় তখন।
আইল অনেক তথা সিদ্ধ ঋষিগণ ॥
সুর ঋষিগণ সবে একত্র হইল।
সবে মিলি কৃষ্ণ অঙ্গ ধৌত যে করিল ॥
কুবের বরুণ আদি অষ্ট লোকপালে।
অভিষেক করে কৃষ্ণে সমুদ্রের (২) জলে ॥
সানন্দ অন্তরে সবে অভিষেক করে।
শ্রীগোবিন্দ বলি নাম হৈল তদন্তরে ॥
নারদ আনন্দ মনে কৃষ্ণগুণ গায়।
সুরনারীগণে নাচে আনন্দ হৃদয় ॥
সুরগণ বিধিমতে করিল স্তবন।
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
পাইল পরম সুখ সকলে তখন।
সুরভির দুগ্ধে সব হইল মগন ॥
সেই ক্ষীরে ক্ষিতিতলে সবে ক্ষীরবতী।
নানা রসযুক্ত জল ধরিলেন ক্ষিতি ॥
অভিষেক করে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে তখন।
সুরভি সহিত বন্দে গোবিন্দ-চরণ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে দেব যদুপতি।
কৃষ্ণ আজ্ঞা ল'য়ে সবে করিলেন গতি ॥

১। স্বর্গ গঙ্গা।

২। সপ্ত সমুদ্রের জল—১ ক্ষীরসমুদ্র, ২ দধি সমুদ্র, ৩ লবণ সমুদ্র, ৪ ইক্ষুসমুদ্র, ৫ ঘৃতসমুদ্র, ৬ সুরা সমুদ্র, ৭ যব সমুদ্র।

দেবগণ সহ ইন্দ্র করিল গমন।
মহানন্দে দাস ভাষে কৃষ্ণপদে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কৃষ্ণ অভিষেক সমাপ্ত।

অথ বরুণ কর্ত্তৃক নন্দ হরণ।

শুকদেব কহে রাজা শুন অতঃপর।
হরিকথা সুধাসম শ্রবণে সুন্দর ॥
পরম কারণ সেই শ্রীনন্দনন্দন।
গোপরূপে লীলা করে পুণ্য বৃন্দাবন ॥
একদিন নন্দগোপ একাদশী করি।
নাহি খায় অন্ন জল আছে অনাহারী ॥
ব্রত আদি উপবাস যাঁহার কারণ।
যাঁর লাগি করে লোকে ব্রত আচরণ ॥
তার ঘরে আছে সেই অখিলের পতি।
গোপ অবতারে বিষ্ণু স্বয়ং জগৎপতি ॥
তথাপি ধার্ম্মিক জনে উচিত যে হয়।
ধর্ম্ম আচরণ করি লোকেরে শিখায় ॥
ধর্ম্মে মতি ব্রজপতি উপবাস করি।
ব্রত তরে নন্দগোপ আছে অনাহারী ॥
উপবাসে তনুক্ষীণ অৰ্দ্ধরাত্র হ'লে।
তৃষ্ণায় আকুল নন্দ হইল সে কালে ॥
আকুল হইয়া তবে আসুরি (১) সময়ে।
সরোবরে যায় নন্দ স্নানের আশয়ে ॥
পূজি জনার্দ্দনে তথা নানা উপচারে।
আনন্দে চলিল সেই যমুনার তীরে ॥
ব্রজপতি করে গতি কালিন্দীর জলে ॥
স্নান দান করে তথা মহা কুতূহলে ॥
স্নান অবসানে নন্দ আরম্ভে তর্পণ।
একাদশী শেষকালে আনন্দিত মন ॥

১। আসুরি সময়—অৰ্দ্ধরাত্র সময়কে আসুরি সময় কহে।

দ্বাদশী উদয় হৈল একাদশী গতে ।
সন্ধ্যাদি তর্পণ করে নন্দ একচিতে ॥
হেনকালে বরুণ সে জল অধিপতি ।
মনে মনে বিচারিলা শুন মহামতি ॥
নিজ চরগণে তবে ডাকিয়া সত্বরে ।
কহিতে লাগিল সবে আনন্দ অন্তরে ॥
শুন কহি দূত সবে আমার বচন ।
কালিন্দী পুলিনে শীঘ্র করহ গমন ॥
আসুরি সময়ে নন্দ স্নান করে তথা ।
শীঘ্র করি তারে সবে আনি দেহ হেথা।
তাহার গৃহেতে আছে অখিল ঈশ্বর ।
গোকুলে গোপের কুলে পূর্ণ অবতার ।
জগতের গুরু আজ যাঁহার নন্দন ।
তাঁরে এই স্থানে শীঘ্র আনহ এখন ॥
যদি সেই মহামতি আসে এ আলয় ।
এ গৃহ পবিত্র তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
মনের বাসনা পূর্ণ কহিব কি আর ।
মম আজ্ঞামত কার্য্য করহ সত্বর ॥
পিতার কারণে পুত্র কাতর হইবে ।
ঘরে বসি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তবে ॥
না কর বিলম্ব আর যাও শীঘ্র করি ।
অধমের গৃহে তবে আসিবেন হরি ॥
ঘরে বসি পাবে সবে কৃষ্ণ দরশন ।
পূর্ণ হবে মনোরথ জুড়াবে নয়ন ॥
জলেশ্বর আজ্ঞা পেয়ে যত ভৃত্যগণ ।
আনন্দে চলিল সবে নন্দের কারণ ॥
সকলে ধাইল যথা নন্দ স্নান করে ।
আঁখি মুদি গোপপতি ভাবে ভবেশ্বরে ।
হেনকালে আসি জলপতি চরগণ ।
আনন্দ অন্তরে নন্দে করিল হরণ ॥
বরুণ আলয়ে সবে নিল ব্রজপতি ।
সাদরে বরুণ নন্দে করিল প্রণতি ॥
আদর করিয়া তবে নিজ পুরে লয় ।
রত্ন-সিংহাসনোপরে তখনি বসায় ॥

মৃদুভাষে জলেশ্বর কহিছে তখন ।
পবিত্র হইল গৃহ জানিনু এখন ॥
এদিকে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন ।
স্নানেতে বিলম্ব হেরি যত গোপগণ ॥
চিন্তিত অন্তরে সবে করে অন্বেষণ ।
একেবারে শোক নীরে হইল মগন ॥
যমুনার তীরে তীরে সকলে খুঁজিল ।
বহু স্থান অন্বেষিয়া কোথা না পাইল ॥
মনে মনে সকলেতে করিল সংশয় ।
ব্রজপতি বুঝি প্রাণ ছাড়িল নিশ্চয় ॥
উপবাসী হ'য়ে গেল স্নান করিবারে ।
ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ শক্তি নাহি ধরে ॥
যমুনার জলে বুঝি নিমগ্ন হইল ।
নিশ্চয় সে নন্দগোপ প্রাণ হারাইল ॥
এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া তখন ।
নন্দ শোকে গোপগণ করয়ে রোদন ॥
যশোমতী একেবারে আকুল অন্তরে ।
ভূমেতে পড়িয়া তবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পতিশোকে পাগলিনী হইয়া তখন ।
করাঘাত হানি বুকে করিছে রোদন ॥
রোহিণী আকুল তথা আর গোপকুল ।
নন্দের কারণে কান্দে হইয়ে আকুল ॥
এরূপে গোকুল মাঝে আকুল সকলে ।
শোকেতে কাতর অতি ভাসে অশ্রুজলে ॥
হেনকালে রামকানু তথায় আইল ।
কৃষ্ণে কোলে করি রাণী কাঁদিতে লাগিল ॥
মাতার ক্রন্দনে হরি মোহিত হইল ।
মায়াময় পিতৃ শোকে কান্দিতে লাগিল ॥
যিনি মায়াময় হন জগৎ কারণ ।
মায়াতে মোহিত তিনি হন সেইক্ষণ ॥
পরে হরি মনে মনে চিন্তিত হইল ।
আশ্বাসিয়া গোপকুলে কহিতে লাগিল ॥
শোক পরিহর সবে না কর রোদন ।
আসিবে এখনি পিতা শুন সর্ব্বজন ॥

কৃষ্ণের বচনে সবে নিরস্ত হইল।
অন্তরেতে জনার্দ্দন সকলি জানিল ॥
জলেশ্বর মম পিতায় করিল হরণ।
সকলে কহিল হরি আশ্বাস বচন ॥
বরুণের গৃহে প্রভু আপনি চলিল।
ত্বরায় সেখানে গিয়া উপনীত হ'ল ॥
বরুণ আবাসে যবে করিল গমন।
দূর হতে জলেশ্বর করে দরশন ॥
অগ্রসরি আনন্দেতে ধায় জলেশ্বর।
গলবাসে প্রণতি করিল বহুতর ॥
পুরীমাঝে আনি দেয় বসিতে আসন।
আপনি করিলা ধৌত যুগল চরণ ॥
সুগন্ধি চন্দনে পূজা কৈল বিধিমতে।
নানা অলঙ্কারে সাজাইল জগন্নাথে ॥
সুচারু বসন দিয়া সজাইল তায়।
নানা উপহার দানে বসিল পূজায় ॥
বরুণের পূজা হরি গ্রহণ করিল।
করযোড়ে জলেশ্বর স্তব আরম্ভিল ॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি কহে দেব জলপতি।
কি ভাগ্য আমার আজ ওহে বিশ্বপতি ॥
সফল জনম মম সার্থক জীবন।
এ দেহ সার্থক মম শুন নারায়ণ ॥
তপ জপ কর্ম্ম কাণ্ড সকলি সফল।
চরিতার্থ হৈনু হেরি ও পদ কমল ॥
সংসার অসার সার মাত্র ও চরণ।
মায়াময় এ সংসার পাপের কারণ ॥
নমস্তে অখিল পতি জগৎ পালক।
নমস্তে জগৎ-প্রভু অসুর ঘাতক ॥
নমস্তে পরম আত্মা জগত কারণ।
নমঃ পূর্ণব্রহ্ম রূপ প্রভু নারায়ণ ॥
যেই স্থানে তব নাম কেহ নাহি লয়।
ব্রহ্মলোক হয় যদি শ্মশান নিশ্চয় ॥
ওহে দেব এ দাসেরে করহ মার্জ্জন।
মম চরে তব পিতা করেছে হরণ ॥
নিজ দাসে দয়া করি ত্যজ রোষ যত।
তব পিতা আনি আমি পাপ কৈনু কত ॥
এখন ক্ষমহ দেব অধীনের দোষ।
অপরাধ ক্ষমা কর ছাড় যত রোষ ॥
তব পিতা নন্দঘোষে রেখেছি যতনে।
দেখিবার সাধ মাত্র ও রাঙ্গা চরণে ॥
এই লহ তব পিতা জগৎ-ঈশ্বর।
তোমার আজ্ঞায় আমি হৈনু জলেশ্বর ॥
বরুণের বাক্যে তবে দেব চক্রপাণি।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
নাহি ভয় জলেশ্বর না হও চঞ্চল।
কেন এত ভীত মতি হও মহাবল ॥
এত কহি পরমাত্মা পরম ঈশ্বর।
পিতারে লইয়া ব্রজে আইল সত্বর ॥
যথা ব্রজবাসী গোপ সজল নয়নে।
মহাদুঃখে মগ্ন সবে বিরস বদনে ॥
পিতামহ ভগবান সেখানে আইল।
দরশনে গোপগণে আনন্দে ভাসিল ॥
নন্দে দেখি গোপ গোপী মানিল বিস্ময়।
মনে মনে সকলেতে ভাবিল সংশয় ॥
নন্দ প্রতি সবে তবে কহিল বচন।
স্নান হেতু কোথা তুমি করিলে গমন ॥
বিলম্ব হইল কেন কহ মহাশয়।
অন্বেষিয়া কোন স্থানে না পাই তোমায় ॥
গোকুলের সর্ব্বস্থান করি অন্বেষণ।
সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ এখন ॥
নন্দ কহে গোপগণ শুন বিবরণ।
বরুণের চরে মোরে করিল হরণ ॥
আনিয়া রাখিল মোরে বরুণের পাশে।
যতনে বরুণ রাখে মনের উল্লাসে ॥
তদন্তর কৃষ্ণ মোরে অন্বেষণ করি।
উপনীত হ'লো গিয়ে বরুণের পুরী ॥
ভীত মতি হ'য়ে অতি দেব জলেশ্বর।
করযোড় করি কহে অতি সকাতর ॥

যতন করিয়া পরে কত পূজা কৈল।
দোষ হেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণে ধরিল ॥
করিল কৃষ্ণের পূজা বিবিধ বিধানে।
কত মণি রত্ন দিল বিবিধ বরণে ॥
কত অলঙ্কার দিল নির্ম্মিত রতনে।
আমার কৃষ্ণের পূজা করিল যতনে ॥
তাহা দরশনে আমি মানিনু বিস্ময়।
না পারি বুঝিতে কিছু শুন গোপচয় ॥
নন্দের শুনিয়া বাণী ব্রজবাসিগণে।
সকলে কৃষ্ণেরে তবে ঈশ ভাবে মনে ॥
এ সকল অন্তর্য্যামী জানিল অন্তরে।
ব্রজবাসী মনোসাধ পূরাবার তরে ॥
কৃপা করি কৃপাময় করিল চিন্তন।
সংসারী সংসার কর্ম্মে সদা নিমগন ॥
কামে মত্ত তত্ত্বজ্ঞান শূন্য সবে হয়।
অনিত্য দেহের লোকে গৌরব করয় ॥
মায়াতে মোহিত সবে পথ নাহি জানে।
গৃহাসক্ত সকলেতে কিছুই না মানে।
এতেক চিন্তিয়া হরি কৌতুক করিল ॥
গোলোক-বিহারী হরি স্ব-রূপ ধরিল।
গোলোকের রূপ হরি করান দর্শন।
সত্যরূপী জনার্দ্দন সত্য সনাতন ॥
অনন্ত আকার দেব সত্যজ্ঞানময়।
পরব্রহ্ম পরাৎপর জ্যোতি অতিশয় ॥
মুনিগণ সর্ব্বক্ষণ চিন্তে যেই রূপ।
সেই মূর্ত্তি গোপগণ হেরিল স্বরূপ ॥
পরব্রহ্ম ভাবি মনে তত্ত্বজ্ঞান পায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে হেরিল তথায় ॥
ব্রহ্মরূপ সবাকারে করান দর্শন।
সেই মূর্ত্তি চক্ষুপুটে হেরে সর্ব্বজন ॥
কার্য্য হেরি গোপগণে আশ্চর্য্য মানিল।
আনন্দ-সাগরে সবে নিমগন হৈল ॥
কৃতাঞ্জলি করি সবে করিল স্তবন।
ব্রহ্মরূপ হেরি সবে সবিস্ময় মন ॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সমান।
দাস ভাবে মহানন্দে শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে বরুণ কর্ত্তৃক
নন্দ হরণ কথা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

অতঃপর নরবর কহে তপোধনে।
কহ সুধাময় কথা শুনিব শ্রবণে ॥
কিরূপে করিল লীলা শ্রীমধুসূদন।
রাসলীলা কথা মুনি করিয়া বর্ণন ॥
সেই কথা দয়া করি কহ দেব মোরে।
গোপীসহ কিরূপেতে রাসকেলি করে ॥
সকল লীলার শ্রেষ্ঠ রাসলীলা হয়।
সেই কথা কহ মোরে ওহে সদাশয় ॥
পবিত্র হইবে আত্মা সেই কথা শুনি।
পাপ তাপ নাহি রবে মোক্ষ তাহে জানি ॥
অতএব তপোধন কহ সেই কথা।
জুড়াক অন্তর মম যাক মনোব্যথা ॥
শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন।
কহি শুন সেই কথা কুরুর নন্দন ॥
কহি পুরাতন কথা শুনিয়াছ যাহা।
অবনীতে অত্যাশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ কথা তাহা ॥
শুনিলে পাপের নাশ তখনি হইবে।
অনায়াসে ভব জীব মোক্ষপদ পাবে ॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
একদিন মনে মনে ভাবে নারায়ণ ॥
নিশাযোগে যায় হরি বৃন্দাবন বনে।
শ্রীরাসমণ্ডল যথা যায় সেই স্থানে ॥
দ্বাদশ বনের (১) মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই স্থল।
কিবা সে বনের শোভা আভা সমুজ্জ্বল ॥

১। ১ ভাণ্ডিরবন, ২ রম্যবন, ৩ কদম্ববন, ৪ শ্রীবন, ৫ তুলসীবন, ৬ চম্পকবন, ৭ মধুবন, ৮ জাম্বিরবন, ৯ বদরীবন, ১০ নিম্ববন, ১১ বিল্ববন, ১২ তমালবন।

চারিভিতে শোভে কত কুসুম কানন।
শোভে নানাজাতি বৃক্ষ সুগন্ধি চন্দন ॥
ফুটিয়াছে ফুল কত তাহে নানাজাতি।
মল্লিকা মাধবী আর সেফালিকা যুথি ॥
সিউলি গোলাপ কত ফুটিয়াছে ফুল।
গন্ধরাজ কুরুবক জবা ও বকুল ॥
দোপাটি চৌপাটি বেল গন্ধ মনলোভা।
মালতী চামেলী গাঁদা তাতে কত শোভা
সূর্য্যমুখী চন্দ্রমুখী কৃষ্ণকেলী তায়।
প্রস্ফুটিত কত ফুল কত শোভা পায় ॥
সদাগতি করে গতি মাখি পরিমল।
মোহিত মদন তাহে হইল চঞ্চল ॥
আকুল সে অলিকুল মত্ত মধুপানে।
উড়িয়া বেড়ায় তারা গুন্‌গুন্ গানে ॥
আর কত মধুকর মধুপান আশে।
উন্মত্ত মানসে ধায় অন্য পুষ্প পাশে ॥
কোকিল কাকলি গায় বসি বৃক্ষ ডালে।
কি সুন্দর রব তারা করিছে সকলে ॥
শাখিশাখে শিখিগণ নৃত্য করে সবে।
হেরি শোভা মনলোভা বিমোহিত ভবে ॥
কত শত পাখীকুল সবে বৃক্ষোপরে।
মানস মোহিয়া রব করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষ-শোভে চারিভিতে।
মাধবী বেড়িয়া আছে তমাল গাছেতে ॥
আর কত বৃক্ষরাজী ফলভরে নত।
কেহ উচ্চ কেহ নীচ কেহ পল্লবিত ॥
কাহার ফলেতে শোভা কেহ বা পুষ্পিত।
বৃক্ষরাজী সারি সারি আছে সুশোভিত ॥
স্থানে স্থানে কুঞ্জ সব দৃশ্য মনোহর।
গুল্ম লতা বিরাজিত কানন সুন্দর ॥
সকল বনের মাঝে শ্রীরাসমণ্ডল।
সরসী সলিলে পূর্ণ অতি সুনির্ম্মল ॥
নানাবর্ণ মীনরাজি তাহে শোভে কত।
শ্বেত রক্ত পীতবর্ণ মীন কত শত ॥
ভাসিছে খেলিছে কভু হ'য়ে নিমগন।
কেহ বা আনন্দে তাহে করে সন্তরণ ॥
নানারূপ কূর্ম্ম কত ভাসিছে জলেতে।
রাজহংস রাজহংসী খেলে আনন্দেতে ॥
মৎস্যধরা পক্ষী যারা বসি বৃক্ষ ডালে।
স্থির নেত্রে করে দৃষ্টি সরোবর জলে ॥
শুভ্রবর্ণ বককুল বসি সারি সারি।
শোভিছে সরসীকূল কিবা মনোহারী ॥
ফুটিয়াছে তাহে কত রক্ত শতদল।
কুমুদ কহ্লার তাহে হতেছে উজ্জ্বল ॥
মধ্যে শোভা মনোলোভা শ্রীরাসমণ্ডল।
মস্তকে বিজয়ধ্বজা করে ঝলমল ॥
রতন নির্ম্মিত তাহে সিঁড়ি থরে থর।
আম্রপত্র সূত্রে গাঁথা চতুর্দ্দিকে তার ॥
কদলীর বৃক্ষ তাহে হ'য়েছে রোপণ।
পবিত্র কারণ আছে ঘটের স্থাপন ॥
নারিকেল ফল আছে তাহার উপর।
মালতী মালাতে ঘেরা দৃশ্য মনোহর ॥
চতুর্দ্দিকে সুবিচিত্র উড়িছে ঈশান।
অপরূপ মঞ্চ তাহে হয় শোভমান ॥
মঞ্চের ভিতর শয্যা সুকোমল অতি।
অতীব সুদৃশ্য তাহা দেখে রাধাপতি ॥
কর্পূর সহ তাম্বুল আছে স্বর্ণথালে।
কৃষ্ণ অতি হর্ষমতি দেখি সে সকলে ॥
একে মধুমাস তাহে বসন্ত প্রবল।
মৃদু মৃদু করি গতি বহিছে অনিল ॥
পুষ্প গন্ধে চারিদিকে আমোদিত করে।
শ্রীকৃষ্ণ পীড়িত অতি অনঙ্গের শরে ॥
মদনে আকুল হরি হইল তখন।
উন্মত্ত হইল তবে গোপিনী কারণ ॥
রাজা কহে তপোধন করি নিবেদন।
যিনি জগতের নাথ জগৎ-কারণ ॥
সেই পরমাত্মা প্রভু দেব চক্রপাণি।
মদনের বাণে কেন আকুল আপনি ॥

যাঁহার কটাক্ষে হয় জগৎ প্রলয়।
মদন তাঁহারে আজি করিলেন জয়॥
শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন।
ঘুচিবে সন্দেহ তবে কহি বিবরণ॥
রাস করিলেন হরি মদনে জিনিতে।
অন্য কোন ভাব তার না হয় মনেতে॥
যে মদন বাণে ব্রহ্মা বিমোহিত হৈল।
নিজ কন্যা প্রতি কামনেত্রে চেয়েছিল॥
গুরুপত্নী হরিয়া সে দেব সুরপতি।
সহস্রলোচন হ'য়ে অতীব দুর্গতি॥
বিশ্বামিত্র পরাশর আদি মুনিগণ।
মদন বাণেতে হৈল সবে মুগ্ধ মন॥
বাড়িল মদন দর্প তাহে অতিশয়।
ভাবে মনে মম বাণে স্থির কেহ নয়॥
এইরূপ দর্প মনে করিত মদন।
বিনাশিতে সেই দর্প শুনহ রাজন॥
রাসলীলা করি হরি তাহার কারণ।
ঈশ্বরের রাসলীলা করহ শ্রবণ॥
রাস খেলা খেলে হরি রতি নাহি করে।
ভক্তের কারণ হরি এরূপ আচারে॥
ইহাতে জানিবে মাত্র মদন বিজয়।
সে কারণে রাসলীলা করে কৃপাময়॥
আর এক কথা রাজা শুন দিয়া মন।
বস্ত্র হরণের কালে করিল যেমন॥
প্রতিজ্ঞা করিল হরি গোপিকা সঙ্গেতে।
তাই বেণু বাজাইল বনের মধ্যেতে॥
শুন কহি মহারাজ পূর্ব্ব বিবরণ।
করিলেন রাসলীলা প্রতিজ্ঞা কারণ॥
আনন্দে বসিয়া হরি শ্রীরাস মঞ্চেতে।
অমনি সঙ্কেত তবে করে বাঁশরীতে॥
বেণু রব করে হরি আনন্দিত মন।
গৃহে গোপ-নারী যত করিল শ্রবণ॥
বেণু রবে গোপী সবে অস্থির হইল।
রাধাসতী একেবারে অচেতন হৈল॥

বেণু রব শুনি স্তব্ধ হৈল জলধর।
মনে ভাবে কিবা শব্দ হয় মনোহর॥
বিপরীত মনে মনে চিন্তিত পবন।
অচল হইয়ে তিনি রন কিছুক্ষণ॥
সৃষ্টিপতি শুনি রব মানিল বিস্ময়।
সনকাদি ঋষিদের যোগ ভঙ্গ হয়॥
পাতালে অনন্ত তথা বিস্মিত হইল।
সহস্র মস্তক তার ঘূর্ণিত হইল॥
চকিত হইল বলি ভাবি ভয়ঙ্কর।
নিজ কর্ম্ম পাসরিল চঞ্চল অন্তর॥
মোহন বাঁশরী রবে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
বেণু রবে একেবারে জগত ব্যাপিল॥
বিশেষ ব্রজের নারী শুনি বেণুরব।
কৃষ্ণের কারণ চিত্ত সচঞ্চল সব॥
সখিগণ পরস্পরে করি সম্বোধন।
মুরলী বাজিছে সখি করহ শ্রবণ॥
নাম ধরি ডাকে ঐ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী।
কেমনে এ প্রাণ বাঁচে লাগে যেন ফাঁসি॥
কেমন হইল অঙ্গ দেখলো কেমন।
অস্থির হইল তনু উথলে মদন॥
অস্থির এ প্রাণ মন কহ সদুপায়।
কৃষ্ণ হরে নিল প্রাণ কি করি উপায়॥
ঐ দেখ ঘন ঘন করে আকর্ষণ।
মনে নাহি পড়ে আর স্বীয় পরিজন॥
গৃহে কিবা প্রয়োজন ধর্ম্মে কিবা কাজ।
কুলে নাহি আবশ্যক লাজে পড়ে বাজ॥
মদন-মোহন সেই কিশোর নাগর।
না হেরিয়া পাপ প্রাণ দহে নিরন্তর॥
গৃহে না রহিতে স্থির হয় মম মন।
চঞ্চল হইল চিত্ত তাহার কারণ॥
কানু বেণু গুণ জানে জানিনু নিশ্চয়।
নতুবা অন্তর কেন সতত দহয়॥
বল প্রাণসখি এবে উপায় কি করি।
শুনি বেণুরব মনে বুঝাইতে নারি॥

যদি মনে করি বেণু শুনিব না আর।
মন নাহি মানে সখি হয় আগুসার ॥
তাই বলি চল চল বিলম্বে কি ফল।
হেরিতে সে চন্দ্রানন মন যে চঞ্চল ॥
এত কহি গৃহ কর্ম্ম ত্যজিয়া তখন।
উন্মাদিনী হ'য়ে সবে করিল গমন ॥
ধৈরজ না ধরে কেহ অস্থির হইল।
মদন বাণেতে গোপী সবারে মোহিল ॥
যত কমলিনী কান্ত শ্রীরাস মঞ্চেতে।
শুনেছি মধুর গীত মধুর বাঁশীতে ॥
যতেক গোপিকাকুল উন্মাদিনী প্রায়।
মধুর মূরতি যথা তথা বেগে ধায় ॥
হরিল গোপীর মন যশোদা-নন্দন।
সঙ্গে মাত্র রহে দেহ অস্থির তখন ॥
মর্ম্ম ব্যথা পেয়ে সবে বেগেতে চলিল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম সকলি ত্যজিল ॥
চলিল গোপিনী সবে আনন্দিত মন।
নাহি করে গৃহকর্ম্ম ছাড়ে গো-দোহন ॥
কেহ বা দুহিতে ছিল নিজ গাভী যত।
তাহা ছাড়ি চলে গোপী শুন মহাব্রত ॥
দুগ্ধপাত্র ছাড়ি কেহ অমনি চলিল।
কেহ বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥
কেহ নিজ পরিজনে দেয় অন্ন পানি।
তাহা ফেলি বেগে ধায় যেন পাগলিনী ॥
কোন গোপিনীর শিশু করে স্তন পান।
ফেলিয়া তাহারে গোপী করয়ে প্রস্থান ॥
নিজ পতি সেবা ছাড়ি কোন গোপবালা।
কৃষ্ণ দরশনে যায় হইয়ে চঞ্চলা ॥
কোন গোপী ভুলে গেল আপন ভোজন।
কেহ বা ফেলিয়া দিল অঙ্গের ভূষণ ॥
কোন গোপী এক চক্ষে অঞ্জন পরিল।
দ্বিতীয় আঁখিতে দিতে বিস্মৃত হইল ॥
কেহ তাড়াতাড়ি করে বস্ত্র পরিধান।
পরিল পুরুষ বাস শুনহ রাজন ॥
কেহ ব্যস্ত হ'য়ে অঙ্গে ভূষণ পরিল।
চরণ ভূষণ কেহ মস্তকেতে দিল ॥
কেহ বা আচড়ি কেশ না করে বন্ধন।
ঘাঘরি বক্ষেতে কেহ বান্ধিল তখন ॥
এইরূপে ছিন্নবেশা যতেক গোপিনী।
নিষেধ না মানে ধায় হ'য়ে উন্মাদিনী ॥
স্বজনে সকলে তারে করে নিবারণ।
বাধা নাহি মানে সবে করিবে গমন ॥
এইরূপে গোপিনীরা চঞ্চল চিত্তেতে।
কৃষ্ণের নিকটে গেল শ্রীরাস মঞ্চেতে ॥
পরেতে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন।
ক্ষণপরে রাধাসতী সচঞ্চল মন ॥
একেবারে কামশরে জরজর হৈল।
ডাকিয়া সঙ্গিনীগণে মনে যুক্তি কৈল ॥
সকলের মন সেই শ্রীহরি চরণে।
নিশিতে চলিল সবে বৃন্দাবন বনে ॥
নানা অলঙ্কারে তারা হইল ভূষিত।
নীলাম্বর পরিধান করে সমুচিত ॥
আঁটিয়া বান্ধিল কটি চরণে নূপুর।
হস্তেতে বলয় শোভে আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর ॥
বিনায়ে চিকণ কেশ বেণী যে করিল।
বান্ধিয়া কবরী তাহে চাঁপা কলি দিল ॥
শ্রুতিযুগে পরে সতী রতন কুণ্ডল।
শতসূর্য্য সম প্রভা হয় সমুজ্জ্বল ॥
নাসাগ্রে নোলক সতী পরিল যতনে।
কাঁচলি আঁটিল রাধা উচ্চ দুই স্তনে ॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করিয়া চর্চ্চিত।
বেণু শব্দ অনুসারে চলিল ত্বরিত ॥
সঙ্গিনী সঙ্গেতে রঙ্গে ঘোর নিশাকালে।
কুলধর্ম্ম ত্যজি সতী বনে যায় চলে ॥
আর গোপীগণ যত পশ্চাতে চলিল।
গোকুলে গোয়ালা যত কিছু না জানিল ॥
আশ্চর্য্য শুনহ কহি কুরুর তনয়।
হরির মায়ায় সবে নিদ্রাযুক্ত হয় ॥



শ্রীকৃষ্ণে বেড়িয়া যত গোকুলের নারী।
যেন কত শত শশী রাসমঞ্চ ঘেরি॥ ৫৪৯—পৃষ্ঠা

গোপ-নারী কত শত চলিল কাননে।
হরি বলে ধায় সবে হরি দরশনে ॥
ব্রজনারী সারি সারি বৃন্দাবন বনে।
সবে ধায় হর্ষমনে কৃষ্ণের কারণে ॥
কেহ বা লইল হাতে সুগন্ধি চন্দন।
কেহ মালা গাঁথি লয় করিয়া যতন ॥
কেহ বা তাম্বুল ল'য়ে যায় হরষিতে।
কেহ বা বসন নিল কৃষ্ণে পরাইতে ॥
কেহ লয় মিষ্ট ফল শ্রীহরি কারণ।
কেহ দধি দুগ্ধ লয় কেহ বা মাখন ॥
ক্ষীর ছানা ল'য়ে কেহ যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
সবে ধায় রাসস্থলে মনোহর বেশে ॥
শ্রীরাধার সম বেশে সকলে চলিল।
বৃন্দাবন বনমাঝে উপস্থিত হৈল ॥
শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে সবে উপনীত।
দরশনে গোপিগণ সবে আনন্দিত ॥
শ্রীহরি গোপিনী সবে করে সমাদর।
কৃষ্ণরূপ হেরি তাহা হয় হর্ষান্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণে বেড়িয়া যত গোকুলের নারী।
যেন কত শত শশী রাসমঞ্চ ঘেরি ॥
ভূতলে উদয় যেন হয় পূর্ণ চাঁদ।
মধ্যস্থলে কালশশী যেন কাম ফাঁদ ॥
বঙ্কিম নয়নে হরি দেখে রাধিকায়।
গোপীসহ শ্রীরাধিকা হেরে শ্যামরায় ॥
অমর নগরী সহ যতেক অমর।
রহস্য দেখিতে সবে আসে শূন্যোপর ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আইল তথায়।
শিব ধর্ম্ম জলেশ্বর দ্রুতগতি ধায় ॥
সূর্য্য আদি শশধর দেব হুতাশন।
মহাকাল আসি রুদ্র দেবতা পবন ॥
সবে ধায় হর্ষকায় লীলা দেখিবারে।
দিক্‌পাল গ্রহ আদি আইল সত্বরে ॥
যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর অপ্সরাদি যত।
পার্ব্বতী কমলা আর দেবনারী কত ॥
শিবের কিন্নরী যত ডাকিনী যোগিনী।
সকলেতে শূন্যে আসে বিকট হাসিনী ॥
শূন্যোপরে থাকি সবে পুষ্পবৃষ্টি করে।
আনন্দেতে নাচে গায় গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
দুন্দুভি বাজায় সবে আনন্দেতে মাতি।
দরশনে দেবগণে হর্ষযুক্ত অতি ॥
হেরিল সে বনমাঝে শ্রীরাসমণ্ডল।
তাহাতে বিরাজে হরি গোপিকা সকল ॥
গোপী যত হরষিত কৃষ্ণ দরশনে।
আনন্দে চর্চ্চিত কায় সুগন্ধি চন্দনে ॥
মঞ্চে বসিয়াছে কৃষ্ণ পরম হরিষে।
মহানন্দে গোপী যত কৃষ্ণকে সম্ভাষে ॥
গোপিগণে কহে কৃষ্ণ বিমোহন করি।
কহে কিছু বাক্য সবে সেই বংশীধারী ॥
এখানে আইলে যত গোপিকা সকল।
কি কারণে আগমন সেই কথা বল ॥
কি কার্য্য করিতে হবে বল সেই বাণী।
কি কার্য্য করিতে বল করিব এখনি ॥
ঘোররূপা রাত্র এই মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত শত আছে বনচর ॥
এই স্থানে আর নাহি রহ ক্ষণকাল।
কুলনারী বনে আসা বড়ই জঞ্জাল ॥
গৃহেতে আছয়ে যত আত্ম-পরিজন।
না দেখি সকলে তারা খুঁজিবে এখন ॥
কুলনারী উপযুক্ত কভু নাহি হয়।
এত রাত্রে বনে আসা উপযুক্ত নয় ॥
আসিয়াছ বনমাঝে মনের হরিষে।
হেরিয়া বনের শোভা কুসুম বিকাশে ॥
এই দেখ বনশোভা কিবা মনোহর।
নিকুঞ্জ কানন তাহে শোভে নিশাকর ॥
যমুনা শীতল জল কর দরশন।
গন্ধসহ মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
নব নব পল্লবিত যত তরুগণ।
কর দরশন সব নয়ন রঞ্জন ॥

বন শোভা হেরে মন হয় উল্লাসিত।
এখন ঘরেতে যাও সকলে ত্বরিত ॥
আর না থাকিও হেথা শুন গোপগণ।
বিলম্বেতে নাহি ফল করহ গমন ॥
সতীর পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
গৃহে গিয়া কর তাহা কুলনারীগণ ॥
মাতা বিনা শিশু সব করিছে ক্রন্দন।
না করি বিলম্ব শীঘ্র করহ গমন ॥
কি হবে এখানে থাকি কহ মোরে সবে।
সেই কথা স্বরূপেতে মোরে সবে কবে ॥
যদি কহ তব লাগি আইলাম বনে।
না যাব গৃহেতে রব তব সন্নিধানে ॥
এ বিধি অবিধি হয় শুন মম বাণী।
মোর ভক্ত হয় যেবা শুন সে কাহিনী ॥
মোরে স্নেহ হেতু সবে কৈলে দরশন।
আমারে করহ ভক্তি শুন সর্ব্বজন ॥
সতীর পরম ধর্ম্ম পতি সেবা করে।
বন্ধু পুত্রগণ আর পালে পুত্রবরে ॥
পতি যদি ধনহীন অতি বৃদ্ধ হয়।
গলিত কুষ্ঠাদি হ'লে তবু ত্যজ্য নয় ॥
যেই নারী নিজ পতি পরিত্যাগ করে।
চরমে নরক তার অযশ সংসারে ॥
পতি ছাড়ি অন্য পতি ভজে যেইজন।
অনন্ত নরক মাঝে তাহার গমন ॥
উপপতি ভজে যেই কুলনারী জন।
চরমে যন্ত্রণা ভোগ হইবে ঘটন ॥
অতএব সকলেতে যাও শীঘ্র ঘরে।
গৃহে থাকি ভক্তি করি ভজহ আমারে ॥
পাইবে পরমপদ হইবে নির্ব্বাণ।
কহিলাম সার কথা সবা সন্নিধান ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে যত আহিরিণী।
বিষাদিত মন সবে যেন উন্মাদিনী ॥
শোকেতে আকুল সবে হইল তখন।
সঘনে ছাড়িয়ে শ্বাস করয়ে কম্পন ॥
রসনায় রসহীন কণ্ঠ শুষ্ক তায়।
চরণে লিখয়ে ভূমি নিম্ন দৃষ্টে রয় ॥
আকুল অন্তরে সবে করিল ক্রন্দন।
বিগলিত হয় তথা আঁখির অঞ্জন ॥
এইরূপে ম্লান অতি গোপী যতজন।
শোকসিন্ধু নীরে সবে হইল মগন ॥
মনে ভাবি যার লাগি এত জ্বালাতন।
সেইজন কহে এত অপ্রিয় বচন ॥
যার লাগি গৃহ জন সকলি ছাড়িনু।
বংশী রবে মোরা সবে কাননে আইনু ॥
সেইজন কহে সবে হেন কুবচন।
এইরূপ মনে মনে ভাবি গোপিগণ ॥
কহিতে লাগিল আর ব্যাকুল হইল।
শোকাকুল হ'য়ে কৃষ্ণে কহিতে লাগিল ॥
শুন কহি গুণময় করি নিবেদন।
তুমি বংশীধারী হরি ব্রজের জীবন ॥
অধম তারণ নাথ করুণার সিন্ধু।
মায়াময় ওহে হরি জগতের বন্ধু ॥
তবে কেন কহ এবে নিষ্ঠুর বচন।
এই যে দেখিছ হরি যত ব্রজজন ॥
তব পদ একমনে অনুক্ষণ ভেবে।
তোমা লাগি গৃহবাস ছাড়ি হেথা সবে ॥
গৃহ আদি পতি পুত্র সকলি ছাড়িনু।
পূজিতে চরণ তব কাননে আইনু ॥
তোমা ছাড়া মো সবার নাহি অন্য গতি।
কৃপা করি অঙ্গীকার কর রমাপতি ॥
আর নাহি কিছু জানি অনুগত মোরা।
রাখ ও চরণে সবে ওহে মনচোরা ॥
তুমি হে অনাদি হও পরম ঈশ্বর।
অধিনী গোপিনী জনে রাখ প্রাণেশ্বর ॥
গোপিকার মনচোরা তুমি বংশীধারী।
তব গুণে মাতোয়ারা মোরা গোপীনারী ॥
অতএব সুপ্রসন্ন হও গুণাকর।
বাসনা পূরাও নাথ আমা সবাকার ॥

তব আশাধীন হরি মোরা সর্ব্বজন।
আসিয়াছি বনে তাই কমললোচন॥
ঘোর নিশাকালে বনে বংশী বাজাইল।
অনায়াসে গোপীকার চিত্ত হ'রে নিলে॥
কি রূপেতে গৃহে থাকি বল গুণাকর।
গৃহেতে থাকিতে প্রাণ কাঁদে নিরন্তর॥
অচল হ'য়েছে পদ না পারি চলিতে।
কিরূপেতে যাই বল নিজ আলয়েতে॥
কি প্রকারে ঘরে মোরা করিব গমন।
ঘরে গিয়া কি করিব নীরদ বরণ॥
কিরূপে পাসরি মোরা হেন চাঁদ মুখ।
ঘরে ফিরে গিয়ে মোরা নাহি পাব সুখ॥
শুন প্রাণ-বন্ধু হরি করি নিবেদন।
সদয় মোদের প্রতি হও হে এখন॥
শ্রবণে বংশীর ধ্বনি আকুল হৃদয়।
মুখশশী দরশনে কত সুখোদয়॥
মদনে পীড়িত মোরা সকল গোপিনী।
কামানলে দহে প্রাণ শুন গুণমণি॥
মরমে দারুণ জ্বালা হয় নিরন্তর।
নিদারুণ কামাগুনে পুড়ে কলেবর॥
অতএব কৃপাময় করি কৃপাদান।
অধর অমৃত দানে বাঁচাও এ প্রাণ॥
যদি ইহা না করিবে ওহে প্রাণেশ্বর।
নিশ্চয় ছাড়িব প্রাণ ওহে গুণাকর॥
তোমার বিরহানলে ত্যজিব জীবন।
কহিলাম সার কথা ওহে নারায়ণ॥
না যাইব ঘরে ফিরে জেনো প্রাণ হরি।
ও পদকমল প্রভু ছাড়িতে না পারি॥
কমলা সেবিত পদ জানে সর্ব্বজন।
ভক্তের সম্পদ ইহা ওহে জনার্দ্দন॥
হেন পদ পরশন করি একবার।
কিরূপে পাসরি তাহা ওহে জ্ঞানাধার॥
মনে করি এই পদ সেবি অনুক্ষণ।
দিবানিশি বক্ষে রাখি ও রাঙ্গা চরণ॥

আর এক কথা বলি দেব দামোদর।
নয়নে হেরিনু যবে রূপের সাগর॥
যখন করিনু মোরা ও পদ স্পর্শন।
সেই হ'তে আমাদের নহে অন্যমন॥
ধিক্ ধিক্ কুলধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন।
গৃহে কিবা ফল আছে বৃথা এ জীবন॥
ফিরে না যাইব সবে আপন আলয়।
তব পদ বিনে মনে কিছু নাহি লয়॥
যে পদ কমলা বক্ষে করিল ধারণ।
তুলসী দলেতে সদা করয়ে সেবন॥
সেই পদ আশে জেনো হেথা আগমন।
একান্ত লইনু তব ও পদ শরণ॥
গোপিকা জীবন হরি গোপিকারমণ।
গোপিকার দুঃখ সদা কর বিমোচন॥
আমাদের প্রতি হরি হও হে সদয়।
নিজ মনে সুপ্রন্ন হও দয়াময়॥
কুলধর্ম্ম গৃহ আদি দিয়ে বিসর্জ্জন।
চরণে আশ্রিত মোরা যত গোপিগণ॥
সেবিনু তোমারে আজ যতেক গোপিনী।
তব উপাসনা করি শুন চক্রপাণি॥
গোপিকা জীবন তুমি গোপী প্রাণধন।
দাসী করি চরণেতে রাখহ এখন॥
দরশন করি মুখ অলকা আবৃত।
হেরি রূপশশী সুখে ভাসি অবিরত॥
তব পদে হব দাসী এই সদা মন।
কভু না ছাড়িব হরি তোমার চরণ॥
তব অপরূপ রূপ হেরি কোন নারী।
তোমার মাধুর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করি॥
কেবা হেন আছে নারী এই ধরাতলে।
ধৈরজ ধরিতে পারে কেবা কোনকালে॥
তব রূপে কোনজন নহে বিমোহিত।
পশু পক্ষী আদি করি আছে জীব যত॥
অবলা গোপের বালা আমরা শ্রীপতি।
তব রূপে মগ্ন চিত্ত শুন ব্রজপতি॥

গোপী প্রাণেশ্বর তুমি গোপিকা
তোমার কিঙ্করী মোরা কমল-লোচন
আত্মারাম আত্মবন্ধু ওহে প্রাণপতি।
গোপিকাগণের হরি তুমি মাত্র গতি
ঘর দ্বার সব ছাড়ি তোমার কারণ।
ও পদে কিঙ্করী মোরা জগত জীবন॥
এরূপ ব্যাকুল যবে গোপিগণ হৈল।
গোপীনাথ হাস্যাননে কহিতে লাগিল
একান্ত বাসনা যদি সদা মম প্রতি।
বাসনা হইবে পূর্ণ শুন গুণবতী॥
এত কহি বনমালী আনন্দে মগন।
হরিসহ কেলি রস করে সর্ব্বজন॥
কেহ বা কুঙ্কুম দেয় শ্রীহরির অঙ্গে।
কেহ বা ব্যজন করে সে কাল ত্রিভঙ্গে
কেহ বা পুষ্পের মালা দেয় কৃষ্ণ গলে।
কেহ পদ সেবা করে অতি কুতুহলে॥
এইরূপে গোপী যত আনন্দে মগন।
বঙ্কিম নয়নে হরি করে দরশন॥
কিশোরীরে হেরি হরি সকাম অন্তরে।
মদনে পীড়িত রাধা হৈল তদন্তরে॥
কৃষ্ণপাশে রাধা সতী ঘন ঘন চায়।
কামানলে এককালে অধীরা যে হয়॥
কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে ব্রজকুল সতী।
অনঙ্গে মোহিত হ'ল চঞ্চলিত অতি॥
মনে মনে শ্রীমাধব জানিল তখন।
সঙ্কেতে করিল তবে বাঁশরী বাদন॥
রাসমঞ্চে যদুপতি বাঁশরী বাজায়।
বেণুরবে ত্রিজগতে মোহিত যে হয়॥
মোহন বেণুর রবে ত্রিভুবন স্তব্ধ।
সকলে মোহিত হয় শুনি বেণু শব্দ॥
বেণু রবে গোপিনীরা অস্থির হইল।
একেবারে সকলেরে মদনে মোহিল॥
রাধিকা সহিত হরি করিল গমন।
বাসর মন্দির যথা পরম শোভন॥
রাধিকার সহ হরি গমন করিল।
মনোহর শয্যাপরে দুজনে বসিল॥
শুন মহারাজ সেই হরির মহিমা।
যিনি জগতের পতি যাঁর নাই সীমা॥
অনন্ত রূপেতে হরি প্রকাশ হইল।
এক এক গোপীসহ রতি গৃহে গেল॥
বিহার করেন হরি বিবিধ প্রকারে।
মজিল গোপিকা যত প্রেমের সাগরে॥
সকলে করিল সুখে নিশিতে বিহার।
নিশা অবসানে যায় নন্দের কুমার॥
গগনেতে সুধাকর হয় অন্তর্হিত।
পূর্ব্বে ভানু ক্রমে ক্রমে হয় প্রকাশিত॥
ঊষাদেবী মনোহর বেশেতে উদয়।
আনন্দিত ব্রজনারী গৃহ পানে ধায়॥
শীঘ্রগতি ধায় সবে আপন গৃহেতে।
না জানিল গোপকুল উঠে শয্যা হ'তে॥
যশোদার কোলে কৃষ্ণ যেন নিদ্রাগত।
সকলে জাগিল তবে দেখিয়া প্রভাত॥
ব্রজ শিশুগণ সবে আসিয়া জুটিল।
ধেনু বৎস ল'য়ে পরে গোষ্ঠেতে চলিল॥
ওহে মহারাজ শুন হরি কথা সার।
শ্রবণেতে মহাপাপে পাইবে নিস্তার॥
অসংখ্য পাপের পাপী হয় যেইজন।
ভক্তিভাবে হরিকথা করিলে শ্রবণ॥
তার সেই পাপরাশি হয় দূরগত।
মহাপাপী দুরাচারী বিমুক্ত সতত॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি ব্রহ্মহত্যা পাপ।
শ্রবণেতে হরিকথা নাহি রবে তাপ॥
অমৃত সমান এই অপূর্ব্ব কথন।
শ্রবণেতে পাপীর পাপ হয় বিমোচন॥
ভাগবতে হরিকথা সুধার লহরী।
দাস ভাবে ভজ জীব উদ্ধার কাণ্ডারী॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের
রাসলীলা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার।

ত্রিপদী

রাজা কহে মুনিবরে, বিনয়েতে করযোড়ে,
কহ দেব তুমি কৃপা করি।
সেই বৃন্দাবন বনে, শ্রীহরি গোপিকাসনে,
কিরূপে বিহারে দেব হরি॥
বিস্তারিয়া দয়াময়, কহ কথা সমুদয়,
শ্রবণেতে আনন্দ উদয়।
হরিকথা সুধাসার, কহ শুনি মুনিবর,
মহানন্দে মগ্ন যে হৃদয়॥
নৃপতির বাক্য শুনি, কহে শুক মহামুনি,
সাদরেতে নরপতি প্রতি।
কহি শুন হে রাজন, ইতিহাস পুরাতন,
নারায়ণ গোপিকা সংহতি॥
শ্রীরাসমণ্ডল পাশে, সবে যায় রতি আশে,
রতি গৃহে আনন্দেতে ধায়।
রাধিকায় সঙ্গে করি, আগে যায় বংশীধারী,
পরে হৈল ভিন্ন ভিন্ন কায়॥
যতেক গোপিনীদলে, রূপ ধরিলেন ছলে,
অংশরূপে হয় অবতার।
গোপী যত কৃষ্ণ তত, হৈল রূপাকৃতি মত,
সকলেই নন্দের কুমার॥
জানিল সকলে মনে, আমি পেনু কৃষ্ণধনে,
অন্য ভাগ্যে না হয় ঘটন।
এইরূপে পরস্পরে, সকলে ভাবে অন্তরে,
কিন্তু মায়া করে জনার্দ্দন॥
শুন কহি হে রাজন, অপূর্ব্ব লীলা কথন,
রতি গৃহে গমন যে করে।
বসি রত্ন-সিংহাসনে, হরি খেলে রাধাসনে,
স্থির নহে মদনের শরে॥
ফুলধনু ল'য়ে করে, হানে বাণ পঞ্চশরে,
রাধাকৃষ্ণ মোহিত দুজন।
শ্রীরাধা কটাক্ষ বাণে, চাহিল শ্রীকৃষ্ণপানে,
কৃষ্ণ তনু অবশ তখন॥
কটির বসন খসে, স্খলিত বাঁশী অবশে,
চূড়া খসি পড়িল ভূতলে।
কাঁপে তনু থর থর, মদনে হানিছে শর,
রাধিকায় ধরে কুতূহলে॥
দেব জনার্দ্দন হরি, রাধিকার কোল করি,
চাঁদমুখে করিল চুম্বন।
কি শোভা হইল তায়, দুই কায় মিশে যায়,
অপরূপ হয় দরশন॥
রাধিকা শিহরে তায়, বলে ধরি শ্যামরায়,
অধরেতে দংশন করিল।
অধরের সুধা যত, পান করে অবিরত,
দ্বিগুণ যে মদন বাড়িল॥
দোঁহে দোঁহাকার সনে, উন্মত্ত হ'য়ে মদনে,
শয্যাপরে করিল গমন।
ফুলময় শয্যাপরে, বসি আনন্দ অন্তরে,
উভয়েতে করে নিরীক্ষণ॥
করেতে তাম্বুল করি, কৃষ্ণে দেয় সে সুন্দরী,
কৃষ্ণ দেন রাধার অধরে।
পরেতে মদনানল, ক্রমেতে হয় প্রবল,
হরি ধরি রাধিকার করে॥
আছে ফুল শয্যাময়, দুজনে শুইল তায়,
রতি রসে করে নানা রঙ্গ।
রাধিকা হৃদয়ে হরি, কিবা শোভা তাহে হরি,
উঠে কত রসে তরঙ্গ॥
বিহরে সুখে দু'জন, অধরে করে চুম্বন,
দোঁহে ভাসে সুখের সাগরে।
কভু কৃষ্ণ বক্ষে প্যারি, রাধাহৃদে কভু হরি,
হেনরূপে দুজনে বিহরে॥
কভু যায় ভূমিপরে, কখন শয্যা উপরে,
গৃহের বাহিরে কভু হয়।
এইরূপে প্রতি ঘরে, কৃষ্ণ বহু মুর্ত্তি ধরে,
গোপীসহ বিহার করয়॥

নানা ছাঁদে করি রতি, আনন্দিত ব্রজসতী,
রতি সুখে মোহিত হইল।
ভিন্ন ভিন্ন হৈল বেশ, খসিল কবরী কেশ,
রতি শেষে শয্যাতে শুইল ॥
অবশ হইল কায়, যেন সবে শব প্রায়,
ক্ষণপরে উঠি আনন্দেতে।
তাম্বুল লইয়ে করে, অতি আনন্দ অন্তরে,
ভাসে সবে আনন্দ নীরেতে ॥
করেতে করি দর্পণ, নিরখি নিজ বদন,
ছিন্ন ভিন্ন দেখে বেশ ভূষা।
ব্যস্ত মতি গোপী যত, কবরী বন্ধনে রত,
পূরাইয়ে নিজ মন আশা ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপন করে, সবাকার বেশ করে,
নিজ হস্তে কবরী বান্ধিল।
নিজ হস্তে নারায়ণ, পরাইল আভরণ,
কটি আঁটি সবাকার দিল ॥
চন্দনে চর্চ্চিত করে, অলকা দিল অধরে,
গোপিকা সকলে সাজাইল।
যতেক গোপিকাগণ, শ্রীকৃষ্ণে লয়ে তখন,
কৃষ্ণ বেশ করিতে লাগিল ॥
চূড়া দিল শিরোপরে, কটি আঁটি পীতাম্বরে,
বনমালা দিল যে গলায়।
কেহ বাঁশী লয়ে করে, দেয় শ্রীকৃষ্ণ অধরে,
চাঁদমুখে সুখে চুমা দেয় ॥
এইরূপে মহামতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
গোপিগণ আনন্দ অন্তরে।
অবশ সকলে হয়, ক্ষণপরে সুস্থ কায়,
পুনঃ মত্ত রসের সাগরে ॥

পয়ার।

পরেতে শুনহ রাজা অদ্ভুত কাহিনী।
মদনে মাতিল পুনঃ যতেক গোপিনী ॥
বিহার করয়ে সুখে কুঞ্জের ভিতরে।
গুল্মলতা রহে তথা শয্যা তদুপরে ॥
অধরে অধর ধরি দংশন করয়।
বক্ষে করি রহে হরি যত গোপিকায় ॥
তুলিয়া আপন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
রতি রঙ্গে প্রেমাবেশে হইল মগন ॥
বিপরীত রতি করে গোপিনী সহিত।
রাসকেলি করে হরি হইয়া মোহিত ॥
মহানন্দে রতি শেষ করে দুইজনে।
গোপীসহ খেলে হরি আনন্দিত মনে ॥
রতি শেষে উঠি বসে বৃক্ষের তলায়।
দোঁহে দোঁহাপানে পুনঃ আড়ে আড়ে চায় ॥
নগ্ন বেশা এলোকেশা হইয়া গোপিনী।
শ্রীকৃষ্ণের করে ধরে মধুর হাসিনী ॥
গাঁথিয়া কুসুম হার কৃষ্ণ গলে দেয়।
আপন অঞ্চলে কেহ শ্রীমুখ মুছায় ॥
শীতল চন্দন কেহ মাখাইয়ে দিল।
কেহ বা মাথায় চূড়া আঁটিয়া বান্ধিল ॥
কেহ বাঁশী ল'য়ে করে বাজায় তখন।
কেহ পীতধড়া কাড়ি করে পলায়ন ॥
কেহ বা উলঙ্গ হেরি হাসিয়া আকুল।
কেহ বা সাজায় কৃষ্ণে দিয়ে বনফুল ॥
কেহ কৃষ্ণপদ সেবে সহর্ষ মনেতে।
কেহ বা কৃষ্ণের বেশ ধরিল হর্ষেতে ॥
চূড়া ল'য়ে নিজ শিরে করিল বন্ধন।
বনমালা লয়ে গলে দিল কোনজন ॥
কেহ বা মোহন বাঁশী অধরে ধরিল।
এইরূপে গোপী সবে উন্মত্ত হইল ॥
কেহ ধায় যমুনায় তুলিতে কমল।
কেহ বা মৃণাল তুলে হ'য়ে কুতূহল ॥
কেহ বৃক্ষোপরে উঠি পাড়ে পক্কফল।
কেহ কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় সুবাসিত জল ॥
এইরূপে করে কেলি শ্রীরাসমণ্ডলে।
হরি সহ আনন্দিত গোপিনী সকলে ॥
পরে হরি রাধাসহ কুসুম কাননে।
গোপীসহ গোপীনাথ আনন্দিত মনে ॥

পুষ্পিত কানন তাহে অতি মনোহর।
মধু ল'য়ে ধায় তাহে যত মধুকর ॥
সুগন্ধ সৌরভ বহে গন্ধে আমোদিত।
দরশনে নারায়ণ হইল মোহিত ॥
গোপী সহ আনন্দিত হইল তখন।
পুনশ্চ পীড়িল সবে দুরন্ত মদন ॥
সবাকারে ফুলশর হানে বার বার।
অচেতন কামশরে নন্দের কুমার ॥
রাধিকার হস্তে ধরি কোলে করি লয়।
শশিমুখে মনসুখে চুম্বন করয় ॥
অধরে করিল হরি দন্তের ঘাতন।
অমনি শিহরে প্যারী কামে অচেতন ॥
আনন্দে মাতিল পুনঃ গোপিকার সনে।
করিল কুসুম-শয্যা কুসুম-কাননে ॥
মনসুখে পুনর্ব্বার করয়ে বিহার।
মহানন্দে গোপিগণ আনন্দ অন্তর ॥
যত রতি করে তত আনন্দ উদয়।
কিঙ্কিণী নূপুর ধ্বনি ঘন ঘন হয় ॥
অধরে দংশন হরি কৌতুকে করিল।
নখাঘাতে কুচযুগে রুধির বহিল ॥
অবিরত গণ্ডস্থল হৈল চিহ্ন কত।
স্থানে স্থানে হয় তার কত নখাঘাত ॥
বিদূরিত করি বস্ত্র শ্রীহরি তখন।
হৃদয়ে ধরিয়া তায় করেন চুম্বন ॥
এইরূপে রতিশেষ করি যদুপতি।
তথা হতে শ্রীরাসমণ্ডলে করে গতি ॥
এইরূপে রাসলীলা নিশাতে হইল।
বৃন্দাবনে ব্রজবাসী কেহ না জানিল ॥
পূর্ণরাস (১) করিবারে শ্রীহরি তখন।
মনে মনে গোপীনাথ করিল চিন্তন ॥

শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীকৃষ্ণের মায়া বল জানে কোনজন ॥
শ্রীহরির রাসলীলা সর্ব্বলীলা সার।
শ্রবণে পবিত্র চিত পাপীর নিস্তার ॥
শ্রীরাসমণ্ডলে হরি গিয়া সেইক্ষণে।
বসিলেন রাধাসহ রত্ন সিংহাসনে ॥
সুখে বসি দুজনেতে তাম্বুল ভক্ষিল।
পরেতে ব্যজন রাধা হস্তে সঞ্চারিল ॥
রাধা হস্ত হ'তে কৃষ্ণ লইয়ে ব্যজনী।
মৃদুল বাতাস করে শ্রীহরি আপনি ॥
নানাবিধ ফল মূল রাধা সতী আনি।
সুশীতল জল সহ যোগায় তখনি ॥
দুইজনে মহানন্দে করে জলপান।
এইরূপে রতি শেষে আনন্দ বিধান ॥
ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী।
শ্রবণেতে মহাপাপী পায় যে মুকতি ॥
একান্ত হইয়ে যেবা করয়ে শ্রবণ।
নিশ্চয় তাহার হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মহাপাপী উদ্ধারের শ্রীহরি কাণ্ডারী।
দাস কহে অনায়াসে তরে ভববারি ॥
হরি কথা যেইজন শুনে সাবধানে।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় চাপিয়া বিমানে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার কথা সমাপ্ত।

অথ গোপিগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
অনন্তর কহি সেই অপূর্ব্ব ভারতী ॥
পূর্ণরাস করিবারে শ্রীহরি চিন্তিল।
তৃতীয় দিবসে হরি রাসমঞ্চে গেল ॥
আনন্দেতে গোপীনাথ করে বংশীরব।
আকুল হইয়ে গোপী বনে যায় সব ॥

১। চৈত্রমাসে ত্রয়োদশীতে এই রাসলীলা আরম্ভ হয়। পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরাস সমাপ্ত করেন। কিন্তু এক্ষণে পূর্ণিমাতে রাস আরম্ভ হইয়া তৃতীয়াতে পূর্ণরাস সমাপ্ত হয়।

যমুনা পুলিনে ধায় আনন্দ অন্তরে।
ডুবিল গোপিনী কানু রূপের সাগরে ॥
রাধাসহ গোপী যত সুখেতে মগন।
শ্রীহরি গোপিনীকুলে করে সম্ভাষণ ॥
কামেতে আকুল গোপী মদন পীড়নে।
কৃষ্ণ সহ গোপ গোপী মহানন্দ মনে ॥
কোন গোপী বন ফুলে গাঁথিল যে মালা।
কোন গোপী মিষ্ট ফলে সাজাইয়া ডালা ॥
কোন গোপী লইয়াছে সুগন্ধি চন্দন।
কোন গোপী ফুলে ফুলে করিছে ব্যজন ॥
কেহ বা অলকা দেয় কৃষ্ণের বদনে।
কোন গোপী পদ সেবা করয়ে যতনে ॥
হেনকালে রাধাসতী চিন্তিল অন্তরে।
গোপী সব মনে মনে অহঙ্কার করে ॥
কৃষ্ণ সোহাগিনী ভাবি বড় দর্প হয়।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানে সমুদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে যত গোপিগণে।
খেলিব রাখালি খেলা তোমাদের সনে ॥
পাঁচনী করেতে লহ যতেক গোপিনী।
নিক্ষেপ করহ সবে আপন পাঁচনী ॥
এত শুনি গোপিগণ আর রাধাসতী।
শ্রীহরি সহিত খেলে আনন্দিত মতি ॥
খেলিতে পাঁচনী খেলা শ্রীরাধা তখন।
জিতিল তাহাতে লজ্জা পান নারায়ণ ॥
তবে যত সখিগণ কহিল কানুরে।
কাঁধে কর রাধা সতী জিনিল তোমারে ॥
মনে মনে হাসি হরি স্বীকার করিল।
কান্ধে করিবারে হরি অমনি বসিল ॥
আনন্দে উন্মত্ত তবে গোপনারী সবে।
উঠিতে কৃষ্ণের স্কন্ধে রাধা যায় তবে ॥
শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে রাধা উঠিল যখন।
অন্তর্দ্ধান হন হরি অমনি তখন ॥
উঠ উঠ বলি তবে ডাকে উভরায়।
আনন্দে উন্মত্ত সবে নিম্নে নাহি চায় ॥

ক্ষণপরে গোপী সবে মনেতে ভাবিল।
নাহি হেরি প্রাণেশ্বরে শিহরি উঠিল ॥
চারিদিকে গোপী সবে করে নিরীক্ষণ।
কোন স্থানে নাহি দেখে শ্রীকৃষ্ণে তখন ॥
কৃষ্ণ অদর্শনে সবে আকুল অন্তর।
অনুতাপ করে কত হইয়া কাতর ॥
যূথপতি হেতু যথা বনের হরিণী।
কৃষ্ণের কারণ তথা ব্রজের গোপিনী ॥
ক্ষণ অদর্শনে যারা হারায় জীবন।
কৃষ্ণ প্রাণ গোপী করে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
না হেরি সে নন্দসুত উন্মত্তের প্রায়।
ক্ষণে ক্ষণে তা সবার বিভ্রম জন্মায় ॥
সকলে আকুল হ'য়ে কৃষ্ণের কারণ।
কৃষ্ণ রূপরাশি কেহ না ভুলে কখন ॥
কৃষ্ণ দেখিবার আশে ব্যাকুল অন্তর।
কোথা হরি বলি সবে হইল কাতর ॥
সে রূপ না দরশনে সকলে চঞ্চল।
না শুনি সে বাণী গোপী হইল বিকল ॥
হরির কারণ সবে হয়ে উন্মাদিনী।
পাইল বেদনা মনে যতেক গোপিনী ॥
কেহ উচ্চরব করি গীত আরম্ভিল।
হরি অন্বেষণ হেতু সকলে ধাইল ॥
নিবিড় কানন মাঝে করিল গমন।
বনে বনে ধায় সবে কৃষ্ণের কারণ ॥
কোন স্থানে নন্দসুত নহে দরশন।
বৃক্ষগণে জিজ্ঞাসিল পাগল যেমন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে যত ব্রজাঙ্গনা।
বলহ অশ্বত্থ বৃক্ষ ক'রো না ছলনা ॥
অবলা গোপের বালা কহ সত্যবাণী।
এই পথে গিয়াছে কি সেই চক্রপাণি ॥
হেথা কি হে গোপীনাথে করেছ দর্শন।
মিথ্যা না কহিও সত্য বলহ বচন ॥
হাসিয়া বাঁশরী গানে চুরি করি মন।
এখন না জানি কোথা করে পলায়ন ॥

গোপিকা বচনে বৃক্ষ উত্তর না দেয়।
শোকাতুরা গোপী যত আকুল হৃদয় ॥
জিজ্ঞাসে গোপিকা যত অন্য বৃক্ষগণে।
তোমরা দেখেছ কেহ শ্রীনন্দনন্দনে ॥
মহাবৃক্ষ হও সবে পর উপকারী।
গোপীনাথ পলায়েছে গোপী প্রাণ হরি ॥
কহ সত্য মিথ্যা না কহিও কোনমতে।
কহ সেই মনচোরা গেছে কোন পথে ॥
এইরূপে গোপবালা কাতর অন্তরে।
জিজ্ঞাসে যতেক বৃক্ষে কানন ভিতরে ॥
কেহ না উত্তর দিল তাদের কথায়।
চিন্তিত হইল অতি গোপনারী তায় ॥
গোপী সব মনে মনে চিন্তিত তখন।
কি জানে পুরুষ বল নারীর বেদন ॥
পুরুষ সরল নহে কঠিন অন্তর।
সে কারণে আমাদের না দিল উত্তর ॥
নিজ সুখে মত্ত সদা পুরুষের মন।
নির্দ্দয় মোদের প্রতি জানিনু কারণ ॥
রমণী জানিতে পারে রমণী বেদনা।
কভু না করিবে তারা মোদের ছলনা ॥
অতএব নারীজাতি যত তরুগণে।
জিজ্ঞাসিলে তত্ত্ব কথা পাইব এক্ষণে ॥
এত বলি গোপী গিয়া তুলসী নিকটে।
বলে দেবী তুমি সত্য কহ অকপটে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হও রও বিষ্ণুর চরণে।
তুমি সই দেখিয়াছ গোপী প্রাণধনে ॥
মল্লিকা মালতী আদি কহ সত্য বাণী।
কোন পথে কোথা গেল সেই নীলমণি ॥
সকলে কি দেখিয়াছ সেই কৃষ্ণধন।
আনন্দে হরির অঙ্গ করেছ স্পর্শন ॥
সত্য কহ মো সবারে হইয়া সদয়।
অবশ্য দেখেছ সেই নন্দের তনয় ॥
গোপিকার মন হরি পলাইল কোথা।
কোন পথে গেল হরি কহ সেই কথা ॥

না পেয়ে উত্তর তথা যতেক গোপিনী।
বিরহে কাতর সবে হয়ে পাগলিনী ॥
তবে তথা হ'তে সবে করিল গমন।
যথা ফলবান বৃক্ষ সে স্থানে তখন ॥
বিনয়ে তাদের কাছে বলিছে সত্বরে।
দয়া করি বৃক্ষগণ কহ মো সবারে ॥
পর উপকার হেতু ওহে তরুবর।
ধারণ করহ শিরে ফল বহুতর ॥
উপকার কর কিছু আমাদের প্রতি।
প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহ করি গো মিনতি ॥
শ্রীফল বকুল আম্র তরু আছ যত।
সকলেই ফলভরে হইয়াছ নত ॥
যত ফল ধরিয়াছ পরের কারণ।
আমাদের প্রতি দয়া কর বিতরণ ॥
পর উপকার হেতু জনম সবার।
আমাদের লাগি কিছু কর উপকার ॥
আমরা গোপের বালা হীনমতি অতি।
নন্দসুত বিনে সবে এমন দুর্গতি ॥
সংসার অসার শূন্য হয় দরশন।
জানিতে না পারি আছে দেহেতে জীবন ॥
চারিদিকে হেরি সব ঘোর অন্ধকার।
কৃষ্ণরূপ হেরি মত্ত সবার অন্তর ॥
তাঁর প্রেমে ভুলে আছি যতেক গোপিনী।
তাঁহার কারণে মোরা সবে উন্মাদিনী ॥
জ্ঞানহীনা নারীজাতি আমরা সকলে।
কর উপকার সবে গোপনারীকুলে ॥
বড়ই কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়।
কোন পথে প্রাণকান্ত বলহ সবায় ॥
কোন পথে প্রাণনাথ করেছে গমন।
সত্য কহি মোসবার রাখহ জীবন ॥
কাতরে কহিল যত উত্তর না পেল।
পৃথিবীরে করযোড়ে তবে জিজ্ঞাসিল ॥
অবিরত অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।
ক্ষিতি প্রতি কহে অতি কাতর বচনে ॥

ভাগ্যবতী তুমি ক্ষিতি জানিনু নিশ্চয়।
কত পুণ্য কর সতী জানি সমুদয়॥
নিজ বক্ষে হরিপদ ধর অনুক্ষণ।
পুলকে পূর্ণিত ক্ষিতি কহ বিবরণ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
বরাহ রূপেতে হরি করিল উদ্ধার॥
তুমি সতী ভাগ্যবতী হরি আলিঙ্গনে।
পুলকে পূর্ণিত তুমি আছ সর্ব্বক্ষণে॥
আমাদের প্রতি কিছু হও গো সদয়।
কোন পথে গেছে সেই হরি দয়াময়॥
কোন স্থান আছে বল তব অগোচর।
কোথা নন্দসুত আছে বল গো সত্বর॥
বিনে সেই কান্ত সবে হ'য়েছি আকুল।
এই দেখ নেত্রজলে ভিজিছে দু'কুল॥
এতেক কহিল গোপী কাতর বচন।
না পেয়ে উত্তর তাহে বিরস বদন॥
দুঃখিত অন্তরে সবে দাঁড়াইয়া রহে।
গুল্মলতাগণ প্রতি সকাতরে কহে॥
শুন গুল্মলতা সবে আমাদের বাণী।
মন হরি পলায়েছে সেই গুণমণি॥
কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ মোরা শুন লতা সতী।
সদয় হইয়ে কহ আমাদের প্রতি॥
দেখিয়াছ নন্দসুত কোন পথে গেল।
না কহিও মিথ্যা কথা সত্য করি বল॥
নারী হ'য়ে নারী প্রতি কেন বিড়ম্বন।
ভালমতে জান সবে বিরহ বেদন॥
কহি সত্য কথা কর দুঃখ নিবারণ।
বল কোথা লুকায়েছে শ্রীনন্দনন্দন॥
করিল কাকুতি কত উত্তর না পায়।
হেরিল হরিণী যত চরিয়া বেড়ায়॥
গোপী যত মৃগী সবে করি নিরীক্ষণ।
পরস্পর যুক্তি সবে করিল তখন॥
বলে সখী দেখ যত হরিণী এ স্থানে।
সরল স্বভাব হবে বুঝি অনুমানে॥

এই পথে প্রাণকৃষ্ণ গিয়াছে নিশ্চয়।
সেইরূপ দরশনে আনন্দ হৃদয়॥
মুগ্ধ হ'য়ে সকলেতে দাঁড়াইয়া আছে।
জিজ্ঞাসা করহ সবে ইহাদের কাছে॥
এমনি কৃষ্ণের রূপ ললিত মোহন।
পশুজাতি হেরে সবে চঞ্চল এখন॥
আছে ঊর্দ্ধমুখে সবে তৃণ নাহি খায়।
হেরে রূপ স্থির নেত্রে দাঁড়াইয়া রয়॥
প্রিয় সখি শুন কহি আমার বচন।
এই পথে প্রাণনাথ করেছে গমন॥
কৃষ্ণরূপে মগ্ন হ'য়ে যতেক হরিণী।
আমাদের মত সবে হ'য়ে পাগলিনী॥
প্রেমেতে মগ্ন সবে আনন্দ হৃদয়।
এই পথে গেছে হরি জানিবে নিশ্চয়॥
আর এক কথা সখি করহ শ্রবণ।
কান্তা সহ কান্ত গেছে জানিবে কারণ॥
একা নাহি গেছে হরি কহিলাম সার।
বিশেষ জেনেছি আমি স্বভাব তাঁহার॥
লম্পট চতুর সেই কৃষ্ণ গুণমণি।
অনুভব করে তারে যতেক গোপিনী॥
রমণী সহিত গেছে একা নাহি যায়।
সেই মৃগ সবে তাঁরে দেখিবারে পায়॥
দেখিয়ে যুগল রূপ সকলে মোহিত।
লক্ষণেতে জানিলাম কর গো বিহিত॥
এত কহি মৃগীগণে জিজ্ঞাসে তখন।
দেখেছ কি এই পথে যশোদা-নন্দন॥
তাদের নিকটে তবে না পায় উত্তর।
দ্রুতপদে দূর বনে সকলেতে ধায়॥
কিছুদূর গমন করিল স্থির হ'য়ে।
উচ্চ এক বৃক্ষ তথা দেখিলেক চেয়ে॥
ফল ফুলভরে বৃক্ষ হ'য়ে আছে নত।
পরস্পরে কহে সবে হইয়া দুঃখিত॥
এই পথে প্রাণনাথে পাব দরশন।
এই তরুবরে সখি জিজ্ঞাস এখন॥

হেঁটমাথে কৃষ্ণপদে করিল প্রণতি।
নতশিরে তাই আছে জেনেছি সম্প্রতি ॥
হেরি রূপ অন্তরেতে তৃপ্ত না হইয়ে।
তাই বুঝি উঁকি মেরে রয়েছে চাহিয়ে ॥
অতএব তরুবর করি নিবেদন।
বল কোথা প্রাণ হরি করিল গমন ॥
কোন পথে গেছে নাথ কহ সেই কথা।
দুঃখিনী গোপিনী মোরা দূর কর ব্যথা ॥
হেরিয়াছ প্রাণনাথে সত্য করি কহ।
আমাদের দুঃখ-ভার দূর করি দেহ ॥
উত্তর না পেয়ে তবে যত গোপবালা।
দূরে যায় অতিশয় হইয়ে চঞ্চলা ॥
তথা হেরিলেক এক মাধবী লতায়।
চন্দনে আশ্রয় করি বিরলে তথায় ॥
তাহা দরশনে যত গোপের অঙ্গনা।
কৃষ্ণের কারণে পায় অধিক বেদনা ॥
মাধবীরে কহে কিছু করি সম্বোধন।
শুনলো মাধবী তব প্রফুল্ল বদন ॥
কান্ত আলিঙ্গনে আছ হ'য়ে আহ্লাদিনী।
মোরা কান্ত হারা এবে অতি বিষাদিনী ॥
নিজ প্রিয়া আলিঙ্গনে আনন্দিত মতি।
অবশ্য কৃষ্ণেরে তুমি দেখিয়াছ সখী ॥
একে কান্ত সহ তাহে কৃষ্ণ দরশন।
তাহাতে পুলকে মগ্ন আছ গো এখন ॥
কহ কোন পথে গেছে নন্দের কুমার।
সত্য কহি রাখ প্রাণ আমা সবাকার ॥
এইরূপ শোকে মগ্না যতেক গোপিনী।
না পেয়ে উত্তর সবে হয় উন্মাদিনী ॥
পরে যত গোপবালা শোকেতে মগন।
বনে বনে করে সবে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
খুঁজিয়া না পেয়ে কৃষ্ণ উন্মত্ত হইল।
ভূমিতে পড়িয়া কত প্রলাপ বকিল ॥
অজ্ঞানের মত ক্ষণে হ'য়ে অচেতন।
পুনশ্চ করিল কৃষ্ণে কত অন্বেষণ ॥
কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ না পায়।
তবে সবে একত্তরে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীলা করয়ে কীর্ত্তন।
এইরূপে গোপী শোক করয়ে বর্জ্জন ॥
কৃষ্ণ শোকে পাগলিনী রাখিতে জীবন।
বাল্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তখন ॥
কেহ সেই কৃষ্ণঘাতী পুতনা হইল।
বিষ মাখা স্তন যেন কৃষ্ণে পিয়াইল ॥
কোন গোপী সেই স্তন করে আস্বাদন।
এইরূপে কৃষ্ণ লীলা করে গোপিগণ ॥
কোন গোপী ঊর্দ্ধকায় শকট হইয়া।
কেহ তাহা ভাঙ্গি ফেলে পদাঘাত দিয়া ॥
কোন গোপী তৃণাবর্ত্ত অসুর হইল।
কেহ কৃষ্ণরূপ ধরি তাহারে বধিল ॥
কেহ কৃষ্ণ হ'য়ে হামাগুড়ি দিয়া যায়।
কোন গোপী পাছে পাছে আনন্দেতে ধায়।
বৎসাসুর কোন গোপী হইল তখন।
কেহ হরি হয়ে তার বধয়ে জীবন ॥
কেহ বা রাখাল সাজি গাছেতে উঠিল।
কেহ বৎসরূপে গোষ্ঠে চরিতে লাগিল ॥
কেহ বা বাজায় বাঁশী সুমধুর রবে।
প্রশংসা করয়ে তারে অন্য গোপী সবে ॥
কোন গোপী কহে সখী করি নিবেদন।
এখনি ধরিব আমি গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত বলি নিজ হস্তে বস্ত্র উঠাইল।
কোন গোপী বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিল ॥
বলে নাথ রক্ষা কর ব্রজবাসীগণে।
বিষম ইন্দ্রের কোপ ধারা বরিষণে ॥
কোন গোপী কহে আমি কালি নাগবর।
আর গোপী কহে পদ পাইবে সত্বর ॥
কোন গোপী কহে ঐ দেখ দাবানল।
গোপগণে পরিত্রাণ কর নন্দলাল ॥
আর গোপী হরি হয়ে ভক্ষণ করিল।
কোন গোপী হরিরূপে নবনী হরিল ॥

কোন গোপী যশোমতী তখনি হইল।
হরিরূপী গোপিকারে বন্ধন করিল॥
ওরে ননীচোর তোরে করিনু বন্ধন।
এইরূপে অভিনয় করে গোপিগণ॥
শোকেতে আকুল যত ব্রজ আহিরিণী।
কৃষ্ণলীলা করে শোকে হ'য়ে বিষাদিনী॥
পুনঃ বনে বনে ধায় হরিরে খুজিয়ে।
তরু লতাগণে সবে ফিরে জিজ্ঞাসিয়ে॥
ব্যাকুল অন্তরে সবে করে অন্বেষণ।
নানা বনে গোপী যত করে দরশন॥
কোন স্থানে নন্দসুতে দেখিতে না পায়।
চঞ্চল হইল সবে পাগলিনী প্রায়॥
এইরূপে ব্রজগোপী আকুল অন্তরে।
ভ্রমিয়া বেড়ায় সবে বনের ভিতরে॥
আকুল হইয়ে সবে করয়ে গমন।
হরির চরণ চিহ্ন করে দরশন॥
পদচিহ্ন হেরি তবে কহে পরস্পরে।
এইপথে চল সখি পাবে প্রাণেশ্বরে॥
এই দেখ পদচিহ্ন আছে বিদ্যমান।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন হয় অনুমান॥
ক্ষণমাত্র গমনের চিহ্ন এই হয়।
সত্বর গমনে তারে পাইবে নিশ্চয়॥
এত কহি গোপী যত চলিল সত্বর।
হরি দরশন হেতু আনন্দ অন্তর॥
পদচিহ্ন অনুসারে গমন সবার।
নারী-পদ চিহ্ন দেখে পাশেতে তাহার॥
তাহা দেখি গোপী যত আকুল হৃদয়।
গোপী সবে একেবারে খেদযুক্ত হয়॥
নেত্রজলে গণ্ডভাসে কহে ধীরি ধীরি।
কম্পিত শরীর তাহে যত গোপনারী॥
কহে সখি প্রাণে একি কভু সহ্য হয়।
প্রিয়াসহ গোপীনাথ লুকায় কোথায়॥
আমাদের ছাড়ি গেল যশোদা-নন্দন।
কেন মোরা ভাগ্যহীন হইনু এখন॥
হেন দুঃখ সহ্য নাহি হয় গোপী প্রাণে।
মোরা সব অভাগিনী হরি অদর্শনে॥
কোন গোপী হরিধন নিশ্চয় পাইল।
আমাদের ভাগ্যদোষে তাহা না মিলিল॥
অনুমানে গোপিনীরা করিল গমন।
নারীপদ চিহ্ন আর না হয় দর্শন॥
হেরিল সে পদ যত তৃণেতে আবৃত।
তাহা দেখি শোকে মগ্ন হয় গোপী যত॥
ওগো সখি চমৎকার কর দরশন।
এই স্থানে নারীপদ হেন কি কারণ॥
কমল চরণে হবে কুশের আঘাত।
সুকোমল পদযুগে হবে রক্তপাত॥
তাই প্রাণনাথ তারে স্কন্ধে করি নিল।
আমাদের ভাগ্যে সখি তাহা না ঘটিল॥
আর কতদূরে করে গমন সত্বরে।
নারী পদ চিহ্ন পুনঃ নয়নে না হেরে॥
পরে সবে দ্রুতপদে গমন করিল।
পদ চিহ্ন ধূলি মগ্ন সকলে দেখিল॥
তাহা দরশনে সবে শোকেতে মগন।
পরস্পর বলাবলি করিল তখন॥
ওগো সখি দৃষ্টি সবে কর গো নয়নে।
লইল রাধিকা কোলে হরি এই স্থানে॥
তাই এই পদচিহ্ন মগ্ন যে হইল।
কামিনীর ভারে পদ অধিক বসিল॥
আর এক অনুমান হয় এই মনে।
রাধিকারে প্রাণনাথ সাজায় যতনে॥
তুলি নানাবিধ ফুল কবরী বান্ধিল।
সযতনে উরুপরে তারে বসাইল॥
এই দেখ উরু চিহ্ন অঙ্কিত ধূলায়।
তাহা দেখি গোপী সব আকুল হৃদয়॥
এইরূপে গোপী যত শোকাকুল মনে।
আবেশে অচল হ'য়ে বসে সেই স্থানে॥
ক্ষণপরে পুনঃ সবে গমন করিল।
যমুনা পুলিনে সবে উপনীত হৈল॥

দুঃখিত অন্তরে তবে হরিগুণ গায়।
হরি দরশন হেতু চারিদিকে চায়॥
ভাগবত কথা অতি পবিত্র কারণ।
দাস বলে হরিপদে যেন রহে মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে গোপিগণের কৃষ্ণান্বেষণ কথা সমাপ্ত।

অথ গোপী বিলাপ।

শুকদেব কহে রাজা শুন অতঃপর।
হরি অদর্শনে গোপী হইয়ে কাতর॥
একত্রে বসিয়া সবে যমুনার তীরে।
হরিগুণ গান করে মহা উচ্চৈঃস্বরে॥
বলে কোথা গোপীনাথ জীবনের ধন।
গোপী মনোহর হরি জগৎ কারণ॥
গোপী প্রাণেশ্বর তুমি যশোদা-কুমার।
তব শ্রীচরণ বিনে সবে শবাকার॥
ভক্তগণ তব পদ সেবে অনুক্ষণ।
কমলা সেবিত পদ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অদর্শনে চন্দ্রানন আকুল অন্তর।
কৃপা করি গোপিগণে বাঁচাও সত্বর॥
একবার চন্দ্রানন দেখাও সবারে।
নতুবা গোপিকা প্রাণ রহে কি প্রকারে॥
না হেরি ও চাঁদমুখ দেখি শূন্যময়।
অন্ধকারময় সব দরশন হয়॥
গোপিকা সকলে হরি একান্ত তোমার।
অন্যে নাহি জানে গোপী ওহে গুণাধার॥
কটাক্ষ বাণেতে হেরি গোপিকা মজালে।
অবলা কামিনীকুলে জীবনে বধিলে॥
বিনামূল্যে ক্রীড়া দাসী সকলে তোমার।
তার প্রতিফল একি ওহে গুণাধার॥
এ হ'তে মরণ ভাল জানিনু নিশ্চয়।
এতেক যন্ত্রণা আর সহ্য নাহি হয়॥
ওহে প্রাণহরি আর কি কব তোমারে।
বিষম বিপদ হ'তে বাঁচাও সবারে॥
কালিয় দমন করি মোদের কারণ।
সর্প ভয় হ'তে রক্ষা কর নারায়ণ॥
অসুর রাক্ষস হ'তে রাখ কতবার।
তুমি বৃষাসুরে হরি করিলে সংহার॥
তাহাতে রাখিলে যত ব্রজবাসিগণ।
এইরূপে কতবার রাখিলে জীবন॥
বার বার কতবার বাঁচাইলে সবে।
তবে কেন বধোদ্যত আমাদিগে এবে॥
বধিতে বাসনা যদি ছিল হে অন্তরে।
কেন রেখেছিলে এত বিপদ সাগরে॥
আগে যদি সে বিপদে হইত মরণ।
তাহ'লে কি গোপীদের দহিত জীবন॥
তোমা অদর্শনে প্রাণ দহে অনিবার।
না হয় মরণ তাহে যাতনাই সার॥
নিবেদন করি তবে শুন প্রাণপতি।
গোপী প্রাণেশ্বর তুমি অখিলের গতি॥
জগতের সার বস্তু তব শ্রীচরণ।
তুমি সবাকার সার সবার জীবন॥
কমলা সেবিত পদ অতুল জগতে।
হরিতে অবনীভার আইলে মহীতে॥
সৃষ্টিরক্ষা হেতু ব্রহ্মা ও পদ সেবিল।
তাই যদুকুলে সব জনম হইল॥
তব ও কমল পদ যে করে শরণ।
নিশ্চয় এ ভব ভয় তার নিবারণ॥
তব পাদপদ্মে নাথ যে করে আশ্রয়।
ভবে তার কোন ভয় কভু নাহি রয়॥
ওহে কান্ত সেই পদ সেবি সর্ব্বজন।
আমাদের প্রতি তবে কেন বিড়ম্বন॥
তব কামানলে হই উত্তপ্ত এখন।
সুশীতল করস্পর্শে কর নিবারণ॥
ব্রজ-দুঃখ হর হরি ওহে প্রাণেশ্বর।
চারু চন্দ্রানন তাহে দেখিতে সুন্দর॥
অতএব কর দয়া তব দাসীগণে।
তব চারু চন্দ্রানন দেখিব এক্ষণে॥

কি কহিব প্রাণকান্ত অধিক তোমায়।
তব পদে সদা রত যত গোপীচয় ॥
সকাতরে কহে তবে যত ব্রজাঙ্গনা।
কোন পাপে পাই বল এতেক যন্ত্রণা ॥
যেই পদে কাননেতে করহ গমন।
যেই পদে ধেনুসহ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
যেই পদ লক্ষ্মী সদা রাখে বক্ষোপরে।
যে চরণ রাখিলেন নাগরাজ শিরে ॥
সে চরণ গোপী শিরে কর হে অর্পণ।
তবে সে মদনানল হয় নিবারণ ॥
নতুবা শীতল বল কি প্রকারে হয়।
অবলা হৃদয়ে জ্বালা আর কত সয় ॥
আর শুন প্রাণধন করি নিবেদন।
ব্রজ-গোপিকার হরি তুমিই জীবন ॥
সুমধুর বাক্যে কর সবারে আশ্বাস।
রয়েছে জীবন মাত্র করি তব আশ ॥
তব দাসী হই মোরা যত ব্রজনারী।
মদনে মোহিত সবে শুন বংশীধারী ॥
মনে আশা থাকে যদি রাখিতে জীবন।
কহ বাক্য সুধাময় শ্রীনন্দনন্দন ॥
কর বাক্য সুধাদান প্রাণ রহে তবে।
নতুবা হইবে মৃত্যু গোপিগণে এবে ॥
এখনো যে আছে প্রাণ ওহে প্রাণেশ্বর।
তব দরশন আশে ওহে গুণাকর ॥
সংসারের সার নাম করে যেই জন।
লোভ মোহ মদ আদি হয় বিনাশন ॥
যেই মূঢ় পান করে তব নামামৃত।
এ জগতে তার সম নহে কদাচিত ॥
সুখে সদা রহে গৃহে সাধু সেই জন।
তব প্রেমে হাস্যাননে করে নিরীক্ষণ ॥
মোরা গৃহে থাকি নাথ তব ধ্যানে রত।
স্থির মনে ও চরণে চিন্তিনু যে কত ॥
তুমি নাথ যে সঙ্কেতে বাঁশী বাজাইলে।
তাহাতে গোপিকা চিত্ত হরণ করিলে ॥
তাই হ'লো সবাকার চঞ্চল হৃদয়।
বিনা দরশনে এবে কি হবে উপায় ॥
এখন তোমারে হরি বিনা পরশন।
বিনা দরশনে আর না রহে জীবন ॥
একবার তব পদ করিয়ে স্পর্শন।
লভিনু অমৃত রাশি শুন প্রাণধন ॥
তাহ'তে লোভিত চিত্ত হে ব্রজমোহন।
তাহাতেই মনে ক্ষোভ জন্মিল এখন ॥
প্রাণেশ্বর এবে মোরা কি করিব আর।
মুখে নাহি বাক্য সরে সবে শবাকার ॥
ব্রজ হ'তে বৃন্দাবনে গোচারণে যাও।
ল'য়ে যত শিশুদলে গোষ্ঠ পানে ধাও ॥
তখন না হেরি তব ও শশী বদন।
তিলে শত যুগ মনে হইত তখন ॥
আর কি কহিব হরি বাক্য নাহি সরে।
কহিতে সে কথা নাথ আঁখিজল ঝরে ॥
গোচারণে যবে তুমি করিতে গমন।
কমল-পদেতে হ'তে কুশের ঘাতন ॥
তাহা স্মরি মনে দুঃখ হইত উদয়।
কি আর কহিব নাথ সে কথা তোমায় ॥
ব্রজবাসী জনে সবাকার প্রাণধন।
গোষ্ঠ হ'তে ঘরে যবে কর আগমন ॥
তব দরশন হেতু গোপিনী সকলে।
তব মুখ হেরি গিয়া মোরা কুতূহলে ॥
কুন্তলে আবৃত হ'ত ও চাঁদ বদন।
ধূলায় আচ্ছন্ন দেহ ল'য়ে সখাগণ ॥
খেলিতে খেলিতে রঙ্গে গৃহে এসো যবে।
দরশনে গোপিগণে আনন্দিত সবে ॥
যে আনন্দ পেনু নাথ কেমনে কহিব।
কামিনী হইয়ে দুঃখ কতই সহিব ॥
গোপী মনোহরা হরি গোপিকা জীবন।
তব পাদপদ্মে প্রাণ করেছি অর্পণ ॥
লক্ষ্মীর সেবিদ পদ পড়েছে ধরায়।
কত ভাগ্যবতী ধরা কহনে না যায় ॥

কত পুণ্যবতী কত তপ আচরিল ।
নতুবা পদ-পঙ্কজ কিরূপে পাইল ॥
আর শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন ।
সুশীতল কর কর স্তনেতে অর্পণ ॥
উত্তাপিত প্রাণ তবে হবে সুশীতল ।
স্নিগ্ধ করি হৃদি হেরে বদন কমল ॥
ব্রজকুল নারীগণে কর রতিদান ।
শোক দূর করি হরি কর বাঁশী গান ॥
হইবে সকলে শান্ত পেয়ে মুখামৃত ।
বিদূরিত হবে হরি গোপী দুঃখ যত ॥
তব মুখামৃত নাথ করি আস্বাদন ।
শোকে মগ্ন গোপীগণে বাঁচাও এখন ॥
আমরা অধিনী তব ওহে গুণাকর ।
শবাকার তোমা বিনে ওহে পীতাম্বর ॥
দুঃখের কাহিনী আর কতই বলিব ।
না জানি তোমারে ভজি এত ক্লেশ পাব ।
গোচারণে যেতে যবে ল'য়ে শিশুগণ ।
জীবহীন দেহ যেন হইত তখন ॥
যতক্ষণ ধেনুসহ রহিতে গোষ্ঠেতে ।
অদর্শনে গোপিগণ থাকিত কাঁদিতে ॥
তোমার বাঁশীর গান করিয়ে শ্রবণ ।
মৃতদেহে হ'ত যেন জীব সঞ্চারণ ॥
সেই গানে গোপী মন হরণ করিলে ।
একেবারে জলাঞ্জলি দিনু সবে কুলে ॥
পরিহরি পরিজনে কর পলায়ন ।
একি বিপরীত কর্ম্ম তোমার এখন ॥
এ ঘোর নিশিতে এই কুলবধূ যত ।
একাকিনী রেখে বনে হ'লে অন্তর্হিত ॥
আমাদের সহ কর শঠতা এমন ।
একি বিপরীত কার্য্য ধূর্ত্ত আচরণ ॥
হাসি হাসি সবাকার মন চুরি করি ।
পালালে কোথায় এবে ওহে বংশীধারী ॥
ব্রজবাসীগণে তুমি ওহে গুণাধার ।
কত শত বিপদেতে করিলে উদ্ধার ॥
গোপনীয় নহে তাহা জগত মাঝেতে ।
এখন ডুবাও কেন বিপদ নীরেতে ॥
ওহে গুণময় এবে ছাড়হ ছলনা ।
শুভদৃষ্টি করি রাখ যত ব্রজাঙ্গনা ॥
তোমাতে সবার মন জান ভালমতে ।
কিবা প্রয়োজন তব বল এ ছলেতে ॥
এখন জীবন রাখ দিয়া দরশন ।
কি আর কহিব হরি না সরে বচন ॥
ভাবিয়ে আকুল সব হৃদয় চঞ্চল ।
কেমনে রহিবে প্রাণ হয়েছে বিকল ॥
শুষ্ক ওষ্ঠ হ'লো সখা কান্দিতে কান্দিতে ।
অবশ হ'য়েছে অঙ্গ না পারি চলিতে ॥
এত কহি গোপী যত হয় অচেতন ।
গোপিনী বিলাপ দাস করিল রচন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে
গোপী বিলাপ সমাপ্ত।

অথ ভগবৎ দর্শন।

শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি ।
পরেতে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব ভারতী ॥
এইমত গোপী যত করি উচ্চরব ।
কৃষ্ণগুণ গান করে মত্ত হ'য়ে সব ॥
বিলাপ করয়ে হ'য়ে শোকে অচেতন ।
কেবল মনেতে বাঞ্ছা কৃষ্ণ দরশন ॥
এইরূপে গোপী যত শোকেতে কাতর ।
আঁখি নীরে ভাসিতেছে তারা নিরন্তর ॥
ঘোর নাদে গোপী সবে করয়ে রোদন ।
কোথা কৃষ্ণ বলি সদা ডাকে ঘন ঘন ॥
তাহা দরশনে হরি কাতর হইল ।
রমণী বিলাপে কৃষ্ণে দয়া উপজিল ॥
গোপীগণ প্রতি তবে হইয়ে সদয় ।
অকস্মাৎ সেই স্থানে আবির্ভাব হয় ॥

গোপিকা মাঝেতে হরি উদয় হইল।
মদনমোহন রূপে সবারে মোহিল ॥
বনমালা শোভে গলে পীতাম্বর পরা।
অলকা আবৃত গণ্ড কিবা মনোহরা ॥
বক্ষেতে কৌস্তুভ শোভে সমুজ্জ্বল প্রভা।
অধরে মোহন বাঁশী গোপী মনোলোভা ॥
মনোহর হাস্যানন সুন্দর মূরতি।
গোপী মাঝে উপনীত গোপিকার পতি ॥(১)
হেরিল গোপিকা যত কৃষ্ণের উদয়।
ভাসিল আনন্দ-নীরে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
পাইল পরম প্রীতি কৃষ্ণ দরশনে।
উঠিয়া বসিল তবে চাহি হাস্যাননে ॥
মনের হরিষে সবে উঠিল তখন।
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥
পরম হরিষে যত ব্রজ-কুলবালা।
সবে মিলি ঘেরে কৃষ্ণে হইয়া চঞ্চলা ॥
কেহ বা কৃষ্ণের হস্ত করিল ধারণ।
কেহ কান্ত গলে ধরি আনন্দে মগন ॥
কেহ বা আঁকড় করি কৃষ্ণেরে ধরিল।
কেহ পদতলে পড়ি গড়াগড়ি দিল ॥
কোন গোপী পীতাম্বরে মুছে অশ্রুজল।
কেহ বাহুপাশে বান্ধে হ'য়ে সচঞ্চল ॥
কেহ কৃষ্ণ হস্ত ধরি করে আকর্ষণ।
কেহ দরশন করি পুলকিত মন ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ মুখ করয়ে চুম্বন।
কেহ বক্ষে ধরে কৃষ্ণের যুগল চরণ ॥
কুটিল কটাক্ষে কেহ কৃষ্ণ পানে চায়।
কেহ কৃষ্ণ-প্রেমে হয় উন্মত্তের প্রায় ॥
কোন গোপীকার বাড়ে ক্রোধের অনল।
কোন গোপী হানে কৃষ্ণে কটাক্ষ প্রবল ॥
কোন গোপী দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ।
কেহ বা অধরে ওষ্ঠ করিছে দংশন ॥
কোন গোপী কৃষ্ণমুখ দরশন করে।
চিত্র পুতলীর প্রায় অবশ অন্তরে ॥
কোন গোপী নেত্র মুদি সেই রূপ হেরে।
মদনমোহন রূপ নিরখে অন্তরে ॥
কেহ মনে মনে করে প্রেম আলিঙ্গন।
এইরূপে গোপী সব পুলকিত মন ॥
যেন যোগিগণ যোগে নয়ন মুদিত।
সেইরূপ দাঁড়াইয়ে গোপিগণ যত ॥
ব্রজাঙ্গনাগণে হরি করি দরশন।
আনন্দ সাগরে সবে হইল মগন ॥
কৃষ্ণের বিরহানল নির্ব্বাণ হইল।
মৃতদেহে যেন সবে জীবন পাইল ॥
যোগ সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ হৃদয়।
সেরূপ আনন্দ লভে গোপী সমুদয় ॥
শোকেতে আচ্ছন্ন ছিল যত ব্রজবালা।
হরি দরশনে সবে নিভাইল জ্বালা ॥
তবে হরি গোপিগণে লইয়ে তখন।
যমুনা পুলিনে ধায় সানন্দিত মন ॥

১। মতান্তরে কবিগণ এস্থলে একটি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে কথিত হইল। অনেকে বলেন-যখন গোপিকারা কৃষ্ণ বিরহে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে সকলে একত্র সমবেত হইয়া কৃষ্ণ-গুণ গান করিতেছিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন রূপ ধারণ করতঃ ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে উপস্থিত হন, তখন পীতাম্বর বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত ও গলদেশে বস্ত্র দিয়া আসেন। তাহার কারণ এই, অকারণ গোপাঙ্গনাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান ও বিনাদোষে তাহাদের অশ্রুবারি বিসর্জ্জন এই হেতু নন্দনন্দন লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত ও অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা হেতু গলবস্ত্রে গোপিগণ মধ্যে উপনীত হন, কেহ কেহ বলেন যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তৎকালে ঐ ভাবেই গমন করেন।

চলিল সে কুঞ্জবনে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে।
বিকাশে কুসুম কলি যাহে কত রঙ্গে॥
গোলাপ মল্লিকা আদি ফুল কত শত।
মালতী চামেলী গন্ধে মত্ত মধুব্রত॥
পদ্ম সহ গন্ধবহ বহে মৃদুগতি।
মধুলোভে অলিগণ আনন্দিত অতি॥
উন্মত্ত হইয়ে সবে করিছে গুঞ্জন।
কোকিল কোকিলা রবে জুড়ায় শ্রবণ॥
মনোহর গীত গায় পাখীকুল যত।
শ্রবণে শীতল প্রাণ সবে আনন্দিত॥
চন্দ্রের শীতল করে মোহে জীব মন।
হরি সহ গোপিকারা আনন্দে মগন॥
ত্যজিল বিরহ তাপ কানু দরশনে।
ভাসিল আনন্দ-নীরে গোপাঙ্গনাগণে॥
যোগ সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ অন্তর।
সেইমত গোপবালা শুন নরবর॥
উন্মত্ত হইল সবে হরি দরশনে।
আপন অঞ্চলে সবে বান্ধিল যতনে॥
যাহার মায়ায় বদ্ধ র'য়েছে সংসার।
তাঁরে বান্ধিবারে পারে হেন সাধ্য কার॥
গোপী প্রেমে বান্ধা হরি আছে অনুক্ষণ।
তাই গোপবালা সবে করয়ে বন্ধন॥
যমুনা পুলিনে সেই কানন ভিতর।
বসিল গোপিকা যত আনন্দ অন্তর॥
মধ্যস্থলে কৃষ্ণে রাখি চারিদিকে ঘেরি।
বসিল গোপের বালা সবে সারি সারি॥
মদনে মোহিত তবে যত ব্রজবালা।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে করি কত ছলা॥
হাস্যাননে কৃষ্ণধনে কহিছে তখন।
কৃষ্ণ করপদ্ম করে করিয়া ধারণ॥
অভিমান বিষে দেহ হ'তেছে দহন।
মুখে মিষ্ট কথা সবে কহিছে তখন॥
ওহে প্রাণকৃষ্ণ তুমি সাধু সদাশয়।
দয়ার সাগর ওহে তুমি মহাশয়॥

কে জানে তোমার গুণ মহিমা অপার।
রূপে গুণে অনুপম ওহে গুণাকর॥
তোমার অধীন মোরা গোপের রমণী।
আমাদের প্রতি নাথ কহ সত্যবাণী॥
কি আর কহিব হরি চরণে তোমার।
প্রবোধ বচনে যেন ভাঁড়াও না আর॥
সত্য কহ গুণমণি করো না বঞ্চনা।
ভজিলে ভজয়ে নাথ কহ কোনজনা॥
না ভজিলে ভজে যেবা সে বা কোনজন।
ভজালে না ভজে হরি সে জন কেমন॥
এই সব কথা নাথ কহ সত্য করি।
হীনমতি জ্ঞানহীনা মোরা ব্রজনারী॥
ব্রজাঙ্গনা বাক্যে তবে দেব দামোদর।
হাস্যাননে গোপী প্রতি কহে সারোদ্ধার॥
শুন কহি ব্রজাঙ্গনা আমার বচন।
কহি আমি সার কথা করহ শ্রবণ॥
পরস্পরে যেই জন ভজন করয়।
আপনার স্বার্থ হেতু কার্য্য উদ্ধারয়॥
পরস্পর উভয়েতে ভজে এক চিতে।
তাহাতে সুহৃৎ ধর্ম্ম নহে কদাচিতে॥
কার্য্য উদ্ধারের হেতু উভয় সাধন।
মিথ্যা নহে সার কথা কহিনু এখন॥
না ভজিলে যেবা ভজে শুন সে কাহিনী।
শিশুগণে ভজে সদা জনক জননী॥
স্নেহবশে সদা করে সন্তানে পালন।
অবোধ বালকে নারে করিতে সেবন॥
ভজিলে না ভজে আমি কহিলাম সার।
শুন কহি ব্রজাঙ্গনা অপর প্রকার॥
ভজিলে না ভজে কহি শুন সে বচন।
আত্মারামে যদি সদা করহ ভজন॥
তথাপি না ভজে সেই কহি সত্যবাণী।
নাহি তার ভোগ ইচ্ছা আমি তাহা জানি॥
ভোগ বাঞ্ছা নাহি তার শুনহ বচন।
ভজিলে ভজনা নাহি করে কোনজন॥

মূঢ়মতি অকৃতজ্ঞ সেই দুরাচার।
ভজিলে না ভজে আমি কহিলাম সার॥
এইরূপ আচরণ করে যে দুর্ম্মতি।
ঈশ্বরের দ্রোহী সেই শুন ব্রজ-সতী॥
গুরুদ্রোহী সেই মূঢ় জগতে প্রচার।
ভজিলে না ভজে সেই মহা দুরাচার॥
ওগো ব্রজাঙ্গনা আমি কি আর কহিব।
অকৃতজ্ঞ বলি তারে নিশ্চয় জানিব॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা যত গোপবালা।
হাসিয়া হাসিয়া সবে কহিতে লাগিলা॥
দেখ দেখি গুণমণি কহিল কি বাণী।
অকৃতজ্ঞ জানিলাম এবে গুণমণি॥
এত কহি গোকুলের যতেক রমণী।
সবে মুখপানে চাহি করে কাণাকাণি॥
কঠিন নেত্রেতে হেরে শ্রীকৃষ্ণের পানে।
হাসিয়া আকুল হয় আপনা আপনে॥
মহামূঢ় বলি কৃষ্ণ আপনি কহিল।
এই হেতু গোপী যত হাসিতে লাগিল॥
তাহা হেরি গোপিগণে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল হরি মধুর বচন॥
শুন কহি ব্রজবালা সবে সত্য বাণী।
কহিলাম যাহা আমি স্বরূপ কাহিনী॥
উহাদের মধ্যে আমি নহি কোনজন।
করুণাসাগর মোরে জানিও এখন॥
যে জন আমারে ভজে একান্ত মনেতে।
সতত তাহারে আমি ভজি বিধিমতে॥
নতুবা কি ভক্তজনে আমারে ভজয়।
ভক্ত প্রতি সদা মোর করুণা হৃদয়॥
অনুরাগ বাড়াইতে শুনহ এখন।
তোমাদের প্রতি মোর হেন আচরণ॥
ভক্তি বৃদ্ধি হেতু আমি হই লুকায়িত।
তবে কেন বৃথা কহ বাক্য অনুচিত॥
দরিদ্র পাইলে রত্ন আনন্দ যেমন।
সেই ধন অপচয় হইলে কেমন॥
কহ ব্রজাঙ্গনা তাহে কত সুখোদয়।
দৈব হেতু সেই ধন পুনঃ যদি পায়॥
কত সুখোদয় তাহে কহ সেই বাণী।
সেই হেতু অদর্শন জানিবে গোপিনী॥
শুন যত ব্রজনারী বচন আমার।
মনে না ভাবিও কভু অন্য ভাব আর॥
যাহে মম অদর্শন জানিলে এমন।
তাহে না ভাবিও মনে বেদনা এখন॥
তোমরা সকলে এবে আমার কারণ।
কুলধর্ম্ম একেবারে দিলে বিসর্জ্জন॥
লোকলাজ পরিহরি ভজিলে আমায়।
ছাড়ি পরিজনে নিলে আমার আশ্রয়॥
সবার সাক্ষাতে কহি শুনহ এক্ষণে।
দুঃখ না ভাবিও কভু মম অদর্শনে॥
তোমাদের প্রতি কভু নির্দ্দয় না হব।
তোমাদের ভক্তিডোরে সদা বদ্ধ রব॥
তোমাদের প্রতি কভু বিমুখ না হই।
গোপিনীর প্রেমে বাঁধা আমি সদা রই॥
ব্রজ-গোপিনীর আমি অধীন নিশ্চয়।
মম প্রতি সবাকার ভক্তি অতিশয়॥
মম প্রতি গোপিকার তৃষ্ণা সর্ব্বক্ষণ।
যদিও সে গৃহ ফাঁদে সংসার বন্ধন॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে রহ অনুদিন।
আমাতে একান্ত ভক্তি রবে চিরদিন॥
ধন জন আদি করি পুত্র বন্ধু যত।
সবে ত্যজি আমাতে নিতান্ত অনুগত॥
বিষম মায়ার পাশ করিয়া ছেদন।
ভক্তিভাবে কর সবে আমারে ভজন॥
সাধুগণে সর্ব্বজনে গৌরব রাখিলে।
বিনা অনুরোধে সবে আমারে ভজিলে॥
জগতে রহিল খ্যাতি কহিলাম সার।
তোমাদের সম কেহ না হইবে আর॥
মহা ঋণে বদ্ধ সবে করিলে আমায়।
কখন মোচন তার না হবে নিশ্চয়॥

কোটি কল্পযুগ যদি রহি এ জগতে।
তথাপি গোপিকা ঋণ নারিব শোধিতে ॥
এইরূপে গোপী প্রতি কহে নারায়ণ।
শ্রবণে গোপিকা সব আনন্দে মগন ॥
বাল্যলীলা হরিকথা শ্রবণে সুন্দর।
দাস ভাবে অবিরত শুনে সাধু নর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ভগবদ্দর্শন সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরাস।

শুকদেব কহে রাজা কর অবধান।
হরিকথা শ্রবণেতে পাপ বিমোচন ॥
শুনহ পবিত্র কথা হ'য়ে একমন।
পূর্ণরাস করিবারে হরির মনন ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় তবে ব্রজ-নারী যত।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন সবে মহা-প্রীত ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল হয় নিবারণ।
উন্মত্ত হইল কৃষ্ণে করি পরশন ॥
অমরাবতীতে ছিল যত দেবগণ।
হেরিতে সে পূর্ণরাস আসে অগণন ॥
শূন্যমার্গে সবে ধায় বৃন্দাবন বনে।
যথায় খেলায় হরি গোপনারী সনে ॥
শঙ্কর আনন্দ মতি করেন গমন।
হৈমবতী করে গতি বৃষে আরোহণ ॥
গণপতি কার্ত্তিকেয় সঙ্গেতে চলিল।
শচীসহ শচীপতি হস্তী আরোহিল ॥
হর্ষকায় ব্রহ্মা যায় হংসের উপরে।
অনল করিল গতি আনন্দ অন্তরে ॥
মহাকাল শমন যে দিকপাল আদি।
গ্রহগণ চলে তথা বরুণ জলধি ॥
দিবাকর আদি করি যায় শশধর।
নিজ নিজ নারী সঙ্গে গমন সত্বর ॥
জাহ্নবী সাবিত্রী আদি যায় কত রঙ্গে।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ধায় দেব সঙ্গে ॥
মুনি ঋষি আদি করি সিদ্ধ ও চারণ।
সবে ধায় হর্ষকায় আনন্দে মগন ॥
পূর্ণরাস হেরিবারে যায় তথাকারে।
অতএব মহারাজ শুন তদন্তরে ॥
অনন্তর রাসেশ্বর ব্রজগোপী সঙ্গে।
রাসক্রীড়া করিবারে মাতিলেন রঙ্গে ॥
পরস্পর বদ্ধ বাহু হইল তখন।
গোপিসহ মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন ॥
কৃষ্ণে রাখি রাসস্থলে যতেক গোপিনী।
মণ্ডলী করিয়ে তবে দাঁড়ায় তখনি ॥
দাঁড়াইল গোপবালা কৃষ্ণেরে ঘেরিয়া।
গোপিগণ মাঝে হরি আছে দাঁড়াইয়া ॥
দুই গোপী মধ্যে এক মদনমোহন।
গোপী মাঝে কিবা সাজে শ্রীনন্দনন্দন ॥
মাঝে কৃষ্ণ দুই দিকে রহে গোপনারী।
সবার গলেতে ধরে মুকুন্দ মুরারী ॥
গোপী যত কৃষ্ণ তত হইল তখন।
নীলবাস মাঝে পীত রহিল বসন ॥
হেনরূপে হরি রহে গোপিগণ মাঝে।
মদন মোহন রূপ মনোহর সাজে ॥
সব গোপী মনে ভাবে হ'য়ে আনন্দিত।
আমার নিকট কৃষ্ণ আমাতেই প্রীত ॥
সে রূপ দেখিয়া তবে যতেক অমর।
পুষ্প বরিষণ করে আনন্দ অন্তর ॥
দুন্দুভি বাজায় সবে হ'য়ে কুতূহলী।
কৃষ্ণগুণ গান করে সবে উতরোলী ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচে মহা আনন্দিত।
অপ্সর অপ্সরী গায় হ'য়ে প্রফুল্লিত ॥
শ্রীরাস মঞ্চেতে সবে মণ্ডল আকার।
যত হরি তত গোপী চরণ তাহার ॥
হরি সহ গোপী যত নাচিতে লাগিল।
মধুর নূপুর ধ্বনি তাহাতে হইল ॥
কিঙ্কিণী বলয় ধ্বনি হইল তখন।
শ্রীরাসমণ্ডলে মহা শব্দ সংঘটন ॥

শুন ওহে নরপতি অদ্ভুত কথন।
হরি সহ নাচে গোপী আশ্চর্য্য দর্শন ॥
গোপিগণ মধ্যে শোভে যশোদা-তনয়।
সূর্য্যকান্ত মণি মাঝে নীলমণি হয় ॥
বৃন্দাবন বনমাঝে শ্রীরাসমণ্ডল।
কত শোভা কত আভা দিক সমুজ্জ্বল ॥
নাচিতে লাগিল সবে আনন্দিত মন।
কত বলে কত ছলে নাচিছে তখন ॥
কুটিল কটাক্ষ কারো কেহ মন্দ হাসে।
কেহ করতালি দেয় কেহ মৃদুভাষে ॥
এইরূপ গোপী যত আনন্দ অন্তর।
কুচের কাঁচলি খসে হরি পীতাম্বর ॥
মন্দ মন্দ বহি ঘর্ম্ম অলকা ধুইল।
কটির বসন তথা অমনি খসিল ॥
মেঘেতে বিজলী যথা দেখিতে সুন্দর।
গোপী মাঝে তথা হরি শোভে মনোহর ॥
ক্রমে মত্ত গোপীকুল আনন্দে মাতিল।
উচ্চরবে হরিগুণ গান আরম্ভিল ॥
গোপী কণ্ঠরব গীতে ভরিল সংসার।
হরি সহ রাসলীলা হয় গোপিকার ॥
রাসলীলা সার লীলা হেরে দেবগণ।
এমন অদ্ভুত লীলা নহে দরশন ॥
অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
হরি সহ নাচে গায় যতেক গোপিনী ॥
কোন গোপী হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হয়।
কোন গোপী অবশাঙ্গে দাঁড়াইয়ে রয় ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ রবে রব মিলাইয়ে।
গাহিতেছে উচ্চ গীত আনন্দিত হ'য়ে ॥
কোন গোপী করতালি দেয় হৃষ্টমনে।
পরিতোষ করে হরি তারে আলিঙ্গনে ॥
হরি মুখামৃত কেহ করে আস্বাদন।
এইরূপে গোপী সবে আনন্দে মগন ॥
রাসলীলা করে হরি গোপিকা সহিতে।
গোপীসহ রসালাপ করে হৃষ্টচিতে ॥

কোন গোপী নৃত্য করি পরিশ্রান্ত হয়।
হরি কণ্ঠ ধরি কেহ দাঁড়াইয়ে রয় ॥
কোন গোপী মহানন্দে হরি করে ধরি।
নিজ স্কন্ধে দিল তাহা মহানন্দ করি ॥
কোন গোপী হরি কর ধরিয়া যতনে।
আদরে চুম্বন করে মহানন্দ মনে ॥
কোন গোপী নৃত্য করে আনন্দ হৃদয়।
শ্রীহরি কটাক্ষ হানে কামের উদয় ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষয়ে ঘন।
কারো বা কুণ্ডল ভূমে হইল পতন ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে গোপিনীরা বিভোর হইল।
কৃষ্ণ মুখ সুধা আশে নাচিতে লাগিল ॥
কোন গোপী সুখে কৃষ্ণমুখে মুখ দিয়া।
চর্ব্বিত তাম্বুল ধরে অধরে করিয়া ॥
সুধা হ'তে সুধা হয় তার আস্বাদন।
গোপিগণে হৃষ্ট মনে খায় অনুক্ষণ ॥
কত যে আনন্দ মনে হইছে উদয়।
কত নৃত্য করে কত সুখে গীত গায় ॥
কেহ বা মন্দিরা করে সুখেতে বাজায়।
কোন গোপী কৃষ্ণে ধরি সুখে আলিঙ্গয় ॥
কোন গোপী হরি প্রেমে উন্মত্ত হইল।
কেহবা কামের শরে বিষম মাতিল ॥
কৃষ্ণ কর ধরি হয় আনন্দ অন্তর।
আনন্দে লইয়ে দেয় পীন-পয়োধর ॥
এইরূপে হরি সহ যতেক গোপিনী।
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি নাচে যেন উন্মাদিনী ॥
লক্ষ্মীকান্তে ল'য়ে তবে যত ব্রজবালা।
পাইয়ে পরম প্রীতি সবে করে খেলা ॥
গোপিকার গলে ধরি শ্রীনন্দনন্দন।
মনোহর নৃত্য করে গোপিকা-মোহন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গান উচ্চৈঃস্বরে গায়।
গোপিনী সহিত কৃষ্ণ সুখে বিহরয় ॥
অলস হইল অঙ্গ নাচিতে নাচিতে।
কুণ্ডল পড়িল খসি অমনি ভূমিতে ॥

পরিশ্রান্ত কলেবর গোপিকা সকলে।
বহিল ঘর্ম্মের স্রোত গোপী গণ্ডস্থলে ॥
অলকা ভাসিল ঘর্ম্মে ভিজিল বসন।
মধুর নূপুর ধ্বনি হইল তখন ॥
হরিসহ মহানৃত্য মহারাস স্থল।
কিঙ্কিণী বলয় ধ্বনি হয় মহারোল ॥
মালতীর মালা ছিল কবরী আবৃত।
গণ্ডেতে পড়িয়া তাহা হইল স্খলিত ॥
আনন্দে ভ্রমরকুল করয়ে গুঞ্জন।
এইরূপে কেলি করে যশোদা-নন্দন ॥
অপার আনন্দ সবে কৃষ্ণ দরশনে।
উন্মত্ত হইল গোপী চাহি তাঁর পানে ॥
শ্রীমুখেতে হাস্য হেরি প্রেমেতে পাগল।
রমানাথ সহ খেলে গোপিকা সকল ॥
জ্ঞানহীনা ব্রজবাসী বিভোর হইল।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে মদনে মাতিল ॥
বিলাসী বিলাস করে শ্রীহরির সঙ্গে।
পীড়িত মদন শরে খেলে নানা রঙ্গে ॥
খসিল কবরী বন্ধ কোটির বসন।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা যত আভরণ ॥
হরিপ্রেমে গোপবালা হইল চঞ্চল।
সম্বরিতে নারে সবে হইল ব্যাকুল ॥
গোপীসহ রমানাথ খেলে অবিরত।
শূন্যেতে অমরকুল হেরি প্রফুল্লিত ॥
রাসস্থলে রাসক্রীড়া করি দরশন।
মদনে আকুল সবে হইল তখন ॥
সবে পতিমুখ হেরে সকাম নয়নে।
বিস্মিত হইল তাহা হেরি দেবগণে ॥
হেনমতে রাসক্রীড়া করে নারায়ণ।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চারু দরশন ॥
সকল গোপিনী সহ প্রভু ভগবান।
ক্রীড়ারসে সবাকারে করয়ে রমণ ॥
করিলা অদ্ভুত লীলা দেব জগৎপতি।
গোপিকার আশা পূর্ণ করে মহামতি ॥
শুন নরবর এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
সকল গোপিকা রমে দেব চক্রপাণি ॥
রমণের অবসানে অলস হইল।
তখন বিলাসিগণে ঘর্ম্ম নিঃসরিল ॥
শুকাইয়ে মুখশশী মলিনা যে হয়।
রাহুগ্রস্থ শশী যথা সেইমত প্রায় ॥
তথা হরি প্রেমবশে বসি মঞ্চোপরে।
মুছায় গোপিকা মুখ আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রীকৃষ্ণের হাস্যমুখ করি নিরীক্ষণ।
যতেক গোপিনী সবে হর্ষেতে মগন ॥
কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ শ্রীমুখমণ্ডল।
সুকুঞ্চিত কেশ তাহে শোভে গণ্ডস্থল ॥
দরশনে গোপিনীরা আনন্দ পাইল।
হরি অঙ্গ পরশনে অবসাঙ্গ হৈল ॥
পদ্মকর স্পর্শে যত ব্রজের অঙ্গনা।
তখনি পাসরে সবে অঙ্গের বেদনা ॥
এইরূপে গোপীসহ গোপিকা জীবন।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পূর্ণ
রাসক্রীড়া সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের জল-বিহার।

শুকদেব কহে শুন রাজা তদন্তর।
রাসক্রীড়া করে হরি আনন্দ অন্তর ॥
জলকেলি করিবারে দেব জনার্দ্দন।
যমুনা পুলিন-দেশে করিল গমন ॥
যমুনার জলে ধায় ত্যজিয়া বসন।
উলঙ্গিনী গোপবালা গোপিকা জীবন ॥
যমুনার জলে আসি প্রবেশ করিল।
করিণীর সঙ্গে যথা করী প্রবেশিল ॥
দলিছে কমলদল যেন মত্ত প্রায়।
সেইমত গোপীসহ যশোদা-তনয় ॥

দলিতে গোপিনীদলে বারির ভিতর।
গোপী সঙ্গে মহারঙ্গে আইল সত্বর ॥
যমুনার জলে সবে উলঙ্গ হইয়ে।
গোপী সব সন্তরণ করে কৃষ্ণ লয়ে ॥
কেহ কার' গাত্রে জল দেয় ছড়াইয়া।
কেহ কারে ফেলে দেয় কূলে দাঁড়াইয়া ॥
মীনরূপে কোন গোপী করে সন্তরণ।
কোন গোপী জলে ভাসে কুম্ভীর মতন ॥
কোন গোপী হরিসহ পদ্মবনে যায়।
কেহ বা শৈবাল তুলি ফেলে দেয় গায় ॥
কেহ বা মৃণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ।
কেহ হরি গলে ধরি করে আলিঙ্গন ॥
যেন মত্ত করী সঙ্গে করিণীর দল।
সেইমত হরি সঙ্গে গোপিকা সকল ॥
দুই হাতে করি হরি জল সিঞ্চাইল।
উন্মত্ত মানস গোপী আনন্দে ভাসিল ॥
যত গোপী তত হরি সংখ্যা নাহি তার।
ব্রজাঙ্গনা সহ মিলে করেন বিহার ॥
জলকেলি করে গোপী পরম আনন্দে।
কোন রমা রামানাথে বাহুপাশে বান্ধে ॥
এইরূপে নারী মাঝে করে সন্তরণ।
পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন ॥
দেখিল গোপিকা সবে পীড়িত মদনে।
আনন্দ অন্তরে হরি হাসে মনে মনে ॥
আকণ্ঠ জলেতে মগ্ন ব্রজকুলবালা।
অনিমিষে দরশন করে তারা কালা ॥
নির্ম্মল নদীর জল করে ঢল ঢল।
সুরূপা গোপিকা রূপ হ'তেছে উজ্জ্বল ॥
দরশনে গোপী অঙ্গ রাধিকা-মোহন।
অবশ অমনি হরি হইল তখন ॥
গোপী রূপে মুগ্ধ হরি মদনে মাতিল।
জলমাঝে গোপিগণ কোলেতে লইল ॥
নীর মধ্যে ধরি সবে করিল চুম্বন।
তাহাতে অবশ অঙ্গ যত গোপিগণ ॥
চুম্বনে অধরামৃত পান করে সুখে।
কেলিরসে মত্ত সবে রহে মুখে মুখে ॥
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আনন্দে মাতিল।
হরি সহ গোপী যত কৌতুক করিল ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে গোপিকা সকল।
দূরে জলে ফেলি দিল হইয়া বিহ্বল ॥
শ্রীহরি আনন্দে আসি ধরি গোপিকায়।
কোলে করি হাসে হরি সানন্দ হৃদয় ॥
পুনঃ পুনঃ চুম্বে কৃষ্ণ গোপিকা আনন।
ধীরে ধীরে অধরেতে করেন দংশন ॥
হেনমতে কেলি রসে শ্রীরাসবিহারী।
মত্ত হয় জল মাঝে ল'য়ে গোপনারী ॥
তবে হরি গোপিগণে ধরিয়া তখন।
দূর জলে ল'য়ে গিয়ে করে নিক্ষেপণ ॥
গোপী যত কৃষ্ণ গলা করিয়া ধারণ।
সহসা অগাধ জলে করে সন্তরণ ॥
হেনমতে জলকেলি করে আনন্দেতে।
করিল বাসনা পূর্ণ গোপী সকলেতে ॥
আকাশেতে দেবগণ করে দরশন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি মুনি ঋষিগণ ॥
দরশনে হৃষ্ট মন হৈল সবাকার।
পূর্ণরাস হেরি সবে আনন্দ অন্তর ॥
সবে মহানন্দে করে পুষ্প বরিষণ।
ঘোর রবে দুন্দুভি যে হইল বাদন ॥
হেনমতে জলক্রীড়া করি যদুরায়।
তীরেতে বসিল উঠি লয়ে গোপিকায় ॥
নগ্নবেশে তীরদেশে উঠিয়া সকলে।
আপন আপন বস্ত্র পরে কুতূহলে ॥
হর্ষযুত নন্দসুত বসন তুলিয়ে।
গোপিগণে সযতনে দিল পরাইয়ে ॥
কোন গোপী শিরে বান্ধে চূড়া মনোহর।
কেহ বা বাঁশরী দেয় হস্তের উপর ॥
কোন গোপী মালা আনি গলাতে পরায়।
সুগন্ধি চন্দন কেহ অঙ্গেতে মাখায় ॥

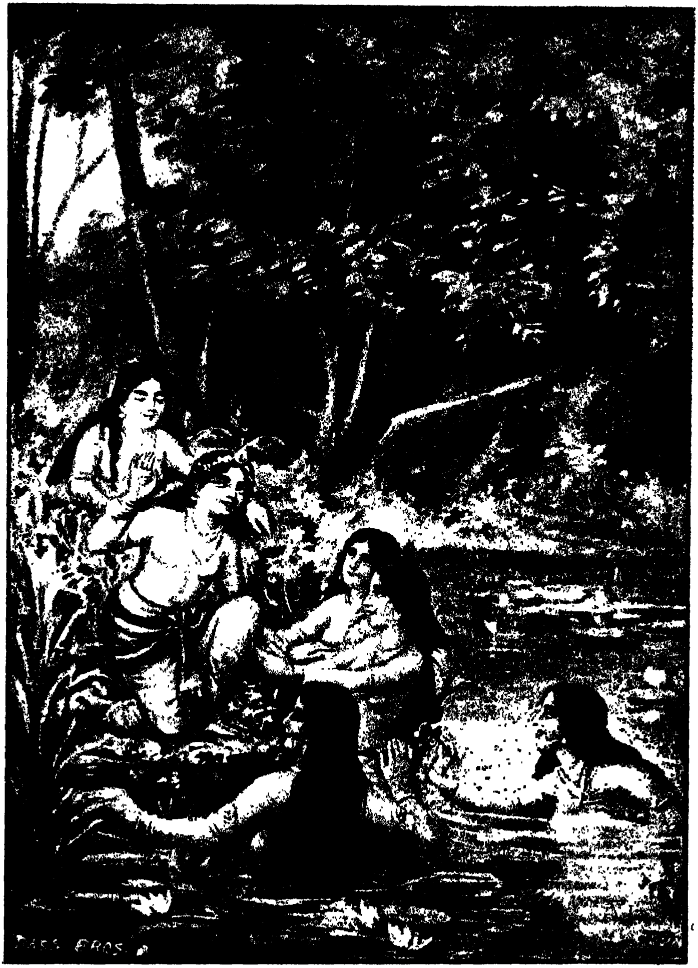
কেহ বা অলকা দিয়া সাজাইল সুখে।
কেহবা অগুরু আনি দেয় হরি মুখে॥
চরণে নূপুর কেহ পরাইয়া দিল।
কেহবা যতনে হরি কোলেতে করিল॥
এইরূপে গোপাঙ্গনা কৃষ্ণে সাজাইল।
আনন্দ-সলিলে সবে নিমগ্ন হইল॥
তবে হরি যত্ন করি ধরি গোপিকায়।
হর্ষান্তরে নীলাম্বর পরায় তাহায়॥
আপনি সাজায় হরি অতীব যতনে।
রঞ্জিত করিল আঁখি চিকুর অঞ্জনে॥
ললাটে সিঁন্দুর বিন্দু পরাইয়া দিল।
নাসামূলে নিজ হাতে তিলক করিল॥
পারিজাত পুষ্প মালা দিল তার গলে।
রতন মল্লিকা হার শোভে বক্ষঃস্থলে॥
মনোহর বেশ ভূষা করিয়া যতনে।
গোপীরূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘনে॥
মহানন্দে নন্দসুত গোপিনী সঙ্গেতে।
নাচে গায় নানা রঙ্গে অতি আনন্দেতে॥
বনে বনে করে হরি সুখেতে বিহার।
পূর্ণরাস করি হয় আনন্দ অপার॥
পরে হরি রাসমঞ্চে বসিল তখন।
শান্তি সুখ ভোগে রত যত গোপিগণ॥
অরণ্যে ভোজন করে গোপিনী সঙ্গেতে।
নানাবিধ ফল গোপী দেয় আনন্দেতে॥
কৃষ্ণ মুখে তুলি দেয় গোপিনী সকল।
কৃষ্ণ দেয় গোপী মুখে প্রেমেতে বিহ্বল॥
এইরূপ মহানন্দে করিয়ে ভোজন।
তদন্তরে বনে বনে করিল ভ্রমণ॥
করিণীর সহ যথা ভ্রমে করিবর।
সেইমত ভ্রমে বনে ব্রজের ঈশ্বর॥
এইরূপ পূর্ণিমাতে নিশা জাগরণে।
রাসলীলা করে হরি আনন্দ বিধানে॥
প্রেমময়ী গোপী যত কৃষ্ণগত মন।
সারানিশি কৃষ্ণ সহ করিল যাপন॥
শূন্যেতে অমরগণে পুষ্প বৃষ্টি করে।
আনন্দে চলিল সবে আপনার ঘরে॥
এইরূপে জনার্দ্দন মত্ত রতিরসে।
মাতিয়া মদনে আর লীলা যে প্রকাশে॥
সকলের সার লীলা রাসলীলা হয়।
ভাগবত হরিকথা যেন সুধাময়॥
শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
ভাষামতে ভাষে আজি হীনমতি দাস॥
দাসে দয়া কর হরি গোপিকামোহন।
তব রাঙ্গাপদে যেন রহে মোর মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জল বিহার সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার।

মুনি প্রতি নরপতি কহে যোড়করে।
কহ দেব হরিকথা শুনি অতঃপরে॥
পরে কি করিল হরি সেই কথা বল।
কৃপা করি পূর্ব্ব কথা বলহ সকল॥
রাসলীলা করি হরি মনের হরিষে।
কিবা লীলা কৈল পরে কহ সবিশেষে॥
শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন।
রাসলীলা করি হরি তুষি গোপিগণ॥
পূর্ণরাস সমাপিয়া মনেতে চিন্তিল।
বনখেলা করিবারে ইচ্ছা তাঁর হৈল॥
সঙ্গেতে রাখাল যত আনন্দিত মন।
ধেনু বৎস লয়ে হরি করিল গমন॥
বৃন্দাবন বনমাঝে উপনীত হয়।
তৃণ লোভে গাভী সবে চারিদিকে চায়॥
যতেক রাখালগণ আনন্দে মাতিল।
কদম্ব মূলেতে বসি খেলিতে লাগিল॥
বসিয়া গাছের তলে যত শিশুগণ।
কৃষ্ণেরে করিতে রাজা ভাবে মনে মন॥
বলরাম সঙ্গে হরি কদম্বের মূলে।
মধুর মুরলী ধ্বনি করে কুতূহলে॥

বেণুরবে ধেনু সবে আনন্দ হইল।
হরির নিকটে আসি চরিতে লাগিল ॥
নব নব দূর্ব্বাদল করয়ে ভক্ষণ।
ক্ষণে ক্ষণে হরিমুখ করে নিরীক্ষণ ॥
তবে যত ব্রজশিশু কহে ব্রজেশ্বরে।
তোমারে করিব রাজা কানন ভিতরে ॥
অনুমতি দেহ ওহে যশোদা-তনয়।
মনের মানস পূর্ণ কর এ সময় ॥
বনের ভিতরে রাজা বনমালী হবে।
মনের বাসনা পূর্ণ নিশ্চয় হইবে ॥
এত যদি কহিলেন গোপ শিশুগণ।
অন্তরে হাসিল হরি প্রেমের কারণ ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দিত হয় যত ব্রজ-শিশুগণ ॥
সবে মিলি মনোমত কৃষ্ণেরে সাজায়।
শিখিপুচ্ছ চূড়া তাঁর ভূমেতে নামায় ॥
বৃক্ষপত্রে মনোহর মুকুট করিল।
কৃষ্ণ শিরে আনন্দেতে তাহা পরাইল ॥
বনফুলে সাজাইল শ্রীনন্দনন্দনে।
বৃক্ষমূলে বসাইল পত্র সিংহাসনে ॥
হলধরে মন্ত্রী করি সাজায় হরিষে।
ব্রজ-শিশুগণ তথা মহানন্দে ভাসে ॥
কোন শিশু পত্র ছত্র ধরিল মাথায়।
পত্রের তাম্বুল গড়ি কেহ দেয় তায় ॥
কোন শিশু পত্রের ব্যজনী করি করে।
রাধাকৃষ্ণে ব্যজনিছে সানন্দ অন্তরে ॥
ব্যজনী সঞ্চালে তথা হরষিত কায়।
কোনজন ফল পাড়ি আনিয়া যোগায় ॥
কেহ বা কোটাল হ'য়ে তথা দাঁড়াইল।
কোন শিশু হস্ত বান্ধি অন্যেরে আনিল ॥
দোষ গুণ করে হরি আপনি বিচার।
যথা শাস্তি দেয় তারে নন্দের কুমার ॥
কোন শিশু যমুনার জলেতে নামিল।
প্রস্ফুটিত শতদল অনেক তুলিল ॥
কেহ কুতূহলে পদ্ম ডাটা তুলি লয়।
কেহ যমুনার জলে সন্তরণ দেয় ॥
কেহ ত্বরা ধেয়ে আসি ধরিল তাহায়।
কৃষ্ণের নিকটে তারে বান্ধি লয়ে যায় ॥
কেহ বৃক্ষডালে উঠি পাড়ে নানা ফল।
খাইছে খেলিছে তাহে হইয়া চঞ্চল ॥
কোন শিশু গাভী বৎস কোলে করি লয়।
নৃত্য করি কোন শিশু দ্রুতবেগে ধায় ॥
কেহ হরিপাশে যায় করিয়া ক্রন্দন।
বলে মোরে ভূমিতলে ফেলিল এখন ॥
কেহ বলে ধাক্কা মারি শ্রীদাম যে গেল।
করি সুবিচার রাজা দাও প্রতিফল ॥
এইরূপে শিশুগণে আনন্দিত মন।
কোন শিশু গাভিগণে করয়ে দোহন ॥
কেহ ল'য়ে গাভী সবে যায় অন্যদিকে।
কেহ বলে কুঞ্জবনে যেতে বল তাকে ॥
কেহ হামাগুড়ি দিয়ে ধরে কার' পায়।
কেহ বা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রয় ॥
কেহ বা পুষ্পের বনে ফুল তুলে কত।
কেহ বাঁধি ফুলগুচ্ছ হয় উপনীত ॥
কৃষ্ণে উপহার দেয় সবে কুতূহলে।
কেহ বা সাজায়ে ডালি মিষ্ট খাদ্য ফলে ॥
রাখালের রাজা বলি করে সম্বোধন।
ক্ষমা কর দোষ যত যশোদা-নন্দন ॥
এইরূপে হরষিতে খেলা করে কত।
ক্রমেতে গগনে রবি হয় প্রকাশিত ॥
রবি করে তাপিত হইল শিশুগণ।
ক্ষুধায় আকুল সবে হইল তখন ॥
মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিতে লাগিল।
হৈমবতী হরজায়া মনেতে জানিল ॥
অন্নপূর্ণা বেশ ধরি দেবী হৈমবতী।
সিংহ পৃষ্ঠে বনমাঝে করিলেন গতি ॥
ধরি মনোহর বেশ উপস্থিত হয়।
হস্তেতে সুবর্ণ বালা কিবা শোভা তায় ॥



কেহ কা'র গাত্রে জল দেয় ছড়াইয়া।
কেহ কারে ফেলে দেয় কূলে দাঁড়াইয়া। (৫৭০— পৃষ্ঠা।)

সুবর্ণ কঙ্কণ হাতে তাহে কত শোভা।
রতন অঙ্গুরী তায় প্রকাশিছে আভা॥
মাণিকের মালা গলে যেন দিবাকর।
হীরক কুণ্ডল কর্ণে কত প্রভা তার॥
চরণে নূপুর তায় মুনি মন হরে।
রাঙ্গা পায় রক্তজবা কত শোভা করে॥
করযোড়ে কৃষ্ণ অগ্রে আসি হর জায়া।
করিল অনেক স্তুতি হরিরে অভয়া॥
ওহে দেব ভবধব জগত-জীবন।
অপার মহিমা তব বিশ্বের কারণ॥
কটাক্ষে স্বজিলে হরি এ বিশ্ব সকল।
তোমার কৃপায় নাথ ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল॥
স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হও সার।
কে জানে মহিমা তব ওহে মূলাধার॥
তব অংশে জন্ম যত অমরের গণ।
প্রলয় উৎপত্তি হরি তোমাতে সাধন॥
সবাকার মূল তুমি ওহে বীজময়।
লীলার আধার দেব তুমি সর্ব্বময়॥
এইরূপে করে স্তব দেবী হৈমবতী।
হেনকালে বৃষোপরে আসে পশুপতি॥
হংসপৃষ্ঠে আসে দেব চতুর আনন।
বৃন্দাবন বনে আসে যত দেবগণ॥
ব্রজশিশু দেখি সবে বিস্ময় মানিল।
অপরূপ রূপ সবে নয়নে হেরিল॥
প্রণমিল আসি সবে শ্রীকৃষ্ণের পদে।
আশীর্ব্বাদ করে হরি মনের আহ্লাদে॥
হৈমবতী প্রতি হরি সঙ্কেত করিল।
বনমাঝে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রকাশিল॥
লক্ষ্মী আদি সরস্বতী সাবিত্রী বিমলা।
বনমাঝে সকলেতে উপনীত হৈলা॥
শিশুগণে কহে হরি হাসিয়া তখন।
ক্ষুধায় আকুল সবে করহ ভোজন॥
তবে যত শিশু হয় মহা আনন্দিত।
ভোজন কারণে সবে হ'ল উপনীত॥
যমুনা হইতে জল আনে পাত্র ভরি।
পদ্মপত্র পাতি সবে বসে সারি সারি॥
মধ্যে বসে হলধর শ্রীনন্দনন্দন।
সারি সারি বসে সবে যত শিশুগণ॥
মহামায়া হরজায়া হস্তে স্বর্ণ থালা।
সকলেরে অন্ন দেন আপনি কমলা॥
দিল অন্ন সকলেরে ব্যঞ্জন সহিত।
ভোজন করয়ে সবে হ'য়ে প্রফুল্লিত॥
পায়স পিষ্টক দধি দুগ্ধ আদি যত।
ছানা ননী খাদ্য আর নানাবিধ কত॥
এইরূপে ব্রজশিশু সহ ভগবান।
বনমাঝে মহানন্দে করিল ভোজন॥
আচমন করি শেষ আনন্দে উন্মত্ত।
পরিতোষ হ'য়ে সবে করে মহা নৃত্য॥
কৃষ্ণ অনুমতি ল'য়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন॥
ব্রজের রাখাল যত সানন্দিত মনে।
দূর হ'তে তাড়াইয়ে আনে ধেনুগণে॥
যমুনার তীরে সবে তাড়াইয়া যায়।
তৃষ্ণাতুর গাভীগণ জল সবে খায়॥
ক্রমে রবিকর অতি হীনকর হয়।
ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যায়॥
পাখীকুল কলরবে নীড়েতে ধাইল।
হেনকালে শ্যামরায় বেণু রব কৈল॥
সঙ্কেতে বেণুর রব করিয়ে শ্রবণ।
আনন্দে উন্মত্ত তবে যত শিশুগণ॥
গাভীগণ হাম্বারবে গৃহমুখে গেল।
হরিসহ ব্রজশিশু নাচিয়া চলিল॥
তুলি নানা বনফুল মালা গাঁথি তায়।
মহাহর্ষে সকলেতে গাভী শৃঙ্গে দেয়॥
ধেনু শৃঙ্গে মনোহর মালতীর মালা।
হর্ষচিত্তে গাভী যত ধীরেতে চলিলা॥
নাচিতে নাচিতে তবে ব্রজশিশু যত।
অতঃপর হর্ষান্তরে গৃহে উপনীত॥

রঙ্গ করি চলি যায় কত শোভা তার।
নিজ নিজ ধেনু ল'য়ে সবে গৃহে যায় ॥
ভাগবত কথা অতি মধুর শ্রবণে।
অনায়াসে মোক্ষ পায় যত পাপীগণে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের
গোষ্ঠ বিহার সমাপ্ত।

অথ শঙ্খচূড় বধ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
শ্রবণে পবিত্র কথা সবার সদ্গতি ॥
যেই নর হরিনাম বলয়ে মুখেতে।
সুধাময় হরিনাম শুনয়ে কর্ণেতে ॥
মহা পাপরাশি তার হয় যে খণ্ডন।
কহিলাম সার কথা বেদের বচন ॥
অপরে শুনহ রায় কথা পুরাতন।
একদিন দেবী যাত্রা করে যত জন ॥
অম্বিকা দেখিতে যায় গোপগণ যত।
মহানন্দে গোপশিশু ধায় শত শত ॥
অম্বিকা কানন যথা তথা সবে ধায়।
পবিত্র হইল স্নান (১) করিয়া তথায় ॥
স্নান করি পট্টবস্ত্র পরিধান করি।
চলিল পূজিতে যথা শঙ্কর শঙ্করী ॥
নানা উপচারে অগ্রে পূজে পশুপতি।
অনন্তরে পূজা করে দেবী ভগবতী ॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য মহা মহোৎসব।
আনন্দে মাতিল সবে ব্রহ্মশিশু সব ॥
গোপগণ মহানন্দে সকলে মাতিল।
দ্বিজগণে বহু দান মুক্ত হস্তে দিল ॥
নানা রত্ন করে দান ধেনু অগণন।
দানে মহাতুষ্ট হ'ল যত দ্বিজগণ ॥
অনাথ দরিদ্রগণে কাতারে কাতারে।
পরিতুষ্ট করে সবে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
ভোজন করায় দ্বিজ মনের হরিষে।
চর্ব্ব্য চষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ রসে ॥
হৃষ্টমনে দ্বিজগণে সকলে পূজিল।
দেবী অগ্রে গোপ যত প্রার্থনা করিল ॥
মনোমত মাগে বর শঙ্করী সকাশে।
এইরূপে গোপ গোপী মনের হরিষে ॥
সরস্বতী বারি আনি পিয়ে সর্ব্বজন।
ব্রতচারী উপবাসী ছিল যতজন ॥
দেবীর প্রসাদ তবে আনন্দেতে খায়।
সেই নিশা অবস্থিত করিল তথায় ॥
নন্দ আদি যত গোপ সানন্দ হৃদয়।
দেবসহ গোপগণে সুখে সবে রয় ॥
মহানন্দে সবে আছে করিয়ে শয়ন।
হেনকালে মহাসর্প করে দরশন ॥
বিষম আকার সর্প তথায় আইল।
ভয়ঙ্কর বেশে নন্দে গিলিতে আসিল ॥
ক্রমে ক্রমে নন্দঘোষে গিলে অজাগর।
ঘোর রবে কাঁদে সবে ব্যাকুল অন্তর ॥
নন্দগোপ মহাভীত করিছে ক্রন্দন।
পায় ধরি মহাসর্প গ্রাসিছে তখন ॥
গোপকুল ভয়াকুল কাঁদে উচ্চ রবে।
বিষম সর্পেরে হেরি জ্ঞানশূন্য সবে ॥
মহাভীত নন্দরায় আকুল অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তথা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ওরে কৃষ্ণ শীঘ্র আসি কর দরশন।
অজাগর আসি মোরে গ্রাসিছে এখন ॥
এস বাপ শীঘ্র করি বাঁচাও আমায়।
নতুবা এ মহাসর্প গিলিয়া যে খায় ॥
ত্বরা করি এস হরি করহ মোচন।
এত বলি নন্দঘোষ করিছে ক্রন্দন ॥
নন্দের ক্রন্দনে তথা গোপ যত ছিল।
নিকটে আসিয়া সবে কাঁদিতে লাগিল ॥

১। অম্বিকা বনে সরস্বতী নদীতে সকলে অবগাহন করিয়াছিলেন।

সর্পে সংহারিতে তবে সৃজিয়া উপায়।
প্রহারে বিষম অস্ত্র মহাসর্প গায়॥
প্রহারে যতই অস্ত্র সর্প সংহারিতে।
না মরে সে অজাগর অস্ত্র প্রহারেতে॥
অস্ত্রের প্রহারে সর্প করয়ে গর্জ্জন।
দ্বিগুণিত ক্রোধে গ্রাসে নন্দেরে তখন॥
হেনকালে কালশশী তথায় আইল।
পিতার দুর্গতি কৃষ্ণ নয়নে দেখিল॥
নন্দের দুর্দ্দশা হরি করি দরশন।
ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাশন॥
ক্রোধেতে অস্থির হরি কাঁপে সর্ব্বকায়।
পদাঘাত করে তবে সর্পের মাথায়॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব ভারতী।
কৃপার সাগর সেই প্রভু ক্ষিতিপতি॥
যেই পদ বাঞ্ছা করে চতুর আনন।
যোগিগণ যোগে রত যে পদ কারণ॥
দেব যত অবিরত যে পদ ধেয়ায়।
সেই পদ দিল হরি সর্পের মাথায়॥
কত ভাগ্য ধরে সর্প না যায় কথন।
বড় ভাগ্যে কৃষ্ণপদ করে পরশন॥
হরিপদ পরশনে মুক্তিপদ পায়।
হরি-পাদপদ্ম সর্প ধরিল মাথায়॥
হরিপদ স্পর্শে হৈল পাপের মোচন।
দিব্যমূর্ত্তি সেইক্ষণে করিল ধারণ॥
ধরিল অদ্ভুত রূপ সর্প সেইক্ষণে।
ভূমি লুটি পড়ে তবে হরির চরণে॥
পুনঃ পুনঃ হরিপদে করয়ে প্রণতি।
কৃতাঞ্জলি করি সর্প করে বহু স্তুতি॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তকে রাখিল।
পরম সুন্দর রূপ পুরুষ হইল॥
তবে হরি সেই জনে জিজ্ঞাসে তখন।
কেবা তুমি সত্য কহ পুরুষ রতন॥
রূপ দরশনে মনে হেন জ্ঞান হয়।
প্রধান পুরুষ তুমি হইবে নিশ্চয়॥
কিবা অপকর্ম্ম হয় তোমাতে সাধন।
কি কারণে সর্প দেহ করিলে ধারণ॥
কি হেন নিন্দিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে।
সর্পযোনি বল শুনি কেন বা পাইলে॥
স্বরূপে বলহ তুমি নিজ পরিচয়।
বিস্তারিয়া কহ সব না করিহ ভয়॥
কৃষ্ণের বচন সর্প করিয়ে শ্রবণ।
করযোড়ে মৃদুভাষে করে নিবেদন॥
পরে সর্প হরি পদ দুই করে ধরি।
বিনয়ে কহিল তথা শুন বংশীধারী॥
জাতিতে গন্ধর্ব্ব আমি নাম সুদর্শন।
মহা ধনবান আমি ছিলাম তখন॥
ঐশ্বর্য্যেতে মম সম না ছিল দ্বিতীয়।
রূপবতী নারী মোর সম নাহি হয়॥
একদিন শুন প্রভু কহি সে বারতা।
বিদ্যাধরিগণ সঙ্গে হ'য়ে প্রফুল্লিতা॥
বিমানে কামিনীরূপে করি যে ভ্রমণ।
যথা ইচ্ছা যাই তথা নাহিক বারণ॥
শুন যদুপতি দৈবে করিতে ভ্রমণ।
অঙ্গিরা মুনির সঙ্গে হয় দরশন॥
আমি উপহাস করি সেই মুনিবরে।
সর্পাকৃতি হ'য়ে ভয় দেখাইনু তারে॥
ভয়ে ভীত মুনিরাজ হইল তখন।
বিকট আকৃতি সর্প করে দরশন॥
অতঃপর মুনিবর ক্রোধিত অন্তর।
অভিশাপ দিল তবে আমার উপর॥
ক্রোধে হুতাশন প্রায় কম্পিত হইল।
আরক্ত নয়নে তবে কহিতে লাগিল॥
দুরাচার নাহি ভয় তোমার অন্তরে।
আমারে দেখাও ভয় বিকট আকারে॥
তেকারণে সেইরূপ রহ কিছুকাল।
কর্ম্মমত ভোগ কর আপনার ফল॥
সর্পের আকারে রহ এই ধরাতলে।
মম বাক্য অন্যথা না হবে কোনকালে॥

উড়িল পরাণ মোর মুনিবাক্য শুনি।
পদতলে পড়ি রহি করি যোড়পাণি ॥
মুনিরাজ প্রতি তবে কহিনু বচন।
অধীনের অপরাধ করহ মার্জ্জন ॥
সহজে অবোধ মোরা অতি হীনমতি।
না জানি করেছি দোষ ওহে মহামতি ॥
নারীজাতি প্রতি রোষ উপযুক্ত নয়।
ত্যজ রোষ ক্ষম দোষ ওহে দয়াময় ॥
এইরূপে কত স্তুতি করি মুনিবরে।
সদয় হইয়ে মুনি কহিল আমারে ॥
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে।
সর্পরূপে কিছুকাল এ স্থানে রহিবে ॥
পরে শুন বিদ্যাধরী আমার বচন।
হরি অনুগ্রহে তবে হইবে মোচন ॥
কহিলাম মুনি প্রতি শুনি শাপ বাণী।
ভূতলে পতিত হয়ে করি যোড়পাণি ॥
অভিশাপ নহে দেব মম ভাগ্যোদয়।
নয়নে হেরিনু আজ পরম আশ্রয় ॥
পাইনু পরম পদ মুনির কৃপাতে।
ধরিনু ও পাদপদ্ম আপন শিরেতে ॥
কত পুণ্যে দরশন হৈল ও চরণ।
ধ্যানে নাহি পায় যাহা মুনি ঋষিগণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি সদা বাঞ্ছে যেই পদ।
যে চরণ অনুক্ষণ যোগীর সম্পদ ॥
কমলা সেবিত পদ মস্তকে আমার।
আমা হ'তে ভাগ্যধর কেবা আছে আর ॥
তব পদ পরশনে আমি ধন্য অতি।
অশুভ হইল নাশ শুনহ শ্রীপতি ॥
তুমি সবাকার গুরু ওহে দয়াময়।
তব রাঙ্গা পদে নাথ যে করে আশ্রয় ॥
তব পদে মতি যার থাকে অনুক্ষণ।
সেইজন সদা সেবে তব শ্রীচরণ ॥
তব অনুচর হ'য়ে তব পাশে রয়।
সংসার সাগর পারে তার নাহি ভয় ॥
তব ও চরণ স্পর্শে আমার মোচন।
তব পাদপদ্মে হরি লইনু শরণ ॥
তুমি সকালর ধাতা ওহে সর্ব্বগতি।
জগৎ নিস্তার দেব সংসারের পতি ॥
ব্রহ্ম অভিশাপে মম করিলে নিষ্কৃতি।
পরব্রহ্ম পরাৎপর ওহে জগৎপতি ॥
কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার।
গোলোক-বিহারী হরি যশোদা-কুমার ॥
নমস্তে গোপিকাকান্ত গোপিকা জীবন।
অখিলের সার হরি রাধিকা-রমণ ॥
তপ জপে তব নাম যেই জন গায়।
সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি সে পায় ॥
তব নাম যেই জন করে অবিরত।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বেদের লিখিত ॥
যে করে তোমার এই চরণ স্পর্শন।
তাহার ভাগ্যের সীমা নহে কদাচন ॥
এইরূপে কত স্তুতি করি নারায়ণে।
বার বার প্রদক্ষিণ করি সেই স্থানে ॥
শ্রীচরণে প্রণতি করিল কত তায়।
করপুটে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়ে রয় ॥
অনন্তর বিদ্যাধর করিল গমন।
বহুক্লেশে নন্দগোপ হইল মোচন ॥
তাহা দরশনে সবে বিস্ময় মানিল।
কৃষ্ণের প্রভাব তথা সকলে দেখিল ॥
মনে মনে কত রূপ করয়ে চিন্তন।
পরে দেবী পূজা সারি যত গোপগণ ॥
বৃন্দাবন মাঝে সব চলিল সত্বর।
গৃহপানে যায় সবে প্রফুল্ল অন্তর ॥
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত ব্রজবাসী যত।
গৃহেতে আইল সবে আনন্দিত চিত ॥
অনন্তর নরমণি করহ শ্রবণ।
একদিন রাম কানু ভাই দুইজন ॥
বিহারে পরম রঙ্গে বৃন্দাবন বনে।
নিশাকালে যান হরি গোপবধূ সনে ॥

কত খেলা খেলে হরি হরষিত হ'য়ে।
বিহারে গোপের বালা কৃষ্ণগুণ গেয়ে ॥
মনোহর বেশে সবে ভূষিতে কাননে।
পরিহিত নীলাম্বর চন্দন লেপনে ॥
বনমালা গলে শোভে পরম সুন্দর।
সুশীতল কর বর্ষে কুমুদ-ঈশ্বর ॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল গন্ধে আমোদিত।
মল্লিকা মালতী যুথী সবে প্রফুল্লিত ॥
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তখন।
মকরন্দ গন্ধ সহ তাহে অনুক্ষণ ॥
আনন্দিত রাম কানু কানন ভিতর।
বংশী গানে মুগ্ধ হয় সবার অন্তর ॥
বাঁশী রবে মত্ত যত ব্রজাঙ্গনাগণ।
মোহিত হইল সবে হারাইল জ্ঞান ॥
এলো থেলো বেশ যেন পাগলিনী প্রায়।
বসন খসিল সবে পড়িল ধরায় ॥
অঙ্গের ভূষণ যত নারে সম্বরিতে।
এইরূপে রামকানু মাতিল খেলাতে ॥
উন্মত্ত বারণ যথা দলে পদ্মদল।
সেইমত বনে খেলে হয়ে কুতূহল ॥
হেনকালে তথা আসে কুবের কিঙ্কর।
শঙ্খচূড় নামে দৈত্য মহাবলধর ॥
দেখিল খেলিছে তথা ভাই দুইজন।
গোপিনী সহিত খেলে করে দরশন ॥
মনে মনে দৈত্যবর ভাবিতে লাগিল।
গোপিনীগণেরে হেরি ত্বরিত চলিল ॥
মহাবনে গোপিগণে লইয়া তখন।
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধায় আনন্দিত মন ॥
বিস্ময় মানিল যত ব্রজাঙ্গনা-কুল।
ঘোর রবে কান্দে সবে হইয়া ব্যাকুল ॥
মহাভীত গোপী যত হইয়ে তখন।
বলে কোথা রাখ কৃষ্ণ যশোদা-নন্দন ॥
এইমত গোপী যত রোদন করয়।
তাহা শুনি রাম কানু ক্রোধিত হৃদয় ॥
দুইভাই বিপরীত করে দরশন।
কোপেতে কম্পিত অঙ্গ হইল তখন ॥
গোপিগণে হাস্যাননে ভয় নাই বলিয়া।
ক্রোধে মত্ত হস্তী সম চলিল ধাইয়া ॥
মহাশাল বৃক্ষ তথা করি উৎপাটন।
বলে কোথা দুরাচার কর আসি রণ ॥
স্থির হও দুষ্টমতি পাবে প্রতিফল।
আর না দেখিরে তোর কিঞ্চিৎ মঙ্গল ॥
কার সনে কর বাদ না জান অন্তরে।
কার বলে গোপিকায় লয়ে যাও হ'রে ॥
এতেক কহিল যদি ভাই দুইজন।
দৈত্যবর পাছু ফিরি করে দরশন ॥
দেখিল সে কালমূর্ত্তি পশ্চাতে আইল।
ব্রজ-বধূগণে তবে ছাড়িয়া সে দিল ॥
মহাভয়ে দৈত্যবর করে পলায়ন।
ক্রোধে কাঁপে দুই ভাই লোহিত লোচন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে বলরাম প্রতি।
রাখহ গোপিকাগণে যতনে সম্প্রতি ॥
সাবধানে নারীগণে রাখ মহাশয়।
এত কহি শঙ্খচূড় পাছু পাছু ধায় ॥
অগ্রে ধায় দৈত্যবর পাছু নারায়ণ।
হেনরূপে বহুদূর করিল গমন ॥
বহুদূর গিয়া দৈত্য নিস্তেজ হইল।
অমনি শ্রীহরি তার চুলেতে ধরিল ॥
মহাক্রোধে যদুরায় মুষ্ট্যাঘাত করে।
ছিন্ন হ'য়ে মাথা তার পড়ে ভূমিপরে ॥ (১)

১। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যবর শঙ্খচূড়ের শিরোচ্ছেদন করেন, সেই সময় তাহার মস্তকে একটি মহামণি ছিল। তাহা গ্রহণপূর্ব্বক রোহিণীকুমার বলদেবকে প্রদান করেন কিন্তু মতান্তরে লিখিত আছে যে শঙ্খচূড় দৈত্যের যে মণি কৃষ্ণ গ্রহণ করেন, সেই মণি স্যামন্তক নামে প্রসিদ্ধ এবং মণি প্রত্যহ অষ্ট ভরি স্বর্ণ প্রসব করিত।

এইরূপে শঙ্খচূড় মহা দৈত্যবরে।
বিনাশ করিল হরি মুষ্টির প্রহারে॥
যক্ষরাজে মারি হরি আনন্দ অন্তরে।
দেবীবনে আসি হরি মিলিল সত্বরে॥
বলদেব কৃষ্ণে ধরি করে আলিঙ্গন।
গোপ গোপিগণে সবে আনন্দে মগন॥
ভাগবত কথা অতি মধুর ভারতী।
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধুমতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শঙ্খচূড়
বধ কথা সমাপ্ত।

অথ গোপিগণের কৃষ্ণ-গুণগান।

শুকদেব কহে রাজা শুনহ ভারতী।
কৃষ্ণলীলা সুধাসার সুমধুর অতি॥
যবে গোপীনাথ গোষ্ঠে করয়ে গমন।
গোপী যত ধায় দ্রুত কৃষ্ণের কারণ॥
পশ্চাতেতে ধায় সবে কৃষ্ণ বিরহিনী।
কৃষ্ণলীলা গীত গায় হ'য়ে আহ্লাদিনী।
কৃষ্ণগুণ গানে সুখ গোপী সবে পায়।
কৃষ্ণগুণ গান তাই অনুরাগে গায়॥
কোন গোপী কহে সখি কর দরশন।
এই দেখ গোপীনাথ বসিয়া এখন॥
হের সখি নিজ হস্তে রাখি গণ্ডস্থল।
কেমন নাচায় দেখ নয়ন যুগল॥
অধরে মুরলী ধরি মদন-মোহন।
কেমন বাজায় বাঁশী মানস হরণ॥
যখন সুস্বরে বেণু করয়ে বাদন।
জগতের নারী যত ছাড়ে কুলমান॥
মোহন বেণুর রব করিয়া শ্রবণ।
ত্রিজগতে মোহিত না হয় কোনজন॥
হের সখি দেবগণে শুনি বেণুরব।
নিজ নিজ পত্নী সঙ্গে শূন্যে আসে সব।
বেণুরব শুনি সবে আনন্দিত মন।
মদন পীড়নে তথা হয় অচেতন॥
দেবের রমণী তবে লজ্জিত অন্তরে।
কৃষ্ণপদে নিজ চিত্ত সমর্পণ করে॥
শিথিল কবরী অঙ্গ অবশ হইল।
কটির বসন তথা খসিয়া পড়িল॥
মহামোহে মুগ্ধ দেব-বধূগণ সবে।
পতি স্কন্ধে দিয়া মুখ নিরখয়ে তবে॥
গৃহেতে যাইতে কার' মানস না হয়।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বালা সহা নাহি যায়॥
অসহ্য যন্ত্রণা হয় কৃষ্ণ অদর্শন।
কিবা মনোহর রূপ মেঘের বরণ॥
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ আভা সমুজ্জ্বল।
মেঘ কোলে সৌদামিনী যথা ঝলমল॥
কমনীয় রূপে হরে কামিনীর মন।
বিনোদ অধরে বেণু করয়ে বাদন॥
হেঁটমুখে বেণুরন্ধ্রে ফুক দেয় কত।
হাস্যের সহিত মুখ হেরে অবিরত॥
সেই হাস্যাধরে বেণু বাজায় যখন।
ত্রিজগতে নারী যত অস্থির জীবন॥
শ্রবণে সে বাঁশী রব অবসন্ন কায়।
সে দুঃখের কথা সখি কহা নাহি যায়॥
অল্পমতি নারীজাতি শুনি বেণুরব।
জ্ঞানহারা বিমোহিত স্থির নেত্র সব॥
ঐ দেখ বেণুরবে ব্রজ-পশুগণ।
মৃগ আদি গো-বৎস সবে অচেতন॥
বাঁশরী বাজায় যবে যশোদা-নন্দন।
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে করে দরশন॥
ভক্ষ্য তৃণ ছাড়ি সবে ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি।
উভরড়ে ধায় সবে শব্দ অনুসারি॥
মুখেতে ধরিয়া তৃণ না করে চর্ব্বণ।
চিত্রের পুত্তলি সম স্থির দুনয়ন॥
স্তন ছাড়ি বৎস যত ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
বল সখি বেণুরবে চেতন কে পায়॥

চমকিত মৃগদল স্থির নেত্রে চায়।
বেণুরব শুনি সবে উর্দ্ধশ্বাসে ধায় ॥
নবদূর্ব্বা কেহ আর না করে চর্ব্বণ।
আকুল অন্তর সবে হারায় চেতন ॥
নিমীলিত নেত্র সবে যেন নিদ্রা যায়।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম সবে দৃষ্ট হয় ॥
আর দেখ প্রাণসখি শিখী শাখাপরে।
উর্দ্ধপুচ্ছে করে নৃত্য হরিষ অন্তরে ॥
সে কারণে মত্ত সবে শুনি বেণুরব।
বৃক্ষোপরে নৃত্য করে বিহঙ্গম সব ॥
হের সখি যমুনার কেমন কৌতুক।
বেণুরব শুনি মনে কতই উৎসুক ॥
বিপরীত গতি করে আনন্দ অন্তরে।
গতিহীন শান্তভাব শুনি বেণু স্বরে ॥
আকুল হইল কৃষ্ণ রূপ দরশনে।
কৃষ্ণ পদরজঃ আশা করে মনে মনে ॥
এত ভাবি স্থিরগতি হয় স্রোতস্বতী।
কৃষ্ণমুখ দরশনে হয় হৃষ্টমতি ॥
কৃষ্ণপদ আশে নদী পুলকে পূর্ণিত।
প্রফুল্ল হৃদয় তার হতেছে ধাবিত ॥
হের সখি কি কহিব কৃষ্ণের কাহিনী।
কত রঙ্গে দেখ সখি করে বংশীধ্বনি ॥
বন্যপশু স্তব্ধ হয় সে রব শ্রবণে।
উর্দ্ধপুচ্ছে ধায় সবে কৃষ্ণ দরশনে ॥
হিংসাবৃত্তি পরিহরি চঞ্চল অন্তর।
চকিত নয়নে সবে শুনে বাঁশী স্বর ॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্থির নেত্রে রয়।
কহিতে বাঁশীর গুণ কে পারে ধরায় ॥
এই দেখ সরসীতে রাজহংস যত।
বেণুরবে স্থির নেত্র যেন সবে হত ॥
হংসী সহ ক্রীড়া নাহি করে আনন্দেতে।
বেণুরবে ধায় সবে সরসী জলেতে ॥
কি আর কহিব সখি কহিতে না পারি।
হের সখি! বনলতা যত সারি সারি ॥
পুষ্পে সুশোভিত সখি! ফলভরে নত।
আর দেখ সারি সারি তরুগণ যত ॥
হের সখি! মাধবী সে মনের হরিষে।
আলিঙ্গয়ে নিজপতি কতই উল্লাসে ॥
দেখ পল্লবিত শাখা শোভা তায় কত।
জীবগণে ছায়া দানে তোষে অবিরত ॥
বেণুরবে হয় সবে চঞ্চল অন্তর।
স্থিরভাবে দেখে সবে শ্যাম কলেবর ॥
অগণন তরুবর পুলকে পূর্ণিত।
বেণুরবে হয় সবে আনন্দে মোহিত ॥
আর দেখ অলিগণ মত্ত মধুপানে।
শ্রবণ জুড়ায় যার সুমধুর গানে ॥
গুন্‌গুন্ রবে করে মন্দ মন্দ গতি।
বেণুরবে তারা সবে আনন্দিত মতি ॥
কি কহিব প্রাণসখি সে রূপের ঘটা।
ললাটে তিলক শোভে চন্দনের ছটা ॥
তুলসী মঞ্জরী শোভে কর্ণেতে সুন্দর।
সেই গন্ধে মহানন্দে যত মধুকর ॥
অবিরত ধায় যথা শ্রীনন্দনন্দন।
বেণুরবে মত্ত সবে হইল তখন ॥
কৃষ্ণ অনুসরি সবে করিছে গমন।
কি আর কহিব সখি সে কথা এখন ॥
যেই বেণুরব কৃষ্ণ করেন পুলকে।
অমনি সে অলিগণ গান করে সুখে ॥
কি আর কহিব সখি সে অদ্ভুত কথা।
কহিতে কৃষ্ণের গুণ ঘুচে মনোব্যথা ॥
হের দেখ ব্রজমাঝে গিরি গোবর্দ্ধন।
বেণুরবে আছে মত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
কত যে আনন্দ ধরে এই গিরিবর।
শান্ত ভাব উচ্চ শির পুলক অন্তর ॥
আর দেখ প্রিয়সখি! জলদের দল।
বেণুরবে স্তব্ধ সবে চকিত সকল ॥
মন্দগতি জলধর সেই বাঁশী রবে।
অনুক্ষণ শান্তমনে আছেগো নীরবে ॥

সে ঘোর গর্জ্জন আর নহে দরশন।
ভয়ঙ্কর শব্দ আর না হয় শ্রবণ॥
বিজলীর ছটা আর দেখা নাহি যায়।
অশনি পতন সখি আর নাহি হয়॥
রবিকরে দগ্ধ জীব না হয় এখন।
ছায়াদানে তাপরাশি করে নিবারণ॥
আর দেখ মন্দ মন্দ হয় বরিষণ।
সুশীতল হয় যত জগত-জীবন॥
এইরূপে গোপিগণ কৃষ্ণগুণ গায়।
কোন গোপী যশোমতী প্রতি তবে কয়॥
তোমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
গোপ-ক্রীড়া ভাল জানে তোমার কুমার॥
বাজায় বিনোদ বেণু মনোহর অতি।
কেবা তারে শিখাইল কহ গুণবতী॥
অন্যের শিক্ষিত নহে জানিনু নিশ্চয়।
আপনি শিখিছে তাহা অন্যথা না হয়॥
অধরে ধরিয়া বাঁশী বাজায় যখন।
অমনি হরিয়া লয় সবাকার মন॥
জগতের জীব যত মুগ্ধ সবে হয়।
বংশীরবে ত্রিজগতে স্থির কেহ নয়॥
কি কহিব ধেনুগণে সবে মোহ যায়।
মুনি ঋষি সকলেতে চেতন হারায়॥
হারাইয়ে তত্ত্বজ্ঞান সকলে মূর্চ্ছিত।
পতিত ধরণীতলে হইয়ে মোহিত॥
বিচলিত বংশীরবে অমরের গণ।
মহামোহ পায় সবে হারাইয়া জ্ঞান॥
কি জানি সে বংশীরব কি হয় কেমন।
মোরা কোন ছার মুগ্ধ যত দেবগণ॥
কুলের কামিনী মোরা বল কিবা জানি।
বংশীরবে হই সবে মোরা পাগলিনী॥
কিবা পদ মনোহর কত রূপ তায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আছে সেই পায়॥
মরাল জিনিয়া গতি কত শোভা ধরে।
মৃদু মৃদু গতি তায় পৃথিবী উপরে॥
কিবা মৃদু হাস্যানন সুরক্ত অধরে।
কেবা নাহি মুগ্ধ হয় সেই মুখ হেরে॥
তাহে অবলার প্রাণ আকুল যে হয়।
দাসী হ'তে ইচ্ছা হয় সেই রাঙ্গা পায়॥
সব ছাড়ি সেই পদে হইগে অধিনী।
বিনামূল্যে দাসী হই মনে অনুমানি॥
কিবা মনোহর হাস্য কিবা সে বদন।
কিবা যুগ্ম ভুরু তায় চারু দরশন॥
তাহা দরশনে আঁখি ফিরাতে না পারি।
মদন পীড়ন জ্বালা সহিবারে নারি॥
একেত অবলা তায় মদন পীড়ন।
কিরূপে পাসরি বল অস্থির জীবন॥
অনঙ্গে পীড়িত সবে আকুল অন্তর।
মোহিত ব্রজের নারী মুগ্ধ নিরন্তর॥
কি আর কহিব সখি অস্থির জীবন।
সম্বরিতে নাহি পারি কটির বসন॥
শিথিল ভূষণ সব স্খলিত ধরায়।
ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রাণ একেবারে যায়॥
আর কি কহিব সখি গুণ পরিচয়।
শ্যামস্কন্ধে হস্ত দিয়া যবে চলি যায়॥
এক হস্ত সখা কাঁধে আর হস্তে বেণু।
মৃদুগতি ধায় যেন তাড়াইয়া ধেনু॥
যখন বাজায় বাঁশী সে কাল রতন।
তখনি অস্থির হয় গোপিকার মন॥
জ্ঞানহারা হ'য়ে মোরা যেন উন্মাদিনী।
গৃহ আশা ছাড়ি তবে যতেক গোপিনী॥
বেণুরবে গোপী সবে আকুল পরাণী।
আমাদের মত যত বনের হরিণী॥
শ্রবণে বেণুর রব চকিত অন্তর।
স্থির নেত্র সবাকার স্তব্ধ নিরন্তর॥
না পারি চলিতে আর নিশ্চল সকল।
আর নাহি হেরি নেত্র সেরূপ চঞ্চল॥
কহিতে না পারি আর কৃষ্ণগুণ কত।
যমুনা পুলিনে হের গো-গণে আবৃত॥

শোভিত হ'য়েছে সখি কুন্দ দামে তায়।
সখাগণ সঙ্গে সবে রঙ্গেতে খেলায়॥
হেন অপরূপ রূপ হেরে মন হরে।
তাহে মৃদু মৃদু গতি সদা গতি করে॥
মকরন্দ গন্ধ তাহে আমোদে বিহরে।
গুন্‌গুন্‌ রবে অলি চারিদিকে ফেরে॥
সখাগণ সঙ্গে আর অমরের গণে।
কত খেলা খেলে বনে সানন্দিত মনে॥
গীত বাদ্য করে সবে হরষিত অতি।
সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হ'তে গৃহে করে গতি
কি সুন্দর ঠামে যায় ধেনুগণ সঙ্গে।
সখাগণ সঙ্গে করি নাচে কত রঙ্গে॥
তাহা দরশনে মোরা আনন্দিত কত।
ধেনুর পশ্চাতে ধায় ধূলায় আবৃত॥
অলকা আবৃত মুখ চারু দরশন।
ধেনুর পশ্চাতে নাচি করয়ে গমন॥
চারিদিকে সখা যত নাচি নাচি যায়।
যেন তারা ঘেরা শশী কত শোভা তায়॥
তাহে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ললাটে দর্শন।
বনমালা কণ্ঠে শোভে নয়নে অঞ্জন॥
কিবা মন্দগতি তার সে ব্রজের পথে।
ব্রজ-গোপিকার মনোবাঞ্ছা পূরাইতে॥
কিবা শোভা সমুজ্জ্বল কর্ণেতে কুণ্ডল।
কিবা মুখ শশী তায় করে ঝলমল॥
অধরে বাঁশরী ধরা বঙ্কিম নয়ন।
মত্ত-গজরাজ জিনি করেন গমন॥
কত শোভা কত আভা কহনে না যায়।
যেন কুমুদিনীপতি আসিল তথায়॥
প্রভাতে উঠিয়া পুনঃ সখাগণ সঙ্গে।
গোচারণে ধায় সবে নাচি কত রঙ্গে॥
আর নাহি হেরি মোরা সে চাঁদ বদন।
বিরহ অনলে হই একান্ত দহন॥
সন্ধ্যাকালে পুনঃ হয় ব্রজে আগমন।
শশীমুখ হেরি সবে আনন্দে মগন॥
নির্ব্বাণ তখন হয় বিরহ অনল।
কৃষ্ণরূপ দরশনে সবাই শীতল॥
এইরূপে ব্রজগোপী কৃষ্ণগুণ গায়।
গোষ্ঠের বিরহ তাপ পরিহরি যায়॥
হেনরূপে ব্রজাঙ্গনা বসি এক মনে।
কৃষ্ণগুণ গান করে আনন্দ বিধানে॥
বিরহ যন্ত্রণা যত হয় নিবারণ।
কৃষ্ণলীলা গানে গোপী আনন্দে মগন॥
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে সুন্দর।
দাস ভাবে অবিরত শুনে সাধু নর॥
কৃষ্ণলীলা গুণ গান শুনে যেইজন।
মহাপাপ হ'তে তার হয় বিমোচন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে গোপীগণের কৃষ্ণ গুণ গান সমাপ্ত।

অথ কংসের স্বপ্ন দর্শন।

শুকদেব কহে শুন ওহে মহীধর।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা শুন অতঃপর॥
গোপলীলা গোপীসনে করে জনার্দ্দন।
বৃন্দাবনে কত লীলা করে নারায়ণ॥
কহিলাম সেই সব তোমার গোচরে।
কহিব মথুরা লীলা শুন অতঃপরে॥
একদিন কংস রাজা ঘোর নিশাকালে।
অঘোর নিদ্রায় আছে রত্ন-শয্যাতলে॥
হেনকালে অকস্মাৎ দেখে কুস্বপন।
হইল মস্তকে যেন অশনি পতন॥
নিদ্রাভঙ্গে কংসরায় পাইয়া চেতন।
মহাভয়ে ভীতমতি হইল তখন॥
চেতন পাইয়ে কংস কাতর হইল।
শয্যাপরে বসি তবে ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে হয় কম্পিত অন্তর।
চারিদিকে দেখে যেন মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥

মনে মনে ভাবে রায় কি দায় হইল।
ভূমিতলে বসি তবে কাঁদিতে লাগিল ॥
অস্তগত বিভাবরী প্রভাত যখন।
মৌন হ'য়ে কংস করে বাহিরে গমন ॥
সিংহাসনে বসি সম্বোধিয়া সর্ব্বজনে।
কহিতে লাগিল অতি সভয় বচনে ॥
ভয়েতে আকুল বড় আমার অন্তর।
দেখিনু স্বপন আমি অতি ভয়ঙ্কর ॥
নিশা দ্বিপ্রহরকালে দেখেছি স্বপন।
মহাভয়ঙ্কর রূপ ঘোর দরশন ॥
হেনরূপ কোনকালে না দেখি নয়নে।
তদবধি মহাভীত হইয়াছি মনে ॥
একটি রমণী দেখি বেশে ভয়ঙ্করা।
মুক্তকেশী লোল জিহ্বা হস্তে খাণ্ডা ধরা
পরিধানে রক্তবস্ত্র মৃদু মৃদু হাস।
ভয়ঙ্কর রূপ ঘটা দেখি লাগে ত্রাস ॥
কৃষ্ণবর্ণ নাসা হীন হস্তেতে খর্পর।
মহাকালী নৃত্য করে আসিয়া নগর ॥
প্রতি ঘরে ঘরে আসি করিছে ভ্রমণ।
আর এক অদ্ভুত যে করি দরশন ॥
মুক্তকেশী উলঙ্গিনী করি আগমন।
আমার নিকটে আসি চাহে আলিঙ্গন ॥
এইরূপে কুস্বপন দরশন করি।
কাঁপিছে অন্তর মোর স্থির হ'তে নারি
চারিদিকে অমঙ্গল হয় দরশন।
বিনা মেঘে নগরেতে বজ্রের পতন ॥
অগ্নিবৃষ্টি হয় যেন আমার নগরে।
গৃধিনী উড়িছে মম মস্তক উপরে ॥
শিবাকুল দিবসেতে করিছে চীৎকার।
অকালে দ্বিজের পুত্র হইল সংহার ॥
কোলাহল করে যত বানরের দলে।
ঘোর রবে ডাকে দেখ বায়স সকলে ॥
গর্দ্দভেরা মহা রবে হাহাকার করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ দৃশ্য হয় জ্বলন্ত অঙ্গারে ॥
হেন অমঙ্গল সব হয় দরশন।
সম্মুখেতে নৃত্য করে কে যেন এখন ॥
হাতের ধনুক মম পড়িছে খসিয়া।
বাম নেত্র সর্ব্বক্ষণ উঠিছে নাচিয়া ॥
চলিতে না চলে পদ হ'তেছে অচল।
কহ পাত্রগণ হেরি একি অমঙ্গল ॥
কবন্ধ আসিয়া মম নয়ন উপর।
নাচিয়া বেড়ায় সদা বেশ ভয়ঙ্কর ॥
যে অবধি কুস্বপন করি দরশন।
তদবধি সচঞ্চল হইয়াছে মন ॥
অন্তর কাঁপিছে মোর হইয়া আকুল।
না পাই ভাবিয়া কিছু সর্ব্বদাই ভুল ॥
কিছুতে অন্তরে মোর নাহি সুখোদয়।
যেন সেই কালরূপ আসিছে হেথায় ॥
ভয়ঙ্কর রূপ স্বপ্নে দেখেছি নয়নে।
সেই হ'তে বড় ভয় হইয়াছে মনে ॥
কি করি এখন আর কি আছে উপায়।
বুঝি সেই কৃষ্ণ হস্তে মরণ নিশ্চয় ॥
ভাবিয়ে না পাই কিছু উপায় তাহার।
অবশ্য তাহার হস্তে আমার সংহার ॥
কেন হেন ভয়ঙ্কর হ'য়েছে ঘটনা।
অস্থির আমার মন প্রবোধ মানে না ॥
কিসে সেই মহা অরি হইবে নিধন।
তাহার উপায় সবে করহ চিন্তন ॥
আমার পরম অরি সেই দুষ্টমতি।
তার হস্তে যেন মোর না হয় দুর্গতি ॥
যে অবধি দেখিয়াছি ঘোর দুঃস্বপন।
সেই হ'তে শোক নীরে হ'য়েছি মগন ॥
কিরূপে তাহাতে আমি পাইব নিস্তার।
কিরূপে করিব সেই দুষ্টের সংহার ॥
সবে মিলি সেই যুক্তি করহ এখন।
যেরূপেতে তারে পার করিতে নিধন ॥
শয়নে স্বপনে সদা শিহরিত মন।
সদা মনে হয় যেন শিয়রে শমন ॥

ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
দাস কহে সাধুগণ পিয়ে নিরন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কংস স্বপ্ন দর্শন সমাপ্ত।

অথ কংসের মন্ত্রণা।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
সভায় বসিয়া কংস সচিন্তিত মন॥
হেনকালে মহামুনি নারদ আইল।
মহা সমাদরে তারে পাদ্য-অর্ঘ্য দিল॥
করযোড়ে প্রণতি করিয়া নররায়।
রতন আসনোপরে ঋষিরে বসায়॥
আসনে বসিয়া ঋষি কহিল তখন।
বৃষাসুর দৈত্য তব হ'য়েছে নিধন॥
শৃঙ্গ উপাড়িয়া তারে সংহার করিল।
ক্ষণেকের তরে কৃষ্ণ কিছু না ভাবিল
তথায় আইনু আমি করি দরশন।
কহিতে সে সব কথা মম আগমন॥
তব অমঙ্গল আমি দেখিব কেমনে।
এই হেতু সত্বরে আইনু তব স্থানে॥
মহাভয় পায় রাজা ঋষি বাক্য শুনি।
তাহাতে নিশার স্বপ্নে উড়িছে পরাণী
করযোড়ে ঋষিবরে করে নিবেদন।
সত্য কি সে বৃষদৈত্য হ'য়েছে নিধন॥
নারদ কহিল রাজা মিথ্যা কভু নয়।
স্বচক্ষে দেখেছি তার হইয়াছে ক্ষয়॥
অমনি সে কংসরায় ভাসে অশ্রুজলে।
বৃষাসুর নিধন করিলা দুষ্ট কালে॥
মহা রণ করে সেই সবার প্রধান।
একা কৃষ্ণ কিরূপে হরিল তার প্রাণ।
অটল এ রাজ্য মম প্রতাপে যাহার।
নন্দসুত সেই বীরে করিল সংহার॥
এত কহি কংসরাজ ভাসে অশ্রুজলে।
গললগ্ন হ'য়ে পড়ে মুনি পদতলে॥
শুন মহাঋষি মোর এক নিবেদন।
তোমা বিনা গতি মোর নাহিক এখন॥
তোমা ভিন্ন আর মম জগতে কে আছে।
এখন উপায় বল কিসে প্রাণ বাঁচে॥
হিতকারী তুমি মম জানি সর্ব্বক্ষণ।
তব আজ্ঞা আমা হ'তে না হয় হেলন॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি আমি কংসরায়।
দেবকীর ছয় পুত্র বধিনু হেলায়॥
শিলায় আছাড়ি সবে করিনু সংহার।
তব আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য যে আমার॥
এবে মোরে ভাল যুক্তি দেহ তপোধন।
যাতে মম সুমঙ্গল হইবে এখন॥
সুযুক্তি কহিবে মোরে দেব ঋষিবর।
যাহাতে বিনাশ হয় সেই দুই নর॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে কিরূপে মরিবে।
কৃপা করি সেই কথা আমাকে কহিবে॥
কংসের বচন শুনি কহে মুনিবর।
মন দিয়া শুন কথা মথুরা-ঈশ্বর॥
ত্রিজগৎ মধ্যে আর নাহি হেনজন।
তোমা হ'তে ভালবাসি শুনহ রাজন॥
তব অমঙ্গলে মম ব্যথিত হৃদয়।
তব-হিত বাঞ্ছা সদা করিতে যে হয়॥
সেই হেতু কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
দেবকী উদর হ'তে হইল নন্দন॥
অষ্টম গর্ভের সুত সেই কালশশী।
নন্দের আগারে রাখে যবে ঘোর নিশি॥
হেথায় আনিয়া রাখে নন্দের কুমারী।
তোমারে দেখায় সেই কন্যা সুকুমারী॥
তাহারে মারিতে যবে করিলে গমন।
শূন্যপথে ধায় সুতা শুন বিবরণ॥
পূর্ব্বকথা সমুদয় আমি জানি রায়।
দেবকী সপ্তম গর্ভে যেই সুত হয়॥
সেই সুত রোহিণীর গর্ভেতে স্থাপন।
থুইল এ গর্ভ তথা করি আকর্ষণ॥

সকলে জানিল পরে ওহে দৈত্যেশ্বর।
দেবকীর গর্ভপাত হইল এবার॥
সপ্তম গর্ভের সুত নাম সঙ্কর্ষণ।
কহিলাম পূর্ব্বকথা তোমারে এখন॥
নন্দ-গৃহে সেই দুই পুত্র বলবান।
এখন করহ তার বিহিত বিধান॥
দেখ মহারাজ কহি বিধির বচন।
প্রলম্বাদি দৈত্য যেবা করিল নিধন॥
কৃষ্ণ বলরাম হ'তে তাদের বিনাশ।
সহজেতে না পূরিবে তব অভিলাষ॥
নন্দ বসুদেব দোঁহে মিত্রতা বিশেষ।
তার গৃহ কথা সব জানাই নরেশ॥
অতএব এক যুক্তি শুন কংসরায়।
নন্দ সহ দুই পুত্র আনহ হেথায়॥
কোন ছলে মথুরায় আন দুইজনে।
বিশেষ উপায় তুমি ভাব এবে মনে॥
শিশুকালে অল্প বল যুঝিতে নারিবে।
বয়স হইলে তারে বলে কে পারিবে॥
বুঝিয়া সুযুক্তি এর কর নরপতি।
উপায় এখন রাজা করহ সম্প্রতি॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
বিহিত যা হয় তাহা করিবে রাজন॥
শুনিয়া নারদ বাণী তবে কংসরায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়॥
ক্রোধানলে এককালে যেন হুতাশন।
অসি হস্তে মহা ব্যস্ত হইল তখন॥
বসুদেব দেবকীরে করিতে বিনাশ।
চলিল সে কংসরায় ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥
তাহা দরশনে মুনি করে নিবারণ।
কি কারণে ইহাদের বধিবে জীবন॥
অকারণ ইহাদের জীবন বধিবে।
তাহে তব বল কোন ফল লভ্য হবে॥
যাতে তব মৃত্যু ভয় শুনহ রাজন।
যাহা হ'তে চারিদিকে ঘোর দরশন॥
অমঙ্গল যাহা হ'তে ওহে নরবর।
তাদের বিনাশ এবে করহ সত্বর॥
নিরাপদ হ'তে যদি বাসনা মনেতে।
তাঁহা দোঁহে বধ শীঘ্র আমার বাক্যেতে॥
শুন দেবঋষি বাণী কংস ক্রূরমতি।
সুদৃঢ় বন্ধনে দোঁহে বান্ধিল সম্প্রতি॥
বসুদেব দেবকীরে লোহার শৃঙ্খলে।
কারাগার মধ্যে বদ্ধ করিল সে স্থলে॥
এত কহি ঋষিবর করে পলায়ন।
চিন্তিত হইল তাহে সে কংস রাজন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পায় উপায়।
কেশী নামে দৈত্যবরে ডাকিল ত্বরায়॥
শুন কেশী দৈত্য আমি কি কহিব আর।
কৃষ্ণ হস্তে আমার যে হইবে সংহার॥
আমার বিষম শত্রু তারা দুই ভাই।
নিশ্চয় মারিবে মোরে তোমারে জানাই॥
অতএব তুমি মোর কর উপকার।
তোমা ভিন্ন উপায় যে নাহি দেখি আর॥
শীঘ্র যাও ব্রজপুরে নন্দের আলয়।
বিনাশ করহ বসুদেবের তনয়॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই আছে তথাকারে।
অতএব যাহ তুমি সেই ব্রজপুরে॥
শীঘ্র গিয়া সংহার করহ দুইজনে।
মম কার্য্য কে সাধিবে বল তোমা বিনে॥
শুনিয়া কংসের বাক্য কেশী দৈত্যবর।
দ্রুতগতি গেল তবে নন্দের আগার॥
সত্বরে সে কেশী দৈত্য করিল গমন।
চানুর মুষ্টিকে রাজা ডাকিল তখন॥
শল ও তোষল আদি অমাত্য সকলে।
হস্তীপতি আজ্ঞামাত্র আইল সে স্থলে॥
একত্রে সকলে তথা ডাকিয়া রাজন।
নারদের কথা সবে কহিল তখন॥
শুন কহি দৈত্যগণ আমার বচন।
ঋষিবর মুখে যাহা করেছি শ্রবণ॥

বসুদেব দুই পুত্র নন্দের মন্দিরে।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আছে ব্রজপুরে।
তাহাদের হস্তে মম মরণ নিশ্চয়।
দৈববাণী এই কথা আমারে জানায় ॥
এখন সকলে তার উপায় চিন্তহ।
কৌশলে মথুরাপুরে তাদের আনহ ॥
যেরূপেতে পার দোঁহে আন মম বাস।
কোনমতে কর সবে দুজনে বিনাশ ॥
রঙ্গক্রীড়া ছলে তবে যত মল্লগণ।
রঙ্গস্থলে দুই ভায়ে করহ নিধন ॥
বড় উচ্চ করি মঞ্চ করিবে নির্ম্মাণ।
মল্ল লীলা রঙ্গ স্থান করহ বিধান ॥
স্থানে স্থানে রবে সবে পুরবাসী জন।
এক উচ্চ মঞ্চ কর আমার কারণ ॥
এক এক মঞ্চ কর বিচিত্র বিধান।
নগরের লোক সব রবে স্থানে স্থান ॥
হস্তিপতি তুমি কর্ম্ম কর সাবধানে।
কিম্বা দ্বার রাখ তুমি বিশেষ যতনে ॥
দ্বারেতে রাখহ তুমি হস্তী কুবলয়।
আসিবে যখন হেথা নন্দের তনয় ॥
সেইকালে সাবধানে বধিবে দুজনে।
মম আজ্ঞা পালন করহ সাবধানে ॥
হস্তী দ্বারা দুইজনে বিনাশ করহ।
এক যোগে মম আজ্ঞা সকলে পালহ ॥
এইরূপে মন্ত্রণা করিয়া কংস রায়।
আনন্দ অন্তরে তবে অন্তঃপুরে যায় ॥
ভাগবত কথা অতি সুধার সাগর।
দাস ভাষে মহানন্দে পিয়ে সাধু নর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কংস মন্ত্রণা সমাপ্ত।

অথ কংস কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন।

পরীক্ষিত কহে মুনি কহ অতঃপর।
তব মুখে হরিকথা শুনিতে সুন্দর ॥
কি করিল কংস রায় বলহ এক্ষণে।
কি কার্য্য করিল কংস শুনিব শ্রবণে ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ আমায়।
হরিকথা তব মুখে শুনি সুধাময় ॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
কংস কি করিল তাহা শুনহ সম্প্রতি ॥
শুনিয়া নারদ বাণী কংস দৈত্যবর।
প্রাণভয়ে অতিশয় হইল কাতর ॥
সভয় অন্তরে তবে মথুরার পতি।
মৃদু ভাষে কহে সব সভাসদ প্রতি ॥
সকলের প্রতি কহে কি উপায় হবে।
বিহিত যা হয় কর পরামর্শ সবে ॥
কংসের বচনে তবে কহে পুরোহিত।
কি ভয় তোমার রাজা শুন কহি হিত ॥
ওহে মথুরার পতি কি ভাব অন্তরে।
যতক্ষণ আছে মম জীবন শরীরে ॥
হিত বাণী কহি শুন তোমারে রাজন।
মনে না করিও ভয় তাহার কারণ ॥
সুযুক্তি করহ এক আছয়ে উপায়।
তাহাতে মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয় ॥
ধনুর্যজ্ঞ কর রায় শুন বিবরণ।
শিব হ'তে হবে তব বিঘ্ন বিনাশন ॥
এমত সাধনে হয় শত্রু বিনাশিত।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমারে নিশ্চিত ॥
ওহে মহামতি কহি বিশেষ কারণ।
শঙ্কর করিলে কৃপা ভয় নিবারণ ॥
এ যজ্ঞ করিলে প্রাপ্তি হয় মহাফল।
ইহাতেই হবে তব বিশেষ মঙ্গল ॥
পূর্ব্বে সেই বাণ রাজা ধনুকে পূজিল।
তাহা হ'তে তার সব বিঘ্ন বিনাশিল ॥
পরেতে পরশুরাম সেই ধনু পায়।
সে ধনু পূজিয়া বীর হৈল মহাকায় ॥
মহেশ্বর তুষ্ট হয়ে নন্দীশ্বরে দিল।
ধনু পূজি শঙ্করের প্রিয় শিষ্য হলো ॥

সে ধনু পূজহ রাজা পাবে বহু ফল।
ওহে রাজা পূজ তাহা হইবে মঙ্গল॥
ধনুকের গুণ আমি কহিব তোমারে।
সেই ধনু যেই জন সদা পূজা করে॥
তাহে মহাতুষ্ট হয় দেব ত্রিলোচন।
সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই শুনহ রাজন॥
সেই শরাসন ধরি যে করে সমর।
তার কাছে নাহি হয় কাহার নিস্তার॥
নারায়ণ বিনে সবে হয় বিনাশিত।
সার কথা এবে আমি কহিনু নিশ্চিত॥
মহাধনু হয় সেই ওহে নরপতি।
কর ধনুর্যজ্ঞ শীঘ্র পাইবে নিষ্কৃতি॥
যজ্ঞ আয়োজন করি যত রাজগণে।
নিমন্ত্রণ করি হেথা আন সর্ব্বজনে॥
যদি কেহ সেই ধনু পারয়ে ভাঙ্গিতে।
তাতে অমঙ্গল হবে জানিও হে চিতে॥
ভাঙ্গিতে না পারে যদি সেই শরাসন।
তাতে কত ফল পাবে শুনহ রাজন॥
সে কথা কি কব রায় অকথ্য সে ফল।
নিশ্চিত তাহাতে তব হইবে মঙ্গল॥
মহা ভয়ঙ্কর ধনু প্রভা সমুজ্জ্বল।
গুণ দিতে নারে তাহে কোন মহাবল॥
অনন্ত না পারে তাহা করিতে ধারণ।
না পারে ধরিতে ধনু কোন দেবগণ॥
শঙ্কর ধরিল করে সেই শরাসন।
তাহাতে ত্রিপুরাসুর হইল নিধন॥
অতএব মহাধনু কর হে পূজন।
তাহাতেই শান্তি পাবে নিশ্চয় রাজন॥
মহানন্দে কর রাজা যজ্ঞ আরম্ভন।
অবশ্য হইবে তব বিঘ্ন বিনাশন॥
শুনিয়া দ্বিজের বাণী কংস মহারায়।
আমার পরম অরি নন্দের আলয়॥
বসুদেব সুত এবে নন্দ ব্রজপুরে।
শুনেছি আকাশবাণী কহি যে তোমারে॥
সেই মম অরি হয় শুন পুরোহিত।
তাতেই অন্তর মম সদা অতি ভীত॥
নতুবা অপর শত্রু পৃথিবীতে নাই।
কহিলাম সার কথা আমি তব ঠাঁই॥
কেবল পরম শত্রু দেবকী-নন্দন।
সর্ব্বদা শঙ্কিত আমি তাহার কারণ॥
কি আর কহিব আমি শুন বাক্য সার।
শৈশবে পুতনা আদি করিল সংহার॥
করিল অনেক দৈত্য কাননে নিধন।
পদাঘাতে করিল সে শকট ভঞ্জন॥
ইন্দ্র সহ করি বাদ গোবর্দ্ধন ধরে।
এইরূপে নানা কার্য্য শৈশবেতে করে॥
কিরূপে তাহারে আমি করিব নিধন।
ভাবিয়া না পাই তার নিধন কারণ॥
বলহ এখন তবে সুযুক্তি আমায়।
যেমতে পরম শত্রু যায় যমালয়॥
সর্ব্বক্ষণ ভীত মন তাহার কারণ।
সেই হেতু ব্যাকুলিত আমি সর্ব্বক্ষণ॥
সেই সে পরম শত্রু জেনেছি নিশ্চয়।
সে মরিলে আর মোর নাহি কোন ভয়॥
জিনেছি জগতে বাহুবলে সর্ব্বজনে।
নাহি ডরি আমি ইন্দ্র আদি দেবগণে॥
সসাগরা ধরা মম আছে বশীভূত।
করহ উচিত এবে যা হয় বিহিত॥
যেরূপে পরম শত্রু বিনাশিত নয়।
এখনি গমন কর নন্দের আলয়॥
আন সেই দুষ্ট কৃষ্ণে আমার গোচর।
তার ভাই বলরামে আন শীঘ্রতর॥
এখনি করিব আমি দুজনে সংহার।
তবে আমি সর্ব্বজয়ী জগত মাঝার॥
পুরোহিত বলে নৃপ শুনহ বচন।
আমা হ'তে হেন কর্ম্ম না হবে সাধন॥
বসুদেবে পাঠাইয়ে দেহ তথাকারে।
অথবা অক্রুর গিয়া আনুক তাহারে॥

তবে কংস দৈত্যবর বিচারিল মনে।
যজ্ঞ হেতু আয়োজন করে সেইক্ষণে ॥
বসুদেবে সেইক্ষণে ডাকিয়া আনিল।
আরক্ত লোচনে তবে কহিতে লাগিল ॥
ওহে বসুদেব শুন আমার বচন।
বৃন্দাবনে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥
রামকৃষ্ণ দুই ভায়ে আনহ হেথায়।
ক্ষণমাত্র বিলম্ব নাহিক যেন হয় ॥
কহিবে সকলে তুমি মম নিমন্ত্রণ।
নন্দ আদি আছে যত ব্রজবাসীগণ ॥
যজ্ঞ হেতু সকলেরে বিশেষ কহিবে।
কংসের ভবনে সবে যাইতে হইবে ॥
মহাযজ্ঞ কংসপুরে হ'ল আয়োজন।
এসেছে তথায় এবে বহু নৃপগণ ॥
মুনি ঋষি সকলেতে তথা সমাগত।
হেন কথা কহি সবে আনহ ত্বরিত ॥
না কর বিলম্ব আর আমার বচনে।
ত্বরা করি কর গতি সেই বৃন্দাবনে ॥
বসুদেব কহে শুন ওহে কংসরায়।
কি ফল হইবে তারে আনিয়ে হেথায় ॥
তাহাতে অনর্থ মাত্র ওহে নররায়।
এখানে আনিতে যুক্তি আমার না হয় ॥
কেন বৃথা অমঙ্গল করিবে ঘটন।
আসিতে উচিত নহে তাদের এখন ॥
তব সহ তাহাদের আছয়ে শত্রুতা।
তবে কেন সে দুজনে আনাইবে হেথা ॥
তাহ'লে তোমার রাজা বিপদ হইবে।
যাহা কহিলাম আমি দেখ মনে ভেবে ॥
শুনি বসুদেব বাণী কংস নরপতি।
একেবারে ক্রোধে যেন অনল প্রকৃতি ॥
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু হইল তখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল ঘোর দরশন ॥
তীক্ষ্ণ দৃষ্টে বসুদেবে নিরীক্ষণ করে।
অসি হস্তে ধেয়ে যায় তারে কাটিবারে ॥
পাত্র মিত্রগণ তবে করে নিবারণ।
ওহে মহারাজ ক্রোধ কেন অকারণ ॥
ত্যজ ক্রোধ নরপতি শুন বাক্য সার।
যে কার্য্য করিবে অগ্রে করহ বিচার ॥
বিচার করিয়া কর যজ্ঞ আয়োজন।
মনোরথ পূর্ণ হবে শুনহ রাজন ॥
এত কহি কংসরাজে মন্ত্রীগণ ধরি।
বসাইল সিংহাসনে ক্রোধ শান্তি করি ॥
তবে বসুদেবে পুনঃ করিয়া বন্ধন।
কারাগারে রাখে ল'য়ে সক্রোধিত মন ॥
তবে পুরোহিত কহে শুন নররায়।
যাহা আমি কহি তুমি করহ নিশ্চয় ॥
ধনুর্যজ্ঞ হেতু রায় কর আয়োজন।
সকল গোপেরে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
মুনি ঋষিগণে তুমি আনহ যতনে।
নিমন্ত্রণ কর আর আছে যে যেখানে ॥
অক্রুরে পাঠাও সেই নন্দের আলয়।
আনিবারে রামকৃষ্ণে এই মথুরায় ॥
আর যত নৃপগণ যে যেখানে আছে।
দূত পাঠাইয়া দেহ তাহাদের কাছে ॥
মগধ দ্রাবিড় আদি কলিঙ্গ প্রভৃতি।
জরাসন্ধ দন্তবক্র রাজা চক্রবর্ত্তী ॥
ইত্যাদি নৃপতিগণে কর নিমন্ত্রণ।
তবে হবে মহামতি এ কার্য্য সাধন ॥
শুন কহি মহারাজ বচন আমার।
অবশ্য হইবে তুমি বিপদে উদ্ধার ॥
তোমার মঙ্গল আমি চিন্তি অনুক্ষণ।
যাহাতে না হয় তব বিপদ ঘটন ॥
যেই কার্য্যে আমি ব্রতী শুন মহামতি।
মম আজ্ঞা মত কার্য্য কর শীঘ্রগতি ॥
পুরোহিত বাক্যে তবে কংস নরবর।
দূতগণে সেইক্ষণে আনায় সত্বর ॥
দিন স্থির করি নৃপ যজ্ঞে ব্রতী হৈল।
পত্র দিয়া দেশে দেশে দূত পাঠাইল ॥

পরে মন্ত্রীগণে রাজা কহিল তখন।
সত্বরে করহ সবে যজ্ঞ আয়োজন॥
কোনমতে যেন ত্রুটি কিছু নাহি হয়।
বিহিত বিধানে কার্য্য কর সমুদয়॥
ছাগ মেষ মহিষাদি আন বহুতর।
বিধিমতে পূজন করহ মহেশ্বর॥
এই মত আজ্ঞা দিয়া যত মন্ত্রীগণে।
অক্রুরে আনিয়া বলে মধুর বচনে॥
অক্রুরের হস্ত ধরি কহে কংসরায়।
বহু সমাদর তবে করিল তাহায়॥
শুন ওহে মহামতি আমার বচন।
তুমি মম হিত চিন্তা কর সর্ব্বক্ষণ॥
তব সম কেবা মিত্র আছয়ে আমার।
করিয়াছি মহাযজ্ঞ লহ এক ভার॥
তোমা ভিন্ন অন্য হ'তে না হবে সাধন।
বিষম বিপদে আমি হয়েছি পতন॥
তুমি মম হিতকারী আছ সর্ব্বকাল।
অনুক্ষণ বাঞ্ছ তুমি মম সুমঙ্গল॥
তোমার ভরসা সদা করি মহাশয়।
তব আনুকূল্যে ধরি জীবন নিশ্চয়॥
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সব তোমার প্রসাদে।
এখন রাখহ তুমি এ ঘোর বিপদে॥
তুমি আমি ভিন্ন দেহ এক আত্মা হই।
তোমার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে রই॥
এখন রাখিবে যদি আমার জীবন।
শীঘ্রগতি যাও তবে সবে বৃন্দাবন॥
শুনিয়াছি আমি সেই নন্দের আলয়।
বসুদেব দুই পুত্র সেই স্থানে রয়॥
নারদের পাশে সব জানিনু নিশ্চয়।
এ জন্য তোমারে আমি ডাকি এ সময়॥
এ কঠিন কার্য্য বল কে করিতে পারে।
তুমি ভিন্ন কার সাধ্য দোঁহে আনিবারে॥
দ্রুতগতি রথে গতি কর এইক্ষণে।
বসুদেব দুই পুত্রে আনহ এখানে॥

আকাশ বাণীতে তুমি শুনেছ কর্ণেতে।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু তাহাদের হাতে॥
অতএব মহামতি শুন বাক্য সার।
ছলে আনি দুইজনে করিব সংহার॥
নিমন্ত্রণ কর সেই যত গোপগণে।
ধনুর্যজ্ঞ বলি ডেরা দাও গো সেখানে।
ছানা ননী ক্ষীর সহ যত গোপগণ।
বহু দ্রব্য সহ হেথা করে আগমন॥
শীঘ্র আন গিয়ে বসুদেবের তনয়।
বধিবে তাদের হেথা হস্তী কুবলয়॥
যদ্যপি সে হস্তী হ'তে না হয় সংহার।
চানুর মুষ্টিক হাতে নাহিক নিস্তার॥
মহামল্ল দুইজন বধিবে দু'জনে।
চানুর মুষ্টিকে আঁটে কে আছে ভুবনে॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই মরিবে যখন।
সেই শোকে বসুদেব ছাড়িবে জীবন॥
যদ্যপি তাহাতে মৃত্যু না হয় তাহার।
নিজ হাতে অসিঘাতে করিব সংহার॥
তদন্তরে বধিব তাহার বন্ধুগণে।
তারপর মারিব সে দুষ্ট উগ্রসেনে॥
দেবকীকে মারি পরে তার সহোদর।
মম দ্বেষী সবাকারে করিব সংহার॥
আমার পরম গুরু জরাসন্ধ রায়।
দ্বিবিধ বানর সদা তাহার সহায়॥
সম্বর প্রভৃতি রাজা সুহৃদ আমার।
আমার কুশল বাঞ্ছা করে অনিবার॥
এই সব মহাবীরে সহায় করিব।
বৈরী পক্ষ সকলেরে বিনাশ করিব॥
তবে এই ভূমণ্ডল নিষ্কণ্টক হবে।
শাসন করিব রাজ্য নিরাপদে তবে॥
অতএব তুমি কর বিহিত এখন।
শীঘ্রগতি সেই ব্রজে করহ গমন॥
বধিতে বিষম শত্রু আমার যে ছল।
রামকৃষ্ণ দুইজনে আন গজস্থল॥

মথুরা নগর শোভা দেখিবার তরে।
দুইজনে আন হেথা কহিনু তোমারে ॥
শুনিয়া কংসের বাণী অক্রুর সুমতি।
সুমধুর-ভাষে কহে কংসরায় প্রতি ॥
ওহে মহারাজ শুন আমার বচন।
তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ ॥
জীবের মনের আশা মনেতেই রয়।
ভাগ্য ফলবতী শাস্ত্রে এই কথা কয় ॥
দৈব হ'তে কার্য্য সব হয় ফলবতী।
দৈব হ'তে হয় সর্ব্ব কর্ম্ম অধোগতি ॥
আশার নাহিক শেষ শুনহ রাজন।
আশা চক্রে পড়ি জীব ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ ॥
দুঃখ সুখ দৈবগত শুন মহাশয়।
নিজ ইচ্ছামতে কোন কার্য্য নাহি হয় ॥
যে কথা কহিলে যাহা যুক্তিযুক্ত বটে।
কিন্তু বিনা দৈব তাহা কভু নাহি ঘটে ॥
অতএব মহাশয় কি কহিব আর।
তব আজ্ঞাধীন হই কিঙ্কর তোমার ॥
অবশ্যই তব আজ্ঞা করিব পালন।
তব আজ্ঞামতে যাব সেই বৃন্দাবন ॥
তব আজ্ঞা অনুসারে সে কার্য্য সাধিব।
প্রাণপণে তব কার্য্য অবশ্য করিব ॥
এত কহি অক্রুর যে করিল গমন।
যজ্ঞ হেতু আজ্ঞা দেয় ডাকি মন্ত্রীগণ ॥
মন্ত্রী যত রাজ আজ্ঞা করিতে পালন।
শীঘ্রগতি ধায় সবে যজ্ঞের কারণ ॥
কংসরায় প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুর।
দাস ভাষে সাধুগণ শুন অনন্তর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে কংসের মন্ত্রণা সমাপ্ত।

অথ কেশী-দৈত্য মোক্ষণ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
অপরে শুনহ কথা সুধাময় অতি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অতি শ্রবণে সুন্দর।
মোক্ষপদ পায় যত পাপী দুরাচার ॥
অতএব শুন কহি কথা পুরাতন।
কেশী দৈত্য কংস বাক্যে সক্রোধিত মন ॥
কংসের বচনে দৈত্য আস্ফালন করি।
বৃন্দাবনে ধায় মারিবারে রাম হরি ॥
মহাবলবান দৈত্য মহা ভয়ঙ্কর।
কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাকৃতি অতি ঘোরতর ॥
মহাবেগে ধায় বীর ক্রোধে কাঁপে ক্ষিতি।
পদখুরে ফাটে মাটী বিষম প্রকৃতি ॥
মহাভয়ঙ্কর রবে করয়ে গর্জ্জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ভীত সর্ব্বজন ॥
ঘোর রবে ভীত সবে সঘনে কম্পিত।
বিশাল নয়ন তার হয় বিস্ফারিত ॥
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকট দশন।
নীলবর্ণ মহাকায় যেন নবঘন ॥
মহা ভয়ঙ্কর দৈত্য দৃশ্যে হয় ভয়।
কংসের কারণ ধায় নন্দের আলয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরি ত্রাসিত সকলে।
বিপরীত শব্দে দৈত্য চরণ আস্ফালে ॥
তার রূপ দরশনে ব্রজবাসীগণ।
মহাভয়ে লুকায়িত হয় সর্ব্বজন ॥
গো-পাল পলায় সবে ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি।
চারিদিকে ধায় তারা দৈত্যরূপ হেরি ॥
দৈত্যরূপ হেরি তবে ব্রজশিশুগণ।
পতিত ধরণীতলে হারায় চেতন ॥
ভয়েতে আকুল যত ব্রজের রমণী।
এলো থেলো বেশে ধায় যেন পাগলিনী ॥
ভয়াকুল হ'য়ে সবে করয়ে ক্রন্দন।
যশোমতী একেবারে হারায় চেতন ॥
নন্দ আদি গোপ যত ব্যাকুল হইল।
তাহা দরশনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
কেন বৃথা ভীত চিত্ত ব্রজবাসীগণ।
অকারণে কেন সবে করিছ ক্রন্দন ॥

শান্ত হও ত্যজ ভয় কর দরশন।
এখনই দুরাচারে করিব নিধন॥
এত বলি মহাক্রোধে দেব দামোদর।
কেশীর সম্মুখে ধায় নির্ভয় অন্তর॥
ঘোর নাদে মেঘ সম করিয়ে গর্জ্জন।
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল তখন॥
কেবা তুমি কোথা হ'তে আইলে হেথায়।
মায়ারূপী কোনজন হেরি দীর্ঘকায়॥
অনুমান করি তুমি হবে কংসচর।
কেন কর এত গর্ব্ব ওরে দুরাচার॥
কেন বল করিতেছ বৃথা আস্ফালন।
পরাক্রম থাকে আসি যুঝহ এখন॥
আমার নিকটে আসি প্রকাশহ বল।
তবেত জানিব তোর কেমন কৌশল॥
নতুবা যে বৃথা গর্ব্ব জানিনু এখন।
বালক নিকটে গর্ব্ব কেন অকারণ॥
রমণীগণেরে ভয় দেখালে কি হবে।
আমার নিকটে আজ সব জানা যাবে॥
নিশ্চয় জানিনু তোর নিকট মরণ।
উজ্জ্বল করিবে আজ শমন ভবন॥
ওরে দুষ্ট দৈত্যবর বৃথা গর্ব্ব কর।
মম হস্তে আজ তুমি যাবে যমঘর॥
মরিতে বাসনা যদি এস মম স্থানে।
বাঁচিতে বাসনা যদি পলাও এক্ষণে॥
এত শুনি কেশী দৈত্য ক্রোধে হুতাশন।
জ্বলন্ত অনলে যথা ঘৃত নিক্ষেপণ॥
সেই মত দৈত্যবর ক্রোধে কম্প কায়।
বিষম গর্জ্জনে দৈত্য কৃষ্ণপানে ধায়॥
ভয়ঙ্কর ক্রোধে দৈত্য বেগেতে চলিল।
হর্ষকায় দৈত্যবর নাচিতে লাগিল॥
বিষম শব্দেতে পদ করি আস্ফালন।
শ্রীকৃষ্ণ যেথানে তথা করিল গমন॥
পদ খুরে মাটী খুঁড়ি বেগেতে ধাইল।
ভগবান দুরাচারে তাড়না করিল॥

পাছু দুই পদে দুষ্ট কৃষ্ণেরে প্রহারে।
কিন্তু ব্যর্থ হৈল দৈত্য জানিল অন্তরে॥
ব্যর্থ হৈল পদাঘাত করি দরশন।
মহাক্রোধে কেশী দৈত্য হইল কম্পন॥
পুনঃ পদাঘাত আশে দুষ্ট দৈত্যবর।
পুনঃ পদাঘাত করে কৃষ্ণের উপর॥
অমনি সে নারায়ণ দুবাহু পসারি।
ফেলে দিল দূরে তারে দুই পদ ধরি॥
দূরেতে পড়িয়া দৈত্য গড়াগড়ি যায়।
মনে মনে হাসিতে লাগিল যদুরায়॥
যথা মহাসর্প ধরি খগের ঈশ্বর।
ফেলাইয়া দেয় দূরে ক্রোধিত অন্তর॥
সেইমত দৈত্যবর পড়ি ভূমিতলে।
চেতনা বিহীন হয়ে রহে সেই স্থলে॥
ক্ষণেক পরেতে দৈত্য পাইল চেতন।
পুনরপি যুদ্ধ আশে ধাইল তখন॥
ক্রোধ করি কৃষ্ণ কাছে করিল গমন।
মহাক্রোধে রক্তবর্ণ যুগল নয়ন॥
পদখুরে মাটী খুঁড়ে শব্দ ভয়ঙ্কর।
ধাইল কৃষ্ণের পাশে সক্রোধ অন্তর॥
কৃষ্ণের নিকটে পুনঃ করিয়া গমন।
মহাক্রোধে পদাঘাত করিল তখন॥
পদের প্রহার যবে করে দৈত্যরায়।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখেতে যায়॥
সম্মুখেতে দৈত্য কৃষ্ণে করি দরশন।
গ্রাস করিবারে আশে বিকাশে বদন॥
গ্রাস করিবারে যায় শ্রীনন্দনন্দনে।
তবে কৃষ্ণ মহাক্রোধে দাঁড়ায় সেখানে॥
দৈত্যের নিকট হরি করিয়ে গমন।
এক হস্ত দৈত্যমুখে করে প্রবেশন॥
বজ্রসম নিজ হস্ত দৈত্যমুখে দিল।
অমনি দৈত্যের দন্ত ভাঙ্গিতে লাগিল॥
যেমন মস্তকে হয় অশনি পতন।
সেইমত হয় দৈত্য অনর্থ ঘটন॥

অবসন্ন দেহ তার ক্রমেতে হইল।
অস্থির অন্তরে দুষ্ট ভাবিতে লাগিল॥
হস্ত উগারিতে বহু করয়ে যতন।
উগারিতে নারে দৈত্য আকুলিত মন॥
মনে ভাবে একি দায় হইল আমার।
আইলাম আমি কংস কার্য্য সাধিবার॥
তাহা দূরে যাক মোর এবে প্রাণ যায়।
এ মহা বিপদে হায় করি কি উপায়॥
কিসে প্রাণ রক্ষা হয় কি করি এখন।
যদি কোনরূপে পারি রাখিতে জীবন॥
হস্ত ছাড়াইয়া যদি পলাইতে পারি।
তবেত সার্থক জন্ম মনে জ্ঞান করি॥
হেন বজ্রসম হস্তে নহে দরশন।
এই হস্ত হতে মুক্ত না হব কখন॥
এবার যদ্যপি রহে আমার জীবন।
আর হেন কর্ম্ম নাহি করিব কখন॥
বিপদ হইতে যদি পরিত্রাণ পাই।
পলাইয়ে গিয়ে আমি জীবন বাঁচাই॥
বিষম কঠিন হস্ত লৌহের আকার।
হস্তস্পর্শে দন্তগুলা হয় চুরমার॥
একটি না রহে দন্ত সকলি পড়িল।
এ হস্ত পরশে প্রাণ জর জর হৈল॥
এত ভাবি দৈত্যবর হস্ত এড়াইতে।
করিল অনেক যত্ন নিজ সাধ্যমতে॥
না পারে নাড়িতে হস্ত মহাভারময়।
জ্বলন্ত অনলে যেন উদর দহয়॥
মহাবাণ গ্রাসে যথা ক্রোধে হুতাশন।
সেইমত দৈত্য অঙ্গ হ'তেছে জ্বলন॥
উত্তাপেতে দৈত্য অঙ্গ অস্থির তখন।
নিশ্বাস না বহে আর স্থির দুনয়ন॥
জ্ঞানশূন্য মহাদৈত্য ভূতলে পড়িল।
ছটফট করি তথা পদ আছাড়িল॥
ধড়ফড় করে তথা পড়িয়ে ভূমিতে।
ঊর্দ্ধ-নেত্রে দীর্ঘশ্বাস লাগিল বহিতে॥

আছাড়ে লাঙ্গুল তথা মাটীর উপর।
একেবারে সংজ্ঞাহীন হৈল দৈত্যবর॥
মহাক্লেশে দুষ্ট দৈত্য ছাড়িল জীবন।
তবে হরি নিজ হস্ত টানিল তখন॥
বিস্ময় মানিল তবে গোপ গোপিগণ।
স্বর্গেতে দেখয়ে যত অমরের গণ॥
পুষ্প বরিষণ করে কৃষ্ণের উপর।
বহু স্তুতি করে আসি যতেক অমর॥
নানামত স্তুতি করে দেব ঋষিগণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু জগত জীবন॥
সর্ব্বভূতে তুমি আত্মা তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
তুমি সর্ব্ব গুণাকর সবার আশ্রয়॥
পরম পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর।
সবার আশ্রয় তুমি গুণের আকর॥
তোমা হ'তে হয় দেব সৃজন পালন।
তোমার ইচ্ছাতে হয় সবার নিধন॥
অচ্যুত অব্যয় হরি দেব নারায়ণ।
জীবরূপে জীবদেহে জগৎ জীবন॥
গোবর্দ্ধন গিরি হরি হেলায় ধরিলে।
ব্রজবাসিগণে রক্ষা কৈলে অবহেলে॥
বিনাশিলে অনায়াসে কত দৈত্যগণ।
সৃষ্টি রাখিবারে তব ধরা আগমন॥
নাশিতে এ সৃষ্টিভার তব অবতার।
তুমি সদা কর প্রভু সাধুর নিস্তার॥
কংসচর কেশী দৈত্য করিলে নিধন।
সবে মারি নির্ভয় করিলে দেবগণ॥
যেই কেশী দৈত্য ভয়ে ভীত সর্ব্বজন।
তুমি হে করিলে হরি তাহার নিধন॥
যেই ভয়ে দেবগণ থাকিত শঙ্কিত।
এখন আনন্দে তারা রবে অবিরত॥
চানুর-মুষ্টিক দৈত্যে কৌতুকে মারিবে।
মহাহস্তী কুবলয় নিশ্চয় বধিবে॥
মহাবলবান সেই কংস দুরাচার।
তুমিই তাহারে হরি করিবে সংহার॥

তব হস্তে দুরাচার বিনাশিত হবে।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে কৌতুক দেখিবে।
কালবশে বিনাশিত হবে দৈত্যগণ।
মুর আদি দৈত্যগণে করিবে নিধন॥
তাহাতে মুরারি নাম শ্রীহরি ধরিবে।
তদন্তরে রজকেরে নিধন করিবে॥
ইন্দ্রালয় হ'তে ওহে মদনমোহন।
পারিজাত পুষ্প দেব করিবে হরণ॥
ধরণীতে সেই বৃক্ষ স্থাপন করিবে।
বীর্য্যপণ্য দিয়ে বীর কন্যা বিবাহিবে॥
বিপ্রগৃহ হ'তে পুষ্প করিবে উদ্ধার।
নষ্টচন্দ্র দরশনে কলঙ্ক তোমার॥
জগতে বিহিত তাহা জানে সাধু নর।
স্যামন্তক মণি আছে পাতাল ভিতর॥
তুমি দেব সেই মণি উদ্ধার করিবে।
ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র বাঁচাইয়া দিবে॥
চক্রবাণে কাশীপুর তুমি পোড়াইবে।
পৌণ্ড্রীক দন্তবক্রে নিধন করিবে॥
আমরা আনন্দে সবে হইয়া মগন।
তোমার এ লীলা সব করিব দর্শন॥
দ্বারকা নিবাসী হ'য়ে করিবেক লীলা।
সত্যভামা আদি সহ করিবেক খেলা॥
সারথি হইবে পুনঃ অর্জ্জুন সমরে।
তাহাতে মারিবে হরি কত দৈত্যবরে॥
তদন্তরে নিজ মায়া প্রকাশ করিবে।
অতীব আশ্চর্য্য তাহা সবে দেখাইবে॥
নিজ বংশ অবহেলে করিবে নিধন।
পৃথিবী রাখিতে তব জনম গ্রহণ॥
মায়াতে ধরিলে দেব মানব আকার।
অসংখ্য প্রণতি করি চরণে তোমার॥
এত কহি দেব ঋষি গেল সন্নিধানে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিল চরণে॥
স্মরণে করায়ে কৃষ্ণে অন্তর্দ্ধান হৈল।
হরিপদ দরশনে আনন্দে ভাসিল॥

অনন্তর গোপীনাথ রাখাল সঙ্গেতে।
গো-চারণ করে হরি পরম রঙ্গেতে॥
কংসচর কেশী দৈত্যে করিয়ে নিধন।
শিশুগণ সহ রঙ্গে করে গোচারণ॥
দিবা অবসানে হরি ল'য়ে ধেনুগণ।
গৃহেতে চলেন হরি আনন্দিত মন॥
যশোমতী দ্রুতগতি কৃষ্ণে লৈল কোলে।
ক্ষীর সর ননী দিল বদনকমলে॥
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে মধুর।
অনায়াসে মোক্ষ পায় যত পাপী নর॥

ইতি কেশী দৈত্য মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ ব্যোম দৈত্য বধ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা পরম সুন্দর॥
শ্রবণে পাপের নাশ মোক্ষপদ পায়।
বেদের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
একদিন গিরিবর হলধর সঙ্গে।
ল'য়ে ব্রজ শিশুগণ ভ্রমে নানা রঙ্গে॥
গো-চারণ করি হরি আনন্দে মগন।
হেনকালে দৈত্য এক করে আগমন॥
ব্যোম নামে মহা-দৈত্য মহাবলধর।
গো-চারণ স্থানে দুষ্ট আইল সত্বর॥
কংসের প্রেরিত চর বিষম সে কায়।
গোপবেশ ধরি দুষ্ট আইল তথায়॥
ব্রজ শিশুগণে সব করিয়ে হরণ।
একে একে ল'য়ে দুষ্ট করয়ে গমন॥
চুরি করি শিশুগণ গুহার ভিতরে।
তথায় রাখিয়া সব আচ্ছাদে প্রস্তরে॥
প্রস্তরেতে গিরি গুহা করি আচ্ছাদন।
অবশিষ্ট আনিবারে করয়ে গমন॥
গোপবেশে শিশুমাঝে আসে দুরাচার।
চারি পাঁচ শিশু ছিল অবশিষ্ট আর॥

মনে মনে ভগবান সকলি জানিল।
ব্যোম দৈত্য গুপ্তবেশে শিশু হ'রে নিল ॥
গোপের আকার ধরি হরে শিশুগণ।
গুহামধ্যে রাখে করি শিলা আচ্ছাদন ॥
তবে নারায়ণ মনে করিল বিচার।
দুষ্ট দৈত্যবরে এবে করিব সংহার ॥
ধরি গোপবেশে দুষ্ট মোরে লুকাইয়ে।
ব্রজশিশুগণ সব লইল হরিয়ে ॥
এইরূপ চিন্তামণি করিছে চিন্তন।
হেনকালে দুষ্ট দৈত্য আসয়ে তখন ॥
পুনঃ এক শিশু ল'য়ে যায় পলাইয়ে।
হেনকালে নারায়ণ দ্রুতপদে গিয়ে ॥
মায়ামূর্ত্তি তবে দৈত্যে ধরিল তখন।
কেশরী যেমন করে শার্দ্দূলে ধারণ ॥
সেইমত দুষ্ট দৈত্য কেশেতে ধরিল।
অমনি সে ব্যোম দৈত্য মায়া তেয়াগিল ॥
ভয়ঙ্কর নিজ মূর্ত্তি করিল ধারণ।
পর্ব্বত প্রমাণ তনু বাড়িল তখন ॥
পলাইতে দৈত্যবর কত যত্ন করে।
কোন মতে কৃষ্ণ হস্ত ছাড়াইতে নারে ॥
তবে দুষ্ট নিজ দেহ প্রকাশে তখনে।
ঘোরতর সমর বাধিল দুইজনে ॥
মহাবল পরাক্রান্ত ব্যোম দৈত্যবর।
কৃষ্ণ সহ মল্লযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥
পরে দৈত্য ক্রমে ক্রমে বলহীন হৈল।
ভগবান ব্যোম দৈত্যে ভূতলে ফেলিল ॥
বলে ওরে দুরাচার কি হবে এখন।
গুপ্তবেশে শিশুগণে ক'রেছ হরণ ॥
এখন জীবন আর কিরূপে রহিবে।
কেবা আর শিশুগণে লুকায়ে রাখিবে ॥
এত কহি দৈত্য বক্ষে বসিয়া তখন।
বিশ্বম্ভর রূপ প্রভু করিল ধারণ ॥
শূন্যমার্গে দেবগণ মহা কুতূহলে।
পুষ্প বরিষণ করে আনন্দে সকলে ॥
বিশ্বম্ভর রূপে কৃষ্ণ দৈত্যের বক্ষেতে।
বসিলেন চাপি দৈত্য লাগিল হাঁপাতে ॥
নিশ্বাস না বহে তার স্থির দুনয়ন।
মহা বলধর দৈত্য হইল নিধন ॥
মারিয়া বিষম দৈত্য পর্ব্বত কন্দরে।
শিলা আচ্ছাদন খুলি দেখেন ভিতরে ॥
পদাঘাতে গিরিগুহা ভাঙ্গিয়া তখন।
অনায়াসে উদ্ধারিল ধেনু শিশুগণ ॥
ব্যোম দৈত্যে নিধন করিয়া যদুরায়।
ধেনু বৎস সঙ্গে করি আনন্দেতে যায় ॥
সঙ্গেতে করিয়া যত ব্রজশিশুগণে।
গোকুলে ধাইল হরি আনন্দিত মনে ॥
শূন্যেতে দেবতাগণ পরম হরিষে।
মহাকুতূহলে সবে কুসুম বরিষে ॥
মহানন্দে নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরী।
কৃষ্ণের স্তবন করে কৃতাঞ্জলি করি ॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
শ্রবণেতে মহাপাপী হয় যে উদ্ধার ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্যোম দৈত্য বধ সমাপ্ত।

অথ অক্রুরের ব্রজধামে গমন।

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
সুধাময় হরিকথা শুনে যেইজন ॥
মহাপাপে অনায়াসে মুক্ত সেই নর।
শুনহে অপূর্ব্ব কথা ওহে নরবর ॥
কংসের আদেশে তবে অক্রুর সুমতি।
পরদিন প্রভাতেতে করিলেন গতি ॥
চলিলেন মতিমান রথ আরোহণে।
গমন করিতে পথে ভাবে মনে মনে ॥
আজি শুভ নিশি মম সুপ্রভাত হৈল।
কৃষ্ণে আনিবারে কংস মোরে আজ্ঞা কৈল।

আজি শুভ দিন মম হইল উদয়।
কিবা তপে হেন ফল ঘটে এ সময়॥
পূর্ব্ব জন্মে কত আমি করিনু সাধন।
কিবা হেন শুভ কর্ম্ম কৈনু আচরণ॥
কোন দেবোদ্দেশে আমি ক'রেছি এমন।
কোন পুণ্যফলে হরি হবে দরশন॥
এ জন্ম সার্থক বুঝি হইল এখন।
নয়নে করিব আজি হরি দরশন॥
বিষম বিষয় বিষে মগ্ন মম মন।
এ অধম ভাগ্যে হবে হরি দরশন॥
যবে সেই দয়াময় হেরিব নয়নে।
সফল জীবন তবে জানিব সেক্ষণে॥
নদী স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড তীর লগ্ন হয়।
সেইমত হয় যদি মম ভাগ্যোদয়॥
তবেত জানিব মোর সকলি মঙ্গল।
তবে সে উদয় হবে পূর্ব্ব পুণ্যফল॥
জগতের সার হরি হবে দরশন।
তবেত জানিব মম সফল জীবন॥
অদ্য সেই কৃষ্ণ পদে করিব প্রণতি।
আমারে করিল কৃপা কংস মহামতি॥
নতুবা গোকুলে মোরে কেন পাঠাইল।
কংস কৃপাবলে মোর এ ভাগ্য হইল॥
কংস হ'তে এত ভাগ্য আমার উদয়।
হেরিব পরম পদ কৃষ্ণ পদদ্বয়॥
বিধি শিব সদা ধ্যান করে যে চরণ।
যে চরণ দেবতারা করে আরাধন॥
লক্ষ্মীর সেবিত পদ হেরিব নয়নে।
যে পদ সেবন করে সদা মুনিগণে॥
যে চরণ সাধুগণ ভাবে মনে মনে।
যে চরণ সদা ভ্রমে ব্রজের কাননে॥
যে চরণ ব্রজ-গোপী ধরয়ে হৃদয়ে।
মহানন্দে মগ্ন সবে যে চরণ পেয়ে॥
সে চরণ আজি আমি হেরিব নয়নে।
হেরিব নয়নে আজ সে চাঁদ বদনে॥
রাঙ্গাপদ নয়নেতে নিশ্চয় হেরিব।
নয়ন যুগল আজ সফল করিব॥
হেরিব সে মনোহর স্মিত চন্দ্রানন।
মনোহর চারুনেত্র জলদবরণ॥
অলকা আবৃত মুখ কিবা সে সুন্দর।
হেরিব নয়নে সেই রূপ মনোহর॥
প্রেমানন্দে আমি আজ উন্মত্ত হইব।
ভূমিতলে পড়ি হরিপদে প্রণমিব॥
প্রদক্ষিণ করি সেই পরম কারণে।
মনে মনে আনন্দিত হইব তখনে॥
আনন্দিত হ'য়ে তবে ভাবে মনে মনে।
নিশ্চয় হেরিব আজ সেই কৃষ্ণধনে॥
হরিতে অবনীভার যিনি অবতার।
অবহেলে করে যিনি ভক্তের উদ্ধার॥
নয়ন সফল হবে দেখিলে যাঁহায়।
যেরূপ দেখিলে জীব মোক্ষপদ পায়॥
লাবণ্যের ধাম সেই হরি দয়াময়।
সে রূপ হেরিব আজ নয়নে নিশ্চয়॥
যিনি মায়াময় হন জগৎ আধার।
ব্রহ্মা পরাৎপর যিনি হন নিরাকার॥
ব্রজধামে দয়াময় ধরি মায়ারূপ।
ব্রজজন সদনে প্রত্যক্ষ বিশ্বভূপ॥
মহানন্দে সেইরূপ নয়নে হেরিব।
আমার এ পাপ নেত্র সফল করিব॥
সাধুজন অনুক্ষণ যাঁর গুণ গায়।
পবিত্র করয়ে প্রাণ যাঁহার সেবায়॥
সকলি পবিত্র যেই পদ পরশনে।
প্রণতি করিব আজি সে রাঙ্গা চরণে॥
দয়াময় করিয়াছ এ দাসেরে দয়া।
এবার ছাড়িব আমি এ ভবের মায়া॥
ব্রজমাঝে অবতার হইল যে জন।
ব্রজবাসী মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ॥
অমরেরা অবিরত যাঁর গুণ গায়।
দেবের পরম গুরু যেই জন হয়॥

জগতের নাথ সেই দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মীকান্ত মনোহর শ্রীমধুসূদন॥
আজ সেই নিত্যধনে নয়নে দেখিব।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহা চরণ পূজিব॥
দূর হ'তে শ্রীচরণে প্রণতি করিব।
ভক্তিযোগে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিব॥
সখাগণ সঙ্গে সেই শ্রীহরি চরণ।
মহানন্দে আজ আমি করিব দর্শন॥
আজ আমি সেই পদ শিরেতে ধরিব।
নিশ্চয় আমার জন্ম সফল করিব॥
অভয় সে কর পদ মস্তকেতে দিবে।
কালের বিষম ভয় আর না রহিবে॥
যে হস্তে অভয় হরি দেন ভক্তগণে।
যে কমল কর জানে জগতের জনে॥
যেই হস্তে রবি শশী করেন ধারণ।
সেই কর মম শিরে করিবে অর্পণ॥
যেই করে ব্রজাঙ্গনা ঘর্ম্ম মুছাইল।
যেই হস্তে রাধিকার অলকা করিল॥
সেই হস্ত জগন্নাথ শিরে মোর দিবে।
পরম কারণ হরি কৃপা যে করিবে॥
ঘৃণা-চক্ষে মোরে না করিবে দরশন।
গোলোক-বিহারী হরি অধম তারণ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানে চরাচর।
বিশ্বব্যাপী জানে সদা সবার অন্তর॥
অবশ্য আমাকে কৃপা করিবেন হরি।
যখন পড়িব আমি শ্রীচরণ ধরি॥
অবশ্য হেরিবে মোরে স্নেহের নয়নে।
দয়াময় দয়া করি তারিবে এ জনে॥
অশেষ কলুষ মম হইবে মোচন।
দয়া করি মোরে হরি দিবে আলিঙ্গন॥
শ্রীঅঙ্গ পরশ আমি যখন করিব।
বিষম পাতকে আমি মুক্ত হ'য়ে যাব॥
সে অঙ্গ পরশে মোর পাপ হবে ক্ষয়।
সেই দিন মোর মনে সুদিন নিশ্চয়॥
করযোড়ে সম্মুখেতে রব দাঁড়াইয়ে।
ডাকিবে আমারে হরি আদর করিয়ে॥
অক্রুর বলিয়ে মোরে ডাকিবে যখন।
যখন করিবে মোরে খুড়া সম্বোধন॥
সেইকালে জন্ম মোর সফল হইবে।
এমন সুদিন মোর এ ভাগ্য ঘটিবে॥
পরম কারণ সেই অখিলের পতি।
সর্ব্বাশ্রয় মহাকায় সর্ব্বজন গতি॥
আমারে দরিদ্র হেরি দয়া উপজিবে।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হরি অবশ্য করিবে॥
ভক্তগণে কল্পবৃক্ষ যেই নারায়ণ।
ভক্তের কারণে ব্যক্ত যিনি সর্ব্বক্ষণ॥
যখন চরণে মোরে দেখিবেন নত।
সাদরে ধরিয়ে স্নেহ করিবেন কত॥
শ্রীহরির শ্রীচরণ করিব দর্শন।
আজ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে এমন॥
যতনে আমার হস্ত করপদ্মে ধরি।
গৃহেতে লইয়া যাবে দাসে দয়া করি॥
তখন জানিবে মম সার্থক জীবন।
লক্ষ্মীর সেবিত পদ করিব দর্শন॥
মায়াজাল হ'তে আমি হইব উদ্ধার।
হেরিব নয়নে আজ জগতের সার॥
জগন্নাথে আমি আজ নয়নে হেরিব।
এ ভব যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার হইব॥
শুভক্ষণে দরশনে দেবকী-কুমার।
যাইব ব্রজেতে আমি নন্দের আগার॥
কংস ক্রোধ হেতু মম হল সুঘটন।
পুণ্য ভূমি ব্রজভূমে করিব গমন॥
ব্রজপুরে ব্রজরাজে হবে দরশন।
এ হতে আনন্দ আর আছে কি এমন॥
হেরিব সে শ্যামরূপ জলদ-বরণে।
কিবা সে রূপের ছটা ইন্দু-নিভাননে॥
পীতধটি পরিহিত বনমালা গলে।
করেতে মুরলীরূপে মোহিত সকলে॥

ব্রজমাঝে গোপ-সাজে হেরিব গোপাল।
পাইব সে মুক্তিপদ ফলিবে সুফল॥
তথায় হেরিব সেই শ্রীনন্দনন্দনে।
যশোদা জীবনধন দেব জনার্দ্দনে॥
নয়নে হেরিব কিবা নন্দের আগারে।
কিবা সে গোপিনী মাঝে হেরিব বিহারে
অথবা গোঠেতে তাঁর পাব দরশন।
দেখিব পাঁচনী করে সে কালবরণ॥
কিম্বা সে যমুনা তীরে কদম্ব তলায়।
নিকুঞ্জ কানন মাঝে রাধাগুণ গায়॥
অথবা হেরিব সেই বৃন্দাবন বনে।
কিম্বা নেহারিব সেই রাখালের সনে॥
গোষ্ঠেতে হেরিব কিবা সহিত গোধন।
কিরূপে হেরিব সেই পতিত পাবন॥
কে জানে তাঁহার অন্ত মহিমা অপার।
নিরবধি সেবে পদ মৃত্যুঞ্জয় যাঁর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সেবে যে চরণ।
যাঁর স্তুতি সদা করে অমরেরগণ॥
সেই পদে ভাগীরথী উদ্ভব হইল।
সরস্বতী সেই পদ নিয়ত সেবিল॥
প্রকৃতির মূল সেই মহাশক্তি যিনি।
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা ব্রহ্মাণ্ড জননী॥
যাঁহা হ'তে দেবগণ উদ্ভব হইল।
ব্রহ্মাণ্ড হেলায় যিনি প্রসব করিল॥
পার্ব্বতী যাঁহার পদে সেবে অনুক্ষণ।
যিনি মহামায়া হন সৃষ্টির কারণ॥
পরমা ঈশ্বরী সেই প্রকৃতির পরা।
মহাশক্তি মহাদেবী সর্ব্ব পাপ হরা॥
সেই দেবী যেই পদ সতত সেবয়।
যাঁর পদরাজী ধরে দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তাঁহারে হেরিব আজ কি ভাগ্য আমার।
অবশ্য যাইব আমি নন্দের আগার॥
হেরিব পরম পদ অনাদি কারণে।
সর্ব্বময় সর্ব্বাশ্রয় পতিত-পাবনে॥

পরমাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তা সবাকার মূল।
যিনি বিশ্ব মূলাধার অতি সূক্ষ্ম স্থূল॥
ব্রহ্মা সনাতন তিনি সর্ব্বগুণাশ্রয়।
নির্ব্বিকার নিরাকার জীব আত্মাময়॥
এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন।
রথে চড়ি গোকুলেতে করিল গমন॥
সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিল।
হেনকালে গোকুলেতে অক্রুর আইল॥
সখীগণ সঙ্গে হরি করি গো-চারণ।
যেই পথে ধেনু সনে করেন গমন॥
দেখে পথে পদচিহ্ন আছে স্থানে স্থানে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিল নয়নে॥
সেই পদরজ সদা অমর সকলে।
মস্তকে ধারণ করে মহাপুণ্যফলে॥
সেই পদচিহ্ন পথে হেরে মহামতি।
আনন্দে অবশ অঙ্গ করে মৃদুগতি॥
শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন লক্ষণে জানিল।
আনন্দে অক্রুর তাহে পতিত হইল॥
রথ হ'তে মহারথি নামিল সত্বর।
পতিত হইল সেই চিহ্নের উপর॥
আঁখি জলে ভাসি আর আকুল হৃদয়।
মহানন্দে সেই ধূলি অঙ্গেতে মাখায়॥
করযোড়ে পদচিহ্নে করে নমস্কার।
ভক্ষণ করয়ে ধূলি হরিষ অন্তর॥
অঞ্জলি পূরিয়া ধূলা রাখিয়ে মস্তকে।
কহিতে লাগিল কথা অত্যন্ত পুলকে॥
আমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
মানব জনমে মম পুণ্যের সঞ্চার॥
এত পুণ্য ধরাধামে কে আর করিবে।
শ্রীহরির পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে॥
লোভ আদি অহঙ্কার করিয়ে বর্জ্জন।
নির্ম্মল অন্তরে পূজে পরম কারণ॥
শ্রীহরির নাম গায় শুনে অনুক্ষণ।
সেই জন সাধু তার সার্থক জীবন॥

হরি পদধূলা তবে মাখি সর্ব্ব গায়।
অক্রুর উন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া বেড়ায় ॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন সেখানে।
সম্মুখে দেখিতে পান সেই কৃষ্ণধনে ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই দেখিল নয়নে।
ব্রজমাঝে গোচারণ করয়ে দুজনে ॥
অপরূপ রূপ দোঁহা দরশন করে।
শোভিত হয়েছে কটি নীল পীতাম্বরে ॥
যেন নীল শতদল যুগল নয়ন।
ধবল শ্যামল রূপ মোহে জগজ্জন ॥
নবীন বয়স তাঁর পরম সুন্দর।
কিবা সে লম্বিত বাহু অতি মনোহর ॥
শশী বিনিন্দিত মুখ কিবা হাস্য তায়।
মরাল জিনিয়া গতি কি সুন্দর হায় ॥
কিবা সে চরণরাজি চিহ্ন বিরাজিত।
দরশনে মুনিগণ সদা বিমোহিত ॥
কিবা সে যুগল তনু দুই সহোদর।
কত শোভা পায় সেই দুই কলেবর ॥
কতই করিছ শোভা সুরক্ত অধরে।
শোভিতেছে বনমালা কণ্ঠের উপরে ॥
শ্রীঅঙ্গ লেপিত গন্ধ কুঙ্কুম চন্দন।
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ ॥
প্রধান পুরুষ সেই দেব জগৎপতি।
জগৎ কারণ দেব অখিলের পতি ॥
হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার।
পূর্ণরূপে মহাকায় জগতের সার ॥
পূর্ণরূপে অবতার মদনমোহন।
যাঁহার কৃপায় শোভে এ তিন ভুবন ॥
জগতের মনোহর রূপের কিরণে।
কৃষ্ণ অঙ্গ করে শোভা সুনীল বরণে ॥
রজত পর্ব্বত সম রাম কলেবর।
হেরিল অক্রুর সেই রূপ মনোহর ॥
প্রেমে মুগ্ধ বারিধারা বহিল নয়নে।
উন্মত্ত হইল সেই রূপ দরশনে ॥

রথ হ'তে শীঘ্রগতি নামে ভূমিতলে।
ভূমি লুটি অমনি পড়িল পদতলে ॥
রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তি হেরি বিহ্বল হইল।
প্রেমে গদগদ চিত্ত জ্ঞান হারাইল ॥
অবশ হইল অঙ্গ চলিতে না পারে।
চিত্রের পুতলী সম চায় দেখিবারে ॥
অক্রুরের হেন ভাব করি দরশন।
অভিপ্রায় জানিলেন ভাই দুইজন ॥
বাহু প্রসারিয়া তবে অক্রুরে ধরিল।
স্নেহেতে তাহায় দুয়ে আলিঙ্গন দিল ॥
ভকতবৎসল হরি প্রিয় ভক্ত তায়।
অক্রুরের হস্ত ধরি আনন্দ হৃদয় ॥
ধরিলেন এক হস্ত রোহিণী-নন্দন।
আনন্দে আনিল তাঁরে নন্দের ভবন ॥
যতনে বসায়ে দোঁহে রতন আসনে।
চলি গেল দুই ভাই মায়ের সদনে ॥
পরে রাণী মহানন্দে অতিথি বিধানে।
পরিতোষ করে তারে বিবিধ ভোজনে ॥
ভোজনান্তে সুগন্ধি তাম্বুল করে দান।
সুকোমল শয্যাপরে শয়ন করান ॥
পরে নন্দ মহামতি আনন্দিত মনে।
অক্রুরে জিজ্ঞাসে অতি মধুর বচনে ॥
শুন মহাশয় এক নিবেদন করি।
কংসের কুশল কথা জিজ্ঞাসিতে নারি ॥
শিশু সবে হয় হিংস্র পশুতে সশঙ্ক।
চোরজনে সাধু ভয় হয় যে আতঙ্ক ॥
সেইমত কংসরায় আমার পক্ষেতে।
মনে কত শঙ্কা হয় সে কথা কহিতে ॥
বড়ই নির্দ্দয় সেই দুষ্ট দুরাচার।
ভগিনী তনয়ে দুষ্ট করিল সংহার ॥
যেই রাজা দুরাচারী রাজ্য মধ্যে হয়।
সে রাজ্যের প্রজা কভু সুখে নাহি রয় ॥
যাহা হোক বাক্যে মম কিবা প্রয়োজন।
নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে জীবগণ ॥

এইরূপে নানা কথা কহে দুইজনে।
শান্তি দূর অক্রুর সে করিল শয়নে ॥
ভাগবত কথা হয় সুধার ভাণ্ডার।
শ্রবণেতে মোক্ষ পায় পাপী দুরাচার ॥
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধু নর।
পরম পবিত্র কথা অতি মনোহর ॥
হরিকথা সুধাময় করিলে শ্রবণ।
ভবের কলুষ যত হয় বিনাশন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রজধামে অক্রুরের গমন সমাপ্ত।

অথ অক্রুর সংবাদ।

পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কাহিনী।
পালঙ্কে শুইয়া যাপে অক্রুর যামিনী ॥
পথ শ্রান্তি দূর করে আনন্দ হৃদয়।
কৃষ্ণ বলরাম তথা উপনীত হয়।
পার্শ্বেতে বসিল তবে ভাই দুইজন।
পালঙ্কে উঠিয়া বসে অক্রুর তখন ॥
তবে সে অক্রুর মনে লাগিল চিন্তিতে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হ'ল এক্ষণেতে ॥
আসিতে ব্রজের পথে মনে যাহা হৈল।
মনের বাসনা কৃষ্ণ সব পূরাইল ॥
মনে যাহা ইচ্ছা ছিল পাই কৃষ্ণ স্থানে।
অভিলাষ ছিল যত আমার যে মনে ॥
আমারে প্রসন্ন হরি হইল এখন।
মনের বাসনা যত হইল পূরণ ॥
প্রসন্ন যাহার প্রতি যশোদা-কুমার।
অপ্রাপ্য না হয় কিছু সর্ব্বসিদ্ধ তার ॥
কৃষ্ণপদ বিনা যত কৃষ্ণভক্তগণ।
অন্য কোন বাঞ্ছা মনে না করে কখন ॥
এইরূপে সে অক্রুর ভাবয়ে অন্তরে।
যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন তারে ॥
কংসের মন্ত্রণা কথা করে জিজ্ঞাসন।
শুনহ অক্রুর খুড়া মোর নিবেদন ॥
কি কারণে আগমন এই বৃন্দাবনে।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মম স্থানে ॥
কিবা মনে খুড়া তব হেথা আগমন।
আছেত কুশলে সব কহ বিবরণ ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন আছয়ে কেমনে।
সেই সব কথা খুড়া বলহ এখনে ॥
অক্রুর বলেন কি কহিব দয়াময়।
মন্ত্রণা দিলেক যত কংস দুরাশয় ॥
যতদিন কংস বাঁচি রবে মধুপুরে।
ততদিন কিবা আর কহিব তোমারে ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তবে করেন উত্তর।
বধিব সে কংসে আমি অতীব সত্বর ॥
মম ভ্রাতৃগণে সব করিয়ে নিধন।
পিতা মাতা দুইজনে করিয়ে বন্ধন ॥
রাখিয়াছে কারাগারে দুষ্ট দুরাচার।
আমি শুনিয়াছি খুড়া সব সমাচার ॥
কহ খুড়া সত্য কথা মিথ্যা না কহিবে।
কি কারণে বৃন্দাবনে আসা তা বলিবে ॥
লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ পিতা মাতা মোর।
শ্রবণে অন্তর দগ্ধ দুঃখ নাহি ওর ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে অক্রুর মহামুনি।
একে একে কহিল সে সকল কাহিনী ॥
শুন কৃষ্ণ কহি আমি সব বিবরণ।
বিরোধ করিল তার সহ জ্ঞাতিগণ ॥
কি কব সে কথা বাপু না পারি কহিতে।
বসুদেবে দুষ্ট কংস উদ্যত বধিতে ॥
নারদ বচনে পরে হইল বিরত।
নতুবা সে বসুদেবে নিশ্চয় বধিত ॥
নারদ বচনে তাঁর আছয়ে জীবন।
লৌহপাশে করিয়াছে বিষম বন্ধন ॥
ঋষিমুখে শুনিয়া সকল পরিচয়।
ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছে কংস মহাশয় ॥
করিয়াছে মহাযজ্ঞ তোমার কারণ।
বিস্তারিয়া কহি শুন সব বিবরণ ॥

পাঠাইল আমারে সে তোমা লইবারে।
যজ্ঞ দরশন হেতু মথুরানগরে॥
বসুদেব পুত্র জানি তোমা দুইজনে।
মহাচিন্তাযুক্ত কংস হৈল সেইক্ষণে॥
বিষম উদ্বেগ তার মনেতে হইল।
বজ্র ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল॥
অস্থির চিত্তেতে পরে করিয়া চিন্তন।
ছল করি করে এই যজ্ঞ আরম্ভন॥
তোমাদের হেতু এই যজ্ঞের সূচনা।
বিনাশিতে তোমা দোঁহে এতেক মন্ত্রণা॥
রচিয়াছে রঙ্গস্থল ভীষণ দর্শন।
তাহে রাখিয়াছে কত মহা মল্লগণ॥
দ্বারেতে বিষম হস্তী কালান্তক প্রায়।
কুবলয় হস্তী সেই হয় মহাকায়॥
মল্লগণ তোমা সহ যুদ্ধে হবে রত।
এইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়াছে কত॥
আমারে পাঠায় তোমা দোঁহা লইবারে।
সেই হেতু আগমন এই ব্রজপুরে॥
কিন্তু কংস হ'তে মোর হইল মঙ্গল।
তাহা হ'তে হলো মোর সকল কুশল॥
কংসের কারণ মোর সার্থক জীবন।
তাহা হ'তে হেরিলাম অভয় চরণ॥
অক্রুর বচনে কৃষ্ণ অন্তরে হাসিল।
সম্বোধিয়া নন্দঘোষে অমনি কহিল॥
শুন পিতা কহি কথা বিশেষ এখন।
মথুরা হইতে দূত আসে বৃন্দাবন॥
আগমন বার্ত্তা কহি শুন ব্রজেশ্বর।
করিবেক মহাযজ্ঞ কংস নরবর॥
যজ্ঞ দরশনে করিয়াছে নিমন্ত্রণ।
আমারে লইতে তাই করে আগমন॥
অতএব শুন পিতা বচন আমার।
রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সার॥
রাজ নিমন্ত্রণ বহু ভাগ্যেতে ঘটয়।
বড় ভাগ্য আমাদের জানিবে নিশ্চয়॥
ভাগ্যেতে ঘটয়ে পিতা রাজ দরশন।
অতএব শুন কহি উচিত এখন॥
আজ্ঞা দেহ ব্রজবাসী যত গোপগণে।
যাইব মথুরাপুরী রাজ দরশনে॥
লইতে বলহ সবে নানা উপহার।
বিশেষত গব্য দ্রব্য নিতে ভারে ভার॥
দুগ্ধ আদি ছানা ক্ষীর আছে দ্রব্য যত।
শকটে পূরিয়া দ্রব্য লহ নানামত॥
নানাবিধ উপহার সকলে লইবে।
প্রভাতে মথুরাপুরী সকলে যাইবে॥
রাত্রিযোগে কর সব দ্রব্য আয়োজন।
শকটে পূরিয়া সব লইবে এখন॥
আর শুন পিতা তুমি বচন আমার।
নয়নে হেরিব সেই মথুরা-ঈশ্বর॥
আনন্দে করিব মহা যজ্ঞ দরশন।
ত্বরায় আসিব পুনঃ এই বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে আনন্দ হৃদয়।
অমনি সে ভেরী-রবে সকলে জানায়॥
শুন ব্রজবাসীগণ বচন আমার।
নিমন্ত্রণ পাঠাইল মথুরা-ঈশ্বর॥
যজ্ঞ দরশনে সবে হইবে যাইতে।
দূত পাঠাইল কংস সবাকারে নিতে॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী লহ থরে থরে।
প্রভাতে যাইতে হবে মথুরা নগরে॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে যাইবে সঙ্গেতে।
ব্রজেতে ঘোষণা নন্দ করে এইমতে॥
অক্রুর আনন্দে মগ্ন হইল তখনি।
করযোড়ে কৃষ্ণ পদে প্রণমে অমনি॥
ভাগবতে হরিকথা শ্রবণ যে করে।
অনায়াসে মোক্ষ পায় যায় স্বর্গপুরে॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রুর সংবাদ সমাপ্ত।

অথ রাধিকার স্বপ্ন দর্শন।

শুকদেব নরবরে, কহে কথা মৃদুস্বরে,
শুন কহি কুরুর নন্দন।
রাসস্থলে বৃন্দাবনে, শ্রীহরি রাধিকা সনে,
নানা খেলা খেলে দুইজন॥
সুখেতে বিহার করি, সুকোমল শয্যাপরি,
নিদ্রাগত ব্রজের ঈশ্বরী।
করি স্বপ্ন দরশন, নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণ,
উঠি বৈসে শয্যার উপরি॥
ত্রাসিত অন্তরে অতি, হ'য়েব্যাকুলিত মতি,
শ্রীহরির ধরিয়া চরণ।
কহে শুন প্রাণনাথ, একি হ'ল অকস্মাৎ,
শিরে মোর অশনি পতন॥
এস এস প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়োপর,
কেন প্রাণ হইল চঞ্চল।
কি আছে কপালে মোর,কহি শুন চিত্তচোর
কিবা মম হবে অমঙ্গল॥
আমার কপাল মন্দ, হ'তেছে কতই সন্ধ,
না জানি কি বিপদ ঘটিবে।
প্রাণ চঞ্চলিত অতি, ধৈর্য্য নাহি ধরে মতি,
মম ভালে কি দশা হইবে॥
স্বপনে দেখিনু যাহা, কি আর কহিব তাহা,
কত ভয় উদয় অন্তরে।
কেন হেন কুস্বপন, করিনু হে দরশন,
যবে ছিনু সুখ নিদ্রা ঘোরে॥
কহ দেব মম প্রতি, কি হবে আমার গতি,
কর মোর দুঃখ নিবারণ।
কি কহিব প্রাণনাথ, যেন শিরে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ হইল পতন॥
হেন এক দ্বিজবরে, ক্রোধিত হ'য়ে অন্তরে,
কহে কত কর্কশ কাহিনী।
অগাধ জলধি জলে,মোরে ল'য়ে দিল ফেলে,
কূল নাহি পাই গুণমণি॥
শোকেতে আকুলহ'য়ে,কাঁদি মনদুঃখ পেয়ে,
একেবারে হইনু কাতর।
আমার রোদনে কত, জলজন্তু ব্যাকুলিত,
শোকে মগ্ন আমার অন্তর॥
হ'য়ে আমি জ্ঞানহারা, ভয়েতে হইনু সারা,
তোমায় ডাকিনু কতক্ষণ।
ডাকিনু তোমারে কত, শুন কহি প্রাণনাথ,
রক্ষ মোরে জীবের জীবন॥
না হেরিয়া তোমা ধন, ব্যাকুল হইল মন,
ভয়ে তনু কাঁপে থর থর।
আর যাহা দরশন, শুন কহি প্রাণধন,
চারিদিকে হেরি অন্ধকার॥
ভানুরে হেরি ভূতলে, অদর্শন তারা দলে,
ক্ষণপরে পুনঃ দরশন।
খণ্ড খণ্ড দিবাকর, পতিত ভূতলোপর,
একি দেখি হেন কুস্বপন॥
ধরণীতে অগ্নিরাশি, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য শশী,
ক্ষণে ক্ষণে দরশন করি।
আর যাহা দরশন, করিলাম প্রাণধন,
কহি শুন ওহে প্রাণ হরি॥
পুনরায় এক জন, আসি মম নিকেতন,
যোড়কর করি মম পাশে।
কহে মোরে গুণবতী, দেহ মোরে অনুমতি,
যাই আমি অন্য কোন দেশে॥
আর শুন প্রাণধন, কহি সব বিবরণ,
মম পাশে আসি আর জন।
ভয়ঙ্কর বেশ তার, হস্তে দণ্ড কদাকার,
কত মোরে কহে কুবচন॥
সজোরে ধরিয়া মোরে, মুখেতে চুম্বন করে,
শুন কহি প্রাণের ঈশ্বর।
এইরূপ দরশনে, মহা ভীত হয় মনে,
প্রাণে বড় হয়েছি কাতর॥
কহ মোরে প্রাণেশ্বর, একি স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
কহ নাথ কি দশা ঘটিবে।

কাঁপিছে মম অন্তর, কি কহিব গুণাকর,
না জানি কি দুর্গতি হইবে ॥
অন্তরেতে শোকানল, জ্বলিছে হ'য়ে প্রবল,
তুমি নাথ করহ নির্ব্বাণ।
কেমন হ'তেছে প্রাণ, শুন হে গুণনিধান,
বাহিরায় বুঝি মম প্রাণ ॥
কিসে পরিত্রাণ পাব, কহ মোরে শ্রীমাধব,
কি দুর্গতি হইবে ঘটন।
মনে এই অনুমানি, তুমি মোর গুণমণি,
ছাড়ি যাবে আমারে এখন ॥
নতুবা মম হৃদয়, কেন শোকাকুল হয়,
মোরে ছাড়ি পলাবে নিশ্চয়।
শ্রবণে রাধিকা বাণী, সেইক্ষণে চক্রপাণি,
রাধিকারে কোলে তুলি লয় ॥
রাধিকারে কোলে করি,কহে শুন প্রাণেশ্বরী,
তব মুখে শুনি বিপরীত।
কত গুণে গুণবতী, কেন শোকান্বিত মতি,
কেন বৃথা হ'তেছ চিন্তিত ॥
কহি শুন বাক্য সার, হও তুমি মমাধার,
তোমা ছাড়া নহি কদাচন।
তুমি প্রকৃতির পরা, তোমা হ'তে এই ধরা,
জীব সব তোমাতে স্বজন ॥
তব অংশে স্বাহা সতী, সাবিত্রী কমলাসতী,
পার্ব্বতী যে তব অংশে হয়।
আমি সকলের সার, আমার জীবনাধার,
কহিলাম তোমাকে নিশ্চয় ॥
আর কথা আমি কহি, তোমা আমা ভিন্ন নহি,
তুমি মম প্রাণের অম্বিকা।
বৃথা কেন ভাব সতী, তুমি পরমা প্রকৃতি,
ত্যজ শোক ওগো শ্রীরাধিকা ॥
শুন কহি হে সুন্দরী,তুমি গোলোকবিহারী,
ব্রহ্মধামে তোমার গমন।
শ্রীদামের অভিশাপে, ভারতের সেই পাপে,
গোপগৃহে গোপীকা জীবন ॥
তব হেতু বরাননে, আমি এই বৃন্দাবনে,
মনে তুমি না কর বিলাপ।
এত কহি ব্রজহরি, রাধারে প্রবোধ করি,
সুখে দোঁহে করেন আলাপ ॥
শুনে ইহা যেইজন, হরিকথা সর্ব্বক্ষণ,
শ্রবণেতে মোক্ষ হয় তার।
অক্রুর সংবাদ তথা, রাধিকার স্বপ্ন কথা,
শ্রবণেতে আনন্দ অপার ॥
ভাগবত সার কথা, সুধার লহরী গাঁথা,
সাধুগণ শুনে অবিরত।
দাস ভাষে ভাষাছন্দে, শুনে সবে মহানন্দে,
হরিকথা অতি সুললিত ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীরাধিকার স্বপ্ন দর্শন সমাপ্ত।

অথ রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
অতঃপর কহি সব মধুর ভারতী ॥
এইরূপে রাধিকায় লইয়া কোলেতে।
শান্ত করে নানারূপ প্রবোধ বাক্যেতে ॥
পরে গেল দুইজনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
শুইলেন রাধা শ্যাম রত্ন শয্যাতলে ॥
রাধা সহ রাধানাথ বিহার করিল।
শ্রীমতী পরম সুখে নিদ্রিত হইল ॥
নিদ্রাগত শ্রীমতীরে করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন ॥
রাধিকার মুখশশী দরশন করে।
একান্ত হইয়ে পুনঃ ভাবেন অন্তরে ॥
বলে হরি প্রাণেশ্বরী শুনহ বচন।
এই স্থানে রহ প্রিয়ে তুমি অনুক্ষণ ॥
রাসেশ্বরী কিছুকাল রহ রাসস্থলে।
আমারে বিদায় দেহ যাই আমি চলে ॥
আমার জীবন তুমি শুন রাসেশ্বরী।
তোমারে ত্যজিয়া প্রিয়ে কিসে প্রাণ ধরি।

হৃদয়ের মণি তুমি হও গুণবতী।
আমারে বিদায় এবে দেহ শীঘ্রগতি ॥
সংসার কারণ তুমি হৃদয় রতন।
তোমারে ত্যজিতে ক্ষণ নারে মম মন ॥
এতেক বলিয়া তবে শ্রীনন্দনন্দন।
রাধিকারে ছাড়ি হরি যাইবারে মন ॥
বড়ই ব্যাকুল হরি মথুরা গমনে।
রাধিকার মুখইন্দু হেরে ঘনে ঘনে ॥
শ্রীমতী আকুল অতি নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহিতে লাগিল ॥
ওহে প্রাণনাথ একি কহ বাক্য মোরে।
ত্যজিয়া যেতেছ নাথ কি হেতু আমারে ॥
তুমি মম প্রাণপতি প্রাণের অধিক।
কোথা যাবে মোরে ছাড়ি কহ প্রাণাধিক ॥
আমারে সাগর মাঝে ফেলিয়া এখন।
কোথায় যাইবে বল ওহে প্রাণধন ॥
বিষম জলধি জলে নাহি দেখি কূল।
কেন কর প্রাণসখা আমারে আকুল ॥
তোমার বিরহে প্রাণ কিরূপে ধরিব।
পুনঃ আমি কভু আর গৃহেতে না যাব ॥
তোমার বিরহে নাথ ভ্রমিব কাননে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকিব সঘনে ॥
তবু নাথ গৃহে আমি না যাব কখন।
যাইব সাগরে কিম্বা যাব মহাবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব আমি সতত করিব।
তব নাম স্মরি হরি এ প্রাণ ত্যজিব ॥
এ কি অসম্ভব হেরি ওহে গুণাকর।
একেবারে দেখি আমি সব অন্ধকার ॥
এ পাপ নয়নে আর নাহি দরশন।
কেন নাথ কহ মোরে হেন কুবচন ॥
কি আর কহিব নাথ তোমার চরণে।
ধরিলে হে গোপবেশ আমার কারণে ॥
এখন আমারে কেন অকূলে ভাসাও।
আমারে ছাড়িয়া নাথ এবে কোথা যাও ॥

জগতের সার তুমি দেব জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সেবে ও চরণ ॥
আমি তব অনুগত তাহাতে আশ্রিত।
আমারে ত্যজিতে তব না হয় উচিত ॥
আমি অপরাধী হই তোমার চরণে।
ক্ষম দোষ গুণমণি কৃপায় অধীনে ॥
শুন কহি প্রাণেশ্বর বচন প্রকৃতি।
করেছি কতেক দোষ জানি নিজ পতি ॥
কেন হরি পাপ পঙ্কে করিলে ক্ষেপণ।
সে সকল দোষ মম করহ মার্জ্জন ॥
বড় আদরিণী ছিনু তোমার সহিত।
এবে তার প্রতিফল দিলে সমুচিত ॥
ওহে নাথ গুণসিন্ধু গুণের আধার।
তুমি জগতের হরি সকলের সার ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
তোমার চরণ হরি যে জন সেবয় ॥
সেই প্রেমে বাঁধে তোমা ওহে দামোদর।
জেনেছি তোমারে হরি নির্দ্দয় অন্তর ॥
ব্রহ্মশাপে তব বংশ হইবে নিহত।
কহিলাম আমি এই হ'য়ে শোকান্বিত ॥
কহ নাথ কিরূপেতে জীবন ধরিব।
কেমনেতে তোমা ছাড়া বল আমি রব ॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় যে আমার।
শতবর্ষ কিরূপেতে রব গুণাধার ॥
কৃষ্ণ প্রতি রাধা সতী এতেক কহিল।
শুনিয়া তখনি রাধা ভূমিতে পড়িল ॥
অমনি শ্রীহরি তারে লইল কোলেতে।
সান্ত্বনা করিল তারে বহু প্রবোধেতে ॥
প্রবোধ না মানে রাধা করয়ে ক্রন্দন।
শোকের সাগরে সতী হইল মগন ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন।
নয়নে নয়ন রাখি রহিল তখন ॥
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া অবসন্ন কায়।
কৃষ্ণপানে অনিমেষে চাহি রহে হায় ॥



শ্রীমতী আকুল অতি নিদ্রাভঙ্গ হৈল
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহিতে লাগিল।

৬০২—পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণের প্রবোধে সতী প্রবোধ না মানে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে রাধা পড়িল সেখানে ॥
ভাগবত সুধা কথা সুমধুর অতি।
শ্রবণে পাপীর হয় বৈকুণ্ঠে বসতি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রাধিকার নিকট
শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকার বিলাপ।

পরীক্ষিত বলে ওহে ঋষি সনাতন।
কহ সেই হরিকথা অপূর্ব্ব কথন ॥
তোমার মুখেতে শুনি অদ্ভুত কাহিনী।
অতঃপর কি করেন দেব চক্রপাণি ॥
রাধা প্রতি রাধানাথ এতেক কহিল।
পরে ব্রজেশ্বরী তবে কি কার্য্য করিল ॥
বিস্তারিয়া কহ মোরে কথা পুরাতন।
যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
রাসলীলা লীলা সার গোপনীয় অতি ॥
সেই কথা তোমারে কহিব সারোদ্ধার।
পরম অদ্ভুত কৃষ্ণলীলা কথা সার ॥
লীলাময় শ্রীহরি সে লীলার কারণ।
কত খেলা খেলিলেন দেব জনার্দ্দন ॥
রাধিকা সহিত হরি বিহার করিল।
মদনে আবেশ হ'য়ে স্বকার্য্য সাধিল ॥
সুখাবেশে রাধাসতী অবশ হইল।
অমনি সে শয্যাপরে রাধা ঘুমাইল ॥
রতন পালঙ্কে সতী ঘুমে অচেতন।
রাধানাথ রাধা মুখ করে দরশন ॥
রাধামুখ দরশনে শ্রীরাসবিহারী।
কাঁদিয়া আকুল হন জগতের হরি ॥
নয়নের জলে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল।
রাধিকারে কোলে করি কাঁদিতে লাগিল।
কি করিব মনে মনে ভাবে গোপেশ্বর।
আদরে চুম্বন করে রাধিকা অধর ॥
ঘন ঘন চুম্বে হরি রাধার বদন।
রাই মুখশশী ঘন করে দরশন ॥
দরশনে মুখশশী আকুল কান্দিয়ে।
উপায় না পায় হরি কিছুই ভাবিয়ে ॥
মনে মনে জগন্নাথ করেন চিন্তন।
রাধিকারে সাজালেন করিয়া যতন ॥
কমল করেতে হরি কবরী বাঁধিল।
সুগন্ধি চন্দন কত অঙ্গে মাখাইল ॥
অলকা আবৃত তাহে করিল বদন।
কপালে সিন্দুর দিল করিয়া যতন ॥
গলায় পরায় হার শ্রীহরি আপনি।
রক্তপদে অলক্তক দিল চক্রপাণি ॥
কমল করেতে কমলাক্ষীরে সাজায়।
অলসেতে কমলিনী সুখে নিদ্রা যায় ॥
নিদ্রায় কাতর অতি হেরিল শ্রীহরি।
কাঁদিতে লাগিল পুনঃ উচ্চ রব করি ॥
মহা নিদ্রা যায় সতী ঘুমে অচেতন।
মনে মনে হরি তবে করেন চিন্তন ॥
বিষম আকুল হরি শোকেতে হইল।
রাধা শোকে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতে লাগিল ॥
বল প্রিয়ে তোমা ছাড়ি করিব গমন।
শোকেতে হইবে প্রিয়ে তুমি অচেতন ॥
কেন সতী নিদ্রাগত উঠ একবার।
তব সহ পুনঃ দেখা নাহি হবে আর ॥
শতবর্ষ অদর্শন তোমা সনে হবে।
কিরূপেতে একাকিনী তুমি প্রিয়ে রবে ॥
কিরূপেতে এ জীবন করিবে ধারণ।
আমি বা কিরূপে বল ধরিব জীবন ॥
এইরূপে শোকাকুল দেব জনার্দ্দন।
রাধারে নেহারে আর করয়ে রোদন ॥
সতীর বিরহে কৃষ্ণ শোকাতুর অতি।
চলেনা চরণ আর হেরে রাধা সতী ॥

হেনকালে দেবগণ আইল তথায়। (১)
শিব ব্রহ্মা ধর্ম্ম আদি উপস্থিত হয় ॥
দেবগণ নারায়ণে শোকার্ত্ত হেরিল।
করযোড়ে সকলেতে স্তব আরম্ভিল ॥
প্রণতি করিয়া কহে ওহে জনার্দ্দন।
কে জানে তোমার মায়া অনাদি কারণ
ওহে জগদীশ তুমি অখিলের পতি।
নিরাকার সর্ব্বাধার তুমি হে শ্রীপতি ॥
ভকতবৎসল জীব ভক্তের জীবন।
ইচ্ছাময় সর্ব্বাশ্রয়া বিশ্ব বিমোহন ॥
অব্যয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মময় হরি।
অনন্ত মহিমা তব তুমি মায়াধারী ॥
পুরুষপ্রবর তুমি সবার প্রধান।
তুমি সর্ব্বময় হরি বিশ্বের নিদান ॥
জগতের ভার যত হরণ করিতে।
ধরিয়া এ গোপবেশ এলে অবনীতে ॥
জরা মৃত্যু ভয় আদি তোমাতে উৎপত্তি।
আবার তোমাতে হয় সবার নিবৃত্তি ॥
তবে কেন কর শোক রাধিকা-রমণ।
এইরূপে কত স্তব করে দেবগণ ॥
পরে পদ্মযোনি গললগ্নীকৃত-বাসে।
করযোড়ে বিনয়েতে কহে মৃদুভাষে ॥
ওহে নিরাকার তুমি সাকার রূপেতে।
এসেছ অবনী-ভার হরণ করিতে ॥
উঠ রমানাথ শোক ত্যজ শীঘ্র করি।
বৃন্দাবন ছাড়ি এবে যাও হে শ্রী

১। এই স্থানে মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু দেবগণের আগমন ও দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও দেবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করান ইত্যাদি আশ্চর্য্যভাবে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু মতান্তরে ইহার অন্য রূপ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নন্দের মন্দিরে শীঘ্র করহ গমন।
ভক্তবাক্য রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন ॥
শ্রীদামের অভিশাপ বিস্মৃত হইলে।
শোকে কেন ধরাসনে পতিত রহিলে ॥
কমলারে ত্যজ হরি বিলম্ব না কর।
এখনও রাধাসতী নিদ্রায় অঘোর ॥
শ্রীদামের বাক্য প্রভু করহ পালন।
শীঘ্র ত্যজ রাধিকায় ওহে জনার্দ্দন ॥
রাধিকা কারণ প্রভু কেন শোক এত।
পুনর্ব্বার রাধা সহ হইবে মিলিত ॥
এখানে আসিবে পুনঃ ওহে বংশীধারী।
গোলোকে যাইবে অবনীর ভার হরি ॥
কংসচর আসিয়াছে জানহ এখন।
উঠ উঠ ওহে হরি ছাড় বৃন্দাবন ॥
যতক্ষণ রাধাসতী না পায় চেতন।
এইকালে তুমি প্রভু করহ গমন ॥
নিদ্রাভঙ্গে কমলিনী যাইতে না দিবে।
তখন হে রাধানাথ সঙ্কটে পড়িবে ॥
এত কহি দেবগণে প্রণমি চরণে।
সকলে চলিয়া গেল নিজ নিজ স্থানে ॥
দেবগণ বাণী শুনি বিশ্ব-নিরঞ্জন।
রাধিকার প্রতি পুনঃ করে নিরীক্ষণ ॥
মায়া হেতু মায়াময় যাইতে না পারে।
দুই নেত্রে বহে বারি আকুল অন্তরে ॥
তবে কতক্ষণে হরি করিয়া চিন্তন।
ধীরে ধীরে ব্রজনাথ করেন গমন ॥
হেনকালে দৈববাণী আকাশে হইল।
বিলম্ব করিছ বৃথা কংসালয়ে চল ॥
কংসে ধ্বংস কর প্রভু তুমি এইবার।
ঘুচাও হে জগন্নাথ অবনীর ভার ॥
শুনি দৈববাণী দেব হইল চকিত।
মৃদুগতি করে গতি শোকে বিমোহিত ॥
চলিতে অচল পদ এক পদ যায়।
এক পদ যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥

ঘন ঘন রাধা মুখ করে দরশন।
ভাবিতে ভাবিতে হরি করেন গমন॥
না পারে যাইতে হরি ব্যাকুল হইল।
ধীরে ধীরে কিছু দূর গমন করিল॥
রাস মঞ্চ হ'তে সেই চন্দনের বনে।
মৃদু গতি ধায় তথা সচঞ্চল মনে॥
তথায় যাইয়া হরি রহে লুকাইয়ে।
এখানে রাধিকা উঠে নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে॥
নিদ্রা হ'তে উঠি সতী করে নিরীক্ষণ।
নিকটে না দেখি সেই কমল লোচন॥
চঞ্চল হইল রাধা কৃষ্ণে না হেরিয়া।
কাঁদিল সে রাধাসতী আকুল হইয়া॥
তৃষিত চাতকী সম চারিদিকে চায়।
বলে কোথা প্রাণহরি প্রাণ বুঝি যায়॥
বনে বনে করে সতী কৃষ্ণ অন্বেষণ।
কোথা কান্ত বলি ধনী করয়ে রোদন॥
কোন স্থানে কৃষ্ণধনে দেখিতে না পায়।
কাঁদিয়া ব্যাকুল চিত্ত পড়িল ধরায়॥
অচেতন রাধা সতী হরির কারণ।
ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ পাইল চেতন॥
চেতন পাইয়া পুনঃ কাঁদিতে লাগিল।
বলে নাথ অকস্মাৎ কি দশা হইল॥
কোথা চিত্তচোর মোরে ফেলি এ কাননে।
একাকিনী রাখি নাথ যাইলে কেমনে॥
তোমার বিরহে আমি কেমনে রহিব।
না হেরি সে শশীমুখ নিশ্চয় মরিব॥
তোমা ছাড়া একতিল না বাঁচিবে প্রাণ।
দাও দেখা প্রাণসখা আমারে এখন॥
কেন নাথ বৃথা আর করিছ ছলনা।
কেন মিছে দাও মোরে এতেক যন্ত্রণা॥
কোথা আছ লুকাইয়ে দাও দরশন।
তব অদর্শনে মোর চঞ্চল জীবন॥
অবলার প্রাণে জ্বালা দাও কেন হরি।
কোথা লুকাইয়ে আছ এস ত্বরা করি॥
নতুবা এ প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন।
যমুনা সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
এইরূপে রাধাসতী আকুল অন্তরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
শোকেতে আকুল সতী হয় অচেতন।
ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায় পাগল যেমন॥
কত স্থানে কত বনে অন্বেষণ করে।
না হেরিয়া প্রাণপতি শোকার্ত্ত অন্তরে॥
একবারে অচেতন পড়ে ভূমিতলে।
শব প্রায় পতিত সে রহে তৃণ দলে॥
হেনকালে গোপী সব সেখানে আইল।
শব সম ধরাতলে সতীরে দেখিল॥
বলে সতী একি গতি হইল তোমার।
গোপিকা-জীবন তুমি রমণীর সার॥
জ্ঞানহারা হ'য়ে সতী আছ কি কারণে।
একবার চেয়ে দেখ আমাদের পানে॥
এরূপে গোপিনীগণ বিলাপ করয়।
রাধার কারণে সবে আকুল হৃদয়॥
কোন গোপী পত্র ধরি বাতাস করিছে।
কোন জন বস্ত্রে করি বারি আনিতেছে॥
কেহ বা চন্দন আনি করিছে প্রদান।
কেহ বলে বুঝি সতী ছাড়িয়াছে প্রাণ॥
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা ব্যাকুল হৃদয়।
রাধার কারণে সবে ম্রিয়মান হয়॥
কোন গোপী শীঘ্র করি কোলেতে করিল।
কোন গোপী করাঘাত বক্ষেতে হানিল॥
প্রাণ-শূন্য ভাবি মনে ব্রজের ঈশ্বরী।
গড়াগড়ি দেয় কেহ ধূলার উপরি॥
উন্মত্তা হইল সবে রাধার কারণে।
অশ্রুনীরে বক্ষঃ ভাসে কান্দিছে সঘনে॥
শোকেতে আকুল যত গোপকুল নারী।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কোথা বংশীধারী॥
তোমার কারণে সতী ত্যজিল জীবন।
হেনকালে একবার দেহ দরশন॥

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি যতেক গোপিনী।
ধূলায় পতিত সবে যেন পাগলিনী ॥
চন্দনের বনে থাকি দেব গদাধর।
হেরিল গোপিকা ভাব থাকিয়া অন্তর ॥
রাধাসতী মূর্চ্ছাগত নাহিক চেতন।
লুকায়ে থাকিয়ে হরি করে দরশন ॥
না পারে গোপিনী তারে চেতন করিতে।
শোকার্ত্ত হইয়া কৃষ্ণ না পারে সহিতে ॥
ত্বরা করি আসি হরি তবে সেইস্থলে।
রাধিকায় তুলি লয় আপনার কোলে ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে চেতন পাইল।
নয়ন মেলিয়া তবে দেখিতে লাগিল ॥
শ্রীহরি দর্শনে রাধা আনন্দ অন্তর।
দরিদ্র পাইল যেন রত্ন বহুতর ॥
সেইমতে আনন্দিত রাধিকা হইল।
কৃষ্ণসহ পুনঃ সতী রাসমঞ্চে গেল ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল অন্তরে।
রাধিকায় কোলে করি গেল শ্রীমন্দিরে ॥
তথা হরি রাধা সহ করেন বিহার।
সন্তোষে সতীরে তোষে দেব গদাধর ॥
তথা সতী কৃষ্ণ প্রতি কহিল তখন।
গুণমণি শুন কহি প্রকৃত বচন ॥
একাকিনী ফেলে নাথ যাবে স্থানান্তরে।
কিছু দয়া নাহি হরি তোমার অন্তরে ॥
তুমি মম প্রাণপতি আমার জীবন।
তোমা ছাড়ি কিরূপেতে থাকিব এখন ॥
সতীর পরমগতি পতিমাত্র সার।
পুত্রাধিক স্নেহ হয় স্বামীর উপর ॥
শত পুত্র স্নেহ ভার পারে ত্যজিবারে।
বিনা পতি কিন্তু সতী প্রাণ নাহি ধরে ॥
পতির কারণে সতী ছাড়ে নিজ প্রাণ।
নিশ্চয় কহিনু নাথ প্রকৃত বিধান ॥
দম্পতি প্রণয় যথা নাহি রসময়।
তাহাদের নাহি কভু হয় সুখোদয় ॥
সতত অসুখী তারা রহে অনুক্ষণ।
বাঁচিয়া কি সুখ তাহে শুন প্রাণধন ॥
এত কহি রাধা সতী কান্দিতে লাগিল।
রাধিকার প্রিয়সখি তথায় আইল ॥
করযোড়ে কহে শুন রাধিকা-রমণ।
একি ধর্ম্ম হেরি ওহে শ্রীমধুসূদন ॥
নিবিড় অরণ্যে ফেলি ব্রজের ঈশ্বরী।
একা রাখি লুকাইলে ওহে বংশীধারী ॥
তুমি রাধিকার প্রাণ গোপিনী জীবন।
এ নহে উচিত তব দেব নারায়ণ ॥
একাকী ফেলিয়ে তারে পালাও কোথায়।
ভূমিতলে পড়ি রাধা যেন মৃতপ্রায় ॥
পাগলিনী সম রাধা তোমার কারণে।
ধূলায় লোটায় হের চেতনা বিহনে ॥
শব সম ভূমিতলে দেখিনু পতন।
চেতন করিতে কত করিনু যতন ॥
শীতল চন্দন আনি অঙ্গেতে মাখাই।
কিছুতে চেতনা তার দেখিতে না পাই ॥
পরে সুশীতল বারি দিলাম মুখেতে।
কিঞ্চিৎ চেতনা মাত্র হয় সেক্ষণেতে ॥
ক্ষণেক চেতনা পেয়ে রাধা গুণবতী।
বলে কোথা প্রাণকৃষ্ণ ওহে প্রাণপতি ॥
হা নাথ হা নাথ মাত্র শব্দ যে মুখেতে।
নয়নেতে বহে বারি আকুল শোকেতে ॥
তোমার কারণ রাধা আকুল অন্তরে।
বলে হায় কোথা গেলে অনাথিনী করে ॥
শোকানলে সতী জ্বলে তোমার কারণ।
লৌহ যথা অনলেতে হয় হে দহন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু ভেদ মাত্র হয়।
দোঁহার জীবন এক জানিনু নিশ্চয় ॥
তবে কেন রাধা ছাড়ি হে নন্দনন্দন।
ছলনা করিয়ে কেন করে পলায়ন ॥
তোমা ক্ষণমাত্র ছাড়া নহে রাধা সতী।
তবে কেন হেনরূপ কর প্রাণপতি ॥

আর শুন গুণমণি তোমার বিহনে।
এক তিল রাধা সতী নাহি বাঁচে প্রাণে ॥
সতত তোমারে যেবা করে নিরীক্ষণ।
কেমনে বাঁচিবে বল হ'লে অদর্শন ॥
ওহে হরি ক্ষণমাত্র বিহনে তোমার।
কি দশা হয়েছে হরি দেখ রাধিকার ॥
ঐ দেখ গুণমণি বর্ণ যে মলিন।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু হয় প্রভাহীন ॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশ বাস সব কদাকার।
তোমার বিরহে হয় দেহ শীর্ণাকার ॥
তোমার বিরহে সতী নিশ্চয় মরিবে।
ক্ষণমাত্র রাধাসতী বাঁচিয়া না রবে ॥
তাই বলি বনমালী ত্যজিতে রাধায়।
ওহে গুণমণি তব উচিত না হয় ॥
অতএব গদাধর করহ বিচার।
না মরে যাহাতে সতী কর প্রতিকার ॥
সখীর বচনে তবে দেব জনার্দ্দন।
কহে শুন প্রিয়সখী বিহিত বচন ॥
তুমি সতী যাহা বল সত্য তাহা হয়।
কিন্তু দৈবলিপি যাহা হইবে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মফল যাহা তাহা নিশ্চয় হইবে।
জীবমাত্রে তাহা কভু অন্যথা না হবে ॥
দেব ঋষি আদি সবে কর্ম্মফল ভোগে।
বিধাতার লিপি যাহা শরীর সংযোগে ॥
আপনার কর্ম্মফল শ্রীমতী পাইবে।
শত বর্ষ মম সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে ॥
শ্রীদামের অভিশাপ অদৃষ্ট লিখন।
ইহাতে অন্যথা বল করে কোনজন ॥
কহিনু তোমারে সখী প্রকৃত কাহিনী।
সবে মাত্র রবে প্রাণ শুন সেই বাণী ॥
মম সহ শত বর্ষ বিচ্ছেদ হইবে।
নিত্য নিশিযোগে স্বপ্নে আমারে দেখিবে।
সারকথা কহিলাম তোমারে এখন।
তাহাতে রহিবে সুস্থ শ্রীমতীর মন ॥
মম বাণী চন্দ্রাননী অন্যথা না হবে।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা রাধা কিছুতে না পাবে ॥
কহিলাম প্রিয়সখি তোমারে এখন।
রাধিকায় পরিহরি করিব গমন ॥
তুমি রাধিকায় কিছু উপদেশ দিবে।
বিশেষ করিয়া তাঁরে প্রবোধ করিবে ॥
যেন শোকনীরে সতী না হয় মগন।
শুন সতী রক্ষ তুমি আমার বচন ॥
এত কহি নারায়ণ অন্তর্দ্ধান হৈল।
রাধিকায় একাকিনী রাখিয়া চলিল ॥
আনন্দে নন্দের ঘরে করিল গমন।
গোপী কহে রাধিকায় প্রবোধ বচন ॥
না মানে প্রবোধ রাধা শোকেতে কাতর।
অশ্রুবারি নয়নেতে বহে নিরন্তর ॥
বিষম ব্যাকুল সতী কৃষ্ণের কারণ।
মূর্চ্ছাগত ধরাতলে হইল পতন ॥
শব সম তৃণোপরে পড়িয়া রহিল।
সখীগণ সকলেতে প্রবোধ করিল ॥
রাধিকায় কোলে করি গোপকুল সতী।
রাসমঞ্চে সকলেতে করিলেন গতি ॥
রত্নশয্যাপরে তারে করায় শয়ন।
নন্দসুত নন্দালয়ে করিল গমন ॥
হর্ষমতি যশোমতী পুত্র কোলে নিল।
মাতা পিতা উভে কৃষ্ণ প্রণতি করিল ॥
যশোমতী করি কোলে শ্রীমধুসূদনে।
সদ্য নবনীত দিল ভক্ষণ-কারণে ॥
নবনীত খান হরি যশোদার কোলে।
চারিদিকে আছে ঘিরি আহিরী সকলে ॥
কেহ বা বাতাস করে কেহ দেয় জল।
পরম আনন্দে কেহ গাহিছে মঙ্গল ॥
পরে হরি যশোদার নিকটে বসিল।
নন্দ আদি গোপগণ আসিয়া জুটিল ॥
সবে কৃষ্ণ মুখ হর্ষে করে নিরীক্ষণ।
আনন্দ সলিলে সবে হইল মগন ॥

লইল কৃষ্ণেরে কোলে নন্দ মহামতি।
অপার আনন্দ-নীরে ভাসে যশোমতী॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস কহে সাধুগণ পিয়ে নিরন্তর॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রাধিকার বিলাপ সমাপ্ত

অথ কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণের খেদ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরেশ্বর।
শুন কৃষ্ণলীলা কথা পরম সুন্দর॥
প্রভাতে পরমানন্দে সহ গোপগণ।
অক্রুর সহিত চলে কংসের ভবন॥
রথোপরে সবে ধায় আনন্দিত মতি।
ধীরে ধীরে চলে রথ মথুরার প্রতি॥
এই কথা শুনি যত গোপাঙ্গনাগণ।
শোকানলে সবে জ্বলে করয়ে রোদন॥
ক্রূরমতি অক্রুর সে ব্রজেতে আইল।
হৃদয়ের মণি সে যে লইয়া চলিল॥
ইহা ভাবি গোপী সব আকুল হইল।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি কান্দিতে লাগিল॥
বলে সখি এবে বিধি কি দশা করিল।
প্রাণ হরি ল'য়ে হরি অক্রুর চলিল॥
এই কথা বলে আর করয়ে ক্রন্দন।
আলুথালু কেশ বাস হইল তখন॥
অঙ্গের ভূষণ সব খসিয়া পড়িল।
কৃষ্ণহীন হ'য়ে সবে অচেতন হৈল॥
কেহ বলে শুন সখী আমার বচন।
হেরিব কি ক'রে সেই সুচারু বদন॥
সে মধুর হাস্য কি আর নয়নে হেরিব।
আর কি সে মধুমাখা বচন শুনিব॥
এত কহি গোপনারী হয় অচেতন।
কেবল জাগিছে মনে কৃষ্ণের বদন॥
কৃষ্ণের বিরহে সবে বিষম কাতর।
শিরে করাঘাত হানে আকুল অন্তর॥
নয়নে বহিল বারি নহে নিবারণ।
গলিয়া পড়িল তাহে আঁখির অঞ্জন॥
কৃষ্ণের বিরহে একে বদন মলিন।
অঞ্জনের দাগে আরো হয় প্রভাহীন॥
অশ্রুমুখী গোপী সব করিছে রোদন।
দুঃখিত অন্তরে কহে বিকৃত বচন॥
যেন পাগলিনী সবে উন্মত্ত হইয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে ভূতলে পড়িয়ে॥
ওরে বিধি একি বিধি আমাদের প্রতি।
অবলার প্রতি দয়া নাহি এক রতি॥
হা রে বিধি তব দেহ কি দিয়ে গঠন।
না পারি বুঝিতে কিছু কঠিন কেমন॥
প্রেমেতে উন্মত্ত করি আমা সবাকারে।
কিছুমাত্র নাহি দয়া তোমার শরীরে॥
নতুবা কেমনে কর এমন ঘটন।
হাতে দিয়া প্রেমনিধি করিলে হরণ॥
মন আশা না পূরিতে এমন করিলে।
কি মন্ত্রণা করি পুনঃ সে জনে হরিলে॥
আশা না পূরাতে তারে রাখিলে অন্তরে।
কোথায় লইলে সেই গোপী-মনচোরে॥
বড়ই কঠিন তুই বড়ই নির্দ্দয়।
কি দিয়ে নির্ম্মিত হায় তোর সে হৃদয়॥
এবে জানিলাম তব দয়া কিছু নাই।
নতুবা হরিলে কেন জীবন কানাই॥
অক্রুরের মূর্ত্তি ধরি আসে ব্রজপুরে।
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ নিলে তুমি হরে॥
বধিয়ে নারীর প্রাণ কিবা তব ফল।
নারীঘাতী হ'লে এর পাবে প্রতিফল॥
অবলা কামিনী মোরা ছাড়ি কৃষ্ণধন।
কিরূপে থাকিব বল ধরিয়ে জীবন॥
ধৈর্য্য ধরি একাকিনী রহিব কেমনে।
কালরূপী অক্রুর সে আইল এক্ষণে॥
কে বলে অক্রুর তুই অতি খলমতি।
সাধিলে এমন কাজ অবলার প্রতি॥

কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম নাহি তব মনে।
নতুবা হরিলি কেন গোপীর জীবনে॥
ক্ষণমাত্র না হেরিয়া যার চাঁদ মুখ।
বিদারিত বক্ষ তাহে নহে কোন সুখ॥
এ কৌতুক কারে কহি কে করে শ্রবণ।
যার লাগি কুল ধর্ম্ম গৃহ পরিজন॥
পতি পুত্র ছাড়ি সবে কৃষ্ণ অনুগত।
এখন কাঁদিয়া মরি ব্রজগোপী যত॥
শোন বিধি আর না কহিব সে কাহিনী।
কৃষ্ণ শোকাতুরা মোরা যতেক গোপিনী॥
বিনে কৃষ্ণ এত কষ্ট সহিব কেমনে।
তবে কেন হরি লও সে জীবন ধনে॥
নিশা অবসানে হবে অরুণ উদয়।
কুতূহলে রামকৃষ্ণ গোঠে যবে যায়॥
সেইকালে মোরা সবে হেরি কৃষ্ণানন।
কতই আনন্দ মোরা পাই যে তখন॥
অনিমেষ নেত্রে হেরি সেই কালশশী।
হানিত কটাক্ষ হরি মৃদু মৃদু হাসি॥
হেরিত নয়ন কোণে গোপিকা বদন।
আনন্দ সাগরে মোরা হতেম মগন॥
কিবা রূপরাশি সেই সুখের সাগর।
তাহাতে নিমগ্ন গোপী রহে নিরন্তর॥
সর্ব্বক্ষণ সেই সুখে সুখী থাকি সবে।
দিবানিশি কিছু নাহি জানিতাম তবে॥
যখন সে কালশশী গোঠে চলি চায়।
দেখিয়া গোপিকা মন বনপথে ধায়॥
আকুল অন্তর তথা চারিদিকে হেরি।
কোনমতে পোড়া মনে বুঝাইতে নারি॥
সেইকালে শোকাকুলে ফিরে আসি ঘরে।
কতই রোদন করি আকুল অন্তরে॥
কুললাজ একবারে সব পরিহরি।
গৃহকর্ম্মে নাহি মন শুন বংশীধারী॥
সতত আকুল মন কৃষ্ণের কারণ।
পুনঃ যথা সন্ধ্যাকাল হয় আগমন॥

গোষ্ঠ হ'তে ঘরে আসে যশোদা-কুমার।
হেরিয়া সে শশীমুখ আনন্দ অপার॥
ততক্ষণে গোপী প্রাণ হয় সুশীতল।
না হেরিলে মুখশশী সবে সচঞ্চল॥
হেরিলে সে হাসিমুখ কত সুখোদয়।
আনন্দে কাঁপয়ে অঙ্গ চমকে হৃদয়॥
ধন্য আজ পুণ্যবান মথুরার জন।
পাইবে পরম নিধি কৃষ্ণ প্রাণধন॥
কত পুণ্য করেছেন তাঁহারা সঞ্চয়।
বৃষ্ণি ভোজবংশে জন্ম যাঁহাদের হয়॥
মনোহর কৃষ্ণরূপ সুন্দর বদন।
আনন্দে হেরিব আজ সে কালবরণ॥
কি আর কহিব তোরে অক্রূর নির্দ্দয়।
হৃদয়ের মণি চুরি উচিত কি হয়॥
হের সখীগণ এই দূরে চলে গেল।
এখন উপায় সখি শীঘ্র করি বল॥
হা রে নিষ্ঠুর তোর একি ব্যবহার।
আমাদের দুঃখ দিয়া কি লাভ তোমার॥
এবে প্রাণনাথে তুমি করিয়ে হরণ।
দূর পথে পলাইয়ে যাও কি কারণ॥
অবলায় দুঃখ দিয়ে কিবা ফলোদয়।
জানিলাম ভাই তুই নিতান্ত নির্দ্দয়॥
কঠিন হৃদয় তব জানিনু এখন।
নারীগণে বধি প্রাণে করিবে গমন॥
গোপাঙ্গনা সর্ব্বজনে শোকার্ত্ত হৃদয়।
নিশা অবসানে তবে গোপ সমুদয়॥
নন্দ আদি গোপ যত আনন্দ অন্তরে।
রামকৃষ্ণ সহ তবে চলিল সত্বরে॥
অক্রূর লইয়া রথ আনন্দে মগন।
সত্বরে সে রাজপথে করিল গমন॥
দরশনে গোপিগণে সচঞ্চল মন।
উচ্চৈঃস্বরে একবারে করয়ে রোদন॥
কোন গোপী কহে সবে সম্বর রোদন।
ঐ দেখ রাধাসতী শোকে অচেতন॥

বক্ষে হানে করাঘাত বহে অশ্রুজল।
কম্পিত হইয়ে অঙ্গ হতেছে চঞ্চল ॥
আর শুন সখি সবে বচন আমার।
কিরূপে যাইবে হরি মথুরা নগর ॥
না দিব যাইতে সবে কর নিবারণ।
বৃথায় দাঁড়ায়ে হেথা আছ কি কারণ ॥
রথের নিকটে সবে চলহ এখন।
রথ-চক্রে মাথা পাতি ছাড়িব জীবন ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে চল এ প্রাণ ত্যজিব।
লজ্জা ধর্ম্ম কুল শীল সকলি ছাড়িব ॥
কি আর করিবে বল আত্মীয় স্বজনে।
নিমেষার্দ্ধ যার তরে নাহি বাঁচি প্রাণে ॥
তার অদর্শনে সবে রব কি প্রকারে।
না রবে এ প্রাণ সখি সে বিচ্ছেদ শরে ॥
যেই নন্দসুতে হেরি সুন্দর বদন।
নয়ন আনন্দ-নীরে হইতে মগন ॥
কিবা সে সুন্দর হাস্য কিবা সে ঈক্ষণ।
ক্ষণেক না হেরে তারে ব্যাকুলিত মন ॥
রাসস্থলে কত কেলী কত সুখ তায়।
রসাবেগে রাত্রি শেষ সুখ ক্ষণপ্রায় ॥
ক্ষণপ্রায় সুখলেশ নারিনু জানিতে।
সে সুখ বিফল হবে পারি কি সহিতে ॥
এইরূপে গোপাঙ্গনা করয়ে চিন্তন।
আর গোপী কহে তথা করিয়ে রোদন ॥
কি আর কহিব সখি নাহি সরে বাণী।
কে আর করিবে সেই বাঁশরীর ধ্বনি ॥
গোচারণে গোষ্ঠে যবে করিত গমন।
দিবা অবসান পরে সহ সখাগণ ॥
নাচিতে নাচিতে কানু গৃহেতে আসিত।
গো-পদের ধূলা অঙ্গে আবৃত হইত ॥
ধূলি ধূসরিত হ'তো অঙ্গের ভূষণ।
অলকা আবৃত মুখ হইত মলিন ॥
সেই মুখে মিষ্ট হাসি দর্শন সুন্দর।
মধুর বেণুর রবে আনন্দ অন্তর ॥
হানিত বঙ্কিম ভাবে কটাক্ষের বাণ।
মহানন্দে মগ্ন যত গোপিকার প্রাণ ॥
সে হরি বিহনে প্রাণ কেমন ধরিব।
কিরূপে যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পাব ॥
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ না রঁবে নিশ্চয়।
উচাটন প্রাণ মন আকুল হৃদয় ॥
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আকুল অন্তরে।
কতই কহিল সবে বিরহ কাতরে ॥
কৃষ্ণ অনুগত প্রাণ ব্রজকুল-বালা।
বিচ্ছেদ অনলে সবে হইল চঞ্চলা ॥
লাজভয় পরিহরি অতি উচ্চরবে।
কাতর অন্তরে কাঁদে গোপনারী সবে ॥
শোকেতে আকুল সবে জ্ঞানহারা হয়।
বলে কোথা শ্রীগোবিন্দ ওহে দয়াময় ॥
গোপিকার প্রাণ হরি গোপিকামোহন।
অনাথ বান্ধব হরি শ্রীমধুসূদন ॥
বিপদ কাণ্ডারী হরি বিপদ-ভঞ্জন।
রাখ গোপিকার প্রাণ গোপিকামোহন ॥
এইরূপে গোপিগণ শোকাচ্ছন্ন মতি।
প্রভাতে অক্রুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গতি ॥
রামকানু রথোপরে করি আরোহণ।
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজশিশুগণ ॥
মথুরা নগর পানে আনন্দেতে ধায়।
লইয়া যতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি তায় ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা গব্য রস যত।
শকটে পূরিয়া লয় আর কত শত ॥
এইরূপে কৃষ্ণসহ যত গোপগণ।
মথুরা নগরে সবে করিল গমন ॥
এখানেতে শোকাকুলা ব্রজ-আহিরিণী।
কৃষ্ণের বিরহে সবে হ'য়ে উন্মাদিনী ॥
উচ্চরবে কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
সকলে ধাইল সেই রথের পশ্চাতে ॥
তাহা দরশনে সবে যত গোপগণ।
গৃহে যাও ফিরে সবে কহে এ বচন ॥

না শুনে বারণ গোপী রথ পাছে গতি।
তাহা দরশনে তবে চিন্তিত শ্রীপতি ॥
অক্রূরে কহিয়ে রথ রাখি সেই স্থানে।
কহিয়া পাঠায় তবে গোপাঙ্গনাগণে ॥
শান্ত হও গৃহে যাও কহিলাম সার।
কেন বৃথা হইতেছ ব্যাকুল অন্তর ॥
সে কথা শ্রবণে তবে যতেক গোপিনী।
কিছু শান্ত হয় তবে স্থির করে প্রাণী ॥
বেগে চালাইল রথ অক্রূর সুমতি।
দূর পথে ধায় রথ বিষম সে গতি ॥
ব্রজের অঙ্গনা যত করে দরশন।
দাঁড়াইয়া আছে কাষ্ঠ পুত্তলি যেমন ॥
অনিমিষে পথ পানে দৃষ্টি করে সবে।
ধাইল বেগেতে রথ অতি ঘোর রবে ॥
রথচক্র ধূলি যথা উড়িতে লাগিল।
অনিমিষে গোপী সব দরশন কৈল ॥
তদন্তরে রথ আর নহে দরশন।
অতি দূর পথে রথ করিল গমন ॥
দ্রুতবেগে যায় রথ দৃশ্য নাহি হয়।
গোপিনীরা সকলেতে চক্ষে না দেখয় ॥
তবেত নিরাশ হ'য়ে গোপিগণ যত।
ফিরিয়া আইল ঘরে হইয়ে দুঃখিত ॥
কৃষ্ণশোকে গোপকুল অতি বিষাদিনী।
শোকানলে দহে সবে যেন পাগলিনী ॥
গোবিন্দ বিরহানলে করয়ে রোদন।
এইরূপে গোপী যত ব্যাকুলিত মন ॥
হেথায় আনন্দে রথ অক্রূর চালায়।
কৃষ্ণ বলরামে ল'য়ে বায়ুবেগে ধায় ॥
কালিন্দীর তীরে রথ আগত হইল।
বিশ্রাম কারণ অশ্ব গতি থামাইল ॥
শ্রবণ গায়ন আর নাম সংকীর্ত্তন।
যেইজন করে তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপিনীগণের খেদ সমাপ্ত।

অথ অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন।

অক্রূর সুমতি রথ রাখিয়া তথায়।
ভূমিতলে নামি বসে গাছের তলায় ॥ (১)
বৃক্ষমূলে বসি হরি বলদেব সঙ্গে।
বিশ্রাম লভয়ে সবে তথা মহারঙ্গে ॥
তদন্তরে অক্রূর সে আনন্দ অন্তর।
স্নান হেতু ধাইল সে যমুনা ভিতর ॥
স্নান করি কৃষ্ণমন্ত্র জপিতে লাগিল।
আঁখি মুদি মহাযোগে ধ্যানস্থ হইল ॥
হেরিল যুগলরূপ জলের ভিতর।
ত্রাস্ত হ'য়ে পুনঃ চাহে রথের উপর ॥
দুই মূর্ত্তি রথোপরে করে দরশন।
পুনঃ জলে অক্রূর হইল নিমগন ॥
বিস্মিত হইয়ে মুনি ভাবিল অন্তরে।
রামকৃষ্ণ হেরে পুনঃ জলের ভিতরে ॥
এইরূপে কতবার করে দরশন।
বিস্ময় মানিয়া মুনি করিল চিন্তন ॥
মনে মনে ভাবি মুনি একাকী তখন।
বাহির ভিতরে হরি রূপ বিমোহন ॥
কেবা সত্য কেবা মিথ্যা বুঝিতে না পারি।
আমারে ছলনা বুঝি করিল শ্রীহরি ॥
এত ভাবি পুনঃ মুনি জলেতে ডুবিল।
করযোড়ে মহামুনি স্তুতি আরম্ভিল ॥
হেরিল অদ্ভুত রূপ জলের ভিতর।
সহস্র মস্তকধারী রূপ মনোহর ॥
পরিহিত পীতাম্বর শ্বেত শৃঙ্গধারি।
তাঁর অঙ্কে বসিয়াছে মুকুন্দ-মুরারি ॥
পীতবস্ত্রে কটি আঁটা চতুর্ভুজ তায়।
কমল নয়ন তার অতি শোভাময় ॥
বদন শারদ-শশী তাহে চারু হাসি।
রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর বাক্য সুধারাশি ॥

১। কালিন্দীর তীরবর্ত্তী বটমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

কামধনু সম ভুরু কর্ণ মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ কিবা সে সুন্দর॥
কিবা পরিসর বক্ষঃ নাভি শোভা কত।
রম্ভাতরু জিনি জানু নখচন্দ্র শত॥
মণিময় হার শোভে কণ্ঠেতে তাহার।
মনোহর কণ্ঠপরে কিঙ্কিণীর ভার॥
কর্ণে শোভে মনোহর রতন কুণ্ডল।
শ্রীবৎস শোভিত বক্ষঃ সুন্দর বিশাল॥
বনমালা শোভে গলে আভা কত তার।
মুনি ঋষি ঘেরি বসি আছে চারিধার॥
আর যত দেবগণ বসিয়ে তথায়।
মহেশ্বর ব্রহ্মা আদি অমর সবায়॥
অষ্টবসু আদি যত সুরাসুরগণ।
প্রহ্লাদ নারদ আদি সেবে শ্রীচরণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী করি দেবকুল নারী।
বসিয়াছে চারিধারে সেইরূপ ঘেরি॥
হেন অপরূপ হেরি অক্রুর নয়নে।
মহাসুখী মহামুনি হৈল মনে মনে॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে মুনি পড়িয়ে ভূতলে।
করযোড়ে করে স্তব অতি কুতূহলে॥
ভাগবতে হরিকথা শ্রবণ যে করে।
অনায়াসে মোক্ষ পায় যায় স্বর্গপুরে॥
প্রণমিয়া পদযুগে অক্রুর তখন।
দাস ভাবে একমনে শ্রীহরি চরণ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বিশ্বরূপ দর্শন সমাপ্ত।

অথ অক্রুর কর্ত্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

শুকদেব কহে ওহে শুন নরপতি।
পরম অদ্ভুত হয় পুরাণ ভারতী॥
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত হয় সবাকার।
মুক্তিপদ পায় যত পাপী দুরাচার॥
কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ।
মহামুনি বিশ্বরূপ করি দরশন॥
যোড়করে স্তুতি করে অক্রুর তখন।
বলে ওহে বিশ্বপতি জগত জীবন॥
আনন্দে হইয়ে ভোর কহে মুনিবর।
নমঃ প্রভু নারায়ণ দেব গদাধর॥
নমঃ অখিলের পতি তুমি নারায়ণ।
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় জগত কারণ॥
সবাকার আদি তুমি সবাকার সার।
অব্যয় পুরুষ দেব তুমি নিরাকার॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
এ জগৎ হয় নাথ তোমার আজ্ঞায়॥
তব নাভিপদ্মে ব্রহ্মা জনম লভিল।
তব শক্তি হ'তে বিধি জগত সৃজিল॥
ত্রিজগৎ (১) হয় দেব তোমার আজ্ঞায়।
তুমি সবাকার মূল ওহে দয়াময়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেবগণ যত।
তব অংশ মাত্র সব জানিনু নিশ্চিত॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি সুরেশ্বর।
বরুণ পবন তুমি জগত ঈশ্বর॥
জল স্থল জঙ্গমাদি গিরি শৃঙ্গধর।
নদ নদী বৃক্ষ আদি পর্ব্বত কন্দর॥
তোমাতে সকলি হয় তোমাতেই লয়।
আত্মারূপী ভগবান সবার আশ্রয়॥
ভক্তিহীন মূঢ়মতি দুরাচারগণ।
নাহি জানে তব তত্ত্ব অজ্ঞান কারণ॥
নির্গুণ আকার তব স্বরূপ আকৃতি।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি বিরাট মূরতি॥
পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ।
তোমারে ভজয়ে যত গোপাঙ্গনাগণ॥
পরম পুরুষ তুমি দেব মহেশ্বর।
অংশরূপী ভগবান মূল সবাকার॥

১। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিজগত।



কোন গোপী কহে সবে সম্বর ক্রন্দন ॥
ঐ দেখ রাধা সতী শোকে অচেতন ॥ [৬০৯—পৃষ্ঠা ।

তব আত্মা হ'তে জন্ম যত জীবগণ।
সর্ব্বভূতময় দেব জগত জীবন॥
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত মহিমা।
বেদ অগোচর হরি নাহি তব সীমা॥
নানামতে নানা জন পূজয়ে তোমারে।
বেদ বিধিমতে পূজে কর্ম্ম অনুসারে॥
কেহ বা ভজয়ে তোমা বহু আড়ম্বরে।
বাহুল্য করিয়া কেহ যায় পূজিবারে॥
তোমারে পূজিতে কেহ যজ্ঞ করে কত।
কেহ বা সতত তব অর্চ্চনাতে রত॥
কেহ দেবভাবে তোমা করয়ে পূজন।
জ্ঞানমার্গে ভজে তোমা যত গোপিগণ॥
কেহ বিধিমতে ভক্তি করিয়া তোমায়।
কেহ লোকাচারে সদা তোমাকে পূজয়॥
এক মূর্ত্তি ভাবি কেহ পূজে সর্ব্বক্ষণ।
বহু মূর্ত্তি ভাবি কেহ করয়ে অর্চ্চন॥
অনাদি কারণ ভাবি কেহ বা পূজিছে।
শিবজ্ঞানে কত লোক তোমারে ডাকিছে॥
কেহ ব্রহ্মা ভাবি তব পূজিছে চরণ।
এইরূপে তব পদ ভজে বহুজন॥
যার যেই ভাব মনে হ'তেছে উদয়।
তব পাদপদ্ম সেই ভাবেতে সেবয়॥
সবাকার জীব তুমি সর্ব্ব দেবময়।
যেন তেন ভাবে পূজে তোমাকেই পায়॥
কে জানে তোমারে তুমি জান সবাকারে।
যেমন আসিয়ে নদী মিলয়ে সাগরে॥
সেইমত দেব যত আশ্রয় তোমার।
অব্যক্ত তোমার মায়া জানে সাধ্য কার॥
একান্ত ভাবেতে দেব যে করে পূজন।
পরমাত্মা পদ পায় ওহে নারায়ণ॥
সকলের পূজনীয় সকলের মূল।
যে তোমারে পূজে তুমি তার অনুকূল॥
বিশ্ব চরাচর ভেবে না পায় তোমায়।
জ্ঞানের অতীত তুমি ওহে দয়াময়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপে (১) তুমি দয়াময়।
যে ভাবে তোমারে তাহে দাও হে আশ্রয়॥
আর কি কহিব দেব তোমার মহত্ত্ব।
ত্রিজগতে কোন জন নাহি পায় তত্ত্ব॥
তোমাতেই উৎপত্তি হয় তোমাতেই লয়।
সে মহা প্রলয় যবে উপস্থিত হয়॥
জগতের জীব যত জানি সেই কালে।
তোমার শরীরে তবে আসি সবে মিলে॥
ক্রীড়া হেতু অবনীতে তব অবতার।
তব যশ গানে মত্ত জীব অনিবার॥
ধরিলে মৎস্যের রূপ প্রলয় কারণ।
তদন্তরে অশ্বগ্রীব দেব নারায়ণ॥
সমুদ্র মথিতে হরি কূর্ম্ম অবতার।
ধরিলে আপন হস্তে পর্ব্বত মন্দার॥
ধরিলে বরাহ রূপ দেব মহামতি।
দন্তে উদ্ধারিলে মহা জল হ'তে ক্ষিতি॥
নরসিংহরূপে তুমি হও অবতার।
হিরণ্যকশিপু নখে করিলে বিদার॥
বামন হইয়ে হরি বলিরে ছলিলে।
ভৃগুরাম রূপে ধরা নিঃক্ষত্রা করিলে॥
আবার হইলে রামরূপে অবতার।
মহাসুর রাবণের করিলে সংহার॥
গোকুলে গোপের ঘরে এবে গোপবেশ।
রামকৃষ্ণরূপে তুমি দেব হৃষীকেশ॥
মায়াতে মোহিত জীব জ্ঞানতত্ত্ব হীন।
অহঙ্কারে মত্ত সবে রহে অনুদিন॥

১। মহামুনি এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ নন্দনকে পৃথিবীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পদযুগল পৃথিবী-মণ্ডল, নয়নযুগল সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সকল, নাভি আকাশ, বর্ণ দশদিক, বাহু দেবরাজ, মস্তক স্বর্গ, কুক্ষি সাগর, জীবন পবনদেব, লোমসকল ঔষধাদি বৃক্ষগণ, কেশসকল মেঘগণ, অস্থি ভূধর, নিমেষ মাত্র রাত্রি, শরীর সমস্ত অমরগণ এবং জীব সকল তাঁহার চরণ।

কর্ম্মভোগ পায় সবে মায়াবশে রত।
গৃহ পুত্র পরিজনে সদা অনুগত ॥
অনিত্য সংসারে জীব ভ্রমে মায়াবশে।
না জানে তোমারে জীব নিজ কর্ম্মদোষে ॥
মায়াবশে মূঢ়মতি যত জীবচয়।
নিজ কর্ম্মদোষে তার হয় ফলোদয় ॥
তব পাদপদ্মে আমি লইনু শরণ।
দয়া করি দেহ নাথ মোরে শ্রীচরণ ॥
অধম অজ্ঞানে দয়া কর দামোদর।
তব পদে যেন মতি রহে নিরন্তর ॥
ওহে দয়াময় দেব জগতের সার।
কৃপা করি কর দেব আমারে উদ্ধার ॥
আত্মারূপী তুমি প্রভু না জানি তোমায়।
অসার সংসার ভ্রমি মজিয়া মায়ায় ॥
মরীচিকা হতজ্ঞান যথা মৃগগণ।
সেইমত জীব যত মায়াতে মগন ॥
তব পদ সেবন করিতে অবিরত।
তাই আমি তব পদে হইনু আশ্রিত ॥
নমো নমো জ্ঞানরূপ দেব নারায়ণ।
পুরুষ পরম ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ ॥
নমো নমো ব্রহ্মরূপী অনাদি ঈশ্বর।
মোহন-মুরারি হরি যশোদা-কুমার ॥
বিশ্বম্ভর দামোদর জগৎ পালক।
গোপী মনোহর হরি অসুর ঘাতক ॥
গোকুলে গোপের ঘরে গোপ অবতার।
নিজ গুণে মোরে কৃপা কর গোপেশ্বর ॥
ভাগবত কথা সার করিলে শ্রবণ।
দাস ভাবে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

ইতি অক্রুর কর্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণের স্তব সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী দর্শন।

মুনি প্রতি মহামতি রাজা পরীক্ষিত।
জিজ্ঞাসেন করযোড়ে হ'য়ে সমাহিত ॥
তদন্তরে কি হইল কহ মুনিবর।
শুনিব সে হরিকথা পরম সুন্দর ॥
শুকদেব কহে ওহে নরপতি শুন।
অক্রুরের স্তুতি শুনি দেব নারায়ণ ॥
কহিতে লাগিলা তবে যশোদা-নন্দন।
চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ ॥
কি আশ্চর্য্য খুড়া তুমি দেখিলে নয়নে।
সত্য কহ বিবরণ তুমি মম স্থানে ॥
করযোড়ে মুনিবর কহিল তখন।
নয়নে দেখিনু যাহা কি কব এখন ॥
কি আর কহিব হরি সাক্ষাতে তোমার।
জলে স্থলে কি দেখিনু অতি চমৎকার ॥
সকলি তোমার লীলা ওহে লীলাময়।
কে জানে তোমার অন্ত তুমি সর্ব্বময় ॥
তব অন্ত আমি কি বুঝিব নারায়ণ।
এত কহি বেগে রথ চালায় তখন ॥
চলিল বিষম বেগে অক্রুরের রথ।
মনে ভাবে সিদ্ধ হবে মম মনোরথ ॥
কংস বধ হবে তায় নাহিক সংশয়।
মনে ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ॥
অক্রুর চালায় রথ বেগে খরতর।
ক্রমে উপস্থিত হয় সম্মুখ নগর ॥ (১)
সুন্দর নগর শোভা করে দরশন।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন দেব নারায়ণ ॥
কত শোভা কত আভা দেখিতে সুন্দর।
দেবরাজ পুরী তুল্য শোভা মনোহর ॥
যেন সে অমরাপুরী হয় নিরীক্ষণ।
বিশাই নির্ম্মিত পুরী রতনে গঠন ॥
অপূর্ব্ব রচিত পুরী (২) শোভা কত ধরে।
নানাবিধ বৃক্ষ শোভে পথের দুধারে ॥

১। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মথুরানগরে উপস্থিত হয়।

২। পূর্ব্বে এই মথুরানগরী পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক নির্ম্মিত হয়।

মনোহর রাজপথে গৃহ (৩) বিরাজিত।
সুন্দর গঠন সব রত্নেতে নির্ম্মিত ॥
গৃহ কত শোভান্বিত সুচিত্র চিত্রেতে।
গৃহ চূড়া শোভে সব রত্ন কলসেতে ॥
কিবা শোভা মনলোভা মথুরা নগর।
আছে কত সারি সারি দীর্ঘ সরোবর ॥
স্ফুটিত নলিনীদল কুমুদ বিকাশে।
নব মেঘোপরে তথা তড়িৎ প্রকাশে ॥
মাঝে মাঝে রক্তোৎপল আছে প্রস্ফুটিত।
শৈবাল কুলেতে(৪) জল করে আচ্ছাদিত ॥
জলচর দ্বিজবর খেলিছে সরসে।
রাজহংস রাজহংসী খেলিছে হরষে ॥
সারস সারসী তারা আনন্দে খেলায়।
ডাহুক ডাহুকী যত নাচিয়া বেড়ায় ॥
সুনীল নির্ম্মল জলে মৎস্য দেহ যত।
মহানন্দে সকলেতে আছে অবিরত ॥
সরসীর শোভা হরি করি দরশন।
হেরিল নগর মাঝে কত উপবন ॥
নানাজাতি কুসুমের বৃক্ষ সারি সারি।
ফুটেছে কুসুমরাশি হ'য়ে মনোহারী ॥
মল্লিকা মালতী বেল গন্ধ মনোহর।
গোলাপ শেফালী চাঁপা সিউলি টগর ॥
প্রস্ফুটিত ফুলদল গন্ধেতে আকুল।
মধুলোভে মধুকর হইয়া ব্যাকুল ॥
এক পুষ্প হ'তে সবে অন্য পুষ্পে ধায়।
মধুমত্ত সকলেতে ঝঙ্কার করয় ॥
উপবন শোভা যত হেরি দামোদর।
প্রবেশ করিল তবে নগর ভিতর ॥
রামকৃষ্ণ মধুপুরী যবে প্রবেশিল।
রাজপথে সবে সেই রূপ নিরখিল ॥
রূপ হেরি হ'লো সবে আনন্দে মগন।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম করে নিরীক্ষণ ॥

৩। অট্টালিকা।
৪। মজ্জলজাত গুল্ম বিশেষ।

হেরি সে রূপের ছটা সবে সচঞ্চল।
প্রেমানন্দে ফেলে তারা নয়নের জল ॥
তবে হরি মনে মনে চিন্তিল তখন।
সন্ধ্যাকালে না করিব পুরীতে গমন ॥
অতি রম্য তথা এক উপবন ছিল।
এত ভাবি সেই স্থানে উপনীত হৈল ॥
নন্দ আদি গোপ যত ব্রজ শিশুগণ।
সেই স্থানে রহে হ'য়ে আনন্দ মগন ॥
অক্রুরের প্রতি তবে কহে যদুবর।
শুন বাণী মহামুনি বচন সুন্দর ॥
হাসি হাসি মৃদুভাষি কহিল তখন।
অদ্য রাত্র উপবনে করিব যাপন ॥
তুমি গৃহে যাও খুড়া অদ্যকার মত।
হেরিব নগর শোভা হইলে প্রভাত ॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি তদন্তরে।
শ্রবণে অক্রুর তবে কহে যোড়করে ॥
কি কহিলে যদুবর আমারে এখন।
কিরূপে তোমারে ছাড়ি করিব গমন ॥
ক্ষণেক না সহে নাথ তব অদর্শন।
ওপদ হেরিব সদা বাসনা এখন ॥
আর এক বচন শুনহ গদাধর।
তোমা ছাড়ি কভু আমি না যাইব ঘর ॥
ওহে দেব গৃহে মম নাহি প্রয়োজন।
সতত বাসনা হেরি ও রাঙ্গা চরণ ॥
ভকত অধীন তুমি ভক্ত অনুগত।
নিজ দাস জ্ঞানে মোরে রাখিবে নিয়ত ॥
তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব দয়াময়।
চরণে রাখিও সদা ভকত আশ্রয় ॥
মম প্রতি যদি কৃপা থাকে নারায়ণ।
তবে মম গৃহে অদ্য করহ গমন ॥
রাম সহ গোপগণে নিয়ে মম ঘরে।
পবিত্র করহ গৃহ দীনে দয়া করে ॥
তব পদরজঃ মম গৃহেতে পড়িবে।
তবে মম গৃহ আজ সার্থক হইবে ॥

তব পদ ধৌত জল সবংশে খাইব।
একবারে সকলেতে উদ্ধার হইব॥
যে পদে উৎপত্তি গঙ্গা পাতক উদ্ধার।
যেই পদ ধৌত জলে সুতৃপ্ত অমর॥
সে পদের ধৌত জল শিরেতে ধরিব।
তবে ভগবান তোমা নিশ্চয় জানিব॥
তব পদ ধৌত জলে মহিমা যে কত।
কিঞ্চিৎ জানে হে শিব সেই মহাব্রত॥
সেই জল শিরে ধরি আনন্দ অপার।
যতনে রাখিল দেব জটার মাঝার॥
গঙ্গাধর নাম তাই ওহে মহীপতি।
যাহা পরশনে মুক্ত সাগর সন্ততি॥
অনায়াসে মুক্তিপদ সকলে পাইল।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠেতে গেল॥
অতএব মোরে দয়া কর জগন্নাথ।
রাধিকা-রমণ হরি ওহে বিশ্বনাথ॥
গোপীনাথ দামোদর ব্রহ্মের কুমার।
নমো অখিলের পতি সর্ব্বদেব সার॥
পরমব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপ দেব নারায়ণ।
দয়াময় মম গৃহে কর আগমন॥
অক্রুরের বাণী শুনি যশোদা-তনয়।
মৃদুভাষে কহে শুন ওহে গুণময়॥
যাও গৃহে মুনিবর রাখহ বচন।
বিশ্রাম লভিব অদ্য এই উপবন॥
না ভাবিও দুঃখ মনে জানিবে নিশ্চয়।
তব গৃহে যাব মনে না কর সংশয়॥
বলরাম সহ তব গৃহেতে যাইব।
কিন্তু অগ্রে দুরাচার কংসে বিনাশিব॥
সাধিব সবার হিত কহিলাম সার।
তোমার গৃহেতে আমি যাব তারপর॥
আজ তুমি ঘরে যাহ আনন্দ অন্তরে।
কহিলাম সার কথা এখন তোমারে॥
শ্রীহরির কথা শুনি অক্রুর তখন।
আনন্দ অন্তরে ঘরে করিল গমন॥
কৃষ্ণপদে প্রণিপাত করি মতিমান।
প্রবেশে মথুরাপুরী আনন্দ বিধান॥
কংসরায় বসি যথা আছে সিংহাসনে।
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা জানায় সেখানে॥
তদন্তর নিজ গৃহে করিল গমন।
মনে মনে কংসরাজ করেন চিন্তন॥
হেথা কৃষ্ণ বলরাম গোপগণ সঙ্গে।
লভিল বিশ্রাম সহ শিশুগণ রঙ্গে॥
উপবন মাঝে হরি হরিষ অন্তরে।
যাপিল যামিনী তথা সবে একত্তরে॥
প্রভাত হইল নিশা ভানু প্রকাশিল।
রাম সহ কৃষ্ণ তবে নগরে চলিল॥
শ্রীদামাদি সখা সঙ্গে যত গোপগণ।
সঙ্গে করি হরষিতে করেন গমন॥
নগরের মনোহর শোভা হেরি হরি।
মনে ভাবে যেন স্বর্গ এ মথুরাপুরী॥
নগরের গৃহ সব সুন্দর গঠন।
হেরিয়া হরিষ চিত্ত যত গোপগণ॥
মনোহর অট্টালিকা দরশন করে।
রতনে রঞ্জিত গৃহ কত শোভা করে॥
কত যে সুচিত্র সব চারু দরশন।
স্বর্ণময় পুরীখান সুন্দর গঠন॥
হেরিয়া নগর শোভা গোপকুল যত।
একেবারে সকলেতে আনন্দে মোহিত॥
নগর অঙ্গনাগণে নিরীক্ষণ কৈল।
রূপরাশি দরশনে মোহিত হইল॥
পরমা রূপসী সবে অতি মনোহর।
দাঁড়াইয়ে আছে যেন পূর্ণ শশধর॥
দেখিবারে আশা সবে শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ বলরাম রূপ দেখিছে নয়নে॥
মথুরা কামিনীকুলে দেখে রমাপতি।
যেন সে বদন শোভা চন্দ্রমার ভাতি॥
আকাশের চাঁদ যেন ভূমিতে উদয়।
দিব্য কান্তি হেরি ভ্রান্তি সৌদামিনী হয়॥

কিবা নাসা অতি খাসা সুচারু হাসিনী।
মুক্তাদন্ত হয় তাহে অৰ্দ্ধ প্রকাশিনী॥
নবীন যৌবন সবে হেরি মন হরে।
মুনি আদি দেবগণ সবে বাঞ্ছা করে॥
উন্নত যুগল স্তন পরমা সুন্দরী।
কামের কামিনী যেন ঘেরেছে নগরী॥
রতন ভূষণে সবে ভূষিত হয়েছে।
কৃষ্ণরূপ হেরিবারে দাঁড়াইয়া আছে॥
কামিনীকুলেরে সব করি দরশন।
দেখিল সে রাজপথে বহু রক্ষিগণ॥
নিজ নিজ অস্ত্র সবে ধরি নিজ করে।
রামকৃষ্ণ প্রতি তারা বক্র নেত্রে হেরে॥
মনে মনে হাসে হরি হেরি রক্ষিগণ।
মহানন্দে রথোপরি করেন গমন।
গোপগণ সকলেতে আনন্দ অপার।
যদুপতি ধায় তবে কংসের আগার॥
ওহে রাজা পরীক্ষিত শুনহ বচন।
অপার মহিমা করে দেব জনার্দ্দন॥
কে জানে তাঁহার মায়া মায়ার কারণ।
কে জানে জগন্নাথ সত্য সনাতন॥
কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে।
অবনীর ভার হরি হরণ করিতে॥
কৃষ্ণলীলা কথা অতি পবিত্র কারণ।
শ্রবণেতে মহাপাপী পাপ বিমোচন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী দর্শন সমাপ্ত।

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
রাজপথে রামকৃষ্ণ করেন গমন॥
মথুরার পুরনারী সকলে জানিল।
হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ সকলে ধাইল॥
কেহ বা প্রাচীরে কেহ অট্টালিকাপরে।
দাঁড়াইয়া আছে সবে পথের দু'ধারে॥
হেরিতে সে রূপরাশি উৎসুক হইল।
অট্টালিকাপরে সবে আরোহণ কৈল॥
কৌতুকেতে ধায় সবে রূপ দরশনে।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ হয় অস্থির কারণে॥
কেহ বা পরিল ধুতি শাড়ীর বদলে।
এক পদে নূপুর পরিয়া কেহ চলে॥
কোন নারী ভক্ষ্য অন্ন পরিহার করে।
কৃষ্ণ দরশন হেতু চলিল সত্বরে॥
কেহ বা করিতেছিল অঙ্গের মার্জ্জন।
তাহা ছাড়ি ত্বরাগতি করয়ে গমন॥
কোন নারী এক অঙ্গ করি অলঙ্কৃত।
হেরিতে রূপের ছটা চলিল ত্বরিত॥
কোন নারী এক হস্তে পরিয়ে কঙ্কণ।
কেহ এক হস্তে করে বলয় ধারণ॥
কেহ এক কর্ণে পরে রতন কুণ্ডল।
এইমত নারী যত সকলে চঞ্চল॥
মহাব্যস্ত হেরিবারে সেরূপ মোহন।
ঊৰ্দ্ধশ্বাসে সকলেতে করিল গমন॥
কোন নারী নিজ শিশু ফেলিয়া ধরায়।
হেরিতে মোহন রূপ অতি বেগে ধায়॥
অঙ্কস্থিত শিশুগণে পরিহার করি।
হেরিতে কৃষ্ণের রূপ আইল সত্বরি॥
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবে হেরিতে শ্রীহরি।
ধাইল আনন্দে যত মথুরার নারী॥
হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন।
পুলকে আকুল অঙ্গ হইল তখন॥
হেরিবারে কৃষ্ণরূপ বড় আশা ছিল।
চিরদিন আশা সব পরিপূর্ণ কৈল॥
কৃষ্ণরূপ হেরি যত মথুরা রূপসী।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন আনন্দেতে ভাসি॥
চন্দ্রাননে মিষ্ট হাসি সুধা বরিষণ।
কটাক্ষেতে হরে যত কামিনীর মন॥

হেলায় হরিল হরি সবাকার মন।
পাগলিনী সম কৃষ্ণে করে দরশন ॥
অস্থির হইল সবে রূপের ছটায়।
ধৈর্য্য নাহি ধরে কেহ আকুল হৃদয় ॥
কিবা হাস্যযুক্ত সেই সুচারু বদন।
মোহন মুরতি হরি ভুবন রঞ্জন ॥
সুবিমল রূপরাশি দেখে সে সময়।
নয়ন মুদিয়া যেন কৃষ্ণে কোলে লয় ॥
চিরদিন ছিল আশা কৃষ্ণ দরশনে।
হেরি সে মুরতি মুগ্ধ হৈল এতদিনে ॥
মথুরা কামিনী যত অট্টালিকাপরে।
মোহন মুরতি হেরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
কৃষ্ণরূপে বিমোহিত মধুপুর-বাসী।
কহিতে লাগিল তারা সুখনীরে ভাসি ॥
ব্রজবাসী গোপী যত কত ভাগ্য ধরে।
ভুবনমোহন রূপ অনুক্ষণ হেরে ॥
এইমত কহে যত মথুরা কামিনী।
কৃষ্ণ বলরামে হেরি যেন উন্মাদিনী ॥
আকুল অন্তরে পরে হ'য়ে দুঃখমতি।
যার যেই ঘরে সবে করিলেক গতি ॥
নগরের শোভা হরি করি নিরীক্ষণ।
রথোপরে ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
হেনকালে দেখে এক রজক সুন্দর। (১)
বসন লইয়ে যায় কংসের গোচর ॥
বস্ত্রের পুটুলি স্কন্ধে বেগে চলে যায়।
পরম গর্ব্বিত সে রজক দুরাশয় ॥
রথোপরি থাকি হরি করেন দর্শন।
ডাকেন তাহারে কহি মধুর বচন ॥
শুনহে রজকবর বচন আমার।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কহি কথা সার ॥
বস্ত্রের পুটুলী ল'য়ে কোথায় গমন।
সত্য কহ মম পাশে সেই বিবরণ ॥

কর্কশ বচনে কহে রজক তখন।
কংসের রজক আমি শুনহ বচন ॥
যতেক বসন দেখ আমার স্কন্ধেতে।
কংসরাজ বস্ত্র সব আছয়ে ইহাতে ॥
রজকের শুনি বাণী শ্রীহরি তখন।
রজকের প্রতি কহে মধুর বচন ॥
শুন বাপু কহি আমি কর অবধান।
দেহ কিছু বস্ত্র মোরে করি পরিধান ॥
কৃষ্ণের বচন তবে শুনিয়া রজক।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
কহিল গর্ব্বিত বাক্য কর্কশ বচনে।
হেন কথা পুনঃ না বলিস মম স্থানে ॥
যে কথা কহিলে পুনঃ না কহিও আর।
যোগ্য নহে এ সুন্দর বসন তোমার ॥
জান না কি মনে মনে রাজার বসন।
এ বস্ত্র চাহিলে তব সাহস কেমন ॥
হেন বস্ত্র কভু নাহি কর দরশন।
ধন্য আশা দেখি তোর গোপের নন্দন ॥
সামান্য রাখাল হ'য়ে এত অহঙ্কার।
কেবা নাহি জানে তোরে নন্দের কুমার ॥
গো-পাল চরাও বনে করহ ভ্রমণ।
গোপসঙ্গে কর বাস গোপের নন্দন ॥
তব যোগ্য বস্ত্র নহে মূর্খ দুরাশয়।
কি সাহসে চাহ বস্ত্র নাহি মনে ভয় ॥
এ নহে সে বৃন্দাবন নিশ্চয় জানিবে।
বাঁশী বাজাইয়ে যত গোপিকা মজাবে ॥
যদি কর বাড়াবাড়ি শুনহ লম্পট।
তাহলে হইবে তোর বিষম সঙ্কট ॥
ওরে মূর্খ হেন আশা মনেতে উদয়।
রাখালের রাজভোগ কভু যোগ্য নয় ॥
জাননা সে কংসরাজ বড়ই দুর্জ্জন।
সতত করেন সব দুষ্টের পীড়ন ॥
যেখানে চলেছ তথা করহ গমন।
যদ্যপি সেখানে থাকে তোমার জীবন ॥

১। দুর্মুখ নামে রজক।



মালা [illegible]

প্রফুল্ল অন্তরে [illegible]

তবে পুনঃ ফিরে আসি বসন পরিবে।
নতুবা এ রাজবস্ত্র কেমনে পাইবে॥
রজকের কথা শুনি শ্রীমধুসূদন।
মনে মনে হাস্য করে গোপিকামোহন॥
পরে রজকের কেশ করিয়ে ধারণ।
সুদর্শনে তার মাথা করিল ছেদন॥
কাটিয়া রজক মুণ্ড পাড়িল ভূমিতে।
পলাইল আর যারা ছিলহ সঙ্গেতে॥
বস্ত্রের পুঁটুলি সবে করিয়ে বর্জ্জন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় দূরে ভয়ে অচেতন॥
পাছু পানে চায় আর বেগেতে পলায়।
মনে মনে ভাবে বুঝি পাছু পাছু ধায়॥
মহাভয়ে রজকেরা করে পলায়ন।
চারিদিকে মহাশব্দ উঠিল তখন॥
চারিদিকে লোক সব হাহাকার কৈল।
হা মা কা হা মা কা (১) বলি সকলে ছুটিল॥
কেহ কারে নাহি ভাবে পাছু নাহি চায়।
ঊর্দ্ধশ্বাসে মহাত্রাসে সকলে পলায়॥
পলাইল রজকেরা দেখে নারায়ণ।
পরিল লইয়া হরি সুন্দর বসন॥
বলরাম পরে বস্ত্র নিজ মনোমত।
আর আর বস্ত্র পরে গোপশিশু যত॥
গোপগণ পরিধান করিল বসন।
অবশিষ্ট যাহা ছিল করে নিক্ষেপণ॥

১। হা, মা, কা, এই কথার প্রকৃত অর্থ হাতে মাথা কাটা। ভয় ও শোকে আচ্ছন্ন হইলে লোকে পরিষ্কৃত কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। এই কারণ রজক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশিত হইলে, দর্শকগণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কালতঃ এই অর্দ্ধোচ্চারিত কথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রজককে চপেটাঘাত দ্বারা নিধন করেন তাহাতেই লোকে হাতে মাথা কাটা কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

সেইক্ষণে রজকের মুকতি হইল।
পুষ্পরথে চড়ি তবে বৈকুণ্ঠেতে গেল॥
রজকে উদ্ধার করি দেব জনার্দ্দন।
ধীরে ধীরে রাজপথে করেন গমন॥
মথুরানগরে গোল বিষম হইল।
নন্দসুত হাতে মাথা ধোপার কাটিল॥
কংসরাজ এ সংবাদ শুনিল শ্রবণে।
ভয়ে ভীত নরপতি ভাবে মনে মনে॥
বিষম চিন্তায় মন অস্থির হইল।
কৃষ্ণময় সর্ব্বস্থান নয়নে হেরিল॥
চারিদিকে অমঙ্গল করে দরশন।
বামনেত্র বেগেতে যে হইল কম্পন॥
পড়িল হাতের ধনু স্খলিত হইয়ে।
অচল হইল পদ হৃদয় কাঁপয়ে॥
মনে ভাবে কংসরায় কি হবে উপায়।
চিন্তাকুল চিত্ত আর বাক্য না জুয়ায়॥
ভাগবত কথা হয় মধুর বচন।
দাস ভাষে অবিরত শুন সাধুজন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রজক উদ্ধার সমাপ্ত।

তন্তুবায় মোক্ষণ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
এইরূপে রজকেরে করিয়া উদ্ধার॥
চলে হরি এক তন্তুবায়ের ভবনে।
সঙ্গে বলরাম তাঁর চলে হর্ষমনে॥
তন্তুবায় দুজনেরে করি দরশন।
করযোড়ে ভূমিতলে পড়িল তখন॥
প্রণতি করিল তবে দোঁহার চরণে।
মৃদুভাষে কহে তবে শ্রীকৃষ্ণ সদনে॥
বড় ভাগ্য হয় মম শুন জনার্দ্দন।
পবিত্র হইল আজি আমার জীবন॥
এতদিনে হ'লো মম বংশের গৌরব।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করহ মাধব॥

শুনি বাণী চক্রপাণি কহিল তখন।
শুন কহি তন্তুবায় আমার বচন॥
এই সব বস্ত্র মোরে দেহ পরাইয়ে।
অমনি ধাইল সেই কৃতাঞ্জলি হ'য়ে॥
মনে মনে তন্তুবায় ভাগ্যবান মানে।
বসন পরায় কৃষ্ণে বিবিধ বিধানে॥
উত্তম বসন সব মনের হরিষে।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে পরায় বিশেষে॥
পরাইল দুইজনে বিচিত্র বসন।
যাহা যাহা শোভে তাহা করায় পিন্ধন॥
বড় ভাগ্যবান সেই তন্তুবায় হয়।
বসন পরায়ে সেই রূপ নিরীক্ষয়॥
ভুবনমোহন রূপ নয়নে হেরিল।
শ্বেত কৃষ্ণ দুইরূপে নয়ন মোহিল॥
প্রেমে গদ গদ নেত্র হইল তখন।
দিব্যজ্ঞান লভে কৃষ্ণ করিয়ে স্পর্শন॥
করযোড়ে স্তুতি করে তবে তন্তুবায়।
অধীনেরে কৃপা কর ওহে শ্যামরায়॥
পরম কারণ তুমি অখিলের পতি।
জগতের সার বস্তু জগতের পতি॥
দয়াময় কর দয়া এ দাসে এখন।
এ ভব যন্ত্রণা নাথ করহ মোচন॥
স্তবে তুষ্ট হৈল তবে দেব দামোদর।
আনন্দ অন্তরে কহে লহ তুমি বর॥
তন্তুবায় কহে দেব কি আর মাগিব।
অতুল ঐশ্বর্য্য আমি কিছু না লইব॥
যাহে তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ।
এই বর দেহ মোরে কমললোচন॥
তন্তুবায় বাক্যে হরি প্রফুল্ল হৃদয়।
মনোমত বর তারে দিল সে সময়॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস ভাবে মহানন্দে শুনে সাধু নর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তন্তুবায় মোক্ষণ বর্ণন সমাপ্ত।

অথ মালাকার মোক্ষণ।

শুকদেব বলে শুন ওহে নররায়।
এইরূপ উদ্ধারিয়া হরি তন্তুবায়॥
তন্তুবায়ে বর দিয়া দেব দামোদর।
ধীরে ধীরে যান হরি রথের উপর॥
মালাকার গৃহে তবে করিল গমন।
কৃষ্ণেরে সুদামা মালী করে দরশন॥
ভুবনমোহন রূপে মোহিত হইল।
দণ্ডবৎ ভূমিতলে অমনি পড়িল॥
বসাইল রাম কৃষ্ণে উত্তম আসনে।
ধোয়াইল দোঁহা পদ অনেক যতনে॥
অর্ঘ্যদানে হর্ষমনে পূজে মালাকার।
সুগন্ধ চন্দনে অঙ্গ ঢাকিল দোঁহার॥
পরে হরিপদে নতি করিয়া তখন।
কৃতাঞ্জলি করি করে কতই স্তবন॥
ওহে দেব মহাকায় পুরুষ প্রবর।
অদ্য যে সফল জন্ম হইল আমার॥
মায়ায় ঈশ্বর তুমি দেব মায়াময়।
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য হইল উদয়॥
কত কোটি কুল মম উদ্ধার হইল।
আজ মম পবিত্রিত হ'লো পিতৃকুল॥
পরম কল্যাণ হরি সবাকার পতি।
অধমের গৃহে আজ হইয়াছে গতি॥
তব পদার্পণে গৃহ পবিত্র এখন।
সফল মানব জন্ম ওহে নারায়ণ॥
তোমরা দুজনে হও এ বিশ্বের মূল।
তুমি পরমাত্মা হও সূক্ষ্মরূপ স্থূল॥
নাশিতে অসুরদলে তব অবতার।
সাধুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার॥
তব আজ্ঞা অনুসারে সংসার সৃজন।
তব আজ্ঞা পালে যত অমরেরগণ॥
জগতের আত্মা তুমি ওহে সর্ব্বাশ্রয়।
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়॥



[illegible]

কোন জন্য [illegible] তুমি করিছ গমন [illegible] পৃষ্ঠা।

কে জানে তোমার সীমা মহিমা অপার।
দয়াময় করি দয়া করহ উদ্ধার॥
কেন প্রভু দাও মোরে ভবের যন্ত্রণা।
কৃপাময় দাসে কর কিঞ্চিৎ করুণা॥
শরণ লইনু আমি তব শ্রীচরণে।
ভবভয় হর হরি এ অধম জনে॥
আমি মূঢ়মতি অতি কি পূজা করিব।
তব রাঙ্গাপদ আমি মস্তকে ধরিব॥
জেনেছি অন্তরে ওহে আমি ভাগ্যবান।
মম বাসে করিয়াছ প্রভু পদ দান॥
এ হ'তে অধিক ভাগ্য কি আর হইবে।
পাইয়া পরমপদ কেবা ছাড়ি দিবে॥
কি কার্য্য করিব নাথ আজ্ঞা কর মোরে।
তব আজ্ঞামত কার্য্য করিব সত্বরে॥
তব আজ্ঞামত কার্য্য করে যেইজন।
পরম পুরুষ সেই ওহে নারায়ণ॥
অনাদি অনন্ত দেব অনন্ত মহিমা।
বেদ অগোচর নাথ বেদে নাহি সীমা॥
সুদামের বাক্যে তবে বলে দামোদর।
সুগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর॥
দেহ আনি দিব্য মাল্য আমারে এখন।
সুদামা বলিল দেব এ আর কেমন॥
কত ভাগ্যবান আমি জানিনু অন্তরে।
আমা হ'তে ভাগ্যবান কে আছে সংসারে॥
এই কথা ভাবি মনে সুদামা অমনি।
বিবিধ পুষ্পের হার আনিল তখনি॥
নানা ফুলহারে তথা দুজনে সাজায়।
প্রফুল্ল অন্তরে হরি বলিল তাহায়॥
শুনহ সুদামা তুমি আমার বচন।
এখনি মাগহ বর মনের মতন॥
মৃদুভাষে সুদামা কহিল তদন্তর।
তব পদে মন যেন রহে নিরন্তর॥
চিরকাল তব পদ করিব সেবন।
তব পদে যেন মতি রহে অনুক্ষণ॥
আর এক বর মোরে দাও হে শ্রীপতি।
পরহিতে যেন মোর সদা থাকে মতি॥
পর উপকার ব্রত করি সর্ব্বক্ষণ।
এ বর আমারে দেব করহ অর্পণ॥
আনন্দিত হ'য়ে হরি তথাস্তু কহিল।
সুদামার মনোমত সব বর দিল॥
চিরদিন মম পদে তব ভক্তি রবে।
অতুল ঐশ্বর্য্য আর দিব্য কান্তি হবে॥
এইরূপ বরদানে সুদামে তুষিল।
তদন্তরে রাজপথে ধীরেতে চলিল॥
সঙ্কর্ষণ সঙ্গে আর যত শিশুগণ।
ধীরে ধীরে সকলেতে করিল গমন॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় পাপ বিমোচন॥
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস ভাষে সাধুগণ পিয়ে কর্ণ ভরি॥

ইতি মালাকার মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের কুব্জা সহ মিলন।

পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন।
অপার কৃষ্ণের লীলা বুঝে কোনজন॥
কংসপুরী যান হরি রথ আরোহণে।
রাজপথে রামকৃষ্ণ হরষিত মনে॥
পথমাঝে ছিল এক নারী কদাকার।
কুব্জা নাম ধরে সেই বিকট আকার॥
চন্দনের পাত্র হস্তে করিছে গমন।
দীর্ঘনাসা মিষ্ট ভাষা সুধাংশু বদন॥
বঙ্কিম-নয়না ধনী নবীন যৌবনা। ১
বেঁকে বেঁকে চলি যায় সেই বরাঙ্গনা॥

১। মতান্তরে মহামুনি বেদব্যাস কুব্জিকে কুৎসিতাকৃতি ও বৃদ্ধারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহামুনি এ স্থলে তাহাকে ত্রিবক্রা ও নবযৌবনা-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব আমাকে সেইরূপ লিখিতে হইল।

বংশীধারী তারে হেরি আনন্দ হৃদয়।
হাস্যাননে তার কাছে মৃদুভাষে কয়॥
কহলো সুন্দরী তুমি কাহার ললনা।
পরম রূপসী নারী নবীন যৌবনা॥
মথুরা নগর মাঝে তুমি রূপবতী।
কহলো সুন্দরী এবে কোথা তব গতি॥
ক্ষণেক তিষ্ঠহ ধনী তুমি একবার।
হেরিব হরিষে তব রূপ চমৎকার॥
সত্য কহ সুবদনী কি দ্রব্য হস্তেতে।
কোথায় গমন তব বলহ সাক্ষাতে॥
সুগন্ধি চন্দন পাত্র হয় দরশন।
কার জন্য ল'য়ে তুমি করিছ গমন॥
সত্য কহ সুবদনী বিশেষ আমায়।
কিঞ্চিৎ চন্দন যদি দেহ মোর গায়॥
নিজ হস্তে মম গাত্রে মাখাও চন্দন।
নিশ্চয় তোমার হবে শুভ সংঘটন॥
শুন কহি চন্দ্রাননী চন্দন দেহ মোরে।
মম আশীর্ব্বাদে সুখী হইবে সত্বরে॥
কৃষ্ণের বচনে তবে সে কুব্জা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরি ধীরি॥
শুন তুমি কহি এবে আমার বচন।
কংসদাসী হই আমি জানে সর্ব্বজন॥
কুব্জা মম নাম হয় জেনো মহাশয়।
অনুলেপ কর্ম্মে রত রাজার আলয়॥
আমার চন্দনে কংস প্রিয় সর্ব্বক্ষণ।
কংসরাজ অঙ্গে মাখে এই সুচন্দন॥
রাজার চন্দন এই জেনো মহামতি।
কংসালয়ে আমি তাই করিতেছি গতি॥
যদ্যপি হে ইচ্ছা হয় তব এ চন্দনে।
তব অঙ্গে দিতে পারি কিবা ভয় মনে॥
তব যোগ্য এ চন্দন ওহে গুণাকর।
উপযুক্ত পাত্র আমি হেরি নাই আর॥
কি কব হে তব রূপ ভুবন মাতিল।
পরম পুরুষ যুবা অঙ্গ সুকোমল॥
কৃষ্ণরূপ দরশনে কুব্জা যে তখন।
ব্যাকুলিত চিত্তে ধনী বিস্ময়ে মগন॥
এত কহি সে রূপসী সুকোমল করে।
কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ অন্তরে॥
চন্দন মাখায় কুঁজি দু'জনার গায়।
কুঙ্কুমে চিত্রিত অঙ্গ কত শোভা তাঁয়॥
চন্দনাদি দেয় কুঁজি বিবিধ প্রকারে।
কৃষ্ণ স্পর্শে সুখবোধ করয়ে অন্তরে॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর।
তাহাতে সুবেশ করে পরম সুন্দর॥
সে রূপের আভা কুব্জা করি নিরীক্ষণ।
অধৈর্য্য হইল চিত্ত প্রেমেতে মগন॥
অনিমেষ নেত্রে হেরে যুগল মাধুরী।
মদনে পীড়িত তথা কৃষ্ণরূপ হেরি॥
কামার্ত্ত হইয়ে তথা হারায় চেতন।
অনিমেষে দেখে রূপ ভুবনমোহন॥
না সরে মুখেতে বাণী আকুল হৃদয়।
শ্রীঅঙ্গ পরশে কুঁজি দিব্যজ্ঞান পায়॥
দরশনে কুব্জা ভাব শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সদয় হইল তবে দেব নারায়ণ॥
আনন্দ অন্তরে হরি তারে কৃপা কৈল।
রূপসী করিতে তারে অন্তরে ভাবিল॥
শুন ওহে মহারাজা অপূর্ব্ব কথন।
সেইক্ষণে করে তার কুঁজ নিবারণ॥
পরম সুন্দর রূপ তখন হইল। (১)
ভগবান দরশন ফল সে ফলিল॥
প্রকাশিল রূপ ছটা পরম সুন্দর।
রূপ দৃশ্য মনোহর॥

১। এই স্থানে মুনিবর নিম্নলিখিত মত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার পদদ্বয় নিজ পদ দ্বারা ও হস্ত দ্বারা চিবুক ধারণ পূর্ব্বক উহাকে ত্রিবক্র না রাখিয়া সমান করিয়াছিলেন, সেই অবধি আর কুব্জার সেই কদাকার রূপ দর্শন হয় নাই।

কি কব আশ্চর্য্য লীলা ওহে মহামতি।
হরি স্পর্শে কুব্জা তবে হৈল রূপবতী॥
পরমা রূপসী কুঁজী হইল তখন।
সুপ্রকাশ রূপরাশি ভুবনমোহন॥
মুনি মনোহরা রূপ ধারণ করিল।
কৃষ্ণ দরশনে তার প্রেম উপজিল॥
তবে ধনী শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া বসন।
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিল তখন॥
তবে দেব দয়াময় দয়ার সাগর।
তব রূপ দরশনে অধৈর্য্য অন্তর॥
তব অঙ্গ পরশনে অস্থির হৃদয়।
মদন অনলে দগ্ধ অন্তর যে হয়॥
আইস আমার গৃহে জগতের পতি।
অনুক্ষণ তব সঙ্গে করিব বসতি॥
ক্ষণমাত্র তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব।
তব পদে অনুক্ষণ আমি দাসী হব॥
পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ।
মনের বাসনা তুমি করহ পূরণ॥
ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত প্রাণ মন।
ভক্তেরে রাখিতে ভবে মুরতি ধারণ॥
মম আশা যদি দেব তুমি না পূরাবে।
তবে এই দাসী প্রাণ নিশ্চয় ছাড়িবে॥
তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়।
কহিলাম সার কথা ওহে দয়াময়॥
এইরূপে কুব্জা বাক্য শ্রবণ করিল।
বলরাম প্রতি চাহি ঈষৎ হাসিল॥
সখাগণ প্রতি চাহি লজ্জিত হইল।
হাসি হাসি কুব্জা প্রতি কহিতে লাগিল॥
সঙ্কেত করিয়া হরি কহে কুব্জা প্রতি।
কহিতে লাগিল বাক্য সুমধুর অতি॥
শুনহ সুন্দরী এক বচন আমার।
এখন গৃহেতে ধনী হও আগুসার॥
পরেতে বাসনা তব করিব পূরণ।
মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন॥
অগ্রেতে সাধিব কার্য্য শুন বরাননী।
না হও চিন্তিত কিছু কহ সত্যবাণী॥
অবশ্য তোমার গৃহে করিব গমন।
মিথ্যা কভু নহে জেনো সত্য এ বচন॥
বিবিধ প্রকারে হরি তারে প্রবোধিয়া।
রাজপথে যায় হরি আনন্দিত হৈয়া॥
কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে।
অবনীর ভার হরি হরণ করিতে॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস ভাষে শ্রবণেতে নিষ্পাপ অন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রী . . র সহিত
কুব্জার মিলন কথা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞ ভঙ্গ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরেশ্বর।
এরূপে ভ্রমেন হরি মথুরানগর॥
মথুরা-নগরে শোভা করি দরশন।
কুব্জার কুরূপ পরে করেন মোচন॥
সান্ত্বনা করিয়া তারে বিদায় করিল।
মথুরার রাজপথে চলিতে লাগিল॥
বলরাম সঙ্গে আর যত শিশুগণ।
আর যত ব্রজবাসী করয়ে গমন॥
ধীরে ধীরে সকলেতে রাজপথে গেল।
মথুরাপুরীর নারী আনন্দিত হ'লো॥
কেহ বা গবাক্ষ দ্বারে কেহ বা দুয়ারে।
সকলে সে কালরূপ নিরীক্ষণ করে॥
হেরিয়া সে রূপরাশি সকলে মোহিত।
পাগলিনী সম সবে মদনে পীড়িত॥
যূথপতি সহ যথা করিণী সকল।
সেইরূপ পুরনারী সকলে চঞ্চল॥
কেহ বা পূজয়ে হর্ষে দিয়া উপহার।
কেহ দেয় কৃষ্ণগলে কুসুমের হার॥

এইরূপে নারী যত আকুল হইল।
স্মর শরে সকলেরে চঞ্চল করিল ॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশ তবে হইল তখন।
কার বা খসিয়া পড়ে কটির বসন ॥
কেশপাশ আলুথালু হইল সবার।
কাঠের পুত্তলি সম দেখে অনিবার ॥
রূপের মাধুরী হেরি সবে অচেতন।
এইরূপে পুরনারী আনন্দে মগন ॥
তদন্তর শুন রায় অপূর্ব্ব ভারতী।
ধীরে ধীরে কত দূরে শ্রীকৃষ্ণের গতি ॥
কত দূরে গিয়া হরি পুরবাসীগণে।
জিজ্ঞাসিল ধনু এবে আছে কোন স্থানে ॥
দেখাইয়ে দিল পথ পুরবাসী যত।
হাসি হাসি তথা হরি হয় উপনীত ॥
হেরিলেন মহাধনু পতিত ধরায়।
মহা ভয়ঙ্কর সেই ইন্দ্রধনু প্রায় ॥
রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ।
বড় বড় বীর তার চৌদিকে বেষ্টন ॥
কালান্তক কাল সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
প্রবেশ নিষেধ করে কংসের কিঙ্কর ॥
না শুনে বারণ তবে দেব যদুপতি।
ত্বরিতে গমনে তথা করিলেন গতি ॥
ক্রোধিত কম্পিত দেব হইয়া তখন।
বাম করে সেই ধনু করিল গ্রহণ ॥
ধনু ল'য়ে বংশীধারী সক্রোধ হৃদয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরি ভীত সবে হয় ॥
তবে হরি ক্রোধ করি গুণে দেয় টান।
ভাঙ্গিয়া হইল ধনু মধ্যে দুইখান ॥
ভাঙ্গিল বিষম ধনু শব্দ ভয়ঙ্কর।
প্রলয় কালেতে হয় শব্দ যে প্রকার ॥
সেইমত মহাশব্দ হইল তখন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হইল কম্পন ॥
ত্রিলোকের লোক যত ত্রাসিত হইল।
শ্রবণে সে মহাশব্দ জ্ঞান হারাইল ॥
সেই শব্দে দশদিক স্তম্ভিত হইল।
জীবজন্তু আদি করি অচেতন হৈল ॥
সে শব্দ শ্রবণে তবে মথুরা-ঈশ্বর।
যেন হয় জ্ঞানহারা সভয় অন্তর ॥
ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
কি হ'লো কি হ'লো বলি জিজ্ঞাসে তখন ॥
আকুল অন্তর তার সে শব্দ শ্রবণে।
ত্রাসিত হইয়ে তবে ভাবে মনে মনে ॥
হেথা ধনু গৃহে তবে যত রক্ষীগণ।
দেখিল বিষম ধনু হইল ভঙ্গন ॥
ক্রোধিত হইল তবে যত রক্ষীদল।
ধর ধর রবে তবে সকল ধাইল ॥
বলে সবে দুরাশয়ে করহ বন্ধন।
শীঘ্র করি লয়ে চল যথায় রাজন ॥
মার মার শব্দে তথা ধায় যত বীর।
ঢাল তলোয়ার আর হাতে করি তীর ॥
বীরগণ ক্রোধমন কম্পিত হৃদয়।
মারিবারে রামকৃষ্ণে সবে বেগে ধায় ॥
ঘেরিয়া দাঁড়ায়ে তথা যত বীরগণ।
মহাক্রোধে করে সবে কত আস্ফালন ॥
কত অস্ত্র দোঁহা অঙ্গে করিল ক্ষেপণ।
তদন্তর রামকৃষ্ণ ভাই দুই জন ॥
ভঙ্গ ধনু দুই ভাই করিল ধারণ।
তাহার প্রহারে সবে বধিল জীবন ॥
মরিল অনেক দৈত্য সংখ্যা নাহি তার।
যারে পায় তারে তথা করয়ে সংহার ॥
বধিয়া তখন তথা কংসচরগণে।
রাজপথে আনন্দেতে খেলে দুইজনে ॥
মহাবলবান দুই কৃষ্ণ সংকর্ষণ।
পুরবাসীগণ সব করে দরশন ॥
দেখিল সে মহাতেজ মহা ভয়ঙ্কর।
পরম কারণ জ্ঞান হয় সবাকার ॥
চমৎকার মানি সবে চিন্তিত তখন।
হেনরূপে খেলে পথে ভাই দুইজন ॥

মথুরার পথে খেলে হ'য়ে আনন্দিত।
হেনকালে গোপগণ সবে উপনীত॥
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজ শিশু যত।
সেই স্থানে সকলেতে আইল ত্বরিত॥
গোপ সহ দুই ভায়ে হইল মিলন।
সেই স্থানে বিশ্রাম লভিল সর্ব্বজন॥
নিশিতে আনন্দ চিত্তে রহিল তথায়।
ছানা ননী ক্ষীর সর সকলেতে খায়॥
সুখেতে সে নিশা তথা করিয়ে যাপন।
রাম সহ হরি হয় আনন্দে মগন॥
হেথা ভীত রহে কংস চিন্তিত সংশয়।
রাত্রেতে স্বপন দেখি চঞ্চল হৃদয়॥
অতীব কাতর রায় হইল তখন।
কৃষ্ণ পরাক্রম কংস করিয়ে শ্রবণ॥
সাজিল অসংখ্য সেনা মহাবলবান।
হেলায় হরিল শিশু সবাকার প্রাণ॥
কংসরায় মহাকায় চিন্তায় মগন।
ভয়ঙ্কর স্বপ্ন যত করে দরশন॥
ঘোর স্বপ্ন দেখি রাজা কম্পিত হইল।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দরশন কৈল॥
বিকৃত আকার সেই হয় দণ্ডধারী।
নগ্নবেশে নৃপ পাশে যায় শীঘ্র করি॥
যমদণ্ড সম দণ্ড করি উত্তোলন।
কংসের মস্তকে যেন করিল ঘাতন॥
অমনি সে রাজা তথা কাঁপিয়া উঠিল।
অকস্মাৎ শিরে যেন অশনি পড়িল॥
ছায়াতে না হেরে মাথা করয়ে চিন্তন।
ভানু শশী দুই করে করে দরশন॥
বিকৃতি বরণ হেরে যত বৃক্ষদল।
আপন ছায়াতে ছিদ্র দেখিল সকল॥
নিজ পদাঙ্গুলী নাহি করে দরশন।
শব সঙ্গে সঙ্গম করয়ে অনুক্ষণ॥
গর্দ্দভ যানেতে উঠি ক্রন্দন করিছে।
তৈলহীন অঙ্গে জবা মালা যে দুলিছে॥
এইরূপে কংস স্বপ্ন করি দরশন।
নিদ্রাভঙ্গে মহারাজ সচিন্তিত মন॥
মহা অমঙ্গল সব দরশন করি।
চরম চিন্তায় মগ্ন চারিদিকে হেরি॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা পাত্র মিত্র সনে।
আসিয়া বসিল সবে রাজ-সিংহাসনে॥
অধৈর্য্য হইয়া কংস সেই সভাস্থলে।
স্বপ্ন বিবরণ কথা সকলেরে বলে॥
শুনিয়া সে কথা সবে হইল বিস্ময়।
শোকের সলিলে তবে সবে মগ্ন হয়॥
তবে যত মন্ত্রীগণ উপায় করিল।
দিব্য এক মহাসভা রচিত হইল॥
সুনির্ম্মল রঙ্গস্থল করিল নির্ম্মাণ।
বড় বড় বীরগণে রাখে সেই স্থান॥
মহা উচ্চ মঞ্চ সব হইল গঠিত।
সাজাইল পুষ্পমাল্যে করি সুরঞ্জিত॥
মঞ্চের উপরে শোভে বিচিত্র নিশান।
বড় বড় মঞ্চ সব হইল নির্ম্মাণ॥
দর্শকের দৃশ্য হেতু আর কত ঘর।
সবে আসি সভাস্থলে বসিল সত্বর॥
মুনি ঋষি আদি করি যতেক ব্রাহ্মণ।
বসিবার স্থান সব করিল নির্ম্মাণ॥
এইমত কত শোভা নির্ম্মাণ করিল।
মল্ল স্থান দেখিবারে কত লোক এল॥
যথাস্থানে বসিলেন পুরবাসীগণ।
নিজ নিজ স্থানে আসি বসে সর্ব্বজন॥
নরপতিগণ সবে আপন মঞ্চেতে।
বসিলেন কংসরায় উচ্চ আসনেতে॥
পাত্র মিত্র সকলেতে করিয়া বেষ্টন।
উচ্চ মঞ্চে কংসরায় বসিল তখন॥
ভীতমতি নরপতি কম্পিত হৃদয়।
হৃদি করে দুরু দুরু কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়॥
ভয়ে আকুলিত চিত চাহি কৃষ্ণপানে।
শিহরিত হয় কংস থাকি ক্ষণে ক্ষণে॥

বীরগণ (১) আস্ফালন করিয়ে তথন।
নাচিতে নাচিতে সবে করিল গমন ॥
মহানন্দে নন্দসুত নিধন করিতে।
ধাইল সে রঙ্গস্থলে মহা আনন্দেতে ॥
হেনমতে রঙ্গস্থলে হইল নির্ম্মাণ।
ভাগবত কথা হয় মধুর সমান ॥
একমনে যেই নর শুনে অবিরত।
নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে যায় বেদের লিখিত ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ধনুর্ভঙ্গ ভঙ্গ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুবলয় হস্তী নিধন।

অনন্তর নররায় করহ শ্রবণ।
প্রভাত সময়ে তবে দেব নারায়ণ ॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে।
রামকৃষ্ণ উপনীত হন রঙ্গস্থলে ॥
বাজিছে বিষম বাদ্য রঙ্গস্থল দ্বারে।
ডাকিতেছে বীরগণ বিষম চীৎকারে ॥
দ্বারে উপনীত হয় জগত-জীবন।
শ্রবণ দুন্দুভি বাদ্য আনন্দিত মন ॥
দরশন করে দ্বারে হস্তী ভয়ঙ্কর।
মহা কুবলয় নাম শুন নরবর ॥
দ্বার রুদ্ধ করি হস্তী দাঁড়াইয়া আছে।
ঘন ঘন শুণ্ড নাড়ি মদ উগারিছে ॥
তাহা দরশনে কহে বলরাম প্রতি।
যুদ্ধের উদ্যোগ ভাই করহ সম্প্রতি ॥
দুই ভাই যুক্তি করি আঁটিল বসন।
করিল যুদ্ধের সাজ করিবারে রণ ॥
আরক্ত লোচনে হস্তীপতি সম্বোধিয়া।
জলদ হস্তীর নাদে রোষিত হইয়া ॥
বলে শীঘ্র দ্বার ছাড় ওহে হস্তীপতি।
দ্বার হ'তে যাহ হস্তী তুমি শীঘ্রগতি ॥
রঙ্গস্থলে যাব মোরা শুনহ বচন।
যদ্যপি না ছাড় পথ বধিব জীবন ॥
অন্যথা না কর শীঘ্র যাও স্থানান্তর।
পথ হ'তে লহ করী ছাড় রঙ্গ দ্বার ॥
নতুবা এ কুবলয় যাবে যমঘর।
তোমাকেও পাঠাইব শমন নগর ॥
এতেক বচনে তবে সেই হস্তীপতি।
হস্তীর পৃষ্ঠেতে থাকি হয় ক্রোধমতি ॥
করীর মস্তকে করে অঙ্কুশ ঘাতন।
একে মত্ত হস্তী তাতে পাইল পীড়ন ॥
উন্মত্ত হইল করী মহা ভয়ঙ্কর।
কালান্তক যম সম ধরিল আকার ॥
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যুগল নয়ন।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে হস্তী করিল গমন ॥
শুণ্ড দেখাইয়ে হস্তী ধাইল সত্বরে।
ধরিল কৃষ্ণেরে তবে সক্রোধ অন্তরে ॥
আছাড়ি মারিতে হস্তী হইয়া সত্বর।
দলিতে আপন পদে ভাবে হস্তীবর ॥
তবে হরি ক্রোধ করি বিক্রম প্রকাশে।
দূরে দাঁড়াইল হস্তী ভয়ে কাঁপে ত্রাসে ॥
তবু মত্ত কুবলয় ক্রোধিত অন্তর।
আস্ফালন করি করে নাদ ভয়ঙ্কর ॥
চারিদিকে ফেরে হস্তী কৃষ্ণে ধরিবারে।
রঙ্গালয় ভূমিতলে ঘন দৃষ্টি করে ॥
মহাক্রোধে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ।
ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল ধারণ ॥
শুণ্ডে ধরি শ্রীকৃষ্ণেরে আছাড়িতে যায়।
বিক্রম কেশরী হরি আছাড়িল তায় ॥
হস্তী শুণ্ড হ'তে পুনঃ দূরে দাঁড়াইল।
পুনঃ হস্তীবর তথা ঘুরিতে লাগিল ॥
তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তখন।
বলে পুচ্ছ ধরি মহাবলে আকর্ষণ ॥
বাম হস্তে ধরি হরি হস্তীরে ফেলায়।
পড়িল দূরেতে হস্তী ব্যথিত হৃদয় ॥

১। চাণূর, মুষ্টিক, কূট ও তোষল ইত্যাদি বীরগণ।

চঞ্চুতে ধরিয়া সর্প যথা খগবর। (১)
সেইমত হস্তিবরে ফেলে যদুবর ॥
তবে মহা-ক্রোধান্বিত হয় কুবলয়।
পাক দিয়া চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
তদন্তর যদুবর পুনশ্চ ধরিল।
বামদিকে কুবলয়ে ধরি ঘুরাইল ॥
এইমত বার বার হস্তীরে ঘুরায়।
পরম আনন্দে হরি খেলিয়া বেড়ায় ॥
হস্তী সহ খেলে হরি আনন্দিত মন।
গো-শিশু লইয়ে খেলে যথা শিশুগণ ॥
হস্তী সহ যুদ্ধ করে নন্দের কুমার।
পুচ্ছে ধরি ঘুরাইল করি চক্রাকার ॥
এইরূপে যুদ্ধ খেলা করি কিছুক্ষণ।
হস্তীর সম্মুখে আসি দাণ্ডায় তখন ॥
যখন সে করিবর কৃষ্ণেরে দেখিল।
ধরিতে সে নারায়ণে শুণ্ড প্রসারিল ॥
অমনি সে মহাক্রোধে দেব নারায়ণ।
মারিল বিষম মুষ্টি হস্তীরে তখন ॥
বিষম মুষ্টির ঘায় তবে করিবর।
পলাইল কিছু দূরে অস্থির অন্তর ॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধায় হস্তী পিছু নাহি চায়।
তদন্তরে যদুরায় পাছু পাছু ধায় ॥
তবে হরি হস্তী পুচ্ছ করিয়ে ধারণ।
ফেলাইল ভূমিতলে করি আকর্ষণ ॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় হস্তিবর।
অচেতন প্রায় হ'য়ে অস্থির অন্তর ॥
চেতন পাইয়া হস্তী উঠি দাঁড়াইল।
ইচ্ছা করি তবে হরি ভূতলে পড়িল ॥
অলক্ষিতে যদুরায় উঠিয়া তখন।
দূরে দাঁড়াইল গিয়া দেব নারায়ণ ॥
করিবর মনে ভাবে ভূমে পড়ি হরি।
দন্তের আঘাতে ক্ষিতি বিদারণ করি ॥
দন্তে বিদারণ ভূমি ক্রোধেতে করিল।
সমস্ত বিক্রম তার বিফল হইল ॥
মহাকোপে চারিদিকে ভ্রময়ে বারণ।
ধরিবারে নন্দসুতে করিল গমন ॥
পুনশ্চ আসিয়ে কৃষ্ণে শুণ্ডে জড়াইল।
মহাপরাক্রমে কৃষ্ণে টানিতে লাগিল ॥
মহাবল করি কৃষ্ণে করে আকর্ষণ।
এক পদ নড়াইতে না পারে বারণ ॥
অচল পর্ব্বত সম আছে যদুবর।
আকর্ষণ করে করী অস্থির অন্তর ॥
মহাক্রোধে ধরি তারে শ্রীনন্দনন্দন।
দুই হস্তে করিশুণ্ড করিয়ে ধারণ ॥
চক্রাকারে মহাগজে ঘুরায় তখন।
মহাক্রোধে ভূমিতলে করিল পাতন ॥
ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত।
সেই ঘায় কুবলয় হইল নিপাত ॥
মহাশব্দ করি করী ছাড়িল জীবন।
হস্তিশব্দে কংসরায় হারায় চেতন ॥
তবে হরি ক্রোধ করি করী শুণ্ড ধরি।
উৎপাটন করে দন্ত আস্ফালন করি ॥
সেই দন্তাঘাতে বধে সেই হস্তিপতি।
দূরে ফেলাইল তারে দেব যদুপতি ॥
আনন্দ অন্তরে পরে করিল গমন।
কুবলয় হস্তিদন্ত হস্তেতে শোভন ॥
বলরাম সঙ্গে তবে চলিতে লাগিল।
হাসি হাসি রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল ॥
মহানন্দে মহামতি করিছে গমন।
বিন্দু বিন্দু রক্ত অঙ্গে হতেছে শোভন ॥
কৃষ্ণ অঙ্গে রক্তচিহ্ন কত শোভা তায়।
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসরয় ॥
বলরাম ব্রজশিশু আর গোপগণ।
সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে করিল গমন ॥
গজদন্ত শোভে করে ভাই দুইজনে।
হেরিল সে অপরূপ যত সভাজনে ॥

১। গরুড়।

অদ্ভুত মূরতি সবে দরশন কৈল।
যে ভাবে যে দেখে তার সেইরূপ হৈল॥
ভক্তগণ দেখে কৃষ্ণে ভকত রঞ্জন।
ভক্তাধীন ভগবান পরম কারণ॥
কালান্তক যম সম মল্লগণ হেরে।
মহাবলবন্ত যথা বজ্রের আকারে॥
মথুরানগরবাসী প্রজা ছিল যত।
তাহারে দেখিল যত নৃপবর মত॥
শান্তমূর্ত্তি সদাশয় প্রজার পালক।
শত্রুগণ দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক॥
নারী যত হরষিত রূপ দরশনে।
যেন কাম মূর্ত্তিমান চিন্তে মনে মনে॥
নন্দ আদি গোপ যত দেখিতে লাগিল।
ব্রজের গোপাল বলি সকলে জানিল॥
ব্রজশিশু সহ হরি খেলে যে প্রকারে।
সেইরূপ ব্রজবাসী দেখিল তাঁহারে॥
হেরিল নৃপতিগণ শাস্তিদাতা বলি।
বসুদেব পুত্ররূপে দেখিল সকলি॥
মুনিগণ অনুক্ষণ করে দরশন।
বিরাট মূরতি কৃষ্ণে হেরিল তখন॥
কংসরায় মহাকায় কৃষ্ণেরে দেখিল।
শমন সমান রূপ নয়নে হেরিল॥
যোগীগণ যোগে বসি দেখে নারায়ণ।
পরম কারণ সেই শ্রীমধুসূদন॥
এইরূপে কৃষ্ণরূপ সকলে হেরিল।
বলরাম সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে গেল॥
হেথায় বিনাশি কুবলয় হস্তিবরে।
দুই ভাই প্রবেশিল হরিষ অন্তরে॥
দুইজনে কংসরায় করি দরশন।
ভয়ঙ্কর কাল সম দুরন্ত দর্শন॥
কংসরায় হেরি তায় ভয়েতে আকুল।
উদ্বিগ্ন হইল কংস স্থূলে হয় ভুল॥
এক দৃষ্টে দুই ভাই করে দরশন।
রণস্থলে বিরাজিত ভাই দুইজন॥
পরম সুন্দর বেশ যুগল নয়ন।
আজানুলম্বিত বাহু বলয় ভূষণ॥
বিবিধ রতন অঙ্গে হ'য়েছে শোভিত।
গলে দোলে বনমালা বিচিত্র রচিত॥
বক্ষে শোভে মনোহর কৌস্তুভ ভূষণ।
কটিদেশে মনোহর সুপীত বসন॥
শোভিত সুন্দর বেশে ভাই দুইজন।
নট যথা নাট্যালয়ে করয়ে নর্ত্তন॥
সমুজ্জ্বল আভা সম দরশন করে।
মঞ্চের উপরে বসি যত নরবরে॥
মহানন্দে সভাস্থিত যত মহাজন।
মনোহর যুগ্মরূপ করে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে সাধারণ দুই ভাই নয়।
নররূপে নারায়ণ জনম লভয়॥
এইরূপে সকলেতে কহিতে লাগিল।
ভুবনমোহন রূপে সকলে ভুলিল॥
নয়নে হেরিয়া সেই সে চাঁদ বদন।
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন॥
পরম সুন্দর রূপ সকলে হেরিল।
একেবারে সভাজন বিস্ময় মানিল॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে কহে সর্ব্বজন।
মানব না হবে কভু ভাই দুইজন॥
পরম পুরুষ হবে জানিনু নিশ্চয়।
জগৎ কারণ দোঁহে নাহিক সংশয়॥
বসুদেব গৃহে দোঁহে জনম লভিল।
ব্রজপুরে নন্দালয়ে গোপন রাখিল॥
রহিল নন্দের গৃহে হর্ষে কিছুকাল।
পুতনা সংহার করে এই মহাবল॥
তৃণাবর্ত্ত আদি করি অসুরে বধিল।
শিশুকালে মায়ারূপী বৃক্ষ উপাড়িল॥
ব্যোমকেশ দৈত্যবরে করিল নিধন।
অবহেলে করে সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ॥
বিষম কালিয় নাগ দমন করিল।
দেবেন্দ্রের দর্প যত সকলি হরিল॥

বামহস্তে ধরে সেই গিরি গোবর্দ্ধন।
মহাবেগে ইন্দ্র বারি করিল দমন॥
অতঃপর ব্রজধাম রক্ষিবার তরে।
সপ্তাহ রাখিল ধরি সেই গিরিবরে॥
এমন সুন্দর কান্তি করি দরশন।
ব্রজ গোপিকার সব দুঃখ বিমোচন॥
যদুকুলে জন্ম লয় জগৎ কারণ।
দেখিতে সুন্দর রূপ ভুবনমোহন॥
বলরাম গুণধাম অগ্রজ ইহার।
প্রলম্ব অসুরে ইনি করেন সংহার॥
তালবন রক্ষা কৈল বিনাশি তাহায়।
এইরূপে নানাজনে নানা গুণ গায়॥
পরে শুন নরবর অদ্ভুত কথন।
রঙ্গস্থলে নানা কথা কহিল তখন॥
তুরী ভেরী কাঁসি ঢোল বাজে শত শত।
বাদ্য শব্দে মল্লগণ খেলে অবিরত॥
রঙ্গস্থলে দুই জন দাঁড়াইয়ে রহে।
চানুর মুষ্টিক তবে তাহাদেরে কহে॥
শুন কহি নন্দসুত মোদের বচন।
আর কহি শুন ওহে তুমি সঙ্কর্ষণ॥
মহা বলবান হও দুই সহোদর।
সে কথা শ্রবণে আজ কংস নরবর॥
মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ তোমরা দুজন।
তোমাদের আনিয়াছে করি নিমন্ত্রণ॥
অতএব কহি শুন নন্দের কুমার।
মল্লযুদ্ধ কর এবে সঙ্গেতে আমার॥
শ্রবণে তাদের কথা কহে যদুরায়।
যুদ্ধের কি জানি মোরা গোপের তনয়॥
ধনুর্যজ্ঞ দরশনে আইনু হেথায়।
আমাদের প্রতি হেন কভু না জুয়ায়॥
কৃষ্ণের বচনে তবে চানুর কহিল।
মল্লযুদ্ধ হেরিবারে নৃপতি ইচ্ছিল॥
মহারাজ কংসরায় করিবে দর্শন।
এই হেতু তোমাদের হেথা নিমন্ত্রণ॥

মল্লযুদ্ধ কর আজ আমাদের সনে।
প্রফুল্লিত হবে রাজা তাহা দরশনে॥
সন্তুষ্ট হইবে নৃপ তোমাদের প্রতি।
অতএব নন্দসুত এস শীঘ্রগতি॥
নৃপতি সম্মান হেতু হেথা আগমন।
রাখহ রাজার মান তোমরা দুজন॥
ভূপতি হইলে তুষ্ট সবে তুষ্ট রয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
অতএব মল্ল সহ কর মল্ল খেলা।
আমাদের বাক্যে নাহি কর অবহেলা॥
শুনিয়া চানুর বাণী যশোদা-তনয়।
মৃদু হাসি মল্ল প্রতি যদুপতি কয়॥
শুন ওহে মল্লবর কহি বাক্য সার।
রাজার সম্মান রক্ষা উচিত সবার॥
ভূপতির মান্য রক্ষা অবশ্য করিব।
অনুজ্ঞা পালনে তার বিরত না হব॥
আনিল মোদের হেথা করি নিমন্ত্রণ।
রাজ অনুগ্রহ ইহা জানে সর্ব্বজন॥
রাজার জানিত ব্যক্তি হয় যেইজন।
তার সম এ সংসারে কেবা মহাজন॥
মল্লযুদ্ধ হেতু যদি হেথায় আনিল।
এর হ'তে কিবা সুখ আছে আর বল॥
আর এক কথা কহি শুন মল্লবর।
বলহীন হই মোরা বয়সে কুমার॥
তবে আমাদের প্রতি উপযুক্ত হয়।
সমবলী সহ যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
আনন্দ উদয় তবে হইবে অন্তরে।
সার কথা কহিলাম আমি সবাকারে॥
নৃপতি আনন্দ দোঁহে অবশ্য সাধিব।
সম বলী সহ যুদ্ধ কেন না করিব॥
আনি দেহ তুল্য বলী যত মল্লগণ।
করিব তাদের সহ মল্লযুদ্ধ রণ॥
আর এক কথা বলি কর অবধান।
অধর্ম্ম না হয় যেন সভা বিদ্যমান॥

নৃপতি সম্মুখে ক্রীড়া কৌতুক করিব।
স্বকার্য্য সাধিতে কভু বিরত না হব ॥
আর শুন পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রীকৃষ্ণের মুখে সবে এই কথা শুনি ॥
তদন্তর কংসচর কহিল তখন।
বয়সে শৈশব বটে বলে বিচক্ষণ ॥
মহাবলধর হও দুই সহোদর।
কেবা আঁটে বলে তোমা দোঁহার সোসর ॥
হেলায় বধিলে তুমি হস্তী কুবলয়।
কত বল ধর তার সংখ্যা নাহি হয় ॥
মহাবলী পরাক্রমী তোমরা দুজন।
মম সহ যুদ্ধ তুমি করহ এখন ॥
শাস্ত্রের উচিত হয় যোদ্ধার উচিত।
যে যাচে তাহার সঙ্গে যুদ্ধই উচিত ॥
তুমি মোর সঙ্গে যুদ্ধ করহ এখন।
মুষ্টিকের সহ রণ কর সঙ্কর্ষণ ॥
কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে।
দাস ভাবে হরিকথা শুন শ্রবণেতে ॥
পাপ তাপ দূরে যাবে বেদের বচন।
মহাপাপীগণে সব উদ্ধার কারণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে কুবলয় হস্তী নিধন সমাপ্ত।

অথ কংস নিধন।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
এইরূপে কহে কৃষ্ণ চানুরের প্রতি ॥
তবে কতক্ষণ পরে চানুর কহিল।
রাজ আজ্ঞা পালিবারে বিলম্বে কি ফল ॥
আইস করহ যুদ্ধ মোদের সহিত।
যুদ্ধ করি কর নৃপবরের পিরীত ॥
মোর সহ তুমি যুদ্ধ করহ এখন।
মুষ্টিকের সহ যুঝ ওহে সঙ্কর্ষণ ॥
তবে দেব যদুপতি আনন্দে মাতিল।
পরস্পর চারিজনে মল্ল আরম্ভিল ॥
আঁটিয়া সাটিয়া পরে কটির বসন।
তাল ঠুকি দুই ভিতে রহে দুইজন ॥
প্রথমেতে হাতে হাতে হয় ঠেলাঠেলি।
তদন্তরে বুকে বুকে পরে গলাগলি ॥
পদে পদে আঘাতয়ে তবে পরস্পর।
জানুতে জানুতে যুদ্ধ হয় তদন্তর ॥
মাঝে মাঝে চারিজন হুঙ্কার ছাড়িছে।
প্রলয়ের কালে যেন পবন ডাকিছে ॥
মাথে মাথে পরস্পর হ'তেছে ঘর্ষণ।
প্রলয়কালেতে যেন বিদ্যুৎ পতন ॥
এইমত পরস্পর মল্লযুদ্ধ করে।
দোঁহে গড়াগড়ি যায় ভূমির উপরে ॥
কেহ উচ্চে কেহ নীচে উত্থান পতন।
কভু রণস্থল মাঝে করয়ে ভ্রমণ ॥
জড়াজড়ি ধরাধরি পড়ে ভূমিতল।
কেহ আগু কেহ পাছু কেহ রণস্থল ॥
ভূমিতলে বসে কভু বেগেতে গমন।
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে করে আস্ফালন ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ আরক্ত লোচন।
এইরূপে মল্লক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ হয় রণস্থলে।
উঠিল বিষম শব্দ মল্ল করতালে ॥
চট চট শব্দে সবার বধির শ্রবণ।
হইল অদ্ভুত রণ বিষম দর্শন ॥
সভাসদগণ সবে ভয়েতে কাতর।
নারীগণ দরশনে ব্যাকুল অন্তর ॥
মানসে বিচারি তথা কোন প্রয়োজন।
কহিলে পরস্পরে করি সম্বোধন ॥
বলে একি কংসরাজ অধর্ম্ম করিল।
কৌশলে বধিতে শিশু এ কার্য্য করিল ॥
পাপ সভামাঝে থাকা উপযুক্ত নয়।
নিতান্ত শৈশব এই নন্দের তনয় ॥
মহামল্ল হয় এই কংসের পালিত।
শিশু সহ যুদ্ধ কভু না হয় উচিত ॥

হেন কদাচার কার্য্য নহে দরশন।
রাজার উচিত নহে এ সভা সৃজন ॥
আপনি দেখিছ বসি একি অবিচার।
যুগল বালকে এবে করিবে সংহার ॥
কি আর কহিব এই সভাসদ জনে।
অধর্ম্ম অর্জ্জয়ে রাজা সভা বিদ্যমানে ॥
চানুর মুষ্টিক দুই মহামল্ল হয়।
বজ্রসম দেহ তার খ্যাত ধরাময় ॥
বিষম আকৃতি যেন হয় গিরিবর।
সুকোমল তাহে এই যুগল কুমার ॥
ইহাদের সহ যুদ্ধ যুক্তি কভু নয়।
হেন অনুচিত কর্ম্ম যেই স্থানে হয় ॥
অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ এই সভাস্থল।
বিজ্ঞের উচিত নহে রহে ক্ষণকাল ॥
অধর্ম্ম অর্জ্জিতে নৃপ হেন কর্ম্ম করে।
এখানে রহিতে যুক্তি হয় কি প্রকারে ॥
অধর্ম্ম আচার যদি করে কোনজন।
ধার্ম্মিক সে স্থানে নাহি রহে কদাচন ॥
আর যে ধার্ম্মিক যদি উচিত না কয়।
নরকে গমন করে জানিবে নিশ্চয় ॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় কহিলাম সার।
ধর্ম্ম সভা যথা তথা এত পাপাচার ॥
এইমত বলাবলি করে সভাজন।
মহারঙ্গে যুদ্ধ করে দেব নারায়ণ ॥
মনের আনন্দে হরি মল্লক্রীড়া করে।
ঘোর রবে দুই ভাই আনন্দ অন্তরে ॥
মালসাট মারি মল্ল পাছু পাছু ধায়।
পট পট শব্দ শুনি চাপড়ের ঘায় ॥
শ্রমজল ললাটেতে বহিল তথন।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে ভিজে সে শশী-বদন ॥
পদ্মপত্রোপরি জল শোভিত যেমন।
সেইমত শোভিতেছে শ্রীকৃষ্ণ বদন ॥
মহাক্রোধে বীরগণ কাঁপিতে লাগিল।
দুই চক্ষু দোঁহাকার লোহিত হইল ॥

এইরূপ মল্ল সহ ভাই দুইজন।
ঘোরতর যুদ্ধ করে সহাস্য বদন ॥
রমণী সকলে তাহা দরশন করি।
সুপ্রেম অন্তরে তবে কহে ধীরি ধীরি ॥
আহা কিবা রূপরাশি কর দরশন।
কত ভাগ্য ধরে সেই বৃন্দাবন বন ॥
মহাভাগ্যবতী সেই পুণ্যের আধার।
যার কোলে সদা হরি করেন বিহার ॥
গো-চারণ করে হরি আনন্দ অন্তরে।
তাহা হ'তে আর কেবা বল ভাগ্য ধরে ॥
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ।
করিল অদ্ভুত লীলা না হয় বর্ণন ॥
বলরাম সহ আর সখাগণ সঙ্গে।
পুণ্যতমা বৃন্দাবনে খেলে নানা রঙ্গে ॥
যেই পদ অনুক্ষণ রাধা সেবা করে।
নাহি পায় যেই পদ যতেক অমরে ॥
যে পদ সেবিতে ইচ্ছা করে মহেশ্বর।
কত যুগ অনশনে থাকে যোগিবর ॥
কৃষ্ণপদ ভাবে সদা একান্ত মনেতে।
তবু সেই পদ নাহি পায় কোনমতে ॥
কত পুণ্য করে সেই ব্রজের কামিনী।
কৃষ্ণপদ সেবে তারা দিবস যামিনী ॥
ধন্য সেই বৃন্দারণ্য কত পুণ্য তার।
হৃদিপরে ধরে পদ যেই নিরন্তর ॥
কৃষ্ণ পদামৃত পান করে অবিরত।
পূর্ব্বে কত তপ কৈল ব্রজনারী যত ॥
সেই পুণ্যে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখে অনুক্ষণ।
কত পুণ্য করেছিল ব্রজবাসিগণ ॥
মনোহর রূপ সদা নয়নেতে হেরে।
নিরন্তর দেখে সেই বদন শশীরে ॥
কত রূপ কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ।
মুখে কৃষ্ণ নাম সুধা করে বরিষণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা কৃষ্ণে সঁপি প্রাণ।
তন্ময় হইয়ে সদা গাহে কৃষ্ণ গান ॥

কতরূপে নাম কৃষ্ণ (১) কীর্ত্তন করিছে।
কৃষ্ণ নামামৃত তারা সতত পিয়িছে ॥
অবিরত কৃষ্ণ চিন্তা কৃষ্ণগুণ গান।
গোপী সব কৃষ্ণপ্রেমে নিয়ত মগন ॥
চিন্তা ধ্যান যত সব কৃষ্ণ নাম সার।
কৃষ্ণ ছাড়া গোপী সবে হেরে অন্ধকার ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন গান নাম সদা গায়।
বেণুরবে মুগ্ধ সবে অনুক্ষণ হয় ॥
প্রাতঃসন্ধ্যা দুইকালে শুনে বেণুরব।
বেণুরবে গোপী সব করয়ে উৎসব ॥
গো-চারণে যায় হরি দেখে গোপিগণ।
আনন্দ অন্তরে করে কৃষ্ণ দরশন ॥
হেনমতে গোপী যত সদা সুখে রত।
ব্রজনারীগণ হায় পুণ্য করে কত ॥
কত ভাগ্য গোপীকার কহিতে কে পারে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণমুখ নিরখে সকলে ॥
যখন গোপিকানাথ গোপী পানে চায়।
আনন্দ সাগরে গোপী সাঁতারি বেড়ায় ॥
এইমত নারীগণ কথা কত বলে।
ঘন ঘন কৃষ্ণমুখ নিরখে সকলে ॥
পরে হরি মনে মনে করিল বিচার।
এখন উচিত হয় শত্রুর সংহার ॥
তবে ভগবান তথা শত্রুর নিধনে।
বিচরেন দুই ভাই আনন্দিত মনে ॥
চানুর কৃষ্ণের সহ যুঝিছে প্রচুর।
বলরাম সহ সেই মুষ্টিক নিষ্ঠুর ॥
দোঁহা সনে দুইজন মহাযুদ্ধ করে।
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে দোঁহা কাতর অন্তরে ॥
তবে মহাক্রোধে সে চানুর দৈত্যবর।
দারুণ প্রহার করে অঙ্গেতে তাহার ॥

১। গো-দোহন, বহন, দধিমথন, লেপন, অঙ্গের মার্জ্জন, রোদন, আন্দোলন, এইসকল কার্য্যে ব্রজনারীগণ কৃষ্ণগুণ গান করিত।

কৃষ্ণ অঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি।
কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শ্রীপতি ॥
দৈত্যের প্রহারে এক পদ নাহি টলে।
তবে হরি ধরিলেন চানুরের চুলে ॥
চুলে ধরি চানুরেরে ঊর্দ্ধেতে তুলিল।
মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল ॥
কুম্ভকার চক্র যথা হয় বিঘূর্ণন।
সেইমত ঘুরি দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥
মৃত দৈত্য ভূমিতলে হইয়া পতন।
চূর্ণিত হইল অস্থি দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত সমান বীর পড়ে ভূমিতলে।
পড়িল চানুর বীর সেই রণস্থলে ॥
তাহা দেখি মহাবীর দেব সঙ্কর্ষণ।
মুষ্টিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন ॥
তবে বলভদ্র মনে চিন্তিত হইল।
ক্রোধে সর্ব্ব অঙ্গ তাঁর কাঁপিতে লাগিল ॥
দুই আঁখি রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়।
মহাকোপে মুষ্টিকেরে মারে এক ঘায় ॥
মারিল চাপড় এক তার বক্ষঃস্থলে।
কাঁপিতে কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে ॥
বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন।
ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন ॥
তখন ত্যজিল প্রাণ সেই রণস্থলে।
মহাবৃক্ষ পড়ে যথা প্রলয়ের কালে ॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
মহাকায় মল্ল তথা আসে একজন ॥
তাহা দেখি বলরাম কম্পিত অধরে।
মুষ্টি প্রহারে তারে বাম হস্তে করে ॥
সেই মুষ্ট্যাঘাতে বীর ত্যজিল জীবন।
তদন্তর আর মল্ল (১) আইল তখন ॥
তাহারে মারিলা তথা ভাই দুইজন।
এইরূপে মল্লগণ করিল নিধন ॥

১। শলা নামে মল্ল।

পড়িল সে মল্লগণ সেই রঙ্গস্থলে।
ভয়ার্ত্ত হইয়ে মল্ল পলায় সকলে॥
পলাইয়া মল্লগণ জীবন রাখিল।
চারিদিকে হাহাকার শব্দ যে উঠিল॥
তবে কৃষ্ণ বলরাম মহানন্দ চিতে।
ব্রজ-শিশুগণ তবে লইয়ে সঙ্গেতে॥
মহারঙ্গে রণস্থলে নাচিতে লাগিল।
বিষম রণের বাদ্য বাজিয়া উঠিল॥
বাজিল বিষম বাদ্য বিষম সে রোল।
হাহাকার শব্দে চারিদিকে গণ্ডগোল॥
বলরাম সহ কৃষ্ণ আর সখাগণ।
নাচিতে লাগিল সবে করে নিরীক্ষণ॥
সভাজন দুইজনে প্রশংসিল কত।
কংস ভিন্ন সকলেতে আনন্দিত চিত॥
হর্ষমনে সভাজনে কহিল তখন।
মহাবীর রাম কৃষ্ণ ভাই দুইজন॥
এত কহি সকলেতে প্রশংসা করিল।
শ্রবণে কংসের মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিল সে মল্লগণে যবে মহাবীর।
ভয়েতে কংসের প্রাণ হইল অস্থির॥
মহাভয়ে কংসরায় হইল চঞ্চল।
ভীতমতি হয় অতি হৃদয় বিকল॥
চারিদিকে অন্ধকার করে দরশন।
যে দিকে নিরখে দেখে নন্দের নন্দন॥
চারিদিকে অমঙ্গল দরশন করে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখেতে হেরে॥
ব্যাকুল হৃদয় কংস হইল তখন।
বাদ্যভাণ্ড মহারোল করে নিবারণ॥
কংসের আজ্ঞায় সবে নিস্তব্ধ হইল।
সেনাগণে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল॥
শুন যত দূতগণ বচন আমার।
মম আজ্ঞা পাল সবে সত্বর এবার॥
মহাবলবান বসুদেবের তনয়।
বধিল দারুণ হস্তী মহাকুবলয়॥
বধিল সে মহামল্ল সাক্ষাতে দেখিলে।
অতএব সাবধান হইবে সকলে॥
আসি এ নগর মাঝে এ কার্য্য করিল।
বড় বড় বীরগণে অক্লেশে মারিল॥
তাহা দরশনে প্রাণ স্থির নাহি হয়।
নগর হইতে দোঁহে করহ বিদায়॥
শীঘ্র এ মথুরা হ'তে করহ বাহির।
আকুল অন্তর মোর প্রাণ নহে স্থির॥
ব্রজ হ'তে আসিয়াছে যত গোপগণ।
বলে কাড়ি লহ এবে সবাকার ধন॥
নন্দ আদি গোপগণে বধহ সত্বর।
শীঘ্রগতি বসুদেবে করহ সংহার॥
উগ্রসেন দেবকীরে বাঁধিয়া আনহ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে দোঁহে এখনি বধহ॥
মম বাক্য শীঘ্র করি করহ পালন।
সত্বরেতে এ সবার বধহ জীবন॥
মম বাক্য অন্যথা করিবে যেইজন।
তা সবারে পাঠাইব শমন ভবন॥
মহাকোপে দূতগণে কহে কংসরায়।
দুর্ম্মতি ঘটিল তার ওহে নররায়॥
কংসের বচন শুনি দেব দামোদর।
বিরাট আকার হরি ধরিল সত্বর॥
ক্রোধদৃষ্টে চারিদিকে করে নিরীক্ষণ।
উচ্চ মঞ্চে কংসরাজে করে দরশন॥
দেখিলেন বসিয়াছে মঞ্চের উপর।
এক লাফে উঠিলেন দেব দামোদর॥
দরশনে কংসরায় ব্যাকুলিত মন।
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার করে দরশন॥
জীবন রাখিতে তবে উপায় ভাবিল।
মঞ্চোপরে মহারাজ অমনি উঠিল॥
খড়্গাচর্ম্ম ধরি যায় সকোপ অন্তরে।
ধাইল বিষম ক্রোধে কৃষ্ণে বধিবারে॥
আরক্ত নয়নে চাহে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
দন্ত কড় মড় করি ধায় কংসবর॥

তুলিল বিষম খড়্গ (১) প্রহার কারণ।
শীঘ্রগতি যদুপতি করিল ধারণ ॥
কংসের কেশেতে হরি তখনি ধরিল।
অসিচর্ম্ম সহ তারে ভূতলে ফেলিল ॥
যেমন শিকারী পক্ষী পারাবতে ধরে।
সেইমত কংসরাজে ধরিল সত্বরে ॥
মহাসর্পে যেইমত ধরে খগপতি।
সেইমত কংসরাজে ধরে শীঘ্রগতি ॥
যখন কংসেরে কৃষ্ণ করিল ধারণ।
মাথার কিরীট খসি হইল পতন ॥
তবে হরি মহাক্রোধে ধরি কংসবরে।
ধাক্কা মারি ফেলে দেয় ভূমির উপরে ॥
ভূতলে পড়িল কংস না রহে চেতন।
বক্ষে চাপি বসিলেন দেব নারায়ণ ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি কংসের বক্ষেতে।
শক্তিহীন হয় কংস না পারে নড়িতে ॥
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যথা মত্ত গজবরে।
সেইমত কংসরাজে নারায়ণ ধরে ॥
সেইকালে কংসরাজ ভাবে নারায়ণ।
বলে দেব রক্ষ মোরে যশোদা-নন্দন ॥
মনে মনে নারায়ণে ডাকিতে লাগিল।
আর্ত্তনাদ করি নৃপ জীবন ত্যজিল ॥
মহাকায় কংসরায় ছাড়িল জীবন।
সম্মুখেতে জগন্নাথ করে দরশন ॥
চতুর্ভুজ নারায়ণে নয়নে হেরিল।
পুষ্পরথে স্বর্গপথে তখনি চলিল ॥
পরীক্ষিত কহে তবে শুকদেব প্রতি।
সন্দেহ ভঞ্জন মোর করহ সম্প্রতি ॥
কৃষ্ণ রিপু চরাচর মথুরা-ঈশ্বর।
সাক্ষাতে দেখিল হরি পুরুষ প্রবর ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে দিল দরশন।
পুষ্পরথে স্বর্গপথে করিল গমন ॥
হেন গতি হৈল তার কোন পুণ্যফলে।
সেই কথা কহ দেব শুনি কুতূহলে ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
বড় পুণ্যবান সেই মথুরা-ঈশ্বর ॥
যে দিন হইতে কৃষ্ণ জনম লভিল।
সেই দিন হ'তে কংস কৃষ্ণ চিন্তা কৈল ॥
সাক্ষাতে হেরিয়া সবে রাজার নিধন।
অসিচর্ম্ম ল'য়ে কোপে আইল তখন ॥
রামকৃষ্ণ দুইজনে করিতে সংহার।
মহাবীরগণ সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
মনে মনে কৃষ্ণরূপ ভাবে অনুক্ষণ।
সর্ব্বদা কৃষ্ণের রূপ করেন চিন্তন ॥
খাইতে শুইতে কংস চিন্তা করে সার।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ভাবে অনিবার ॥
অনুক্ষণ নারায়ণ ভাবে মনে মনে।
কংসরাজ গতি হেন হ'ল সে কারণে ॥
সেই পুণ্যফলে তার হেন গতি হৈল।
পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠেতে গমন করিল ॥
এইরূপে কংসরাজ পাইল মোচন।
তদন্তর কংস ভ্রাতা (২) ধাইল তখন ॥
মহাকোপে প্রকম্পিত করি কলেবর।
দুই আঁখি রক্তবর্ণ ধায় দৈত্যবর ॥
সাক্ষাতে হেরিয়া যত রাজার নিধন।
অসিচর্ম্ম ল'য়ে ধায় যত যোধগণ ॥
রাম কৃষ্ণ দুইজনে করিতে সংহার।
মহাবীরগণে সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥

১। কেহ কেহ বলেন যে কংসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বধিতে খড়্গ উত্তোলন করেন তৎকালে সেই খড়্গ হস্ত স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল।

২। এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, কংসের মৃত্যুর পর তাহার অষ্ট ভ্রাতা কৃষ্ণ বলরামসহ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়। কিন্তু মহামুনি এ স্থলে তাহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমিও তাহাতে বিরত হইলাম।

তাহা দরশনে রাম সকোপ অন্তরে ।
মারিল সে দৈত্যগণে অসির প্রহারে ॥
ছিন্ন তরু সম সবে ভূতলে পড়িল ।
মহাঘাতে বৃক্ষ যথা সেইমত কৈল ॥
সিংহ যথা মৃগগণে বধে অবহেলে ।
সেইমত বলদেব বধিল সকলে ॥
বজ্রাঘাতে নিপতিত গিরিশৃঙ্গ প্রায় ।
সেনা সহ কংস ভ্রাতা পড়িল ধরায় ॥
শূন্যপথে অপ্সরেরা আনন্দে মগন ।
সবে করে রাশি রাশি পুষ্প বরিষণ ॥
বাজিল অমর বাদ্য আকাশ-মণ্ডলে ।
কত স্তুতি করে মিলি দেবতা সকলে ॥
অমর কামিনীগণ নাচিতে লাগিল ।
কৃষ্ণ-গুণগানে সবে উন্মত্ত হইল ॥
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে সুন্দর ।
দাস ভাষে ভাষামতে শুনে সাধু নর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কংস নিধন সমাপ্ত ।

অথ কংস জায়ার খেদ ।

ত্রিপদী

কংসের নিধন বার্ত্তা,শুনি রাণী শোকেআর্ত্তা,
অচেতন পড়ে ভূমিতলে ।
হায় হায় কি হইল, প্রাণপতি কোথা গেল,
করাঘাত করে বক্ষঃস্থলে ॥
বলে ওহে প্রাণপতি, কি হবে আমার গতি,
একি দশা তোমার হইল ।
ওহে মথুরার পতি, কেন তব হেন গতি,
পূর্ণশশী রাহু গরাসিল ॥
নাহি বীর তব সম, তব গুণ অনুপম,
তুমি শান্তমতি সদাশয় ।
নিজ বলে দুষ্টজনে, শাসিতে হে সর্ব্বক্ষণে,
শিষ্টজনে দিতে হে আশ্রয় ॥
এবে ভূমিতলে পড়ি, দিতেছ হে গড়াগড়ি,
ওহে নাথ মহা-বলধর ।
অতুল ঐশ্বর্য্য তব, কোথায় রহিল সব,
কাছে এস তুমি প্রাণেশ্বর ॥
হেরি তব চারু মুখ, ঘুচুক মনের দুঃখ,
এ দাসীর জুড়াক জীবন ।
ওহে অবলার গতি, করিলে হে কি দুর্গতি,
শোক-সিন্ধু মাঝেতে পতন ॥
কেন যজ্ঞ আরম্ভিলে, কেন কৃষ্ণে নিমন্ত্রিলে,
সেই হেতু হেন অমঙ্গল ।
অকালে কালের হাতে, পড়িলে মথুরাপতে,
সব আশা হইল বিফল ॥
ত্যজি পাত্র-মন্ত্রীগণে, ছাড়িয়ে আত্মীয়জনে,
কোথা নাথ করিলে গমন ।
কোথায়রাখিয়ামাতা,প্রাণেশ্বরী রাখি কোথা,
কালহস্তে হইলে পতন ॥
তোমার এ রাজ্যধন, কাহারে করি অর্পণ,
কোথা গেলে ওহে প্রাণেশ্বর ।
শূন্য তব সিংহাসন, শূন্য এ রাজভবন,
শূন্যময় সব অন্ধকার ॥
চতুর্দ্দিক হেরি শূন্য,নাহি জানি তোমা ভিন্ন,
বল মোর কি হবে উপায় ।
এত কহি কংসজায়া, শোকাচ্ছন্ন শবকায়া,
চলে সতী যথা কংসরায় ॥
যথা পড়ি ভূমিপ'রে, রাণী গিয়া তথাকারে,
ধরাতলে পতিত হইল ।
শোকান্বিত হ'য়ে অতি,কাঁদিয়ে আকুলমতি,
মৃত-পতি কোলেতে লইল ॥
শোকে অচেতন সতী, বলে ওহে প্রাণপতি,
মোর পানে চাহ একবার ।
আমারেছাড়িয়েতুমি,কোথাগেলে প্রাণস্বামী,
একি ভাব এখনি তোমার ॥
উঠ নাথ হাস্যাননে, দেখহ দাসীর পানে,
কহ কথা ওহে প্রাণকান্ত ।

মুদিত করি নয়ন, ধূলাতে কেন শয়ন,
কেন নাথ হ'লে এত ভ্রান্ত ॥
আমি যে তব রাণী, তব শোকে পাগলিনী,
কোথা যাবে আমারে ফেলিয়ে।
আমি তব প্রেমাধিনী, করি মোরে অনাথিনী,
একা নাথ যেতেছ চলিয়ে ॥
তাকি কভু হ'তেপারে, লহ মোরে সঙ্গে করে,
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ।
একি হেরি বিপরীত, মন চিত্ত আকুলিত,
মম দেহে তুমি মাত্র প্রাণ ॥
তুমি নাথ চলে যাবে, এ দেহ বিফল হবে,
শূন্য দেহে কিবা প্রয়োজন।
এইরূপে কংসজায়া, শোকেতে আকুল কায়া,
ভূমে পড়ি হয় অচেতন ॥
হেনকালে যদুরায়, শীঘ্রগতি তথা যায়,
সতী প্রতি কহেন বচন।
শুন দেবী অকারণ, করিছ বৃথা ক্রন্দন,
যাও সতী আপন ভবন ॥
শুন সতী বাক্য সার, কেন হ'তেছ কাতর,
তব পতি উদ্ধার হইল।
ত্যজ শোক গুণবতী, গোলোকেতে তব পতি,
অনায়াসে গমন করিল ॥
এ ভব যন্ত্রণা যত, সব হ'লো তিরোহিত,
তুমি কেন করিছ রোদন।
রোদনে নাহিক ফল, তাহে মাত্র অমঙ্গল,
হিতবাণী করহ শ্রবণ ॥
শোক ত্যজ ধৈর্য্য ধর, হ'য়োনা বৃথা কাতর,
কর্ম্মফল ভোগে জীব সবে।
নিজ কর্ম্ম ভোগমত, ফল পায় জীব যত,
নিশ্চয় কাহনু আমি তবে ॥
বৃথা নাহি ভাব আর, শোক কর পরিহার,
স্বামী তব মুক্ত এতদিনে।
পাল সুখে নিজ ধর্ম্ম, করি ভবে হিত কর্ম্ম,
ভগবানে স্মরি একমনে ॥
কর্ম্মফলে কংসরায়, জীবন ত্যজিয়া যায়,
তুমি কেন আকুল ক্রন্দনে।
এত কহি জনার্দ্দন, সতীরে কহে তখন,
তবে সতী শান্তি পায় মনে ॥ (১)
ভাগবত সার কথা, সুধার লহরী গাঁথা,
ভক্তিরসে পিয়ে অবিরত।
দাস ভাষে অনুক্ষণ, সেবিত কৃষ্ণ চরণ,
হইয়ে সে কৃষ্ণ পদানত ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে কংস-
জায়ার খেদ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতা পিতা উদ্ধার।

শুন নৃপবর কহি অপূর্ব্ব কথন।
প্রবোধিয়া কংসজায়া দেব নারায়ণ ॥
কংসের সে মৃতদেহ সংকার করিল।
নিয়মিত কর্ম্ম যত সমাপন কৈল ॥
শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন।
বিধিমতে যত কর্ম্ম করিল তখন ॥
কংস পিতা উগ্রসেনে সিংহাসন দিল।
পরেতে শ্রীহরি মনে ভাবিতে লাগিল ॥
পিতা মাতা আছে যথা নিগড় বন্ধনে।
মহানন্দে মহামতি যায় সেই স্থানে ॥
দেবকী জননী পড়ি ধূলার উপর।
রোদনে আকুল সদা হইয়ে কাতর ॥
হা পুত্র হা পুত্র বলি রোদনে নিরত।
দরশনে মনে মনে কৃষ্ণ ভাবে কত ॥

১। এইস্থলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন কংসরাজা শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রবোধ দান করেন, কিন্তু কংসরাণী তাহাতে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, পরে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জ্ঞানযোগ দর্শন দেন, তাহাতেই নৃপজায়া আনন্দ অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পদার্থ জানিয়া তাঁহার স্তব ও পতি শোকানল একেবারে নির্ব্বাণ করেন।

ত্বরাগতি জনার্দ্দন করিল মোচন।
মাতা পিতা পদে নতি করিল তখন ॥
দেবকী পুত্রেরে তবে কোলেতে করিল।
কৃষ্ণের বদন চুম্বি কহিতে লাগিল ॥
ওরে কৃষ্ণধন তোর একি বিবেচনা।
মা বাপেরে দিলি বাপ এতই যন্ত্রণা ॥
বড়ই নিষ্ঠুর বাপ তোমার হৃদয়।
কত কষ্ট দিল বাপ কংস দুরাশয় ॥
পেয়েছি যাতনা কত ওরে কৃষ্ণধন।
কতই ডেকেছি আর করেছি ক্রন্দন ॥
নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়ে গিয়েছে।
কি কহিব ওরে কৃষ্ণ যে কষ্ট দিয়েছে ॥
কঠিন জীবন তাই আছয়ে এখন।
কেবল রেখেছি প্রাণ তোমার কারণ ॥
হাঁরে বাপ একি তোর উচিত বিধান।
আর কি আমারে ছাড়ি যাবি অন্য স্থান ॥
পুনঃ কি মোদের দশা এরূপ হইবে।
পুনঃ কি কাঁদায়ে তুমি অন্যত্রে যাইবে ॥
সত্য করি কহ তুমি ওরে বাপধন।
পুনঃ কি যাবিরে তুই সেই বৃন্দাবন ॥
এত কহি দেবকী সে কৃষ্ণের বদনে।
মহানন্দে চুম্ব খায় আনন্দিত মনে ॥
বসুদেব হর্ষমনে কৃষ্ণ কোলে নিল।
আনন্দ-নীরেতে বক্ষ ভাসিয়ে যে গেল ॥
রামকৃষ্ণ দুইজনে করিল কোলেতে।
কতই আনন্দ সব হইল মনেতে ॥
দেবকী কৃষ্ণেরে বলে ওরে বাপধন।
আর কি সে বৃন্দাবনে করিবে গমন ॥
পুনঃ কি আমায় বাপ কান্দিতে হইবে।
আবার কি দুষ্ট কংস শৃঙ্খলে বাঁধিবে ॥
মাতার বচনে হরি কহিল তখন।
শুন গো জননী কহি শাস্ত্রের বচন ॥
মাতা পিতা প্রতি হয় পুত্রের উচিত।
পালন করিবে পুত্র বেদের বিহিত ॥
মাতা পিতা যেইজন পালন না করে।
তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে ॥
পিতা যে সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনে কয়।
পিতা হ'তে মাতা শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥
জননী জঠরে ধরে সন্তান রতন।
শতগুণে পূজনীয় জননী চরণ ॥
জননীর স্নেহ হয় জননী কারণে।
মাতা সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে ॥
হেন মাতা যেই মূঢ় পালন না করে।
সে জন নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে ॥
মাতা সম নাই গুরু সংসার মাঝেতে।
পুত্রের উচিত মাতা চরণ পূজিতে ॥
অতএব শুন মাতা আমার বচন।
পাইলে অনেক দুঃখ আমার কারণ ॥
আমারে জঠরে ধরে কত দুঃখ পেলে।
পুত্রের পালন সুখ কিছু না জানিলে ॥
শৈশবে মাতার ক্রোড়ে সন্তান রতন।
কত শোভা হয় কিবা আশ্চর্য্য দর্শন ॥
সে সুখ না হ'লো মাতা তোমার উদয়।
দৈবযোগে অন্য স্থানে করিলে বিদায় ॥
শুন মাতা কহি আমি সাক্ষাতে তোমার।
পিতা মাতা ঋণ শোধে হেন সাধ্য কার ॥
বহুযুগ পুত্র যদি হ'য়ে এক চিত।
পিতা মাতা সেবে সদা হয়ে হরষিত ॥
তথাপি সে ঋণ কভু না পারে শোধিতে।
কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে ॥
যেই দুরাচার পুত্রে করিয়ে হেলন।
পিতামাতা সেবা নাহি করে অনুক্ষণ ॥
চরমে দুর্গতি তার কতই যে হয়।
সে দুর্গতি কিরূপেতে কহিব নিশ্চয় ॥
হইনু দুর্ভাগ্য পুত্র উদরে তোমার।
ক্লেশ পেলে আমার কারণে বহুতর ॥
দুষ্ট দুরাচার কংস দৌরাত্ম্য কারণ।
না পারি করিতে মাতা দুঃখের মোচন ॥

আর এক কথা মাতা জানিবে বিশেষে।
অনুক্ষণ থাকিতাম পরবাস বাসে ॥
সে কারণে বহু ক্লেশ পাইলে এখন।
অতএব ক্ষম দোষ ধরি গো চরণ ॥
নিপাত হইল শত্রু আশঙ্কা ঘুচিল।
এখন সেবিব তব চরণযুগল ॥
অনুক্ষণ তোমাদের নিকটেতে রব।
নিরন্তর মাতা তব চরণ সেবিব ॥
মাতা পিতা দুইজনে শুনিয়ে বচন।
মায়ায় মোহিত তারা হইল তখন ॥
মুগ্ধ হ'য়ে দেবকী সে পুত্র কোলে নিল।
হেরিয়া সে চাঁদমুখ আনন্দে মাতিল ॥
প্রেমানন্দে দুইজনে করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীহরির মায়াপাশে হইল বন্ধন ॥
আনন্দেতে দুইজনে কাঁদিতে লাগিল।
নয়নের জলে দোঁহার হৃদয় ভাসিল ॥
এইমত প্রবোধ করিল দুইজনে।
তদন্তরে ডাকে মাতামহ উগ্রসেনে ॥
মৃদুভাষে কহে তবে মাতামহ প্রতি।
পালন করহ রাজ্য তুমি মহামতি ॥
মাতামহ পদে হরি প্রণাম করিল।
মথুরার সিংহাসনে তারে বসাইল ॥
উগ্রসেনে সিংহাসনে বসায় তখন।
মৃদুভাষে কহে তবে দেবকী-নন্দন ॥
শুন কহি মাতামহ বচন আমার।
এই মথুরার রাজ্য তব অধিকার ॥
আমরা সকলে প্রজা তব অধিকারে।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব সত্বরে ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি পালিব নিশ্চয়।
আমি তব আজ্ঞাকারী ভৃত্য মহাশয় ॥
অতএব নির্ব্বিঘ্নেতে পালহ প্রজার।
জীবিত থাকিতে আমি কি ভয় তোমার ॥
পালিবে তোমার আজ্ঞা অমরের গণ।
কি করিবে বল তবে অন্য কোনজন ॥
এত কহি চক্রপাণি তাঁরে প্রবোধিল।
সভাজনে একে একে কহিতে লাগিল ॥
কংসের কারণে ভীত ছিল যত জন।
সবাকারে কহে হরি প্রবোধ বচন ॥
মিষ্টভাষে সবাকারে সান্ত্বনা করিল।
কত দেশ হ'তে নৃপগণে আনাইল ॥
সকল ভূপতিগণে করিয়া সান্ত্বন।
কহিতে লাগিল হরি প্রবোধ বচন ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে আনন্দ অন্তরে।
আশ্বাস পাইয়ে সবে যায় নিজ ঘরে ॥
তবে হরি স্নেহ করি যত রাজগণে।
যার যেই বৃত্তি দিল আনন্দ বিধানে ॥
মৃদুভাষে সকলেরে কহিল তখন।
সবার রক্ষক আমি জানিও এখন ॥
শ্রবণে কৃষ্ণের বাণী সবে আনন্দিত।
কৃষ্ণ মুখ হেরি সবে হইল মোহিত ॥
কোটি কল্পযুগ যোগে যত যোগিগণ।
ইন্দ্র আদি ব্রহ্মা শিব না পান দর্শন ॥
সেই হরি কৃপা করি আশ্বাসে সবারে।
অনায়াসে নৃপগণ হেরিল তাঁহারে ॥
মথুরানগরবাসী ছিল যত জন।
কৃষ্ণ মুখশশী সবে করে দরশন ॥
মুখপদ্ম দরশনে আনন্দ হৃদয়।
শোক তাপ বিদূরিত হয় সমুদয় ॥
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস ভাষে সকলেতে পিয়ে কর্ণভরি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে মাতা পিতা
উদ্ধার কথা সমাপ্ত।

অথ নন্দ বিদায়।

নরবর কহে তবে মুনিবর প্রতি।
হরিকথা তব মুখে মধুর ভারতী ॥
অপূর্ব্ব সে সব কথা যেন সুধাময়।
পরে কি করিল কহ হরি দয়াময় ॥

শুকদেব কহে শুন ওহে নররায়।
কহিব অপূর্ব্ব সেই কথা সমুদয়॥
কংসেরে বিনাশ করি দেব রমাপতি।
উগ্রসেনে রাজ্য দিল হ'য়ে হর্ষমতি॥
নৃপগণে সযতনে বিদায় করিল।
ব্রাহ্মণগণেরে বহু ধন বিতরিল॥
সকলে গমন করে যে যাহার ঘর।
অতঃপর কহি শুন ওহে নরবর॥
ব্রজবাসী গোপ যত যেতে বৃন্দাবন।
চঞ্চল হইল তবে তাহাদের মন॥
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া কহে ব্রজ অধিপতি।
চল নীলমণি এবে গৃহে কর গতি॥
বহুদিন গত এবে শুন বাপধন।
যশোমতী করি আছে পথ নিরীক্ষণ॥
চল বাপ গৃহে যাই বিলম্বে কি ফল।
এখানে থাকিলে হবে বহু অমঙ্গল॥
আমার কপাল মন্দ শুন বাপধন।
এস শীঘ্র বৃন্দাবনে করিব গমন॥
বলদেব সহ তবে যশোদা-কুমার।
সুমধুর বাক্যে কহে পিতারে তাহার॥
শুন পিতঃ তব পদে করি নিবেদন।
যতনে দুজনে মোরে করিলে পালন॥
মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয়।
বহু যত্নে পালিলে সে কথা মিথ্যা নয়॥
স্নেহেতে পালন করে যেই মহাজন।
জন্মদাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন॥
পিতা মাতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি গোপেশ্বর
জনম অবধি পিতা তুমি হও মোর॥
তোমাদের ঋণে বদ্ধ মোরা দুইজন।
শোধিতে তোমার ঋণ নারিব কখন॥
অতএব শুন পিতা বচন আমার।
আমার বচনে কভু না হবে কাতর॥
নিজ গৃহে তুমি অদ্য করহ গমন।
কভু না হইও পিতা দুঃখেতে মগন॥
যে কারণে আইলাম এই মথুরায়।
সেই কথা এবে আমি কহিব তোমায়॥
স্থির হ'য়ে তাহা তুমি শুন গোপরায়।
জ্ঞাতিগণ শোক-নীরে সবে মগ্ন প্রায়॥
অতএব কিছুদিন এখানে রহিব।
জ্ঞাতিগণে প্রবোধিয়া তবে গৃহে যাব॥
শুন পিতা মোর কথা দুঃখ না করিবে।
আনন্দ অন্তরে মোরে এই আজ্ঞা দিবে॥
তব আজ্ঞা ছাড়া আমি নাহি কদাচন।
বৃন্দাবন বনে বাঁধা আছে মম মন॥
এক তিল ছাড়া আমি নহি বৃন্দাবন।
ব্রজবাসিগণে তুমি করিও সান্ত্বন॥
ব্রজে গিয়া সবাকারে প্রবোধি কহিবে।
কিছুদিন পরে হরি এখানে আসিবে॥
এই বাক্যে সবাকারে করিবে সন্তোষ।
মোর প্রতি কেহ যেন নাহি করে রোষ॥
কেহ যেন নাহি কাঁদে আমার কারণ।
সন্তুষ্ট করিবে কহি মধুর বচন॥
অতএব মনে পিতা দুঃখ না ভাবিবে।
কিছুদিন হেথা মোরে থাকিতে হইবে॥
গোপগণ সহ তুমি যাহ নিজ ঘর।
অবশ্য যাইব আমি কিছুদিন পর॥
মনেতে জানিও পিতা তুমি নিরন্তর।
বৃন্দাবনে রহি আমি সদা গোপেশ্বর॥
যশোমতী প্রতি পিতা প্রবোধ করিবে।
কোনমতে তাঁরে পিতা কাঁদিতে না দিবে॥
শোক ত্যজি তুমি পিতা যাহ নিজালয়।
এখন না যাব ব্রজে শুনহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল।
অচেতন ভূমিতলে অমনি পড়িল॥
ক্ষণপরে চেতন পাইয়ে গোপবরে।
একেবারে হলো মগ্ন শোকের সাগরে॥
ঘোর রবে কাঁদি কহে নন্দ মহামতি।
ওরে বাপ একি কথা কহ মোর প্রতি॥

কি কারণে হেন কথা কহ বাপধন।
এস বাপ শীঘ্র কর ব্রজেতে গমন ॥
আমার জীবন তুমি ব্রজের জীবন।
মরিবে সে ব্রজবাসী তোমার কারণ ॥
বৃথা কেন মোরে দাও এতেক যন্ত্রণা।
কেন মোরে কর আর বৃথা এ ছলনা ॥
কেন বা কান্দাও মোরে ওরে যাদুধন।
তোরে ছাড়ি কিরূপেতে ধরিব জীবন ॥
যে দিন হইতে বাপ এসেছ হেথায়।
পথপানে চেয়ে আছে তোমার মাতায় ॥
অনাহারে আছে তোর যশোদা জননী।
এস বাপ গৃহে চল ওরে যাদুমণি ॥
চল বাপ গৃহে চল ক'রনা ছলনা।
কি লাভ হইবে মোরে দিলে এ যন্ত্রণা ॥
কেন কৃষ্ণ দাও কষ্ট আমারে এখন।
রাক্ষসের পুরী এই মথুরা-ভুবন ॥
এত কহি নন্দগোপ কান্দে উচ্চরবে।
কৃষ্ণ কহে ওগো পিতা কহি শুন এবে ॥
কেন তুমি বৃথা আর করিছ ক্রন্দন।
কিছুদিন আমি নাহি যাব বৃন্দাবন ॥
ওগো নন্দ হীনমতি শুন বাক্য সার।
অনিত্য জানিবে এই জগৎ সংসার ॥
ক্ষণেকের তরে জীব জানিবে সকলে।
সব অন্ধকার দেখে নয়ন মুদিলে ॥
মায়ায় মোহিত যত জগতের জন।
মায়াতে জানিবে এই জগৎ সৃজন ॥
তবে কেন গোপজাতি শোকে মুগ্ধ হও।
তত্ত্বজ্ঞান মহামতি মম পাশে লও ॥
এত কহি জ্ঞানযোগে নন্দেরে কহিল।
তাহে নন্দঘোষ পরে শোকান্বিত হৈল ॥
কিছুতেই নন্দ গোপ প্রবোধ না মানে।
শোকাকুল হ'য়ে কাঁদে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
বলে কৃষ্ণ একি কথা কহিলে আমারে।
শেল সম তব বাক্যে হৃদয় বিদরে ॥
কেমনে কহিলে কৃষ্ণ এমন বচন।
যশোদার নীলমণি ব্রজের জীবন ॥
তোমা বিনা ব্রজবাসী সকলে মজিবে।
মরিবে সে যশোমতী যেমন শুনিবে ॥
কি বলে তাহারে আমি প্রবোধ করিব।
কেমনে এখানে কৃষ্ণ তোরে ছেড়ে যাব ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ ওরে বাপধন।
পিতৃহত্যা ভাগী হবি হে কালরতন ॥
যশোমতী তোর লাগি জীবন ত্যজিবে।
কিরূপেতে তোর প্রাণ স্থির হয়ে রবে ॥
জননী বধের ভাগী হবি রে নিশ্চয়।
মহাপাপে হবি মগ্ন কহিনু তোমায় ॥
অতএব কেন কৃষ্ণ করিছ এমন।
ব্রজে চল ব্রজবাসী রাখহ জীবন ॥
আর কেন আমারে কান্দাও গিরিধারী।
কিরূপে রহিবে যশোদায় পরিহরি ॥
কে তোরে করিবে কোলে বলরে গোপাল।
কে খাওয়াবে ক্ষীর ননী ওরে নন্দলাল ॥
কে আর কোলেতে করে নাচাইবে তোরে।
এখানে আনিয়ে কেন কাঁদাও আমারে ॥
এস বাপ কোলে করি লইব তোমায়।
অভিমানে মত্ত কেন ওহে ব্রজরায় ॥
গোঠে না পাঠাব আর সহিত রাখাল।
ঘরে বসে রবে তুমি শুনরে গোপাল ॥
আর কেন বাপধন কাঁদাও আমায়।
ত্যজি তোমা যেতে মোর মন নাহি লয় ॥
এত বলি নন্দ তবে শ্রীদামেরে কয়।
একবার তুমি ডাক আসিবে নিশ্চয় ॥
না শোনে আমার বাক্য ব্রজের রতন।
মিষ্টবাক্যে কৃষ্ণধনে কররে সান্ত্বন ॥
শ্রীদাম কৃষ্ণেরে তবে কহিতে লাগিল।
কেন ভাই রে কানাই কহ হেন বোল ॥
ওহে সখা কেন হেন কহ কুবচন।
শীঘ্রগতি ব্রজধামে চলহ এখন ॥

তব পিতা শোকাকুল তোমার কারণে।
আমরা রাখালগণ আকুল পরাণে ॥
তবে কেন কটু কহ তোমার পিতায়।
ঐ দেখ শোকে মগ্ন চারিদিকে চায় ॥
চল শীঘ্র ব্রজে চল ব্রজের জীবন।
বিলম্বে এখানে আর নাহি প্রয়োজন ॥
শ্রবণে শ্রীদাম বাণী শ্রীকৃষ্ণ কহিল।
কেন সখা বৃথা আর হ'তেছ আকুল ॥
ব্রজে নাহি যাব আর নাহিক নিশ্চয়।
সবে মিলে বৃন্দাবনে যাও এ সময় ॥
এখানে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
দ্রুতগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বচনে তবে শ্রীদাম সুমতি।
কান্দিয়া আকুল হল' শোকাচ্ছন্ন মতি ॥
সে কথা শুনিয়া তবে নন্দগোপ রায়।
অচেতন শূন্যদেহে পড়িল ধরায় ॥
ক্ষণেক চেতন পেয়ে করয়ে ক্রন্দন।
বলে কেন শিরে বজ্র না হ'লো পতন ॥
কেন না দারুণ কালে আমারে গ্রাসিল।
কেন এ রাক্ষসধামে গোপাল আইল ॥
কেন না আকাশ ভাঙ্গি মস্তকে পড়িল।
কেন না এ হুতাশনে মোরে পোড়াইল ॥
কেন না বিষম ফণি করিল দংশন।
তাহলে বিষম জ্বালা না হ'তো এমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বালা সহিব কেমনে।
এখনি ছাড়িব প্রাণ যমুনা-জীবনে ॥
এত কহি নন্দবক্ষে করাঘাত হানে।
কাঁদে আর ঘন ঘন চায় কৃষ্ণ পানে ॥
বেগে ধেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিল তখন।
ওরে বাপ চল ব্রজে আমার জীবন ॥
কৃষ্ণ বলে কেন পিতা শোকেতে কাতর।
কেন বা কান্দিছ বৃথা ওহে গোপেশ্বর ॥
কহি শুন ওগো পিতা বেদের বচন।
কেবা পিতা কেবা মাতা পুত্র কোনজন ॥
কেবল জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীলা।
এইরূপে জীবগণে ল'য়ে করে খেলা ॥
কেহ কার নহে পিতা জানিবে নিশ্চয়।
কেবল ঈশ্বর মায়া কহি যে তোমায় ॥
যেমন নিশাতে এক বৃক্ষের উপর।
নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্তর ॥
প্রভাতে সকলে তারা দশদিকে ধায়।
সেইমত পরিবার জানিবে সবায় ॥
কর্ম্মফল মত সব জীব দেহ পায়।
ভুঞ্জিয়া আপন ফল সবে চলি যায় ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে তার সেই ফল।
কর্ম্ম অনুসারে জন্ম লভয়ে সকল ॥
অতএব কেন আর আকুল অন্তরে।
বৃথা কাঁদিতেছ পিতা আমাদের তরে ॥
কেবল আমার মায়া নিশ্চয় জানিবে।
জানিলে আনন্দ অতি কহি শুন তবে ॥
বিষয়ে উন্মত্ত হ'য়ে যত জীবগণ।
না পারে কাটিতে ঘোর মায়ার বন্ধন ॥
মায়াপাশে বদ্ধ জীব আছয়ে সতত।
স্বজন বিচ্ছেদে তাই হয় জ্ঞান হত ॥
বিচ্ছেদে অনেক জীব হারায় চেতন।
তবে কেন মিছে মায়া করিছ এখন ॥
জ্ঞানীহন জন হয় মায়াতে মোহিত।
বিজ্ঞজনে কভু নাহি হয় বিমোহিত ॥
যেইজন হয় জ্ঞানী শুন গোপেশ্বর।
মম প্রতি তার ভক্তি রহে নিরন্তর ॥
পুত্র পরিবার তার নাহি মায়ালেশ।
স্বজন বিরহে তার নাহি হয় ক্লেশ ॥
সে কেবল মম পদ করয়ে চিন্তন।
অতএব শুন কহি তোমারে এখন ॥
এখন যে মায়াবশে আছ বশীভূত।
আমি তব পুত্র নহি কহিনু নিশ্চিত ॥
আমি জগতের পতি জগৎ কারণ।
আমা হ'তে হইয়াছে এ বিশ্ব সৃজন ॥

আমার আজ্ঞাতে বায়ু বহে অবিরত।
দিবাকর দেয় কর মম আজ্ঞামত ॥
নিশাকর রয় সদা আমার অধীনে।
মেঘেতে বরিষে বারি আমার কারণে ॥
অনলে দাহিকা শক্তি সেও আমা হ'তে।
কালেতে সংহার জীব মম আজ্ঞামতে ॥
আমি সকলের মূল জানিবে নিশ্চয়।
সাগরাদি ধরাধর আমি সর্ব্বময় ॥
আমা ছাড়া নহে কিছু শুন গোপপতি।
সপ্ত স্বর্গ রসাতল আমাতেই স্থিতি ॥
গোলোকে আমার বাস জানিবে নিশ্চয়।
শ্রীরাধিকা প্রাণেশ্বরী আমার যে হয় ॥
সেই সতী গুণবতী নিজ কর্ম্মফলে।
শ্রীদামের অভিশাপে এল ধরাতলে ॥
বৃষভানু কন্যা এই রাধিকা সুন্দরী।
পুণ্য বৃন্দাবনে দেবী হয় অবতারি ॥
শতবর্ষ তাঁর সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে।
সে কারণে বৃন্দাবন না যাব জানিবে ॥
অতএব ব্রজে আমি না যাব এখন।
যতদিন পৃথ্বীভার না করি হরণ ॥
পৃথিবীর মহাভার হরণ করিব।
পুনর্ব্বার পুণ্য বৃন্দাবনে আমি যাব ॥
সেইকালে সকলেরে দিব দরশন।
মাতা যশোমতী আর যত গোপিগণ ॥
সকলে লইব আমি সঙ্গেতে করিয়ে ॥
থাকিব পরমসুখে গোলোকেতে গিয়ে ॥
সুখেতে গোলোকে দেখা দিব সবাকারে।
এখন গমন কর আপনার ঘরে ॥
যশোদায় কহিবে এ সকল বচন।
যেন বৃথা শোকে আর না করে রোদন ॥
প্রবোধ করিবে তারে ওহে মহামতি।
ব্রজবাসিগণে ল'য়ে কর ব্রজে গতি ॥
সকল জীবেতে মোর জানিবে আশ্রয়।
মম আত্মা সর্ব্ব জীবে লিপ্ত সদা রয় ॥
আমার অংশেতে হয় প্রকৃতি উৎপত্তি।
আমারে জানিবে তুমি সবাকার গতি ॥
আমারে জানিবে তুমি পুরুষ প্রধান।
সেইমত রাধাসতী প্রকৃতি প্রধান ॥
পরম ঈশ্বরী সেই রাধা বিনোদিনী।
তোমারে কহিনু আমি সব তত্ত্ববাণী ॥
আর শুন কহি আমি তোমারে এখন।
এই ধরা পুনঃ জলে হইবে মগন ॥
মহা প্রলয়েতে ধরা বিলুপ্ত হইবে।
আসিয়ে সকল জীব আমাতে মিশিবে ॥
মিথ্যা এ সংসার মাত্র সকলি অসার।
ক্ষণেকের তরে ইহা নহে কিছু সার ॥
কেবল আমারে সত্য জানিবে নির্ম্মল।
মম মন্ত্র জপে সদা হইবে মঙ্গল ॥
যে জন আমারে ভজে আনন্দিত মনে।
পায় সে পরম পদ গোলোক গমনে ॥
সেই জন চিরজীবি জানিবে নিশ্চয়।
কোনকালে সেই জনে মৃত্যু নাহি হয় ॥
মম ভক্তজনে আমি রাখি সর্ব্বক্ষণ।
তার রক্ষা হেতু সঙ্গে থাকে সুদর্শন ॥
জন্ম মৃত্যু শোক জরা তার নাহি ঘটে।
সর্ব্বসুখী সেই হয় না পড়ে সঙ্কটে ॥
ওহে মহামতি আমি কহিলাম সার।
মম ভক্ত থাকে সদা নিকটে আমার ॥
গোলোকে পুলকে রহে মম অনুগত।
মম পদ সেবে তথা সেজন নিশ্চিত ॥
তুমি মম ভক্ত হও সবার প্রধান।
মম ভক্ত নাহি আর তোমার সমান ॥
সবাকার শ্রেষ্ঠ তুমি এই ধরাতলে।
তোমারে রক্ষিব আমি অতি কুতূহলে ॥
আমি তব পুত্র নহি শুন গোপপতি।
তোমাদের প্রভু আমি দেব জগৎপতি ॥
তুমি পিতা নহ মম শুন সারোদ্ধার।
মাতা নহে যশোমতী জানিবে আমার ॥

মায়া হেতু মম প্রতি ওহে গোপেশ্বর।
বাৎসল্য স্নেহেতে বদ্ধ কেন মিছে আর ॥
পুত্র ভাব ছাড়ি মোরে করহ সেবন।
সবার ঈশ্বর আমি দেব নারায়ণ ॥
মায়াকূপে পড়ে তুমি রয়েছ নিয়ত।
পুত্র ভাব ভাবি কেন হও ধর্ম্ম হত ॥
কহিনু তোমারে পিতা মুক্তির উপায়।
মায়া পাশ ছিন্ন কর ভাবহ আমায় ॥
কর্ম্মফলে যাবে তুমি বৈকুণ্ঠ-নগরে।
পাইবে অভয় পদ কহিনু তোমারে ॥
গোপ-গোপিগণে তুমি কহিবে সকল।
পাইবে পরম পদ হইবে মঙ্গল ॥
প্রবোধ করিবে সবে বাক্যেতে আমার।
সবে দিব মুক্তিপদ কহিলাম সার ॥
যশোমতী প্রতি তবে কবে সমুদয়।
শোকেতে আকুল যেন কভু নাহি হয় ॥
আমার কারণ যেন না করে ক্রন্দন।
বৃথা শোকানলে যেন না হয় দহন ॥
সবাকারে তুমি জ্ঞান প্রদান করিবে।
সকলেই মম পদ ভক্তিতে সেবিবে ॥
অতএব ব্রজপুরে করহ গমন।
পাইবে পরম পদ শুনহ বচন ॥
নন্দগোপ কহে তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
দেহ মোরে জ্ঞানদান ওহে মহামতি ॥
কহ উপদেশ কথা ওহে সারোদ্ধার।
কিরূপে আমার তবে হইবে উদ্ধার ॥
অজ্ঞান অকৃতি আমি তুমি হে গোঁসাই।
জগৎ জনক তুমি তাহা জানি নাই ॥
কিরূপে ভজিব আমি কহ উপদেশ।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ওহে হৃষীকেশ ॥
কিরূপে পাইব মুক্তি মুক্তির কারণ।
সার কথা কহ মোরে দেব নারায়ণ ॥
নন্দের বচনে তবে রাধিকার পতি।
কহে কিছু জ্ঞানযোগ হ'য়ে হর্ষমতি ॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাষে জ্ঞানীজনে শুনে নিরন্তর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে নন্দ-বিদায় সমাপ্ত।

অথ নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানযোগ কথন।

শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন।
অপরে শুনহ অতি অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীহরি কহেন শুন গোপের ঈশ্বর।
জ্ঞান উপদেশ কহি শুন অতঃপর ॥
এই যে দেখিছ তুমি অনন্ত সংসার।
অনিত্য জানিবে সব নাহি কিছু সার ॥
মায়াময় এ জগত জলবিম্ব প্রায়।
ক্ষণস্থায়ী হয় ইহা ক্ষণে লোপ পায় ॥
সেইমত এ জগত মনেতে জানিবে।
মোহময় ইহা হয় শুন কহি তবে ॥
মায়াতে মোহিত জীব রহে অনুক্ষণ।
মায়ানাশে সত্যজ্ঞান লভে সর্ব্বজন ॥
এই যে দেখিছ দেহ কিছুই এ নয়।
নিশ্চয় জানিও ইহা পঞ্চভূতময় ॥ (১)
পদ্মপত্রে জল যথা টলমল করে।
জীবনেতে মাত্র জীব সেইরূপ ধরে ॥
যখন সে প্রাণবায়ু করে পলায়ন।
পাঁচে পাঁচে মিশাইবে জানিবে তখন ॥
সকলেই মায়াবশে হয় হীনমতি।
তাহাতে জীবের হয় অশেষ দুর্গতি ॥
দেহের কারণ হয় আত্মা সর্ব্বময়।
অপর সকল যাহা আমাতে আশ্রয় ॥
আমি যবে দেহ ছাড়ি করি পলায়ন।
অপর তাহারা সবে করয়ে গমন ॥
আমি যদি দেহ ছাড়ি যাই স্থানান্তরে।
তখনই জীবগণ শূন্য দেহ ধরে ॥

১। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই কয়েকটি পঞ্চভূত শব্দে অভিহিত।

মৃত বলি সকলেতে করে হেয় জ্ঞান।
কহিনু তোমারে আমি প্রকৃত বিধান॥
ওহে নন্দ শুন তুমি আমার বচন।
যখন না রহে দেহে জীবের জীবন॥
এই পঞ্চভূত দেহ অচল যে হয়।
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লীন হ'য়ে রয়॥
বিনাশ কারণ আমি জানিবে নিশ্চয়।
বিপরীত ভাব জীব মোহবশে হয়॥
মোহের কারণ জীব শোকে হয় রত।
নির্ব্বোধ জনের তাহে জ্ঞান হয় হত॥
জ্ঞানীজন শোক হীন ওগো মহামতি।
শোক নাহি করে সেই হয় সাধুমতি॥
সব কথা কহিলাম তোমারে এখন।
অপরে শুনহ পিতা জ্ঞানের কথন॥
ষড়রিপু (১) হ'তে হয় অধর্ম্ম সঞ্চয়।
নির্ব্বোধ জনেতে করে তাদের আশ্রয়॥
রিপুবশে অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মেতে রত।
অধর্ম্ম অর্জ্জয়ে তারা জানিবে নিয়ত॥
ক্ষমা শান্তি দয়া যত অধর্ম্মে আশ্রয়।
ইহারা সকল জীবে ধর্ম্মপথে লয়॥
নির্ব্বাণ লভিবে জীবে ইহাদের বলে।
এ দেহ আশ্রয়ে জীব থাকয়ে কুশলে॥
আমি সর্ব্বময় তুমি জানিও মনেতে।
ব্রহ্মা শিব আদি জন্ম জানিবে আমাতে॥
সকলে আমার অংশ আমি সর্ব্বময়।
আমাতে সৃষ্টির স্থিতি আমাতেই লয়॥
জরা মৃত্যু মুক্ত আমি কহি যে তোমারে।
অতএব ভাব পিতা একান্তে আমারে॥
মম ভক্ত যেবা হয় শুন পিতা নন্দ।
না হয় কুশল তার করে কার্য্য মন্দ॥
যারা সদা ভক্তিযুক্ত রহে মোর প্রতি।
রিপুবশ নহে তারা শুন মহামতি॥

১। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষড়রিপু।

হীন কার্য্যে তাহাদের নাহি থাকে মন।
হীন কর্ম্মে যথা তথা না করে মনন॥
মম ভক্ত সদা করে আমার সাধন।
লভয়ে পরম জ্ঞান তারা সর্ব্বজন॥
অতএব শুন পিতা বচন সত্বর।
পুণ্যধাম ব্রজধামে যাও শীঘ্রতর॥
শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অবিরত।
তাহাতে হইবে সিদ্ধ কহিনু নিশ্চিত॥
এই মন্ত্র একান্তে জপিবে অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইবে মুক্তি বেদের বচন॥
যোগী আদি মুনিগণ এই মন্ত্র জপি।
সিদ্ধ হয় সকলেতে কহি পুনরপি॥
ব্রজেতে গমন কর ব্রজের ঈশ্বর।
পবিত্র হইবে ব্রজ ওহে গোপবর॥
শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অবিরত।
তাহাতে হইবে সিদ্ধ জানিবে নিশ্চিত॥
কেন বা শোকেতে মগ্ন করিছ রোদন।
শীঘ্রগতি ব্রজধামে করহ গমন॥
মাতা যশোদারে তুমি কবে সমুদয়।
প্রবোধ করিবে তারে ওহে গোপরায়॥
শোকেতে না মগ্ন হয় না করে ক্রন্দন।
বিশেষ কহিবে তারে আমার বচন॥
শুনিয়ে কৃষ্ণের কথা নন্দ মহামতি।
অন্তরে হইল তার জ্ঞানের উৎপত্তি॥
কিন্তু স্নেহ হেতু তার হৃদয় বিদরে।
কৃষ্ণ ছাড়ি কিরূপে যাইবে ব্রজপুরে॥
কৃষ্ণ মুখ চাহি নন্দ করয়ে রোদন।
মায়া-সূত্রে আছে তবু হইয়ে বন্ধন॥
তবে দেব দামোদর কহিল নন্দেরে।
যাহ পিতা শীঘ্রগতি সেই ব্রজপুরে॥
এই কথা শুনি নন্দ সচঞ্চল মন।
গোপগণ সহ সবে করিল গমন॥
ব্রজধামে যান সবে আকুল অন্তর।
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর॥

দাস ভাবে অবিরত কৃষ্ণপদে মতি।
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে গোলোকেতে গতি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক নন্দের প্রতি জ্ঞানযোগ কথন সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
নন্দঘোষে উপদেশ কহিয়ে তখন ॥
নানামতে প্রবোধিয়া সান্ত্বনা করিল।
নন্দ নিরানন্দ মনে বৃন্দাবনে গেল ॥
তবে বসুদেব হৈল আনন্দে মগন।
দুই ভায়ে সংস্কার করিল তখন ॥
মধুপুরে মহোৎসব হয় সেই কালে।
উপনয়নাদি কার্য্য করে কুতূহলে ॥
অগণন দ্বিজগণ আইলেন কত।
দান করে বসুদেব সবে মনোমত ॥
অগণন ধেনুগণ দ্বিজগণে পায়।
স্বর্ণ রৌপ্য দেয় কত সংখ্যা নাহি তায় ॥
দ্বিজের রমণীগণে করে কত দান।
সবাকার সমভাবে রাখেন সম্মান ॥
বিধিমতে করে সবে কার্য্য সমাধান।
অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই মনে বিচারিল।
পাঠার্থী হইয়া দোঁহে গুরুগৃহে গেল ॥
গর্গাচার্য্য মহামুনি বিদ্যার সাগর।
পড়িবার তরে দোঁহে গেলা তাঁর ঘর ॥
রহিলেন গুরুগৃহে সানন্দ অন্তরে।
গর্গাচার্য্য কহে কৃষ্ণ শুন অতঃপরে ॥
অবনীনগরে ধাম সান্দীপন নাম।
পড়িবারে যাহ তথা ওহে গুণধাম ॥
গর্গের বচনে তবে ভাই দুইজন।
আনন্দ অন্তরে তথা করিল গমন ॥
যাইয়ে দ্বিজের পদে প্রণতি করিল।
বিবরণ কথা সব তাঁরে নিবেদিল ॥
শ্রবণে সানন্দ চিত্ত হয় মুনিবর।
শিখাইল বহুবিদ্যা সংখ্যা নাহি তার ॥ (১)
মনের হরষে তবে ভাই দুইজন।
শিখিল বিবিধ বিদ্যা আনন্দিত মন ॥
তবে গুরুপদে দোঁহে প্রণাম করিল।
মৃদুভাষে মুনি প্রতি কহিতে লাগিল ॥
ওগো গুরু মহামতি করি নিবেদন।
তোমার প্রসাদে মোরা ভাই দুইজন ॥
শিখিনু বিবিধ বিদ্যা তোমার প্রসাদে।
গৃহেতে যাইব এবে মনের আহ্লাদে ॥
বহুদিন গৃহ ছাড়া শুন মহাশয়।
পিতামাতা আছে অতি দুঃখিত হৃদয় ॥
অতএব মাগি লহ দক্ষিণা এখন।
শীঘ্রগতি গৃহে মোরা করিব গমন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি তবে মুনিবর।
গৃহিণীর পাশে ধায় আনন্দ অন্তর ॥
নিভৃতে মন্ত্রণা তবে করে দুইজনে।
কৃষ্ণের নিকটে আসি সহাস্য বদনে ॥
পরম কারণ কৃষ্ণে জানিয়া মনেতে।
কহিতে লাগিল মুনি দোঁহার সাক্ষাতে ॥
শুন বাপ রাম কৃষ্ণ আমার বচন।
তোমাদের হেরে সুখী ছিনু দুইজন ॥
এবে গৃহে যাবে বাপু মোদের ছাড়িয়া।
কিরূপে রহিব বাপু জীবন ধরিয়া ॥
সবে মাত্র ছিল পুত্র একটি রতন।
সমুদ্রে মরিল সেই আমার নন্দন ॥
সেই শোকে নিরানন্দ আমার অন্তর।
এখন কেবল মাত্র রোদনই সার ॥
অতএব শুন বাপু আমার বচন।
দক্ষিণা প্রদানে যদি থাকে তব মন ॥

১। মহামুনি বেদব্যাস এই স্থলে লিখিয়াছেন যে চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি বিদ্যা কৃষ্ণ বলরাম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মরা পুত্র যদি মোরে আনি দিতে পার।
তবে সে দক্ষিণা লব তোমার গোচর॥
তব সাধ্যে সাধ্য বাপু কহিনু এমন।
অন্যের সাধ্যেতে তাহা নহে বাছাধন॥
নতুবা দক্ষিণা মোর প্রয়োজন নাই।
আনন্দেতে গৃহে চলি যাহ দুই ভাই॥
শ্রবণে গুরুর বাক্য দেব দামোদর।
যে আজ্ঞা বলিয়ে তবে করিল স্বীকার॥
গুরুপুত্রে আনিবারে করিল গমন।
প্রভাস সাগর তারে দিল দরশন॥
রথ হ'তে নামি হরি সাগরের কূলে।
ক্ষণকাল অবস্থান করি সেই স্থলে॥
আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করে যদুরায়।
তাহা দরশনে সিন্ধু কম্পিত হৃদয়॥
ভয়েতে আকুল সিন্ধু সচিন্তিত মন।
করযোড়ে কৃষ্ণ-পাশে আইল তখন॥
মৃদুভাষে হরি-পাশে কহিতে লাগিল।
কহ প্রভু এ দাসের কি দোষ ঘটিল॥
কি কার্য্য সাধিব নাথ কর অনুমতি।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সম্প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সিন্ধু শুন বাক্য সার।
শীঘ্র আনি দেহ মোরে গুরুর কুমার॥
মম গুরুপুত্র তুমি করেছ সংহার।
তাহা দিলে তবে তোমা হইবে নিস্তার॥
নতুবা আমার হস্তে দুর্গতি সাধন।
এখন উচিত যাহা করহ পালন॥
রত্নাকর থর থর কাঁপিল অন্তরে।
কৃষ্ণের বচন শুনি অতীব কাতরে॥
কহিতে লাগিল সিন্ধু যুড়ি দুই পাণি।
মম দোষ নাহি কিছু শুন চক্রপাণি॥
মম গর্ভে মহাদৈত্য আছে একজন।
পঞ্চজন নাম তার শুন নারায়ণ॥
শঙ্খরূপে আছে এই জলের ভিতরে।
তব গুরুপুত্রে দেব সেই দুষ্ট মারে॥
অতএব মম প্রতি ত্যজ যত রোষ।
নিশ্চয় জানিবে মম নাহি কোন দোষ॥
সাগরের বাক্য তবে করিয়ে শ্রবণ।
ক্রোধেতে জলের মধ্যে করিল গমন॥
সাগরের মধ্যে হরি প্রবেশ করিল।
মহাক্রোধে সেই দৈত্যে অমনি ধরিল॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারি তার বধিল জীবন।
মহাশব্দে দৈত্যবর হইল পতন॥
সুদর্শনে ফেলে তার উদর চিরিয়া।
তথা হ'তে চলে গুরুপুত্রে না পাইয়া॥
সেই শঙ্খ (১) ল'য়ে করে করিল গমন।
জল হ'তে শীঘ্র রথে করে আরোহণ॥
বেগেতে ধাইল রথ শমন নগর।
সেই শঙ্খ বাজাইল দেব দামোদর॥
শুনি সে শঙ্খের ধ্বনি তখনি শমন।
সত্বরে আইল যথা দেব নারায়ণ॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া সে শমন আইল।
ভূমিতে পড়িয়া হরিপদে প্রণমিল॥
আদরে বসায় তবে রতন আসনে।
করিল বিবিধ পূজা অতি সযতনে॥
বহু স্তব করে তবে দেবতা শমন।
সকল ভূতের তুমি আশ্রয় কারণ॥
ওহে দেব সর্ব্বসার সবার আশ্রয়।
সর্ব্বাধার গুণাকর ওহে মহাকায়॥
অবনীর ভার দেব করিতে হরণ।
মায়াতে মানব রূপ করিলে ধারণ॥
দুষ্টের দমনকারী পাল শিষ্টজনে।
অধীনের দোষ যত ক্ষমহ এক্ষণে॥
সার্থক জনম মম সফল জীবন।
মম বাসে আগমন কহ কি কারণ॥
পবিত্র হইল পুরী তব দরশনে।
কি কার্য্য করিব দেব বলহ এক্ষণে॥

১। এই মহাশঙ্খই শঙ্খ নামে বিখ্যাত।

এ দাসেরে কৃপাময় কহ কৃপা করি।
তব আজ্ঞা পালিব এখনি বংশীধারী ॥
শমনের বাক্যে তবে দেবকী-নন্দন।
মৃদুভাষে কহে শুন আমার বচন ॥
গুরুপুত্রে শীঘ্র করি আনি দেহ মোরে।
বিলম্ব না সহে আমি কহিনু তোমারে ॥
এই কার্য্য হেতু মোর হেথা আগমন।
শীঘ্রগতি আনি দেহ গুরুর নন্দন ॥
অমনি শমন তবে সত্বরে চলিলা।
গুরুপুত্রে আনি তবে উপস্থিত কৈলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে আসি পড়িল তখন।
শমনে কহেন হরি আনন্দিত মন ॥
শমনে প্রবোধ হরি অনেক করিল।
গুরুপুত্র ল'য়ে হরি রথে আরোহিল ॥
আনন্দে চলিল হরি অবন্তীনগর।
উপনীত গুরুবাসে হইল সত্বর ॥
পুত্র দিয়া গুরুপদে প্রণাম করিল।
পুত্রেরে পাইয়া মুনি বিস্ময় মানিল ॥
পুত্র পেয়ে মুনিবর আনন্দ অন্তর।
কৃষ্ণ বলরাম প্রতি করিল উত্তর ॥
শুন বাপ মম জন্ম সফল হইল।
পবিত্র হইল পুরী হইল মঙ্গল ॥
আর এক কথা বলি শুন বাপধন।
তোমাদের শিক্ষা গুরু হইনু এখন ॥
এ হ'তে কি হবে আর মম ভাগ্যোদয়।
অধ্যাপনা সিদ্ধ আজ আমার নিশ্চয় ॥
কি আর বলিব বাপ সাক্ষাতে তোমার।
এ হেন দক্ষিণা পায় হেন সাধ্য কার ॥
যে লাভ হইল মোর পড়ায়ে তোমায়।
সেই কথা এক মুখে ব্যক্ত নাহি হয় ॥
রহিলা অদ্ভুত কীর্ত্তি জগত ভিতরে।
এখন গৃহেতে যাও আপনি সত্বরে ॥
সিদ্ধ মনোরথ মম হ'ল এতদিনে।
আমি গুরু পবিত্র হে তোমা দরশনে ॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ভাই দুইজন।
ত্বরাগতি রথোপরি করে আরোহণ ॥
মথুরার পথে তবে গমন করিল।
পবন গতিতে রথ অমনি চলিল ॥
উপনীত হ'ল রথ মথুরা-নগরে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রবণে সে ধ্বনি তবে যত প্রজাগণ।
রামকৃষ্ণ দরশনে করিল গমন ॥
পিতা মাতা দরশনে হ'য়ে আনন্দিত।
প্রণমে চরণে তবে হ'য়ে পুলকিত ॥
পুত্র দরশনে পিতামাতা সুখী অতি।
দাস ভাষে হরিনাম মধুর ভারতী ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত।

অথ উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন।

শুকদেব কহে শুন তবে নরপতি।
পরে শুন হরি কথা মধুর ভারতী ॥
হরি বিনে নাহি গতি এ জগতে আর।
সদা ভজ হরি পদ পাইবে নিস্তার ॥
একান্ত মনেতে ভজ শ্রীহরি চরণ।
অনায়াসে ঘুচিবেক ভবের বন্ধন ॥
কঠোর জঠর-বাস কদাচ না হবে।
রবিসুত দূত ভয়ে দূরেতে পলাবে ॥
শুন মহারাজ কহি সে হরি কাহিনী।
বৃন্দারণ্যে কান্দে গোপ যতেক গোপিনী।
নন্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের কারণ।
শব সম সকলেতে ভূতলে পতন ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ মাত্র শব্দ শুনা যায়।
এইরূপে গোপ গোপী আকুল হৃদয় ॥
মথুরায় থাকি হরি সকলি জানিল।
প্রবোধিতে গোপগণে মনেতে ভাবিল ॥

সে কারণে উদ্ধবেরে ডাকি নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা হরি সুমিষ্ট বচন॥
তুমি মন্ত্রী মহামতি মম প্রিয় অতি।
বুদ্ধির সাগর তুমি সুশীল প্রকৃতি॥
মম সখা হও ওহে তুমি গুণাকর।
এক নিবেদন এবে রাখহ আমার॥
তোমা হ'তে প্রিয়সখা আছে কোনজন।
তোমা ভিন্ন হেন কার্য্য না হবে সাধন॥
এত কহি উদ্ধবের হস্তেতে ধরিল।
শোকার্ত্ত হইয়ে হরি কহিতে লাগিল॥
কেবা আছে আর মম এ কার্য্য সাধিতে।
তব মনোযোগে সিদ্ধ হবে ত্বরান্বিতে॥
অতএব যাহ তুমি সেই বৃন্দাবন।
কহিবে কুশল বাণী শুনহ বচন॥
ব্রজবাসী আছে যত গোপ-গোপিগণ।
নন্দ যশোমতী আদি আছে যতজন॥
প্রিয়ভাষে সবাকারে সন্তোষ করিবে।
আমার বারতা তুমি সকলে কহিবে॥
ব্রজ আহিরিণী যত শোকার্ত্ত হৃদয়ে।
আমার কারণ আছে মৃত্যু প্রায় হ'য়ে॥
ব্যাকুল অন্তরে সবে করিছে ক্রন্দন।
কুল ধর্ম্ম ত্যজে তারা আমার কারণ॥
গৃহ ধন পরিজন সকলি ছাড়িল।
একচিত্তে হ'য়ে সবে আমারে ভজিল॥
গৃহ পরিজন তারা সব পরিহরি।
লোকের গঞ্জনা মনে তাহা তুচ্ছ করি॥
একান্ত হইয়ে করে আমায় ভজন।
ত্যজিবারে পারে প্রাণ আমার কারণ॥
আমার বিরহানলে অবিরত জ্বলে।
অধৈর্য্য অন্তরে সদা আছয়ে সকলে॥
ছাড়িয়া সে গোপিগণে আসি এ নগরে।
অতএব সেই দুঃখ কিরূপে পাসরে॥
একেবারে শোকানলে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
আমার কারণ মাত্র আছয়ে জীবন॥
মম নাম স্মরি মাত্র জীবিত সকল।
আমার কারণ সবে শোকেতে বিহ্বল॥
সর্ব্বদাই নেত্র-জল হ'তেছে পতন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করিছে ক্রন্দন॥
অতএব যাও শীঘ্র সেই ব্রজপুরে।
আমার কুশল বার্ত্তা জানাও সবারে॥
সকলে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ করিবে।
ত্যজ শোক হেথা কৃষ্ণ সত্বরে আসিবে॥
এইরূপ বাক্যে সবে করিবে সান্ত্বনা।
তাহে কিছু স্থির হবে যত ব্রজাঙ্গনা॥
ওহে প্রাণসখা তুমি করহ গমন।
অন্যে না পারিবে ইহা করিতে সাধন॥
তোমা ভিন্ন এই কর্ম্ম কে পারে করিতে।
শীঘ্রগতি কর গতি সে ব্রজ পুরেতে॥
কৃষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব চলিল।
দেব রথোপরি তথা সুখে আরোহিল॥
চলিলেন বৃন্দাবনে আনন্দিত মনে।
নন্দ ব্রজে উপনীত হইল তখনে॥
হেরিল গোকুল শোভা অতি মনোহর।
হাম্বারবে ধেনুগণ ধাইছে সত্বর॥
অগণন বৃষগণ খেলে কুতূহলে।
উভ লেজে বৎসগণ ফিরিছে সকলে॥
ধেনু যত ক্ষুধাতুর চারিদিকে ধায়।
লম্ফ দিয়া তৃণ আশে বেগে চলে যায়॥
এইরূপে ধেনু যত খেলে অবিরত।
পরম যতনে পালে গোপগণ যত॥
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত ব্রজবাসীগণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব মাত্র হয় যে শ্রবণ॥
বনশোভা মনলোভা দরশন করে।
নানাজাতি পুষ্প সব ফুটে থরে থরে॥
বসিয়া শাখীর ডালে কত পাখীগণ।
অবিরত করে তারা কৃষ্ণগুণ গান॥
অলিকুল আকুল সে পুষ্প-মধুপানে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত তারা হরিগুণ গানে॥

সরোবরজল শোভে শ্বেত পদ্মদলে ।
হংস কারণ্ডব আসি তার মাঝে খেলে ॥
এইরূপ কত শোভা উদ্ধব হেরিল ।
বৃন্দাবন শোভা হেরি মোহিত হইল ॥
তদন্তরে নন্দালয়ে করিল গমন ।
দূরে উদ্ধবেরে নন্দ করে নিরীক্ষণ ॥
দ্বিতীয় কৃষ্ণের রূপ কৃষ্ণের আকার ।
দরশনে নন্দ তবে মানে চমৎকার ॥
কৃষ্ণ অনুচর বলি মনেতে ভাবিল ।
উদ্ধবে দেখিয়া নন্দ মহাপ্রীত হৈল ॥
কতক্ষণে নন্দ তবে করিয়া বিনয় ।
উদ্ধবের প্রতি তবে মিষ্টভাষে কয় ॥
কৃষ্ণ পিতা নন্দ আমি শুনহ বচন ।
আইস এ বাসে দয়া করি বিতরণ ॥
কৃষ্ণ-সখা তুমি তাহা জানিনু বিশেষ ।
বিনে কৃষ্ণ আমাদের যন্ত্রণা অশেষ ॥
এত কহি পাদ্য অর্ঘ্য দিল সেইক্ষণ ।
আসনে বসায়ে করে চামর ব্যজন ॥
পথশ্রান্ত দূর করি ভোজন করিল ।
সুকোমল শয্যাপরে সুখে নিদ্রা গেল ॥
হেনরূপে উদ্ধব সে শ্রান্তি করি দূর ।
নন্দের সেবনে সুখ পাইল প্রচুর ॥
পরে নন্দ উদ্ধবেরে কহিল তখন ।
মথুরা কুশল বার্ত্তা কহ মহাজন ॥
বসুদেব কি প্রকারে আছেন কুশলে ।
দেবকী আছেন তথা কিবা কুতূহলে ॥
কৃষ্ণ বলরাম মম আছে কি প্রকারে ।
সেই কথা মোরে সত্য কহ একেবারে ॥
উগ্রসেন কেমন কুশলে আছে বল ।
আপনার পাপে কংস আপনি মজিল ॥
আপনার দোষে দুষ্ট আপনি নিধন ।
যদুকুল অরি সেই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
কহ হে উদ্ধব মোরে বিশেষ করিয়া ।
কেমনে আছয়ে কৃষ্ণ মোরে না দেখিয়া ॥
আর কি আমারে মনে করে বাছাধন ।
আমারে কি করে কৃষ্ণ কখন স্মরণ ॥
মাতা যশোমতী বলি মনে আছে তার ।
বলহ উদ্ধব মোরে সত্য একবার ॥
মনে কি আছয়ে তার গোপ গোপিগণ ।
বৃন্দাবন বন আর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
গাভী বৎস আদি করি ব্রজশিশু যত ।
অনুক্ষণ তারা ছিল কৃষ্ণ অনুগত ॥
এ সবারে স্মরণ কি করে একবার ।
আর কি আসিবে ব্রজে সে হরি আমার ॥
সত্য করি কহ মোরে ওরে গুণমণি ।
আর কি আসিবে হেথা সেই নীলমণি ॥
সত্য করি এই কথা আমারে কহিবে ।
কতদিন পরে হরি ব্রজেতে আসিবে ॥
ব্রজবাসিগণে কবে করিবে স্মরণ ।
ব্রজে আসি একবার দিবে দরশন ॥
কহিবে উদ্ধব মোরে তুমি সত্যভাষী ।
আর কি হেরিব সেই চারুমুখশশী ॥
আর কি হেরিব সেই সুন্দর বদন ।
দেখিতে কি পাব আর সে বাঁকা নয়ন ॥
সুচারু গমনে কবে গোঠেতে চলিবে ।
এ পড়া কপালে বল দরশন দিবে ॥
দাবাগ্নিতে গোপগণে প্রাণে বাঁচাইল ।
ইন্দ্র-ভয় হতে সবাকারে রক্ষা কৈল ॥
গোপগণে সযতনে করিল রক্ষণ ।
কতবার মৃত্যু হ'তে রাখিল জীবন ॥
আর কি হেরিব আমি সেই কৃষ্ণধনে ।
হেরিব সে মুখশশী বঙ্কিম নয়নে ॥
আর কি সে হাস্যানন দরশন হবে ।
সে মুখের বাণী মোরে আর কে শুনাবে ॥
না পারি ভুলিতে সেই কৃষ্ণের বদন ।
যতেক তাহার ক্রীড়া হয় যে স্মরণ ॥
মনে করি ভুলে যাই না পারি ভুলিতে ।
কৃষ্ণ ক্রীড়া যথা তথা পাই যে দেখিতে ॥

সরোবর গিরি আদি যেই স্থানে যাই।
কেবল তাহার চিহ্ন দেখিবারে পাই॥
অনুক্ষণ সেইরূপ জাগিছে অন্তরে।
কিরূপে ভুলিব বল সেই গিরিধরে॥
আর কি কহিব বল উদ্ধব তোমায়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সব কৃষ্ণময়॥
অন্তরে জাগিছে সেই নব জলধরে।
দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয় যে অন্তরে॥
এবে মনে বুঝি তারা ভাই দুইজন।
অবতীর্ণ ধরা ভার করিতে হরণ॥
অবনীতে অবতার দেব কার্য্য তরে।
উদ্ধারিতে ভব জীবে এ ভবে বিহরে॥
গর্গমুনি মুখে যাহা করেছি শ্রবণ।
তাহাই ঘটিল এবে শুন বিবরণ॥
নাশিল বিষম করী নাম কুবলয়।
মহা মহা মল্লগণে করিলেক ক্ষয়॥
দুষ্ট কংসাসুরে সেই করিল নিধন।
অনায়াসে সিংহ যথা মারে অজগণ॥
হেনমতে সবাকারে সংহার করিল।
তালবনে ধেনুকা দৈত্যেরে সংহারিল॥
ভাঙ্গিল বিষম ধনু ইক্ষুদণ্ড মত।
এইরূপ দেব সম কার্য্য করে কত॥
কত যে অসুরে কৃষ্ণ নিধন করিল।
তৃণাবর্ত্ত প্রলম্বাদি অসুরে নাশিল॥
বামহস্তে গোবর্দ্ধন করিল ধারণ।
এ সকল কার্য্য আমি করি দরশন॥
এত কহি নন্দরায় কাঁদিতে লাগিল।
নেত্রজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইল॥
অচেতন কৃষ্ণ বলি নন্দ মহামতি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে সচঞ্চল মতি॥
নেত্রজলে সমাচ্ছন্ন দেখে অন্ধকার।
তাহা দেখি যশোমতী অধীরা আবার॥
ক্ষীরভারে স্তন তার ফাটিতে লাগিল।
অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়ে যে গেল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়ে সতী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ একবার দেখা দেরে মোরে॥
বিনে কৃষ্ণ এই প্রাণ কিরূপে ধরিব।
আর কিবা চন্দ্রমুখ দেখিবারে পাব॥
এত বলি উচ্চরবে কাঁদে ব্রজপতি।
ভূতলে পড়িয়ে কাঁদে রাণী যশোমতী॥
ইহা দেখি উদ্ধব ধরিল দুইজনে।
কৃষ্ণ অনুগত দেখি ভাবে মনে মনে॥
চমৎকার ভাবি মনে মানিল বিস্ময়।
নন্দ প্রতি উদ্ধব সে মহানন্দে কয়॥
শুন কহি নন্দগোপ তোমারে এখন।
কহি যে তোমারে আমি গূঢ় বিবরণ॥
কৃষ্ণ হেতু কেন হেন বৃথা শোক কর।
তব পুত্র নহে কভু ওহে গোপেশ্বর॥
পরম ঈশ্বর সেই পরম কারণ।
পরমাত্মা পরাৎপর দেব নারায়ণ॥
সবাকার পুত্র সেই সবাকার পিতা।
বিশ্বময় মহাকায় সবাকার ধাতা॥
সবাকার রক্ষক সেই দেব দামোদর।
সৃজন পালন কর্ত্তা জগৎ ঈশ্বর॥
ভক্তের প্রধান হও তোমরা দুজন।
নারায়ণ প্রতি আছে ঐকান্তিক মন॥
সেই সকলের ধাতা জগতের সার।
তার প্রতি ভক্তি আছে তোমা দোঁহাকার॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অদ্বিতীয় জন।
সংসারের মূল সেই পরম কারণ॥
বিশ্বের সৃজনকারী বিশ্বের ঈশ্বর।
পরম পুরুষ দোঁহে সবার উপর॥
পুণ্যময় সর্ব্বাশ্রয় জগতে প্রধান।
কালরূপে লন হরি জীবের পরাণ॥
যারে কৃপা করে হরি সেই কৃপাময়।
পায় সে পরম গতি পরম আশ্রয়॥
সেই কৃষ্ণে একমনে ভাব অনিবার।
বিকার যাইবে দূরে তোমা দোঁহাকার॥

গোলোকবিহারী হরি মর্ত্ত্যে আগমন।
নররূপ ধরি তব গৃহেতে জনম॥
হেন ভাগ্যবান বল জগতে কে আর।
এ যশ রহিল তব জগত মাঝার॥
ধরাতলে এর চেয়ে আছে কিবা সুখ।
কেন হও শোকান্বিত কেন কর দুঃখ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
কোটিকল্প যুগ যোগী তাহা নাহি পায়॥
সেই হরি তোমাদের শোকের কারণ।
পাঠান আমারে হেথা শুন বিবরণ॥
যে কথা কহিল মোরে শুন যদুপতি।
তব শোকে সদা কান্দে অশ্রুজলে তিতি॥
একচিত্তে মহামতি করহ শ্রবণ।
যে কথা কহিল মোরে দেব নারায়ণ॥
কিছুদিন পরে হরি আসিবে এখানে।
মিথ্যা নহে সত্য বলি জেনো সব মনে॥
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে তোমা দোঁহাকারে।
তুষিবেন আসি হরি তোমার আগারে॥
তোমারে বিদায় কালে যে কথা কহিল।
অবশ্য করিবে তিনি তোমার মঙ্গল॥
অবশ্য আসিবে হেথা শুন মহাশয়।
বৃথা শোক না করিও কহিনু নিশ্চয়॥
ত্যজ শোক বৃথা খেদ নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ তোমার সদন।
তখন জানিবে মনে মম বাক্য সার।
সকল জীবের মুক্তি দেব সর্ব্বাধার॥
আত্মারূপে জীবদেহে আছেন নিয়ত।
তেজোরূপী মহাকায় সদা আনন্দিত॥
সর্ব্বজীবে সমাগত জানিবে নিশ্চয়।
ভিন্ন ভাব কভু নহে সেই দয়াময়॥
ভাল মন্দ ভেদাভেদ নাহি তার মনে।
কৃপার সাগর তিনি ব্যক্ত জগজ্জনে॥
কেবা পিতা কেবা মাতা কেবা সুত দারা।
অব্যয় অচ্যুত সেই জন্ম মৃত্যু হারা॥
লীলা হেতু অবতীর্ণ হন অবনীতে।
জগতের ভক্তগণ পালন করিতে॥
সাধুজনে সর্ব্বক্ষণে করে পরিত্রাণ।
লীলাময় সর্ব্বাশ্রয় প্রভু ভগবান॥
আপনি মোহিনী মায়া করিতে বিস্তার।
কোষ কীটরূপে বদ্ধ তাহার মাঝার॥
আপনি মোহনময় পরম আশ্রয়।
পরগুণে অনুক্ষণে তবু নিরক্ষয়॥
ত্রিগুণ ধারক (১) হরি পরম কারণ।
ত্রিগুণেতে তিনরূপ (২) ধরে অনুক্ষণ॥
তিনরূপে লীলা কার্য্য করে অবিরত।
সৃজন পালন লয় জানিবে হে যত॥
অতএব নারায়ণ সকলের সার।
মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমে অনিবার॥
আর এক বাক্য মম করহ শ্রবণ।
ঘুরিলে আপনি যথা জগৎ ঘূর্ণন॥
যেন সবে ঘুরিতেছে হেন বোধ হয়।
নদ নদী বৃক্ষ আদি ঘুরে সমুদয়॥
সেইরূপ আত্মা সদা বেড়ায় ঘুরিয়া।
ভ্রমময় মন হয় মূল না জানিয়া॥
মায়া হেতু আত্মা সদা ভ্রমেতে পতিত।
না জানে ঈশ্বরে জীব ভ্রমে অবিরত॥
জগতের মূল হরি পরম কারণ।
তাহা ছাড়া আর কিছু নহে কদাচন॥
আত্মারূপে নারায়ণ জীবের আশ্রয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি সর্ব্ব মায়াময়॥
মূল কথা কহিলাম তোমারে এখন।
বৃথা শোক কেন কর কেন বা রোদন॥
হেনকালে নিশা শেষ শশী অস্তগত।
প্রভাত হইল পরে ভানু প্রকাশিত॥
কোকিলের কুহুরবে সকলে জাগিল।
নিরানন্দ গোপগোপী শয্যা ত্যাগ কৈল॥

১। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ।
২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

পরে যত আহিরিণী গৃহ কর্ম্ম সারি।
দধি মন্থনেতে সবে যায় ধীরি ধীরি ॥
ধরিয়া মন্থন রজ্জু আকর্ষণ করে।
কৃষ্ণগুণ গান করে সুমধুর স্বরে ॥
দধি মন্থনের কার্য্য করি সমাপন।
নন্দ দ্বারে সবে করে রথ নিরীক্ষণ ॥
হেরিয়া সুন্দর রথ নন্দ নিকেতন।
পুনঃ কেন ব্রজে রথ চিন্তে মনে মন ॥
কেহ বলে বুঝি কৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
গোপিকা কুলেরে বিধি সদয় হইল ॥
কেহ বলে পুনঃ সেই অক্রূরাগমন।
কংসের আজ্ঞায় পুনঃ আসিল এখন ॥
কোন গোপী বলে শুন কেন সে আসিবে।
বৃন্দাবনে নাহি কৃষ্ণ কারে বা লইবে ॥
আর গোপী বলে সখি শুন বিবরণ।
বুঝি দুঃখ অন্ত হৈল জানিনু কারণ ॥
দুরাচার কংসে কৃষ্ণ বিনাশ করিল।
তাই পুনঃ ব্রজধামে তারে পাঠাইল ॥
আমাদিগকে লইবারে পাঠায়েছে রথ।
এতদিনে বুঝি সখি পূর্ণ মনোরথ ॥
এইরূপে গোপী সব কহে নানা কথা।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে সবে পেয়ে মনে ব্যথা ॥
কৃষ্ণ লাগি সকলেতে আকুল অন্তর।
নয়নেতে অশ্রুবারি ঝরে নিরন্তর ॥
হেনকালে মহামতি উদ্ধব তখন।
ধীরে ধীরে সেই স্থানে করেন গমন ॥
ভাগবত কথা সুধা যেই নর গায়।
দাস ভাবে অনায়াসে মোক্ষপদ পায় ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে উদ্ধবের
বৃন্দাবনে গমন সমাপ্ত।

অথ উদ্ধবের নিকট গোপিগণের বিলাপ।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
হেরে সে উদ্ধবে তবে যত গোপিগণ ॥
রাধা সতী মৌন অতি ক্রন্দন করিল।
উদ্ধবের প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥
কহ শুনি কেবা তুমি কিবা নাম ধর।
কোথা হ'তে আগমন কোথা তব ঘর ॥
কি কারণে হেথাকারে তব আগমন।
কৃষ্ণ সম অবয়ব হেরি কি কারণ ॥
তাঁর সম অবয়ব ভুবন উজ্জ্বলে।
অপরূপ রূপ তব এ মহীমণ্ডলে ॥
সত্য কহ তুমি মোরে হও কোনজন।
কৃষ্ণসখা হবে তুমি হেন লয় মন ॥
কুশলে আছেন তথা তাঁরা দুই ভাই।
বিশেষ তোমারে মোরা সে কথা সুধাই ॥
যতনে আসনে তবে উদ্ধবে বসায়।
হাস্যাননে ধীরে ধীরে তাহারে সুধায় ॥
ওহে মহামতি তুমি কহে আহিরিণী।
শ্রীকৃষ্ণের দূত হ'য়ে এসেছ আপনি ॥
ব্রজের সংবাদ বুঝি জানিতে পাঠায়।
সেই কথা সত্য কহ তুমি মো'সবায় ॥
পিতা মাতা মনে বুঝি পড়েছে এখন।
তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন ॥
আর কেবা আছে তার এই ব্রজপুরে।
নিশ্চয় জানিনু মোরা এখন অন্তরে ॥
কৃষ্ণের মমতা যত জানিনু এখন।
কমলের সহ যথা অলির মিলন ॥
পলায়ন করে তারা স্বকার্য্য সাধিয়ে।
সত্য মিথ্যা এবে তুমি দেখ না ভাবিয়ে ॥
সেইমত কৃষ্ণনিধি মোদের ত্যজিল।
অকূল শোক-সাগরে সবাই ডুবিল ॥
দুষ্ট নরপতি যথা ছাড়ে প্রজাগণ।
বিদ্যা শিখি শিশু যথা ছাড়ে গুরুজন ॥
দক্ষিণা লইয়ে দ্বিজ ছাড়ে শিষ্যগণে।
সেইমত শ্যামরায় ছাড়ে গোপিগণে ॥
পুরাতন পত্র যথা ত্যজে বৃক্ষগণ।
ভোজনান্তে চলি যায় যেমন ব্রাহ্মণ ॥

তৃণহীন ক্ষেত্র ত্যজে যথা পশুগণ।
ভুক্তরতি উপপতি যথা পলায়ন॥
হেনমতে গোপিগণে ছাড়িয়ে সবারে।
প্রাণে বধি গেল হরি কঠিন অন্তরে॥
হেনমতে গোপী সবে আকুল হইল।
একেবারে ঘোর রবে কাঁদিয়া উঠিল॥
ত্যজি লজ্জা ভয় সবে সম্বোধি উদ্ধবে।
কৃষ্ণলীলা গান গোপী করে উচ্চরবে॥
রাধা সতী ম্লান অতি কহিল তখন।
কহ মোরে সত্য বাণী উদ্ধব এখন॥
কেন বা সে গুণমণি বিলম্ব করিল।
কেন ব্রজে ব্রজরাজ এখন না এল॥
কি কারণে মথুরায় আছেন শ্রীহরি।
বিশেষ আমারে কহ অনুকম্পা করি॥
বুঝি হরি বৃন্দাবনে আর না আসিবে।
বৃন্দাবনে গোপগণে আর না দেখিবে॥
বুঝি সে রাখাল সনে না করিবে খেলা।
আর না করিবে পুনঃ ব্রজে আসি লীলা॥
কোথা হরি প্রাণধন আমার জীবন।
আর না হেরিব সেই সুচারু বদন॥
যে বদন নিরখিয়ে শীতল হৃদয়।
কোথায় সে চন্দ্রমুখ দৃশ্য নাহি হয়॥
আর কি সে বিধুমুখে বাঁশরীর গান।
শ্রবণে সুস্থির কিম্বা হবে মন প্রাণ॥
পুনঃ রাসমঞ্চে কৃষ্ণ আর কি আসিবে।
আর কি যমুনা তীরে বিহার করিবে॥
আর কি সে ব্রজধামে মাধব আসিবে।
বৃন্দাবনে সখা সনে ধীরে ধীরে যাবে॥
আর কি গোপিনী সহ হরি কুতূহলে।
ধীরে ধীরে বেড়াইবে কদম্বের তলে॥
আর কি আমার সনে সে রাসবিহারী।
রাসকেলী করিবেন সেই বংশীধারী॥
যমুনা পুলিনে বসি শ্রীমধুসূদন।
বাজাবে মোহন বাঁশী জুড়াবে শ্রবণ॥
রাধা রাধা বলি মোরে আর না ডাকিবে।
কহ কৃষ্ণসখা মোর কি দশা ঘটিবে॥
রাধিকার শুনি বাণী উদ্ধব কহিল।
শুন দেবী কহি আমি তোমারে সকল॥
মথুরানগরে ধাম হরির কিঙ্কর।
উদ্ধব আমার নাম কহিলাম সার॥
আমারে পাঠান হরি এই বৃন্দাবনে।
কহি শুন রাসেশ্বরী তোমারে এক্ষণে॥
তব পতি দামোদর আছেন কুশলে।
বলরাম আদি সুখে আছেন সকলে॥
আমারে পাঠান তব কুশল জানিতে।
সে কারণে আগমন শুন এখানেতে॥
শুনি বাণী গুণবতী কান্দিল তখন।
কি আর কুশল মম জিজ্ঞাস এখন॥
কহ কৃষ্ণসখা তুমি সাক্ষাতে আমার।
সে চরণ পুনঃ কি দেখিতে পাব আর॥
সে দুঃখের কথা আমি কি আর কহিব।
মনের বেদনা যত মনেতে রাখিব॥
অন্তরে আগুন মোর জ্বলিছে নিয়ত।
শুনহ উদ্ধব মম দুঃখ বার্ত্তা যত॥
এই যে যমুনাকূলে কদম্বের তলে।
মম সহ রাধানাথ খেলিত কুশলে॥
দেখ এ কদম্বতলে শোভা নাহি আর।
করিছে তথায় এবে শৃগাল বিহার॥
খেলিত সে প্রাণসখা যমুনার জলে।
যমুনা বাড়িত কত অতি কুতূহলে॥
আনন্দে যমুনা কত উজান বহিত।
এখন নিস্তব্ধ ভাবে আছে অবিরত॥
শুকাইল জল সব শৈবাল পূরেছে।
একেবারে প্রভাহীন সঙ্কীর্ণ হ'য়েছে॥
ঐ দেখ কুঞ্জবন কিরূপ আকার।
শুষ্কপত্র সমাবৃত অতি কদাকার॥
কুসুম কানন যত কর নিরীক্ষণ।
পুষ্পহীন নতমুখী আছে অনুক্ষণ॥

কুসুম-কলিকা যত না হয় স্ফুটিত।
হরি বিনে তারা সবে আছয়ে মুদিত॥
এই দেখ মাধবিকা মাধব বিহনে।
শুষ্কপ্রায় পড়ে আছে ছাড়ি প্রিয়জনে॥
অলিগণ নাহি আর করে মধুপান।
কোকিল পঞ্চম স্বরে নাহি করে গান॥
ময়ূর ময়ূরী আর নৃত্য নাহি করে।
পাখিগণ নাহি ডাকে গাছের উপরে॥
সরোবর বারিহীন হ'য়েছে সকল।
কি আর কহিব আমি ব্রজের কুশল॥
আর দেখ সখী যত হরির কারণ।
সকলে বিষাদে মগ্ন করিছে রোদন॥
কৃষ্ণপদ সেবি সদা আনন্দে মাতিত।
কুসুম চন্দন সদা অঙ্গেতে লেপিত॥
সে সুখ তাদের আর নাহিক এখন।
এত কহি রাধাসতী করেন ক্রন্দন॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে রাধা আকুল অন্তরে।
কৃষ্ণ শোকে করাঘাত করে নিজ শিরে॥
বলে কোথা ওহে কৃষ্ণ দেহ দরশন।
তোমা বিনা বৃন্দাবন হইয়াছে বন॥
একবার দেহ দেখা ব্রজের ঈশ্বর।
গোপিকার রাখ প্রাণ ওহে গুণাকর॥
ক্ষণে না হেরিলে তোমা হইত প্রলয়।
হা কৃষ্ণ করুণাময় এখন কোথায়॥
কোথা হরি এবে মোর রাখহ জীবন।
একবার মোরে কৃষ্ণ দেহ দরশন॥
আমি যদি দোষী হই তব শ্রীচরণে।
ক্ষম অপরাধ নাথ জানিয়ে অজ্ঞানে॥
জ্ঞানহীনা নারীজাতি দোষের আকর।
তাহে ক্রোধ নাহি কর ওহে গুণাকর॥
আর কেন গুণমণি কাঁদাও আমারে।
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ তব অধিনীরে॥
এইরূপে রাধাসতী কাঁদিয়ে আকুল।
ভাসিল নয়ন-নীরে বক্ষের দুকুল॥

কাঁদিতে কাঁদিতে সতী জ্ঞানহীন হ'লো।
সেইক্ষণে ধরাসনে অমনি পড়িল॥
যতনে উদ্ধব তাঁরে করয়ে চেতন।
বলে ওগো মহাদেবী করি নিবেদন॥
কেন শোকে মগ্ন হও দেবী রাসেশ্বরী।
স্থির চিত্ত হও তুমি বাক্যেতে আমারি॥
এখন শোকেতে তব জ্বলিছে হৃদয়।
পুনঃ মহাদেবী হবে সুখের উদয়॥
দুঃখানল নির্ব্বাপিত হবে গুণবতী।
সুখ-সুধা উথলিবে পাইবে নিষ্কৃতি॥
কিছুদিন দুঃখ তব কপালে আছিল।
সেই হেতু কষ্ট দেবি তোমার হইল॥
আর নাহি শোকে মগ্ন হও রাধাসতী।
আসিবেন পুনঃ কৃষ্ণ শুন গুণবতী॥
কিছুদিন পরে হরি আসিবে আবার।
বৃথা শোক ত্যজ তুমি বাক্যেতে আমার॥
শ্রীদামের অভিশাপ আছে যতক্ষণ।
প্রত্যক্ষ না হরি সহ হবে দরশন॥
মথুরা ত্যজিয়া হরি পুনঃ বৃন্দাবনে।
আসিয়া মিলিবে হরি জেনো তব সনে॥
শত-বর্ষ প্রত্যক্ষেতে নহে দরশন।
নিশিতে তোমার সহ হইবে মিলন॥
নিত্য নিত্য তব সনে দরশন হবে।
সেই কালশশী তুমি হৃদয়ে হেরিবে॥
বৃথা কেন মহাদেবী দুঃখে মগ্ন হও।
কেন বৃথা ধরাসনে সদা পড়ি রও॥
ঘুচিবে তোমার দুঃখ শুন গো জননী।
শোকেতে আপনি কেন হও পাগলিনী॥
শোক পরিহর মাতা ধৈর্য্য তুমি ধর।
কর্ম্মফল সকলেতে ভুঞ্জে নিরন্তর॥
এত কহি রাধিকায় প্রবোধ করিল।
পুনর্ব্বার করযোড়ে প্রণত হইল॥
ভক্তিভাবে স্তব করে উদ্ধব তখন।
আশীষ করিল দেবী আনন্দে মগন॥

দেখিল কৃষ্ণের বাঁশী রয়েছে তথায়।
তাহা হেরি উদ্ধবের আনন্দ হৃদয়॥
বলে মাতা শ্রীচরণে করি নিবেদন।
এই যে কৃষ্ণের বাঁশী তোমার সদন॥
ওগো দেবী শুনিয়াছি আমি লোক মুখে।
তোমার আজ্ঞায় বাঁশী বাজে সদা সুখে॥
অতএব মহাদেবী মোরে কৃপা কর।
বাঁশীরে করহ আজ্ঞা শুনিব সুস্বর॥
হরির বাঁশীর রব করিয়া শ্রবণ।
কৃতার্থ হইব হবে সফল জনম॥
উদ্ধব বচনে রাধা হরষিত কায়।
কৃষ্ণভক্ত জানি তবে বলিল তাহায়॥
রাধা কহে শুন কহি উদ্ধব তোমারে।
বংশীধারী বিনে বাঁশী বাজে কি প্রকারে॥
এত কহি বাঁশীরে সে ইঙ্গিত করিল।
রাধা রাধা বলি বাঁশী বাজিয়া উঠিল॥
শ্রবণে বাঁশীর রব উদ্ধব তখন।
আনন্দ সলিলে তথা হইল মগন॥
উদ্ধবেরে কহে সতী শুন কৃষ্ণ সখা।
কহিও কৃষ্ণেরে তুমি যদি হয় দেখা॥
আর শুন মহামতি আমার বচন।
সত্য কহ পুনঃ হরি দিবে দরশন॥
আসিবেন গুণাকর হেরিব তাঁহারে।
সেই কথা সত্য করে বলহ আমারে॥
সত্যই পরম ধর্ম্ম মিথ্যা মহাপাপ।
যেই জন মিথ্যা কহে পায় মনস্তাপ॥
রাধিকার কথা শুনি উদ্ধব তখন।
বলে আমি নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চন॥
অবশ্য আসিবে কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে।
অবশ্য হেরিবে দেবী সেই কৃষ্ণধনে॥
কালশশী অহর্নিশি দেখিবে নয়নে।
বিরহ যাতনা যত যাবে সেইক্ষণে॥
বিরহ অনলে দেবী না হবে দহন।
ঘুচিবে সকল দুঃখ শুন বিবরণ॥
বৃথা শোক ত্যজ মাতা বচনে আমার।
অন্যথা না হবে কভু বিধি বিধাতার॥
কর্ম্মফল রত দেবী অন্যথা না হয়।
আমার বচন মাতা জানিবে নিশ্চয়॥
উঠ দেবি বেশ ভূষা কর পূর্ব্বমত।
পর নীলাম্বর দেবি হ'য়ে আনন্দিত॥
রত্ন অলঙ্কার দেবি পর আনন্দেতে।
নিমগ্ন রয়েছ কেন দুঃখ জলধিতে॥
আনন্দিত হোক তব দাস দাসিগণ।
পূর্ব্বমত সুখে থাক এই নিবেদন॥
চামর ব্যজনে দেবী হও সুস্থকায়।
কহিলাম সার কথা এখন তোমায়॥
এত কহি উদ্ধব যে বন্দিল চরণ।
সানন্দ অন্তরে সতী কহিল তখন॥
শুন কৃষ্ণ সখা তুমি আমার বচন।
তব বাক্য শুনি মম হরষিত মন॥
সত্য যে পরম ধর্ম্ম সকলেই জানে।
পরিতোষ সবে হয় জানি আমি মনে॥
সত্য কহ কৃষ্ণ সখা আমারে এখন।
পুনঃ কি আসিবে কৃষ্ণ এই বৃন্দাবন॥
উদ্ধব কহিছে মাতা মিথ্যা কহি নাই।
আসিবেন সেই হরি কহি তব ঠাঁই॥
মিথ্যা নাহি বলি মাতা তোমার সদনে।
আসিবেন শীঘ্র হরি এই বৃন্দাবনে॥
ঘুচিবে তোমার দুঃখ আসিবেন হরি।
কেন বৃথা কর শোক দিবা বিভাবরী॥
এক্ষণে আমারে দেবী করহ বিদায়।
পুত্রবৎ স্নেহ রেখো কহি গো তোমায়॥
যাতে হরি বৃন্দাবনে আসে শীঘ্রতর।
বুঝাইব বহুমতে তাঁহারে বিস্তর॥
যেরূপেতে পারি মাতা পাঠাতে হেথায়।
তাহাই করিব আমি কহিনু তোমায়॥
শ্রবণে উদ্ধব বাক্য রাধা-বিনোদিনী।
ব'লো কৃষ্ণ-সখা মম যতেক কাহিনী॥

কহিবে নিশ্চয় বল গোচরে তাঁহার।
ব্রজ অকুশল আর মম সমাচার ॥
কি কথা তোমারে আমি কহিব এখন।
বিনা হরি আমাদের দুর্গতি যেমন ॥
আমার দুঃখের কথা কি কব হে আর।
বিনে কৃষ্ণ কত কষ্ট হ'তেছে আমার ॥
আমার যে দুঃখ তাহা কেমনে কহিব।
মনের যতেক কষ্ট কিরূপে বর্ণিব ॥
সতীর দুর্গতি যাহা পতির কারণ।
কে পারে করিতে সীমা তার নির্দ্ধারণ ॥
বেদে অগোচর তাহা কহি যে তোমারে।
কত কষ্ট কৃষ্ণ বিনে হ'তেছে অন্তরে ॥
আর কহি শুন ওহে উদ্ধব সুমতি।
কহিবে সে গুণাকরে আমার দুর্গতি ॥
এই দেখ বিনে হরি আমার ভবন।
শোভা হীন সর্ব্বস্থান যেন প্রায় বন ॥
তাঁহার কারণে আমি সদা জ্ঞানহারা।
জল স্থল নাহি জ্ঞান শোকেতে কাতরা ॥
কুলধর্ম্ম নাহি মানি তাঁহার কারণ।
দিবা রাত্র নাহি জানি শুন বিবরণ ॥
শয়নে স্বপনে মাত্র জানি সেই হরি।
যে অবধি গেছে হরি সেই মধুপুরী ॥
সে অবধি অচেতনে পড়ি ধরাতলে।
সর্ব্বক্ষণ ভাসি আমি নয়নের জলে ॥
কারো সঙ্গে নাহি করি কভু আলাপন।
তোমারে কেবল কহি মনের বেদন ॥
যশোদাকুমার সেই আমার জীবন।
দেহমাত্র বৃন্দাবনে রয়েছে পতন ॥
কি আর কহিব আমি উদ্ধব তোমাকে।
শুনি কৃষ্ণ নাম মাত্র প্রাণ দেহে থাকে ॥
তাই তব সঙ্গে কথা কহি আমি সব।
বিনে কৃষ্ণ আহিরিণী হইয়াছে শব ॥
তোমারে কহি যে আমি মনের বেদন।
বিনে হরি নাহি হেরি অপর বদন ॥
বাঁশী রব বিনে নাহি শুনি অন্য রব।
এখন কোথায় বল প্রাণের মাধব ॥
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই লজ্জা ভয়।
সেই পদ ভাবি সদা অনন্দ হৃদয় ॥
আমার হৃদয় নাথ শ্রীনন্দনন্দন।
সেই জন ভিন্ন নাহি দেখি অন্য জন ॥
মোর প্রতি দয়া করি তাঁহারে কহিবে।
আর কি সে ব্রজহরি ব্রজেতে আসিবে ॥
আর কি সে প্রাণধনে পাব দরশন।
আর কি দেখিতে পাব সে চন্দ্রবদন ॥
আর কি সে ফুলহার গলাতে পরাব।
আর কি চন্দন অঙ্গে সুখেতে লেপিব ॥
আর কি তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন বনে।
হাসিয়ে খেলিব পুনঃ সখিগণ সনে ॥
আর কি সে রাসস্থলে গোপিকায় ল'য়ে।
বিহার করিবে হরি সানন্দ হৃদয়ে ॥
আর কি সে কুঞ্জবনে বিহার করিবে।
আর কি যমুনাকূলে বাঁশী বাজাইবে ॥
আর কি যমুনাকূলে খেলিবেন হরি।
এত কহি উচ্চরবে কান্দে ব্রজেশ্বরী ॥
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়ে স্মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী হন অচেতন ॥
চেতন বিহীন হ'য়ে ভূতলে পড়িল।
উদ্ধব আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিল ॥
শ্রীমতীর ভাবে তাঁর কাতর অন্তর।
ত্রাসিত হইয়ে তবে কান্দিল বিস্তর ॥
বল দেবী অকারণ কেন অচেতন।
ত্যজ চিন্তা ওগো মাতা ধরহ বচন ॥
উঠ মাতা চন্দ্রাননে কর দরশন।
পুনঃ তুমি পাবে কৃষ্ণ কহিনু এখন ॥
অবশ্য সে ব্রজনাথ ব্রজেতে আসিবে।
আসি ব্রজে তোমা সহ লীলা প্রকাশিবে ॥
বৃন্দাবনে আসিবেন বৃন্দাবন ধন।
পুনঃ আসি তব সহ করিবে মিলন ॥

যেমতে আসেন হরি এই বৃন্দাবনে।
সেইমতে তাঁহারে কহিব সেইখানে॥
কিছুতেই রাধিকার না হয় চেতন।
ভয়েতে আকুল হ'য়ে উদ্ধব তখন॥
মনে মনে মাধবেরে স্মরণ করিল।
তথাপি সে রাধিকার মূর্চ্ছা না ভাঙ্গিল॥
স্পন্দন রহিত অঙ্গ যেন শবপ্রায়।
যেন মৃত দেহ আছে পতিত ধরায়॥
নিশ্বাস কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ।
আছে কি না আছে সেই রাধিকা জীবন॥
তবে যত ব্রজ গোপী ত্রাসিত অন্তরে।
কহে সতী একি গতি হইল তোমারে॥
চন্দ্রাবলী ললিতাদি যত সখিগণ।
বিবিধ বচনে তাহে প্রবোধ করেন॥
ওগো রাই ধৈর্য্য ধর আসিবেন হরি।
কেন বৃথা মূর্চ্ছাগত কহগো সুন্দরী॥
অবশ্য আসিবে হরি এই বৃন্দাবনে।
করিবে আবার লীলা আসি তব সনে॥
সেই হরি সহ তুমি খেলিবে হরিষে।
জলকেলি করিবে সে যমুনা প্রদেশে॥
ত্যজ মূর্চ্ছা গুণবতী মেলহ নয়ন।
আমাদের সহ কর মিষ্ট আলাপন॥
অতীব আনন্দ মনে যশোদাকুমার।
আসি তব সনে পুনঃ করিবে বিহার॥
আবার গাঁথিয়া হার দিবে তাঁর গলে।
যতনে সাজাব তাঁরে সবে কুতূহলে॥
আনন্দে চন্দন তাঁর অঙ্গেতে মাখাবে।
আবার যতনে সবে হরিরে সাজাবে॥
যদি না আসেন ফিরে মথুরা হইতে।
মিলি যত সখি মোরা যাব সেখানেতে॥
দেখিব কেমনে হরি সেখানে রহিবে।
আমাদের দৃষ্টিমাত্র অবশ্য আসিবে॥
সহজে না আসে যদি সে কালো বরণ।
বান্ধিয়া আনিব তাঁরে মিলি সখিগণ॥
তখন জানিবে সেই মথুরানিবাসী।
ব্রজেশ্বরী রাধা সতী মোরা তাঁর দাসী॥
মথুরার লোক যত দেখিবে সকলে।
আনিব বান্ধিয়া তাঁরে এ ব্রজমণ্ডলে॥
তবে কেন রাধা সতী আছ অচেতন।
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরী স্থির কর মন॥
আমাদের বাক্য কভু অন্যথা না হয়।
আসিবে তোমার হরি অবশ্য হেথায়॥
সখিগণে সযতনে প্রবোধিয়ে যত।
চেতন না হয় তবু আছে মূর্চ্ছাগত॥
মৃতপ্রায় রাধিকায় করি দরশন।
শব সম ধরাসনে র'য়েছে পতন॥
কিছুতেই মূর্চ্ছাভঙ্গ না হয় রাধার।
সভীত অন্তর তবে যত গোপিকার॥
রাধিকার মুখ সবে করে নিরীক্ষণ।
দেখিল কালিমা বর্ণ আঁখির বরণ॥
সুবর্ণ বিবর্ণ হ'লো সকলে দেখিল।
একেবারে গোপী সব কাঁদিয়া উঠিল॥
পদ্মপত্রে জল আনি কেহ দেয় গায়।
কেহ বলে ম'লো রাধা এই সে নিশ্চয়॥
নাকের নিশ্বাস বহে দেখে তুলা ধরি।
কেহ বলে মৃত্যুকালে বল হরি হরি॥
কেহ গঙ্গাজল দেয় আনি রাধা মুখে।
কেহ বলে ম'লো রাধা নিজ মনোদুঃখে॥
কেহ পদ্মপত্র ল'য়ে করিছে ব্যজন।
কেহ বা চন্দন গাত্রে করিছে লেপন॥
রাই ম'লো বলি সবে করে হায় হায়।
সখী সবে মনোদুঃখে পতিত ধরায়॥
ক্ষণেক চেতন লভি প্রিয়সখী যত।
রাধিকারে কোলে করি কাঁদে অবিরত॥
কেহ বলে বুঝি ম'লো কেহ বলে নয়।
কোন গোপী করাঘাত শিরেতে করয়॥
ওগো রাধা কার লাগি ত্যজিছ জীবন।
কোথায় সে মনচোর তোমার এখন॥

যার লাগি তুমি প্রাণ ছাড় বিনোদিনী।
বারেকের তরে সে তো এলনাকো ধনী ॥
কেনবা শঠের প্রেমে মজেছ শ্রীমতি।
তাতেই তোমার হলো এতেক দুর্গতি ॥
মনে মনে ভাবে সবে রাধিকা মরিল।
যতেক সঙ্গিনী সবে আকুল হইল ॥
রাই মলো রাই মলো মহা শব্দ হয়।
শোক মনে সখিগণে পড়িয়া ধরায় ॥
দরশনে হেনরূপ উদ্ধব অন্তরে।
করযোড়ে রাধিকার প্রতি স্তব করে ॥
ওগো দেবী সনাতনী ত্রিতাপহারিণী।
উঠ মাতা হরিপ্রিয়া প্রকৃতি-রূপিণী ॥
হরি মনোহরা মাতা উঠ একবার।
মম প্রতি কেন মাতা হেন ব্যবহার ॥
উঠ মাতা সচেতনে মোরে কৃপা করি।
আমি হরি-দাস দেবী শুন ব্রজেশ্বরী ॥
মথুরায় যাব আমি তব আজ্ঞা ল'য়ে।
অকারণে ধরাতলে কেন গো পড়িয়ে ॥
কহিব সকল কথা হরি সন্নিধানে।
যে সব হেরিনু আমি আপন নয়নে ॥
তুমি ব্রহ্মময়ী মাতা সকলের সার।
ত্যজিয়া গোলোক তব মর্ত্ত্যে অবতার ॥
তবে কেন ব্রজেশ্বরী শোকেতে মোহিত।
তুমি মহামায়া দেবী জগতে বিদিত ॥
এত যদি উদ্ধব কহিল বিনয়েতে।
আঁখি মেলি চাহে সতী উদ্ধব পানেতে ॥
উঠিল বসিল রাধা সজল নয়নে।
সখীরা বসায় ধরি রত্ন সিংহাসনে ॥
উদ্ধবে যতনে তবে করি সম্বোধন।
বলে শুন হরি সখা আমার বচন ॥
মম বাক্যে মধুপুরে যাও শীঘ্রগতি।
কহিবে সকল কথা সে নিঠুর প্রতি ॥
যাতে হরি বৃন্দাবনে আসেন ত্বরায়
যাহাতে আমার এই প্রাণ রক্ষা পায় ॥
দেখ যেন ভুল না হে আমার বচন।
হরির নিকটে সব কবে বিবরণ ॥
যদি সেই গুণনিধি আমার গোচরে।
আনিতে পারহ তুমি একবার তাঁরে ॥
তবেত রহিবে প্রাণ জানিবে নিশ্চয়।
নতুবা ছাড়িব প্রাণ কহিনু তোমায় ॥
অভাগিনী হই নারী আমি বৃন্দাবনে।
মম সম দুর্ভাগিনী কে আছে ভুবনে ॥
কি বলে বুঝাবে মোরে তোমরা সকলে।
আত্মা শূন্য দেহ কভু থাকে কি কুশলে ॥
জীবন বিহনে দেহে কিবা প্রয়োজন।
সেইমত মোরে সবে জানিবে এখন ॥
দেহ ছাড়ি প্রাণ মোর গিয়াছে নিশ্চয়।
বিনা আত্মা কিসে বল মন শান্ত হয় ॥
হরি অনুরাগী আমি জানিও কারণ।
অনুক্ষণ ভাবি আমি তাঁহার চরণ ॥
শয়নে স্বপনে আমি স্মরি যে তাঁহায়।
নিশিতে না হয় নিদ্রা তাঁহার চিন্তায় ॥
শোকের সাগরে আমি হ'তেছি পতন।
কেমনে বাঁচিব বল বিনে কৃষ্ণধন ॥
বিরহ অনলে দেহ পোড়ে অনিবার।
হরি বিনে কে আমারে করিবে উদ্ধার ॥
পূর্ব্ব সুখ মনে মনে হ'তেছে উদয়।
সেই হেতু মম মন স্থির নাহি রয় ॥
কত শত রমণীরা আছে এ জগতে।
মোর সম অভাগিনী না পাই দেখিতে ॥
আমার মতন দুঃখ নাহি দেখি কার।
বল দেখি মম সম কেবা আছে আর ॥
আমার মতন দুঃখী কে আছে সংসারে।
যাহার জীবন ধন গেছে দূরান্তরে ॥
আমার গভীর দুঃখ কব আর কারে।
কৃষ্ণ শোকে হৃদি মোর সতত বিদরে ॥
দেখাবার হতো যদি দেখাতাম এবে।
বিরহ যন্ত্রণা আমি কি কব উদ্ধবে ॥

পাইনু পরম নিধি জগত ঈশ্বর।
দৈবেতে হরিল তাহা বিষম অক্রুর॥
যাঁরে হেরি আঁখি সুখী সতত হইত।
মানস যাঁহার লাগি উন্মত্ত থাকিত॥
জীবন করিত নৃত্য আনন্দ-সাগরে।
অন্তরেতে নিরন্তর ভাবিতাম যাঁরে॥
এখন সে প্রাণকৃষ্ণ ছাড়িল আমারে।
মম সম অভাগিনী কে আছে সংসারে॥
আর শুন হরিসখা কহি যে তোমায়।
পাইনু পরম পতি ত্রিলোকের রায়॥
যাঁর নামে পশুপতি সদা আনন্দিত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাহাতে মোহিত॥
ভুবন-বিজয়ী রূপ ধরে যেইজন।
পরম পুরুষ সেই যোগীর জীবন॥
যিনি কল্পবৃক্ষরূপী দেব জনার্দ্দন।
বিশ্বকায় সর্ব্বাশ্রয় বিশ্বের কারণ॥
যাঁর নামে ত্রিভুবন মোহ প্রাপ্ত হয়।
জীবের জীবন জিনি সবার আশ্রয়॥
যাঁর অনুগত হয় সর্ব্বদেবগণ।
আজ্ঞাকারী নিশাকর অরুণ পবন॥
যাঁহার আজ্ঞায় জ্বলে সদা হুতাশন।
পবন প্রবল বেগে বহে অনুক্ষণ॥
মেঘেতে বরিষে বারি ধরণীমণ্ডলে।
যাঁহার আজ্ঞায় সিন্ধু আছে কুতূহলে॥
হেন হরি অনায়াসে ছাড়িয়া আমায়।
রহিল মথুরাধামে আনন্দ হৃদয়॥
অতএব যাহ বৎস হরি সন্নিধান।
আমার দুঃখের কথা কবে মতিমান॥
কহিবে সকল কথা তাঁহার গোচরে।
ফেলিয়ে গিয়াছে মোরে অকূল পাথারে॥
একেবারে আমারে কি হলো বিস্মরণ।
আসিতে কহিবে তাঁরে পুনঃ বৃন্দাবন॥
হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কিছু নাই।
সকলি দেখিলে বৎস বলো তার ঠাঁই॥

আর কি কহিব আমি তোমারে এখন।
দেখ বাপু বলো তাঁকে ভুল না যেমন॥
উদ্ধব বলেন আমি অবশ্য বলিব।
তোমার দুঃখের কথা সকলি কহিব॥
যাঁহাতে আসেন হরি এই বৃন্দাবন।
কহিব তাঁহারে আমি এমত বচন॥
শুন মাতা আদ্যাশক্তি দেবী সনাতনী।
তুমি ত প্রধানা দেবী মুক্তি প্রদায়িনী॥
ভব সাগরের তুমি নিস্তারকারিণী।
কৃপা কর মোরে হও জ্ঞান প্রদায়িনী॥
আমি হরিদাস মাতা তোমার কিঙ্কর।
জ্ঞান দান কর মাতা আমারে সত্বর॥
তোমায় প্রসাদে মাতা হরির সদন।
তব প্রসাদেতে যেন পাই সেই ধন॥
যেন কৃষ্ণ-পদ পাই প্রসাদে তোমার।
কৃপা করি এই জ্ঞান দেহ গো আমার॥
উদ্ধব বচনে তবে কহে ব্রজেশ্বরী।
ভক্তিতে ভজহ তাঁরে পাবে পদতরী॥
পরাৎপর পরমাত্মা পরম কারণ।
অনাদি অনন্ত সেই জীবের জীবন॥
নির্ব্বিকার নিরাকার যশোদা-কুমার।
ভজ সেই নন্দসুতে পাইবে নিস্তার॥
পাইবে অভয় পদ আমার বাক্যেতে।
জন্ম মৃত্যু জরা ভয় না রবে তোমাতে॥
কালভয় নাহি রবে শ্রীহরি সেবনে।
কঠোর জঠর বাস নহে কদাচনে॥
অপূর্ব্ব কাহিনী পরে শুন নররায়।
এইরূপে স্তুতি তবে উদ্ধব করয়॥
তবে যত গোপিগণ কৃষ্ণগুণ স্মরি।
আকুল অন্তরে কাঁদে উচ্চরব করি॥
শ্রবণে উদ্ধব-বাণী শোক নিবারণ।
বিধিমতে উদ্ধবেরে করয়ে পূজন॥
আদরে তাহারে কত কহিতে লাগিল।
কিছুদিন উদ্ধব সে ব্রজেতে রহিল॥

কৃষ্ণের আশ্বাস বাণী কহি সবাকারে।
নিবারিল শোক কত বিবিধ প্রকারে ॥
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত উদ্ধব নিয়ত।
গোপ-গোপিগণে সবে রহে আনন্দিত ॥
নন্দের আবাসে বাস করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণকথা সবাকারে করান শ্রবণ ॥
এইরূপে কিছুদিন ব্রজেতে রহিল।
কৃষ্ণগত প্রাণ গোপী সবারে দেখিল ॥
আনন্দে মগন তবে উদ্ধব সুমতি।
গোপিগণ কৃষ্ণগানে মত্ত অহোরাতি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি বাঞ্ছে যাঁহার চরণ।
ঊর্দ্ধমুখে যোগবশে করয়ে সাধন ॥
তবু নাহি পায় সেই পরম আশ্রয়।
রাসোৎসবে সেই হরি হইল সদয় ॥
গোপী কণ্ঠ সেই করে করিল ধারণ।
কত ভাগ্যবতী গোপী কে জানে এমন ॥
ব্রজগোপী বিনে আর কার ভাগ্য এত।
গোপীকণ্ঠে কৃষ্ণভুজ রহিল নিয়ত ॥
তাহা দরশনে লক্ষ্মী চিন্তিত মনেতে।
কিরূপে পাইবে কৃষ্ণে বল উৎসবেতে ॥
অহঙ্কার করি গোপী সঙ্গ না লইল।
মহাতপে তবু কৃষ্ণ রস না পাইল ॥
লক্ষ্মী না পাইল যাহা পায় কোনজন।
কত ভাগ্যবতী হয় ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
অতএব যদি কৃপা কর নরপতি।
কিঞ্চিৎ করুণা যদি হয় মম প্রতি ॥
গুল্মলতারূপে যদি এ ব্রজ মাঝেতে।
যদ্যপি পারি হে আমি জনম লভিতে ॥
পথে চলে যাবে যবে ব্রজগোপিগণ।
পদধূলি গাত্রে আমি মাখিব তখন ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ ভজয়ে যাঁহারে।
গোপিগণ ভজে সেই যশোদা-কুমারে ॥
কুলমান গুরুজনে দিয়ে বিসর্জ্জন।
সতত সভয় হরি পরম কারণ ॥
হরিপদে সদা মতি রহে গোপিকার।
এ হ'তে কি আছে ভাগ্য জগতের সার ॥
যেই পদ গোপী সব ধরিয়ে হৃদয়ে।
সেই মুখশশী সদা হেরে হৃষ্ট হ'য়ে ॥
শত ভাগ্য ধরে বৃন্দাবনে গোপিগণ।
গোপী পদে শত শত প্রণতি এখন ॥
আনন্দ অন্তরে তবে উদ্ধব সুমতি।
গোপিনীগণের পদে করয়ে প্রণতি ॥
নন্দ যশোমতী আজ্ঞা করিয়ে গ্রহণ।
গোপগণ বাক্য শিরে করিয়ে ধারণ ॥
সবার নিকটে তবে বিদায় লইল।
সত্বরেতে কৃষ্ণসখা রথেতে উঠিল ॥
তবে গোপগণ সবে আদর করিয়ে।
উদ্ধব বিদায় করে আনন্দিত হ'য়ে ॥
তবে নন্দ মহামতি ভাসি অশ্রুজলে।
উদ্ধবের প্রতি তবে মৃদুস্বরে বলে ॥
হরিপদে যেন সদা রহে মম মন।
যেন সদা করি হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
হরি কার্য্য করে যেন শরীর আমার।
কর্ম্মগুণে যদি জন্ম হয় পুনর্ব্বার ॥
যেন সেই হরিপদে রহে মম মন।
উদ্ধব সকাশে নন্দ কহে এ বচন ॥
নন্দের বচনে তবে উদ্ধব ভাসিল।
করিয়ে প্রশংসা বহু বিদায় হইল ॥
মহানন্দে মধুপুরে করিল গমন।
ভব-সাগরের ভেলা শ্রীহরি চরণ ॥
জগতের গতি মাত্র হরিনাম সার।
দাস ভাষে হরি বিনে গতি নাহি আর ॥
একমনে হরি কথা শুনে যেই জন।
মোক্ষপদ পায় সেই বেদের বচন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে গোপিগণের বিলাপ বর্ণন সমাপ্ত।

অথ উদ্ধব সংবাদ।

কহে রাজা পরীক্ষিত যুড়ি দুই কর।
কৃপা করি কহ মোরে ওহে মুনিবর ॥
তব মুখে হরিকথা শুনি সুধাময়।
যত শুনি তত হয় আনন্দ হৃদয় ॥
তদন্তর কি প্রসঙ্গ হৈল মহাশয়।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ সমুদয় ॥
মুনিবর কহে তবে শুনহ রাজন।
উদ্ধব আইল পুরে মথুরা ভবন ॥
হেরিল সে রাধানাথে পথ নিরীক্ষণে।
বটমূলে বসি আছে চাহি পথপানে ॥
উদ্ধবের আগমন হেরি দামোদর।
শীঘ্রগতি ধায় তথা হইয়া সত্বর ॥
বলে মৈত্র কহ মোরে ব্রজের কুশল।
দহিছে অন্তর মোর গোপী শোকানল ॥
আকুল অন্তর বড় রাধার কারণ।
বিনে সেই ব্রজেশ্বরী বৃথায় জীবন ॥
আমা ছাড়া গুণবতী আছয়ে কেমন।
সেই কথা সত্য মোরে বলহ এখন ॥
বেঁচে আছে কিনা আছে সেই বিনোদিনী।
আমার বিরহে কিম্বা হ'য়ে পাগলিনী ॥
গোপিনী সকলে বল আছে কিরূপেতে।
জীবিত কি আছে তারা মম বিরহেতে ॥
সত্য কহ গোপ সবে আছয়ে কেমন।
শ্রীদামাদি আর যত ব্রজশিশুগণ ॥
নন্দ আদি গোপ সবে আছেত' কুশলে।
কিরূপ আছয়ে মোর ধেনুবৎসকুলে ॥
আর যত ধেনুবৎস ব্রজের ভূষণ।
সকলে কেমন আছে বলহ এখন ॥
কেমন আছেন সেই যশোদা-জননী।
রোহিণী কিরূপ আছে কহ সত্য বাণী ॥
কি কথা কহিল সেই রাণী যশোমতী।
আমার শোকেতে তাঁর কিরূপ দুর্গতি ॥
শ্রীদামাদি সখা যত কি কথা কহিল।
ব্রজ-কুলনারী যত মোরে কি বলিল ॥
কহ আমা সত্য করি বিবরণ যত।
যমুনা নদীরে তুমি দেখিলে কিমত ॥
নিধুবন কুঞ্জবন ভাণ্ডির তমাল।
পুষ্পোদ্যান আদি করি যত তরুদল ॥
ফুটেছে কি পূর্ব্বমত কুসুম কাননে।
চরিতেছে ধেনু কি সব যমুনা-পুলিনে ॥
ময়ূর ময়ূরী সবে আছে কি আনন্দে।
মধুপান করে কি হে মধুপ সানন্দে ॥
কহ মোরে প্রাণসখা সব বিবরণ।
শোকেতে অন্তর মোর হ'তেছে দহন ॥
রাধা সতী কি কহিল কহ মোর ঠাঁই।
গোপিকারা কি কহিল তোমারে সুধাই ॥
বিনে সতী কি দুর্গতি আমার এখন।
কহ সখা কিরূপেতে আছে সর্ব্বজন ॥
যে অবধি ত্যজিয়াছি সেই বৃন্দাবন।
মৃত সম হ'য়ে আছি শুন বিবরণ ॥
আর শুন উদ্ধব হে জিজ্ঞাসি তোমারে।
গোচারণ ভূমি সব আছে কি প্রকারে ॥
ব্রজবাসিগণ তোমা করি দরশন।
আকুল হইল কিম্বা প্রসন্ন বদন ॥
গোপ গোপী আদি করি ব্রজের সকলে।
কেবা কি কহিল তাহা কহ কুতূহলে ॥
কি কব তোমারে আমি শুনহ উদ্ধব।
যে দুঃখ হতেছে মোর স্মরিয়া সে সব ॥
সতত জাগিছে মনে সেই বৃন্দাবন।
যশোদার স্নেহপাশে আছি যে বন্ধন ॥
ব্রজ-বালকের মায়া ভুলিতে না পারি।
কোথা মোর প্রাণসখী সে রাধা সুন্দরী ॥
গোপ গোপী সকলেরে মনে পড়ে যবে।
এ দেহে না থাকে প্রাণ ভাবিলে সে সবে ॥
বিশেষ কি কব ওহে উদ্ধব তোমায়।
একেবারে হৃদি যেন বিদারিয়া যায় ॥

বৃন্দাবনে গোপসনে করিলাম লীলা।
ভাণ্ডির কাননে করি গোপসনে খেলা॥
আর সেইমত সব গোপ-শিশুগণে।
করে খেলা কহ মোরে দেখিছ কি বনে॥
যমুনা পুলিনে সবে বাজাতাম বাঁশী।
ধাইত আনন্দে যত ব্রজের রূপসী॥
সাজাইয়ে ধেনুগণে যাইতাম ঘরে।
হেরিত সকলে কত আনন্দ অন্তরে॥
যশোদা রোহিণী দোঁহে চাহি পথপানে।
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী বেলা অবসানে॥
কহ সে রোহিণী দেবী কি কথা কহিল।
সে সব স্মরিয়া মোর অন্তর আকুল॥
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কি হেরেছ নয়নে।
গোপগণে রক্ষা কৈনু সে গিরি ধারণে॥
কিরূপ সে সব তুমি কৈলা দরশন।
কহ শুনি শান্ত হোক তাপিত জীবন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব সুমতি।
করযোড়ে কৃষ্ণ পদে করিয়ে প্রণতি॥
শুন কহি রাধানাথ রাধিকা জীবন।
তোমার প্রসাদে সব করি দরশন॥
পুণ্যভূমি বৃন্দাবন তোমার প্রসাদে।
হেরিনু নয়নে হরি আমি অপ্রমাদে॥
সার্থক জীবন মম জনম সফল।
তোমার কৃপাতে হরি হেরিনু সকল॥
তুমি যারে কর দয়া ওহে দয়াময়।
তার কি ভাবনা হরি কহিনু নিশ্চয়॥
তব দয়া নাহি প্রভু যে জনার প্রতি।
কি আর কহিব আমি তাহার দুর্গতি॥
যাহা দরশন কৈনু সেই বৃন্দাবনে।
নিবেদন করি হরি তোমার চরণে॥
প্রথমে দেখিনু সেই ভাণ্ডির কাননে।
উর্দ্ধদৃষ্টি বসি সবে সজল নয়নে॥
যতেক রাখালগণ শোকেতে কাতর।
যমুনার পথ পানে চেয়ে অনিবার॥
রাখালরাজ শব্দ মুখে এই মাত্র শুনি।
সকলে আকুল হ'য়ে আছে গুণমণি॥
ধেনুবৎস আদি করি যমুনা-পুলিনে।
উর্দ্ধদৃষ্টে সবে চেয়ে মথুরার পানে॥
নয়নে পড়িছে ধারা তৃণ নাহি খায়।
বৎসেতে না পিয়ে দুগ্ধ সবে মৃতপ্রায়॥
আর যত দেখিলাম বৃন্দাবন বনে।
শুষ্কপত্র সমাবৃত যত শাখীগণে॥
পুষ্পের উদ্যানে নাহি কিছু মাত্র শোভা।
নাহি ফুটে ফুল ফল সবে হীনপ্রভা॥
মধুপ যতেক সবে বসি পুষ্পোপরি।
না পিয়ে পুষ্পের মধু শুনহ শ্রীহরি॥
কোকিল কোকিলা যত নীরবে রয়েছে।
ময়ূর ময়ূরী সবে বৃক্ষে বসে আছে॥
সবে মাত্র আছে তারা শুন শ্রীমাধব।
জীবশূন্য যেন দেহ বোধ হয় শব॥
হেরিলাম যমুনার রূপ কদাকার।
শৈবাল আবৃত বারি বিকৃত আকার॥
সকলি সে নিরানন্দ কুমুদ মুদিত।
জলচর পাখী যত স্থলে উপনীত॥
সকলেই ম্লানমুখে করি নিরীক্ষণ।
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন॥
বৃক্ষেতে না ধরে ফল নহে পল্লবিত।
গুল্মলতা সকলেই হয় শুষ্কমত॥
হেরিলাম ব্রজধামে যত গোপগণ।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব মুখে উচ্চারণ॥
সবে অতি দুঃখমতি শোকেতে মগন।
অশ্রুজল পরিপূর্ণ সবার নয়ন॥
পরে নন্দগৃহে আমি হই উপনীত।
দেখি রাণী যশোমতী ধরণী পতিত॥
রোহিণী পড়িয়া আছে ধূলার উপর।
তব মাতা যশোমতী কাঁদে নিরন্তর॥
কোথায় জীবনধন ব্রজের দুলাল।
একবার দাও দেখা ওহে নন্দলাল॥

এইরূপে শব্দ করি ধূলায় পড়িয়ে।
নয়ন-যুগল অন্ধ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় দেবী শোকে অচেতন।
নন্দ যে কহিছে তারে প্রবোধ বচন ॥
যখন সেখানে আমি করিনু গমন।
অমনি কহিল রাণী আয় বাছাধন ॥
এই দেখ সত্য ননী মন্থন করেছি।
আঁচলে বাঁধিয়া বাপ আমি বসে আছি ॥
মা বলে তোদের কিরে পড়িয়াছে মনে।
এইরূপে কাঁদে রাণী তোমার কারণে ॥
তাহারে কহিনু আমি প্রবোধ বচন।
কিছুতেই নাহি শান্ত হয় তার মন ॥
বার বার কহে মোরে ধরি যশোমতী।
ব'লো বাপ কৃষ্ণপাশে আমার দুর্গতি ॥
কৃষ্ণ বিনে দেখ বাপ কি দশা আমার।
এই সব কথা তারে ব'লো গুণাধার ॥
কি আর কহিব হরি সে দুঃখ কাহিনী।
যশোমতী তব শোকে হয় পাগলিনী ॥
কঠিন হৃদয় তব ওহে দয়াময়।
তব শোকে কি দুর্গতি যশোদার হয় ॥
বহুমতে তারে কহি প্রবোধ বচন।
সান্ত্বনা করিনু হরি কহি তব স্থান ॥
পরে তথা হ'তে যাই শ্রীরাসমণ্ডলে।
দেখিলাম রাধা সতী পতিত ভূতলে ॥
ভূষণ-বিহীন অঙ্গে যেন পাগলিনী।
সজল নয়ন সদা মলিন বদনী ॥
কমল কাননে পড়িয়াছে মুক্তকেশ।
শব সম আছে পড়ি ছিন্ন ভিন্ন বেশ ॥
নীলাম্বরে ঢাকি দেহ পতিত ধরায়।
ব্যজন করিছে বসি সখিগণ তায় ॥
জ্ঞানহীন পড়িয়াছে শবের মতন ॥
নিশ্বাস কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ ॥
নাহি জ্ঞান দিবানিশি রাধা-বিনোদিনী।
সখিগণ কান্দে সবে হ'য়ে ব্যাকুলিনী ॥

পদ্মপত্রে করি জল কেহ দেয় মুখে।
কেহ বা চন্দন দেয় শ্রীমতীর বুকে ॥
কেহ বলে এইবার গিয়াছে জীবন।
রাই মলো মলো শব্দ কেবল শ্রবণ ॥
যে দশা ঘটিয়াছে হরি রাধিকার।
আর বুঝি নাহি থাকে জীবন তাহার ॥
যদি তথা নাহি যাও ওহে দয়াময়।
স্ত্রী হত্যার পাপী তুমি হইবে নিশ্চয় ॥
শীঘ্রগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন।
সত্বর যাইয়া রাখ রাধার জীবন ॥
তব অনুরাগে সেই রাধিকা সুন্দরী।
শয়নে স্বপনে ভাবে তব পদ হরি ॥
রাধা সম ভক্ত আর নাহি ত্রিজগতে।
উচিত তোমার হরি তাহারে রক্ষিতে ॥
কি কব তোমারে আমি তাঁহার দুর্গতি।
যাঁহার ছিল হে প্রভু স্বর্ণময় ভাতি ॥
সে বর্ণ বিবর্ণ এবে কজ্জলের আভা।
হ'লো কদাকার রূপ অতি হীনপ্রভা ॥
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে চেতন সে হয়।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বাক্য মাত্র সদা কয় ॥
আমি যবে সেই স্থানে হই উপনীত।
তখন সে রাধা সতী আছেন মূর্চ্ছিত ॥
অনেক যতনে তাঁরে করিনু চেতন।
আমারে কহিল মাত্র একটি বচন ॥
ওহে হরি-সখা আজ কহি যে তোমারে।
দেখা হ'লে মম দুঃখ কহিবা তাঁহারে ॥
তাঁহার কারণে আমি হ'য়েছি কাতর।
এই কথা নিষ্ঠুরেরে ব'লো বার বার ॥
শুনিয়া তাঁহার কথা বলিনু সত্বর।
পাঠাব শ্রীকৃষ্ণে শীঘ্র তোমার গোচর ॥
এই কথা বলি তবে করিনু পয়ান।
তব গুণ মধুস্বরে করি আমি গান ॥
আসিবার কালে হরি শুনেছি শ্রবণে।
রাই মলো বলি যত কাঁদে সখিগণে ॥

মরেছে কি বেঁচে আছে কিছুই না জানি।
বৃন্দাবনে কর গতি ওগো গুণমণি ॥
মম অঙ্গীকার হরি রাখ এইবার।
রাধিকারে দরশন দাও একবার ॥
একবার বৃন্দাবনে করহ গমন।
ব্রজবাসিগণে রাখ ব্রজের জীবন ॥
রাধিকা তোমার হয় অনুগত অতি।
তাঁহাকে বাঁচাও তথা যাইয়া সম্প্রতি ॥
এত দুঃখ তাঁরে দেওয়া উচিত না হয়।
সার কথা তোমারে কহিনু সমুদয় ॥
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন।
শীঘ্রগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন ॥
মম বাক্য অন্যথা যদ্যপি এবে হয়।
নরকে নিবাস হবে তাহার নিশ্চয় ॥
জগতের লোকে মোরে মিথ্যাবাদী কবে।
অবশ্য আমার বাক্য রাখিতে হইবে ॥
উদ্ধবের কথা শুনি দেবকী-কুমার।
রাধা শোকে একেবারে হইল কাতর ॥
সজল নয়নে হরি আকুল অন্তরে।
কহিতে লাগিল তবে কথার উত্তরে ॥
কি কহিব ওহে সখা সব আমি জানি।
মৃতপ্রায় আছে সেই রাধা-বিনোদিনী ॥
শ্রীদামের অভিশাপ আমি কি করিব।
তোমার বাক্যেতে আমি বৃন্দাবনে যাব ॥
অন্যথা না হবে তথা তব অঙ্গীকার।
তুমি হও হরিভক্ত জানিনু এবার ॥
তোমার না হবে কভু নরকে গমন।
হরিপদ পাবে রবে হরির সদন ॥
পুলকে গোলোকে যাবে শুনহ উদ্ধব।
পাইবে পরমানন্দ কহিলাম সব ॥
প্রকাশ্যে না যাব আমি সেই বৃন্দাবন।
নিশাযোগে রাধিকায় দিব দরশন ॥
অবশ্য তাহার দুঃখ করিব হে শেষ।
শুনহ সুমতি আমি কহিনু বিশেষ ॥
শ্রীহরির সহ তবে উদ্ধব সুমতি।
মহানন্দে নিজ গৃহে করিলেন গতি ॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাষে মহানন্দে আনন্দ হৃদয় ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত।

অথ অক্রুরের গৃহে কৃষ্ণ বলরামের গমন।

শুকদেব কহে তবে শুন নরপতি।
শ্রবণে পবিত্র কথা জীবের সদগতি ॥
উদ্ধবের মুখে শুনি বারতা সকল।
অন্তরে জ্বলিল তার বিরহ অনল ॥
নিশাযোগে বৃন্দাবনে রাধারে হেরিল।
ভক্ত বাক্য রক্ষা হেতু বৃন্দাবনে গেল ॥
স্বপনে কৃষ্ণের রূপ করি দরশন।
শোকানল সুশীতল হইল তখন ॥
পরে হরি মধুপুরে কুব্জার আগারে।
তাহার মানস পূর্ণ কৌতুকেতে করে ॥
পরে যায় দামোদর অক্রুর গৃহেতে।
বলদেবে উদ্ধবেরে লইয়ে সঙ্গেতে ॥
সঙ্গে করি দুইজনে অক্রুর ভবনে।
অকস্মাৎ উপনীত হয় তিনজনে ॥
তাহা দরশনে তবে অক্রুর তখন।
একেবারে মহানন্দে হইল মগন ॥
ত্বরা করি উঠি কৃষ্ণপদে প্রণমিল।
বলদেব পাদপদ্মে প্রণতি করিল ॥
তবে কৃষ্ণ বলরাম আনন্দ অন্তরে।
অক্রুরে কোলেতে করি লইল আদরে ॥
পরম পুলকে তবে অক্রুর তখন।
বসিতে আসন দেয় মহানন্দ মন ॥
দুই ভায়ে মহামতি আসনে বসায়ে।
নিজ হস্তে পদযুগ দিল ধোয়াইয়ে ॥
সেই জল ভক্তিযোগে মস্তকে ধরিল।
পরিবার সহ তাহা ভক্ষণ করিল ॥

কৃষ্ণ পদধূলা পরে মাথে সর্ব্ব গায়।
বিবিধ বিধানে পূজা করে শ্যামরায়॥
প্রণতি করিয়া মুনি পূজে শ্রীচরণ।
অঙ্গেতে মাথায় কত সুগন্ধি চন্দন॥
বিবিধ পুষ্পের মালা পরায় হরিবে।
পদতলে পড়ি তবে কহে মৃদুভাষে॥
সার্থক জীবন আজ হইল আমার।
পবিত্র হইল গৃহ কৃপাতে তোমার॥
আজি মম কোটিকুল উদ্ধার হইল।
যত মহাপাপ সব দূরে পলাইল॥
কি কহিব আমি দেব হীনমতি অতি।
আমার কুলেতে আজি হইল সদ্গতি॥
তোমরা দুজনে হও পরম কারণ।
প্রধান পুরুষ তুমি জানে সর্ব্বজন॥
জগদীশ জগন্নাথ সংসারের সার।
তোমা ভিন্ন এ জগতে নাহি দেখি আর
তোমা হ'তে হয় এই বিশ্বের সৃজন।
কত স্থানে কত রূপ করিলে ধারণ॥
ব্রহ্মা রূপ ধরি কর জগৎ সৃজন।
বিষ্ণুরূপে জীবগণে করহ পালন॥
মহাকালরূপে কর জীবের সংহার।
আর কত রূপে হরি হ'লে অবতার॥
জগৎ করিলে বশ প্রকাশিয়ে মায়া।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর কৃপা প্রকাশিয়া॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ জগত-নিচয়।
জীবের কারণ মাত্র ওহে সর্ব্বাশ্রয়॥
মানব আকার ধর জীব উদ্ধারিতে।
কোন মূঢ়জন তোমা পারয়ে চিনিতে॥
জগত রাখিতে প্রভু তুমি অবতার।
অসুর দানবকুলে করহ সংহার॥
জনম লইয়া তুমি দৈবকী উদরে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামতি পূর্ণ অবতারে॥
সতত করহ হরি দুষ্টের দমন।
নাশিলে অনেক দৈত্য নাহিক গণন॥
দৈত্য সংহারেতে তব যশ বিস্তারিল।
তব যশে এ জগত মাতিয়া উঠিল॥
মথুরা নিবাসী আদি মোরা যত জন।
কত ভাগ্যবান সবে কহ নারায়ণ॥
যে পদে উৎপত্তি গঙ্গা পবিত্রকারিণী।
ত্রিজগতে উদ্ধারিলে ওহে গুণমণি॥
ত্রিজগতে শ্রেষ্ঠ ওহে তুমি ভগবান।
সকলের ধাতা হরি সবার প্রধান॥
সবার কারণ তুমি সবাকার ধাতা।
বিশ্বময় মহাকায় এ বিশ্বের পিতা॥
কে আছে জগতে আর তোমার সমান।
তুমি জগতের কর্ত্তা দেব ভগবান॥
যে জন তোমারে ভজে দেব দামোদর।
চরমে পরমপদ পায় সেই নর॥
যোগেশ্বর সদা সেবে তোমার চরণ।
কি আমি করিব তব মহিমা কীর্ত্তন॥
অতএব ওহে প্রভু করুণা বিস্তার।
কৃপা করি কৃপাময় এ জনে নিস্তার॥
তব পদে এ মিনতি দেব নারায়ণ।
তব মায়া মাতা মুখে করেছি শ্রবণ॥
দারা সুত পরিবার স্বজন বান্ধবে।
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে আছি এই ভবে॥
সেই মায়ামোহ মোর করহ ছেদন।
তব পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন॥
বিষম তোমার মায়া ওহে মায়াধর।
সে মায়া কবলে জীবে নাহিক নিস্তার॥
ওহে দয়াময় তুমি করহ করুণা।
আর যেন নাহি হয় জঠর যন্ত্রণা॥
বহু স্তব করিলেন অক্রুর তখন।
স্তবে তুষ্ট হইলেন রাধিকামোহন॥
হাস্যাননে অক্রুরেরে কহে দামোদর।
ওহে খুড়া কেন এত স্তুতি কর মোর॥
স্তব করা তব খুড়া উচিত না হয়।
পিতার সমান তুমি শাস্ত্রে হেন কয়॥

পরম পণ্ডিত তুমি জানে সর্ব্বজন।
তোমা সম প্রিয় মোর নাহি কোনজন ॥
যেমন আছয়ে খুড়া তোমার তনয়।
তার সম মোরা হই জানিহ নিশ্চয় ॥
তুমি কর্ত্তা সবাকার মোরা আজ্ঞাধীন ॥
সতত রয়েছি মোরা তোমার অধীন ॥
তব সম মায়াধর কে আছে ভুবনে।
তুমি সাধু মহাশয় জ্ঞাত সর্ব্বজনে ॥
তব দরশন খুড়া যেই জন করে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় অমঙ্গল হরে ॥
জলময় যত তীর্থ আছয়ে ভুবনে।
শীলাময়ী মুর্ত্তি যত দেখহ নয়নে ॥
অন্তে পাপক্ষয় হয় তাহা দরশনে।
সত্বর পবিত্র হয় সাধুর মিলনে ॥
শুন খুড়া বলি আমি তোমারে এখন।
মহা পুণ্যবান সাধু তুমি মহাজন ॥
হস্তিনা নগরে খুড়া যাও একবার।
তোমা হতে হবে সেই কার্য্যের উদ্ধার ॥
কেমন আছেন সেই পাণ্ডব সকলে।
কুশলে আছেন তারা কিম্বা অকুশলে ॥
যাও তুমি হস্তিনানগরে শীঘ্রগতি।
বড় প্রিয় হয় মম পাণ্ডুর সন্ততি ॥
শিশুপুত্র রাখি পাণ্ডু মরণ লভিল।
বিপদ-সাগরে কুন্তী নিমগ্ন হইল ॥
লহ তত্ত্ব কিরূপে সে পুত্রেরে পালিছে।
কিরূপে সে পুত্র ল'য়ে কুশলেতে আছে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পালিতেছে করেছি শ্রবণ।
মহাদুষ্ট হয় তার শতেক নন্দন ॥
পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্ব কর্ম্মে রত।
সেই তত্ত্ব আনি মোরে কর আনন্দিত ॥
কিরূপে পালিল সেই পঞ্চ পুত্রগণ।
জানিতে বিশেষ তত্ত্ব করহ গমন ॥
তোমার মুখেতে শুনি সে সব বচন।
পরেতে করিব যাহা জানিবে তখন ॥
এই কথা অক্রুরেরে আদেশ করিল।
রাম উদ্ধবের সহ গৃহেতে চলিল ॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস ভাষে নানা ছন্দে হরিষ অন্তর ॥
ভব সাগরের ভেলা শ্রীহরি চরণ।
মহানন্দে জীবগণ করহ শ্রবণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রুর গৃহে কৃষ্ণ বলরামের গমন সমাপ্ত।

অথ অক্রুরের হস্তিনায় গমন।

শুকদেব বলে ওহে শুন মহামতি।
অক্রুর হস্তিনাপুরে করিলেন গতি ॥
মনোহর দিব্য পুরী করে দরশন।
হেরিল বিচিত্র সে পুরীর নির্ম্মাণ ॥
দেবেন্দ্রের পুরী সম শোভা মনোহর।
হেরিল সে সভাগৃহ পরম সুন্দর ॥
আনন্দে অক্রুর তবে পুরী প্রবেশিল।
সকলের সঙ্গে তথা সম্ভাষ করিল ॥
যে যাহা জিজ্ঞাসে তাহা কহে সেইক্ষণে।
অক্রুরের প্রতি তুষ্ট যত কুরুগণে ॥
আদরে অক্রুরে তবে করি সম্ভাষণ।
রাখিল যতনে সেই হস্তিনা-ভুবন ॥
কিছুদিন সেই স্থানে অক্রুর রহিল।
অন্ধ নৃপতির যত চরিত্র জানিল ॥
জানিল সকল তত্ত্ব অক্রুর সুমতি।
পুত্রবশ হয় ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
শত ভাই দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাশয়।
মহাবলবন্ত সবে অধর্ম্ম আশ্রয় ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ ধর্ম্মে সদা রত।
তাঁহাদের প্রিয় হয় প্রজাগণ যত ॥
প্রজাগণ সবে মনে করয়ে চিন্তন।
পার্থ রাজা হ'য়ে করে প্রজার পালন ॥
সর্ব্বগুণাধার সেই পার্থ মহামতি।
প্রজাগণ করে সদা পার্থের সুখ্যাতি ॥

এইরূপে প্রজাগণ করি দরশন।
অন্তরে ব্যথিত সদা হয় দুর্য্যোধন॥
সহিতে না পারে দুষ্ট ক্রোধে জ্বলে অতি
সদত করয়ে হিংসা অর্জ্জুনের প্রতি॥
পাণ্ডবের প্রতি দ্বেষ করে অবিরত।
বধিতে তাদের প্রাণ চেষ্টা বহুমত॥
সর্ব্বদা তাদের প্রতি কহে কুবচন।
অন্তরে ভাবিছে পঞ্চ জনের নিধন॥
বিদুর গৃহেতে কুন্তী অক্রুরে কহিল।
মহাদুঃখে মহাদেবী কহিতে লাগিল॥
অক্রুরে ডাকিয়া কুন্তী নির্জ্জনে তখন।
একে একে কহে দেবী সব বিবরণ॥
কহ ভাই অগ্রে শুনি কুশল সবার।
সুমঙ্গল কহ মোরে জননী আমার॥
বসুদেব ভাই মোর আছেত কুশলে।
ভ্রাতৃগণ কিরূপেতে আছয়ে সকলে॥
কেমন আছেন সেই কহ রাম হরি।
সতত অন্তর জ্বলে তাদের না হেরি॥
ভ্রাতৃপুত্র হয় সেই রাম গদাধর।
কেমন আছেন তাঁরা বলহ সত্বর॥
মনে কি পড়েছে মোরে কহ সেই বাণী।
কতদিনে দেখিব সে শ্রীমুখ দুখানি॥
যেরূপে বিষাদে আমি রয়েছি মগন।
ব্যাধ পাশে বদ্ধ যথা মৃগী অসরণ॥
কতদিনে গোবিন্দের পাব দরশন।
সান্ত্বনা করিবে মোরে জগৎ জীবন॥
পিতৃহীন পঞ্চপুত্রে হরি কত দিনে।
দরশন করিবেন পঙ্কজ নয়নে॥
পাণ্ডবেরে আসি হরি কবে সম্ভাষিবে।
কবে দুঃখবারি মোর শুকাইয়া যাবে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু জগতের সার।
প্রসন্ন জনেরে দেব করহ উদ্ধার॥
ওহে বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বের কারণ।
তোমা ভিন্ন কার পদে লইব শরণ॥
সংসার যন্ত্রণা যায় স্মরণে তোমার।
যে ভাবে তোমারে নাহি মৃত্যুভয় তার॥
ভজিলে তোমার পদ স্বর্গেতে গমন।
পরমাত্মা হরি সেই পরম কারণ॥
যোগের কারণ দেব সেই যোগেশ্বর।
ভক্তজনে রক্ষা সদা করে পরাৎপর॥
বিশ্বের বিধাতা দেব বিশ্ব নিরঞ্জন।
তাঁহার অভয় পদে লইনু শরণ॥
কৃপা করি কৃপাময় রাখিবে আমায়।
তিনি ভিন্ন কেবা মোর আছয়ে ধরায়॥
এইরূপে কুন্তীদেবী বহু স্তব করে।
হইয়ে বিষম দুঃখী ভাসে অশ্রুনীরে॥
এই বার্ত্তা কুন্তীদেবী অক্রুরে কহিল।
তাহার দুঃখের কথা বিস্তারি বলিল॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
কুন্তীর বচনে কহে অক্রুর তখন॥
কেন দেবী বৃথা তুমি দুঃখ ভাব মনে।
হইবে দুঃখের শেষ আর কিছুদিনে॥
এইরূপে প্রবোধিয়া সান্ত্বনা করিল।
বিবিধ বচনে পরে তারে বুঝাইল॥
বিদুর সহিত তবে অক্রুর তখন।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে পরে করিল গমন॥
প্রণতি করিয়া কহে নিজ পরিচয়।
মৃদুভাষে মহারাজে তবে কিছু কয়॥
শুন মহারাজ কহি বচন প্রকৃত।
সত্যভাষী হয় সেই যে হয় সুহৃত॥
তুমি ধৃতরাষ্ট্র হও মহাবীর্য্যবান।
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র তুমি মতিমান॥
কুরুকুলে কীর্ত্তি তব জানে সর্ব্বজন।
তব ভ্রাতঃ অকালেতে লভিল মরণ॥
হস্তিনাতে মহারাজ তুমি মহাশয়।
রাজধর্ম্মে বিভূষিত তুমিই নিশ্চয়॥
অতএব কিবা আমি কহিব তোমারে।
পুত্রবৎ পাল রাজা সকল প্রজারে॥

প্রজাগণ পিতাসম সম্ভাষে রাজায়।
রাজধর্ম্মে এই বিধি জানি সমুদয়॥
সকলে সমান স্নেহ করিবে রাজন।
কায়মনে রাজা করে প্রজার পালন॥
তাহাতে রাজার কীর্ত্তি জানে এ জগতে।
তার পুণ্য ক্ষিতিমাঝে জানিবে নিশ্চিতে॥
অন্যথা অধর্ম্ম যদি করে আচরণ।
তার অপযশ ঘুষে জগতের জন॥
ইহ অপযশ অন্তে নরকেতে গতি।
কোনরূপে তার নাহি হয় হে নিষ্কৃতি॥
তাই বলি নরবর হও ধর্ম্মপর।
একচিত্তে ধর্ম্মকার্য্য কর নিরন্তর॥
তব পুত্র পাণ্ডুপুত্রে কর সমজ্ঞান।
তাহ'লে ভারতে তব হইবে কল্যাণ॥
আত্ম পর ভাব যদি তুমি নরপতি।
অপযশ পাবে লোকে হইলে অখ্যাতি॥
ভ্রাতৃপুত্র পুত্রবৎ শাস্ত্রে এই কয়।
অতএব সমভাব করহ উভয়॥
দেখ মহারাজ কহি তোমারে নিশ্চয়।
অনিত্য সংসার এই সব মায়াময়॥
এই যে সংসারে যত হের রাজ্যধন।
সকলই মিথ্যা ছায়াবাজীর মতন॥
কভু স্থির নহে ইহা ক্ষণেকেতে লয়।
ঈশ্বরের খেলা মাত্র জানিবে নিশ্চয়॥
দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন।
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য যত সহ অকারণ॥
কেহ কার' নয় তাহা জানিও মনেতে।
আপনার দেহ যাহা যায় পঞ্চভূতে॥
চিরজীবি কেহ নহে ওহে মতিমান।
জনমিলে আছে তার অবশ্য মরণ॥
তবে মিছে আশা সব রাজ্যের কারণ।
সার কহিলাম আমি তোমারে রাজন॥
তবে এই জগতের সুকৃতি ফলেতে।
আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জ এ জগতে॥
কেহ বা সম্ভোগে সুখ করে দুঃখ ক্ষয়।
সার কথা কহিলাম তোমারে নিশ্চয়॥
অল্পবুদ্ধি হয় যার সেই দুরাশয়।
এ সংসার সর্ব্বক্ষণ দেখে সারময়॥
নিত্য নহে এ সংসার জীব নহে স্থির।
ক্ষণেকের তরে মাত্র জানিবে সুধীর॥
মায়াময় এ সংসার জানিও অন্তরে।
অধর্ম্ম করিয়া রাজা পালে যে প্রজারে।
তাহার দুর্গতি কহি শুন নরপতি।
নরক ভুঞ্জয়ে সেই দুষ্টজন অতি॥
বুদ্ধিহীন জনে হয় হেন কর্ম্মে রত।
স্বজন পীড়ন করে সেই দুষ্টচিত॥
নিজধর্ম্ম পরিহরি অধর্ম্ম লভয়।
তাহার নরক ভোগ জানিবে নিশ্চয়॥
কি আর কহিব আমি শুনহ রাজন।
ঈশ্বর মায়াতে এই সৃষ্টির সৃজন॥
জগতের যত সব কর দরশন।
সকল অসারময় স্বপ্নের মতন॥
পদ্মপত্রে জল যথা স্থির নাহি হয়।
সেরূপ অস্থির এই জগৎ নিশ্চয়॥
ভোজবাজী সম ইহা জানিবে রাজন।
সার কহিলাম আমি তোমারে এখন॥
অতএব নৃপবর স্থির কর মতি।
কদাচ অধর্ম্মে যেন নাহি হয় মতি॥
কুরু পাণ্ডবেরে তুমি ভাব একমনে।
অন্যথা না হয় যেন কহিনু এক্ষণে॥
অন্যথা কুশল নহে ওহে নরপতি।
অধর্ম্মকারীর হয় অশেষ দুর্গতি॥
অক্রূর বচনে তবে কহিল রাজন।
আমারে কহিলে তুমি প্রকৃত বচন॥
জ্ঞান শিক্ষা হৈল মম বচনে তোমার।
কিন্তু এক কথা আমি বলিহে আবার।
তব বাক্য পালিতে আসক্ত মম মন।
দরিদ্র পাইলে যথা অমূল্য রতন॥

সেইমত মম মন হ'য়েছে চঞ্চল।
যে কথা কহিলে তুমি পরম মঙ্গল॥
সত্যধর্ম্ম সদা হয় উচিত পালন।
হ'য়েছে হৃদয় মোর চঞ্চল এখন॥
পুত্রবশে বশীভূত আমার হৃদয়।
হিতাহিত শক্তি মোর কিছু নাহি রয়॥
অনুক্ষণ সচঞ্চল আমার অন্তর।
যেমন বিদ্যুৎ গতি ওহে গুণাকর॥
সেরূপ অস্থির হয় আমার হৃদয়।
আমা হ'তে শুভকার্য্য কভু নাহি হয়॥
ঈশ্বরের বিধি ইহা মনেতে জানিবে।
সে বিধি অন্যথা করে কেবা আছে ভবে॥
হরিতে অবনীভার প্রভু নারায়ণ।
বৃষ্ণিকুলে অবতীর্ণ দেব জনার্দ্দন॥
ঈশ্বরের কার্য্য যাহা কে করে খণ্ডন।
কার সাধ্য তাঁর কর্ম্ম করয়ে হেলন॥
তাঁর ইচ্ছামত কার্য্য করে জীব যত।
কেবা হেন আছে তার করে অন্যমত॥
তিনগুণময় এই জগৎ সংসার।
সেই তিনগুণ হয় মায়ার আধার॥
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে।
কেবা হেন আছে তার অন্যথা করিবে॥
কে জানে তাঁহার তত্ত্ব সে যে তত্ত্বময়।
সংসার চক্রেতে যাঁর গতি দ্রুত হয়॥
জগতের নর মুগ্ধ মায়ায় যাঁহার।
সে জনার পদে মম কোটি নমস্কার॥
এত কহি অন্ধরাজ নিস্তব্ধ হইল।
মনের বাসনা তার অক্রুর জানিল॥
অন্ধরাজ অভিপ্রায় জানিয়ে তখন।
বিদুর সহিত গৃহে করিল গমন॥
তবেত সুধীর সেই অক্রুর সুমতি।
বিদায় লইয়া করে মথুরাতে গতি॥
কৃষ্ণ বলরাম পদে প্রণতি করিল।
ধৃতরাষ্ট্র অভিপ্রায় সকল কহিল॥
কুন্তীর যতেক বাক্য করিল জ্ঞাপন।
রামকৃষ্ণ দুইভায়ে কহিল তখন॥
হস্তিনা সংবাদ যত কহে মহামতি।
পরে দোঁহা পদে করি ভক্তিতে প্রণতি॥
নিজ গৃহে মহামতি করিল গমন।
দাস কহে হরিকথা পরম শোভন॥
হরিকথা যেইজন শুনে একমনে।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সেইজনে॥
তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ।
একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রুরের
হস্তিনাপুরী গমন সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
অপরে শুনহ কথা পরম সুন্দর॥
কংসের রমণী দুই (১) বিধবা হইল।
আকুল অন্তরে তারা পিতৃগৃহে গেল॥
জরাসন্ধ কন্যা তারা শুন নরপতি।
জরাসন্ধ শুনি হৈল অতি ক্রোধমতি॥
জিজ্ঞাসিল কহ মোরে সব বিবরণ।
কংস নরবরে কেবা করিল নিধন॥
কেবা হেন মহাবীর জগতে আছিল।
আমার জামাতা কংসে বিনাশ করিল॥
শুনিয়া পিতার বাক্য কহে দুইজন।
বধিল জামাতা তব নন্দের নন্দন॥
কি দুঃখ হইল পিতা কিরূপে কহিব।
জীবনে কি ফল ইহা এখনি ত্যজিব॥
লোক মুখে শুনি এক অপূর্ব্ব কথন।
নন্দালয়ে ছিল বসুদেবের নন্দন॥
কেহ বলে নন্দসুত এই জন হয়।
কেহ বলে বসুদেব পুত্র সুনিশ্চয়॥

১। অস্তি ও প্রাপ্তি নামে জরাসন্ধের দুই কন্যা কংসের বণিতা।

যজ্ঞ দরশনে আসি কংসেরে বধিল।
যজ্ঞধনু আসি সেই কৃষ্ণ যে ভাঙ্গিল॥
মহাহস্তী কুবলয় করিল নিধন।
চানুর মুষ্টিক আদি বধে কতজন॥
যেরূপে মারিল পিতা তব জামাতায়॥
সে কথা কহিতে প্রাণ ফাটিয়া যে যায়॥
বক্ষেতে চাপিয়া তার বধিল জীবন।
সে কথা কব কি পিতা তোমারে এখন॥
এত কহি দুইজনে কতই কান্দিল।
করাঘাত নিজ বক্ষে হানিতে লাগিল॥
জরাসন্ধ রায় শুনি কন্যার রোদন।
শোকে দুঃখে হলো তার আরক্ত নয়ন॥
আগুনের কণা যেন বাহির হইল।
অগ্নিগিরি (১) হ'তে যেন অগ্নি নিঃসরিল
ক্রোধেতে সকল অঙ্গ হইল কম্পিত।
দন্তে দন্ত ঘর্ষে হ'য়ে শোকে বিমোহিত॥
বলে আজি হেন কর্ম্ম ক'রে কোনজন।
দুই মাথা কেবা শিরে করিল ধারণ॥
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে কেবা ঝাঁপ দিল।
নিজ হস্তে ধরি ফণী গলায় বান্ধিল॥
এবে জানিলাম তার মরণ নিশ্চয়।
পাপমতি গোপাধম যাবে যমালয়॥
যদুবংশ পৃথিবীতে নির্ম্মূল করিব।
গোপবংশে রাখে কেবা তাহাও দেখিব॥
কত বল ধরে সেই গোয়ালার সুত।
মম সহ বাদ তার হেরি কি অদ্ভুত॥
এত বলি সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।
ললাট ফলক তার কুঞ্চিত হইল॥
রক্তবর্ণ দুই আঁখি ঘোর দরশন।
সেনাগণে সেইক্ষণে কহিল তখন॥
সাজহ সকলে শীঘ্র চলহ সত্বরে।
একেবারে চল সেই মথুরানগরে॥

পাইয়ে রাজার আজ্ঞা যত সেনাগণ।
মহানন্দে নানা বাদ্য করিল বাদন॥
চতুরঙ্গ দল চলে আনন্দ অপার।
বেড়িল মথুরাপুরী শব্দ ভয়ঙ্কর॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র হইল।
সাগর তরঙ্গ সম নাচিতে লাগিল॥
চারিদিকে মহাশব্দ সৈন্য কোলাহল।
দেশবাসী লোক যত ভাবে অমঙ্গল॥
ভগবান মনে মনে চিন্তা করে সার।
এখনি করিতে হবে অসুর সংহার॥
জরাসন্ধ আসিয়াছে বধিতে দুজনে।
এই ছলে সবাকারে না রাখি এখানে॥
হরিতে অবনীভার এসেছি ধরায়।
দৈত্যগণ ধ্বংস এবে হইবে নিশ্চয়॥
বহু রাজপুত্রগণে মাগধে আনিল।
অসুরের অংশে সবে জনম লভিল॥
এ সব অসুর বংশ হইবে নিধন।
উচিত আমার মাত্র সাধুর রক্ষণ॥
এইরূপে মনে মনে চিন্তি নারায়ণ।
মন্ত্রণা করয়ে তবে সহ সর্ব্বজন॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব এ কথা।
শূন্য হ'তে মহারথ আইল যে তথা॥
তেজপুঞ্জ দুই রথ যোগেতে নামিল।
শত সূর্য্য সম প্রভা তাহাতে ভাতিল॥
ধ্বজেতে গরুড় শোভে অস্ত্রপূর্ণ তাহে।
বলরামে সম্বোধিয়া কৃষ্ণ তবে কহে॥
ওহে মহাশয় কিবা কর দরশন।
শীঘ্রগতি রথোপরে কর আরোহণ॥
রাখহ মথুরাপুরী যদুগণে রাখ।
নিশ্চিন্ত হইয়া আর বৃথা কিবা দেখ॥
ইহার কারণ মোরা দুই অবতার।
শীঘ্রগতি কর সবে দুষ্টের সংহার॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
সেই হেতু আমাদের ধরা আগমন॥

১। আগ্নেয় পর্ব্বত

বহু সেনা সহ আইল মগধ ঈশ্বর।
বিলম্ব না করি রথে উঠ হলধর॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা মথুরা বেড়িল।
মারিতে অসুরগণে সত্বরেতে চল॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে ভাই দুইজন।
সেই রথে শীঘ্র তবে করে আরোহণ॥
দারুক সারথি রথ বেগেতে চালায়।
মহাশঙ্খ ভগবান আপনি বাজায়॥
নগর বাহিরে রথ দাঁড়ায় তখন।
বাজিল সে রণবাদ্য দৃশ্য যে ভীষণ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ হরি আপনি বাজায়।
দারুক সারথি রথ বেগেতে চালায়॥
পাঞ্চজন্য ঘন ঘন বাজিতে লাগিল।
সেই শব্দে শত্রু যত কাঁপিয়া উঠিল॥
মহাভয়ে ভীত সব বীরগণ হৈল।
অন্তরেতে নারায়ণ আনন্দ লভিল॥
তবে জরাসন্ধ ইহা করি দরশন।
কহিতে লাগিল দোঁহে করি সম্বোধন॥
নরাধম পাপমতি দুষ্ট দুরাশয়।
গোপাধম হেরি তোর স্পর্দ্ধা অতিশয়॥
কি সাহসে কংসরাজে করিলি নিধন।
জাননা কি জরাসন্ধ জীবিত এখন॥
আমার কারণ কিছু ভয় না ভাবিলে।
জামাতা সে কংসরাজে নিধন করিলে॥
কত বল ধর তুমি গোয়ালার সুত।
দেখিব কিরূপে যুদ্ধ কর তুমি কত॥
আজ তোমাদের বল সাক্ষাৎ জানিব।
নিশ্চয় যমালয়ে তোদের পাঠাব॥
শ্রবণে তাহার বাক্য কহে নারায়ণ।
বৃথা বাক্য ব্যয়ে কিবা আছে প্রয়োজন।
বৃথা দর্পে কিবা ফল মগধ ঈশ্বর।
কার্য্যে দেখা যাবে বল যত আছে তোর।
কর যুদ্ধ মোর সহ জানিবে তখন।
কাপুরুষ মত কর মিথ্যা আস্ফালন॥

কৃষ্ণের বচনে তবে জরাসন্ধ রায়।
জ্বলিয়া উঠিল যেন হুতাশন প্রায়॥
চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল তখন।
সর্ব্ব অঙ্গ হয় তার সঘনে কম্পন॥
দন্তে দন্ত দিয়া তবে করে কড়মর্ড়।
ছাড়িল অসংখ্য তবে ধনুকের শর॥
মহাকোপে করে যায় বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে এককালে ঢাকিল গগন॥
ঢাকিল সূর্য্যের কর হৈল অন্ধকার।
চারিদিকে সৈন্যগণ ছাড়িল হুঙ্কার॥
তবে বলরাম তথা ক্রোধিত অন্তরে।
বরিষণ করে বাণ শত্রু সৈন্যপরে॥
বাণে বাণে বাণ সব কাটিয়া ফেলিল।
অন্ধকার গেল সূর্য্য কর প্রকাশিল॥
দুই ভাই দুই রথে বিরাট মূরতি।
প্রাসাদ হইতে দেখে যতেক যুবতী॥
সৈন্য সমাগমে সবে বিস্মিত হইল।
মনে মনে সকলেই ভাবিতে লাগিল॥
মগধ রাজার সৈন্য হেরিল অপার।
চিন্তান্বিত নারীগণ ভাবে অনিবার॥
এই মহা সৈন্য মাঝে ভাই দুইজন।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ না জানি কারণ॥
কিরূপে করিবে জয় মগধ ঈশ্বরে।
হেনমতে নারী যত ভাবিছে অন্তরে॥
অন্তর্য্যামী ভগবান সকল জানিল।
মহাশব্দে মহাবাণ বরিষণ কৈল॥
তাহা দরশনে তবে জরাসন্ধ বীর।
দন্ত কড়মড় করে ক্রোধেতে অস্থির॥
মহামত্ত হস্তী পৃষ্ঠে ধাইল তথায়।
আনন্দেতে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়॥
মহাগজে বসি রাজা সোৎসুক অন্তরে।
ছাড়িল বিবিধ বাণ রাম কৃষ্ণোপরে॥
তবে মহাক্রোধান্বিত হৈল ভগবান।
করীকুম্ভ লক্ষ্য করি মারে এক বাণ॥

বাণ খেয়ে করীবর কাঁপিতে লাগিল।
কাঁপিয়া ভূতলে পড়ি পরাণ ত্যজিল ॥
ভূতলে পড়িল গজ মহাশব্দ করি।
হস্তী চাপে কত সেনা গেল তথা মরি ॥
রথ রথী অশ্বগণ অনেক পড়িল।
বাণাঘাতে বহু সেনা জীবন ত্যজিল ॥
তাহা দেখি জরাসন্ধ আকুল অন্তর।
গজ শূন্য ভূমিতলে ভ্রমে একেশ্বর ॥
ভূমিতলে থাকি বাণ করে বরিষণ।
অন্ধকারময় তবে হইল গগন ॥
তা দেখি মথুরাবাসী পুরজন যত।
একেবারে সকলেতে সভয়ে কম্পিত ॥
কৃষ্ণ বলরাম হেতু চিন্তিত অন্তর।
মহাকোপে ক্রোধান্বিত দেব হলধর ॥
মুষল লইয়া করে বেগেতে ধাইল।
জরাসন্ধ সৈন্যমাঝে বেগে প্রবেশিল ॥
মহাবল ধরে সেই দেব সঙ্কর্ষণ।
শত্রু সৈন্যপরে করে বিষম ঘাতন ॥
মুষল আঘাতে তবে বড় বড় বীর।
ভূতলে পড়িয়া তবে হইল অস্থির ॥
কত কত মহাবীর ছাড়িল জীবন।
সাগর তরঙ্গ সম যত সেনাগণ ॥
মহানন্দে চারিদিকে মহাশব্দ করে।
করিল নিধন রাম মুষল প্রহারে ॥
মারিল সকল সেনা দুই সহোদর।
পরম আনন্দে নৃত্য করে তদন্তর ॥
নাশিয়া অসুরকুলে দেব জনার্দ্দন।
রণস্থলে চারিদিকে করেন ভ্রমণ ॥
ওহে নরবর কহি এখন তোমারে ॥
পরম কারণ যেই এ ভব সংসারে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয় যাহা হ'তে।
তাঁহার গুণের অন্ত না পারি কহিতে ॥
কটাক্ষে জগত পারে বিলয় করিতে।
তাঁর কি আশ্চর্য্য এই সৈন্য বিনাশিতে ॥
জরাসন্ধ সৈন্যগণে নিধন করিল।
একমাত্র রণস্থলে ভ্রমিতে লাগিল ॥
মহারাজ জরাসন্ধ সভীত অন্তর।
বেগেতে ধরিল তারে গিয়া হলধর ॥
যেমন কেশর রাজ মহাগজবরে।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে বেগে তারে গিয়া ধরে ॥
সেইমত জরাসন্ধে ধরিয়া আনিল।
মহাপাশে তবে তারে বন্ধন করিল ॥
তবে বলদেব তার নিধন কারণ।
মহা অসি দুই করে করে উত্তোলন ॥
হেনকালে কহে তবে দেব গদাধর।
না মার উহারে ভাই তুমি হলধর ॥
তব বধ্য নহে ভাই জানিবে ইহায়।
বলদেব ছাড়ি দিল কৃষ্ণের কথায় ॥
ওহে মহারাজ শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
জরাসন্ধে ছাড়ি দিল দেব হলপাণি ॥
তবে মনদুঃখে সেই মগধ রাজন।
বিষাদ অন্তরে করে দেশেতে গমন ॥
অন্তরে বিষম ক্রোধ তাহার জন্মিল।
তপস্যা করিতে তবে মনেতে চিন্তিল ॥
মনদুঃখে বনপথে ধাইল তখন।
নৃপগণ কহে তারে প্রবোধ বচন ॥
কি কারণে বনমাঝে গমন করিবে।
কি হেন এ দুঃখ তব কহিতে হইবে ॥
রাজা কহে যাব আমি তপস্যা কারণ।
কেন সবে মোরে কর বৃথা নিবারণ ॥
তবে যত রাজগণ তাহারে বুঝায়।
কি হেতু তপস্যা তব কহ নররায় ॥
অতুল বিক্রম তব কেবা তোমা আঁটে।
কেবা জয়ী হয় বল তোমার নিকটে ॥
তবে এই এক কথা শুন নররায়।
দৈবের লিখন কভু খণ্ডন না যায় ॥
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে তব হেন অঘটন।
যুদ্ধেতে জিনিল তাই তোমা যদুগণ ॥

নতুবা তোমারে জয়ী করে কেবা আর।
তোমার ভয়েতে স্থির নহে এ সংসার॥
অধিক কি কব আর ওহে মহামতি।
তোমার সম্মুখে পারে কে করিতে গতি॥
বৃথা এ তপস্যা তব নাহি ফলোদয়।
অস্ত্ররূপে কর সেই যদুগণে জয়॥
সে বাণী শ্রবণে তব মগধ রাজন।
নিরস্ত হইল তবে তপস্যা কারণ॥
হেথায় আনন্দ অতি মথুরানগরে।
ঘরে ঘরে মহানন্দে মহানৃত্য করে॥
যুদ্ধজয়ী বলরাম দেব গদাধর।
মহানন্দে নাচে যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
দেবগণ শূন্য হ'তে কুসুম বরিষে।
হরিগুণ গান করে মনের হরিষে॥
তৎপরে রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রবেশিল মহানন্দে পুরীর ভিতর॥
উগ্রসেনে কহে তবে সব বিবরণ।
আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল তখন॥
এইমত বহু সৈন্য করিয়া সঙ্গেতে।
কতবার জরাসন্ধ আসে মথুরাতে॥
করিয়া বিষম যুদ্ধ সঙ্গে দুজনার।
পরাভব মানি গৃহে যায় বার বার॥
সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাভব হৈল।
পুনঃ সে মথুরাপুরী আসিয়া বেড়িল॥
কিন্তু এক কথা হেথা শুনহ রাজন।
নারদ মগধরাজে কহিলা তখন॥
শুনহ মগধরাজ বচন আমার।
মথুরা যাইবে যদি তুমি পুনর্ব্বার॥
তবে উপদেশ মম করহ শ্রবণ।
তব বশীভূত হয় অসংখ্য যবন॥
তাহাদিগে ল'য়ে যুদ্ধে যাও নরেশ্বর।
যবনে বধিতে সাধ্য নাহিক কাহার॥
নন্দসুত দুইজনে পরাজয় হবে।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হবে॥
এত কহি মহামুনি প্রস্থান করিল।
তবে মগধের পতি তাহাই করিল॥
তিন কোটি যবনের যুদ্ধের কারণ।
মথুরানগর মাঝে পাঠায় তখন॥
মহারোষে যবনেরা রোধিল নগর।
নগরের লোক যত সভয় অন্তর॥
ভয়াকুল দেশবাসী তাহা দরশনে।
ভগবান চিন্তাযুক্ত হয় মনে মনে॥
বলরামে ডাকি তবে কহে নারায়ণ।
কহি শুন হিতকথা দেব সঙ্কর্ষণ॥
বড় দুরাচারী সেই মগধ ঈশ্বর।
যবন সৈন্যেতে তার ঘেরিল নগর॥
আমাদের বধ্য নহে দুরন্ত যবন।
পাইবে অনেক কষ্ট যত যদুগণ॥
মগধ রাজন হেথা আসিবে সত্বরে।
সংহারিবে বন্ধুগণে বিষম সমরে॥
অতএব এই যুক্তি কহ মহাশয়।
সমরে যবন যাতে বিনাশিত হয়॥
আর জ্ঞাতিগণ যাহে রহে কুতূহলে।
এমন বিধান এবে করিব কৌশলে॥
সমুদ্র মাঝেতে এক পুরী নির্ম্মাইব।
সেই স্থানে যদুগণে কুশলে রাখিব॥
প্রকারে যবনগণে করিব নিধন।
তোমারে কহিনু এই প্রকৃত বচন॥
বলরাম সহ হরি মন্ত্রণা করিল।
বিশ্বকর্ম্মে ডাকি তবে এই আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্ম্মা চলিল সত্বর।
সাগর মাঝেতে পুরী করে মনোহর॥
দ্বাদশ যোজন (১) পুরী করিল নির্ম্মাণ।
করিল বিষম পুরী সুদৃঢ় গঠন॥
মনোহর পুরী সেই বিশাই গড়িল।
দ্বারকা নামেতে তার নাম যে হইল॥

১। মতান্তরে কেহ কেহ বলেন, শত যোজন দ্বারকাপুরী বিস্তৃত ছিল।

পরম সুন্দর পুরী অদ্ভুত গঠন।
সুদৃঢ় প্রাচীর তার গড়ের বন্ধন॥
চারিদিকে কল্পবৃক্ষ করিল রোপণ।
আর কত রোপে তাহে কুসুম কানন॥
মনোহর অট্টালিকা মুনি মন হরে।
গঠিলেন পুরী সেই স্ফটিক প্রস্তরে॥
রজত নির্ম্মিত গৃহ চারু দরশন।
নানা রত্নে গৃহ সব হ'য়েছে শোভন॥
উচ্চ শৃঙ্গ শোভে তাহে গৃহের উপর।
রতন কলস কত শোভে মনোহর॥
রচিল বিবিধ ঘর বিবিধ যতনে।
কতই শোভিল তাহা বিবিধ বরণে॥
এইরূপ মনোহর পুরী নির্ম্মাইল।
সুধর্ম্ম নামেতে মঞ্চ তাহাতে রচিল॥
অশ্বশালা হস্তীশালা নির্ম্মাইল তায়।
পারিজাত পুষ্প তার দুয়ারে রোপয়॥
হেনমতে সেই পুরী হইল নির্ম্মাণ।
তাহাতে চলিল যত যদুবংশগণ॥
সবে আসি পুরী রক্ষা করে সাবধানে।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত দ্বারকাভবনে॥
হইল পরম তুষ্ট পুরী দরশনে।
রাখিলেন নারায়ণ সবারে যতনে॥
মথুরা নিবাসিগণে রাখিয়া তথায়।
রামকৃষ্ণ দুইজনে আসে মথুরায়॥
মথুরা বেড়িয়া আছে যত যবনের দল।
তাহা দেখি যেন কৃষ্ণ হইয়ে চঞ্চল॥
পুরী হ'তে নারায়ণ বাহির হইল।
দেখা দিয়ে যবনেরে পুনঃ লুকাইল॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাসে ভাষামতে আনন্দ অপার॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী গমন সমাপ্ত।

অথ মুচকুন্দ উপাখ্যান।

অপূর্ব্ব কথন শুন ওহে নররায়।
হেরিল যবন যবে কৃষ্ণ চলি যায়॥
যতেক যবন সৈন্য ভাবিল অন্তরে।
অস্ত্রহীন একা কৃষ্ণ পলায় সত্বরে॥
আমাদের ভয়ে এবে করে পলায়ন।
এত ভাবি পাছু পাছু ধাইল তখন॥
মনে আশা এইবার নিধন করিব।
মগধরাজের বাঞ্ছা অবশ্য পূরাব॥
কেহ বলে ধরি লহ রাজার গোচর।
কেহ বলে এই স্থানে করহ সংহার॥
এইরূপ ভাবি সবে পশ্চাৎ ধাইল।
কেহ বলে ধর শীঘ্র ঐ পলাইল॥
দ্রুতপদে ধায় সবে যতেক যবন।
ধরিব ধরিব করে না করে ধারণ॥
ধরিবারে নিকটেতে যেই মাত্র যায়।
অমনি কৃষ্ণেরে বহু দূরেতে দেখয়॥
কেহ বলে এইবারে ধরিব নিশ্চয়।
কি অদ্ভুত কথা আজ শুন নররায়॥
ধরা নাহি দিলে তারে কার সাধ্য ধরে।
যোগিগণ অনুক্ষণ যাঁর ধ্যান করে॥
যোগীর পরম ধন পরম কারণ।
তাঁহারে ধরিতে পারে হেন কোন জন॥
তবে এই মাত্র ধরা দেন নারায়ণ।
হৃদয় মন্দিরে যোগী করে দরশন॥
তবে হরি ছল করি পথে চলি যায়।
যেন অন্তরেতে কত ভয়ের উদয়॥
চলিতে না চলে পদ হতেছে কম্পন।
যেন কত ভয়ে হরি করে পলায়ন॥
এইরূপ ভাবে যত গমন করিল।
ম্লেচ্ছগণ হৃষ্টমনে পশ্চাতে ধাইল॥
ধরি ধরি মনে করি না পারি ধরিতে।
দ্রুতপদে ধায় সবে তাঁহার পশ্চাতে॥

জলধর কোলে যথা সৌদামিনী খেলে।
তেমতি যবন যত পাছু পাছু চলে ॥
এইরূপে যবনেরা ধাইলেক সঙ্গে।
মহাবনে প্রবেশেন নারায়ণ রঙ্গে ॥
মহাভয়ঙ্কর গিরি তাহার ভিতর।
উচ্চ শীর্ষ হয় তার বিস্তৃত গহ্বর ॥
তাহার ভিতরে হরি সত্বরে চলিল।
যতেক যবনগণ পশ্চাতে ধাইল ॥
মনে ভাবে এইবার লুকাইয়া যায়।
কর্কশ বচনে তারা কহে ডাকি তায় ॥
ওরে হীনকর্ম্মা তুই কোথা পলাইবি।
এবার শমনালয়ে নিশ্চয় যাইবি ॥
জন্ম তব যদুকুলে তুমি মহাবীর।
প্রাণের কারণে কেন এতই অস্থির ॥
পলাইয়ে আর কোথা যাবে এইবার।
আমাদের হাতে হবে নিশ্চয় সংহার ॥
পলাইয়ে যাও বৃথা জীবন কারণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা না হয় কখন ॥
সম্মুখ সংগ্রামে যার প্রাণ অন্ত হয়।
চরমে পরম গতি তাহার নিশ্চয় ॥
ক্ষত্রিয়ের জনম মাত্র যুদ্ধের কারণ।
জীবনের ভয় তার না হয় কখন ॥
তুমি হে ক্ষত্রিয়াধম জানিলাম মনে।
প্রাণ ভয়ে পলাইয়ে যাও কি কারণে ॥
আমাদের কাছে কেবা পলাইয়া যাবে।
এবার তোমার প্রাণ কদাচ না রবে ॥
এই কথা বলি ধায় তাহার পশ্চাতে।
ক্রমে প্রবেশিল সেই পর্ব্বত গুহাতে ॥
প্রবেশিল যবে হরি পর্ব্বত কন্দরে।
হেরিল মানব এক আছে নিদ্রাঘোরে ॥
অচেতন আছে সেই পুরুষ রতন।
কৃষ্ণ নিজ বস্ত্রে তারে করে আচ্ছাদন ॥
পর্ব্বত কন্দরে হরি অদর্শন হ'লো।
কতক্ষণে ম্লেচ্ছগণ সেই স্থানে গেল ॥
বস্ত্রাবৃত জনে তথা করি দরশন।
হাসিয়া সকলে তারে কহে কুবচন ॥
ক্ষত্রিয় অধম ওরে বল কোথা যাবে।
আর পথ নাহি হেথা কোথায় পলাবে ॥
নিদ্রাচ্ছলে এই স্থলে করেছ শয়ন।
ধরেছ সাধুর মূর্ত্তি ভয়েতে এখন ॥
আর কি হইবে ছল ওরে দুরাশয়।
এখনি যাইবে দুষ্ট শমন আলয় ॥
এত কহি হাসি হাসি যতেক যবন।
পদাঘাত করে তায় ভাবি নারায়ণ ॥
যেমন হানিল পদ চমকে সে জন।
নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণে মেলিল নয়ন ॥
বহুকাল নিদ্রাগত ছিল সে কন্দরে।
নিদ্রাভঙ্গ হয় তার যবন প্রহারে ॥
কোপদৃষ্টে সেই জন করে দরশন।
রক্তবর্ণ হৈল তার যুগল নয়ন ॥
কোপাগ্নি প্রকাশ তার ললাটে বাড়িল।
যেন ঘোর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ করে নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল যত ম্লেচ্ছ সেনাগণ ॥
সেই কোপানলে সব পুড়িয়া মরিল।
সবে ভস্মরাশি হয় কেহ না বাঁচিল ॥
যবনের সেনা সব মরিল তথায়।
তিনকোটি সেনা পুড়ি ভস্মরাশি হয় ॥
শুনি বাণী পরীক্ষিত কহিল তখন।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥
কেবা সেই মহামতি কিবা নাম তার।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার কুমার ॥
পর্ব্বত কন্দরে কেন করিল আশ্রয়।
শয়ন করিয়া কেন তথা সেই রয় ॥
কিবা তেজে যবনেরে করিল বিনাশ।
বিস্তারিয়া কহ মোরে সেই ইতিহাস ॥
শ্রবণে রাজার কথা কহে মুনিবর।
তব সম সাধু নাই অবনী ভিতর ॥

শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
ইক্ষাকু বংশেতে হয় মান্ধাতা রাজন॥
মুচকুন্দ নামে হয় তাহার তনয়।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধীর সদাশয়॥
দ্বিজ-প্রিয় মহাজ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ।
মহাবীর্য্যবন্ত সেই তেজে হুতাশন॥
রাজার নিকটে আসি যতেক অমর।
মৃদুভাষে কহে সবে তাঁহার গোচর॥
শুন মহারাজ ধর মোদের বচন।
আমাদের দৈত্যভয় কর নিবারণ॥
অস্থির হ'য়েছি মোরা দৈত্যগণ ভয়ে।
তুমি রক্ষা কর এই মহাঘোর দায়ে॥
যদি নাহি রাখ তবে সংশয় জীবন।
রক্ষা কর দেবগণে শুনহ বচন॥
শুনিয়া অমর বাণী সন্তোষ হইল।
দেবকার্য্যে সেইক্ষণে গমন করিল॥
দৈত্যভয় নাশি রক্ষা করে নৃপবর।
ভয় হ'তে মুক্ত হৈল দেবতা নিকর॥
তবে যত দেবগণ আনন্দ হইল।
মুচকুন্দ রাজনে তবে কহিতে লাগিল॥
মম বাক্য শুন তুমি ওহে নরবর।
তোমা হৈতে রক্ষা হৈল যতেক অমর॥
দেব উপকার কৈলে একান্ত মনেতে।
বাঁচাইলে মো সবারে দৈত্যভয় হৈতে॥
মর্ত্ত্যলোক ত্যজি স্বর্গে করিল গমন।
দারা পুত্র পরিবারে করিয়া বর্জ্জন॥
রাজ্যপদ ভোগ সুখ মনে না ভাবিল।
দেবগণ হিতে স্বর্গে গমন করিল॥
আমাদের জন্য তুমি যে কর্ম্ম করিলে।
অনায়াসে দেবগণে তুমি বাঁচাইলে॥
মোরা সবে সুস্থির হইনু সর্ব্বক্ষণ।
বিষম জঞ্জাল সব কৈলে নিবারণ॥
দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব।
ওহে নৃপ কালবশে কাল প্রাপ্ত সব॥
কাল হস্তে সকলেতে হ'য়েছে নিধন।
তব বংশে জীবিত নাহিক একজন॥
কালরূপী মহাকাল সংসারের সার।
যাঁহার আজ্ঞায় হয় সবার সংহার॥
সেই কাল হ'তে তব বংশ হৈল ক্ষয়।
দুঃখ না ভাবিও মনে তুমি সদাশয়॥
চিরজীবি নহে কেহ জগতের জন।
জন্মিলে অবশ্য তার আছয়ে মরণ॥
না জানে পরম তত্ত্ব অল্পমতি যেই।
শোক তাপে অনুক্ষণ মত্ত হয় সেই॥
অতএব মহারাজ ধরহ বচন।
মনোমত বর লহ যাহা তব মন॥
মুক্তিপদ ছাড়া তুমি যে বর চাহিবে।
অন্যথা না হবে তাহা তখনি পাইবে॥
লহ বর নরবর বাক্য দেবতার।
বলে রাজা দেবগণে করি নমস্কার॥
বর দিতে বাঞ্ছা যদি সবাকার হয়।
এই বর দেহ মোরে হইয়ে সদয়॥
সবে মিলি এই বর করহ প্রদান।
যাহাতে সুস্থির হয় এ জনার প্রাণ॥
নির্জ্জনেতে চিরকাল নিদ্রা সুখে যাব।
তবেত জীবনে আমি সদা সুখ পাব॥
সুখেতে যাইব নিদ্রা পর্ব্বত কন্দরে।
হেনকালে যদি কেহ নিদ্রা ভঙ্গ করে॥
সেইক্ষণে ভস্মরাশি হবে সেইজন।
এই বর দেহ মোরে কহিনু বচন॥
শ্রবণেতে দেবগণ সন্তোষ বিধান।
সেইক্ষণে সেই বর করিল প্রদান॥
মুচকুন্দ আসি পরে গুহার ভিতরে।
মহাসুখে নিদ্রা যায় নির্ভয় অন্তরে॥
মগধের সেনা যত দুষ্ট দুরাশয়।
মুচকুন্দ কোপানলে হয় ভস্মময়॥
মুচকুন্দ নিদ্রাভঙ্গ যবন করিল।
সেই কোপানলে সবে বিনাশ হইল॥

যেইমাত্র যবনেরা হইল বিনাশ।
অমনি সে নারায়ণ হইল প্রকাশ॥
মুচুকুন্দ নিদ্রা ভঙ্গে করে নিরীক্ষণ।
সম্মুখেতে মহাকায় দেব নারায়ণ॥
হেরিল সে নবঘন রূপ মনোহর।
সুবিমল কান্তি সেই দেব পীতাম্বর॥
শ্রবণে কুণ্ডল বনমালা দোলে গলে।
মনোহর শোভা কিবা হেরি মন ভুলে॥
কৌস্তভে শোভিত বক্ষ মদনমোহন।
কত প্রভাময় সেই সুচারু বদন॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজ ধারী।
পীতধটী শোভে কটী বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
অলকা আবৃত গণ্ড ভুবন মোহন।
নাসাগ্রে ন'লক দোলে রূপ বিমোহন॥
সুচারুবদনে হাস্য ভুবন উজ্জ্বলে।
জগতে মোহন রূপে মোহিত সকলে॥
হেন অপরূপ রূপ করি দরশন।
একেবারে হইল সে আনন্দে মগন॥
ভুবন মোহন রূপে মোহিত হইল।
অমনি সে ভূমি লুটি প্রণাম করিল॥
মৃদুভাষে মহাহর্ষে কহিল তখন।
কে বট আপনি কহ স্বরূপ বচন॥
কি হেতু এ ঘোর বনে আইলে আপনি।
গিরিগুহা মধ্যে কেন কহ সেই বাণী॥
দুর্গম এ গিরিপথে কেন আগমন।
কণ্টক-প্রস্তর-ময় নিবিড় কানন॥
হেথা আগমন কেন কহ সত্য কথা।
সুকোমল পদযুগে লাগিয়াছে ব্যথা॥
সত্য কহ মহাশয় তুমি কোনজন।
হবে বুঝি দেবরাজ সহস্রলোচন॥
কিম্বা দেব দিবাকর কিম্বা শশধর।
কিম্বা পার্ব্বতীর পতি দেব মহেশ্বর॥
কিম্বা সে চতুরানন দেব সৃষ্টি পতি।
কিম্বা সে পরমাকার ত্রিলোকের পতি॥
পরম পবিত্র হবে পুরুষের সার।
উজ্জ্বল হইল বন রূপেতে তোমার॥
অন্ধকারময় গুহা রূপে আলোকিত।
তব রূপে মম মন একান্ত মোহিত॥
সত্য করি কহ মোরে ওহে মহাশয়।
কোনকুলে জন্ম তব দেহ পরিচয়॥
আগে মম পরিচয় করহ শ্রবণ।
ইক্ষাকু বংশেতে জন্ম মান্ধাতা নন্দন॥
যুবনাশ্ব নাম তার জানিবে নিশ্চয়।
মুচুকুন্দ মম নাম তাহার তনয়॥
দেব-বরে আমি এই গুহার ভিতর।
চির নিদ্রাগত আমি ওহে গুণাকর॥
কে করিল নিদ্রাভঙ্গ কহ সে বচন।
কেবা মোর কোপানলে হইল দহন॥
সেই সব কথা মোরে দেহ পরিচয়।
কৃপা করি তত্ত্ব কথা কহ মহাশয়॥
আর এক কথা মোরে করাহ শ্রবণ।
তব তেজে বিশ্ব তেজ মলিন এখন॥
তব পরিচয় সত্য বলহ আমারে।
কৃপা করি কৃপাময় সত্য কহ মোরে॥
মুচকুন্দ বচনে তবে দেব গদাধর।
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥
হাসি হাসি কহে হরি শুনহ বচন।
মম জন্মকথা কিবা করিবে শ্রবণ॥
কর্ম্মমাত্রে জন্ম মম নিশ্চয় জানিবে।
জনমের সংখ্যা মম কিছুই না হবে॥
কার সাধ্য কেবা পারে করিতে নির্ণয়।
মম জন্মকথা আর কি কব তোমায়॥
কর্ম্মের কারণ মম জন্ম নিরূপণ।
মম জন্ম গণিবারে পারে কোনজন॥
তথাপি কিঞ্চিৎ আমি কহিব তোমারে।
হরিতে অবনীভার এই মর্ত্ত্যপুরে॥
ব্রহ্মার বচনে হেথা মোর আগমন।
করিতে আইনু আমি পৃথিবী রক্ষণ॥

সংহারিতে দৈত্যকুলে আগমন হেথা।
যদুকুলে জন্ম মম কহি সত্য কথা॥
সম্প্রতি অবনীপরে জনম আমার।
বসুদেব গৃহে আমি তাহার কুমার॥
সেই হেতু বাসুদেব নাম মম হয়।
কহিনু তোমারে আমি সত্য পরিচয়॥
আর কিছু পরিচয় কহিব এখন।
কংস দুরাচার আমি করিনু নিধন॥
বলভদ্র হস্তে দৈত্য প্রলম্ব মরিল।
আর কত দৈত্যগণ নিধন হইল॥
আর তিন কোটি দৈত্য আছিল যবন।
এখানে আনিয়ে সবে করিনু নিধন॥
হেথা আগমন মম যাহার কারণ।
মম দরশন মাত্র তোমার মোক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে এই পর্ব্বত গহ্বরে।
আমারে ভজিলে তুমি আপন অন্তরে॥
সেই জন্য হেথায় আমার আগমন।
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন॥
অতএব মম স্থানে মাগি লহ বর।
মনোগত বাঞ্ছা যাহা পাইবে সত্বর॥
আমার আশ্রিত রাজা হয় যেই জন।
মনের আনন্দে সেই রহে অনুক্ষণ॥
অমঙ্গল কভু তার ঘটন না হয়।
আমি সবাকার মূল সবার আশ্রয়॥
শুন ওহে নরপতি অদ্ভুত কাহিনী।
মুচকুন্দ রাজা তবে শুনি হেন বাণী॥
করযোড় করি তথা পড়িয়া ভূতলে।
প্রণতি করিয়া রাজা রহে পদতলে॥
গর্গমুনি বাক্য তার মনেতে পড়িল।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলি নিশ্চয় জানিল॥
তবে রাজা ভক্তিভাবে করয়ে স্তবন।
মহানন্দে নৃপবরে না সরে বচন॥
প্রেমে পুলকিত রায় গদ গদ বাণী।
বলে ওহে নারায়ণ দেব চক্রপাণি॥
ওহে সর্ব্বসারময় জগৎ কারণ।
তব মায়াচ্ছন্ন যত জগতের জন॥
সেই হেতু হীনমতি সর্ব্বক্ষণ রয়।
বৃথা মদে মত্ত সদা তাদের হৃদয়॥
পরমার্থ নাহি জানে অনর্থে উন্মত্ত।
না পারে ভজিতে তোমা নাহি জানে তত্ত্ব॥
সুখ আশে ভবে আসে ভজিতে তোমায়।
দুঃখের সাগরে মগ্ন সর্ব্বক্ষণ রয়॥
মায়াতে মোহিত সদা ভব জীব যত।
এ সংসারে দুঃখভাগী হয় হে নিয়ত॥
দুর্লভ মানব জন্ম করিয়ে ধারণ।
ভজনা না করে দেব তব শ্রীচরণ॥
তোমারে কি কব আর ওহে দামোদর।
অন্ধকূপে পড়ি যথা রহে অনিবার॥
বিফল জনম মম গত এত কাল।
বিষয়-বাসনা যত সকলি জঞ্জাল॥
দারা পুত্র পরিজন সকলি বৃথায়।
চিন্তার কারণ মাত্র কহিনু তোমায়॥
অনুক্ষণ সংসারের বাসনা আবৃত।
ভবজীব মত্ত তাহে থাকে অবিরত॥
বিষয়ে প্রমত্ত মন রহে অনুক্ষণ।
একবার নাহি ভাবে তোমার চরণ॥
বৃথা মোহে যায় কাল কহিলাম সার।
শেষে মহাকাল আসি করয়ে সংহার॥
রাজ্যধন দেখ যত কিছু কিছু নয়।
দেহের সৌন্দর্য্য যত সব মিথ্যা হয়॥
বৃথা অহঙ্কারে মত্ত যত জীবচয়।
অন্তকালে পঞ্চভূতে হইবে বিলয়॥
তপ যজ্ঞ যাগে যেবা সেই লোক পায়।
ভোগ অন্তে এ সংসারে জন্মে পুনরায়॥
বিষয় বাসনা ভোগে আছে আশা যার।
সেই পুনঃ জন্ম লভে আসি এ সংসার॥
তাহে নাহি সুখভোগ দুঃখ অবিরত।
পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগে থাকে সেই রত॥

তবে যদি এই ভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সাধু সঙ্গ হয় যদি তাহার ভাগ্যেতে ॥
সাধু সঙ্গ হেতু তার হয় সুমঙ্গল।
তাহার অন্তর তবে হয় সুনির্ম্মল ॥
তব নাম গুণ যদি শুনে সর্ব্বজন।
তব শ্রীচরণে তবে যায় তার মন ॥
যদি তব পদে মতি একান্ত যাহার।
পরমার্থ পায় সেই ওহে সর্ব্বাধার ॥
অতএব তব পদে এইত মিনতি।
দেহ বর নারায়ণ এ দাসের প্রতি ॥
তব পদে সদা মম এইত প্রার্থনা।
আর যেন নাহি পাই ভবের যন্ত্রণা ॥
কৃপা করি কৃপাময় দেহ যদি বর।
তব পদে মতি যেন রহে নিরন্তর ॥
অসার সংসারে মত্ত মানস না ধায়।
সাধু সঙ্গে অবিরত ভজি তব পায় ॥
তোমার চরণে মতি রহে সর্ব্বক্ষণ।
এই বর দেহ মোরে ওহে নারায়ণ ॥
অন্য বরে প্রয়োজন নাহিক আমার।
কৃপা করি কৃপাময় করহ উদ্ধার ॥
দয়া করি ওহে হরি দেহ শ্রীচরণ।
সর্ব্বভূতে তুমি আত্মা দেব নারায়ণ ॥
নমো নমঃ নির্ব্বিকার বিরাট মূরতি।
নমো নমঃ নির্ব্বিকার অখিলের পতি ॥
নমো নমঃ বিশ্বরূপ দেব নিরঞ্জন।
নমো নমঃ রমানাথ জগৎ-কারণ ॥'
কিবা জানি তপ জপ ওহে দয়াময়।
শ্রীচরণ দানে মোরে করহ নির্ভয় ॥
দুঃখের সাগর হ'তে আমারে নিস্তার।
অধমের প্রতি দয়া কর দামোদর ॥
তোমার ও রাঙ্গা পদে লইনু শরণ।
দয়া করি শিরে মোর দেহ শ্রীচরণ ॥
তোমার চরণ বিনে কিছু নাহি চাই।
করুণা করহ দেব জগৎ-গোঁসাই ॥
এইরূপ স্তব করে মুচকুন্দ রায়।
নারায়ণ মৃদু হাসি তার প্রতি কয় ॥
শুন শুন নরবর আমার বচন।
তব সম শুদ্ধ চিত্ত নহে কোনজন ॥
বিশুদ্ধ অন্তর তব জানিনু নিশ্চয়।
সংসার অসার রসে বাঞ্ছা তব নয় ॥
তোমার বাসনা পূর্ণ অবশ্য হইবে।
চরমে পরম পদ অবশ্য পাইবে ॥
ক্ষত্রদেহ নাহি মুক্তি পাইবে এখন।
পুনঃ জন্মে দ্বিজ দেহ করিবে ধারণ ॥
ধরিয়া ব্রাহ্মণ দেহ আমারে ভজিবে।
মম রূপ লীলা গুণ কীর্ত্তন করিবে ॥
ভাগবত কথা হয় সুধা হ'তে সুধা।
শ্রবণে পবিত্র চিত যায় ভবক্ষুধা ॥
হরিকথা একমনে শুনে যেই নর।
অনায়াসে মোক্ষ পায় সেই ভাগ্যধর ॥
তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ।
একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে মুচকুন্দ উপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ রেবতীর বিবাহ।

পরে নরপতি শুন অপূর্ব্ব কথন।
মুচকুন্দ শুনি কথা কৃষ্ণের বচন ॥
ভূমি লুটি কৃষ্ণপদে প্রণাম করিল।
গুহা ছাড়ি নিজ স্থানে আনন্দে চলিল ॥
পরেতে জানিল তথা করি আগমন।
হেরিল মানসে সব আনন্দিত মন ॥
বৃক্ষ আদি পশু যত করে হাহাকার।
তাহা দরশনে রাজা করিল বিচার ॥
পৃথিবী পাপেতে পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
এখানে রহিতে আর উপযুক্ত নয় ॥

কলির মানব যত পাপে হবে রত।
এত বলি উত্তরেতে চলিল ত্বরিত ॥
কৈলাস পর্ব্বতে রাজা গমন করিল।
ভক্তিভাবে আনন্দেতে তপ আরম্ভিল ॥
কৃষ্ণ আরাধনা করি আনন্দ অন্তর।
চলিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে সত্বর ॥
তথায় পূজিল গিয়ে দেব নারায়ণ।
বদরিকাশ্রমে পরে করিল গমন ॥
তথা নারায়ণে পূজি পরম হরিষে।
পূজিয়া যুগল পদ আনন্দেতে ভাসে ॥
হরিপদ অনুক্ষণ করেন চিন্তন।
ভগবান তারে আসি দিল দরশন ॥
কৃষ্ণ দরশনে রাজা আনন্দে মাতিল।
ভূমিতলে পড়ি তবে প্রণতি করিল ॥
তথায় ছাড়িল প্রাণ মুচকুন্দ রায়।
দেহ ছাড়ি দ্বিজ দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হয় ॥
দ্বিজরূপে করে সদা হরি আরাধন।
কৃষ্ণ নামে রত করে কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ লীলাময়।
দ্বিজরূপে মুচকুন্দ (১) পাইল আশ্রয় ॥
তথা হ'তে নারায়ণ মথুরা আইল।
দুরন্ত যবন পরে বিনাশ করিল ॥
যবনের দল হরি করিয়া নিধন।
যবনের পুরী সব করয়ে লুণ্ঠন ॥
রত্ন আদি ধন সব দ্বারকায় ছিল।
জরাসন্ধ নরপতি সকলি শুনিল ॥
মহাকোপে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।
কোপে কৃষ্ণে কত কটু কহিতে লাগিল ॥
কোপে অঙ্গ জ্বলে তার যেন হুতাশন।
সেনাগণে ডাকি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ ॥
যুদ্ধ হেতু ত্বরান্বিত চল মথুরায়।
আজ্ঞামাত্র সেনাগণ ধাইল তথায় ॥
বহু সৈন্যগণ সহ মথুরা ঘেরিল।
মহা ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ॥
দরশনে নারায়ণ বিচারিল মনে।
মথুরা হইতে ধায় ভাই দুইজনে ॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই মহাবেগে ধায়।
যেন কত ভয়াতুর ভাবে চলি যায় ॥
পদব্রজে দুই ভাই ধায় বনপথে।
পশ্চাতেতে জরাসন্ধ ধাইল যে রথে ॥
সৈন্যসহ মহারাজ পিছু পিছু চলে।
বিদ্রূপ করিয়ে তবে কত কথা বলে ॥
বলে ওরে গোপপুত্র পালাও কোথায়।
বাড়িল বিক্রম তোর মারি কংসরায় ॥
সে সব বিক্রম তোর কোথাকারে গেল।
আজ কেন ভয়াকুল হ'য়েছ চঞ্চল ॥
এত কহি পিছে পিছে করয়ে গমন।
রামকৃষ্ণ অগ্রে ধায় আনন্দিত মন ॥
বহুদূর নারায়ণ গিয়ে তদন্তরে।
ত্বরায় উঠিল এক পর্ব্বত উপরে ॥
যেন অতি পরিশ্রান্ত ভাই দুইজন।
উঠিল পর্ব্বতে (২) যেন বিশ্রাম কারণ ॥
অতি উচ্চতর গিরি মহা ভয়ঙ্কর।
অতি উচ্চতর হয় সেই গিরিবর ॥
তাহার উপরে দেব করি আরোহণ।
অলক্ষিতে দ্বারকাতে করেন গমন ॥
তবে মগধের পতি চিন্তিল অন্তরে।
এ পর্ব্বত হ'তে আর যাবে কোথাকারে ॥
পলাইতে নাহি পথ এবার নিশ্চয়।
অবশ্য যাইবে আজ শমন আলয় ॥
এত ভাবি জরাসন্ধ করিল বিচার।
ঘেরিল পর্ব্বত কৃষ্ণে করিতে সংহার ॥

১। এইরূপে মুচকুন্দ জয়দেব নামে বিখ্যাত ছিলেন।

২। কৃষ্ণ বলরাম যে পর্ব্বতে আরোহণ করেন, সেই পর্ব্বত প্রবর্ষণ নামে বিখ্যাত। সেই পর্ব্বতে দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা বর্ষণ করিত, সেইজন্য তাহার নাম প্রবর্ষণ হইয়াছিল।

শত্রু সংহারিতে তবে মগধ রাজন।
পর্ব্বতের চারিপাশে জ্বালে হুতাশন ॥
রাশি রাশি কাষ্ঠ রাজা আনি সেইস্থলে।
জ্বালাইল মহা অগ্নি অতি কুতূহলে ॥
মহাশব্দে ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।
বিষম অনলে সেই গিরি দগ্ধ হৈল ॥
ভাবে রামকৃষ্ণ এবে হইল নিধন।
মনে তার মহানন্দ হইল তখন ॥
মহাহর্ষে জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে ধায়।
আইল সত্বরে দেশে আনন্দিত কায় ॥
পর্ব্বতে পুড়িয়া শত্রু হইল নিধন।
ইহা ভাবি জরাসন্ধ আনন্দে মগন ॥
পরম-সুখেতে রাজ্য করে অবিরত।
তদন্তর শুন কথা পরম অদ্ভুত ॥
দ্বারকাতে দুই ভাই অবিলম্বে গেল।
যদুগণ সহ তথা আনন্দে ভাসিল ॥
রেবত নামেতে রাজা ছিল একজন।
অনাবর্ত্ত দেশে ঘর শুনহ রাজন ॥
তার কন্যা রেবতী সে রূপের সাগর।
বিবাহ কারণ রাজা ভাবে নিরন্তর ॥
কন্যা ল'য়ে ব্রহ্মা পাশে করিল গমন।
বিধিপদে প্রণতি করিল সেইক্ষণ ॥
তদন্তর বিধি কহে রেবত রাজায়।
কি কারণে আগমন বল হে হেথায় ॥
রাজা বলে বিধি মোর শুনহ বচন।
আমার এ কন্যা ধাতা করহ দর্শন ॥
কহ দেব কারে বিভা দিব এ কন্যায়।
সেই হেতু আগমন আমার হেথায় ॥
কন্যা উপযুক্ত বর কোথায় পাইব।
আজ্ঞা কর এ কন্যায় কারে বিভা দিব ॥
তবে হাস্য করে বিধি রাজার বচনে।
তব কন্যা বর আছে দ্বারকা-ভবনে ॥
অতএব তুমি তথা করহ গমন।
পাইবে কন্যার বর শুনহ রাজন ॥
দ্বারকাতে অবতীর্ণ হইয়াছে হরি।
পাইবে কন্যার বর যাও ত্বরা করি ॥
বলদেব নাম হয় অগ্রজ তাঁহার।
এ কন্যা প্রদান কর তাঁরে নরবর ॥
সন্তোষ হইল রাজা ব্রহ্মার বচনে।
তবে কন্যা সহ এল দ্বারকা-ভবনে ॥
বসুদেব যথা আছে তথা উপনীত।
কহিল সকল কথা তাঁহারে ত্বরিত ॥
তবে বসুদেব অতি আনন্দ অন্তর।
দেবকীর স্থানে তথা ধাইল সত্বর ॥
শুন কহি গুণবতী আমার বচন।
বলরামে এই কন্যা কর সমর্পণ ॥
এখানে আইল রাজা ব্রহ্মার আজ্ঞায়।
এ হেতু বিবাহ দিতে উপযুক্ত তায় ॥
বিবাহের যোগ্য পুত্র হইল এখন।
বলরামে কন্যা দিতে করহ মনন ॥
শুনিয়া দেবকী বসুদেবের বচন।
রেবতী কন্যাকে তবে করে নিরীক্ষণ ॥
কহে বসুদেব একি হয় দরশন।
এ কন্যা মানুষী কিবা বলহ এখন ॥
রাক্ষসী হইবে বলি মোর মনে লয়।
এরে বিভা দিতে পুত্রে উপযুক্ত নয় ॥
অনেক কন্যারে আমি দেখেছি নয়নে।
ইহার মস্তক যেন ঠেকেছে গগনে ॥
এ কন্যা রাখিব কোথা কহ সে বচন।
পুত্র হ'তে উচ্চ কন্যা একি অঘটন ॥
দ্বারকা-নিবাসী যত পুরবাসিগণ।
কন্যা দেখি উচ্চ হাস্য করে সর্ব্বজন ॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল সবার।
হেন কদাকার কন্যা এলো কোথাকার ॥
বিকৃতি আকার কন্যা ঘোর দরশন।
সবে দেখি মনে মনে করয়ে চিন্তন ॥
হেনকালে নারায়ণ আইল তথায়।
পুরবাসী সকলেতে তাঁরে জিজ্ঞাসয় ॥

এই কন্যা কহ কৃষ্ণ কিরূপ হইবে।
এই কন্যা বলদেব বিবাহ করিবে॥
হেন কদাকার কন্যা না দেখি নয়নে।
বলরাম যোগ্য ইহা হইবে কেমনে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন সমাচার।
সকলেতে জিজ্ঞাসহ নিকটে তাঁহার॥
হেনকালে বলরাম আইল তথায়।
দেখাইয়ে রেবতীরে তবে জিজ্ঞাসয়॥
শুন কহি বলদেব প্রকৃত বচন।
ব্রহ্মা পাঠায়েছে কন্যা তোমার কারণ॥
তোমার বিবাহ হেতু রেবত নৃপতি।
আনিয়াছে এই কন্যা দেখ মহামতি॥
বিবাহ করিতে যদি হয় অভিপ্রায়।
সাক্ষাতে দেখহ কন্যা মনে যদি লয়॥
আমাদের অভিপ্রায় নহে কোনমতে।
তব মনোমত যাহা বলহ সাক্ষাতে॥
হাস্যাননে বলরাম কহিল তখন।
অবশ্য করিব বিভা এ কন্যা রতন॥
ব্রহ্মা পাঠাইল মোর বিবাহের তরে।
রেবত রাজার কন্যা বিভা যোগ্য মোরে॥
আমার সদৃশ নহে হয় এ যুবতী।
সে কারণে কহি আমি হবে অনুমতি॥
আমার সদৃশ আমি করিয়া লইব।
রেবত রাজার সুতা বিবাহ করিব॥
তবে হলধর তথা হাসিতে হাসিতে।
তাঁহার সদৃশ রূপ করে সেক্ষণেতে॥
হেরি রূপ সকলেতে হইল মোহিত।
বিভা দিতে বলরামে করিল নিশ্চিত॥
শুভক্ষণ হেরি তবে রেবতী (১) কন্যারে।
কন্যা দান করে রাজা হরিষ অন্তরে॥
যৌতুক দিলেন কত আনন্দ বিধান।
শুভকর্ম্ম শুভক্ষণে হৈল সমাধান॥
সকলে আনন্দে মাতি করিল উৎসব।
কেহ নাচে কেহ গায় করে মহোৎসব॥
নৃত্যগীত মহোৎসব সকলে করিল।
অনাথদিগকে বহু ধন বিতরিল॥
উগ্রসেন আদি করি যাদব-নন্দন।
সকলে আনন্দ-নীরে হইল মগন॥
রেবতী লইয়ে সবে আনন্দে ভাসিল।
দ্বারকা-নগরে মহা মহোৎসব হৈল॥
কৌতুকে যৌতুক দেয় যে যাহার মন।
কেহ দেয় রত্নমালা কেহ বা কাঞ্চন॥
কেহ বা সুবর্ণ হার দিলেন গলায়।
রতন অঙ্গুরী কেহ অঙ্গুলেতে দেয়॥
মণি রত্ন আদি করি যদুকুল নারী।
রেবতীরে দিল সবে আনন্দ অন্তরি॥
এইরূপে হলধরে বিবাহ হইল।
দ্বারকা নগরবাসী সকলে মোহিল॥
তদন্তরে শুন কথা ওহে নরপতি।
বিদর্ভ নগরে রাজা ভীষ্মক সুমতি॥
বৈদর্ভীর স্বয়ম্বর করিল রাজন।
সে কন্যায় নারায়ণ করিল হরণ॥
শিশুপাল আদি করি যত নরপতি।
সকলে জিনিয়া কন্যা আনেন সম্প্রতি॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস কহে অবহেলে শুনে পাপী নর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বলরামের বিবাহ সমাপ্ত।

অথ রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পত্র প্রেরণ।

শুকদেবে জিজ্ঞাসেন রাজা পরীক্ষিত।
শ্রবণে সে হরিকথা মানস মোহিত॥
যুদ্ধেতে জিনিয়া হরি বহু সেনাগণ।
রাক্ষস বিধানে বিভা করে নারায়ণ॥

১। মহামুনি বেদব্যাস লিখিয়াছেন যে রেবতী বলরাম হইতে বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

কিরূপেতে দামোদর রুক্মিণী হরিল।
সেই কথা মহামুনি বিস্তারিয়া বল॥
জরাসন্ধ আদি করি মহাবীরগণে।
কিরূপে জিনিল হরি কহ মম স্থানে॥
কিরূপেতে রুক্মিণীরে হরণ করিল।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ সে সকল॥
পরম পবিত্র এই শ্রীকৃষ্ণের লীলা।
কত রূপে কত স্থানে করিলেন খেলা॥
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন।
কৃপা করি কহ মোরে সেই বিবরণ॥
মনোহর কৃষ্ণ কথা অতি সুধাময়।
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয়॥
কৃষ্ণনাম সুধাপানে তৃপ্ত নহে মন।
যত খাই তত বাড়ে বিচিত্র কথন॥
অদ্ভুত বারতা মোরে কহ মুনিবর।
তোমার প্রসাদে দেব পবিত্র অন্তর॥
শুকদেব কহে তবে নৃপতি বচনে।
হরিকথা শুন রায় বিহিত বিধানে॥
বিদর্ভ নগর মাঝে ভীষ্মক নৃপতি।
মহা পুণ্যবান তিনি লভেন সন্ততি॥ (১)
রুক্মিণী নামেতে কন্যা শুনহ রাজন।
পরমা রূপসী কন্যা ভুবনমোহন॥
তাঁহার রূপের সীমা নাহিক ধরায়।
ত্রিভুবনে খ্যাত রূপ মুনি মোহ যায়॥
সে কথা শ্রবণে কৃষ্ণ মোহিত হইল।
বিবাহ করিতে তারে অন্তরে চিন্তিল॥
রুক্মিণী কৃষ্ণের রূপ করিয়া শ্রবণ।
মোহিত হইল ধনী শুনহ রাজন॥
এরূপে উভয় রূপে উভয়ে মোহিত।
দোঁহাকার লাগিয়ে দোঁহে হইল চিন্তিত॥
দোঁহা রূপে অনুরাগী দুজনে হইল।
অনুক্ষণ দুইজন ভাবিতে লাগিল॥

শুন নরপতি কহি অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণে কন্যা দিতে বাঞ্ছা ভীষ্মক রাজন॥
সে কথা শ্রবণে তবে যত পুত্রগণ।
কহিতে লাগিল বহু করি নিবারণ॥
কহি শুন ওগো পিতা মোদের কাহিনী।
কৃষ্ণেরে কিরূপে দিবে আপন নন্দিনী॥
প্রবীণ বয়সে তব বুদ্ধি হৈল হত।
কৃষ্ণেরে রুক্মিণী দিবে এ কোন বিহিত॥
একে মহা মূর্খ সেটা গোপের নন্দন।
সকলি অদ্ভুত হয় তার আচরণ॥
কেবা জানে কি বলিয়া দিবে পরিচয়।
গোচারণ করে সেটা কাননে বেড়ায়॥
গোপবধূ সহ সদা ভ্রমে বনে বনে।
তারে কন্যা দিতে চাহ কিরূপ বিধানে॥
বধিল আপন মামা মথুরা রাজন।
জরাসন্ধ ভয়ে শেষে করে পলায়ন॥
তার ভয়ে সমুদ্রের মাঝেতে রহিল।
কিরূপে সে হীনবরে কন্যা দিবে বল॥
আর কি জানাব পিতা তার পরিচয়।
রুক্মিণীর পাত্র লাগি নাহি কোন ভয়॥
পূর্ব্বে তার পাত্র মোরা করেছি নির্ণয়।
দামঘোষ পুত্র শিশুপাল মহাশয়॥
রূপে গুণে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সেইজন।
বীর অগ্রগণ্য সেই বিখ্যাত ভুবন॥
অতএব তারে কন্যা কর সম্প্রদান।
কহিলাম তোমারে সে উচিত বিধান॥
স্বীকার করিল রাজা পুত্রের বচনে।
রুক্মিণীর বিভা দিতে শিশুপাল সনে॥
তবে দিন স্থির করি সম্বন্ধ করিল।
বিবাহ বিধান সব মঙ্গল হইল॥
তবে সে রুক্মিণী দেবী করিল শ্রবণ।
শিশুপাল সহ তার বিবাহ ঘটন॥
তাহা শুনি সচিন্তিতা ভাসে দুঃখনীরে।
কান্দিতে লাগিল আর কর হানে শিরে॥

১। রুক্মরাজ, রুক্মবাহ, রুক্মাঙ্গদ, রুক্মকেতু, রুক্মমালী এই পঞ্চপুত্র।

বলে যদি শিশুপাল মম পতি হয়।
তবে এ জীবন আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
চিরদিন কৃষ্ণে মন করেছি অর্পণ।
হবে শিশুপাল পতি একি অঘটন ॥
জলেতে ডুবিব কিম্বা গরল খাইব।
গলায় মারিয়া ছুরি আপনি মরিব ॥
এইরূপে মহাদেবী করয়ে চিন্তন।
হেনকালে তথা এক আইল ব্রাহ্মণ ॥
বসাইয়া ব্রাহ্মণেরে করিয়া বিনয়।
করযোড়ে কহে তবে শুন মহাশয় ॥
ওহে দ্বিজ এক উপায় কর মোর।
শীঘ্রগতি যাও তুমি দ্বারকা-নগর ॥
মম পত্র লয়ে তুমি করহ গমন।
শ্রীকৃষ্ণকে পত্র ল'য়ে করিবে অর্পণ ॥
এই উপকার মোর কর দ্বিজবর।
কৃপা করি যাহ তুমি দ্বারকানগর ॥
শ্রবণে রুক্মিণী বাণী সম্মত হইল।
পত্র ল'য়ে দ্বিজবর দ্বারকা চলিল।
দ্বারকা ভবনে পরে হ'ল উপনীত।
হেরি পুরী দ্বিজবর হয় পুলকিত ॥
দেখে রত্ন সিংহাসনে বসি দামোদর।
মহানন্দে সন্নিকটে চলিল সত্বর ॥
দ্বিজ দেখে সসম্ভ্রমে উঠি নারায়ণ।
আদরে সে দ্বিজবরে করয়ে ধারণ ॥
রতন আসনে তবে তাঁরে বসাইল।
বহু যত্ন করি তবে দ্বিজে পূজা কৈল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে করিল সান্ত্বন।
পরম আদরে হরি করান ভোজন ॥
শ্রান্তি দূর করে দ্বিজ আনন্দ অন্তর।
দ্বিজের নিকটে আসি বসে দামোদর ॥
আপনি করেন হরি চরণ সেবন।
মৃদুভাষে ব্রাহ্মণেরে করে জিজ্ঞাসন ॥
হাস্যাননে নারায়ণ জিজ্ঞাসে কুশল।
সুখে আছ কিম্বা দুঃখে কহ সে সকল ॥
দ্বিজে সম্ভাষিতে হয় উচিত সবার।
তাহাতে কুশল হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
দ্বিজে পরিতোষ করে মানব যে জন।
পৃথিবীতে তার দুঃখ না হয় কখন ॥
সর্ব্বত্র কুশল তার জানিবে নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণে করিতে তুষ্ট উচিত যে হয় ॥
দ্বিজে অসন্তোষ করে যেই দুরাশয়।
নরক অগ্নিতে সেই সদা দগ্ধ হয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বিজবর শাস্ত্রের বচন।
হেন দ্বিজে ভক্তিভাবে করিবে পূজন ॥
সকলের পূজ্য দ্বিজ সকলের সার।
হেন দ্বিজপদে মম কোটি নমস্কার ॥
কহ দেব কি কারণে হেথা আগমন।
কি হেতু সাগর পারে তোমার গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে তবে কহে দ্বিজবর।
মোর নিবেদন শুন ওহে দামোদর ॥
ভীষ্মক-দুহিতা সেই রুক্মিণী সুন্দরী।
পত্র দিয়া পাঠাইল এ দ্বারকাপুরী ॥
লহ এই পত্র তুমি সকল জানিবে।
যে কারণে আগমন পরিচয় পাবে ॥
এই লহ সেই পত্র ওহে দয়াময়।
ব্রাহ্মণের বাক্যে কহে দেবকী তনয় ॥
ওহে দ্বিজ কর এই পত্রিকা পঠন।
ভীষ্মক-দুহিতা কিবা করিল লিখন ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে ব্রাহ্মণ তখন।
পড়িতে লাগিল পত্র রুক্মিণী লিখন ॥
অশেষ প্রণতি দেব চরণে তোমার।
পরম কারণ হরি জগতের সার ॥
লোক মুখে শুনি তুমি রূপের সাগর।
তাহে বিমোহিত হয় আমার অন্তর ॥
অনুপম রূপ গুণ করিয়ে শ্রবণ।
তব পাদপদ্মে আমি সঁপিয়াছি মন ॥
কেবল শ্রবণে শুনি তব রূপরাশি।
হৃদয় প্রফুল্ল সদা আনন্দেতে ভাসি ॥

তব রূপ হৃষিকেশ না হেরি নয়নে ।
উন্মত্ত মানস মম পদামৃত পানে ॥
প্রাণ মম বিমোহিত তোমার কারণ ।
তব রূপে মম চিত্ত উন্মত্ত এখন ॥
আমি অতি হীনমতি তব যোগ্য নয় ।
তথাপি সঁপেছি চিত্ত তোমাতে নিশ্চয় ॥
অতএব দয়াময় কৃপা করি দান ।
নিজগুণে এ দাসীর রাখিবে হে প্রাণ ॥
আমা হেন নারী তব উপযুক্ত নয় ।
দয়া করি পাণিগ্রহ কর দয়াময় ॥
দয়াময় যদি দয়া তুমি না করিবে ।
তবে এ দাসীর প্রাণ নিশ্চই না রবে ॥
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় ।
নারীহত্যা পাপে মগ্ন হবে দয়াময় ॥
যদি বল তোমারে হে যাচি কি কারণ ।
তোমারে না যাচে দেব বল কোনজন ॥
তব সম কেবা আর আছে এ সংসারে ।
তোমার তুলনা দেব কেবা দিতে পারে ॥
হেন নারী কেবা আছে বল এ জগতে ।
বাসনা না হয় তার তোমারে বরিতে ॥
তোমারে করিতে পতি কোন কুলবতী ।
করেনা বাসনা মনে কে হেন যুবতী ॥
ওহে গুণময় তুমি গুণের কারণ ।
রূপের সাগর হরি মদনমোহন ॥
ওহে হরি তুমি পতি হইবে আমার ।
করহ বাসনা পূর্ণ ওহে গুণাধর ॥
দয়া করি দয়াময় আমারে বরিবে ।
তবে এ দাসীর বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে ॥
এখানে আসিবে নাথ কৃপা বিতরিয়ে ।
বিবাহ করিবে হরি অধীনী জানিয়ে ॥
শিশুপাল যেন মোর নাহি হয় পতি ।
কেশরীর খাদ্য লয় শৃগালে সম্প্রতি ॥
শিশুপাল বড় আশা করিয়াছে মনে ।
বিবাহ করিবে মোরে বড়ই যতনে ॥

যদি পূর্ব্ব পুণ্যফলে হয় সংঘটন ।
যদি পূর্ব্বজন্মে তব পূজি শ্রীচরণ ॥
যদি আমি ক'রে থাকি দান আদি ব্রত ।
যদি বিপ্রে পূজে থাকি হ'য়ে পদানত ॥
যদ্যপি পূজিয়া থাকি তোমার চরণ ।
তবে মোরে বিবাহ করিবে নারায়ণ ॥
দয়া করি পূর্ণ কর মনের বাসনা ।
দামুঘোষ সুত যেন আমারে বরে না ॥
মোরে কৃপা কর হরি আপনার গুণে ।
এইত মিনতি নাথ তোমার চরণে ॥
যদি বল ওহে নাথ তব ভ্রাতৃ যত ।
আমারে বিবাহ দিতে হবে না সম্মত ॥
কিরূপে তোমারে আমি করিব গ্রহণ ।
শিশুপালে তব পিতা করিবে অর্পণ ॥
কিরূপেতে যাব আমি যদি ভাব মনে ।
ইহার উপায় আমি কহি ও চরণে ॥
বলেতে হরণ তুমি করিবে আমায় ।
এই যে কহিনু আমি তব রাঙ্গা পায় ॥
পরশ্ব দিবস হয় বিবাহের দিন ।
আসিবে অনেক রাজা ওহে ভক্তাধীন ॥
সে সব রাজারে তুমি বলেতে দলিবে ।
বল প্রকাশিয়া মোরে হরিয়া লইবে ॥
যদি কহ কেন বৃথা এ কার্য্য করিব ।
বৃথা কেন বহু রাজা বলে বিনাশিব ॥
কহি শুন গুণমণি ইহার উপায় ।
অধিবাস দিনে আমি ছাড়িয়া আলয় ॥
শিব দুর্গা পূজিবারে যাইব যখন ।
সেইকালে তুমি মোরে করিবে হরণ ॥
বিমানে থাকিয়া তুমি এ কার্য্য সাধিবে ।
মম হস্ত ধরি নাথ তুলিয়া লইবে ॥
যদি বল প্রহরীরা রহিবে সঙ্গেতে ।
সকলে মোহিত হবে আমার রূপেতে ॥
অতএব ওহে হরি তুমি সেইকালে ।
আমারে হরিয়ে লও তব রথে তুলে ॥

দয়া যদি থাকে নাথ অধীনীর প্রতি।
অবশ্য আসিবে হেথা তুমি শীঘ্রগতি ॥
তুমি হরি দয়াময় সকলের সার।
এ দাসীরে কৃপা করি করিবে নিস্তার ॥
যোগিগণ যোগে রত তোমার কারণ।
তব পদরজঃ সদা করয়ে ধারণ ॥
পঞ্চানন তব পদ ভাবে অবিরত।
বিধি অনুক্ষণ ভাবে হ'য়ে পদাশ্রিত ॥
ওহে নাথ পূর্ণ কর মনের বাসনা।
ঘুচাও আমার নাথ বিষম যন্ত্রণা ॥
অবহেলা যদি কর আমারে এখন।
নিশ্চয় না রবে হরি তবে এ জীবন ॥
এ প্রাণ ছাড়িব হরি নিশ্চয় জানিবে।
আমার বধের ভাগী তোমায় লাগিবে ॥
তোমার পরম পদ আমি না ছাড়িব।
তোমার কারণ মাত্র এ প্রাণ রাখিব ॥
অধিবাস দিনে যদি না হয় দর্শন।
জেনো ঠিক এই প্রাণ ছাড়িব তখন ॥
দাসীরে করিও কৃপা ওহে মতিমান।
তোমার কারণ মাত্র রহিল এ প্রাণ ॥
পত্রপাঠে ভগবান সকলি জানিল।
মনে মনে নারায়ণ ভাবিতে লাগিল ॥
রুক্মিণীর বাক্য হরি করেন চিন্তন।
বলেতে করিতে হবে তাহারে হরণ ॥
এত ভাবি নারায়ণ লাগিল ভাবিতে।
ব্রাহ্মণে সন্তোষ হরি করে বিধিমতে ॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাবে হরিকথা পরম সুন্দর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণীর ভগবানকে পত্র প্রেরণ সমাপ্ত।

অথ রুক্মিণী হরণ।

কহে তবে তপোধন, শ্রীকৃষ্ণ লীলা কথন,
শুন তবে অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভীষ্মক রাজন ভাবে, কন্যাদান কারে দিবে,
চিন্তাময় হয় নরমণি ॥
পুরোহিত শতানন্দ, অন্তরে ল'য়ে আনন্দ,
বলে শুন বিদর্ভ ঈশ্বর।
কেন ভাব অকারণ, কহি শুন হে রাজন,
তব কন্যা যোগ্য আছে বর ॥
হরিতে অবনী ভার, অবনীতে অবতার,
পরম কারণ নারায়ণ।
গোলোক ত্যজিয়া হরি, মর্ত্ত্যে আসি অবতরী,
পরমাত্মা বিশ্ব-বিমোহন ॥
সেই দেব জনার্দ্দনে, বিশ্বময় নারায়ণে,
তাঁরে কন্যা দেহ মহাশয়।
সেই বসুদেব সুতে, কন্যা দেহ আনন্দেতে,
মুক্তিপদ পাইবে নিশ্চয় ॥
হয় এই অভিপ্রায়, তাঁরে কন্যা দেহ রায়,
তব জন্ম সফল হইবে।
দ্বারকা নগরে রায়, নিমন্ত্রণ দেহ তায়,
পত্র-প্রাপ্তে অবশ্য আসিবে ॥
রাজা কহে মুনিবর, রুক্মিণীর যোগ্য বর,
জেনেছি নিশ্চয় আমি মনে।
পূর্ব্বে জানি বিবরণ, করি তায় নিমন্ত্রণ,
পাঠায়েছি দ্বারকাভবনে ॥
করি ছল স্বয়ম্বর, পাঠায়েছি দূতবর,
আসিবারে সেই নারায়ণে।
এইরূপে দুইজনে, বসি রতন আসনে,
যুক্তি করি কহিছে তখনে ॥
তবে সে রাজার পুত্র, পাইয়ে কথার সূত্র,
ক্রোধে যেন জ্বলন্ত আগুন।
রুক্ম নামে মহামতি, হ'য়ে মনে ক্রোধমতি,
কহে আঁখি করিয়ে ঘূর্ণন ॥
বাপে ডাকি কহে বাণী, কহে শুন নরমণি,
একি কথা শুনি অসম্ভব।
ব্রাহ্মণের বাক্যে তুমি, হইতেছ নীচগামী,
লোভী হয় দ্বিজগণ সব ॥

দ্বিজ যে কহিল কথা, বাজিল হৃদয়ে ব্যথা,
কৃষ্ণে দিবে তুমি কন্যাদান।
তার সম নীচাশয়, কভু নাহি দৃষ্ট হয়,
নাহি তার মান অপমান॥
তার কার্য্য দেখ যত, সকলি চোরের মত,
অধর্ম্মেতে মত্ত সদা রয়।
শুনিলে প্রশংসা যত, সত্য নহে জেন তাত,
অপযশ ধরে না ধরায়॥
পর বাক্যে দুরাশয়, করে কার্য্য নীচাশয়,
মারিল সে দুরন্ত যবন।
হরিল সর্ব্বস্ব তার, পূরিল নিজ ভাণ্ডার,
শুন পিতা অশেষ বচন॥
কংসে মারি দুরাচার, নিল ধন রাজ্য তার,
একি তার ধর্ম্মের বিচার।
কহ পিতা কোন দোষে,বিনাশিল সেই কংসে,
করে কেবা মাতুল সংহার॥
কিসে বা সে বলবান, পলাইল ল'য়ে প্রাণ,
মহারাজ জরাসন্ধ ভয়ে।
গিয়ে সে দ্বারকাপুরী, লুকাইল ক'রে চুরি,
তাঁরে তুমি ভাব সর্ব্বাশ্রয়ে॥
গোকুলে গোপের ঘরে,খেত'ননী চুরি করে,
বনে বনে করিত ভ্রমণ।
যতেক গোপের সঙ্গে,বেড়াত ব্রজেতে রঙ্গে,
তাঁরে কন্যা দিবে হে রাজন॥
মোর বাক্য শুন এবে, দিলে অপযশ হবে,
দেহ কন্যা তুমি অন্যজনে।
শিব শিষ্য ভার্গবেরে, দেহ কন্যা অকাতরে,
মহাযোদ্ধা জ্ঞানী মহাজনে॥
কিম্বা সেই শিশুপালে, দেহকন্যা মম বোলে,
তবে রবে কুলের ঘোষণা।
কিম্বা ইন্দ্রে দেহ দান,তাহাতে বাড়িবে মান,
শুন পিতা আমার মন্ত্রণা॥
তব কন্যা যোগ্যবর, নহে সে গোপকুমার,
তারে আমি জানি ভালমতে।

জরাসন্ধে করি ভয়, লুকায়ে যে জন রয়,
তারে কন্যা দিব হে কি মতে॥
তারে যদি দেহ দান, ত্যজিব এখনি প্রাণ,
নতুবা এ আলয় ছাড়িব।
শুন পিতা বাক্য সার, তার মত দুরাচার,
কভু আমি চোখে না দেখিব॥
দেখ সে গোকুল মাঝে,বেড়াত গোপাল সেজে,
গোপকুলে করিত বঞ্চন।
ল'য়ে যত গোপীকুলে,কি কলঙ্ক না করিলে,
তারে কন্যা দিব হে রাজন॥
অতএব শুন পিতঃ, দেহ কন্যা গুণযুত,
শিশুপাল মহাবলবান।
রাজৈশ্বর্য্যে সেই জন, বিখ্যাত এ ত্রিভুবন,
বল হয় দেবেন্দ্র সমান॥
কুলের গৌরব রবে,লোকেতে সুখ্যাতি গাবে,
শিশুপালে সর্ব্বলোকে জানে।
কুলে শীলে ধনে মানে, বিখ্যাত সকল গুণে,
সুখী হবে তাঁরে কন্যাদানে॥
শুন ওহে নরমণি, অন্যথা নহে এ বাণী,
এ কার্য্যে না হও অন্যমত।
কর পিতা নিমন্ত্রণ, আন সব নৃপগণ,
বলি যাহা কর সেইমত॥
শ্রবণে পুত্রের বাণী, চমকিল নরমণি,
বলে একি বিপদ ঘটিল।
সঙ্গে করি পুরোহিতে,চলি যায় নির্জ্জনেতে,
গোপনেতে কহিতে লাগিল॥
শুন বাক্য মহাশয়, মম বাক্য সমুদয়,
কখন না হবে অন্যমত।
ভাগবতে হরিকথা, সুধার লহরী গাঁথা,
সাধুগণে পিয়ে অবিরত॥
পরে শুন নররায় অপূর্ব্ব কথন।
রুক্মিণীর পত্র পাঠ করি নারায়ণ॥
কহিল মনের কথা দ্বিজের সকাশে।
কহি শুন সার কথা মনের হরিষে॥

শুন ওহে মতিমান আমার বচন।
বড়ই চঞ্চল আমি রুক্মিণী কারণ॥
শুনিয়া লোকের মুখে তার রূপ যত।
তাহাতে নিমগ্ন মন আছি জ্ঞান হত॥
তার রূপে বিমোহিত মানস আমার।
শয়নে স্বপনে তারে হেরি অনিবার॥
আর শুন দ্বিজবর কহি সে কথন।
আমারে রুক্মিণী দিতে ভীষ্মকের মন॥
কিন্তু তাঁর পুত্র তারে নিষেধ করিল।
সেই হেতু কন্যা দিতে অসম্মত হৈল॥
অতএব দ্বিজবর কহি সে কথন।
অবশ্য করিব আমি রুক্মিণী হরণ॥
নিমন্ত্রিত রাজগণে পরাজয় করি।
আনিব সে রুক্মিণীরে বিমানেতে হরি॥
নৃপগণে লজ্জা দিব জানিবে নিশ্চয়।
তাহাকে আনিব হরি নাহিক সংশয়॥
মম অনুগত সেই রুক্মিণী সুন্দরী।
অবশ্য যাইব আমি ভীষ্মকের পুরী॥
শুন দ্বিজবর আমি তাহারে আনিব।
শিশুপালে কন্যা দিবে কেমনে দেখিব॥
এত কহি ভগবান আনন্দ বিধান।
সুসজ্জা করিল তবে দেব ভগবান॥
দারুকে ডাকিয়া তবে আজ্ঞা যে করিল।
আজ্ঞামাত্রে সারথি সে রথ যোগাইল॥
দ্বিজ সঙ্গে করি হরি উঠিল রথেতে।
শূন্যেতে ধাইল রথ পবন বেগেতে॥
উপস্থিত হয় রথ বিদর্ভ নগর।
বিশ্রাম লভিল তবে দেব দামোদর॥
হেথায় বিদর্ভপতি বিষাদিত মনে।
শিশুপালে কন্যা দিবে পুত্রের বচনে॥
বিবাহ বিধান কার্য্য সব সমাপিল।
দেব আদি কার্য্য যত সকলি করিল॥
শতানন্দ পুরোহিত কার্য্য করে যত।
সমাপন করে বিধি যাহা নিয়মিত॥
সাজাইল পুরী সব সুন্দর দর্শন।
উড়িল পতাকা যত বিচিত্র রতন॥
রম্ভাতরু বিরাজিত রাজপথচয়।
পুরবাসী সকলেতে আনন্দ হৃদয়॥
পুরবাসী নারী যত সুখেতে মগন।
দিব্য অলঙ্কারে দেহ করিল শোভন॥
ভূষিত করিল অঙ্গ বিবিধ ভূষণে।
আচ্ছাদিল দেহ সব সুগন্ধ চন্দনে॥
নর-নারী যত সব আনন্দে মাতিল।
পিতৃদেব অভ্যর্থনা সব করাইল॥
কন্যা বিভা হেতু তরে ভীষ্মক রাজন।
দ্বিজগণে দান করে বিবিধ রতন॥
দ্বিজের রমণীগণে আনন্দ অন্তরে।
ভূষিত করিল সবে রত্ন অলঙ্কারে॥
মনের হরিষে দ্বিজে করায় ভোজন।
স্বস্তি উচ্চারিল তবে যত দ্বিজগণ॥
তবে দ্বিজপত্নীগণ আনন্দ হৃদয়।
কন্যারে করায়ে স্নান বিহিত সময়॥
বিবাহ বিহিত কার্য্য করি সমাপন।
রতন ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদি তখন॥
বিধিমত দ্বিজগণে মন্ত্র উচ্চারিল।
রুক্মিণীর মস্তকেতে রক্ষা বাঁধি দিল॥
মঙ্গলাদি কার্য্য যত করে পুরোহিত।
বহু দান করে রাজা হ'য়ে আনন্দিত॥
ধন রত্ন ধেনু দান করেন রাজন।
করিল বিবিধ বস্ত্র রাজা বিতরণ॥
এখানেতে মহারাজ শুনহ ভারতী।
দামুঘোষ মনে মনে হরষিত অতি॥
বিধিমত কার্য্য করে বিবাহ কারণ।
অধিবাস আদি কার্য্য করে সমাপন॥
পুত্রে সাজাইল তবে বিবিধ রতনে।
সাজাইল বহু সৈন্য আনন্দিত মনে॥
রথ সজ্জা করে তথা অতি মনোহর।
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ঘোরতর॥

বর-সাজে শিশুপাল সাজিয়ে তখন।
শীঘ্রগতি রথোপরে করে আরোহণ ॥
রুক্মিণী হইবে পত্নী বড় আশা মনে।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তখনে ॥
শীঘ্রগতি রথ যায় বিদর্ভ-নগরে।
বরে দেখি সবে মিলি সমাদর করে ॥
আর যত রাজগণ সমাগত হয়।
কহিব কতেক নাম সংখ্যা নাহি তায় ॥
জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ।
দৈত্য অংশে জন্ম সব শুনহ রাজন ॥
সবে মিলি যুক্তি তবে করিল তখন।
রাম কৃষ্ণ দুইজন করে আগমন ॥
চোর ধর্ম্মে রত সদা তারা দুই ভাই।
আজি নাহি রক্ষা পাবে আমাদের ঠাঁই ॥
রুক্মিণীরে যদি চুরি করে এইখানে।
সবে মিলি যুদ্ধে দোঁহে বধিব জীবনে ॥
এইরূপ মনে যুক্তি করিয়া সকলে।
এইমত করি তবে রহে সেই স্থলে ॥
দ্বারকা-নগরে তবে দেব সঙ্কর্ষণ।
জানিয়া সকলি হন সচঞ্চল মন ॥
ভাবে একা যাবে কৃষ্ণ বিদর্ভ-নগরে।
বিপক্ষ পক্ষেতে গেল ভাবিল অন্তরে ॥
একাকী গমন করে সঙ্কটের স্থান।
এত ভাবি বলদেব ত্বরাগতি যান ॥
সঙ্গেতে করিয়ে সেনা চলিল ত্বরায়।
বিদর্ভ-নগরে গিয়া উপনীত হয় ॥
হেথায় রুক্মিণীদেবী সচিন্তিত মন।
হেরিয়া সে বিবাহের সব আয়োজন ॥
মনে মনে কৃষ্ণপদ ভাবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ আগমন হেতু করয়ে ক্রন্দন ॥
মহা চিন্তাকুল দেবী হইল মনেতে।
বুঝি না আইল কৃষ্ণ আমার ভাগ্যেতে ॥
তিন দিন গত হৈল কেন না আইল।
কেন নাহি দ্বিজবর পুনশ্চ ফিরিল ॥
উপস্থিত হৈল আসি বিবাহ সময়।
কেন না আইল তবু কৃষ্ণ দয়াময় ॥
কেন না আইল হেথা কমললোচন।
না পারি বুঝিতে আমি ইহার কারণ ॥
কেন না আইল ফিরে সেই দ্বিজবর।
তুচ্ছ জ্ঞানে না আইল দেব দামোদর ॥
অভাগা রমণী আমি জেনেছি নিশ্চয়।
সেই হেতু না আইল কৃষ্ণ দয়াময় ॥
বিধি প্রতিকূল মোরে জানিলাম মনে।
না আইল গুণনিধি হেথা সে কারণে ॥
ভগবতী মম প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয়।
তা না হ'লে কেন কৃষ্ণ না এল হেথায় ॥
সদাশিব মম প্রতি প্রতিকূল এবে।
নতুবা আমার কেন এ দশা ঘটিবে ॥
জগন্মাতা মহাদেবী মহেশ ঘরণী।
রুদ্ররূপা মহাদেবী সংহার-কারিণী ॥
রুদ্রাণী গিরিজা দেবী মহেশ মোহিনী।
পাষাণের কন্যা মাতা নিতান্ত পাষাণী ॥
দয়াহীন দক্ষকন্যা দেবী দাক্ষায়িণী।
দক্ষ যজ্ঞে নিজ দেহ নাশিলা আপনি ॥
তিনি করিবেন কৃপা আমারে এখন।
এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন ॥
পাইব পরম পদ এই চিন্তা মনে।
কান্দিয়া আকুল ধনী হয় সেইক্ষণে ॥
দুনয়নে বহে ধারা যেন বরিষণ।
কেবল করিছে দেবী পথ নিরীক্ষণ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন তার সচকিত হয়।
মহাবেগে বাম অঙ্গ আপনি কাঁপয় ॥
নৃত্য করে বাম নেত্রে মঙ্গল লক্ষণ।
হৃদয় আনন্দে তবে করিল নর্ত্তন ॥
চারিদিকে সুমঙ্গল দরশন করে।
হেনকালে দ্বিজবর আইল সত্বরে ॥
দ্বিজবর অন্তঃপুরে গমন করিল।
যথা রাজকন্যা তথা দাঁড়ায়ে রহিল ॥

তবে রাজসুতা অতি ব্যাকুল অন্তরে।
না সরে বচন দেবী কহে মৃদুস্বরে॥
কহ দ্বিজবর মোরে স্বরূপ বচন।
কুশল বারতা শীঘ্র বলহ এখন॥
প্রসন্ন বদন তব নিরীক্ষণ হয়।
আইল কি হেথা সেই কৃষ্ণ দয়াময়॥
দ্বিজবর বলে দেবী ভাবনা কি আর।
অবশ্য হইবে শুভ কার্য্যের উদ্ধার॥
আসিয়াছে গুণনিধি শুন গো সুন্দরী।
আসিয়া সে মহামতী প্রবেশিছে পুরী॥
আনন্দে ভাসিল দেবী সে কথা শ্রবণে।
ভক্তিতে প্রণমে তবে বিপ্রের চরণে॥
পুনঃ পুনঃ করে দ্বিজ-চরণ বন্দন।
বলে দেব আশীর্ব্বাদ করহ এখন॥
ব্রহ্ম বাক্য কভু যেন অন্যথা না হয়।
আমার মনের আশা পূর্ণ যেন হয়॥
দ্বিজবর কহে শুন ভীষ্মক-নন্দিনী।
পূরাইবে আশা তব মহেশ ঘরণী॥
এত কহি দ্বিজবর করিল গমন।
তবে পুরে প্রবেশিল ভাই দুইজন॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে পুরে প্রবেশিল।
পুরবাসী সকলেতে এ বার্ত্তা জানিল॥
বিবাহ সভাতে হেথা আসে দুইজন।
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ভীষ্মক রাজন॥
প্রচুর আনন্দ মনে হইল রাজার।
পূজার বিবিধ দ্রব্য তবে প্রদানিল॥
নানামতে করে রাজা কৃষ্ণের পূজন॥
বসিবারে আনি দিল রত্ন-সিংহাসন॥
কৃষ্ণের সম্মান রাজা করে বহুমতে।
কুশলাদি বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল বিনয়েতে॥
ভক্তি করি পূজে তবে বিদর্ভ-রাজন।
শুনিল নগরবাসী কৃষ্ণ আগমন॥
দরশন হেতু সবে গমন করিল।
চিরদিন আশা যাহা পরিপূর্ণ কৈল॥

দেখিবারে রামকৃষ্ণে উৎকণ্ঠিত মনে।
আবাল বণিতা যুবা বৃদ্ধ যত জনে॥
মহানন্দে সকলেতে রাজপুরে ধায়।
কৃষ্ণে হেরি সবাকার আনন্দ হৃদয়॥
মুখশশী হেরে সবে আনন্দ লভিল।
রূপের সাগরে তথা নিমগ্ন হইল॥
নয়নে না ধরে হেন সে রূপের ভাতি।
নিমিলিত নেত্রে চাহি রহে কৃষ্ণ প্রতি।
কিবা সে রূপের ছটা নবীন কিশোর।
কিবা সে মুখের ঘটা পূর্ণ শশধর॥
কামধনু যেন ভুরু অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি মদনের বাণ॥
খগচঞ্চু সম নাসা রক্ত ওষ্ঠাধর।
রম্ভাতরু সম উরু অতি মনোহর॥
আজানুলম্বিত বাহু অপূর্ব্ব শোভন।
শোভিত সে কর্ণযুগ কুণ্ডল রতন॥
মুক্তারতি দন্তভাতি সুচিকণ অতি।
বক্ষস্থলে পরিসর রোমরাজি ভাতি॥
সিংহ যিনি মাজাখানি পরম সুন্দর।
নখরাজি বিরাজিত যেন শশধর॥
এ হেন রূপের ছটা করি দরশন।
নগরের লোক যত বিস্ময়ে মগন॥
পরস্পর হেরি রূপ মনের উল্লাসে।
উপযুক্ত পাত্র এই সবে এই ভাষে॥
রুক্মিণীর উপযুক্ত এই বর হয়।
এমন রূপের ছটা কভু দৃশ্য নয়॥
নহে কভু উপযুক্ত দামুঘোষ সুত।
রুক্মিণীর বর এই জানিনু নিশ্চিত॥
বিধি যেন কৃপা করে রুক্মিণীর প্রতি।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে যেন পায় কৃষ্ণপতি॥
আমা সবাকার বাক্য সফল হইবে।
অবশ্য এ কৃষ্ণপতি রুক্মিণী লভিবে॥
পুরবাসিগণ সবে এই কথা কয়।
বিমোহিত হ'য়ে সবে কৃষ্ণে নিরীক্ষয়॥

অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর।
অন্তঃপুর হ'তে দেবী ধাইল সত্বর ॥
রুক্মিণী সে দ্রুতপদে বাহির হইল।
পূজিবারে মহেশ্বরী বেগেতে ধাইল ॥
ভবানী পূজিতে তবে পদব্রজে যায়।
রক্ষিগণ চারিদিকে ঘেরিল তাহায় ॥
ঢাল তলোয়ার ল'য়ে যত সেনাগণ।
চারিদিকে ধীরে ধীরে করিছে গমন ॥
মরাল গমনে ধনী চলে রাজপথে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিন্তে একান্ত মনেতে ॥
পুরবাসীগণে তবে রাজসুতে ঘেরি।
পরম হরিষে তবে যায় ধীরি ধীরি ॥
অগণ্য সেনার দল চারিভিতে চলে।
বাজিল বিবিধ বাদ্য চতুরঙ্গ দলে ॥
পূজার সামগ্রী যত হস্তেতে সবার।
ধূপ-দীপ আদি করি ষোড়শোপচার ॥
দ্বিজগণ সঙ্গে যায় সানন্দ বিধানে।
দ্বিজের রমণী যত আনন্দিত মনে ॥
কেহ নৃত্য করি ধায় কৌতুকে তখন।
কেহ বা মধুর বাদ্য করয়ে বাদন ॥
ঋষিগণ বেদপাঠ করে উচ্চৈঃস্বরে।
দূত বন্দীগণ সবে বন্দে মনোহরে ॥
এইরূপে দেবীগৃহে উপনীত হয়।
পবিত্র হইয়ে সবে পুরী প্রবেশয় ॥
ভবানীর পদযুগে প্রণমে তখন।
বিধিমতে করে তথা ভবানী পূজন ॥
রুক্মিণী পূজিয়া তথা মনের হরষে।
প্রণমি তাঁহার পদে মৃদু মৃদু ভাষে ॥
ওগো মাতা তব পদে মিনতি আমার।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক দেহ এই বর ॥
অন্য বরে ওগো মাতা নাহি প্রয়োজন।
পতি মম হয় হেন দেব নারায়ণ ॥
কৃপা করি কৃপাময়ী কৃষ্ণে দেহ পতি।
তোমার চরণে মাত্র এই গো মিনতি ॥

এইরূপে দেবী পদে করিল প্রণতি।
গৃহের বাহিরে তবে ধায় মন্দগতি ॥
দ্বিজপত্নী পদে সবে প্রণাম করিল।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ বলি আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
তদন্তর সেই স্থানে দাঁড়ায় রুক্মিণী।
নব-জলধর কোলে যেন সৌদামিনী ॥
মায়াময়ী মায়া করি মোহিনী হইল।
অমনি রূপের ভাতি প্রকাশ পাইল ॥
শশী বিনিন্দিত মুখ হয় দরশন।
কুন্তলে আবৃত কর্ণ সুচারু দশন ॥
রূপের তুলনা তার না পায় খুজিয়া।
দিব্য কান্তি মনোহরা মদন মোহিয়া ॥
ক্ষীণ মাজা শ্যামবর্ণ মধুর হাসিনী।
উচ্চ স্তন বক্ষে শোভে মরাল গামিনী ॥
সুচিকণ কেশ পাশ শিরে শোভে কত।
রক্ত ওষ্ঠ চারু দৃষ্টে মুনি বিমোহিত ॥
কিবা সুকোমল পদ নূপুর রঞ্জিত।
মনোহর গণ্ডস্থল অলকা আবৃত ॥
কপালে সিন্দূর শোভা দেখ কত আর।
প্রভাতে অরুণ যথা দীপ্ত মনোহর ॥
সে মুখের তুল্য নয় শারদীয় শশী।
আকাশ হইতে ভূমে পড়িয়াছে খসি ॥
সে রূপের ছটা হেরি যত বীরগণ।
পড়িল ভূতলে সবে হ'য়ে অচেতন ॥
ধরিল মোহিনীরূপ রাজার কুমারী।
অচেতন নৃপগণ হেরি সে মাধুরী ॥
মায়াতে মোহিত সবে হয় সেনাগণ।
অমনি করিল ধনী শূন্যে দরশন ॥
নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণে দরশন করে।
হেরিয়া সে রূপরাশি অধৈর্য্য অন্তরে ॥
আপন দক্ষিণ হস্ত করি উত্তোলন।
ধরিয়া লইতে কৃষ্ণে কহিল তখন ॥
ওহে হরি দীনবন্ধু দেব কৃপাময়।
আমারে লইতে তব উচিত সময় ॥

এইবার শীঘ্র করি লহ দেব মোরে।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবারে ॥
রুক্মিণীর বাক্যে তবে দেব নারায়ণ।
হস্তে ধরি শূন্যে তুলি লইল তখন ॥
যেইমাত্র রুক্মিণীরে শূন্যে তুলি নিল।
সচেতন সেনাগণ চাহিয়া দেখিল ॥
রুক্মিণীরে হরিয়া সে নন্দের নন্দন।
হের দেখ শূন্যোপরে করে পলায়ন ॥
এইরূপে বীরগণ শব্দ করে যত।
পবন বেগেতে রথ চালাইল দ্রুত ॥
জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ।
ক্রোধানলে দগ্ধ হয় মলিন বদন ॥
আপনা নিন্দিয়া সবে কহিতে লাগিল।
গোপপুত্র রাজকন্যা হরিয়া লইল ॥
এত বীরগণ মাঝে কন্যা হরি লয়।
মোদের জীবনে ধিক্ জানিহ নিশ্চয় ॥
সিংহের সম্মুখে শিবা দর্প প্রকাশিল।
বৃথায় বাঁচিয়া তবে কিবা ফল বল ॥
কত বল ধরে সেই ব্রজের রাখাল।
এত বীর আগে সেটা বাড়ায় জঞ্জাল ॥
তবে যত নৃপগণ ক্রোধেতে কাঁপিল।
ধরিতে কৃষ্ণকে সবে মনন করিল ॥
আপন আপন সৈন্য করিয়া সঙ্গেতে।
কৃষ্ণের পশ্চাতে ধায় পরম রঙ্গেতে ॥
মার মার শব্দে সবে ধাইল সত্বর।
বিষম চীৎকার করি বলে ধর ধর ॥
কেহ বলে ঐ দুষ্ট পলাইয়া যায়।
কেহ বলে আর কোথা যাবে দুরাশয় ॥
আর কতদূরে দুষ্ট করিবে গমন।
এইবার পাবে শাস্তি কর্ম্মের মতন ॥
কেহ বলে ওরে মূর্খ গোপের তনয়।
একবার হও স্থির ওরে দুরাশয় ॥
এইরূপে নৃপ যত পাছে পাছে ধায়।
যদু সৈন্য ছিল যত দেখিবারে পায় ॥
তবে যত সেনাগণ আইল সেখানে।
বাধিল বিষম যুদ্ধ বিপক্ষের সনে ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ধরাতলে।
কেহ রথে কেহ গজে ধায় কুতুহলে ॥
বড় বড় বীর সব মহা বলবান।
শত্রুর উপরে হানে তীক্ষ্ণ যত বাণ ॥
কেহ খাণ্ডা কেহ তীর করে বরিষণ।
বরষায় বর্ষে বারি যেন মেঘগণ ॥
সেইরূপ বাণ বর্ষে বিপক্ষ উপরে।
বাণে অন্ধকারময় হৈল তথাকারে ॥
এইরূপে দুই দলে বাণ বরষিল।
যাদবের সৈন্যদলে শর আচ্ছাদিল ॥
রুক্মিণী দেখিয়া তাহা বিষণ্ণ হইল।
শরাচ্ছন্ন সৈন্য হেরি অন্তরে চিন্তিল ॥
বুঝি যদি সেনাদল পরাভব মানে।
এত ভাবি সচঞ্চল হৈল বড় মনে ॥
অন্তরে বিষম ভয় হইল উদয়।
আকুল জীবন তার কাতর হৃদয় ॥
ঘন ঘন কৃষ্ণ মুখ করে নিরীক্ষণ।
ভয়েতে আকুল অতি সজল নয়ন ॥
তাহা দরশনে তবে দেব নারায়ণ।
রুক্মিণীর প্রতি কহে সহাস্য বচন ॥
কেন দেবী ভীত হও সামান্য কারণে।
ক্ষণেক বিলম্ব কর হেরিবে নয়নে ॥
কি ভয় তোমার বল আমার নিকটে।
এখনি সকল সৈন্য পড়িবে সঙ্কটে ॥
নিমিষে শত্রুর দল হইবে বিনাশ।
কেন বা মনেতে তুমি গণিছ হুতাশ ॥
কেহ নাহি ফিরে ঘরে করিবে গমন।
সকলে সমর মাঝে হারাবে জীবন ॥
এত বলি গদাধর ধনুর্ব্বাণ নিল।
মারি অস্ত্রে অস্ত্র সব অস্ত্র বিনাশিল ॥
রথ রথী সবাকারে করিল নিপাত।
পড়িল যতেক সৈন্য লাগি অস্ত্রাঘাত ॥



রুক্মিণীর বাক্যে তবে দেব নারায়ণ।
রুক্মবীরে রথে তুলি লইল তখন। [illegible] পৃষ্ঠা।

কত যে পড়িল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার।
বাণাঘাতে সকলেতে হইল সংহার ॥
জীবন ত্যজিয়া সবে ভূতলে পড়িল।
মহাবাণে শত্রুদের মস্তক চিরিল ॥
পড়িল বিপক্ষ পক্ষ সেনাদল যত।
সকুণ্ডল শির সব ভূমেতে লুণ্ঠিত ॥
অগণন সেনাগণ সমরে পড়িল।
অস্ত্র সহ বাহু কত কাটিয়া ফেলিল ॥
এইরূপে সেনাগণ ছাড়িল জীবন।
অশ্ব হস্তী অসংখ্য যে হইল নিধন ॥
ঘোরতর সমরেতে অনেকে মরিল।
সমর-প্রাঙ্গণে রক্তে নদী প্রবাহিল ॥
রাজাগণ দরশন করি সে সমর।
যদুসৈন্য তেজে সবে সভয় অন্তর ॥
একেবারে সবাকার মলিন বদন।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন ॥
জরাসন্ধ মহারাজ চলিছেন আগে।
ক্রমে পলায়ন করে যত বীরভাগে ॥
হেথা শুন মহারাজ অদ্ভুত বচন।
শিশুপাল একেবারে সলজ্জ বদন ॥
শুষ্ককণ্ঠ ম্লানমুখ বচন না সরে।
প্রভাহীন কান্তি শূন্য হেরি কদাকারে ॥
বরবেশে নাহি আর ম্লান অতিশয়।
শিশুপালে হেনকালে জরাসন্ধ কয় ॥
শুন কহি শিশুপাল আমার বচন।
অদৃষ্টের ফল আর বিধির লিখন ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা অন্যথা কে করে।
সেই হেতু জীবগণ কর্ম্মপাকে ফিরে ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় যত ধর্ম্ম কাণ্ড হয়।
অধিক কি কব আমি শুন মহাশয় ॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গেতে আমার।
কৃষ্ণ সহ রণে ভঙ্গ সপ্তদশবার ॥
দৈব হেতু আমি মানি তাহে পরাজয়।
দৈব বিনে হেন কর্ম্ম কভু নাহি হয় ॥

তাহে কিছু মাত্র ভয় না হৈল আমার।
তেঁই শোক মনে মনে করি পরিহার ॥
কি আর কহিব আমি তোমারে এখন।
এখন সে শোক মনে হয় জাগরণ ॥
তবু নাহি করি চিন্তা শুন নরপতি।
জয় পরাজয় হয় জেনো দৈবগতি ॥
আমি হেন বলবান বিক্রমে অতুল।
ত্রিভুবনে কেহ নহে মম সমতুল ॥
তবু মোরে কৃষ্ণ সেই রণে পরাজিল।
দৈবেতে করিল যাহা অদৃষ্টে ঘটিল ॥
অতএব শুন কহি ওহে মহারায়।
কিছুদিন রহ পরে হইবে সময় ॥
অবশ্য তোমার হাতে পরাজয় হবে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহাই ঘটিবে ॥
শিশুপালে জরাসন্ধ প্রবোধ করিল।
মনাগুনে শিশুপাল জ্বলিতে লাগিল ॥
মনে মনে শিশুপাল করিল চিন্তন।
কিরূপেতে গৃহে আমি করিব গমন ॥
বর-সাজে আইলাম বিদর্ভ-নগর।
কিরূপে দেখাব মুখ প্রবেশিয়া ঘর ॥
এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন।
বিষাদিত মনে গৃহে করিল গমন ॥
আর যত রাজগণ সেই স্থানে ছিল।
সকলেতে নিজ নিজ দেশে চলি গেল ॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভীষ্মক-রাজন।
রুক্মরাজ মহাকোপে যেন হুতাশন ॥
কোপেতে বিষাদ তার জন্মিল অন্তরে।
বড় অপমান কৃষ্ণ করিল আমারে ॥
সামান্য গোপের ছেলে এত অহঙ্কার।
মম বিদ্যমানে করে সৈন্য ছারখার ॥
সভা বিদ্যমানে মোর ভগিনী হরিল।
ইহাতে আমার আর বাঁচিয়া কি ফল ॥
এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাহি হয়।
কৃষ্ণ বিভা করে ভগ্নী বিড়ম্বনাময় ॥

ইহা বিচারিয়া মনে ভীষ্মক-নন্দন।
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে করিতে সাজন॥
কোপেতে অনল সম জ্বলিয়া উঠিল।
রক্তবর্ণ দুই আঁখি কহিতে লাগিল॥
শুন সভাজন কহি প্রতিজ্ঞা এখন।
করহ সে নীচ কৃষ্ণে অবশ্য নিধন॥
হরিল আমার ভগ্নী সেই দুরাচার।
অবশ্য সে ভগ্নী আমি করিব উদ্ধার॥
ভগ্নী আমি শিশুপালে পুনঃ বিভা দিব।
অন্যথা হইলে ফিরে গৃহে না আসিব॥
এ হেন প্রতিজ্ঞা করি রাজার তনয়।
রণসাজ করি রণে ধাইল সত্বর॥
এত কহি রথোপরে করে আরোহণ।
বেগেতে চালায় রথ সারথি তখন॥
যুবরাজ কহে তবে সারথির প্রতি।
যথা কৃষ্ণ তথা গতি কর শীঘ্রগতি॥
যথা যদুসৈন্য তথা করিব গমন।
গোয়ালার পুত্রে আজি করিব নিধন॥
সারথি চালায় রথ তাহার আজ্ঞায়।
পবন বেগেতে রথ দ্রুতগতি ধায়॥
তদন্তর কৃষ্ণ রথ করে দরশন।
দূর হ'তে ডাকি কৃষ্ণে কহিল তখন॥
ওরে ও গোপের সুত ক্ষণেক তিষ্ঠহ।
চুরি করি রাজকন্যা কোথায় পলাহ॥
আমার অগ্রেতে তুমি কোথা পলাইবে।
চোরের উচিত যাহা সে শাস্তি পাইবে॥
কতদূরে যাবে দুষ্ট করি পলায়ন।
মম হস্তে তোর দর্প না রবে এখন॥
আজ তোর রক্ষা নাই আমার নিকট।
পলাইল যত দুষ্ট ভাবিয়া সঙ্কট॥
কেবা আজ রাখে তোরে তাহারে দেখিব
আজ তোরে নরাধম নিশ্চয় বধিব॥
শুনিয়া রুক্মির বাক্য দেব নারায়ণ।
রথ ফিরাইল তবে ক্রোধেতে তখন॥
তবে সে ভীষ্মক পুত্র ধনুক ধরিয়া।
কৃষ্ণ প্রতি মারে বাণ ক্রোধিত হইয়া॥
যুড়িয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ ধনুকে তখন।
শ্রীহরির প্রতি তবে করিল ক্ষেপণ॥
অসংখ্য বাণেতে তবে কৃষ্ণেরে বিন্ধিল।
কর্কশ বচন দুষ্ট কতই বলিল॥
ওরে পাপাধম তোরে কি কহিব আর।
যাদব কুলের তুই দুষ্ট দুরাচার॥
মম ভগ্নী হরি দুষ্ট কর পলায়ন।
যজ্ঞ-ঘৃত কাকে খায় একি অঘটন॥
আজি মম হস্তে তোর হইবে নিধন।
পাপমতি মম সহ যুঝহ এখন॥
দেখি কত বল ধর তুমি পাপাশয়।
তব অহঙ্কার চূর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
তবে হরি মনে মনে করিল চিন্তন।
না দেয় উত্তর শুনি রুক্মির বচন॥
সমযোগ্য নহে বলি করিল হেলন।
যতেক কহিল কৃষ্ণ না করে শ্রবণ॥
অন্তরেতে তুচ্ছ জ্ঞান তাহারে করিল।
শরাসন ধরি কোপে ধনু টঙ্কারিল॥
মারিল সুতীক্ষ্ণ বাণ তাহার উপর।
ধনু কাটি খান খান করে যদুবর॥
পরেতে হানিল হরি আর ছয় বাণ।
ভীষ্মক সুতেরে বিন্ধে করিয়া সন্ধান॥
আর আট বাণ মারে রথের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব বিন্ধে গদাধর॥
সারথি উপরে বাণ করিল সন্ধান।
একবাণে রথধ্বজ করে খান খান॥
রুক্মির হস্তের ধনু কাটিয়া পড়িল।
শূন্য হস্ত হ'য়ে রুক্মি ভাবিতে লাগিল॥
শীঘ্র হস্তে বীরগণ অন্য ধনু দিল।
পাঁচ বাণে সেইক্ষণে সে ধনু কাটিল॥
পুনঃ অন্য শরাসন করিল গ্রহণ।
সে ধনুও কাটিলেন দেব নারায়ণ॥

এইরূপে রুক্মি তবে ধনু লয় যত।
বাণে বাণে গদাধর কাটি ফেলে তত॥
যত ধনু ছিল তার সব কাটা গেল।
তবেত ভীষ্মক-সুত ফাঁপরে পড়িল॥
মহাপরাক্রান্ত বীর রাজার তনয়।
কৃষ্ণে মারিবারে মহাশূল হাতে লয়॥
তবে হরি কোপ করি এড়ে মহাবাণ।
কাটিল হাতের শূল করি খান খান॥
যেই অস্ত্র লয় হাতে রুক্মি বীরবর।
বাণেতে ছেদন করে সে অস্ত্র সত্বর॥
এইরূপে বার বার যত অস্ত্র ধরে।
বাণেতে কাটিয়া তাহা ফেলে ধরাপরে॥
তবে কোপে পরিপূর্ণ ভীষ্মক-নন্দন।
লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমে ক্রোধেতে তখন॥
খর অসি ধরি করে বেগেতে চলিল।
শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আসি উপনীত হৈল॥
যেমন পতঙ্গকুল অনল দর্শনে।
আস্ফালন করে আসি তাহার সদনে॥
শেষেতে পুড়িয়া মরে শুন নরপতি।
সেইরূপ রুক্মিরাজের হইল দুর্গতি॥
লাফ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথেতে উঠিল।
তাহা দরশনে কৃষ্ণে ক্রোধ উপজিল॥
বাণেতে তাহার অসি করিল ছেদন।
বামহস্তে রুক্মি কেশ করিল ধারণ॥
খরধার অসি কৃষ্ণ লইল করেতে।
মহাকোপে তোলে অস্ত্র তাহারে কাটিতে॥
ভ্রাতার দুর্দ্দশা হেরি রুক্মিণী তখন।
কাতর অন্তরে দেবী করেন ক্রন্দন॥
মহাভয়ে ভীত অতি রুক্মিণী হইল।
থর থর অঙ্গ তাঁর কাঁপিতে লাগিল॥
ভ্রাতার দুর্দ্দশা হেরি চিন্তিত অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে পড়ি কহিল কাতরে॥
পড়িয়া চরণতলে সকরুণে কয়।
জগতের বল তুমি ওহে দয়াময়॥

জ্যোতির্ম্ময় মহাকায় বিশ্ব-বিমোহন।
তব বলে আঁটে বিশ্বে আছে কোনজন॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মূলাধার।
মুহূর্ত্তে করিতে পার সৃষ্টির সংহার॥
মম ভ্রাতা অতি মূঢ় নাহি বুদ্ধি লেশ।
তব সহ তাই রণ করে হৃষিকেশ॥
অতএব নাহি বধ ভ্রাতারে আমার।
দয়া করি কৃপাময় না কর সংহার॥
রুক্মিণীর বাক্যে কৃষ্ণে দয়া উপজিল।
দয়া করি তারে হরি নাহি সংহারিল॥
রুক্মিণীকে হেরে হরি অতীব কাতর।
শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধবাণী কাঁপে থর থর॥
তাহা দেখি দয়া করি ভীষ্মক-নন্দনে।
রথের উপরে তারে রাখিল বন্ধনে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়া তারে বন্ধনে রাখিল।
ক্ষুরবাণে রুক্মরাজে মাথা মুড়াইল॥
বিকৃত আকারে করে মস্তক মুণ্ডন।
ক্ষণেকে যতেক সৈন্য করিল নিধন॥
নলবন দলে যথা মত্ত করীবর।
সেইমত রুক্মিসেনা বধে দামোদর॥
হস্তী ঘোড়া কত মরে কে করে গণন।
অসংখ্য পড়িল সৈন্য হারায়ে জীবন॥
হেনকালে বলদেব তথা উপনীত।
দেখিল রথেতে বান্ধা ভীষ্মকের সুত॥
সেইক্ষণে রুক্মরাজে করি দরশন।
হাস্যাননে কহে কিছু কৌতুক বচন॥
ওহে কৃষ্ণ তব কার্য্য উচিত না হয়।
এরূপ করিলে তুমি রাজার তনয়॥
নাহি শোভে হেনরূপ রাজার নন্দনে।
বিরূপ করিতে কিছু না ভাবিলে মনে॥
তব শ্বশুরের পুত্র মানে মহামতি।
তোমার উচিত নহে করিতে দুর্গতি॥
হেন অনুচিত কর্ম্ম তব যোগ্য নয়।
তারে এত অপমান যুক্তি কিবা হয়॥

অতি লজ্জাকর কার্য্য কেন বা করিলে।
কেন বা রুক্মিরাজের কেশ মুড়াইলে ॥
নিজ হাতে অপমান উপযুক্ত নয়।
এ হ'তে মরণ ভাল কহিনু নিশ্চয় ॥
নির্দ্দয় কঠিন বড় হৃদয় তোমার।
এত অপমান কর আপন শালার ॥
এত কহি হাসি হাসি দেব সঙ্কর্ষণ।
নিজ হস্তে খুলি দিল তাহার বন্ধন ॥
মিষ্টভাষে রুক্মিণীরে অনেক তুষিল।
তবে বলদেব তারে কহিতে লাগিল ॥
শুনহ বৎসে এবে আমার বচন।
না ভাব বিবাদ এবে ভ্রাতার কারণ ॥
না করহ কিছু দুঃখ শুনহ বাছনী।
যে যাহার কর্ম্মভোগ করয়ে আপনি ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য ঘটন।
কর্ম্ম অনুসারে ফল পায় জীবগণ ॥
জগতের সুখ দুঃখ কর দরশন।
কর্ম্মফলে জীবগণে হয় সংঘটন ॥
অতএব শোক ত্যজ তুমি গুণবতী।
ক্ষত্রিয় জাতির এই কুলধর্ম্ম রীতি ॥
আপন আত্মীয় যদি কোন জন হয়।
অন্যায় করিলে তারে বধিবে নিশ্চয় ॥
ক্ষত্রিয়ের বিধি এই শুন বরাননে।
রাজধন বৃত্তি আর রমণী কারণে ॥
বধিবে বিপক্ষগণে ক্ষত্র সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই জানিবে লক্ষণ ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
শাস্ত্রমত ক্ষত্রিয় করিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
অতএব বৃথা শোক কভু না করিবে।
ভ্রাতার কারণ দুঃখ কিছু না ভাবিবে ॥
বিশেষ বুঝিয়া তুমি শোক পরিহর।
নাহি হবে বিষাদিত এবে ধৈর্য্য ধর ॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
বৃথা না হইও তুমি বিষাদে মগন ॥
বলদেব রুক্মিণীরে বিবিধ বচনে।
বুঝাইল ভ্রাতৃ দুঃখ শোকের কারণে ॥
যদুবর অনন্তর করিল সান্ত্বন।
তাহাতে প্রফুল্ল দেবী হইল তখন ॥
ভ্রাতৃ অপমান শোক অমনি ত্যজিল।
তবে সে ভীষ্মক-সুত মোচন হইল ॥
কৃষ্ণের নিকটে তার হৈল অপমান।
সেই পাপে তনু জ্বলে লজ্জাতে তখন ॥
নিজ পুরে নাহি আর করিল গমন।
অপর নগরে (১) বাস করিল রাজন ॥
তথায় যাইয়া পুরী নির্ম্মাণ করিল।
প্রতিজ্ঞা কারণ আর গৃহে নাহি গেল ॥
নির্ম্মাইয়া পুরী তথা সুখে করে বাস।
কৃষ্ণ অপমান তার জাগে বারমাস ॥
তবে রাজগণে বলে করি পরাজয়।
রুক্মিণী হরণ করি দেবকী তনয় ॥
আইল দ্বারকাপুরী মহানন্দ মনে।
বলরাম আদি করি যত যদুগণে ॥
দ্বারকা নগরবাসী আনন্দে ভাসিল।
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ বিবাহ হইল ॥ (২)
মহোৎসব হয় সেই দ্বারকানগরে।
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দ অন্তরে ॥
আনন্দে মাতিল পুরবাসী নারী যত।
সমাপন করে কার্য্য কথা বিধিমত ॥
দেশ দেশান্তরে তবে যত রাজগণ।
শ্রবণে আনন্দ হ'ল রুক্মিণী হরণ ॥

১। রুক্মরাজ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ভোজকোটি নামে নগরমধ্যে পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন।

২। কোন কোন মতান্তরে ভীষ্মক রাজার গৃহে রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন হয় এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মহামুনি ব্যাস এই স্থলে দ্বারকানগরে উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এইরূপ লিখিয়াছেন সুতরাং আমাকেও সেইরূপ লিখিতে হইল।

সকলেতে আনন্দেতে মাতিয়া উঠিল।
কৃষ্ণজয় মহাশব্দ হইতে লাগিল॥
জরাসন্ধ আদি রাজা হৈল পরাজয়।
রাজকন্যাগণে সবে মানিল বিস্ময়॥
দেখিবারে আইল সবে দ্বারকানগর।
হেরিয়া যুগল মূর্ত্তি প্রফুল্ল অন্তর॥
রূপ হেরি রুক্মিণীর হইল বিস্ময়।
দাসে কৃপা কর ওহে হরি দয়াময়॥
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে সুন্দর।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের উদ্ধার॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণী হরণ সমাপ্ত

অথ মদনের জন্ম ও দৈত্য কর্ত্তৃক হরণ।

শুকদেব বলে পরে শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য হয় অপূর্ব্ব কথন॥
কহি শুন পুরাতন অপূর্ব্ব কাহিনী।
মদনে করিল ভস্ম দেব শূলপাণি॥
হর কোপানলে ভস্ম হইয়া মদন।
রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম করিল গ্রহণ॥
যথাকালে মহাসতী প্রসবিল তায়।
প্রদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত লইল ধরায়॥
কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণমূর্ত্তি ভিন্ন কিছু নয়।
রুক্মিণী উদরে জন্ম লইল তনয়॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী।
সম্বর নামেতে এক ছিল দৈত্যপতি॥
প্রদ্যুম্নের হস্তে তার নিশ্চয় মরণ।
দৈত্য বৈরী হয় সেই রুক্মিণী-নন্দন॥
দৈবযোগে মহামতি নারদ সুমতি।
উপনীত দৈত্যপুরে শুন নরপতি॥
মুনিবরে হেরি দৈত্য আদর করিল।
শীঘ্রগতি সিংহাসন হইতে উঠিল॥
পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে পরে করিল পূজন।
বসিবারে মুনিবর দিলেন আসন॥
মুনি পাশে মৃদুভাষে করযোড় ক'রে।
কহিলেন দৈত্যরাজ তবে মুনিবরে॥
কহ দেব হেথা কেন তব আগমন।
কি আজ্ঞা পালিব এবে কহ তপোধন॥
কিবা ভাগ্যোদয় আজ আমার হইল।
পবিত্র হইল দেহ জনম সফল॥
কি কারণ আগমন কহ মুনিবর।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব সত্বর॥
মুনিবর কহে শুন দৈত্যের বচনে।
আগমন মম শুন হয় যে কারণে॥
তব হিত ইচ্ছি আমি তব হিতে রত।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করি যে নিয়ত॥
সেই হেতু আগমন হেথায় আমার।
দ্বারকানগরে জন্মে কৃষ্ণের কুমার॥
তব অরি হয় সেই শুন দৈত্যরায়।
সে জনার হস্তে তব মরণ নিশ্চয়॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
ইহার সুযুক্তি তুমি করহ চিন্তন॥
মুনির বচন শুনি বিস্ময় মানিল।
করযোড়ে মুনিবরে জিজ্ঞাসা করিল॥
কহ দেব কি উপায় করিব এখন।
তোমা বিনে হিত কহে নাহি হেন জন॥
এবে মুনিবর মোরে বলহ উপায়।
কিরূপে যে শত্রুহস্তে নিস্তার পাওয়া যায়॥
এত কহি দৈত্যবর চরণে পড়িল।
যতনে নারদ মুনি তাহারে কহিল॥
শুন কহি ওহে দৈত্য উপায় এখন।
এই বেলা মহাশত্রু করহ নিধন॥
বয়সে বাড়িবে বল কহিলাম সার।
এ কালে উচিত হয় করিতে সংহার॥
এত কহি মুনিবর করিল গমন।
মনে মনে চিন্তে তবে সম্বর তখন॥
বধিতে সে মহা অরি মনেতে ভাবিল।
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হৈল॥

মহা মায়াধর দৈত্য মায়া প্রকাশিল।
প্রলয়কালেতে যেন ঝটিকা উঠিল ॥
বয়স ছদিন মাত্র সূতিকা আগারে।
রুক্মিণী ক্রোড়েতে পুত্র আছে ঘুম ঘোরে ॥
মায়া করি সেই পুত্র করিয়া হরণ। (১)
মহাবেগে শূন্যমার্গে করিল গমন ॥
মহা সাগরের মাঝে ফেলাইয়া দিল।
শত্রু নাশ হৈল ভাবি গৃহেতে চলিল ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কথা মনোহর।
কৃষ্ণবীর্য্য সমুদ্ভব কৃষ্ণের কুমার ॥
মৎস্যেতে গিলিল সেই কৃষ্ণের নন্দন।
না মরিল সেই পুত্র রহে সচেতন ॥
হেথায় সূতিকাগারে না হেরে তনয়।
ক্রন্দন করেন দেবী আকুল হৃদয় ॥
কোথা গেল নব শিশু ভাবে মনে মন।
অশ্রুজলে আর্দ্র তবে হইল বসন ॥
এখানেতে পরীক্ষিত শুনহ কাহিনী।
মৎস্য গর্ভে বাড়ে সেই পুত্র গুণমণি ॥
এইরূপে কিছুদিন মৎস্যের উদরে।
রহিলেন কৃষ্ণসুত আনন্দ অন্তরে ॥
পরে সেই মৎস্য এক ধীবরে ধরিল।
জালে বাঁধি সেই মৎস্য গৃহে ল'য়ে গেল ॥
সেই মৎস্য আনি দিল সম্বর দৈত্যেরে।
হেরিল অদ্ভুত সুত মৎস্যের উদরে ॥
দরশনে আনন্দিত সুন্দর তনয়।
মায়াবতী (২) প্রতি তবে দৈত্যবর কয় ॥
পরম সুন্দর পুত্র করি দরশন।
যতনে ইহারে তুমি করহ পালন ॥
তবে মায়াবতী সতী দৈত্যের আদেশে।
রুক্মিণী তনয়ে পালে যতন বিশেষে ॥
অপরে শুনহ রায় অদ্ভুত কাহিনী।
দৈত্যপুরে আইল নারদ মহামুনি ॥
মায়াবতী পাশে আসি হাসি হাসি কয়।
তব পতি হয় এই কৃষ্ণের তনয় ॥
কহি শুন মায়াবতী আমার বচন।
সম্বর দৈত্যেরে ইনি করিবে নিধন ॥
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হবে।
ইহার হস্তেতে দৈত্য নিশ্চয় মরিবে ॥
অতএব তুমি এরে করিবে যতন।
পালন করহ এই রুক্মিণী-নন্দন ॥
শুন সতী মম বাক্য অন্যথা না হয়।
সন্ধ্যাকালে যুবা হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
শিখাও সে মায়া বিদ্যা তুমি গুণবতী।
সেই বিদ্যাবলে বিনাশিবে দৈত্যপতি ॥
কহিলাম সার বাক্য তোমায় এখন।
তদন্তরে নিজপুরী করিবে গমন ॥
দ্বারকানগরে যাবে তোমরা দুজনে।
পরম আনন্দে রবে আমার বচনে ॥
এত কহি দেব-ঋষি করিল গমন।
মায়াবতী আনন্দেতে হইল মগন ॥
তবে মায়াবতী সেই মুনির বাক্যেতে।
যতনে পালেন শিশু মহা আদরেতে ॥
শিশুর রূপেতে সতী মগন হইল।
যৌবন সময় তার মনেতে চিন্তিল ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু দেখিতে সুন্দর।
মায়াবতী হেরে রূপ আনন্দ অন্তর ॥

১। কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে সম্বর দৈত্য নিজে অপুত্রক হেতু কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নকে হরণ পূর্ব্বক নিজ আবাসেই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এস্থলে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ এইরূপই লিখিত আছে, অতএব আমাকেও সেইরূপ লিখিতে হইল।

২। যখন মদন হর কোপানলে ভস্মীভূত হয়, রতি সে সময় পতিশোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাতে ভবানীপতি রতিকে উপদেশ দিয়া সম্বর দৈত্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে আদেশ করেন। সেই রতিই এক্ষণে মায়াবতী নামে বিখ্যাত।

শশীকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল।
অত্যল্প বয়সে তার যৌবন হইল ॥
মোহিত মদনরূপে মায়াবতী সতী।
রূপ হেরে বিচলিত হৈল গুণবতী ॥
পরম পবিত্র ভাগবত কথা সার।
দাস ভাষে অনায়াসে পাপীর উদ্ধার ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে মদনের
জন্ম কথা সমাপ্ত।

অথ মদন কর্ত্তৃক সম্বর দৈত্য নিধন।

শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন।
অপূর্ব্ব ভারতী এবে করহ শ্রবণ ॥
নারদের মুখে রতি শুনিয়া ভারতী।
আনন্দ-সলিলে মগ্ন পেয়ে নিজ পতি ॥
প্রদ্যুম্নের রূপে সতী মোহিত হইল।
একেবারে কামানল জলিয়া উঠিল ॥
রতিরসে মত্ত ধনী হইল তখন।
প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ে মগ্ন করি দরশন ॥
মায়াবতী প্রতি তবে কহিতে লাগিল।
দেখি কার্য্য বিপরীত কি কারণে বল ॥
কেন মাতা মম প্রতি এরূপ আচার।
ইহার কারণ তুমি করগো প্রচার ॥
তব আচরণে আমি বিস্ময়ে মগন।
কহ গো জননী মোরে এ সব বচন ॥
হেন দোষ কার্য্য যাহা মানুষে না করে।
আশ্চর্য্য হইনু আমি তব ব্যবহারে ॥
মায়াবতী বলে নাথ স্থির কর মতি।
রুক্মিণী তোমার মাতা শুনহ ভারতী ॥
আমি তব নহি মাতা জানিবে নিশ্চয়।
প্রদ্যুম্ন তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ তনয় ॥
এই যে সম্বর হয় দৈত্যের ঈশ্বর।
তব অরি হয় সেইজন গুণাকর ॥
এই দুষ্ট দৈত্য তোমা করিয়ে হরণ।
সাগর-সলিল মাঝে করে নিক্ষেপণ ॥
তোমারে পাইনু আমি মৎস্যের উদরে।
পাইনু সকল তত্ত্ব নারদ গোচরে ॥
অতএব শুন নাথ আমার বচন।
মায়াময় বিদ্যা সব করহ গ্রহণ ॥
মায়ার সাগর সেই দুষ্ট দৈত্যবর।
কত মায়া জানে দুষ্ট শুন প্রাণেশ্বর ॥
অতএব শুন কহি তোমারে এখন।
বহুমায়া জানি আমি শুন প্রাণধন ॥
তা হ'তে আমার মায়া ধরে বহু বল।
সেই বিদ্যা লহ তুমি হইবে মঙ্গল ॥
এই দৈত্য সনে যুদ্ধে অবশ্য জিনিবে।
তব হস্তে দৈত্যবর নিশ্চয় মরিবে ॥
শিখ মায়াবিদ্যা নাথ আমার গোচেরে।
নিধন করহ অরি দৈত্যের ঈশ্বরে ॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
তব হস্তে হবে সেই দৈত্যের নিধন ॥
মোরে বিভা করি তবে দ্বারকানগরে।
গমন করিবে নাথ তুমি অতঃপরে ॥
কহিনু তোমারে এবে সব বিবরণ।
মায়াবিদ্যা গুণমণি করহ গ্রহণ ॥
মায়াবতী বাক্যে তবে কৃষ্ণের তনয়।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া তবে মানিল বিস্ময় ॥
তবে মায়াবতী পাশ মায়া বিদ্যা লয়।
বিবিধ শিখিল বিদ্যা রুক্মিণী-তনয় ॥
শিখি সেই মায়াবিদ্যা প্রদ্যুম্ন তখন।
মহা বলবান হৈল রুক্মিণী-নন্দন ॥
পরে দোঁহে মহানন্দে নির্জ্জন কাননে।
নিত্য নিত্য বিহার করয়ে দুইজনে ॥
মদন মদনে মাতি করয়ে বিহার।
রতি সতী মহাসুখে আনন্দ অপার ॥
নিত্য নিত্য নবরসে মাতিয়া দু-জন।
রতিসুখে মত্ত থাকে পাইয়া নির্জ্জন ॥

একদিন বিবরণ শুন মহামতি।
দৈবেতে দেখিল সেই দুষ্ট দৈত্যপতি ॥
হেরিল দুজনে করে হরিষে বিহার।
তাহে চমৎকার হৈল দৈত্যের ঈশ্বর ॥
ক্রোধেতে কাঁপিল তনু লোহিত লোচন।
ঘন ঘন হয় তার হৃদয় কম্পন ॥
মুখেতে না সরে বাক্য ক্রোধেতে কম্পন।
লোহিত হইল তার যুগল নয়ন ॥
কোপানলে উঠে জ্বলে খাণ্ডা ল'য়ে করে।
বেগে ধায় দৈত্যবর কাটিবার তরে ॥
ক্রোধে নহে স্থির হয় অধৈর্য্য অন্তর।
প্রদ্যুম্নের প্রতি বলে বচন গভীর ॥
ওরে পাপমতি তোর একি ব্যবহার।
এ হেন কু-কার্য্য কর তুমি দুরাচার ॥
পাপমতি অধোগতি নাহি তব মনে।
হেন অপকর্ম্ম কর মাতিয়া মদনে ॥
দুরাশয় নাহি ভয় তোমার অন্তরে।
তোর মত পাপ কর্ম্ম কেহ নাহি করে ॥
বল দেখি দুরাচার এই ধরাতলে।
মাতৃগামী কোনজন হয় কুতূহলে ॥
রতি প্রতি দৈত্যপতি ক্রোধেতে কহিল।
হাঁরে কলঙ্কিনী তোর একি মতি হৈল ॥
তুই বা এমত কর্ম্ম কিমতে করিলি।
কামেতে মাতিয়া তুই সকল ভুলিলি ॥
একেবারে জ্ঞান হত আনন্দে মগন।
ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্ হারালি চেতন ॥
আনন্দেতে পুত্র সহ করিলি বিহার।
এই কি উচিত কর্ম্ম হেরি চমৎকার ॥
যাহারে পালন করি তনয় সমান।
তার সহ কামে মত্ত নাহি কিছু জ্ঞান ॥
ধর্ম্ম ভয় নাহি তোর ওরে পাপমতি।
জাননাকো পরকালে কি হইবে গতি ॥
তব সম পাপীয়সী নাহিক ভুবনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোর এ জীবনে ॥

ক্ষণেকে আমার হাতে হইবে নিধন।
পাপের উচিত ফল পাইবি এখন ॥
এত কহি মহাকোপে দৈত্যের ঈশ্বর।
খড়্গ হস্তে ধায় তবে কাটিতে সত্বর ॥
মদনের প্রতি কহে ওরে দুরাশয়।
তোর এ জীবন আজি বধিব নিশ্চয় ॥
এ বাক্য শ্রবণে হয় সকোপ অন্তর।
পুনঃ মহাকোপে তবে কহে দৈত্যবর ॥
দুগ্ধদানে কালসর্প করিনু পালন।
কালেতে আসিয়া করে মস্তকে দংশন ॥
তবে দৈত্য মহাতেজে বেগেতে ধাইল।
খাণ্ডা ল'য়ে প্রদ্যুম্নেরে কাটিতে চলিল ॥
মহাকোপে খড়্গাঘাত মদনে করিল।
কাম-অঙ্গে লাগি তাহা চূর্ণ হ'য়ে গেল ॥
দরশনে মহাক্রোধ দুষ্ট দৈত্যপতি।
বেগে ধেয়ে মহাবলে ধরিলেন রতি ॥
অস্ত্র ল'য়ে রতিরে কাটিবারে ধায়।
কামদেব দৈত্যে ধরি দূরেতে ফেলায় ॥
ভূমে পড়ি অচেতন হৈল দৈত্যবর।
চেতন পাইয়া পুনঃ সক্রোধ অন্তর ॥
ধরি গদা রক্তবর্ণ করিয়ে লোচন।
প্রদ্যুম্ন উপরে করে বেগেতে ক্ষেপণ ॥
প্রদ্যুম্ন মারিল গদা তাহার উপর।
দৈত্য গদা তাহে চূর্ণ হইল সত্বর ॥
গদার প্রহারে গদা করি নিবারণ।
সম্বর দৈত্যেরে গদা মারিল তখন ॥
ভয়ঙ্কর শব্দে গদা করিল প্রহার।
গদার প্রহারে দৈত্য কাঁপে থর থর ॥
ভীতমতি দৈত্যপতি হইল পতন।
মায়াবী সে দৈত্যবর মায়াতে মগন ॥ (১)

১। দৈত্যবর সম্বর এই মায়াময় বিদ্যা ময়দানব সন্নিধানে শিক্ষা করেন। এই ময়দানবই ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরদের সভা নির্ম্মাণ করে।

মায়া বিদ্যাবলে তথা অদৃশ্য হইল।
মেঘের ভিতর দৈত্য প্রবেশ করিল॥
তথা হ'তে মহাক্রোধে প্রদ্যুম্ন উপরে।
শীলা বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপণ করে॥
শূন্য হ'তে বৃক্ষ শীলা হইল পতন।
কোথা হ'তে কে প্রহারে নহে নিরূপণ॥
সেইক্ষণে মায়াধারী রুক্মিণী-তনয়।
চিন্তিয়া করিল স্থির তাহার উপায়॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মায়া প্রকাশ করিল।
তাহাতে দৈত্যের মায়া অন্তর্হিত হ'লো॥
তবে দৈত্য মহাক্রোধে কম্পিত হৃদয়।
পিশাচী রাক্ষসী আদি মায়া প্রকাশয়॥
কত শত মায়া দৈত্য করিল প্রকাশ।
আনন্দে প্রদ্যুম্ন তাহা করিল বিনাশ॥
সব মায়া চূর্ণ হৈল উপায় না পায়।
চিন্তিয়া আকুল দৈত্য গদা হস্তে লয়॥
গদা হস্তে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ।
সে গদা কাটিল তবে কৃষ্ণের নন্দন॥
তবে মহাকোপে দৈত্য মনেতে ভাবিল।
শিব দত্ত শূল ল'য়ে হস্তেতে করিল॥
দরশনে দেবগণ আকুল অন্তর।
শিবদত্ত শূল দেখি সকলে কাতর॥
বলে হায় একি দায় আমার ঘটিল।
দৈত্য হস্তে পুনঃ বুঝি মদন মরিল॥
তবে যত দেবগণ বিচারিয়া মনে।
অলক্ষিতে কহে গিয়া মদনের কাণে॥
শুন কহি কামদেব প্রকৃত বচন।
শিবাণীর স্তব কর হ'য়ে একমন॥
নতুবা এ শূল রক্ষা করিতে নারিবে।
অবশ্য এ শূলাঘাতে জীবন ত্যজিবে॥
তবে কামদেব অতি করিয়া বিনয়।
হৈমবতী প্রতি স্তব করে সে সময়॥
বলে দুর্গা দুঃখহারা দুর্গতি-নাশিনী।
অভয়া অম্বিকা দেবী অসুর-ঘাতিনী॥
দৈত্যভয় বিনাশিনী মহা ভয়ঙ্করা।
অন্নদা অপরাজিতা অতি খরতরা॥
লোলজিহ্বা দিগাম্বরী নৃমুণ্ডমালিনী।
ভব জায়া মহামায়া বিকট-হাসিনী॥
শব হৃদে নৃত্য কর কাল-সংহারিণী।
মহাকালী মহেশ্বরী ত্রিনেত্র-ধারিণী॥
নর কর ধরা কাঞ্চী মুণ্ডমালা গলে।
দেহ মা আশ্রয় দাসে চরণ কমলে॥
হৈমবতী ভগবতী বিপদ-নাশিনী।
ত্রিতাপ হারিণী দুর্গে ভয় নিবারিণী॥
এইরূপে স্তুতি করে কৃষ্ণের নন্দন।
মহাকোপে করে দৈত্য শূল নিক্ষেপণ॥
মহাশূল মদনের অঙ্গেতে বাজিল।
অঙ্গস্পর্শ মাত্র পারিজাত পুষ্প হৈল॥
শোভিত করিল বক্ষ দেখে দৈত্যপতি।
অত্যন্ত আকুল হয় অন্তরেতে অতি॥
সেইকালে কৃষ্ণসুত সক্রোধ অন্তরে।
ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপিল দৈত্যের উপরে॥
সেই অস্ত্রে সম্বরের মাথা কাটা গেল।
দুই খণ্ড হ'য়ে দৈত্য ভূতলে পড়িল॥
তাহা দেখি মদনের আনন্দিত মন।
রতি সতী মহাসুখে হইল মগন॥
অস্ত্রে কাটি দৈত্যেশ্বর পড়িল ভূতলে।
দেবগণ নৃত্য করে মহাকুতূহলে॥
প্রদ্যুম্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
বাজায় দুন্দুভি বাদ্য অপ্সরারগণ॥
হরিকথা একমনে শুনে যেইজন।
পাপ তাপ সব তার করে পলায়ন॥
তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ।
অনায়াসে ঘুচে যাবে সংসার বন্ধন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে মদন কর্তৃক
সম্বর দৈত্য বধ কথা সমাপ্ত।

অথ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় গমন।

পরেতে শুনহ রাজা কথা পুরাতন।
হরিকথামৃত হয় মুক্তির কারণ ॥
হরিনাম কর সার জপ অবিরত।
পাইবে পরম গতি কহিনু নিশ্চিত ॥
হরি বিনে এ জগতে গতি নাহি আর।
জীবে মুক্তি দিতে ভবে যাঁর অবতার ॥
পাপীগণে উদ্ধারিতে দেব জনার্দ্দন।
গোলোক ত্যজিয়া আসিলেন বৃন্দাবন।
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা দেব দামোদর।
লোক শিক্ষা হেতু লীলা করেন বিস্তার ॥
পরে শুন মহারাজ কথা সুধাময়।
সম্বরে বধিয়ে সেই রুক্মিণী তনয় ॥
রতিসহ রতিপতি দ্বারকা আইল।
যোগবলে শূন্যপথে পুরে প্রবেশিল ॥
একেবারে অন্তঃপুরে করিল গমন।
যথায় বিরাজে যদুকুল নারীগণ ॥
সেই স্থানে রতিসহ রুক্মিণী-তনয়।
অকস্মাৎ আসি তবে হইল উদয় ॥
চমকে বিজলি যথা মেঘের ভিতর।
সেইরূপে দুইজনে দেখিল সত্বর ॥
আজানুলম্বিত বাহু আরক্ত লোচন।
বিস্ময় মানিল সবে করি দরশন ॥
তাহে মৃদু হাস্যযুক্ত বদন সুন্দর।
অলকা আবৃত মুখ আঁখি মনোহর ॥
তারে হেরি পুরবাসী যতেক রমণী।
লজ্জিত হইল সবে কৃষ্ণ অনুমানি ॥
পরেতে বিশেষ করি করি নিরীক্ষণ।
তখন মনেতে সবে করয়ে চিন্তন ॥
কৃষ্ণ নয় তবে এই হয় কোনজন।
কোথা হ'তে এই ব্যক্তি আইল এখন ॥
কিবা হেতু এই স্থলে হঠাৎ আইল।
মনে ভাবি নারীগণ চিন্তান্বিত হৈল ॥
হেরিল রমণী সঙ্গে পরম সুন্দর।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন আনন্দ অন্তর ॥
না পায় ভাবিয়ে কিছু ইহার কারণ।
পরেতে রুক্মিণীদেবী করি নিরীক্ষণ ॥
দোঁহার বদন চন্দ্র যখন হেরিল।
অমনি সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥
অপরূপ রূপ সব কৃষ্ণের সমান।
বিভিন্ন নাহিক কিছু দেখি সে বয়ান ॥
কেমন রূপের কান্তি দেখিতে সুন্দর।
অনুমান হয় এই সন্তান আমার ॥
যে পুত্র হইল নষ্ট মনে জ্ঞান হয়।
সেইমত দেখি আমি সুন্দর তনয় ॥
নতুবা ইহারে কেন করি দরশন।
স্নেহেতে অন্তর মোর করিছে এমন ॥
তাই এ স্তনেতে ক্ষীর ক্ষরিতেছে এত।
হেরিয়া এ চাঁদমুখ আনন্দে আপ্লুত ॥
কেবা এ কাহার সুত না জানি কারণ।
কোথা হতে এই স্থানে করে আগমন ॥
কোন ভাগ্যবতী এরে গর্ভেতে ধরিল।
সেই পুণ্যবতী যেবা স্তনদুগ্ধ দিল ॥
যে পুত্র বিনাশ হল সূতিকা আগারে।
এতদিনে এত বড় হ'তো মম ঘরে ॥
তাহার সমান রূপ হয় নিরীক্ষণ।
যদি দৈবযোগে তার থাকয়ে জীবন ॥
যদ্যপি জানিতে পারি তনয় আমার।
কোলেতে করি যে আমি সুন্দর কুমার ॥
এইরূপে মনে মনে করিছে ভাবন।
হেনকালে আসে তথা দেব নারায়ণ ॥
বসুদেব ও দেবকী উপনীত হ'লো।
হেরিয়ে কুমারে সবে বিস্ময় মানিল ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ সব তত্ত্ব জানে।
কহিল বৃত্তান্ত কথা সবাকার স্থানে ॥
হেনকালে তথায় নারদ তপোধন।
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত আইল তখন ॥

রুক্মিণী তনয় সেই প্রদ্যুম্নে হেরিল।
একে একে বিবরণ সকলে কহিল॥
সূতিকা গৃহেতে যবে হরে দৈত্যবর।
সেই সব তত্ত্বকথা কহে গুণাকর॥
শুনিল সে সব কথা কুলনারীগণ।
বসুদেব দেবকীও করিল শ্রবণ॥
শুনিয়া রুক্মিণী তবে আনন্দিত হয়।
জানিয়া আপন পুত্র কোলে তুলি লয়॥
শত শত চুম্ব দেয় পুত্রের বদনে।
রতিরে লইল কোলে আর নারীগণে॥
আনন্দে রুক্মিণী আঁখি করে ছল ছল।
পুত্রমুখ হেরি সতী সকলি ভুলিল॥
পরেতে দ্বারকাপুরী সকলে জানিল।
হেরিতে রুক্মিণী-সুতে সকলে ধাইল॥
প্রদ্যুম্নে হেরিয়া সবে আনন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু সবাকার হয়॥
রুক্মিণীরে প্রশংসিল পুরবাসীগণে।
তব সম ভাগ্যবতী কে আছে ভুবনে॥
মরা পুত্র গৃহে আইল কি ভাগ্য তোমার।
পুণ্যবতী তুমি হও জগতের সার॥
বধূ সঙ্গে এল পুত্র তুমি ভাগ্যবতী।
এইরূপ কহে যত দ্বারকা যুবতী॥
হেরিয়া প্রদ্যুম্ন রূপ মোহিত হইল।
অপরূপ রূপে সবে হইল চঞ্চল॥
রুক্মিণী ব্যতীত আর যত নারীগণ।
সবাকার একেবারে বিচলিত মন॥
পুত্রে দরশন করি মানস চঞ্চল।
অপরে সে রূপ কেন না হবে বিহ্বল॥
এইরূপে পুরবাসীর আনন্দ অন্তর।
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে প্রদ্যুম্নের রতিসহ দ্বারকায় গমন সমাপ্ত।

অথ স্যমন্তক মণি হরণ।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা মনোহর অতি॥
সত্রাজিৎ নামে এক ছিল নরপতি।
কৃষ্ণপদে অপরাধ করেছিল অতি॥
পরে কন্যা দেয় তারে সন্তোষ কারণ।
সত্যভামা নামে কন্যা করয়ে অর্পণ॥
রাজা কহে মুনিবর শুন মোর বাণী।
কিবা দোষ করে সত্রাজিৎ নৃপমণি॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয়।
সন্দেহ ঘুচাও মোর কহি সমুদয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
সূর্য্যভক্ত সূর্য্য সখা সত্রাজিৎ অতি॥
সত্রাজিৎ রাজা তবে পুত্রের কারণ।
সূর্য্যের তপস্যা করে শুন বিবরণ॥
ভূপতির স্তবে তুষ্ট দিবাপতি হয়।
সত্রাজিতে পুত্রবর দিল সে সময়॥
স্যমন্তক নামে আর মণি তারে দিল।
সত্যভামা নামে তার দুহিতা হইল॥
সূর্য্যসম স্যমন্তক পরম সুন্দর।
মণি পেয়ে সত্রাজিৎ আনন্দ অন্তর॥
সেই মণি নরপতি কণ্ঠেতে ধরিল।
পরম আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইল॥
মণি তেজে সূর্য্য তেজ হয় নিবারণ।
কিবা মনোহর মণি ভুবনমোহন॥
একদিন সত্রাজিৎ সেই মণি পরি।
দ্বারকানগরে গেল সম্ভাষিতে হরি॥
গলে দোলে স্যমন্তক মণি মনোহর।
কিরণেতে যেন দীপ্ত হয় প্রভাকর॥
সর্ব্বগুণ সার মণি অতি তেজোময়।
উজ্জ্বল দ্বারকাপুরী মণিতে প্রত্যয়॥
দ্বারকা-নিবাসী যত হেরি সে রতনে।
বিস্ময় হইয়ে সবে ভাবে মনে মনে॥

হেন মণি কভু নাহি হয় দরশন।
ভাবি মনে করি গতি শ্রীকৃষ্ণ সদন॥
হেরিল শ্রীপতি তথা রুক্মিণীর সঙ্গে।
পাশা ক্রীড়া করে তাঁরা দুইজনে রঙ্গে॥
নগরের লোক যত আসি হেনকালে।
মৃদুভাষে কৃষ্ণ প্রতি কহে কুতূহলে॥
শুন দেব নারায়ণ মোদের বচন।
তব গৃহে আইলেন দেব বিকর্ত্তন॥
ওহে দেব নারায়ণ প্রভু গদাধর।
চরণ বন্দিতে আসে দেব দিবাকর॥
তুমি জগতের পতি দেব জনার্দ্দন।
আইসে এখানে তব বন্দিতে চরণ॥
একথা শ্রবণে হরি অন্তরে হাসিল।
মধুর বাক্যেতে তবে কহিতে লাগিল॥
শুন কহি সবাকারে ওহে প্রজাগণ।
সত্রাজিৎ রাজা এই শুন বিবরণ॥
নহে দিবাকর ইনি জানিহ অন্তরে।
মণির আভায় সব হেন দীপ্তি করে॥
সূর্য্য প্রভা ধরে এই জানিহ রতন।
কহিলাম সব কথা শুন বিবরণ॥
হেনকালে সত্রাজিৎ উপস্থিত হয়।
আসিয়া বসিল সেই সুধর্ম্মা সভায়॥
সভাস্থ সাদরে সেই নৃপে সম্ভাষিল।
মণির বৃত্তান্ত কিছু তারে জিজ্ঞাসিল॥
কোথায় পাইলে কহ এই মহা মণি।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নরমণি॥
কি গুণ ইহার আছে কহ মহাশয়।
দিবাকর সম কর ইথে প্রকাশয়॥
সত্রাজিৎ নরপতি শুনি সে বচন।
কহে মহাশয় শুন সব বিবরণ॥
অতি প্রভাময় এই মণি সমুজ্জ্বল।
প্রভাকর সম প্রভা বর্ণ সুবিমল॥
দিবাকর দিয়াছেন মোরে কৃপা করি।
প্রসবয় দিনে দিনে স্বর্ণ অষ্ট ভরি॥
কি কব ইহার গুণ শুন মহামতি।
এই মণি যেই দেশে করে অবস্থিতি॥
দুর্ভিক্ষ না রহে তথা শুন মহাশয়।
আর নাহি রয় সেই দেশে শত্রু ভয়॥
সর্পভয় নাহি থাকে শুন মহামতি।
সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ করে শীঘ্রগতি॥
যে দেশে এ মণি রহে শুন গুণাকর।
শস্যে পরিপূর্ণ হয় তথা বসুন্ধর॥
এরূপ মণির গুণ করিয়ে শ্রবণ।
আশ্চর্য্য মানিল তবে দেব নারায়ণ॥
সেই মণি সত্রাজিৎ নিকটে যাচিল।
মৃদুভাষে কৃষ্ণ প্রতি ভূপতি কহিল॥
মম ভ্রাতা প্রসেন সে শুন যদুরায়।
এ মণি তাহার দেব জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব ইথে মোর নাহি অধিকার।
এ মণি তোমারে প্রভু দিব কি প্রকার॥
এইরূপ ছল করি সত্রাজিৎ রায়।
শ্রীকৃষ্ণে ছলিয়া গৃহে আইল ত্বরায়॥
গৃহে আসি সেই মণি ভায়ে পরাইল।
প্রসেনের গলে মণি বিরাজ করিল॥
শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব বচন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥
একদিন প্রসেন সেই মণি গলে দিয়া।
মৃগয়া কারণ বনে প্রবেশেন গিয়া॥
নিবিড় কাননে যায় প্রসেন তখন।
মৃগয়া করেন সুখে সানন্দিত মন॥
সেই বনে মহাসিংহ প্রসেনে হেরিল।
মহাক্রোধে সিংহবর তাহারে মারিল॥
প্রসেনে মারিয়া মণি করিল হরণ।
নিজ গলে সেই মণি করিল ধারণ॥
মণি পরি মহাসিংহ আনন্দে মাতিল।
জাম্বুবান সেই সিংহে বিনাশ করিল॥
সিংহ বিনাশিয়া মণি জাম্বুবান লয়।
সুড়ঙ্গের দ্বারে নিজ পুরী প্রবেশয়॥

প্রবেশি পাতাল পুরী নিজ পুত্র গলে।
সেই মহা মণি দিল অতি কুতূহলে ॥
হেথায় শুনহ রায় অপূর্ব্ব কথন।
ভ্রাতৃশোকে সত্রাজিৎ ব্যাকুলিত মন ॥
ক্রন্দন করয়ে সদা প্রসেনের তরে।
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় নিরন্তরে ॥
শোকেতে কাতর মুখে বলে এই বাণী।
প্রসেনের গলে ছিল স্যমন্তক মণি ॥
আমার নিকটে কৃষ্ণ সে মণি চাহিল।
না পেয়ে সে মণি মম সোদরে বধিল ॥
তাহারে বধিল হরি মণির কারণ।
স্যমন্তক মহামণি করিল হরণ ॥
মহাশোকে কান্দে আর বলে এই বাণী।
দ্বারকা-নিবাসী লোকে করে কাণাকাণি
ক্রমেতে সে গদাধর করিল শ্রবণ।
মণি হেতু হৈল মোর কলঙ্ক রটন ॥
মিথ্যা যে কলঙ্ক মোর জগতে রটিল।
এ কলঙ্কে এ জীবনে কিবা আছে ফল ॥
কিছু আমি নাহি জানি তাহার কারণ।
দুর্জ্জয় কলঙ্ক মোর হইল রটন ॥
পুরুষের মৃত্যু ভাল কলঙ্ক হইতে।
ভয়ে মম স্থানে কেহ না পারে কহিতে ॥
অতএব এ কলঙ্ক করিব মোচন।
দেখিব সে মণি কেবা করিল হরণ ॥
এইরূপ নারায়ণ বিচারিয়া মনে।
অনুমতি করে তবে আপনি স্বগণে ॥
দ্বারকা হইতে হরি বাহির হইল।
নিবিড় কানন মাঝে প্রবেশ করিল ॥
ভয়ঙ্কর বন সব করে দরশন।
দেখিল প্রসেন তথা রয়েছে পতন ॥
মৃত অশ্ব সহ সত্রাজিৎ সহোদর।
প্রাণ-শূন্য পড়িয়াছে ধরণী উপর ॥
অদূরেতে মহাসিংহ ছাড়িয়া জীবন।
ধরণীতে মহাকায় র'য়েছে পতন ॥
তাহা দেখি ভগবান আশ্চর্য্য মানিল।
সিংহ পাশে ভল্লুকের পদচিহ্ন ছিল ॥
তাহা দেখি মনে মনে চিন্তে নারায়ণ।
তথায় সুড়ঙ্গ দ্বার করে দরশন ॥
তবে সর্ব্বজনে তথা অনুমান করে।
প্রসেন বধিল সিংহ মনে এই ধরে ॥
সিংহেরে ভল্লুক তবে নিশ্চয় বধিল।
স্যমন্তক মণি ল'য়ে পাতালেতে গেল ॥
সবে মিলি এইরূপে করিল বিচার।
ভগবান কহে তবে শুন বাক্য সার ॥
অবশ্য পাতালে আমি প্রবেশ করিব।
ভল্লুক নিকট হ'তে মণি উদ্ধারিব ॥
এই সুড়ঙ্গের দ্বারে রহ সর্ব্বজন।
একাকী পাতালপুরী করিব গমন ॥
স্যমন্তক মহামণি করিব উদ্ধার।
জাম্বুবান পুরী মাঝে যাব একবার ॥
এত বলি বাসুদেব করিল গমন।
পাতাল ভিতরে তবে প্রবেশে তখন ॥
গমন করিয়া সেই পাতাল পুরীতে।
দরশন করে হরি ভল্লুক গৃহেতে ॥
ধাত্রীর কোলেতে আছে ভল্লুক-নন্দন।
তাহার গলেতে মণি করে দরশন ॥
কাঁদিতেছে শিশু সেই ধাত্রীর কোলেতে।
কহিতেছে ধাত্রী তায় প্রবোধ বাক্যেতে ॥
কেনরে অবোধ শিশু করিছ ক্রন্দন।
স্যমন্তক মণি তোর গলেতে এখন ॥
প্রসেনে মারিয়া সিংহ মণিরে হরিল।
সিংহ বধি তব পিতা এ মণি আনিল ॥
হেন মহামণি রহে গলেতে তোমার।
তথাপি কাঁদিছ কেন অবোধ কুমার ॥
ধাত্রী যত শিশুকে কহিছে বিবরণ।
সেই কথা নিজ কাণে শুনে নারায়ণ ॥
উপনীত হয় তথা দেব গদাধর।
হেরিল শিশুর গলে সে মণি সুন্দর ॥

মণি লইবারে তথা করিল গমন।
শিশু সন্নিধানে ধায় দেব নারায়ণ॥
তবে ধাত্রী ভীত হয় হেরিয়া তাঁহারে।
জাম্বুবানে ডাকে তবে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
ওহে প্রভু শীঘ্রগতি আইস এখানে।
মণি হরি হেথা আসি লয় কোনজনে॥
ঘন রবে ডাকে আর এই কথা বলে।
তাহা শুনি জাম্বুবান দ্রুতপদে চলে॥
হেরিল বালক পাশে পুরুষ রতন।
কোপে কাঁপে থর থর আরক্ত লোচন॥
ঘোর রবে নারায়ণে আক্রমণ করে।
মহাগজ ধায় যথা সিংহ মারিবারে॥
সেইমত ঋক্ষরাজ কৃষ্ণেরে ধরিল।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ তথায় হইল॥
হইল তুমুল যুদ্ধ দুজনে তখন।
সমান দুজন কারো না হয় পতন॥
এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম হইল।
আঠাশ দিবসযুদ্ধ কেহ না হারিল॥
একস্থানে এইরূপ মহাযুদ্ধ হয়।
কেহ কারে নাহি পারে করিবারে জয়॥
তবে নারায়ণ ক্রোধে কম্পিত হইল।
ভল্লুকের বক্ষে এক মুষ্টি প্রহারিল॥
সেই মুষ্ট্যাঘাতে ঋক্ষ হ'লো অচেতন।
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিল বমন॥
ঋক্ষরাজ হীনবল নড়িতে না পারে।
বাজিল বিষম ব্যথা তাহার অন্তরে॥
ক্ষীণতনু তাহে ঘর্ম্ম হয় নিঃসরণ।
ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইল চেতন॥
তবে সে ভল্লুক-পতি করেন চিন্তন।
আমারে ব্যথিত করে এবা কোনজন॥
আমারে জিনিতে নাহি পারে কোন নর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি করি যতেক অমর॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বেতে মোরে ভয় করে।
এবা কোনজন মোরে ব্যথিল সমরে॥

হেন মনে বিচারিয়া ধ্যানস্থ হইল।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে সাক্ষাতে হেরিল॥
তবে জাম্বুবান তথা করি যোড়কর।
বলে মোর অপরাধ ক্ষম যদুবর॥
না জানি করিনু দোষ তোমার চরণে।
এখন আমারে দেব রাখ নিজগুণে॥
তোমারে জানিনু হরি জগত জীবন।
সর্ব্ব জীব সার দেব সকল কারণ॥
পরম পুরুষ দেব তুমি মূলাধার।
সৃজন পালন হয় তোমাতে সংহার॥
বিশ্বের আধার দেব বিশ্ব-বিমোহন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র তুমি একজন॥
পুরুষ প্রধান দেব তুমি গিরিধর।
তব কোপে মহার্ণব হইল কাতর॥
তুমি সেই মহার্ণবে বন্ধন করিলে।
আনন্দে বানর সহ রক্ষঃপুরে গেলে॥
সবংশেতে রক্ষরাজে করিলে নিধন।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি রাজীব লোচন॥
সেই রাম হও তুমি ওহে মহামতি।
এখন হেরিনু তোমা অপূর্ব্ব মূরতি॥
কহ দেব কি কারণে হেথা আগমন।
বিস্তারিয়া কহ দেব আমারে এখন॥
শুনি বাণী চিন্তামণি ঋক্ষরাজে কয়।
শুন জাম্বুবান এবে মম পরিচয়॥
শ্রবণ করহ তুমি মম আগমন।
স্যমন্তক জন্য এনু তোমার সদন॥
যে মণি হরিলে তুমি প্রসেনে মারিয়া।
হেথায় আইনু আমি তাহার লাগিয়া॥
মম অপযশ বৃথা তাহার কারণ।
শীঘ্র দেহ স্যমন্তক ভল্লুক রাজন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে ভল্লুক নৃপতি।
কন্যা দান করে তাঁরে নামে জাম্বুবতী॥
যৌতুক স্বরূপ স্যমন্তক মণি দিল।
পরম আনন্দে হরি নিজ পুরে গেল॥

এখন শুনহ রাজা কথা পুরাতন।
সুড়ঙ্গের দ্বারে যত যদুসেনাগণ ॥
বহুদিন থাকি তথা ভাবিয়া অন্তরে।
শোকান্বিত হ'য়ে আসে দ্বারকানগরে ॥
দ্বারকা-নিবাসী যত পুরবাসীগণ।
সুড়ঙ্গ-প্রবেশ বার্ত্তা করয়ে শ্রবণ ॥
বাসুদেব লাগি সবে করয়ে রোদন।
দ্বারকা-নিবাসী সবে শোকে অচেতন ॥
মহাশোকে মগ্ন সবে যত যদুকুল।
রুক্মিণী কাঁদিয়া তথা হইল আকুল ॥
মহাশোকে মহাদেবী ধরায় পড়িল।
পুরবাসীগণ সবে কাঁদিতে লাগিল ॥
এরূপে দ্বারকাবাসী যদুকুল যত।
মহাশোকে সত্রাজিতে গালি পাড়ে তত
দ্বারকা নগরবাসী করে উচ্চরব।
মহাশোকে শোকাকুল পুরবাসী সব ॥
দেবকী শোকেতে অতি হইল কাতর।
পার্ব্বতী অর্চ্চনা করে ব্যাকুল অন্তর ॥
মহামায়া পূজে তবে কৃষ্ণের কারণ।
দেবী প্রতি ভগবতী কহিল তখন ॥
কেন কান্দ মহাদেবী শোক পরিহর।
কৃষ্ণ অমঙ্গল ভাব কেন নিরন্তর ॥
যার নামে শত শত অমঙ্গল যায়।
তাঁর অমঙ্গল ভাব একি ঘোর দায় ॥
আসিবেন জগন্নাথ স্থির কর মতি।
ক্রন্দন না কর যত দ্বারকা যুবতী ॥
অবিলম্বে হরি তব আসিবেন পুরে।
এই সব কথা দেবী কহে দেবকীরে ॥
পার্ব্বতী বচনে সবে সান্ত্বনা পাইল।
উৎকণ্ঠাতে পথপানে চাহিয়া রহিল ॥
দ্বারকা-নিবাসী ছিল পথ নিরীক্ষণে।
হেনকালে আসে হরি সভা বিদ্যমানে ॥
পুরীমাঝে ভগবান উপস্থিত হয়।
দ্বারকা-নিবাসী সবে আনন্দ হৃদয় ॥

স্যমন্তক মণি কৃষ্ণ দেখায় সকলে।
মৃত দেহে প্রাণ যেন পায় কুতূহলে ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দে মগন।
রুক্মিণী আনন্দে ভাসে করি দরশন ॥
বসুদেব কৃষ্ণে হেরি আনন্দিত মন।
মৃতদেহে দেবকী যেন পাইল জীবন ॥
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব ভারতী।
স্যমন্তক মণি সহ কন্যা জাম্বুবতী ॥
পাতাল হইতে নিজ পুরেতে আইল।
সত্রাজিতে ডাকি তবে তথা আনাইল ॥
তবে নারায়ণ তারে কহি বিবরণ।
সেই স্যমন্তক মণি করিল অর্পণ ॥
পেয়ে মণি নরমণি শঙ্কিত হৃদয়।
অনুতাপে তনু দহে চিন্তে সে সময় ॥
কি কার্য্য করিনু আমি জ্ঞানহীন নর।
কত অপরাধ কৈনু না জানি ঈশ্বর ॥
বিনা দোষে আমি তাঁরে করিনু যেরূপ।
কেমনে তুষিব এবে সেই বিশ্বরূপ ॥
দিবানিশি এইরূপ ভাবে যোগিজন।
কিরূপে হইবে তুষ্ট দেব জনার্দ্দন ॥
পরম কারণ হরি না জানি তাঁহারে।
সে কারণ পড়িলাম এ বিষম ফেরে ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহে মূঢ়জন।
লোভী পাপী দুরাশয় পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
শ্রীকৃষ্ণ যাচিল মণি না দিনু তখন।
সেই হেতু হেন দুঃখ হয় সংঘটন ॥
সেই অপরাধে মোর এ দশা ঘটিল।
প্রাণের সোদর মোর প্রসেন মরিল ॥
অতএব কিরূপেতে তাঁহারে তুষিব।
কন্যাদান করি আমি নিস্তার পাইব ॥
নতুবা উপায় মোর নাহি দেখি আর।
কন্যা দানে পাব আজি আনন্দ অপার ॥
এইরূপ সত্রাজিৎ মনে বিচারিল।
সাদরে কৃষ্ণেরে আনি কন্যাদান দিল ॥

যৌতুক দিলেন সেই স্যমন্তক মণি।
সন্তুষ্ট হইল হরি পেয়ে সে রমণী ॥
পরমা রূপসী কন্যা যেন তিলোত্তমা।
ভাসিল আনন্দে কৃষ্ণ পেয়ে সত্যভামা ॥
স্যমন্তক মণি কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
সত্রাজিৎ নৃপতিরে করে প্রত্যর্পণ ॥
তাহে রাজা সত্রাজিৎ দুঃখিত অন্তর।
মৃদুভাবে রাজারে কহিল গদাধর ॥
দুঃখ না ভাবিহ রাজা শান্ত কর মন।
এখন না লব আমি এ মহা রতন ॥
তবে এই বাক্য আমি কহিনু এখন।
যবে তব কন্যা গর্ভে জন্মিবে নন্দন ॥
তখন এ মণি তুমি করিবে প্রদান।
কহিনু তোমারে আমি ওহে মতিমান ॥
এত বলি সত্যভামা সঙ্গে গদাধর।
আনন্দে আইল হরি দ্বারকানগর ॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাবে মহানন্দে শুন সাধু নর ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে স্যমন্তক
মণি হরণ সমাপ্ত।

অথ স্যমন্তক উপাখ্যান।

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর।
কহিব অপূর্ব্ব কথা শ্রবণে সুন্দর ॥
অক্রূরের মুখে শুনি পাণ্ডব-কাহিনী।
মহাশোকে মগ্ন হন দেব চিন্তামণি ॥
মাতা সহ অগ্নিদগ্ধ ভাই পঞ্চজন।
অক্রূরের মুখে শুনি এ সব বচন ॥
একেবারে দুঃখনীরে মগন হইল।
তবে নারায়ণ সেই হস্তিনাতে গেল ॥
বলদেব সঙ্গে গেল হস্তিনানগরে।
সমাদরে সবাকারে সম্ভাষণ করে ॥
ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ আদি যত সভাজন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের করে সম্ভাষণ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী।
সমাদরে সবাকারে সম্ভাষে শ্রীহরি ॥
কুন্তীসহ পঞ্চভাই আগুনে পুড়িল।
সেই শোকে যদুপতি কাতর হইল ॥
বলরাম সহ সেই হস্তিনানগর।
কিছুকাল রহে তথা দেব গদাধর ॥
এখানে দ্বারকাপুরে শুনহ রাজন।
কৃতবর্ম্মা ক্রূর শতধন্বা তিনজন ॥
কৃতবর্ম্মা ক্রূর তবে শতধন্বা প্রতি।
কহে আমাদের বাক্য শুন মহামতি ॥
কহি শুন মহামতি পূর্ব্ব বিবরণ।
সত্রাজিৎ করে কন্যা কৃষ্ণেরে অর্পণ ॥
তোমারে যে কন্যা দিতে স্বীকার করিল।
তাহা না করিয়া কন্যা কৃষ্ণে সমর্পিল ॥
অঙ্গীকার করি তাহা না করে পালন।
পরম পাপিষ্ঠ সেই বড়ই দুর্জ্জন ॥
মহাপাপী দুরাচারী সদৃশ তাহার।
এ জগতে কভু নাহি হেরি মোরা আর ॥
পরম অধর্ম্মী সেই দুরাচার অতি।
অবশ্য কর্ত্তব্য তার করিতে দুর্গতি ॥
পাপীরে করিলে বধ পাপ নাহি হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয় ॥
অতএব কর তারে এক্ষণে নিধন।
পাপিষ্ঠ জনের শীঘ্র বধহ জীবন ॥
কৃষ্ণ বলরাম হয় তাহার সহায়।
হস্তিনানগরে আছে দোঁহে এ সময় ॥
এমন সুযোগ আর না পাবে কখন।
সত্রাজিতে গিয়ে তুমি করহ নিধন ॥
মহামণি স্যমন্তক হরিয়া আনহ।
সত্রাজিতে বধি মণি আমাদিগে দেহ ॥
এই বাক্য শুনি শতধন্বা মহামতি।
মণি লোভে লুব্ধ মন শুন নরপতি ॥

নিশিতে নিদ্রিত হয় সত্রাজিৎ রায়।
শতধন্বা অস্ত্র করে সেই স্থানে যায়॥
অসি করে মহারোষে শতধন্বা তথা।
কাটিতে উদ্যত নৃপে নিদ্রা যায় যথা॥
তবে নারীগণ তথা করি দরশন।
মহাশোকান্বিত হ'য়ে করয়ে রোদন॥
অনাথার মত সবে কাঁদিতে লাগিল।
নির্দ্দয় সে শতধন্বা রাজারে কাটিল॥
স্যমন্তক মণি পরে করয়ে হরণ।
করিল সে কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন॥
কৃতবর্ম্মা শতধন্বা যুক্তি স্থির কৈল।
অক্রুর নিকটে সেই মণিরে রাখিল॥
হেথা সত্যভামা শুনি পিতার নিধন।
শোকেতে হইল ধনী ভূতলে পতন॥
অচেতন ভূমিতলে পড়িয়া তখন।
চেতন পাইয়া বহু করয়ে রোদন॥
কোথা পিতা কোথা পিতা এইমাত্র রব।
করাঘাত হানে বুকে পুরবাসী সব॥
নাশিতে উদ্যত হয় আপন জীবন।
ধরিয়া রাখিতে নারে পুরবাসী জন॥
পিতার কারণ ধনী অত্যন্ত কাতর।
কাঁদিয়া হইল সতী বিমর্ষ অন্তর॥
ক্ষণেকে হইল শান্ত প্রবোধ বচনে।
মৃত দেহ রাখে তথা দেবী তৈল দানে॥
কটাহে পূরিয়া তৈল তাহাতে স্থাপিল।
সেই দেহ রক্ষা হেতু রক্ষক রাখিল॥
রাখিয়া পিতার দেহ করিয়া যতন।
আপনি চলিলা দেবী হস্তিনা-ভবন॥
কান্দিতে কান্দিতে সতী কৃষ্ণেরে কহিল।
পিতার মরণ বার্ত্তা সব জানাইল॥
শতধন্বা দুরাশয় বধিল পিতায়।
কাটিল তাহারে যবে ছিলেন নিদ্রায়॥
কাটিয়া তাহারে দুষ্ট মণি যে হরিল।
স্যমন্তক ল'য়ে পরে পলাইয়া গেল॥
তাহা জানাইতে আমি এনু এ সময়।
এখন করহ তুমি যাহা যুক্তি হয়॥
এত কহি সত্যভামা করিয়া রোদন।
পড়িল ভূতলে তবে হ'য়ে অচেতন॥
সান্ত্বনা করিয়া প্রভু দেব জনার্দ্দন।
কহে শীঘ্র গৃহে দেবী করহ গমন॥
অবশ্য করিব আমি ইহার বিধান।
তার সমুচিত ফল করিব প্রদান॥
তবে সত্যভামা দেবী গৃহেতে আইল।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে শোকেতে কাঁদিল॥
আইল দ্বারকাপুরী মলিন বদনে।
করে চিন্তা শতধন্বা বধের কারণে॥
তবে শতধন্বা তাহা শ্রবণ করিল।
মহাভয়ে তনু তার কাঁপিয়া উঠিল॥
ভাবিয়া না পায় কিছু উপায় তখন।
মনে মনে এক যুক্তি করিল চিন্তন॥
ভাবি মনে ধীর পদে গমন করিল।
কৃতবর্ম্মা অক্রুরের নিকটেতে গেল॥
কহিতে লাগিল গিয়ে তাদের গোচর।
এখন উপায় মোরে বলহ সত্বর॥
তোমাদের বাক্যে কার্য্য কৈনু বিপরীত।
এখন করহ মম উপায় বিহিত॥
এবে কি প্রকারে বাঁচি কর সে উপায়।
এ বিপদে দুইজনে হও হে সহায়॥
এখন যেরূপে হয় রাখহ জীবন।
এ ঘোর সঙ্কটে রাখ তোমরা দু-জন॥
কৃতবর্ম্মা ও অক্রুর সে কথা শ্রবণে।
বলে কিবা কহ তুমি আমাদের স্থানে॥
কেবা আছে বল হেন জগত ভিতর।
কৃষ্ণের বিপক্ষ হবে কেবা হেন নর॥
জগতের সার হয় সেই দুইজন।
কার সাধ্য তার সনে যুঝিবে এখন॥
তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে সাধ্য আছে কার।
ত্রিজগতে রক্ষা নাহি ক্ষণমাত্র তার॥

রাম কৃষ্ণ সনে কেবা বিবাদ করিবে।
অগাধ সমুদ্রজলে কেবা ঝাঁপ দিবে॥
ইচ্ছা করিয়া গরল কে করে ভক্ষণ।
কৃষ্ণ সঙ্গে বাদ মাত্র মরণ কারণ॥
মহা বলবান সেই কংস নরপতি।
হেলায় তাহারে বধে দেব যদুপতি॥
দেখ এই জরাসন্ধ কত বল ধরে।
সপ্তদশবার যুদ্ধে অনায়াসে হারে॥
হেলায় বধিল তার সেনা অগণন।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে নিধন॥
তার সঙ্গে বাদ করে কেবা এ সংসারে।
হেথা হ'তে যাহ তুমি চলি স্থানান্তরে॥
তব অনুরোধ বৃথা যাহ অন্য স্থান।
অপর সহায় নিয়ে রাখ তব প্রাণ॥
শুন শতধন্বা তুমি আমার কাহিনী।
সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারী দেব চক্রপাণি॥
গোবর্দ্ধন ধরে যেই হ'য়ে বিশ্বম্ভর।
তাঁহার বিপক্ষে সহায় কে হবে তোমার॥
মনে মনে নারায়ণে ভাব অনিবার।
পরম কারণ হরি জগতের সার॥
নমস্তে পরমব্রহ্ম যশোদা-নন্দন।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে জন॥
তাঁর পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার।
কর সেই কার্য্য এবে যে ইচ্ছা তোমার॥
এ কথা শুনিয়া তবে শতধন্বা কয়।
তোমাদের বাক্যে মম জীবন সংশয়॥
জানিলাম পর বুদ্ধে হয় কুঘটন।
না করিব হেন কর্ম্ম থাকিতে জীবন॥
তবে এক কথা মোর স্মরণ রাখিবে।
স্যমন্তক মণি তুমি যতনে রাখিবে॥
এ জীবন থাকে যদি দিবে পুনর্ব্বার।
মম সহ পুনঃ দেখা হবে আরবার॥
এত কহি শতধন্বা উপায় চিন্তিল।
দ্রুতগামী অশ্ব এক তথায় আনিল॥

এক লম্ফে শত যোজন গমন সে করে।
শতধন্বা আরোহিল সেই অশ্ববরে॥
তাহে চড়ি শীঘ্রগতি করে পলায়ন।
পশ্চাতে ধাইল তবে দেব নারায়ণ॥
শুনিলেন শতধন্বা পলায় সত্বরে।
বিমানে চড়িয়া হরি যায় মারিবারে॥
কৃষ্ণ অনুগামী তবে দেব সঙ্কর্ষণ।
দ্রুতগতি ধায় যথা করে পলায়ন॥
অশ্বপৃষ্ঠে শতধন্বা বেগেতে পলায়।
কৃষ্ণ বলরাম তার পাছে পাছে ধায়॥
বহুদুর গিয়া অশ্ব ত্যজিল জীবন।
পদব্রজে দ্রুতপদে ধাইল তখন॥
একে কৃষ্ণভয়ে প্রাণ অত্যন্ত কাতর।
তাহে পদব্রজে ধায় হইয়া সত্বর॥
তবে হরি সেই স্থানে রথ হ'তে নামি।
পদব্রজে হয় তবে তার অনুগামী॥
জগতের সার যিনি বিশ্ব-বিমোহন।
তার কাছে কেবা আগে করে পলায়ন॥
দ্রুতপদে গিয়া হরি তাহারে ধরিল।
কেশে ধরি সুদর্শনে মস্তক ছেদিল॥
স্কন্ধ হ'তে মুণ্ড তার পড়িল ভূতলে।
তবে দেব নারায়ণ অতি কুতূহলে॥
তাহার অঙ্গেতে মণি করে অন্বেষণ।
না পায় সে মণি কৃষ্ণ বলদেবে কন॥
মহা ব্যগ্র হ'য়ে কৃষ্ণ বলদেবে কয়।
কি হবে হে মহামতি কি হবে উপায়॥
শতধন্বা পাশে মণি নহে দরশন।
বৃথায় তাহার মাত্র বধিনু জীবন॥
লাভ মাত্র শতধন্বা হইল বিনাশ।
জগতে আমার নিন্দা হইবে প্রকাশ॥
যেই অপযশে আমি এ কার্য্য করিনু।
পুনঃ সে কলঙ্ক-কূপে নিশ্চয় পড়িনু॥
তবে বলদেব কৃষ্ণে কহিতে লাগিল।
স্যমন্তক মহামণি তবে কোথা গেল॥

শুন কৃষ্ণ এই মম অনুমান হয়।
তবে কোনজন তাহা রেখেছে নিশ্চয় ॥
অতএব দ্বারকাতে করহ গমন।
বিশেষ করিয়া তথা কর অন্বেষণ ॥
অবশ্য তাহার তত্ত্ব হইবে নির্ণয়।
মম অনুমান কভু অন্যথা না হয় ॥
অতএব হেথা বৃথা বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্রগতি যাহ ভাই দ্বারকার মাঝ ॥
তব সহ আমি আর ঘরে না যাইব।
জনক রাজার সহ সাক্ষাৎ করিব ॥
বড় প্রিয় হয় মোর জনক রাজন।
অতএব তার গৃহে করিব গমন ॥
অতি সন্নিকটে হয় মিথিলানগর।
এতদূর আসি আর না যাইব ঘর ॥
বলদেব বাক্যে হরি সম্মত হইল।
মহানন্দে বলদেব মিথিলায় (১) গেল ॥
জনক ভবন সেই মিথিলা নগরে।
বলদেব গেল তথা হর্ষিত অন্তরে ॥
বলদেবে দেখি তবে জনক রাজন।
আগুসারি ল'য়ে গেল করি সম্ভাষণ ॥
মহা সমাদরে রাজা করিল পূজন।
বসিবারে দিল তারে দিব্য সিংহাসন ॥
পরম হরিষে তবে দেব হলধর।
বসিলেন আনন্দেতে সভার ভিতর ॥
দুজনে হইল কত কথোপকথন।
বলদেব রহে তথা আনন্দে মগন ॥
কিছুদিন থাকে সেই মিথিলা নগর।
হেথা শতধন্বা বধি দেব গদাধর ॥
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়।
মাতা পিতা চরণেতে প্রণতি করয় ॥
আনন্দসাগরে মগ্ন কৃষ্ণ দরশনে।
স্যমন্তক মণি কথা কহে পুত্র স্থানে ॥

১। এই মিথিলানগরে দুর্য্যোধন বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাহা শুনি নারায়ণ কহিতে লাগিল।
শতধন্বা বধ মোর বৃথা যে হইল ॥
না পাইয়া স্যমন্তক তাহার নিকটে।
মণির কারণে আমি পড়িনু সঙ্কটে ॥
কৃষ্ণের বচনে দোঁহে মলিন বদন।
মনে মনে তবে তারা করেন চিন্তন ॥
সত্রাজিৎ মণি সেই জানে সর্ব্বজন।
অধিকারী সত্যভামা তাহাতে এখন ॥
মোদের বাসনা মাত্র করিব দর্শন।
তাহা দেখিয়া ভাবে দেব নারায়ণ ॥
এইরূপে মনে মনে কতেক চিন্তিল।
মণি না দেখিয়া দোঁহে বিরস হইল ॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
সত্যভামা গেল যথা দেব চক্রপাণি ॥
পতি দরশনে সতী আনন্দে মাতিল।
দিব্য সিংহাসন আনি তথা যোগাইল ॥
রতন আসনে কৃষ্ণে বসায় যতনে।
আপনি ধোয়ায় পদ আনন্দিত মনে ॥
তবে সত্যভামা সতী বহু সমাদরে।
পদতলে বসি নিজে পদসেবা করে ॥
ধীরি ধীরি কয় তবে ধরিয়া চরণ।
একবার দাও মণি করি দরশন ॥
সকলের সার মণি স্যমন্তক হয়।
দরশনে হরষিত হইবে হৃদয় ॥
শতধন্বা বধি তুমি মণিরে আনিলে।
আনন্দ-সলিলে হরি মোরে ভাসাইলে ॥
সত্যভামা মুখে শুনি এ সকল কথা।
বিষম বাজিল তার অন্তরেতে ব্যথা ॥
দুঃখিত হইয়ে মনে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সত্যভামা প্রতি কহে করি সম্বোধন ॥
কহি শুন চন্দ্রাননী বচন আমার ॥
বৃথায় করিনু শতধন্বার সংহার ॥
না পাইনু স্যমন্তক তার সন্নিধানে।
অন্বেষিয়া তাহা না পাইনু কোন স্থানে ॥

কি জানি সে স্যমন্তক রেখেছে কোথায়
অন্বেষিয়া আমি তাহা অর্পিব তোমায় ॥
শ্রবণে সে মণি কথা সত্যভামা সতী।
হইল মলিন মুখ অভিমানে অতি ॥
বলে নাথ কেন মোরে ভাঁড়াও এখন।
জানিয়াছি সব তত্ত্ব ওহে নারায়ণ ॥
আমা হ'তে প্রিয় তব ভীষ্মক-নন্দিনী।
তারে অনুগ্রহ করি দিবে সেই মণি ॥
তারে তুমি স্নেহ কর ওহে দয়াময়।
তাহাতে পাইতে তব বড় ইচ্ছা হয় ॥
কত দ্বন্দ্ব করি হরি তাহারে পাইলে।
সে কারণে স্যমন্তক লুকায়ে রাখিলে ॥
তাহা আমি জানি ভাল ওহে দয়াময়।
তবু দেখিবারে তাহা ইচ্ছা মম হয় ॥
একবার স্যমন্তক দেখাও আমারে।
শুনি সত্যভামা বাণী কাতর অন্তরে ॥
ভাবিতে লাগিল হরি মণির কারণ।
চিন্তায় আকুল হরি হইল তখন ॥
বলে হায় একি দায় আমার যে হয়।
সর্ব্বস্থানে অপমান জানিনু নিশ্চয় ॥
স্যমন্তক কারণেতে অযশ হইল।
এত ভাবি রুক্মিণীর নিকটেতে গেল ॥
সমাদরে রুক্মিণী সে বসায়ে আসনে।
স্যমন্তক কথা জিজ্ঞাসিল তাঁর স্থানে ॥
স্যমন্তক দেহ মোরে করি দরশন।
দিবাকর সম মণি কহে সর্ব্বজন ॥
সেই মনোহর মণি না হেরি নয়নে।
দয়া করি দয়াময় দেখাও এক্ষণে ॥
রুক্মিণী বচনে তবে দেব গদাধর।
বলিতে লাগিল হ'য়ে দুঃখিত অন্তর ॥
বৃথায় বধিনু আমি শতধন্বা বীর।
না পাইনু মহামণি তাহার গোচর ॥
এত পরিশ্রম বৃথা হইল আমার।
নাহি স্যমন্তক মণি নিকটে তাহার ॥
তাহার কারণে মোর বিচলিত মন।
কোথায় আছয়ে মণি না জানি কারণ ॥
এত শুনি মহাদেবী মলিন বদন।
ধীরে ধীরে গদাধরে কহিল তখন ॥
শুন কহি প্রাণনাথ প্রকৃত বচন।
ইচ্ছামাত্র একবার করি দরশন ॥
একবার দেখিবারে সাধ মনে হয়।
তাহাতে আমার কিছু অধিকার নয় ॥
একবার দেখাইলে ক্ষতি কি হইত।
তাহে সত্যভামা সতী কিছু না কহিত ॥
তাহা শুনি নারায়ণ ঈষৎ হাসিল।
লজ্জিত হইয়া মনে ভাবিতে লাগিল ॥
তথা হ'তে পুনঃ হরি সত্যভামা ঘরে।
উপনীত হইলেন যাইয়া সত্বরে ॥
তথায় যাইয়া স্থির করিলেন মনে।
শ্বশুরের প্রেত-ক্রিয়া করিতে এখানে ॥
তৈলের কটাহ-হ'তে তুলিল সত্বর।
অন্ত্যেষ্টির কার্য্য যত করে অতঃপর ॥
সত্রাজিৎ শ্রাদ্ধ আদি করি সমাপন।
মণির কারণ পুনঃ করিল চিন্তন ॥
তথা হ'তে দ্বারকায় করিল গমন।
মনে মনে চিন্তে হরি মণির কারণ ॥
অমাত্য বান্ধবগণে ডাকিয়া আনিল।
সবাকার সহ কৃষ্ণ যুকতি করিল ॥
শুক কহে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
হরি লীলাময় কথা করহ শ্রবণ ॥
যে সময়ে শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণ বধিল।
ভয়েতে অক্রুর কৃতবর্ম্মা পলাইল ॥
দূর বনে দুইজনে করে পলায়ন।
হেথা সবে মণিবার্ত্তা কহে নারায়ণ ॥
কোথা স্যমন্তক মণি না পাই সন্ধান।
মণি লাগি হয় মোর বহু অপমান ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের রোষ।
স্যমন্তক লাগি সবে হয় অসন্তোষ ॥

কি করি এখন কিছু না দেখি উপায়।
কোথা গেলে স্যমন্তক বল পাওয়া যায় ॥
নতুবা বিষম দায় ঘটিল আমার।
অন্বেষণ কর মণি নিকটে কাহার ॥
নতুবা আমার প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে।
অন্বেষণ কর মণি আছে কার স্থানে ॥
তবে সভাসদগণ বিমর্ষ অন্তরে।
এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল দ্বারে দ্বারে ॥
স্যমন্তক মণি লাগি শতধন্বা মৈল।
তাহার নিকট মণি নাহি পাওয়া গেল ॥
অতএব যার কাছে সে মণি থাকিবে।
সেই মণি শীঘ্রগতি কৃষ্ণে আনি দিবে ॥
নতুবা তাহার হয় নিকট শমন।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা এই জেনো সর্ব্বজন ॥
এই কথা শুনি যত দ্বারকার জন।
সবে মেলি কৃষ্ণপাশে উপনীত হন ॥
ভয়েতে সবার মন কম্পিত হইল।
করযোড়ে মৃদুভাষে কহিতে লাগিল ॥
কহি শুন দয়াময় মোদের বচন।
দ্বারকায় নাহি কোন অমূল্য রতন ॥
স্যমন্তক যতদিন ছিল এ নগরে।
ততদিন সুখী প্রজা ছিল ঘরে ঘরে ॥
এখন অনিষ্ট বড় হ'তেছে সাধন।
নগরেতে মহাকষ্ট পায় প্রজাগণ ॥
পীড়ায় আক্রান্ত যত দ্বারকা-নিবাসী।
অকাল মৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি ॥
অনাবৃষ্টি হেতু শস্য ধরা না প্রসবে।
ভূতগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে ॥
তাই অমঙ্গল হয় শুন যদুমণি।
নাহি দ্বারকায় সেই স্যমন্তক মণি ॥
প্রজাগণ বাক্যে তবে ভাবে নারায়ণ।
সভামাঝে ছিল আর যত বৃদ্ধজন ॥
নারায়ণে কহে কথা করি সম্বোধন।
আমাদের অভিপ্রায় শুন জনার্দ্দন ॥
অক্রূর নিকটে মণি আছয়ে নিশ্চয়।
আমাদের অনুমান কভু মিথ্যা নয় ॥
নারায়ণ কহে তারে আনহ এখানে।
কহিতে লাগিল তবে যত দাসগণে ॥
এ দেশে অক্রূর নাহি শুন দয়াময়।
কাশীতে সে কাশীরাজ নিকটেতে রয় ॥
তবে হরি শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল।
কাশী হ'তে অক্রূরের সভায় আনিল ॥
অক্রূর আসিয়া করে শ্রীচরণে নতি।
সুমধুর বাক্যে তবে কহে যদুপতি ॥
সমাদরে অক্রূরেরে তুষিয়া তখন।
কহিতে লাগিল তবে মধুর বচন ॥
সহাস্য বদনে হরি জিজ্ঞাসে তাহারে।
কহ সত্য কথা তুমি না ভাণ্ডাহ মোরে ॥
কহি শুন মহামতি আমার বচন।
সত্রাজিতে শতধন্বা করিল নিধন ॥
স্যমন্তক মণি পরে হরণ করিল।
শেষে মোর হস্তে তার নিধন হইল ॥
মণি না পাইনু আমি তাহার নিকটে।
এখন পড়েছি আমি বিষম সঙ্কটে ॥
অনুমান হয় মনে শুন মহাশয়।
তোমার নিকটে মণি আছয়ে নিশ্চয় ॥
সত্রাজিৎ মণি সেই জানে সর্ব্বজন।
দৌহিত্রের সত্ত্ব এবে হয় সেই ধন ॥
সত্যভামা সত্রাজিৎ দুহিতা যে হয়।
যতদিন তার গর্ভে সন্তান না হয় ॥
ততদিন তাহে মম কিবা অধিকার।
অতএব গুণমণি কহিলাম সার ॥
যতদিন সত্যভামার না হয় তনয়।
ততদিন তব স্থানে রহিবে নিশ্চয় ॥
একবার সভামাঝে দেখাও সবারে।
তবে মম অপযশ যাইবেক দূরে ॥
মণি হেতু সবাকার চঞ্চলিত মন।
পিতা মাতা ভাই আর যত বন্ধুজন ॥

সন্দেহ করিছে সবে মণির কারণ।
অতএব স্যমন্তক করাহ দর্শন॥
শ্রবণে অক্রুর তবে লজ্জিত হইল।
করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল॥
বাহির হইল মণি সভা বিদ্যমান।
সূর্য্য সম সেই মণি সূর্য্যের সমান॥
মণি দরশনে সবে হইল বিস্ময়।
কহিতে লাগিল সবে আনন্দ হৃদয়॥
সন্দেহ হইল দূর মণি দরশনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে সভাসদ জনে॥
এই মণি অক্রুরেরে করহ অর্পণ।
আমি নহি অধিকারী ইহাতে কখন॥
এত কহি স্যমন্তক দিলেন তাহারে।
অক্রুর আনন্দমতি হইল অন্তরে॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
শ্রবণেতে দুঃখ যত হয় বিমোচন॥
স্যমন্তক উপাখ্যান যেইজন শুনে।
শ্রবণে কুশল তার হয় সর্ব্বস্থানে॥
দুষ্কৃতি যতেক তার হয় বিনাশন।
শ্রবণেতে হয় যত কলঙ্ক মোচন॥
দাস বলে সদা মন হরিপদে রহে।
সুধাময় হরি কথা ভাগবতে কহে॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে স্যমন্তক উপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অষ্ট মহিষীর বিবাহ।

নরপতি প্রতি তবে কহে মুনিবর।
কহি যে অপূর্ব্ব কথা শুন নরেশ্বর॥
হরিকথা মনোহর করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র দেহ পাপ বিমোচন॥
পঞ্চসখা পাণ্ডবে করিতে দরশন।
ইন্দ্রপ্রস্থে দামোদর করিল গমন॥
অগণন সেনাগণ সঙ্গেতে লইল।
হেরিতে পাণ্ডবগণে আনন্দে চলিল॥
রথ রথী সঙ্গে করি আনন্দ অন্তরে।
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে হইল সত্বরে॥
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা পাণ্ডবে পাইল।
পঞ্চভাই আগুসারি তাঁহারে লইল॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হৃদয়।
বহু সমাদরে তবে তাঁরে সম্ভাষয়॥
পাইল পরম প্রীতি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সমাদরে ল'য়ে গেল সভার ভিতর॥
জগত ঈশ্বর হরি করি দরশন।
একেবারে প্রেমানন্দে হইল মগন॥
মৃত দেহে যেন হয় জীবন সঞ্চার।
সেইমত সকলের আনন্দ অপার॥
আলিঙ্গন করি পরে বসায় আসনে।
ঘুচিল মনের দুঃখ কৃষ্ণ দরশনে॥
সহাস্য বদন সবে অনুরাগ ভরে।
আসন হইতে কৃষ্ণ উঠে তদন্তরে॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণাম করিল।
মহাবল ভীমসেন চরণ বন্দিল॥
অর্জ্জুনেরে কোলে করে দেব জনার্দ্দন।
কৃষ্ণের চরণ বন্দে মাদ্রীর নন্দন॥
পরে সিংহাসনে হরি আসিয়া বসিল।
অন্তঃপুরে দ্রৌপদী যে সংবাদ পাইল॥
শীঘ্রগতি সভাস্থলে উপনীত হয়।
কৃষ্ণপদে আসি দেবী প্রণাম করয়॥
মহানন্দে মহাদেবী প্রসন্ন বদনে।
কুশল জিজ্ঞাসে তবে শ্রীকৃষ্ণ সদনে॥
সঙ্গে ধনুর্দ্ধর তার সাত্যকি যে ছিল।
দ্রৌপদী সাত্যকি পদে প্রণাম করিল॥
ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ পুরবাসীগণ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু করে আগমন॥
তবে কৃষ্ণ কুন্তীদেবী প্রণতি করিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী কৃষ্ণে কোলে নিল॥

সজল নয়নে দেবী না সরে বচন।
প্রেমে গদগদ হ'য়ে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কুশলেতে আছে সব দ্বারকা-নিবাসী।
কুশলে আছেন কৃষ্ণ কহে হাসি হাসি ॥
আনন্দ অন্তরে দেবী কহিল তখন।
এতদিনে কৃষ্ণ মোরে ক'রেছ স্মরণ ॥
কত কষ্ট পাই বাপ তোমার কারণে।
কত দুঃখ পায় কৃষ্ণ পুত্র পঞ্চজনে ॥
আমাদের দুঃখ বাপ তুমি কি ভাবিলে।
কিম্বা বসুদেব বাক্যে এখানে আসিলে।
কি আর কহিব বাপ তোমারে এখন।
কত ভাগ্য মোর আজি দেখিনু বদন ॥
মম সম ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়।
তব চন্দ্রানন আজ হেরিনু হেলায় ॥
জগত-বান্ধব তুমি জগতের পতি।
সমভাবে সকলেতে নহে ভিন্ন গতি ॥
মনের যাতনা যায় তব দরশনে।
আজি নিশি সুপ্রভাত জানিলাম মনে ॥
এইরূপে কুন্তীদেবী কৃষ্ণেরে কহিল।
হেনকালে যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিল ॥
আজ মম সুমঙ্গল তব আগমনে।
পবিত্র হইল পুরী মম ভাগ্যগুণে ॥
কত ভাগ্য হয় হরি সর্ব্বদা দর্শন।
ধ্যানেতে না পায় যাঁরে যোগী ঋষিগণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র সদা যাঁরে ভাবে অবিরত।
সে জন আমার বাসে হয় উপনীত ॥
তবে দামোদর ধর্ম্মে করি সম্ভাষণ।
মহানন্দে করে সবে কথোপকথন ॥
অনন্তর নৃপবর করহ শ্রবণ।
কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহে নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হৃদয়।
দিন দিন অনুরাগ বাড়ে অতিশয় ॥
তবে একদিন হরি অর্জ্জুনের সনে।
মহানন্দে রথে চড়ি চলিল কাননে ॥
দুজনে চলিল তবে ভ্রমিতে কানন।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে যান সানন্দিত মন ॥
নিবিড় কাননে দোঁহে ভ্রমণ করয়।
মৃগয়া কারণ হয় আনন্দ হৃদয় ॥
অসংখ্য হরিণগণে বাণেতে বিন্ধিল।
ব্যাঘ্র ভল্লুক কত সংহার করিল ॥
শশক সজারু বরা কত যে মারিল।
কৃষ্ণ সারমেয় কত রাশিকৃত কৈল ॥
মৃগপশু ল'য়ে তবে কিঙ্করেরগণ।
যুধিষ্ঠির নিকটেতে করিল গমন ॥
কৃষ্ণসহ পার্থ তবে কানন ভিতর।
মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হৈল বহুতর ॥
শ্রমযুক্ত দুইজন হইয়া তখন।
তৃষ্ণাতুর হ'য়ে করে জল অন্বেষণ ॥
তবে যমুনার তীরে উপনীত হয়।
যমুনার জলপানে আনন্দ হৃদয় ॥
যমুনা-পুলিনে তথা বসি তরুতলে।
সুশীতল বায়ু তবে সেবে কুতূহলে ॥
মহানন্দে দুইজন বিশ্রাম করিল।
অকস্মাৎ তথা এক সুন্দরী আইল ॥
পরমা রূপসী সেই জগতের সার।
অপূর্ব্ব মাধুরী কান্তি অতি চমৎকার ॥
মরাল গমনে ধনী করে বিচরণ।
অকলঙ্ক শশী যেন ভূমে আগমন ॥
কমলা নয়না রামা কনক-বরণী।
জলদে বিদ্যুৎ যথা সুচারু-হাসিনী ॥
তারে হেরে গদাধর চঞ্চল হৃদয়।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে হাসি হাসি কয় ॥
শুন পার্থ মহামতি আমার বচন।
কাহার এ কন্যা হেথা করে বিচরণ ॥
জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিশেষ করিয়ে।
একাকিনী কেন ভ্রমে কাননে পশিয়ে ॥
পরমাসুন্দরী কন্যা ভ্রমে এ কাননে।
কাহার তনয়া তাহা জান ওর স্থানে ॥

তবে সে অর্জ্জুন তথা করিয়ে গমন।
হাসি হাসি মৃদুভাষে কহিল তখন॥
শুনহ সুন্দরী এক বচন আমার।
কি কারণ একাকিনী কানন মাঝার॥
কোথা বাস কহ কন্যা দেহ পরিচয়।
একা ভ্রম এ কাননে কিবা বাঞ্ছা হয়॥
কহ সত্য সুবদনী মম নিকেতন।
বিবাহ করিতে তব আছে কি মনন॥
কিবা অন্য কোন ইচ্ছা মানসে উদয়।
মম পাশে কহ কন্যা সেই সমুদয়॥
অর্জ্জুন বচনে তবে কন্যা হাসি কয়।
সূর্য্যের তনয়া আমি শুন মহাশয়॥
তপস্যা আচরি এই যমুনার তীরে।
পাইতে মানস পতি সেই গোবিন্দেরে॥
হইবে আমার পতি শ্রীমধুসূদন।
সদা ভাবি সেই পদ শুনহ কারণ॥
সেইজন বিনে অন্যে নাহি মোর মতি।
কহিলাম সার কথা তোমার সম্প্রতি॥
পরম কারণ সেই অখিল ঈশ্বর।
সেই মম হবে পতি ভাবি নিরন্তর॥
মোরে সুপ্রসন্ন যদি হয় যদুপতি।
অবশ্য আমার তিনি হইবেন পতি॥
কালিন্দী আমার নাম শুন মহাশয়।
এই যমুনার জলে বাস মম হয়॥
পিতৃ অনুমতি আমি করিয়ে গ্রহণ।
একাকী কাননে সদা করি যে ভ্রমণ॥
সাক্ষাতে পাইনু আজি কৃষ্ণ দরশন।
পাইব পরম পদ শ্রীমধুসূদন॥
এতদিনে পূর্ণ হৈল মনের বাসনা।
ঘুচিল আমার আজ যতেক যন্ত্রণা॥
বিধি অনুকূল মোরে জানিনু নিশ্চয়।
নিকটে পাইনু আজ হরি দয়াময়॥
কৃষ্ণের নিকটে আসি অর্জ্জুন তখন।
বিস্তারি কহিল তাঁরে সব বিবরণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাক্য দেব গদাধর।
হাসি হাসি তারে ল'য়ে উঠে রথোপর॥
কালিন্দীরে ল'য়ে হরি হরিষে চলিল।
ইন্দ্রপ্রস্থে আসি তবে উপনীত হৈল॥
যুধিষ্ঠির নিকটেতে কহে বিবরণ।
শুনি ধর্ম্মপুত্র হৈল আনন্দে মগন॥
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর।
এইখানে করে হরি অগ্নির উদ্ধার॥
খাণ্ডব-দাহনে অগ্নির ব্যাধি বিমোচন।
অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনু করিল অর্পণ॥
শ্বেতবর্ণ দুই অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল।
অক্ষয় সুন্দর বর্ম্ম (১) তবে সমর্পিল॥
যখন করিল সেই খাণ্ডব দহন।
ময় নামে দৈত্য তথা হইল মোচন॥
সেই ময়দানব তবে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
অপূর্ব্ব সে দিল সভা নির্ম্মাণ করিয়া॥
দুর্য্যোধন অভিমান যাহাতে জন্মিল।
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ তাহাতে ঘটিল॥
ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল থাকি দামোদর।
আনন্দে আইল পরে দ্বারকানগর॥
পিতা মাতা অনুমতি করিয়ে গ্রহণ।
কালিন্দীরে বিবাহ করিল নারায়ণ॥
শুভদিনে কালিন্দীরে বিবাহ করিল।
আনন্দ-সাগরে তবে ভাসিতে লাগিল॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী।
রাজর্ষি দেবীর এক আছিল সন্ততি॥
মিত্রবিন্দা নামে কন্যা পরমাসুন্দরী।
স্বয়ম্বরে তারে কৃষ্ণ আনিলেন হরি॥
হরণ করিয়া তারে গৃহেতে আনিল।
দ্বারকানগরে আনি বিবাহ করিল॥

১। লৌহ নির্ম্মিত গাত্রাবরণ অর্থাৎ জামা পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ এই কবচ ধারণ করতঃ সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেন।

নগ্নজিতী নামে হয় কোশল-নন্দিনী ।
বলেতে করিল তাকে আপন গৃহিণী ॥
সমরে নৃপতিগণে করি পরাজয় ।
নগ্নজিতী কন্যা কৃষ্ণ আনে দ্বারকায় ॥
পরীক্ষিত কহে শুন ওহে মুনিবর ।
কহ সে অপূর্ব্ব কথা পরম সুন্দর ॥
কিরূপে সে নগ্নজিতী কন্যা বিভা কৈল
সেই কথা বিস্তারিয়া মুনিবর বল ॥
কার সঙ্গে কৃষ্ণসহ ঘটিল সমর ।
সুধাময় সেই কথা কহ মুনিবর ॥
শুকদেব বলে ওহে অভিমন্যু-সুত ।
কহিব সে সব কথা অতীব অদ্ভুত ॥
নগ্নজিতী পিতা হয় অতি গুণাধার ।
সপ্ত গো-বৃষ ছিল তাহার আগার ॥
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বৃষ সবে ।
যুদ্ধে কেবা পরাজয় তাদের করিবে ॥
জগতের হেন জন না হেরি কখন ।
বৃষসনে রণে জয়ী হবে কোন জন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল নৃপ কন্যার কারণ ।
এই সপ্ত বৃষে যুদ্ধে জিনিবে যে জন ॥
নগ্নজিতী কন্যা আমি বিভা দিব তারে ।
এরূপ নগর মাঝে ঘোষণা যে করে ॥
কত দেশ হ'তে তথা আসে নৃপগণ ।
যুদ্ধে পরাজয় হ'য়ে করে পলায়ন ॥
মহা পরাক্রান্ত বৃষ মহাবল ধরে ।
খড়্গসম শৃঙ্গাঘাতে জয়ী সে সমরে ॥
এই বার্ত্তা নারায়ণ যখন পাইল ।
কোশলনগরে যেতে মনে ইচ্ছা কৈল ॥
রথে চড়ি দামোদর করিল গমন ।
সঙ্গেতে চলিল তাঁর বহু সেনাগণ ॥
যখন হইল হরি তথা উপনীত ।
মহারাজ সমাদর করিলেন কত ॥
আগুসারি লয় ধরি নারায়ণ করে ।
বসাইল দিব্যাসনে আনন্দ অন্তরে ॥
হরির বহু সম্মান করিল রাজন ।
বহু উপহারে তবে করয়ে পূজন ॥
প্রার্থনা করিয়া কত কহিতে লাগিল ।
আজ নিশা মম প্রতি সুপ্রভাত হৈল ॥
কি ভাগ্য আমার আজ হইল উদয় ।
কোন পুণ্যে হেরিলাম হরি দয়াময় ॥
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে ।
উদ্ধার হইল মম পিতামহগণে ॥
সপ্তকোটি কুল মোর হইল উদ্ধার ।
লক্ষ্মীপতি করে গতি আমার আগার ॥
হইবে জামাতা মম ভাগ্যে কি ঘটিবে ।
আমার দুহিতা হরি বিবাহ করিবে ॥
তবে যদি ক'রে থাকি ব্রহ্মার পূজন ।
মম কন্যা করে যদি ধর্ম্ম আচরণ ॥
তবে মম মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে ।
লক্ষ্মীপতি তবে মম জামাতা হইবে ॥
অখিলের পতি সেই দেব জনার্দ্দন ।
সুন্দর মূরতি হরি যশোদা-নন্দন ॥
পরমপুরুষ সেই জগতের পতি ।
যাঁর পাদপদ্ম সদা সেবে সুরপতি ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর সদা ভাবে যে চরণ ।
যে পদে শরণাগত দিক্‌পালগণ ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ যে চরণ ভাবে ।
সিদ্ধ ও চারণগণে যেই পদ সেবে ॥
লীলা হেতু অবনীতে হ'য়ে অবতার ।
হরিতে অবনীভার মানব আকার ॥
হেন প্রভু পদে আমি কি করিব দান ।
কি দিয়া পূজিব আমি ও পদ দু-খান ॥
রাতুল চরণে আমি কি দিব এখন ।
এত কহি কৃষ্ণপদে পড়িল তখন ॥
তবে কৃষ্ণ মহামতি রাজার বাক্যেতে ।
কহিতে লাগিল তারে মধুর ভাষেতে ॥
শুন মহারাজ কহি প্রকৃত বচন ।
ভিক্ষা সম নীচ কর্ম্ম নহে কদাচন ॥

সুজন যে ধর্ম্মমতি মহাজন হয়।
ভিক্ষাবৃত্তি তার হয় নীচ অতিশয়॥
তথাপি তোমারে আমি কহি এক কথা।
বিনা পণে কন্যা দেহ না কর অন্যথা॥
আমার বচন কভু অন্যথা না কর।
শুভক্ষণে কন্যা মোরে দেহ নরবর॥
শ্রবণে কৃষ্ণের কথা কহিল রাজন।
এ জগতে তব সম আছে কোনজন॥
সর্ব্বসার গুণধাম আশ্রয় সবার।
তব বাক্য লঙ্ঘে হেন সাধ্য আছে কার॥
কিন্তু আমি করিয়াছি যাহা অঙ্গীকার।
পরীক্ষিৎ বল বীর্য্য শুন হে তাহার॥
মনের বাসনা মম করি নিবেদন।
মহা বলবানে কন্যা করিব অর্পণ॥
এই যে দেখিছ বৃষ মহাবলবান।
কেহ নাহি হয় এই বৃষের সমান॥
বড়ই দুর্জ্জয় হয় এই বৃষগণ।
নারিল জিনিতে ইহা কত রাজগণ॥
কন্যার কারণ এল নৃপসুত যত।
ইহাদের কাছে হৈল সবে মানহত॥
কত দেশ হ'তে কত নৃপগণ এল।
বৃষের নিকটে হারি সবে পলাইল॥
কৃপা করি যদি হরি আইলে হেথায়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ মোর কর যদুরায়॥
কন্যার যদ্যপি থাকে পূর্ব্বের সুকৃতি।
অবশ্য তোমারে পাবে শুন যদুপতি॥
যদি করে থাকি বহু তপ আচরণ।
তাহ'লে হইবে মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
অবশ্য জামাতা তুমি হবে গদাধর।
এক্ষণে উচিত যাহা করহ সত্বর॥
রাজার বচনে তবে দেব চক্রপাণি।
দৃঢ় করি পীতধড়া আঁটিল অমনি॥
মালসাট মারি হরি ধাইল তখন।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ অদ্ভুত কথন॥
কে জানে কৃষ্ণের মায়া মায়ার সাগর।
অনন্ত যাঁহার মায়া জগত ভিতর॥
সেই সর্ব্ব মূলাধার মায়া প্রকাশিল।
নিজ দেহ সাতভাগে বিভক্ত করিল॥
সপ্ত কৃষ্ণরূপে সপ্ত বৃষ শৃঙ্গ ধ'রে।
ঘুরাইল চক্রাকারে ফেলি দিল দূরে॥
ভূতলে পতিত সেই সব বৃষগণ।
নিস্তেজ হইল যেন মরার মতন॥
নড়িতে নাহিক শক্তি সেই বৃষগণ।
পুতুল লইয়া যথা খেলে শিশুগণ॥
এইরূপে নারায়ণ বৃষগণে ল'য়ে।
খেলিতে লাগিল হরি আনন্দিত হ'য়ে॥
তাহা দরশনে তবে নৃপগণ যত।
বিস্ময় মানিয়ে তাহে প্রশংসয়ে কত॥
প্রীতিযুক্ত রাজগণ পরাক্রম হেরি।
বিনয় বচনে কহে করযোড় করি॥
গো-বৃষগণেরে হরি বধ'না পরাণে।
বৃষগণে ছাড়ি হরি গেল সেই স্থানে॥
আনন্দিত হ'য়ে নৃপ করযোড়ে কয়।
মম কন্যা পতি তুমি জানিনু নিশ্চয়॥
কে জানে আমার ভাগ্যে হবে এ ঘটন।
আমার জামাতা হবে দেব নারায়ণ॥
তবে রাজা বিধিমতে দেখি শুভক্ষণ।
কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দিত মন॥
বিবাহ উৎসবে সবে আনন্দে মাতিল।
পুরবাসী নারী যত বিধি কার্য্য কৈল॥
গৃহে গৃহে বাদ্যভাণ্ড হয় মহারোল।
নগরের চারিদিকে উঠে গণ্ডগোল॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ভয়ঙ্কর।
তুরী ভেরী কাঁশী ঢোল ঢাক বহুতর॥
অসংখ্য বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
নর নারী মহানন্দে করে হুলাহুলি॥
সুবেশা সুকেশা কত রমণী সুন্দরী।
মঙ্গল আচরে তায় অহঙ্কারে ভরি॥

রতনে ভূষিত অঙ্গ আছয়ে সবার।
দিব্যবস্ত্র পরিধান রূপের সাগর ॥
জামাতা লইয়া কত কেলি করে সবে।
এইরূপে নগ্নজিতী বিভা কৈল তবে ॥
শুভ কার্য্য শুভক্ষণে হ'লো সমাপন।
কৌতুকে যৌতুক দিল আনি নানা ধন ॥
দুগ্ধবতী ধেনু দান করে অগণন।
দিলেন রূপসী দাসী সহিত-ভূষণ ॥
সহস্রেক মত্ত করী করে নৃপ দান।
বেগবান অশ্ব কত করে সমর্পণ ॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ দিল বহুতর।
অগণন সেনাগণ দেন নৃপবর ॥
এরূপে যৌতুক দিয়া নৃপতি তখন।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তখন ॥
আনন্দ না ধরে আর রাজার অন্তরে।
কন্যা দিয়া ডুবিল সে আনন্দ সাগরে ॥
জামাতা পাইল সেই দেব নারায়ণ।
এ হ'তে কি ভাগ্য ধরে জগতের জন ॥
এইমত মনে মনে বিচার করিল।
কন্যাসহ নারায়ণে রথে তুলি দিল ॥
কন্যা মুখ হেরি রাজা করিল ক্রন্দন।
দ্বারকার পথে হরি করিল গমন ॥
তদন্তর শুন কহি ওহে নরবর।
মন্ত্রণা করিয়ে যত নৃপতি সত্বর ॥
বৃষের নিকটে যারা হ'লো পরাজয়।
এক যোগ হয়ে সবে করিল নির্ণয় ॥
একা কৃষ্ণে মোরা সবে পথেতে ঘেরিব।
সকলে মিলিয়া নগ্নজিতীরে লইব ॥
এইরূপ যুক্তি স্থির সকলে করিল।
পথমাঝে নারায়ণে ত্বরায় ঘেরিল ॥
মহাকোপে সকলেতে করে আক্রমণ।
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তাহা দরশনে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
মহাক্রোধভরে ধায় করিতে সমর ॥
ভয়ঙ্কর শব্দ হয় গাণ্ডীব টঙ্কারে।
ধাইল বিষম বেগে তাদের গোচরে ॥
যেমন কেশরী দলে মৃগশিশু দলে।
বাণে জ্বর জ্বর কৈল তথায় সকলে ॥
বাণাঘাতে নৃপগণ বিষম ব্যথিল।
রণে ভঙ্গ দিয়ে সবে পলাইয়ে গেল ॥
সিংহ ভয়ে মৃগ যথা চারিদিকে ধায়।
সেইমত সকলেতে ধায় উভরায় ॥
পাছে নাহি চায় কেহ অর্জ্জুনের ভয়ে।
যে যেখানে পায় তথা রহে লুকাইয়ে ॥
তাহা দরশনে কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
নগ্নজিতী সহ করে দ্বারকা গমন ॥
ভদ্রা (১) নামে কন্যা পরে বিবাহ করিল।
লক্ষণা (২) নামেতে কন্যা বলেতে হরিল ॥
স্বয়ম্বর কালে হরি হরিল তাহায়।
এইমতে অষ্ট কন্যা বিবাহ করয় ॥
পরেতে নরক নৃপে নিধন করিল।
ষোল হাজার রমণীকে শ্রীকৃষ্ণ বরিল ॥
দাস ভাষে হরিপদে রহে মোর মতি।
হরি বিনে এ জগতে জীবে নাহি গতি ॥
দুষ্কৃতি যতেক তার হয় বিনাশন।
শ্রবণেতে হয় তার পাপ বিমোচন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট রমণীর সহ বিবাহ সমাপ্ত।

অথ নরক বধ।

তবে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে কয়
তোমার প্রসাদে দেব পবিত্র হৃদয় ॥
হরিকথা সুধাময় সংসারের সার।
কৃপা করি কহ মোরে ওহে গুণাধার ॥

১। শ্রুতকীর্ত্তি রাজার কন্যা ভদ্রা।
২। মদ্ররাজ কন্যা লক্ষণা।

নরক রাজারে হরি কেন বা বধিল।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহ সে সকল ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর।
বিস্তারিয়া কহি কথা পরম সুন্দর ॥
মহাবল পরাক্রান্ত নরক ভূপতি।
কালেতে ঘটিল তার বিষম দুর্ম্মতি ॥
বলে কেহ নাহি আঁটে হইল গর্ব্বিত।
দেবগণ হয় সদা তার ভয়ে ভীত ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে লইয়া।
ইন্দ্রপুরে নরক যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন।
জিনিয়া লইল স্বর্গ নরক রাজন ॥
ইন্দ্রপুর নিজ বলে করিল লুণ্ঠন।
ছিন্ন ভিন্ন করে সবে ত্রিদিব ভবন ॥
এই কথা দেবরাজ কহে নারায়ণে।
মহাক্রোধ উপজয় সে কথা শ্রবণে ॥
ভগবান কম্পবান ক্রোধে অতিশয়।
খগপৃষ্ঠে আরোহণ করি সে সময় ॥
চলিলা সে ভৌমপুরে আনন্দ অন্তরে।
সত্যভামা সঙ্গে হরি ধায় ক্রোধভরে ॥
মহা ভয়ঙ্কর দেশ দুষ্কর গমনে।
পর্ব্বত আবৃত দেশ না হেরে নয়নে ॥
চারিদিকে মহাদৃঢ় গড়ের নির্ম্মাণ।
বিপক্ষ ভেদিতে তাহা না পারে কখন ॥
নারায়ণ দরশনে বিস্ময় মানিল।
ভেদিতে পর্ব্বতমালা বিষম চিন্তিল ॥
তবে হরি মনে মনে করিয়া চিন্তন।
গদার আঘাতে চূর্ণ করিল তখন ॥
গদাঘায় গিরি সব ভাঙ্গি যদুবর।
পুরী প্রবেশিল হরি আনন্দ অন্তর ॥
শঙ্খনাদ করে তবে দ্বারকার পতি।
সেই শব্দে প্রকম্পিত নরক নৃপতি ॥
পুরী প্রবেশিয়া হরি নাহি পথ পায়।
ভাঙ্গিল প্রাচীর সব বিষম গদায় ॥

গদা মারি বড় বড় প্রাচীর ভাঙ্গিল।
আনন্দ অন্তরে তবে শঙ্খ বাজাইল ॥
শ্রবণে ভীষণ শব্দ যত দৈত্যবল।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
মুর নামে দৈত্য এক ভীষণ দর্শন।
কালান্তক যম সম উঠে সেইজন ॥
নিদ্রাগত ছিল দৈত্য জলের ভিতর।
শঙ্খ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল সত্বর ॥
বিষম আকার সেই হয় দৈত্যপতি।
পাঁচ মাথা হয় তার শুন মহামতি ॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর আরক্ত লোচন।
মহাশূল হস্তে ধরি ধাইল তখন ॥
মহাতেজোময় দৈত্য রূপ ভয়ঙ্কর।
প্রলয়কালেতে যথা হয় দিবাকর ॥
সেইমত তেজ তার হয় দরশন।
পঞ্চমুখে গ্রাসে যেন এ তিন ভুবন ॥
তাহা দরশনে যত অমরের দল।
চারিদিকে তারা সবে ভাবে অমঙ্গল ॥
ধাইল সে মহাশব্দে নির্ভয় অন্তরে।
সম্মুখে দেখিল দৈত্য দেব যদুবরে ॥
মহাকোপে তুলি শূল দেব নারায়ণে।
প্রহারিতে মহাবেগে ধায় দৈত্যগণে ॥
ভয়ঙ্কর শব্দ করে সে পঞ্চ আননে।
মহাসর্প ধায় যথা গরুড়ের স্থানে ॥
অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করি দৈত্যরায়।
ছাড়িল বিষম গদা শ্রীকৃষ্ণের গায় ॥
মারিল সে মহাশূল খগবরোপরে।
সসাগরা ধরা গিরি কাঁপে থরে থরে ॥
সৃষ্টিপতি ব্রহ্মা তাহে কাঁপিয়া উঠিল।
তবে হরি মহাবাণ শূলে নিক্ষেপিল ॥
বাণাঘাতে শূল কাটি কৈল খান খান।
ব্যর্থ মনোরথ দৈত্য হৈল সেই স্থান ॥
তবে মহাক্রোধে দৈত্য অন্য গদা লয়ে।
কৃষ্ণেরে প্রহারে গদা ক্রোধিত হইয়ে ॥

গদা নিবারিতে হরি গদা প্রহারিল।
তাহাতে দৈত্যের গদা খান খান হৈল ॥
ভগবান মনে মনে মানি চমৎকার।
সুদর্শন চক্র দেব করেন প্রহার ॥
পঞ্চগোটা মাথা তার কাটিয়া ফেলিল।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি জীবন ত্যজিল ॥
মহাকায় দৈত্য পড়ে জলের উপরে।
মুর দৈত্য মারি হরি আনন্দ অন্তর ॥ (১)
মুর দৈত্য সমরেতে হইল নিধন।
শুনিয়া আকুল শোকে তার পুত্রগণ ॥ (২)
পিতৃ শোকানল দেহে দ্বিগুণ জ্বলিল।
বধিতে পিতার শত্রু সমরে সাজিল ॥
মার মার শব্দে যত মুরের তনয়।
ধাইল কৃষ্ণের প্রতি শোকার্ত্ত হৃদয় ॥
এখানে নরক ভূপ করিল শ্রবণ।
মুর দৈত্য কৃষ্ণ হস্তে হ'য়েছে নিধন ॥
সক্রোধ অন্তরে নৃপ পিতারে ডাকিল।
কৃষ্ণসহ সমরেতে যেতে আজ্ঞা দিল ॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি সমরে ধাইল।
ঘোররবে মহাশব্দে হুঙ্কার ছাড়িল ॥
মুর-পুত্রগণ সহ মিলিল তখন।
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইল রণস্থল।
দৃষ্টি নাহি চলে সবে ভয়েতে বিহ্বল ॥
শক্তিশেল মুষলাদি মারে দৈত্যগণ।
তবে নারায়ণ করে বাণ বরিষণ ॥
সেই সব নিবারিল দৈত্যবাণ যত।
সুদর্শন চক্রাঘাতে দৈত্যগণ হত ॥
সুদর্শনে দৈত্যগণ মস্তক কাটিল।
পীঠ আদি মুর-পুত্রে সকলে মারিল ॥

১। এই মুর দৈত্য নিধন হেতু শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মুরারি হইয়াছে।

২। মুর দৈত্যের সাত পুত্র ১ বিভাবসু ২ অন্তরীক্ষ ৩ তাম্র ৪ শ্রবণ ৫ নতাস্বান ৬ বসু ৭ অরুণ।

শুনিল নরক রায় সব বিবরণ।
দেখিল যতেক সৈন্য হইল নিধন ॥
তবে নৃপ আপনি সে যুদ্ধেতে সাজিল।
মহামত্ত গজে এক আরোহণ কৈল ॥
গজোপরে মহাকায় সমরে চলিল।
ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র দরশন কৈল ॥
অগণন সেনাগণ পড়ি ভূমিতলে।
হস্ত পদ শির হীন দেখিল সকলে ॥
কৃষ্ণ হস্তে সকলেরে জানিয়া নিধন।
ক্রোধে পূর্ণ যেন হয় দীপ্ত হুতাশন ॥
গোবিন্দ নিকটে আসি উপনীত হ'লো।
সভয় অন্তরে দেব দেখিতে লাগিল ॥
সম্মুখে পরম শত্রু হেরিল নয়নে।
ভার্য্যাসহ বসিয়াছে গরুড় আসনে ॥
জলদের পাশে যথা খেলে সৌদামিনী।
সেইমত রূপরাশি হেরে নরমণি ॥
তবে দৈত্য মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
অসংখ্য দৈত্য ল'য়ে কৃষ্ণকে ঘেরিল ॥
একেবারে যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
এককালে সকলেতে করয়ে প্রহার ॥
অনিবার শর বরিষয় দৈত্যগণ।
শ্রাবণের বারিধারা যেন বরিষণ ॥
তবে হরি ক্রোধ করি গদা প্রহারিল।
তাহে সব দৈত্য অস্ত্র ত্বরায় কাটিল ॥
নিরস্ত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
ফাঁপরে পড়িয়া সবে করয়ে চিন্তন ॥
তবে পুনঃ দৈত্যগণ বাণাঘাত করে।
হানিল বিষম অস্ত্র কৃষ্ণের শরীরে ॥
গরুড় উপরে হরি যুঝিতে লাগিল।
গজ হয় পদাতিক অনেক পড়িল ॥
দৈত্যগণ মহারোষে এড়ে যত বাণ।
গদার প্রহারে হরি করে খান খান ॥
তবে হরি দৈত্যপরে মারে মহাবাণ।
সেই বাণাঘাতে সব ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥

নরক নৃপতি তবে করে দরশন।
সমরে পড়িল যত দৈত্য সেনাগণ ॥
তবে সে নরকরায় গণিল হুতাশ।
মহাকোপে সঘনেতে ছাড়িল নিশ্বাস ॥
মহাকোপে মহাদৈত্য শক্তি নিল করে।
সেই শক্তি প্রহারিল কৃষ্ণের উপরে ॥
শক্তির আঘাতে কৃষ্ণ ব্যথিত না হয়।
অঙ্কুশ আঘাতে হস্তী যেন স্থির রয় ॥
সেইমত গদাধর অটল রহিল।
পুনঃ নরবর মহা শূল করে নিল ॥
করে মাত্র শূল তার রহিল তখন।
সুদর্শন চক্রে হরি করিল ছেদন ॥
নরকের মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল।
কুণ্ডল সহিত মাথা লোটাতে লাগিল ॥
তাহা দেখি সেনাগণ করে পলায়ন।
হাহাকার রবে সবে করিয়া রোদন ॥
মহানন্দে দেবগণ নাচিতে লাগিল।
কৃষ্ণশিরে পুষ্পরাশি বরিষণ কৈল ॥
বহু স্তুতি করে যত অমরের গণ।
অপ্সরা কিন্নরগণে আনন্দিত মন ॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
পুত্রশোকে পৃথিবী আইল সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণ পদতলে পড়ি কতই কান্দিল।
ইন্দ্রের কুণ্ডল আনি কৃষ্ণ করে দিল ॥
আর যত মহামুনি শ্রীহরি চরণে।
মহানন্দে আনি দেয় তবে সেইক্ষণে ॥
করযোড়ে করে স্তুতি দেব গদাধরে।
ভক্তাধীন ভগবান পরম ঈশ্বরে ॥
পরম কারণ দেব জগত আশ্রয়।
ভক্তেরে রক্ষিতে তব জনম যে হয় ॥
কে জানে মহিমা তব ওহে যদুপতি।
শিষ্টের পালন সদা দুষ্টের দুর্গতি ॥
নমো নারায়ণ পদ্ম-পলাশ-লোচন।
নমো নমঃ নন্দসুত কালিয় দমন ॥
নমো নমঃ মহাকায় পুরুষ প্রধান।
নমঃ রধিকার পতি ওহে ভগবান ॥
নমো নমঃ মহাবিষ্ণু জগতের সার।
দৈত্য বধি ঘুচাইলে পৃথিবীর ভার ॥
পরমাত্মা পরাৎপর তুমি কল্পতরু।
অনাদি অনন্ত তুমি সবাকার গুরু ॥
পঞ্চভূতময় (১) তুমি দেব জনার্দ্দন।
তোমাতে হইল হরি জগৎ সৃজন ॥
সৃজন পালন লয় তোমাতেই হয়।
অনন্ত কারণ নাথ তুমি স্বেচ্ছাময় ॥
তোমাতে উৎপত্তি দেব যতেক অমর।
পুরুষ প্রধান তুমি দেব গুণাকর ॥
তুমিই করিলে হরি আমারে সৃজন।
দয়া করি দয়াময় দাও শ্রীচরণ ॥
বিষম জ্বলিছে দেহ পুত্র শোকানলে।
শীতল করহ দেব রাখ পদতলে ॥
কৃপাকর কৃপাময় অধিনীর প্রতি।
এইরূপে ভক্তিভাবে করে স্তব স্তুতি ॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট দেব নারায়ণ।
কহিল অনেক তারে সান্ত্বনা বচন ॥
যদি ভাগ্যবশে কেহ হরিভক্ত হয়।
জনম সফল তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
তবে হরি কতক্ষণে পৃথিবী সহিতে।
প্রবেশিল নরকের পুরীর মধ্যেতে ॥
হেরিল পুরীর শোভা মনোহর অতি।
পরমা-সুন্দরী যত হেরিল যুবতী ॥
বলেতে হরিল সব নরক রাজন।
কৃষ্ণে হেরি সবাকার বিচলিত মন ॥
কৃষ্ণগুণে বিমোহিত সকলে হইল।
পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণেরে বরণ করিল ॥
নিজ প্রাণ মন সব কৃষ্ণেরে সঁপিল।
একমনে নারায়ণে ভাবিতে লাগিল ॥

১। ক্ষিতি, অপ অর্থাৎ জল, তেজ, মরুৎ অর্থাৎ বাতাস, ব্যোম অর্থাৎ শূন্য এই পঞ্চভূতময় আত্মা।

তবে অন্তর্য্যামী হরি অন্তরে জানিল।
এককালে সবাকারে সঙ্গে করি নিল॥
দ্বারকানগরে তবে পাঠায় তখন।
নারীগণ সবে হয় আনন্দিত মন॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস ভাষে সাধুগণে শুনে নিরন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নরক নিধন সমাপ্ত।

অথ রুক্মিণী সংবাদ

শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন।
নরক রাজারে হরি করিয়ে নিধন॥
যতেক রমণীগণে দ্বারকা-নগরে।
পাঠাইল গদাধর হরিষ অন্তরে॥
তবে সত্যভামা সহ গরুড়ারোহণে।
চলিলেন ইন্দ্রপুরী আনন্দিত মনে॥
ইন্দ্রপুরী হ'তে আনে বৃক্ষ পারিজাত।
হৃষ্টমতি হ'য়ে তবে দেব জগন্নাথ॥
উপাড়িয়া বৃক্ষ হরি দ্বারকা আনিল।
সত্যভামা গৃহদ্বারে রোপণ করিল॥
সত্যভামা সতী হ'লো আনন্দ অন্তর।
এইরূপে নর লীলা করে যদুবর॥
পরে শুন নরপতি কৃষ্ণ উপাখ্যান।
নররূপে কত খেলা করে ভগবান॥
একদিন যদুপতি রুক্মিণী গৃহেতে।
সুকোমল শয্যাপরে আছে শয়নেতে॥
হাস্যরসে দুজনের আনন্দ হৃদয়।
আপনি আনন্দে কৃষ্ণপদ যে সেবয়॥
মহাদেবী রুক্মিণী সে সখীগণ সঙ্গে।
পতিপদ সেবে তথা বসি কত রঙ্গে॥
মায়াতে মানবরূপ দেব যদুপতি।
যাহার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি লয় স্থিতি॥
ধরণীর ভার হরি করিতে হরণ।
মানব রূপেতে হরি জনম গ্রহণ॥
সর্ব্ব দীপ্তিমান্ জিনি জগতের সার।
মানবরূপেতে লীলা করে অনিবার॥
রুক্মিণীর গৃহে হরি শয্যার উপরে।
হরষিতে মহাদেবী পদ পূজা করে॥
চারিদিকে দীপ্তি করে মণি কত শত।
পুষ্পমালা চারিদিকে গন্ধে আমোদিত॥
বিচিত্র শয্যাতে হরি বসিয়া তখন।
রুক্মিণী ব্যজনী তায় করে সঞ্চালন॥
মনোহর কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে।
মুখ সুধাপানে মত্ত আঁখি মধুকরে॥
রূপের সাগরে মন হইল মগন।
রূপ হেরি রুক্মিণী যে হারায় চেতন॥
তবে হরি কতক্ষণে হাসিতে হাসিতে।
রুক্মিণীর প্রতি কিছু লাগিল কহিতে॥
পরিহাস ছলে দেব রুক্মিণীরে কয়।
শুন কহি গুণবতী তোমারে নিশ্চয়॥
রাজার তনয়া তুমি রূপসীর সার।
ধনের নাহিক শেষ পিতার তোমার॥
মহা বলবান তব পিতা মহাশয়।
তাঁর বড় প্রিয়পাত্র শিশুপাল হয়॥
মহাবল পরাক্রম দামোঘোষ সুত।
অতুল বিভব তার মহাগুণ যুত॥
রূপের নাহিক শেষ বুদ্ধে বৃহস্পতি।
এই অনুমানে তব ভ্রাতা মহামতি॥
তব ভ্রাতা অনাদর করে মম প্রতি।
শিশুপালে বিভা দিতে করি এ যুকতি।
শিশুপাল উপযুক্ত তব গুণবতী।
তাহারে ত্যজিয়া কেন মম প্রতি মতি॥
আমি অতি হীন হই তাহা জানি মনে।
মনে ভাবি ভয় পাই যত রাজগণে॥
পলাইয়ে রই আমি সাগর মাঝেতে।
কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে॥
আমার বিষম শত্রু যত রাজগণ।
তাই আমি লুকাইয়ে রয়েছি এখন॥

লুকাইয়ে আছি আমি সমুদ্র ভিতরে।
হীন তেজ হ'য়ে অতি সভয় অন্তরে॥
দুর্ব্বলের হেন দশা শুন বরাননী।
পর অপমান সহি শুনহ রুক্মিণী॥
আমার মতন হীন নাহি কোন জন।
আমার আত্মীয় যারা হীনতর হন॥
শুন কহি গুণবতী বিশেষ বচন।
কোন গুণে আমারে যে করিলে বরণ॥
কহি মহাদেবী এক বচন প্রকার।
কুল শীল ধন মানে সমভাব যার॥
সমানে সমান বিভা সুখের কারণ।
ছোট বড় জনে হয় অশুভ ঘটন॥
উত্তমে অধমে কভু সুখ নাহি হয়।
সমানে সমানে হ'লে বহু সুখোদয়॥
অতএব গুণবতী শুনহ বচন।
আমি যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥
নির্গুণ আমার সম নাহি কোনজন।
আমার মতন দুষ্ট না হয় কখন॥
অতএব শুন কহি ওহে গুণবতী।
ক্ষত্রিয় প্রধান যার বল দর্প অতি॥
ঐশ্বর্য্যের নাহি শেষ রূপে বিদ্যাধর।
মহা ধনবান সব যেন ধনেশ্বর॥
তাদের নিকটে সুখ হবে অতিশয়।
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি নৃপচয়॥
মোরে অসন্তুষ্ট বড় তব সহোদর।
তাহাদের গর্ব্ব আছে সভার ভিতর॥
মহাবীর্য্য তাহাদের বিনাশ করিতে।
তোমারে হরিনু আমি সবার সাক্ষাতে॥
তাহাদের দর্পনাশ করিবার তরে।
শুন গুণবতী তাই হরিনু তোমারে॥
অতএব মহাদেবী ধরহ বচন।
সত্বরে ভজহ গিয়ে অন্য কোনজন॥
শিশুপাল আদি করি রাজার তনয়।
ভজিতে পারহ তুমি যারে মনে লয়॥

সন্তোষ হইবে তবে তব সহোদর।
তোমার হইবে অতি আনন্দ অন্তর॥
মম বাক্য শুন তুমি ওগো গুণবতী।
মনোমত পতি চেষ্টা কর রূপবতী॥
স্বজন আনন্দ বিনা দুঃখের উদয়।
পাইবে পরম সুখ কহিনু নিশ্চয়॥
হর্ষান্তরে গদাধর কৌতুকে কহিল।
হেন অনুচিত বাণী রুক্মিণী শুনিল॥
বিপরীত বাক্য যত করিয়ে শ্রবণ।
ভয়েতে আকুল দেবী হইল তখন॥
মহাচিন্তা মনে মনে হইল উদয়।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কম্পিত হৃদয়॥
চিন্তায় আকুল সতী করয়ে ক্রন্দন।
শূন্যময় চারিদিক করে দরশন॥
আঁখিজলে বক্ষ ভাসে মলিন সে মুখ।
আকুল হইল সতী পায় মহাদুঃখ॥
ভয়েতে অবশ অঙ্গ হইল তখন।
মহাশোকে মহাদেবী হইল মগন॥
না সরে মুখেতে বাণী দেখে অন্ধকার।
মহাভয়ে রুক্মিণীর হইল বিকার॥
হস্ত হ'তে ব্যজনী যে ভূতলে পড়িল।
একেবারে মহাদেবী অস্থির হইল॥
আকুল হইল দেবী ভাবিতে ভাবিতে।
অমনি সে অচেতন পড়িল ভূমিতে॥
মূর্চ্ছাগত মহাদেবী ভূতলে পতন।
প্রবল বাতাসে যথা কদলী কানন॥
সেইমত মহাদেবী পড়িল ধূলায়।
ছিন্ন ভিন্ন কেশ বাস দেখে যদুরায়॥
স্নেহের কারণ হরি সচঞ্চল মন।
রুক্মিণী সাত্ত্বিক ভাবে (১) হইল মগন॥

১। এই স্থানে রুক্মিণীর আট প্রকার ভাব উদয় হইয়াছিল। অশ্রু, পুলক, কম্প, বিবর্ণতা, স্বরভেদ, মূর্চ্ছা, মোহ, জড়তা এই আট প্রকার ভাবকে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব কহে।

তাহা দেখি নারায়ণ আকুল অন্তর।
রুক্মিণী নিকটে ধায় হইয়ে সত্বর ॥
কোলে করি রুক্মিণীকে তুলিয়া লইল।
মধুর বচনে তারে তুষিতে লাগিল ॥
একি হেরি মহাদেবী তোমার লক্ষণ।
নারিলে বুঝিতে তুমি আমার বচন ॥
রহস্য করিয়া আমি কহিনু তোমায়।
ভীতমনে মূর্চ্ছাগত পতিত ধরায় ॥
পরিহাস করি আমি কহিনু তোমারে।
সত্য মানি কেন দেবী আকুল অন্তরে ॥
একেবারে জ্ঞানহীন ভূতলে পতন।
উঠ মহাদেবী চিন্তা কর অকারণ ॥
তবে হরি রুক্মিণীরে করিয়ে ধারণ।
কৌতুকে আনন্দে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
আপনি করেন তার কবরী বন্ধন।
মুছাইল গাত্র ঘর্ম্ম দেব নারায়ণ ॥
যতনে আঁখির বারি সত্বর মুছায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে মূর্চ্ছা দূরে যায় ॥
মলিন কমল আঁখি চায় কৃষ্ণপানে।
চেতন পাইয়া ধনী রহে নিজ মনে ॥
এবে কৃষ্ণ রুক্মিণীরে কোলে বসাইল।
প্রবোধ বাক্যেতে তারে কহিতে লাগিল
হাস্যাননে কহে তবে দেব নারায়ণ।
কহি শুন প্রিয়সখি তোমারে এখন ॥
কেন প্রিয়ে ভয়াকুল তোমার অন্তর।
জানিবারে তব মন ছলনা আমার ॥
আমা প্রতি কত স্নেহ ধর গুণবতী।
সে কারণে এ কৌশল করি তব প্রতি ॥
তোমার মধুর বাণী শ্রবণে বাসনা।
সেই হেতু তব প্রতি এরূপ বঞ্চনা ॥
কৌতুক করিতে আমি কহিনু বচন।
হেরিতে তোমার প্রিয় সুচারু বদন ॥
নয়ন ভঙ্গিমা তব দেখিবার তরে।
কহিলাম যত কথা জানিও অন্তরে ॥
মানিনী রমণীসহ পুরুষ প্রণয়।
তাহাতে জানিবে প্রিয়ে সুখের উদয় ॥
কি আর কহিব ধনী তোমারে এখন।
হিতে বিপরীত এবে হইল ঘটন ॥
কিন্তু মনে দুঃখ না করিও গুণবতী।
কৌতুক জানিবে মাত্র শুন মহাসতী ॥
শুনি বাণী মহাদেবী সন্তুষ্ট হইল।
পরিহাস বাক্য বলি মনেতে জানিল ॥
অন্তরের ভয় যত করি বিসর্জ্জন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তবে কহিল বচন ॥
পুরুষ প্রধান হরি হেরি চন্দ্রানন।
কটাক্ষ হানিল ধনী সহাস্য বদন ॥
তবে মৃদুভাষে সতী যুড়ি যুগ্মপাণি।
কহিতে লাগিল শুন ওহে গুণমণি ॥
ওহে হরি কেন মোরে এরূপ কহিলে।
কেন বা অন্তরে মোর ভয় উপজিলে ॥
কহিলে দারুণ কথা দেব নারায়ণ।
আমার সদৃশ তুমি নহ কদাচন ॥
আমার নিকটে তুমি কহ সত্য করি।
হেন বাক্য তুমি মোরে কেন কহ হরি ॥
আমার সদৃশ হরি নহ কদাচন।
না কহিও প্রাণনাথ হেন কুবচন ॥
তোমার সদৃশ নাথ কিরূপেতে হব।
বিশ্বপতি বিশ্বময় তুমি শ্রীমাধব ॥
অনন্ত কারণ প্রভু অনন্ত মহিমা।
এ বিশ্বে কে পারে তব করিবারে সীমা ॥
সামান্য কামিনী আমি সামান্য প্রকৃতি।
তুমি সর্ব্বগুণময় জগতের পতি ॥
কতই প্রভেদ হরি তোমায় আমায়।
আমি তব যোগ্য নহি শুন যদুরায় ॥
আপনি কহিলে নাথ ভজ অন্যজনে।
আমি দাসী হই প্রভু তোমার চরণে ॥
সেই দুঃখানলে দগ্ধ হ'তেছে হৃদয়।
জগৎ মোহিত দেব তোমার মায়ায় ॥

তব মায়া মহামায়া ব্যাপ্ত চরাচরে।
সদা জ্বালাতন জীব হয় এ সংসারে ॥
সেই মায়াবশে মত্ত যত রাজগণ।
দাসীরূপে সেই মায়া সেবে শ্রীচরণ ॥
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন।
তব পদ অনুরাগী যত যোগিগণ ॥
মুনিগণ অনুক্ষণ যেই পদ ভাবে।
তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে পদ প্রভাবে ॥
মানব আকার পশু রাজদল যত।
না ভাবে তোমার পদ মায়ায় মোহিত ॥
অহঙ্কারে মত্ত সদা যত দুরাশয়।
ভজিতে তাদের প্রভু কহিলে আমায় ॥
এ কারণ মনদুঃখ উদয় অন্তরে।
তোমার বচনে নাথ হৃদয় বিদরে ॥
মহেশ্বর সুরেশ্বর আদি সুরগণ।
তব আজ্ঞা সকলেতে করয়ে পালন ॥
সে কারণ দেবগণ পূজ্য সবাকার।
আত্মাময় মহাকায় সকল আধার ॥
একমাত্র জগতের তুমিই সকল।
যে ভাবে ও পদ তার সকল মঙ্গল ॥
তব পদ বাঞ্ছা করে সুজন যে জন।
তোমা হ'তে হয় নাথ জগৎ পালন ॥
একরূপে সৃষ্টি কর তুমি মহামতি।
কালরূপে নাশ দেব তুমি জগৎপতি ॥
কহিলাম তোমারে অপূর্ব্ব বিবরণ।
জড় বুদ্ধি হয় যত নরপতিগণ ॥
তোমার ছাড়িয়া নাহি চাহি অন্যজনে।
তব পদে স্মরণ লইনু সে কারণে ॥
শৃগাল লভিতে নারে সিংহের ভোজন।
তাহা ভাবি তব পদে লইনু শরণ ॥
শ্রীচরণে দাসী হরি করিলে কৃপায়।
এখন এমন বাক্য কহ যদুরায় ॥
পশুবুদ্ধি রাজা যত তাহাদের ভয়ে।
তব পদাশ্রিত আমি আনন্দ হৃদয়ে ॥
একবার শ্রীচরণেতে করিয়ে অর্পণ।
পুনঃ ঠেল চরণেতে কেন নারায়ণ ॥
তব পদ সেবে যত নৃপতির দল।
পাইল পরম পদ সকল মঙ্গল ॥
তব পদ যেই মূঢ় না করে ভজন।
আপনা বঞ্চনা করে যেই আকিঞ্চন ॥
সুবুদ্ধি যে জন সেই তব সেবা করে।
তব ভক্তিহীন জন হীন বুদ্ধি ধরে ॥
অসুর নামেতে খ্যাত চরাচরে হয়।
ও পদ বিমুখ যেবা সেই দুরাশয় ॥
তব পাদপদ্মে হরি লক্ষ্মীর আলয়।
তব নামামৃত পান যে জন করয় ॥
তাহা ছাড়ি মূঢ়জনে মত্ত রতিরসে।
দুর্ম্মতি জগতে সেই থাকে কামবশে ॥
পাইয়া মানব দেহ যেই মূঢ়মতি।
তব পদে নাহি রয় সে জনার মতি ॥
তার সম দুরাচার নাহি কোনজন।
অতএব কৃপা কর কমললোচন ॥
করুণা করহ মোরে তুমি কৃপাময়।
তব পদে যেন মম সদা ভক্তি রয় ॥
আর কিছু নাহি হরি বাসনা আমার।
অনাথ জনার বন্ধু কৃপার সাগর ॥
কৃপাদৃষ্টি রেখ নাথ অধিনার প্রতি।
তব পদে এই মম বিশ্বের মিনাত ॥
মম প্রতি কেন হরি কহিলে এমন।
অপর নৃপতিগণে করিতে ভজন ॥
অসতীর পতি তুমি কভু নহ হরি।
সুজনেতে নাহি ভজে অসতী যে নারী।
অতএব গুণমণি মোরে কৃপা কর।
শ্রীচরণে স্থান যেন পাই যদুবর ॥
আনন্দিত হয় হরি রুক্মিণী বচনে।
তুষিল প্রবোধে কত দেব নারায়ণে ॥
তবে রুক্মিণীর প্রতি কয় যদুপতি।
যা কহিলে সত্য সব শুন গুণবতী ॥

যাহা ইচ্ছা হয় দেবী কহিবে আমারে।
অবশ্য তাহাই সিদ্ধ হইবে সত্বরে॥
মম প্রতি হয় তব ঐকান্তিক মন।
তোমার ভক্তিতে বশ আমি অনুক্ষণ॥
মম প্রতি হয় তব অচলা ভকতি।
পতিব্রতা ধর্ম্মে নিষ্ঠা তুমি গুণবতী॥
কহি শুন মহাদেবী তোমারে এখন।
একান্ত মনেতে যেবা করয়ে ভজন॥
তাহার পরমগতি পরলোকে হয়।
মায়ায় মোহিত যেই হয় দুরাশয়॥
দুষ্কর্ম্মেতে সদা রত দ্বেষ মম প্রতি।
পরম অভাগা হয় পায় সে দুর্গতি॥
তুমি মম প্রণয়িণী প্রাণের আধার।
তব সম পতিব্রতা নাহি দেখি আর॥
মম প্রতি অনুরাগ তোমার যেমন।
অন্যেতে না হেরি আমি তাহা কদাচন॥
দেখিয়াছি আমি তাহা বিবাহ সময়।
শিশুপাল আদি করি যত নৃপচয়॥
সবারে অগ্রাহ্য করি মম প্রতি মন।
প্রণয়-পত্রিকা দিলে আমারে যখন॥
সেইকালে জানিয়াছি আমি তব মন।
তোমারে কহিনু মাত্র স্নেহের কারণ॥
যেরূপ দুর্দ্দশা করি তোমার সোদরে।
সে অসহ্য দুঃখ তুমি ধরিলে অন্তরে॥
সেই গুণে তুমি মোরে করেছ বন্ধন।
তোমার ভক্তিতে আমি মুগ্ধ অনুক্ষণ॥
হেনমতে দুইজনে কত কথা কয়।
নর-রূপধারী হরি জগৎ আশ্রয়॥
সোহাগে মধুর ভাষে তুষিয়া আদরে।
কোলে টানি লন হরি অতি ধীরে ধীরে॥
নরলীলা করে হরি নর-রূপ ধরি।
রুক্মিণী বদনচাঁদ চুম্বিল শ্রীহরি॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
ভব সাগরের ভেলা পাপের উদ্ধার॥
অতএব হরিপদ ভাব অনুক্ষণ।
দাসে কৃপা কর হরি কমললোচন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণী সংবাদ সমাপ্ত।

অথ রুক্মিরাজ নিধন।

শুকদেব কন পরে শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণের কহি শুন বংশ বিবরণ॥
যতেক কৃষ্ণের পত্নী দ্বারকানগরে।
দশ দশ পুত্র হয় সবার উদরে॥
যোল হাজার আট শত কৃষ্ণের রমণী।
সবাকার হৈল পুত্র শুন নরমণি॥
পুত্র পৌত্র আদি করি বংশের বর্দ্ধন।
অসংখ্য সে যদুবংশ না হয় গণন॥
এইরূপে মহাবংশ দ্বারকায় হৈল।
অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ বাড়িতে লাগিল॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
যতেক কামিনী সহ দেব নারায়ণ॥
অনুক্ষণ ক্রীড়ারসে মত্ত সবে রয়।
কৃষ্ণমায়া সবাকারে মোহিত করয়॥
পরম আনন্দে সবে কৃষ্ণপদ সেবে।
কৃষ্ণপদ অনুরাগী নিরন্তর সবে॥
ঈশ্বরের মায়া বল কে বুঝিতে পারে।
কৃষ্ণপদ সেবে তারা মহা সমাদরে॥
পাইয়ে পরম পতি নারী যতজন।
নিরবধি সেবে তারা শ্রীহরি চরণ॥
এইরূপে নারী যত আনন্দে মোহিত।
হইল সবার তবে দশ দশ সুত॥
পুত্র পেয়ে সবাকার আনন্দিত মন।
প্রধান প্রধান নাম করহ শ্রবণ॥ (১)

১। প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র বিচারু ও চারুসার এই দশ পুত্র রুক্মিণী উদরে জন্মগ্রহণ করেন।

ভানু, সুভানু, স্বভানু, ভানুমান, প্রভানু, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অভিভানু, শ্রীমভানু, প্রতিভানু এই দশ পুত্র সত্যভামা উদরে জন্মগ্রহণ করেন।

সবে মহা বলবান মহা ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণসম পরাক্রম হইল সবার॥
অনিরুদ্ধ হইল হে কৃষ্ণ-পুত্র সুত।
কামের তনয় সেই বড় গুণযুত॥
রুক্মিরাজ তারে পৌত্রী করিল প্রদান।
কৃষ্ণ পৌত্রে পৌত্রী দিয়া রাখিল সম্মান॥
রোচনা নামেতে কন্যা তাহারে সে দিল।
এইরূপে যদুবংশ ক্রমেতে বাড়িল॥
অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ কে গণিতে পারে।
আপনার বংশ বৃদ্ধি দ্বারকানগরে॥
যোড়করে পরীক্ষিত কহিল তখন।
দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন॥
রুক্মিরাজ মহাশত্রু দেবকী-কুমারে।
তার পৌত্রে পৌত্রী দিল কহ কি প্রকারে॥
অপমান করে যারে দেব যদুরায়।
মস্তক মুড়ায়ে পূর্ব্বে করিল বিদায়॥
রথস্তম্ভে বাঁধি কত করিল প্রহার।
কিসে বিস্মরণ রুক্মি কহ সমাচার॥

বৈরীভাব দুইজন রহে সর্ব্বক্ষণ।
কিরূপে বিবাহ ঘটে কহ সে কারণ॥
যার সহ সর্ব্বক্ষণ বিষম বৈরিতা।
শুনিতে বাসনা দেব কহ সে বারতা॥
চিরকাল যার সঙ্গে বাক্যালাপ নাই।
সে কারণ মুনিবর তোমারে সুধাই॥
রাজার বচনে তবে শুকদেব কয়।
পরস্পর শত্রুভাব যদ্যপি আছয়॥
কৃষ্ণের নিকটে বহু অপমান হৈল।
ভগিনীর প্রীতি হেতু তাহা না মানিল॥
রাখিতে ভগিনী মান রুক্মি সে রাজন।
ভগিনীর পৌত্রে পৌত্রী করিল অর্পণ॥
রুক্মিণীর প্রিয় হেতু এ কার্য্য করিল।
সেই হেতু অনিরুদ্ধে পৌত্রী দান দিল॥
স্বয়ম্বর হেতু রাজা করে আয়োজন।
আইল সে ভোজকূটে বহু রাজগণ॥
রোচনা নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী।
অতুলনা রূপ তার যেন বিদ্যাধরী॥
কৃতবর্ম্মা পুত্র সহ বিবাহ নির্ণয়।
সেই কন্যা অনিরুদ্ধ বলে হরি লয়॥
কিন্তু রুক্মিরাজ তাহে ক্রোধ না করিল।
ভগিনীর পৌত্র হেতু কিছু না কহিল॥
মনে মনে নরবর করিলা চিন্তন।
বিরোধেতে কিবা ফল হইবে এখন॥
বলে কন্যা উদ্ধারিতে কভু না পারিব।
তবে কেন বৃথা আর বিরোধ করিব॥
এত ভাবি অনিরুদ্ধে কন্যাদান করে।
রুক্মিণী বিবাহ ভয় জাগিছে অন্তরে॥
সেই হেতু নরবর আনন্দিত মন।
অনিরুদ্ধে নিজ পৌত্রী করিল অর্পণ॥
বৈরিতা ঘুচিল এবে গোবিন্দের সঙ্গে।
নিমন্ত্রণ কৈল কৃষ্ণে রাজা মহারঙ্গে॥
আনন্দ অন্তরে রাজা নিমন্ত্রণ করে।
রাম সহ কৃষ্ণ যায় ভোজকূট পুরে॥

শাম্ব, সুমিত্র, বিজয়, পুরজিত, চিত্রকেতু, বসুমান, শত সহস্রজিত, দামবক্র, আদিত্য, জাম্বুবতী উদরে এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

বীরচন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগুপ্ত, বেগমান, বৃষআয়ু, শঙ্কু, বসু, কুন্তী, শ্রীমান এই দশ পুত্র নগ্নজিতী উদরে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রুত, কর, বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, অস্তি, দর্শন, পুণ্যমান, সোমক কালিন্দী উদরে এই দশ পুত্র হয়।

প্রঘোষ, সিংহ, প্রবল, ঊর্দ্ধগাত্র, বাণ, বল, শক্তি, সহ, উজ ও অপরাজিতা এই দশ পুত্র মাদ্রীদেবী প্রসব করেন।

বৃষ, হর্ষ, উন্মাদ, অঘ, বহুগন্ধ, অনিল, পবন, ক্রীত, অমিত, মহান, মিত্রবিন্দার গর্ভে এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

সংগ্রামজিত, বৃহৎসেন, শয়ন, প্রহরণ, অবিজিত, জয়, সুভদ্র, সত্যক, ধাম, আবু এই দশজন ভদ্রার পুত্র।

প্রদ্যুম্ন সহিত হরি চলিল তথায়।
শাম্ব আদি বীরগণ ধাইল ত্বরায়॥
বিবাহের নিমন্ত্রণ সকলে জানিল।
মহানন্দে সকলেতে তথায় চলিল॥
তবে রুক্মি নরবর আনন্দ মনেতে।
কৃষ্ণ সহ যদুগণে বসায় সভাতে॥
আনন্দ বিধানে কার্য্য করে সমাপন।
বিবাহ নিবৃত্তি পরে শুনহ রাজন॥
নিমন্ত্রিত রাজগণ সভাতে আছিল।
রুক্মিরাজে তবে সবে কহিতে লাগিল।
পাশা ক্রীড়া কর তুমি সহ সঙ্কর্ষণ।
দ্যূতে পরাজয় করে সভাতে এখন॥
চিন্তা না করিহ কিছু শুন নৃপরায়।
মনেতে জানিবে মোরা তোমার সহায়।
তবে রুক্মি মনে মনে চিন্তিয়া তখন।
ভাল ভাল বলি তবে করিল গমন॥
বলদেব পাশে গিয়া কহিতে লাগিল।
বিবাহ উৎসবে কিছু আনন্দ হইল॥
শুন গুণাধর কহি তোমারে এখন।
পাশা খেলা করি এস মোরা দুইজন॥
তাহাতে আনন্দ আর' প্রচুর হইবে।
বলরাম তাহা শুনি মনে কিছু ভাবে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম করে অনুমতি।
রুক্মিরাজ পাশা খেলে রামের সংহতি॥
বহুমুদ্রা পণে পাশা খেলিতে লাগিল।
সেইবার বলদেব তাহাতে জিতিল॥
কিন্তু সে কলিঙ্গরাজ হাসিয়া তখন।
উচ্চদন্ত দেখাইয়া হাসে বহুক্ষণ॥
মিথ্যা বাক্যে কহে রাম পরাজিত হৈল
রুক্মিরাজ এইবার বাজিতে জিতিল॥
তাহে বড় ক্রোধান্বিত হ'লো হলধর।
দেখ পুনঃ পণে পাশা খেলে হলধর॥
তবে পাশা খেলে তথা আনন্দ অন্তর।
হেলায় জিতিল তাহা দেব হলধর॥

তবে সে কলিঙ্গরাজ হাসি মহারোলে।
হেরে গেলে হলধর পুনঃ এই বলে॥
উচ্চদন্ত বহির্গত করয়ে এখন।
কুতুহলে হাসে তবে কলিঙ্গ রাজন॥
মহাকোপে জ্বলে রাম তাহা দরশনে।
কলিঙ্গেরে দেখে তবে আরক্ত লোচনে॥
তবে পুনঃ বহুমুদ্রা করি নিরূপণ।
খেলিতে লাগিল পাশা শুন বিবরণ॥
সেবারেও হলধর জিতিল তখন।
মিথ্যা বাক্য কহে পুনঃ কলিঙ্গ রাজন॥
এবারেও পরাজয় হৈল হলপাণি।
সভামধ্যে পণ মুদ্রা দেহ শীঘ্র আনি॥
জিতিল সে রুক্মিরাজ তুমি পরাজয়।
মহা উচ্চ হাসে আর এই কথা কয়॥
মিথ্যা করি হেন কথা কহে আরবার।
দৈববাণী হয় তবে আকাশ উপর॥
মিথ্যা কথা কেন কহ কলিঙ্গ রাজন।
বলদেব জিতে বাজি জানিহ এখন॥
এইরূপে বারত্রয় দৈববাণী হৈল।
তবে বলদেব কথা কহিতে লাগিল॥
কেন বৃথা গণ্ডগোল কর এইক্ষণ।
বাজি জিতিলাম আমি শুনহ এখন॥
কলিঙ্গ কহিছে বৃথা শুন দৈববাণী।
নহে সত্য এই কথা মিথ্যা বলি মানি॥
ভূতের ও কথা হয় জানিবে নিশ্চয়।
ভূতের কথাতে কেবা করয়ে প্রত্যয়॥
এখন পণের মুদ্রা করহ অর্পণ।
হাসে আর এই কথা বলে সর্ব্বজন॥
কুবচন কহে তবে রুক্মি নরবর।
এ কার্য্য তোমার নহে ওহে গুণধর॥
গো-চারণ কার্য্যে পটু জানি ভালমতে।
পাশা খেলা কি সম্ভবে গোপাল হইতে॥
দ্যূতক্রীড়া নরপতি গণেতে করিবে।
গো-পালের কর্ম্ম তোমা হ'তে সিদ্ধ হবে॥

যার কার্য্য তার সাজে জানে সর্ব্বজন।
করিবারে পার তুমি ভাল গো-চারণ॥
পণের সে মুদ্রা তাহা করহ অর্পণ।
নতুবা নিস্তার নাহি ওহে সঙ্কর্ষণ॥
বৈবাহিক বলি আমি ক্ষান্ত না হইব।
যত টাকা পণ তাহা এখনি লইব॥
রুক্মির বচনে তবে দেব হলধর।
ক্রোধেতে কম্পিত যেন হ'লো বৈশ্বানর॥
যেন নব বিষধরে তৃণাঘাত কৈল।
একেবারে হলধর কুপিয়া উঠিল॥
একেত অনন্তমূর্ত্তি তাহে ক্রোধান্বিত।
না সরে বচন মুখে সঘনে কম্পিত॥
হলধর ক্রোধে কাঁপে দেখে সর্ব্বজনে।
ধরা করে টলমল রামের গর্জ্জনে॥
মহারোষে হলপাণি হল আকর্ষণে।
বেগেতে ধরিল সেই কলিঙ্গ রাজনে॥
ভূতলে ফেলিয়া তার বক্ষেতে বসিল।
একে একে দন্ত তার উৎপাটন কৈল॥
না রাখিল এক দন্ত সব উপাড়িল।
শোণিতে সে ধরাতল প্লাবিত হইল॥
তবে কোপে হলধর কহিল তখন।
এইবার হাস্য কর করি দরশন॥
কোথা সেই উচ্চ দন্ত কেমনে হাসিবে।
এমন সুন্দর মুখ কেমনে দেখাবে॥
এত কহি তারে ছাড়ি দিল সেইক্ষণ।
হলাঘাতে রুক্মিরাজে করিল নিধন॥
আর যত নৃপগণ ছিল সেই স্থানে।
লাঙ্গল আঘাত তবে করে জনে জনে॥
বিষম আঘাতে সবে হইল কাতর।
ভগ্ন উরু শির কার ধায় স্থানান্তর॥
এইরূপে রাজগণে নিধন করিল।
ভগবান তাহা দেখি কিছু না কহিল॥
পরে রাজা পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ।
বধূসহ পৌত্র সঙ্গে করি নারায়ণ॥
রথে চড়ি দ্বারকায় গমন করিল।
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হৈল॥
তদন্তর হলধর আদি যত জন।
দ্বারকানগরে আইল আনন্দিত মন॥
ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা রুক্মিণী জানিল।
হর্ষ ও বিষাদ দুই মনে উপজিল॥
শোকেতে আকুল দেবী করয়ে রোদন।
সান্ত্বনা করিল তারে দেব নারায়ণ॥
পরে দেবী বধূসহ পৌত্র নিল ঘরে।
মহানন্দে মহোৎসব পুরনারী করে॥
হরিকথা একমনে শুনে যেই নর।
অনায়াসে মোক্ষ পায় পাপের উদ্ধার॥
হীনমতি দাস কৃষ্ণ পদে মধুকর।
ভাগবত কথা ভণে হরিষ অন্তর॥

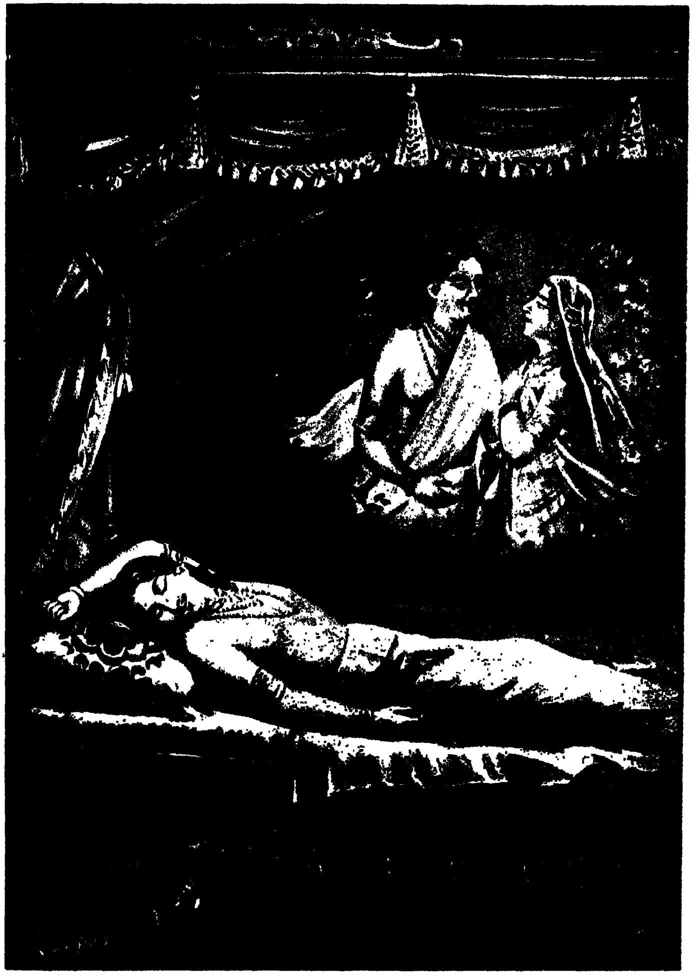
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে রুক্মিবধ সমাপ্ত।

অথ বাণযুদ্ধ ও ঊষাহরণ।

পরীক্ষিৎ নরবর কহে ঋষিবরে।
কি প্রসঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তরে॥
তব মুখে হরিকথা সুধাময় অতি।
শ্রবণ শীতল কার কহ সে ভারতী॥
শুকদেব বলে রাজা শুন দিয়া মন।
অনিরুদ্ধ বিভা করি আইল যখন॥
অপূর্ব্ব আখ্যান কহি শুন তদন্তর।
বলি রাজার হয় এক শতেক কুমার॥
তার মধ্যে বাণ রাজা মহাবলী হয়।
জগতে তাহার সম দ্বিতীয় না রয়॥
মহাবল পরাক্রমী বিখ্যাত ভুবনে।
ভূতেশে সেবিল রাজা ঐকান্তিক মনে
কঠোর করিয়ে তপ মহেশে সাধিল।
নানা উপহার হরে আরাধন কৈল॥
বহুকাল করে রাজা তপ আচরণ।
নৃপতির স্তবে তুষ্ট দেব ত্রিলোচন॥

কৃপা করি মহেশ্বর সাক্ষাতে আইল।
নৃপতির প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
ওহে বাণ নরবর শুনহ বচন।
তব স্তবে তুষ্ট আমি মেলহ নয়ন॥
মনোমত বর মাগি লহ মোর স্থানে।
হইনু পরম তুষ্ট তব আরাধনে॥
তবে বাণ নরপতি নয়ন মেলিল।
শুভ্রকান্তি মনোহর সম্মুখে দেখিল॥
করযোড়ে ভূমি লুটি করিল প্রণতি।
বিধিমতে মহেশ্বরে করে তথা স্তুতি॥
নমো নমঃ ভূতেশ ভবানী-মহেশ্বর।
গঙ্গাধর মনোহর পার্ব্বতী-ঈশ্বর॥
ভক্তের মানস পূর্ণ কর ভোলানাথ।
সর্ব্বানন্দময় দেব তুমি জগন্নাথ॥
নমঃ ত্রিলোচন বিভু পরম কারণ।
বাঞ্ছা কল্পতরু শিব বিশ্ব-বিমোহন॥
ত্রিপুরারী বিশ্বনাথ মহাকালরূপী।
কে জানে তোমার অন্ত তুমি বিশ্বব্যাপী॥
দেবদেব মহাদেব জগতে আশ্রয়।
নিষ্কাম পুরুষ তুমি দেব দয়াময়॥
কৃপা করি সহস্র যে হস্ত দিলে মোরে।
এ বিষম ভার দেহ সহি কি প্রকারে॥
সতত বাসনা দেব লিপ্ত থাকি রণে।
প্রতি যোদ্ধা নাহি পাই ভ্রমিয়া ভুবনে॥
ভয়েতে দেবতা যত নহে অগ্রসর।
দরশন মাত্র সবে ধায় স্থানান্তর॥
অধিক কি কব দেব মত্তহস্তী যত।
সবে ধায় দেখি মোরে মানিয়া অদ্ভুত॥
গিরিবর নাহি ধরে মম বাহুবলে।
চূর্ণ হ'য়ে একেবারে যায় রসাতলে॥
অতএব কৃপা করি বর দেহ দান।
মম সহ যুদ্ধ কর ওহে ত্রিলোচন॥
তুমি ভিন্ন মম সহ কেবা যুদ্ধ করে।
মম সহ যুদ্ধ করি তুষ্ট কর মোরে॥
বাণের বচনে তবে দেব মহেশ্বর।
মহাক্রোধে কহে তারে কর্কশ উত্তর॥
ওরে মূঢ়মতি তোর এত অহঙ্কার।
মম সহ রণবাঞ্ছা নাহিক নিস্তার॥
কিছুদিন বিলম্ব করহ দুরাশয়।
কেতু গ্রহ আসি যবে করিবে আশ্রয়॥
আপন সংখ্যাতে আসি করিবেন ভোগ।
কেতুর পতাকা দগ্ধ হইবে সংযোগ॥
দর্পচূর্ণ সেইকালে জানিবে তখন।
পরাভব হবে মোর সহ করি রণ॥
এত কহি ত্রিপুরারী নিজ স্থানে গেল।
শ্রবণে সে বাণ দৈত্য হরষিত হৈল॥
মহানন্দে নিজগৃহে গমন করিল।
মনে মনে বাণরাজা সময় গণিল॥
ভবানীর বাক্য মনে করিল স্মরণ।
নিজ গৃহে রহে রাজা আনন্দিত মন॥
তদন্তরে শুন বীর অপূর্ব্ব কাহিনী।
ঊষা নাম ধরে সেই বাণের নন্দিনী॥
দিবানিশি ভক্তিভাবে দেবীপূজা করে।
করয়ে পার্ব্বতী পূজা নানা উপচারে॥
রতিপুত্র অনিরুদ্ধে পতির কারণ।
ঊষা ধনী মনে মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥
সদা পূজে দেবী পদ সভক্তি অন্তরে।
দেবী প্রতি ভক্তি অতি করে নিরন্তরে॥
যাতে রতিপুত্র পতি হয় গো আমার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দাও এই বর॥
দেবীপদে এইরূপ করয়ে স্তবন।
ভক্তিতে হইল বশ পার্ব্বতী তখন॥
তবে দেবী ঊষা প্রতি সদয় হইল।
অনিরুদ্ধে স্বপ্নযোগে সকলি কহিল॥
রতন পালঙ্কে শুয়ে রতির তনয়।
নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রায়॥
শিয়রে বসিয়ে দেবী কহিতে লাগিল।
অনিরুদ্ধ স্বপ্নে সব দরশন কৈল॥

হেরিল অপূর্ব্ব এক কুসুম-কানন।
নানাজাতি পুষ্প বৃক্ষ তাহে সুশোভন॥
মনোহর রাশি রাশি কুসুম লতায়।
করিয়াছে কত শোভা পাতায় পাতায়॥
ফুটিয়াছে ফুলদল সৌরভ ছুটিছে।
মধুকর মধুলোভে প্রমত্ত হ'তেছে॥
গুন্ গুন্ স্বরে সবে করিছে ঝঙ্কার।
কোকিল আনন্দে করে কুহু কুহু স্বর॥
মদন বিরাজে তাহে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মোহিত করিছে যেন অমর ভুবন॥
এ হেন কুসুম বহে কুসুম-শয্যায়।
অপূর্ব্ব রমণী এক আছয়ে নিদ্রায়॥
পরিহিতা নীলাম্বর রূপ মনোহর।
রতন ভূষণে অঙ্গ শোভিত সুন্দর॥
কুসুম দলের মাঝে যেন শশধর।
ছাড়িয়া আকাশ যেন ধরণী উপর॥
কুসুম দলের মাঝে যেন সূর্য্যমণি।
কত আভা কত শোভা যেন সৌদামিনী
হেরি রূপ অপরূপ মানস মোহিত।
জলদের মাঝে যথা প্রকাশে তড়িত॥
রূপ দেখি অনিরুদ্ধ বিমোহিত হৈল।
অনঙ্গে অনঙ্গ-পুত্র মাতিয়া উঠিল॥
অমনি মানস তার অনঙ্গে মগন।
বিহারিতে তার সহ করিল মনন॥
বলে ধনী সুবদনী কর কৃপাদান।
করিব তোমার আমি মুখামৃত পান॥
হেরিয়া সৌন্দর্য্য তব আকুল অন্তর।
আমারে বাঁচাও তুমি করহ বিহার॥
কেবা তুমি কার কন্যা সুচারু-নয়নী।
তব রূপে নাহি সীমা চারু চন্দ্রাননী॥
তব রূপে মুগ্ধ নহে বল কোন জন।
শিহরে যোগীর কুল করি দরশন॥
দেবী বা গন্ধর্ব্ব কিবা হইবে নাগিনী।
এ ঘোর কানন মাঝে কেন একাকিনী॥
কামানলে তনু জ্বলে তোমারে হেরিয়া।
আমারে বাঁচাও ধনী আলিঙ্গন দিয়া॥
কামের তনয় আমি শ্রীকৃষ্ণের নাতি।
রাখহ আমার প্রাণ তুমি গুণবতী॥
রাখিবারে যদি চাহ এজনার প্রাণ।
বিধুমুখী একবার হও কৃপাবান॥
কামপুত্র বাক্য শুনি কহিল কাহিনী।
অধিনীর বাক্য এবে শুন গুণমণি॥
জগতের পূজ্য যদি তুমি মহামতি।
যদি তুমি হও সেই শ্রীকৃষ্ণের নাতি॥
তবে কেন কহ বাক্য হেন অনাচার।
কহিছ করিতে মোরে কার্য্য ব্যভিচার॥
বৃথা অনাচার কর বলহ আমারে।
তব যোগ্য বাক্য একি কভু হ'তে পারে॥
পরনারী প্রতি কহ কুৎসিত বচন।
পরলোকে নাহি সুখ তাহে কদাচন॥
যেইজন পরনারী সহ রতি হয়।
নরকে নিবাস তার জানিহ নিশ্চয়॥
ইহলোক সুখ মাত্র ওহে মহামতি।
চরমে হইবে তার অশেষ দুর্গতি॥
অতএব গুণমণি ধরহ বচন।
বিবাহ করিয়া মোরে কর আলিঙ্গন॥
উপদেশ ধর শুন ওহে গুণাকর।
আমারে লভিতে যদি বাসনা তোমার॥
নিতান্ত লভিতে যদি বাসনা আমায়।
পিতার নিকট যাহ শীঘ্র মহাশয়॥
মহাদেবী ভগবতী দেব ত্রিলোচনে।
প্রার্থনা করহ তুমি তাঁহাদের স্থানে॥
তাহ'লে বাসনা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
প্রকৃত বচন আমি কহিনু তোমায়॥
এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈল গুণবতী।
অদর্শনে অনিরুদ্ধ বিচলিত মতি॥
রতিপুত্র চারিদিকে করি অন্বেষণ।
আর নাহি দেখে সেই সুচাঁদ বদন॥



রতন পালঙ্কে শুয়ে রতির তনয় ।
নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রায় ৭৩১ পৃষ্ঠা

নিদ্রা ত্যজি একেবারে আকুল হইল।
অচেতন ধরাসনে অমনি পড়িল ॥
বলে কোথা দেখা পাব সে চন্দ্রবদনী।
আর কি আসিবে হেথা বিদ্যুৎবরণী ॥
আর কি সে সুধা কথা শুনিব শ্রবণে।
এইরূপে রতিপুত্র বিষাদিত মনে ॥
একেবারে জ্ঞান হীন পাগলের মত।
ত্যজিল ভূষণ তার অঙ্গে ছিল যত ॥
চারিদিকে সচকিত করে দরশন।
কোথায় রূপসী বলি করয়ে রোদন ॥
অনিরুদ্ধে বিচলিত দেখিয়া সকলে।
রতি সতী কাঁদে অতি পুত্র করি কোলে ॥
আর আর যদুকুল যতেক কামিনী।
পুত্র লাগি হয় সবে অতি বিষাদিনী ॥
কান্দেন রুক্মিণীদেবী অতি উচ্চরবে।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানিলেন তবে ॥
রুক্মিণী রোদনে হরি আকুল হইল।
বিশেষ করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥
শুন সতী গুণবতী আমার বচন।
যে কারণে অনিরুদ্ধ হইল এমন ॥
ভগবতী আসি পুত্রে স্বপনে দেখাল।
ঊষা-রূপে রতিপুত্র বিচলিত হৈল ॥
কি আর কহিব প্রিয়ে তোমায় এখন।
বাণ-কন্যা ঊষা সেই শুন বিবরণ ॥
পার্ব্বতীর বরপুত্র বাণ মহামতি।
সেই হেতু স্বপ্নে আসি কহে হৈমবতী ॥
সে হ'তে চঞ্চল হৈল রতির কুমার।
আমিও ঊষারে ব্যস্ত করিব এবার ॥
অনিরুদ্ধ সহ তার করিব ঘটন।
নিশিযোগে আমি তারে কহিব স্বপন ॥
রুক্মিণীর প্রতি হরি এতেক কহিল।
তবে মহাদেবী তথা প্রবোধ মানিল ॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
এইরূপে রুক্মিণীরে প্রবোধি তখন ॥
অখিলের ধাতা সেই দেব নারায়ণ।
মায়া করি অনিরুদ্ধ হইল তখন ॥
নিশাকালে বাণ-কন্যা ঊষা বিনোদিনী।
রতন মন্দিরে শুয়ে আছে একাকিনী ॥
মনোহর বেশে হরি শিয়রে বসিল।
স্বপনে তাহারে হরি দরশন দিল ॥
মনোহর রূপ সতী করে দরশন।
কন্দর্প আকার এক পুরুষ রতন ॥
রূপের নাহিক সীমা ভুবন মোহিত।
হেরে সে রূপের ছটা চঞ্চলিত চিত ॥
কিবা সে রূপের কান্তি সুন্দর মূরতি।
রূপ হেরে একেবারে মুগ্ধ হয় সতী ॥
রূপ হেরে ঊষা সতী উন্মত্তা হইল।
মৃদুভাষে হাস্যাননে কহিতে লাগিল ॥
কহ শুনি গুণাকর কেবা তুমি হও।
না করিহ প্রবঞ্চনা সত্য করি কও ॥
কাহার তনয় তুমি কোন দেশে ঘর।
তব রূপে বিমোহিত আমার অন্তর ॥
কন্দর্প সমান রূপ করি দরশন।
তব দরশনে মোরে পীড়িল মদন ॥
যেই হ'তে তব রূপ নয়নে হেরিনু।
কামের সাগর মাঝে আমি যে পড়িনু ॥
এ ঘোর বিপদ হ'তে করহ উদ্ধার।
নতুবা এ পোড়া প্রাণ যাইবে আমার ॥
নারী হ'য়ে হেন জনে না ভজে যেজন।
বৃথায় জানিবে তার রমণী জীবন ॥
অতএব গুণাকর মোর বাক্য ধর।
আমারে ভজহ তুমি ওহে প্রাণেশ্বর ॥
বড়ই চঞ্চল মন তোমার কারণ।
রাখহ জীবন মম দিয়ে আলিঙ্গন ॥
বঞ্চনা ক'রনা মোরে ওহে প্রাণেশ্বর।
তাহাতে অধর্ম্ম তব হইবে বিস্তর ॥
যাচিকা কামিনী যেই অবহেলা করে।
চরমে নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে ॥

ঊষা বাক্যে জগন্নাথ কহিতে লাগিল।
যা কহিলে গুণবতী সত্য সে সকল ॥
শুন কহি ঊষা দেবী বচন আমার।
মম পিতা কামদেব কৃষ্ণের কুমার ॥
অনিরুদ্ধ নাম মম শুন বরাননে।
কৃষ্ণ অনুমতি বিনে করিব কেমনে ॥
যদি মোরে অনুমতি করেন শ্রীহরি।
তাহ'লে তোমার বাঞ্ছা পূরাইতে পারি ॥
আমারে বিবাহ যদি আছয়ে মনন।
পিতামহ বিনে তাহা না হবে কখন ॥
ইহা কহি গোপীনাথ অন্তর্ধ্যান হয়।
নিদ্রাভঙ্গে ঊষা দেবী চারিদিকে চায় ॥
না দেখিয়া সে পুরুষ সব শূন্যাকার।
মনে ভাবে একি ভাব হইল আমার ॥
কেন বা নিশিথে মম নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
দুঃখের সাগরে মোরে ডুবিতে হইল ॥
কিবা অপরূপ আমি হেরিনু নয়নে।
আর কি দেখিব আমি সে চারু বদনে ॥
আর কবে হেন দিন হইবে উদয়।
আর কি শুনিব সেই বাক্য সুধাময় ॥
এইরূপে অচেতন কান্দিতে লাগিল।
স্বপ্ন দরশনে ধনী পাগলিনী হ'লো ॥
হেনকালে সখি আসি কহিল তাহারে।
কেন রাজবালা তুমি ভাবিছ অন্তরে ॥
কেন বা আকুল তব অন্তর হইল।
কি কারণে কান্দ মোরে সত্য করি বল ॥
কি ভয় অন্তরে তব হ'য়েছে উদয়।
কি কারণে তব চিত্ত পাগলের প্রায় ॥
সখীর বচনে ঊষা বাক্য না কহিল।
একান্ত মনেতে সতী ভাবিতে লাগিল ॥
তবে সতী মনে মনে করিল চিন্তন।
অকস্মাৎ একি দায় হইল ঘটন ॥
রাণী অগ্রে গিয়া কহে সকল কাহিনী।
সচঞ্চল হন শুনি বাণের গৃহিণী ॥
রাজার নিকটে কহে যত বিবরণ।
বিপদ ভাবিয়া রাণী করেন রোদন ॥
রাণীর রোদনে রাজা আকুল হইল।
সখীরে ডাকিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
শুন সখী কহি আমি প্রকৃত বচন।
শঙ্কর আবাসে শীঘ্র করহ গমন ॥
কহ এ বারতা সেই শিব সন্নিধানে।
তবে সে জানিবে তত্ত্ব কন্যার কারণে ॥
রাজার বচনে তবে সখী শীঘ্র ধায়।
শিব স্থানে সখী গিয়া বিবরিয়া কয় ॥
রজসুতা বিবরণ সকলি শুনিল।
শ্রবণ করিয়া শিব হাসিয়া উঠিল ॥
গণপতি সখী প্রতি কহিল তখন।
বিচলিত ঊষা হয় যাহার কারণ ॥
পার্ব্বতীরে পূজে সদা পতি পাইবারে।
সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বর দিল তারে ॥
পরম সুন্দর বর হইবে তোমার।
ভগবতী বাক্যে তুষ্ট অন্তর তাহার ॥
রতিপুত্র অনিরুদ্ধ দেখিল স্বপন।
স্বপ্ন দরশনে পুত্র বিচলিত মন ॥
হইল পাগল প্রায় কামের তনয়।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানে সমুদয় ॥
রমাপতি মনে মনে সকল জানিল।
মনোহর রূপে তথা ঊষা গৃহে গেল ॥
যেখানেতে ঊষা সতী শয়ন-মন্দিরে।
নিদ্রায় আছিল কন্যা সানন্দ অন্তরে ॥
তথা স্বপ্নযোগে হরি কহিল তাহায়।
সে রূপ নয়নে হেরি উন্মাদিনী প্রায় ॥
রূপরাশি হেরি ধনী মোহিত হইল।
বরিতে সে রতিপুত্রে মনেতে চিন্তিল ॥
অনিরুদ্ধ রূপে কন্যা হয় জ্ঞানহারা।
একেবারে অচেতন হ'য়ে কামাতুরা ॥
নিতান্ত চঞ্চল তার হইয়াছে মন।
ভোজনে অরুচি তার পাগল যেমন ॥

ছন্নমতি হইয়াছে নাহি নিদ্রা যায়।
কাহারো সহিত কন্যা নাহি কথা কয়॥
বিকৃত আকার তার মলিন বরণ।
সর্ব্বদা ভাবিছে আর করিছে রোদন॥
সে সময় সখী আসি কহে সে কাহিনী।
তাহাতে সুস্থির হ'ল বাণের নন্দিনী॥
বলে তারে শীঘ্র যাও দ্বারকা-নগরে।
অনিরুদ্ধ নিদ্রা যায় সুখে সেই ঘরে॥
রতন পালঙ্কে শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়।
মায়াবলে তুমি সখী যাইবে তথায়॥
হরণ করিয়া তায় সেই মায়াবলে।
আনহ তাহাকে শীঘ্র তুমি কুতূহলে॥
তা হ'লে মঙ্গল হবে জানিবে নিশ্চয়।
বাণকন্যা চিত্ত স্থির হইবে ত্বরায়॥
অতএব শুন সখী কহিনু তোমারে।
শীঘ্রগতি কর গতি দ্বারকা-নগরে॥
আনন্দে হইয়ে মগ্ন যায় ত্বরা করি।
গণপতি বচনে ঊষার সহচরি॥
মায়াবলে সেইকালে করিল গমন।
ক্ষণেকের মধ্যে গেল দ্বারকা ভবন॥
যে ঘরেতে রতিপুত্র সুখে নিদ্রা যায়।
যোগবলে সহচরী উত্তরে তথায়॥
হেরিল সে রতি-পুত্র রূপ বিমোহন।
রূপ হেরে একেবারে হয় অচেতন॥
স্থির নেত্রে সহচরী সে রূপ নেহালে।
হরিয়া আনিল তারে অতি কুতূহলে॥
যথায় বাণের পুত্রী বিষাদিত মনে।
সেইস্থানে মায়াবলে আইল তখনে॥
এখানেতে সকলেতে দ্বারকা-নগরে।
দেখিল সে পুত্র নাই শয়ন-মন্দিরে॥
রতি সতী পুত্রশোকে আকুল হইল।
হা পুত্র হা পুত্র বলি কান্দিতে লাগিল॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সতী পুত্রের কারণ।
আর যত নারী কাঁদে বিষাদিত মন॥
হেনকালে যদুপতি শ্রবণ করিল।
রমণী সকলে তবে বিস্তারি কহিল॥
বিধিমতে সকলে প্রবোধে নারায়ণ।
বলে কেন কর সবে বৃথায় রোদন॥
এইরূপে সকলেরে কহি নারায়ণ। (১)
পৌত্রের কারণ হরি করিল গমন॥
ঊষা সতী রতিপুত্রে করি দরশন।
যাইলেন নিজঘরে আনন্দিত মন॥
ভাগবত কথা অতি শ্রবণে সুন্দর।
দাস ভাষে ভাষামতে আনন্দ অন্তর॥

ত্রিপদী

শান্তমূর্ত্তি তপোধন, বিনয়েতে নিবেদন,
কহে তবে কুরুর কুমারে।
কহি শুন মহামতি, সুমিষ্ট কৃষ্ণ ভারতী,
শুন ভূপ আনন্দ অন্তরে॥
বাণ-কন্যা ঊষা সতী, যথা হ'য়ে মৌনবতী,
বিচলিত রতিপুত্র আশে।
করি মায়া মায়াবিনী, হরি সেই গুণমণি,
লইল সে বাণভূপ বাসে॥
পুরমধ্যে প্রবেশিল, অমনি চেতন হৈল,
অনিরুদ্ধ করয়ে রোদন।
চারিদিকে দরশনে, আকুল হইল প্রাণে,
পিতা মাতা নহে দরশন॥
নহে সে দ্বারকা সম, দেখে সব অনুপম,
মনে মনে করয়ে চিন্তন।
বলে হেথা কেন আমি, কোথা কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী,
কেন মোর হেথা আগমন॥

১। শ্রীকৃষ্ণ যদুকুল কামিনীগণকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া সাত্যকি সহিত গরুড়ারোহণে অবিলম্বে বাণরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং ভোলানাথ পার্ব্বতী সহিত সেই বাণরাজ্যে শোণিতপুর রক্ষা করিতেছেন, তদ্দর্শনে মহা আনন্দিত হইয়া শূন্যমার্গে রতিপুত্র অনিরুদ্ধের রক্ষা হেতু গুপ্তবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নিদ্রিত ছিলাম ঘরে,কে আনিল হেথা মোরে,
কোথা মোর জনক জননী।
কোথা পুরবাসীজন, কোথা যদুকুলগণ,
তুমি কেবা কহ বরাননী॥
আকুল মম হৃদয়, নাহি দেখি বাপ মায়,
কেন মোরে আনিলে এখানে।
এ দেশ কাহার বল, গৃহে মোরে লয়ে চল,
হেথা আমি কহ কি কারণে॥
শুনি সখি মৃদুভাষে, অনিরুদ্ধ প্রতি ভাষে,
কেন ওহে পুরুষ প্রবর।
কেন বা আকুলমতি, কেন ভাবহ অনীতি,
কেন বৃথা আকুল অন্তর॥
দাসী কয় শুন বাণী, কহি শুন গুণমণি,
কেন বৃথা করহ রোদন।
যার লাগি দিবানিশি, ভাবহ নির্জ্জনে বসি,
যার লাগি বিচলিত মন॥
মিলাইব সেই জনে, বৃথা চিন্তা ত্যজ মনে,
স্থির চিত্তে শুনহ কাহিনী।
তোমার যে চিত্তহারা, তাহারে মিলাব ত্বরা,
ক্ষণেকেতে পাবে বিনোদিনী॥
রতিপুত্রে কহি এত, প্রবোধ করিল তত,
মায়াবলে মোহিত করিল।
শয়নেতে ঊষা সতী, ভাবে সেই প্রাণপতি,
নিদ্রাযোগে অচেতন ছিল॥
সখী কহে সম্বোধনে, উঠ ধনী এইক্ষণে,
কি কারণে আছ নিদ্রাগত।
শীঘ্র মেলিয়া নয়নে, দেখহ তব রতনে,
তব পাশে আছে উপনীত॥
যে জন কারণে সতী, হ'য়েছে আকুলমতি,
সেইজন বসি তব পাশে।
বসি তব শয্যাতলে, দেখ উঠি কুতূহলে,
অপেক্ষা করিছে তব আশে॥
সখির বচন শুনি, ঊষা কন্যা বিনোদিনী,
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিল।
দেখিল যে শয্যাতলে, শশী যেন ভূমিতলে,
রূপরাশি নয়নে হেরিল॥
হেরি সেই রতিসুতে, দ্বিগুণ আকুলচিতে,
বলে বিধি কি বিধি সৃজিল।
স্বপনে হেরিনু যাহা, প্রত্যক্ষ হইল তাহা,
মনে মনে কতই চিন্তিল॥
হেরি রূপ বিমোহন, একেবারে অচেতন,
অমনি সে আকুল অন্তর।
মদনে উন্মত্ত হয়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
পতিপাশে বসে তদন্তর॥
বলে ওহে গুণমণি, তব লাগি পাগলিনী,
এস নাথ হৃদয়ে সত্বর।
হেরি তব মুখশশী, আনন্দ সলিলে ভাসি,
দুঃখরাশি হইল অন্তর॥
দাও নাথ আলিঙ্গন, রাখ অধিনী জীবন,
কেন সখা মলিন বদন।
কি ভাবিছ মনে মনে,বিভীষিকা কি কারণে,
তুমি মোর নিশ্চয় জীবন॥
তুমি মম প্রাণপতি, তুমিই আমার গতি,
তোমা বিনে মরিব নিশ্চয়।
কেন সখা অধিনীরে, ভাসাইছে দুঃখনীরে,
কেন সখা ব্যাকুল হৃদয়॥
ঊষা বাক্যে রতিসুত, হইয়ে আনন্দযুত,
কহে অতি বিনয় বিধানে।
শুন কহি গুণবতী, অনূঢ়া তুমি যুবতী,
হেনকথা কহ কি কারণে॥
পর নারী স্পর্শে পাপ, হয় অতি মনস্তাপ,
অন্তে হয় নরকে গমন।
রাজকন্যা তুমি সতী, পাপে তব কেন মতি,
রাখ ধর্ম্ম শুনহ বচন॥
রতিসুখে যেইজন, পরনারী প্রতি মন,
পরনারী সেবে অবিরত।
তার সম দুরাচার, নাহিক সংসারে আর,
তার পাপ উপজয় কত॥

সামান্য সে রতি রসে, যেই পরনারী বশে,
রতিসুখে রহে সর্ব্বজন।
হয় তার সর্ব্বনাশ, শুন সতী সেই ভাষ,
বংশক্ষয় করে যেইজন॥
কমলা ছাড়য়ে তারে, রহে সদা পাপভারে,
সপ্তকুল অধোগতি যায়।
অতএব বরাননে, ছাড় মোরে কৃপাদানে,
কহি কথা তোমারে নিশ্চয়॥
ঊষা সতী সবিনয়, কহে নাথ কারে ভয়,
ভয় তব নাহি প্রাণেশ্বর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর, শান্ত হও ধৈর্য্য ধর,
তোমা লাগি কাঁন্দি নিরন্তর॥
কার ভয় কর তুমি, আমার হৃদয় স্বামী,
যত্নে তোমা রাখিব হৃদয়।
এত কহি বিধিমতে, গন্ধর্ব্ব বিবাহ মতে,
সর্ব্বকার্য্য সাধিল ত্বরায়॥
দু-জনে দোঁহার গলে, মালা দিল কুতূহলে,
ভূষণে ভূষিত কৈল কায়।
আনন্দে উন্মত্ত রয়, মদনেতে মত্ত হয়,
সুখরাশি হইল উদয়॥
রতি খেলা দুইজনে, সাধিল আনন্দ মনে,
রতিপুত্র রতি সুখে রত।
দিবানিশি দুইজনে, থাকে রতি আলাপনে,
বিহার করয়ে নানামত॥
নব প্রেমে মত্ত হ'য়ে, ঊষা অনিরুদ্ধে লয়ে,
সুখে কাল করয়ে হরণ।
ভাগবতে হরিকথা, সুধার লহরী গাথা,
মোক্ষপায় করিলে শ্রবণ॥

পয়ার।

শুকদেব কহে পরে শুনহ সুমতি।
শ্রবণ করহ তবে অপূর্ব্ব ভারতী॥
অনিরুদ্ধ ঊষা দোঁহে সদা সর্ব্বক্ষণ।
রতি-ক্রীড়া করে দোঁহে আনন্দে মগন॥
সুখের সলিলে তবে ভাসে দুইজনে।
দু'জনে থাকয়ে সদা আনন্দ বিধানে॥
সখীগণ অনুক্ষণ সেবে মনসুখে।
ঊষা সতী আনন্দিত রহে মুখে মুখে॥
এ সব বৃত্তান্ত পরে কোটাল জানিল।
ক্রোধভরে নৃপতির নিকটে চলিল॥
মহারাজ যেইখানে সভাসদ মাঝে।
কোটাল ধাইল তথা আপনার সাজে॥
করযোড়ে বাণরাজে প্রণতি করিল।
বাণরায় ক্রোধপূর্ণ কোটালে হেরিল॥
দেখিল কোটালে নৃপ লোহিত লোচন।
অনুমানে ক্রোধ ভাব বুঝিল তখন॥
ইঙ্গিত করিল রাজা কোটাল জানিল।
পরে সঙ্গোপন স্থানে রাজারে কহিল॥
শুন মহারাজ তব কন্যার কাহিনী।
পুরুষের সহ থাকে দিবস রজনী॥
সখীগণ অনুক্ষণ সেবে দুইজনে।
হইয়াছে মতি তার অধর্ম্ম অর্জ্জনে॥
উন্মাদিনী হয় কন্যা যাহার কারণে।
আছয়ে পরমসুখে ল'য়ে সেইজনে॥
রতিসুত গুণযুত পেয়ে তব সুতা।
সর্ব্বক্ষণ থাকে কন্যা হ'য়ে হর্ষযুতা॥
মহাবীর হয় সেই কামের নন্দন।
রতিসুখে থাকে রত শুনহ রাজন॥
পরম সুন্দর রূপ হয় মহামতি।
তার সহ কেলী করে ঊষা গুণবতী॥
কোটালের বাক্যে তবে ক্রোধিত রাজন।
বল কার হেন সাধ্য করে অঘটন॥
মম পুরে প্রবেশয় কোন দুষ্টমতি।
এখনি করিব তার বিষম দুর্গতি॥
মম কুলে কালি দিবে কলঙ্ক রটিবে।
থাকিতে জীবন মম এমন হইবে॥
আমার এ পুরী হয় শিবের রক্ষিত।
মম পুরী প্রবেশয় অতীব অনীত॥

এত কহি ক্রোধে নৃপ লোহিত লোচন।
রক্তবর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ হইল কম্পন ॥
মহাক্রোধে শিবস্থানে গমন করিল।
ঊষার কাহিনী সব কহিতে লাগিল ॥
তবে শুন ভগবতী কহিল রাজায়।
কৃষ্ণ পৌত্র সেই জন জানিবে নিশ্চয় ॥
তব কন্যা যোগ্য পাত্র সেইজন হয়।
তাহাতে তোমার ক্রোধ উপযুক্ত নয় ॥
তাঁর সহ বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণে জানিবে তুমি পরম কারণ ॥
মহাদেব কহে শুন ওহে নরবর।
কেন বৃথা কর ক্রোধ তাহার উপর ॥
কৃষ্ণের মহিমা আমি কহিতে না পারি।
পরম পুরুষ সেই মুকুন্দ মুরারি ॥
তার সহ বিসম্বাদ করে কোনজন।
জগতের মাঝে কভু না হয় দর্শন ॥
গণপতি কার্ত্তিকাদি সকলে বুঝায়।
কিন্তু সেই বাণ রাজা শান্ত নহে তায় ॥
ক্রোধে কাঁপে দুই ওষ্ঠ কাঁপে সর্ব্বগাত্র।
কহিতে লাগিল নৃপ কহ কি বিচিত্র ॥
কুলের কলঙ্ক মোর করে সেইজন।
তাহাকে তুষিতে পিতা বল কি কারণ ॥
যে হোক সে হোক আমি কভু না ছাড়িব।
যা আছে কপালে মোর তাহারে শাসিব ॥
অদৃষ্টের ফলাফল না হয় খণ্ডন।
শুন পিতা মহেশ্বর আমার বচন ॥
প্রবল জানিয়ে শত্রু ভয় করি মনে।
তবে এ জীবন ধরি কিসের কারণে ॥
ইহলোকে অপযশ হইবে আমার।
ইহলোকে পরলোকে নাহিক নিস্তার ॥
ধিক্ মোর বলবীর্য্যে ধিক্ মোর প্রাণে।
অপরের অপমান সহিব কেমনে ॥
সংগ্রামে কাতর নহি থাকিতে জীবন।
মোর কন্যা হরে সেই কামের নন্দন ॥
তাহা আমি কি রূপেতে হেরিব নয়নে।
কি ফল বিফল তবে মম এ জীবনে ॥
এখনি সে কামপুত্রে নিধন করিব।
আপন দুহিতা ঊষা ঘরেতে আনিব ॥
কার শক্তি কেবা মোর সহ করে রণ।
না দিব তাহারে কন্যা থাকিতে জীবন ॥
এইরূপে বাণরাজা ক্রোধিত অন্তরে।
সাজিল যুদ্ধের সাজে যুদ্ধ করিবারে ॥
পরে শুন পরীক্ষিৎ অদ্ভুত কাহিনী।
রতিপুত্র আনন্দিত পেয়ে সীমন্তিনী ॥
ঊষার সহিত সুখে তাহার মন্দিরে।
সর্ব্বক্ষণ থাকে দোঁহে আনন্দ অন্তরে ॥
বাণরায় ক্রোধ করি করিল গমন।
অনিরুদ্ধ সহ যুদ্ধ করিতে তখন ॥
করিয়ে রণের সজ্জা রথ আরোহণে।
অস্ত্র শস্ত্র আদি করি নিলেক যতনে ॥
দৃঢ় করি কবচ (১) পরিল নিজ অঙ্গে।
করিবারে যুদ্ধ রায় চলিলেন রঙ্গে ॥
ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে নৃপ গমন করিল।
পশ্চাতেতে সদাশিব অলক্ষিতে গেল ॥
আর যত রুদ্রগণ চলিল সংহতি।
মনে মনে চিন্তিলেন তথা ভগবতী ॥
কি করি উপায় এবে না বুঝি কারণ।
শূন্য হ'তে কামসুতে কহিল তখন ॥
শুন কহি রতিপুত্র তোমারে এখন।
আসিতেছে বাণরাজ যুদ্ধের কারণ ॥
তব সহ যুদ্ধ হবে জানিও অন্তরে।
ভীত নাহি হবে তুমি তাহার সমরে ॥
তার সহ যুদ্ধ তুমি করিবে নিশ্চয়।
তাহাতে যদ্যপি তব উপজয় ভয় ॥

১। কবচ (অর্থাৎ) লৌহ নির্ম্মিত জামা পুরাকালে হিন্দুরাজগণ যুদ্ধকালে এই লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিতেন। এক্ষণেও যুদ্ধকালে এইরূপে বর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শঙ্করী শরণ তুমি করিবে তখন।
তোমারে রাখিবে দেবী করিয়া যতন ॥
ইহার অন্যথা তুমি কিছু না করিবে।
তব সহ বাণ রাজা সমরে মাতিবে ॥
দৈববাণী শুনি তবে রতির নন্দন।
সভয় অন্তরে করে দুর্গার স্তবন ॥
ওগো দুর্গে দুঃখহরা দুর্গতি নাশিনী।
বিপদে পতিত আমি রাখগো জননী ॥
সন্তানে রাখগো মাতা দানিয়ে অভয়।
এ ঘোর বিপদে দেবী রাখগো আমায় ॥
স্তবে তুষ্ট ভগবতী হয় সেঃক্ষণে।
অনিরুদ্ধ সজ্জা করে সমর কারণে ॥
মহাবলবন্ত সেই কামের কুমার।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি হয় আগুসার ॥
ঊষা-দত্ত রথে তবে করি আরোহণ।
সমরে ধাইল সেই কামের নন্দন ॥
বাণ নরপতি তবে করে দরশন।
যুদ্ধসাজে পথিমাঝে কামের নন্দন ॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে কার দেবেন্দ্রের প্রায়।
যুদ্ধ হেতু দাঁড়াহয়ে র'য়েছে তথায় ॥
রাজপুত্রে হেরি তবে বাণ নরপতি।
অনলেতে দিল যেন ঘৃতের আহুতি ॥
সেইমত নরপতি জ্বলিয়া উঠিল।
ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি কাঁপিতে লাগিল
কহে রায় কটুবাণী কামের নন্দনে।
ওরে দুষ্ট পাপমতি হেথা কি কারণে ॥
পামর পাষণ্ড তোর হেন কদাচার।
মোর ঘরে কর চুরি ওরে কুলাঙ্গার ॥
কেন তোর মাতা তোরে গর্ভে ধরেছিল
জনম কালেতে কেন মৃত্যু না হইল ॥
কুলের কুনীতি যাহা কেমনে ভুলিবে।
পূর্ব্বশিক্ষা হেতু কার্য্য অবশ্য করিবে ॥
তোর পিতা কামদেব অতি দুরাচার।
সম্বর অসুরে করে কপটে সংহার ॥
তার নারী হরে নিল অতি দুষ্টমতি।
সেইমত তোর রীতি হেরি যে সম্প্রতি ॥
তোর সেই পিতামহে জানয়ে সকলে।
ক্ষত্রকুলে জন্ম নিয়ে রহে গোপকুলে ॥
গোপের গৃহেতে থাকি গোপ অন্ন খায়।
ননী চুরি করি ব্রজে চোর নাম তায় ॥
গোপিনীগণের কুল ছলেতে হরিল।
রুক্মিণীরে কৌশলেতে চুরি করি নিল ॥
চোরা রীতি চোর কুলে সকলেই জানে।
তোর যে কুলের ধর্ম্ম না যায় বাখানে ॥
তার জ্যেষ্ঠ বলরাম গুণ কব কত।
সুরাপানে সদা মত্ত সর্ব্বলোকে জ্ঞাত ॥
তুই দুষ্ট সেই কুলে জনম লভিলি।
আমার গৃহেতে আসি পাপাচার কৈলি ॥
এবে সমুচিত ফল এখনি পাইবি।
মম হস্তে এইবার যমালয়ে যাবি ॥
এত শুনি কামপুত্র ক্রোধেতে কম্পিত।
কহে বাণরাজে করি লোচন ঘূর্ণিত ॥
মূঢ়মতি কি জানিবে কৃষ্ণের মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিতে নারে সীমা ॥
যিনি সর্ব্বময় হরি তারে নিন্দা কর।
এই পাপে যাবে তুমি শমনের ঘর ॥
এত বলি রক্তবর্ণ হইল লোচন।
ক্রোধে কাঁপে কলেবর হাতে শরাসন ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া কহে সেইক্ষণে।
সমরে প্রবৃত্ত হও ডাকি রে সঘনে ॥
হেনকালে বাণদৈত্য ক্রোধিত অন্তর।
ধনুকে যুড়িল অস্ত্র অতি খরতর ॥
অনিরুদ্ধ প্রতি বাণ করিল ক্ষেপণ।
বাণে রতিপুত্র তাহা করে নিবারণ ॥
তবে দৈত্যপতি তথা শূল ল'য়ে হাতে।
লক্ষ্য করি মারিলেন অনিরুদ্ধ মাথে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা নিবারণ করে।
ভয়ে ক্রোধে বাণরাজা বজ্র অস্ত্র ধরে ॥

মহাক্রোধে সেই বজ্র বাণ যে এড়িল।
বৈষ্ণব বাণেতে তাহা নিবারণ কৈল॥
এইরূপে দুইজনে যুদ্ধ ঘোরতর।
কেহ না পরাস্ত হয় করয়ে সমর॥
এড়িল যে তুলা-বাণ বাণ নরপতি।
তাহা নিবারণ করে কামের সন্তুতি॥
এইরূপে বহু রণ করিল দুজনে।
উভয়ে সমান যোদ্ধা কেহ নাহি জিনে॥
শঙ্করের বরপুত্র বাণ নৃপবর।
যুড়িল ধনুকে সেই সম্মোহন শর॥
সেই বাণে মোহ প্রাপ্ত অনিরুদ্ধ হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়ে রথে অমনি পড়িল॥
তবে বাণ নরপতি আনন্দ অন্তরে।
কামপুত্র অনিরুদ্ধে বাঁধিলেন পরে॥ (১)
বন্ধন করিয়া নিল আপন আলয়।
ঊষা সতী মনদুঃখে বিষণ্ণ হৃদয়॥
কামপুত্রে বন্দী করি রাখিল তখন।
শূন্যোপরে যদুপতি করে দরশন॥
অমান আসিয়া হরি দ্বারকা-ভবনে।
সাজিতে কহিল তবে যদু সেনাগণে॥
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর।
ক্রোধিত হইল তবে দেব দামোদর॥
কামসুতে করিয়াছে নিগড়ে বন্ধন।
শুনি ক্রোধান্বিত দেব লোহিত লোচন॥
রমাপতি করে গতি দুঃখিত অন্তরে।
বাণপুরী রক্ষে কিন্তু দেবতা শঙ্করে॥

শিব সেনাগণ সহ দেবী ভগবতী।
কার্ত্তিকাদি আছে আর দেব গণপতি॥
তবে দেব দামোদর বিচারিয়া মনে।
সাজিতে কহিল যত যাদব-নন্দনে॥
গজ অশ্ব নিল তার যত যদুসেনা।
সাজিল সমরে কত কে করে গণনা॥
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য সাজিল।
ঘোর রবে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল॥
সকলেতে রণে সাজে সক্রোধ অন্তরে।
ঘোর কোলাহলে যায় বাণ রাজপুরে॥
মহাক্রোধে চলিল সে দেব জনার্দ্দন।
মনেতে জাগিছে অনিরুদ্ধের বন্ধন॥
শোকার্ত্ত হৃদয় তার পৌত্রের কারণ।
ক্রোধে যায় মহাকায় করিবারে রণ॥
সৈন্যসহ বাণপুরে উপনীত হৈল।
যুদ্ধ হেতু বাণদৈত্যে আহ্বান করিল॥
মহাক্রোধে বাণরাজ সাজিয়া সমরে।
ক্রোধে কম্পে কলেবর চলিল সত্বরে॥
সজ্জা করি মহারাজ রথে আরোহিল।
ধনুঃশর হাতে করি যুদ্ধে প্রবেশিল॥
সমরে প্রবেশ করে বাণ মহামতি।
দানব দলনে যেন দেব শচীপতি॥
যদুগণ সঙ্গে রণ করিবারে মন।
এখানেতে ভগবতী জানিল কারণ॥
শিব-সৈন্য ভৈরবাদি গমন করিল।
উগ্রচণ্ডা করে খাণ্ডা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
ঘোর রণে যদুগণে জানিয়া প্রবল।
মহাশব্দে আসে রণে শিব সেনাদল॥
ঘোর শব্দে বাজে বাদ্য স্তব্ধ ত্রিভুবন।
সৈন্য কোলাহলে ধরা হইল কম্পন॥
ঘোরতর রণমাঝে শব্দেতে পূরিল।
রণস্থলে কোলাহলে সবে স্তব্ধ হৈল॥
বৃষোপরে মহেশ্বর যেন মহাবল।
ত্রিশূল ধরিয়া দেব আসে রণস্থল॥

১। অনেকে বলেন যে বাণদৈত্য যখন অনিরুদ্ধ সহ যুদ্ধ করেন, তখন অনিরুদ্ধকে বন্ধন করেন নাই বাণরাজের রাজ্য শোণিতপুর শিব কর্ত্তৃক রক্ষিত। অতএব যে সময়ে দুইজনে সংগ্রাম হয়, সেই সময় শিব সৈন্য কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ পরাজয় হইয়াছিল, কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারিব না, অতএব এক্ষণে লোক প্রচলিত মতই আমি অবলম্বন করিয়া অনিরুদ্ধ পরাস্ত ও তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে রক্ষিত ইত্যাদি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

তবে বাণ নরপতি প্রণমি শঙ্করে।
যুদ্ধে অগ্রসর হয় আনন্দ অন্তরে॥
সাত্যকি সহিত রণ প্রথম হইল।
বাণে বাণে দুইজনে কাটাকাটি কৈল॥
সম রণে দুইজনে কেহ ঊন নয়।
করে ঘোরতর রণ নহে পরাজয়॥
পরেতে মারিল বাণ সাত্যকি যখন।
সেই বাণে বাণরাজা হৈল অচেতন॥
অচেতন রথোপরে হইল পতন।
তাহারে রক্ষিতে যান দেব ষড়ানন॥
কামদেব সহ যুঝে পার্ব্বতী কুমার।
দুজনে বাজিল রণ মহাভয়ঙ্কর॥
বাণে বাণ কাটাকাটি করে দুইজনে।
উভয়ে সমান রণে কেহ নাহি জিনে॥
যদু-সেনা শিব-সেনা করিল সমর।
হইল বিষম যুদ্ধ শুন নরবর॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
বাণের সহিত যুঝে দেব নারায়ণ॥
বাণরাজা ছাড়ে বাণ খরতর অতি।
বায়ুবেগে ধায় বাণ নারায়ণ প্রতি॥
সেই বাণ নিবারণ করে জনার্দ্দন।
মহাক্রোধে যদুপতি ধরে সুদর্শন॥
প্রভাকর সম তেজে দৃশ্যে ভয়ঙ্কর।
সেই অস্ত্র মন্ত্রপূত করি যদুবর॥
সুদর্শন প্রতি হরি অনুজ্ঞা করিল।
বাণের বক্ষেতে গিয়া প্রবেশ হইল॥
অচেতন বাণরাজা হয় সেইক্ষণে।
ভূমিতলে পড়ে বাণ কৃষ্ণ প্রহরণে॥
বাণাঘাতে বাণরায় ধরায় পড়িল।
তাহা দেখি মহাদেব চিন্তাযুক্ত হৈল॥
বেগে গিয়া নৃপবরে কোলেতে করিল।
শোকাম্বিতা পশুপতি কাঁদিতে লাগিল॥
বাণনৃপে কোলে নিল তবে পশুপতি।
চেতন পাইল তবে বাণ নরপতি॥
রাজা প্রতি পশুপতি অনেক কহিল।
পরম পুরুষ কৃষ্ণ জ্ঞানযোগ দিল॥
তাহা শুনি নরপতি ভাবে মনে মন।
নারায়ণে বাণরাজা করেন স্তবন॥
বলে ওহে সর্ব্বসার দেব নারায়ণ।
পরম পুরুষ তুমি অনাদি কারণ॥
কে জানে তোমাকে দেব তুমি মূলাধার।
বিশ্বপতি জীবে তুমি গতি পারাবার॥
অনন্ত অখিল পতি তুমি সর্ব্বগতি।
বেদেতে নাহিক সীমা জগতের পতি॥
বিশ্বের ব্যাপক তুমি দেব নারায়ণ।
কখন বিরাটরূপ হও জনার্দ্দন॥
তোমাতে সকল দেব রয়েছে আশ্রিত।
তব অনুগত সব তোমাতে স্থাপিত॥
তব অংশরূপে জীব ব্যাপ্ত চরাচরে।
যে জানে তোমারে তুমি জান সবাকারে॥
অধম অকৃতি আমি ওহে রমাপতি।
হীনজ্ঞান দৈত্য জাতি নাহি কোনমতি॥
না জানি তোমাকে আমি অখিল ঈশ্বর।
পঞ্চানন জানে তব গুণ নিরন্তর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সদা ধ্যান করে।
কি সাধ্য আমার দেব জিনিব তোমারে॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোক-ঈশ্বর।
তব পদ প্রাপ্ত হই মিনতি আমার॥
দেহ স্থান তব পদে ওহে লক্ষ্মীপতি।
না জানি তোমারে দেব আমি ভ্রান্তমতি॥
পশুপতি জ্ঞানযোগে কহিল আমায়।
জানিলাম তব তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়॥
এইমত করে স্তুতি বাণ নরপতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব যদুপতি॥
বাণ শিরে নিজ পদ করিল অর্পণ।
মহানন্দে নরপতি কহিল তখন॥
চল দেব তব পৌত্রে কন্যা দিব দান।
অনিরুদ্ধ হৈল মোর প্রাণের সমান॥

এত কহি আজ্ঞা দিল নিজ অনুচরে।
অনিরুদ্ধ ছিল যথা বাণের আগারে॥
সেই স্থানে শীঘ্র গিয়া ঘুচাও বন্ধন।
আজ্ঞামত কার্য্য করে সহচরগণ॥
বন্ধন মোচন করি তথা নরপতি।
নিজ কন্যা দান করে হর্ষমনে অতি॥
বিধিমতে কন্যাদান করিল রাজন।
কৌতুকে যৌতুক দিল বহু রত্নধন॥
রত্ন ধন হীরকাদি অমূল্য ভূষণ।
দাস দাসী হয় হস্তী দিল অগণন॥
তবে দেব নারায়ণ আনন্দিত হৈল।
বাণ নরপতি প্রতি আশীর্ব্বাদ কৈল॥
শিব আজ্ঞা ল'য়ে পরে দেব জনার্দ্দন।
দ্বারকা-নগরে পরে করিল গমন॥
বর কন্যা ল'য়ে হরি হরিষে চলিল।
দ্বারকাপুরীতে গিয়া উপনীত হৈল॥
আনন্দিত পুরবাসী দেখি কন্যা বর।
রতি সতী পুত্র পেয়ে হরিষ অন্তর॥
রুক্মিণী প্রভৃতি যত যদুকুলনারী।
কন্যা দেখিবারে সবে আসে সারি সারি
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন।
মহোৎসবে মত্ত সবে যত নারীগণ॥
দ্বারকা-নগরবাসী আনন্দে মাতিল।
যদুগণে হৃষ্টমনে কত দান দিল॥
এইরূপে ঊষা সতী অনিরুদ্ধ পায়।
পরম আনন্দে দোঁহে রহে দ্বারকায়॥
ভাগবত কথা অতি শুনহ মধুর।
অমৃত সমান হয় পক্ষেতে সাধুর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বাণযুদ্ধ ও ঊষাহরণ সমাপ্ত।

অথ নৃগোপাখ্যান।

শুকদেব কহে নৃপ করহ শ্রবণ।
একদিন দ্বারকা-নগরে যদুগণ॥
যাদব কুমার যত আনন্দ অন্তরে।
বিহার করিতে যান কানন ভিতরে॥
উপবনে হর্ষমনে যদুগণ যত।
আনন্দ বিধানে তাহে ক্রীড়া করে কত॥
প্রদ্যুম্নাদি শাম্ব আর যাদব তনয়।
জল হেতু বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নানা স্থান নানা বন করে অন্বেষণ।
পরেতে বিষম কূপ করে দরশন॥
বারিহীন কূপ দেখি লাগিল তরাস।
তাহে পড়িয়াছে এক বিষম কৃকলাস॥
দরশনে মনে মনে আশ্চর্য্য হইল।
উদ্ধারিতে কূপ হ'তে মনে বিচারিল॥
পরস্পর মনে মনে যুক্তি করি সার।
যাদব-নন্দন যত করিল বিচার॥
কূপ হ'তে কৃকলাস তুলিতে তখন।
চর্ম্মের রজ্জুতে তারে করিল বন্ধন॥
প্রাণপণে যদুগণ টানিতে লাগিল।
কিছুতেই কৃকলাস তুলিতে নারিল॥
তুলিবার শক্তি থাক নড়াতে না পারে।
বহু যত্ন করে সবে তুলিবার তরে॥
মহা বলবান যত যাদব-নন্দন।
একেবারে বিস্ময়েতে হইল মগন॥
কোনমতে কৃকলাস না পারে তুলিতে।
কৃষ্ণ অগ্রে গিয়া তবে কহে সকলেতে॥
ওহে দেব একি করি অপূর্ব্ব দর্শন।
কূপে এক কৃকলাস রয়েছে পতন॥
প্রকাণ্ড শরীর তার বিষম আকার।
মোরা সবে যাই তারে করিতে উদ্ধার॥
কিন্তু নাড়াইতে মোদের শক্তি না হৈল।
অতএব দেখিবারে একবার চল॥
বুঝি কোন মায়াধারী প্রকাশিল মায়া।
কূপমাঝে আছে পড়ি বাড়াইয়া কায়া॥
তারে দেখি মনে মনে হৈল বড় ভয়।
চল প্রভু একবার ঘুচিবে সংশয়॥

তাহা শুনি বাসুদেব চলিল সত্বর।
কূপের নিকটে ধায় দেব দামোদর॥
পরম কারণ দেব পরম আশ্রয়।
বাম হাতে ধরি হরি তুলিলেন তায়॥
কূপ হ'তে কৃকলাসে তুলিল যখন।
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে তার পাপ বিমোচন॥
হইল যে দিব্যকান্তি রূপ মনোহর।
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হইল সত্বর॥
দিব্য অলঙ্কারাবৃত দিব্য মালা গলে।
করযোড়ে পড়ে তবে কৃষ্ণ পদতলে॥
প্রণমিয়া কৃষ্ণপদে দাঁড়ায় তখন।
হৃষীকেশে মৃদুভাষে কহিল বচন॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত হরি তবু জিজ্ঞাসয়।
কেবা তুমি কহ মোরে সত্য পরিচয়॥
ভুবনমোহন রূপ করি দরশন।
হেন দশা হৈল তব কিসের কারণ॥
কোন দেব কহ তুমি নিকটে আমার।
কোন পাপে এই দশা হয়েছে তোমার॥
হাসি হাসি মৃদুভাষে দেব নারায়ণ।
আনন্দ অন্তরে তারে করে জিজ্ঞাসন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে কহে সেইজন।
শুন প্রভু কহি অমি নিজ বিবরণ॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম নৃগ নাম হয়।
দান ব্রতে ব্রতী আমি ছিনু অতিশয়॥
আপনার কর্ম্ম দেব কহা যুক্তি নয়।
তোমার আজ্ঞায় কহি ওহে দয়াময়॥
আমার মতন দাতা না ছিল জগতে।
কেমনে কহিব তাহা তোমার সাক্ষাতে॥
আকাশের তারা যত আছে অগণন।
তার সংখ্যা হয় ওহে দেব নারায়ণ॥
আমার দানের সংখ্যা কভু নাহি হয়।
যদি কোনজন তাহা গণন করয়॥
কি কব দানের কথা তোমার সাক্ষাতে।
দুগ্ধবতী কত গাভী আমি হৃষ্টচিতে॥
করিতাম অকাতরে দান সবাকারে।
বিবিধ রজত মণি স্বর্ণ অলঙ্কারে॥
হীরকাদি মণি চুণি অনেক রতনে।
দ্বিজগণে করি দান সানন্দিত মনে॥
অকাতরে করি দান যে যাহা মাগয়।
আমার দুর্গতি পরে শুন মহাশয়॥
একদিন এক বিপ্র আসে মম স্থান।
তার ইচ্ছামত তায় ধেনু করি দান॥
গাভী ল'য়ে বিপ্রবর গৃহেতে চলিল।
বিপ্রগৃহ হ'তে ধেনু পলায়ে আইল॥
পলাইয়ে মম গৃহে করে আগমন।
সেই ধেনু ধেনুপালে মিশিল তখন॥
কিছুই না জানি আমি তাহার সন্ধান।
সেই ধেনু বিপ্রে আমি করিলাম দান॥
ধেনু ল'য়ে দ্বিজবর গৃহে চলি যায়।
পূর্ব্ব দ্বিজ পথমাঝে দেখিবারে পায়॥
গাভী হেরি দ্বিজবর জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কোথায় পাইলে গাভী সত্য কহ মোরে॥
তাহা শুনি দ্বিজবর কহিল তখন।
নৃগরাজ দিল ধেনু শুন বিবরণ॥
আমারে করিল দান নিয়ে যাই ঘর।
তাহা শুনি পূর্ব্ব দ্বিজ সক্রোধ অন্তর॥
ক্রোধভরে দ্বিজবরে কহিল তখন।
মোর গাভী দান করে মিথ্যা এ বচন॥
কি সাধ্য রাজার হয় গাভী অন্যে দিতে।
কালি মোরে দিল গাভী সবার সাক্ষাতে॥
পাল হ'তে ধেনু মোর পলাইয়া যায়।
মোর গরু দেহ মোরে কহিনু তোমায়॥
ক্রোধিত হইয়ে দ্বিজ কহিল তখন।
কেন বৃথা কহ তুমি মিথ্যা এ বচন॥
আমারে করিল দান হরিষ অন্তরে।
পথ ছাড় ধেনু ল'য়ে যাই আমি ঘরে॥
আমার এ গাভী হয় কহিনু নিশ্চয়।
এইরূপে দুইজনে বিবাদ করয়॥

বিবাদ করিয়া পরে বিপ্র দুইজন।
আমার নিকটে পুনঃ আইল তখন॥
দুই বিপ্র মম পাশে কহিতে লাগিল।
এই ধেনু কার তুমি সত্য করি বল॥
ক্রোধিত দেখিয়া আমি বিপ্র দুইজনে।
বিনয় করিয়া কহি দ্বিজের চরণে॥
বিবাদেতে মত্ত কেন হও মহাশয়।
ক্ষান্ত হও একজন আমার কথায়॥
যেজন হইবে ক্ষান্ত আমার বচনে।
তাহারে তুষিব আমি লক্ষ ধেনু দানে॥
কিছুতেই প্রবোধ নাহি মানে দুইজন।
কহিতে লাগিল তারা সক্রোধ বচন॥
এই গাভী লবে তারা দুইজনে কয়।
সত্য কহ নৃপ এই ধেনু কার হয়॥
বাক্য নাহি সরে মুখে নিরস্ত তখন।
ক্রোধে দ্বিজবর তবে হইল কম্পন॥
ক্রোধ করি শাপ বাণী দিল যে আমারে।
কৃকলাস হ'য়ে রহ কূপের ভিতরে॥
তদবধি এইরূপ হইল যে মোর।
তব দরশনে মুক্তি ওহে দামোদর॥
যোগীর সেবিত পদ হেরিনু নয়নে।
যোগেশ্বর তব রূপ ভাবে মনে মনে॥
সেই প্রভু সম্মুখেতে করি দরশন।
দ্বিজ হ'তে হ'লো মোর সৌভাগ্য ঘটন॥
বিষম এ কূপ হ'তে মোরে উদ্ধারিলে।
দয়া করি দয়াময় আমারে তারিলে॥
নমো নমঃ নারায়ণ তুমি সর্ব্বসার।
নমো নমঃ হৃষীকেশ জগত আধার॥
নমো নমঃ মহাকায় অগতির গতি।
নমো নমঃ জগন্নাথ অখিলের পতি॥
নমো নমঃ বিশ্বরূপী জগত কারণ।
নমো নমঃ দর্পহারী শ্রীমধুসূদন॥
দয়া করি দয়াময় মোরে উদ্ধারিলে।
দিয়া মোরে তত্ত্বজ্ঞান ভ্রম ঘুচাইলে॥
এখন করুণা মোরে কর নারায়ণ।
যেন তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ॥
অনন্ত শকতি তব অখিল ঈশ্বর।
বাসুদেব শ্রীমাধব যশোদা-কুমার॥
জ্ঞানহীন মূঢ়মতি কিবা তত্ত্ব জানি।
মম শিরে দেহ প্রভু চরণ দু-খানি॥
এইরূপে স্তুতি করে নৃগ নরবর।
প্রদক্ষিণ করি তবে করে নমস্কার॥
কৃষ্ণ অনুমতি ল'য়ে তবে নরপতি।
রথে চড়ি বিমানেতে করিলেন গতি॥
বিমানে চড়িয়া নৃপ স্বর্গে চলি যায়।
অনায়াসে মুক্তি পায় হরির কৃপায়॥
তদন্তরে নারায়ণ কহে সর্ব্বজনে।
শুন কহি যদুগণ বচন এক্ষণে॥
সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ হয়।
তাঁহাদের আজ্ঞাকারী ক্ষত্র সমুদয়॥
শুন কহি পুত্রগণ আমার বচন।
দুর্জ্জয় এ ব্রহ্ম অগ্নি নহে নিবারণ॥
সে অগ্নি বিষম মনে জানিবে নিশ্চয়।
বিনা দোষে সে অগ্নিতে সবে দগ্ধ হয়॥
যেবা দোষী তার কথা কহিব কি আর।
নৃগরাজে কি দুর্গতি সাক্ষী দেখ তার॥
সর্পবিষ আমি তারে বিষ নাহি মানি।
মন্ত্রেতে ঔষধে তার প্রতিকার জানি॥
ব্রহ্মশাপ বিষ কভু নহে নিবারণ।
ব্রহ্মবিষে দগ্ধ হয় অমরের গণ॥
রোগের সমতা হয় ভক্ষিলে গরল।
অগ্নি নিবারণ হয় বরষিলে জল॥
কিন্তু ব্রহ্মা-অগ্নি কভু নিবারণ নয়।
সমূলেতে সবাকার দহন নিশ্চয়॥
যদি কেহ হরে কভু ব্রাহ্মণের ধন।
সমূলে পুরুষত্রয়ে হয় সে নিধন॥
স্ববলেতে যেইজন ব্রহ্মবৃত্তি হরে।
দশম পুরুষ তার দগ্ধ হয় পরে॥

ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দেয় যেইজন।
অবশ্য তাহার হয় নরকে গমন॥
শুন কহি পুত্র তার তত্ত্ব নিরূপণ।
অভিমানে বিপ্র যদি করয়ে রোদন॥
সেই নেত্রজলে যত ধূলি দ্রব হয়।
শতেক হাজার বর্ষ নরকেতে রয়॥
রৌরব নরকে পড়ে সেই দুষ্টজন।
কোটীকল্পকাল পরে পায় সে মোচন॥
অতএব পুত্রগণ শুন বাক্য সার।
দ্বিজদত্ত বৃত্তি হরে যেই দুরাচার॥
কিম্বা পরদত্ত বৃত্তি সবলেতে হরে।
তাহার পাপের কথা কে বলিতে পারে
কৃমি হ'য়ে জন্ম হয় বিষ্ঠার ভিতর।
অল্প আয়ু হয় তার যায় যম ঘর॥
তাই বলি শুন ওহে যত পুত্রগণ।
বিপ্রে অবহেলা সবে না ক'রো কখন॥
নৃগরাজে কি দুর্দ্দশা হেরিলে সাক্ষাতে।
ব্রহ্মবিষে দেহ তার দেখিলে দহিতে॥
ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিবে নিয়ত।
মম বাক্য কভু নাহি ক'রো অন্যমত॥
সকল সঙ্কট আমা হ'তে রক্ষা হয়।
ব্রহ্ম বাক্য আমা হ'তে কভু নাহি ক্ষয়॥
ভাগবত কথা হয় শ্রবণে সুন্দর।
দাস ভাষে হরিকথা আনন্দ অন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নৃগোপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ যমুনা আকর্ষণ।

শুন কহি পরীক্ষিত কথা পুরাতন।
শ্রবণে কলুষ হয় কথা বিমোচন॥
রাম কানু দুই ভাই দ্বারকা-ভবনে।
মানব আকারে কেলি করে অনুক্ষণে
একদিন বলদেব বৃন্দাবন বনে।
গমন করিল দেব রথ আরোহণে॥
বৃন্দাবনে আসি দেব উপনীত হৈল।
সবে বলরামে হেরি বিস্ময় মানিল॥
বলরাম হেরি সবে আনন্দিত মন।
নিকটে আসিয়া সবে করে আলিঙ্গন॥
অনিমিষে বলরাম দরশন করে।
নন্দ যশোমতি তথা আইল সত্বরে॥
বলভদ্র দোঁহা পদে প্রণতি করিল।
নন্দ যশোমতী তাঁরে কোলেতে লইল॥
কোলে বসাইয়া দোঁহে করেন ক্রন্দন।
আঁখি জলে বক্ষঃ ভাসে শুনহ রাজন॥
গদ গদ স্বরে কথা হলধরে বলে।
কহ বাপু কৃষ্ণ মোর আছেত' কুশলে॥
কিরূপে আছয়ে কৃষ্ণ মোদের ছাড়িয়া।
কুতূহলে আছে কি সে জ্ঞাতিজনে লৈয়া॥
এইরূপে পরস্পর কহে বাক্য কত।
পরে তথা আইলেন গোপগণ যত॥
সকলে সম্ভাষি রাম আনন্দ হৃদয়।
শ্রীদামাদি সখা যত আসে সমুদয়॥
সখাগণে লয়ে পরে আনন্দ অন্তর।
কহিলেন নানাকথা কহিতে বিস্তর॥
বিহরে আনন্দে তথা লয়ে সখাগণ।
কহিতে যতেক কথা না যায় বর্ণন॥
ক্ষণেক বসিয়ে পরে বিশ্রাম লভিল।
বৃন্দাবনবাসী গোপ সকলে আইল॥
সবাকারে সমাদরে করে সম্ভাষণ।
বলরাম প্রেমে পূর্ণ করে জিজ্ঞাসন॥
বলরাম কহে শুন কুশল বারতা।
গোপগণ কহে কেন কহ হেন কথা॥
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে কি আর কুশল।
অন্ধকারময় দেখ এ ব্রজমণ্ডল॥
কহ মহাশয় শুনি কৃষ্ণের কাহিনী।
কিরূপে আছেন তথা দেব যদুমণি॥
কিরূপে আছেন হরি ল'য়ে পরিজন।
কহ বলভদ্র শুনি সেই বিবরণ॥

যদুবংশে ভাগ্যে কংস হইল নিধন।
কংসে মারি গেল হরি দ্বারকা-ভবন॥
তবু না এ বৃন্দাবনে এলো পুনর্ব্বার।
নিবাস করিল সেই সাগরের পার॥
আমাদের বুঝি কৃষ্ণ হৈল বিস্মরণ।
এইরূপে জিজ্ঞাসয়ে যত গোপগণ॥
হেনকালে ব্রজনারী সবাই আইল।
বলভদ্রে হেরি সবে আনন্দিত হৈল॥
অভিমানে বলদেব জিজ্ঞাসে তখন।
কহ বলদেব কৃষ্ণ আছেন কেমন॥
মাতা পিতা বন্ধুগণে আছে বা কেমন।
আমা সবাকার কথা করে কি স্মরণ॥
আমাদের ছাড়ি কৃষ্ণ গেল মথুরায়।
আর কি কখন কৃষ্ণ আসিবে হেথায়॥
কহ বলভদ্র শুনি স্বরূপ বচন।
আর কি আসিবে হরি এই বৃন্দাবন॥
আর কি গোপিনীগণে মনে আছে তার।
বহু নারী সহ এবে করেন বিহার॥
এই কথা কহিতে কহিতে গোপিগণ।
কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণগুণ করিল স্মরণ॥
কৃষ্ণরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
কৃষ্ণের সে হাস্যানন মনেতে পড়িল॥
এইরূপে কৃষ্ণরূপ করিয়া স্মরণ।
একেবারে হয় সবে বিচলিত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমে পড়ি ব্রজনারী কাঁন্দিল কাতরে॥
তাহা দেখি বলরাম দুঃখিত হইল।
কৃষ্ণের কুশল কহি প্রবোধ করিল॥
শুন মহারাজ কহি অপূর্ব্ব কথন।
এইরূপে গোপিগণে করিয়া সান্ত্বন॥
কিছুদিন বৃন্দাবনে রহে সঙ্কর্ষণ। (১)
গোপিগণ ক্রীড়ারসে হইলে মগন॥
রাসলীলা করে দেব ল'য়ে গোপী যত।
পূর্ণিমার নিশা যবে হলো উপনীত॥
যমুনা-পুলিনে সেই নিকুঞ্জ-কাননে।
বলদেব ক্রীড়া করে লয়ে গোপিগণে॥
বলদেব প্রীতি হেতু তবে জলেশ্বর।
বারুণীরে (২) আজ্ঞা করে যাইতে সত্বর॥
বারুণী কোটর হতে বাহির হইল।
সেই গন্ধে কুঞ্জবন আমোদিত হৈল॥
সেই গন্ধ অনুসারে বলভদ্র ধায়।
গোপীসহ দিব্য মধু আনন্দেতে খায়॥
সুরাপানে মত্ত রাম হইয়া কাতর।
মধুর স্বরেতে গান করে হলধর॥
মধুপানে মহামত্ত দেব সঙ্কর্ষণ।
শোভিত সুন্দর দেব আরক্তলোচন॥
মধুপানে একেবারে মাতিয়া উঠিল।
বার বার যমুনারে ডাকিতে লাগিল॥
পুনঃ পুনঃ বলরাম ডাকে যমুনায়।
ক্রোধিত হইল দেব উত্তর না পায়॥
উত্তর না পেয়ে তবে কোপান্বিত হৈল।
অনাদর হেতু দেবী তথা না আইল॥
বলরাম যমুনারে না করি দর্শন।
ক্রোধেতে হইল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কম্পন॥
আরক্তলোচনে তবে দেব হলধর।
হল-অস্ত্রে যমুনাকে টানে তদন্তর॥
ক্রোধেতে কহিল দেব কত কুবচন।
যমুনারে মহাক্রোধে করে আকর্ষণ॥
শুন কহি পাপিয়সী এত অহঙ্কার।
আমার বাক্যেতে তুমি না দেও উত্তর॥
ডাকিলাম বার বার তবু না আসিলে।
কোন্ অহঙ্কারে বল মত্ত হয়েছিলে॥
আজ তোর অহঙ্কার করিব চূর্ণিত।
অতএব অদ্য তার হইবে বিহিত॥

১। চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বলরাম বৃন্দাবনে স্থিতি করেন।

মাদরা।

তোরে আজ খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয়।
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয়॥
যমুনা শ্রবণ করে রামের বচন।
আর কত বলদেব করিল ভৎর্সন॥
ভীতিমতি হয়ে সতী সে সব শুনিয়া।
সত্বরে ধাইল দেবী চকিত হইয়া॥
কৃতাঞ্জলি করি তবে যমুনা ধাইল।
মহাভীত হয়ে সতী ভূতলে পড়িল॥
বলরাম পদতলে হইল পতন।
ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ তার হইল কম্পন॥
চরণ ধরিয়া তার কান্দিতে লাগিল।
মৃদুভাষে মহাত্রাসে স্তব সে করিল॥
মহাবাহু হও তুমি মহাহলধর।
পরম পুরুষ দেব বিশেষ ঈশ্বর॥
কি জানি তোমার তত্ত্ব নারীজাতি আমি
অপরাধ ক্ষম হ'য়ে দয়াবান তুমি॥
মহাকায় সর্ব্বাশ্রয় পতিত পাবন।
তুমি দেব মহাকায় ভয় নিবারণ॥
তব পদে শরণ লইনু দয়াময়।
অবলা কামিনী মোরে রাখ এই দায়॥
তুমি না করিলে দেব কে দয়া করিবে।
অধিনীর দোষ যত কিছু না লইবে॥
যমুনার স্তুতি বাণী শুনি হলধর।
ব্যাকুল হেরিয়া তারে হইল কাতর॥
হলধর হর্ষান্বিত হইল তখন।
তবে যমুনায় দেব করিল মোচন॥
আনন্দ অন্তরে তথা যমুনা রহিল।
গোপীসহ জলকেলি বলভদ্র কৈল॥
হস্তিনী সহিত যথা মত্ত করীবর।
হেনরূপে নারীসহ দেব হলধর॥
করিলেন জলকেলি হরিষ অন্তরে।
ক্রীড়া শেষে তীরে সবে উঠিল সত্বরে॥
পরিধান করে সবে বসন ভূষণ।
ভূষণে আবৃত অঙ্গ করে নারীগণ॥
এইরূপে নিশাকালে কেলিরসে রত।
নিত্য রজনীতে রাস করে গোপী যত॥ (১)
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস কহে অনায়াসে তরে ভব-বারি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে যমুনা
আকর্ষণ সমাপ্ত।

অথ কাশীরাজ বধ।

তদন্তরে মুনিবর কহিল রাজায়।
শুন বাণী নৃপমণি কথা সুধাময়॥
বৃন্দাবনে হৃষ্টমনে রহে হলধর।
হেনকালে কাশীনামে এক নরবর॥
কাশী হ'তে দূত এক পাঠায় সত্বর।
দ্রুতগতি ধায় দূত দ্বারকানগর॥
গর্ব্ব করি মহামূর্খ লিপিতে লিখিল।
দূত হস্তে সেই লিপি কৃষ্ণে পাঠাইল॥
অহঙ্কারে উন্মত্ত সে হয়ে অতিশয়।
আমি বাসুদেব কহে জানিও নিশ্চয়॥
দ্বারকাপুরেতে গিয়া দূত উত্তরিল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া প্রণতি করিল॥
তবে দূত করযোড়ে কহিল তখন।
পৌণ্ড্রকের দূত আমি শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণপদে আসি দূত শির পাতি দিল।
কৃষ্ণ-সভামাঝে তবে কহিতে লাগিল॥
দূত কহে যদুনাথ করহ শ্রবণ।
ভূপতির বাক্য কিছু বলিব এখন॥

১। গোস্বামিমতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে বলরাম চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বৃন্দাবনে অবস্থিত করেন এবং প্রত্যহ নিশাভাগে গোপিগণসহ রাস-ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসহ যে সকল গোপকুল ললনাগণ রাসক্রীড়ায় বিরত ছিল, তাহারাই বলরামের সহ রাসকেলি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের সহিত কেলি করিয়াছিলেন, বলরাম তাহাদের সহিত রাস-ক্রীড়া করেন নাই।

কাশীরাজ লিপি এই লিখিয়া পাঠায়।
আর যাহা কহি শুন কহিল আমায়॥
আমি বাসুদেব অবতীর্ণ অবনীতে।
একই ঈশ্বর আমি জানিবে জগতে॥
এই কথা তুমি আর মুখে না আনিবে।
এই অভিমান তব ছাড়িতে হইবে॥
এখন জগতে আমি পূর্ণ অবতার।
বৃথা অহঙ্কার তুমি ত্যজ আপনার॥
বাসুদেবরূপে আমি জগতে এখন।
আমারে একান্ত মনে করহ স্মরণ॥
ঈশ্বর রূপেতে আমি হয়েছি উদয়।
নারায়ণ বলি মোরে জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব শুন কৃষ্ণ আমার বচন।
আমার শরণে তবে রহিবে জীবন॥
অনুচর মুখে শুনি এরূপ কাহিনী।
সকলে হাসিল তারে অল্পবুদ্ধি মানি॥
শুনিয়া এ কথা যত দ্বারকার জন।
হাসিতে লাগিল তবে শুনিয়া বচন॥
দূত বাণী যদুমণি সকলি শুনিল।
উন্মত্ত মানিয়া ভূপে হাসিতে লাগিল॥
দূত প্রতি যদুবর মধুর বচনে।
কহে তবে শুন দূত কহিবে রাজনে॥
কহিবে রাজারে তুমি আমার বচন।
মম দূত হ'য়ে তথা করহ গমন॥
পৌণ্ড্রকেরে কবে এই বাক্য সমুদয়।
ত্যজিলাম অভিমান তাহার আজ্ঞায়॥
লইব শরণ আমি তাঁহার তখন।
যবে মহারণে তার হইবে পতন॥
রণভূমে যেইক্ষণে শয়ন করিবে।
শকুনি গৃধিনীকুলে আবৃত হইবে॥
চারিদিকে শৃগালেরা নাচিবে উল্লাসে।
তখন শরণ আমি লব তার পাশে॥
নিতান্ত হ'য়েছে তার মরণ বাসনা।
এইবার এড়াইবে ভবের যন্ত্রণা॥
আমার হস্তেতে তার যন্ত্রণা ঘুচিবে।
এই সব কথা তুমি রাজারে কহিবে॥
পৌণ্ড্রকেরে এ সকল শীঘ্র গিয়া কহ।
আমার বারতা যত সত্বরেতে দেহ॥
দ্রুতগতি করে গতি তবে দূতবর।
কাশীপুরে উত্তরিল রাজার গোচর॥
রাজা কহে কহ দূত বিশেষ বারতা।
কি কহিল গোপসুত কহ সেই কথা॥
তবে দূত যোড়করে করে নিবেদন।
কহিল ভূপতি স্থানে কৃষ্ণের বচন॥
নরমণি শুনি বাণী কুপিত হৃদয়।
যুদ্ধহেতু রণসাজে সেনাগণে কয়॥
আজ্ঞামাত্র সৈন্যগণ প্রস্তুত হইল।
মহা ঘোররবে সবে সমরে চলিল॥
হেথা নারায়ণ রথে করি আরোহণ।
কাশীপুরে শীঘ্র ধায় যুদ্ধের কারণ॥
অগণন যদুসেনা নগরে ঘেরিল।
সৈন্য কোলাহলে সবে কম্পিত হইল॥
তবে পৌণ্ড্রকেয় নৃপ সক্রোধ অন্তর।
বহু সেনা সঙ্গে ধায় করিতে সমর॥
কৃষ্ণের মতন বেশ করিয়ে তখন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করয়ে ধারণ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি বক্ষেতে ধরিল।
পীতবস্ত্র পরি বনমালা গলে দিল॥
রথের ধ্বজাতে রাখে কশ্যপ-নন্দন।
মহামূল্য মণিময় পরি আভরণ॥
এইরূপ কৃষ্ণ সম করি কলেবর।
প্রবেশিল রণভূমে করিতে সমর॥
নিজ বেশধারী হরি তাহাকে দেখিল।
হাস্য করি কৌতুকেতে কতই কহিল॥
পৌণ্ড্রকের মিত্র সেই কাশীরাজ হয়।
হস্তি পৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এলো সে সময়॥
দুইজনে রণমাঝে বিক্রম প্রকাশে।
বরিষণ করে বাণ বিষম সাহসে॥

করে বাণ বরিষণ কৃষ্ণের উপর।
সুদর্শনে নারায়ণ নিবারে সত্বর ॥
দুজনার হস্ত হরি নিমিষে কাটিল।
এইরূপে উভয়েতে বহু যুদ্ধ হৈল ॥
অনায়াসে বাণ সব করি নিবারণ।
রথ রথী গজ বাজী করিল নিধন ॥
অগণন সেনাগণে হেলায় বধিল।
একমাত্র পৌণ্ড্রক কাশীরাজ রহিল ॥
পৌণ্ড্রকের প্রতি কহে দেব নারায়ণ।
ওহে নৃপবর এক করি নিবেদন ॥
পাঠাইলে দূত তুমি নিকটে আমার।
শরণ লইতে কহ মোরে বার বার ॥
সেই হেতু তব পাশে মম আগমন।
লইতে আসিনু আমি তোমার শরণ ॥
এ কারণে আমি তব করিব সন্ধান।
এই বাণে থাকে যদি আপনার প্রাণ ॥
যদি পার এই বাণ ব্যর্থ করিবারে।
কৃষ্ণনাম তবে আমি পারি ছাড়িবারে ॥
তোমার নিকটে আমি লইব শরণ।
এত কহি মহারোষে দেব নারায়ণ ॥
ছাড়িল সুতীক্ষ্ণ বাণ সারথি উপরে।
সারথির মুণ্ড কাটি ফেলে ভূমিপরে ॥
বিরথি হইয়ে তবে চিন্তিত রাজন।
তবে সুদর্শন এড়ে দেব জনার্দ্দন ॥
নৃপতির মুণ্ড কাটি ভূমেতে পাড়িল।
বজ্রাঘাতে গিরিশৃঙ্গ যেন ছিন্ন হৈল ॥
তদন্তর গদাধর কাশী নরবরে।
মস্তক কাটিল তার চক্রের প্রহারে ॥
আনন্দেতে শঙ্খনাদ শ্রীহরি করিল।
কাশী শির ল'য়ে তবে কাশীতে ফেলিল ॥
এইরূপে দুইজনে করিয়ে নিধন।
দ্বারকানগরে হরি করিল গমন ॥
মুক্তিপদ পায় তবে নৃপ দুইজন।
শত্রুভাবে নিরন্তর করিয়ে চিন্তন ॥
সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম মুখেতে কহিল।
মুক্তিপদ দুইজনে সে হেতু পাইল ॥
অপূর্ব্ব কথন পরে শুন নরবর।
কাশীরাজ শির পড়ে কাশীর ভিতর ॥
রাজদ্বারে ভূপতির মস্তক পড়িল।
অনুচরগণ তাহা দেখিতে পাইল ॥
সরক্ত কুণ্ডলসহ মাথা পড়ে দ্বারে।
দ্বারিগণ সচকিত হইল অন্তরে ॥
শীঘ্রগতি সকলেতে করে নিরীক্ষণ।
রাজার মস্তক দেখে কাতরে তখন ॥
হাহাকার রবে সবে কাঁদিয়া উঠিল।
অন্তঃপুরে নারীগণ সকল জানিল ॥
মহাশোকে মগ্ন তবে হইল তখন।
শোকার্ত্ত-হৃদয়ে কাঁদে যত পুত্রগণ ॥
পূরিল সে রাজপুরী হাহাকার রবে।
তবে কাশীরাজ পুত্র মনে মনে ভাবে ॥
সুদক্ষিণ নামে সেই রাজার নন্দন।
পিতৃবৈরী বিনাশিতে চিন্তিত তখন ॥
আমাদের শত্রু সেই রহে দ্বারকায়।
কিরূপে নিধন আমি করিব তাহায় ॥
তারে মারি শোকানল আমি নিভাইব।
পিতৃঋণ হ'তে তবে নিস্তার পাইব ॥
এত ভাবি মনে মনে করিয়া চিন্তন।
আরাধন করে তবে দেব ত্রিলোচন ॥
অনাহারে বহুদিন সেবি মহেশ্বর।
প্রীতযুক্ত হন তবে দেবতা শঙ্কর ॥
স্তবে তুষ্ট মহাদেব হইল তখন।
কহে বর মাগি লহ রাজার নন্দন ॥
শঙ্করের বাক্যে তবে নৃপতি তনয়।
পিতৃশত্রু বধ বর দেহ দয়াময় ॥
তবে পার্ব্বতীর পতি উপায় করিল।
বাঞ্ছামত বর তাহে সেইক্ষণে দিল ॥
ইচ্ছাতে অনল এক করিল সৃজন।
সেই অগ্নি ল'য়ে তবে নৃপতি নন্দন ॥

মূর্ত্তিমন্ত অগ্নিদেব হইল তখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তায় ঘোর দরশন॥
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকট আকার।
পদভরে টলমল ধরা অনিবার॥
বিপরীত বেগে অগ্নি গমন করিল।
দ্বারকাপুরীর মাঝে ক্রোধে প্রবেশিল॥
মহাক্রোধে অগ্নিবর হ'য়ে প্রজ্বলন।
দ্বারকানগর সব করিল দাহন॥
তবে দ্বারকার লোক সভীত অন্তরে।
কান্দিতে লাগিল সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে
দাবানলে দগ্ধ যথা মৃগশিশুগণ।
সেইমত শোকাকুল দ্বারকার জন॥
কৃষ্ণের নিকটে সবে দ্রুতপদে ধায়।
হেরিল শ্রীহরি পাশা খেলিছে সভায়॥
কান্দিয়া আকুল তথা যত প্রজাগণ।
কাতর অন্তরে সবে কহিছে তখন॥
রক্ষা কর দয়াময় পরম ঈশ্বর।
কোথা হ'তে এলো অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর॥
আসিয়া দ্বারকাপুরী করিল দাহন।
যায় প্রাণ ভগবান করহ রক্ষণ॥
প্রজার বচনে তবে দেব হৃষীকেশ।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল বিশেষ॥
প্রজাগণে সম্বোধিয়া কহিল তখন।
কেন কর বৃথা ভয় কেন বা ক্রন্দন॥
নির্ভয় হৃদয়ে সবে এই স্থানে রহ।
কিম্বা আপনার গৃহে সবে চলি যাহ॥
মহাদেব কৃত অগ্নি জানিয়া অন্তরে।
সুদর্শন প্রতি হরি কহিল সত্বরে॥
চক্র প্রতি নারায়ণ কহিল তখন।
ওহে চক্রবর শীঘ্র করহ গমন॥
শঙ্করের অগ্নি শীঘ্র কর নিবারণ।
ঐ সঙ্গে কাশীপুরী করিবে দাহন॥
মম আজ্ঞা শীঘ্রগতি পালন করিবে।
সাধিয়া আপন কর্ম্ম সত্বরে আসিবে॥
অনুমতি পেয়ে তবে চক্র সুদর্শন।
শঙ্করের কৃত অগ্নি গরাসে তখন॥
আপনার তেজে তাহা নিবারণ কৈল।
বারাণসীপুরী তেজে অমনি দহিল॥
রাজপুরীসহ যত রাজপুত্রগণ।
আর সেই পুরী মাঝে ছিল যতজন॥
নিজ তেজে সুদর্শন সকলি দহিল।
রাজপুরী কিছুমাত্র চিহ্ন না রহিল॥
ক্ষণমাত্রে দহিল সে পুরী বারাণসী।
একেবারে হৈল তাহা সব ভস্মরাশি॥
এইরূপে বিষ্ণুচক্র স্বকার্য্য সাধিয়া।
পুনর্ব্বার কৃষ্ণপাশে আসিল ফিরিয়া॥
কৃষ্ণের চরণে আসি প্রণাম করিল।
সবিশেষ বিবরণ তাঁহাকে কহিল॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুনে যেইজন॥
আর যদি কৃষ্ণ কথা শুনায় কাহারে।
সেইজন মহাপাপ হইতে নিস্তারে॥
ব্যাসের বচন ইহা অন্যথা না হয়।
দাস ভাষে হরিপদে মতি যেন রয়॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পৌণ্ড্রকের ও কাশীরাজ নিধন সমাপ্ত।

অথ দ্বিবিধ বানর বধ।

পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
তব মুখে শুনি দেব অপূর্ব্ব ভারতী॥
কহ দেব পূর্ব্ব কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণে কলুষ নাশ পবিত্র হৃদয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
কহি শুন পূর্ব্ব কথা অতি মনোহর॥
নরক রাজার সখা দ্বিবিধ বানর।
সুগ্রীবের মন্ত্রী সেই মহাবলধর॥
যেইদিন নারায়ণ নরকে বধিল।
শ্রবণে শোকার্ত্ত তবে দ্বিবিধ হইল॥

তবে সে দ্বিবিধ মনে করিল চিন্তন।
মিত্র বৈরী কিরূপেতে করিব নিধন ॥
কৃষ্ণসহ বিরোধেতে বাসনা হইল।
প্রথমে আপন রাজ্যে উৎপাত করিল ॥
পরেতে অন্য দেশে মহোৎপাত করে।
ঘরের বাহিরে কেহ নাহি যায় ডরে ॥
সাগরের জল কভু দু-হাতে করিয়ে।
তীরেতে লইয়া যায় বলেতে ঠেলিয়ে ॥
সাগর তরঙ্গ রক্ষা করে সে বানর।
উৎসন্ন হইল তাহে অনেক নগর ॥
ঋষির আশ্রম যত সেখানেতে ছিল।
একেবারে তাহা সবে বিনষ্ট করিল ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত পুষ্পের কানন।
উপাড়িল ফলবতী যত তরুগণ ॥
মূত্রে যজ্ঞকুণ্ড যত নির্ব্বাণ করিল।
অত্যাচারে মুনি যত অস্থির হইল ॥
রমণী পুরুষে ধরি পর্ব্বত কন্দরে।
ফেলাইয়া দেয় চাপা বিষম প্রস্তরে ॥
কুলনারী বলে ধরি বলাৎকার করে।
মহান্ দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিধ বানরে ॥
এইমত সর্ব্বদেশে উৎপাত করিল।
সকলে তাঁহার ভয়ে অস্থির হইল ॥
একদিন রৈবত-গিরিতে হলধর।
কামিনী সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
মধুপানে বলদেব উন্মত্ত হইল।
আনন্দেতে হলপাণি গান আরম্ভিল ॥
কামিনী সহিত গান করে হলধর।
তাহা শুনি দ্রুত ধায় দ্বিবিধ বানর ॥
পর্ব্বত উপরে গিয়ে করে দরশন।
যদুপতি বলরাম সুন্দর বদন ॥
পরম সুন্দর রূপ অপূর্ব্ব মুরতি।
করয়ে বিহার তথা লইয়ে যুবতী ॥
শুভ্রবর্ণ মহাকায় বিষম আকার।
হংসী মধ্যে খেলে যথা দিব্য হংসবর ॥
কামিনী কুলের মধ্যে দেব হলধর।
কতরূপে নারীসহ করেন বিহার ॥
তবে দুষ্ট দ্বিবিধ সে বৃক্ষেতে উঠিল।
পাদপের শাখা যত নড়িতে লাগিল ॥
বিকট মুখেতে হাসে বানরের পতি।
করিল বিষম ভঙ্গি বলদেব প্রতি ॥
বানরের রঙ্গ দেখি সে রমণীগণ।
বিরূপ দেখিয়ে সবে বিচলিত মন ॥
এরূপ হেরিয়ে তবে হাসে নারী যত।
দ্বিবিধ বানর তাহে ভঙ্গী করে কত ॥
বৃক্ষ হ'তে লম্ফ দিয়ে তবে সে বানর।
রমণীগণের কাছে আসিয়ে সত্বর ॥
আপনার গুহ্যদেশ দেখায় সবারে।
লম্ফ ঝম্প করে কত বিকট আকারে ॥
দেব হলপাণি তাহা করি দরশন।
ক্রোধেতে হইল তার আরক্তলোচন ॥
বানরে মারিতে এক আনিল প্রস্তর।
লম্ফ দিয়া কাটাইল দ্বিবিধ বানর ॥
প্রস্তর আঘাত হ'তে পাইল নিষ্কৃতি।
মদ্যের কলসী এক লয় দুষ্টমতি ॥
মদ্যের কলসী ল'য়ে পথে ছড়াইল।
খল খল করি কপি হাসিতে লাগিল ॥
ক্রোধিত অন্তর রাম তাহা দরশনে।
বলরাম অঙ্গে মদ্য ফেলে সেইক্ষণে ॥
এইরূপে দুষ্ট কপি করে কদাচার।
দরশনে বলদেব ক্রোধিত অন্তর ॥
বিষম কোপেতে রাম কাঁপিতে লাগিল।
দুই চক্ষু একেবারে রক্তবর্ণ হৈল ॥
বধিতে বানরে রাম করেন চিন্তন।
দক্ষ হস্তে ক্রোধে হল করেন ধারণ ॥
বামহস্তে মুষল লইয়া যদুপতি।
দরশনে মহাকপি ক্রোধযুক্ত অতি ॥
মহা এক শালতরু উপাড়িয়া লয়।
রামের উপরে তাহা ক্রোধে প্রহারয় ॥

বলদেব শিরে বৃক্ষ পড়িল যখন।
শতখান হ'য়ে তরু ভূতলে পতন॥
ক্রোধেতে কম্পিত তবে দেব হলধর।
বানরের শিরে করে মুষল প্রহার॥
বিষম মুষলাঘাতে অস্থির হইল।
শির হৈতে বেগে তার রুধির বহিল॥
মহাবীর কপিবর নির্ভয় অন্তর।
মহাকোপে উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর॥
সেই বৃক্ষ বলদেব শিরেতে মারিল।
মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল॥
শতখান হ'য়ে তরু পড়িল ভূতলে।
তবে কপি আর বৃক্ষ উপাড়িল বলে॥
পুনঃ বলদেব তাহা অস্ত্রেতে কাটিল।
এইরূপে মহাযুদ্ধ দুজনে করিল॥
যত বৃক্ষ উপাড়িল সংখ্যা নাহি তার।
বৃক্ষহীন হৈল বন বৃক্ষ নাহি আর॥
তবে কপি বৃক্ষ শূন্য হেরিয়া কানন।
পর্ব্বত উপরে কপি উঠিল তখন॥
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ বিষম কোপেতে।
প্রহার করিল কপি রামের বক্ষেতে॥
মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল।
হেলায় পর্ব্বত শৃঙ্গ বিচূর্ণ করিল॥
তবে কপি মনে মনে উপায় চিন্তিল।
কি করি উপায় চিন্তা মনেতে করিল॥
আজানুলম্বিত বাহু প্রসার করিল।
তাহাতে সে কপিবর বদ্ধমুষ্টি হৈল॥
বেগে ধায় কপিবর বদ্ধমুষ্টি করি।
প্রহারিতে বলরামে ধায় ত্বরা করি॥
বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাত করিল যখন।
বলদেব বক্ষে বাজে বজ্রের মতন॥
তবে রাম মহাক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।
ভয়ঙ্কর মুষ্ট্যাঘাত বানরে করিল॥
বিষম প্রহারে কপি অস্থির হইল।
ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিল॥
ভূমে পড়ি ছটফট করিল তখন।
মহাশব্দ করি কপি ছাড়িল জীবন॥
যেইকালে ভূমিতলে পতিত হইল।
সেই ভরে ধরা অতি কাঁপিয়া উঠিল॥
মহাবাতে যেইরূপ কদলী পতন।
সেইমত কপিবর ছাড়িল জীবন॥
বলরাম মারিলেন দুষ্ট কপিবরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
আনন্দেতে নৃত্য করে অপ্সরী কিন্নর।
স্তুতি করে মহানন্দে যত ঋষিবর॥
সাতিশয় পাইলেন আনন্দ অন্তরে।
হেনমতে রাম বধে সেই কপিবরে॥
স্বগণ সহিত সবে দ্বারকা আইল।
বানর নিধন বার্ত্তা সকলে শুনিল॥
ভাগবত কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
দাস ভাষে ভাষামত শুন সাধু নর॥

ইতি দ্বিবিধ বানর বধ সমাপ্ত।

অথ বলদেব বিজয়।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
হরিকথা শ্রবণেতে অতি মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন॥
লক্ষ্মণা নামেতে দুর্য্যোধনের দুহিতা।
পরমাসুন্দরী সেই রূপ-গুণযুতা॥
স্বয়ম্বর করে তার বিবাহ কারণ।
শাম্ব মহাবীর তাহে করিল হরণ॥
হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন।
তাহে মহাক্রোধী হৈল যত কুরুগণ॥
কুবচন বলি তারে যত গালি দিল।
কৃষ্ণের কুমারে কত ভর্ৎসনা করিল॥
তবে কুরুগণ যত যুক্তি করি সার।
বলে সেই দুষ্টমতি কৃষ্ণের কুমার॥

আমা সবাকার মান কিছু না রাখিল।
দুর্ব্বিনীত দুষ্টমতি কুকার্য্য করিল॥
অতএব তারে বধ উপযুক্ত হয়।
এই যুক্তি আমা সবাকার মনে লয়॥
সবে মেলি সে দুষ্টের বধহ জীবন।
আমাদের অপমান করিল যখন॥
যদুবংশ হ'তে কভু নহে উপকার।
কুরুকুল-দত্ত ভূমি ভুঞ্জে অনিবার॥
অতএব যদুকুলে কিবা আছে ভয়।
তাহার উচিত শাস্তি উপযুক্ত হয়॥
যুঝিতে যদ্যপি আসে আমাদের সনে।
সবে মেলি বধিব সে দুষ্ট যদুগণে॥
দর্পহীন হ'য়ে সবে আমাদের রণে।
পলাইবে প্রাণ ল'য়ে সবে সেইক্ষণে॥
অতএব এ দুষ্টের বধহ জীবন।
এত বলি দর্প করে তবে দুর্য্যোধন॥
কর্ণ আদি বীর যত মহা দর্প করে।
শল্য আদি সোমদত্ত আদি যত বীরে॥
শাম্বকে ধরিতে সবে করিল গমন।
মহাশব্দ করি ধায় পশ্চাতে তখন॥
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি ঘন ডাকে সবে।
শাম্ববীর তাহা শুনি দাঁড়াইল তবে॥
তবে যত কুরু সেনা ধাইল সত্বর।
সবাকার অগ্রে ধায় কর্ণ মহাবীর॥
নির্ভয় হৃদয় তথা কৃষ্ণের নন্দন।
কৃষ্ণসম মহাবলী দাঁড়ায় তখন॥
শাম্ব প্রতি এড়ে বাণ যত কুরুদল।
বাম হস্তে ধরে ধনু শাম্ব মহাবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
বিন্ধিল বাণেতে শাম্ব যত কুরুগণ॥
বাণে বিন্ধি সবাকারে অস্থির করিল।
ছয় বাণে মহাবীর কর্ণেরে বিন্ধিল॥
চারিবাণে চারি অশ্ব বিন্ধিল তখন।
একেবারে সারথিরে করিল ছেদন॥

কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব মহা ধনুর্দ্ধর।
বাণাঘাতে কুরুগণে করিল কাতর॥
ক্ষিপ্রহস্ত হেরি শাম্বে প্রশংসা করিল।
শাম্বে দেখি সকলের বিস্ময় হইল॥
তবে মহাক্রোধ করি সূর্য্যের নন্দন।
চারি বাণাঘাতে বিন্ধে শাম্বেরে তখন॥
আর চারি বাণে কাটে তার চারি হয়।
এক বাণে সারথিরে দিল যমালয়॥
এক বাণে কাটিল হাতের ধনুঃশর।
অস্ত্রহীন শাম্ববীর হইল ফাঁফর॥
বিরথী হইয়ে শাম্ব ভাবিতে লাগিল।
বরুণ অস্ত্রেতে কর্ণ শাম্বেরে বান্ধিল॥
কন্যা সহ কুমারেরে করিল বন্ধন।
তবে যত কুরুদল আনন্দে মগন॥
লক্ষ্মণা কন্যারে ল'য়ে পুরে প্রবেশিল।
কৃষ্ণের তনয়ে তবে বান্ধিয়া রাখিল॥
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নররায়।
নারদ চলিল তবে পুরী দ্বারকায়॥
কৃষ্ণের নিকটে ঋষি কহিল তখন।
শুন দেব ইন্দ্রপ্রস্থে হৈল অঘটন॥
দুর্য্যোধন কন্যা হরি শাম্ব যে লইল।
তাহে যত কুরুগণ বিরোধ করিল॥
বান্ধিয়া তোমার পুত্রে রাখে একভিতে।
কোনমতে শাম্ব নাহি পারে পলাইতে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে হইল কৃষ্ণ আরক্তলোচন॥
ক্রোধেতে কম্পিত হরি স্থির নাহি হয়।
সেইক্ষণে উগ্রসেন অনুমতি লয়॥
মহাক্রোধে যদুবীর করিল গমন।
সমূলে করিব আজি কৌরব নিধন॥
কুরুবংশে বাতি দিতে কারে না রাখিব।
নিষ্কৌরবা আজি ধরা নিশ্চয় করিব॥
বলরাম শিষ্য হয় রাজা দুর্য্যোধন।
তেঁই রাম কৃষ্ণ প্রতি কহিল তখন॥

সান্ত্বনা বাক্যেতে কৃষ্ণে কহিতে লাগিল।
শুন কৃষ্ণ কহি আমি তোমারে সকল ॥
তব ক্রোধ সহ্য করে কে আছে জগতে।
ত্রিজগত ধ্বংস হয় তব কটাক্ষেতে ॥
বৃথা কোপ দুর্য্যোধনে তোমার এখন।
সম্বরহ নিজ ক্রোধ শুনহ বচন ॥
নিশ্চিত হইয়ে তুমি রহ নিজ ঘরে।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব কুমারে ॥
এত বলি সান্ত্বনা করিয়ে নারায়ণে।
আপনি চলিল রাম হস্তিনা-ভুবনে ॥
মহা বেগবান রথে করি আরোহণ।
পরম আনন্দে রাম করিল গমন ॥
পবন বেগেতে রথ চলিল সত্বর।
নিমিষে উত্তরে রথে হস্তিনানগর ॥
নগর বাহিরে যথা দিব্য উপবন।
বিশ্রাম করিল তথা দেব সঙ্কর্ষণ ॥
উদ্ধবে ডাকিয়া তবে কহে মহামতি।
কুরুসভা মাঝে শীঘ্র কর তুমি গতি ॥
কহিবে সকল কথা ধৃতরাষ্ট্র পাশ।
বুঝাইতে কুরুগণে বচন বিশেষ ॥
উদ্ধব পাইয়ে আজ্ঞা চলিল সত্বর।
উত্তরিল আসি তথা সভার ভিতর ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণে প্রণতি করিল।
বাহ্লিক রাজার তবে চরণ বন্দিল ॥
সম্ভাষ করিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধনে।
বলরাম আগমন কহে সেইক্ষণে ॥
তাহা শুনি দুর্য্যোধন আনন্দ অন্তর।
রামের নিকট করে গমন সত্বর ॥
বলদেব পদে নতি করে দুর্য্যোধন।
বিধিমতে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
নানা উপহারে পূজা করে কুরুপতি।
আর যত রাজগণ করিল প্রণতি ॥
দুর্য্যোধন প্রতি তবে আশীষ করিল।
কুশল বারতা পরে সব জিজ্ঞাসিল ॥

দুর্য্যোধন প্রতি তবে কহে সঙ্কর্ষণ।
শুন কুরুপতি এক আমার বচন ॥
তব হিতে রত আমি জানিহ নিশ্চয়।
পৃথিবীর রাজা উগ্রসেন মহাশয় ॥
রাজ আজ্ঞাকারী মোরা যত যদুগণ।
অতএব শুন তুমি আমার বচন ॥
একা পেয়ে কৃষ্ণপুত্রে বাঁধিয়া রাখিলে।
কি কারণে তুমি এই অধর্ম্ম করিলে ॥
বহুজন মিলি কর শাম্বেরে বন্ধন।
এরূপ উচিত কার্য্য না হয় কখন ॥
কুমারে বধূর সনে ছাড় এইক্ষণে।
আপন কল্যাণ কর আমার বচনে ॥
শুনিয়া সে কুরুগণ গর্ব্বিত বচন।
একেবারে ক্রোধে হ'য়ে উন্মত্ত তখন ॥
বলদেব চাহি তবে করিল উত্তর।
আশ্চর্য্য তোমার কথা ওহে হলধর ॥
অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়।
পরের পাদুকা কেবা মস্তকে উঠায় ॥
কুরুগণ দত্ত রাজ্য ভুঞ্জে যদুগণ।
চামরাদি শঙ্খ আর কিরীট আসন ॥
কুরুগণ দিল সব বিভব তোমার।
তবে কেন এত গর্ব্ব কর অনিবার ॥
কালসর্পে দুগ্ধদানে করিলে পালন।
শেষেতে তাহার শিরে করয়ে দংশন ॥
সেইমত যদুকুল জানিলাম মনে।
লজ্জাহীন হ'য়ে কথা কহ কি কারণে ॥
কুরুজনে কোনজন ভয় নাহি করে।
ইন্দ্র আদি দেব আর যতেক অমরে ॥
কৌরবের আজ্ঞাকারী সকলেই হয়।
ভীষ্ম আদি দ্রোণ বীর অনুগত হয় ॥
কেশরী না ডরে কভু মৃগ দরশনে।
না ছাড়িব শাম্বে মোরা জানিও হে মনে ॥
নানামত কুবচন কহি হলধরে।
দুর্য্যোধন চলি গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥

হলধর মনে মনে জানিল তখন।
অধার্ম্মিক হয় যত কুরু সভাজন ॥
তবে রাম মনে মনে বিচার করিল।
একেবারে ক্রোধে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল
দন্তে দন্তে করে রাম ক্রোধেতে ঘর্ষণ।
মহাকোপে হলধর কহিল তখন ॥
অধর্ম্মীজনের হিত করা যুক্তি নয়।
দুষ্টের উচিত দণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
কৃষ্ণকে প্রবোধ করি আইনু এখানে।
হিতে বিপরীত হবে জানিলাম মনে ॥
মন্দমতি কুরুপতি কলহেতে রত।
খলের স্বভাব সদা হয় এইমত ॥
কুবচন বলি মোরে অবজ্ঞা করিল।
দ্বারকায় উগ্রসেনে ভয় না করিল ॥
অমরের দল যাঁর সবে আজ্ঞাকারী।
দেবলোক হ'তে পারিজাত আনে হরি ॥
একান্ত হইয়ে লক্ষ্মী পদ সেবে যাঁর।
দ্বারকানগরে যিনি মানব আকার ॥
যাঁর পদ্ম ভাবে সদা আদিত্যেরগণ।
যাঁর পদরজঃ আশা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
যাঁর অংশ হয় জানি সেই ত্রিলোচন।
আমিও অনন্ত এই যাঁহার কারণ ॥
তাঁরে তুচ্ছ করে এই দুরাচারগণ।
মোরা সবে অনুগত যাঁহার কারণ ॥
পরম কারণ সেই জগতের সার।
তাঁরে তুচ্ছ মনে মনে করে দুরাচার ॥
কুরুগণ দত্ত ভূমি ভুঞ্জে যদুপতি।
হেনকথা কহে সেই দুষ্ট কুরুপতি ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কহে মন্দ বাণী।
কেবা ইহা সহ্য করে আছে যার প্রাণী ॥
অতএব কোনমতে না ক্ষমিব আর।
কৌরবগণেরে আজি করিব সংহার ॥
এত কহি হলধর কাঁপিতে লাগিল।
মহাক্রোধে সঙ্কর্ষণ হল হাতে নিল ॥
মহাক্রোধে হল তবে বিন্ধিল ধরায়।
উপাড়িতে হস্তিনা সে ক্রোধ কম্পকায় ॥
নগরের শেষভাগে করে আকর্ষণ।
লাঙ্গল অগ্রেতে ভূমি করে বিদারণ ॥
উপাড়িয়া পুরীখান ফেলিতে গঙ্গাতে।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলদেব চিন্তিল মনেতে ॥
এইরূপ বিপরীত দেখি কুরুগণ।
অন্তরে বিষম ভয় পাইল তখন ॥
সত্বরেতে হলধর নিকটে আইল।
করযোড়ে তাঁর পদে শরণ লইল ॥
রাখিতে হস্তিনাপুরী প্রাণ বাঁচাইতে।
শাম্বকে দিলেন তবে লক্ষ্মণা সহিতে ॥
করযোড়ে আসি তবে যত কুরুগণ।
শীঘ্রগতি সবে মিলি ধরিল চরণ ॥
বলে দেব রক্ষা কর নিজ ভৃত্যগণে।
না জেনে করেছি দোষ তোমার চরণে ॥
মূঢ়মতি হীনবুদ্ধি আমরা সকলে।
ক্ষম অপরাধ প্রভু নিজ দাস বলে ॥
তুমি সবাকার সার সবার প্রধান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ ॥
তুমি হও সর্ব্বসার জগতের পতি।
জীবের জীবন তুমি সবাকার গতি ॥
পরম ঈশ্বর তুমি জগতে আশ্রয়।
তোমার কটাক্ষে জগতের সৃষ্টি লয় ॥
অনন্ত মহিমা তব অনন্ত মূরতি।
মস্তকে ধরহ তুমি মহাভার ক্ষিতি ॥
মূঢ়জনে জ্ঞানদাতা তুমি মহাকায়।
আমাদিগে কর কৃপা ওহে দয়াময় ॥
নমস্তে জগত-পতি সবার ঈশ্বর।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা দেব হলধর ॥
রক্ষ দেব হীনজনে ওহে দয়াময়।
আমরা সকলে লই তোমার আশ্রয় ॥
এইমত স্তুতি করি যত কুরুগণ।
করযোড়ে পদতলে হইল পতন ॥

পুত্রবধূ আনি তথা সমর্পণ কৈল।
তবে প্রভু হলধর সন্তুষ্ট হইল ॥
কুরুগণে ভয়াকুল করি দরশন।
অভয় দানেতে সবে করিল সান্ত্বন ॥
প্রবোধ বচনে কহি দুর্য্যোধন প্রতি।
হল উদ্ধারিল তবে দেব যদুপতি ॥ (১)
তবে রাজা দুর্য্যোধন আনন্দিত হৈল।
নিজ কন্যা কৃষ্ণ পুত্রে সমর্পণ কৈল ॥
বহু রত্ন দান দেয় যৌতুক বিধানে।
হয় হস্তী ধেনু দান করে হর্ষমনে ॥
দাস দাসী কত দিল কে করে গণন।
রথ রথী করে দান রাজা দুর্য্যোধন ॥
যৌতুক প্রদান করে তবে কুরুপতি।
বিনয় বিধানে করে বলদেব স্তুতি ॥
তবে দেব হলধর আনন্দিত মনে।
সান্ত্বনা করয়ে তবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
যৌতুকের দ্রব্য যত করিয়া গ্রহণ।
সবাকার সঙ্গে করি মিষ্ট আলাপন ॥
পুত্রসহ পুত্রবধূ সঙ্গেতে লইল।
দ্বারকানগরে পুনঃ প্রস্থান করিল ॥
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়।
বলরামে দেখি সবে আনন্দ হৃদয় ॥
তবে রাম সভামাঝে কহে বিবরণ।
কুরুগণ করে যত মন্দ আচরণ ॥
শ্রবণে দ্বারকাবাসী সবে স্তব্ধ হয়।
এইরূপে বলদেব হইল বিজয় ॥
ভাগবত কথা অতি মধুর শ্রবণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বলদেব বিজয় সমাপ্ত।

১। বলদেব পরাক্রান্ত সূচনা হেতু অদ্যাপি হস্তিনানগরে গঙ্গার দক্ষিণ দিক উন্নত আর উত্তরদিক নিম্নে রহিয়াছে।

অথ মায়া প্রপঞ্চ।

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর।
কহি শুন পুরাতন কথা অতঃপর ॥
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা যেবা করয়ে শ্রবণ।
একেবারে ঘুচে তার ভবের বন্ধন ॥
একদিন ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ সুমতি।
মনে মনে করে এক অদ্ভুত যুকতি ॥
মনে মনে ঋষিবর করিল চিন্তন।
নরক নৃপতি কৃষ্ণ করিয়া নিধন ॥
সহস্র রমণী হরি বিবাহ করিল।
কিরূপে সবার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহারিল ॥
একেবারে সবা সঙ্গে রঙ্গেতে বিহার।
নেহারিব কিরূপে করেন ব্যবহার ॥
এ কৌতুক আমি এবে হেরিব নয়নে।
এত ভাবি দ্বারকায় ধায় হৃষ্টমনে ॥
আশ্চর্য্য ভাবিয়া ঋষি আপন অন্তরে।
চলিল আনন্দ মনে দ্বারকানগরে ॥
দ্বারকানগরে আসি তবে তপোধন।
শোভিছে সহস্র নারী করে দরশন ॥
কৌতুক দেখিতে ঋষি দ্বারকা আইল।
অপূর্ব্ব দ্বারকাপুরী দরশন কৈল ॥
বিশাই নির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন।
হেরিল আশ্চর্য্য কত বন উপবন ॥
প্রস্ফুটিত পুষ্প সব গন্ধে আমোদিত।
নানা পক্ষিগণে বসি গাইতেছে গীত ॥
অলিগণ মধুলোভে করিছে ঝঙ্কার।
সরোবরে রাজহংস খেলে অনিবার ॥
স্ফুটিত নলিনীদল শোভে সরোবর।
হেরিয়া হইল ঋষি আনন্দ অন্তর ॥
অসংখ্য প্রাসাদরাজি শোভে দ্বারকায়।
রতন নির্ম্মিত গৃহ শোভা কত তায় ॥
দেবপুরী বিনিন্দিত গৃহের শোভন।
হেরি পুরী ঋষিবর আনন্দে মগন ॥

পুরীর নির্ম্মাণ হেরি নারদ তখন।
অন্তরে বিস্ময় তবে মানে তপোধন ॥
অন্তঃপুর শোভা তবে নয়নে হেরিল।
ষোড়শ সহস্র গৃহে প্রত্যেকে দেখিল ॥
প্রতি গৃহে দেখে এক শ্রীকৃষ্ণ তখনি।
সুশোভিত গৃহ সব দেখে মহামুনি ॥
নানাবিধ বর্ণে গৃহ করিছে উজ্জ্বল।
প্রবাল মুকুতা কত করে ঝলমল ॥
রতন নির্ম্মিত খট্টা অতি মনোহর।
দিব্য মণি সুশোভিত বর্ণ বহুতর ॥
সুনীল রক্তিমা তাহে হ'য়েছে শোভিত।
বিস্ময় মানিয়া মুনি হইল বিস্মিত ॥
ক্ষণে ক্ষণে দাসিগণ গৃহমাঝে রয়।
পরমা রূপসী সবে আনন্দ হৃদয় ॥
দাসীসহ আনন্দেতে কৃষ্ণের রমণী।
কৃষ্ণপদে রত সবে নিজ ভাগ্য মানি ॥
পতিসেবা করে সবে রমণী-রমণ।
দেখিয়া হরিষ চিত্ত হৈল তপোধন ॥
হেন অপরূপ মুনি যখন দেখিল।
আশ্চর্য্য মানিয়া ঋষি জ্ঞানহীন হৈল ॥
ঋষিবরে নারায়ণ করি দরশন।
ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা হ'তে উঠিল তখন ॥
পরম কারণ হরি সবাকার সার।
অচ্যুতে পরমানন্দ জগত আধার ॥
সেই হরি শীঘ্রগতি নারদ চরণে।
প্রণতি করিল তবে বিহিত বিধানে ॥
নিজ হস্তে নারদের পদ ধৌত করে।
বিনীত হইয়া হরি বসাইল তারে ॥
চরণ পাখালি জল মস্তকে রাখিল।
জগতের পতি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণে পূজিল ॥
অতএব শুন কহি রাজা পরীক্ষিৎ।
ব্রাহ্মণ সবার গুরু জানিও নিশ্চিত ॥
বিধিমতে পূজি কৃষ্ণ নারদে তখন।
কৃতাঞ্জলি করি তারে করে জিজ্ঞাসন ॥
কহ দেব কিবা আজ্ঞা করিব পালন।
কি কারণে দ্বারকায় তব আগমন ॥
কৃষ্ণের বচনে তব নারদ সুমতি।
করযোড়ে কহে তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
ওহে দেব সর্ব্বসার জীবের জীবন।
নয়নে হেরিনু আজি যুগল চরণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবগণ সদা ভাবে যাঁরে।
এ ভব সংসার-কূপ তরিবার তরে ॥
সদা ধ্যান করে দেব তব শ্রীচরণ।
তোমার আশ্রয় মনে ভাবে অনুক্ষণ ॥
অতএব শ্রীচরণে রাখ দয়াময়।
এই ধ্যান করি হরি জানিও নিশ্চয় ॥
এত কহি দেবঋষি অন্য গৃহে গেল।
তথায় রমণী সহ শ্রীকৃষ্ণ হেরিল ॥
উদ্ধব সহিত তথা পাশাক্রীড়া করে।
হাস্য পরিহাস করে আনন্দ অন্তরে ॥
মুনিবরে নারায়ণ দেখিল যখন।
পাশা ছাড়ি শীঘ্রগতি উঠিল তখন ॥
সাদরে সে নারদের চরণ পূজিল।
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিল ॥
কহ দেব কতক্ষণ হেথা আগমন।
কিবা আজ্ঞা কর মোরে করিব পালন ॥
কৃষ্ণের বচনে মুনি কিছু না কহিল।
আশ্চর্য্য না মানি অন্য স্থানেতে যাইল ॥
তথায় দেখিল হরি রমণী সহিতে।
বালকগণেরে ল'য়ে খেলে আনন্দেতে ॥
তাহা দরশনে মুনি বিস্ময় মানিল।
তথা হৈতে অন্য গৃহে ত্বরান্বিত গেল ॥
বনিতা সহিত তথা দেখে নারায়ণ।
করিতেছে আপনার গাত্রের মার্জ্জন ॥
তথা হতে অন্য গৃহে যায় তপোধন।
হেরিল করিছে যজ্ঞ দেব নারায়ণ ॥
কোথা অগ্নিহোত্রে ঘৃত দিতেছে আহুতি।
কোন গৃহে ক্রীড়া করে দেব যদুপতি ॥

কোথায় করান হরি ব্রাহ্মণ ভোজন।
কোথা সন্ধ্যা আদি ক্রীড়া করে সমাপন।
কোন স্থানে যোদ্ধাবেশে খড়্গচর্ম্ম ধরি।
মহাবেগে অসি হস্তে ধায় ত্বরাত্বরি॥
কোন গৃহে অশ্বোপরে করি আরোহণ।
কোথাও হস্তীর পৃষ্ঠে হ'য়েছে বাহন॥
কোন স্থানে রথের উপরে নারায়ণ।
কোন স্থানে শয্যাপরে আছেন শয়ন॥
কোন গৃহে বন্দিগণ করে কত স্তুতি।
কোন গৃহে মন্ত্রীসহ করেন যুকতি॥
কোন স্থানে করে হরি পুরাণ শ্রবণ।
কোথা হাস্য পরিহাস করে দরশন॥
কোন স্থানে ধর্ম্ম সেবা করে নিরন্তর।
কোন স্থানে অন্য চিন্তা করে দামোদর॥
কোন স্থানে ধ্যান-মগ্ন মুদিত নয়ন।
কোন স্থানে দেখে মুনি পরম কারণ॥
কোন স্থানে সবে সেবে হরি ভক্তগণে।
কোন গৃহে কামভোগ করে হর্ষমনে॥
কোন গৃহে বলদেবে ল'য়ে একভিতে।
চিন্তামগ্ন আছে দোঁহে সমাহিত চিতে॥
কোন স্থানে পুত্র কন্যা করেন পালন।
কোন গৃহে করে হরি দেবতা অর্চ্চন॥
কোথা দেখে মৃগয়া করেন যদুপতি।
সেই সব পশু ল'য়ে যাদব সন্ততি॥
দ্বিজগণে ভোজন করান হৃষ্ট হ'য়ে।
এইরূপে মহামুনি দেখেন ভ্রমিয়ে॥
অব্যর্থ অব্যয় সেই স্বয়ং ভগবান।
প্রতিগৃহে মহামুনি দেখে বিদ্যমান॥
দরশনে হৃষ্ট মন প্রেমে পুলকিত।
করযোড়ে মহামুনি ধরায় লুণ্ঠিত॥
নারদ বলেন প্রভু কৃপা কর মোরে।
তব মায়া হেরি হরি হরিষ অন্তরে॥
মহাযোগিগণ যত না পায় দেখিতে।
আমারে করুণা করি দেখালে সাক্ষাতে॥
তব পদ সেবা করি কি ভাগ্য আমার।
হেরিনু তোমার গুণ বিভব তোমার॥
তোমার কৃপাতে তাই তব গুণ গাই।
তব পদ সেবা করি ভ্রমিয়া বেড়াই॥
এই লাগি বীণাযন্ত্র হস্তেতে ধারণ।
তোমার অদ্ভুত লীলা করিতে কীর্ত্তন॥
ওহে হরি কৃপা করি মায়া দেখাইলে।
ওহে হে ব্রহ্মাণ্ডপতি কি লীলা করিলে॥
ঋষির বচনে কহে দেব নারায়ণ।
ওহে মুনি শুন কহি প্রকৃত বচন॥
খেদ না করিও মুনি তুমি ঋষিবর।
ধর্ম্মবক্তা কর্ত্তা আমি হই সর্ব্বসার॥
লোকশিক্ষা হেতু আমি মানব আকার।
সেই হেতু করি আমি ধর্ম্মের আচার॥
এত কহি নারায়ণ এক মূর্ত্তি হৈল।
কিন্তু রমণীর গৃহে এক এক রহিল॥
দরশনে ঋষিবর হইল বিস্ময়।
একেবারে মহামুনি আনন্দ হৃদয়॥
এইরূপে মহামুনি সানন্দ হৃদয়।
শত শতবার কৃষ্ণে প্রণতি করয়॥
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গায়।
তবে ঋষি আনন্দেতে স্থানান্তরে যায়॥
এইরূপে লীলা করে মানব আকার।
সর্ব্বশক্তিধর হরি সকলের সার॥
ষোল হাজার নারী সঙ্গে করেন বিহার।
নানা রসে করে ক্রীড়া দেব দামোদর॥
সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ পতিত পাবন।
জগতের একমাত্র কারণ যে জন॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহা হ'তে হয়।
মানব রূপেতে লীলা করে লীলাময়॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেই করয়ে শ্রবণ।
কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গায় যেই জন॥
পাপরাশি দূরে যায় পায় ভক্তিযোগ।
অনায়াসে হয় তার অপবর্গ ভোগ॥

দাস ভাবে কৃষ্ণপদে যেন রয় মতি।
ভাগবত কথা অতি মধুর ভারতী॥
পাপ তাপ দূরে যাবে ঘেদের বচন।
মহাপাপীগণে সবে উদ্ধার কারণ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে মায়া প্রপঞ্চ সমাপ্ত।

অথ ভাগবত প্রশ্ন।

শুকদেব কহে শুন রাজা অতঃপর।
কৃষ্ণলীলা শ্রবণেতে আনন্দ অন্তর॥
একদা রুক্মিণী গৃহে দেব নারায়ণ।
হরিষ অন্তরে নিশি করেন যাপন॥
তবে নিশি অবসান হইল যখন।
ঊষাকালে ডাকে যত কুক্কুটেরগণ॥
তা শুনি রুক্মিণীদেবী চিন্তিত অন্তরে।
নিশা অবসান ভাবি মনে দুঃখ করে॥
নিশা অবসান হলে বিচ্ছেদ হইবে।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ দুঃখ কেমনে সহিবে॥
এত ভাবি মহাদেবী করিছে চিন্তন।
হেনকালে উপনীত যত বন্দিগণ॥
গাহিছে প্রভাতী গীত সানন্দ অন্তরে।
মৃদু মৃদু রবে সবে জাগায় কৃষ্ণেরে॥
শয্যা ত্যজি উঠে তবে দেব নারায়ণ।
প্রাতঃকৃত্য কার্য্য যত করে সম্পাদন॥
শ্রীদুর্গা স্মরণে হরি আনন্দিত হৈল।
উদ্ধব সাত্যকি আদি সঙ্গেতে চলিল॥
সুশর্ম্মা প্রভাতে উপনীত তদন্তর।
আর যত মন্ত্রীগণ আইল সত্বর॥
বসিলেন নারায়ণ রতন আসনে।
চারিদিকে রাজা যত বেড়িল তখনে॥
যেন তারা ঘেরা চাঁদ হেন শোভা হয়।
চারিদিকে মন্ত্রীগণ করিছে বিনয়॥
কত নট নর্ত্তকী হইল উপনীত।
দশদিক সুমধুর বাদ্যে মুখরিত॥
সুমধুর গীত গায় গায়িকা সকল।
বন্দিগণ বন্দি কৃষ্ণে আনন্দে বিহ্বল॥
হেনকালে সভাস্থলে আইল একজন।
কৃষ্ণের মূরতি সেই অপূর্ব্ব দর্শন॥
কৃষ্ণপদে সেইজন করয়ে প্রণতি।
কহিতে লাগিল জরাসন্ধের ভারতী॥
শুন কহি যদুপতি অপূর্ব্ব কথন।
জরাসন্ধ দিগ্বিজয়ে করিয়ে গমন॥
যত নৃপগণে দেব করি পরাজয়।
যুদ্ধ করি আনিয়াছে আপন আলয়॥
তাহাদের কত কষ্ট সহিব কেমনে।
কত ক্লেশ দেয় সেই যত নৃপগণে॥
বিংশতি সহস্র নৃপে করিয়ে বন্ধন।
রাখিয়াছে নিজ গৃহে ওহে নারায়ণ॥
বন্দি যত নৃপগণ কহিল আমারে।
সে কারণে আইলাম প্রভুর গোচরে॥
তাহাদের বাক্য হরি করহ শ্রবণ।
তব পদে তারা সবে ল'য়েছে শরণ॥
রক্ষক তাদের এবে হও যদুপতি।
তুমি ভিন্ন তাহাদের নাহি অন্য গতি॥
জগতের পতি তুমি দেব নারায়ণ।
তোমা হ'তে দূরে যায় ভবের বন্ধন॥
সামান্য বন্ধন হ'তে রক্ষা কর সবে।
আর যত কহে সেই নৃপগণ তবে॥
জগতের লোক যত মন্দ কার্য্যে রত।
ভালমন্দ কার্য্যে রহে প্রবৃত্ত সতত॥
আশার নাহিক শেষ ওহে দামোদর।
জীবনের আশা নাথ বড়ই দুস্তর॥
এই হেতু তব পদে ল'য়েছে শরণ।
ধর্ম্ম রক্ষা তরে তব ভবে আগমন॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন।
যত রাজ্যপদ যেন নিশার স্বপন॥
আপনি অনন্ত হরি সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়।
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত অব্যয়॥

নিত্য পাপ রক্ষা হেতু তব অবতার।
অধমের প্রতি কৃপা করহ এবার॥
আপনি পরমব্রহ্ম পূর্ণ নারায়ণ।
তুমি নাথ লোকাতীত জীবের জীবন॥
তদন্তর নরবর শুনহ ভারতী।
সুশীতল জলে স্নান করি যদুপতি॥
নিত্যক্রিয়া সমাপন করি দামোদর।
পট্টবস্ত্র পরিধান করে তদন্তর॥
সন্ধ্যাদি তর্পণ পরে করি সমাপন।
বিপ্রগণে বিধিমতে করিল পূজন॥
ক্ষীরবতী গাভী পরে হরিষে আনিয়ে।
দ্বিজগণে দান করে আনন্দিত হ'য়ে॥
দ্বিজগণে দেয় হরি বিবিধ রতন।
একে একে পূজে পরে যত গুরুজন॥
তবে মঙ্গলাদি দ্রব্য করি পরশন।
তার পর নিজ অঙ্গে পরেন ভূষণ॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করি আচ্ছাদিত।
বনফুলে করে হরি অঙ্গ সুশোভিত॥
গো-বৃষ ব্রাহ্মণগণে করি দরশন।
আনন্দিত করে যত পুরবাসীজন॥
তদন্তর দ্বিজগণে করান ভোজন।
সানন্দে করেন সবে দক্ষিণা অর্পণ॥
পুরবাসী গুরুজনে ভুঞ্জাইল শেষে।
পরেতে ভোজন করে আপনি হরিষে॥
তারপর রথ আনি সারথি যোগায়।
সুগ্রীবাদি মনোহর চারি অশ্ব তায়॥
সারথির হাত ধরি উঠিল রথেতে।
আরোহণ করে রথে আনন্দ মনেতে॥
সেই দূত করযোড়ে কহিল তখন।
মোক্ষ সুখদাতা হরি জগত কারণ॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে তোমা না চিনিনু।
ভব মায়াজালে বন্দী হইয়ে রহিনু॥
যেইজন তব পদে লয় হে শরণ।
ভবের যাতনা তার না হয় কখন॥
কর্ম্মদোষে হয় মোর বিপাকে বন্ধন।
এখন অধমে রক্ষা কর নারায়ণ॥
মগধের দেশে জরাসন্ধের আলয়ে।
বিংশতি হাজার নৃপ আছে বন্দী হ'য়ে॥
তোমা বিনে তাহাদের অন্য নাহি গতি।
মো-সবার রক্ষ এবে দেব যদুপতি॥
জরাসন্ধ বন্দী করে যত রাজগণে।
কেশরী হরয়ে যথা ক্ষুদ্র মৃগগণে॥
তুমি মহাসিংহ হও দ্বারকানগরে।
তোমা ভিন্ন জরাসন্ধে কে আঁটে সমরে॥
তোমা বিনে কে তাহারে করে পরাজয়।
তাহারে বধিতে আর কার শক্তি হয়॥
তব তেজ বিনে হেন তেজ আছে কার।
মগধরাজের দর্প চূর্ণ করিবার॥
তাহারা তোমার দাস ওহে নারায়ণ।
অধম জনেরে মুক্তি করহ এখন॥
তোমা বিনে তাহাদের নাহি পরিত্রাণ।
অধম জনেরে কৃপা কর ভগবান॥
তব পদে তারা এবে ল'য়েছে শরণ।
তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥
এই কথা রাজদূত মৃদুভাষে কয়।
হেনকালে দেবঋষি উপনীত হয়॥
বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত মহামুনি সভার মধ্যেতে॥
পিঙ্গল বরণ জটা শির লম্বমান।
প্রভাকর সম আভা হয় দীপ্তমান॥
দরশন করি হরি দেব ঋষিবরে।
রথ হ'তে নামি হরি অমনি সত্বরে॥
মুনিপদে নারায়ণ প্রণতি করিল।
মৃদুভাষে মুনিবরে কহিতে লাগিল॥
কহ দেব কোথা হ'তে তব আগমন।
পাণ্ডবের কুশল বাক্য কহ তপোধন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে ঋষিবর কয়।
নিবেদন করি শুন ওহে দয়াময়॥

মায়াময় মহাকায় তুমি সর্ব্বসার।
হরিতে অবনীভার তুমি অবতার॥
আপনি শক্তিতে তুমি উদ্ভব হইলে।
প্রভাকর হয় যথা মেঘাচ্ছন্ন হ'লে॥
তব মায়া ওহে দেব কে পারে বুঝিতে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য হয় তোমা হ'তে॥
তব পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার।
ভগবান পূর্ণব্রহ্ম লীলা অবতার॥
পরম সুহৃদ তব পাণ্ডবেরগণ।
তাদের বাসনা এবে শুন জনার্দ্দন॥
এক্ষণে সে ধর্ম্মপুত্র করেছে বাসনা।
রাজসূয় যজ্ঞ হেতু তাহার কামনা॥
সেই যজ্ঞে দেবগণ উপস্থিত হবে।
ঋষি মুনি নৃপ যত সকলে আসিবে॥
তব নাম সেবা করে সর্ব্বদা কীর্ত্তন।
পরম পবিত্র সেই হয় সর্ব্বক্ষণ॥
স্বর্গে সুবিস্তৃত দেব মহিমা তোমার।
পৃথ্বী রসাতলে যায় রোষে অনিবার॥
তব পদ ধৌত জলে সদা ভোগবতী।
স্বর্গে মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে দেবী ভাগীরথী॥
ত্রিধারা হইয়ে তিন লোকেতে গমন।
উদ্ধারিতে তিনলোকে ওহে নারায়ণ॥
অতএব ইন্দ্রপ্রস্থে চল যদুরায়।
আর কি কহিব হরি এখন তোমায়॥
পশ্চাতে এখানে আসি অন্য কার্য্য হবে।
এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ যে ডাকিল উদ্ধবে॥
উদ্ধবে কহিল হরি কি করি এখন।
উপায় কি করি কিছু না পাই কারণ॥
সব তত্ত্ব জান তুমি বলহ বিধান।
কিবা যুক্তি হয় এবে কর অনুষ্ঠান॥
রাজগণ দুত পাঠাইল মম স্থানে।
রাজসূয় যজ্ঞ করে পাণ্ডু-পুত্রগণে॥
কোন কার্য্যে অগ্রে যাব কহ সেই বাণী।
স্বরূপ করিয়া কহ মন্ত্রী গুণমণি॥

শ্রবণে কৃষ্ণের কথা উদ্ধব তখন।
করযোড়ে কহে তবে স্বরূপ বচন॥
ভাগবত কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
ভাষামতে দাস ভাষে আনন্দ অন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ভাগবত প্রশ্ন সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
উদ্ধব কহিল শুনি গোবিন্দ বচন॥
নারদের মুখে সব করিয়ে শ্রবণ।
করযোড়ে মহামতি উত্তরে তখন॥
কৃষ্ণ অভিপ্রায় তবে বুঝিয়ে অন্তরে।
উদ্ধব কহিল তবে অতি মৃদুস্বরে॥
করযোড় করি তথা কহিল উদ্ধব।
যে কথা কহিলে ঋষি তাহাই সম্ভব॥
পাণ্ডবেরা করিয়াছে যজ্ঞ আরম্ভন।
কর্ত্তব্য সে কার্য্য অগ্রে করিতে সাধন॥
অন্তরে শরণাগত যেইজন হয়।
তাহাতে রক্ষিতে অগ্রে মনে যুক্তি লয়॥
দুইকার্য্য গুরুতর নিশ্চয় জানিবে।
কিন্তু অগ্রে যজ্ঞ কার্য্যে যাইতে হইবে॥
এই কার্য্য হেতু রাজা দিগ্বিজয়ে যাবে।
তাহাতেই জরাসন্ধ বিনাশ হইবে॥
তা হ'লে উভয় পক্ষে গৌরব সমান।
হবে আমাদের প্রভু তাহে কত মান॥
রাজগণে হবে পরে বন্ধন মোচন।
তাহাতে পৌরুষ আছে শুন কৃষ্ণধন॥
অতএব ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন।
তথায় হইবে জ্ঞাত যত বিবরণ॥
সবে জানে জরাসন্ধ মহাবলধর।
ততোধিক বল ধরে পবন-কুমার॥
ভীমার্জ্জুন সহ কর মগধে গমন।
অনায়াসে জরাসন্ধে করহ নিধন॥

আমার মনেতে দেব এই যুক্তি লয়।
এখন কর্ত্তব্য যাহা কর সমুদয়॥
আমি কি করিব যুক্তি দেব যদুপতি।
তব যুক্তি বলে ব্রহ্মা করে সৃষ্টি স্থিতি॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব পরম ঈশ্বর।
তোমার বিচিত্র কার্য্য অতি মনোহর॥
রাজশত্রু বধি দেব তুমি নারায়ণ।
করিয়াছ পিতৃ মাতৃ বন্ধন মোচন॥
অনায়াসে কংসাসুরে দিলে যমালয়।
চানুর মুষ্টিকে আর হস্তী কুবলয়॥
মহাযোগী ঋষিগণে তব যশ গায়।
কি যুক্তি কহিব দেব আমরা তোমায়॥
জরাসন্ধ বধ হেতু যজ্ঞ আয়োজন।
উদ্ধবের বাক্যে হরি কহিল তখন॥
ভাল যুক্তি দিলে তুমি ওহে মন্ত্রীবর।
অগ্রেতে যাইব সেই হস্তিনানগর॥
সারথির প্রতি তবে আদেশ করিল।
আজ্ঞা মাত্র দারুক সে রথ যোগাইল॥
ভৃত্য বন্দীগণে হরি কহিল তখন।
বলদেব উগ্রসেনে কহে বিবরণ॥
পুত্র পত্নীগণে সবে কহিল তখন।
সবে মিলে ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন॥
শুনিয়া সকলে হৈল আনন্দ হৃদয়।
পরিবার সহ রথে উঠিল তথায়॥
অসংখ্য যাদব-সৈন্য করিল গমন।
মহাশব্দে স্তব্ধ সবে হইল তখন॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ঘোরতর।
শূন্যমার্গে চলে রথ আনন্দ অন্তর॥
পুত্র পত্নীগণ সহ দেব যদুপতি।
আনন্দ অন্তরে সবে করিলেন গতি॥
পুত্র পত্নীগণ সবে সঙ্গেতে চলিল।
নানাবিধ বেশ ভূষা সকলে করিল॥
খড়্গচর্ম্ম ধরি যত পদাতিকগণ।
অশ্ব হস্তী উট খর চলে অগণন॥
চলিল অসংখ্য রথ সারথি সহিত।
কত অস্ত্র কত সেনা চলে শত শত॥
সৈন্য শব্দে লাগে স্তব্ধ বধির শ্রবণ।
মহা প্রলয়ের কালে যেমন পবন॥
এইরূপে সাজি সবে ইন্দ্রপ্রস্থে যায়।
পরে যত প্রজাগণ আইল তথায়॥
মধুর বচনে হরি তাদের তুষিল।
তদন্তর নৃপ দুতে কহিতে লাগিল॥
নিজ স্থানে সবে এবে করহ গমন।
মগধ-রাজেরে আমি করিব নিধন॥
যত রাজগণে আমি করিব উদ্ধার।
যত সব বন্দী আছে রাজার কুমার॥
মুক্ত করি দিব আমি সবারে নিশ্চয়।
এত শুনি দূতগণ নিজ স্থানে যায়॥
আনন্দ মনেতে সবে করিল গমন।
মনেতে ভাবিয়া জরাসন্ধের নিধন॥
তবে প্রভু আনন্দেতে রথ চালাইল।
প্রজা যত হর্ষযুক্ত দেখিতে লাগিল॥
রথের পতাকা সবে হেরে যতক্ষণ।
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে করে দরশন॥
তদন্তর দুঃখ মনে ঘরেতে আইল।
সারথি আনন্দ চিত্তে রথ চালাইল॥
মহাবেগে তবে রথ করিল গমন।
নদ নদী গ্রাম আদি পর্ব্বত কানন॥
অতিক্রম করি রথ সত্বর ধাইল।
দৃশদ্বতী নদী তবে অতিক্রম কৈল॥
মৎস্য-পাঞ্চাল দেশে পশ্চাৎ করিল।
তদন্তর ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল॥
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা করিয়ে শ্রবণ।
যুধিষ্ঠির পদব্রজে ধাইল তখন॥
সঙ্গেতে আইল যত মহাঋষিগণ।
সংসারের সার কৃষ্ণে করিতে দর্শন॥
মহোৎসবে রত সব আনন্দিত চিত।
বিপ্রগণে বেদগান করে অবিরত॥

কৃষ্ণের নিকটে আসি উপনীত হয়।
কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হৃদয় ॥
সংসারের সার বস্তু করি দরশন।
মহানন্দে সবাকার জুড়ায় জীবন ॥
মৃত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল।
দেহের কলুষ যত বিনষ্ট হইল ॥
বহুদিনে শ্রীকৃষ্ণের পেয়ে দরশন।
পুনঃ পুনঃ সকলেতে করে আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে সবার পুলক হৃদয়।
আলিঙ্গন করি লয় সবার আশ্রয় ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে হয় পাপের মোচন।
আনন্দে আঁখির জল হইল পতন ॥
হর্ষেতে কম্পিত হয় ধর্ম্মের তনয়।
কৃষ্ণেরে হৃদয়ে করি কত কথা কয় ॥
তবে বীর বৃকোদর করে আলিঙ্গন।
আনন্দে নয়নে বারি বহিল তখন ॥
পার্থ মহামতি পরে আলিঙ্গন করে।
পরস্পর অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে ॥
পরে মাদ্রীপুত্র দুই চরণে পড়িল।
দুজনে ধরিয়া কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈল ॥
পরে হরি দ্বিজগণে করিল প্রণতি।
বন্দিগণ গায় গীত আনন্দিত অতি ॥
চারিদিকে মঙ্গল যে বাজনা বাজিল।
ঋষিগণে হৃষ্টমনে বেদধ্বনি কৈল ॥
পরেতে সুহৃদগণে করি সম্ভাষণ।
ভগবান করে তবে পুরী প্রবেশন ॥
পুরবাসী নারীগণ ধাইয়ে আইল।
আঁখি ভ'রে কৃষ্ণরূপ দেখিতে লাগিল।
ছাড়ি নিজ গৃহকাজ যতেক যুবতী।
কেহবা আইল ছাড়ি আপনার পতি ॥
কোন নারী ত্বরা শিশু করিয়ে বর্জ্জন।
বেগেতে আইল কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥
পত্নীসহ নারায়ণে দরশন করে।
পুষ্পরাশি দেয় সবে মস্তক উপরে ॥
মনে মনে কৃষ্ণে সবে করে আলিঙ্গন।
দরশনে নারায়ণে আনন্দে মগন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বদন সবে নিরীক্ষণ করে।
কত কথা কহে তারা সানন্দ অন্তরে ॥
রমণী সহিত কৃষ্ণ করি দরশন।
তারা ঘেরা চাঁদ যেন হতেছে শোভন ॥
কৃষ্ণে হেরি সকলেতে আনন্দ অপার।
পুরবাসীগণে করে মঙ্গল আচার ॥
সকলের মন আশা পরিপূর্ণ কৈল।
যুধিষ্ঠিরসহ কৃষ্ণ পুরী প্রবেশিল ॥
কৃষ্ণে হেরি কুন্তীদেবী আনন্দে ভাসিল।
ত্বরাগতি নারায়ণে কোলেতে করিল ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণপত্নীগণে করি সমাদর।
একে একে পূজা করে করিয়ে আদর ॥
সবাকারে পূজা করে দ্রৌপদী আপনি।
ভদ্রা জাম্বুবতী সত্যভামা ও রুক্মিণী ॥
মিত্রবিন্দা কালিন্দী ও শৈব্যা নগ্নজিতা।
সবাকারে পূজে কৃষ্ণা হ'য়ে হর্ষযুতা ॥
যতনে বসায় সবে রতন আসনে।
যুধিষ্ঠির বসাইল দেব জনার্দ্দনে ॥
আর যত যদুগণে করিল পূজন।
সহচরগণে সবে করে সম্ভাষণ ॥
তদন্তরে সকলেরে দিল বাসস্থান।
ভোজন করায় সবে আনন্দ বিধান ॥
সন্তোষ করিয়ে হরি ধর্ম্মের কুমারে।
কিছুকাল রহে দেব পার্থের আগারে ॥
আনন্দে বিহরে সদা সহ ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সবে আনন্দ হৃদয় ॥
এই কথা যেইজন করিবে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যাবে পাপ বিমোচন ॥
ভাগবতে হরিকথা সুধার লহরী।
একান্ত হইয়ে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন সমাপ্ত।

অথ জরাসন্ধ বধ।

শুকদেব কহে পরে শুন নরবর।
শ্রবণেতে হরিকথা আনন্দ অন্তর॥
মানুষ রূপেতে লীলা করে নারায়ণ।
কহি সেই কথা পরে শুনহ রাজন॥
একদিন সভামাঝে ধর্ম্মের তনয়।
চৌদিকে বেষ্টিত যত সভাসদ রয়॥
মুনি ঋষি আদি করি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
কুলাচার্য্য পুরবাসী আত্মীয় স্বজন॥
সভাতে বসিয়ে আছে আনন্দ হৃদয়।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি তবে যুধিষ্ঠির কয়॥
শুন কৃষ্ণ কহি এক অদ্ভুত বচন।
আমার সুহৃদ তুমি জানে সর্ব্বজন॥
এই রাজসূয় যজ্ঞ মনন আমার।
ইহা সম্পাদন ভার হয় হে তোমার॥
কি কব তোমারে আর ওহে মহামতি।
তব পদে অনুক্ষণ থাকে যেন মতি॥
ভক্তিতে তোমার পদ ভাবে যেইজন।
তব গুণ গানে মত্ত থাকে অনুক্ষণ॥
না রহে বিপদ তার পূর্ণ কাম হয়।
সে জন গোলোকে যায় কহিনু নিশ্চয়॥
তোমার চরণ যেবা সেবে একমনে।
তার নাহি ভয় থাকে জানি একমনে॥
আত্মপর জ্ঞান তব নহেত কখন।
সর্ব্বভূতে সমভাব তব নারায়ণ॥
ভক্তজনে সর্ব্বক্ষণে তব দয়া রয়।
ভক্তজনে কল্পতরু বেদে এই কয়॥
যে ভাবে তোমার সেবা করে যেইজন।
তার মত তারে কৃপা কর নারায়ণ॥
আমি হই অল্পবুদ্ধি অতি অল্পমতি।
এখন আমার হরি কি হইবে গতি॥
এই রাজসূয় যজ্ঞ হয় অনুষ্ঠান।
কিরূপে করিব হরি ইহা সমাধান॥
যুধিষ্ঠির বাক্যে তবে কহে নারায়ণ।
মম অভিপ্রায় শুন পাণ্ডুর নন্দন॥
যাহাতে মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়।
সেই পরামর্শ আমি কহিব তোমায়॥
বড় ভয়ঙ্কর এই যজ্ঞের বিধান।
সকলের বাঞ্ছা ইহা শুন মতিমান॥
যজ্ঞের নিয়ম এই শুনহ রাজন।
ত্রিজগৎ নিজ বশ করহ এখন॥
দিগ্বিজয় করি ধন কর আহরণ।
তবে এই মহাযজ্ঞ হইবে সাধন॥
দেব অংশে জন্মিয়াছ পঞ্চ সহোদর।
দিগ্বিজয়ে সবে ধন আনহ বিস্তর॥
কৃষ্ণের বচনে তবে পাণ্ডুর কুমার।
প্রফুল্ল হইল মুখ আনন্দ অপার॥
ভ্রাতৃগণে ডাকি তবে কহিতে লাগিল।
দিগ্বিজয় হেতু সবে সাজিতে লাগিল॥
সহদেব দক্ষিণেতে করিল গমন।
রহিল সঙ্গেতে তার সৈন্য অগণন॥
পশ্চিমে নকুল যায় আনন্দিত মনে।
পূর্ব্বে বৃকোদর বীর ধায় সেইক্ষণে॥
তিনদিকে তিনজন করে দিগ্বিজয়।
বহু রাজগণে তারা করে পরাজয়॥
বাহুবলে বহুধন হরিয়ে আনিল।
ধর্ম্মের তনয়ে আনি সমর্পণ কৈল॥
তবে জরাসন্ধ বধে দেব নারায়ণ।
মনে মনে করে তার উপায় চিন্তন॥
উপায় চিন্তিয়া দেব মনেতে ভাবিল।
অর্জ্জুন ও ভীমসহ উত্তরে চলিল॥
মগধ রাজ্যেতে ত্বরা যায় তিনজন।
জরাসন্ধ ছিল যথা আনন্দিত মন॥
ব্রাহ্মণের রূপে তথা তিনজনে গেল।
জরাসন্ধ সন্নিধানে উপনীত হৈল॥
নমস্কার করে রাজা দেখিয়া ব্রাহ্মণে।
জরাসন্ধ নরবরে কহে তিনজনে॥

শুন কহি বিবরণ ওহে নরপতি।
অতিথি তোমার দ্বারে আমরা সম্প্রতি ॥
হেথা আগমন আজ বহুদূর হ'তে।
মনের বাসনা আজ হইবে পূরাতে ॥
ভিক্ষা অনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে।
আমাদের আশীর্ব্বাদ মঙ্গল লভিবে ॥
তুমি দাতা তব যশ গায় এ জগতে।
দাতার অদেয় কিছু না পাই দেখিতে ॥
এ জগতে কত দাতা জনম লভিল।
অকাতরে তারা কত দান করি গেল ॥
হরিশ্চন্দ্র আদি করি বহু দাতাগণ।
ব্রাহ্মণের লাগি তারা কত করে দান ॥
দেখ তবু নাহি তারা সমান তোমার।
তুমি মহাদাতা হও জগৎ মাঝার ॥
দ্বিজভক্ত মহারাজ বিখ্যাত জগতে।
তব সম কেহ আর না পাই দেখিতে ॥
তবে জরাসন্ধ রায় এই কথা শুনি।
ভাবে কেবা তিনজন কিছুই না জানি ॥
ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয় আকার।
সন্দেহ হ'তেছে মনে ইহাতে আমার ॥
যে হোক মাগিছে ভিক্ষা হইয়া ভিখারী।
যাহা চাহে তাহা দিব অন্যথা না করি ॥
রাখিব আপন মান দিব যা চাহিবে।
না করিব প্রত্যাখ্যান যাহা আছে এবে ॥
দিয়ে প্রাণ ভূমণ্ডলে যশ বিস্তারিব।
ভিক্ষুকের মনোরথ অবশ্য পূরাব ॥
বলিরে ছলিতে হরি করিল গমন।
বলি অকাতরে সব করিল অর্পণ ॥
রাখিয়া আপন কীর্ত্তি জগৎ ভিতর।
পাতালে গমন করে হরিষ অন্তর ॥
রাখিতে আপন যশ কি কার্য্য করিল।
গুরু শুক্রাচার্য্য বাক্য তবু না শুনিল ॥
রাখিতে আপন যশ না করিল ভয়।
জগতে রাখিল কীর্ত্তি সেই মহাশয় ॥

অতএব আপনার সুখ্যাতি রাখিব।
যা চাহিবে বিপ্রগণ তাহা আমি দিব ॥
মনে মনে এইরূপ করিয়ে চিন্তন।
জরাসন্ধ কহে কিছু গম্ভীর বচন ॥
শুন কহি বিপ্রগণ যাহা বাঞ্ছা চিতে।
অভিমত মাগ ভিক্ষা কাতর না দিতে ॥
যাহা চাবে তাহা পাবে জানিবে নিশ্চয়।
আমার বচন কভু অন্যথা না হয় ॥
জরাসন্ধ বাক্যে তবে কহে ভগবান।
যুদ্ধ ভিক্ষা মাগি মোরা শুন মতিমান ॥
জরাসন্ধ কহে তবে কে বট তোমরা।
সত্য করি মম স্থানে কহ দ্বিজ ত্বরা ॥
তবে নারায়ণ কহে শুন নরবর।
অন্য ভিক্ষা নাহি চাহি নিকটে তোমার ॥
দেখিতেছ মম সঙ্গে এই দুইজন।
ভীমার্জ্জুন হয় এই পাণ্ডুর নন্দন ॥
বসুদেব পুত্র আমি কৃষ্ণ নাম হয়।
আমারে বিশেষ তুমি জান মহাশয় ॥
তব পূর্ব্ব শত্রু আমি নিশ্চয় জানিবে।
এক্ষণে এ ভিক্ষা মত দান দিতে হবে ॥
এত শুনি জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল।
কৃষ্ণ প্রতি নরবর সরোষে কহিল ॥
মম ভয়ে সাগরেতে কর সদা বাস।
কি সাহসে এলে পুনঃ আমার আবাস ॥
ভয়াতুর জন সহ যুদ্ধ যুক্তি নয়।
কতবার পলাইলে যুদ্ধের সময় ॥
এই যে অর্জ্জুন আমি করি দরশন।
অতি ক্ষুদ্র হয় যেন বালক মতন ॥
যুদ্ধ কভু না করিব ইহার সহিত।
ভীম মম সম বটে হয় কথঞ্চিত ॥
অতএব ভীম সঙ্গে করিব সমর।
এত শুনি নারায়ণ হরিষ অন্তর ॥
তবে জরাসন্ধ অতি আনন্দ বিধানে।
পুরী হতে বাহির হইল সেইক্ষণে ॥

যুদ্ধভূমে সকলেতে করিল গমন।
এক গদা ভীমে দিল নৃপতি তখন ॥
আপনি লইল এক গদা মহাকায়।
গদা হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
রণস্থলে দুই বীর করে আস্ফালন।
যেন দুই মত্ত হস্তী করিছে ভ্রমণ ॥
মণ্ডলী করিয়ে দোঁহে ঘন পাক দেয়।
গদা হাতে দুই বীর ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
রণস্থলে দুইজনে মহাযুদ্ধ করে।
পৃথিবী কম্পিত হয় বীর পদভরে ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে দুইজন করিল আঘাত।
ভয়ঙ্কর শব্দ যেন অশনি নিপাত ॥
হাতে হাতে বুকে বুকে করে আস্ফালন।
ভীম জরাসন্ধ যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
মহা গদা হাতে দোঁহে করিছে প্রহার।
উঠিছে তাহাতে অগ্নি অতি ঘোরতর ॥
বিপরীত যুদ্ধ করে কেহ নহে স্থির।
সর্ব্বাঙ্গ বহিছে দোঁহার পড়িছে রুধির ॥
কিংশুক বৃক্ষের মত শোভিত হইল।
সুরাসুর দরশনে অন্তরে কাঁপিল ॥
যুঝিতে যুঝিতে হয় ক্রোধিত অন্তর।
মহাশব্দে কাঁপে ধরা করি থর থর ॥
রণস্থলে বড় বড় বৃক্ষ যত ছিল।
দুজনার পদভরে চূর্ণিত হইল ॥
যেন দুই মত্ত গজ করে মহা রণ।
ক্রোধে দুই বীর অঙ্গ হ'তেছে কম্পন ॥
কিল চড় লাথি দোঁহে করিছে আঘাত।
তার শব্দে লোকে স্তব্ধ যেন বজ্রপাত ॥
এইরূপে মহাযুদ্ধ হয় দুই জনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনে ॥
দেবগণ মনে মনে প্রমাদ গণিল।
তবে কৃষ্ণ রিপু বধে উপায় চিন্তিল ॥
জরাসন্ধ জন্ম কথা মনেতে হইল।
দুই অঙ্গ অর্দ্ধ অর্দ্ধ তাহার আছিল ॥
সেই দুই অঙ্গ আনি জরা জোড়া দিল।
তাহাতেই জরাপুত্র সকলে কহিল ॥
জরা হ'তে জোড়া তাই জরাসন্ধ নাম।
ছলে ভীমে জানাইল দেব ভগবান ॥
তবে কৃষ্ণ বেনাপাত ল'য়ে ত্বরা হাতে।
চিরিয়া ফেলায় তাহা ভীমের সাক্ষাতে ॥
এরূপ সঙ্কেত হরি ভীমেরে কহিল।
দরশনে ভীম মনে স্মরণ হইল ॥
তবে ভীম মহাক্রোধে জরাসন্ধে ধরি।
বলেতে ফেলিল তাহে ভূমির উপরি ॥
এক পদ নিজ পদে করিয়ে ধারণ।
আর পদ দুই হাতে ধরিয়া তখন ॥
টান দিয়ে ফেলে চিরে বীর বৃকোদর।
বৃক্ষ শাখা চিরে যথা মত্ত করীবর ॥
এইরূপে জরাসন্ধে চিরিয়া ফেলিল।
দুইদিকে দুই অঙ্গ পৃথক করিল ॥
রণস্থলে জরাসন্ধ হইল পতন।
হাহাকর শব্দে কান্দে যতেক স্বগণ ॥
তবু ভীম মহাক্রোধে করিছে ঘাতন।
শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া তারে করেন সান্ত্বন ॥
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
আলিঙ্গন করে হরি আনন্দ অন্তরে ॥
সহদেব নামে ছিল রাজার নন্দন।
মগধের রাজা তারে করে নারায়ণ ॥
পরে যত বন্দী ছিল মহারাজগণ।
সবাকার করে হরি বন্ধন মোচন ॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
জরাসন্ধ কারাগারে যত রাজগণ ॥
বিংশতি সহস্র অষ্টশত সংখ্যা হয়।
বন্ধন করিয়া রাখে যুদ্ধ করি জয় ॥
যেই মাত্র জরাসন্ধ নিধন হইল।
গিরিশ্রেণী হ'তে সবে বাহিরে আইল ॥
মলিন বদন সবে মলিন বসন।
ক্ষীণতনু ক্ষুধায় আকুল সর্ব্বজন ॥

বন্ধন যাতনা হেতু সকলে কাতর।
কৃষ্ণরূপ হেরি সবে আনন্দ অন্তর॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপ করে দরশন।
পদ্মযোনি জিনি সেই অরুণ লোচন॥
পীতবস্ত্র পরিহিত চতুর্ভুজধারী।
প্রসন্ন বদন কিবা মুকুন্দ মুরারি॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর।
কিবা সুললিত গণ্ড পরম সুন্দর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
কুণ্ডল শোভিত কর্ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ বনমালা গলে।
হেরিয়া মোহনরূপ ভাসে নেত্রজলে॥
কৃষ্ণ দরশন করি যত নৃপগণ।
ভূমিতলে পড়ে করে চরণ বন্দন॥
চরণ উপরে সবে মস্তক রাখিল।
আনন্দ-সলিলে সবে নিমগ্ন হইল॥
বন্ধন যন্ত্রণা যত অন্তর্হিত হয়।
হৃষ্টমনে রাজগণে স্তুতি বাণী কয়॥
করযোড়ে কৃষ্ণপদে পড়িল তখন।
করিল কৃষ্ণের আগে বিবিধ স্তবন॥
নমো নমঃ নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
দীননাথ দীনবন্ধু জগতের পতি॥
দরিদ্রের দুঃখ হর দেব নারায়ণ।
নমো নমঃ জনার্দ্দন দুর্গতি ভঞ্জন॥
নমো নমঃ নারায়ণ দৈত্য বিনাশন।
জরাসন্ধ মহাসুরে করিলে নিধন॥
দুর্জ্জনের শাস্তিদাতা শ্রীমধুসূদন।
তব কৃপাবলে মোরা হইনু মোচন॥
দয়া করি দয়াময় সবে উদ্ধারিলে।
মহা দৈত্য মগধেরে নিপাত করিলে॥
মায়াময় তব মায়া কে পারে বুঝিতে।
ধরণীতে অবতার মানব মোহিতে॥
বিষম বিষয় বিষে সকলে মগন।
মিথ্যা আশা বশে যথা আছে বীরগণ॥
মরীচিকা দরশনে যথা মৃগচয়।
জালে বদ্ধ হয় সবে জানি জলাশয়॥
সেইরূপ মহারাজ জরাসন্ধ রায়।
মায়াবলে রাজ্যধন সব হরি লয়॥
আমাদের বন্দী করি রাখে কারাগারে।
দর্পহারী দর্পচূর্ণ করিলা তাহারে॥
তুমি পূর্ণ ভগবান হরি কৃপাময়।
বৃথা রাজ্য ধন সব জানি দয়াময়॥
বিষম বিষয় বিষে নাহি প্রয়োজন।
এখনি ও পদে হরি লইনু শরণ॥
তব নাম গুণ সদা কীর্ত্তন করিব।
তব পদে অবিরত পড়িয়ে রহিব॥
জয় জয় পরমাত্মা তুমি হে শ্রীহরি।
ওহে বসুদেব সুত মুকুন্দ মুরারি॥
নমো নমঃ মহাকায় দারিদ্র ভঞ্জন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ রাধিকারমণ॥
অধম জনের গতি পতিত উদ্ধার।
কে জানে তোমারে প্রভু কৃপার সাগর॥
নৃপ যত এইমত বহু স্তুতি কৈল।
তবে হরি সবাকার বন্ধন খুলিল॥
রাজগণ (১) প্রতি কৃষ্ণ বলিল বচন।
আজ হ'তে মম ভক্ত হৈলে সর্ব্বজন॥
আমার চরণ পূজা কর নিরন্তর।
মম বাক্য শুন এই যত নৃপবর॥
বিষয়ে উন্মত্ত যত জগতের জন।
না করে তাহারা কভু আমার ভজন॥
দেখ যত নৃপগণ বিষয় ভোগে মাতি।
অশ্রদ্ধা করিল তারা সবে মম প্রতি॥
ধনমদে একেবারে উন্মত্ত হইল।
মোরে না ভজিয়া তাদের কি দশা ঘটিল॥
রাজ্যধন একেবারে সব হ'ল হত।
বিপাকে পড়িল সবে চিরদিন মত॥

১। হৈহয়, নহুষ, নরক, বারণ, এই সব অনেক রাজাগণ।

অতএব সবে মেলি কর এক কর্ম্ম।
আমারে ভজিবে সবে করি যজ্ঞ ধর্ম্ম॥
নিজধর্ম্মে প্রজাগণে করিবে পালন।
ধর্ম্মমতে কর সবে রাজ্যের শাসন॥
চরমে পরম গতি সকলে লভিবে।
নিশ্চয় সকলে মম শ্রীচরণ পাবে॥
আমারে সেবিতে যদি সদা কর মন।
দুঃখ না পাইবে কভু কহিনু এখন॥
একান্ত হইয়ে সদা আমারে সেবিবে।
অন্তিমে আমারে সবে নিশ্চয় পাইবে॥
এত কহি নারায়ণ যত রাজগণে।
সান্ত্বনা করিল সবে বিবিধ বিধানে॥
জরাসন্ধ পুত্র স্থানে করায়ে সম্মান।
রাজযোগ্য বস্ত্র সব করিল প্রদান॥
নানা রত্ন অলঙ্কারে সবারে সাজায়।
নানাবিধ খাদ্য সবে ভোজন করায়॥
এইরূপে কৃষ্ণদত্ত সম্মান লভিল।
বন্ধন যাতনা মনে কিছু না রহিল॥
ক্লেশ অন্তে নৃপগণ আনন্দিত মন।
প্রাবৃটের শেষে যথা চন্দ্রমা দর্শন॥
পরে হরি রাজাগণে বিবিধ যতনে।
ভূষিত করিল নানা রত্ন আভরণে॥
পরে দিব্য বিমানেতে চড়িয়া তখন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে বিনয় বচন॥
নিজ নিজ দেশে সবে পাঠাইয়া দিল।
তবে যত নৃপগণ আনন্দে চলিল॥
কৃষ্ণ হস্তে সকলেতে মুক্তিলাভ করি।
কৃষ্ণগুণ গান করে দিবস শর্ব্বরী॥
গাইয়ে হরির গুণ গমন সবার।
বলে হরি কৃপা করি করিল উদ্ধার॥
এত কহি রাজগণ করিল গমন।
হেথা ইন্দ্রপ্রস্থে যায় দেব নারায়ণ॥
ভীমার্জ্জুন সহ যায় হস্তিনানগর।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির আনন্দ অন্তর॥
রণজয় শঙ্খনাদ অমনি বাজিল।
ইন্দ্রপ্রস্থবাসী শুনি আনন্দে ভাসিল॥
সকলে আনন্দ চিত্তে সভায় আসিল।
জরাসন্ধ বধ শুনি আনন্দিত হৈল॥
যুধিষ্ঠির প্রেমরসে বিগলিত হয়।
প্রেমরসে আঁখি পূর্ণ বক্ষ ভেসে যায়॥
ভাগবতে হরিকথা করিলে শ্রবণ।
দাস ভাষে মোক্ষপদ পায় সেই জন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে জরাসন্ধ বধ সমাপ্ত।

অথ শিশুপাল বধ।

তদন্তর নৃপবর কহে মুনিবরে।
কহ সে অপূর্ব্ব কথা দয়া করি মোরে॥
পরে কি হইল তথা কহ বিস্তারিয়া।
শ্রবণে শীতল হোক আমার এ হিয়া॥
মুনি বলে কহি শুন ওহে নররায়।
জরাসন্ধ বিনাশিয়া হরি দয়াময়॥
ইন্দ্রপ্রস্থে আইলেন সহ ভীমার্জ্জুন।
শ্রবণে আনন্দ চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
প্রেমে গদগদ হ'য়ে কহে ধীরে ধীরে।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণে কহে তদন্তরে॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে নারায়ণ।
ত্রিলোকের নাথ হরি বিপদ-ভঞ্জন॥
সকলের গুরু তুমি সকলের সার।
তব অনুগত যেন থাকি অনিবার॥
কত ভাগ্যফলে আমি পাইনু তোমায়।
ভবের যন্ত্রণা দূর তোমার কৃপায়॥
অতএব এই বর দেহ নারায়ণ।
আত্ম-গরিমা যেন না হয় কখন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির নীরবে রহিল।
প্রবোধ বাক্যেতে হরি সান্ত্বনা করিল॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে কহে দামোদর।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ বড়ই দুষ্কর॥

সভার সাক্ষাতে কর ব্রাহ্মণ বরণ।
কৃষ্ণের বচনে পার্থ চলিল তখন ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি বীর ধনঞ্জয়।
একে একে দ্বিজগণে সাদরে বসায় ॥
গৌতম সুমন্ত্র ভরদ্বাজ দ্বৈপায়ন।
অসিত বশিষ্ঠ কণ্ব মৈত্রেয় চ্যবন ॥
কামদেব বিশ্বামিত্র সুরথ সুমতি।
পৈল পরাশর আর গর্গ মহামতি ॥
অথর্ব্ব কশ্যপ ধৌম্য ও বৈশম্পায়ন।
ভার্গব পরশুরাম আর যত জন ॥
এইরূপে দ্বিজগণে বরণ করিল।
নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ আসিতে লাগিল ॥
বীতিহোত্র মধুমন্দ বীরসেন রায়।
নিমন্ত্রিত মহাযজ্ঞে সকলেতে ধায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
দুর্য্যোধন শত ভাই বিদুর সুমতি ॥
আর যত দ্বিজ বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরগণ।
হেরিতে সে মহাযজ্ঞ করিল গমন ॥
পৃথিবীর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী যত।
নিমন্ত্রিত হ'য়ে যজ্ঞে আসে শত শত ॥
অসংখ্য আইল যজ্ঞে যত রাজগণ।
সমাদরে সবাকারে করে সম্ভাষণ ॥
পরে শুন পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কাহিনী।
যজ্ঞভূমি চাষ করে যত দ্বিজমণি ॥
সুবর্ণ লাঙ্গলে চষে নিয়ম করিয়ে।
দীক্ষা করাইল পরে ধর্ম্মের তনয়ে ॥
যজ্ঞের নিয়ম যাহা সকলি করিল।
রাশি রাশি স্বর্ণ দ্রব্য উপস্থিত কৈল ॥
বরুণ করিল পূর্ব্বে এ যজ্ঞ সাধন।
ততোধিক এই যজ্ঞে দ্রব্য আয়োজন ॥
যজ্ঞ দরশনে যত সুরগণ এল।
শচীসহ শচীনাথ আসে দিক্‌পাল ॥
রুদ্রদেব আইলেন আর সৃষ্টিপতি।
আইল গন্ধর্ব্ব যত আনন্দিত মতি ॥
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী আইল যে কত।
নাগগণ যক্ষ রক্ষ রাক্ষসাদি কত ॥
আইল কিন্নর যত সংখ্যা নাহি তার।
সেনাসহ নৃপগণ আইল বহুতর ॥
নিজ নিজ নারীসহ যত নরেশ্বর।
আইলেন মহাযজ্ঞে আনন্দ অন্তর ॥
যুধিষ্ঠির নরবর অতীব আদরে।
সম্মানে তুষিল সবে বিবিধ প্রকারে ॥
থাকিবারে দিল সবে উপযুক্ত স্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সব করিল প্রদান ॥
এইরূপে সবাকারে সম্মান করিল।
তবে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে ব্রতী হৈল ॥
মহা তেজবন্ত সেই যত মহামুনি।
মহারাজে ব্রতী তবে করেন আপনি ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি বিধিমত।
যজ্ঞে ব্রতী হয় রাজা কৃষ্ণ আজ্ঞামত ॥
তবে ধর্ম্মসুত অগ্রে ব্রাহ্মণে বরিল।
যথাবিধি সবাকারে অর্ঘ্য আদি দিল ॥
পূজা-ডালি হস্তে করি সহদেব বীর।
উচ্চৈঃস্বরে সভামধ্যে কহে অতি ধীর ॥
শুন বাক্য স্থিরভাবে যত সভাজন।
বিনয়েতে আমি এক করি নিবেদন ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় এই দেব যদুপতি।
অগ্রে পূজিবার হয় ইহারে যুকতি ॥
সাক্ষাতে বসিয়া দেখ দেব নারায়ণ।
শ্রেষ্ঠদেব সভামধ্যে জানে সর্ব্বজন ॥
এই বিশ্ব আত্মারূপে যাঁহার হৃদয়।
যজ্ঞের কারণে জিনি এ জগতময় ॥
মন্ত্র আদি কার্য্য যত স্বরূপ যাঁহার।
যাঁহা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি হ'য়েছে সংহার ॥
সকল ধর্ম্মের সার হয় এই জন।
কর্ম্মের আশ্রয় হয় সকল লক্ষণ ॥
এই মহাজনে সর্ব্ব করিবে অর্পণ।
কৃষ্ণ তুষ্ট হ'লে তুষ্ট জগতের জন ॥

ইহারে পূজিলে সবাকার পূজা হয়।
এই হেতু অগ্রে পূজা কৃষ্ণের নিশ্চয় ॥
এত কহি সহদেব নির্ব্বাক হইল।
সভাজন শুনি বাণী প্রশংসা করিল ॥
সাধু সাধু বলি সবে আনন্দ বিধান।
কৃষ্ণেরে পূজিতে হবে কহিল তখন ॥
জগত সম্পদ হরি তাঁহারে পূজিবে।
এ হ'তে কি অন্য কথা কে আর কহিবে ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
পুলকে কৃষ্ণের পদ করেন পূজন ॥
পূজা শেষ করি হরি পদ প্রক্ষালন।
যুধিষ্ঠির নিজ শিরে করিল ধারণ ॥
ভ্রাতৃগণ সহ আর আত্মীয় সকলে।
পাদোদক মস্তকে ধরিল কুতুহলে ॥
তবে পট্ট পীতবাস শ্রীকৃষ্ণে পরায়।
কত রত্ন মণি আনি দিল কৃষ্ণ গায় ॥
হরি পদ পূজি ধর্ম্ম মুখ নিরীক্ষয়।
প্রেমেতে নয়ন ধারা বরষিত হয় ॥
তদন্তরে সভাজন কৃতাঞ্জলি করি।
নমো কৃষ্ণ বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি ॥
ইহা ভাবি নতি করে যুগল চরণে।
কুসুম বরিষে শিরে যত সভাজনে ॥
পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কথন।
শিশুপাল তবে দামুঘোষের নন্দন ॥
কৃষ্ণদ্বেষী হয় সেই কৃষ্ণ নিন্দা করে।
কৃষ্ণগুণ শুনি ক্রোধে জ্বলিল অন্তরে ॥
সক্রোধে অমনি তথা উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই হস্ত তুলি ক্রোধে কম্পিত হৃদয় ॥
কহে শুন সভাজন বচন আমার।
উচ্চৈঃস্বরে কহে তথা নির্ভয় অন্তর ॥
কহে শুন সর্ব্বজন কহি এক কথা।
এ সভায় লাগিল অন্তরে বড় ব্যথা ॥
এ সভায় সবাকার বুদ্ধি নাশ হৈল।
বালক বচনে বৃদ্ধ জ্ঞান হারাইল ॥
সহদেব শিশুমতি বাক্য শুনি তার।
সভায় বলিল কৃষ্ণ সকলের সার ॥
সকলের অগ্রেতে সে কৃষ্ণেরে পূজিল।
দেব মুনি ঋষি যত পড়িয়া রহিল ॥
বিদ্যাধর আদি করি যত তপোধন।
মহান্ত গন্ধর্ব্ব কত পুরবাসীজন ॥
এ সবার অগ্রে পূজ্য গোপসুত হয়।
কুলের অধম সেই হীনমতি তায় ॥
শুন কহি সভাজন বচন আমার।
বায়সের যজ্ঞ ঘৃতে কিবা অধিকার ॥
কুলধর্ম্ম আদি ক'রে কোন গুণ নাই।
স্বধর্ম্ম হীন বেটা ধর্ম্মের বালাই ॥
অতএব পূজা যোগ্য নহে কদাচন।
সেই হেতু শাপ দিল যযাতি রাজন ॥
সে কারণে যদুকুলে রাজা না হইল।
কুলের কলঙ্ক জানি তাই শাপ দিল ॥
দেখ না ইহার কর্ম্ম যত কদাচার।
ছাড়ি লোকালয় বাস সাগর মাঝার ॥
মথুরায় গোপগৃহে গোপ অন্ন খায়।
গোপ সঙ্গে বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
গোপ বালকের সহ চরায় গোধন।
কৌশলেতে কংসরাজে করিল নিধন ॥
শিশুপাল এইরূপে কটুভাষে কত।
না করে উত্তর হরি ভর্ৎসিল সে যত ॥
শিবা রবে নাহি টলে কেশরী যেমন।
সেইরূপ স্থির রহে দেব নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ নিন্দা কথা শুনি সভাজন সবে।
নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া ঢাকিলেন তবে ॥
তথা হ'তে বহুলোক করে পলায়ন।
কৃষ্ণ নিন্দা নিজ কর্ণে করিয়ে শ্রবণ ॥
অন্তরে পাইয়া ব্যথা করে মনস্তাপ।
ক্রোধ করি শিশুপালে দিল অভিশাপ ॥
শুন কহি নৃপবর বেদের বচন।
ঈশ্বরের নিন্দা যেই করয়ে শ্রবণ ॥

পূর্ব্ব কৃত পুণ্যরাশি তাহে হয় ক্ষয়।
নরকে নিবাস তার জানিবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ নিন্দা শুনি তবে পাণ্ডবের দল।
আর যত ছিল তথা ভূপতি সকল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত সবে আরক্তলোচন।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি দাঁড়ায় তখন ॥
সকলে উদ্যত তার বধিতে জীবন।
নির্দ্দয় হইয়া বহু করয়ে ভর্ৎসন ॥
অসিচর্ম্ম হস্তে বীর উঠে দাঁড়াইল।
দরশনে নারায়ণে ক্রোধ উপজিল ॥
পাণ্ডুপুত্রগণে হরি নিবারণ করে।
মহাক্রোধে ধরে সুদর্শন চক্র করে ॥
সভামাঝে শিশুপাল কাটিল তখন।
দেহ হ'তে মুণ্ড হ'লো ভূমিতে পতন ॥
মহা কোলাহল রবে গগন ভেদিল।
শিশুপাল চর যত সবে পলাইল ॥
তবে মহাতেজ এক শিশুপাল হ'তে।
নিঃসরি মিশায় তাহা হরির অঙ্গেতে ॥
এইরূপে শিশুপাল (১) হইল নিধন।
যেন শূন্য হ'তে হয় নক্ষত্র পতন ॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী।
তিন জন্মে মুক্তি তারে দিল যদুমণি ॥
শক্র ভাবি শিশুপাল মুক্তিপদ পায়।
যে ভাবে যে ভাবে কৃষ্ণ সেই ভাবে পায় ॥
তদন্তর যুধিষ্ঠির যজ্ঞ অগ্নি জ্বালি।
সমাপন করে যজ্ঞ মহা কুতূহলি ॥
যজ্ঞ শেষে ধর্ম্মসুত যত দ্বিজগণে।
মহা যত্নে তুষিলেন বহু ধন দানে ॥
রত্ন আদি ধেনু দান অসংখ্য করিল।
সর্ব্বজনে বিধিমতে আপনি পূজিল ॥
এইরূপে নারায়ণ মানব আগারে।
অবনীর ভার হরি বিনাশ যে করে ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি আনন্দ হইল।
কিছুদিন নারায়ণ তথায় রহিল ॥
পরে ধর্ম্মপুত্র পাশে ল'য়ে অনুমতি।
নিজ পুত্র আদি সহ যান দ্বারাবতী ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
এইরূপে যজ্ঞ শেষ হৈল তদন্তর ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শেষ করি ধর্ম্মসুত।
অন্তরে হইল তার মহানন্দযুত ॥
দেব ঋষি আদি করি যত মহাজন।
প্রবোধিয়া ধর্ম্মসুতে করেন গমন ॥
দুর্য্যোধন মহাপাপী কলি অবতার।
কুরুকুল পাপ দুষ্ট কুটিল অন্তর ॥
অন্তরে তাহার বড় ঈর্ষা জনমিল।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি সহিতে নারিল ॥

১। শিশুপাল যখন মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হয়, তৎকালে তাহার চারি হস্ত হইয়াছিল। তাহাতে শিশুপালের পিতা দামুঘোষ অত্যন্ত দুঃখিতান্তকরণে উহাকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু তৎকালে এই দৈববাণী হইল যে, হে শিশুপাল জনক! তুমি কেন বৃথা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ, তোমার পুত্র মহাবলশালী হইবে। কিন্তু যাহার দর্শনে ইহার হস্তদ্বয় স্খলিত হইবে, তাহার দ্বারাই তোমার পুত্র বিনাশিত হইবে, নতুবা ইহাকে কেহই নিধন করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাতে শিশুপালের জননী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া আপনার পুত্র সকলের ক্রোড়ে দান করিলেন। পরে যখন ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে দর্শনার্থ গমন করেন, সেই সময়ে উহার হস্তদ্বয় স্খলিত হয়। তখন শিশুপালের মাতা শ্রীহরিকে অনেক বিনয় করিয়া বলেন যে বৎস! তুমি আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহাতে নারায়ণ অঙ্গীকার করেন যে আপনার বাক্য আমি লঙ্ঘন করিব না, তাহাতেই শিশুপাল সভামধ্যে কৃষ্ণকে অগ্রে গালি বর্ষণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব অঙ্গীকার হেতু শ্রীহরি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। এই হেতু শিশুপালের দর্প প্রকাশ হইয়াছিল।

সংসারের সার হরি জগত ঈশ্বর।
যেই ভাবে একমনে তাঁরে নিরন্তর॥
সেইজন সর্ব্বপাপে মুক্তিপদ পায়।
বৈকুণ্ঠে গমন তাঁর জানিবে নিশ্চয়॥
ভাগবত হরিকথা অতি সুধাময়।
যেইজন পাঠ করে মুক্তিপদ পায়॥
শ্রবণ করিলে তার পাপ দূর হয়।
দাস ভাবে হরিপদে যেন মতি রয়॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শিশুপাল নিধন সমাপ্ত।

অথ দুর্য্যোধনের অভিমান ভঙ্গ।

তদন্তর নরবর কহে মুনিবরে।
কহ সে অপূর্ব্ব কথা শুনি অতঃপরে॥
পাণ্ডবেরা রাজসূয় মহাযজ্ঞ কৈল।
দেব ঋষিগণে দেখি মহাতুষ্ট হৈল॥
যজ্ঞ দরশনে কেন রাজা দুর্য্যোধন।
কি লাগি হইল তার বিষাদিত মন॥
কি কারণে তার মনে দুঃখের উদয়।
মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
পরম ধার্ম্মিক সব পাণ্ডুপুত্রগণ।
দুর্য্যোধন অসন্তোষ কিসের কারণ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
শুকদেব কহে তবে শুন নরেশ্বর॥
তব পিতামহগণ যজ্ঞ আরম্ভিল।
এক এক কর্ম্মে সবে নিযুক্ত করিল॥
বান্ধব সেবাতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনশালার কর্ত্তা পবন তনয়॥
আর ব্যয় কার্য্যে তবে রহে কুরুপতি।
সহদেব পূজাদি কার্য্যেতে রহে ব্রতী॥
নকুল রহিল যত দ্রব্য আয়োজনে।
শ্রীকৃষ্ণ রহেন দ্বিজ পাদ প্রক্ষালনে॥
পরিচর্য্যা কার্য্যে রহে দ্রুপদ-নন্দিনী।
দান আদি কার্য্য করে কর্ণ মহাগুণী॥
বিদুর বাহ্লীক ও বিকর্ণ যুযুধান।
নানা কার্য্যেতে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ॥
এইরূপে দেবঋষি আর বন্ধু যত।
যজ্ঞ সমাপন করে তবে ধর্ম্মসুত॥
দানাদি কার্য্য রাজা করি বিধিমত।
সন্তুষ্ট করিল দীনজনে অবিরত॥
শিশুপাল কৃষ্ণপদে মোক্ষপদ পায়।
এইরূপে রাজসূয় সমাপন হয়॥
অনন্তর নরবর শুনহ কাহিনী।
গঙ্গাস্নান করিলেন ধর্ম্ম নরমণি॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য মঙ্গল মাদল।
সপ্তসরা বীণা বাঁশী শুনিতে রসাল॥
কত বাদ্য মনোহর বাজে ঘন ঘন।
নাচিছে নর্ত্তকী কত কে করে গণন॥
গাইল গায়ক কত গীত মনোহর।
শ্রবণে সবার হয় হরিষ অন্তর॥
পতাকা শোভিত রথ কত চিত্র তায়।
হস্তী ঘোড়া চারিদিকে লাখে লাখে ধায়।
অগণন সেনাগণ সকলে সজ্জিত।
আস্ফালনে সকলেতে সবে সালঙ্কৃত॥
বেদ পাঠ করে যত মুনি ঋষিগণ।
দেবগণ সকলেতে আনন্দে মগন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত সহর্ষ অন্তর।
রাশি রাশি পুষ্প বর্ষে পাণ্ডব উপর॥
দাস দাসিগণ সবে হ'য়ে আনন্দিত।
পট্টবস্ত্র পরে তারা হ'য়ে অলঙ্কৃত॥
বেশ ভূষা করি তারা আনন্দে মাতিল।
অগুরু চন্দন সবে অঙ্গেতে মাখিল॥
তৈল হরিদ্রা আদি করিয়া লেপন।
কুতূহলে গঙ্গাজলে করে সন্তরণ॥
আর যত নারীগণ হরিষ অন্তরে।
বিহার করয়ে তারা জলের ভিতরে॥
যাদব রমণী যত প্রসন্ন বদনে।
অলঙ্কারে সুশোভিত যত বরাননে॥

দিব্যাম্বর পরিহিত দেখিতে সুন্দর।
দিব্য মালা দোলে গলে শোভা মনোহর॥
এইমত স্নান করি সবে গঙ্গানীরে।
মহানন্দে সকলেতে দান আদি করে॥
ধর্ম্মরাজ স্নান করি কৃষ্ণের সহিত।
অন্তরেতে মহারাজ পাইল পিরীত॥
দেব ঋষি আদি করি যত যত জন।
মহানন্দে সবে করে পুষ্প বরিষণ॥
তবে ধর্ম্ম মহামতি সানন্দিত মনে।
রত্ন আদি ধন দিয়ে তোষে দ্বিজগণে॥
আর যত পুরবাসী আত্মীয় স্বজন।
একে একে সবাকারে করিল পূজন॥
নর নারী আদি করি যত যত জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অগণন॥
রাজসূয় যজ্ঞে সবে হ'য়ে নিমন্ত্রিত।
সকলে আসিল তথা পায় বড় প্রীত॥
দেবগণ ঋষিগণ লোকপাল যত।
মহা যজ্ঞে আইল যে হ'য়ে নিমন্ত্রিত॥
পূজা পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে গমন করিল।
প্রশংসা করিয়া সবে নিজ ঘরে গেল॥
জগতে ঘুষিল যশ ধর্ম্মের নন্দনে।
তবে ধর্ম্মপুত্র সেই ল'য়ে বন্ধুগণে॥
প্রেমে পরিপূর্ণ রাজা সবে সম্ভাষয়।
কৃষ্ণের গমন হেতু দুঃখিত হৃদয়॥
কৃষ্ণ করে ধরি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কহে কৃষ্ণ তুমি যাবে দ্বারকাভুবন॥
কেমনে রহিব মোরা সহিয়া যাতনা।
তোমার বিরহে প্রাণ কখন রবে না॥
শুনি বাণী যদুমণি সদয় হইল।
আর কিছুদিন হরি তথায় রহিল॥
শাম্ব আদি করি যত যাদব-নন্দনে।
সবাকারে পাঠাইল আপন ভবনে॥
আপনি রহিল তথা দেব দামোদর।
পাইল পরম প্রীতি ধর্ম্ম নরবর॥

সুখের সলিলে মগ্ন পাণ্ডুর নন্দন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সমাপন॥
অভিমানে ম্লান অতি রাজা দুর্য্যোধন।
মহাযজ্ঞ রাজসূয় করি দরশন॥
ঐশ্বর্য্য বাড়িল যত পাণ্ডুর তনয়ে।
সুরপতি জিনি সুখ সম্পদ বাড়য়ে॥
কত সুখী মহাদেবী দ্রুপদ দুহিতা।
কৃষ্ণের মহিষী যত সবে হর্ষযুতা॥
কৃষ্ণ পত্নিগণে সবে করি দরশন।
দেব সম যুধিষ্ঠিরে হেরে দুর্য্যোধন॥
ঈর্ষানলে জ্বলে তনু স্থির নয় মতি।
খলের চরিত্র এই শুন মহামতি॥
জগতে যে জন খল জানিবে নিশ্চয়।
পরশ্রী কাতর সেই দুষ্টদুরাশয়॥
পরের ঐশ্বর্য্য সেই বিষতুল্য গণে।
যেমন অস্থির হয় বৃশ্চিক দংশনে॥
সেইমত সচঞ্চল হয় কুরুপতি।
একদিন কহি শুন ওহে নরপতি॥
সভামধ্যে আছে বসি পাণ্ডু-পুত্রগণ।
হরি সহ হাস্যরস করে আলাপন॥
মহানন্দ সকলেতে সভার ভিতর।
রত্নাসনে বসি সবে ওহে নরবর॥
স্বর্গে যথা সুরপতি সহ দেবগণ।
সেইমত বিরাজিত পাণ্ডুর নন্দন॥
ময়দানবের কৃত সভা মনোহর।
হেন শোভা নাহি হয় অবনী ভিতর॥
মায়াতে রচিত সভা স্ফটিকে নির্ম্মিত।
দুর্য্যোধন সভামাঝে হয় উপনীত॥
ভাইগণ সঙ্গে রাজা তথায় আইল।
অভিমানী কুরুপতি সদর্পে চলিল॥
সভামাঝে দুর্য্যোধন করিল গমন।
স্থল জল ভ্রম হয় শুনহ রাজন॥
বিপরীত জ্ঞান তার হইল উদয়।
বস্ত্র ভিজিবার শঙ্কা জানিল তথায়॥

এই হেতু বস্ত্র তুলে উরুর উপর।
তাহা দেখি হাস্য করে ভীম বীরবর॥
আর যত নারীগণ হাসিয়া উঠিল।
তাহা দেখি দামোদর নিবারণ কৈল॥
কেহ কিছু নাহি বলে কৃষ্ণের বচনে।
কুরুপতি লজ্জা অতি পাইলেন মনে॥
অধোমুখে মৌনভাবে রহে দুর্য্যোধন।
কোপে অঙ্গ জ্বলে তার যেন হুতাশন॥
এইরূপে মহালজ্জা পাইল সভাতে।
পরেতে গমন করে হস্তিনাপুরেতে॥
বাড়িল বিষম ঈর্ষা পাণ্ডব উপরে।
কহিব তাহার তত্ত্ব এক্ষণে তোমারে॥
মোরে জিজ্ঞাসিল রাজা যাহার কারণ।
মহা খল হয় সেই রাজা দুর্য্যোধন॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সমান।
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে পুণ্যবান॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দুর্য্যোধন অভিমান ভঙ্গ সমাপ্ত।

অথ শাল্ব বধ।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র হয় অদ্ভুত ভারতী॥
অপরে শুনহ রাজা কথা পুরাতন।
সৌভপতি শাল্ব নৃপ করেন নিধন॥
শিশুপাল সখা সেই শাল্ব নরবর।
মহা পরাক্রম ধরে জগৎ ভিতর॥
রুক্মিণী বিবাহ কালে যখন আইল।
যদু-সেনাগণ হ'তে অপমান হৈল॥
জরাসন্ধ নরপতি সাক্ষাতে তখন।
মহাক্রোধে কহে শাল্ব প্রতিজ্ঞা বচন॥
সভামাঝে কহে শাল্ব করি অঙ্গীকার।
নিজবলে যদুগণ করিব সংহার॥
পৃথিবীতে যাদবের নাম না রাখিব।
অ-যাদবা এই ধরা নিশ্চয় করিব॥
তবে শাল্ব নাম আমি ধরিব জগতে।
আমার পৌরুষ তবে হবে বিধিমতে॥
এত বলি শঙ্করের তপস্যা করিল।
মহাক্লেশে মহেশ্বরে সাধিতে লাগিল॥
অনাহারে রাত্রদিন ভাবে মহেশ্বরে।
এইরূপে মহাতপ করে সম্বৎসরে॥
তবে আশুতোষ অতি সন্তুষ্ট হইল।
তুষ্ট হ'য়ে ত্রিলোচন নিকটে আইল॥
শিবে দেখি শাল্ব নৃপ করিল প্রণতি।
করযোড়ে শাল্ব কত করিলেন স্তুতি॥
সন্তুষ্ট হইল তবে দেব ত্রিলোচন।
শাল্বরাজে ডাকি দেব কহিল তখন॥
আমার বচন এবে শুন নরবর।
সন্তুষ্ট হইনু আমি মাগ কিছু বর॥
শিবের বচনে শাল্ব কহিতে লাগিল।
মোর প্রতি যদি কৃপা একান্ত হইল॥
তবে কৃপা করি মোরে দেহ এই বর।
যক্ষ রক্ষ নাগ আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
দেবতা অসুর আর যত দিক্‌পাল।
বধ না করিতে মোরে পারে চিরকাল॥
কামগতি রথ এক দেহ পশুপতি।
পবন সমান যেন হয় তার গতি॥
তাহা শুনি পশুপতি অতি শীঘ্র করে।
মায়ারথ দিল তারে আনন্দ অন্তরে॥
মূঢ়মতি নরবরে কাম যান দিল।
মনোমত বর পেয়ে আনন্দিত হৈল॥
আনন্দ অন্তরে নৃপ করিল গমন।
অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ লইয়ে তখন॥
কৃষ্ণ বৈরী মনে মনে জাগিছে তাহার।
কাম যানে চড়ি ধায় দ্বারকা মাঝার॥
বহু সেনা সঙ্গে করি সত্বর ধাইল।
দ্বারকার চতুর্দ্দিকে সৈন্যেতে ঘেরিল॥
দ্বাদশ যোজন পুরী ঘেরে শাল্ব বর।
চারিদিকে সেনাগণ করিছে চীৎকার॥

সেনাগণ মহারবে করে আস্ফালন।
ভাঙ্গিতে লাগিল সব পুষ্পের কানন॥
প্রাচীর ভাঙ্গিল কত বন উপবন।
উদ্যানাদি ভাঙ্গে সব আনন্দিত মন॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ কত সংখ্যা নাহি তার।
গোশালা ভাঙ্গিয়ে সবে করিছে চীৎকার॥
মহামুর্খ নরপতি নাহি কোন জ্ঞান।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে নানাস্থান॥
বড় বড় বৃক্ষ যত উপাড়ি সকলে।
দ্বারকাপুরীর মাঝে সব ল'য়ে ফেলে॥
পর্ব্বতের চূড়া কত করে বরিষণ।
মায়া বৃষ্টি হানি দেশ করিল প্লাবন॥
মায়াতে বহিল যেন মহাবাত কত।
দশদিক একেবারে হয় ধূসরিত॥
দ্বারকাপুরীর লোক করি দরশন।
মহাভয়ে ভীত তবে হয় সর্ব্বজন॥
বলে হায় একি দায় এখন ঘটিল।
ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেতে শ্রীকৃষ্ণ রহিল॥
মহাভীত হ'য়ে তবে যত প্রজাগণ।
প্রদ্যুম্ন নিকটে সবে করিল গমন॥
কহিল সকল বাক্য নিকটে তাহার।
প্রজাকুলে হেরি ভীত কৃষ্ণের কুমার॥
মহাবলী পরাক্রমী কৃষ্ণের তনয়।
পরাক্রমে কৃষ্ণ সম নির্ভয় হৃদয়॥
প্রজাগণে সেইক্ষণে অভয় করিল।
দিব্য এক রথে তবে আরোহণ কৈল॥
সঙ্গেতে চলিল যত মহারথীগণ।
দিব্য দিব্য রথে সবে করি আরোহণ॥
সাত্যকি অক্রুর আর যত ধনুর্দ্ধর।
সকলে সাজিল তবে করিতে সমর॥
রথ রথী হস্তী বাজী চলে অগণন।
মহারঙ্গে রণে যায় যত সেনাগণ॥
যদুগণ মহারঙ্গে সমরে চলিল।
শাল্ব নৃপবর সহ যুদ্ধ বাধি গেল॥

মহামত্ত যদুগণ সমরে প্রচণ্ড।
শাল্ব সেনাগণে রণে করে লণ্ডভণ্ড॥
দুইদলে ঘোরতর সমর বাধিল।
যেন দেবাসুরে যুদ্ধ সেইমত হৈল॥
শাল্ব নৃপ মায়ারথে আরোহণ করি।
প্রচণ্ড সমর করে মায়ামূর্ত্তি ধরি॥
আসুরিক মায়া যত করয়ে প্রচার।
ক্ষণেকে বিনাশ করে কৃষ্ণের কুমার॥
মহামায়া ধরে সেই রুক্মিণী তনয়।
শাল্বের মোহিনীমায়া সব বিনাশয়॥
দিনকর করে যথা নাশে অন্ধকার।
সেইমত নাশে মায়া রুক্মিণী-কুমার॥
তবে সে প্রদ্যুম্ন এড়ে অধোমুখে বাণ।
বিন্ধিল শাল্বেরে তবে করিয়া সন্ধান॥
তদন্তর মহাবলী ছাড়ে তীব্র শর।
সে বাণে সারথি তবে গেল যমঘর॥
আর এক বাণ পুনঃ করিল সন্ধান।
সেই বাণে রথ অশ্ব করে খান খান॥
আর তিন বাণ মারে সৈন্যের উপর।
সেই বাণে সৈন্য যত হয় জরজর॥
প্রদ্যুম্নের যুদ্ধে সবে বিস্ময় হইল।
ধন্য ধন্য বলি সবে প্রশংসা করিল॥
তাহা দরশনে তবে সৌভের ঈশ্বর।
যুদ্ধস্থলে করিল সে মায়ার বিস্তার॥
মহামায়া প্রকাশিয়ে করয়ে সমর।
কভু হয় এক রূপ কভু বা বিস্তর॥
দানবের মায়া যত অচিন্ত্য সে হয়।
কভু দৃশ্য রণস্থলে কভু দৃশ্য নয়॥
কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুরূপ।
কোন স্থানে থাকে কেহ না পায় স্বরূপ॥
কোথা হ'তে যুদ্ধ করে নাহি দেখা যায়।
কখন ভূতলে কভু আকাশে লুকায়॥
কখন বা গিরিশৃঙ্গে কখন সাগরে।
এইরূপে মায়াধর কত মায়া ধরে॥

যদুগণ অনুক্ষণ করিছে সন্ধান।
নানা অস্ত্র এড়ে সবে বধের কারণ॥
নানা অস্ত্র যদুগণ বরিষণ করে।
মহাবীর এক শাল্ব বাণেতে সম্বরে॥
তবে শাল্ব ক্রোধে বাণ ছাড়িল তখন।
বাণাঘাতে অস্থির হইল যদুগণ॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব ভারতী।
শাল্ব নৃপ অমাত্য দ্যুমান্ মহামতি॥
পূর্ব্ব হ'তে কোপ তার প্রদ্যুম্ন উপরে।
গদাঘাতে মহাবীর ধাইল সত্বরে॥
মহা গদা লয়ে বীর বেগেতে ধাইল।
প্রদ্যুম্ন উপরে গদা সন্ধান করিল॥
মহা ভয়ঙ্কর গদা ঘুরায়ে তখন।
প্রদ্যুম্ন উপরে দুষ্ট করিল ঘাতন॥
প্রদ্যুম্ন হৃদয়ে গদা যখন বাজিল।
গদাঘাতে মহাবীর অচেতন হৈল॥
অমনি সারথি রথ ফিরায়ে তখন।
ক্ষণপরে কৃষ্ণসুত পাইল চেতন॥
ক্রোধেতে সারথি প্রতি কটু কহে কত।
কেন রথ ফিরাইলে হয়ে ভয়যুক্ত॥
তোমা হতে হেন কর্ম্ম উপযুক্ত নয়।
ভালকর্ম্ম না করিলে তুমি দুরাশয়॥
তোমা হতে হয় আজি বিষম অযশ।
রণেতে বিমুখ বীরের না হয় পৌরুষ॥
রণস্থলে হৈল মোর লজ্জার উদয়।
তোমার দোষেতে মোর রণে ভঙ্গ হয়॥
সম্মুখ সমরে যদি যাইত জীবন।
বীর বলি জগতেতে হইত ঘোষণ॥
যে বীরের রণমাঝে হয় মৃত্যুভয়।
অন্তেতে নরক তার জানিবে নিশ্চয়॥
রণে ভঙ্গ দিয়া যেবা করে পলায়ন।
জগতে অযশ তার ঘোষে সর্ব্বজন॥
অতএব অনুচিত যে কর্ম্ম করিলে।
শত্রুপক্ষে তুমি মম অযশ রটালে॥
কত অপযশ হয় রণে ভঙ্গ দিলে।
তোমাকে সারথি তাহা জানাব কি বলে॥
রণে মম কোনমতে ভীত চিত নয়।
তোমার কারণে এই কুযশ উদয়॥
এই বাক্য শুনি তবে সারথি কহিল।
সারথির ধর্ম্ম যাহা শুন সে সকল॥
সারথি হইলে ভীত রথী রক্ষে তায়।
রথীর বিপদ হলে সারথি বাঁচায়॥
তুমি মূর্চ্ছাগত রণে করি দরশন।
তোমা ল'য়ে স্থানান্তরে করিনু গমন॥
শুনি মহাবীর সেই রুক্মিণী তনয়।
জলদ গম্ভীর স্বরে সারথিকে কয়॥
শুনহ সারথি মম বচন সত্বরে।
শত্রুর নিকটে রথ লহ শীঘ্র ক'রে॥
বীরের বচনে তবে সারথি তখন।
শত্রুপক্ষে সত্বরেতে করয়ে গমন॥
তবে প্রদ্যুম্ন বীর মহাধনু ল'য়ে।
মারিল বিংশতি বাণ সন্ধান পূরিয়ে॥
আর অষ্ট বাণে শাল্বে বিন্ধিল তখন।
চারি বাণে ক্রমে বিন্ধে রথের বাহন॥
আর এক বাণ বীর সন্ধান করিল।
সারথির মুণ্ড কাটি ভূমেতে ফেলিল॥
মুণ্ডহীন দেহে পুনঃ করিয়ে সন্ধান।
সাগরের জলে ফেলে করে খান খান॥
এইরূপ বহুদিন যুদ্ধ দোঁহে করে।
যদুগণ বলবান বিষম সমরে॥
শাল্বের সহিত যুদ্ধ এইরূপে হয়।
দুজনে সমান যোদ্ধা কেহ ন্যূন নয়॥
জয় পরাজয় তাহে কিছু না হইল।
ইন্দ্রপ্রস্থে থাকি হরি মনেতে চিন্তিল॥
অলক্ষণ সর্ব্বক্ষণ করে দরশন।
সত্বরে চলিল হরি দ্বারকা-ভবন॥
পাণ্ডব নিকটে হরি লইল বিদায়।
পুরবাসী সকলে সম্ভাষি যদুরায়॥

একে একে সবাকারে সন্তুষ্ট করিল।
মুনিগণ নিকটেতে বিদায় হইল॥
তবে ভগবান অতি চিন্তিত অন্তরে।
পত্নীগণ সঙ্গে আসে দ্বারকানগরে॥
দ্বারকা আসিয়ে হরি করে দরশন।
শত্রুগণে দ্বারকা করেছে আক্রমণ॥
শিশুপাল সখা সেই শাল্ব নরপতি।
দ্বারকাবাসীর করে বিষম দুর্গতি॥
শুনি হরি মহাক্রোধে কম্পিত হইল।
দারুকেরে তবে হরি কহিতে লাগিল॥
শুনহ দারুক এবে আমার বচন।
শীঘ্রগতি কর গতি করিবারে রণ॥
যুদ্ধস্থলে লহ রথ অতি শীঘ্রতর।
যথায় আছয়ে সেই শাল্ব নরবর॥
মহামায়াধর দুষ্ট হয় সৌভপতি।
সাবধানে কর কার্য্য ওহে মহামতি॥
তবে সে দারুক রথ চালায় তখন।
শত্রুর নিকটে যায় দেব নারায়ণ॥
কৃষ্ণ দরশনে তবে শাল্ব মহাবীর।
ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র ধরিল সুধীর॥
কৃষ্ণের উপরে শক্তি নিক্ষেপ করিল।
মহা ভয়ঙ্কর শক্তি আকাশে উঠিল॥
শক্তি মুখে রাশি রাশি ঝরিছে অনল।
দশদিক একেবারে হইল উজ্জ্বল॥
তবে কৃষ্ণ শক্তি লক্ষ্যে নিক্ষেপিল বাণ।
বাণাঘাতে মহাশক্তি হয় খান খান॥
তদন্তর দামোদর সক্রোধ অন্তরে।
ষোড়শ শায়ক এড়ে শাল্বের উপরে॥
অস্ত্রাঘাতে শাল্ব বীর জরজর হয়।
সর্ব্বাঙ্গ হইতে তার রুধির ঝরয়॥
অস্ত্রে অস্ত্রে শাল্ববীরে করে আচ্ছাদন।
যেন শত দিবাকর প্রকাশে গগন॥
বাণের প্রভায় দশদিক আলোকিত।
তবে শাল্ব মহাবীর হইল কুপিত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া করিল সন্ধান।
শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তে মারে এক বাণ॥
সেই অস্ত্রাঘাতে হস্ত অবশ হইল।
হস্তের ধনুক ভূমে খসিয়া পড়িল॥
অমনি সে চারিদিকে উঠিল চীৎকার।
দরশনে সর্ব্বজনে করে হাহাকার॥
মহাদর্পে শাল্ব নৃপ কহিল তখন।
সাবধানে রহ কৃষ্ণ আমার সদন॥
শিশুপাল ভার্য্যা তুমি করিলে হরণ।
মম হাতে প্রতিফল পাইবে এখন॥
আমার সম্মুখে থাকি যদি কর রণ।
নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন ভবন॥
তব দর্পচূর্ণ আজ মম হস্তে হবে।
আমার বিক্রম তবে বিশেষ জানিবে॥
শাল্বের বচনে কৃষ্ণ হাসিল তখন।
মৃদুভাষে কিছু তারে কহে নারায়ণ॥
ওরে মূঢ়মতি কেন কহ কটুভাষ।
এখনি যাইতে হবে শমন আবাস॥
ঐ দেখ নিকটেতে দাঁড়ায়ে শমন।
কি সাহসে কহ দুষ্ট হেন কুবচন॥
বল-বীর্য্য বাক্যে কভু নহে পরিচয়।
কার্য্যেতে হইলে তবে জানিবে নিশ্চয়॥
এত বলি মহাগদা ধরি নারায়ণ।
মহাবলে প্রহারিল শাল্বেরে তখন॥
গদার আঘাতে বীর অস্থির হইল।
রুধির বমন করি ভূমেতে পড়িল॥
ক্ষণপরে শাল্ববীর পাইল চেতন।
আকাশের মাঝে দুষ্ট হয় অদর্শন॥
ক্ষণপরে মহাবীর প্রকাশিত হয়।
দেবকীর দূতরূপে হইল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণের পাশে দূত করিয়ে রোদন।
করযোড়ে কহে শুন দেব নারায়ণ॥
শাল্ববীর তব পিতায় বান্ধিয়া আনিল।
সেই বার্ত্তা জানাইতে দেবী পাঠাইল॥

শীঘ্রগতি তব পিতা রাখ যদুরায়।
হেন বাক্য শুনি হরি বিষণ্ণ হৃদয়॥
মানুষ স্বভাব হরি মানব আকার।
মায়াতে মোহিত হরি ভাবে অনিবার॥
প্রকৃত ভাবিয়ে হরি কহিল তখন।
আমার অদৃষ্টে একি বিধি বিড়ম্বন॥
বলদেব বর্ত্তমানে হরিল পিতায়।
কাতরে কহেন এই বাক্য যদুরায়॥
হেনকালে শাল্ববীর আইল তখন।
কৃষ্ণ পিতা বসুদেবে করিয়ে বন্ধন॥
বামহাতে কেশ ধরি তথায় আনিল।
কত কটু ভাষা তাঁরে কহিতে লাগিল॥
ওরে বাসুদেব তুই বড় মূঢ়মতি।
বসুদেবে কর রক্ষা জানিব শকতি॥
তোর অগ্রে তোর বাপে করিব নিধন।
এত কহি মহাখড়্গ করিল ধারণ॥
বসুদেবে খড়্গাঘাতে ছেদন করিল।
পুনর্ব্বার আকাশেতে পলাইয়া গেল॥
দরশনে নারায়ণ সচিন্তিত মন।
যেই দেব দয়াময় মায়ার কারণ॥
অন্তর্যামী হরি সব জানিল তখন।
আসুরিক মায়া হয় এমত ঘটন॥
মায়াতে করিল কার্য্য হেন বিপরীত।
ক্ষণেকে আমাকে করে মায়াতে মোহিত॥
স্বপ্নসম দরশন করি আমি যত।
মিথ্যাময় কার্য্য আজ হইল অদ্ভুত॥
দৈত্য বধ্য নহে পিতা জানি আমি মনে।
মোহিত হইনু তব মায়ার কারণে॥
এত ভাবি রমানাথ সক্রোধ অন্তরে।
দুষ্ট দৈত্য দেখে হরি আকাশ উপরে॥
তথা হ'তে শাল্ব বাণ করে বরিষণ।
বাণে ধরা একেবারে করে আচ্ছাদন॥
পৃথিবীতে কোন বস্তু দৃষ্টি নাহি হয়।
তবে হরি ক্রোধ করি গদা হাতে লয়॥
বিষম সে মহাগদা করিল প্রহার।
নিবারণ হৈল বাণ ঘুচে অন্ধকার॥
তদন্তরে এক অস্ত্র শ্রীহরি এড়িল।
ধনুখান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল॥
আর এক অস্ত্রে শিরোমণি কাটি তার।
আকাশ হইতে পড়ে উপর ধরার॥
আকাশ হইতে পড়ি গদা হাতে নিল।
চক্রাকারে দুইজন ভ্রমিতে লাগিল॥
তবে হরি শাল্ববীরে করিতে নিধন।
ভল্ল অস্ত্র ধনুকেতে করিল যোজন॥
সমুজ্জ্বল প্রভা ধরে সেই অস্ত্রবর।
উদয় অচলে যথা উঠে দিবাকর॥
অতি ক্রোধে দামোদর মারে সেই বাণ।
কুণ্ডল সহিত মাথা হ'লো দুইখান॥
কাটিয়া পড়িল মাথা ভূমির উপর।
বৃত্রাসুরে বধে যথা দেব পুরন্দর॥
সেইরূপে শাল্ববীরে বধে নারায়ণ।
তদন্তর সৌভিবীরে নাশিল জীবন॥
গদাঘাতে সৌভপতি বিনাশ করিল।
হাহাকার রবে ধরা আচ্ছাদিত হৈল॥
আকাশেতে দেবগণ আনন্দে মগন।
কৃষ্ণের মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ॥
বাজিল স্বর্গেতে বাদ্য নাচে দেব যত।
মহানন্দে নৃত্য করে যক্ষ রক্ষ কত॥
তদন্তর দন্তবক্র নামে দুরাশয়।
সখার বিহনে হয় দুঃখিত হৃদয়॥
আইল যুঝিতে রণে সকোপ অন্তরে।
এক পদচারে দুষ্ট প্রবেশে সমরে॥
ভাগবতে হরিকথা পবিত্র কারণ।
দাস ভাষে হরষিতে শুনে সর্ব্বজন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
শাল্ব বধ সমাপ্ত।

অথ সুভ বধ।

শুকদেব কহে শুন কুরুকুল পতি।
অপরে শুনহ কহি পূর্ব্বের ভারতী॥
শাল্ববীর সমরেতে হইল নিধন।
সৌভিরের যত হৈল দুর্গতি সাধন॥
শিশুপাল পৌণ্ড্রকের যে দশা হইল।
দন্তবক্র তাতে বড় বিস্ময় মানিল॥
তবে মহাকোপে ধায় কৃষ্ণের সংহতি।
সমরে আইল দর্পে সেই মহামতি॥
গদাহাতে মহাবীর সমরে আইল।
এক পদাতিক তার সঙ্গে মাত্র ছিল॥
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীরবর।
তার পদভরে ধরা কাঁপে থর থর॥
মহা ভয়ঙ্কর বীর দেখে লাগে ভয়।
দরশনে নারায়ণ চঞ্চল হৃদয়॥
তাহারে মারিতে হরি হইয়া চঞ্চল।
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে ভুমিতল॥
হাতে গদা দামোদর চলে শীঘ্রগতি।
সাগর তরঙ্গ যথা মহাবাতে গতি॥
ততোধিক দ্রুতগামী হ'য়ে নারায়ণ।
হাতেতে অমোঘ গদা ধাইল তখন॥
তাহা দেখি দন্তবক্র ক্রোধে কটু কয়।
আজি পাইলাম হেথা তোরে দুরাশয়॥
বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হৈল দরশন।
আমার পরম শত্রু মিত্র বিনাশন॥
মিত্রঘাতী দুরাচার জানিবে নিশ্চয়।
গদাঘাতে পাঠাইব তোরে যমালয়॥
তোর রক্তে সখাগণে করিব তর্পণ।
তবেই আমার ক্রোধ হবে নিবারণ॥
এইরূপ কটু ভাষা কহি বার বার।
কৃষ্ণের মস্তকে করে গদার প্রহার॥
গদাঘাত করি করে বিষম গর্জ্জন।
গদার প্রহারে হরি অচল তখন॥
যথা গিরিশৃঙ্গে হয় বজ্রের পতন।
সেইমত স্থিরভাবে রহে নারায়ণ॥
গদাঘাতে মহাক্রোধ উপজে অন্তরে।
কৌমাদকি গদা কৃষ্ণ লইলেন করে॥
ঘুরায়ে অমোঘ গদা প্রহারে তখন।
বক্ষেতে মারিল গদা দেব নারায়ণ॥
গদাঘাতে বক্ষ তার বিদীর্ণ হইল।
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখেতে উঠিল॥
ছটফট ভূমে পড়ি করে দৈত্যবর।
দেহ হ'তে প্রাণ তার হইল বাহির॥
হস্ত পদ আদি করি সর্ব্ব অঙ্গ তার।
বিদীর্ণ হইয়ে তেজ বাহিরে সত্বর॥
সেই তেজ আসি কৃষ্ণ অঙ্গেতে মিশিল
তাহা দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥
এইরূপে দন্তবক্র নিধন হইল।
ভ্রাতৃশোকে বিদূরথ সমরে ধাইল॥
খড়্গচর্ম্ম ধরি বীর প্রবেশে সমর।
সুদর্শনে তার মাথা কাটে চক্রধর॥
কুণ্ডল সহিত শির ভূমেতে পড়িল।
সৌভ শাল্ব দন্তবক্র সমরে মরিল॥
এইরূপে যদুপতি বিনাশে সকলে।
সিদ্ধগণ সকলেতে ভাসে কুতূহলে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি বিদ্যাধর যত।
যক্ষ রক্ষ ঋষিগণ সবে আনন্দিত॥
কৃষ্ণ জয় শব্দে সবে ঘোর রব করে।
কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত আনন্দ অন্তরে॥
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
তবে হরি গৃহে যায় ল'য়ে যদুগণ॥
এইরূপে ভগবান দেব যদুপতি।
হেলায় করিল সব দুষ্টের দুর্গতি॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
তীর্থ হেতু হলধর করিল গমন॥
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ জানিয়া অন্তরে।
তীর্থযাত্রা হেতু দেব যায় স্থানান্তরে॥

প্রভাসে প্রথমযাত্রা শুন নরমণি।
স্নান দান তর্পণাদি করে হলপাণি ॥
তদন্তর সরস্বতী তীর্থেতে গমন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সঙ্গে ল'য়ে কতজন ॥
ব্রহ্মতীর্থ বিশালাক্ষ্যে গমন করিল।
পৃথুদক বিন্দুরেতে উপনীত হৈল ॥
গঙ্গা যমুনা আর কত তীর্থে যায়।
নৈমিষ অরণ্য তীর্থে মহানন্দে ধায় ॥
পরম পবিত্র সেই নৈমিষ কানন।
তথা বসে মহামুনি আনন্দিত মন ॥
ষষ্টি হাজার ঋষি থাকে যজ্ঞস্থলে।
সূতমুখে পুরাণ শুনেছি কুতূহলে ॥
হেনকালে সেইস্থানে আসি হলধর।
দরশনে মুনিগণ উঠিল সত্বর ॥
পূজিল আদরে তাঁরে যত ঋষিগণ।
বসিবারে দিল তাঁয় কুশের আসন ॥
বলরামে উঠি সবে সম্ভাষণ কৈল।
কিন্তু সূত ব্যাসস্থানে বসিয়া রহিল ॥
সে আসন হতে উঠা নিয়ম না হয়।
সেই হেতু সূত তথা উপবিষ্ট রয় ॥
দরশনে হলধরে ক্রোধ উপজিল।
মোরে হেরি অহঙ্কারে অবজ্ঞা করিল ॥
না উঠি আসন হ'তে প্রমত্ত হইয়া।
মর্য্যাদা না রাখে মোরে অবজ্ঞা করিয়া ॥
ধর্ম্মাত্মা হইয়া ধর্ম্ম না করে পালন।
অতএব পাপাত্মার বধিব জীবন ॥
ধর্ম্ম উপদেশ দেয় যত ঋষিবরে।
শুকদেব শিষ্য বলে অহঙ্কার করে ॥
এই অহঙ্কারে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ।
অবনীতে মম সম নহে কোনজন ॥
ধর্ম্মেরে রক্ষিতে এই অবনী মাঝার।
দুষ্টের দুর্গতি দিতে মম অবতার ॥
এই বাক্য বলি দেব ক্রোধেতে কাঁপিল।
কেশে ধরি শীঘ্র তার মস্তক কাটিল ॥
দরশনে মুনিগণ হইল কাতর।
হাহাকার রবে সবে ধাইল সত্বর ॥
করযোড়ে মুনিগণ বলরামে কয়।
কি হেতু অধর্ম্ম তুমি কৈলে মহাশয় ॥
কোন অপরাধে ওঁর বধিলে জীবন।
আমরা দিয়েছি সবে ব্রাহ্মণে আসন ॥
তেঁই ধর্ম্ম কথা কয় ব্যাসাসনে বসি।
কি কর্ম্ম করিলে দেব তাহারে বিনাশি ॥
হাজার বৎসর আয়ু ইহার জানিবে।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন অবশ্য হইবে ॥
পরম ঈশ্বর তুমি পরম কারণ।
কি কথা কহিব আর তোমারে এখন ॥
তব নামে ব্রহ্মহত্যা পাপ নাহি রয়।
সকল দেবের সার তুমি দয়াময় ॥
ধরণীতে হেন জন নাহি দরশন।
কহিতে তোমারে পারে শিক্ষিত বচন ॥
এখন করহ কার্য্য যে হয় উচিত।
আর কি কহিব মোরা বচন বিহিত ॥
মুনিগণ বাক্য শুনি দেব হলধর।
অমৃত বচনে তবে করেন উত্তর ॥
শুন কহি ঋষিগণ প্রকৃত বচন।
ব্রহ্মহত্যা হেতু এই তীর্থেতে ভ্রমণ ॥
লোকশিক্ষা হেতু এই নিয়ম করিব।
দ্বাদশ বৎসর আমি তীর্থে বেড়াইব ॥
পুরাণ শ্রবণ কর সূত-পুত্র স্থানে।
"আত্মা বৈজায়তে পুত্র" শাস্ত্রের বিধানে ॥
অথবা কুশের সূত করহ নির্ম্মাণ।
বেদবিধিমতে তার কর জীবদান ॥
এইত বিধান আমি কহিলাম সার।
কি আজ্ঞা পালিব আমি কহ সবাকার ॥
যদি কোন আজ্ঞা হয় বলহ সত্বর।
সাধিব সবার আজ্ঞা ওহে মুনিবর ॥
তাহা শুনি ঋষি যত কহিল তখন।
শুন কহি মহাশয় এক নিবেদন ॥

আর এক কার্য্য কর তুমি হলধর।
ইল্বল নামেতে এক ছিল দৈত্যবর॥
তার পুত্র বল্বল সে মহাবল ধরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দৃশ্যে প্রাণ হরে॥
প্রতি মাসে যজ্ঞ স্থানে করি আগমন।
আমাদের যজ্ঞ সব করে বিনাশন॥
কি কব তাহার কথা অতি দুরাশয়।
শোণিত বিষ্ঠাদি দুষ্ট সতত বর্ষয়॥
যজ্ঞের ব্যাঘাতকারী হয় সে দুর্ম্মতি।
তাহারে বিনাশ কর তুমি যদুপতি॥
তাহ'লে মোদের হয় বড় উপকার।
পৃথিবীতে রবে তব মহিমা অপার॥
তদন্তর কর দেব তীর্থ পর্য্যটন।
এক বৎসরেতে হবে পাপের মোচন॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি হইবে ভ্রমিতে।
পাপের খণ্ডন হবে এক বৎসরেতে॥
এ ভারতে আছে দেব তীর্থ বহুতর।
তীর্থ ভ্রমি কর দেব শুদ্ধ কলেবর॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
দাস ভাবে ভাবামতে আনন্দ অন্তর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সূত বধ সমাপ্ত।

অথ বলরামের তীর্থ-যাত্রা।

পরীক্ষিৎ কহে মুনি কহ বাক্য সার।
কি প্রসঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তর॥
কৃষ্ণ লীলা শ্রবণে পবিত্র চিত হয়।
যত শুনি তত হয় আনন্দ হৃদয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
তদন্তর আইল তথা বল্বল দুর্ম্মতি॥
বিকৃতি আকার দৈত্য তথায় আইল।
বিষম বেগেতে আসি ধূলি উড়াইল॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দৃশ্যে লাগে ভয়।
বিষ্ঠাদি সকল বৃষ্টি করে দুরাশয়॥
তাহার দুর্গন্ধে কেহ তিষ্ঠিতে না পারে।
এইরূপ মহাদৈত্য এলো তথাকারে॥
যজ্ঞশালে দৈত্যবর আসি উপনীত।
দরশনে সকলের ভয়যুক্ত চিত॥
মহাকায় মহাশূল হস্তেতে তাহার।
দীর্ঘ শ্মশ্রু লম্বমান তাম্রের আকার॥
দেখি ভয় হয় তার সুদীর্ঘ দশন।
বিকট আকার তার বিকৃত বদন॥
দরশনে মুনিগণে পলায়ে চলিল।
বলরাম সকলেরে অভয় করিল॥
মূর্ত্তি দেখি হলধর ক্রোধিত হইল।
হল মুষলেরে তবে স্মরণ করিল॥
স্মরণ মাত্রেতে তথা উপনীত হয়।
দরশনে দৈত্যবর হইল সভয়॥
ভয় পেয়ে মহাদৈত্য আকাশে উঠিল।
হলাগ্রেতে বলদেব তারে আকর্ষিল॥
হলাগ্রেতে ধরি তারে আনিল ভূতলে।
দেখি হর্ষ হয় তবে মুনিরা সকলে॥
তবে দেব হলধর মুষল মারিল।
দারুণ আঘাতে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
অমনি সে মহাদৈত্য করিয়ে চীৎকার।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি পড়ে ভূমিপর॥
ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন।
আর্ত্তনাদ করি তবে ছাড়িল জীবন॥
যেন গিরিচূড়া পড়ে অশনি পতনে।
সেইমত দৈত্যবর পড়ে সেই স্থানে॥
দৈত্যবরে হলপাণি জীবন নাশিল।
তাহা দেখি মুনিবর হরষিত হৈল॥
আনন্দ অন্তরে তবে যত মুনিগণ।
হলধর প্রতি কহে আশীষ বচন॥
বৃত্রাসুর বধে যথা অমর নিবাসী।
বল্বল বধেতে তুষ্ট হয় তথা ঋষি॥

মহানন্দে মগ্ন হয় যত মুনিগণে।
বৈজয়ন্তী মালা দিল দেব সঙ্কর্ষণে ॥
প্রণমিয়া মুনি পদে সানন্দ হৃদয়।
তবে দেব হলধর হইল বিদায় ॥
অনুমতি ল'য়ে তবে গমন করিল।
কৌশিক তীর্থেতে আসি উপনীত হৈল ॥
মহানন্দে করি স্নান তীর্থ সরোবরে।
বিধিমতে বলদেব তর্পণাদি করে ॥
তদন্তর প্রয়াগেতে করিল গমন।
তথা হলধর করে স্নানাদি তর্পণ ॥
তদন্তর মহানন্দে করিল গমন।
পুলহ তীর্থেতে পরে দেব সঙ্কর্ষণ ॥
গৌতমী গণ্ডকী আদি আর তীর্থ যত।
ক্রমে ক্রমে যায় রাম হ'য়ে হর্ষযুত ॥
তারপর গয়াতীর্থে আসে হলধর।
তথা হ'তে যায় রাম শ্রীগঙ্গাসাগর ॥
মহেন্দ্রাদি দেব তথা করিয়ে পূজন।
সপ্ত গোদাবরী আদি তীর্থেতে গমন ॥
বেণু পম্পা, ভীমরথি তীর্থ যত ছিল।
স্কন্দকে দেখিয়া পরে শ্রীক্ষেত্রে আইল ॥
তথায় করিয়া দেই মহেশে দর্শন।
তদন্তর দ্রাবিড়েতে করিল গমন ॥
মহাতীর্থে বলভদ্র যায় তদন্তর।
পরেতে আইল সেতুবন্ধ রামেশ্বর ॥
স্নান দান করে পরে হরিষে তথায়।
করিল অসংখ্য ধেনু দান সবাকায় ॥
দুর্গাদেবী দশভুজা তথায় হেরিল।
তদন্তর ফল্গুতীর্থ গমন করিল ॥
পঞ্চসরা তীর্থ পরে যায় হলধর।
দ্বিজগণে দেয় তথা ধেনু বহুতর ॥
তথা হৈতে কেরল আইল মহামতি।
আসিয়া ত্রিগর্ত্ত তীর্থ হরষিত অতি ॥
তদন্তর হলপাণি গো-কর্ণ তীর্থেতে।
দরশন করে তাহা অতি হরষিতে ॥
শিবক্ষেত্রে আসি মহাদেবেরে দেখিল।
তদন্তর আর্য্য তীর্থে উপনীত হৈল ॥
দ্বৈপায়নে দেখি দেব আনন্দে মগন।
সুর্পারক তীর্থ পরে করি দরশন ॥
অনন্তর বলদেব কাঞ্চি সরোবরে।
কাবেরী আইল রাম হরিষ অন্তরে ॥
ঋষভাদি দরশনে মথুরা আইল।
তাপী ও পয়োষ্ণী তীর্থ দরশন কৈল ॥
পরেতে গমন করে দণ্ডক-কানন।
রেবাতীর্থে মাহেশ্বরী করে দরশন ॥
মনুতীর্থে করি স্নান আইল প্রভাসে।
শ্রবণ করেন তথা মুনিগণ পাশে ॥
কুরু পাণ্ডবেতে যুদ্ধ বিষম হইল।
কুরুক্ষেত্রে মহারণে রাজগণ মৈল ॥
জানিলেন নারায়ণ ভার নিবারিল।
ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধনেরে বধিল ॥
পাণ্ডবের হাতে কুরু ছাড়িল জীবন।
মুনিগণ স্থানে সব করিল শ্রবণ ॥
মনে মনে হলধর সকল জানিল।
কৃষ্ণ ইচ্ছা ভাবি দেব স্থিরমতি হৈল ॥
তদন্তর বলদেব আইল দ্বারকায়।
বলরামে দেখি সবে আনন্দ হৃদয় ॥
পরে বলদেব জ্ঞাতিগণে ল'য়ে সঙ্গে।
দ্বারকায় কিছুদিন রহিলেন রঙ্গে ॥
নৈমিষ অরণ্যে পুনঃ করিল গমন।
মুনিগণ দরশনে আনন্দে মগন ॥
সমাদরে মুনিপদে সম্ভাষা করিল।
ঋষিগণ সহ তথা যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
যজ্ঞ সমাপন করি আনন্দ বিধানে।
নানা তত্ত্ব কহিলেন তাঁহাদের স্থানে ॥
পরে হলধর আইল পুরী দ্বারাবতী।
আত্ম মনে তুষ্ট করিল হর্ষমতি।
পুরবাসী সঙ্গে বাস করে সঙ্কর্ষণ।
শ্রবণে পবিত্র এই আশ্চর্য্য কথন ॥

মহাপরাক্রম জিনি অনন্ত অপার।
মায়াতে ধরেন তিনি মানব আকার ॥
ভক্তে কৃপা হেতু সবে দেব হলপাণি।
মায়াতে ভ্রময়ে তীর্থে শুন নরমণি ॥
বলদেব চরিত্র যেবা করয়ে শ্রবণ।
একান্ত হইয়ে সদা করয়ে পঠন ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা যেইজন গায় এই গীত।
তারে কৃপা করে হরি জানিবে নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণপদে ভক্তি তার অবশ্য হইবে।
চরমে পরম পদ সে জন পাইবে ॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥
শ্রবণে মধুর ভাগবতের কথন।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বলদেবের
তীর্থযাত্রা সমাপ্ত।

অথ সুদামা চরিত্র।

শুকদেব বাক্যে তবে পরীক্ষিৎ কয়।
কহ দেব শুনি এবে বাক্য সুধাময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা কহ মুনিবর।
শ্রবণে মানস তৃপ্ত হইবে সত্বর ॥
কৃষ্ণকথা সুধা আমি যত করি পান।
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয় শুন মতিমান ॥
কি কহিব মুনিবর আশ্চর্য্য কথন।
যেইজন একবার করয়ে শ্রবণ ॥
জিহ্বা তার অনুক্ষণ কৃষ্ণগুণ গায়।
চিত্ত তার কৃষ্ণরূপ অন্তরে স্মরয় ॥
দুই বাহু কৃষ্ণসেবা করিতে তৎপর।
তাঁর মন কৃষ্ণপদে নমে বার বার ॥
কৃষ্ণ নাম কর্ণ তার শুনে অবিরত।
কৃষ্ণ রূপ দেখি আঁখি হয় আনন্দিত ॥
কৃষ্ণ ভক্ত জন সঙ্গে স্পর্শে অঙ্গ যার।
তার পদ-ধৌত জল খাই অনিবার ॥

সূত কহে সৌনকাদি যত মুনিগণ।
শুকদেবে এইরূপ কহিল রাজন ॥
নৃপতি বচনে তবে শুক মুনিবর।
কৃষ্ণপদে মগ্ন মন করিল সত্বর ॥
প্রেমে মত্ত ব্যাস-সুত হইয়ে তখন।
পরীক্ষিৎ নৃপে কহে শুন তপোধন ॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী।
অপূর্ব্ব সে কৃষ্ণলীলা শুন মহামতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের সখা এক ছিল দ্বিজবর।
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে মতি দৈবে ভক্তিপর ॥
পরম ধার্ম্মিক সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
রিপুজয়ী দ্বিজবর কামশূন্য মন ॥
গৃহাশ্রমে করে বাস ধর্ম্মে সদা মতি।
সুদামা নামেতে সেই ব্রাহ্মণ সন্ততি ॥
বড়ই দরিদ্র সেই দ্বিজের কুমার।
ভিক্ষায় উদর পূরে শুন সমাচার ॥
পতিব্রতা পত্নী তার শুনহ রাজন।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ ॥
ভিক্ষা করি দুইজনে আসি নিজ ঘরে।
সুখেতে থাকয়ে দোঁহে আনন্দ অন্তরে ॥
এইরূপে দুইজনে ভিক্ষা করি খায়।
উদর পূরিয়া অন্ন কভু নাহি পায় ॥
একদিন পতি প্রতি বলে কুলবালা।
সহিতে না পারি নাথ উদরের জ্বালা ॥
দিবানিশি ক্ষুধানলে দহিছে উদর।
উদরের জ্বালা মম সহে না হে আর ॥
এখন উপায় এক শুন প্রাণপতি।
তোমার প্রধান সখা আছেন শ্রীপতি ॥
পরম দয়ালু তিনি ক'রেছি শ্রবণ।
যদুকুলে শ্রেষ্ঠ সেই দেব নারায়ণ ॥
দয়ার ঠাকুর তিনি সর্ব্বলোকে জানে।
বড় বড় নরপতি তাঁহার অধীনে ॥
এখন নিবাস তাঁর হয় দ্বারাবতী।
একবার তাঁর কাছে যাও শীঘ্রগতি ॥

তোমা দরশনে তাঁর দয়া উপজিবে।
দয়া করি দয়াময় বহু ধন দিবে॥
তাঁর পদে একান্তেতে থাকে যার মতি।
কখন না থাকে তার বিষম দুর্গতি॥
ভক্তিভাবে যেবা তাঁরে করয়ে স্মরণ।
আপনার প্রাণ তাঁরে করয়ে অর্পণ॥
সিদ্ধিদাতা কল্পতরু প্রভু জনার্দ্দন।
না রহে দুর্গতি তাঁরে করিলে দর্শন॥
মলিনতা নাহি থাকে শুন গুণমণি।
একবার যাও তথা মম বাক্য শুনি॥
পত্নীর বচনে বিপ্র ভাবিল অন্তরে।
পাইব পরম লাভ দর্শনে তাঁহারে॥
এইরূপে দ্বিজবর চিন্তে মনে মন।
পত্নী প্রতি তবে ধীরে কহিল বচন॥
তবে ভেট দ্রব্য কিছু দাও বরাননী।
নতুবা কিরূপে তথা যাইব কল্যাণী॥
রিক্ত হস্তে কিরূপেতে যাইব তথায়।
উপহার ভিন্ন তথা যাওয়া ভাল নয়॥
স্বামী বাক্যে তবে সতী করিল গমন।
প্রতিবাসী পাশে ভিক্ষা করে সেইক্ষণ॥
চারি মুষ্টি তণ্ডুল যে তথায় পাইল।
চীর বস্ত্রখণ্ডে তাহা বান্ধিয়া লইল॥
তাহা ল'য়ে দ্বিজবর করিল গমন।
ভাবিতে ভাবিতে যায় দ্বারকা-ভবন॥
আমি কি পাইব সেই কৃষ্ণ দরশন।
মূঢ়মতি হই তাহে দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
মনে মনে করি চিন্তা গমন করিল।
দ্বারকানগরে পরে উপনীত হৈল॥
পুরীমাঝে প্রবেশিল আনন্দ হৃদয়।
দ্বিজে দেখি দ্বারিগণ নাহি নিবারয়॥
সুদামা হেরিল গৃহ নির্ম্মিত রতনে।
রুক্মিণীর গৃহে নিজে যায় সেইক্ষণে॥
প্রবেশ করিয়ে গৃহে আনন্দে মাতিল।
ব্রহ্মানন্দ সুখে বিপ্র উন্মত্ত হইল॥

দূর হ'তে দ্বিজবরে দেখি নারায়ণ।
রুক্মিণী সহিত হরি ছিল সেইক্ষণ॥
কোল হ'তে রুক্মিণীরে তখনি ফেলিল।
শীঘ্রগতি আগুসারি অমনি চলিল॥
সত্বর গমনে বিপ্রে করি আলিঙ্গন।
হাতে ধরি আনে হরি করিয়ে যতন॥
রতন আসনে কৃষ্ণ বিপ্রেরে বসায়।
কৃষ্ণস্পর্শে বিপ্রবরে জ্ঞানের উদয়॥
একচিত্তে কৃষ্ণরূপ করে দরশন।
যতনে পর্য্যাঙ্কে প্রভু বসায় তখন॥
আপনি শ্রীহরি করে তাহার সেবন।
আপন হস্তেতে ধোয় ব্রাহ্মণ চরণ॥
পত্নীসহ সেই জল অঙ্গেতে মাখিল।
মস্তকে লইল আর ভক্ষণ করিল॥
আপনি করেন কৃষ্ণ দ্বিজের সেবন।
সর্ব্বাঙ্গে মাখায় দ্বিজে সুগন্ধি চন্দন॥
পরে নানা উপচারে পূজয় তাহারে।
কুঙ্কুম অগুরু দেয় তাঁহার শরীরে॥
এইরূপে দ্বিজবরে করে সম্ভাষণ।
অতি ক্ষীণ তনু তার করি দরশন॥
মহাদেবী রুক্মিণী সে ব্যজন লইয়ে।
বাতাস করেন দেবী আনন্দিত হ'য়ে॥
দরশনে সর্ব্বজনে বিস্ময় মানিল।
অবধূত বলে সবে ব্রাহ্মণে জানিল॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই জানিবে নিশ্চয়।
পূর্ব্বকৃত ছিল কিছু পুণ্যের সঞ্চয়॥
তেঁই ত্রিলোকের নাথ দেব নারায়ণ।
পালঙ্কে বসায় হরি করিয়ে যতন॥
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ দ্বিজেরে পূজিল।
দ্বিজবরে দুইজনে আলিঙ্গন দিল॥
এইমত নানা কথা কহে যত লোক।
কৃষ্ণ দরশনে দ্বিজ পাসরিল শোক॥
তদন্তরে দামোদর ব্রাহ্মণে কহিল।
গুরুকুল কথা কিছু দ্বিজে জিজ্ঞাসিল॥



[illegible]

[illegible]

কহ দ্বিজ মোর স্থানে পূর্ব্বের বচন।
গুরুগৃহ হতে ঘরে করিয়ে গমন॥
বিবাহ করিলে ভার্য্যা কিবা রূপ তার।
পরিবার বর্গের কুশল সমাচার॥
মোরে কি পড়িত মনে থাকিয়া গৃহেতে।
গুরুপত্নী বাক্য কিছু আছে কি মনেতে॥
একদিন গুরুপত্নী আমা দুইজনে।
কহিলেন কুলকাষ্ঠ সংগ্রহ কারণে॥
তাঁহার বচনে তবে মোরা দুইজন।
আজ্ঞা পেয়ে মহাবনে করিনু গমন॥
বনেতে প্রবেশি কাঠ খুঁজিয়ে বেড়াই।
মহাবাতে মহাবনে দুইজনে যাই॥
ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বনে হইল পতন।
ভয়ানক শব্দে মেঘ করিয়ে গর্জ্জন॥
তবে মোরা দুইজনে বৃক্ষের তলায়।
বাত বৃষ্টি সহ্য করি দু'জনে তথায়॥
ক্রমেতে হইল ভাই দিবা অবসান।
দিবাকর করহীন অস্তাচলে যান॥
ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত ঘোর অন্ধকার।
দৃশ্য নাহি হয় দিক তথায় কাহার॥
তবে তথা দুইজনে ব্যাকুল হইয়ে।
হাত ধরাধরি করি বেড়াই ভ্রমিয়ে॥
অন্ধকার বনপথ দৃষ্টি নাহি হয়।
হইল অনেক রাত্র মনস্থির নয়॥
তবে মুনি সান্দীপনি করে অন্বেষণ।
কিছুতেই আমাদের নহে দরশন॥
তবে মুনি ডাক দিল করি উচ্চৈঃস্বর।
বনমাঝে আমাদের পাইল উত্তর॥
শব্দ অনুসারি তবে মোরা দুইজন।
শীঘ্রগতি করি গতি মুনির সদন॥
তবে গুরু আশীর্ব্বাদ করি বহুতর।
আমাদের দিল বর আনন্দ অন্তর॥
তোমরা আমার শিষ্য শান্ত দুইজন।
একান্ত মনেতে কর গুরু আরাধন॥
আমার কারণে এই দুরন্ত কাননে।
পাইলে বিষম ক্লেশ ঘোর বরষণে॥
তোমরা দুজন হও বড় শুদ্ধমতি।
কাননে পাইলে এই বিষম দুর্গতি॥
অতএব মম বাক্য শুন সারোদ্ধার।
মনোভিষ্ট সিদ্ধ হবে তোমা দোঁহাকার॥
চতুঃষষ্ঠি বিদ্যা শিক্ষা হইবে নিশ্চয়।
মম আশীর্ব্বাদ কভু অন্যথা না হয়॥
ঘরে যাও শীঘ্রগতি বাক্যেতে আমার।
এখন সে কথা সখা ভাব একবার॥
গুরুকুলে থাকি সদা পাই কত দুঃখ।
গৃহে আসি কিছুতেই নাহি পাই সুখ॥
এইরূপে নানা কথা কহিল বিস্তর।
পত্নীসহ বনমালী হরিষ অন্তর॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
দ্বিজের সহিত তবে দেব নারায়ণ॥
পত্নীর সহিত দ্বিজে করি উপহাস।
দ্বিজে নিরীক্ষণ করে হইয়ে উল্লাস॥
ঈষৎ হাসিয়ে কিছু দ্বিজবরে কয়।
শুন সখা কহি কিছু বাক্য সুধাময়॥
আমার লাগিয়ে তুমি কি দ্রব্য আনিলে।
কেনবা আমারে তুমি তাহা নাহি দিলে॥
কহি শুন নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণে তণ্ডুল কণা দিলেক ব্রাহ্মণী॥
লজ্জায় ব্রাহ্মণ তাহা লুকায়ে রাখিল।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হেরি তাহা নাহি দিল॥
তাহাতে হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন।
সে হেতু তণ্ডুল কণা না দিল ব্রাহ্মণ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত দেখি দ্বিজবর।
তবে তথা মনে মনে চিন্তিল বিস্তর॥
তণ্ডুলের কণা আমি দিব কিরূপেতে।
এত ভাবি দ্বিজ তাহা রাখে গোপনেতে॥
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা তাহা কক্ষতলে ছিল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল॥

ভকতবৎসল হরি কৃপার সাগর।
হাসি হাসি ব্রাহ্মণেরে কহে তদন্তর ॥
মোর লাগি কোন দ্রব্য করিয়ে যতন।
আনিয়াছ কেন নাহি দিতেছ এখন ॥
ভক্তি করি যেই ভক্ত যেবা দ্রব্য দেয়।
তাহাতে সন্তোষ আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
ভক্তি করি যেবা যাহা করয়ে অর্পণ।
যতনেতে তাহা আমি করি যে ভক্ষণ ॥
ভক্তের কিঞ্চিৎ দ্রব্য লই সযতনে।
অভক্তের দ্রব্য কভু না দেখি নয়নে ॥
এই মত ভগবান কহিল তখন।
অধোমুখে রহে দ্বিজ না কহে বচন ॥
তণ্ডুলের কণা কৃষ্ণে না দিতে পারিল।
নারায়ণ মনে মনে সকলি জানিল ॥
সর্ব্বভূতময় কৃষ্ণ সকলের সার।
চিন্তিলেন মনে দ্বিজ কৃপা করিবার ॥
আসিয়াছে ধনলোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
হইবে ইহারে দিতে অগণন ধন ॥
ইহাকে দুর্ল্লভ পদ প্রদান করিব।
এত চিন্তি ভক্তময় দেব শ্রীমাধব ॥
কক্ষদেশে বস্ত্রখণ্ডে খুদ বাঁধা ছিল।
হাস্যাননে হরি তবে ব্রাহ্মণে কহিল ॥
কহ দ্বিজবর কক্ষ বস্ত্রে কিবা আছে।
কেননা বলহ তাহা তুমি মম কাছে ॥
এত কহি কক্ষ হ'তে তাহা কাড়ি লয়।
অমনি খুলিল খুদ হরি দয়াময় ॥
তবে হরি দ্বিজবরে কহিল বচন।
এই দ্রব্য ভালবাসি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
বড় প্রিয়তম মম জানিবে নিশ্চয়।
বলিতে বলিতে কৃষ্ণ এক মুষ্টি খায় ॥
পুনঃ এক মুষ্টি হরি খাইবার তরে।
তুলিলেন সেই খুদ আপনার করে ॥
তবে লক্ষ্মী হাতে ধরি করিল বারণ।
শুন গুণমণি আর না কর ভক্ষণ ॥
বিনা মূল্যে বদ্ধ রব ব্রাহ্মণের ঘরে।
কহিলাম সত্য বাণী তোমার গোচরে ॥
লক্ষ্মীর বচনে তবে দেব নারায়ণ।
তণ্ডুলের কণা আর না করে ভক্ষণ ॥
তবে দুয়ে ব্রাহ্মণেরে করি সমাদর।
বিধিমতে দ্বিজবরে করান আহার।
সেই নিশি দ্বারকায় সুখেতে রহিল।
পরদিন দ্বিজবর নিজ গৃহে গেল ॥
কৃষ্ণের নিকটে দ্বিজ লইয়ে বিদায়।
চিন্তাযুক্ত চিত্তে পথে ধীরি ধীরি যায় ॥
মনে মনে দ্বিজবর করিছে চিন্তন।
আইলাম কৃষ্ণপাশে পাইবারে ধন ॥
কিন্তু হরি আমারে যে দরিদ্র দেখিল।
সে কারণে ধন কিছু আমারে না দিল ॥
আবার ভাবিল মনে সেই দ্বিজবর।
ধন না চাহিনু আমি তাহার গোচর ॥
যাচিয়া আমারে ধন কেন নাহি দিল।
এইরূপ ভাবি দ্বিজ পথেতে চলিল ॥
পুনঃ দ্বিজবর হয় চিন্তায় মগন।
কিবা হয় আর এক অপূর্ব্ব দর্শন ॥
কি আশ্চর্য্য হয় সেই ঈশ্বরের লীলা।
আমাকে দেখিয়া নাহি করে অবহেলা ॥
দরিদ্র ভাবিয়ে মোরে ঘৃণা না করিল।
ধরিয়া আপন হস্তে আলিঙ্গন দিল ॥
তিনি দেব নারায়ণ সকলের সার।
আমি নরাধম হই পাপ দুরাচার ॥
সেই জগতের হরি সার দয়াময়।
মোরে আলিঙ্গন করে আপন কৃপায় ॥
অসম্ভব হয় ইহা আশ্চর্য্য কথন।
মহাদেবী লক্ষ্মী মোরে করিল সেবন ॥
ব্যজন লইয়া মোর শ্রান্তি দূর কৈল।
দুইজনে মম পদ প্রক্ষালিয়া দিল ॥
যে জন কৃষ্ণের পদ করয়ে সেবন।
স্বর্গ অপবর্গ লাভ করে সর্ব্বক্ষণ ॥

এই হেতু ধন মোরে কৃষ্ণ নাহি দিল।
এত চিন্তি দ্বিজবর গমন করিল॥
নিজ গৃহ ছিল যথা তথা উপনীত।
গৃহ না হেরিয়া দ্বিজ ভাবে বিপরীত॥
আপন কুটীর তথা না করি দর্শন।
মনে মনে দ্বিজ হ'লো আশ্চর্য্য তখন॥
শত শত বিমানে আবৃত সেই স্থান।
কত শত হেরে তথা বিচিত্র কানন॥
পুষ্পের কানন আর উদ্যান সুন্দর।
হেরিয়া চিন্তিত তবে হয় দ্বিজবর॥
হেরিল বিচিত্র পুরী তথায় হয়েছে।
কত নর নারীগণ সেই স্থানে আছে॥
ইন্দ্রপুরী জিনি সেই পুরী যে দেখিল।
মনে ভাবে কেবা হেথা বাসস্থান কৈল॥
কোথায় ব্রাহ্মণী মোর করিল গমন।
কিবা আজি মম ভাগ্যে হইল ঘটন॥
মম পত্নী কোথা আছে কিছুই না জানি।
চিন্তাযুক্ত দ্বিজবর হইল তখনি॥
পুরীর বাহিরে বিপ্র এইরূপে ভাবে।
পতিব্রতা ব্রাহ্মণী পতিরে দেখে তবে॥
দূর হতে নিজ পতি করি দরশন।
বাহিরেতে দাসী সঙ্গে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে বিপ্রের রমণী।
পতি দরশনে তুষ্ট হইল আপনি॥
বহুদূরে দাসী সহ বাহিরে আইল।
নানাবিধ গীত বাদ্য হইতে লাগিল॥
পরমাসুন্দরী রূপ করিয়া ধারণ।
নানা অলঙ্কার ধনী করিয়ে ভূষণ॥
পতির নিকটে আসি উপনীত হয়।
পতিপদ দরশনে আনন্দ হৃদয়॥
তবে সে ব্রাহ্মণী হয়ে উল্লাসিত মন।
সাষ্টাঙ্গে বিপ্রের পদে প্রণমে তখন॥
সজল নয়নে বামা দাঁড়ায়ে রহিল।
বিদ্যাধরী সম রূপ ব্রাহ্মণ হেরিল॥
শত শত দাস দাসী সঙ্গেতে তাহার।
দরশনে আশ্চর্য্য মানিল বিপ্রবর॥
বিস্ময় মানিয়া বিপ্র সহিত রমণী।
পুরী মাঝে আনন্দেতে প্রবেশে তখনি॥
অপূর্ব্ব হেরিয়া পুরী রতনে গঠিত।
শত শত মণিস্তম্ভ তাহাতে রচিত॥
রতন পালঙ্ক শোভা করি দরশন।
দাস দাসী করিতেছে চামর ব্যজন॥
গৃহ চারিদিকে কত হীরক খচিত।
সুবর্ণ আসন কত রয়েছে নির্ম্মিত॥
মুকুতা খচিত গৃহ দৃশ্য মনোহর।
স্ফটিক খচিত কত রহিয়াছে ঘর॥
রতন নির্ম্মিত কত আছে দীপমালা।
দেখিয়া বিপ্রের মন চমৎকৃত হৈলা॥
বৈভব দেখিল বিপ্র মনেতে ভাবিল।
মনে মনে কতবার ধিক্কার করিল॥
মম সম হতভাগ্য নাহি এ সংসারে।
বিষম বিষয় বিষে ভুলালে আমারে॥
কেবা আর ভাগ্যবান আমার মতন।
জগতের সার হরি পরম কারণ॥
একমুষ্টি খুদ মাত্র ভক্ষণ করিল।
আমারে অতুল ধনে ভুলাইয়া দিল॥
জগৎ জীবন সেই জগৎ আশ্রয়।
আমারে করিল কৃপা দেব কৃপাময়॥
মম সখা হয় সেই পরম কারণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥
সেই পদে ভক্তি যেন থাকে অনিবার।
আর কোন চিন্তা যেন না থাকে আমার॥
বিষয় বিষম মদে উন্মত্ত না হই।
তাঁহার চরণে যেন সদা বাঁধা রই॥
সেই পদ বিস্মৃত না হয় মম মন।
এই বর দেহ মোরে ওহে জনার্দ্দন॥
সতত করিব তব চরণ সেবন।
এই কৃপা কর মোরে জগত জীবন॥

এইরূপে অনুতপ্ত হ'য়ে বিপ্রবর।
পাইয়ে অতুল ধন কাতর অন্তর ॥
সদা ভাবে হরি পদ একান্ত হইয়ে।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দ হৃদয়ে ॥
কর্ম্মপাক নষ্ট হয় ভাবি হরিপদ।
ইহকালে পায় বিপ্র অতুল সম্পদ ॥
চরমে পরমগতি পাইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীহরি দিলেন তাঁরে অভয় চরণ ॥
একমনে যেই শুনে সুদামা চরিত।
কৃষ্ণপদ পায় সেই জানিবে নিশ্চিত ॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাবে যেন রহে হরিপদে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সুদামা চরিত্র সমাপ্ত।

অথ প্রভাস গমন।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
এইরূপে লীলা করি কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ॥
সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যের হইবে উপরাগ।
কল্পক্ষয় মনেতে জানিয়া মহাভাগ ॥
ইহার অগ্রেতে তীর্থে করিল গমন।
দ্বারকা-নিবাসী সঙ্গে লইয়া তখন ॥
হরিষ অন্তরে সবে গমন করিল।
স্যমন্তক পঞ্চক তীর্থে উপনীত হৈল ॥
ভৃগুরাম যেই তীর্থ করিল নির্ম্মাণ।
সেই কথা কহি শুন ওহে মতিমান ॥
তিন সপ্তবার ধরা ক্ষত্র শূন্য করে।
পঞ্চ হ্রদ নিরমিল ক্ষত্রিয় রুধিরে ॥
তীর্থছলে সেই স্থলে দেব হলধর।
যজ্ঞ আদি নানা কর্ম্ম করিল বিস্তর ॥
লোক উদ্ধারের হেতু পতিত পাবন।
করিলেন সেই তীর্থে পাপ বিনাশন ॥
প্রভাস তাহার নাম সর্ব্ব তীর্থ সার।
সেই তীর্থে সবে ধায় হরিষ অপার ॥
দ্বারকা-নিবাসী যত করিল গমন।
সবে ধায় হর্ষকায় আনন্দে মগন ॥
উদ্ধবাদি সকলেতে আইল তথায়।
বৃষ্ণিবংশ যত জন সকলেতে যায় ॥
অক্রূরাদি সকলেতে তথায় চলিল।
বাহ্লিকাদি রাজবংশ গমন করিল ॥
বসুদেব আদি করি যদুবংশ যত।
পাপ বিমোচন হেতু তথা উপনীত ॥
কৃষ্ণ পুত্রগণ সবে আনন্দে মাতিল।
গদ শাম্ব আদি করি সকলে চলিল ॥
প্রদ্যুম্ন ভুচন্দ্র অনিরুদ্ধ সবে ধায়।
শুকাদি সারণ সবে আনন্দ হৃদয় ॥
কৃতবর্ম্মা সৈন্যসহ করিল গমন।
কেহ গজে কেহ অশ্বে করি আরোহণ ॥
কেহ রথে চড়ি যায় আনন্দ অন্তরে।
কেহ যায় পদব্রজে কেহ উষ্ট্রোপরে ॥
নরযানে কেহ কেহ হৈল আগুসার।
বসন ভূষণ পরি নানা অলঙ্কার ॥
অসংখ্য যাদব দল যায় হর্ষচিতে।
আইল দেবতা যেন কলত্র সহিতে ॥
প্রভাসের কূলে সবে উপনীত হয়।
সেই তীর্থে স্নান করি উপবাসী রয় ॥
বিপ্রগণে আনন্দেতে দান করে কত।
সুবর্ণ কাঞ্চন আর ধেনু শত শত ॥
রামহ্রদে করি স্নান তবে সর্ব্বজন।
বিপ্রগণে দিল দান বিবিধ রতন ॥
এইমতে স্নান দান অনেক করিল।
আনন্দ সলিলে সবে নিমগ্ন হইল ॥
পরে বসি বৃক্ষমূলে যদুকুলগণ।
তথায় আইল কত আত্মীয় স্বজন ॥
পৃথিবীর রাজা কত তথায় আইল।
প্রভাস তীর্থেতে আসি উপনীত হৈল ॥

কত যে আইল নৃপ সংখ্যা নাহি তার।
সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা হয় আগুসার॥
মৎস্য বিদর্ভ আর কৌশলের রায়।
কুরু সৃঞ্জয় উশীনর আইল তথায়॥
মদ্র অধিপতি আর কেকয় মহীপাল।
পরিবার সহ আসে ল'য়ে নিজ বল॥
কত শত আসে নৃপ না পারি কহিতে।
নন্দ আদি গোপগণ আসে আনন্দেতে॥
আইল গোপিনীগণ আনন্দ হৃদয়ে।
কৃষ্ণ দরশন হেতু উন্মাদিনী হয়ে॥
তীর্থযাত্রা ছলে করে তথা আগমন।
সাদরেতে পরস্পরে করে সম্ভাষণ॥
গোপী যত আনন্দিত কৃষ্ণ দরশনে।
তুষিলা শ্রীহরি সবে মধুর বচনে॥
আনন্দে সবার নেত্রে অশ্রু বরিষয়।
গোবিন্দ সন্তোষ বাক্যে তুষিল সবায়॥
পরে কুন্তী ভ্রাতৃগণে করে সম্ভাষণ।
পরস্পর কহে বার্ত্তা কুন্তী পুত্রগণ॥
বসুদেব কুন্তীদেবী কহে তদন্তরে।
নয়নেতে অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে॥
কহে ভাই দয়াহীন তোমার অন্তর।
একবার ভগ্নী ব'লে স্মরণ না কর॥
বিপদে পড়িনু কত জানহ সকল।
আমাদের হয় ভাই কত অমঙ্গল॥
বসুদেব কহে আর বৃথা শোক কর।
মায়াময় এ সংসার সকলি অসার॥
মায়াতে আবৃত এই জগতের জন।
ঈশ্বরে অন্তরে কেহ না করে স্মরণ॥
কর্ম্মভোগে পায় ক্লেশ জানিবে নিশ্চয়।
জীবদেহ স্বতন্ত্র না হয় আত্মময়॥
কংসভয়ে দেশান্তরে গমন সবার।
ভগবান রাখে করি কংসের সংহার॥
বসুদেব আদি পরে কহে বাক্য সবে।
কুন্তীদেবী শুনি বাণী তুষ্ট হয় তবে॥

উগ্রসেন আদি সে দ্বারকাবাসী যত।
এইমত পরস্পর বাক্য কহে কত॥
আনন্দে মাতিল সবে কৃষ্ণ দরশনে।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আদি অম্বিকানন্দনে॥
কুরুমাতা গান্ধারী ও পাণ্ডুপুত্রগণ।
সঞ্জয় কুন্তী বিদুর আর কত জন॥
কৃপ শল্য ধৃষ্টকেতু দ্রুপদ রাজন।
কাশীরাজ পুরুজিত আদি নৃপগণ॥
দামঘোষ যুধামন্যু শৈবাল নৃপতি।
সুশর্ম্মা বাহ্লীক ভোজ বিরাটাধিপতি॥
যুধিষ্ঠির সহ সবে প্রবাসে আইল।
নারায়ণ দরশনে আনন্দে ভাসিল॥
সাদরে সম্ভাষে সবে যত যদুগণ।
মহাভাগ্য মহাভাগ্য বলে রাজগণ॥
কত ভাগ্য তোমাদের কে পারে বলিতে।
কৃষ্ণপদ পাও সদা নয়নে দেখিতে॥
যোগীর দুর্ল্লভ সেই গোবিন্দ চরণ।
অনায়াসে সর্ব্বক্ষণ কর দরশন॥
যাঁর পদ স্মরণেতে পাপ হয় ক্ষয়।
যাঁর পাদোদকে ধরা সুপবিত্র হয়॥
সর্ব্বক্ষণ সুখে রহ তাঁর দরশনে।
তোমাদের ভাগ্য যত কহিব কেমনে॥
পরম কারণ হরি যশোদা-কুমার।
তাঁর দরশনে সবে আনন্দ অপার॥
এইরূপে হরিকথা কহে সর্ব্বজন।
পরস্পর সকলেতে আনন্দে মগন॥
আলিঙ্গন করে সবে যদুগণ সঙ্গে।
রামকৃষ্ণে আলিঙ্গন করিলেন রঙ্গে॥
তদন্তর নন্দঘোষ আনন্দ অন্তরে।
যদুগণ সঙ্গে আসি সম্ভাষণ করে॥
কৃষ্ণ বলরাম রূপ করি দরশন।
প্রেমানন্দে অশ্রুরাশি হয় বরিষণ॥
কাঁদিয়া আকুল মুখে বাক্য নাহি সরে।
কৃষ্ণ বক্ষঃ ভিজাইল নয়নের নীরে॥

তদন্তরে যশোমতী কৃষ্ণে কোলে নিল।
নয়নের জলে তার বসন ভিজিল॥
চির দুঃখ দূরে গেল আনন্দ অন্তর।
রোহিণী যশোদা আদি হরিষ অন্তর॥
দেবকী আসিয়া পরে তাহাদের সনে।
পরস্পর সম্ভাষণ করেন যতনে॥
গলা ধরাধরি করি কত কথা কয়।
চির দুঃখ দূরে গেল আনন্দ হৃদয়॥
সবে মিলি কৃষ্ণরূপ করে নিরীক্ষণ।
অনুরাগে হৃদি কাঁপে সজল নয়ন॥
একমনে গোপীগণে হেরে কৃষ্ণরূপ।
মোহন মুরতি হেরি সকলে কৌতুক॥
নারায়ণ গোপীগণে করি দরশন।
একেবারে হইলেন আনন্দে মগন॥
কৃষ্ণের নিকটে সবে গমন করিল।
মৃদু হাস্যে কৃষ্ণে কিছু কহিতে লাগিল॥
শুন কহি গোপাঙ্গনা আমার বচন।
আমারে কি কদাচিত করিতে স্মরণ॥
আমার সহিত সবার যেমন সুহৃৎ।
তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে বিধির বিহিত॥
পবন গতিতে মেঘ যেইরূপ হয়।
বিধিকৃত সেইরূপ মোদের ঘটয়॥
তোমাদের স্নেহ হয় যেরূপ আমারে।
অনায়াসে মুক্তি পাবে এ ভব সংসারে॥
মোর প্রতি স্নেহ সবে ভাগ্যের কারণ।
তাহাতে আমারে বশ কৈলে সর্ব্বজন॥
তোমাদের প্রেমে বশ জানিবে নিশ্চয়।
তোমাদের দেহ মন শরীর যে হয়॥
ভিন্ন ভাব নাহি ভাবি মনে কদাচন।
গোপাঙ্গনা কহে শুনি কৃষ্ণের বচন॥
কহিতে লাগিল সবে অনুরাগ ভরে।
হৃদয়ে ভাবিয়ে সেই দেব যোগেশ্বরে॥
চিন্তয়ে পরমপদ গোপ-কুলবালা।
পতিত জনের হরি তুমি মাত্র ভেলা॥
শুন কহি কৃপাময় কৃপার আলয়।
সেই পদ কর যদি মানসে উদয়॥
গোপ-কুলবালা মোরা গৃহবাসী জন।
বাসনা মোদের শুন শ্রীনন্দনন্দন॥
ভাগবতে হরিকথা শ্রবণে সুন্দর।
দাস ভাসে হরিপদে মন মধুকর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে প্রভাস মিলন সমাপ্ত।

অথ কুরুক্ষেত্র যাত্রা।

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
সম্ভাষিয়া গোপীগণে শ্রীমধুসূদন॥
অনন্তর নারায়ণ যুধিষ্ঠির প্রতি।
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর ভারতী॥
কুশল বারতা মোরে কহ ধর্ম্মরায়।
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির করপুটে কয়॥
কৃষ্ণ পদতলে ধর্ম্ম করি কৃতাঞ্জলি।
কুশল বারতা কহে হ'য়ে কুতূহলি॥
শুন কৃষ্ণ কহি আমি প্রকৃত কাহিনী।
যেইজন তব মুখে শুনে সদা বাণী॥
তব পদ মধুপান করে যেইজন।
তব লীলা কথা যেবা করয়ে শ্রবণ॥
কোথা অমঙ্গল তার সঙ্কটেতে ভয়।
তব পাদপদ্মে যার মতি সদা রয়॥
ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠ এই ধরায় আইলে।
মহাভার ধরণীর বিনাশ করিলে॥
এইমত দুইজনে কত কথা হয়।
তদন্তর কৌরবগণের বামাচয়॥
আনন্দিত মনে আসি কৃষ্ণপত্নী পাশে।
করপুটে সাদরেতে কত কথা ভাষে॥
কৃতাঞ্জলি করি কহে দ্রুপদ-নন্দিনী।
ধীরি ধীরি কত কথা কহে সুবদনী॥

শুন কহি গুণবতি হরি মনোহরা।
জগত জীবন হরি জগতের পরা ॥
শুনহ রুক্মিণী ভদ্রা আর জাম্বুবতী।
সত্যভামা কালিন্দী করহ অবগতি ॥
সকলের ভর্ত্তা হরি নিজে ভগবান।
কিরূপে কাহার ভার্ত্তা না জানি কারণ ॥
সেই কথা কহ মোরে করিব শ্রবণ।
একে একে বিস্তারিয়ে বল বিবরণ ॥
শ্রবণে হৃদয় হবে তুষ্ট অতিশয়।
দ্রৌপদী বচনে তবে রুক্মিণী যে কয় ॥
তবে শুন কহি আমি পূর্ব্বের কাহিনী।
আনন্দ পাইবে হৃদে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
আমারে লইতে দামুঘোষের নন্দন।
বহু সৈন্য সঙ্গে আনে বিবাহ কারণ ॥
একা হরি সকলেরে পরাজিল রণে।
যেমন কেশরী বধে ক্ষুদ্র মৃগগণে ॥
বলেতে আমারে হরি হরণ করিল।
দ্বারাবতী আসি বিভা হরিষে করিল ॥
পরম পুরুষ হরি সকলের সার।
সেই পদে মতি মোর রহে অনিবার ॥
ভুলিয়া না যাই যেন সে রাঙ্গা চরণ।
তোমারে কহিনু আমি স্বরূপ বচন ॥
তদন্তর সত্যভামা কহে মৃদুস্বরে।
পাঞ্চালেতে জাম্বুবান পরাজয় ক'রে ॥
স্যমন্তক মহামণি আনি তথা হ'তে।
আমার জনকে দিল সানন্দিত চিতে ॥
সভয় অন্তরে তবে জনক আমার।
হরিসহ বিভা মোর দিল তদন্তর ॥
অপরেতে কহিলেন দেবী জাম্বুবতী।
শুনহ দ্রৌপদী দেবী আমার ভারতী ॥
সপ্তবিংশ দিন করি যুদ্ধ পিতা সনে।
নহে পরাভব কেহ সম দোঁহে রণে ॥
পরে মম পিতা জানি পরম কারণ।
মুরারি করেতে মোরে করিল অর্পণ ॥

কালিন্দী কহিল পরে শুন গুণবতী।
যেইরূপে বিভা মোরে করে যদুপতি ॥
যমুনা-কুলেতে ছিনু ব্রত আচরণে।
কৃষ্ণ পতি হবে এই সদা ভাবি মনে ॥
হেনকালে শূন্যপথে আসি নারায়ণ।
অর্জ্জুন সহিত হরি রথে আরোহণ ॥
সেই স্থানে পাণিগ্রহ করিল আমার।
এবে হরিপদে মতি রহে অনিবার ॥
মিত্রবিন্দা কহে সখী শুনহ বচন।
স্বয়ম্বরে হরি মোরে করিল হরণ ॥
মম চারি ভ্রাতৃগণে করি পরাজয়।
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময় ॥
শৈব্যা কহে শুন কহি বিবাহ বচন।
আমার পিতার করি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গন ॥
গো-বৃষ সপ্তক মোর পিতা পণ করে।
পরাজিয়ে বলাবল পরীক্ষার তরে ॥
সেই সপ্ত বৃষে হরি করি পরাজয়।
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময় ॥
এসেছিল যত রাজা বিবাহ কারণ।
তাহাদের সনে পথে বাধিল যে রণ ॥
অবহেলে নৃপদলে করি পরাজয়।
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময় ॥
ভদ্রাবতী কহে শুন আমার বারতা।
হরিপদ যতনে ধরিয়া মম পিতা ॥
মোরে দান করিলেন হরিষ অন্তরে।
কহিলাম পূর্ব্বকথা এখন তোমারে ॥
এখন প্রার্থনা মম শুন গুণবতী।
জন্মে জন্মে হরি যেন হয় মম পতি ॥
লক্ষণা কহেন শুন দ্রৌপদী সুন্দরী।
মম পিতা বিভা দিল মহাপণ করি ॥
মহা ধনু যেইজন বলেতে ভাঙ্গিবে।
তাহাকে আমার পিতা যত্নে বিভা দিবে ॥
স্বয়ম্বরে পৌরুষ পাইবে সেইজন।
এইরূপে মম পিতা করিলেন পণ ॥

কিন্তু আমি হরি রূপ করিয়ে শ্রবণ।
তাঁরে পতি করিবারে হৈল মম মন॥
তাহা শুনি পিতা মম বড় স্নেহ হৈল।
এক মৎস্য নির্ম্মাইয়া উর্দ্ধেতে রাখিল॥
নীচেতে রাখিল জল দেখিবার তরে।
জল দৃশ্যে তারে যেই বিন্ধিবেন শরে॥
সেইজন লভে মম দুহিতা-রতন।
এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনি যত নৃপগণ॥
অসংখ্য আইল রাজা লভিতে আমায়।
সমাদরে পিতা মোর কহিল তাহায়॥
এই লহ ধনু শর বিন্ধহ মৎস্যেরে।
কেহ নাহি সেই ধনু তুলিবারে নারে॥
কেহ না পারিল তাহে গুণ সংযোজিতে।
কেহ বা আছাড় খেয়ে পড়িল ভূমিতে॥
পরাভব মানি তবে মহাবীরগণ।
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি দুর্য্যোধন॥
রাধাপুত্র ধনঞ্জয় ভীম মহাশয়।
বহু ক্লেশে ভঙ্গ দিল মানি পরাজয়॥
কিন্তু কেহ সেই মৎস্য বিন্ধিতে নারিল।
এইরূপে বীর যত দর্প হত হৈল॥
তদন্তর যদুবর আনন্দিত মনে।
কৌতুকে ধরিল ধনু দেখে সর্ব্বজনে॥
বামহস্তে ধরি ধনু তুলিল হেলায়।
লক্ষ্য করে সেই মৎস্য জলের ছায়ায়॥
জলের ছায়ায় তবে করি দরশন।
সত্বরে সে মৎস্য বিন্ধে দেব নারায়ণ॥
কাটিয়া পড়িল মৎস্য সভার ভিতর।
বাজিল দুন্দুভি বাদ্য স্বর্গের উপর॥
দেবগণ আনন্দেতে নাচিতে লাগিল।
জয় শব্দে চারিদিকে শব্দিত হইল॥
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
সেইক্ষণে রত্নমালা দিনু দামোদরে॥
মহানন্দে বরমালা দিলাম গলায়।
নানা বাদ্য বাজে সব আনন্দিত তায়॥
মহোৎসব মহারব চৌদিকেতে হয়।
মোর রূপে নৃপ যত জ্ঞান হত প্রায়॥
অনঙ্গে মোহিত তবে যত নৃপগণ।
বিমর্ষ অন্তরে সবে করিল গমন॥
তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে।
আমারে তুলিয়া লয় রথের উপরে॥
চতুর্ভুজ চারিহাতে আমারে ধরিল।
দারুক সারথি তবে রথ চালাইল॥
পথ মাঝে নৃপগণ কৃষ্ণেরে ঘেরিল।
আমারে লইবে কাড়ি মনেতে চিন্তিল॥
বিপক্ষ হইয়ে যত নরপতিগণ।
কৃষ্ণসহ সেই স্থানে করে ঘোর রণ॥
একা কৃষ্ণ পরাজয় করিল সবারে।
সিংহ যথা ব্যাঘ্র মাঝে পরাক্রম করে॥
সেইমত নারায়ণ সমরে জিনিল।
ভয়ে যত নরপতি সবে পলাইল॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ তাহাদের সনে।
মহাভীত রাজগণ পলায় সঘনে॥
তবে হরি দ্বারকায় আনন্দে আইল।
আমার জনক তবে হরিকে পূজিল॥
যতনে পূজিল আর বান্ধব স্বজন।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি দিল বহুধন॥
কত শত দাস দাসী প্রদান করিল।
হয় হস্তী রথ রথী বস্ত্র কত দিল॥
এইরূপে মোরে বিভা করে জনার্দ্দন।
এই দাসী সঙ্গে হরি আইল ভবন॥
কত ভাগ্য কত পুণ্য আছিল আমার।
কত যে করিনু তপ সংখ্যা নাহি তার॥
তাই দাসীরূপে করি চরণ সেবন।
তদন্তরে নরক ভূপতি বিনাশন॥
তারে মারি ষোল হাজার কামিনী হরিল।
দয়া করি দয়াময় বিবাহ করিল॥
কি কব ভাগ্যের কথা শুন গুণবতী।
শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য মোরা নহি কোন সতী॥

তবে কোন তপোবলে পাইনু তাঁহায়।
কেবল সম্পদ সব তাঁহার ইচ্ছায়॥
ব্রজকুল নারী বাঞ্ছে সদা যে চরণ।
হেলায় সে পদ মোরা ক'রেছি সেবন॥
ভাগবত হরিকথা অমৃত লহরী।
যেই পুণ্যবান হয় শুনে বাঞ্ছা করি॥
মহামুনি ব্যাসদেব শ্লোকেতে রচিল।
দাস ভাষে হরিপদে চিত্ত মগ্ন হ'ল॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের তীর্থ যাত্রা।

তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
এইরূপে পরস্পরে কথোপকথন॥
কুন্তী গান্ধারী আর দ্রুপদনন্দিনী।
রাজাগণ পত্নী যত শ্রীকৃষ্ণ রমণী॥
কৃষ্ণ কথা আলাপন করি সর্ব্বজন।
হরি প্রেমে একেবারে হইল মগন॥
প্রেমে পুলকিত নয়নেতে বারি বহে।
একেবারে সকলেতে জ্ঞানশূন্য রহে॥
হেনকালে মুনিগণ তথায় আইল।
রামকৃষ্ণ দেখিবারে বেগেতে ধাইল॥
আনন্দ অন্তরে যায় সত্বর গমনে।
বেদব্যাস নারদাদি রহে সেইখানে॥
বিশ্বামিত্র শতানন্দ আইল দেবল।
আইল চ্যবন মুনি হ'য়ে কুতূহল॥
ভরদ্বাজ গৌতম সে আনন্দ অন্তরে।
বহু শিষ্য সঙ্গে রাম আসে তদন্তরে॥
বশিষ্ঠ দ্বৈপায়ন ভৃগু আইল তখন।
পুলস্ত্য কশ্যপ আদি করিল গমন॥
আইল মার্কণ্ড মুনি আর বৃহস্পতি।
সনক সনন্দ আর অত্রি মহামতি॥
যাজ্ঞবল্ক্য আইল সে সনৎকুমার।
অগস্ত্য ও বামদেব আসে কত আর॥
আনন্দ অন্তরে সবে কুরুক্ষেত্রে আইল।
আসিয়ে কৃষ্ণের পদ দরশন কৈল॥
মুনিগণ দরশনে সভাজন সবে।
রামকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্র আর নৃপ তবে॥
সম্ভ্রমে উঠিয়ে সবে প্রণতি করিল।
যথাবিধি সকলেতে সবারে পূজিল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সবে করিয়ে যতন।
বসিবারে দিল তথা দিব্য কুশাসন॥
তবে ডাকি ঋষিগণে দেব দামোদর।
বিনয় বচনে সবে করে সমাদর॥
কি কব ভাগ্যের কথা জনম সফল।
সার্থক জীবন হেরি চরণ কমল॥
দেবতা দুর্ল্লভ সব মহা যোগেশ্বর।
একেবারে দেখিলাম পদ সবাকার॥
জগতে দেবতা যত রচিত পাষাণে।
আর যত দৃশ্য হয় মৃত্তিকা নির্ম্মাণে॥
আর যত তীর্থ আছে জগত ভিতর।
ইহারা পবিত্র করে জীবের অন্তর॥
বহুকালে পূত করে মানবে নিশ্চয়।
কিন্তু সাধু দরশনে সদ্য মুক্তি হয়॥
চন্দ্র সূর্য্য তারা পৃথ্বী জল হুতাশন।
পাপের বিনাশ হয় করিলে সেবন॥
নরে যত পাপ করে একান্ত মনেতে।
নাশে পাপ বহুকালে এই অবনীতে॥
কিন্তু যেইজন করে সাধুর সেবন।
ক্ষণমাত্রে হয় তার পাপ বিমোচন॥
দরশনে পাপ নাশ বিনাশ নিশ্চয়।
সাধু দরশন জীবে দুর্ল্লভ যে হয়॥
কৃষ্ণের মুখের বাণী শুনি মুনিগণ।
শুদ্ধভাবে রহি সবে করয়ে চিন্তন॥
বুদ্ধিভ্রম হৈল সবে হরির বচনে।
মনে মনে বিচারিল সবে সেই স্থানে॥
দেব চিন্তামণি সবে অন্তরে জানিল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে কহিতে লাগিল॥

শুন দেব জগন্নাথ মোদের বচন।
তোমার মায়াতে মুগ্ধ জগতের জন॥
জগত সৃজন হেতু যত অধীশ্বর।
সকলেতে আছে নাথ অধীন তোমার॥
একমাত্র মূল তুমি হও সর্ব্বেশ্বর।
একরূপে বহু মূর্ত্তি ধর দামোদর॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
ভক্তেরে রক্ষিতে তব হেথা আগমন॥
হরিতে অবনীভার মর্ত্ত্যে অবতার।
রাখিতে জগত করি দুষ্টের সংহার॥
ব্রহ্মা শিব হয় দেব তোমার হৃদয়।
চারিবেদ যোগ শাস্ত্র তব আত্মা হয়॥
আমাদের জন্ম আজি সফল হইল।
তব শ্রীচরণ-যুগ নয়ন দেখিল॥
নমো নমঃ নারায়ণ পরম কারণ।
নমো নমঃ যোগেশ্বর ব্রহ্ম সনাতন॥
পরমাত্মারূপী সেই জগতের সার।
অনন্ত মহিমা তব বেদে অগোচর॥
এইরূপে মুনিগণ করে কত স্তুতি।
বার বার হরিপদে করে সবে নতি॥
হেনকালে বসুদেব তথায় আইল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সবে প্রণাম করিল॥
করযোড়ে কহি তবে সবাকার প্রতি।
মুনিগণে কহে কিছু করিয়ে মিনতি॥
নমস্তে জগদানন্দ ওহে মুনিগণ।
শুন এক নিবেদন আমার এখন॥
কর্ম্মপাকে বদ্ধ জীব যাতে মুক্ত হয়।
সেই কথা মোরে কহ ওহে দয়াময়॥
ঋষিগণ শুনি বসুদেবের বচন।
হাসি হাসি সবে করে কথোপকথন॥
দেবঋষি মুনিগণ কহিতে লাগিল।
আশ্চর্য্য না হয় বসুদেব যা কহিল॥
জিজ্ঞাসেন বসুদেব আপন মঙ্গল।
নিকটেতে থাকে যদি জাহ্নবীর জল॥
তাহে নরগণ করে বহু অনাদর।
তাহা ছাড়ি অন্য তীর্থে গমন সত্বর॥
সেইমত পুত্রভাবে দেব জনার্দ্দনে।
কর্ম্মভোগ হেতু তেঁই ভাবে মনে মনে॥
নারদ মুখেতে শুনি এ সব বচন।
বসুদেব প্রতি তবে কহে মুনিগণ॥
শুন নরপতিগণ অপূর্ব্ব ভারতী।
রাম হরি দুইজন অনাদি মূরতি॥
শুন কহি বসুদেব অপূর্ব্ব কথন।
কর্ম্মমতে কর্ম্মফল সাধুর বচন॥
যজ্ঞ আদি কর্ম্ম করি মানব-নিকর।
পরম আদরে যদি সেবে যজ্ঞেশ্বর॥
সে কর্ম্ম সাধিয়া সবে কর্ম্মভোগ নাশে।
সাধুগণ এইমত শাস্ত্রে সব ভাষে॥
এই যোগ মহাসিদ্ধি পরম কারণ।
গৃহীরা হইবে সিদ্ধ করি স্বস্ত্যয়ন॥
ভক্তিভাবে ভাবে সবে দেব যদুপতি।
ধন আদি করে ক্ষয় ধর্ম্মে হয় মতি॥
হরিপদ একভাবে ভাবে অনুক্ষণ।
তপস্যা করিয়া করে হরি আরাধন॥
দেব ঋণ পিতৃ ঋণ কভু নাহি রয়।
কহিনু তোমারে এই বচন নিশ্চয়॥
শিশুকাল হ'তে তুমি হরিরে সেবিলে।
রাম হ্রদে কৃষ্ণ সহ স্নানাদি করিলে॥
একান্ত মনেতে দান করি দ্বিজগণে।
পাইলে সে পুত্ররূপে পরম কারণে॥
তব কর্ম্মবন্ধ ভয় কিছু না রহিল।
বসুদেবে মুনিগণ এরূপ কহিল॥
তাহা শুনি বসুদেব আনন্দ অন্তরে।
মুনিগণ পদে নতি বার বার করে॥
মহাযজ্ঞ সেই স্থানে তবে আরম্ভিল।
ঋষিগণে সাদরেতে বরণ করিল॥
ঋত্বিকেরা মহানন্দে যজ্ঞে ব্রতী হয়।
দরশনে আনন্দিত যাদব তনয়॥

সানন্দ হৃদয়ে করি স্নান সমাপন।
পরিধান করে সবে বিচিত্র বসন ॥
নানাবিধ অলঙ্কার অঙ্গেতে পরিল।
বিবিধ ভূষণে সবে ভূষিত হইল ॥
যদুকুল কামিনীরা আনন্দে মাতিল।
বিবিধ বসন সবে পরিধান কৈল ॥
যজ্ঞাগারে সকলে করিল আগমন।
সুমধুর শব্দে বাদ্য বাজিল তখন ॥
মৃদঙ্গ মুরজ কত বাজে মনোহর।
পটহ ও ভেরী তুরী বাজিল সুস্বর ॥
নাচিতে লাগিল যত নর্ত্তকীরগণ।
সুমধুর স্বরে গায় কিন্নরে সঘন ॥
সূত ও মগধ আর বন্দীগণ যত।
মনোহর তানে তারা স্তব করে কত ॥
মুনিগণ হর্ষমনে যজ্ঞাহুতি দিল।
সেইকালে রাম কৃষ্ণ তথায় আইল ॥
বন্ধুগণ সহ হরি আইল তথায়।
স্বগণ সহিত মন্ত্র জপে যদুরায় ॥
তারাদল মাঝে যথা শোভে নিশাপতি।
সেইমত যজ্ঞস্থলে দেব যদুপতি ॥
তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে।
দক্ষিণা দিলেন দান যত ঋষিবরে ॥
দ্বিজগণে ধনদান করে হৃষ্টমনে।
গো-ভূমি আদি দিল পরম যতনে ॥
তদন্তর রামহ্রদে নামি স্নান করে।
অলঙ্কার দ্বিজগণে দেন অকাতরে ॥
একে একে সবাকার সম্মান রাখিল।
যত যত নরপতি তথায় আছিল ॥
নৃপগণ মুনিগণ আনন্দ মনেতে।
সকলে আসিল সেই হরির কাছেতে ॥
প্রশংসা করিল সবে যজ্ঞের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত নৃপগণ ॥
সকলে আনন্দ-হৃদে গেল নিজালয়।
হরি অদর্শন হেতু বিষণ্ণ হৃদয় ॥
বসুদেব মনোরথ পরিপূর্ণ হৈল।
গোপসহ নন্দঘোষ সাদরে পূজিল ॥
তবে বসুদেব নন্দে করিয়ে ধারণ।
ব্যাকুলিত চিত্তে কহে কতই বচন ॥
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল।
পূর্ব্ব মৈত্র হেতু দুঃখ অন্তরে ভাবিল ॥
আনন্দ অন্তরে তবে নন্দ মহামতি।
গোপকুলসহ তথা করে অবস্থিতি ॥
তিন মাস সেই স্থানে আনন্দে রহিল।
পরে গোপ গোপীসহ নিজ দেশে গেল ॥
কৃষ্ণ আদি সবাকার সম্মতি হইল।
মহানন্দে ব্রজপতি ব্রজেতে আইল ॥
বসুদেব নন্দঘোষে রাখিল সম্মান।
উগ্রসেন আদি করি আনন্দ বিধান ॥
সযতনে গোপগণে করিল বিদায়।
মহা সম্মানিত হ'য়ে নিজ দেশে যায় ॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণপদে গোপীকুল রাখি নিজ মন ॥
অন্তরে বিষণ্ণ অতি সকলে হইল।
কাতর হইয়ে সবে ব্রজেতে চলিল ॥
তবে যদুগণ অতি আনন্দিত মন।
বর্ষাগতে ধরাপরে হয় বরিষণ ॥
তবে সবে হর্ষমনে আসে দ্বারাবতী।
জগতে জানিল বসুদেব যজ্ঞ কীর্ত্তি ॥
এইরূপে হয় সেই যজ্ঞ সমাপন।
দাস ভাষে নাহি গতি বিনে শ্রীচরণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে তীর্থযাত্রা সমাপ্ত।

অথ দেবকীর মৃত পুত্র আনয়ন :

তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
একদিন বলরাম সহ নারায়ণ ॥
মাতা পিতা যেই স্থানে আছেন বসিয়ে
দুই ভাই উপনীত সেই স্থানে গিয়ে ॥

বসুদেব দেবকীর চরণে বন্দিল।
তবে বসুদেব কিছু কৃষ্ণেরে কহিল ॥
মুনিগণ মুখে শুনি কৃষ্ণ বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু প্রকৃত বচন ॥
ওহে হরি মহাযোগী দেব গদাধর।
জগতের পিতা তুমি দেব যজ্ঞেশ্বর ॥
ব্রহ্মসনাতন তুমি জগৎ আশ্রয়।
যোগীর জীবন দোঁহে তোমরা নিশ্চয় ॥
তোমাদের হ'তে হয় এ বিশ্ব সৃজন।
পরম সুন্দর হও তোমরা দুজন ॥
জগতের মূল তোমা জানিয়াছি মনে।
বিশ্ব বীজ হও দেব সকলেই জানে ॥
তোমাদের হ'তে হয় সংহার পালন।
তোমাদের হ'তে হয় বিশ্বের সৃজন ॥
সবার নিদান তুমি পরম ঈশ্বর।
তুমি জল তুমি স্থল হও জলধর ॥
শাস্তি তেজ শক্তি আদি তোমাতেই সব
চন্দ্র সূর্য্য তারা নভো তুমি হে মাধব ॥
পঞ্চভূতময় তুমি আত্মারূপে হরি।
ষড়রস হও তুমি মুকুন্দ মুরারী ॥
ইন্দ্রিয় রূপেতে আছ মানব শরীরে।
অমর রূপেতে রহ অমর নগরে ॥
যোগীরূপে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময়।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ তোমার মাথায় ॥
পরাৎপর হও তুমি সবাকার সার।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগৎ সংসার ॥
জগতে পূজিত তুমি অনন্ত অজেয়।
গুণের সাগর দোঁহে গুণে অপ্রমেয় ॥
সবার প্রধান হও তুমি গুণাধর।
পুত্ররূপে মম গৃহে হ'লে অবতার ॥
ভূভার হরিতে দেব এলো অবনীতে।
মম ভাগ্য হেতু অবতীর্ণ এ ধরাতে ॥
সদা মনে ভাবি মাত্র তোমার চরণ।
ওহে দেব কর মম দুঃখ বিমোচন ॥
রিপুবশে চিরকাল কাটাইনু কাল।
পুত্র ভাবি তোমারে যে ঘটিল জঞ্জাল ॥
যুগে যুগে ধর্ম্ম রক্ষা কর নারায়ণ।
সূতি-গৃহে ত্রিজন্মের কহিলা বচন ॥
এক মূর্ত্তি নহ তুমি কত মূর্ত্তি ধর।
শূন্যে দৃশ্য হয় দেখি যথা জলধর ॥
কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার।
ওহে দয়াময় তুমি মায়ার সাগর ॥
বসুদেব মুখে শুনি এতেক বচন।
হাস্য করি কহে হরি বিনম্র বদন ॥
আমার বচন পিতা শুন একবার।
আমায় যে পুত্র জ্ঞান হইল তোমার ॥
সে বুদ্ধি সামান্য নহে শুন মতিমান।
তত্ত্বজ্ঞান হ'তে তাহা হয় সমুত্থান ॥
স্নেহে বশীভূত আমি নিশ্চয় জানিবে।
ভক্তের অধীন আমি মনেতে মানিবে ॥
এইরূপে নারায়ণ কহিল যখন।
আনন্দ-সলিলে মগ্ন হারায় চেতন ॥
প্রীত মনে মৌনভাব ধারণ করিল।
কিছুক্ষণ আর কিছু বাক্য না কহিল ॥
তদন্তর দেবকী যে করিল উত্তর।
কহে সতী মৃদুভাষে শুন গদাধর ॥
কৃষ্ণ বলরাম শুন আমার বচন।
তোমাদের গুণ গীত করে মুনিগণ ॥
তাহা শুনি মনে মনে বিস্ময় হইল।
তোমাদের হ'তে সব বিশ্ব জনমিল ॥
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন।
মরা পুত্র আনি দিলে তোমা দুইজন ॥
আনি দিলে গুরুদেবে যে পুত্র মরিল।
লোকমুখে শুনি তাহা বিস্ময় জন্মিল ॥
কিন্তু এক কথা মোর শুন যাদুধন।
মোর ছয় পুত্র কংস করিল নিধন ॥
কি কহিব দুঃখ পুত্র কহিতে না পারি।
পুত্রশোকে দহে প্রাণ কিরূপেতে ধরি ॥

স্তনক্ষীর দানে আমি হইনু বিরত।
সে দুঃখে জ্বলিছে হৃদি কহিব বা কত ॥
তোমরা দুজনে হও জগত কারণ।
পুরুষ প্রধান দেব বিশ্ব-বিমোহন ॥
অনাদি অনন্ত হও মহিমা অপার।
হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার ॥
আমার গর্ভেতে আসি জনম লভিলে।
অনাদি ঈশ্বর তুমি আমায় মোহিলে ॥
কে জানে তোমারে হরি তুমি সর্ব্বময়।
তোমাতেই হয় সৃষ্টি তোমাতেই লয় ॥
পুরুষ প্রবর তুমি হও আদিময়।
এ জগতে হয় মাত্র তোমাতে আশ্রয় ॥
মরা পুত্র গুরুকে আনিয়া দিলে তুমি।
শ্রবণে বিকল চিত্ত হইলাম আমি ॥
মম ছয় পুত্র কংস করিল নিধন।
বড় সাধ মরা পুত্র করি দরশন ॥
মাতৃমুখে এত শুনি কৃষ্ণ হলধর।
মনে মনে যুক্তি তবে করিল সত্বর ॥
কৃষ্ণসহ উভয়েতে যুক্তি করি মনে।
রামকৃষ্ণ চলি যায় বলিরাজ স্থানে ॥
মায়ার প্রভাবে যায় পাতাল নগর।
কৃষ্ণ দরশনে বলি আনন্দ অন্তর ॥
আগুসারি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল।
রতন আসন আনি বসিবারে দিল ॥
পবিত্র জলেতে পদ ধোয়ায় তখন।
সেই জল পান করে সব পুরজন ॥
সমাদরে মহাপূজা করে দুইজনে।
সর্ব্বাঙ্গে মাখায় তবে কুঙ্কুম চন্দনে ॥
দিব্য মাল্য অলঙ্কার প্রদান করিল।
বিবিধ বিধানে তবে দুজনে পূজিল ॥
দুজনে পিয়ায় তবে অমৃত প্রদানে।
আনন্দিত দুইজনে বসি সম্ভাষণে ॥
তবে মহাবলি বলি করি যোড়পাণি।
কহিতে লাগিল তাহে কত স্তব বাণী ॥

নমস্তে জগতপতি অনন্ত মূরতি।
নমো নমঃ নারায়ণ সর্ব্বভূতে স্থিতি ॥
নমো নমঃ ব্রহ্ম আত্মা অখিল ঈশ্বর।
তব দরশনে মম সার্থক অপার ॥
মহাযোগে যোগীগণ তোমারে না পায়।
কত ভাগ্য আজ মম গৃহেতে উদয় ॥
ধ্যানে ঋষিগণ তোমা করে দরশন।
অসুর বংশেতে হয় আমার জনম ॥
অহঙ্কারে মত্ত সদা মোদের অন্তর।
ঘরে বসে দেখি আজ রূপ মনোহর ॥
সত্ত্বগুণময় তুমি দেব নারায়ণ।
তমোগুণে বৈরীভাব হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
তব গুণ জানি মোরা বল কি প্রকারে।
অতএব প্রসন্ন হও দামোদর মোরে ॥
ওহে দেব পার কর এ ভবসাগর।
গৃহ-কূপ হ'তে মোরে করহ নিস্তার ॥
তব পদে সর্ব্বক্ষণ থাকে যেন মন।
বলির বচনে তবে কন নারায়ণ ॥
শুন কহি বলিরাজ এক বাক্য সার।
সাবধান হ'য়ে শুন বচন আমার ॥
মরীচির পুত্র হয় ঊর্ণার উদরে।
ব্রহ্মার পৌত্র তাহা আদি মন্বন্তরে ॥
কামেতে পীড়িত ব্রহ্মা কন্যা দরশনে।
দ্রুতগতি যায় ব্রহ্মা তাহার সদনে ॥
তাহা দেখি হাস্য করেছিল ছয়জনে।
আসুরী যোনিতে জন্ম তাহার কারণে ॥
গুরুর অবজ্ঞা হেতু এই দশা হয়।
এই হেতু অসুর কুলেতে জন্ম লয় ॥
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে সবে হইল নিধন।
হিরণ্যাক্ষ পুত্র তারা হয় ছয়জন ॥
দেবকীর উদরে পুনঃ জনম লইল।
কংসরাজ তাহাদের নিধন করিল ॥
এই স্থানে আছে তারা জানিও নিশ্চয়।
মাতৃকোলে দিব সবে কহিনু তোমায় ॥

জননী হৃদয় তবে আনন্দে ভাসিবে।
তবে সেই ছয়জন বিমুক্ত হইবে॥
নিজরূপে নিজধামে করিবে গমন।
আমা হতে মোক্ষপদ পাবে ছয়জন॥
এই কথা বলিরাজে কহিল শ্রীপতি।
তাহা শুনি ছয়জনে আনে শীঘ্রগতি॥
শ্রীহরি নিকটে সবে করিল অর্পণ।
মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ করিল গমন॥
মহাহর্ষে আসি হরি তবে দ্বারকায়।
প্রণমিল আসি হরি জননীর পায়॥
ছয়পুত্র মাতৃপদে প্রণাম করিল।
তাহা দেখি দেবকীর আনন্দ বাড়িল॥
স্নেহের কারণ দেবী অধৈর্য্য হইল।
স্তনক্ষীর স্তন হ'তে ঝরিতে লাগিল॥
অমনি সে পুত্রগণে কোলেতে করিল।
একে একে স্তনদুগ্ধ সকলেরে দিল॥
স্তন দানে দেবকীর স্থিরমতি হয়।
গোবিন্দ চরণ স্পর্শে তবে পুত্র ছয়॥
শ্রীহরি চরণে সবে নমস্কার করে।
মাতা পিতা চরণেতে নমে তদন্তরে॥
মুক্তিপদ পেয়ে স্বর্গে গমন করিল।
দরশনে দেবকীর বিস্ময় জন্মিল॥
একবার মাত্র পুত্র কোলেতে পাইল।
পুনঃ তারা সকলেতে স্বধামে চলিল॥
গোবিন্দের মায়া দেখি ভাবিল অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কেবা বুঝে মূঢ় নরে॥
গোবিন্দ চরিত্র হয় অদ্ভুত কথন।
অনন্ত অপার সেই অনন্ত দর্শন॥
একান্ত হইয়ে যেবা করয়ে শ্রবণ।
কিম্বা হরি গুণগান করে সর্ব্বক্ষণ॥
সূত কহে শুন শৌনকাদি মুনিগণ।
অমৃত সমান হয় শুকের ভাষণ॥
কর্ণভরি যেইজন শুনে একবার।
শুদ্ধ চিত্তে যেবা ইহা পড়ে অনিবার॥
অবশ্য তাদের হয় পাপের মোচন।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি তার হয় অনুক্ষণ॥
মহেশের আকিঞ্চন করহ পূরণ।
অন্তিমেতে পাই যেন তব শ্রীচরণ॥
ভাগবতে হরিকথা মধুর শ্রবণ।
দাস ভাষে ওই পদে যেন রহে মন॥

ইতি দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন সমাপ্ত।

অথ শ্রীভগবানের মিথিলা গমন।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া প্রণতি।
বলে মুনি কহ মোরে অপূর্ব্ব ভারতী॥
কৃষ্ণ সহোদরা সেই সুভদ্রা কামিনী।
বিবাহ করিল তারে পার্থ গুণমণি॥
মম পিতামহ সেই বীর ধনঞ্জয়।
সুভদ্রা হরিয়া করিলেন পরিণয়॥
সেই কথা কহ মোরে দয়ার সাগর।
তাহা শুনি শুকদেব কন তদন্তর॥
তব পিতামহ সেই পার্থ মহামতি।
তীর্থযাত্রা হেতু যবে করিলেন গতি॥
অবনীতে বড় বড় তীর্থ যত ছিল।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সব দর্শন করিল॥
তদন্তর প্রভাসেতে উপনীত হয়।
সুভদ্রার স্বয়ম্বর শ্রবণ করয়॥
হলধর সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিল।
দুর্য্যোধন সহ তার বিবাহ চিন্তিল॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় ভাবিল অন্তরে।
যাইতে হইবে মোরে কন্যা স্বয়ম্বরে॥
তবে পার্থ যোগীবেশে করিল গমন।
কৃষ্ণাজিন কমণ্ডলু করিয়া ধারণ॥
অতিথি রূপেতে তথা রহে ধনঞ্জয়।
স্বকার্য্য সাধন হেতু তীর্থের আশ্রয়॥
একদিন বনমালী প্রভু নারায়ণ।
নিমন্ত্রণ করে পার্থে আতিথ্য কারণ॥

পার্থ আগমন নাহি জানে হলধর।
পার্থে আনি রাখে হরি আপন গোচর॥
নিমন্ত্রিয়া নিজ গৃহে আনিয়া তাহায়।
করিয়ে যতন বহু ভোজন করায়॥
আনন্দ অন্তরে পার্থ করিয়ে ভোজন।
পরমা সুন্দরী কন্যা করে দরশন॥
মনোহরা কন্যা রত্ন দেখি ধনঞ্জয়।
একেবারে কামানলে দগ্ধ যেন হয়॥
সুভদ্রা অর্জ্জুনে তবে করি দরশন।
অস্থির অন্তরে রহে ব্যাকুলিত মন॥
ভদ্রা রূপে মগ্ন মন অর্জ্জুন হইল।
অধৈর্য্য হইয়ে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥
একেবারে কন্যারূপে হইল মোহিত।
কামানলে হৃদি তার হয় বিপরীত॥
হাসিয়ে কটাক্ষ শর অর্জ্জুন হানিল।
সুভদ্রা নয়নে প্রতিফলিত হইল॥
চারিনেত্র এক সঙ্গে হইল মিলন।
একেবারে দুইজনে অনঙ্গে মগন॥
তদন্তর নরবর শুনহ কাহিনী।
বাহিরে আইল সবে যতেক কামিনী॥
মহামহোৎসব দেবী যাত্রা দিনে হয়।
দেখিবারে এসেছিল যত নারীচয়॥
পথিমধ্যে সুভদ্রারে হরে ধনঞ্জয়।
সবে জানে ইথে কৃষ্ণ অভিপ্রায় হয়॥
বসুদেব দেবকীর আনন্দ হইল।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মনে মনে সকলি জানিল॥
পথিমাঝে কন্যা হরে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা শুনি মহাক্রুদ্ধ হয় যদুগণ॥
যদু সেনাগণ যত অর্জ্জুনে ঘেরিল।
ধনুকে জুড়িয়া বাণ রণ আরম্ভিল॥
তবে পার্থ মহাবীর বল প্রকাশয়।
অবহেলে সকলেরে করে পরাজয়॥
সিংহ যথা ক্ষুদ্র মৃগে পরাজয় করে।
হেনমতে পরাভব করিল সবারে॥
ভদ্রারে হেরিয়া পার্থ করয়ে গমন।
হলধর তাহা শুনি আরক্তলোচন॥
ক্রোধে অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল।
সাগর তরঙ্গ যেন বাতে উথলিল॥
মহাক্রোধে হলধর কম্পিত অন্তর।
তাহা দেখি সচিন্তিত হন গদাধর॥
আপনি পড়িয়া তবে অগ্রজ চরণে।
তুষিল তাহারে হরি বিনয় বচনে॥
বিধিমতে হলধর সান্ত্বনা করিল।
তদন্তর হলপাণি সন্তুষ্ট হইল॥
যৌতুক করেন পার্থে বহু অর্থ দিল।
কৃষ্ণ ইচ্ছা ভাবি মনে আনন্দ হইল॥
কৃষ্ণ অশ্ব দাস দাসী দিল অগণন।
তদন্তরে ইন্দ্রপ্রস্থে পার্থের গমন॥
অপরে শুনহ রাজা কৃষ্ণের ভারতী।
শ্রবণে পবিত্র চিত জীবে হয় গতি॥
শ্রুতদেব নামে ছিল এক দ্বিজবর।
কৃষ্ণভক্ত হয় সেই মথুরায় ঘর॥
রিপুজয়ী দ্বিজবর শুদ্ধমতি হন।
সতত শ্রীহরি পদ করয়ে সেবন॥
মিথিলা নগরে বহুলাশ্ব নরপতি।
কৃষ্ণভক্ত হয় নৃপ কৃষ্ণে সদা মতি॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে রত তারা দুইজন।
কৃপা করি তাহাদের দেব নারায়ণ॥
পরিজন সঙ্গে করি জগতের পতি।
রথে চড়ি মিথিলায় করিলেন গতি॥
বহু মুনিগণ সবে সঙ্গেতে চলিল।
নারদাদি ঋষি যত আনন্দে ভাসিল॥
বামদেব অত্রিমুনি চলিল তখন।
অদিতি অরুণ আদি শত শত জন॥
বৃহস্পতি আদি করি মহানন্দে ধায়।
চ্যবন মৈত্রেয় কণ্ব আদি সমুদয়॥
এইরূপে মুনি সঙ্গে রঙ্গে জনার্দ্দন।
বহুদেশ অতিক্রম করেন তখন॥

অনন্তর ভগবান মিথিলা আসিল।
মৈথিল ভূপতি শুনি আনন্দে ভাসিল ॥
বহুলাশ্ব নরপতি সহ পরিজন।
গলে বস্ত্র দিয়া অগ্রে দাঁড়ায় তখন ॥
প্রসন্ন হইল ভূপ কৃষ্ণরূপ হেরি।
প্রণতি করিয়ে তবে কৃতাঞ্জলি করি ॥
প্রত্যেক মুনির পদে প্রণতি করিল।
জগৎ কারণ হরি দেখিতে লাগিল ॥
শ্রুতদেব দ্বিজ আর মিথিলা নৃপতি।
করযোড়ে মৃদুভাষে কহে কৃষ্ণপ্রতি ॥
শুন অখিলের গুরু মোদের বচন।
মুনিগণ সহ কর আতিথ্য গ্রহণ ॥
তাহা শুনি গদাধর স্বীকৃত হইল।
সাদরেতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল ॥
একযোগে দুইজনে করে নিমন্ত্রণ।
দুইপদে দুইজন করিয়া ধারণ ॥
একদিন নিমন্ত্রণ দুজনে করিল।
ভগবান দুজনার মানস জানিল ॥
মম ভক্ত দুইজনে রাখিতে সম্মান।
অলক্ষিত দুইমূর্ত্তি হন ভগবান ॥
দুজনার প্রেমে বদ্ধ হরি দয়াময়।
দুইরূপে দুজনার গেলেন আলয় ॥
শ্রুতদেব দ্বিজ আর মিথিলা রাজন।
কৃষ্ণে ল'য়ে গৃহে তবে যায় দুইজন ॥
রতন আসন ল'য়ে বসায় যতনে।
অদ্ভুত সে ভক্তিরস উপজিল মনে ॥
প্রণমি সে কৃষ্ণপদ করি প্রক্ষালন।
মহানন্দে সকুটুম্বে করায় ভোজন ॥
মিথিলা ভূপতি তবে পরম যতনে।
পূজিল কৃষ্ণের পদ আনন্দিত মনে ॥
ফল পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে।
ভক্তিভরে করে পূজা নানা উপচারে ॥
তবে রাজা মৃদুভাষে প্রার্থনা করিল।
ভক্তিভাবে হরিপদ অমনি ধরিল ॥
মহাহর্ষে কহে তবে মিথিলা রাজন।
আনন্দে করেন তবে বাক্য উচ্চারণ ॥
আনন্দে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।
কৃতাঞ্জলি করি তবে স্তব আরম্ভিল ॥
সকল জীবের আত্মা দেব নারায়ণ।
সর্ব্বজীবে সমভাব জগৎ কারণ ॥
যোগীগণ যোগে যাহা চিন্তে অবিরত।
সেই পাদপদ্ম আমি ভাবিহে নিয়ত ॥
ভাগ্যবলে ও চরণ পাই দরশন।
আপনার বাক্য নাথ করহ পালন ॥
অধম জানিয়ে মোরে কৃপা বিতরিলে।
কৃপা করি কৃপাময় দরশন দিলে ॥
যেইজন তব পদ করে দরশন।
সে পদ ছাড়িতে পারে কেবা হেনজন ॥
স্বার্থশূন্য ভক্ত তব যত যোগীজন।
সবার বাঞ্ছিত তব যুগল চরণ ॥
তুমি সর্ব্বসার দেব আত্মা সবাকার।
কৃপাময় যদুকুলে হ'লে অবতার ॥
অবনীতে আসি তুমি জনম লইলে।
সমভাবে ত্রিজগৎ মোহিত করিলে ॥
ত্রিজগতে যশ তব জানে সর্ব্বজন।
নমস্তে অসুর বংশ নিধন কারণ ॥
ওহে মহাঋষি তুমি শান্ত তপোধন।
ভাগ্য হেতু যদি মম গৃহে আগমন ॥
কিছুদিন মম গৃহে করহ বসতি।
মুনিগণ সঙ্গে হেথা থাক যদুপতি ॥
দ্বিজগণ সহ হেথা আনন্দে বিহর।
তবে এ মানস পূর্ণ হবে গদাধর ॥
পদধূলি দাও মাথে রাজীবলোচন।
নিমি বংশ উদ্ধার করিলে নারায়ণ ॥
বহুলাশ্ব ভক্তিভাবে কহিল বিস্তর।
ভক্তের কারণ তথা রন দামোদর ॥
তদন্তর শুন কহি অপূর্ব্ব কথন।
শ্রুতদেব গোবিন্দেরে পাইয়ে তখন ॥

মহানন্দে মত্ত হয় সেই দ্বিজবর।
প্রণমিল ভক্তিভাবে চরণ-উপর॥
বসিবারে দিল দ্বিজ দিব্য কুশাসন।
ভার্য্যাসহ করে কৃষ্ণ চরণ পূজন॥
প্রক্ষালিল কৃষ্ণপদ হরিষ অন্তরে।
পূজিলেন কৃষ্ণপদ অতীব আদরে।
স্নান করাইয়া কৃষ্ণে আনন্দে ভাসিল।
মনোরথ সিদ্ধ দ্বিজ মনেতে জানিল॥
তুলসী পত্রেতে পরে পূজিল চরণ।
ফলমূল আনি দিল করিতে ভোজন॥
যেই পদ যুগ হয় সর্ব্ব তীর্থময়।
হেন পদ পূজে দোঁহে আনন্দ হৃদয়॥
মহা কুতুহলী তবে হইল ব্রাহ্মণ।
অন্তরে ভাবিয়ে সেই শ্রীহরি চরণ॥
ভার্য্যা পুত্র সহ তবে সেই দ্বিজবর।
প্রার্থনা করয়ে কৃষ্ণ চরণ গোচর॥
কত পুণ্য মোর তব পাইনু দর্শন।
এবে শুন দয়াময় মম নিবেদন॥
তব নাম যেইজন শুনে একবার।
তব গুণ যশ গান করে অনিবার॥
তোমার যুগল পদ সেবে যেইজন।
ভক্তিতে করয়ে তব চরণ বন্দন॥
নিষ্পাপ শরীর তার জানিবে নিশ্চয়।
অনায়াসে মুক্তি পদ সে জন লভয়॥
কর্ম্মপাশ যেইজন করয়ে ছেদন।
নমো নমঃ মহাযোগী জগৎ জীবন॥
পরমাত্মা পরাৎপর সর্ব্ব ভূতেশ্বর।
দয়া করি তুমি প্রভু এলে মম ঘর॥
পূর্ব্ব জন্মকৃত পুণ্য ছিল যে সঞ্চয়।
তেঁই আজি মম গৃহে দেখি দয়াময়॥
দ্বিজের বচনে তবে দেব নারায়ণ।
হাস্যাননে দ্বিজ প্রতি চাহিল তখন॥
ব্রাহ্মণের হস্ত ধরি কহে যদুরায়।
তব অনুগ্রহ হেতু আইনু হেথায়॥
সর্ব্ব দেবময় বিপ্র বেদের বচন।
সর্ব্ব দেবময় আমি শুনহ ব্রাহ্মণ॥
মম শক্তি ধরে দ্বিজ জানিও নিশ্চয়।
দ্বিজ সেবা করিলে আমার সেবা হয়॥
এইরূপ নারায়ণ কহে দ্বিজবরে।
কহিল সংবাদ এই মিথিলা ঈশ্বরে॥
দোঁহাকার প্রেমে হরি আবদ্ধ হইল।
কিছুদিন দ্বিজগৃহে সুখেতে রহিল॥
কিছুদিন পরে হরি দ্বারকানগরে।
মুনিগণ সঙ্গে যান আনন্দ অন্তরে॥
ভাগবতে হরিকথা পরম সুন্দর।
দাস ভাষে ভক্তগণ ভাব নিরন্তর॥

ইতি শ্রীভগবানের মিথিলা গমন সমাপ্ত।

অথ রুদ্র মোক্ষণ।

শুকদেব পদে নতি করি নরবর।
বলে কহ দয়া করি মোরে সবিস্তর॥
এক নিবেদন মম শুন মুনিবর।
বিস্তারিয়া কহ এবে আমার গোচর॥
বিদ্যা অর্থ লাগি যত জগতের জন।
দেবতা অসুর আদি মানব চারণ॥
পূজিয়ে হরিষে সবে দেব মহেশ্বরে।
কি লাগিয়ে পূজে লক্ষ্মী দেব গদাধরে।
যেজন হইতে মুক্তি জীবের নিশ্চয়।
ধন পুত্র দারা সব হয় মিথ্যাময়॥
তাহা ত্যজি কি কারণে পূজয় শঙ্করে।
সেই কথা মুনিবর কহ এবে মোরে॥
শুকদেব কন তবে রাজার বচনে।
তিনগুণাবৃত সবে জানে ত্রিলোচনে॥
সত্ব রজঃ তমোগুণে শঙ্কর মোহিত।
এই তিন গুণে শিব মায়ায় আবৃত॥
সর্ব্বগুণাতীত হরি নির্গুণ সে জন।
আশাময় হরি তিনি মায়া হীন হন॥

দৃষ্টি অগোচর সেই দেখে সর্ব্বজন।
এই হেতু তারে সবে করয়ে সেবন ॥
মন দিয়া শুন পরীক্ষিত মম বাণী।
তব পিতামহ জিজ্ঞাসিল সে কাহিনী ॥
ভাগবত কথা শুনি হাসে মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিল নারায়ণে মধুর বচন ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি দেব গদাধর।
আনন্দিত হ'য়ে দেব করিল উত্তর ॥
নারায়ণ কহে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
একান্ত আমারে যেবা করয়ে ভজন ॥
অগ্রে তার ধন পুত্র করিয়া হরণ।
পরে তারে করি দয়া শুনহ রাজন ॥
পরিজন হীন হ'য়ে নাহি থাকে মায়া।
বিঘ্নশূন্য হয় হৃদি শুদ্ধ হয় কায়া ॥
যোগপথে তদন্তর করিয়ে গমন।
একান্ত হইয়ে করে আমারে সেবন ॥
ব্রহ্মানন্দ ভাবে মনে যেই নির্ব্বিকার।
মায়া শূন্য হ'য়ে মোরে ভাবে অনিবার ॥
মায়া-কূপ হ'তে তার উদ্ধার নিশ্চয়।
মোরে ছাড়ি অন্য জনে কভু না ভজয় ॥
রিপুবশে মত্ত সদা অসুর যে জন।
মহেশ্বরে সেই মূঢ় করয়ে ভজন ॥
ধন পুত্র লাগি তার বাসনা অন্তরে।
রাজ্যলাভ করে সেই মহেশের বরে ॥
যেইজন মত্ত সদা থাকে অহঙ্কারে।
সার কথা কহিলাম সকল তোমারে ॥
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন প্রধান কারণ ॥
দেবের দেবতা তাহা জানে সর্ব্বজন।
সত্ত্বগুণময় ব্রহ্মা রজঃ পঞ্চানন ॥
কিন্তু নহে নারায়ণ শাপ বর দাতা।
কহিব তোমারে এক পুরাতন কথা ॥
অসুর কুলেতে জন্ম নাম বৃকাসুর।
শিবের নিকটে তপ করিল প্রচুর ॥
বরদানে সঙ্কটে পড়িল মহাদেব।
রাজা বলে সে সকল কহ গুরুদেব ॥
শুকদেব কন তবে শুনহ রাজন।
বৃকাসুর নামে দৈত্য জানে সর্ব্বজন ॥
নকুলের পুত্র সেই মহাখলমতি।
নারদ নিকটে নৃপ করিলেন গতি ॥
ঋষির নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসে তখন।
তিন দেব মধ্যে বল শ্রেষ্ঠ কোনজন ॥
নারদ কহিল তবে শুন মহাশয়।
তিন জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশুতোষ হয় ॥
সিদ্ধ কাম হবে তুমি পূজ পশুপতি।
বাসনা হইবে পূর্ণ অল্পকালে অতি ॥
বাণ নৃপ আর সেই রাজা দশানন।
স্তবে তুষ্ট করি তারা দেব পঞ্চানন ॥
পাইল ঐশ্বর্য্য কত অসাধ্য বর্ণন।
মহাদেব বরে হয় আনন্দে মগন ॥
অতএব ভজ তুমি দেবতা শঙ্করে।
পাইবে অতুল ধন তুমি হে সত্বরে ॥
শ্রবণে নারদ বাণী সেই দৈত্যপতি।
একান্ত হইয়ে ভাবে কৈলাসের পতি ॥
আপনার গাত্র মাংস করিয়া কর্ত্তন।
সেই মাংস হুতাশনে করয়ে অর্পণ ॥
এইমত সাতদিন করে দুষ্টমতি।
তথাপি না দেখা দেয় দেব পশুপতি ॥
মনে মনে বৃকাসুর করিয়ে চিন্তন।
মস্তক কাটিতে হয় উদ্যত তখন ॥
অদ্ভুত কথন শুন ওহে নররায়।
যেইমাত্র নিজ শির কাটিবারে যায় ॥
অমনি যে মহাদেব কহিল তাহারে।
মহাতপে তুষ্ট তুমি করিলে আমারে ॥
মনোমত বর তুমি মাগহ এখন।
বৃকাসুর কহে শুনি শিবের বচন ॥
শুন দেব সর্ব্বেশ্বর আমার কথন।
যাহা হ'তে লোকভয় হয় নিবারণ ॥

মোর প্রতি কৃপা করি ওহে পঞ্চানন।
সেই বর এবে মোরে করহ অর্পণ॥
যাহার মস্তকে হস্ত করিব স্পর্শন।
মম হস্ত স্পর্শে ভস্ম হইবে সেজন॥
শিব স্থানে এই বর অসুর মাগিল।
তাহা শুনি মহাদেব অন্তরে চিন্তিল॥
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রহিল তথায়।
তদন্তরে তারে বর দিল মহাকায়॥
বর দিয়া মহেশ্বর চিন্তিল তখন।
সর্পে সুধা দান মম হইল ঘটন॥
অনন্তর নরপতি করহ শ্রবণ।
বর পরীক্ষিতে দৈত্য ভাবে মনে মন॥
শিবের মাথায় হস্ত প্রদান করিব।
কেমন সে বর আমি এখনি জানিব॥
তবে সে অসুর হস্ত করি উত্তোলন।
ধাইল শিবের মাথে করিতে অর্পণ॥
অমনি সে মহেশ্বর মহাভীত হয়।
পলায় সেখান হ'তে কম্পিত হৃদয়॥
ঘন ঘন কাঁপে শিব অসুরের ভয়ে।
পলায়ন করে শিব ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে॥
আগে আগে মহাদেব ছুটিতে লাগিল।
বেগেতে অসুর তবে পশ্চাতে ধাইল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করিল ভ্রমণ।
সাগরের জলমধ্যে হইল মগন॥
নদ নদী গিরি গুহা যথা শিব যান।
বৃকাসুর পাছু পাছু যায় সেই স্থান॥
কোনমতে পরিত্রাণ না পান শঙ্কর।
বৈকুণ্ঠে গমন করে যথা দামোদর॥
যথায় বসিয়ে আছে দেব নারায়ণ।
মহা ত্রাসযুক্ত হ'য়ে যায় ত্রিলোচন॥
ওহে দেব সর্ব্বসার জগৎ আশ্রয়।
রাখ নাথ আমারে নাশিয়া মোর ভয়॥
রক্ষ রক্ষ জনার্দ্দন পতিত পাবন।
এত কহি হরিপদ করিল ধারণ॥
তবে দেব চিন্তামণি জানিল অন্তরে।
ভয়ার্ত্ত দেখিয়ে শিবে যোগিরূপ ধরে॥
মহা তেজবর মূর্ত্তি করিল ধারণ।
যেন দিনকর কিম্বা দেব হুতাশন॥
কুশাঙ্গুরী কুশমুষ্টি হস্তেতে আছয়।
মৃদুভাষে বৃকাসুরে ধীরে ধীরে কয়॥
নারায়ণ বলে তবে ওহে মহামতি।
মহাশ্রান্ত হ'য়ে কোথা করিতেছ গতি॥
ঘর্ম্মেতে হ'য়েছে সিক্ত তোমার বয়ান।
বিশ্রাম লভহ কিছু থাকি এই স্থান॥
ত্বরিত গমন কেন কহ দৈত্যবর।
দেখিতেছি তুমি হও মহাবলধর॥
তবে কেন এত ব্যস্ত কহ সে কারণ।
এই কথা বৃকাসুর করিয়ে শ্রবণ॥
যেন কর্ণমধ্যে কেবা সুধা ঢালি দিল।
নারায়ণ বাক্যে তার ভ্রম দূর হৈল॥
তদন্তর কহে সেই সব বিবরণ।
যার শিরে আমি হস্ত করিব অর্পণ॥
সেইক্ষণে সেই জন হবে ভস্মময়।
এই বর মোরে দিল শিব মহাশয়॥
তবে আমি মনে মনে করিনু চিন্তন।
বরপ্রদ মাথে হস্ত করিয়া অর্পণ॥
পরীক্ষা করিতে বর ভাবি মনে মন।
কহে তবে বৃকাসুরে দেব নারায়ণ॥
তবে বৃথা পরিশ্রম সব মিথ্যা হৈল।
এই বর মহাদেব সত্য নাহি দিল॥
বিশ্বাস না হয় মোর তাহার কথায়।
ভৃগুশাপে পিশাচ সে হইল নিশ্চয়॥
ভূত প্রেত সঙ্গে করে শ্মশানে ভ্রমণ।
কে করে তাহার বল প্রত্যয় বচন॥
অতএব তার বর জেনো মিথ্যা হয়।
তাহার কথায় বল কে করে প্রত্যয়॥
তোমা ভাণ্ডাইল মিথ্যা করিয়ে বচন।
মিথ্যা বর হেতু সেই করে পলায়ন॥

বৃথা তপ কৈলে তুমি পরিশ্রম সার।
অতএব এক যুক্তি শুনহ আমার॥
সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে এইক্ষণে।
নিজ শিরে হস্ত দাও পরীক্ষা কারণে॥
সত্য মিথ্যা এখনি সে প্রকাশ পাইবে।
শিবের বচন মিথ্যা বুঝিতে পারিবে॥
শিবের বচন যাহা জানিবে এখনি।
পশ্চাতে উচিত দণ্ড দিও দৈত্যমণি॥
এইরূপে দণ্ড তারে করিবে অর্পণ।
আর হেন কর্ম্ম যেন না করে কখন॥
অতএব দেহ হস্ত শিরে আপনার।
ভগবান বাক্যে বুদ্ধি নাশ হয় তার॥
বিপরীত বুদ্ধি তার হইল তখন।
মোহিত মায়াতে দৈত্য হয় যে মগন॥
আপন মস্তকে হস্ত প্রদান করিল।
যেই মাত্র নিজ হস্ত মস্তকেতে দিল॥
অমনি সে মহাদৈত্য ভস্মময় হয়।
উচ্চরবে চারিদিকে শব্দ উঠে জয়॥
জয় জয় শব্দ তবে স্বর্গেতে উঠিল।
দেবগণ মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
মহানন্দে মত্ত সবে যত ঋষিগণ।
ভগবানে সাধুবাদ করে ঋষিগণ॥
অসুরের হাতে মুক্ত শঙ্কর হইল।
তবে নারায়ণ কিছু শিবেরে কহিল॥
নিজ কর্ম্মদোষে পাপী হইল নিধন।
দৈত্যে হেন বর বিধি নহে কদাচন॥
না হয় উচিত তারে দিতে হেন বর।
তবে নমি কৃষ্ণপদে দেবতা শঙ্কর॥
আনন্দে কৈলাসপুরী করিল গমন।
পূর্ব্ব কথা নরপতি করিলে শ্রবণ॥
এই কথা যেইজন শুনে একমনে।
মহাভয়ে মুক্ত হয় বেদের বচনে॥
বজ্র কিম্বা গ্রহভয় থাকে না তাহার।
হরিনাম হরিকথা জেনো ভবে সার॥
ভাগবতে হরিকথা যে করে শ্রবণ।
দাস ভাবে হরি পদে সদা রহে মন॥

ইতি রুদ্র মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ দ্বিজ পুত্র হরণ।

শুকদেব কন রাজা করহ শ্রবণ।
ভাগবত গ্রন্থ রচে ব্যাস তপোধন॥
ভাষামতে ভাষে দাস জানিবে নিশ্চয়।
শ্রবণে পঠনে পাপ বিমোচন হয়॥
হরিকথা হরিনাম জগতের সার।
সকল পাপের নাশ বিপদ উদ্ধার॥
মহাপাপী দুরাচারী হয় যেই জন।
একান্ত অন্তরে যদি করয়ে শ্রবণ॥
কখন না পায় সেই নরক যন্ত্রণা।
অতএব জীব কর হরি আরাধনা॥
কঠোর জঠর বাস কভু না হইবে।
ইহ পরকালে সুখ অবশ্য পাইবে॥
রোগ শোক না রহিবে বেদের বচন।
শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন॥
একদিন সরস্বতী নদীর পুলিনে।
যজ্ঞ করে তথা বসি যত মুনিগণে॥
তবে মুনিগণ সবে আসিল সভায়।
পরস্পরে মহা তর্ক উঠিল তথায়॥
দেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব হন কোনজন।
এইরূপ পরস্পর কহে মুনিগণ॥
তবে ভৃগুমুনি প্রতি করয়ে বিনয়।
মহাতেজঃপুঞ্জ তুমি ব্রহ্মার তনয়॥
অতএব দেহ তুমি স্বরূপ উত্তর।
কোন দেব হয় শ্রেষ্ঠ জগৎ ভিতর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
কেবা শ্রেষ্ঠ ইহাদের কহ সে বচন॥
ইহার তদন্ত তোমা জানিতে হইবে।
তথ্য জানি আসি পুনঃ মোদের কহিবে॥

মুনিগণ বচনে সে করিল গমন।
উপনীত হয় তবে ব্রহ্মার সদন॥
সত্বগুণ পরীক্ষিতে তবে মুনিবর।
না করে প্রণতি তথা রহে ভৃগুবর॥
দরশনে সৃষ্টিপতি কোপযুক্ত মন।
মহাকোপে জ্বলে যেন দেব হুতাশন॥
মহাক্রোধে মুনি পানে করে দরশন।
যেন অগ্নিকণা রাশি হয় বরিষণ॥
পলাইল ভৃগুমুনি দৃশ্যে ভয়ঙ্কর।
উপনীত হয় গিয়া কৈলাস শিখর॥
পার্ব্বতীর সহ যথা দেব উমাপতি।
উপনীত হয় গিয়া ভৃগু মহামতি॥
মুনি দরশনে তবে দেব গজানন।
ভ্রাতা সম্বোধনে কাছে করিল গমন॥
সে কথা শ্রবণে ভৃগু মৌন হ'য়ে রয়।
কোন কথা মহামুনি কারে নাহি কয়॥
পঞ্চানন ক্রোধমন তাহা দরশনে।
রক্তবর্ণ তিন নেত্র করি সেইক্ষণে॥
মহাশূল নিল হাতে দেব মহেশ্বর।
মহামুনি ভৃগুবরে করিতে সংহার॥
মহেশ্বরী তাহা দেখি ব্যথিত হইল।
পায়ে ধরি মহাদেবে নিবারণ কৈল॥
পায়ে ধরি মহাদেবী শিবে সান্ত্বাইল।
ভয় পেয়ে মহামুনি পলাইয়ে গেল॥
বৈকুণ্ঠনগরে ভৃগু করিল গমন।
শয়নে আছেন যথা দেব জনার্দ্দন॥
লক্ষ্মীসহ যথা দেব পালঙ্কে শয়ন।
সেই স্থানে ভৃগুমুনি করিল গমন॥
ভৃগুমুনি উপনীত একেবারে তথা।
ব্রহ্মা ও শিবের পাশে পেয়ে প্রাণে ব্যথা॥
অন্তরে হইল তার ভয়ের উদয়।
কোপাগ্নি উঠিল তাহে কম্পিত হৃদয়॥
বৈকুণ্ঠেতে মুনিবর যথা উপনীত।
একেবারে শূন্যজ্ঞান বিচার রহিত॥
কোপানলে তনু জ্বলে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
কৃষ্ণ বক্ষে পদাঘাত করে মুনিবর॥
শয়নে ছিলেন হরি চমকি উঠিল।
মুনি প্রতি নারায়ণ দেখিতে লাগিল॥
তবে দেব নারায়ণ সবার রক্ষক।
শিষ্টের পালন কর্ত্তা দুষ্ট সংহারক॥
সেইক্ষণে মুনিপাশে উঠি দাঁড়াইল।
লক্ষ্মীসহ করযোড়ে কহিতে লাগিল॥
দুই পদে ধরি হরি করিল মিনতি।
বিনয়েতে মৃদুভাবে কহে যদুপতি॥
যে দোষ করিনু দেব তোমার গোচর।
অধমের অপরাধ ক্ষম মুনিবর॥
ক্রোধ পরিহর দেব শান্ত হও এবে।
না জানিয়া অপরাধ অবশ্য সম্ভবে॥
পায়ে ধরি মুনিরাজ বৈসহ এখন।
কত ভাগ্য তব পদ হইল স্পর্শন॥
সপ্তকুল আমার যে উদ্ধার হইল।
পদাঘাতে মম কত পুণ্য উপজিল॥
তব পাদপদ্ম স্পর্শে তীর্থে তীর্থ হয়।
অধম তোমার দাস জানিবে নিশ্চয়॥
মম বক্ষে করিলে যে পদের প্রহার।
তাহাতে আমার বংশ হইল উদ্ধার॥
এই হেতু পদচিহ্ন বক্ষেতে ধরিব।
জগতে তোমার গুণ প্রকাশ করিব॥
পদস্পর্শে হৈল মোর পাপ বিমোচন।
মম বক্ষে পদাঘাত করিলে যখন॥
না জানি কোমল পদে কতই লেগেছে।
পাষাণ বক্ষেতে পদ যখন ঠেকেছে॥
এত কহি দুই হস্তে ভবে নারায়ণ।
যতনে মুনির পদ করেন সেবন॥
এইরূপে বিনয় করিয়া দামোদর।
কতমতে মুনিবরে শান্তিল সত্বর॥
তবে ভৃগু মহামুনি স্থিরমতি হয়।
ক্রোধ পরিহরি পায় অন্তরেতে ভয়॥

লজ্জা পেয়ে মুনিবর সকাতর অতি।
সুস্থির হইয়ে তথা করে অবস্থিতি॥
তদন্তরে মুনিবরে ভক্তি উপজিল।
সজল নয়ন দুটি উৎফুল্ল হইল॥
মনে মনে হরিপদে প্রণমি তখন।
তদন্তরে যজ্ঞস্থলে করে আগমন॥
মুনিগণে সযতনে করিয়া বিস্তার।
বিবরণ কহে তবে হয় যে প্রকার॥
শুনি মুনিগণ হ'লো বিস্ময়ে মগন।
অন্তরে ভাবিল তবে দেব নারায়ণ॥
কৃষ্ণগুণ গান করে আনন্দ অন্তর।
শান্তমূর্ত্তি ভগবানে ভাব নিরন্তর॥
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ সকলেতে কয়।
শান্তির কারণ তিনি হন ধর্ম্মময়॥
যাঁহা হ'তে জ্ঞানযোগ হয় জীবগণে।
বৈরাগ্য উদয় হয় যাঁহার কারণে॥
সর্ব্বসিদ্ধ দাতা সেই অধম তারণ।
সাধুর সদ্গতি সেই দেব নারায়ণ॥
এইরূপে মুনিগণে সংশয় মোচন।
তবে সবে ভাবে সেই হরির চরণ॥
তদবধি কৃষ্ণপদে দৃঢ় ভক্তি হয়।
ভৃগুর বচনে তবে ঘুচিল সংশয়॥
অনন্তর শুকদেব কহে নৃপবরে।
কৃষ্ণের চরিত্র আজি কহিব তোমারে॥
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব্ব কথন।
আইলেন এক দ্বিজ দ্বারকা-ভবন॥
সপত্নী সহিত আসি কৃষ্ণের গোচর।
কহিতে লাগিল বাক্য হইয়ে কাতর॥
ব্রাহ্মণী উদরে হয় যত পুত্রগণ।
জন্মমাত্র তাহাদের না রহে জীবন॥
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যত পুত্র হয়।
অমনি সে পুত্রগণ যায় যমালয়॥
এইরূপে অষ্টপুত্র হইল নিধন।
নবম এ পুত্র নিয়ে করি আগমন॥
এই কথা বলি দ্বিজ করয়ে ক্রন্দন।
শোকে গালি পাড়ে কত অকথ্য কথন॥
অনুতাপে তনু জ্বলে গালি পাড়ে তত।
দরিদ্র সে দ্বিজবর কাঁদে অবিরত॥
এইরূপে গালি দেয় রাজা সম্বোধনে।
মহারাজ দ্বিজদ্বেষী জানিনু এক্ষণে॥
মহালোভী হয় নৃপ জানিনু নিশ্চয়।
না ভাবে প্রজার দুঃখ পাইয়া বিষয়॥
মহাপাপী হয় রাজা জানিনু এখন।
রাজার পাপেতে কষ্ট পায় প্রজাগণ॥
বহু পাপ করে রাজা জানিনু অন্তরে।
সেই হেতু আমার এ পুত্র সব মরে॥
অধর্ম্ম দুঃশীল হয় সেই নরপতি।
রিপুবশ সর্ব্বক্ষণ কুকর্ম্মেতে মতি॥
নিশ্চয় জানিনু রাজা হিংসার কারণ।
রাজাপাপে মহাদুঃখ পায় প্রজাগণ॥
এইরূপে দ্বিজবর কহিতে লাগিল।
বারম্বার সেইখানে ফুকারি কাঁদিল॥
তবে রাজ-অনুচর করিয়ে শ্রবণ।
সভামাঝে আসি কহে দ্বিজের বচন॥
তবে পার্থ মহাবীর সে কথা শুনিল।
সগর্ব্বে বিপ্রের পাশে কহিতে লাগিল॥
শুন কহি বিপ্রবর তোমারে এখন।
হেন ধনুর্দ্ধর হেথা নহে দরশন॥
তোমার দুঃখেতে বড় হইবে কাতর।
বিপ্র দুঃখে দুঃখী যেই নহে নৃপবর॥
বৃথায় জীবন তার বৃথা রাজ্য ধন।
ধৈর্য্য ধর যাহ ঘর শুনহ ব্রাহ্মণ॥
তব দুঃখ নিবারণ আমিই করিব।
আমি তব মৃত পুত্র বাঁচাইয়ে দিব॥
সজল নয়নে বিপ্র কহিল তখন।
মহাকায় বাসুদেব আর সঙ্কর্ষণ॥
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
ইহা হ'তে কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন॥

কেহ না পারিবে মম পুত্রে বাঁচাইতে।
হেনকর্ম্ম কিরূপেতে হবে মহামতে॥
যে কর্ম্ম করিতে নারে অখিলের পতি।
কিরূপেতে হবে তাহা তোমাতে সংহতি॥
তোমার বাক্যেতে মন না হয় প্রত্যয়।
তব বাক্যে অশ্রদ্ধা হইল মহাশয়॥
তাহা শুনি পার্থবীর ক্রোধিত হইল।
মহাগর্ব্ব প্রকাশিয়ে কহিতে লাগিল॥
ওহে দ্বিজবর ধর আমার বচন।
আমি নাহি হই সেই দেব সঙ্কর্ষণ॥
নহি আমি বাসুদেব ওহে দ্বিজবর।
নহি সে প্রদ্যুম্ন আমি কৃষ্ণের কুমার॥
আমি ধনঞ্জয় সেই পাণ্ডুর তনয়।
আমার বাক্যেতে তব শ্রদ্ধা নাহি হয়॥
গাণ্ডীব যে মহাধনু করি যে ধারণ।
মম বল জানে সেই দেব ত্রিলোচন॥
মম বীর্য্যে পরিতুষ্ট দেবতা শঙ্কর।
তেঁই পাশুপত অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
যমে জিনি তব পুত্র আনিব নিশ্চয়।
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয়॥
প্রসবের কালে দিবে সংবাদ আমারে।
দেখি এবে পুত্র তবে কোনজন মারে॥
যদি পুত্র তাহে নাহি হয় হে রক্ষণ।
তবে আমি নিজ প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥
অগ্নিকুণ্ড করি প্রাণ তখনি ত্যজিব।
ক্ষণমাত্র হীন প্রাণ আর না রাখিব॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই শুন দ্বিজবর।
তাহা শুনি হ'লো বিপ্র সন্তোষ অন্তর॥
আনন্দিত হয় দ্বিজ গেল নিজ ঘরে।
কিছুদিন রহে পার্থ বচনানুসারে॥
তবে কিছুদিন তার সময় হইলে।
উপনীত হয় আসি প্রসবের কালে॥
ভার্য্যাসহ দ্বিজ যায় অর্জ্জুনের স্থান।
বলে রাখ পুত্র মোর পাণ্ডুর নন্দন॥

দ্বিজের বচনে তবে পার্থ মহামতি।
একান্ত হইয়ে ভাবে দেব পশুপতি॥
তবে মহা গাণ্ডীবেরে ধারণ করিল।
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় তবে বরষিল॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল সূতিকা আগার।
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যে আর ঢাকে চারিধার॥
বাণে বাণে একেবারে আচ্ছন্ন করিল।
তবে পার্থ দশদিক বাণেতে ঘেরিল॥
তদন্তর দ্বিজপত্নী পুত্র জন্মাইল।
মরা পুত্র দরশনে শোকার্ত্ত হইল॥
মৃতসুত নিরীক্ষণ করি দুইজন।
মহাশোকে মগ্ন তবে হইল তখন॥
ক্রোধে পরিপূর্ণ তনু পার্থেরে কহিল।
কান্দিয়া ব্রাহ্মণ কত তিরস্কার কৈল॥
একি দেখি ওহে পার্থ তব ব্যবহার।
তোমা হ'তে হ'লো নব দুঃখ যে আমার॥
কে বলে পুরুষ তব ক্লীবের আচার।
জানিনু তোমার মাত্র বৃথা অহঙ্কার॥
যাহাতে অশক্ত হয় যদুপুত্রগণ।
রাখিতে নারিল যাহা রাম নারায়ণ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে পার্থ তুই মূঢ়মতি।
কিমতে রাখিবে তাহা আমার ভারতী॥
জানিনু তোমার মাত্র অহঙ্কার সার।
কি আর কহিব তোরে পাণ্ডুর কুমার॥
তাহা শুনি মহাদুঃখে পাণ্ডুর তনয়।
মহাবেগে ধাইলেক যমের আলয়॥
দ্বিজসুতে তথা নাহি পায় দরশন।
অর্জ্জুন ধাইল তবে ইন্দ্রের ভবন॥
অগ্নি চন্দ্র বায়ু সে বরুণপুরী গেল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সকলি দেখিল॥
তিনলোক পার্থবীর করিল ভ্রমণ।
কোন স্থানে দ্বিজসুতে নহে দরশন॥
লজ্জিত হইল পার্থ ভঙ্গ অঙ্গীকারে।
অগ্নিমাঝে প্রাণ দিতে চলিল সত্বরে॥

তবে পার্থ মহাবীর চিতা জ্বালাইল।
প্রবেশিতে অগ্নিমাঝে সত্বরে চলিল ॥
অনন্তর কৃষ্ণ তারে করে নিবারণ।
ওহে পার্থ বৃথা কেন ত্যজিবে জীবন ॥
আমার বচন ধর ওহে মহাবীর।
দেখাইব দ্বিজপুত্র জেনো তাহা স্থির ॥
এত বলি নারায়ণ অর্জ্জুন সহিত।
দিব্য রথে আরোহণ করিল ত্বরিত ॥
পশ্চিমেতে দুইজনে করিল গমন।
বিন্ধ্য আদি গিরি সব করিল বর্জ্জন ॥
কত যে লঙ্ঘিল গিরি পর্ব্বত কন্দর।
ক্রমে যায় যথা লোকালোক গিরিবর ॥
তথা গিয়া দেখে অন্ধকারময় স্থান।
না চলে অশ্বের দৃষ্টি না চলে বিমান ॥
অন্ধকার করে তথা যত মেঘগণে।
অশ্বগণ ত্রাসযুক্ত না যায় সেখানে ॥
তাহা দেখি নারায়ণ ভাবিয়া অন্তরে।
সুদর্শনে আজ্ঞা দেন তমঃ নাশিবারে ॥
আজ্ঞা পেয়ে ধায় শীঘ্র সেই সুদর্শন।
সহস্র সূর্য্যের তেজ যাহে অনুক্ষণ ॥
মহাবেগে আগে আগে গমন করিল।
সুদর্শন তেজে অন্ধকার দূরে গেল ॥
চারিদিকে আলোময় সেইক্ষণে হয়।
পাছে পাছে চলে রথ বেগে অতিশয় ॥
অতিক্রম করে তবে তমোময় স্থান।
সুদর্শন অগ্রে ধায় মহা দীপ্তমান ॥
উত্তরিয়া অন্ধকারে দেব নারায়ণ।
তথায় অদ্ভুত স্থান করেন দর্শন ॥
মহা জলরাশি তথা সুনির্ম্মল তায়।
তার মধ্যে পুরী এক দেখিবারে পায় ॥
মনোহর পুরী তাহে দেখে বিদ্যমান।
রতনে খচিত সেই হয় পুরীখান ॥
তার মধ্যে আছে এক দিব্য মহাকায়।
অতীব ভীষণ মূর্ত্তি তাহে দেখা যায় ॥
সহস্র মস্তক ফণা শত আভা তাহে।
দরশনে দেবগণ মানসে বিমোহে ॥
পরম পুরুষ আছে বসি দিব্যাসনে।
ঘন মেঘ আভা যেন দেখে দুইজনে ॥
পীতবাস পরিধান সহাস্য বদন।
সুন্দর মুরতি ধরে প্রফুল্ল নয়ন ॥
মণি মুক্তা কিরীট শোভিত শিরোপরে।
সুবর্ণ কুণ্ডল দোলে গণ্ডের উপরে ॥
দুই হস্ত শোভে তার আজানুলম্বিত।
কৌস্তুভ শ্রীবৎস চিহ্ন বক্ষে বিরাজিত ॥
বনফুল মালা গলে দুলিছে তাহার।
সুনন্দ ও নন্দ আদি পার্শ্বে সহচর ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারি হস্তে ধরে।
মহালক্ষ্মী বসি আছে তাহার গোচরে ॥
বামদিকে বসিয়াছে সহাস্য বদন।
এইরূপে দুইজনে করে দরশন ॥
দুইজনে দরশনে সেই মহাকায়।
ভূমে নমি করিলেন প্রণাম তাঁহায় ॥
করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে করেন স্তবন।
দেখেন তথায় আছে দ্বিজপুত্রগণ ॥
তবে সেই মহাকায় কহে কৃষ্ণপ্রতি।
এ কারণে আনিয়াছি দ্বিজের সন্ততি ॥
তোমা দুইজনে আমি করিতে দর্শন।
সেই লোভে দ্বিজপুত্রে করিনু হরণ ॥
কিন্তু এক অপূর্ব্ব যে হয় দরশন।
বিষাদে আমার মন হইল মগন ॥
তুমি হও নারায়ণ পূর্ণ অবতার।
হরিতে অবনীভার তব অবতার ॥
পৃথিবীর পাপ যত অসুরের গণে।
তাহাদের মারি হরি পাঠাবে এখানে ॥
তব হস্তে যে অসুর হইবে নিধন।
পাপে মুক্তি পাবে হেথা করিলে গমন ॥
পূর্ণকাম হৈল মম দেখে দুইজনে।
এবে ল'য়ে যাহ এই দ্বিজ পুত্রগণে ॥

এত কহি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজনে তাহে সম্ভাষিল॥
দ্বিজপুত্ত্রগণে ল'য়ে চলিল ত্বরিত।
দ্বারকা-নগরে আসি হয় উপনীত॥
দ্বিজে আনি পুত্ত্রগুলি করিল অর্পণ।
বিস্ময়েতে মগ্ন হয় দ্বিজবর মন॥
এইরূপে কত বীর্য্য দেখাইল লোকে।
বহু যজ্ঞ করিলেন মনের কৌতুকে॥
মহাপাপী ছিল যত জগত ভিতর।
আর যত ধর্ম্মহীন ছিল নরবর॥
অর্জ্জুনাদি হ'য়ে তার নিমিত্ত কারণ।
করিলেন পাপীদের পাপ বিমোচন॥
অধর্ম্মের নাশ হরি যতনে করিল।
জগতের মাঝে ধর্ম্ম শ্রীহরি স্থাপিল॥
অনন্ত কারণ সেই জগতের সার।
সেই প্রভু নারায়ণ ঈশ্বর সবার॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক করে তার দূরে পলায়ন॥
ভাগবতে হরি কথা পরম কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে থাকে যেন মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিজপুত্ত্র আনয়ন সমাপ্ত।

অথ মহিষী গীতা।

শুকদেব কহে পরে শুনহ বচন।
অপরে শুনহ কথা অতি পুরাতন॥
মহাসুখে নারায়ণ দ্বারকা-নগরে।
পরিজন সহ কৃষ্ণ রহে সেই পুরে॥
পরম সম্পদ পদ লক্ষ্মীর পূজিত।
আপনি সে লক্ষ্মীদেবী যাহে বিরাজিত।
পরমা রূপসী আছে যত নারীগণ।
দিব্য কান্তি ধরে সবে নবীন যৌবন॥
অট্টালিকা মাঝেতে কেন্দু (১) ক্রীড়া করে।
বিদ্যুৎ জিনিয়া আভা শোভা কত ধরে॥
রথ অশ্ব আদি করি নানা সেনা যত।
সকলেতে অলঙ্কারে হ'য়ে অলঙ্কৃত॥
দিব্য উপবন তাহে আছে বৃক্ষগণ।
অপূর্ব্ব প্রাচীর তাহে কনকে নির্ম্মাণ॥
নানাজাতি ফুল তাহে প্রস্ফুটিত হয়।
মধুমত্ত অলিগণ তাহে মধু খায়॥
ডালে বসি বিহঙ্গেরা ধরে নানা তান।
সুমধুর স্বরে সবে করিতেছে গান॥
তবে কৃষ্ণ সঙ্গে করি যত নারীগণে।
নানামতে বিহার করেন বনে বনে॥
ষোড়শ সহস্র নারী এক কৃষ্ণ হয়।
একা সবাকার সঙ্গে বিহার করয়॥
মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতরে।
সুনির্ম্মল জল তাহে কত শোভা করে॥
কত শোভা ধরে তার ফুল্ল কমলিনী।
মৃদু হাসি জলে ভাসে শত কুমুদিনী॥
সরসীর স্বচ্ছজলে জলপক্ষী কত।
রাজহংস রাজহংসী বিহরে সতত॥
সেইজলে কুতূহলে দেব নারায়ণ।
স্নান করিলেন তাহে সহ নারীগণ॥
তদন্তর দিব্যাম্বর করি পরিধান।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন॥
সেই স্থানে আসি তবে কিন্নরেরা যত।
মৃদঙ্গ মুরজ বাদ্য বাজিতেছে শত॥
সূত মগধ বন্দী আসি সেই স্থলে।
মনোহর স্বরে স্তব করিছে সকলে॥
তথা জলকেলি রসে মত্ত নারায়ণ।
জলেতে বিহরে হরি ল'য়ে নারীগণ॥
নারীগণ আনন্দেতে উন্মত্ত হইল।
কৃষ্ণ অঙ্গে সকলেতে সেচন করিল॥

এক কেন্দু অর্থাৎ খেলিবার ভাঁটা।

তবে হরি হাস্যাননে জলের ভিতর।
জল সেচি নারী অঙ্গে দেন দামোদর॥
যথা যক্ষরাজ খেলে যক্ষিণী সঙ্গেতে।
সেইমত জল দেয় রমণী অঙ্গেতে॥
তবে হরি সবাকার বসন হরিল।
অপরূপ রূপ সবার দরশন কৈল॥
দরশনে যদুবর আনন্দ অন্তর॥
যত নারী ততরূপ ধরে পীতাম্বর॥
এক এক রূপে এক রমণী স্পর্শিল।
সবাকারে একেবারে আলিঙ্গন দিল॥
হাস্যমুখী নারী যত আনন্দে মগন।
কৃষ্ণ অঙ্গে সেচি জল দেয় নারীগণ॥
যথা করিবর সঙ্গে করিণীর দলে।
আনন্দে বিহরে সবে সরোবর জলে॥
সেইমত কৃষ্ণ সহ কৃষ্ণ নারীগণ।
জলকেলি করে সবে আনন্দে মগন॥
মহা কুতূহলে নাচে নর্ত্তকীর দলে।
নানা অলঙ্কার পরি মহা কুতূহলে॥
নারী যত আনন্দিত হরি মুখ হেরি।
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে মত্ত যতেক সুন্দরী॥
তবে যত নারীগণ তন্ময় হৃদয়ে।
ভগবানে চিত্তার্পণ করে সে সময়ে॥
সবে করি কৃষ্ণ চিন্তা উন্মাদিনী হয়।
সজল নয়নে সবে কৃষ্ণ গীত গায়॥
প্রেমের বিচিত্র ভাব করি দরশন।
সখিগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥
শুন কহি প্রিয়সখী বচন আমার।
কান্দিয়ে আকুল চিত্ত হয় অনিবার॥
নিশা শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল যখন।
নিজ পাশে পতি নাহি হয় দরশন॥
পরে মোর নিদ্রা ভঙ্গ সেইক্ষণে হয়।
তখনি হইল মম বিকল হৃদয়॥
এইরূপে ভাবে সবে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে।
মলিন বয়ানে কান্তে চিন্তে মনে মনে।
হাস্যাননে ভগবানে ভাবে অনুক্ষণ।
ব্যাকুল অন্তর হয় কৃষ্ণের কারণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
এইরূপে মহিষীগণ কৃষ্ণ গীত করে॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
এইমত ভাবে কৃষ্ণে যতেক যুবতী॥
হৃদয়ে ভাবিয়ে কৃষ্ণ মহিষী সকল।
বৈষ্ণবী উত্তমাগতি তাহরা লভিল॥
অন্তরেতে প্রেম ভাব হইল তখন।
একান্ত অন্তরে সেবে শ্রীহরি চরণ॥
ধরি পদ নিজ বক্ষে সেবে অবিরত।
ভর্ত্তা জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণে ভজে জগন্নাথ॥
তাহাদের তপ কথা কিরূপে কহিব।
দুর্ল্লভ সে পুণ্য যত কেমনে বর্ণিব॥
হেনকালে দ্বারকাতে দেব নারায়ণ।
বেদমতে গৃহকর্ম্ম করয়ে স্থাপন॥
এরূপে আছিল যত ষোড়শ কামিনী।
তম্মধ্যে প্রধানা যত কৃষ্ণের রমণী॥
রুক্মিণী প্রভৃতি আর অষ্ট পাটেশ্বরী।
সবাকার প্রেমে বদ্ধ আপনি শ্রীহরি॥
দশ দশ করি হয় সবার তনয়।
কৃষ্ণের সমান বীর্য্য সকলেতে রয়॥
অসংখ্য সে যদুবংশ না হয় গণন।
প্রদ্যুম্ন পুষ্কর অনিরুদ্ধ সুনন্দন॥
শাম্ব মধু ভানুবৃন্দ বৃক বৃহদ্ভানু।
দেববাহু শ্রুতকেতু দীপ্তিমান ভানু॥
এইরূপে কত নাম কহিতে কি পারি।
পুত্র পৌত্রাদি কত হয় এ সবারি॥
অসংখ্য তাহার সংখ্যা না পারি কহিতে।
প্রদ্যুম্ন রুক্মিণী-সুত বিখ্যাত মহীতে॥
রুক্মিণীর ভ্রাতৃকন্যা তারে বিভা দিল।
অনিরুদ্ধ নামে পুত্র তাহার হইল॥
তাহার সন্তান হৈল বজ্র নাম তার।
সুবাহু নামেতে হয় তাহার কুমার॥

উগ্রসেন নামে হয় তাহার তনয়।
যদুবংশে যত পুত্র সবাকার হয়॥
সকলেই কৃষ্ণসম মহাবল ধরে।
কার সাধ্য যদুবংশ সংখ্যা কেবা করে॥
যদি কেহ বহুকাল করয়ে গণন।
কেহ নাহি পারে সংখ্যা করিতে লিখন॥
কেমনে সে যদুবংশ করি সংখ্যা তার।
গণপতি নাহি পারে আমি কোন ছার॥
যদুকুলে যেইজন জনম লভয়।
আপনি সে নারায়ণ তাহার আশ্রয়॥
শান্তমতি কৃষ্ণে ভক্তি কৃষ্ণগত মন।
কৃষ্ণের সারূপ্য লভে ভক্তির কারণ॥
যার নামে বিঘ্ননাশ সর্ব্বক্ষণ হয়।
যে নাম শ্রবণে সর্ব্ব পাপরাশি ক্ষয়॥
জয় জয় নারায়ণ জগত আশ্রয়।
দৈবকী উদরে জন্ম বাস যার হয়॥
হরি নাম ধরি যত অধর্ম্ম নাশিলে।
ধার্ম্মিকের দুঃখ যত বিনাশ করিলে॥
শ্রীমুখ সুন্দর হাস্য ব্রজগোপিগণে।
ভক্তিতে পাইল সবে প্রভু নারায়ণে॥
যেইজন একবার করয়ে শ্রবণ।
অথবা কৃষ্ণের নাম গায় সর্ব্বক্ষণ॥
কিম্বা কৃষ্ণনাম সদা ভাবয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যেবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
নিরবধি কৃষ্ণ চিন্তা করে যেইজন।
কৃষ্ণ নাম লভে সেই কৃষ্ণের বচন॥
কৃষ্ণগুণ শ্রবণেতে অনুরাগ যার।
জঠর যন্ত্রণা কভু নাহি হয় তার॥
সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ যে করে আশ্রয়।
সেই জনে হয় সদা বৈরাগ্য উদয়॥
মহারণ্যে যেইজন করয় গমন।
অনুরাগে করে সদা শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
ব্যাস বিরচিত এই ভাগবত হয়।
অখিল জনের পতি হরি দয়াময়॥
ভাগবত কথা হয় অপূর্ব্ব লহরী।
দশম হইল শেষ বল হরি হরি॥
ভাগবতে পান করে যেবা হরি সুধা।
কভু নাহি রহে তার এ ভবের ক্ষুধা॥
হরি নাম হরি নাম জানিবে কেবল।
হরি বিনে নাহি হয় জীবের মঙ্গল॥
অতএব জীবগণ ভাব হরিপদ।
চরমে পাইবে সবে অতুল সম্পদ॥
কৃষ্ণের নিকটে রবে কৃষ্ণপদ ভেবে।
সংসার যাতনা আর ভুগিতে না হবে॥
অতএব জীবগণ ভাব সে চরণ।
হরিনাম কর সার হইবে মোচন॥
কলিকালে হরি ভিন্ন গতি নাহি আর।
তাই বলি হরিনাম কর সবে সার॥
ভুলনা অনিত্য ধন দুর্লভ জগতে।
প্রেমে মাতি সঁপ প্রাণ হরির পদেতে॥
ভাগবত কথা হয় পরম সুন্দর।
প্রাণচন্দ্র দাস হরি পদে মধুকর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে মহিষী গীতা ও দশমস্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ যদুগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
অপরে শুনহ তুমি অপূর্ব্ব ভারতী ॥
তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন।
সঙ্গে হলধর আর যত যদুগণ ॥
হরণ করিতে হরি অবনীর ভার।
কলহ উৎপন্ন সবে করি পরস্পর ॥
মহাদৈত্যগণে সব করিয়া নিধন।
অবনীর মহাভার করেন হরণ ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি পাণ্ডুপুত্র যত।
খেলিল কপট পাশা বিপক্ষে আবৃত ॥
শত্রুর অবজ্ঞা হেতু দেব নারায়ণ।
হইলেন একেবারে সক্রোধিত মন ॥
নিমিত্তের ভাগী করি পাণ্ডু কুরুগণে।
নিধন করিল হরি বহু রাজগণে ॥
এইরূপে নারায়ণ বধি নৃপচয়।
ক্ষিতিভার একেবারে হরণ করয় ॥
আপন রক্ষিত আর যত যদুগণ।
পৃথিবীর মহাভার যতেক রাজন ॥
নৃপগণ সেনা যত ছিল এ ধরায়। (১)
সে সকল বিনাশিয়া দেব যদুরায় ॥
তবু হরি মনে মনে করেন চিন্তন।
অবনীর ভার এবে না হয় খণ্ডন ॥
এইরূপ নারায়ণ মনে বিচারিল।
গর্ব্বিত যাদবকুল শ্রীহরি জানিল ॥
অদ্যাপি যাদবগণ আছে বর্ত্তমান।
অজেয় আশ্রিত মম সবার প্রধান ॥

১। যে পাণ্ডুপুত্রগণ শত্রু কর্ত্তৃক কপট পাশা ও অবজ্ঞা ইত্যাদি দ্বারা বহুবার ক্রোধিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে পাণ্ডুপুত্র ও তাহাদের শত্রুগণ পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করেন। আর পূজনাদি যে সকল কপট দৈত্য ছিল শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, আর যে সকল দৈত্য বান্ধবরূপে ছিলেন, তাহাদিগের ও পরস্পরকে নিমিত্ত করেন যথা দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ইত্যাদি।

মহা বলবান সবে অতুল বিভব।
কিছুতেই নাহি হবে এরা পরাভব ॥
যথা শমী গর্ভে থাকে ব্যাপ্ত হুতাশন।
সেইমত যদুকুল করিব নিধন ॥
কলহ বাধায়ে আমি দিব পরস্পরে।
বৈকুণ্ঠধামেতে যাব আমি তদন্তরে ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী তুমি শুনহ রাজন।
এইরূপ চিন্তা করি দেব নারায়ণ ॥
ব্রহ্মশাপ ছলে যদুবংশ সংহারিল।
পরে হরি নিজ স্থানে গমন করিল ॥
পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
শুনিব অপূর্ব্ব কথা কহ মহামতি ॥
ব্রহ্মভক্তিপর সেই যাদব-নন্দন।
কৃষ্ণপদে চিত্ত অতি দয়া অনুক্ষণ ॥
কিরূপেতে ব্রহ্মশাপ তাহাদের হয়।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয় ॥
কিরূপে হইল ভেদ যাদব-নন্দনে।
সেই কথা স্বরূপেতে কহ মম স্থানে ॥
নৃপ সম্বোধনে তবে ব্যাসদেব সুত।
কহিতে লাগিল কথা অতীব অদ্ভুত ॥
পরম কারণ সেই জগতের পতি।
ধরিল সুন্দর রূপ অদ্ভুত মূরতি ॥ (১)
জগতে মঙ্গল কার্য্য করি নারায়ণ।
মনে মনে আপনি সে করিল চিন্তন ॥
হরণ করিনু আমি অবনীর ভার।
এখন যাদবগণে করিব সংহার ॥
এত ভাবি নারায়ণ দ্বারকানগরে।
যত মুনি ছিল সব বসুদেব ঘরে ॥
বংশের উচ্ছেদ হেতু ডাকি ঋষিগণ।
কালরূপী ঋষিগণে বলেন তখন ॥ (২)

নিজ স্থানে সকলেতে যাও হে সত্বর।
কৃষ্ণের বচনে তবে যত মুনিবর ॥
দ্বারাবতী হ'তে সব গমন করিল।
বিশ্বামিত্র ভৃগু কণ্ব যত ঋষি ছিল ॥
দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা অত্রি কামদেব চলে।
বশিষ্ঠ নারদ মুনি যায় কুতূহলে ॥
পিণ্ডারক (৩) সবে ধায় আনন্দ অন্তর।
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর ॥
অবিনিত ছিল পথে যাদব-নন্দন।
খেলিতে খেলিতে সবে করে দরশন ॥
রহস্য করিতে তথা যুক্তি করি সার।
শাম্বকে সাজায় নারী করি চমৎকার ॥
জাম্বুবতী পুত্র সেই স্ত্রীরূপ ধরিল।
মুনির নিকটে সব গমন করিল ॥
মুনি পদতলে পড়ি যাদব-নন্দন।
বিনয়েতে ধীরে ধীরে কহিছে বচন ॥
কহ দেব মোসবাকে করুণা প্রকাশি।
ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব জান মহাঋষি ॥
এই হেতু পায় ধরি করি জিজ্ঞাসন।
গর্ভবতী এই নারী করহ দর্শন ॥
পুত্র ইচ্ছা ইহার মনেতে অতিশয়।
আগত হয়েছে প্রায় প্রসব সময় ॥
অতএব দয়া করি কহ হে বচন।
ইহার উদরে কন্যা অথবা নন্দন ॥
কি পুত্র হইবে দেব কহ সেই বাণী।
অমোঘ দর্শন বলি তোমা সবে জানি ॥
যাদবগণের কথা শুনি মুনিগণ।
মনে মনে জানিলেন সব বিবরণ ॥
হেয়জ্ঞান করি সবে যাদব তনয়।
প্রতারণা করে সবে দুষ্ট দুরাশয় ॥
ক্রোধেতে হইল তবে আরক্তলোচন।
মুখেতে নির্গত যেন ঘোর হুতাশন ॥

১। আপ্তকাম উদারকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

২। ঋষিগণ কালরূপী শব্দে কেন অভিহিত হইল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজকুল ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

৩। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক নামে এক তীর্থ ছিল।

ক্রোধেতে কম্পিত মুখে বাক্য নাহি সরে।
কহিতে লাগিল বাক্য যদুগণ তরে ॥
কি আর কহিব সবে ওহে মন্দগণ।
মুষল হইবে গর্ভে কুলের নাশন ॥
এত কহি মুনিগণ গমন করিল।
শাপ শুনি যাদবেরা আকুল হইল ॥
তবে যত যদুসুত হইয়ে বিস্ময়।
শাম্বের উদর তবে (১) মোচন করয় ॥
তাহাতে প্রকাণ্ড এক মুষল হেরিল।
লৌহময় দেখি তাহা বিস্ময় মানিল ॥
ভয়ে ভীত চিত্ত সবে আকুল অন্তর।
বলে হরি একি দায় ঘটিল সবার ॥
বড় মন্দমতি মোরা যাদব-নন্দন।
কি বাক্য বলিবে সব জগতের জন ॥
এত কহি সকলেতে কান্দিতে লাগিল।
মুষল লইয়ে গৃহে গমন করিল ॥
যথায় বসিয়ে সেই যাদবের পতি।
সেই সভামধ্যে সবে করিলেন গতি ॥
ভয়েতে আকুল তবে মলিন বদন।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
তবে শাপ সবে শুনি সভাজন যত।
দর্শনে মুষল সবে হইল বিস্মিত ॥
ভয়েতে কম্পিত হ'লো দ্বারকার জন।
ভয়াকুল চিত্তে সবে করয়ে রোদন ॥
তাহা দেখি আহুক সে সবারে কহিল।
কেন ভীতমতি সবে কেন বা আকুল ॥
সাগরের তীরে শীঘ্র করহ গমন।
এ মুষলে ল'য়ে সবে করহ ঘর্ষণ ॥
ঘর্ষণে এ লৌহদণ্ড নির্ম্মূল হইবে।
তাহলে আশঙ্কা আর কিছু না রহিবে ॥
তাঁহার বচনে তবে যাদব সকলে।
মুষল হইয়া যায় সমুদ্রের কূলে ॥
পাষাণে করিল সেই মুষল ঘর্ষণ।
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা শুনহ রাজন ॥
কিছুমাত্র অবশিষ্ট যা কিছু রহিল।
যাদবেরা সেইটুকু সাগরে ফেলিল ॥
মুষল ঘর্ষণে যেই ফেণা বাহিরিল।
তীরেতে সংলগ্ন হ'য়ে কুশ জনমিল ॥
অবশিষ্ট খণ্ড যাহা ফেলিল সাগরে।
সেই খণ্ড জেলে পায় মৎস্যের উদরে ॥
মূল্যে লুব্ধক তাহা করিল বিক্রয়।
তাহাতেই এক শল্য নির্ম্মাণ করায় ॥
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই দেব নারায়ণ।
আয়াসে করিতে পারে পাপের মোচন ॥
তথাপি সে জগন্নাথ ইচ্ছা প্রকাশিল।
কালরূপী বলি তাহা আপনি জানিল ॥
এই কথা যেইজন করিবে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় পাপ বিমোচন ॥
দাসের রচিত গীত হরিকথা সার।
যাদবগণের পাপ শুনহ বিস্তার ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ সমাপ্ত।

অথ বসুদেব ও নারদ সংবাদ।

শুকদেব কহে পরে শুন কুরুবর।
একদিন দেবর্ষি নারদ মুনিবর ॥
দ্বারকানগরে আসে কৃষ্ণ দরশনে।
দেবর্ষি দেখিয়া কৃষ্ণ বসায় যতনে ॥
মহা সমাদরে তারে করি সম্ভাষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মুনিবর হর্ষান্তরে কৃষ্ণ দরশনে।
হৃদয়ে চিন্তয়ে সদা দেব নারায়ণে ॥
যেজন ভজয়ে সেই দেব নারায়ণ।
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥
কহি শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন অর্চ্চন ॥

১। কৃত্রিম উদর।

সমাদরে মুনিবরে ভোজন করায়।
দ্বারকানগরে বসে ঋষি মহাকায়॥
পরে আসি বসুদেব তথা উপনীত।
ঋষিবরে জিজ্ঞাসিল হ'য়ে হরষিত॥
বসুদেব কহে শুন ওহে ঋষিবর।
তব আগমনে বড় আনন্দ অন্তর॥
পিতা মাতা আগমনে পুত্রে যথা হয়।
সেইমত আজ মোর আনন্দ হৃদয়॥
কি আর কহিব দেব তোমারে এখন।
জীবের মঙ্গল হেতু তব আগমন॥
আর এক বাক্য আমি কহি মহামতি।
যেজন ভজয়ে সেই দেব সুপ্রকৃতি॥
যেইরূপে যেইজন করয়ে ভজন। (১)
তার সঙ্গে সেই দেব থাকে অনুক্ষণ॥
হে দীনবৎসল তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত।
মোরে দয়া করি প্রভু কহ সেইমত॥
যাহার শ্রবণে জীব মুক্তিপদ পায়।
একেবারে ভবদুঃখ কভু নাহি রয়॥
দেবের মায়ায় সব মোহিত নিশ্চয়।
সর্ব্বসার হয় সেই তাঁর আশ্রয়॥
পুত্ররূপে লাভহেতু করিনু পূজন।
না ভাবিনু আমি কিছু মোদের কারণ॥
অতএব কহ মোরে হইয়ে সদয়।
কিরূপে ঘুচিবে মম সংসারের ভয়॥
কিরূপেতে মুক্তিলাভ হইবে আমার।
সেই কথা মোরে কহ করিয়ে বিস্তার॥
বসুদেব বাক্যে তুষ্ট নারদ তখন।
একেবারে হয় তবে আনন্দে মগন॥
হরিগুণ গানে মুনি উন্মত্ত হইল।
বসুদেবে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
ওহে বসুদেব তুমি হও মহামতি।
যাদবের শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মপর অতি॥

১। অর্থাৎ ব্যক্তি সকল যেরূপ করে তাহার ছায়াও সেইরূপ করিয়া থাকে।

ভাগবত কথা তুমি জিজ্ঞাস আমায়।
সবিস্তারে সেই কথা কহিব তোমায়॥
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
এই ধর্ম্ম যেইজন করয়ে শ্রবণ॥
কিম্বা ভাগবত ধর্ম্ম করয়ে পঠন।
ধ্যান কিম্বা আদর করয়ে যেইজন॥
পবিত্র তাহার দেহ পাপে মুক্ত হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥
তোমা হ'তে আজ মম জ্ঞানের উদয়।
স্মরণ করায়ে দিলে হরি দয়াময়॥
তোমারে কহিব সেই কথা পুরাতন।
বিস্তারিয়ে কহি তবে শুনহ বচন॥
কহিব তোমারে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস।
ঋষভের (১) পুত্র হ'তে যে সব প্রকাশ॥
প্রিয়ব্রত নামে এক মনুর নন্দন।
তাহার যে পুত্র হয় অগ্নিধ্র রাজন॥
নাভি নামে হইল যে তাহার নন্দন।
নাভির নন্দন সেই ঋষভ যে হন॥
পরম তেজস্বী পুত্র খ্যাত চরাচরে।
বাসুদেব অংশ সেই কহি যে তোমারে॥
ঋষভের শত পুত্র জনম হইল।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র সব ব্রহ্মপর ছিল॥
ভরত নামেতে হয় জ্যেষ্ঠ সহোদর। (২)
পরম তেজস্বী পুত্র ধার্ম্মিকের সার॥
মায়াময় এ সংসার জানিয়া অন্তরে।
মিথ্যাময় জানি পৃথ্বী পরিত্যাগ করে॥
বহুকষ্টে করে সেই হরি আরাধন।
পরেতে পাইল রাজ্য শুনহ বচন॥
আর নয় জন করে দ্বীপ অধিকার।
কর্ম্মতন্ত্র কৃতী পুত্র একশত তার॥

১। ঋষভ নামে পুরাকালে বিদেহ দেশের রাজা ছিলেন।

২। তাঁহার নামে এই জম্বুতবর্ষ অর্থাৎ ভারত বর্ষ নামে বিখ্যাত।

জগত প্রসিদ্ধ তার নামেতে ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্ব কথা বসুদেব কহি হে এখন ॥
পরমার্থ পরায়ণ আর নয় জন।
ভাগবতরূপে বিশ্ব করিয়ে দর্শন ॥
বিচরণ করে সবে এ জগত মাঝে।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিছে ॥
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব্ব কথন।
একত্র হইয়ে তবে যত ঋষিগণ ॥
নিমন্ত্রণ করি তথা সবে আনাইল।
নিমিরাজ সঙ্গে আসি উপনীত হৈল ॥
উপনীত হয় সব নিমি যজ্ঞস্থলে।
দিবাকর সম দীপ্তি দেখিল সকলে ॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তবে যত সভাজন।
সাদরেতে নিমি রাজা করে সম্ভাষণ ॥
করযোড়ে কহে সেই মুনিগণ প্রতি। (১)
সার্থক জীবন মম হইল সম্প্রতি ॥
পবিত্র হইল পুরী ওপদ পরশে।
দণ্ডবৎ মুনি পদে করিল হরিষে ॥
বসিবারে দিল রাজা রতন আসন।
বিধিমত সবাকারে করেন পূজন ॥
কৃতাঞ্জলি করি সেই বিদেহের পতি।
বিনয়েতে জিজ্ঞাসিল তাহাদের প্রতি ॥
শুন মুনিবর সবে আমার বচন।
ঈশ্বরের সহচর তোমরা এখন ॥
পবিত্র করিতে সব বিষ্ণুভক্তগণে।
ভ্রমণ করহ সবে আনন্দিত মনে ॥
এই যে মানব দেহ ধারণ করয়।
পঞ্চভূতময় মাত্র ইহা কিছু নয় ॥
তথাপি এ দেহ হয় সুদুর্ল্লভ অতি।
অতএব কহ দেব আমারে সম্প্রতি ॥

কে পায় দর্শন বল ও রাঙ্গা চরণ।
অতএব কহ কিছু মঙ্গল বচন ॥
এ জগতে যদি আসে ক্ষণেকের তরে।
দুর্ল্লভ জনম সেই সাধু সঙ্গ করে ॥
নিধি লাভে যথা মন সানন্দিত হয়।
সাধু দরশনে ততোধিক সুখোদয় ॥
অতএব কৃপা কর আমায় এখন।
প্রসন্ন হইল ভক্ত প্রতি নারায়ণ ॥
যে ধর্ম্ম করেন দান আনন্দ অন্তরে।
সেই ভাগবত ধর্ম্ম বলহ আমারে ॥
তবে সেই শ্রীহরি করিয়ে সম্বোধন।
বলে ওহে নৃপ শুন অপূর্ব্ব কথন ॥
সংসারের জীব যত জানিবে নিশ্চয়।
যাহাদের ঘটে সদা জ্ঞান বিপর্য্যয় ॥
তাহারা যদ্যপি সেবে অচ্যুত চরণ।
সংসারের ভয় তার হয় নিবারণ ॥
পাইবে পরম জ্ঞান দেব দামোদর।
হীনমতি হয় যত জগতের নর ॥
নারায়ণ উহাদের উদ্ধার কারণ।
সহজে কহিল হরি সে সব বচন ॥
ভাগবত ধর্ম্ম যেবা করয়ে আশ্রয়।
কহিলাম সার কথা আমি সমুদয় ॥
শুন নরবর আমি কহিব তোমায়।
ভাগবত ধর্ম্ম যেবা করয়ে আশ্রয় ॥
কখন বিপদ তার না হয় ঘটন।
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ ॥
একান্ত মনন যার ভাগবত প্রতি।
চক্ষু মুদি সেইজন করে যদি গতি ॥
তথাপি সে জন কভু পতিত না হয়।
সেই তত্ত্ব কথা এবে শুন মহাশয় ॥
ভাগবত ধর্ম্মাশ্রয়ী জীব রহে রত।
সংসারের কার্য্যে সবে হয় অনুরত ॥
নিষ্কাম হইয়া সবে শুন মহাশয়।
করি যত ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল সমুদয় ॥

১। কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিবা, পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস, এই নয়জন পরমার্থ নিরূপক শ্রমশীল, দিগম্বর আত্মবিদ্যা বিশারদ মহাভাগ মুনি হইয়াছিলেন।

স্মরি মনে নারায়ণ করয়ে অর্পণ। (১)
কহিনু তোমারে এই প্রকৃত বচন ॥
ঈশ্বরে বিমুখ হয় যেই মূঢ়মতি।
মায়ায় আচ্ছন্ন সেই অধম প্রকৃতি ॥
তাহার অন্তরে রহে আনন্দ উদয়।
সকল কার্য্যেতে তার ঘটে বিপর্য্যয় ॥
যদি সেইজন করে ঈশ্বর ভজন।
ভয়াকুল চিত্ত তার হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
অতএব নিজ মন করিলে দমন।
ভয়হীন হয় সদা সেই সাধুজন ॥
লোকমাঝে তবে সেই হয় মতিমান।
সতত করিবে সেই ঈশ্বরের গান ॥
চক্রপাণি জন্ম কর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে।
সুমঙ্গল নাম তাঁর ভক্তিতে গাইবে ॥
সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবে শ্রবণ।
হরিনাম করি সদা করিবে ভ্রমণ ॥
হেনরূপে হবে যার প্রেমের উদয়।
তারে কৃপা করিবেন হরি দয়াময় ॥
তখন হৃদয় হবে আনন্দে মগন।
জগতের সার ভাবি করিবে কীর্ত্তন ॥
হরিপ্রেমে উন্মত্ত যে হয় ভক্তিভরে।
অজ্ঞান হইয়া সেই উচ্চহাস্য করে ॥
নর্ত্তনে গর্জ্জনে গান করয়ে রোদন।
এইরূপ করে সব কৃষ্ণভক্ত জন ॥
আর এক কথা রাজা করহ শ্রবণ।
এইরূপ ভাবে সদা কৃষ্ণভক্ত জন ॥
পৃথিবী আকাশ অগ্নি সলিল পবন।
দিক আদি আকাশ আর পর্ব্বত কানন ॥
ভূতগণ আদি করি নদী ও সাগর।
সকলেই দেখে সেই কৃষ্ণের আকর ॥
কৃষ্ণ দেহ ভাবি মনে করয়ে প্রণতি।
এইরূপ হয় সদা কৃষ্ণভক্ত মতি ॥

১। ঈশ্বরে অর্পণ করা হইলে সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম হইল। ইহার ভাবার্থ এই।

ক্ষুধাতুর জনে যথা পাইলে ভোজন।
উপজয়ে সুখ তার আনন্দে মগন ॥
সেইমত কৃষ্ণভক্তের আনন্দ উদয়।
সংসার বিরাগ তার জানিবে নিশ্চয় ॥
তদন্তর ওহে নৃপ করহ শ্রবণ।
যে জন করয়ে হরির চরণ সেবন ॥
সদা আনন্দিত সেই জানিবে নিশ্চয়।
অন্তরেতে মহানন্দ তাহার উদয় ॥
ভাগবত সম তার আনন্দ অন্তরে।
শান্তির আগারে সুখ সেবে নিরন্তরে ॥
চরমে পরমগতি পায় সেইজন।
সার কথা কহিলাম তোমারে রাজন ॥
বসুদেব হর্ষ অতি সে কথা শ্রবণে।
করযোড়ে কহে পুনঃ মুনিবর স্থানে ॥
ওহে মহামতি তুমি হও কৃপাময়।
ভাগবত ব্যক্তি কেবা এ জগতে হয় ॥
সেই কথা মুনিবর কহ বিস্তারিয়া।
মহানন্দে মত্ত হোক আমার এ হিয়া ॥
কীদৃশ স্বভাব তার কিবা আচরণ।
কিরূপ তাহার ধর্ম্ম বলহ এখন ॥
কি চিহ্ন ধরিলে ঈশ্বরের প্রিয় হয়।
দয়া করি মোরে দেব কহ সমুদয় ॥
মুনি কহে বসুদেব করহ শ্রবণ।
পরম পবিত্র তুমি জানিনু এখন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে শুন মহাশয়।
ভাগবত ভক্তি যাহা বেদেতে নির্ণয় ॥
সেই কথা কহি শুন ওহে মহামতি।
শুকদেব মুনি কহে পরীক্ষিৎ প্রতি ॥
শুন নারায়ণ সেই অপূর্ব্ব কথন।
বসুদেব স্থানে মুনি করিল বর্ণন ॥
হরি সম ধরে তেজ ভাগবত জন।
সর্ব্বজীবে দেখে সদা আপন সমান ॥
ব্রহ্মরূপ আপনারে দরশন করে।
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপ ভাবয়ে অন্তরে ॥

শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেই জানিবে নিশ্চয়।
আর বলি শুন এক ভাগবত হয়॥
আপন অধীন যত মানব-নিচয়।
মূর্খগণে শত্রুগণে উপেক্ষা করয়॥
মধ্যম বলিয়া তারে করয়ে গণন।
আর এক কথা রাজা করহ শ্রবণ॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যেবা প্রতিমার প্রতি।
হরিরূপে পূজে তারে শুন মহামতি॥
অপর রূপেতে হরি করিতে পূজন।
কিছুতেই ভক্তি তার নহে কদাচন॥
অপ্রাকৃত বলি তারে জানিহ রাজন।
বাসুদেবাবিষ্ট চিত্ত যার সর্ব্বক্ষণ॥
ইন্দ্রিয়বশে মাতি বিষয় ভোগে রত।
বিষ্ণু মায়াময় বিশ্বে ভাসে অবিরত॥
কভু দ্বেষ মনে তার না হয় উদয়।
কিছুতে আনন্দ তার কভু নাহি হয়॥
উত্তম সে ভাগবত (১) কহে সর্ব্বজন।
সার কথা নরবর করিলে শ্রবণ॥
আর যেইজন হরি ভাবয়ে অন্তরে।
স্মরণ কারণ সেই পরম ঈশ্বরে॥
দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি যত।
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম জানিবে নিশ্চিত॥ (২)
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভব কষ্ট জনম মরণ।
এ সবে না হয় কভু মুগ্ধ সেই জন॥
ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলি জানিবে তাহায়।
আর এক কথা আমি কহিব তোমায়॥
কাম্য কর্ম্মাশক্তি নাই যাহার অন্তরে।
একমাত্র বাসুদেব ভাবে নিরন্তরে॥
ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলি হয় সেই জন।
জন্ম কর্ম্ম বর্ণ হেতু শুনহ রাজন॥
আশ্রম ও জাতি হেতু হৃদয়ে যাহার।
কোনমতে নাহি হয় মনে অহঙ্কার॥
শ্রীহরির প্রিয় বলি জানিবে সে জনে।
আত্ম পর ভেদ যেই নাহি করে মনে॥
দেহ আর চিত্ত হেতু সেই সদাশয়।
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সদা তার হয়॥
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সেই শুন মহামতি।
ভাগবত ভিন্ন তার নাহি অন্য গতি॥
জগতের সার মাত্র শ্রীহরি চরণ। (১)
হৃদয়েতে করিয়াছে সুদৃঢ় বন্ধন॥
যেই শ্রীহরির পদ করয়ে ভজন।
হরি পদ হৃদে ভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
বৈষ্ণব প্রধান বলি জানিবে তাহায়।
বিচলিত চিত্ত তার কিছুতে না হয়॥
যবে হয় নিশাকর গগনে উদয়।
সূর্য্যের প্রভাবে তাহে বিস্তার না হয়॥
সেইরূপ শ্রীহরির যুগল চরণ।
বিরাজিত অঙ্গুলির নখের কিরণ॥
সে কান্তি বিরাজ করে সেবক হৃদয়।
তম আদি তাপ নাশ তাহাতে করয়॥
বিপদে পতিত হ'য়ে সেই মহাজন।
অনায়াসে করে সব পাপের মোচন॥
হরি বিরাজিত তার হৃদয় ভিতর।
প্রণত রজ্জুতে বদ্ধ থাকে নিরন্তর॥
হরিপদ হৃদে সেই করয়ে ধারণ।
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সেই জানে সর্ব্বজন॥

১। ইহার অর্থ এখানে এইরূপ হইবে অর্থাৎ যিনি উত্তম ভাগবত তিনি বিষয়ে দ্বেষ করেন না এবং বিষয় ভোগ করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন না।

২। দেহের সংসার ধর্ম্ম জন্ম ও মৃত্যু, প্রাণের সংসার ধর্ম্ম ক্ষুধা, মনের সংসার ধর্ম্ম ভয়, বুদ্ধির সংসার ধর্ম্ম তৃষ্ণা, আর ইন্দ্রিয়গণের সংসার ধর্ম্ম কষ্ট, এইরূপ ক্রম সকল বুঝিয়া লইতে হয়।

১। ভগবৎ পদ অপেক্ষা সার বস্তু নাই, এইরূপ স্মৃতিভ্রষ্ট না হওয়াতে যিনি ত্রিভুবনে রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত লবার্দ্ধ এবং নিমেষার্দ্ধর জন্য ও শ্রীকৃষ্ণ বিনষ্ট চেতা দেবর্ষি কর্ত্তৃক বিমৃগ্য ভগবত পদারবিন্দ হইতে বিচলিত হয় না।

নারদের মুখে শুনি এ সব কাহিনী।
বসুদেব কহে পরে যোড় করি পাণি ॥
তোমার প্রসাদে দেব হ'লো জ্ঞানোদয়।
ঘুচাও এবার মম মনের সংশয় ॥
কহ দেব দয়া করি মায়ার কথন।
যেই বিষ্ণু মায়া হয় মোহের কারণ ॥
সেই মায়া জানিবারে ইচ্ছা অতিশয়।
সংসার তাপেতে তপ্ত মোদের হৃদয় ॥
অতএব সুধাময় হরিকথা বল।
তাপিত অন্তর তাহে হইবে শীতল ॥
দেবঋষি কহে তবে বসুদেব প্রতি।
শুন কহি মহামতি অপূর্ব্ব ভারতী ॥
বৈদেহের স্থানে যাহা কহে ঋষিবরে।
সেই কথা শুনে সব হরিষ অন্তরে ॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
ভূতমধ্যে আত্মারূপে যেই মহাজন ॥
অনাদি পুরুষ সেই অনন্ত মূরতি।
নিজ অংশে জীবগণ অন্তরেতে স্থিতি ॥
বিষয়ের ভোগ আর মুক্তির কারণ।
মহাভূতে করিলেন প্রাণের সৃজন ॥ (১)
পঞ্চ মহাভূতে সৃষ্টি জীবের অন্তর।
অন্তর্য্যামী রূপে থাকে তাহার ভিতর ॥
এক অংশ দশ রূপে (২) বিভাগ করয়।
সংসার বিষম ভোগে আনন্দিত হয় ॥
সেই প্রভু নারায়ণ আত্মগুণ হ'তে।
বিষয় করেন ভোগ আনন্দ মনেতে ॥ (৩)
জগতের সৃষ্ট হয় যত জীবগণ।
আত্মবোধে আসক্ত তাহাতে নারায়ণ ॥

দেহ ধারী জীব যত শুন কথা তার।
ইচ্ছামত কর্ম্ম (১) তারা করে অনিবার ॥
তাহাতে অর্জ্জন করে যত কর্ম্মফল।
দুঃখকর হয় সেই কর্ম্ম অমঙ্গল ॥
সেই কর্ম্মফলে তবে যত জীবগণ।
বার বার এ সংসারে করয়ে ভ্রমণ ॥
অমঙ্গল কার্য্যে রত যত জীবগণ।
কর্ম্মফলে অবশ সে হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহাদের বিবরণ শুন মহামতি।
প্রলয় পর্য্যন্ত যাহে নহে কোন গতি ॥
ততকাল হয় সবে জনম মরণ।
সার কথা মহারাজ করহ শ্রবণ ॥
মহাভূতগণের সে নাশের সময়।
কালেতে সকলে তবে উপনীত হয় ॥
অনাদি অনন্তকাল জানিবে তখন।
স্থূল সূক্ষ্মাত্মক (২) কার্য্য করে আকর্ষণ ॥
তখন জানিবে তুমি ওহে নরবর।
শত বর্ষ ধরি বৃষ্টি হবে নিরন্তর ॥
ভয়ঙ্কর বৃষ্টি যবে হবে বরিষণ।
দিবাকর কর বৃদ্ধি হইবে তখন ॥
ত্রিলোকের লোক সবে হবে দগ্ধ প্রায়।
তদন্তর মুখে হবে অগ্নির উদয় ॥
পাতাল হইতে তবে সেই হুতাশন।
চারিদিকে দগ্ধ করি উঠিবে গগন ॥
অবিলম্বে সেই অগ্নি বাতাসে চলিবে।
ভয়ঙ্কর রূপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হবে ॥
মেঘগণ (১) জলধারা করিবে বর্ষণ।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেহ তাহে হইবে মগন ॥

১। অর্থাৎ জীবগণের উপকারের জন্য।

২। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট প্রাণী সকল সৃজন করিয়াছিলেন।

৩। এক প্রকার মন দ্বারা। আর দশ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দশ প্রকার বিষয় ভোগ করেন।

১। ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা জীবগণ বাসনা সহিত যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে।

২। স্থূল সূক্ষ্মাত্মক কার্য্যের কারণের দিকে আকর্ষণ করে।

১। সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণ।

বিরাট পুরুষ তথা শুন তদন্তর।
বিরাট (২) ছাড়িয়া হরি আনন্দ অন্তর ॥
কাষ্ঠ শূন্য অগ্নি সম হইয়ে তখন।
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হ'য়ে প্রবেশে কারণ ॥
আর এই ধারা যাহা অপূর্ব্ব দর্শন।
হৃতগন্ধ জলময় করিবে পাবন ॥
সেই জল রসহীন হবে জ্যোতির্ম্ময়।
সার কথা কহিলাম শুন নররায় ॥
অন্ধকারে হীন জ্যোতি হৃতরূপ হবে।
তদন্তর সেই তেজ বায়ুতে মিশিবে ॥
সেই বায়ু বিলীন যে হইবে আকাশে।
কামরূপী হ'য়ে বায়ু তার গুণ (৩) নাশে ॥
ঈশ্বরে বিলীন হবে পরে সে বিমানে।
অপরে শুনহ কহি অপূর্ব্ব বিধানে ॥
মন বুদ্ধি আর যত ইন্দ্রিয়ের গণ।
বৈকারিক দেবগণে হইবে মিলন ॥
পরে হংস তত্ত্বে তাহা প্রবেশ করিবে।
অহংতত্ত্ব (৪) মহতত্ত্বে আসি প্রবেশিবে ॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ওহে মহামতি।
বিভুগত হয় এই লয় সৃষ্টি স্থিতি ॥
তাহার ত্রিগুণ মায়া করিনু বর্ণন।
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ ॥
রাজা কহে ঋষিগণে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রবণে পবিত্র কথা বড় কুতূহলি ॥
ওহে দেব দয়া করি বলহ এখন।
বশীভূত নাহি হয় যাহাদের মন ॥
সেই স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি প্রকারে।
দুরন্ত ঐশ্বরী মায়া পারে তরিবারে ॥

২। বিরাট অভিমানি দেবতা।

৩। গুণ অর্থাৎ শব্দ।

৪। অহংতত্ত্ব নিজ গুণাগুণের সহিত মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করে। গুণাগুণ অর্থাৎ নিজের গুণত্রয়। ঐ মহত্তত্ত্ব আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে।

সেই কথা কহ দেব হইয়ে সদয়।
তাহাতে আনন্দ চিত্তে হবে অতিশয় ॥
মহর্ষি কহেন নৃপ করহ শ্রবণ।
স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধেতে বদ্ধ সেই জন ॥
দুঃখ নাশ হেতু কার্য্য সদা প্রবর্ত্তয়।
সুখের কারণ কর্ম্মে সদা রত হয় ॥
বিপরীত ফল পায় সেই জীবগণ।
নিত্য পীড়াগ্রস্থ দেখিবে সেইজন ॥
দুর্ল্লভ ধনের আশা জানিবে নিশ্চয়।
সেই বিত্ত মানবের মৃত্যুরূপ হয় ॥
চঞ্চল এ গৃহ পুত্র বন্ধু পরিজন।
প্রাপ্ত হ'য়ে প্রীত নাহি পায় যেইজন ॥
অনিত্য এ সব হয় জগৎ অসার।
জগতের কার্য্য যত অতি চমৎকার ॥
মঙ্গল জানিয়ে ইচ্ছা করে যেইজন।
পরম ব্রহ্মেতে সদা হয় নিমগন ॥
গুরুর শরণ লয় যেই মহামতি।
গুরুকেই আত্মা ভাবি আনন্দেতে মাতি ॥
দেব জ্ঞান করি তারে করয়ে সেবন।
ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করে অনুক্ষণ ॥
যে সকল কার্য্যে হরি সন্তোষিত হয়।
সেই সব কর্ম্ম শিক্ষা করে সে নিশ্চয় ॥
প্রথমেতে নিজ মন করি বশীভূত।
অপরেতে সাধুসঙ্গ করিবে নিয়ত ॥
যথোচিত দয়াবান হবে ভূতগণে।
ব্রহ্মচর্য্য সরলতা বেদ-অধ্যয়নে ॥
বৃথা বাক্য অকথন সেই নাহি কয়।
অহিংসা দ্বন্দ্বেতে তার সমভাব হয় ॥
আত্মদৃষ্টি ঈশ্বরদৃষ্টি সমান যাহার। (১)
গৃহাদিতে অভিমান শূন্য সদা তার ॥
থাকে না বিষয় আশ সংসার কামনা।
ঈশ্বরে পাইয়া যায় অসার যাতনা ॥

১। নিত্য জ্ঞান স্বরূপে আত্মদৃষ্টি, আর নিয়ন্তা স্বরূপ ঈশ্বর দৃষ্টি।

একান্ত শীলতা (২) হয় জানিবে সে জনে।
যদি বাস করে সেই ভীষণ বিজনে ॥
ছিন্ন বস্ত্র সদা যদি পরিধান করে।
তথাপি সন্তোষ সেই পাইবে অন্তরে ॥
ভাগবত শাস্ত্রে সদা করি অনুক্ষণ।
অন্য শাস্ত্র নাহি নিন্দে কভু সেই জন ॥
হরিকথা হরিকার্য্য করে অবিরত।
সত্য (৩) শম দমে মন সদা বশীভূত ॥
আর সেই সর্ব্বময় জগতের সার।
হরিগুণ শ্রবণেতে সদা রতি যার ॥
হরির উদ্দেশ্যে করে কার্য্য সমুদয়। (৪)
তপ জপ ইষ্ট নাম সতত করয় ॥
আত্মার নিতান্ত প্রিয় সাধু কার্য্য যত।
তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ হয় অনুরত ॥
দারা সুত গৃহ প্রাণ সদা সর্ব্বক্ষণ।
ঈশ্বরের পদে সব করে সে অর্পণ ॥
কৃষ্ণময় আত্মা আর কৃষ্ণ নাম সার।
তার সহ করিবেক মিত্র ব্যবহার ॥
স্থাবর জঙ্গম আর এই দুই স্থানে।
মানব সকল আর যত সাধুগণে ॥
এর মাঝে ভাগবত ভক্ত যেইজন।
তাহাদের সর্ব্বক্ষণ করিবে পূজন ॥
অনুরাগ তুষ্টি আর পাবন কথন।
আত্মার সকল দুঃখ করিতে মোচন ॥
এ সব করিবে শিক্ষা ভক্তির সহিত।
হরির স্মরণ করা তাহার উচিত ॥
কৃষ্ণ অনুগত চিত্ত হইবে যখন।
কভু হাস্য কভু নৃত্য কখন ক্রন্দন ॥

২। অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ ব্যবহার করার নাম একান্ত শীলতা।

৩। সত্য যথার্থ কথন, শম অন্তঃকরণ বশীকরণ, দম বাহ্যেন্দ্রিয় বশীকরণ।

৪। হরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণাগুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান।

কখন বা করিবেক আনন্দ প্রকাশ।
অলৌকিক রূপে কভু কহিবেক ভাষ ॥
কখন আনন্দে সদা গাবে হরি গীত।
কৃষ্ণসহ আলাপনে সদা রবে প্রীত ॥
এরূপে পাইবে সেই পতিত-পাবন।
অন্তরে সন্তোষ সদা করিবে ধারণ ॥
এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম কর্ম্ম যত।
শিখিতে শিখিতে হবে কৃষ্ণ অনুগত ॥
তাহাতে দুস্তর মায়া হইবেক পার।
ওহে নরপতি শুন বাক্য সুধা সার ॥
অমৃত সমান বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋষিগণে করযোড়ে কহিল রাজন ॥
কহ দেব পুনঃ মোরে অপূর্ব্ব ভারতী।
নারায়ণ নাম পরব্রহ্ম মহামতি ॥
তাহার স্বরূপ মোরে বলহ এখন।
অনায়াসে মুক্ত হবে ভবের বন্ধন ॥
ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞাত তোমরা সকল।
শ্রবণেতে ঘুচে যাবে যত অমঙ্গল ॥
তবে যত মুনিগণ হরিষ হইল।
ব্রহ্মের স্বরূপ তবে করিতে লাগিল ॥
যাঁহা হৈতে এই বিশ্ব হইল সৃজন।
যিনি হন স্থিতি আর প্রলয় কারণ ॥
কারণ বিহীন যেই হয় মহাকায়।
স্বপ্ন জাগরণ আর সুষুপ্তি দশায় ॥
বাহ্যেতে অন্তরে যিনি সদা বর্ত্তমান।
যাহাতে জীবিত মম ইন্দ্রিয় পরাণ ॥
যাহা হ'তে সকলেই নিজকর্ম্মে রত।
পরমতত্ত্ব জ্ঞান সে জানিবে নিশ্চিত ॥
প্রবেশিতে নারে মন ইহার ভিতর।
অগ্নি যথা নিজ প্রভা করিয়া বিস্তার ॥
না পারে অগ্নিকে কভু করিতে দহন।
সেইমত বাক্য চক্ষু আর বুদ্ধি মন ॥
ইন্দ্রিয়গণের আছে ক্রিয়াশক্তি যত।
তাহাতেই হয় সব তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাত ॥

জগতে যতেক হয় কার্য্য ও কারণ।
ব্রহ্মরূপ প্রকাশিতে জানিবে এখন॥
আদিতে যে এক ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়।
সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণে প্রকৃতি যে কয়॥
ক্রিয়াশক্তি হেতু তার সূত্র নাম হয়।
জ্ঞানশক্তি হেতু তারে মহৎ বলয়॥
জীবের উপাধি প্রাপ্ত নাম অহঙ্কার।
চরমে (১) তিনিই হন ব্রহ্মেতে প্রচার॥
জনম মরণ তার কভু নাহি হয়। (২)
বিশেষতঃ কভু সেই বৃদ্ধি নাহি পায়॥
অতঃপর কহি শুন তাহার কারণ।
সে সকল বস্তু হয় জন্ম বিনাশন॥
তাহাদের দ্রষ্টারূপে করে অবস্থিতি।
প্রাণ যথা ইন্দ্রিয়েতে থাকে মহামতি॥
সেইমত ব্রহ্মজ্ঞান জানিবে এখন।
কল্পিত বিবিধরূপে শুন-বিবরণ॥
আর শুন কহি আমি প্রাণের আধার।
অণ্ডজ জরায়ু স্বেদ উদ্ভিজ্জাদি আর॥
সেই প্রাণ জীবের যে অনুগত হয়।
যখনি ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাযুক্ত রয়॥
তখন সে আত্মা কোন না পায় আশয়।
অহংতত্ত্ব সেইকালে বিনাশিত হয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ কৃপা হয় সেইজনে।
চিত্ত মল নাশ তার জানিবে তখনে॥
নির্ম্মল হইলে যথা হয় দরশন।
প্রকাশিতে হয় যথা সূর্য্যের কিরণ॥
সেইমত আত্মতত্ত্ব লভিবে নিশ্চয়।
কহিলাম সার কথা ওহে সদাশয়॥
রাজা কহে কহ মুনি শুনি কর্ম্মযোগ।
লভিতে পরম জ্ঞান ত্যজি কর্ম্ম যোগ॥

১। চরমে তিনিই দেবতা ইন্দ্রিয় ও বিষয় প্রকাশ রূপতা হেতু ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পান।

২। অর্থাৎ আত্মা থাকে না।

মানবের হয় যাতে নির্ম্মল অন্তর।
ইহলোক কর্ম্ম যত করয়ে সংহার॥
সেই কথা কহ দেব বিস্তারিয়া এবে।
তাহাতে আনন্দ অতি হৃদয়েতে হবে॥
মুনি বলে ওহে নৃপ করহ শ্রবণ।
অকর্ম্ম বিকর্ম্ম (১) আর কর্ম্ম নিরূপণ॥
দেবাবাক্য বলি ইহা জানিবে নিশ্চয়।
নহে এ পুরুষ বাক্য শুন মহাশয়॥
ঈশ্বরাত্মা বলি ভেদ পণ্ডিতেরা কন।
তাহাতে একান্ত সবে মোহিত যে জন॥
পরোক্ষবাদ (২) এ বেদ কহিনু তোমায়।
পরেতে কহিব শুন সেই সমুদয়॥
যেমন বালক প্রতি পিতা মাতাগণ।
ঔষধ প্রদান (৩) করে করিয়ে শাসন॥
সেইমত কর্ম্ম মোক্ষ করিবার তরে।
জীবগণে কর্ম্ম সব উপদেশ করে॥
রিপুবশে অজ্ঞ হয় শুন যেইজন।
যদি নাহি করে সেই বেদ আচরণ॥
কর্ম্ম অনাচার হেতু অধর্ম্ম সঞ্চয়।
মৃত্যু পরে সেইজন মৃত্যুকে লভয়॥
যদ্যপি পুরুষগণ হয়ে সঙ্গহীন।
আপন অন্তর করি ঈশ্বরেতে লীন॥

১। অকর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম, বিকর্ম্ম বিহিত কর্ম্মের অনুকরণ, কর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম।

২। যে স্থানে অন্য প্রকার অর্থ গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকার বলা হয়, তাহাদের নাম পরোক্ষবাদ।

৩। যেমন মাতাপিতা শিশু-পুত্রকে ঔষধ সেবনার্থ লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভিত করিয়া লড্ডুকাদি প্রদান করেন, কিন্তু মানে এস্থলে লড্ডুকাদি লাভ ঔষধ পানের কামনা নহে, আরোগ্যই তাহার একমাত্র কামনা। তেমনি বেদও অবান্তর ফলদ্বারা প্রলোভন করিয়া কর্ম্ম করায় এবং ঐ সকল অবান্তর ফল প্রদান করে, কিন্তু ঐ সকল ফললাভ কর্ম্মের প্রয়োজন নহে। কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষই উহার একমাত্র প্রয়োজন।

বেদোক্ত কর্ম্ম যত করে সমাপন।
কর্ম্মযোগ লাভ তার হয় সেইক্ষণ ॥
জীবাত্মার অহঙ্কার করিতে ছেদন।
ইচ্ছা হয় যার মনে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহার বিধান বলি শুন মহাশয়।
বৈদিক বিধির সহ তন্ত্র বিধি চায় ॥ (১)
একত্রেতে দুই বিধি করিয়ে মিলন।
সর্ব্বদা করিবে সেই কেশবে অর্চ্চন ॥
গুরু কৃপাবশে তবে মানব-নিকর।
দর্শন করিবে সেই জগত ঈশ্বর ॥
নিজ অভিমত মূর্ত্তি মনে মনে গড়ি।
অর্চ্চনা করিবে সেই পরমাত্মা হরি ॥
প্রতিমা সম্মুখে দেহ করিয়া নির্ম্মল।
প্রাণের সম্বল করি গাইবে মঙ্গল ॥
ভূত শুদ্ধি আদি করি শরীর শোধিবে।
তদন্তর সর্ব্বময় হরিকে পূজিবে ॥
প্রতিমা আদিতে কিম্বা আপন হৃদয়ে।
অর্চ্চনা করিবে হরি মূল মন্ত্র দিয়ে ॥ (২)
অঙ্গ উপাঙ্গ আর সহ পরিবার।
পাদ্য অর্ঘ্য দানে পূজা করিবে তাঁহার ॥
ধূপ দীপ আদি করি সুগন্ধি চন্দন।
আতপ তণ্ডুল (৩) মালা নৈবেদ্য রচন ॥

নিজ নিজ মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ।
ভক্তিভাবে করিবেক তাঁহাকে পূজন ॥
এইরূপ বিধিমত পূজা সমাপিয়া।
স্তবন করিবে হরি প্রণতি করিয়া ॥
আপনারে কৃষ্ণময় করিবে চিন্তন।
আনন্দে করিবে সেই হরির পূজন ॥
আর সে নির্ম্মল দেবে মস্তকে ধরিবে।
পুরীমধ্যে নিজ স্থানে স্থাপন করিবে ॥
এইরূপে জল আদি সূর্য্য হুতাশন।
ঈশ্বর আত্মাকে সেই করিবে অর্চ্চন ॥
অনায়াসে মুক্ত হবে সেজন ত্বরায়।
মুক্তির বিধান আমি কহিনু তোমায় ॥
রাজা কহে ঋষিবর কহ সে কাহিনী।
ইচ্ছায় জনম লভি সেই চক্রপাণি ॥
করিয়াছিলেন যেই কার্য্যের সাধন।
আর যেই কার্য্য সব করেন এখন ॥
কিম্বা আর যেই কার্য্য পরেতে করিবে।
কৃপা করি সেই কথা আমারে কহিবে ॥
তাহাতে আনন্দ মম হইবে উদয়।
কৃপা করি সেই কথা কহ সমুদয় ॥
মুনি কহে শুন সেই অপূর্ব্ব কথন।
অনন্তের কার্য্য কেবা করিবে গণন ॥
অন্তরে বাসনা যার সেই মন্দমতি।
আশ্চর্য্য কথন এবে শুন নরপতি ॥
জগতের ধূলিকণা পারে গণিবারে।
ঈশ্বরের গুণ কর্ম্ম সংখ্যা কেবা করে ॥
সর্ব্বশক্তিময় যিনি অখিল আধার।
কার সাধ্য বল করিবারে সংখ্যা তার ॥
পঞ্চভূত আপন যে করিয়ে সৃজন।
ব্রহ্মাণ্ড শরীর তাহে করিয়া গঠন ॥
নিজ অংশে তাহাতে আপনি প্রবেশিল।
তখন পুরুষ নামে প্রকাশিত হৈল ॥
এই ত্রিভুবন যত হয় দরশন।
তাঁহার শরীর মাত্র জানিবে এখন ॥

১। তন্ত্র অর্থাৎ আগম। আগম সপ্ত লক্ষণ-যুক্ত। ১ সৃষ্টি, ২ প্রলয়, ৩ দেবতাদিগের অর্চ্চন, ৪ সমুদয় দেবতার সাধন, ৫ পুরশ্চরণ, ৬ ষট্‌কর্ম্ম সাধন, ৭ চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগ।

২। প্রতিমাদিতে বা হৃদয়েই হউক, প্রথমতঃ পুষ্পাদি মূর্ত্তিগাতে, আত্মা ও প্রতিমাকে অর্চনার যোগ্য করিয়া যথালব্ধ উপচার দ্বারা পরে পাদ্যাদি পাত্র বিচরণ করতঃ প্রাণ মোহিত হইয়া হৃদয়ে যাহাকে পূজা করা হইয়াছে, তাহাকে শুদ্ধিতে শোধন করতঃ হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মন্ত্রদ্বারা অর্চনা করিবে।

৩। আতপতণ্ডুল পূজার জন্য নহে, তিলকালঙ্কার বিরচন করিবার জন্য জানিবে। আতপতণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুর পূজা আর কেতকীর দ্বারা মহাদেবের পূজা হয় না। এই নিষেধ আছে।

তাঁহার ইন্দ্রিয় হ'তে দেহধারিগণ।
পাইল উভয়বিধ ইন্দ্রিয় তখন ॥
আপনি স্বরূপ সেই ভূতগণ হ'তে।
জীবে জ্ঞানযোগ পায় কহিনু তোমাতে ॥
আর তাঁর প্রাণ হ'তে শুন মহাশয়।
জীবগণে দেহ শক্তি নির্ম্মিত যে হয় ॥
ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশক্তি জনম হইল।
সত্ত্বাদি গুণ হ'য়ে জগৎ সৃজিল ॥
স্থিতি লয় কার্য্য তিনি আদি সর্ব্বসার।
রজোগুণে সৃষ্টি কার্য্য ব্রহ্মা প্রতি ভার ॥
যজ্ঞপতি সত্ত্ব দ্বারা জগৎ পালক।
দ্বিজ ধর্ম্ম হেতু বিষ্ণু জ্ঞাত সর্ব্বলোক ॥
তমোগুণে ধ্বংস কার্য্য রুদ্রের গ্রহণ।
যাহা হ'তে হয় সেই জীব জন্তুগণ ॥
আপন ইচ্ছায় এই সংসারেতে রয়।
যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হয় যে প্রলয় ॥
আদি পুরুষ সেজন শুনহ বচন।
অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন ॥
দক্ষের দুহিতা সে ধর্ম্মের রমণী।
তাঁর গর্ভে জনম লইল চক্রপাণি ॥
কর্ম্মমত উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
নিজ কর্ম্ম ছাড়ি করে অন্য আচরণ ॥
আজ হ'তে সেই পদ যত ঋষিবরে।
সেবন করয়ে পদ আনন্দ অন্তরে ॥
অন্তরেতে শচীপতি করিল চিন্তন।
তপোবলে বিষ্ণুধাম করিব গ্রহণ ॥
এইমত ইচ্ছা মনে হইল উদয়।
তবে সে মদনে ইন্দ্র ডাকিল ত্বরায় ॥
মদনে কহিল তবে সর্ব্ব বিবরণ।
যোগভঙ্গ হেতু ইন্দ্র কহিল তখন ॥
শচীপতি আজ্ঞা পেয়ে তবে রতিপতি।
ল'য়ে নিজ সহচর করিলেন গতি ॥
বদরী আশ্রমে তবে উপনীত হয়।
হানিলেন দৃষ্টিবাণ রমণী উপর ॥
না জানি প্রভাব তার যতেক রমণী।
কটাক্ষ বাণেতে বিদ্ধ করিল এমনি ॥
আদি দেব তবে তত্ত্ব জানিল অন্তরে।
ইন্দ্রকৃত অপরাধ দরশন করে ॥
ক্রোধশূন্য হ'য়ে দেব হাসিল তখন।
শাপভয়ে রতিপতি হইল কম্পন ॥
তাহা দরশনে দেব সাদরে কহিল।
মদনের প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥
শুন কহি কামদেব আমার বচন।
বৃথা ভয় ত্যজ কেন হ'তেছ কম্পন ॥
গ্রহণ করহ পূজা আনন্দ মনেতে।
অতিথির সেবা বিধি আছয়ে নিশ্চিতে ॥
এইমত নারায়ণ কহিল যখন।
লজ্জাভরে নতশিরে কহিল মদন ॥
ওহে দেব তুমি হও আমার নিদান।
এ নহে আশ্চর্য্য শুন ওহে মতিমান ॥
যেইজন হয় নাথ তব সেবাপর।
দেবকৃত বিঘ্ন তার ঘটয়ে বিস্তর ॥
কিন্তু নাথ তোমা হ'তে সে বিঘ্ন না রয়।
তারা করে পদাঘাত বিঘ্নের মাথায় ॥
কেহ কেহ ইন্দ্রিয়েরে করিয়া বিজয়।
আমোদে উত্তীর্ণ হ'য়ে ক্রোধবশ (১) হয় ॥
অনায়াসে ত্যজে সেই তপস্যা দুষ্কর।
গোষ্পদেতে ডুবে মরে সেই দুরাচার ॥
এরূপ কহিতেছিল মদন যখন।
আর যত ছিল সঙ্গে সহচরগণ ॥
তাহাদের দেখাইল অদ্ভুত মুরতি।
সালঙ্কৃতা অপরূপ সুন্দর যুবতী ॥
সেই সব নারীগণ একান্ত অন্তরে।
শ্রীহরির পাদপদ্মে সবে সেবা করে ॥

১। কেহ কেহ ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্রিকালগুণ সমূহ অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, মারুত জীবের ভোগ কাম রসাদি ভোগস্বরূপে অপার মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বিফল ক্রোধের বশীভূত হয়।

দেব অনুচর যত তাহা নিরখিল।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীসম মনেতে মানিল ॥
তাহাদের রূপে সবে বিমোহিত হয়।
হতশ্রী হ'য়ে তথা দাণ্ডাইয়ে রয় ॥
দেবগণ প্রতি তবে সহাস্য বদনে।
তবে নারায়ণ কহে সানন্দিত মনে ॥
এই যে দেখিছ যত সুরূপা সুন্দরী।
স্বর্গেতে লইয়া যাও একজনে বরি ॥
তাহারে করিব সেই স্বর্গের ভূষণ।
সার কথা তোমাদের কহিনু এখন ॥
তবে যত দেবগণ তাহার আজ্ঞায়।
সুর বন্দিনীরূপে ঊর্ব্বশীকে লয় ॥
তবে হরিপদে সবে করি নমস্কার।
স্বর্গেতে গমন করে আনন্দে অপার ॥
দেবেন্দ্র সভাতে সবে উপনীত হয়।
প্রণতি করিয়া পরে কহে সমুদয় ॥
সভায় বসিয়াছিল যত দেবগণ।
নারায়ণ বলে যাহা করিল শ্রবণ ॥
শ্রবণেতে সুরপতি বিস্ময় মানিল।
ভয়েতে অন্তর তার কাঁপিয়া উঠিল ॥
আর শুন নরপতি বিশেষ বচন।
মহামুনি দত্তাত্রেয় সনক-নন্দন ॥
আর আমাদের পিতা সর্ব্ব গুণাধর।
ভগবান ঋষভ সে বিষ্ণুর আকার ॥
ভগবৎ মঙ্গল হেতু অংশরূপ হয়।
অবতীর্ণ অবনীতে যোগীশ্বর কয় ॥
সেই কথা মহারাজ করহ শ্রবণ।
হয়গ্রীবরূপে বেদ করে আহরণ ॥
মৎস্য অবতারে হরি ঔষধ রাখিল।
মনু, ইলা প্রতি দেব দয়া প্রকাশিল ॥
জল হ'তে পৃথিবীকে করিল উদ্ধার।
অঙ্কেতে রাখিয়া দৈত্য করিল সংহার ॥
কূর্ম্ম অবতারে গিরি পৃষ্ঠেতে ধরিল।
সমুদ্র মন্থনে তবে অমৃত উঠিল ॥
কুম্ভীরের মুখ হ'তে গজেন্দ্র-মোচন।
গোষ্পদে পতিত বালখিল্য মুনিগণ ॥
নিজ কৃপাবলে হরি তাদের রাখিল।
ব্রহ্মহত্যা পাতকেতে (১) ইন্দ্রে বাঁচাইল ॥
অসুর গৃহেতে বদ্ধ দেবতা যুবতী।
সে বিপদ হ'তে সবে করিল নিষ্কৃতি ॥
নরসিংহরূপ দেব করয়ে ধারণ।
মহা দৈত্যে রণে তবে করিল নিধন ॥
অংশরূপ হৈল দেব দেব উপকারে।
যখন হইল যুদ্ধ দেবতা অসুরে ॥
মহা দৈত্যগণে সবে করিয়া সংহার।
মহাভার হরি ধরা করিল উদ্ধার ॥
বামনরূপেতে দেব বলিরে ছলিল।
ভিক্ষাচ্ছলে পৃথিবীকে হরণ করিল ॥
তাহা দান করে দেব অদিতি তনয়।
ভার্গবরূপে করে হৈহয় বংশক্ষয় ॥
নিক্ষত্রিয় ধরা করে তিন সপ্তবার।
পুনঃ রাম বান্ধিলেন দুস্তর সাগর ॥
লঙ্কাধামে নিধন করিল দশানন।
সীতাপতি রামচন্দ্র পাপ-বিনাশন ॥
মনুজগণের পাপ হেলায় হরিল।
কীর্ত্তিশালী জয়ভাগী হইতে লাগিল ॥
পুনশ্চ অবনীভার করিতে মোচন।
যদুকুলে করিলেন জনম গ্রহণ ॥
দেবতার মন্দ কার্য্য করিতে সাধন।
যজ্ঞের অপাত্র যত মহা দৈত্যগণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই জ্ঞান দিল।
তাহাতে তাহারা সবে মোহিত হইল ॥ (২)
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন।
কলিতে আছয়ে যত শূদ্র রাজগণ ॥

১। বৃত্রাসুর বধে ইন্দ্রের যে ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ হইয়াছিল।

২। এই স্থানে বৌদ্ধ অবতারের কথা বলা হইল।

তাহাদের করিবেন নিশ্চয় সংহার।
এইরূপে নারায়ণ জগতের সার॥
বার বার কতবার জনম লইল।
অবতাররূপে কত কর্ম্ম সমাপিল॥
তোমার নিকটে সব করিনু বর্ণন।
ইহাতে পাপের নাশ শুনহ রাজন॥
ঋষিগণ বাক্যে রাজা আনন্দ অপার।
করযোড়ে হরিকথা জিজ্ঞাসে আবার॥
কহ শুনি মহামতি অপূর্ব্ব কথন।
অনেকে সে নারায়ণে না করে ভজন॥
অতএব বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় যত নর॥
আমার নিকটে পূর্ব্বে কহিলে আপনি।
বিঘ্ন নাহি মানে কৃষ্ণভক্ত গুণমণি॥
বহু বিঘ্ন ঘটে তার অভক্ত যে জন।
তাহাদের কিবা দশা হয় সংঘটন॥
সেই কথা মহামুনি বলহ আমায়।
পাইব পরমতত্ত্ব তোমার কৃপায়॥
রাজার বচনে তবে আনন্দ অন্তরে।
মুনিবর কহে সম্বোধিয়া নৃপবরে॥
শুন কহি মহারাজ কথা পুরাতন।
গুণত্রয় হ'তে চারি জাতির জনম॥ (১)
ভিন্ন ভিন্ন চারি বর্ণ জনম লভিল।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব সকল॥
মুখ হ'তে ব্রাহ্মণ বাহুতে ক্ষত্রিয়।
উরু হ'তে বৈশ্য আর পদে শূদ্র হয়॥
এই চারি বর্ণ মধ্যে আছে যতজন।
যে পুরুষ হ'তে জন্ম শুন বিবরণ॥
ইহাদের মধ্যে যারা তাঁরে না ভজয়। (২)
পরম পুরুষে যার ঘৃণার উদয়॥
নিশ্চয় জানিবে সেই হয় মূঢ়মতি।
তাহাদের জানিবেক নরকেতে গতি॥
আর এক কথা নৃপ কহি যে তোমায়।
হরির কীর্ত্তন কতজনে না করয়॥
মূর্খ হেতু শ্রীহরির না জানে ভজন।
শূদ্রজন যত আর রমণীরগণ॥
ইহাদের প্রতি দয়া উপযুক্ত হয়।
কৃষ্ণ ভক্তজন যেবা ভজন করয়॥ (৩)
আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ।
জন্ম আদি কার্য্য যত আর অধ্যয়ন॥
এ সকল কার্য্যকারী যত জীবচয়।
শ্রীহরি চরণপ্রান্তে উপনীত হয়॥
বেদোক্ত অপবাদ হ'য়ে অবগত। (৪)
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মোহেতে পতিত॥
কর্ম্মে অপণ্ডিত তারা জানিবে নিশ্চয়।
অবিনয়ী মূর্খ সব হয় দুরাশয়॥
মিষ্ট বাক্যে মূঢ় হয় সেই মূঢ়জন।
তাহাতেই কহে সব অদ্ভুত বচন॥
রজোগুণে মুগ্ধ যারা শুন নরবর।
তাহাদের ইচ্ছা হয় অতি ভয়ঙ্কর॥ (৫)
কামেতে উন্মত্ত তারা সদা সর্ব্বক্ষণ।
মহাক্রোধী হয় যেন বিষধরগণ॥
অহঙ্কার অভিমান হয় পাপাচার।
কৃষ্ণভক্ত সাধুগণে করে অনাচার॥
কামিনীর বশীভূত এই সব জন।
সর্ব্বদা মৈথুনে সুখে হইবে মগন॥
সেইখানে থাকে সবে আনন্দ অন্তরে।
মঙ্গলের কথা তবে কহে পরস্পরে॥

১। সত্ত্বগুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজো ও তমোগুণ দ্বারা বৈশ্য আর তমোগুণ দ্বারা শূদ্র এই চারিজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। যাহারা জানিয়া হরিকে ভজনা না করেন।

৩। যাহারা অজ্ঞ, জ্ঞানীগণের উচিত তাহাদিগকে আপনার সদৃশ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ বা ভজনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

৪। অপবাদ অর্থাৎ স্তুতি বাক্য।

৫। যাহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া অহংকৃত তাহাদের পারা যায় না সুতরাং তাহারা উপেক্ষণীয়।

দক্ষিণা অন্ন দানাদি দক্ষিণা বিধান।
যাগ কার্য্য করে সবে না করিয়া দান ॥
না জানিয়া হিংসা দ্বেষ করে যেইজন।
কেবল জীবিকা হেতু পশুর পতন ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে যত দুরাশয়।
সাধুসেব্য শ্রীহরিকে অবজ্ঞা করয় ॥
আর শুন নরপতি মূর্খ যত জন।
দেহীর দেহেতে থাকে আকাশ মতন ॥
বেদ গীত তারা কভু না করে শ্রবণ।
মনোরথ সিদ্ধ করে করি আলাপন ॥
স্ত্রী-সঙ্গম মদ্যপায়ী আমিষানুরত। (১)
ইহাদের বিধি নাই শাস্ত্রেতে লিখিত ॥
সুরাগ্রহ বিবাহাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
এ সকল কার্য্যে মতি হয় দুষ্টগণে ॥
ইহাদের নিবৃত্তি যাহা করহ শ্রবণ।
অভীষ্ট বলিয়া তারে কহে সর্ব্বজন ॥
আর যেই ধর্ম্ম হ'তে মুক্তির স্বরূপ।
উত্তম সে লভে শান্তি আশা অনুরূপ ॥
সেই ধর্ম্ম একমাত্র অর্থের যে ফল।
তাহার যেরূপ কর্ম্ম কহি সে সকল ॥
এই সব মূঢ়জন লয় সেই ধন।
দেহাদি পালন করে তাহারা যে জন ॥
দেহেতে যে মহাবীর্য্য শুন নরবর।
মৃত্যুকে না দেখে কভু তাহার অন্তর ॥
সুসার আঘ্রাণ যাহা তাহাই ভক্ষণ।
এইরূপে পশুগণ হইবে পতন ॥
দেবের উদ্দেশে যেই পশু বধ করে।
হিংসা (২) নাহি বলে তারে জানিবে অন্তরে
সর্ব্ব দ্রব্য নিবেদিয়া করিবে গ্রহণ।
অনিবেদিত দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট সমান ॥
এরূপ আছয়ে বিধি শুন মহামতি।
ভক্ষণার্থ পশুবধ বড়ই দুষ্কৃতি ॥ (৩)
আর শুন কহি আমি বিধি সেই মত।
সন্তান কারণে হবে যুবতী সঙ্গত ॥
এরূপ নিয়ম হয় সন্তান কারণ।
কামরিপু চরিতার্থ নহে কদাচন ॥
এরূপ বিধান যেবা নাহি জ্ঞাত হয়।
গর্ব্বিত অসাধু তারা পাষণ্ড হৃদয় ॥
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে পশু হনন যে করে।
তাহে কিছুমাত্র দয়া না হয় অন্তরে ॥
সেই পশুগণে তারে করয়ে নিধন।
সেই পশু করে তারে পরেতে ভক্ষণ ॥
ব্যভিচার কার্য্য করি ঈশ দ্বেষে রত।
তাহারা জানিবে সবে পুত্রাদি সহিত ॥
এই দেহে বাহ্য স্নেহ করে যেইজন। (৪)
নিশ্চয় তাদের নৃপ জানিবে পতন ॥
দুর্গতি মূর্খতা হয় যাদের নিশ্চয়।
তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র জ্ঞাত নাহি রয় ॥ (৫)
পবিত্র আত্মাকে তবে সেই মূঢ়জন।
অপবিত্র বলে তারে করে নিরূপণ ॥
অজ্ঞানেতে জ্ঞানবান যেইজন হয়।
অশান্ত তাহার কভু বাঞ্ছা সিদ্ধ নয় ॥
সর্ব্বক্ষণ দুঃখভোগ করে সেইজন।
স্বকার্য্যেতে রত সদা তার সর্ব্বক্ষণ ॥
বাসুদেব পরাঙ্মুখ সেই সব জন।
আত্মমায়া বিরচিত গৃহ সুতগণ ॥
সুহৃদ বান্ধব সব পরিত্যাগ করে।
নিশ্চয় তাহারা যায় নরক ভিতরে ॥

১। আমরা স্বর্গের অপ্সরা ভোগী হইব ইত্যাদি বাক্য কহিয়া থাকি।

২। কথিত আছে দেবোদ্দেশে যে হনন করা যায় তাহা হিংসা নহে।

৩। পরকালে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

৪। যাহার মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছে, অথচ তাহার ত্রিবর্গ প্রদান ও উপশান্তি ক্ষণ রক্ষিত।

৫। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত যশ নাই, এই স্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কহিলমা সার-কথা তোমারে এখন।
ভজন-বিহীন জনে বিধি নিরূপণ ॥
অপরে শুনহ কথা ভাগবত সার।
সত্য ত্রেতা কলি আর যুগ যে দ্বাপর ॥
এ সকল কালে হরি নানা রূপ ধরে।
নানা নামধারী হরি জগতে বিহরে ॥
বিবিধ আকার ধরে দেব-নারায়ণ।
নানামতে হয় সেই দেবের পূজন ॥
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হয় জটাধারী।
বৃক্ষবাস পরিহিত চতুর্হস্তধারী ॥
অক্ষদণ্ড হাতে ধর্ম্ম উপবীত ধরে।
কমণ্ডলু শোভে করে কহিনু তোমারে ॥
সে কালের লোক যত শান্ত অতিশয়।
হিংসাশূন্য চিন্তাশীল জানিবে নিশ্চয় ॥
সমভাব হ'য়ে দেব করেন পূজন।
শম দম গুণবন্ত শুনহ রাজন ॥
তাহাদের কথা হয় বর্ণনা অতীত।
শুদ্ধ ভাব লয় তারা সবে এক চিত ॥
এইকালে (১) নারায়ণ এই গুণগ্রামে।
সকলেতে গায় গীত হংস আদি ধামে ॥
ত্রেতাযুগে মহারাজ কহি বিবরণ।
চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখল (২) রক্তিম বরণ ॥
পিঙ্গকেশ বেদবেদ্য জানিবে নিশ্চিত।
স্রুক স্রুবাদি (৩) চিহ্নে থাকয়ে চিহ্নিত ॥
সে সকল জানিবে সে মনুজ সকল।
ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী সর্ব্বদা মঙ্গল ॥
হরিকে জানিয়া সর্ব্ব বেদময় তবে।
বেদোক্ত বিধিমতে পূজে সবে ভবে ॥
বিষ্ণু আদি নাম তাঁর (৪) গীত গায় সবে।
দ্বাপরেতে পীতবাস শুন কহি তবে ॥
শঙ্খ চক্র আদি করি অস্ত্রধারী হয়।
শ্রীবৎসাদি চিহ্ন বক্ষে মহা শোভাময় ॥
কিরূপেতে করে স্তব শুন কহি তাহা।
পবিত্র হইবে দেহ শ্রবণেতে যাহা ॥
মহারাজ চিহ্নযুক্ত এ ধরা তখন।
বেদ তন্ত্র মতে করে হরির পূজন ॥
বাসুদেব হলধর পদেতে প্রণতি।
ভগবান অনিরুদ্ধ পদে করি নতি ॥
নরঋষি বিশ্বেশ্বর পুরুষ প্রধান।
বিশ্বরূপী ভূত আত্মা দেব নারায়ণ ॥
ইহা বলি ঈশ্বরের করিবে স্তবন।
অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন ॥
দ্বাপর যুগের কথা কহিব এক্ষণে।
কলিতে বিবিধ তন্ত্র জানিবেক মনে ॥
সেই কথা কহি এবে শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ অবতারে সমজ্ঞানী সাধুজন ॥
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় আর কৌস্তুভ দর্শন।
সুনন্দন সহ সবে করয়ে পূজন ॥
আর বহুবিধ নাম উচ্চারণ করি।
সাধুজনে সদা পূজে পরম শ্রীহরি ॥
পরম পুরুষ তুমি ধ্যানের কারণ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেব নারায়ণ ॥
জীবে ত্রাণকারী হরি কে জানে তোমায়।
বিধি বিষ্ণু আদি করি তোমারে ধেয়ায় ॥
তোমাতেই সর্ব্ব তীর্থ ওহে সর্ব্বসার।
সবার শরণ্য তুমি সবার আধার ॥
প্রণত জনেরে দয়া কর দয়াময়।
ভবসাগরের ভেলা অনাথ আশ্রয় ॥

১। হংস, সুবর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অনল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সকল নামে এইকালে গীত হইয়া থাকে।

২। ত্রিমেখল—অর্থাৎ দীক্ষার অঙ্গ ভূতা ত্রিগুণা যাহার নিকট থাই, মেখল সম্পন্ন অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি।

৩। স্রুক অর্থাৎ মাল্য স্রুব অর্থাৎ বিকঙ্কত কর্ম্মে বিনির্ম্মিত বটাকৃতি যজ্ঞপত্র বিশেষ।

৪। এইকালে বিষ্ণুযজ্ঞ, পৃশ্নিশৃঙ্গ, সর্ব্বদেব, বিশাল বিক্রমশালী, কাম বিনাশকারী জয়ন্ত, বিশাল কীর্ত্তি-শালী এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতএব ওহে দেব তব শ্রীচরণ।
একান্তে করিব আমি সর্ব্বদা পূজন॥
সর্ব্বধর্ম্ম সার হরি হও মহামতি।
পিতৃ আজ্ঞা হেতু তুমি বনে কর গতি॥
ছাড়িলে সে রাজলক্ষ্মী দেবের বাঞ্ছিত।
মায়ামৃগ অনুসারি ভার্য্যার ইচ্ছিত॥
কলিকালে এইরূপে যত জীবগণ।
বিজ্ঞজনে করে সদা তাঁহার বন্দন॥
আর শুন মহারাজ কথা সর্ব্বসার।
সকল মঙ্গলময় সেই যজ্ঞেশ্বর॥
যুগে যুগে মানবেরা একান্ত অন্তরে।
এ কলিযুগের নাম সদা পূজা করে॥
তাহারা কলির গুণ জানে বিধিমতে।
সার ভাগী (১) আর্য্য যত আছয়ে জগতে॥
কলির আদর করে সকলের চেয়ে।
তাহাদের বাক্য এই শুন মন দিয়ে॥
কেবল করিবে সেই হরি সঙ্কীর্ত্তন।
পুরুষার্থ লাভ তার হইবে সাধন॥
ইহ সংসারেতে যারা ভ্রমিয়া বেড়ায়।
ইহাতে পরম লাভ তাহাদের হয়॥
তাহাতে পরমশক্তি লভে সর্ব্বজন।
জগৎ তাহাতে নাশ শুন বিবরণ॥
আর শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
সত্যযুগে জন্মে যত নর গুণমণি॥
কলিযুগে তাহাদের জন্ম ইচ্ছা হয়।
কহিলাম সারকথা তোমারে নিশ্চয়॥
ওহে নরপতি এই কলিতে জানিবে।
কোন স্থানে প্রজাগণ কৃষ্ণভক্ত হবে॥
তাম্রপর্ণা কেতুমালী কাবেরী যথায়।
মহা পুণ্যবতী নামে মহানদী বয়॥
ওহে লোকনাথ পুনঃ করহ শ্রবণ।
পুণ্যনদী জলপান করে যেইজন॥

১। সার ভাগী অর্থাৎ যাহারা দোষাংশ গ্রহণ না করিয়া কেবল গুণ সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাহারাই বাসুদেবে ভজে নিরন্তর।
বিশুদ্ধ সর্ব্বদা হয় তাদের অন্তর॥
আর শুন মহাভাগ কার্য্য ছাড়ি তারা।
একান্ত অন্তরে কৃষ্ণে স্মরয়ে যাঁহারা॥
দেবতা কুটুম্ব সে মানব পিতৃগণে।
না হয় কিঙ্কর জেনো ঋষি প্রাণীজনে॥
যদি কোনমতে তার বিকর্ম্ম ঘটয়।
দূর করিবেন হরি তাহা সমুদয়॥
কহিলাম সর্ব্বকথা তোমারে রাজন।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত হয় সর্ব্বক্ষণ॥
তবে সে মিথিলাপতি আনন্দ অন্তরে।
ভাগবত ধর্ম্ম শুনি মুনি পায় ধরে॥
জয়ন্ত ঋষির পুত্রে করিল পূজন।
অন্তর্হিত হইলেন তথা সিদ্ধগণ॥
সভাস্থ সকলে তবে বিস্ময় মানিল।
মুনিগণ হৃষ্টমনে প্রণতি করিল॥
ঋষি উপদেশে তবে মিথিলার পতি।
আচরি পরম ধর্ম্ম পাইল সদ্গতি॥
অতএব বসুদেব শুনহ বচন।
আপনিও ভক্তি করি করহ সাধন॥
ভাগবত ধর্ম্ম তুমি করহ আশ্রয়।
পাইবে পরমপদ কহিনু নিশ্চয়॥
আপনার যশে পূর্ণ হ'য়েছে সংসার।
পুত্ররূপে তব গৃহে জগতের সার॥
কৃষ্ণে স্নেহপরা (১) আত্মা তোমাদের হয়।
দর্শনে স্পর্শনে তাহা পবিত্র নিশ্চয়॥
শিশুপাল পৌণ্ড্রক ও শাল্ব নরবর।
বৈরতা (২) কারণে কৃষ্ণে ভাবি নিরন্তর॥

১। দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন, একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের আত্মা পবিত্রকৃত হইয়াছিল।

২। শত্রুতা হেতু, ভোজন, উপবেশন, শয়ন, গতি, বিলাস ও বিলাসাদিযোগে কৃষ্ণের আকৃতির ধ্যানে পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন।

পাইল পরমগতি তাহার কারণ।
তাই বলি সর্ব্ব আত্মা দেব নারায়ণ॥
না ভাবিও পুত্রভাবে কদাচ তাঁহারে।
মায়াময় মানুষ ভাব জানিবে অন্তরে॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ অনন্ত অব্যয়।
পৃথিবীর মহাভার যত নৃপচয়॥
অসুরাবতারগণে করিতে নিধন।
সাধুগণে রক্ষিবারে দেব নারায়ণ॥
অবনীতে অবতীর্ণ সেই দামোদর।
তাঁহার এ যশ রহে জগৎ ভিতর॥
মানবের মুক্তি হেতু এ ভব সংসারে।
করিয়া অদ্ভুত লীলা সুযশ বিস্তারে॥
শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
মহাভাগ বসুদেব দেবকী সহিত॥
এ কথা শ্রবণে দোঁহে বিস্মিত হইল।
অন্তরেতে মোহ যত দুরীভূত হৈল॥
ওহে নরপতি যিনি পবিত্র অন্তরে।
ভাগবত কথা সদা শ্রবণ যে করে॥
সংসার মায়াতে তারা কভু বদ্ধ নয়।
ব্রহ্মপদে মগ্ন সেই জানিবে নিশ্চয়॥
দাসের রচিত গীত হরিকথা সার।
শ্রীহরি মহিমা হয় পরম সুন্দর॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বসুদেব নারদ সংবাদ সমাপ্ত।

অথ দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

অপরে কহিল তবে ব্যাসের নন্দন।
শুন পরীক্ষিৎ তবে অপূর্ব্ব কথন॥
কৃষ্ণ দরশনে তবে দ্বারকানগরে।
চলিল দেবতা সব আনন্দ অন্তরে॥
দেবগণ পুত্রগণে সঙ্গেতে লইল।
লোকপালগণ সঙ্গে ব্রহ্মা সে চলিল॥
ভূতগণ সঙ্গে চলে দেব মহেশ্বর।
দেবতাগণের সঙ্গে চলে সুরেশ্বর॥
বসুদেব রুদ্রগণ আদিত্যেরগণ।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় গন্ধর্ব্ব চারণ॥
আঙ্গিরস সাধু আর নাগগণ কত।
অপ্সরা কিন্নরগণ গুহ্য শত শত॥
ঋষিগণ পিতৃগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
কৃষ্ণ দরশনে সবে চলিল সত্বর॥
কৃষ্ণরূপে মনোহর আকার ধারণ।
করিবারে মানবের পাপ বিমোচন॥
করিল অতুল যশ জগতে বিস্তার।
সার কথা তোমারে কহিনু নরবর॥
তবে দ্বারকায় আসি যত দেবগণ।
অদ্ভুত দর্শন হরি করে নিরীক্ষণ॥
শূন্য হ'তে পুষ্পরাশি হয় বরিষণ।
করযোড়ে করে সবে কৃষ্ণের স্তবন॥
হে নাথ করুণাময় পরম কারণ।
কর্ম্মময় দৃঢ়পাশ করিতে ছেদন॥
ভাবুকেরা সর্ব্বক্ষণ ভাবিয়া অন্তরে।
যেই পদ সর্ব্বক্ষণ মনে চিন্তা করে॥
মন প্রাণ বাক্য বুদ্ধি করিয়ে সংযত।
সে পদারবিন্দে মোরা হইনু প্রণত॥
আপনি অজিত দেব এ ব্রহ্মাণ্ডময়।
মায়াগুণে অবস্থিত জানিহে নিশ্চয়॥
ত্রিগুণ মায়াতে ধরা করিয়া সৃজন।
আপন ইচ্ছায় কর নিধন পালন॥
কিন্তু তাহে লিপ্ত তুমি হও মহামতি।
সঙ্গ বিরহিত দেব রহ মহামতি॥
তব গুণ শ্রবণে যতেক যোগিগণ।
আনন্দ-সাগরে সবে হয় যে মগন॥
বিদ্যাদান অধ্যয়ন আর তপস্যাতে।
সেরূপ আনন্দ তারা না পায় মনেতে॥
জগতের পূজ্য তুমি ওহে বিশ্বপতি।
তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ অনাথের গতি॥
হে ঈশ্বর মুনিগণ মোক্ষের কারণ।
প্রেমেতে হৃদয়ে সেবে তোমার চরণ॥

ঐশ্বর্য্য লভিতে বিভু তব ভক্ত যত।
বাসুদেব আদি মূর্ত্তি পূজে অবিরত॥
আর যত মহামতি শান্ত সদাশয়।
ভক্তিভাবে সর্ব্বক্ষণ অর্চ্চনা করয়॥
পাইতে বৈকুণ্ঠপুরী বাসনা মনেতে।
তব পদ পূজে তাই মহা আনন্দেতে॥
বেদ বিধিমতে যত যাজ্ঞিকেরগণ।
সর্ব্বক্ষণ করে তারা তোমার অর্চ্চন॥
মায়াতে জানিতে ইচ্ছা যেইজন করে।
অধ্যাত্মরূপেতে হেরে সেই দেবেশ্বরে॥
জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ভাগবতগণ।
সর্ব্বক্ষণ যে চরণ করেন চিন্তন॥
দিয়ে সে অভয় পদ আমাদের প্রতি।
বিষয় বাসনা আশা নাশ শীঘ্রগতি॥
ওহে দেব বিশ্বপতি বিশ্বের কারণ।
যে পদে হইল গঙ্গা পাপ বিনাশন॥
অভয় অমৃত পদে দেবাসুরগণে।
স্বর্গগামী হয় সবে শ্রীচরণ গুণে॥
সাধুগণে স্বর্গগত চরণ কৃপায়।
খলের দুর্গতি কর তুমি দয়াময়॥
দেহধারী ব্রহ্মা আদি পীড্যমান হ'য়ে।
তব অনুবর্ত্তি সদা তোমার লাগিয়ে॥
হে দেব পুরুষোত্তম তব ও চরণ।
আমাদের করে যেন মঙ্গল সাধন॥
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি পুরুষ প্রকৃতি।
তোমাতে উদয় বিশ্ব তোমাতেই স্থিতি।
তুমি হও এ বিশ্বের নাশের কারণ।
মহাকালরূপী তুমি দেব নারায়ণ॥
উত্তমা পুরুষ তুমি ওহে সর্ব্বাধার।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমিই সংসার॥
স্থাবর জঙ্গম আদি এ সংসারে যত।
তোমাতে উৎপত্তি সব তব অনুগত॥
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় অনাদি কারণ।
বিষয়াদি ভোগে মত্ত নহ কদাচন॥

এইরূপে একত্রেতে দেবগণ যত।
শঙ্কর সহিত ব্রহ্মা স্তব করে কত॥
নমস্কার করি পদে দেব স্থাণুপতি।
আকাশে থাকিয়া (১) তবে কহে হরি প্রতি॥
পূর্ব্বের কাহিনী নাথ করহ শ্রবণ।
পৃথিবীর মহাভার করিতে হরণ॥
কহিলাম সবে মিলি নিকটে তোমার।
সেই কার্য্য অবহেলে করিলে উদ্ধার॥
সাধুগণে রক্ষা করি ধর্ম্মের আচার।
স্থাপিলে অশেষ কীর্ত্তি সংসার মাঝার॥
যদুবংশে অবতীর্ণ রূপ মনোহর।
করিলে আশ্চর্য্য কার্য্য ভারত ভিতর॥
কি আর কহিব মোরা ওহে বিশ্বপতি।
কহিতে তোমার নামে পাপের নিষ্কৃতি॥
তোমার চরিত্র যেবা করিবে শ্রবণ।
তোমার অতুল যশ গাবে যেইজন॥
মহাপাপ হ'তে সেই পাইবে নিস্তার।
হে দেব পুরুষোত্তম জগত আধার॥
যদুবংশে অবতীর্ণ হ'য়ে বহুকাল। (২)
উদ্ধারিলে মহাকার্য্য ওহে মহাকাল॥
যদুবংশ ব্রহ্মশাপে প্রায় বিনাশিত।
অতএব এবে যদি হয় যে সঙ্গত॥
তবে নাথ নিজধামে আইস এখন।
পরিত্রাণ কর আসি ওহে নারায়ণ॥
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট দেব দামোদর।
কহিলেন শুন ব্রহ্মা বচন সত্বর॥
তোমাদের কার্য্য যত সদা সর্ব্বক্ষণ।
পৃথিবীর ভার নাশ হ'য়েছে এখন॥
এক্ষণেতে মহাবীর্য্য যাদব সকলে।
গ্রাসিতে উদ্যত হেরি ব্রহ্ম কোপানলে॥
অবনীর গুরুভার করিতে হরণ।
ধরণী মাঝারে আমি লভেছি জনম॥

১। দেবগণ পৃথিবী করে নাই।
২। পঞ্চাবিংশাধিক একশত বৎসর।

বেলাতে (৩) রক্ষিত যথা থাকয়ে সাগর।
তেমতি যাদবগণ আশ্রিত আমার ॥
সেই হেতু দেবগণ শুনহ বচন।
যদ্যপি তাদের রাখি করি হে গমন ॥
তাহলে তোমরা সবে জানিও নিশ্চয়।
যাদব হইতে ধরা হইবেক ক্ষয় ॥
এক্ষণে তোমরা সবে জানিবে মনেতে।
এ বংশ হইবে নাশ ব্রাহ্মণ শাপেতে ॥
অতএব কহি শুন ওহে সৃষ্টিপতি।
যদুকুল অবসানে করিব হে গতি ॥
মহাকুলে যদুবংশ হইলে নিধন।
নিশ্চয় যাইব আমি বৈকুণ্ঠ-ভবন ॥
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস ভাবে সাধুগণে পিয়ে কর্ণভরি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দেবগণ কর্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবের সহিত কথোপকথন।

শুকদেব কহে পুনঃ নৃপ সম্বোধনে।
অপূর্ব্ব ভারতী রাজা শুনহ এক্ষণে ॥
এইরূপে মহেশ্বর সৃষ্টির ঈশ্বর।
লোকনাথ সহ কথা কহি তদন্তর ॥
কৃষ্ণপদে করি নতি সব দেবগণ।
নিজ নিজ ধামে সবে করিল গমন ॥
দ্বারকানগরে পরে শুন পরিচয়।
বিষম উৎপাত তথা হইল উদয় ॥
ভগবান সেই সব করি দরশন।
সমাগত বৃদ্ধগণে কহিল তখন ॥
প্রাচীন যাদবগণে কহিতে লাগিল।
দেখ এ নগরে মহা অনর্থ হইল ॥
দিবসেতে উল্কাপাত হয় দরশন।
বিনা মেঘে হইতেছে অশনি পতন ॥
অগ্নিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি চারিদিকে হয়।
বিকট রবেতে পশু ক্রন্দন করয় ॥
এইরূপে চারিদিকে ঘোর দরশন।
সর্ব্বদা হয়েছে যেন অনর্থ ঘটন ॥
আর দেখ যদুকুলে ব্রহ্মশাপ ভয়।
ইহাতে সন্দেহ মনে হতেছে উদয় ॥
অতএব মোর বাক্য শুনহ এখন।
যদ্যপি রাখিতে হয় আপন জীবন ॥
তাহলে আমার কথা শুন স্থির চিত্তে।
ক্ষণেক উচিত নহে এখানে থাকিতে ॥
যদ্যপি রাখিতে চাহ আমার বচন।
অদ্যই প্রভাস তীর্থে করহ গমন ॥
বিলম্ব করিতে মনে যুক্তি নাহি হয়।
প্রভাসে করিলে স্নান পাপে মুক্ত পায়।
দেখ তারানাথে দক্ষ শাপ দিয়াছিল।
যক্ষ্মারোগে তারাপতি মলিন হইল ॥
প্রভাস তীর্থেতে স্নান করি সেইক্ষণে।
শাপ হতে মুক্ত লভে সে তীর্থের গুণে ॥
পাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ কলা বৃদ্ধি হয়।
তাই বলি সেই তীর্থে চল মহাশয় ॥
সেই তীর্থে স্নান করি সবে কুতূহলে।
করিব তর্পণ আজ পিতৃদেব কুলে ॥
দ্বিজগণে সযতনে করাব' ভোজন।
দান আদি কার্য্য সব হবে সমাপন ॥
তরণী সংযোগ যথা উত্তীর্ণ সাগর।
সেইমত পাপ মুক্তি হইবে সবার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বচনে সব যাদব সকলে।
প্রভাসে চলিল সবে মহা কুতূহলে ॥
তীর্থ গমনের হেতু যদুগণ যত।
নানা যান আনয়ন করে শত শত ॥
অপরেতে নরপতি শুনহ বচন।
মহামন্ত্রী উদ্ধব সে করি দরশন ॥
নগরে হেরিল সেই বিষম উৎপাত।
মহা বুদ্ধিমান হয় কৃষ্ণ অনুগত ॥

৩। সমুদ্র জল। সমুদ্র কূল।

কৃষ্ণসহ নির্জ্জনেতে মিলিত হইল।
জগৎ ঈশ্বর পদে মস্তক রাখিল॥
মনে মনে এই কথা করিয়া চিন্তন।
কি করি উপায় তবে ভাবিল তখন॥
কৃতাঞ্জলি করি কহে শ্রীকৃষ্ণে তখন।
হে দেবেশ মহাযোগী পরম কারণ॥
যদুকুলগণে তুমি নিশ্চয় বধিবে।
ইহলোক ছাড়ি বিভু নিজ ধামে যাবে
তাহার কারণ আমি জেনেছি নিশ্চয়।
তোমা হতে ব্রহ্মশাপ অবশ্য খণ্ডয়॥
তথাপি সে শাপ তুমি না কর খণ্ডন।
অবশ্য যাদবগণে করিবে নিধন॥
হে কেশব ভবধর শুন মম বাণী।
ও পদ ছাড়িতে নারি শুন চক্রপাণি॥
ক্ষণকাল তব পদ না করি দর্শন।
কিরূপে রহিব আমি কমললোচন॥
অতএব দীননাথ অধমের গতি।
দয়াকর দয়াময় এ দাসের প্রতি॥
মোরে সঙ্গে করি কর বৈকুণ্ঠে গমন।
তব পদে করি আমি এই নিবেদন॥
হে কৃষ্ণ করুণাময় মঙ্গল আধার।
তব নাম সুধা কর্ণে পিয়ে বার বার॥
বিষয় বাসনা আশা ত্যজে (১) সর্ব্বজনে।
আমরা কেমনে রব এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥
শয়নে ভ্রমণে স্থিতি ভোজন সময়।
তোমাতেই মম আত্মা অনুগত রয়॥
বল নাথ কিরূপেতে তোমায় ছাড়িব।
কেমনে ও পদ আমি না দেখি বাঁচিব॥
তব উপযুক্ত যত মাল্যাদি চন্দন।
মহামুল্য হয় যত বসন ভূষণ॥

তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজী আমরা সকলে।
তব মায়া পরাজয় করি কুতূহলে॥
ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর যতি ও শ্রবণ।
প্রশান্ত সন্ন্যাসী আদি যত ঋষিগণ॥
সকলেই ব্রহ্মধামে গমন করয়।
কহিলাম সেই কথা ওহে দয়াময়॥
কিন্তু আমাদের কথা করহ শ্রবণ।
সংসারের কর্ম্মপথে করিয়া ভ্রমণ॥
তব যশ গাই তব ভক্তগণ সহ।
স্মরিয়া তোমার গুণ চিত্তে অহরহ॥
এ ভব সাগর নাথ বিষম অপার।
অনায়াসে হব পার ঘোর অন্ধকার॥
তাহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সংশয়।
দাস ভাবে হরিপদে যেন মতি রয়॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
উদ্ধবের প্রতি কহে কমললোচন॥
ওহে মহামতি শুন বচন আমার।
যে সব বচন তুমি কহিলে এবার॥
তাহাতে আমার মন সন্তুষ্ট নিশ্চয়।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আর যত সুরচয়॥
আমার নিকটে আসি তাহারা কহিল।
বৈকুণ্ঠনগরে যেতে প্রার্থনা করিল॥
শুন মহামতি এই পৃথিবী ভিতরে।
দেব কার্য্য করিলাম অশেষ প্রকারে॥
ব্রহ্মার বাক্যেতে আমি যাহার কারণ।
অংশরূপে করিলাম জনম গ্রহণ॥
বিপ্রশাপে যদুবংশ দগ্ধীভূত হবে।
পরস্পর আপনারা কলহ করিবে॥
এইরূপে যদুবংশ হইবে নিধন।
আর এক কথা তুমি করহ শ্রবণ॥
সাগরের জলে সেই দ্বারকানগর।
ডুবিয়া যাইবে সপ্তদিনের ভিতর॥
ওহে মহাভাগ শুন বচন আমার।
তখন ছাড়িব আমি এই ধরা ভার॥

১। তবে উপযুক্ত ইহার দ্বারা বলা হইল যে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই প্রার্থনা করিতেছি, আমার ভয় নহে। এরূপ স্থলে এইরূপে হইবে।

অমঙ্গল আসি তবে উপনীত হবে।
ভয়ানক কলি আসি ধরা গরাসিবে ॥
আর আমি এই ধরা ত্যজিব যখন।
না রহিবে এই স্থানে তুমি হে তখন ॥
কলিযুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যত।
অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত ॥
অতএব ওহে ভদ্র শুন বাক্য সার।
স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার ॥
যেইজন স্নেহপাশ করিয়ে ছেদন।
পূর্ণরূপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন ॥
সমভাবে সর্ব্বজীবে করে দরশন।
সমভাবে সর্ব্বস্থানে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
এই যে মহান বিশ্ব দরশন হয়।
ঈশ্বর-সংসার ইহা হয় মায়াময় ॥
চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি।
ভ্রমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি ॥
এই দোষ গুণে সব কর্ম্ম ভ্রম হয়।
তোমারে কহিনু তত্ত্ব ওহে সদাশয় ॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
একান্ত হইয়ে শোন কৃষ্ণের বচন ॥
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি।
ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি ॥
করযোড়ে মহামতি কহে কৃষ্ণপ্রতি।
কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে।
মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে ॥
কিন্তু দেব এক কথা করি নিবেদন।
বিষয়ে আসক্ত সদা যাহাদের মন ॥
তাহাদের আশা ত্যাগ বড়ই দুষ্কর।
আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর ॥
আমার বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়।
ত্যাগাদি করিলে শান্ত ভাব উপজয় ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ওহে গুণাকর।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর ॥
তাহাতে যে পুত্র আদি কলত্র (১) সকল।
আমার আমার করি ভাবি চিরকাল ॥
সেই মায়া-কূপে হরি আছি হে মগন।
তব উপদেশ এবে করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার।
মায়াপাশ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার ॥
সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপাময় কহ সে বচন ॥
পরম আত্মীয় তব আমি মহামতি।
উপদেশ দেহ মোরে ওহে যদুপতি ॥
অপূর্ব্ব তোমার মায়া ওহে যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥
সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে।
লইনু শরণ তব চরণ কমলে ॥
উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসনা।
ছাড়িয়া বিষয় মোহ না পায় সান্ত্বনা ॥
আত্ম দ্বারা এ বিষয় হইতে আত্মাকে।
উদ্ধার করিব আমি কহিনু তোমাকে ॥
আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব।
পৃথিবীতে দেখিতেছ যত জীব সব ॥
এক পদে আসি সব বহু পদ হয়।
তন্মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয় ॥
সেই মম প্রিয় হয় নিশ্চয় জানিবে।
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে ॥
আর শুন কহি যত অপ্রমত্ত জনে।
মুহ্যমান গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে ॥
আমার সন্ধান তারা করয় নিয়ত।
পূর্ব্ব ইতিহাস এক কহিব নিশ্চিত ॥
অবধান কর তুমি ওহে মতিমান।
অতি পুণ্য কথা ইহা শুনে সুধীজন ॥

১। স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির প্রতি মায়া সকল পরিত্যাগ করুন।

ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন থাকে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের সহিত
। কথোপকথন সমাপ্ত।

অথ যদু ও অবধূতের ইতিহাস।

ত্রিপদী।

শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি,
শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
একদিন যদুরায়, হ'য়ে আনন্দিত কায়,
নানা স্থানে করে বিচরণ ॥
মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাসি তাঁহার স্থানে,
ওহে দেব শুন মোর বাণী।
কহ মোরে কৃপা করে, এবুদ্ধি কেবা তোমারে,
দিলে কিম্বা পাইলে আপনি ॥
পাইয়ে পরম জ্ঞান, হইয়াছ বুদ্ধিমান,
তবে কেন কহ মহাশয়।
সামান্য বালক যত, ভ্রমিতেছ অবিরত,
সেই কথা কহিবে নিশ্চয় ॥
জগতে মানব যত, আয়ুশেষে অবিরত,
করে সদা মঙ্গল কামনা।
ধর্ম্মের কারণ সবে, অর্থ হেতু এই ভাবে,
সর্ব্বক্ষণ করয়ে বাসনা ॥
আপনি পণ্ডিত অতি, মিষ্টভাষী মহামতি,
তবে কেন হেন অনাচার।
উন্মত্ত জড়ের মত, কথন পিশাচবৎ,
কার্য্য নাহি কি কারণে কর ॥
মনে কিছু বাঞ্ছা নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই,
কহ মোরে দয়ার সাগর।
দেখ এ দনুজগণে, যেইরূপে হুতাশনে,
পুড়ে সদা হয় ছারখার ॥
কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি,
গঙ্গাজলে যেমন বারণ।
না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত,
কহ মোরে প্রকৃত বচন ॥
বিহীন বিষয় ভোগ, তব আজ্ঞা মহাযোগ,
মহানন্দে মত্ত সদা রয়।
তুমি দেব কৃপা করে, সেকারণ কহ মোরে,
তবে হবে সানন্দ হৃদয় ॥
সম্বোধিয়া যদুরায়ে, কহ দেব তুষ্ট হ'য়ে,
শুন কহি প্রকৃত বচন।
মম জ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত,
তাহা হ'তে শুন বিবরণ ॥
পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মুক্তি ভক্তি সেইক্ষণ,
পর্য্যটন করি যথা তথা।
সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুন মহাশয়,
অগণিত গুরুগণ কথা ॥
পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অগ্নি মহাত্রাস,
চন্দ্র সূর্য্য আর অজাগর।
কপোত গজমাতঙ্গ, পিঙ্গলায় (১) করে রঙ্গ,
সিন্ধুমান আর মধুকর ॥
মধুহা (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ,
উর্ণনাভ স্পর্শ পরকার।
তরুলতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার,
গুরুগণ হয় যে আমার ॥
এদের করি আশ্রয়, করি কার্য্য সমুদয়,
ভাল মন্দ বিচার ইহাতে।
শিক্ষিত হ'য়েছি যাহা, সাদরে কহিব তাহা,
লভি জ্ঞান যে যে বস্তু হ'তে ॥

সেই কথা তোমারে কহিব মহাশয়।
যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষা হয় ॥
দৈব অনুগামী যদি হয় কোনজন।
ভূতগণে সদা তারে করয়ে পীড়ন ॥

১। কোন এক বেশ্যা।
২। যাহারা মধুচক্র ভঙ্গ করে।
৩। প্রজাপতি

অমঙ্গল আসি তবে উপনীত হবে।
ভয়ানক কলি আসি ধরা গরাসিবে ॥
আর আমি এই ধরা ত্যজিব যখন।
না রহিবে এই স্থানে তুমি হে তখন ॥
কলিযুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যত।
অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত ॥
অতএব ওহে ভদ্র শুন বাক্য সার।
স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার ॥
যেইজন স্নেহপাশ করিয়ে ছেদন।
পূর্ণরূপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন ॥
সমভাবে সর্ব্বজীবে করে দরশন।
সমভাবে সর্ব্বস্থানে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
এই যে মহান বিশ্ব দরশন হয়।
ঈশ্বর-সংসার ইহা হয় মায়াময় ॥
চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি।
ভ্রমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি ॥
এই দোষ গুণে সব কর্ম্ম ভ্রম হয়।
তোমারে কহিনু তত্ত্ব ওহে সদাশয় ॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
একান্ত হইয়ে শোন কৃষ্ণের বচন ॥
ভাগবত শ্রেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি।
ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি ॥
করযোড়ে মহামতি কহে কৃষ্ণপ্রতি।
কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে।
মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে ॥
কিন্তু দেব এক কথা করি নিবেদন।
বিষয়ে আসক্ত সদা যাহাদের মন ॥
তাহাদের আশা ত্যাগ বড়ই দুষ্কর।
আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর ॥
আমার বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়।
ত্যাগাদি করিলে শান্ত ভাব উপজয় ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ওহে গুণাকর।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর ॥
তাহাতে যে পুত্র আদি কলত্র (১) সকল।
আমার আমার করি ভাবি চিরকাল ॥
সেই মায়া-কূপে হরি আছি হে মগন।
তব উপদেশ এবে করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার।
মায়াপাশ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার ॥
সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপাময় কহ সে বচন ॥
পরম আত্মীয় তব আমি মহামতি।
উপদেশ দেহ মোরে ওহে যদুপতি ॥
অপূর্ব্ব তোমার মায়া ওহে যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥
সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে।
লইনু শরণ তব চরণ কমলে ॥
উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসনা।
ছাড়িয়া বিষয় মোহ না পায় সান্ত্বনা ॥
আত্ম দ্বারা এ বিষয় হইতে আত্মাকে।
উদ্ধার করিব আমি কহিনু তোমাকে ॥
আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব।
পৃথিবীতে দেখিতেছ যত জীব সব ॥
এক পদে আসি সব বহু পদ হয়।
তন্মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয় ॥
সেই মম প্রিয় হয় নিশ্চয় জানিবে।
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে ॥
আর শুন কহি যত অপ্রমত্ত জনে।
মুহ্যমান গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে ॥
আমার সন্ধান তারা করয় নিয়ত।
পূর্ব্ব ইতিহাস এক কহিব নিশ্চিত ॥
অবধান কর তুমি ওহে মতিমান।
অতি পুণ্য কথা ইহা শুনে সুধীজন ॥

১। স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির প্রতি মায়া সকল পরিত্যাগ করুন।

ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন থাকে মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন সমাপ্ত।

অথ যদু ও অবধূতের ইতিহাস।

ত্রিপদী।

শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি,
শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
একদিন যদুরায়, হ'য়ে আনন্দিত কায়,
নানা স্থানে করে বিচরণ॥
মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাসি তাঁহার স্থানে,
ওহে দেব শুন মোর বাণী।
কহ মোরে কৃপা করে, এবুদ্ধি কেবা তোমারে,
দিলে কিম্বা পাইলে আপনি॥
পাইয়ে পরম জ্ঞান, হইয়াছ বুদ্ধিমান,
তবে কেন কহ মহাশয়।
সামান্য বালক যত, ভ্রমিতেছ অবিরত,
সেই কথা কহিবে নিশ্চয়॥
জগতে মানব যত, আয়ুশেষে অবিরত,
করে সদা মঙ্গল কামনা।
ধর্ম্মের কারণ সবে, অর্থ হেতু এই ভাবে,
সর্ব্বক্ষণ করয়ে বাসনা॥
আপনি পণ্ডিত অতি, মিষ্টভাষী মহামতি,
তবে কেন হেন অনাচার।
উন্মত্ত জড়ের মত, কখন পিশাচবৎ,
কার্য্য নাহি কি কারণে কর॥
মনে কিছু বাঞ্ছা নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই,
কহ মোরে দয়ার সাগর।
দেখ এ দনুজগণে, যেইরূপে হুতাশনে,
পুড়ে সদা হয় ছারখার॥
কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি,
গঙ্গাজলে যেমন বারণ।
না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত,
কহ মোরে প্রকৃত বচন॥
বিহীন বিষয় ভোগ, তব আত্মা মহাযোগ,
মহানন্দে মত্ত সদা রয়।
তুমি দেব কৃপা করে, সেকারণ কহ মোরে,
তবে হবে সানন্দ হৃদয়॥
সম্বোধিয়া যদুরায়ে, কহ দেব তুষ্ট হ'য়ে,
শুন কহি প্রকৃত বচন।
মম জ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত,
তাহা হ'তে শুন বিবরণ॥
পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মুক্তি ভক্তি সেইক্ষণ,
পর্য্যটন করি যথা তথা।
সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুন মহাশয়,
অগণিত গুরুগণ কথা॥
পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অগ্নি মহাত্রাস,
চন্দ্র সূর্য্য আর অজাগর।
কপোত গজমাতঙ্গ, পিঙ্গলায় (১) করে রঙ্গ,
সিন্ধুমান আর মধুকর॥
মধুহা (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ,
ঊর্ণনাভ স্পর্শ পরকার।
তরুলতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার,
গুরুগণ হয় যে আমার॥
এদের করি আশ্রয়, করি কার্য্য সমুদয়,
ভাল মন্দ বিচার ইহাতে।
শিক্ষিত হ'য়েছি যাহা, সাদরে কহিব তাহা,
লভি জ্ঞান যে যে বস্তু হ'তে॥

সেই কথা তোমারে কহিব মহাশয়।
যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষা হয়॥
দৈব অনুগামী যদি হয় কোনজন।
ভূতগণে সদা তারে করয়ে পীড়ন॥

১। কোন এক বেশ্যা।
২। যাহারা মধুচক্র ভঙ্গ করে।
৩। প্রজাপতি

সুবুদ্ধি পণ্ডিত তাহে হয় যেইজন।
সত্য পথ কভু সেই না করে লঙ্ঘন ॥
শিখিয়াছি এই জ্ঞান পৃথিবী হইতে।
কহিলাম হে রাজন তোমার সাক্ষাতে ॥
পর্ব্বত নিকটে থাকে সাধু যেইজন।
একান্ত অন্তরে তাহা করহ শ্রবণ ॥
পর উপকার হেতু চেষ্টা অবিরত।
একান্ত অন্তরে সাধু করিবে নিয়ত ॥
এইরূপে বৃক্ষশীর্ষ (১) হয় সর্ব্বক্ষণ।
নিজ আত্মা পরাধীন করিবে তখন ॥
জ্ঞাননাশ যাহে নাহি হয় হে রাজন্।
মুনিগণ এইরূপ করিয়ে ভোজন ॥ (২)
সর্ব্বদা সন্তোষ তাহে প্রকাশ করিবে।
ইন্দ্রিয়ের প্রিয় হেতু চঞ্চল না হবে ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ শীতোষ্ণ সেবনে।
আত্মাকে পৃথক রাখে দোষগুণগণে ॥
তাহে লিপ্ত নাহি হবে তাঁহারা কখন।
আর যাহা কহি রাজা করহ শ্রবণ ॥
আত্মদশা যোগী এই সংসার ভিতর।
পার্থিব দেহেতে যুক্ত হয় নিরন্তর ॥
তাহাদের গুণাশ্রয়ী হইতে তখন।
গন্ধসহ সদা গতি যেরূপ গমন ॥
সেইমত গুণীগণে কভু না মিশিবে।
সার কথা মহামতি কহি শুন এবে ॥
দেখিছ আকাশ কত বিচিত্র গঠন।
পবন সলিল মেঘ না মিশে কখন ॥
সেরূপ পুরুষ এই জানিবে তাহায়।
কালসৃষ্ট (৩) গুণে কভু স্পর্শে নাহি তায়।

১। যেরূপে বৃক্ষ সবল অপরে উৎপাটন বা ছেদন করিয়া লইতে পারে।

২। অর্থাৎ যেরূপ ভোজনে কেবল জীবনমাত্র থাকিতে পারে না।

৩। তেজ জল ও পৃথিবী ইহা দ্বারা রচিত বস্তুকে কালসৃষ্ট কহে।

নিজগুণে নিত্যধনে লভে অনুক্ষণ।
পবিত্র করয়ে আত্মা শুনহ রাজন ॥
তপস্বী তেজস্বী দীপ্ত হয় অতিশয়।
পরিগ্রহ শূন্যযুক্ত আত্মা যেবা হয় ॥
সেই মুনি সর্ব্ব ভোজী যথা হুতাশন।
কদাচ না করে তাহা মন্দের গ্রহণ ॥
অগ্নিসম ব্যক্তি কভু অপ্রকাশ রয়।
সাধুগণে উপাসিত জানিবে নিশ্চয় ॥
ভূত আদি ভবিষ্যৎ যত অমঙ্গল।
দহন করয়ে মুনি দিয়া নিজ বল ॥
সর্ব্বত্র দাতাগণের নিকট হইতে।
ভোজন করেন সবে তাদের ইচ্ছাতে ॥
শমী গর্ভে অগ্নি যথা জানিবে রাজন।
আপন কায়াতে আত্মা জানিবে তেমন ॥
এ বিশ্বে প্রবেশি সব জীবরূপ হয়।
ঈশ্বর স্বরূপ তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
দেহের অবস্থা এই কহিনু তোমারে।
জন্ম আদি মৃত্যু এই জানিবে অন্তরে ॥
আত্মার অবস্থা এই নহে কদাচন।
যেমন অব্যক্ত গতি কালের পতন ॥
চন্দ্রকলা মত কত হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
চন্দ্রের না হয় তাহা কহিনু তোমায় ॥
ধারাপাত সম গতি কালের যেমন।
জীবের উৎপত্তি নাশ নিত্য দরশন ॥
আত্মার বিনাশ কভু দৃশ্য নাহি হয়।
শিখার প্রভাব ধ্বংস জানিবে নিশ্চয় ॥
অগ্নি সে ধ্বংস নহে শুনহ রাজন।
তোমারে কহিনু আজি সব বিবরণ ॥
জল রাশি আকর্ষয় যথা রবিকর।
রিপুবশে ধন লয় তথা যোগীবর ॥
কিন্তু যথাকালে তাহা করয়ে বর্জ্জন।
আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ ॥
না করিবে অতি স্নেহ অতি সে প্রসঙ্গ।
তাহাতে কেবল দুঃখ বাড়য়ে আতঙ্ক ॥

তাহে বিপরীত ফল ঘটিবে নিশ্চয়।
হীনমতি কপোত কপোতী সম হয় ॥
সেই কথা তোমারে যে কহিব এখন।
ভাগবতে হরিকথা পবিত্র কারণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অবধূতের ইতিহাস সমাপ্ত।

অথ কপোত কপোতীর বিবরণ।

শুকদেব কহে রাজা শুনহ বচন।
কোন স্থানে ছিল এক নিবিড় কানন ॥
কপোত কপোতী সেই বনের ভিতরে।
নির্ম্মাইয়া নীড় এক বৃক্ষের উপরে ॥
পরম সুখেতে তথা রহে কিছুদিন।
স্নেহেতে হইল বদ্ধ দোঁহে নহে ভিন্ন ॥
দুজনে থাকয়ে সুখে নির্ভয় হৃদয়।
কপোতীর মনে যবে যাহা ইচ্ছা হয় ॥
কপোত আনিয়া দেয় আনন্দ অন্তরে।
মনোমত দ্রব্য সব অতি যত্নভরে ॥
কিছুদিন পরে তার গর্ভ সঞ্চারিল।
আপনার নীড়ে এক অণ্ড প্রসবিল ॥
কহি শুন নরপতি সে কথা তোমারে।
হরির দুর্ভেদ্য মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
সেই মায়া বলে সেই অণ্ডের ভিতর।
বাহির হইল এক লোমশ কুমার ॥ (১)
কপোত কপোতী তবে আনন্দে মাতিল।
পুত্রের মধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিল ॥
তাহাতে দ্বিগুণ হয় সুখের উদয়।
পালিতে লাগিল পুত্র আনন্দ হৃদয় ॥

১। যখন পক্ষী শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, সেই সময় তাহাদের গাত্রে হরিৎবর্ণ কেশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইগুলিই এস্থলে লোম শব্দে বাচ্য হইল।

মাতা পিতা দুইজনে আনন্দে মগন।
সুকোমল শিশুপক্ষ করিয়ে স্পর্শন ॥
পুত্রের কুজন যবে শুনিত শ্রবণে।
আনন্দসাগরে মগ্ন হইত দুজনে ॥
মুখ মেলি আসি যবে খাদ্যের কারণে।
কত যে আমোদ হয় তাহাদের মনে ॥
এরূপে মোহিত তারা বিষ্ণুর মায়ায়।
পালন করিত পুত্রে শুন ওহে রায় ॥
একদিন শুন রায় অপূর্ব্ব কথন।
পিতা মাতা বাসা ছাড়ি করিল গমন ॥
খাদ্যের কারণে দোঁহে গমন করিল।
বহুক্ষণ সেই বনে খাদ্য অন্বেষিল ॥
এই অবসরে এক লুব্ধক তখন।
বিচরণ করে নীড় করি দরশন ॥
জালেতে করিল বদ্ধ কপোত তনয়ে।
হেনকালে দুইজন আইলেক ধেয়ে ॥
খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লয়ে নীড়েতে আইল।
আপন তনয়ে জালে আবদ্ধ দেখিল ॥
তখন হইল অতি দুঃখিত অন্তর।
চীৎকার করয়ে কত হইয়ে কাতর ॥
পরেতে ব্যাধের সহ অনুগামী হয়।
কপোতী হরির মায়া অতি মুগ্ধ হয় ॥
পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়ে তখন।
আপন নয়নে হেরি পুত্রের বন্ধন ॥
পুত্রের দুর্দ্দশা হেরি অস্থির হইল।
কি হবে উপায় তবে চিন্তিতে লাগিল ॥
তাহাতেই স্মৃতিভ্রষ্ট (১) কপোতী হইল।
লুব্ধকের জালে আসি আপনি পড়িল ॥
তাহা দরশনে তবে কপোত তখন।
আত্মসম পুত্র পত্নীর হেরিল বন্ধন ॥

১। স্মৃতিভ্রষ্ট অর্থাৎ শোক দুঃখাদি বিরহিত নিত্যযুক্তা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে।

মহাদুঃখে মগ্ন তবে অমনি হইল।
শোকাকুল হ'য়ে কত বিলাপ করিল॥
ওরে পুণ্যহীন তোর দুর্ম্মতি এমন।
আমার বিনাশ তুমি কর দরশন॥
মম গৃহ-সুখ তুমি বিনাশ করিলে।
আমার যে প্রিয় ভার্য্যা তাহা হরে নিলে॥
শূন্য গৃহে রাখি মোরে স্বর্গেতে গমন।
এ জীবনে তবে মোর কিবা প্রয়োজন॥
মৃত দারা মৃত পুত্র জগতে যাহার।
শূন্য গৃহে কিবা ফল ফলিবে তাহার॥
অতএব মহামতি করহ শ্রবণ।
জালে বদ্ধ প্রিয় ভার্য্যা আর সে নন্দন॥
মৃতপ্রায় ছটফট করি দরশন।
নিদারুণ দুঃখে সেই হইল মগন॥
অমনি ব্যাধের জালে তখনি পড়িল।
মহাহর্ষে ব্যাধ তারে অমনি ধরিল॥
আনন্দ অন্তরে তবে ব্যাধ দুরাশয়।
আপন গৃহেতে যায় আনন্দ হৃদয়॥
এরূপ অশান্ত হয় যাহার অন্তর।
সুখ দুঃখে মগ্ন চিত্ত থাকে নিরন্তর॥
কপোত কপোতী সম দশা প্রাপ্ত হয়।
কুটুম্ব পোষণে সবে দুঃখিত হৃদয়॥
কহি শুন মহামতি তোমারে এখন।
লোকে প্রাপ্ত মুক্তি দ্বার করহ শ্রবণ॥
কপোত পক্ষীর মত আসক্ত হৃদয়।
উপরে উঠিয়ে পুনঃ নিম্নেতে পড়য়॥
ভাগবত সার কথা যে করে শ্রবণ।
দাস ভাবে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ গমন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে কপোত কপোতীর ইতিহাস সমাপ্ত।

অথ পিঙ্গলা উপাখ্যান।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
অপূর্ব্ব কথন শুন হরিষ অন্তর॥
দেহিগণে যেইরূপে দুঃখের উদয়।
অলীক ইন্দ্রিয় সুখ জানিলে নিশ্চয়॥
স্বর্গ ও নরক তথা হয় দুই স্থান।
বাঞ্ছা নাহি করে তাহা যারা মতিমান॥
অজাগর বৃত্তিধারী উদাসীনগণ।
তাহারা যেরূপে করে আহার গ্রহণ॥
সেই কথা তোমারে কহিব এইক্ষণে।
হর্ষ বা বিরস কিছু নাহি মান মনে॥
অথবা অধিক তারা যাহা কিছু পায়।
ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাসমাত্র খায়॥
যদি কভু তাহাদের না মিলে ভোজন।
দৈবকে তাহারা করে তখনি স্মরণ॥
ইহা ভাবি ধৈর্য্য ধরি অনুজ্ঞার মত।
নিরাহারে নিরুদ্যমে থাকে দিন কত॥
শয়ন করিয়া থাকে সদা সর্ব্বক্ষণ।
সে তত্ত্ব তোমারে কহি শুনহ এখন॥
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই দেহধারী হয়।
মনোবলে দেহবল আছয়ে নিশ্চয়॥
তথাপি দেহকে সদা কর্ম্মশূন্য করি।
স্বার্থে (১) দৃষ্টি সদা রাখি স্মরিবে শ্রীহরি॥
অতএব মৌনব্রত মহর্ষি সকল।
প্রশান্ত গম্ভীর চিত সদা নিরমল॥
জলপূর্ণ স্রোতস্বতী বর্ষাতে যেমন।
মহাবেগে সাগরেতে করয়ে গমন॥
তথাপিও স্থিরতর থাকয়ে সাগর।
কদাচ না হয় সেই অতীব দুস্তর॥
সেইমত কৃপাপর হয় মুনিগণ।
কামলুব্ধ হ'য়ে মুগ্ধ না হয় কখন॥
অজিত ইন্দ্রিয় যারা অতি অভাজন।
মুগ্ধ হয় পেয়ে তারা কামিনী কাঞ্চন॥
অনলে পতঙ্গে যথা লোভেতে পতন।
সেইরূপ করে এরা নরকে গমন॥

১। ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্তির বিষয়ে।

বস্ত্র অলঙ্কারাবৃত মায়াতে রচিত।
পাইয়ে কামিনীকুল হয় বিমোহিত॥
সেই মূর্খ নষ্ট দৃষ্টি প্রলোভিত জন।
অনলে পতঙ্গ প্রায় ত্যজয়ে জীবন॥
পরেতে প্রেমের বৃত্তি করহ শ্রবণ।
মুনিগণ এই বৃত্তি করিবে ধারণ॥
জীবন ধারণ হয় শুনহ যাহাতে।
পীড়ন না করে গৃহী কহি যে তোমাতে॥
একমাত্র পাত্র তথা করিবে গ্রহণ।
অল্প অল্প করি তাহা করিবে ভোজন॥
অলি যথা পুষ্প হ'তে মধুপান করে।
পণ্ডিতের সেইরূপ জানিবে অন্তরে॥
ক্ষুদ্রা বা বৃহৎ শাস্ত্র হয় দরশন।
তাহা হ'তে সার মাত্র করয়ে গ্রহণ॥
আর শুন ভিক্ষা দ্রব্য আনি যত হয়।
পরদিন জন্য তাহা না কর সঞ্চয়॥
তাহারা মক্ষিকা সম আশা প্রাপ্ত হবে।
অশঙ্কিত দ্রব্য আর কদাচ না রবে॥
আর শুন কহি আমি ভিক্ষুকের রীতি।
দারুময়ী মনে কর সুন্দরী যুবতী॥
কহি শুন সার কথা ভিক্ষুক যে জন।
নিজ পদে কাহাকেও না করে স্পর্শন॥
যদ্যপি ভিক্ষুক তারে কভু স্পর্শ করে।
করিণীর লোভে করি বদ্ধ যথা পড়ে॥
প্রাজ্ঞজনে মনে ভাবি যুবতী রমণী।
গ্রহণ না করে ভাবি মৃত্যু স্বরূপিণী॥
দুঃখেতে সঞ্চয় করি লুব্ধ যেইজন।
ভোগ নাহি করে কিম্বা নাহি করে দান॥
অর্থবেত্তাগণ ( ) তাহা অনায়াসে হরে।
মধুহরগণে যথা মক্ষিকা-নিকরে॥

১। কোথায় দ্রব্য আছে চিহ্নগারা তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহা কিরূপে হস্তগত হইবে তাহার উপায় করেন।

সেইমত যতিগণ জানিবে নিশ্চয়।
অতিকষ্টে গৃহী যেই ধন উপার্জ্জয়॥ (১)
যেমন মধুহাগণ মক্ষিকার ধন।
অনায়াসে করে সবে মধুর হরণ॥
আর এক কথা তুমি শুন মহামতি।
কভু নাহি শুনে তারা নিকৃষ্ট যে গতি॥
ব্যাধগণ গীতে যেন হরিণ মোহিত।
তাহার নিকটে এই হইবে শিক্ষিত॥
সেই কথা শুন এবে ওহে নরবর।
ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক হরিণী কুমার॥
কামিনীর বশীভূত ছিল সর্ব্বক্ষণ।
নানামত গ্রাম্য গীত করিত শ্রবণ॥
নৃত্য গীত উপভোগ করিতেন রঙ্গে।
বশ্যতা হইল সেই কামিনীর সঙ্গে॥
মীন যথা বঁড়শীতে ক্ষণে বিদ্ধ হয়। (২)
অজ্ঞান মানব তথা জানিবে নিশ্চয়॥
জগতে জানিবে তুমি পণ্ডিত যে জন।
রসনারে পরাজয় করে সে সাধন॥
আর যত ইন্দ্রিয়কে করে পরাজয়।
অজ্ঞান মানবে কিন্তু বিপরীত হয়॥
যে ব্যক্তি পুরুষ হয় জানিবে এখন।
অন্য রিপুবশ করে তারা সর্ব্বক্ষণ॥
কিন্তু রসনা যদি নহে পরাজয়।
জিতেন্দ্রিয় বলি তারে কেহ না গণয়॥
রসনা করিলে জয় জিতেন্দ্রিয় মানি।
কহিলাম তোমারে বিশেষ তত্ত্ববাণী॥

১। বচন দ্বারা গৃহস্থদিগের প্রতি অগ্রে যদিও ব্রহ্মচারিকে দান করিবার বিধান করা হইয়াছে, বচন যথা যতি ও ব্রহ্মচারী ইহারা উভয়েই পক্কান্নের স্বামি ইহাদিগকে না দিয়া যদি কেহ ভোজন করে তাহা হইলে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

২। মৎস্য যেরূপে বড়শী কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অসৎবুদ্ধি ব্যক্তি সকল অতি চাপল্যহেতু জিহ্বা দ্বারা রসবদ্ধক করতঃ বিমোহিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতে হরিকথা মধুর শ্রবণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
বিদেহ নগরে বাস পিঙ্গলা যুবতী ॥
বেশ্যাকুলে জন্ম তার বেশ্যাধর্ম্মে মন।
তাহা হ'তে শিক্ষা কিছু শুনহ রাজন ॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে।
রহিত সঙ্কেত স্থানে আপন নগরে ॥
পরমাসুন্দরী বেশ করিয়ে ধারণ।
দ্বারপাশে দাঁড়াইত যুবতী তখন ॥
পথেতে গমন করে পুরুষের দল।
তাহা দেখি ধনলোভ হইত প্রবল ॥
মনে ভাবে আসিয়াছে নাগর আমার।
পাইব অনেক ধন আমি এইবার ॥
কিন্তু শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
অনেক পুরুষ তথা করিল গমন ॥
কিন্তু তারা অন্য স্থানে অমনি চলিল।
তবে সে পিঙ্গলা বেশ্যা মনেতে ভাবিল ॥
অবশ্য আসিবে কোন ধনী মহাশয়।
তাহাতে হইবে বহু ধনের সঞ্চয় ॥
এইরূপ মনে মনে অনেক ভাবিল।
মনোহর বেশে তথা দাঁড়ায়ে রহিল ॥
একবার প্রবেশয় বাটির ভিতর।
দ্বারদেশে উপস্থিত হয় পুনর্ব্বার ॥
এইরূপে নিশাকাল সমাগত হয়।
ধনলোভে মুখপদ্ম হয় শুষ্কপ্রায় ॥
বড় দুঃখ উদয় তার হইল অন্তরে।
মনেতে নির্ব্বেদ তার (১) জনমিল পরে ॥
পিঙ্গলা পরেতে মনে-করিত নিশ্চয়।
সেই কথা কহি শুন ওহে মহাশয় ॥
যাহে আশা পাশ তব হইবে ছেদন।
পিঙ্গলার কথা এই করহ শ্রবণ ॥

পিঙ্গলা ভাবিল পরে শুনহ রাজন।
আমার লোভের বৃদ্ধি নহে নিরূপণ ॥
আমি অতি মন্দ মতি জানি নিরন্তর।
অভিলাষ করি মনে অসৎ নাগর ॥
মম সম অভাগিনী কে আছে এমন।
উপস্থিত নিকটেতে ভীষণ শমন ॥
তথাপি এমন কর্ম্মে মন মত্ত রয়।
সুখদাতা ধনদাতা নিত্য সুখময় ॥
তাহা ছাড়ি বৃথা আশা শোকের কারণ।
দুঃখ ভয় মনস্তাপ উপজে মরণ ॥
তাহা ভজি অবিরত সানন্দ অন্তরে।
জঘন্য এ বৃত্তি ইহা সবে নিন্দা করে ॥
সেই বৃত্তি অনুষ্ঠান করি অনুক্ষণ।
আত্মাকে তাপিত আমি করি সর্ব্বক্ষণ ॥
অর্থলোভী হই আমি পাপী অতিশয়।
অনুশোচ্য হয় সেই নর দুরাশয় ॥
তাহা হ'তে রতি আর আশা করি ধন।
অস্থিতেই সেই দেহ হ'য়েছে গঠন ॥
ত্বক-রোম নখ দ্বারা তাহা যে আবৃত।
তথাপি সে দেহ নব দ্বারেতে রচিত ॥
আর দেহ গৃহ পুনঃ মলে পূর্ণ হয়।
তাহে ভোগ করি আমি সানন্দ হৃদয় ॥
আমি হীনমতি এই বিদেহ নগরে।
নিতান্ত অসৎ আমি জেনেছি অন্তরে ॥
কেন না সে পরমাত্মা পরম কারণে।
কাম ইচ্ছা কেন নাহি করে তাঁর সনে ॥
মানবের বন্ধু তিনি সর্ব্ব আত্মাময়।
আপনা হইতে তাঁরে করিয়া যে ক্রয় ॥
লক্ষ্মীসম তাঁর সহ বিহার করিব।
আর হেন মন্দ কর্ম্মে উন্মত্ত না হব ॥
যখন আমার মনে এরূপ উদয়।
তখন অন্তরে আমি জানিনু নিশ্চয় ॥
সেই সর্ব্বসার হরি দেব নারায়ণ।
আমারে করিল কৃপা জানিনু এখন ॥

১। নির্ব্বেদ অর্থাৎ আর প্রয়োজন নাই বুদ্ধি।

আমি অতি মন্দভাগ্য জগত ভিতরে।
তাহলে এ দুঃখ হেন উদয় অন্তরে ॥
আর কেন বৃথা আশে হইব মগন।
দুরাশা ছাড়িয়া লব ঈশ্বরে শরণ ॥
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সতত করিব।
নারায়ণে মনে ভাবি যা কিছু পাইব ॥
তাহাতে হইবে মম জীবন ধারণ।
সতত করিয়া সেই হরিরে বরণ ॥
আত্মাময় আত্মা সহ করিব বিহার।
সংসার-কূপেতে আত্মা মগ্ন অনিবার ॥
বিনে হরি আর কেহ উদ্ধারিতে নারে।
অতএব যদুবর শুন অতঃপরে ॥
হেরিতে নয়নে তুমি সংসার যখন।
কালসর্পে গ্রাস করে ইহা অনুক্ষণ ॥
ঐহিক সুখেতে তবে বিরত হইবে।
নিজেই নিজেরে তথা আপনা রাখিবে ॥
তদন্তর শুন রায় পিঙ্গলা যুবতী।
এইরূপ মনে মনে করিয়া যুকতি ॥
নাগরের আশা তথা আর না করিল।
মনেরে প্রবোধ করি গৃহেতে চলিল ॥
নানা মানসের আশা দুঃখের কারণ।
আশা ত্যাগে বহু সুখ শুনহ রাজন ॥
নাগরের আশা ছাড়ি পিঙ্গলা যুবতী।
শয্যাপরে সুখে নিদ্রা যায় শীঘ্রগতি ॥
ভাগবতে হরিকথা যে করে শ্রবণ।
দাস ভাষে অনায়াসে গোলোকে গমন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পিঙ্গলা
উপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ কুমারীর উপাখ্যান।

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
জগতের সার হরি পরম কারণ ॥
একান্তে সে হরিপদ সদা কর সার।
অনায়াসে মহাপাপে পাইবে নিস্তার ॥
পরেতে সে অবধূত কহিল রাজনে।
যাহাদের আছে গৃহ জেনো তুমি মনে ॥
তাহাদের সদা চিন্তা অন্তরে উদয়।
আমার নাহিক তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
আপনা আপনি আমি খেলি সর্ব্বক্ষণ।
আসক্ত আমাতে আমি জানিহ কারণ ॥
বালকের মত আমি সংসারে বেড়াই।
ওহে মহামতি আমি কহিলাম তাই ॥
সংসারে সুজন মাত্র হয় আনন্দিত।
সঙ্গ শূন্য হয় সেই কহিনু নিশ্চিত ॥
বালক অজ্ঞান এক উদ্যম বিহীন।
প্রকৃতি পরম আর ঈশ্বরেতে লীন ॥
এই দুইজন সুখী সংসার ভিতরে।
সার তত্ত্ব কহিলাম নিশ্চয় তোমারে ॥
অপরেতে কহি শুন অপূর্ব্ব কথন।
হেনকালে কতিপয় অনুজেরগণ ॥
কোন কুমারীর গৃহে গমন করিল।
বিবাহ করিতে তথা উপনীত হৈল ॥
যখন কুমারী গৃহে সবে উপনীত।
মাতা পিতা গৃহে তার নহে উপস্থিত ॥
তখন কুমারী সেই অভ্যাগত জনে।
নিয়মিত অভ্যর্থনা করিল যতনে ॥
সে কুমারী তাহাদের আহার কারণ।
চিত্রশালি ধান্য লয়ে করিল ভঞ্জন ॥
ভাঙ্গিতে লাগিল ধান্য গোপনে যখন।
হস্তের শঙ্খের শব্দ হইল তখন ॥
মহাশব্দে শঙ্খশব্দ বাহির হইল।
তাহে মনে বড় লজ্জা কুমারী পাইল ॥
মনে মনে কুমারী সে করিল চিন্তন।
এ লজ্জিত কার্য্য যত অভ্যাগত জন ॥
জানিতে পারিলে মনে অশ্রদ্ধা করিবে
তাহাতে আমার বড় অপযশ হবে ॥
এরূপ লজ্জিত তবে হ'য়ে মনে মনে।
একে একে শঙ্খ ভঙ্গ করে সেইক্ষণে ॥

এক হাতে দুই গাছি অবশিষ্ট রহে।
আবার উঠিল শব্দ শুন কহি তাহে॥
আর এক গাছি তাহে ভাঙ্গে পুনর্ব্বার।
তাহে শব্দ না উঠিল কিছু মাত্র আর॥
তোমারে কি কব আমি হে শত্রু দমন।
লোক-তত্ত্ব জানিবারে কহি বিবরণ॥
এইরূপে ভ্রমি আমি সকল লোকতে।
হেন উপদেশ পাই কুমারী হইতে॥
যদি এক স্থানে বাস করে বহুজন।
কিম্বা দুইজনে থাকে শুনহ রাজন॥
কলহ হইবে তার জানিবে নিশ্চয়।
অতএব কহি তোমা শুন নররায়॥
যেরূপে হইল ভঙ্গ কুমারী কঙ্কণ।
একগাছি মাত্র শেষ রহিল তখন॥
তখন তাহাতে শব্দ উঠিল না আর।
একা বাস করা শ্রেয় সংসার মাঝার॥
অতএব ত্যজি আশা একান্ত অন্তরে।
আলস্য ছাড়িয়া সেই পরম ঈশ্বরে॥
অভ্যাস যোগেতে করি বৈরাগ্য অন্তর।
একমনে সেইজনে ভাব নিরন্তর॥
ঈশ্বর নিকটে হবে জানি এই মন।
করম বাসনা সব করিয়ে বর্জ্জন॥
সত্ত্বগুণে বশীভূত হইবে তখন।
রজঃ তমঃ গুণ হবে যবে বিনাশন॥
তখন নির্ব্বাণ প্রাপ্তি জানিবে তাহার।
পাইবে পরমগতি শুন কহি সার॥
তখন তাহার চিত্ত একান্ত হইবে।
অন্যদিকে মন তার কভু নাহি যাবে॥
জানিতে পারিবে সেই বাহ্য অভ্যন্তর।
বাকযত-চিত্ত (১) হয় সুখের আকর॥
পার্শ্বস্থিত রত্নরাজি নহে দরশন।
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন॥

১। অর্থাৎ বাক সরল করিতে যাহার মন একেবারে নিমগ্ন হইয়াছে।

নারায়ণ উদ্ধবেরে কহিল সাদরে।
এইরূপ অবধূত কহি যদুবরে॥
আনন্দ অন্তরে তবে করিল গমন।
মহাপাপযুক্ত তাঁর হয় সেইক্ষণ॥
মহাভাগবত কথা করিলে শ্রবণ।
দাস ভাবে হরিপদে থাকে তার মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে কুমারী বিবরণ ও যদু অবধূত সংবাদ সমাপ্ত।

অথ উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন।

শুকদেব কহে শুন তবে মহামতি।
উদ্ধব কহিল তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
দয়া করি কহ দেব ওহে কৃপাময়।
কেমনে হইব পার এ ভব মায়ায়॥
ওহে মহামতি শুন বচন আমার।
তোমা প্রতি বশ মন নাহিক যাহার॥
নিজ মন বশীভূত যার নাহি হয়।
যোগ আচরণ তার না হয় নিশ্চয়॥
অতএব মহামতি করি নিবেদন।
যাহাতে হইব সিদ্ধ কহ সে বচন॥
যেরূপে বুঝিতে পারি কহ মহাশয়।
তাহ'লে আনন্দ বড় হইবে হৃদয়॥
ওহে ও পুণ্ডরীকাক্ষ করি নিবেদন।
যত যোগিগণে আমি করি নিবেদন॥
পরম কারণে মনে ধরিতে না পারে।
এ হেতু কাতর হয় নিতান্ত অন্তরে॥
তাহাতে তাদের চিত্ত ক্লেশযুক্ত হয়।
ইহার কারণ কিছু কহিবে নিশ্চয়॥
এই হেতু কহি আমি হে পদ্মলোচন।
সার ও অসার জ্ঞান যার সর্ব্বক্ষণ॥
যেইজন ও চরণ পূজন করয়।
তব পাদপদ্ম দেব আনন্দে ভজয়॥

তব মায়া মোহে যারা না হয় পতন।
অহঙ্কার নাহি করে যোগের কারণ ॥
সবাকার মিত্র তুমি জান এক চিতে।
যাহাদের মন নহে মোহিতে অন্যেতে ॥
সেই সব তব দাস বশ তব হয়।
ইহাতে আশ্চর্য্য কিবা আছে মহাশয় ॥
কি কথা তোমারে হরি কহিব এখন।
তব পদে নত যত হয় দেবগণ ॥
তথাপি মানবগণে আনন্দ অন্তরে।
সখ্যতা করিলে হরি বনের ভিতরে ॥
প্রহ্লাদ সে বলিরাজ সেবিল চরণ।
পাইল পরম দয়া ওহে নারায়ণ ॥
তবে আর কোনজন বলহ আমারে।
তোমা ছাড়ি অন্য দেবে ভজিবে সাদরে ॥
অসার সংসার এই জানিহ নিশ্চয়।
তব পদে নত মোরা ওহে দয়াময় ॥
আমাদের কিবা হবে ওহে দামোদর।
দয়া করি কহ দেব দয়ার সাগর ॥
কহ দেব গুরুরূপে থাকিয়া বাহিরে।
অন্তর্য্যামীরূপে থাকি জীবের অন্তরে ॥
বিষয় বাসনা আশা করহে হরণ।
নিজরূপ প্রকাশিয়া তুমি নারায়ণ ॥
আর শুন কহি দেব অপূর্ব্ব ভারতী।
ব্রহ্ম সম আয়ু যদি পায় মহামতি ॥
তব ঋণ শোধিবারে নারে সেইজন।
কহি শুন রমানাথ আমি সে কারণ ॥
স্মরণ করয়ে যবে তব উপকার।
তাহাতে তাদের হয় আনন্দ অন্তর ॥
শুকদেব কহে তবে নৃপ সম্বোধনে।
যিনি সৃজিলেন সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণে ॥
তিন মূর্ত্তি যেইজন করিল ধারণ।
এ জগৎ হয় যার ক্রিয়ার কারণ ॥
ঈশ্বরের ঈশ শুনি উদ্ধবের বাণী।
হাস্য করি কহিলেন দেব চক্রপাণি ॥

শুনহ উদ্ধব তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তোমারে কহিব আমি প্রকৃত বচন ॥
আমার যে ধর্ম্ম তাহা কহিব তোমায়।
ভক্তি করি যেই সে কার্য্য আচরয় ॥
দুর্জ্জয় সংসার যেই করে পরাজয়।
আমারে যেজন চিত্ত মন সমর্পয় ॥
আমার ধর্ম্মেতে তার মন মগ্ন হবে।
এইরূপে যেই মোরে স্মরণ করিবে ॥
নিরুদ্বেগে সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে সাধন।
সার কথা তোমারে যে কহিনু এখন ॥
আর শুন মহামতি কহি যে তোমায়।
জগতে আমার ভক্ত যেইজন হয় ॥
দেবতা অসুর আর মানব নিচয়।
সমভাবে সর্ব্বজনে অন্তরে চিন্তয় ॥
সাধুগণ তাহাদের কর্ম্মের কারণ।
সতত আশ্রয়ী হবে শুন বিবরণ ॥
পৃথক রূপেতে কিম্বা হ'য়ে একত্রিত।
করাইবে সর্ব্ব কার্য্য জানিবে নিশ্চিত ॥(১)
তখন জানিবে মনে সেই সদাশয়।
একেবারে হইবে সে বিফল আশায় ॥
আকাশের মত সেই শূন্য আবরণ।
পুণ্য আত্মা আমাকেই করিবে দর্শন ॥
তাই মহামতি কহি তোমারে নিশ্চয়।
এইরূপে জ্ঞানদৃষ্টি যেইজনে হয় ॥
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান করিবে যে জন।
আমার স্বরূপ জানি করে যে দর্শন ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যার সমজ্ঞান হয়।
আর এক কথা শুন কহিব তোমায় ॥
যে পুরুষে নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আমারে।
মানব সকল দেখে জগৎ সংসারে ॥

১। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে গীতাদি মহাযজ্ঞ বিভূতি সকলের দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা মহোৎসব ইত্যাদি কার্য্য সকল করাইবে।

আপন সমান ভাবে যত জীবগণ।
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥
কুক্রিয়া (১) সকল তার বিনাশিত হয়।
কহিলাম তত্ত্ব কথা তোমারে নিশ্চয় ॥
অধিক কি কব আর তোমারে এখন।
লজ্জা পরিত্যাগ করি সাধু যেইজন ॥
কুকুর চণ্ডাল গাভী গর্দ্দভের প্রতি।
ভূমিতে পতিত হয়ে যে করে প্রণতি ॥
সর্ব্বভূতে সমরূপ জ্ঞান নাহি হয়।
ততদিন এইরূপ রহিবে নিশ্চয় ॥
ততদিন বাক্য মন দেহ বৃত্তি দিয়ে।
এইরূপে উপাসনা করিবে হৃদয়ে ॥
সকলে ঈশ্বরে দৃষ্টি হইবে যখন।
তাহাতে যে বিদ্যা হবে শুন বিবরণ ॥
এ দেহ বিনাশ হবে এরূপ হইলে।
ক্রিয়া হ'তে উপরত জানিবে সকলে ॥
দেহ বৃত্তি বাক্য মন দিয়া যেইজন।
সর্ব্বভূতে আত্মাকেই করে দরশন ॥
কর্ম্ম মধ্যে তাহে আমি সমীচীন বলি।
কহিলাম সার কথা তোমারে সকলি ॥
আর শুন হে উদ্ধব আমার বচন।
মদীয় ধর্ম্মেতে হয় নিষ্কাম যে জন ॥
অনুমাত্র ধ্বংস তার কখন না হয়।
তাহার কারণ এবে শুন সমুদয় ॥
মম ধর্ম্ম জানিবে হে নির্গুণ বলিয়া।
সংসারে প্রবল হয় মোর যত ক্রিয়া ॥
কৌলিক আয়াস যত ব্যর্থ সমুদয়।
ফল ইচ্ছা ত্যজি যদি আমারে অর্পয় ॥
তাহাতেও ধর্ম্ম তার শুন মহামতি।
তোমারে কহিনু এই অপূর্ব্ব ভারতী ॥
শুনহ উদ্ধব এবে বচন আমার।
জ্ঞানযোগ্য বাক্য তোমা কহি আর বার ॥

যেইজন এই বাক্য কর্ণেতে শুনিবে।
অনন্ত পুরুষ তার নিষ্কৃতি পাইবে ॥
মম বাক্য হয় যাহা বেদে অগোচর।
আদরে কহিনু তাহা ওহে নরবর ॥
যেইজন এই বাক্য করিবে শ্রবণ।
সুনিশ্চয় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় সেইজন ॥
মম ভক্তে ইহা যেবা প্রদান করিবে।
আমাতে আসিয়া সেই মিলিত হইবে ॥
শুদ্ধচিত্তে শুচি হয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ।
এই কথা উচ্চৈঃস্বরে করিবে পঠন ॥
জ্ঞানালোকে সেইজন দেখিবে আমায়।
পবিত্র হইবে তার আত্ম-সমুদয় ॥
স্থিরভাবে শ্রদ্ধা করি করিবে শ্রবণ।
সংসারের কর্ম্মে বদ্ধ যত জীবগণ ॥
হে সখা উদ্ধব তবে শুন মোর বাণী।
এবে আত্মজ্ঞান তত্ত্ব শুনিলে কাহিনী ॥
ইহাতে কি আত্মজ্ঞান হইল উদয়।
হইল কি শোক মোহ অন্তরে বিলয় ॥
আর শুন ওহে সখা বচন আমার।
দাম্ভিক নাস্তিক শঠ সেই দুরাচার ॥
ইহা না করিবে দান সেই সব জনে।
আমার এ কথা তুমি সদা রেখো মনে ॥
দোষহীন ব্রহ্মাণ্ডের হিতকারীগণে।
প্রেমবাণ পুণ্য সাধু হয় সেইজনে ॥
আর যদি শ্রদ্ধাবান পুত্র ও রমণী।
তাহারে করিবে দান শুন গুণমণি ॥
সার তত্ত্ব তোমারে যে কহিনু এখন।
দাস ভাবে হরিপদে যেন থাকে মন ॥
শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
এই বাক্য সমুদয় শুনিয়া তখন ॥
দুনয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়।
কণ্ঠরুদ্ধ একেবারে বাক্য না সরয় ॥
যোড়হাতে সেই স্থানে রহে দাঁড়াইয়ে।
ওহে নরবর কহি শুন মন দিয়ে ॥

১। স্পর্দ্ধা, অনুরাগ, তিরস্কার ও অহঙ্কার এই সকল কুপ্রবৃত্তি অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়া থাকে।

ক্ষণকাল পরে ধৈর্য্য উদ্ধব ধরিল।
কৃষ্ণের চরণোপরে মস্তক রাখিল॥
কহিতে লাগিল তবে গদ গদ স্বরে।
যে দিন কহিলে মম উদ্ধারের তরে॥
মোহময় অন্ধকারে ছিলাম পতন।
তোমা হ'তে দূরীকৃত হইল এখন॥
অগ্নির নিকটে যথা শীত অন্ধকার।
ভয় কি প্রভাব কভু করে হে প্রচার॥
তথাপি এ ভৃত্য প্রতি দয়া প্রকাশিলে।
জ্ঞানময় দীপ মোরে প্রদান করিলে॥
তব কৃত উপকার জেনেছে যে জন।
সেই কভু নাহি ছাড়ে তোমার চরণ॥
লইয়াছে কোন মূঢ় অন্যের আশ্রয়।
তোমা ছাড়া আর কারে ভজন করয়॥
নিজ সৃষ্টি তুমি নাথ করহ পালন।
মম মায়া হেতু তুমি দেব নারায়ণ॥
সুদৃঢ় স্নেহের পাশ করিয়া বিস্তার।
পুনঃ জ্ঞানশাস্ত্রে তাহা করিলে সংহার॥
ওহে মহাযোগী তব পদে মম নতি।
আমাকে শিখাও দেব আমি হীনমতি॥
নিশ্চল আমার মন থাকে ও চরণে।
সেই জ্ঞান দেহ মোরে আপনি এক্ষণে॥
তবে উদ্ধবের প্রতি কহে দামোদর।
বদরিকাশ্রমে তবে যাও গুণাকর॥
পাদ-তীর্থ জল তথা পাইবে নিশ্চয়।
স্নান স্পর্শ করি হবে পবিত্র হৃদয়॥
বিবিধ বল্কল তথা কৌতুকে পরিবে।
অলকানন্দারে হেরে পাপে মুক্ত হবে॥
বনজাত ফল মূল করিবে ভোজন।
সুখ ইচ্ছা না রাখিবে তুমি কদাচন॥
সমভাবে শীত উষ্ণ সহিবে সকল।
সংযত করিবে রিপু না হবে চঞ্চল॥
শান্ত সমাহিত চিত্তে জ্ঞানযুক্ত হবে।
মম শিক্ষা জ্ঞান তুমি নির্জ্জনে চিন্তিবে॥
আমারে সতত যেন থাকে তব মন।
এইরূপে মম ধর্ম্ম করিবে পালন॥
সত্ত্ব রজ তমো গুণ ত্যজি তদন্তর।
পাইবে পরমগতি আমাকে সত্বর॥
শুকদেব কহে নৃপ করহ শ্রবণ।
সংসার বিনাশ যাঁরে করিলে স্মরণ॥
তবে কৃষ্ণ এইরূপে বলিতে লাগিল।
উদ্ধব তখন কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ কৈল॥
আপন মস্তকে রাখি শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন॥
অনন্তর স্বামীদত্ত পাদুকা লইল।
সযতনে শিরোপরে ধারণ করিল॥
কৃষ্ণ পদে বার বার করিল প্রণতি।
প্রস্থান করিল তবে সেই মহামতি॥
কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে উদ্ধব তখন।
বদরিকা আশ্রমেতে করিল গমন॥
বদরিকাশ্রমেতে গিয়া তপ আচরিল।
হরির স্বরূপ লভি হরিতে মিশিল॥
অদ্ভুত কাহিনী এই কৃষ্ণের বচন।
যেইজন ভক্তিভাবে করয়ে শ্রবণ॥
এই ভাগবতামৃত যেবা পান করে।
মুক্তিপদ পায় যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
জগতের মাঝে হয় হরিনাম সার।
হরি বিনে কেবা আর করিবে নিস্তার॥
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাবে হরিপদ ভাব মূঢ়জন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের
বদরিকাশ্রমে গমন সমাপ্ত।

অথ যদুকুল বিনাশ।

পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
কহ শুনি মুনিবর অপূর্ব্ব ভারতী॥

মহাভাগবত সেই উদ্ধব তখন।
কৃষ্ণবাক্যে প্রস্থান করিলেন বন॥
তদন্তর দামোদর দ্বারকানগরে।
কি কার্য্য করিল তাহা বলহ বিস্তারে॥
শাপযুক্ত যদুকুল হইল যখন।
কিরূপে আপন কুল ত্যজে নারায়ণ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
শ্রবণে পরমসুখ হরিষ অন্তর॥
শুকদেব কহে নৃপ শুন সে কাহিনী।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অমঙ্গল দেখে যদুমণি॥
পরে হরি সুধর্ম্মার সভায় বসিল।
যদুগণ প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
শুন যদুগণ সবে আমার বচন।
ভয়ানক দ্বারকায় উৎপাত দর্শন॥
যমের স্বরূপ ইহা জানিবে নিশ্চয়।
অতএব হেথা থাকা উপযুক্ত নয়॥
যদি এই স্থানে মোরা থাকি ক্ষণকাল।
তাহ'লে ঘটিবে তাহে বিষম জঞ্জাল॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
রমণীয় শঙ্খদ্বারে করহ গমন॥
বাল বৃদ্ধগণ যবে যাইবে তথায়।
আমরা প্রভাসে সবে যাইব নিশ্চয়॥
পশ্চিম বাহিনী তথা নদী সরস্বতী।
তাহাতে করিব স্নান শুনহ সম্প্রতি॥
উপবাস করি তথা ব্রত আচরিব।
অভিষেক করি সব দেবেরে পূজিব॥
স্বস্ত্যয়ন আদি কর্ম্ম করি সমাপন।
ব্রাহ্মণগণের আর করিব অর্চ্চন॥
অশুভ নাশক হয় এ বিধি সকল।
ইহাতে জানিবে মনে নিশ্চয় মঙ্গল॥
এই কথা কৃষ্ণমুখে করিয়ে শ্রবণ।
যদুবংশ মধ্যে ছিল যত বৃদ্ধজন॥
প্রভাসে যাইতে তবে উদ্যোগ করিল।
নৌকাযানে মহানন্দে সকলে চলিল॥
পরপারে গিয়া তবে রথ আরোহণে।
প্রভাসে চলিল সবে আনন্দিত মনে॥
কতক্ষণে প্রভাসেতে উপনীত হয়।
বিধিমতে পুণ্য কার্য্য সকলে করয়॥
কৃষ্ণ আজ্ঞামত কার্য্য সকলি করিল।
তদন্তর শুন নৃপ দৈব বিড়ম্বিল॥
কুপ্রবৃত্তি সবাকার হইল তখন।
সুরস মৌরেয় তবে খায় সর্ব্বজন॥
মহাপানে মত্ত তথা হয় সমুদয়।
কৃষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত হয়॥
বীরগণ একেবারে বিনষ্ট চেতন।
পরস্পরে বিরোধ হইল সংঘটন॥
তদন্তর ক্রোধযুক্ত সব যদুগণ।
পরস্পরে বধিবারে উদ্যত তখন॥
ধনু খড়্গ ভল্ল গদাযষ্টি ও তোমর।
লইল হাতেতে তীর করিতে সমর॥
যদুগণ মধ্যে রণ বাধিল তখন।
প্রভাসের কূলে হয় ঘোরতর রণ॥
যদুকুলগণ সবে মত্ত মহাবল।
মহাক্রোধে সকলেতে বিষম চঞ্চল॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
আপনা আপনি তথা প্রবৃত্ত সমরে॥
বনমাঝে দন্তী যথা দন্তের ঘর্ষণ।
সেইমত করে সবে বাণ বরিষণ॥
মহারণে যদুগণে প্রবৃত্ত হইল।
আপন বলিয়া আর কেহ না মানিল॥
পুত্রগণ পিতা সহ করে ঘোর রণ।
ভ্রাতৃ সব করে রণ সহ ভ্রাতৃগণ॥
সকলেই বিমোহিত কৃষ্ণের মায়ায়।
প্রহারে সবারে তথা নিদারুণ ঘায়॥
সৌহৃদ্য ছাড়িয়া সবে করয়ে প্রহার।
বাজিল বিষম রণ অতি ভয়ঙ্কর॥
ভাগিনেয়গণ রণ মাতুল সহিত।
ভ্রাতৃপুত্র খুড়া সহ সমরে মোহিত॥

এরূপ প্রভাসতীরে সমর করিল।
প্রহারের চোটে সব তূণ শূন্য হৈল ॥
বাণ শূন্য তূণ আর ভগ্ন শরাসন।
অস্ত্রশূন্য সকলেতে হইল তখন ॥
অস্ত্র শূন্য তূণ সব নয়নে হেরিল।
প্রভাসের কূলে সেই এরকা দেখিল ॥
বদ্ধমুষ্টি হ'য়ে তারা উপাড়িয়া লয়।
সেই সব তৃণ যেন বজ্রসম হয় ॥
লৌহদণ্ড সম তারা হইল তখন।
পরস্পরে সেই তৃণ করি আকর্ষণ ॥
পরস্পরে সেই তৃণে করয়ে প্রহার।
অপূর্ব্ব কথন পরে শুন সারোদ্ধার ॥
ঈশ্বরের মায়া বল কে পারে বুঝিতে।
একেবারে বিমোহিত তাঁহার মায়াতে ॥
একেবারে সবে হয় উন্মত্ত সমান।
রামকৃষ্ণ প্রতি ধায় বধের কারণ ॥
বিপক্ষ ভাবিয়া তবে যদুকুলগণ।
ক্রোধেতে উন্মত্ত ধায় বধের কারণ ॥
তদন্তর দুই ভাই ভাবিল অন্তরে।
ক্রোধে হুতাশন যথা ধায় বেগভরে ॥
সেইমত দুইজন বেগেতে ধাইল।
লৌহসম তৃণমুষ্টি উপাড়ি লইল ॥
রণস্থলে ক্রোধভরে করে বিচরণ।
প্রহারিয়া সবাকারে করিল নিধন ॥
বেণুজাত অগ্নি যথা দহে সর্ব্ব বন।
সেইমত মরে যত যাদব-নন্দন ॥
ব্রহ্মার মায়ায় সবে বিমোহিত হয়।
কৃষ্ণে মারিবারে সবে মহাক্রোধে ধায় ॥
রাম কৃষ্ণ হাতে সবে হইল নিধন।
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ॥
অপূর্ব্ব ভারতী পরে শুনহ রাজন।
এইরূপে যদুবংশ হইল নিধন ॥
কেবল কুলেতে মাত্র কেশব রহিল।
মনে মনে নারায়ণ আপনি চিন্তিল ॥
ঘুচিল অবনীভার বুঝি এইবার।
মহাবংশ যদুবংশ হইল সংহার ॥
বলদেব প্রভাসের কূলেতে বসিল।
ঈশ্বর চিন্তিয়ে মনে যোগ আচরিল ॥
এইরূপে নিজবংশ বিনাশ করিল।
পৃথিবীর মহভার আপনি হরিল ॥
নিজ অঙ্গীকার হরি করেন পালন।
বলরাম প্রভাসেতে ভাবিল তখন ॥
বংশনাশ মনে ভাবি যোগেতে বসিল।
পরম পুরুষ দেব ভাবিতে লাগিল ॥
পরমাত্মে নিজ আত্মা করিল সংযোগ।
ইহলোক ছাড়ে তথা করি মহাযোগ ॥
রামের নির্ব্বাণ তবে করিয়া দর্শন।
অশ্বত্থের মূলে ব'সে দেবকী-নন্দন ॥
আপন প্রভাবে হরি হয় দীপ্তিময়।
শ্রীবৎস চিহ্নিত বক্ষঃ রূপ মেঘময় ॥
শ্যামবর্ণ স্বর্ণকান্তি সুদৃশ্য বদন।
পরিধিত মনোহর কৌশেয় বসন ॥
গ্রন্থিক কুন্তল শোভে মস্তক উপর।
কমল সদৃশ আঁখি হেরে মনোহর ॥
স্ফূর্ত্তিযুক্ত মকর-কুণ্ডল সমন্বিত।
সর্ব্বাঙ্গেতে অলঙ্কার করিয়ে শোভিত ॥ (১)
বনমালাধারী হরি নিজ বস্ত্র অঙ্গে।
যোগাসনে বসিলেন হরি মহারঙ্গে ॥ (২)
চতুর্ভুজ রূপ তথা করিয়ে ধারণ।
প্রভাব বিহীন যথা হয় হুতাশন ॥
সেইরূপে মৌনভাব ধারণ করিল।
বৃক্ষমূলে বসি হরি চিন্তামগ্ন হৈল ॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
জরা নামে ব্যাধ তথা ছিল একজন ॥

১। কোটি, সূত্রে, ব্রহ্মপুত্র, কিরীট, কটক, [অঙ্গ]দ, হার, নূপুর, অঙ্গুরী ও কৌস্তুভ।
২। দক্ষিণ উরুতে বাম পদ রাখিয়া।

মুষলের যেই অংশ যাদব-নন্দনে।
সাগর জলেতে ফেলে আনন্দিত মনে॥
সেই লৌহখণ্ডে ব্যাধ নির্ম্মাইয়া বাণ।
মৃগ অন্বেষণে সেই আইল কানন॥
লোহিত চরণ যুগ মৃগ জ্ঞান তায়।
বাণে বিদ্ধ করি ব্যাধ ধাইল ত্বরায়॥
দেখিল সে ব্যাধ তবে চতুর্ভুজধারী।
মহাভয়ে ভীত হয় দেখিয়া মুরারি॥
তবে সে কৃষ্ণের পদ মস্তকে রাখিল।
ভূমিতলে পড়ি ব্যাধ কহিতে লাগিল॥
মহাপাপী দুরাচারী আমি নারায়ণ।
মহাপাপে মগ্ন হায় হইনু এখন॥
না জানিয়া হেন কর্ম্ম করেছি নিশ্চয়।
অতএব কৃপা কর ওহে কৃপাময়॥
আমারে করিতে ক্ষমা উচিত তোমার।
অজ্ঞান তিমির নাশ স্মরণে যাঁহার॥
সেই বিষ্ণু তুমি হও ওহে মহামতি।
তব অমঙ্গল আমি করিনু সম্প্রতি॥
অতএব মম বাক্য শুন নারায়ণ।
পাপমতি লুব্ধকের সংহার জীবন॥
তাহাতে হইবে মম জ্ঞানের উদয়।
হেন কর্ম্মে যেন আর মতি নাহি হয়॥
বিরিঞ্চাদি হন যাঁর মায়ায় রচিত।
রুদ্র আদি পুত্র আর হয় বিমোহিত॥
তাহারা তোমাকে দেব চিনিতে না পারে।
তব মায়া আমি হরি বর্ণি কি প্রকারে॥
অতি নীচজাতি আমি ওহে নারায়ণ।
তোমার মায়াতে মগ্ন রহি সর্ব্বক্ষণ॥
লুব্ধক বচনে তবে শ্রীহরি কহিল।
বৃথা ভয় কেন হেরা কহি সে সকল॥
আমার বাক্যেতে তুমি উঠহ এখন।
মম ইচ্ছামত কার্য্য হইল ঘটন॥
যাহা মম অভিলাষ ঘটিয়াছে তাই।
ইহাতে তোমার দোষ কিছুমাত্র নাই॥
আমার আজ্ঞাতে তব পাপ বিমোচন।
সাধুগণসহ কর স্বর্গেতে গমন॥
শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ব্যাধ আনন্দিত মতি।
প্রদক্ষিণ করি করে শ্রীচরণে নতি॥
তবে সে বিমানযোগে স্বর্গে চলি যায়।
কহিলাম সার কথা ওহে নররায়॥
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরপতি।
কৃষ্ণের সারথি সে দারুক মহামতি॥
নির্জ্জনেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করে অন্বেষণ।
সেই স্থানে চিহ্ন কিছু করে দরশন॥
তুলসীর গন্ধ সহ বহে সদাগতি।
তার ঘ্রাণে তবে সে দারুক মহামতি॥
তাহা অনুসারি তথা করিল গমন।
অশ্বত্থের মূলে দেখে দেব নারায়ণ॥
মহা তেজশালী হরি প্রকাশিতে তায়।
শস্ত্রেতে বেষ্টিত হ'য়ে বসি যদুরায়॥
দরশনে দারুক সে স্নেহেতে মগন।
রথ হ'তে লাফ দিয়ে পড়িল তখন॥
অশ্রু জলে আঁখি পূর্ণ পড়ে পদতলে।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ চরণ কমলে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ জগতের সার।
না হেরি ও পদাম্বুজ রহি কি প্রকার॥
নয়ন হ'য়েছে অন্ধ তব অদর্শনে।
যথা অমানিশা নাথ চন্দ্রের বিহনে॥
শান্তি নাহি পাই হৃদে মন সচঞ্চল।
এরূপে দারুক হয় কান্দিয়া বিকল॥
এরূপে দারুক করে কৃষ্ণেরে বিনয়।
হেনকালে দেবরথ আইল তথায়॥
গরুড় চিহ্নিত রথ শ্বেত অশ্বযুত।
আকাশে উঠিল তথা ধ্বজের সহিত॥
কৃষ্ণ অস্ত্র সব তাঁর সঙ্গেতে চলিল।
দরশনে সূত অতি আশ্চর্য্য মানিল॥
তবে হরি দারুকেরে করি সম্বোধন।
কহিল মধুর ভাষে তাহারে তখন॥

ওহে সূত দ্বারাবতী শীঘ্র করি যাও।
যদুবংশ ধ্বংস বার্ত্তা সবারে জানাও ॥
নির্ব্বাণ পাইল হেথা দেব সঙ্কর্ষণ।
আমার এ দশা যাহা করিলে দর্শন ॥
এই সব বার্ত্তা তুমি কবে বন্ধুগণে।
আর যত আছে তথা আত্মীয় স্বজনে ॥
না রাখিবে তাহাদের সেই দ্বারাবতী।
সমুদ্র গ্রাসিবে তাহা ওহে মহামতি ॥
সমুদ্রে দ্বারকাপুরী প্লাবিত হইবে।
এই কথা বন্ধুগণে সকলে কহিবে ॥
আর শুন কহি সূত আমার বচন।
মম মাতা পিতা আর যত পরিজন ॥
অর্জ্জুন হইতে সবে সুরক্ষিত হবে।
ইন্দ্রপ্রস্থে তারা সবে গমন করিবে ॥
আর তুমি মম ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
জ্ঞাননিষ্ঠ হবে সদা আমার মায়ায় ॥
আমার মায়ায় সব রচিত জানিবে।
দেহান্তে পরমপদ নিশ্চয় পাইবে ॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় তবে দারুক সুমতি।
বার বার কৃষ্ণপদে করিলেন নতি ॥
মস্তকে ধরিয়া সেই যুগল চরণ।
বিষণ্ণ অন্তরে তবে করিল গমন ॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস ভাষে সাধুগণ পিয়ে কর্ণভরি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে যদুকুল বিনাশ সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠে গমন।

শুকদেব মহামুনি নরবর প্রতি।
কহে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী ॥
ভবানীর সহ তবে আদি দেবগণ
মুনিগণ পিতৃগণ প্রজাপতিগণ ॥
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব আদি যক্ষ বিদ্যাধর।
মুনি ঋষি আদি আর অপ্সর কিন্নর ॥
ভগবানে তিরোভাব করিয়া দর্শন।
সাতিশয় হইলেন আনন্দে মগন ॥
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কর্ম্ম আদি যত।
গাহিতে গাহিতে তথা হন উপনীত ॥
মহাভক্তিযুত সবে বিমানে গমন।
রাশি রাশি করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
তবে দেব নারায়ণ ব্রহ্মা দেবগণে।
দর্শন করেন দেব আপন নয়নে ॥
সর্ব্বত্র যাঁহার স্থিতি যিনি সর্ব্বাধার।
সেইজন মহাযোগী যোগের আকার ॥
সেই দেব নিজ দেহে দিয়া হুতাশন।
আপন ইচ্ছাতে হরি না করি দাহন ॥
আপনি সে নিজধামে গমন করিল।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরাশি বরিষণ হয়।
পৃথিবীর ধর্ম্ম যত পাইল বিলয় ॥
তোমারে প্রকৃত কথা কহি নরবর।
নিজ ধামে প্রবেশিল যবে দামোদর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় দর্শন।
কহি শুন নরপতি তাহার কারণ ॥
নারায়ণ গতি কেহ জানিতে না পারে।
সেই হেতু দেবগণ না দেখিল তাঁরে ॥
আকাশ গমনকারী ছাড়ি মেঘগণ।
চঞ্চলা চপলা গতি নহে দরশন ॥
সেইমত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের গতি।
জানিতে সমর্থ কেহ নহে নরপতি ॥
ব্রহ্মা রুদ্রদেব সবে চিন্তিয়া যখন।
শ্রীহরির যোগ গতি না করে দর্শন ॥
তবে সেই দেবগণ বিস্ময় মানিল।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে নিজধামে গেল ॥

অতএব মহারাজ শুনহ বচন।
যথা নাট্যাগারে নটে করে দরশন ॥
সেরূপ জানিবে তুমি ঈশ্বরের খেলা।
শরীর ধরিয়া কত করিলেন লীলা ॥
যদুকুলে করি-হরি জনম গ্রহণ।
মায়াতে মানবরূপ করিল ধারণ ॥
অবশেষে দেহত্যাগ মায়াময় হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয় ॥
সৃষ্টি মধ্যে নারায়ণ দেখ প্রবেশিল।
আবার তাহারে হরি বিকৃত করিল ॥
অন্তে পুনর্ব্বার তাহা করিয়া সংহার।
নিজ স্থানে যান তবে জগতের সার॥
আর দেখ যেইজন গুরুর নন্দনে।
যমলোক হ'তে আনে এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
মানব শরীরে তারে মর্ত্ত্যেতে আনিল।
আর এক কথা বলি শুন মহাবল ॥
শরণাগতেরে হরি রাখে সর্ব্বক্ষণ।
ব্রহ্মঅস্ত্র হ'তে তোমা রাখে নারায়ণ ॥
সকলের নাশকারী দেব মহেশ্বর।
অবহেলে তারে জয় করে দামোদর ॥
ব্যাধের বৈকুণ্ঠে বাস যাঁহার কৃপায়।
এ বিশ্ব মোহিত নৃপ যাঁহার মায়ায় ॥
আপনা রাখিতে হরি অসমর্থ হৈল।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যাহা তাহাই ঘটিল ॥
সর্ব্ব স্থিতি হয় সেই পরম কারণ।
যাঁহার শক্তিতে হয় জনম মরণ ॥
মর্ত্ত্য শরীরে তাঁর প্রয়োজন নাই।
পৃথিবীতে সেই দেব না রহেন তাই ॥
আর আত্মনিষ্ঠ হয় সাধুগণ যত।
তাদিগে রাখিতে হরি হয় হৃষ্টচিত ॥
তাই পৃথিবীতে দেখ হরি না রাখিল।
সাধুগণে এই পথ দেখাইয়া গেল ॥
অতএব সার বাক্য শুনহ রাজন।
নিদ্রা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন ॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ সব করয়ে কীর্ত্তন।
সেইজন সর্ব্ব পাপে হইবে মোচন ॥
সেইজন কৃষ্ণপদ অবশ্য পাইবে।
স্বশরীরে বৈকুণ্ঠেতে সেইজন যাবে ॥
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন ॥
তদন্তর নরবর শুনহ কাহিনী।
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সে দারুক গুণমণি ॥
বিষণ্ণ হৃদয়ে তবে আসি দ্বারাবতী।
বসুদেব উগ্রসেনে করিল প্রণতি ॥
তবে দুইজন পদে পতিত হইল।
অশ্রুজলে দুনয়ন অমনি ভাসিল ॥
বৃষ্ণিকুল ধ্বংস বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
শোকের সাগরে দুয়ে হইল মগন ॥
একেবারে মূর্চ্ছাগত হইল তখনি।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হ'লো আকুল পরাণী ॥
কৃষ্ণের কারণে সবে বিহ্বল অন্তর।
করাঘাত হানে বুকে সদা নিরন্তর ॥
প্রভাসের কূলে সবে করিল গমন।
প্রাণশূন্য জ্ঞাতিগণ যথায় পতন ॥
দেবকী রোহিণী বসুদেব মহাশয়।
না দেখিয়া রামকৃষ্ণে কাতর হৃদয় ॥
অচেতন ধরাসনে হইল পতন।
তাঁহার বিরহে তথা ত্যজিল জীবন ॥
অপরে শ্রবণ কর ওহে নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয় বিচিত্র ভারতী ॥
যদুকুল কামিনীরা আকুল হইল।
নিজ নিজ পতি সবে পরশন কৈল ॥
তদন্তরে চিতানলে করি আরোহণ।
নিজ নিজ পতি সহ হইল দহন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা পার্থ মহামতি।
শ্রীকৃষ্ণের গীতা দ্বারা কৈল শান্তমতি ॥
কৃষ্ণ শোকে আকুল সে পাণ্ডুর তনয়।
মৃত বন্ধুগণে তথা জল পিণ্ড দেয় ॥

পরে সে দ্বারকাপুরী সিন্ধুতে গ্রাসিল।
কৃষ্ণের আলয় মাত্র কেবল রহিল ॥
পরেতে অর্জ্জুন সহ যদুকুল সতী।
অবশিষ্ট ছিল যাহা তাদের সংহতি ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে মহাবীর করিল গমন।
বজ্রকে দিলেন তবে রাজসিংহাসন ॥
পরে শুন মহারাজ বাক্য সুধাসার।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি যদুর সংহার ॥
বংশধর করি তোমা পিতামহগণ।
মহাপথে সকলেতে করিল গমন ॥
শুন কহি মহামতি এখন তোমায়।
বিষ্ণু জন্ম কর্ম্ম সব যে জন শুনয় ॥
একান্ত অন্তরে যেবা করিবে পঠন।
মহাপাপ হৈতে হবে নিশ্চয় মোচন ॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
সাধুগণ তাহে মগ্ন রহে অনিবার ॥
হরি হরি বল সবে হ'য়ে একমন।
অন্তিম কালেতে হবে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মহাপাপ বিমোচন ইহার শ্রবণে।
ভাষা ছন্দে ভাষে দাস আনন্দিত মনে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজধামে গমন সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ রাজবংশ বর্ণন।

শুকদেব কহে পরে শুন নররায়।
বৃহদ্রথ বংশে জন্ম রাজা পুরঞ্জয় ॥
শুনক নামেতে মন্ত্রী ছিল যে তাঁহার।
পুরঞ্জয়ে সেইজন করিয়া সংহার ॥
নিজপুত্রে শুভক্ষণে দিল সিংহাসন।
প্রদ্যোত তাহার নাম শুনক নন্দন ॥
পালক বিশাখ রাজক নন্দিবর্দ্ধন।
প্রদ্যোত বংশীয় এই পঞ্চ মহাজন ॥
কিছুকাল ইহারা পৃথিবী ভোগ করে।
শিশুনাগ তার পুত্র জনম লভিলে ॥
তাহাদের বংশাবলী কহি যে তোমারে।
কাকবর্ণ নামে তার পুত্র হয় পরে ॥
ক্ষত্রধর্ম্মা নামে তার হইবে তনয়।
তার পুত্র বিধিসার শুন নররায় ॥
অজাত শত্রু নামেতে তাহার নন্দন।
দর্ভক নামেতে পুত্র লইবে জনম ॥
দর্ভকের পুত্র হবে রাজা যে অজেয়।
সে নন্দিবর্দ্ধন হবে অজেয় তনয় ॥
তাহার তনয় হবে মহানন্দি নাম।
হরিভক্তি পরায়ণ সর্ব্ব গুণধাম ॥
শিশুনাগ বংশেতে এই দশ জন।
কলিতে শাসিবে ধরা শুনহ রাজন ॥
তিনশত বর্ষ এরা রহিবে ধরায়।
মহানন্দি পুত্র শূদ্রা গর্ভেতে জন্মায় ॥
মহাবলবান সেই নন্দ মহামতি।
মহাপদ্ম নাম ধরে সেই মহামতি ॥
ক্ষত্র বিনাশকারী সে নন্দরাজ হ'তে।
শূদ্র হয় অধার্ম্মিক নৃপ জন্ম তাতে ॥
কেহ না পারিবে তায় করিতে শাসন।
এইরূপে মহাপদ্ম শাসিবে ভুবন ॥
পরশুরামের মত পৃথিবী শাসিবে।
এরূপ কলিতে পরে সকলি হইবে ॥
তাহার আট পুত্র হইবেক তবে।
সুমাল্য প্রভৃতি নাম তাহাদের হবে ॥

শতবর্ষ তারা ধরা করিবে শাসন।
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ॥
চাণক্য নামেতে বিপ্রকুলে দয়াময়।
জনমিয়া নন্দবংশ করিবেন ক্ষয় ॥
তাহাদের অভাবেতে মৌর্য্য রাজগণ।
কলিতে করিবে এই পৃথিবী শাসন ॥
সেই দ্বিজ চন্দ্রগুপ্তে দিবে সিংহাসন।
বারিসর নামে তার হইবে নন্দন ॥
অশোকবর্দ্ধন হবে তাহার তনয়।
সুযশ তাহার পুত্র শুন নররায় ॥
সঙ্গত নামেতে হবে সুযশ নন্দন।
তার পুত্র শামিশুক জানিবে রাজন ॥
সোমশর্ম্মা তার পুত্র বলবান অতি।
শতধন্বা নামে হবে তাহার সন্ততি ॥
মহারাজ বৃহদ্রথ তনয় তাহার।
তার পুত্র দশরথ ওহে নৃপবর ॥
কহি শুন তোমারে হে কুরুকুল পতি।
মৌর্য্যবংশে জন্ম এই দশ নরপতি ॥
শত সপ্তত্রিংশ বর্ষ পৃথিবী শাসিবে।
তদন্তর পুষ্পমিত্র নৃপতি হইবে ॥
পুত্র অগ্নিমিত্র পৌত্র সুজ্যেষ্ঠ নামক।
তার পুত্র বসুমিত্র পুলিন্দ ভদ্রক ॥
পুলিন্দ উদ্ঘোষ নামে লভিবে নন্দন।
তাহা হ'তে বজ্রমিত্র লভিবে জনম ॥
বজ্রমিত্র হ'তে জন্ম ভাগবত হয়।
তার পুত্র দেবাভূতি জনম লভয় ॥
এই দশ পুত্র রাজা আপন বলেতে।
একশত বারবর্ষ রহে ধরণীতে ॥
অনন্তর পৃথিবীতে কণ্ব ভূপগণ।
নিজগুণে করে সবে পৃথিবী শাসন ॥
দেবাভূতি মন্ত্রী সেই কণ্ব মহাশয়।
সংহার করিয়া তারে নরপতি হয় ॥
মহামতি বসুদেব তনয় তাহার।
ভূমিত্র নামেতে তার পুত্র গুণাধার ॥

তাহার নন্দন হবে নামে নারায়ণ।
কিছুকাল পৃথিবীতে করিবে শাসন ॥
তার পুত্র সুশর্ম্মাকে করিয়া সংহার।
কিছুকাল লইবেক ধরণীর ভার ॥
শূদ্রবংশে মহাবলী হবে সেইজন।
তার ভ্রাতা কৃষ্ণনামে শুনহ রাজন ॥
পৃথিবীর পতি সেই হইবে নিশ্চয়।
শান্তকর্ণ নামে হবে তাহার তনয় ॥
তার পুত্র পৌর্ণমাস কহি যে তোমারে।
তাহার তনয় হবে নাম লম্বোদরে ॥
তাহা হ'তে চিবিলক লভিবেক খ্যাতি।
চিবিলক হতে জন্ম পুত্র মেঘস্বাতি ॥
দৃঢ়মান নামে হবে তাহার নন্দন।
মহাবল হবে তার পুত্র তিনজন ॥
এইরূপে কত রাজা কলিতে হইবে।
এই ধরা একেবারে অধর্ম্মে পূরিবে ॥
মিথ্যাবাদী অধার্ম্মিক হইবে কৃপণ।
ধরণীতে দাতা নাহি রবে একজন ॥
মহাক্রোধী কলিতে হইবে নরপতি।
সবে হবে স্ত্রী বালক গাভী দ্বিজঘাতী ॥
পরদার অভিলাষী হবে সর্ব্বক্ষণ।
অনায়াসে হরিবেক অপরের ধন ॥
সর্ব্বক্ষণ হর্ষমনে উন্মত্ত হইবে।
সকলেই মহালোভে মহাশোক পাবে ॥
অল্পমাত্র বল সবে হইবে নিশ্চয়।
অল্প আয়ু হবে সবে কহি যে তোমায় ॥
ক্রিয়া কার্য্যে মতি সবে আর না রহিবে
রজঃ আর তমোগুণে আচ্ছন্ন হইবে ॥
ক্ষত্ররূপী ম্লেচ্ছ সবে হইবে রাজন।
প্রজাগণে তারা সবে করিবে নিধন ॥
এদের অধীন যত জনপদ রবে।
এদের চরিত্র সম তাহাদের হবে ॥
ভূতগণে পীড়িত করিবে সর্ব্বক্ষণ।
মহাপাপে সবাকার হইবে নিধন ॥

কলিতে এরূপ হবে শুন মহামতি।
ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী ॥
শুদ্ধচিত্তে একমনে যে করে পঠন।
দাস বলে বৈকুণ্ঠেতে তাহার গমন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে রাজবংশ বর্ণন সমাপ্তঃ

অথ কলিধর্ম্ম কথন।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
কলিকালে যেইরূপ পৃথিবীর গতি ॥
বলবান কলিকাল হইবে যখন।
সত্য আদি ধর্ম্ম সব হইবে পতন ॥
কলিতে হইবে ধন মানবের সার।
আর সব গুণ আদি যতেক আচার ॥
সকলি ধনের বশ হইবে নিশ্চয়।
শুন মহামতি কহি কর্ম্ম সমুদয় ॥
বড়ই অধর্ম্মী সবে হইবে তখন।
দম্পতি প্রণয়ে রুচি না হবে কখন ॥
ক্রয় বিক্রয়েতে সবে বঞ্চনা করিবে।
স্ত্রী পুরুষে রতি শ্রেষ্ঠ সকলে জানিবে ॥
সেই শ্রেষ্ঠ কলিতে হইবে মহাশয়।
ব্রাহ্মণের কথা এবে জানিবে নিশ্চয় ॥
যজ্ঞসূত্র চিহ্নমাত্র রহিবে কেবল।
কহিলাম সার কথা তোমারে সকল ॥
সভাস্থলে বহুকথা কবে যেইজন।
পণ্ডিত বলিয়ে তারে করিবে গণন ॥
বলহীন যেইজন কলিতে লইবে।
অসাধু বলিয়ে তারে সকলে নিন্দিবে ॥
দাম্ভিক হইবে আর যেবা অহঙ্কারী।
সাধু বলি কলিতে সে উচ্চ নামধারী ॥
দূরস্থিত জলাশয় জানিবেক যত।
মহাতীর্থ নামে তারা হইবেক খ্যাত ॥
বাচালতা প্রকাশিত হবে যার মুখে।
সত্যবাদী হ'য়ে সেই থাকিবেক সুখে ॥
আর শুন মহারাজ যশের কারণ।
কলিতে করিবে লোক ধর্ম্মের সাধন ॥
এইরূপে পৃথিবীতে অনর্থ ঘটিবে।
দুষ্ট প্রজাগণ সব পরিপূর্ণ হবে ॥
তখন নিশ্চয় তুমি জানিবে অন্তরে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্যের ভিতরে ॥
যেইজন বলবান জানিবে নিশ্চয়।
ধরণীর রাজা সেই হবে সে সময় ॥
কলিতে হইবে যত ক্ষত্রিয়েরগণ।
লুব্ধ ও নির্দ্দয় চিত হবে সর্ব্বক্ষণ ॥
দস্যুকার্য্যে সকলেতে উন্মত্ত হইবে।
প্রজার উপরে বহু পীড়ন করিবে ॥
ধন দারা তাহাদের করিবে হরণ।
প্রজাগণ পলাইবে পর্ব্বত কানন ॥
ফল পুষ্প শাক মূল তাহারা খাইবে।
অনাবৃষ্টি হেতু রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে ॥
তাহাতে পীড়িত প্রজা ত্যজিবে জীবন।
রিপুবশে পরস্পরে করিবে পীড়ন ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি হ'তে সতত পীড়িত।
অল্প আয়ু জীবগণে হইবে নিশ্চিত ॥
কলিতে দেহীর দেহ সদা ক্ষীণ হবে।
মানবের কর্ম্ম যাহা কহি শুন তবে ॥
যতেক আশ্রমবাসী কহি যে তোমায়।
কর্ম্মমার্গ ভ্রষ্ট তারা হবে সমুদায় ॥
দস্যুর সদৃশ হবে যত নৃপগণ।
ধর্ম্মপথে দৃশ্য হবে পাষণ্ডের গণ ॥
মানবগণের তথা হবে আচরণ।
কহি শুন নরপতি সেই বিবরণ ॥
চৌর্য্য হিংসা মিথ্যা এই বিবিধ প্রকার।
কলিতে হইবে হেন নানা অনাচার ॥
শূদ্র সম বর্ণ সর্ব্ব জাতিতে হইবে।
ছাগ সম দুগ্ধ গাভী প্রদান করিবে ॥
আশ্রম হইবে সব গৃহের মতন।
স্নেহশূন্য হবে সব মাতা পিতাগণ ॥

মাতা পিতা পুত্র প্রভৃতি যত্ন না করিবে।
পত্নী ভ্রাতা পরমবন্ধু তাহার হইবে ॥
গুণহীন হবে সর্ব্ব ঔষধি কলিতে।
বহুল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইবে মেঘেতে ॥
এইরূপ কলিশেষে হইবে যখন ॥
মানবে করিবে গর্দ্দভের আচরণ ॥
তখন ধর্ম্মের ত্রাণ করিবার তরে।
সত্ত্বগুণে নারায়ণ অবনী ভিতরে ॥
অবতার হবে পুনঃ দেব নারায়ণ।
সাধুগণ ধর্ম্মরক্ষা করিতে তখন ॥
ব্রাহ্মণের শিরোমণি বিষ্ণুযশ নাম।
মহাজ্ঞানী সম্ভল নগর মাঝে ধাম ॥
কল্কিরূপে অবতার তথায় হইবে।
অষ্টৈশ্বর্য্য গুণান্বিত নিশ্চয় জানিবে ॥
দেবদত্ত অশ্বে তিনি করি আরোহণ।
সকল ধরণী সুখে করিবে ভ্রমণ ॥
অপ্রমিত বলশালী কান্তি মনোহর।
দুষ্টের দমন তাহে হবে নিরন্তর ॥
রাজ-চিহ্নধারী যত দস্যুরে হেরিবে।
খড়্গাঘাতে তাহাদের বিনাশ করিবে ॥
অবনীতে কল্কি যবে হবে অবতার।
তখন জগতে হবে সত্যের সঞ্চার ॥
সেকালে মানব যত জনম লভিবে।
সত্ত্বগুণাশ্রয়ী তারা নিশ্চয় জানিবে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি মিলিবে যখন।
সেইকালে সত্যযুগ হবে আরম্ভন ॥
শুনিলে আমার মুখে ওহে নরপতি।
চন্দ্র সূর্য্য বংশজাত রাজা মহামতি ॥
হইয়াছে হবে আর উপস্থিত আছে।
সেইমত কহিলাম আপনার কাছে ॥
তোমার জনম কাল রাজ্য অভিষেক।
কহিলাম একে একে সকল প্রত্যেক ॥
সপ্তর্ষিগণের মধ্যে উদয় সময়।
প্রথমেতে দুই ঋষি যাহা দৃশ্য হয় ॥
সেই দুই ঋষির মধ্যে শুন বিবরণ।
নিশিতে আকাশ মধ্যে নক্ষত্র যেমন ॥
সমসূত্রে অবস্থিতি দরশন হয়।
ঋষিগণ তাহাদের সহযুক্ত রয় ॥
একশত বর্ষ তাহে করে অবস্থান।
সার কথা কহি এবে শুন মতিমান ॥
এখন জানিবে সেই সব ঋষিগণ।
মঘার আশ্রমে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমার সময় এই নিশ্চয় জানিবে।
মঘাশ্রয়ী ঋষিগণ যে কালে হইবে ॥
সেইকালে বিষ্ণুমায়া স্বর্গেতে গমন।
প্রবেশ করিবে কলি ধরায় তখন ॥
যাহার প্রভাবে লোক পাপে মগ্ন হয়।
সর্ব্বদা আনন্দ মনে বিহার করয় ॥
যতদিন পৃথিবীতে ছিল রমাপতি।
শ্রীচরণপদ্মে স্পর্শ করি বসুমতী ॥
ততদিন কলির প্রভাব নাহি ছিল।
এক্ষণেতে কলি আসি ধরা গরাসিল ॥
যতদিন সপ্তর্ষিরা মঘাতে রহিবে।
ততদিন পৃথিবীতে কলি প্রবেশিবে ॥
মঘা ছাড়ি পূর্ব্বাষাঢ়া লবে ঋষিগণ।
নন্দাবধি কলি হবে প্রবৃদ্ধ তখন ॥
শ্রীকৃষ্ণ যেদিন স্বর্গে গমন করিল।
সেইদিন কলি আসি ধরণী স্পর্শিল ॥
অপূর্ব্ব কথন পরে শুন নরবর।
অতীত হইল দিব্য সহস্র বৎসর ॥
তাহার চতুর্থ ভাগ্যে সত্য পুনর্ব্বার।
ধরণী আসিয়া শেষে করে অধিকার ॥
তখন মানব মন হইবে নির্ম্মল।
এ জগতে আত্মময় জানিবে সকল ॥
এইরূপে যুগে যুগে এই ধরাতলে।
মানবের বংশ গণ্য করয়ে সকলে ॥
যে প্রকারে মানবের বংশের পতন।
সেইমত ব্রাহ্মণাদি শূদ্র ক্ষত্রগণ ॥

তাহাদের সংখ্যা যত গণন হইবে।
মহাত্মাগণের নাম জ্ঞাপক জানিবে॥
তাহাদের কীর্ত্তি মাত্র রহিবে জগতে।
কহিলাম সার কথা এখন তোমাতে॥
শান্তনুর ভ্রাতা সে দেবাদি মহামতি।
ইক্ষাকুকুলের সেই মরু নরপতি॥
যোগবলে মহাবলী হ'য়ে দুইজন।
কলাপ নগরে বাস করিবে তখন॥
গ্রহণ করিয়া এরা কৃষ্ণ অনুমতি।
করিলেন পূর্ব্বমত ধর্ম্মের বিস্তৃতি॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারিকাল।
ক্রম অনুসারে এই সব মহীপাল॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবে শুনহ রাজন।
আমি যাহাদের নাম কহিনু এখন॥
অবহিতে মম বাক্য শুন নররায়।
মোহিত হইবে সর্ব্ব জগৎ মায়ায়॥
পরেতে সকলে তারা হইবে নিধন।
ধরণী ছাড়িয়া সবে করিবে গমন॥
ধরণীর মাঝে যারা রাজা নামে খ্যাত।
অন্তে ক্রিমি বিষ্ঠা সব হবে ভস্মীভূত॥
যেই দেহ হ'তে হয় নরক নিশ্চয়।
যার জন্য জীবহিংসা সর্ব্বদা করয়॥
কি স্বার্থে তাহারা হেন কর্ম্মে হয় রত।
এইরূপ কলিধর্ম্ম কহি আর কত॥
মম পূর্ব্ব পুরুষেরা আছিল যথায়।
আমিও এসেছি এই সুখের ধরায়॥
এরূপ মায়ায় বদ্ধ যত নৃপগণ।
অন্ন জলময় দেহে করয়ে চিন্তন॥
শুন কহি নরমণি কাহিনী আবার।
বলে নরপতি ধরা করে অধিকার॥
সেই সব ভূপতির শুন বিবরণ।
কালে ইতিবৃত্তে মাত্র ইহার লিখন॥
শুনিলে সে সব কথা আশ্চর্য্য হইবে।
বিধিমতে কহি তোমা শুন সুখে তবে॥
ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে কলিধর্ম্ম কথন সমাপ্ত।

অথ যুগধর্ম্ম কথন।

শুকদেব কহে শুন ওহে কুরুপতি।
এই ধরাতলে দেখ যত নরপতি॥
পৃথিবী যে তাহাদের কার্য্য দরশনে।
এই বলি হাস্য করি রহিল এক্ষণে॥
মৃত্যু ক্রীড়া ভূতপূর্ব্ব নরপতি যত।
আমারে করিতে জয় ইচ্ছা অবিরত॥
কালের শাসন কিন্তু নাহি এড়াইল।
তথাপি ভ্রমেতে সবে বিপদ বঞ্চিল॥
আর যত নৃপগণ শুনহে কাহিনী।
কেন তুচ্ছ মোহে আশা নাহি অনুমানি।
অক্ষয় অমর ভাব ভাবিয়া নিশ্চয়।
সর্ব্বক্ষণ অহং ভাবে মত্ত হ'য়ে রয়॥
অপার তাদের আশা কহি নরপতি।
বাহিরের রিপুজয়ে আশা মহামতি॥
কত রাজা কত মন্ত্রী বশেতে রাখিব।
পরেতে সবারে আমি স্বকরে আনিব॥
রাজচিহ্নধারী যত দস্যুরে হেরিব।
তাহাদের খড়্গাঘাতে বিনাশ করিব॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সসাগরা ধরা।
জয় করি হব আমি তবে একেশ্বরা॥
এইমত হয় সদা আশার বন্ধন।
দেখিতে না পায় তারা সম্মুখে শমন॥
সমুদ্র বেষ্টিত ধরা বলে করি জয়।
সংসার সাগর মাঝে প্রবেশ করয়॥
আত্মজয়ে ফল মুক্তি নহে দরশন।
পাত্মীয়ের পক্ষে কিছু না করে চিন্তন॥
মনু আদি করি তারে যত পুত্রগণ।
যাঁরে ছাড়ি যথা হ'তে করে আগমন॥

পুনঃ সেই স্থানে সবে গমন করয়।
ইহা নাহি একবার অন্তরে চিন্তয়॥
বুদ্ধিহীনগণের যে বাসনা নিয়ত।
ধরাকে করিতে জয় ভাবে অবিরত॥
মোহে বদ্ধচিত্ত এই রাজ্যের কারণ।
কলহ করয়ে তথা আত্মীয় স্বজন॥
মনে মনে ভাবে এই ধরণীমণ্ডল।
আমার যে হয় ইচ্ছা চিন্তা অবিরল॥
রে মূঢ় তোমার নহে বলে এই বাণী।
স্পর্দ্ধা করি কহে কথা শুন নরমণি॥
আমার কারণ বহু করিয়ে নিধন।
আপনি ত্যজিয়ে সেই আপন জীবন॥
এইরূপ বহু নৃপ অধীশ্বর ছিল।
সর্ব্বতেজা তাহারা যে সকলে হইল॥
তথাপি তাহারা সবে হইল নিধন।
কথা মাত্র অবশিষ্ট র'য়েছে এখন॥
তবু নহে কৃতকার্য্য শুন নরপতি।
তোমারে কহিনু আমি যথার্থ ভারতী॥/
যে কথা শুনিলে ভূপ নিকটে আমার।
লোক সকলেতে যশ করিয়া বিস্তার॥
পরলোকে তারা সবে করেছে গমন।
মহাত্মা বলিয়া খ্যাত তারা সর্ব্বজন॥
যে কথা তোমারে আমি কহিনু সকল।
বাক্যের বিন্যাস মাত্র ওহে মহাবল॥
পরমার্থ যুক্ত তাহা নহে কদাচন।
আর শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন॥
ভাগবত যেইস্থানে জগতেতে হয়।
তার অমঙ্গল নাশ বাক্যে সবে কয়॥
আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ইচ্ছা করে।
তাহারাই ঐ বাক্য কর্ণে সদা ধরে॥
পরীক্ষিৎ বলে দেব করি নিবেদন।
তব মুখে সুধা কথা করিয়ে শ্রবণ॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন নিমগ্ন হইল।
কলিতে আছয়ে দেব মনুজ সকল॥
তাহাদের দোষ যত ওহে মুনিবর।
কিরূপে বিনাশ পাবে কহ অতঃপর॥
বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ এখন।
যুগ মান যুগধর্ম্ম করিব শ্রবণ॥
সংসারের কালস্থিতি কাল পরিমাণ।
ঈশরূপী কাল বিষ্ণু গতি যে বিধান॥
এই সব কথা মোরে বল দয়া করি।
তব কৃপাবলে ভব সাগরেতে তরি॥
রাজার বচনে তবে শুকদেব কন।
সত্য সেই ধর্ম্ম করে লোকে আচরণ॥
চতুষ্পাদ বলি তাহা জানিবে রাজন।
সেইকথা বিস্তারিয়া কহিব এখন॥
সত্য ধর্ম্ম তপস্যা ও অভয় দান হয়।
সম্পূর্ণ ধর্ম্মেতে এই চারিপদ রয়॥
সত্যযুগ লোক সবে সন্তুষ্ট হৃদয়।
দয়াবান মৈত্রযুক্ত শান্ত সদাশয়॥
ক্ষমাশীল আত্মারাম জীবে সম গতি।
সত্যযুগে এইরূপ বুঝ নরপতি॥
ত্রেতাযুগে মিথ্যা হিংসা কলহ অধর্ম্ম।
এই সব যাহা হয় বুঝ তার মর্ম্ম॥
ধর্ম্ম-পদ সকলের চতুর্থ অংশ যাহা।
অল্পে অল্পে মহারাজ ক্ষীণ হয় তাহা॥
তখন জগতে জীব ক্রিয়ানিষ্ঠ হয়।
সম্পূর্ণ ভাবেতে সবে তপস্যা করয়॥
বাহু হিংসা রত তাহে নহে সর্ব্বজন।
ত্রিবর্গ নিষ্ঠ সম্পদ নহে কদাচন॥ //
দেবজ্ঞ সকলে এই ত্রেতাযুগে হয়।
বর্ণমধ্যে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বাপরেতে দুইপাদ ধর্ম্ম নাশ পায়।
সেই কথা তোমারে কহিব নররায়॥
মিথ্যা হিংসা অসন্তোষ কলহ বিশেষ।
ইহাতে ধর্ম্মের পাদ হয় অবশেষ॥
সত্য দয়া তপস্যা অভয়দান যত।
ইহাতে ধর্ম্মের হয় এক পাদ হত॥

বর্ণমধ্যে মানি হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়।
এ যুগের লোক সব হয় তপঃ প্রিয় ॥
মহৎ স্বভাব হয় বেদ পাঠ করে।
ধনবান সবে থাকে আনন্দ অন্তরে ॥
কলিতে চতুর্থ অংশে অবশিষ্ট রয়।
অধর্ম্ম কারণে সব অতি বৃদ্ধি পায় ॥
তাহাতেই অবশিষ্ট ধর্ম্মের নিধন।
এইকালে বৃদ্ধি পায় শূদ্রজাতিগণ ॥
ইহারা নির্দ্দয় লোভী হয় দুরাচার।
বৃথা গর্ব্বভরে সবে করে অহঙ্কার ॥
দুর্ভাগ্য দুস্পৃহাশীল হয় সর্ব্বজন।
চারি যুগে এইরূপ শুনহ রাজন ॥
সত্ত্ব রজঃ তমো রাজা এই গুণত্রয়।
পুরুষের মধ্যে তিন গুণ দৃষ্ট হয় ॥
ইহাতে প্রেরিত হয় মানব-নিকর।
আত্মা অনুগত তায় সবার অন্তর ॥
সত্ত্বগুণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় যখন।
দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করে হে রাজন ॥
তখন মনেতে ভুল জানিবে নিশ্চয়।
সত্যের উৎপত্তি তাহে কহি যে তোমায় ॥
জ্ঞানযোগে ঋষিগণ জানিবে তখন।
গ্রাম্য কার্য্যে ভক্তি সবে থাকে অনুক্ষণ ॥
আর যবে রজোবৃত্তি প্রধান জানিবে।
ত্রেতাযুগ বলি তবে মনেতে মানিবে ॥
লোভ দম্ভ অসন্তোষ অভিমান শক্তি।
অহঙ্কার কাম্য কর্ম্মে সদা থাকে ভক্তি ॥
রজঃ আর তমোগুণ প্রধান যখন।
দ্বাপর বলিয়া মনে জানিবে তখন ॥
মিথ্যা নিদ্রা হিংসা দুঃখ শোক মহাভয়।
ছল দ্বৈত ও আলস্য এ কালেতে হয় ॥
তমোগুণ প্রবল হইবে যেইকালে।
কলিকাল বলি তারে জানিবে সকলে ॥
কলির প্রভাবে যত মনুজেরগণ।
অল্পভাগ্য ক্ষুদ্রদর্শী আশাতে মগন ॥
অধিক আহারী জীব কলিতে হইবে।
ধনহীন জীবগণ নিশ্চয় জানিবে ॥
এইকালে অসতী হইবে নারীগণ।
দস্যুপূর্ণ হবে গ্রাম শুনহ রাজন ॥
পাষণ্ডে দুষিত হবে সকল নগর।
প্রজারে পীড়িবে সদা ভূমির ঈশ্বর ॥
কামেতে উন্মত্ত যত ব্রাহ্মণ হইবে।
অসন্তুষ্ট চিত্ত বহু ভোজন করিবে ॥
শৌচশূন্য হবে তবে যত ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষুক হইবে সবে বহু পরিবারী ॥
তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর।
লোভে পরিপূর্ণ হবে সন্ন্যাসী অন্তর ॥
খর্ব্বকায় লজ্জাহীন হবে নারীগণ।
বহু পুত্রবতী বহু করিবে ভোজন ॥
কটু কথা তাহারা কহিবে নিরন্তর।
চৌর্য্য বল সদা হবে সাহসী অন্তর ॥
ছলকারী বণিকেরা রবে সর্ব্বক্ষণ।
ক্রয় ও বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন ॥
মানব বিপদে নাহি হ'লে উপস্থিত।
ছল করি করে জীব তাহার ঘৃণিত ॥
সর্ব্বোত্তম স্বামী যদি হয় হে নির্দ্ধন।
তারে ত্যজি ভৃত্যসনে করে পলায়ন ॥
বিপদগ্রস্ত ভৃত্যেরে স্বামীরা ত্যজিবে।
দুগ্ধ বিনা গাভীগণে তাড়াইয়া দিবে ॥
দরিদ্র হইবে সবে রমণী আসক্ত।
সুহৃদ ভাবিয়া সদা হবে অনুরক্ত ॥
তাদের সুহৃদ্য হবে সুরত কারণ।
ভার্য্যাসহ মন্ত্রণা করিবে অনুক্ষণ ॥
শূদ্রগণে তপোবেশী সতত হইবে।
অধার্ম্মিক জন ধর্ম্ম আসনে বসিবে ॥
তাহারা কহিবে সদা ধর্ম্মের কথন।
কলিকালে হবে সব এরূপ ঘটন ॥
প্রজাগণে অন্নহীনে নয়নে দেখিবে।
উদ্বিগ্ন মানস সদা তাহাদের হবে ॥

সর্ব্বক্ষণ প্রজা হবে দুর্ভিক্ষে পীড়ন।
পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হবে সংঘটন ॥
অশন বসন পান শয্যা না পাইবে।
ব্যবহার আদি স্নান ভূষণ না রবে ॥
পিশাচের ন্যায় সব হইবে দর্শন।
বিবাদ করিবে সদা ল'য়ে তুচ্ছধন ॥
আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জ্জন করিবে।
আত্মীয় স্বজন নাশে প্রবৃত্ত হইবে ॥
বৃদ্ধ পিতা মাতাগণে না করি পালন।
সর্ব্বক্ষণ আত্মসুখে হইবে মগন ॥
ভার্য্যারত সকলেতে হবে নীচাশয়।
পাষণ্ড দুর্ম্মতি সবে হইবে নিশ্চয় ॥
এইরূপে লোক সবে চিত্ত ভ্রম হবে।
পরম কারণে কেহ পূজা না করিবে ॥
যার নামে সর্ব্বজীব বিপদ খণ্ডন।
যার কৃপাবলে যায় কর্ম্মের বন্ধন ॥
যাহাতে উত্তম গতি জীবে সবে পায়।
কলিতে মানবগণ না পূজিবে তায় ॥
শুন কহি পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব ভারতী।
যার চিত্ত মগ্ন হয় নারায়ণ প্রতি ॥
কলিকৃত দোষ যত অচিরে খণ্ডন।
কহিলাম সেই কথা তোমারে এখন ॥
চিন্তন করিলে হরি আপন অন্তরে।
বহু পাপ বিনাশিত ক্ষণেকের তরে ॥
অগ্নিতে সুবর্ণ যথা সুনির্ম্মল হয়।
চিত্তস্থিত বিষ্ণু তথা অশুভ নাশয় ॥
অতএব কহি শুন ওহে নরপতি।
একান্ত হইয়ে ভাব সেই বিশ্বপতি ॥
হৃদয়ে অর্পণ কর নিয়ত কেশবে।
অন্তরে কলুষ আর কিছুই না রবে ॥
মহাপাপী দুরাচার হয় যেই জন।
সে যদি হৃদয়ে হরি করয়ে স্মরণ ॥
তখনি পরমগতি সে জন পাইবে।
কৃষ্ণের বচন ইহা অন্যথা না হবে ॥
এই কলিকাল হয় দোষের আকর।
কিন্তু এক গুণ তাহে আছে চমৎকার ॥
যেইমাত্র কৃষ্ণনাম বদনে লইবে।
এ ভব বন্ধন হ'তে মুক্তি সে পাইবে ॥
পরম পুরুষ সেই পাবে সেইক্ষণে।
কলির মাহাত্ম্য এই জানিবে আপনে ॥
সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান করিবে নিয়ত।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে কৃষ্ণে অর্চ্চিবে সদত ॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা শুনহ রাজন।
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ ॥
এই সব জীবগণে মুক্তির কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে যুগধর্ম্ম সমাপ্ত।

অথ পরমার্থ নির্ণয়।

শুকের বচন শুনি, আনন্দিত নরমণি,
মৃদুভাষে করে নিবেদন।
শুন ওহে মুনিবর, কি প্রসঙ্গ তদন্তর,
বিস্তারিয়া কহ সে বচন ॥
শুক কন নরপতি, শুন অপূর্ব্ব ভারতী,
যাহে হয় পাপের বিনাশ।
কহিতে হরির নাম, জীব পায় মোক্ষধাম,
কহিয়াছি করিয়া প্রকাশ ॥
কহিলাম কালধর্ম্ম, জীবাদির যত কর্ম্ম,
শুন পরে কথা আর হয়।
যাহে মনু চতুর্দ্দশ, হইয়াছে সুপ্রকাশ,
ব্রহ্ম দিন তাহাই নির্ণয় ॥
তদন্তে প্রলয় হয়, তার পরিমাণ হয়,
চারি হাজার যুগেতে কথন।
ব্রহ্মদিবা কহে তাহে, ত্রিলোকের হয় যাহে,
মহাপ্রলয় কহে সর্ব্বজন ॥
যাহে বিশ্বের ঈশ্বর, এ বিশ্ব করি সংহার,
নিদ্রা যান অনন্ত শয়নে।

দ্বিপরার্দ্ধ বর্ষ পরে, ল'য়ে সপ্ত প্রকৃতিরে,
উপযুক্ত লয়ের কারণে ॥
এরূপ প্রলয় কালে, বিঘাত কারণ হ'লে,
লয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড তখন।
শতবর্ষ মেঘগণ, করে না বারি বর্ষণ,
প্রজাগণ বিপদে পতন ॥
অন্নহীন ভূমিতলে, ক্ষুধায় জঠর জ্বলে,
পরস্পরে ধরি সবে খায়।
এইরূপে ভয়ঙ্কর, পৃথিবীতে মহামার,
ক্রমে সবে হয় যে বিলয় ॥
এইকালে দিবাকর, করিয়ে রশ্মি বিস্তার,
সুখে নানা রস পান করে।
পরে শুন সঙ্কর্ষণে, মুখ জাত হুতাশনে,
বায়ুবেগে উঠি ধায় পরে ॥
পৃথিবীর শূন্য যত থাকয়ে বিবর।
পোড়াইয়া একেবারে করে ছারখার ॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরে আর নিম্নতল যত।
রবি অগ্নি দুইজন দহে অবিরত ॥
ব্রহ্মাণ্ড তখন হয় অদ্ভুত দর্শন।
সুগন্ধ গোময় পিণ্ড আকার যেমন ॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী।
প্রলয় প্রচণ্ড বায়ু বহে দিবারাতি ॥
একশত বর্ষকাল সেইকালে বহে।
ধূলিতে আচ্ছন্ন মেঘ সেইকালে রহে ॥
ধূমময় হয় তাহা জানিও নিশ্চয়।
তদন্তর চিত্তবর্ণবৎ মেঘোদয় ॥
একশত বর্ষ তারা করয়ে বর্ষণ।
ভীমস্বরে সর্ব্বক্ষণে করয়ে গর্জ্জন ॥
ব্রহ্মাণ্ড বিবরে বিশ্ব তখন জানিবে।
একমাত্র সিন্ধুজলে প্লাবিত হইবে ॥
পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাসিল যে জলে।
পৃথিবীর প্রলয় প্রাপ্ত গন্ধগ্রস্থ হ'লে ॥
অপরেতে তেজ জল রস গ্রহ হয়।
রসহীন হ'য়ে রোষে সব পায় লয় ॥

বায়ুতে তেজের রূপ গ্রাস করে পরে।
তেজের যে রূপ লয় পায় তদন্তরে ॥
পরে তেজ বায়ু সহ হয় যে মিলিত।
আকাশ বায়ুর গুণ হয় গরাসিত ॥
অনন্তর ওই বায়ু শুন নরবর।
প্রবেশ করয়ে সেই আকাশ ভিতর ॥
পরে সেই তৈজস যে আর অহঙ্কার।
আকাশের গুণ গ্রাস করে তদন্তর ॥
তাহার পশ্চাতে হয় অকালের লয়।
কহিনু তোমারে আমি সেকথা নিশ্চয় ॥
পরে সে তৈজস গ্রাসে ইন্দ্রিয়াদিগণ।
অহঙ্কার বৃত্তি সহ আর দেবগণ ॥
মহত্তত্ত্ব গ্রাসে পুনঃ সেই অহঙ্কারে।
সত্ত্ব আদি গুণ পরে গ্রাসয়ে তাহারে ॥
তদন্তর নরপতি করহ শ্রবণ।
কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রকৃতি তখন ॥
সমুদয় গুণ সেই গ্রাসে অবিরত।
সার কথা তোমারে হে কহিনু নিশ্চিত ॥
কালের সে অবয়ব হয় দরশন।
তার পরিমাণ গুণ নহে কদাচন ॥
অনাদি অনন্ত তিনি বিকার রহিত।
এককালে একস্থানে রহে যে নিশ্চিত ॥
কোনকালে যার ক্ষয় নহে দরশন।
কহি শুন মহারাজ তাহার কারণ ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ বাক্য নাহি বুঝি মনে।
নাহি প্রাণ নাহিক ইন্দ্রিয় দেবগণে ॥
সুষুপ্তি ও স্বপ্ন তাহে নহে পরায়ণ।
আকাশ পৃথিবী জল নাহি হে রাজন ॥
নাহি বায়ু নাহি অগ্নি নাহি দিবাকর।
যেন সবে আছে তথা নিদ্রায় অঘোর ॥
দৃশ্য নহে কোন বস্তু সব শূন্যময়।
সেই মূলীভূত পদ সকলেই কয় ॥
প্রকৃত প্রলয় ইহা জানিবে রাজন।
পুরুষ প্রকৃতি শক্তি লয়ের কারণ ॥

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় করি পদার্থ আশ্রয়।
সেই সেই রূপে জ্ঞান প্রকাশ যে পায়॥
আদি অন্তে মূল যাহা শুন নরপতি।
দর্শন যে হয় তাহা ওহে মহামতি॥
কারণ হইতে তাহা ভিন্ন কভু নয়।
বস্তু বলি তারে আর কেহ নাহি কয়॥
দীপ কভু ভিন্ন নয় নয়ন হইতে।
রূপ নহে ভিন্ন হয় জানিবে তেজেতে॥
এইরূপ বুদ্ধিতে আকাশ সমুদয়।
ব্রহ্ম হতে ইহা কভু বিভিন্ন না হয়॥
সুষুপ্তি স্বপন আর হয় জাগরণ।
বুদ্ধি এই কয় রাজা জানিবে কারণ॥
হে রাজন কহি শুন অপূর্ব্ব কথন।
প্রত্যেক আত্মাতে মায়া হয় যে সৃজন॥
আকাশেতে যেইরূপ রহে জলধর।
কভু থাকে কভু নয় নয়ন গোচর॥
সেরূপ উৎপত্তি নাশ অবয়ব হয়।
এ বিশ্ব জানিবে মাত্র আত্মাতেই লয়॥
তোমারে কহিনু রাজা এই যে সংসার।
অবয়বী কারণ সব হয় যে তাঁহার॥
অবয়বী হয় তাঁর প্রত্যক্ষ যেমন।
যথা বস্ত্রসূত্র সব বস্ত্রের কারণ॥
পরস্পর করে যথা উভয়ে সহায়।
কার্য্য ও কারণে তাহা সেইমত হয়॥
ইহাতে যেরূপ সব হয় অবগত।
ভ্রম বলি তাহারে যে জানিবে নিশ্চিত॥
আদি শান্তশালী বস্তু যত কিছু হয়।
প্রত্যাগতার প্রকাশ ভিন্ন কভু নয়॥
প্রপঞ্চকে কেমনেতে নহে নিয়োজন।
কোনটির নিরূপণ হইলে কথন॥
তবে সে আত্মার সহ আত্মতুল্য হবে।
আত্মার সহিত তবে মিশাইয়া যাবে॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বভূত যত চরাচরে।
তাঁদের উৎপত্তি কাল সর্ব্বভাব ধরে॥
তাহাকে প্রলয় বলি করিবে নির্ণয়।
নদীর প্রভাবে যত কূল নষ্ট হয়॥
সেরূপ কালের স্রোতে দেহ হয় ক্ষয়।
তোমারে কহিনু সার বাক্য সমুদয়॥
উৎপত্তি নাশের সেই নিশ্চয় কারণ।
অনাদি অনন্ত এই কাল নিরূপণ॥
ইহার অবস্থা কভু দৃশ্য নাহি হয়।
কালের কারণ ইহা কহিনু নিশ্চয়॥
ওহে কুরুনাথ এবে শুন মোর বাণী।
কহিলাম পুরাতন অনেক কাহিনী॥
সংক্ষেপে কহিনু আমি নানা বিবরণ।
সম্পূর্ণ কহিতে পারে নাহি হেনজন॥
পদ্মযোনী নাহি পারে আমি কোন ছার।
অপরে শুনহ কথা অমৃত আধার॥
নানা দুঃখ দাবাগ্নিতে সদা দগ্ধীভূত।
যেইজন সর্ব্বক্ষণ থাকয়ে পীড়িত॥
দুস্তর সংসার সিন্ধু হইবারে পার।
অভিলাষী যে পুরুষ শুন সারোদ্ধার॥
ভগবান নাম রস না করি সেবন।
অন্য ভেলা নাহি কভু হয় দরশন॥
পুরাণ সংহিতা দেব কহিলেন তারে।
নারদ কহিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নে পরে॥
দেবের সমান সেই ব্যাস তপোধন।
ভাগবত কহে ঋষি সানন্দিত মন॥
ওহে কুরুবর সেই নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি ঋষি শুনে সূতের বদনে॥
সূত কহে এই কথা আনন্দ অন্তরে।
মুনিগণ একমনে শ্রবণ যে করে॥
ভাগবত কথা হয় সুধার লহরী।
দাস ভাষে সাধুগণে পিয়ে কর্ণ ভরি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে পরমার্থ নির্ণয় সমাপ্ত।

অথ আত্মনির্ণয় কথন।

শুকদেব কহে নৃপ শুন বিবরণ।
ব্রহ্মা যার হর্ষ হ'তে লভিল জনম ॥
ক্রোধ হতে রুদ্র যার জনম লভিল।
সেইজন ইহাতে যে বর্ণিত হইল ॥
অতএব শুন রাজা আমার বচন।
শ্রোতব্য বলিয়া বাক্য শুনহ রাজন ॥
এই জ্ঞান সর্ব্বক্ষণ পরিত্যাগ কর।
পূর্ব্বে নাহি ছিল সেই ওহে নরবর ॥
আজ সেই দেহ ভবে জনম যে হয়।
তাহার হইবে নাশ জানিবে নিশ্চয় ॥
আত্মা কভু নাশ নাহি হয় তার মত।
অতএব মহারাজ হও অবগত ॥
তুমি বীজাঙ্কুর সম পুত্রাদি সহিতে।
কভু না রহিবে নৃপ তুমি এ ভবেতে ॥
কাষ্ঠ বিনে নাহি জ্বলে যথা হুতাশন।
সেইমত তুমি রাজা জানিবে কারণ ॥
যথা জীবগণ স্বপ্নে দেখিয়া অদ্ভুত।
আপনার শির কাটি পাড়ে সেইমত ॥
জাগরণে করে দেহে পঞ্চত্ব দর্শন।
নশ্বর না হয় আত্মা শুনহ রাজন ॥
অজর অমর আত্মা জানিবে নিশ্চয়।
সেই কথা তোমারে কহিব মহাশয় ॥
ঘটভগ্নে যেইমত হয় দরশন।
ঘটস্থ আকাশমার্গে করয়ে গমন ॥
বীজাঙ্কুর-রূপী তুমি কদাচ না হবে।
পুত্র পৌত্ররূপে কেহ জীবিত না রবে ॥
সেই হেতু জীবদেহ ক'রেছ ধারণ।
কাষ্ঠ বিনে প্রজ্বলিত নহে হুতাশন ॥
সেইমত এই দেহ জানিবে নিশ্চয়।
স্বপ্নে যথা নিজে নিজে মস্তক ছেদয় ॥
জাগরণকালে যথা হয় দরশন।
দেহাদির সে পঞ্চত্ব শুনহ রাজন ॥
সেই হেতু আত্মা হয় অজর অমর।
সার কথা তোমারে কহিনু নরবর ॥
ঘট যথা ভগ্ন হ'য়ে মধ্যস্থ আকার।
পূর্ব্বমত তাহাই যে হয় সুপ্রকার ॥
আকাশ বিহনে আর অন্য কিছু নয়।
এইরূপ জীবদেহে হবে পাপ ক্ষয় ॥
তখন অব্যয় ব্রহ্ম সে জীব হইবে।
তাহার অন্যথা কিছু তুমি না জানিবে ॥
আত্মার এ দেহ গুণ কষ্ট সমুদয়।
মনেতে সৃজন করে জানিবে নিশ্চয় ॥
মায়া যেমনেতে নৃপ করয়ে সৃজন।
তাহাতে জীবের হয় সংসার বন্ধন ॥
যতকাল তৈল রহে প্রদীপ আধারে।
ততদিন জ্বলে দীপ কহি যে তোমারে ॥
অতএব এই দেহ সংসার কারণ।
অপূর্ব্ব ভারতী রাজা করহ শ্রবণ ॥
এই যে জীবের দেহ হয় দরশন।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে জনম মরণ ॥
যিনি আত্মা তার কভু জনম না হয়।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তিনি জানিবে নিশ্চয় ॥
অতএব সূক্ষ্ম স্থূল দেহের ভিতর।
আকাশের মত তাহা জানিবে আধার ॥
নির্ব্বিকার অন্তহীন উপমা রহিত।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চিত ॥
অতএব ওহে রাজা কর অবধান।
অনুক্ষণ বাসুদেবে কর তুমি ধ্যান ॥
সুবুদ্ধি হ'তে আত্মাকে করহ বিচার।
কি আর কহিব আমি ওহে নরবর ॥
তাহা হ'তে এইরূপ হইবে ঘটন।
ব্রাহ্মণ আজ্ঞায় সেই তক্ষক তখন ॥
কোনমতে তোমাকে দংশন করিবে।
মৃত্যুর কারণ সব স্থির হ'য়ে রবে ॥
মৃত্যুর কারণ হবে মৃত্যুর ঈশ্বর।
নিশ্চয় জানিবে তুমি ওহে নরবর ॥

তখন করিবে এই বিচার অন্তরে।
পরমপদ ব্রহ্ম এই জগৎ ভিতরে ॥
এইরূপ মনে মনে করিয়ে চিন্তন।
অনন্ত ব্রহ্মেতে আত্মা করিবে যোজন ॥
সেইকালে নরবর করিবে দর্শন।
দংশকারী বিষপূর্ণ তক্ষকে তখন ॥
শরীর ও আত্মা হ'তে পৃথক না রবে।
আত্মা রবে এইরূপ কারণ জানিবে ॥
কহিলাম হরিলীলা তোমারে এখন।
বিশ্ব আত্মা হয় সেই দেব জনার্দ্দন ॥
তাহাতেই আদি আর অন্তের মিলন।
তিনি ভিন্ন কেবা আছে করিতে তারণ ॥
যে কথা কহিলে বৎস কহিনু তোমায়।
দাস ভাবে মন যেন রহে হরি পায় ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে আত্মনির্ণয় সমাপ্ত।

অথ তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিতের দংশন।

শুকদেব মুখে কথা করিয়ে শ্রবণ।
করযোড়ে মুনিপদে পড়িল রাজন ॥
মুনিবর পদে শির স্থাপন করিল।
মৃদুভাবে বিনয়েতে কহিতে লাগিল ॥
সিদ্ধ যে হইনু দেব তোমার কৃপায়।
হরিকথা বলি তুমি ছেদিলে মায়ায় ॥
অনাদি অনন্ত যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তাঁহার মাহাত্ম্য কথা করালে শ্রবণ ॥
আপনারা মহোদয় মহাত্মা হৃদয়।
বিষ্ণুপদে সর্ব্বক্ষণ চিত্ত মগ্ন রয় ॥
সংসার তাপেতে তপ্ত যত প্রাণিগণ।
তাহাদের প্রতি দয়া কর সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নহে মুনিবর।
কি আর কহিব দেব তোমার গোচর ॥
পুরাণ সংহিতা সেই জগতের সার।
ঈশ্বরের গুণ যাহা হ'য়েছে বিস্তার ॥
তব মুখে সেই কথা করিনু শ্রবণ।
তাহে আমি নহি ভীত তক্ষক কারণ ॥
তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চয়।
তাহাতে আমার প্রভু মুক্তিপদ রয় ॥
সেই ব্রহ্ম তব মুখে করিনু শ্রবণ।
তাহাতে প্রবেশ আমি করেছি এখন ॥
এখন আমারে দেব কর অনুমতি।
ইন্দ্রিয় সংযম আদি করিব সম্প্রতি ॥
বাসনা করেছে ত্যাগ আমার যে মন।
ভগবানে ভাবি প্রাণ করি বিসর্জ্জন ॥
পরম মঙ্গল সেই কৃষ্ণের চরণ।
কৃপা করি আপনি হে করালে দর্শন ॥
সূত কহে শৌনকাদি শুন এক মনে।
এইরূপ কহি সেই ব্যাসের নন্দনে ॥
নরবরে আজ্ঞা করি পূজিত হইল।
সঙ্গে করি শিষ্যগণে প্রস্থান করিল ॥
তবে রাজা পরীক্ষিৎ আনন্দ অন্তর।
বৃক্ষসম ধরাসনে বসি নরবর ॥
স্থিরচিত্তে পরমাত্মা করেন চিন্তন।
মনে মনে ভাবে সেই পরম কারণ ॥
গঙ্গাতীরে উত্তরাস্যে তখনি বসিল।
ব্রহ্মভূত মহাযোগী নিঃশব্দ হইল ॥
পরমাত্মা ভগবানে ভাবে নিরন্তর।
তাঁর পদ করে ধ্যান হরিষ অন্তর ॥
পরে শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
রাজার নিধন হেতু তক্ষক গমন ॥
পথে যেতে ধন্বন্তরী সহ দেখা হয়।
ধন দানে পথ হতে তাহারে ফিরায় ॥
কামরূপী তক্ষক যে হইয়ে ব্রাহ্মণ।
লুকাইয়ে নরবরে করিল দংশন ॥
বিষেতে রাজার দেহ দাহন হইল।
ব্রহ্মভূত নৃপ দেহ সকলে দেখিল ॥
চারিদিকে হাহাকার উঠিল তখন।
পৃথিবী আকাশমার্গে কান্দে সর্ব্বজন।

দেবতা অসুর হয় সকলে বিস্ময়।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য আনন্দে বাজায়॥
মহানন্দে গীত গায় গন্ধর্ব্ব অপ্সরে।
দেবগণ পুষ্পরাশি বরিষণ করে॥
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন।
পরীক্ষিতে তক্ষক যে করিল দংশন॥
তাহা শুনি জন্মেজয় সক্রোধ অন্তরে।
দ্বিজগণ সহ যুক্তি করি তদন্তরে॥
বিধিমতে জন্মেজয় যজ্ঞ আরম্ভিল।
সর্পগণে হুতাশনে আহুতি যে দিল॥
সর্পযজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত হয় হুতাশন।
তাহাতে যে দগ্ধ হয় মহাসর্পগণ॥
দরশনে তক্ষক সে মহাভীত হয়।
চিন্তিত অন্তরে ইন্দ্রে শরণ সে লয়॥
তক্ষকে না দেখি তবে রাজার নন্দন।
দ্বিজগণ প্রতি বাক্য কহিল তখন॥
কহ দ্বিজগণ মোরে প্রকৃত বচন।
সর্পাধম তক্ষকেরে নহে দরশন॥
কি কারণ দুরাশয় দগ্ধ নাহি হয়।
দ্বিজগণ কহে তবে শুন জন্মেজয়॥
হে রাজেন্দ্র সেই কথা শুনয় এখন।
তক্ষক ল'য়েছে স্বর্গে ইন্দ্রের শরণ॥
এ কারণে সুরপতি রক্ষা করে তায়।
অগ্নিতে তক্ষক তাই পতিত না হয়॥
তাহা শুনি জন্মেজয় সরোষে কহিল।
ইন্দ্রসহ তক্ষকেরে হুতাশনে ফেল॥
তবে বিপ্রগণ তাহা করিয়ে শ্রবণ।
ইন্দ্রসহ তক্ষকেরে ডাকয়ে তখন॥
অগ্নিতে আহুতি যেই প্রদান করিল।
তক্ষকের সহ ইন্দ্র চলিতে লাগিল॥
তক্ষকের সহ সেই দেব শচীপতি।
বিমান যোগেতে শূন্য হ'তে করে গতি॥
তাহা দরশনে তবে আঙ্গিরা তনয়।
বৃহস্পতি দ্বিজমণি জন্মেজয়ে কয়॥
ওহে জন্মেজয় রাজা করহ শ্রবণ।
কিরূপেতে কালসর্প করিবে নিধন॥
অমৃত করিয়ে পান এই নাগবর।
শচীপতি ইন্দ্র তুল্য অজেয় অমর॥
নিজ কর্ম্মফল ভোগে মানব সকল।
তাহাতেই জন্ম মৃত্যু পায় ফলাফল॥
অতএব মম বাক্য শুনহ রাজন।
দুঃখদাতা সুখদাতা নহে কোনজন॥
জীবগণ যাহা হ'তে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ সমুদয়॥
অতএব যজ্ঞ শেষ কর নরপতি।
হিংসাই ইহার ফল জানিও সম্প্রতি॥
নির্দ্দোষী সে নাগগণ হ'য়েছে নিধন।
হুতাশনে সকলেতে হইবে দাহন॥
কি আর কহিব এবে শুনহ রাজন।
নিজ কর্ম্মফলে ভোগ করে জীবগণ॥
বৃহস্পতি বাক্যে তবে রাজা জন্মেজয়।
সর্পযজ্ঞ হতে তবে নিবৃত্তি যে হয়॥
পরে নরপতি করে মুনির অর্চ্চন।
অপ্রতর্ক্য বিষ্ণু মায়া বুঝিল তখন॥
বিষ্ণু অংশভূত যেই মানব-নিকর।
ক্রোধাদির বশীভূত হ'য়ে নিরন্তর॥
তাহাতেই প্রাণী যত মিলে পরস্পরে।
সার কথা সমুদয় কহিনু বিস্তারে॥
আর যত আত্মতত্ত্ববাদী সুধীগণ।
পরমার্থ তত্ত্ব সবে করে নির্দ্ধারণ॥
দম্ভ মদ মায়া বাদ নির্ভয়ে সেথায়।
ক্ষণকাল কোনমতে থাকিতে না পায়॥
নাহি রয় সে মায়ার যতেক আশ্রয়।
বিবিধ বিবাদ তাহে কিছুই না রয়॥
সংকল্প বিকল্প আদি বৃত্তি যার হয়।
কহিলাম সার কথা শুন মহাশয়॥
শুদ্ধ মনে এক প্রাণে যেই ইহা শুনে।
পরমার্থ লাভ তার হয় সেইক্ষণে॥

ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন সমাপ্ত।

অথ বেদ বিভাগ কথন।

সূত কহে শৌনকাদি কহিল তখন।
কহে সৌম্য এক কথা কহি জিজ্ঞাসন ॥
ব্যাস শিষ্য মাহাত্ম্য পৈলাদি সকল।
কয়ভাগে বেদ সব তারা বিভাগিল ॥
সেই কথা কহ মোরে করিয়া বিস্তার।
শুনিতে একান্ত ইচ্ছা আমা সবাকার ॥
অতি বিচক্ষণ তুমি জ্ঞানের আধার।
তুমি হও মহাজ্ঞানী ওহে সারোদ্ধার ॥
সৌতি কহে শুন শৌনকাদি ঋষিগণ।
যাঁর পাদপদ্ম আমি সদা করি ধ্যান ॥
পেয়েছি পরমতত্ত্ব ভাগবত সার।
কহি শুন বিস্তারিয়া মুনির আধার ॥
ব্যাসদেব পদে আমি করি নমস্কার।
কহি শুন মহামতি বেদের প্রচার ॥
আত্মসংযম যবে করে প্রজাপতি।
হৃদাকাশে তার শব্দ ব্রহ্মের উৎপত্তি ॥
সেই ব্রহ্ম উপাসনা করি যোগিগণ।
অনায়াসে মুক্তিলাভ করয়ে তখন ॥
শুন ওহে মুনিগণ কহি তদন্তর।
ওঁকার উৎপন্ন হয় শুন তারপর ॥
তাহার উৎপত্তি অতি গোপনীয় হয়।
হৃদয়েতে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশিত রয় ॥
ইহা সর্ব্ব বেদ সার জানিবে নিশ্চয়।
ইহার তেজেতে জ্ঞান জাগরিত রয় ॥
ইহাই সকলি মনে নিশ্চয় জানিবে।
পরমাত্মা ব্রহ্মবোধ তাহাতেই হবে ॥
কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় হীন পরমাত্মা হয়।
সুব্যক্ত ওঁকার তবু শ্রবণ করয় ॥
ব্যক্তিতে আশ্রয় করে ওঁকার সে পরে।
কহিনু পরমতত্ত্ব আনন্দ অন্তরে ॥
হৃদয় আকাশে সেই আত্মা সন্নিধান।
জানিবে উহার তাহে উৎপত্তি বিধান ॥
পরমাত্মারূপ ইহা নিজের আশ্রয়।
সাক্ষাৎ যে ব্রহ্মরূপ জানিবে নিশ্চয় ॥
আর সে জানিও মনে সর্ব্ব মন্ত্রময়।
উপনিষদ্রূপ বেদে তাহা বীজ হয় ॥
হে ভার্গব পরে শুন আর বিবরণ।
ইহার আকার তিন বর্ণেতে ঘটন ॥
যাহা হ'তে গুণত্রয় অর্থ বৃত্তি হয়।
ত্রিসংখ্য সংযুক্ত বস্তু যেন সমুদয় ॥
তাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি অক্ষর সৃজিল।
ঋত্বিকের কার্য্য হেতু এরূপ করিল ॥
অক্ষর সমষ্টি দ্বারা যাহা ব্যবহৃত।
ওঁকারের সহ তার করিয়া মিশ্রিত ॥
চারিমুখে চারিবেদ করিল সৃজন।
বেদবেত্তা পুত্র যত মহা ঋষিগণ ॥
তাহাদের সহ বেদ তথা পড়াইল।
নিজ পুত্রগণে তারা তাহা শিখাইল ॥
চারিযুগে এই বেদ ঋষিগণ পায়।
দ্বাপরের আদিতে বিভক্ত তাহা হয় ॥
কালেতে করিয়া তবে সেই ঋষিগণ।
অল্প আয়ু জ্ঞানহীন তত্ত্বশূন্য মন ॥
মেধাহীন জনগণে দরশন করি।
বিভাগ করিল বেদ সেইমতে ধরি ॥
এইকালে ব্রহ্মা আর দেব মহেশ্বর।
লোকপাল আদি করি শুন মুনিবর ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু সবে প্রার্থনা করিল।
ভগবান সত্যবতী উদরে জন্মিল ॥
সত্যের অংশেতে সেই পরাশর হ'তে।
ভগবান আইলেন এই অবনীতে ॥

চারি প্রকারেতে বিভু বেদ প্রকাশিল।
তাহা হ'তে চারিরূপ সংহিতা হইল ॥
পরে বিভু চারি শিষ্য ডাকিয়া তখন।
একে একে চারি জনে দিল সেই ধন ॥
পরে পৈল মুনি নিজ শিষ্য দুইজনে।
আপন সংহিতা উভে কহিল যতনে ॥
পরেতে ভার্গব শুন বচন আমার।
বাচক করিল তাহা চারি যে প্রকার ॥
নিজ শিষ্য চারিজনে তাহা জিজ্ঞাসিল।
ইন্দ্রমতি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বলিল ॥
মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণে কহে যে সংহিতা।
তার পুত্র পাঁচভাগ করিলে যে তথা ॥
শাকল্যের শিষ্য সেই জাতুকর্ণ হয়।
নিরুক্ত সহিত সেই সংহিতা মিলয় ॥
পরে তাহা চারিজনে প্রদান করিল।
বাস্কল্যের পুত্র এক সংহিতা রচিল ॥
বালখিল্য নাম তার শুন মহাশয়।
এইরূপে বেদভাগ কত মতে হয় ॥
এইকথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন ॥
পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ সকল।
বৈশম্পায়নের শিষ্য যাহা ক'রেছিল ॥
চরক অধর্য্যু নাম তাহাদের হয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপনাশ ব্রত আচরয় ॥
পরে যাজ্ঞবল্ক্য নামে শিষ্য একজন।
বৈশম্পায়নেরে তবে কহিল তখন ॥
কহ দেব এ ব্রতের কিবা ফল হবে।
অল্পসার এই ব্রত নিশ্চয় জানিবে ॥
অতএব আচরিব এ ব্রত দুস্তর।
অনুমতি কর মোরে ওহে ঋষিবর ॥
তাহার বচনে গুরু কুপিত হইল।
মহাক্রোধে তবে তারে কহিতে লাগিল।
হেথা হ'তে আবলম্বে করহ গমন।
তোমাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
তুমি হও ব্রাহ্মণের অপমানকারী।
অতএব যাহ তুমি অতি শীঘ্র করি ॥
শিখিয়াছ মম পাশে যেই সব ব্রত।
পরিত্যাগ করি যাও তুমি ইচ্ছামত ॥
গুরুর বচনে তবে সেই মুনিবর।
বমন করিয়া মন্ত্র চলিল সত্বর ॥
অনন্তর মুনিগণ তাহা নিরখিল।
দরশনে সকলের লোভ জনমিল ॥
পরেতে তিতির পক্ষীরূপ সবে হৈল।
সেই সব মন্ত্র সবে গ্রহণ করিল ॥
ইহা হ'তে তৈত্তিরীয় শাখার গঠন।
পরে যাজ্ঞবল্ক্য করে বেদ অন্বেষণ ॥
তদনন্তর সূর্য্যস্তব করি মহামতি।
কহে দেব আদিত্য হে তব পদে নতি ॥
আপনিই আত্মারূপে সদা বিরাজিত।
তোমাতেই ভূতগণ করে অবস্থিত ॥
কালরূপী প্রাণিগণে আবাসের ভূত।
জগতের সর্ব্বস্থানে তুমি প্রকাশিত ॥
সময় রূপেতে দেব রহ সর্ব্ব স্থান।
অচিন্ত্য অব্যয় তুমি ওহে বিবস্বান ॥
গ্রহণ করিছ বারি পুনঃ বরষিছ।
এইরূপে জীবগণে পালন করিছ ॥
দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ দেব দিবাকর।
ভকতগণের তুমি ক্লেশ নাশ কর ॥
সকল দুঃখের বীজ করহ বিনাশ।
তব তেজে এ জগত হয় হে প্রকাশ ॥
জগতেতে মহাপাপ করহ প্রদান।
একান্ত হইয়া দেব করি তব ধ্যান ॥
অন্তর্য্যামী তুমি দেব এ জগতময়।
স্থাবর জঙ্গম যত তোমার আশ্রয় ॥
আর যত প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়াদি মন।
জড় আদিগণে কার্য্যে করি নিয়োজন ॥
প্রাণিগণে অন্ধকার হ'তে ত্রাণ কর।
জ্ঞানহীনে জ্ঞানদান কর দিবাকর ॥

অসাধুগণের দেব তুমি ভয়ত্রাতা।
চারিদিকে ভ্রম তুমি সাধু ভয়ত্রাতা॥
যেইদিকে তুমি দেব করিছ গমন।
লোকপালগণে করে তোমায় অর্চ্চন॥
অন্যের অজ্ঞাত যজুঃ প্রার্থী আমি হই।
তোমার চরণে যেন অনুগত রই॥
গুরুগণে যেই পদ করয়ে অর্চ্চন।
সেই পদ আমি যেন করিহে পূজন॥
যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তব যে করিল।
তদন্তর দিবাকর প্রসন্ন হইল॥
তখন অশ্বের রূপ করিয়ে ধারণ।
মুনিবরে সেই যজুঃ দিল সেইক্ষণ॥
পঞ্চদশ শাখায় মুনি তাহা বিভাজিল।
কণ্ব ও মধ্যন্দিন আদি রচনা করিল॥
জৈমনি নামেতে মুনি মহামতি অতি।
সুমন্ত নামেতে পুত্র সর্ব্বত্রেতে খ্যাতি॥
অপরেতে মহামুনি জৈমনি হইতে।
পুত্র পৌত্র করি যাহা কহিনু তোমাতে॥
এক এক সংহিতার করিল রচন।
বিশেষ করিয়া তাহা কহিনু এখন॥
অপরেতে শুন কহি অপূর্ব্ব ভারতী।
জৈমনির শিষ্য সে সুকর্ম্মা মহামতি॥
সামবেদ তরুশাখা সহস্র সংহিতা।
বিভাগ করিল তাহা সেই জ্ঞানদাতা॥
সুকর্ম্মার দুই শিষ্য গুণবান হয়।
হিরণ্যনাভ পৌষ্যঞ্জি মেধার আলয়॥
সংহিতা গ্রহণ তারা সকলে করিল।
হিরণ্যনাভ সংহিতা বহু শিষ্য হৈল॥
উদীচ্য নামেতে তারা ব্যক্ত ধরাময়।
কেহ কেহ প্রাচ্য বলি তাহাদের কয়॥
এইরূপে বেদ চারি বিভাগ হইল।
দাস ভাষে হরিপদে মানস মজিল॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে বেদ বিভাগ সমাপ্ত।

অথ মার্কণ্ড কর্তৃক নারায়ণের স্তব।

তবে যত মুনিগণ আনন্দ অন্তরে।
সূত প্রতি কহে তবে অতি মৃদুস্বরে॥
তুমি সাধু মহামতি চিরজীবী হও।
ভাগবত পুণ্য কথা তুমি সব কও॥
ওহে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মোরা জিজ্ঞাসি তোমারে
সেই সব কথা তুমি বল সবাকারে॥
অপার সংসার এই হয় দরশন।
তাহাতে মানব সব করয়ে ভ্রমণ॥
তাহাদের পথ সদা দেখাইয়া দেহ।
জিজ্ঞাসি তোমারে যাহা সেই কথা কহ॥
লোকে বলে মার্কণ্ড সে মৃকণ্ডু তনয়।
চিরজীবী হয় সেই কল্প শেষে রয়॥
এ জগত এককালে যবে নাশ হয়।
সেই কথা আমাদের কহ মহাশয়॥
আমাদের বংশে যেই জনম লভিল।
ভৃগু তনয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ যে হইল॥
জীবগণ লয় নাহি পায় সেইক্ষণে।
প্রলয়ে জীবিত তিনি রহেন কেমনে॥
ওহে সূত সেই কথা বলহ এক্ষণে।
শুনিতে চরিত্র কথা বাসনা যে মনে॥
পুনর্ব্বার মার্কণ্ড সে সাগরের জলে।
ভ্রমণ করিতে পরে হেরিল ভূতলে॥
বট-পত্র-শায়ী শিশু করি দরশন।
কেন বা সন্দেহ তার হইল তখন॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ সবাকারে।
সন্দেহ ভঞ্জন তুমি কর এইবারে॥
পুরাণে বিশেষ জ্ঞান তোমার আছয়।
অতএব সেই কথা কহ মহাশয়॥
সূত কহে ঋষিগণ করহ শ্রবণ।
এ কথা শুনিলে হয় পাপ নিবারণ॥
ইহাতে কলির পাপ বিনাশ যে পায়।
সেই কথা মন দিয়া শুন মহাশয়॥

মার্কণ্ড জনম ল'য়ে মাতার উদরে।
কিছুদিন পালিত সে হইল আদরে॥
গর্ভাধান আদি যত দ্বিজ-সংস্কার।
লভিয়া মার্কণ্ড বেদ পড়ে অনিবার॥
পিতার নিকটে ঋষি ধর্ম্ম সহকারে।
মার্কণ্ড তপস্যা করে বিধি অনুসারে॥
সুবৃহৎ মহাব্রত সদা আচরিল।
সন্ন্যাসীর মত শিরে জটা সে রাখিল॥
তাহাতে তাহার মনে শান্তি অতিশয়।
জটাবল্ক (১) পরিধান করিল ত্বরায়॥
দণ্ড কমণ্ডলু আদি করিল ধারণ।
সন্ন্যাসীর রূপে করে সর্ব্বত্র ভ্রমণ॥
ধর্ম্মের কারণ সেই মহামুনিবর।
হরির তপস্যা করে একান্ত অন্তর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা ভিক্ষাদ্রব্য করি আহরণ।
ভক্তিতে সে সব করে গুরুকে অর্পণ॥
গুরু অনুমতি বিনে ভোজন না করে।
এইরূপে গুরুভক্তি তাহার অন্তরে॥
বেদপাঠে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া।
অযুত অযুত বর্ষ হরিকে পূজিয়া॥
হরি আরাধনা করি মৃত্যু করে জয়।
তাহাতে দেবতা সব চমৎকৃত হয়॥
তপস্যা (২) আচার আর বেদ আরাধনে
রাগ আদি ক্লেশ যত ত্যজে মনে মনে॥
অনাদি পুরুষে সদা করেন চিন্তন।
এইরূপ মহাযোগে চিত্ত নিমগন॥
ছয় মন্বন্তর কাল জীবিত রহিল।
পরে সুরপতি ইন্দ্র জানিতে পারিল॥

১। বল্কলের বস্ত্র, কমণ্ডলু, উপবীত, মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্মযজ্ঞসূত্র এবং কুশ প্রভৃতি।

২। ভৃগু, দক্ষ আর আর ব্রহ্মা-পুত্রগণ, দেবতাগণ, পিতৃ ও ভূতগণ ইহারা মার্কণ্ডের তপস্যা দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

সপ্ত মন্বন্তর কাল আগত যখন।
ভীতমতি হ'য়ে করে বিঘ্ন উৎপাদন॥
তপ ভঙ্গ হেতু তবে দেব শচীপতি।
মদন বসন্তে তথা করে অনুমতি॥
মার্কণ্ড নিকটে সবে পাঠাইয়া দিল।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তবে সকলে চলিল॥
যমালয় উত্তরেতে ঋষির আলয়।
সেই স্থানে সকলেতে উপনীত হয়॥
পুষ্পভদ্রা নামে তথা মহা স্রোতস্বতী।
চিত্রা নামে শিলা তথা করে অবস্থিতি॥
পবিত্র আশ্রয় তাঁর সুদৃশ্য দর্শন।
পবিত্র বিহগকুলে পরিপূর্ণ বন॥
পবিত্র নির্ম্মল তাহে মহা জলাশয়।
উন্মত্ত ভ্রমরকুল আনন্দ হৃদয়॥
উন্মত্ত কোকিল সব করে কুহুরব।
নররূপী শিখি যত নৃত্য করে সব॥
কাননের শোভা আসি কহিব বা কত।
সমাকীর্ণ আছে তাহে মত্ত পাখী যত॥
মৃদু মন্দগতি বহে মলয় পবন।
পুষ্পগন্ধে জাগরিত হ'য়েছে মদন॥
প্রকৃত বসন্ত তাহে হইল উদয়।
নিশাপতি নিশাকালে প্রকাশিত হয়॥
বৃক্ষ সব পুষ্পফলে শোভিত হইল।
কামিনীকুলের সহ মদন আইল॥
তাহার পশ্চাতে যত গন্ধর্ব্বেরগণ।
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র করয়ে বাদন॥
মহানন্দে গাহি গীত সকলে ধাইল।
ইন্দ্র অনুচর সবে দর্শন করিল॥
যোগীবর হোমকার্য্য করি সমাপন।
বসিয়া আছেন যেন দেব হুতাশন॥
মূর্ত্তিমান পাবক সম সকলে হেরিল।
তবে তথা রমণীরা নৃত্য আরম্ভিল॥
বাদ্যকর বাদ্যযন্ত্র করিল বাদন।
মহানন্দে সবে করে স্বকার্য্য সাধন॥

রতিপতি পঞ্চবাণ যুড়ি শরাসনে।
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইয়া রহে সেইস্থানে॥
ইন্দ্র অনুচরগণ স্বকার্য্য সাধিতে।
স্থিরভাবে সকলেতে লাগিল ভাবিতে॥
পরে শুন শৌনকাদি অপূর্ব্ব ভারতী।
পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা যুবতী॥
সে স্থানে কন্দুক্রীড়া করিতে লাগিল।
পীনস্তন হেতু কটি হইল চঞ্চল॥
স্খলিত হইল মালা কবরী হইতে।
আকর্ণ পর্য্যন্ত আঁখি লাগিল ঘুরিতে॥
বায়ু তার কোটি বস্ত্র করিল হরণ।
হেনকালে হানে শর দুরন্ত মদন॥
কিন্তু তাহা এককালে হইল বিফল।
মহা ঋষিবরে নাহি প্রকাশিল বল॥
এইরূপে তপ নষ্ট করিতে তাহার।
সকলে প্রবৃত্ত কার্য্যে হয় বার বার॥
তাহার তেজেতে সবে হ'য়ে দগ্ধ প্রায়।
তাঁহাকে ছাড়িয়া পরে পলাইয়া যায়॥
কি আর কহিব দেব অপূর্ব্ব কথন।
ইন্দ্র অনুচরে তাঁরে করে আক্রমণ॥
তাহাতেও মুনিবর চঞ্চল না হয়।
অহঙ্কার বিকার তার না হয় উদয়॥
মহতের পক্ষে ইহা নহে অসম্ভব।
ভগবান ইন্দ্র তাহা শুনিলেন সব॥
তেজহীন হেরি তবে দুরন্ত মদনে।
আশ্চর্য্য মানিল ইন্দ্র প্রভাব শ্রবণে॥
অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন ঋষিগণ।
এইরূপে মার্কণ্ড সে তপেতে মগন॥
একমনে সদা করি বেদ অধ্যয়ন।
নারায়ণ প্রতি করি চিত্ত নিমগন॥
নারায়ণ পদে চিত্ত যোজনা করিল।
অনুগ্রহ করি হরি আবির্ভাব হৈল॥
নর নারায়ণ রূপে দিল দরশন।
শ্বেত কৃষ্ণ মনোহর রূপ দুইজন॥

নব নীলোৎপল সম নয়ন-যুগল।
পরিধিত রুরুচর্ম্ম বৃক্ষের বাকল॥
চতুর্ভুজধারী হয় অপূর্ব্ব দর্শন।
নবগুণ সুসম্পন্ন পবীত ধারণ॥
কমণ্ডলু বংশদণ্ড পদ্ম অক্ষমালা।
চারিহাতে দর্ভমুষ্টি সতত উজলা॥
সুপিঙ্গল কান্তি যেন তড়িৎ সমান।
তপস্যা সমান যথা হয় মূর্ত্তিমান॥
মনোহর কলেবর হয় সমুন্নত।
দেবগণে সর্ব্বক্ষণ হইয়ে বন্দিত॥
তবে মুনি দুইজনে করি দরশন।
মার্কণ্ডেয় ভূমিতলে হইল পতন॥
সমাদরে বিষ্ণুপদে করি নমস্কার।
তাঁহারে হেরিয়া মনে আনন্দ অপার॥
মহানন্দে মুনিবর রোমাঞ্চ হইল।
অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল তখনি ভাসিল॥
এরূপ হইয়ে মুনি করে দরশন।
দেখিতে যে পায় মুনি তথা দুইজন॥
পরেতে উঠিল মুনি কৃতাঞ্জলি হ'য়ে।
কহিতে লাগিল তবে বিনয় করিয়ে॥
গদগদ স্বরে তবে কহে মুনিবর।
ভগবানে সত্বর করিল নমস্কার॥
পরে দুইজনে মুনি বসিবার তরে।
আসন প্রদান করে আনন্দ অন্তরে॥
তদন্তর করে মুনি পাদ প্রক্ষালন।
চিত্ত আত্মা নিজেন্দ্রিয় করি সমর্পণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ কুসুম চন্দনে।
কুসুম মালায় পূজা করিল দুজনে॥
সর্ব্ব পূজনীয় সেই হন নারায়ণ।
ঋষিদত্ত সুখাসনে বসিল তখন॥
পরম সন্তুষ্ট তাহে হন নারায়ণ।
মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন তখন॥
পদে প্রণমিয়া মুনি তথা পুনর্ব্বার।
নিবেদন করে পরে করি যোড়কর॥

মার্কণ্ডেয় কহে নাথ শুনহ বচন।
কি বলিয়া তোমা আমি করিব বর্ণন॥
তোমা হ'তে সবাকার জীবন রচিত।
ব্রহ্মা শিব প্রাণিগণ তোমাতে গঠিত॥
ভিন্নমত নাহি দেব তোমাতে কাহার।
এই চরাচরে সব প্রেরিত তোমার॥
তথাপি তোমার তারা করয়ে ভজন।
তাহাদের আত্ম বন্ধু (১) তোমরা দুজন॥
তব দত্ত বাক্‌শক্তি তাহার দ্বারায়।
কাষ্ঠ পুত্তলীর মত তোমার মায়ায়॥
তোমার প্রদত্ত বাক্যে কৈলে তব স্তব।
মায়া মোহে দুঃখ সব পায় পরাভব॥
তুমি আত্মা বন্ধু প্রভু ওহে নারায়ণ।
একাত্মা হইয়া দুই মূর্ত্তি যিনি হন॥
মঙ্গল জনক ত্রিলোকের এই মূর্ত্তি।
মুক্তির কারণ তাপ নাশে পায় কীর্ত্তি॥
মৎস্য কূর্ম্ম নানা দেহ করিয়া ধারণ।
জগতের রক্ষা প্রভু কর নারায়ণ॥
ত্রিলোকের তাপ শান্তি করিবার তরে।
তোমাদের দুই মূর্ত্তি অতি শোভা করে॥
যেমন রাখিতে বিশ্ব তুমি নারায়ণ।
যুগে যুগে নানারূপ করিয়া ধারণ॥
ঊর্ণনাভী সম বিশ্ব করিয়া সৃজন।
পুনর্ব্বার কর গ্রাস হে ভূতভাবন॥
জগত পালনকারী জগতের সার।
স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্ব বিশ্বাধার॥
তব শ্রীচরণ আমি করি হে ভজন।
যোগিগণ যার লাগি যোগেতে মগন॥
স্তবে মগ্ন অনুক্ষণ যে পদের তরে।
অনশনে পূজে তারা বহু সমাদরে॥
কি আর কহিব আমি হে জগৎপতি।
তোমা বিনে জীবকুলে নাহি অন্য গতি॥

১। অর্থাৎ পিতা মাতার ন্যায় কেবল দেহেরই ধর্ম্ম নহেন।

ভয়শীল মানবের কি আছে উপায়।
মুক্তিরূপ পদ বিনে ওহে দয়াময়॥
দ্বিপরার্দ্ধ কাল সেই ব্রহ্মার জীবন।
কালরূপী ভাবি তোমা ভীত সর্ব্বক্ষণ॥
আত্মার নিয়ন্তা তুমি হও আত্মাময়।
আবরণ মাত্র দেহ জানিবে নিশ্চয়॥
সত্যজ্ঞান রূপ তুমি জীবের জীবন।
সকলের মূল হয় তোমার চরণ॥
সেই পদে বার বার করি নমস্কার।
যদি কেহ এই পদ পায় একবার॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ তার সেইক্ষণে হয়।
ঈশ্বর তুমিই হও সর্ব্ব কৃপাময়॥
সত্ত্বঃ রজঃ তমোগুণে তোমার প্রকৃতি।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি মহামতি॥
মায়াময় তুমি নাথ জীবের কারণ।
সর্ব্ব ক্রীড়া কর তুমি ওহে নারায়ণ॥
তব তত্ত্বময়ী লীলা যত জীবগণে।
সমর্থ যে হয় দেব মুক্তির সাধনে॥
তমো রজঃগুণে তুমি জীবে দুঃখ দাও।
তাহাতে উৎপন্ন হয় মোহ আর ভয়॥
অতএব পণ্ডিতেরা সদা সর্ব্বক্ষণ।
নারায়ণ রূপ তব করেন ভজন॥
যত সাধুজন এই আছয়ে জগতে।
সত্ত্বকে পুরুষরূপে ভাবয়ে মনেতে॥
যাহা হ'তে আত্মা সুখ লভে সর্ব্বজন।
ভয়হীন হয় সবে ওহে নারায়ণ॥
সেই অন্তর্য্যামী হও দেব বিশ্বময়।
বিশ্বের ঈশ্বর হরি দেব দয়াময়॥
পরম দেবতা তুমি বিশ্ব ভয়হারি।
নারায়ণ নরোত্তম বহু মূর্ত্তিধারী॥
বেদ প্রবর্ত্তক সেই ভগবান পদে।
নমস্কার করি সদা মজি ভক্তিমদে॥
তব মায়া মগ্ন হ'য়ে যত জীবগণ।
আত্মনিষ্ঠা বিস্মৃত যে হয় সর্ব্বক্ষণ॥


DASS BROS

কপট ইন্দ্রিয়ে চিত্ত লিপ্ত যেই হয়।
না পারে জানিতে তারা তোমারে নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বেতে আছিল যারা তোমারে বিস্মৃত।
তোমা হ'তে যদি বেদ হয় অবগত ॥
তাহা হ'লে আপনাকে জানি সেইজন।
বাঞ্ছামত তব পদ করিবে পূজন ॥
বেদেতে প্রকাশ হরি তুমি সর্ব্বময়।
সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি নাথ সবার আশ্রয় ॥
অনুক্ষণ তব পদে করি সদা নতি।
দাসে দয়া কর দেব অখিলের পতি ॥
মার্কণ্ডেয় কৃত স্তব শুনে যেইজন।
সর্ব্ব পাপ হতে মুক্ত পায় সেইক্ষণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে মার্কণ্ড কর্তৃক নারায়ণের স্তব সমাপ্ত।

অথ শ্রীকৃষ্ণের মায়া দর্শন।

মার্কণ্ডের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
পরম আদরে ডাকি কহিল তখন ॥
ওহে ব্রহ্মর্ষি তুমি জগতের সার।
তপস্যায় (১) সিদ্ধ তুমি হ'য়েছ এবার ॥
করিয়াছ তুমি মহাব্রত আচরণ।
তাহাতে সন্তুষ্ট বল হয়েছি এখন ॥
তোমার মঙ্গল এবে হইবে নিশ্চয়।
মনোমত বর মাগ ওহে সদাশয় ॥
যাহা চাবে তাহা দিব শুন মহামতি।
মার্কণ্ড বলেন শুন ওহে দেবপতি ॥
অখিলের নাথ তুমি দেব দেবেশ্বর।
বিপন্নজনের দেব সদা দুঃখ হর ॥
আপনি আমারে নাথ মহত্ত্ব দেখালে।
আমারে মাগিতে বর আপনি কহিলে ॥
আপনি আমারে হরি দিলে হে দর্শন।
অতএব অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥
তোমার অভয় পদ নয়ন-গোচরে।
প্রয়োজন কিবা আছে বল অন্য বরে ॥
অতএব কহি শুন কমললোচন।
পুণ্যশ্লোক শিরোমণি দেব নারায়ণ ॥
তথাপি তোমারে মায়া ইচ্ছা দেখিবারে।
যে হেতু করয়ে ভেদ দেবতা-নিকরে ॥
সকল বস্তুতে ভেদ তোমার যে করে।
অতএব সেই মায়া দেখাও আমারে ॥
সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
এইরূপে মার্কণ্ডেয় করে জিজ্ঞাসন ॥
সে কথা শুনিয়া তবে জগৎ ঈশ্বর।
হাসিয়া ঋষির প্রতি করেন উত্তর ॥
শুন কহি হে মার্কণ্ড আমার বচন।
যা কহিলে তাই হবে ওহে মতিমান ॥
এত কহি বদরিকা আশ্রমেতে গেল।
মার্কণ্ডেয় মহাঋষি আশ্রমে রহিল ॥
আশ্রমে থাকিয়া ঋষি করেন চিন্তন।
সর্ব্বত্রে হরিকে চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
মনোময় দ্রব্য দিয়া তাহারে পূজয়।
কখন বা প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হয় ॥
কখন পূজিতে হরি হয় সে বিস্মৃত।
এইরূপে মুনিবর হ'লে সমাহিত ॥
একদিন সন্ধ্যাকালে সেই মুনিবর।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বসি শিলাপর ॥
মনে মনে নারায়ণে করয়ে চিন্তন।
হেনকালে ঝড় বাত্যা আইল তখন ॥ (২)
মহাশব্দে মহাঝড় বহিতে লাগিল।
মহা উচ্চৈঃস্বরে তবে তর্জ্জন করিল ॥

১। তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন, নিয়ম এবং আমাতে বিচলিত ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছ।

২। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, আত্ম প্রভৃতি সর্ব্বত্রেতে হরিকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তদন্তর মেঘমালা হয় দরশন।
বিদ্যুতের চকমক বিষম গর্জ্জন ॥
চারিদিকে অক্ষসম বৃষ্টি বরিষয়।
তদন্তর শুন সবে যাহা দৃষ্টি হয় ॥
ভয়ের আকর মহা নক্র সমন্বিত।
মহাশব্দ সম্পন্ন আবর্ত্ত বিঘূর্ণিত ॥
চারিদিকে তরঙ্গিত চারিটি সাগর।
গরাসিছে সেই ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
তবে মুনি আপনাকে আর প্রাণিগণে।
মহাবৃষ্টি প্রচণ্ড সে বায়ু দরশনে ॥
দেখিল সকলে হয় বিদ্যুৎ পীড়িত।
জলে মগ্ন দেখি ধরা হয় ব্যাকুলিত ॥
অন্তরে হইল মহা ভয়ের উদয়।
পরে শুন মুনিগণ কথা সমুদয় ॥
বায়ুতে ঘূর্ণিত জল তরঙ্গ ভীষণ।
এইরূপে মহাসিন্ধু হয় দরশন ॥
ধারা বরিষণ করে যত মেঘদল।
ক্রমে পরিপূর্ণ হয় ধরণীমণ্ডল ॥
একেবারে পৃথিবীকে করে আচ্ছাদন ॥ (১)
পরেতে ত্রৈলোক্য হয় জলেতে মগন ॥
কেবল সে মহামুনি একাকী রহিল।
মস্তকের জটা সব বিস্তার করিল ॥
জড় ও অন্ধের সম করেন ভ্রমণ।
দেখিতে না পান কিছু মেলিয়া নয়ন ॥
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে আকুল হৃদয়।
পিপাসায় একেবারে অস্থির যে হয় ॥
মৎস্য ও মকরে তারে করে জ্বালাতন।
তরঙ্গ বায়ুতে বহু পায় সে ঘর্ষণ ॥
মহা পরিশ্রমে দেহ হইল কাতর।
আকাশ পৃথিবী জ্ঞান নাহি হয় তার ॥
মহাশব্দ করি মুনি করেন ভ্রমণ।
কোনমতে দিক সব নহে দরশন ॥

১। দ্বীপ বর্ষ পর্ব্বত সকলের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিল।

সাগর জলেতে মগ্ন কভু মুনিবর।
কখন দংশন করে কুম্ভীর মকর ॥
কখন বা হন তিনি তরঙ্গে তাড়িত।
কভু ভয় কভু দুঃখ সুখ উপনীত ॥
ব্যাধিত পীড়িত হ'য়ে কভু মৃত প্রায়।
এইরূপ মুনিবর আকুল হৃদয় ॥
বিষ্ণুর মায়াতে আত্মা আচ্ছন্ন করিল।
সাগরের জলে ঋষি ভ্রমিতে লাগিল ॥
এইরূপে কতকাল সেই ঋষিবর।
অবস্থিতি করে সেই জলের উপর ॥
একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পরেতে দেখিল সেই সাগর মাঝেতে ॥
পৃথিবী উন্নত ভাগে হয় দরশন।
ফল পুষ্প ক্ষুদ্র বট পূর্ণিত তখন ॥
বৃক্ষের ঈশান কোণে দেখে মুনিবর।
পত্রপুটে এক শিশু নিদ্রায় কাতর ॥
অন্ধকার নাশে সেই শিশুর প্রভায়।
মনোহর কিবা কান্তি প্রকাশিত তায় ॥
মহা মরকত সম শ্যামল বরণ।
মনোহর সুন্দর সে কমল বদন ॥
কম্বু তুল্য গ্রীবা তার পরম সুন্দর।
সুবিশাল বক্ষঃ তার অতি মনোহর ॥
কি সুন্দর যুগ্ম ভুরু হয় দরশন।
অলকা শোভিত হয় সুন্দর বদন ॥
মনোহর কর্ণদ্বয় কুণ্ডলে শোভিত।
দাড়িম্ব পুষ্পেতে তাহা রয়েছে রঞ্জিত ॥
কিবা সেই সুমধুর হাস্য দরশন।
অধরের কান্তি হয় অরুণ বরণ ॥
হে বিপ্রেন্দ্র কহি শুন অপূর্ব্ব ভারতী।
হেরিলেক ঋষি সেই শিশু অল্পমতি ॥
নিজ হস্তে পদাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ।
আনন্দেতে সেই শিশু করিছে লেহন ॥
তাঁহারে দেখিয়া ঋষি আশ্চর্য্য হইল।
তারে হেরি ঋষিবর বিস্ময় মানিল ॥

তাহাতে যে পরিশ্রম দূরীকৃত হয়।
হৃদপদ্ম বিকসিত হয় সে সময় ॥
সমস্ত শরীরে লোম হর্ষিত হইল।
অত্যাশ্চর্য্য রূপ হেরে শঙ্কা উপজিল ॥
তথাপি সে মুনিবর জিজ্ঞাসিতে তায়।
দ্রুতপদে সেইস্থানে শীঘ্রগতি যায় ॥
যখন সে ঋষিবর করিল গমন।
শিশুর নিশ্বাসে হয় মশক যেমন ॥
প্রবৃত্ত হইল তার শরীর ভিতর।
বিস্ময়েতে মগ্ন ঋষি হয় তদন্তর ॥
তথায় সে মুনিবর করে দরশন।
পূর্ব্বমত বিশ্ব সব বিন্যস্ত তখন ॥
আশ্চর্য্য হইল ঋষি দৃশ্যে মুগ্ধ হয়।
দিবাতে প্রকাশ বিশ্ব দেখে সমুদয় ॥
তথায় হেরিল ঋষি গিরি হিমালয়। (১)
পুস্তবহা নদী আর আশ্রম দেখয় ॥
এইরূপ দেখে বিশ্ব শিশুর অন্তরে।
তারপর শ্বাসপথে আইল বাহিরে ॥
প্রলয় সাগরে তবে হইল পতন।
পৃথিবীর উচ্চদেশ হয় দরশন ॥
বটবৃক্ষ পত্রপুটে বালকে হেরিয়া।
একেবারে ঋষিবর আনন্দ হইয়া ॥
পরে সে বালক করিবারে আলিঙ্গন।
তাহার নিকটে তবে করিল গমন ॥
অমনি সে যোগেশ্বর সেই স্থান হ'তে।
অন্তর্দ্ধান হইলেন মুনির সাক্ষাতে ॥
তদন্তর বটজলে অন্তর্হিত হয়।
পূর্ব্বমত মুনিগণ নিজাশ্রয়ে যায় ॥

১। আকাশ অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্ব্বত-নিকর, সাগর সমুদয়, দ্বীপসমূহ, বর্ষনিকর, দিনচয়, আকরসমূহ, খেটসমূহ, বজ্রসমূহ, আশ্রমবর্গ, বৃত্তিসকল, মহাভূত নিকর, ভৌতিক পদার্থসমূহ, কাল, যুগ, কল্প যাহা কিছু লোকযাত্রার করণীভূত অন্য দ্রব্য ইত্যাদি বিশ্বকে দিবাদ্বারা প্রকাশিত দর্শন করিলেন।

ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মায়া দর্শন সমাপ্ত।

অথ মায়া-বৈভব।

শৌনকাদি ঋষি তবে কহে সূত প্রতি।
তদন্তর কি প্রসঙ্গ করে মহামতি ॥
সূত কহে শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
মায়াতে নির্ম্মিত বিশ্ব জানিল তখন ॥
যোগমায়ার মায়া সব জানিতে পারিল।
বিষ্ণুর চরণে তবে শরণ লইল ॥
মার্কণ্ডেয় কহে হরি তুমি দয়াময়।
যে পদে বিপন্নজন পায় হে অভয় ॥
সেই পাদমূলে আমি হইনু শরণ।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগতের জন ॥
জগতে প্রকাশ সদা সেই মায়া হয়।
তাহাতে পণ্ডিতগণ সদা মুগ্ধ রয় ॥
এইরূপে মার্কণ্ডেয় দৃঢ় করি মন।
করিতে লাগিল ক্রমে কালের যাপন ॥
একদিন ভগবান পার্ব্বতীর প্রতি।
দেবগণ বেষ্টিত আর রুদ্রাণী সংহতি ॥
আকাশে ভ্রমণ করে বৃষ আরোহণে।
ঋষিবরে দরশন করে সেইক্ষণে ॥
ঋষিরাজে অনন্তর হেরিয়া পার্ব্বতী।
বিনয়েতে কহে তবে শঙ্করের প্রতি ॥
হেন ভূতনাথ এই মহাঋষিবর।
আত্মা মন ইন্দ্রিয়ের সংযমে তৎপর ॥
সংযত করিয়া সবে অবস্থিতি করে।
ঝটিকার অবসানে যেরূপ সাগরে ॥
মৎস্যাদি জলজন্তু স্থিরভাবে রয়।
সেইমত ঋষিবর দেখহ আছয় ॥
অতএব উমাপতি ধরহ বচন।
তপস্যার ফল এরে দাও এইক্ষণ ॥

ভবানীর কথা শুনি দেব মহেশ্বর।
হাস্যাননে মৃদুভাষে করেন উত্তর॥
কোন ফল বাঞ্ছা নাহি করে ঋষিবর।
অন্য কি কহিব আমি শুনহ অপর॥
মুক্তি বাঞ্ছা নাহি ওর শুনহ পার্ব্বতী।
চলহ ঋষির সহ কহিব ভারতী॥
সাধু সমাগত এই জগতের সার।
শ্রেষ্ঠলাভ সবাকার কহিল ঈশ্বর॥
এই কথা কহি হর ঋষিপাশে যায়।
কিন্তু ঋষি সেই স্থানে স্থিরভাবে রয়॥
যে হেতু অন্তর বৃত্তি রুদ্ধ করেছিল।
বিশ্ব আত্মা দুইজনে কিছু না জানিল॥
জগতের আত্মা সেই পরম কারণে।
ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞান কিছু নাহি জানে॥
তাহা জানি মহেশ্বর যোগমায়া বশে।
প্রবেশ করিল তার হৃদয় আকাশে॥
বায়ু যথা ছিদ্রপথে করয়ে গমন।
সেইমত ভোলানাথ করেন পয়ান॥
তড়িত সদৃশ সেই মহা জটাধর।
ত্রিনয়ন দশভুজ পরা বাঘাম্বর॥
প্রভাতি ভাস্কর সম উন্নত হৃদয়।
অস্ত্রধারী (১) মহেশ্বরে দেখে যে সময়॥
আপন হৃদয় মাঝে শরীর ভিতরে।
অকস্মাৎ আবির্ভূত দেখিল শঙ্করে॥
বিস্ময় মানিল ঋষি কহিল তখন।
কোথা হ'তে এইরূপ আসিল এখন॥
এই ভাবি সমাধি যে তখনি ছাড়িল।
নিমীলিত আঁখি মুনি খুলিয়া দেখিল॥
দেবগণ সহ আর দেবী ভগবতী।
আসিয়াছে এইখানে দেব উমাপতি॥
তবে ঋষি নতশিরে করে নমস্কার।
স্বাগত জিজ্ঞাসা তবে করে তদন্তর॥

স্বগণ সহিত দেবে করিল পূজন।
কতকত মহাদেবে করিল স্তবন॥
তুমি দেব সর্ব্বেশ্বর আত্মার কারণ।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে হও বিভূষণ॥
মুনির স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
হইয়ে প্রসন্ন চিত্ত কহে তদন্তর॥
হাসিতে হাসিতে দেব কহিতে লাগিল।
মাগ বর ঋষিবর হইবে মঙ্গল॥
বরদাতার অধীশ্বর আমারে জানিবে।
মোদের দর্শন কভু নিষ্ফল না হবে॥
মনেতে জানিবে তুমি মানব-নিচয়।
আমাদের নিকটে যে সবে মুক্তি পায়॥
যে সকল দ্বিজ হয় সদা সদাচার।
নিষ্কাম অন্তরে আর শূন্য অহঙ্কার॥
দয়াপাত্র হয় সেই যত প্রাণিগণ।
আপনার ভক্ত যত হয় শত্রুহীন॥
তবে তাহাদের প্রতি লোকপালগণ।
সর্ব্বদা তাদের করে বন্দনা অর্চ্চন॥
কেবল সে লোকপাল নহে মহামতি।
আমি ব্রহ্মা আর সেই জগতের পতি॥
আমার বন্দনা যাঁর করিছে অর্চ্চন।
তোমারে কহিনু এবে বিশেষ বচন॥
এই সব সদাচারী দ্বিজগণ যত।
আমি হরি ব্রহ্ম আত্মা অন্য জীব কত॥
কিছুমাত্র ভেদ তাহে নহে দরশন।
অতএব তোমারে আমি করিব ভজন॥
জলময় নদনদী তীর্থ কভু নয়।
শিলাময় শালগ্রাম দেব নাহি হয়॥
পবিত্র করিতে পারে তারা বহুকালে।
কিন্তু তোমাদের দৃশ্যে সদা মুক্তিফলে॥
দ্বিজপদে আমি সদা করি নমস্কার।
কি আর কহিব ঋষি এই কথা সার॥
একান্ত চিত্তেতে যেই করে আলোচন।
বাক্যাদি সংযম আর করে অধ্যয়ন॥

১। শূলী, শরাসন, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, অক্ষিনাম ডমরু, কৃপাণ, পরশু ইত্যাদি অস্ত্রধারী।

সেইজন ধরে মন বেদ রূপময়।
কহিলাম সেই কথা এখন তোমায়॥
আর এক কথা শুন ওহে ঋষিবর।
তব নামে উদ্ধারিবে পাপী যত নর॥
তোমাদের দেখি যত মহাপাপীগণে।
অনায়াসে মুক্তি তারা পাবে সেইক্ষণে॥
সূত কহে শৌনক আদি শুন বিবরণ।
শঙ্করের ধর্ম্ম বাক্য করিয়ে শ্রবণ॥
বহু কষ্ট পায় ঋষি বিষ্ণুর মায়ায়।
মহেশের বাক্যে তাহা বিদূরিত হয়॥
চঞ্চল মানস তার সুস্থির হইল।
করযোড়ে শিব প্রতি কহিতে লাগিল॥
হে ঈশ্বর এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়।
জগৎ ঈশ্বর করে শাসন যাহায়॥
তিনি তাঁহাদের করে কেন বা স্তবন।
এ লীলা বুঝিতে বল পারে কোনজন॥
ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে সেই ধার্ম্মিকেরগণ।
নিজে নিজে করে তারা ধর্ম্ম আচরণ॥
ইহাতে আমার এই হয় অভিপ্রায়।
বর্ত্তমান কার্য্য হয় আপন মায়ায়॥
যথা ভাণকারী ব্যক্তি নিজে ভাণ করে।
সেইমত ভগবান নিজ মায়া ধরে॥
খর্ব্ব করিবারে পারে আপন প্রভাব।
তব মায়া মহেশ্বর নাহিক অভাব॥
মন দ্বারা এই বিশ্ব করিয়া সৃজন।
আত্মারূপে অভ্যন্তরে কর প্রকাশন॥
স্বপ্ন দেখি মানবেরা যেইরূপ হয়।
সেইমত কর্ত্তারূপে তোমারে দর্শয়॥
গুণের নিয়ন্তা তুমি ত্রিগুণ ধারক।
অদ্বিতীয় একমাত্র বিশ্বের পালক॥
সকলের গুরুনাথ ব্রহ্ম মূর্ত্তিধর।
ভগবান তব পদে করি নমস্কার॥
অতএব ভবপতি তোমার দর্শন।
ইহাই পরম বর শুন ভগবান॥

আর কিবা বর আমি প্রার্থনা করিব।
চরণ দর্শনে নাথ পবিত্র হইব॥
তথাপি বাসনা মম করহ পূরণ।
যেন তব পদে ভক্তি থাকে অনুক্ষণ॥
আর তব ভক্তগণে যেন ভক্তি রয়।
আমার প্রার্থনা এই শুন দয়াময়॥
সূত কহে শৌনকাদি করহ শ্রবণ।
মুনিবর এইরূপে করিল পূজন॥
বহু স্তব করে তথা বেদ অনুসারে।
ভগবান কহে তারে পরম আদরে॥
ওহে মহাঋষি ধর আমার বচন।
মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ॥
দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ আমারে জানিবে।
আমা হতে মানবের মুক্তিলাভ হবে॥
হে মহর্ষি কহি আমি বিশেষ বচন।
মহাপুরুষের ভক্ত তুমি একজন॥
সমুদয় কল্প যবে শেষ হ'য়ে যাবে।
তেজস্বী তোমার কীর্ত্তি বিরাজ করিবে॥
ত্রৈকালিক জ্ঞান হবে অজর অমর।
পুরাণে আশ্চর্য্য হবে তুমি মুনিবর॥
এইরূপে মুনিবরে বর করি দান।
ভগবতী সহ তবে করিল প্রস্থান॥
মার্কণ্ডেয় তপস্যাদি করি কার্য্য যত।
ভগবান মায়া যাহা দেখিলে অদ্ভুত॥
সেই সব কথা দেব কহে দেবী আগে।
তবে সেই ঋষি মত্ত হয় মহাযোগে॥
কি আর কহিব শুন ওহে ঋষিবর।
ভাগবত মধ্যে তিনি হইলেন প্রবর॥
হরিতে একান্ত ভক্তি তাঁহার হইল।
পৃথিবীর মাঝে সদা ভ্রমিতে লাগিল॥
অদ্ভুত সে মায়া মুনি করিল দর্শন।
তোমার নিকটে তাহা করিনু বর্ণন॥
যাহারা মানব স্পষ্ট নহে অবগত।
প্রলয় স্বরূপ মায়া থাকয়ে অজ্ঞাত॥

মার্কণ্ডেয় অনুভূত এই মহামায়া।
বহুকাল প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র ছায়া॥
আর যারা এই মায়া হয় অবগত।
তারা বলে ক্ষণমাত্র হয় সমাগত॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
সংসার যাতনা তার না হয় কখন॥
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
কর্ণপথে পিয়ে তাহা যত সাধু নর॥
সাগরের মন সাধ পূর্ণ যে হইল।
বদন ভরিয়া সবে হরি হরি বল॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে মায়া বৈভব সমাপ্ত।

অথ ক্রিয়াযোগ কথন।

শৌনকাদি মুনি কহে ওহে সূতবর।
কহিলে বিশেষ তত্ত্ব মোদের গোচর॥
মহাবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ তুমি মহামতি।
জিজ্ঞাসিব এক কথা তোমারে সম্প্রতি॥
কেবল চৈতন্যময় দেব নারায়ণ।
তান্ত্রিকেরা যেইকালে করে উপাসন॥
নানামতে তারা কেন কল্পনা করয়।
সেই কথা আমাদের কহ মহাশয়॥
যে কার্য্য করিলে জীব নির্ব্বাণ লভয়।
সেই কথা এবে সূত কহ সমুদয়॥
ক্রিয়াযোগে জানিবারে মনে ইচ্ছা হয়।
সে কথা আমারে দেব কহ কৃপাময়॥
সূত কহে গুরুদেব করি নমস্কার।
সে কথা কহিব আমি নিকটে তোমার॥
বেদ তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি কথন।
ব্রহ্মাদি আচার্য্য যাহা করিল বর্ণন॥
সেই কথা মন দিয়া কহ মুনিবর।
নির্ম্মিত বিরাট মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর॥
তাহাতে ভুবনত্রয় দরশন হয়।
চেতন বিশিষ্ট তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
বিরাট পুরুষ রূপ ইহাই জানিবে।
পৃথিবী ইহার পদ শুন কহি তবে॥
স্বর্গলোক ইহার যে মস্তক গঠন।
আকাশ ইহার নাভি সূর্য্য যে নয়ন॥
বায়ু সে নাসিকা হয় দিক সে শ্রবণ।
প্রজাপতি মেঢ্র হয় শুন বিবরণ॥
কাল সে আপনি বায়ু শুন মহামতি।
লোকপাল দুই বাহু মন নিশাপতি॥
যুগ্মভ্রুরু হয় যেন রবির নন্দন।
জ্যোৎস্না জানিবে তাঁর সুদৃশ্য দশন॥
লজ্জা ভোগ অধরোষ্ঠ ভ্রম হাস্য হয়।
বৃক্ষরাজ লোম তাঁর কেশ মেঘময়॥
ভূলোক মানব দেহ যেরূপ নির্ম্মাণ।
আপনার সাত বিঘত দেহ পরিমাণ॥
সেরূপ বিরাট দেহ নির্ম্মিত জানিবে।
সপ্ত বিঘত তাহা পরিমিত হবে॥
কৌস্তুভ ধারণচ্ছলে চৈতন্য ধারণ।
ইহাকেই কহে লোকে বিশুদ্ধ জীবন॥
সাক্ষাৎ শ্রীবৎস যাহা হৃদয়ে ধারণ।
তাহাই প্রতিভা হয় বিশ্ব-বিমোহন॥
বনমালা রূপে তিনি স্বীয় মায়াধরা।
আর শুন ছন্দোময় পীতবাস পরা॥
আর যে করেন তিনি প্রণব ধারণ।
ব্রহ্মসূত্র রূপ তাঁর ত্রিমাত্র তখন॥
সাংখ্যযোগরূপ কর্ণে কুণ্ডল মকর।
মস্তকেতে ব্রহ্মপদ শির অলঙ্কার॥
বসিয়া আছেন সেই অনন্ত আসনে।
তাহা হয় জ্ঞান আদি যুক্ত সত্ত্বগুণে॥
প্রাণতত্ত্বরূপ গদা করেন ধারণ।
জলতত্ত্ব পদ্ম তেজতত্ত্ব সুদর্শন॥
অসিচর্ম্ম আকাশের তত্ত্ব তমোময়।
কালরূপ শার্ঙ্গধনু জানিবে নিশ্চয়॥
কর্ম্মময় তূণীর তার হস্তেতে ধারণ।
বাণরূপ হয় সেই ইন্দ্রিয়াদিগণ॥

ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন রথ তার হয়।
পঞ্চতন্মাত্রা রূপ কহিনু তোমায়॥
মুদ্রাদ্বারা অভয়াদি রূপের প্রকাশ।
সবিতৃমণ্ডল এর পূজার আবাস॥
দীক্ষাতেই আত্মার যে সংস্কার হয়।
ভগবৎ পরিচর্য্যা স্বীয় পাপক্ষয়॥
এইরূপ দ্বিজবর জানিও সকল।
আর আর কথা শুন হইবে মঙ্গল॥
হস্তস্থিত লীলা পদ্ম যাহা দৃশ্য হয়।
ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণ জানিবে নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম আর যশঃ তার ব্যজন চামর।
ছত্ররূপ হয় তাঁর বৈকুণ্ঠ নগর॥
অভয় কৈবল্যধামে সদা বাস করে।
কহিলাম তত্ত্বকথা জানিও অন্তরে॥
গরুড় বাহন তাঁর হয় বেদত্রয়।
স্বয়ং সে যজ্ঞরাজ কহিনু নিশ্চয়॥
আর শুন দ্বিজবর অপূর্ব্ব কথন।
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আর সঙ্কর্ষণ॥
এই চারি পরমূর্ত্তি জানিহ নিশ্চয়।
এই মূর্ত্তি-ব্যূহ যাহা বেদে উক্তি হয়॥
দেবতা কারণ এই হয় ভগবান।
নিজ মহাতত্ত্ব পূর্ণ রহে সর্ব্বস্থান॥
আপন মায়াতে বিশ্ব করেন সৃজন।
তাহার মায়ায় পুনঃ হয় বিনাশন॥
এই হেতু ব্রহ্ম আদি নামে খ্যাত হয়।
জ্ঞানরূপ ভক্তজনের আত্মাতেই রয়॥
হে কৃষ্ণ অর্জ্জুন সখা বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ।
বিঘ্নকারী ক্ষত্রবংশ তোমা হ'তে নষ্ট॥
হে গোবিন্দ তব যশ গায় সর্ব্বজন।
নারদাদি ঋষি যত করেন চিন্তন॥
গোপকুল নারী যত তব যশ গায়।
শ্রবণে তোমার নাম পবিত্র হৃদয়॥
ভক্ত রক্ষাকারী হরি দেব নারায়ণ।
শয্যা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন॥
তোমার চরিত্র বার্ত্তা কহে একমনে।
সেই যায় শীঘ্রগতি বিষ্ণুর সদনে॥
অবিলম্বে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত সেই হয়।
দাস ভাবে রাঙ্গাপদে মতি যেন রয়॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে ক্রিয়াযোগ সমাপ্ত।

অথ প্রথমাবধি স্কন্ধসমূহের কার্য্য সঙ্কলন।

সূত কহে ধর্ম্মপদে প্রণতি বিস্তর।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে আমি করি নমস্কার॥
অসংখ্য প্রণতি করি দ্বিজের চরণে।
সনাতন ধর্ম্ম আমি কহিব এক্ষণে॥
যে সকল কথা মোরে সবে জিজ্ঞাসিলে।
শ্রবণের যোগ্য যাহা সকলে শুনিলে॥
কহিলাম তত্ত্বকথা ব্যাসের কৃপায়।
কৃষ্ণের চরিত্র যত কহিনু হেলায়॥
অদ্ভুত সে লীলা কথা করিনু বর্ণন।
ভগবান হৃষীকেশ সেই নারায়ণ॥
ভক্তপতি মহামতি পাপনাশকারী।
সর্ব্বত্রেতে বিরাজেন মুকুন্দ মুরারী॥
তাঁহার স্বরূপ আমি কহিনু সবায়।
জগৎ উৎপত্তি স্থিতি যাহাতে প্রলয়॥
তোমাদের কাছে যাহা করিনু বর্ণন।
ভক্তিযোগে তদাশ্রয় বৈরাগ্য কথন॥
মম পাশে অবহেলে শ্রবণ করিলে।
পরীক্ষিৎ উপাখ্যান সকলে শুনিলে॥
নারদের উপাখ্যান অপূর্ব্ব কাহিনী।
শুকদেব সহ পরীক্ষিৎ নরমণি॥
সে সব সংবাদ আমি কহিয়াছি এবে।
পরীক্ষিতের প্রাণত্যাগ শুনিয়াছ সবে॥
মহানন্দে যে সকল করিনু বর্ণন।
বিদুর উদ্ধবে যত কথোপকথন॥
বিদুর মৈত্র যে কহে সংবাদ সকল।
পুরাণ সংহিতা যত কর্ম্মাদি মঙ্গল॥

যে সকল শুনিয়াছ আমার বদনে।
প্রাকৃতিক স্বর্গ যত জেনো সর্ব্বজনে॥
সপ্তস্বর্গ বিকারস্বর্গ ব্রহ্মার উৎপত্তি।
বিরাট পুরুষ করে ব্রহ্মাণ্ডেতে স্থিতি॥
তাদের স্বরূপ আমি কহিনু পূর্ব্বেতে।
স্থূল সূক্ষ্ম কাল গতি নাভি পদ্ম হ'তে॥
ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় শুন সারোদ্ধার।
সমুদ্র হইতে এই পৃথিবী উদ্ধার॥
মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এই সব কথা আমি করেছি বর্ণন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সৃষ্টি যাতে হয়।
স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্ট যাতে সমুদয়॥
রূপ বিদ্যা প্রকৃতি যে হ'য়েছে বর্ণিত।
ভগবান মহামুনি কপিল ভারত॥
দেবাহূতি সহ তার কথোপকথন।
নরব্রহ্ম সমুৎপত্তি দক্ষের মোক্ষণ॥
পৃথুর চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত।
এ সকল কথা পূর্ব্বে হ'য়েছে কথিত॥
নারদ সংবাদ প্রিয়ব্রত উপাখ্যান।
ভরত চরিত পূর্ব্বে হ'য়েছে কথন॥
দ্বীপ সমুদ্র পর্ব্বত বর্ষ স্রোতস্বতী।
কহিয়াছি অপূর্ব্ব সে এ ভব ভারতী॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এদের বিষয়।
জ্যোতিশ্চক্রের স্থল পাতাল সমুদয়॥
নরকের স্থান যত করেছি বর্ণন।
কহিয়াছি প্রজাপতি দক্ষের জনম॥
দক্ষসুতার সন্তান প্রচেতা হইতে।
দেবাসুর নর নাগ জন্ম তাহা হ'তে॥
তির্য্যক ও খগাদির উৎপত্তি বর্ণন।
বৃত্রাসুর জন্ম নাশ দিতি পুত্রগণ॥
দৈত্যরাজ উপাখ্যান প্রহ্লাদ চরিত্র।
অপূর্ব্ব কাহিনী সব হ'য়েছে বর্ণিত॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ আর যত মন্বন্তর।
হয়গ্রীবা আদি সব বিষ্ণু অবতার॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ রূপ সে বামন।
অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন॥
মহাযুদ্ধ অসুর সহ ময় দেবগণ।
ইক্ষাকুর জন্ম আর বংশের কীর্ত্তন॥
প্রদ্যুম্ন রাজার বংশ ইলা উপাখ্যান।
তারা আর সূর্য্যবংশ সর্ব্বাদি কথন॥
নৃপ রাজার কাহিনী যে বংশের বিস্তার।
রামচন্দ্র কাকুস্থ সৌভরি সাগর॥
যাহাতে সবার হয় পাপের মোচন।
জনকের উৎপত্তি আর নিমি বিনাশন॥
পৃথিবী নক্ষত্র হয় পরশুরাম হাতে।
কহিয়াছি সেই সব সবার সাক্ষাতে॥
ঐল সোমবংশ আর ভরত যযাতি।
দুষ্মন্ত নহুষ সে শান্তনু মহামতি॥
তাহাদের পুত্রগণ যযাতি তনয়।
যদুবংশাবলী যত আছে সমুদয়॥
যেই বংশে নারায়ণ জনম লভিল।
বসুদেব গৃহে হরি উদ্ভব হইল॥
নন্দালয়ে নন্দগৃহে হইয়া উদয়।
অঘাসুরঘাতী সেই দেব দয়াময়॥
শিশুকালে পুতনায় করিল নিধন।
তৃণাবর্ত্ত আদি করি দৈত্য বিনাশন॥
ব্রহ্মকৃত বৎস্য চৌর্য্য আদি কার্য্য যত।
ধেনুক প্রলম্বে পরে করিল নিহত॥
দাবাগ্নি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ।
নন্দের মোক্ষণ আর কালীয় দমন॥
বিপ্র অনুতাপ যজ্ঞ পত্নীর সন্তোষ।
ব্রহ্মচর্য্য কন্যাগণের কহিনু বিশেষ॥
ইন্দ্র আর সুরভীর যজ্ঞ বিবরণ।
উদ্ধার করিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন॥
নিশাতে করয়ে ক্রীড়া লইয়া যুবতী।
কেশরী নিধন শঙ্খচূড়ের দুর্গতি॥
পরে ব্রজপুরে হয় অক্রুরাগমন।
ব্রজ স্ত্রী বিলাপ রাম কৃষ্ণের গমন॥

গজ মুষ্টিক চাণুর ও কংসের বিনাশ।
মথুরা দর্শন আদি গুরুগৃহে বাস॥
মৃত গুরুপুত্রে আনি প্রদান করিল।
জরাসন্ধ আক্রমণ সৈন্য বিনাশিল॥
যবন নৃপতি বধ কুশস্থলী বাস।
স্বর্গের সুধর্ম্মা পুরী করেছি প্রকাশ॥
পারিজাত হরণ রুক্মিণী পরিণয়।
মহাযুদ্ধে মহাদেব হয় পরাজয়॥
বাণ-ভুজচ্ছেদ তার তনয়া হরণ।
পরে বহু রাজগণে করিল হনন॥
এ সকল কথা আমি করেছি প্রকাশ।
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে ভূপতি বিনাশ॥
আর বলিয়াছি বারাণসীর দাহন।
বিপ্রশাপে যদুবংশ সমূলে নিধন॥
বাসুদেব উদ্ধব সংবাদ মনোহর।
আত্মজ্ঞান কর্ম্ম আদি শ্রুতি সুখকর॥
যোগ প্রভাবেতে মর্ত্ত্যলীলা ত্যাগ কৈল।
তোমাদের কাছে তাহা কথিত হইল॥
যুগধর্ম্ম কলিধর্ম্ম সকল প্রলয়।
পরীক্ষিৎ দেহত্যাগ কার্য্য সমুদয়॥
বেদের বিভাগ মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান।
অদ্ভুত কাহিনী সব হ'য়েছে বর্ণন॥
ঈশ্বরের লীলা আদি যত অবতার।
কর্ম্ম আদি সমুদয় করিয়ে বিস্তার॥
তোমাদের নিকটেতে করেছি কীর্ত্তন।
অদ্ভুত কাহিনী এবে করহ শ্রবণ॥
যদি কোনজন হয় পতিত স্খলিত।
ক্ষুধায় বিবশ অঙ্গ হইয়ে পীড়িত॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে উচ্চারণ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত তবে হয় সেইজন॥
যে ব্যক্তি শ্রবণ করে প্রভাব তাঁহার।
নাম কর্ম্ম কীর্ত্তন যে করে বার বার॥
ভগবান তার চিত্তে প্রবেশ করয়।
বহুবিধ পাপ তার সদ্য বিনাশয়॥

সূর্য্য যথা প্রকাশিয়া নাশে অন্ধকার।
অতি বাতে মেঘ যথা ধায় স্থানান্তর॥
সেইমত মানবের পাপের মোচন।
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে জানিবে তখন॥
যে কথাতে পুরুষের নাম মাত্র নাই।
সে সকল মিথ্যাময় জানিবে তাহাই॥
ভাগবত গুণ যাতে প্রকাশিত হয়।
সত্য মঙ্গল তাহা হয় পুণ্যময়॥
যাতে শ্রীকৃষ্ণের আছে যশের কথন।
রমণীয় হয় আর সর্ব্বদা নূতন॥
মনেতে উৎসাহ তাহে হয় বার বার।
শুষ্ক হয় মানবের দুঃখের সাগর॥
অপরেতে বিপ্রগণ করহ শ্রবণ।
সর্ব্বশুভঙ্কর সেই দেব নারায়ণ॥
তাঁহার মাহাত্ম্য যত শুনিলে সকল।
এখন কহিব বাক্য পরম মঙ্গল॥
ভগবান প্রকাশিল লীলা মনোহর।
তাহাতে নিমগ্ন সদা যাহার অন্তর॥
পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস।
পুরাণ সংহিতা ভবে করিল প্রকাশ॥
তার পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে।
মহাজ্ঞানী ভাগবত আনে অবনীতে॥
তাঁর পদে অসংখ্য যে আমার প্রণতি।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথমাবধি স্কন্ধ-সমূহের কার্য্য সঙ্কলন সমাপ্ত।

অথ শ্লোক সংখ্যা।

সূত কহে মুনিবর করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র যম মরুত বরুণ॥
দিব্য স্তুতি করিবারে স্তবন করয়।
সামবেদী যাঁর গীতে সদা মত্ত রয়॥
যোগিগণ ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ।
আপন হৃদয়ে যাঁরে করেন দর্শন॥

অন্ত নাহি পায় যাঁর সুরাসুর যত।
তাঁর পদে প্রণিপাত করি শত শত ॥
যাঁহার নিশ্বাসে সবে হ'তেছে পালন।
পরে শুন মুনিগণ পূর্ব্ব বিবরণ ॥
পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয় ভাগবত সার।
ইহার শ্রবণে হয় পুণ্যের সঞ্চার ॥
ইহার শ্রবণ পাঠে হয় যে মহত্ত্ব।
এইক্ষণে কহি আমি সেই সব তত্ত্ব ॥
ব্রহ্ম পুরাণে দশ সহস্র শ্লোক হয়।
পদ্মে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র নির্ণয় ॥
বিষ্ণুপুরাণে শ্লোক তের হাজার জানিবে।
চতুর্ব্বিংশ সহস্র শিব পুরাণে শুনিবে ॥
ভাগবত অষ্টাদশ সহস্র নির্ণয়।
নারদপুরাণে পঞ্চবিংশ সহস্র হয় ॥
মার্কণ্ডেতে নয় সহস্র শ্লোক যে উক্ত।
অগ্নিতে পনর হাজার চারি শ' উক্ত ॥
চৌদ্দ হাজার পঞ্চশত ভবিষ্যপুরাণে।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অষ্টাদশ সহস্র কথনে ॥
এগার হাজার লিঙ্গ পুরাণেতে হয়।
বরাহে চব্বিশ হাজার জ্ঞাত সুনিশ্চয় ॥
একাধিক শতাধিক একাশী হাজার।
স্কন্ধ পুরাণের শ্লোক গণন প্রকার ॥
দ্বি-পঞ্চ সহস্র ধরে কমল পুরাণ।
সতর হাজার শ্লোক কূর্ম্মে পরিমাণ ॥
চৌদ্দ হাজার হয় মৎস্য পুরাণে।
উনিশ হাজার শ্লোক গরুড় পুরাণে ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্লোক সহস্র দ্বাদশ।
সর্ব্ব পুরাণে চারি লক্ষ শ্লোক প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ভাগবত আঠার হাজার।
শুন কহি মুনি সবে প্রকাশ তাহার ॥
পিতামহ ব্রহ্ম তাঁর নাভি পদ্মে রয়।
তাঁরে দিল দয়া করি হরি দয়াময় ॥
ভাগবত আদি মধ্যে আর অবসানে।
বৈরাগ্য সংযুক্ত হরি লীলার বর্ণনে ॥
এই কথামৃত হয় অতি মনোহর।
তাহে দেবগণ সদা আনন্দ অন্তর ॥
একমাত্র আত্ম তত্ত্ব সর্ব্ব বেদসার।
অদ্বিতীয় বস্তু মাত্রে প্রয়োজন যার ॥
আর শুন মহামতি কহি সে বচন।
ভাদ্রমাসে পূর্ণিমায় অতিথি সেবন ॥
স্বর্ণ সিংহাসন সম মহাভাগবত।
দান করি একান্তেতে হও নিষ্ঠারত ॥
নিশ্চয় পরম গতি লভে সেইজন।
আর শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন ॥
অমৃত সাগর সম ভাগবত সার।
যেইজন নাহি শুনে ওহে ঋষিবর ॥
কোনমতে সেইজন সাধুর সঙ্গেতে।
সমাদর নাহি পায় এই অবনীতে ॥
এই ভাগবত হয় বেদান্তের সার।
রসনায় পান যেই করে একবার ॥
কিছুতেই তৃপ্তি তার নাহি হয় মন।
অন্য গ্রন্থ পাঠ তার সব বিড়ম্বন ॥
নদী মধ্যে যথা গঙ্গা দেব নারায়ণ।
ভক্তমধ্যে দেবতা শঙ্কর শ্রেষ্ঠ হন ॥
পুরাণের মধ্যে ভাগবত মনোহর।
ভক্তি শাস্ত্রে কিছু নাই ইহার দোসর ॥
নির্ম্মল পুরাণ ইহা বৈষ্ণবের প্রিয়।
পরমহংসের প্রাপ্য হয় অদ্বিতীয় ॥
নির্ম্মল পরম জ্ঞান ইহাতে আছয়।
পরম বিরাগ এতে আবিষ্কৃত হয় ॥
ভক্তিসহ যেইজন করয়ে শ্রবণ।
বিচার করিয়ে আর করে অধ্যয়ন ॥
চরমে পরমগতি তাহার নিশ্চয়।
মহাপাপে মহাপাপী তাহে মুক্ত হয় ॥
জ্ঞানলোকে পূর্ব্বকালে যেই মহাজন।
যতনে প্রকাশে সেই ব্রহ্মার সদন ॥
অপরে সে মহাঋষি নারদেরে দিল।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে পরে প্রদান করিল ॥

পরম আনন্দে শুকদেবে করে দান।
পরীক্ষিতে হইলেন যিনি কৃপাবান॥
দয়া করি তারে সেই উপদেশ দিল।
ব্রহ্মা শাপানলে সুধা বর্ষণ করিল॥
লোক রহিত সে শুদ্ধ পরম মঙ্গল।
জগতের হিত তরে অকাতরে দিল॥
সেই সত্যময় পদ সদা ধ্যান করি।
সর্ব্বসাক্ষী ভগবান ভবার্ণবে তরি॥
মুমুক্ষু ব্রহ্মারে যিনি হ'য়ে কৃপাময়।
প্রকাশিলা ভাগবত কথা সুধাময়॥
ব্রহ্মরূপী যোগেন্দ্র সে শুকদেব মুনি।
তাঁর পদে নমস্কার করি যোড়পাণি॥
সর্পদষ্ট পরীক্ষিতে সংসার গহনে।
মুক্ত করিলেন যিনি সুধা সঞ্চারণে॥
তাঁর পদে কোটি কোটি মম নমস্কার।
ভাগবত কথা হয় জগতের সার॥
শ্রবণে পঠনে পাপী সদ্য মুক্তি পায়।
মহাপাপী দুরাচারী বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
ভাগবত গ্রন্থ যার থাকয়ে গৃহেতে।
ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে॥
দুঃখ শোক জরা তার নহে কদাচন।
বংশবৃদ্ধি হয় তার বেদের বচন॥
অচলা হইয়ে লক্ষ্মী সেই গৃহে রয়।
কোনমতে নাহি থাকে কোন শত্রুভয়॥
অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল।
উচ্চৈঃস্বরে একবার হরি হরি বল॥
হরিনাম বিনে গতি নাহি এ সংসারে।
তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈঃস্বরে॥
সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার।
কেবল সে হরিনাম জীবের নিস্তার॥
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন।
হরি হরি হরি বল সুখে সর্ব্বজন॥
এ দীন সাগর চন্দ্র স্মরি সে চরণ।
স্থানে স্থানে ভ্রম কিছু করি সংশোধন॥
সাধুগণ পাশে মম এই নিবেদন।
নিজগুণে দোষ যেন করেন খণ্ডন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্লোকসংখ্যা সমাপ্ত।

পাঠ মাহাত্ম্য।

মুনি জনে নতি করি সূত বিজ্ঞবর।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে করি স্তুতি বহুতর॥
সম্বোধি কহিল তবে যত দ্বিজগণে।
পাঠের মাহাত্ম্য কথা শুন একমনে॥
ক্ষণকাল যেইজন একান্ত অন্তরে।
ভাগবত কথা সুধা পিয়ে কর্ণ ভ'রে॥
একমাত্র শ্লোক যদি শুনে কোনজন।
পড়ে কিম্বা অর্দ্ধশ্লোক করয়ে শ্রবণ॥
নিশ্চয় তাহার আত্মা সুপবিত্র হয়।
ব্যাসের বচন ইহা জেনো সুনিশ্চয়॥
দ্বাদশী তিথিতে কিংবা একাদশী দিন।
শুনে যদি ভাগবত হ'য়ে শুদ্ধ মন॥
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে।
সাযুজ্য করয়ে লাভ সহ ভগবানে॥
উপবাস করি যেবা যত্নবান হ'য়ে।
এই কথা পাঠ কিম্বা মুখেতে কীর্ত্তয়ে॥
সর্ব্ব পাপ হ'তে সেই হয় বিমোচন।
পুণ্য কথা মন দিয়ে করয়ে শ্রবণ॥
মথুরা দ্বারকা আর পবিত্র পুষ্কর।
উপবাস করি তথা যদি কোন নর॥
এ মহাসংহিতা যদি করে অধ্যয়ন।
শমনের ভয় তার না রহে কখন॥
করেন কীর্ত্তন যিনি বদন বিবরে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার এ ভব সংসারে॥
আর যদি বিপ্রগণ করে অধ্যয়ন।
চতুর্ব্বেদ ফল লাভ করে সেইজন॥
ক্ষত্রিয় যদ্যপি করে ইহা অধ্যয়ন।
সাগর বেষ্টিতা ধরা লভে সেইক্ষণ॥

বৈশ্যেতে পড়িলে নিধি পায় সুনিশ্চয়।
শূদ্র মহাপাপ হ'তে পাঠে মুক্ত হয় ॥
কলির কলুষ হন্তা অখিলের পতি।
ত্রাণ হেতু বিতরিল নাম ভাষাপ্রতি ॥
অন্য শাস্ত্রে এত লীলা না আছে বাখান
কিন্তু এ পুরাণে আছে বিশেষ কথন ॥
প্রতি পদে প্রতি বাক্যে কহে সৃষ্টিপতি
বিশ্বের রূপেতে তত্ত্ব আছয়ে ভারতী ॥
স্বর্গপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতা শঙ্কর।
না পারে করিতে স্তব যাঁহার গোচর ॥
স্থিতি ও উৎপত্তি লয়কারী নারায়ণ।
অনন্ত অচ্যুত অজ শ্রীমধুসূদন ॥
পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে করি নমস্কার।
স্থাবর জঙ্গম হয় আলয় যাঁহার ॥
সনাতন ভগবান দেব যদুপতি।
করি আমি তাঁর পদে অসংখ্য প্রণতি ॥
প্রকাশিল ভগবান লীলা মনোহর।
তাঁহাতে নিমগ্ন রবে যাহার অন্তর ॥
পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস।
পুরাণ সংহিতা আদি করিল প্রকাশ ॥
তাঁর পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে।
মহাজ্ঞানী ভাগবত কহে অবনীতে ॥
প্রকাশিল প্রথমেতে সাধুর সকাশ।
চন্দ্র সূর্য্য সম ইহা রবে সুপ্রকাশ ॥
অনন্ত হরির নাম হরি তত্ত্বময়।
পাপী উদ্ধারিতে ব্যাস রচিল ইহায় ॥
ধরামাঝে ভাগবত অমৃত সাগর।
যেবা পাঠ নাহি করে জীবন অসার ॥
যতদিন নাহি পড়ে করি সমাদর।
অথবা এ ভাগবতে করে অনাদর ॥
জীবনেতে মহাদুঃখ পাবে নিরন্তর।
বেদের বচন ইহা জানে চরাচর ॥
ভাগবত রসামৃতে পরিতৃপ্ত যারা।
অন্য রসাস্বাদ কভু নাহি করে তারা ॥
সর্ব্ব বেদান্তের হয় ভাগবত সার।
পরম পবিত্র হয় ইহা দেবতার ॥
কলির পাপেতে মোরা আছি জরজর।
ভাগবত নীরে কর শুদ্ধ কলেবর ॥
এস ভাই শুদ্ধ হ'য়ে লভি পরিত্রাণ।
প্রীতি ভক্তি চক্ষে হেরি হরির বয়ান ॥
সূতের শুনিয়া বাণী যত ঋষিগণ।
ভাগবত কথা শুনি আনন্দিত হন ॥
ভাগবত কথা হয় জগতের সার।
অগতির গতি ইহা জগত মাঝার ॥
শ্রবণে পঠনে পাপী সদ্য মুক্তি পায়।
মহাপাপী দুরাচারী বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
ভাগবত গ্রন্থ যার থাকয়ে গৃহেতে।
ধনধান্য বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে ॥
দুঃখশোক জরা তার না রহে কখন।
বংশবৃদ্ধি হয় তার বেদের বচন ॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী তার গৃহে রয়।
কোনমতে নাহি তার হয় শত্রু ভয় ॥
ঋষিরা পুরাণ শেষে করিয়া শ্রবণ।
হরি হরি ধ্বনি সবে কৈল উচ্চারণ ॥
অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল।
উচ্চ স্বরে সবে মিলি হরি হরি বল ॥
হরি বিনে নাহি গতি এ ভব সংসারে।
তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈঃস্বরে ॥
সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার।
হরিনাম বিনা ভবে নাহিক নিস্তার ॥
লৌকিক রচনা এবে কৈনু সমাপন।
দ্বাদশ স্কন্ধেতে হরিলীলা বিবরণ ॥
রচিলাম ভাবি গুরু হরির চরণ।
একমনে স্মর সদা দেব নারায়ণ ॥
বিষ্ণুভক্তি হ'লে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
দুঃখ কষ্ট আর তারে সহিতে না হয় ॥
বিষ্ণুভক্তি সম ভক্তি আর কিছু নাই।
বিষ্ণুতে হইলে ভক্তি সর্ব্বফল পাই ॥

ভগবৎ ভক্তই যে প্রধান হে হয়।
ভগবৎ ভক্তি বিনা আর কিছু নয় ॥
ভক্তের অধীন হরি ভকতের প্রাণ।
শ্যামল সুন্দর রূপ অখিল কারণ ॥
তোমার চরণে যার দৃঢ় ভক্তি রয়।
সেই সে নির্ব্বাণ পদ অনায়াসে পায় ॥
দীনবন্ধু ওহে হরি অখিলের পতি।
কর তুমি ব্রহ্মারূপে এই সৃষ্টি স্থিতি ॥
জীবগণে বিষ্ণুরূপে করিয়া পালন।
শেষে তুমি শিবরূপে সংহার জীবন ॥
সকলের সার হরি তুমি মূলাধার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তুমি সর্ব্ব গুণাধার ॥
পরাৎপর পরমব্রহ্ম করি নমস্কার।
তোমা বিনা কিছু নাই জগৎ মাঝার ॥
তোমার স্বরূপ তত্ত্ব করিতে বর্ণন।
দেব ঋষি মুনি আদি বিধি পঞ্চানন ॥
নিশিদিন অহঃরহ করিয়া চিন্তন।
বুঝিতে অক্ষম তব চরিত্র মহান্ ॥
এ দীন সাগরচন্দ্র ভাষা মতে কয়।
তুমি হরি সর্ব্বসার অচিন্ত্য অব্যয় ॥
ত্রিগুণ অতীত হরি পরম কারণ।
নির্লিপ্ত হইয়া তবু লিপ্ত অনুক্ষণ ॥
ধ্যানের অতীত তুমি সর্ব্বাভিষ্টকরী।
তোমার স্মরণে পাপ যায় পরিহরি ॥
সোঽহং রূপেতে যেবা বসি প্রাণায়ামে।
হৃদপদ্মে একান্তে ত্যজি সর্ব্বকামে ॥
আপনা সমর্পি তোমা তোমাময় হয়।
ধন্য সেই জীবশ্রেষ্ঠ ভাগবতে কয় ॥

হরিনাম অর্থ জীব করহ শ্রবণ।
যাহাতে কলুষ নাশ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় হরিনাম বলে।
যমেরে দিয়া সে ফাঁকি যায় সুখে চলে ॥
'হ' তে করয়ে হরণ শোক তাপ আদি।
'রি' তে রিপুগণে ত্বরা নাশে নিরবধি ॥
'না' তে করয়ে নাশ কালিমার রাশি।
'ম' তে মঙ্গল হয় লভে তত্ত্বমসী ॥
এ হেন হরির নাম করে যেইজন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বেদের বচন ॥
হরিনাম কর সার বল হরি হরি।
হরি হন ত্রাণকর্ত্তা গোলোকবিহারী ॥
জয় জয় মুকুন্দ মুরারী জয় রাধাপতি।
জয় জয় শ্রীনিবাস দেব যদুপতি ॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দশ অবতার।
পুরুষ কখন হও প্রকৃতি আবার ॥
তোমার অপূর্ব্ব লীলা কহনে না যায়।
কতরূপে প্রকাশিত বুঝে উঠা দায় ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি মূলাধার।
তুমি বন্ধু তুমি সখা তুমি সর্ব্বাধার ॥
তুমি বিদ্যা তুমি শক্তি তুমি মোহমায়া।
তুমি দেব সর্ব্বসার দিও পদ ছায়া ॥
এ দীন সাগরচন্দ্র করিয়া প্রয়াস।
স্থানে স্থানে ভাগবতে করি বৃদ্ধি হ্রাস ॥
সরল ভাষাতে ভাব করিল প্রকাশ।
সহজে হইবে যাহে জ্ঞানের বিকাশ ॥
সমাপিনু ভাগবত লৌকিক রচন।
ভ্রম দোষ যদি রহে ক্ষম সাধুজন।

অহম্ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ (ভাঃ ১১।৪৪)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত।